আগামী ১৬ ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার দিবা দ্বাদশ ঘটার পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

ঐ পঞ্চান্ন গ্রামের জ্ঞান নগর বেলেপুকুর গ্রামে ৪ প্রাপ্ত ডিবিজান বিঃ সব ডিবিজান ৬২। ৩৮ নং হোলডিং ভুক্ত ৫১।৶৩ টাকা রাজস্ব যুক্ত ২১৲ বিঘা জমীর মধ্যে আনুমানিক ৬৲ বিঘা জমীতে উক্ত দেনদারের যে স্বত্ব ও লভ্য আছে।

জেলা চব্বিশপরগণার জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল তাং ৯ ই এপ্রেল } এফ. বাকোট জজ

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে ঈশ্বরচন্দ্র দুগড়—প্রতিপক্ষ তারাচাঁদ, কোড়ামল দুগড়, দৌলতচাঁদ দুগড় এই মোকদ্দমায় জেলা মুরশীদাবাদের জজ সাহেবের বিচারালয়ের ১৮৬৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর দিবসীয় ডিক্রী জারিতে উক্ত দেনদারের নিম্ন লিখিত মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তিতে উক্ত দেনদারের যে স্বত্ব ও লভ্য আছে, জেলা চব্বিশ পরগণার শ্রীযুক্ত জজ সাহেবের বিচারালয়ে অত্রত্য কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা আগামী ১৭ এপ্রেল শুক্রবার দিবা দ্বাদশ ঘটার পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যদাতাকে বিক্রীত হইবে ইতি।

১ নং লাট। ঐ পঞ্চান্ন গ্রামের চিৎপুর পুরগ্রামে ১ প্রাপ্ত ডিবিজান ৫ সবডিজান ১৮৩ নং হোলডিঙ্গের অন্তর্গত ৪৮ টাকা জমাযুক্ত ॥২ কাঠা জমীর মৌরসী জমা ও ইমারত আদি।

২ নং লাট। উক্ত গ্রামের উক্ত প্রাপ্ত ও সবডিজান ১৮৩।১ নং হোলডিঙ্গের অন্তর্গত ৭॥ টাকা জমাযুক্ত ॥৪ কাটা জমীর মৌরসী জমা ও ইমারত আদি।

জেলা ২৪ পরগণার জজ আদালত সন ১৮৬৮ সাল তাং ৯ এপ্রেল } এফ. বাকোট জজ

—:০:—

[illegible] ।

সন ১৮৬৮ সাল [illegible] মাস [illegible] হইতে ৩১ এ পর্য্যন্ত ভাগিরথী নদীর [illegible] জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পঞ্চানন্দীতে	১১	৭
মহানায়	৯	৭
তথা হইতে জঙ্গিপুর (১৩॥ মাইল) মধ্যে	২	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর (৪৬ মাইল) মধ্যে	২	১
বহরমপুর হইতে কাটওয়া (৫০ মাইল) মধ্যে	৩	৯
কাটয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৩৬ মাইলের মধ্যে	৩	১১

সন ১৮৬৮ এপ্রেল সালের ৪ ঠা তারিখের বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ * ফিট ইঞ্চ ২——৩ ০

বহরমপুর ৪ ঠা এপ্রেল ১৮৬৮। } এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার বহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২ রা বৈশাখ সোমবার।

১২৭৪ অব্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১২৭৪ অব্দ গত হইল। আমরা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া ও গ্রাহকগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নূতন বর্ষে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রাহকগণ সর্ব্বসাধারণের সহিত বর্ত্তমান বর্ষ সুখে অতিবাহিত করেন, আমাদিগের এই অকপট প্রার্থনা।

১২৭৩ অব্দটী অতি ভয়ানক বৎসর। দুর্ভিক্ষনিবন্ধন অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে এপ্রকার ঘটনা না ঘটে, সেই উপায় অবলম্বনের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তদনুসারী কার্য্য কোথাও আরব্ধ হয় নাই। অতএব ১২৭৪ অব্দকে একাংশে উদ্যোগের ও অন্যাংশে ঔদাসীন্যের বৎসর বলিয়া গণনা করিতে হয়।

গত বৎসর সর সিসিল বীডন যার পর নাই নিন্দিত, ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হইয়া এদেশ ত্যাগ করিয়াছেন এবং মহামতি উইলিয়ম গ্রে সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইনি শাসনকর্ত্তা হইবার অব্যবহিত পরে স্বচক্ষে আসাম দর্শন করিতে গমন করেন এবং কোন কাজই প্রায় স্বচক্ষে না দেখিয়া করেন না। সর সিসিল বীডনের সময়ে কর্ম্মচারিনিয়োগপ্রভৃতি বিষয়ে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, গ্রে সাহেব তাহার অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ফলতঃ এক জন যথার্থ ভদ্র লোক আমাদিগের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, সকলের এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ড্রমণ্ড সাহেব পদত্যাগ করাতে সর উইলিয়ম মুর সাহেব তৎপদ পাইয়াছেন। ড্রমণ্ড সাহেব কেবল সময় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন মাত্র। মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব পীড়িত হইয়া বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। শাসন সম্বন্ধে অন্য কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই; কিন্তু গবর্ণর জেনরল একটী অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহার অধীন প্রধান পদ সকল নিয়মবহির্ভূত পঞ্জাবী কর্ম্মচারীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। রাজস্ব [illegible] সেক্রেটারির পদভিন্ন আর সকল পদই বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের হস্ত হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহাতে শেষোক্ত কর্ম্মচারিগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

রাজনীতিসম্বন্ধে গত বৎসর কয়েকটী বিশেষ উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন সভা ষ্টেটসেক্রেটারি সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের নিকটে এই আবেদন করেন যে, এক্ষণে সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার যে প্রকার নিয়ম আছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগকে কার্য্যতঃ সিবিলসর্ব্বিসে বঞ্চিত করা হইতেছে। অতএব লণ্ডনে না. কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম এক প্রকার হইবে, পরীক্ষাও [illegible] হইবে [illegible] ভারতবর্ষীয় সভা ও [illegible] সমাজ এই প্রার্থনার অনুমোদন করিয়া আবেদন করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট

উহার আবশ্যকতা স্বীকার এবং ফসেট সাহেব মহাসভায় এ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। সিবিল সর্ব্বিস ভিন্ন আর একটী গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রতিবৎসর এ দেশের আয় বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি অকুলান যাইতেছে না। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের আগমনাবধি বিস্তর ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে। বিশেষতঃ সেনাদলের ব্যয়ের সীমা নাই। সকলে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিনিধিপ্রণালী স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন।

গবর্ণর জেনরল গত বৎসর অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি একটী সুবিচার করিয়াছেন। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের অচিহ্নিত কর্ম্মচারিগণ সহকারী কমিসনর পর্য্যন্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু এমন সৎ উদ্দেশ্যটীও আংশিক অবিবেচনা দোষে কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি আজ্ঞা দিয়াছেন, যে স্থানে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক হইবে, তথায় এতদ্দেশীয় সহকারী কমিসনরগণ নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না। রাজনীতিসম্বন্ধে এপ্রকার জাতিভেদের তুল্য শোচনীয় বিষয় আর আছে? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটনিয়োগের পরীক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন নিয়মানুসারে এ নিয়োগ হইত না; ইহারও অভ্যন্তরে দুটী দোষের আবির্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম যাঁহাদিগের নাম সেক্রেটরির রেজিষ্টরিতে থাকিবে, তাঁহারাই কেবল পরীক্ষা দিতে পারিবেন এবং কতকগুলি পদ ইউরোপীয়দিগের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে।

গত বৎসর যুদ্ধাদি ঘটনার মধ্যে এই মাত্র হয়, [illegible]াবের সীমাস্থিত বাজুটী জাতি ব্রিটিশ সীমা অতিক্রম করাতে কয়েক শত সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবমান হয়। কিন্তু সৈন্যগণ পর্ব্বতপ্রবিষ্ট হওয়াতে সৈন্যগণ অকৃতকার্য্য হয়। এক জন আফিসর ও ১১ জন সৈনিক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বন্যেরা অদ্যাপি অশাসিত রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের বিদেশীয় রাজনীতিঘটিত কার্য্যের মধ্যে মহীসুর প্রত্যর্পণ প্রধান। বৃদ্ধ রাজা সম্প্রতি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দশ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিলে ঐ রাজ্য ব্রিটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণর জেনরল ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, মৃত রাজার দত্তক পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলেই তাঁহার হস্তে শাসনের ভার দেওয়া হইবে। টঙ্কের নবাব মহম্মদ আলী তদধীনস্থ লাওয়ার ঠাকুরকে বধ করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তদীয় পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও এই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট আর এতদ্দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। জয়পুরের রাজা শাসনসম্বন্ধে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় এক সভা হইয়াছে; সভ্যেরা ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও শাসনকার্য্য করিয়া থাকেন। রাজস্ব, বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ঐ রাজ্যের উন্নতি নয়নগোচর হইতেছে। জয়পুরের ন্যায় ত্রিবাঙ্কুরের অবস্থাও প্রীতিকর। রাজা ও তদীয় দেওয়ানের যত্নে সকল বিষয়েই প্রায় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। লার্ড নেপিয়র সম্প্রতি এই রাজ্য দর্শন করিতে গিয়া প্রীতিলাভ করিয়া আসিয়াছেন। গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের তাদৃশ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। নবাব সালারজঙ্গ নিজামের রাজ্য শাসনবিষয়ে সম্প্রতি কতকগুলি সদুপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কৃতবিদ্য লোকদিগের হস্তে বিচার ও শাসনের ভার দিয়াছেন। আপীল শ্রবণের নিমিত্ত একটী প্রধান বিচারালয় হইয়াছে এবং রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া রাজস্বপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে। সর রিচার্ড টেম্পল যে কয়েক মাস রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাহার মধ্যেই অধিকাংশ উন্নতি হয়। তিনি যে অনেকগুলির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। গুজরাটের রাজা অপব্যয় ও শাসনের বিশৃঙ্খলানিবন্ধন বিখ্যাত হইয়াছেন। এই নির্ব্বোধ রাজকুমার সম্প্রতি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মক্কায় এক চন্দ্রাতপ প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সকলই বিশৃঙ্খল; সুবিচার নাই। আক্ষেপের বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট সদুপদেশ প্রদান ও ভয়প্রদর্শনাদিদ্বারা ইহাঁকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। অযোধ্যার রাজা ধূর্ত্ত ও ধর্ম্মভয়শূন্য চাটুকারদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অতিশয় ঋণগ্রস্ত হন। কিন্তু কর্ণেল হারবার্ট ও মুন্সি আমীর আলীর যত্নে তাঁহার ৫৬ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ হইয়া ৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মেইন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব করিয়াছেন, রাজাকে যিনি কর্জ্জ দিবেন, তিনি আদালতে নালীশ করিতে পারিবেন না।

১২৭৩ অব্দের অর্দ্ধপর্য্যন্ত উৎকলে দুর্ভিক্ষ ছিল। গবর্ণমেণ্ট তথায় বিস্তর চাউল প্রেরণ এবং বিশেষ কমিসনর মন্রো সাহেব যথোচিত পরিশ্রম করিয়া অন্নহীন লোকদিগকে আহার প্রদান করেন। আউস ধান্য কাটিবার পর কষ্ট এত কম হয় যে, সেপ্টেম্বর মাসের শেষে অধিকাংশ অন্নছত্র বন্ধ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে যেমন ঔদাসীন্য ও অনবধানতা প্রদর্শন করেন, শেষে তেমনি যত্ন পাইয়াছিলেন। এত চাউল প্রেরিত হয় যে, এখনও তথায় অনেক চাউল

আছে। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকেরা তত্রত্য শাসনকর্ত্তার চেষ্টায় যথোচিত সাহায্য পাইয়াছেন।

আমাদের চা-করেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। অনেক চা-করকে আপন আপন ক্ষেত্র বিক্রয় করিতে হইয়াছে। প্রায় সকলেই ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। এককালে অধিক পরিমাণে ভূমি লইয়া আবাদ করিয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টাই তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ। তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগকে চার চাসে বঞ্চিত করিতে গিয়া সকলই হারাইলেন। একটি সুখের বিষয় এই যে, গত বর্ষে চা-ক্ষেত্রে মজুরদিগের প্রতি তত অত্যাচার হয় নাই; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কাছাড়ের কুলিরক্ষক মার্শল সাহেবকে পদচ্যুত করিবার আজ্ঞা দিয়া একটী অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। কুলিদিগের অবস্থার যে কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা মার্শল সাহেবের দ্বারাই হইয়াছিল। বঙ্গদেশের নীলকরগণের ত উচ্ছেদ হইয়াছে। গত বৎসর ত্রিহুতের নীলকরেরা অত্যাচার করাতে কৃষকেরা প্রতিবন্ধকতা করিতে আরম্ভ করে। এক জন সহকারী মাজিষ্ট্রেট কিছু দিন কৃষকদিগের দ্বারা কারাগার পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করাতে এবং নীলকরেরা যথাসময়ে কৃষকদিগের লাভবৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে এক্ষণে গোলযোগের অনেক শান্তি হইয়াছে।

এদেশের রেলওয়েসকল ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, বোম্বাই রেলওয়ের অধিকাংশ সেতু ভগ্ন হইয়া যায়; এ জন্য পুনর্ব্বার ব্যয় হইবে। মাতলা রেলওয়ে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট এটি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্জাবের রেলওয়ের এজেণ্ট কর্ণেল এলফিনষ্টোন অনবধানতাদোষে পদচ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার অধীনস্থ দুই জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী চুরি ও জাল করিয়া দণ্ড পাইয়াছেন। পেসোয়ারপর্য্যন্ত একটী নূতন রেলওয়ে হইবে। যাহা হউক, গত বর্ষে রেলওয়ের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি ব্যয়বাদে প্রায় আড়াই কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন।

গত নবেম্বর মাসে সর জন লরেন্স মহাসমারোহ করিয়া লক্ষ্ণৌএ এক দরবার করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ প্রভৃতি কয়েক জন ঐ সময়ে ভারতবর্ষীয় ষ্টার প্রাপ্ত হন। যে সময়ে সর জন লরেন্স অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দরবার করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থান ভয়ানক ঝড়ে উৎসন্ন হইয়া যায়। ২০ এ আশ্বিনের ঝড়ের কষ্ট দূর হইতে না হইতে গত ১৬ ই কার্ত্তিক রাত্রিতে পুনর্ব্বার প্রবল ঝড় হইল। এই ঝড় রাত্রিতে হওয়াতে বিস্তর লোক প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতা ও উপনগরে প্রায় ১১০০ লোকের মৃত্যু হয়। বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রেসাহেবের যত্নে চাঁদা হইল এবং গবর্ণমেণ্ট চাঁদার তুল্য টাকা দিলেন। মফস্বলের স্থানে স্থানে সভা ও চাঁদা হইতে লাগিল। অনেক দরিদ্র লোক তদ্দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ঝড়ে গড়ে প্রায় ছয় আনা শস্য নষ্ট হইয়া যায়; কিছু দিন সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্বাঞ্চলের শস্য অনুৎসন্ন থাকাতে দ্রব্যাদি পুনর্ব্বার সুলভমূল্য হইয়াছে।

মাসি সাহেব গত বর্ষে যে আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন, তাহাতে সাধারণে সন্তুষ্ট হন নাই। লাইসেন্স টাক্স স্থাপিত করাতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে ইনকমটাক্সের অপেক্ষা অল্প অত্যাচার হয়। বণিকগণ কোন করই দেন না; ইউরোপীয়গণ এক প্রকার সর্ব্বপ্রকার কর হইতে মুক্ত। লাইসেন্স করে এই দুই শ্রেণিকে স্পর্শ করিতেছে। মাসি সাহেব এই কর হইতে ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইবে অনুমান করেন; কিন্তু প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। অহিফেনে বিস্তর লাভ হওয়াতে এবৎসর অল্পই অকুলান ছিল। গত ১৫ ই মার্চ্চ শনিবার রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী আয় ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা গিয়াছে, বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮,৫৮,৬৯,০০০ টাকা আয় ও ৪৮,৩৪,৩০,০০০ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এ বার লাইসেন্স টাক্স আইনের অনেক সুসঙ্গত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা হয়, লাইসেন্স করের কোন প্রয়োজন হয় না; বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইহাঁরা ব্যয় করিতে জানেন, কিন্তু বৃথা ব্যয় কমাইতে জানেন না। ইংলণ্ডীয় ব্যয় ও সেনাদল আমাদিগের যাবতীয় অকুলানের কারণ। যত দিন এই ব্যয়ের উপর ভারতবর্ষীয়দিগের ক্ষমতা না হয়, তত দিন কিছুতেই এ অনিষ্ট দূর হইবে না। গত বৎসর অর্থকৃচ্ছ্র নিবন্ধন বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে। বোম্বাই ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরদিগের চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত হইয়াছে। এখানে আগরা ব্যাঙ্ক একবার দেউলিয়া হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। পোর্টক্যানিং কোম্পানির অধ্যক্ষগণ শিলার সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। শিলার সাহেব কোম্পানির টাকায় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আবার সেই সম্পত্তি কোম্পানিকে নিজেই অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহার নামে এই অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। অপবর-

দটী সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, এই কার্য্যটীদ্বারা অনেকে ইউরোপীয় বণিকদিগের চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন।

গত বৎসর বাণিজ্যসংক্রান্ত কয়েকটি ব্যবস্থা হইয়াছে। শাসনসম্বন্ধে কোন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রণীত হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলেখ্যভিন্ন আর কোন ভাল আইনের পাণ্ডুলেখ্য হয় নাই। ষ্টাম্প আইন কড়া হওয়াতে দরিদ্রদিগের প্রতি সুবিচারের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। সাধারণে চীৎকার করাতে গবর্ণর জেনরল এই আইনের ফলাফল অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে হইতে লঙ্কা উৎসন্ন হইবে। এ বৎসর বঙ্গদেশ হইতে দুই জন ব্যবস্থাপক লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এক জন বৃদ্ধ, পীড়িত ও নিস্তেজ; আর এক জন আইন অপেক্ষা ঘোড়দৌড় ভাল বুঝেন। এই সকল লোক ব্যবস্থাপক হন এটী কাহারও অভিপ্রেত নহে। যাঁহারা যথার্থ কাজের লোক, তাঁহাদিগকে লওয়াই আবশ্যক। কিন্তু জুরির ন্যায় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ অক্ষমতাপ্রদর্শনের নিমিত্ত মনোনীত হইয়া থাকেন।

গত বৎসর বিচারপ্রণালীর কোন উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। মফস্বলের বিচারালয়ে পূর্ব্ববৎ উৎকোচস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। প্রধানতম বিচারালয়ের আজ্ঞার বিরুদ্ধে সেই বেলা একটার সময়ে কাছারি করা হইতেছে। মফস্বলের হাকিমেরা সেই সেকেলে যথেচ্ছ ব্যবহারের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেছেন। সার বার্ণেস পিকক মফস্বলের বিচারালয়সমূহের উন্নতি সাধন করিবেন বলিয়া আমরা যে আশা করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল না। প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ রীতিমত মফস্বলে গমন করেন না। যে কিছু সুবিচার প্রধানতম বিচারালয়ে ও নূতন মুন্সেফদিগের নিকটে হয়। কিন্তু যাঁহারা ফৌজদারি ও ১০ আইনের বিচার করেন, তাঁহাদিগের কথা বলিতে নাই। ভূমিসংক্রান্ত আইন অতিশয় জটিল। এই সকল আইন একত্র করিয়া যত দিন শিক্ষিত বিচারপতিদিগের হস্তে বিচারের ভার দেওয়া না হইতেছে, তত দিন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। আমলাদিগকে স্থানে স্থানে বদলী করা হইতেছে; কিন্তু সাধারণে কাহাকেও তিন বৎসরের অধিক এক স্থানে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। আক্ষেপের বিষয় এই, কৃতবিদ্য লোকদিগকে বহুলপরিমাণে আমলা করা হইতেছে না।

গত বৎসর অপেক্ষা এ বার শিক্ষাবিভাগের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের যত্ন অপেক্ষা সমাজের উন্নতিদ্বারাই উহা সাধিত হইয়াছে। সর জন লরেন্স ও তাঁহার নিয়মবহির্ভূত সহচরগণ ইংরাজীতে না দিয়া দেশীয় ভাষায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণে ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। শাসন ও বিচার ইংরাজীতে হইবে; এ অবস্থায় লোকের শিক্ষা দেশীয় ভাষায় হইলে তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে উচ্চতর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইবে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে; কিন্তু যে প্রকার কণ্ঠস্থ করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্ত হয়, সর্ব্বসাধারণে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার গবর্ণমেণ্টের এক জন স্বতন্ত্র সেক্রেটারির হস্তে থাকে এমত প্রস্তাব হইয়াছে। বস্তুতঃ শিক্ষাসংক্রান্ত একটী সভা এবং ঐ সভার উপরে এক জন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিকে কর্ত্তা না করিলে প্রকৃত কাজ হইবে না। এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি না হওয়াতে অনেকে শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিতেছেন।

বর্ষে বর্ষে যেমন বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তেমনি সমাজেরও উন্নতি হইতেছে। নানা স্থানে নানা প্রকার উন্নতিচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সামাজিক উন্নতির উদ্দেশে কয়েক ব্যক্তি চৈত্রমেলা আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্ম লইয়াও বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সামাজিক বিজ্ঞানসভা ও ফিয়ার সাহেব এ বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন।

আবিসিনিয়ার রাজা ইংরাজ কন্সল ও আর কয়েক জন ব্রিটিশ প্রজাকে রুদ্ধ করাতে গত অক্টোবর মাসে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা হইয়াছে। এদেশ হইতে ৪০০০ ইউরোপীয় ও ৮০০০ এতদ্দেশীয় সৈন্য গমন করিয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতি সর রবার্ট নেপিয়র অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিয়াছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত একটীও যুদ্ধ হয় নাই। এবৎসর যে যুদ্ধের শেষ হয় এরূপ বোধ হয় না। এই যুদ্ধে এদেশ হইতে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের বেতন আমাদিগের স্কন্ধে নিক্ষেপ করাতে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

অদ্যাপি কাবুলের গোলযোগের শেষ হয় নাই। সর্দ্দার আব্দুল রহমন খাঁ তুর্কিস্থানপর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন। হিরাট মাত্র সিয়ারআলির অধীনে আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আজিম খাঁকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। রুশীয়েরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এত দিনের পর গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় চরদিগকে মধ্য আসিয়াতে প্রেরণ করিয়া সংবাদ লইতেছেন।

ভারতবর্ষীয় সভা ১৭৪ অব্দে যে

প্রকার কাজ করিয়াছেন, চারি বৎসরের মধ্যে সেরূপ করিতে পারেন নাই। প্রায় যাবতীয় আইনের বিষয়ে তাঁহারা আবেদন করিতেছেন, অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরোধও রক্ষা হইতেছে। তাঁহারা লাইসেন্স টাক্স বিলের বিষয়ে যে আবেদন করেন, তন্নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। এক্ষণে সভার যে প্রকার সম্ভ্রম ও ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যপ্রণালী প্রশস্ত ও বিস্তৃত করা উচিত।

সামাজিক বিজ্ঞান সভার দ্বিতীয় কার্য্যবিবরণ।

বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞানসভার কার্য্যবিবরণের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয়ের আন্দোলন দেখা যাইতেছে। ইহার সর্ব্বপ্রথমে সভার অধ্যক্ষ বিচারপতি ফিয়ারের প্রারম্ভবিষয়ক বক্তৃতা রহিয়াছে। বিচারপতি ফিয়ারের মুখ হইতে যাহা বহির্গত হয়, তাহাই ভাল লাগে। গত ২৯এ জানুয়ারিতে এই বক্তৃতা হইয়াছিল। ইহার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণে সভাপতির নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। আইনঘটিত দুই খানি পত্র পঠিত হয়। প্রথমখানি হুগলী কালেজের আইনের অধ্যাপক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম, এ, পাঠ করেন। এখানি এ দেশের জুরিপ্রথার বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। কালেক্টরেরা নিজে কিছুই না করিয়া আমলাদিগের উপরে যে জুরিনির্ব্বাচনের ভার দেন এবং নাজির ভদ্র লোকদিগের নিকটে কিছু কিছু লইয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া ইতর লোকদিগকে জুরির নিমিত্ত যে আনয়ন করেন, তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্য বাবুর এই মত সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত। জুরির দোষেই কোন স্থলে দোষী ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে; কোথায়ও বা নির্দ্দোষীর দণ্ড হয়। এক্ষণে সকল স্থানেই কৃতবিদ্য লোক দৃষ্ট হন; সুতরাং উপযুক্ত জুরির অভাব নাই। অতএব মোক্তারদিগকে জুরিশ্রেণী হইতে যে বহিষ্কৃত করা উচিত, একথা বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের সহিত সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু চিকিৎসকদিগের সহিত উকীলদিগকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত হয় না; ...শীন জুরর পাইলে অন্য জুরর গ্রহণের প্রয়োজন করে না। যে মহকুমায় মকদ্দমা হইবে, তাহার দশ ক্রোশ পরিধি পর্য্যন্তের কৃতবিদ্য লোকদিগকে জুরর করা কর্ত্তব্য। প্রতিবৎসর জুরির তালিকার সংশোধন আবশ্যক। দ্বিতীয় পত্র বাবু শ্যামাচরণ সরকার কর্ত্তৃক পঠিত হয়। এখানি বিনামসংক্রান্ত। মুসলমান রাজ্যের শেষাবস্থায় আত্মরক্ষার্থ বিনাম প্রথার সৃষ্টি হয়; এক্ষণে ইহা ...চুরি করিবার উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব এরূপ একটী আইন করা উচিত, অতঃপর যদি কেহ কোন বিষয় বিনাম করেন, আর সেই বিষয় লইয়া আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হয়, ঐ বিষয় বিনাম এরূপ প্রমাণ পাইলে আদালত মকদ্দমা অগ্রাহ্য করিবেন বাবু শ্যামাচরণ সরকার আইন বিষয়ে সচরাচর যে প্রকার পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করিয়া থাকেন, এই পত্রখানিতেও তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মৌলবী আবদুল লতিফ তৃতীয় পত্রখানি লিখিয়াছেন। এখানি মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে লিখিত হইয়াছে। তিনি ইহাতে বিশেষ যোগ্যতা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মিনেট অবলম্বন করিয়া আরবির যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে সম্মত হইবেন না। বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, এ দেশের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক একখানি পত্র পাঠ করেন। আমরা দুঃখিত হইলাম, লেখক সেই সেকেলে সংস্কারের বশীভূত হইয়া শ্রেণিবিশেষের নিমিত্ত বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। অন্তঃপুরিকাদিগের বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সাধারণের অনুমোদনীয় হইবে। ডাক্তর ফারকোহার স্বাস্থ্যসংক্রান্ত একখানি উত্তম পত্র পাঠ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত তালিকাগুলির উপরে সম্পূ... বিশ্বাস হয় না এবং অনেক স্থলে তিনি বিশেষ কারণপ্রদর্শন না করিয়া বর্ত্তমান প্রণালীকে পূর্ব্বতন প্রণালীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। জেমস উইলসন সাহেবের পরিমিত ব্যয় ও বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রবন্ধটী যথাবিধ হইয়াছে। মফস্বলের স্থানে স্থানে সেবিঙ ব্যাঙ্ক করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু এক্ষণে সুদের যে হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অল্প কৃষকই টাকা জমা দিবে। যদি এমন প্রথা হয় যে, নির্দ্দিষ্টসংখ্য কতকগুলি টাকা জমা দিলে জমাকারী ও তাহার পুত্র পর্য্যন্ত বাৎসরিক এক টাকা বৃত্তি পাইবে তাহা হইলে কৃষকেরা টাকা দিতে পারে। গ্লাডষ্টোন সাহেব যাবজ্জীবন স্থায়ী বাৎসরিক বৃত্তির (আনুটির) যে প্রথা উদ্ভাবিত করেন, তাহা এ দেশে করা কর্ত্তব্য কি না সামাজিক বিজ্ঞান সভার তাহা স্থির করা উচিত। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দুদিগের পর্দ্দা বিষয়ে যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইউরোপীয়গণ অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারিবেন। আমাদিগের সমাজঘটিত সকল বিষয় অবগত না হইলে বিচারপতি ফিয়ারের ন্যায় লোকেরাও যথোচিত কার্য্য করিতে পারি...

বেন না। বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের পত্র খানি সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য হইয়াছে। তিনি আমাদিগের উচ্চতম শ্রেণির স্ত্রীলোকদিগের যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণন নহে। দুই একটী ধনিবংশীয় স্ত্রীলোক কেবল আহার ও নিদ্রায় কালযাপন করেন এবং হাত থাকিতে দাসদাসীদিগের উপরে সকল বিষয়ে [illegible] করিয়া থাকেন। এরূপ উদাহরণ নিতান্ত [illegible] নাই [illegible] বলিয়া কি [illegible] স্ত্রীলোকমাত্রেই দূষণীয় হইবেন? বেলা আটটার সময়ে উঠিয়া স্নান পূজা করিয়াই স্তূপাকার মিঠাই জল যোগ; তাহার পরক্ষণেই অপর্য্যাপ্ত অন্ন আহার; তৎপরে বেলা পাঁচ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিদ্রা; পরে স্নান চন্দন ও দাসীদ্বারা বেশবিন্যাসসাধন এবং তৎপরে তাস খেলা এটী ধনিকামিনীদিগের সাধারণ নিয়ম নহে, দুই এক জন বৃদ্ধ [illegible]বের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী এরূপ হইতে পারেন; কিন্তু তাহা বলিয়া ধনি বংশীয় স্ত্রীলোকমাত্রকেই অলস ও বিলাসপ্রিয় বলা অনুচিত। বাবু গিরিশ ঘোষ [illegible] অনুমানের উপরে অনেকাংশে [illegible] করিয়া এ কথা বলি [illegible]। [illegible] আমাদিগের ধনিবংশের স্ত্রীলোকদিগের অনেকে যে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। এ স্থলে [illegible] গুটি দুটীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। বাবু হীরালাল [illegible] মাতা অতিথি উপবাসী থাকিতে আহার করেন না; [illegible] সকল ব্যক্তির আহারের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি এবং প্রাতঃকাল [illegible] রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের সকলের স্বচ্ছন্দতা ও নিজের পরমার্থসাধন করিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। বাবু প্যারীচরণ মল্লিকের ন্যায় [illegible] কলিকাতায় অল্পই আছেন; কিন্তু আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, তাঁহার গুণবতী রমণী মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে রন্ধন করেন [illegible] দরিদ্র প্রতিবেশীর কষ্টের প্রতিও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এ প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ থাকিতেও যিনি আমাদিগের উচ্চতর শ্রেণির স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা করেন, তাঁহারে ঐ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।

শেষ পত্রখানি লঙ সাহেবের লিখিত। এ দেশে যত প্রবাদ বাক্য পদ্য আছে, আমাদিগের পরম হিতৈষী বন্ধু তৎসমুদায় সংগৃহীত করিয়াছেন। এই সংগ্রহ অতিশয় প্রশংসনীয়। তিনি বলিয়াছেন, ইংরাজদিগের বিষয়ে বাঙ্গালীদের প্রবাদ বাক্য তিনি কোথায়ও শ্রবণ করেন নাই। বস্তুতঃ ঐ গুলির সংখ্যা অল্প বটে; তথাপি। অনুসন্ধান করিলেও [illegible] যেন [illegible] কোম্পানি [illegible] জাহাজ থেকে নেমে এলেন" ইত্যাদি অনেকগুলি প্রবাদ পাওয়া যায়।

—:o:—

স্ত্রীশিক্ষা।

আমরা ১৮৬৬ ৬৭ অব্দের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টের যে সংক্ষেপ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, তাহাতে বাঙ্গালিদিগের শিক্ষার উন্নতির বিবরণ তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। তাহাতে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়টী অনুল্লিখিত আছে, অর্থাৎ ঐ উদ্দেশে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে; রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ স্ত্রীবিদ্যালয় সমুদায়ে ২৮১ টী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত এগার মাসে ৬৪ টী বিদ্যালয় বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে পাঠার্থিনীর সংখ্যা ৫৫৫৯ ছিল, গত এগার মাসে ৬৫৩১ হইয়াছে।

বিদ্যালয় ও পাঠার্থিনীর সংখ্যা যেরূপ হউক, স্ত্রীশিক্ষা যে সামান্যরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শীঘ্র যে ইহার উন্নতি হয়, তাহারও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অনেকগুলি মহান অন্তরায় আছে। প্রথম, আবশ্যকতাজ্ঞান না জন্মিলে কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না, এটী সিদ্ধান্ত বাক্য। আবশ্যকতা জ্ঞান জন্মিবার আবার দুটী কারণ আছে। প্রথম, স্বার্থনাভজ্ঞান, দ্বিতীয় অবশ্য কর্ত্তব্যতাজ্ঞান। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে বহুল পরিমাণে এদেশীয়দিগের ইহার অন্যতর কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। সাধারণের এদেশীয়দিগের সংস্কার এই, স্ত্রীলোকদিগকে শিখাইলে কি হইবে? তাঁহারা কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইবেন না। স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইলে যে সংসার সুখময় হয়, সে জ্ঞান সাধারণের নাই। যাঁহাদিগের ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নয়। বোধ কর, এক গ্রামের ভিতরে দুই ব্যক্তির ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারা স্ত্রীবিদ্যালয়ের উদ্‌যোগ করিলেন; কিন্তু গ্রামের আর কেহই অর্থদ্বারা বা বিদ্যালয়ে কন্যাপ্রেরণদ্বারা উহার সাহায্য করিলেন না। সুতরাং উদ্‌যোগকারীরা কৃত কার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রায় যাবতীয় পল্লীগ্রামেরই সচরাচর এই অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, এ দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মসম্পাদন করিয়াথাকেন। লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে গেলে অধিকতর অবসরের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ পুরুষের এরূপ অবস্থা নয় যে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যাপ্ত অবসর দিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য অন্যদ্বারা সম্পাদন করিয়া লন।

তৃতীয়, এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হয় ও সন্তান জন্মে; সুতরাং তাঁহারা অল্প বয়সে সংসারী হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন; পড়া শুনার অবসর পান না। এ দেশ যেরূপ

উষ্ণ এবং এই দেশে অল্পবয়সে যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির উদ্গম হয়, তাহাতে অল্প বয়সে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ না দিলে অনেক অনর্থ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

উল্লিখিত অন্তরায়গুলি অতিক্রম করিয়া কৃতার্থতালাভ সহজ ব্যাপার নহে। উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, পুরুষের শিক্ষা ও অবস্থার উপরেই স্ত্রীশিক্ষায় সিদ্ধিলাভ সর্বাধিক নির্ভর করিতেছে। আমরা বহু বাক্য প্রতিপন্ন করিয়াছি আজিও অধিকাংশ পুরুষ সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন হন নাই। এদেশে শিক্ষা পরীক্ষাতেই অধিকাংশ লোকের শিক্ষাকার্য্য পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিদিগের হইতে কোন মহৎ ও বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার বাসনা জন্মিলে অগ্রে অধিকাংশ পুরুষকে সুশিক্ষিত করিয়া উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন করিলা তুলাই কর্ত্তব্য। এ কার্য্যটি করিতে গেলে আর কতকগুলি নূতন ছাত্রবৃত্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিয়ম মধ্যে বহুল পরিমাণে সাহিত্যচর্চ্চার উপায়বিধান করিতে হয়। অপর, এক্ষণে যে স্ত্রীশিক্ষা হইতেছে, সেটী নামমাত্র শিক্ষা। শৈশব কালে পিত্রালয়ে বালিকাদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া সে সমুদায় বিস্মৃত হইতে হয়। তখন একবারে গৃহকর্ম্ম তাহাদিগের সমুদায় সময় ও চিত্তকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সকল কারণে এখন যে শিক্ষা হইতেছে, তদ্দ্বারা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। সমাজ মাত্রেই বালক ও বালিকাদিগের এক এক প্রকার শিক্ষাবিধি আছে। যে শিক্ষা দ্বারা অন্তঃকরণ প্রশস্ত, আশয় উদার এবং দ্বেষ হিংসাদি অসৎ প্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয়, সেই শিক্ষাই শিক্ষা। অধিক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা না হইলে এ সকল গুণ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অধিক বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা পুংশিক্ষকদ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভাবিত নহে; স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর একান্ত প্রয়োজন। এক্ষণে স্থানে স্থানে যে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় দৃষ্ট হয়, তাহা কার্য্যোপযোগী নহে। যে স্থলে ভদ্র স্ত্রীরা গিয়া অধ্যয়ন করেন, এরূপ একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় আবশ্যক। তাহা করিতে গেলে স্ত্রীলোকদিগের গমনাগমনের ব্যয় এবং তাঁহাদিগের প্রলোভনার্থ উচ্চতর বৃত্তিবিধান আবশ্যক করে।

যাবৎ এগুলি না হইতেছে, তাবৎ স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা বিফল হইতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি, এক স্থানে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় বসিল, কিছু দিন পরে তাহা উঠিয়া গেল, আবার আর এক স্থলে বসিল। কিন্তু কোন স্থানের কোন বিদ্যালয়েই আর সুন্দর রূপে শিক্ষা হইতেছে না। যখন এরূপ হইতেছে, তখন এ বিষয়ে যে ব্যয় হইতেছে, তাহা কি বিফল হইতেছে না।

বিবিধসংবাদ।

২৫ এ চৈত্র সোমবার।

নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীর প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহা রহিত করিবার উদ্দেশে আপীল হইয়াছে। আগামী কল্য প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি নর্ম্মান ও বিচারপতি মার্কবি উহার পুনর্বিচার করিবেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইয়ের টৌনহালে একটী অতি মনোহর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে রাজনীতি সংক্রান্ত উন্নতির সম্ভাবনা অল্পই থাকে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যাঁহারা ক্রমশঃ উন্নতিসাধন করিবার অভিলাষ করেন, তিনি তাঁহাদের দলভুক্ত নহেন। তিনি আমাদের সামাজিক সংস্কারের শাখাচ্ছেদ করিয়া সন্তুষ্ট নহেন; উহার মূলপর্য্যন্ত উৎপাটন করিবেন। কেশব বাবুর সঙ্গে সর্ব্ব সাধারণের মতভেদের এইটীই প্রধান কারণ।

যে দিবস দিল্লীতে শিক্ষাসংক্রান্ত দরবার হয়, সেই দিবস কয়েকজন এতদ্দেশীয় লোকের সহিত কয়েকজন হাইলণ্ডারের দ্রুত গমনের পরীক্ষা হইয়াছিল। সৈনিকেরা দুই বাজি দৌড়িয়াছিল; কিন্তু দুই বাজিতেই সিপাহীরা জয় লাভ করে। প্রথম বাজির পুরস্কার ১০১ এবং দ্বিতীয় বাজির পুরস্কার ২০১ টাকা। শারীরিক কষ্ট ও মল্লযুদ্ধে সিপাহীরা প্রায় ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে পরাজিত করিতে পারে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মধ্য ভারতবর্ষের এক জন সহকারী কমিসনর আপন অধীনস্থ এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহারা যদি বাইপ্রভৃতির সংসর্গ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হইবে। আমাদের মতে এইরূপ আজ্ঞা সর্ব্বত্র প্রদান করা উচিত। নাগপুর ও লক্ষ্ণৌতে প্রকাশ্যরূপে যে সকল কুৎসিত কাজ হয়, কলিকাতার কোন স্থানে তাহার অর্দ্ধেক দেখা যায় না।

জলসেচনার্থ খালকাটাইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ড হইতে ৩০ জন ইঞ্জিনিয়র আনাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ২১ জন আসিয়াছেন। ইহাদিগকে শীঘ্র স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইবে। আমরা বোধ করি, যাহাতে ইহাঁদিগের সহিত বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়রদিগের বিবাদ না হয় গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন।

গত শুক্রবার লার্ড বিশপ, মিস মিলন, উড্রো সাহেব লড সাহেব ও রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর পাড়ার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয়প্রভৃতি দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহাঁদিগকে অতিশয় সমাদরে গ্রহণপূর্ব্বক একটী ভোজ দিয়াছিলেন।

এক জন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল শুক্রবার কাথিড্রল মিসন কালেজের পারিতোষিকবিতরণের সময়ে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পুরস্কারবিতরণের সময়ে উপস্থিত থাকেন না কেন? আমরা উহার এই উত্তর করিতেছি, আটকিন্সন সাহেবের যত্ন থাকিলেই গবর্ণর জেনরল আসিতে পারেন।

সম্প্রতি চাঁপাতলায় একটী স্ত্রীলোক হত হইয়া পতিত থাকে। গত শনিবার করণার তাহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি এই হতভাগা যুবতীকে চিনিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম ২২।২৩ বৎসর হইয়াছিল, দেখিতে পরম সুন্দরী; তাহার বস্ত্র দেখিলে বোধ হয় সে এত দ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান ছিল। একখানি ছুরিকা দ্বারা তাহার এক কর্ণ অবধি অপর কর্ণ পর্য্যন্ত গলা কাটা হয়। ছুরিকাখানি শবের নিকটে পড়িয়াছিল। যে ব্যক্তি তাহাকে চিনিবেন তাহাকে পুরস্কার দিবার ঘোষণা হইয়াছে। ... এই হত্যাটির কারণ, তাহা সহজে বলা যাইতে পারে।

মেইন সাহেব গরুদিগের পীড়ানিবারণের বিল অর্পণ করিয়াছেন। সিলেক্ট কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। যাবতীয় ছুটা বেশ্যা এই আইনের অধীন হইবে। আমরা শুনিয়া চমকিত হইলাম, যে সকল বেশ্যা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক রক্ষিত হইবে, তাহাদিগের শরীর পরীক্ষা করা হইবে না। এ নিয়মটী অনুচিত হইতেছে। ইহা হইলে অনেক ছুটা বেশ্যা ব্যক্তিবিশেষের রক্ষিত বলিয়া ত্রাণ পাইবে, সুতরাং আইনের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

মেজর লিজ তিন মাসের বিদায় লওয়াতে মেজর গেষ্ট জর্জ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন। সৈনিকদিগের মধ্যে এই দুই জন যথার্থ পণ্ডিত। ইহাঁদিগের পরিবর্ত্তে কোন্ ব্যক্তি পদার্পণ করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের পৃথক্ সেনাদল উঠিয়া যাওয়াতে অফিসরগণ আর আসীয় ভাষার অনুশীলন করেন না। সর জন মালকম, সর ... বার্ণস, কাপ্তেন ... রলি, সর হেনরি লরেন্স প্রভৃতির ন্যায় লোক আর সেনাদলে ... যাইতেছে না।

১৮৬৬ অব্দের ৫ আইন অনুসারে গবর্ণর জেনরল ব্রিটিশ ব্রহ্মে রেকর্ডারদিগকে প্রধান তম বিচারালয়ের ক্ষমতাপ্রদান করিয়াছেন। এটী যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে। এই ক্ষমতা না... থাকাতে অনেক স্থলে অর্থী প্রত্যর্থীদিগকে বৃথা কষ্ট পাইতে হয়।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে গত ঝড়ের এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তিনি অতিমাত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বাত্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইয়াছে।

...ক এক জন ব্রহ্মদেশীয় কিছু দিন কলিকাতার অন্তর্গত ইটালির বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছিলেন। বিবি লুগান্সনাম্নী এক জন মিসনরির বিধবা স্ত্রী তাঁহার উন্নতিদর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ ইউরোপে পরে তথা হইতে আমেরিকায় লইয়া যান। শাবু লুইবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ এবং ওহিওর চিকিৎসাবিদ্যালয়ে এম. ডি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর। আমেরিকা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনি সভাপতি জনসনের সহিত সাক্ষাৎ করাতে সভাপতি তাঁহার নিমিত্ত সুপারিস করিয়া ব্রহ্মদেশের রাজাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি পেনিনসুলার কোম্পানির নিউবিয়া জাহাজে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঐ জাহাজের কাপ্তেন ও আরোহিগণ চাঁদা করিয়া তাঁহাকে ২০০ টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন তিনি যেমন সভ্য ও বিদ্বান হইয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার সভ্যতা ও বিদ্যা স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত বিনিয়োজিত করিবেন। এটী যথার্থ ইংরাজের ধর্ম। ইংরাজদিগের আর যে দোষ থাকুক না কেন, হিংসা লেশমাত্র নাই।

রেবেনিউ বোর্ড আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহারা যখন কোন আপীল শ্রবণ করিবেন, তখন দিন স্থির করিয়া আপনাদিগের কার্য্যালয়ে এবং কমিসনর ও কালেক্টরের কাছারিতে তাহার এক এক এস্তাহার দিবেন।

হবার মুন্সেফ নওয়াজ মহম্মদ খাঁ উৎকোচ লইয়া মিথ্যা জবানবন্দি লেখাতে কানপুরের সেসিয়নে তাঁহার চারি বৎসর মেয়াদ ও ৪০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ডেলি নিউস বলেন, সম্প্রতি ষ্টাম্প কালেক্টরের অনবধানতানিবন্ধন অনেকগুলি ষ্টাম্প উই ধরিয়া নষ্ট হইয়াছে। রেবেনিউ বোর্ড একণে আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে ইহার মূল্যের নিমিত্ত কালেক্টরকে দায়ী হইতে হইবে।

আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর রবার্ট নেপিয়ার আল্‌টাম্মো হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে মাগদালায় উপনীত হওয়া তাঁহার ইচ্ছা। অতএব যদিও রাস্তা মন্দ, তথাপি তিনি দ্রুতগতি কয়েক সহস্র সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। রাজা থিয়োডোরও রাজধানী রক্ষার্থে আসিতেছেন।

২৬ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

আমরা সংবাদ পাইলাম, দিল্লীবংশীয় রাজকুমার ফিরোজ শাহ যথার্থই সোয়াড়ে আসিয়াছেন। তিনি বন্যদিগের নিকট সাহায্য পাইতেছেন না। আখুন্দ তাঁহার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু লোকে বলিতেছে, যখন তিনি সুশিক্ষিত সিপাহীদিগকে লইয়াও দিল্লি ন্যায় অসুরক্ষিত প্রাচীরাবৃত নগর রক্ষা করিতে পারেন নাই, তখন তিনি কয়েক শত পলাত হিন্দুস্থানী ও জঘন্য অস্ত্রধারী পার্ব্বতীয়দিগকে লইয়া কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন? ফিরোজ শাহ এই স্থান ত্যাগ করিয়া পারস্যে গমন করিবেন, পঞ্জাবে এই প্রকার জনশ্রুতি। এই সকল লোককে ক্ষমা করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে দেওয়াই সৎপরামর্শ।

যখন ফিনাল কমিসন বসিয়া কেরাণী ও পাখাওয়ালাদিগের অন্ন মারিতেছিলেন, সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের প্রায় সকলগুলি বাষ্পীয় জাহাজ বিক্রয় করেন। তৎকালে সর্ব্বসাধারণে বলিয়াছিলেন, এটী নির্বুদ্ধিতার কাজ হইতেছে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী একণে সফল হইতেছে। কেরাণী ও পাখাওয়ালাদিগের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এক এক করিয়া পুনর্ব্বার জাহাজ ক্রয় করা হইতেছে। সম্প্রতি ২১ ... টাকা দিয়া লজ্জা নামক এক খানি বোম্বাই জাহাজ ক্রয় করা হইয়াছে।

নোট বিভাগের কার্য্যালয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আগরাব্যাঙ্কবাটী সাড়ে চারি লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। আগরা ব্যাঙ্কের পশ্চাদ্ভাগে যে বাটীটী হইতেছে, আগামী মাস অবধি তথায় ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইবে।

মফস্বলাইট বলেন, পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর অতিশয় পীড়িত হইয়া জলন্দরে আছেন। ডোনাল্ড মাকলিয়ড মফস্বল দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আরোগ্যলাভ করেন, ইহা সকলেরই প্রার্থনা।

বোম্বাই গেজেট বলেন, তত্রত্য ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টরদিগের চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধানার্থ নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কমিসনরস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ান জি, কাম্বেল, এ, গ্রোট, প্রবিন ও কটনসাহেব এবং মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ের সিবিলিয়ান জজ হলওয়ে সাহেব, কলিকাতার পে ডিপার্টমেণ্টের মেজর হারিসন ও মান্দ্রাজ ব্যাঙ্কের মাকইবর সাহেব। আমরা দেখিতেছি বোম্বাইয়ের কোন ব্যক্তিকে কমিসনর মধ্যে লওয়া হয় নাই। এটী আক্ষেপের বিষয় বটে; কিন্তু গত অর্থকৃচ্ছ্রে বোম্বাইয়ের সকলে যে প্রকার ব্যবহার করি

য়াছেন তাহাতে উঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে গ্রহণ না করা যুক্তিসিদ্ধ, কাজেই হইয়াছে।

লার্ড বিশপ, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে ভবানীপুরে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন হইতেছে।

ইউরোপীয় জুয়াচোরের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। সম্প্রতি এক জন বৃদ্ধ জুয়াচোর ফিস্কুল ষ্ট্রীটের আলা সেবিঙ্গ ব্যাঙ্কে গমন করিয়া কিছু জমা দিবার ভান করে। অধ্যক্ষ কার সাহেব তখন অনুপস্থিত থাকাতে তাঁহার স্ত্রী জমা লইবার নিমিত্ত যেমন বাক্স খুলিলেন, অমনি জুয়াচোর ২৫ টাকা পূর্ণ একটী থলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। বিবি কার তৎক্ষণাৎ পুলিষে সম্বাদ দিলেন, কিন্তু ঐ ধূর্ত্ত তখন অদৃশ্য হইয়াছিল। এই সকল জুয়াচোরকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। এই সমাজকণ্টকদিগের দ্বারা যে কত অনিষ্ট হইতেছে বলা যায় না।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, সম্প্রতি ডাক্তার লিটনার বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কাশ্মীরে গমন করিয়া যে ব্যয় করিবেন, তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০ টাকা প্রদান করিবেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষের খনিসকল পরীক্ষা করিবার কারণ মাক ফেরার সাহেব নিযুক্ত হইতেছেন। ইনি শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিবেন, এপ্রকার এক জন কর্ম্মচারীর অতিশয় প্রয়োজন। ডাক্তর ওলডহাম অনেক কারণ বশতঃ এই কাজ করিতে অসমর্থ।

উক্ত পত্র বলেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মুঙ্গের ও ময়মনসিংহের মিউনিসিপাল পুলিষকে কনষ্টাবুলরী পুলিষের অন্তর্গত করা হইতেছে। কিন্তু আমরা ঐ উভয়ের ব্যয় পৃথক রাখিতে বলিতেছি। ক্রমশঃ মিউনিসিপালিটির উপরে সমুদায় পুলিষের ব্যয়ভার অর্পণ করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, কিন্তু তাহা করিলে মিউনিসিপাল আইনের প্রধান উদ্দেশ্য বৃথা হইবে। পুলিষের নিমিত্ত এক্ষণে কোন স্থানেই রাস্তা প্রভৃতিতে ব্যয় হইতে পারিতেছে না।

উক্ত পত্র আরও বলেন, রাজপুতনায় খাল করিবার জন্য গবর্ণর জেনরল ১৫০০ টাকা বেতনে দুই জন সহকারী ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। অগ্রে খাল খননের টাকার যোগাড় করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে কি ভাল হইত না?

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল সিমলায় গমন করিলে প্রত্যেক সেক্রেটারি মাসিক ২৫০ টাকা ও প্রত্যেক অধীন ও সহকারী সেক্রেটারি ০ টাকা ভাতা পাইবেন। আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এই টাকা "ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের নিজের সুখের নিমিত্ত ব্যয়" বলিয়া খাতায় লেখা কর্ত্তব্য।

২৭ এ চৈত্র বুধবার।

সি. এচ. এফ. মার্শাল নামক এক জন ইউরোপীয় আপনাকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক জন প্রধান নীলকর বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক দিল্লীর অনেক লোককে ঠকাইয়া টাকা কর্জ্জ করে। সে এক্ষণে ফৌজদারিতে অর্পিত হইয়াছে। এই সকল লোকের ধূর্ত্ততায় এতদ্দেশীয় বণিকেরা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিব্যতীত আর সকল ইংরাজকেই ধারে দ্রব্য দিতে শঙ্কিত হন।

যে সকল সৈনিক দলত্যাগ বা অন্য কোন গুরুতর দোষ করিত, তাহাদিগকে জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে শিবির হইতে ধাক্কা দিয়া বাহির করা হইত। দিল্লী গেজেট বলেন, সম্প্রতি এই নিয়ম রহিত হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন, ১৮৭৮ অব্দে নিয়ম হইয়াছিল, কোন ইউরোপীয় দেওয়ানী কর্ম্মচারী আপন সম্পত্তি এতদ্দেশীয়দিগকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এতন্নিবন্ধন স্থানে স্থানে অনেক অন্যায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন। এটী অবশ্য কর্ত্তব্য। বিদ্রোহনিবন্ধন যে কতকগুলি অসভ্য ও নিষ্ঠুর নিয়ম হয় এটী তাহার অন্যতম।

বোম্বাইয়ের ছোট আদালতের এক জন বারিষ্টর জজ অপরিমিত পরিশ্রমনিবন্ধন পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিয়া আবেদন করিয়াছেন, তিনি সাধারণকার্য্যে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়া পীড়িত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে বিদায় কালের সম্পূর্ণ বেতন দেওয়া উচিত। গবর্ণর জেনরল এই আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাকে অর্দ্ধেকের অধিক বেতন দেওয়া যাইতে পারে না। উত্তম বিবেচনা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে জনরব উঠিয়াছে, সর সাইমর ফিট জারলড আপনার পদত্যাগ করিবেন। সর সাইমর ফিটজারলড পদত্যাগ করিলে অনেকে দুঃখিত হইবেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, বিখ্যাত ৬০ গণিত রাইফল দলের কতকগুলি সৈনিক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সেনাদল দুর্গমধ্যে রহিয়াছে। আলীপুরস্থ সিপাহীদিগেরও কয়েক জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এবার ওলাউঠা, হাম ও বসন্ত গত বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের একটী শাখা স্থাপিত হওয়াতে দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় টাকা হুণ্ডিপ্রভৃতি তথা হইতে বাহির এবং তথায় ভাঙ্গান হইবে। করাচিতে বোম্বাই ব্যাঙ্কের শাখা ব্যাঙ্কের নিমিত্ত একটী নূতন বাটী ক্রয় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কর্ণেল হারবার্ট বিদায় লওয়াতে লেপ্টনাণ্ট সি. জে. ক্লক টিপুবংশীয়দিগের ও অযোধ্যার রাজার প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন। ভারতবর্ষের টেলিগ্রাফসমূহের ডেপুটী ডিরেক্টর জেনরল মেজর মায় তিন মাসের বিদায় লইয়াছেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজমিরের হাই স্কুলের পরিবর্ত্তে তথায় একটী কালেজ স্থাপিত করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমরা আর এক বিশৃঙ্খলার বিষয় অবগত হইয়াছি। সর্ব্বত্র জেল দারগাগণ কয়েদিদিগের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যের উপরে কমিসন পাইয়া থাকেন। তাঁহারা উৎসাহ পাইয়া কাজ বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কমিসন দেন। পূর্ব্বে বারাসত ও ২৪ পরগণার জেলের হিসাব পৃথক থাকিত। এক্ষণে এই দুই স্থানের হিসাব একত্র হওয়াতে অতিশয় গোলযোগ হইয়াছে। চারিবৎসরাবধি বারাসতের দারোগা এক পয়সা কমিসন পান নাই। তিনি এই নিমিত্ত আবেদন করাতে আকাউণ্টাণ্ট জেনরল বলিয়াছেন, কমিসন দেওয়া হইয়াছে; দারোগা পান নাই বলিয়াছেন। পরিশেষে এই বিষয়ের নিমিত্ত ২৪ পরগণার কালেক্টরের নিকটে আবেদন করা হইয়াছে; কিন্তু স্মিথ সাহেব চারি মাসের মধ্যে কোন প্রত্যুত্তর দিতেছেন না। এই সকল [illegible]লার নিমিত্ত কোন ব্যক্তি দায়ী?

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ২৯ গণিত মান্দ্রাজী সিপাহীদিগকে হঙকঙে লইয়া যাইতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এ ব্যয় কোন দেশ হইতে দেওয়া হইবে? গবর্ণমেণ্ট ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন?

আমরা ডেলিনিউস দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক রবিন্সন সাহেব নূতন পুস্তক সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত

অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত তাঁহার বেতনবৃদ্ধি করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রেব বেঙ্গ রবিজনের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার হয় নাই।

ঢাকা প্রকাশ বলেন, "আজি কালি বুড়ীগঙ্গার অত্যন্ত দুরবস্থা। আর দুই এক বৎসর এই রূপ থাকিলে নিশ্চয়ই ইহার চরম দশা উপস্থিত হইবে। এক্ষণে এখান মধ্য স্থানে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। ইহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণার্থ না ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইতেছিলেন?"

উক্ত পত্র বলেন, "নবাবগঞ্জ ষ্টেসনের অন্তঃপাতী হুতার পাড়া নিবাসী খাসেম শিকদারের স্ত্রী আমীরণকে ভ্রষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে মালীকান্দা নিবাসী সেক মাদারিপ্রভৃতি ৩ ব্যক্তি গত ১৭ই মার্চ্চ রাত্রিতে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ স্ত্রীকে আক্রমণ করিলে সে নিরুপায় হইয়া আক্রমণকারীদিগের উপরে অন্ধকারে দা প্রহার করিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। পর দিবস দেখা গিয়াছে, মাদারির বাম বাহুতে ও পৃষ্ঠে দুই কারি জখম হইয়াছে। সে পুলিশ কর্ত্তৃক হস্পিটালে প্রেরিত হইয়াছে; যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।"

"আমরা গত বারে প্রকাশ করিয়া ছি, ডাক্তার সাহেবের লোকেরা অন্যায়রূপে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক শিক্ষক ও ছাত্রগণকে প্রহার ও নানারূপ গালাগালি করিয়াছে। ব্রাহ্ম স্কুলের শিক্ষক এই বিষয়ের অভিযোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম, বিচারপতি লায়েল সাহেব মোকদ্দমাটির অবস্থা ভালরূপে অবগত না হইয়া ডিস্মিস্ করিয়াছেন। অন্ততঃ সাক্ষিগণের জবানবন্দী শুনিয়া তাহার বিচার নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল। যে সে লোকে স্কুলের শিক্ষককে ধরিয়া প্রহার করিলেও তাহার বিচার হইবে না, ইহা অপেক্ষা অবিচার আর কি হইতে পারে? আমরা লায়েল সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি এই মকদ্দমাটীর পুনর্ব্বিচার করুন।"

২৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

যে স্ত্রীলোকটী সম্প্রতি চাঁপাতলায় হত হইয়া পতিত থাকে, এত দিনের পর ইন্‌স্পেক্টর ফক্সের চেষ্টায় তাহার ঠিকানা হইয়াছে। সে এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান; দুর্ভিক্ষনিবন্ধন কলিকাতায় আসিয়াছিল। সে অত্যন্ত সুন্দরী ছিল; কিন্তু এ দোষ থাকিলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য ইহকালে অপযশ ও পরকালে যন্ত্রণার হেতু হইয়া উঠে। সেই দোষ থাকাতে সে বহিষ্কৃত হয়। অনুমান করা হইয়াছে, তাহার কোন উপপতি তাহাকে শকটের মধ্যে বধ করিয়া রাস্তায় ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছে।

ঢাকাপ্রকাশের এক জন সংবাদদাতা বলেন "মেডিকাল কালেজ হইতে যে সকল বৃত্তি অন্যান্য বিভাগে বৎসর বৎসর প্রেরিত হয় সে বৃত্তি সকলও উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয় না। আমরা জানি ইনস্পেক্টর মহোদয়গণ প্রায় অধীনস্থ ডিপুটী বাবুদের হস্তেই উক্ত বৃত্তি বণ্টনের ভারার্পণ করেন। ডিপুটী বাবুরা তখন বড় বাহাদুর, যা ইচ্ছা তাই করেন। হয়ত অনুরোধপত্রের বাধ্য হইয়া অপাত্রে ঐ বৃত্তি প্রদান করেন; অথবা আপনার পাচকাদি অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ঐ বৃত্তি দান করেন; কিংবা স্বপক্ষ আত্মীয় অনন্যোপায় ব্যক্তিকে ঐ বৃত্তি প্রদান করতঃ মেডিকেল কালেজে প্রেরণ করেন। এই তিন উপায়েই প্রায় ঐ বৃত্তিগুলি বিলি করা হয়। এই নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থী হইলেও তাহাকে প্রায়ই হতাশ্বাস হইতে হয়। এটী সামান্য দুঃখের বিষয় নয়। অতএব আমরা ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন পরীক্ষা লইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে বৃত্তিপ্রদান করেন। তাহা হইলেই বৃত্তিপ্রদানের উদ্দেশ্য সফল হইবে। ডিপুটী বাবুরা যে সকল ব্যক্তিদিগকে বৃত্তিপ্রদান করেন, তাহাদের বৃত্তি প্রায়ই স্থায়ী হয় না। এমন কি সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিধারীকেও অচিরাৎ কালেজ ত্যাগ করিতে হয়। অতএব এমন অপাত্রে বৃত্তিপ্রদানের ফল কি? বিশেষতঃ এতদ্দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। উপযুক্ত পাত্রের আশাভঙ্গ করা হয় ও উন্নতির পথে কাঁটা দেওয়া হয়। আমরা ডিপুটী বাবুদের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন ন্যায়পরতা অবলম্বন করেন। ভবিষ্যতে যেন আর আমরা অপাত্রে বৃত্তিপ্রদান করিতে না দেখি।"

রাজকীয় রণতরিদলের কাপ্তেন পার্সলি কয়েকখানি পত্র টাইমস অব ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে ডাক্তর লিবিঙ্গষ্টোন যে পত্র লিখেন এবং যেগুলি পাইবার নিমিত্ত সকলে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহা এত দিনের পর জাঞ্জিবরে পৌঁছিয়াছে। ঐ সময়ে ডাক্তর লিবিঙ্গষ্টোন বেম্বাতে ছিলেন। তিনি বলেন, সিপাহীরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করাইবার চেষ্টায় থাকাতে তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন। সিপাহীরা আপনাদিগের উদ্দেশ্যসাধনার্থ উষ্ট্রগুলিকে বধ করিয়াছিল। যাবতী জাতির ভয়ে জোহানীয় দস্যুরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, লিবিঙ্গষ্টোন অদ্যাপি জীবিত আছেন।

বোম্বাই গাডিয়ানে এক জন আবিসিনিয়া হইতে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি কয়েক জন ভারতবর্ষীয় কাপ্তেন মাতাল হওয়াতে এবং এক জন রুটী-খানার কেরাণী এক জন সার্জ্জেণ্টকে প্রহার করাতে সামরিক বিচারালয় তাঁহাদিগের শারীরিক দণ্ডবিধান করেন। পত্রপ্রেরক এই প্রকার দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়গণ "বেত্রদণ্ডকে" মৃত্যু অপেক্ষা কষ্টকর জ্ঞান করেন, তথাপি এখানে শারীরিক দণ্ডের নিয়ম রহিয়াছে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটগণ ইউরোপীয়দিগের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দণ্ড দেন বলিয়া এখানে ঐ বিষয়ের বড় উচ্চবাচ্য হয় না।

বারিষ্টর উডরাফ সাহেবের কেরাণী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে জালের অপরাধে ফৌজদারীতে নালিশ করেন। বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে অর্থী বলিলেন, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার নাম করিয়া চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ আনিয়াছিলেন। তিনি এক বার ইহার মূল্য দিতে চাহেন নাই, পুনরায় বিল আসাতে তিনি অগত্যা নালিশ করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব এই নালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৯এ চৈত্র শুক্রবার।

লক্ষ্ণৌএর ডাক্তর ফ্রান্সিস ও কলিকাতার ডাক্তর ফেরার গোখুরা ও কেউটে সর্পের বিষ নিবারণনিমিত্ত সম্প্রতি কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। বেজী যে সর্পের অবধ্য নহে, ইহা অনেক দিন প্রকাশ হইয়াছে। বেজির চতুরতাপ্রভাবে সর্প উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু দংশন করিলে অবশ্যই উহার মৃত্যু হয়। গোসর্প ও দাঁড়াসপ্রভৃতি বিষহীন সর্পগণও বিষধর সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইলে প্রাণত্যাগ করে। কেবল বিষধর সর্পগণ পরস্পরের বিষে মারা যায় না। সর্পদংশনের এমন কোন ঔষধ নাই যাহা সেবন করিবামাত্র বিষের প্রভাব তিরোহিত হয়। ডাক্তর ফ্রান্সিস বলেন, শরীরের ক্ষুদ্র শিরাগুলি যাহাতে অবশ না হয় এবং বিষাক্ত শোণিত অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইতে না পারে, এই প্রকার চিকিৎসাব্যতীত উহার অন্য কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। আরও পরীক্ষা করা উচিত; শেষে অবশ্যই ঔষধ বাহির হইবে।

ডবলিউ, এ, টিড সাহেব পাটনার এক জন উকীল। ইনি সম্প্রতি কয়েকখানি নোট জেবে রাখিয়া নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময়ে বিবি পেটার নষ্টারনাম্নী একটী স্ত্রীলোক ঐ নোটগুলি

চুরি করিয়া তাঁহার জামাতা জে, এচ, রিডের নিকটে কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই দুই জনই ধৃত হইয়াছে।

বণিকসমাজের আবেদনানুসারে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার ছোট আদালতের কার্য্য প্রণালীর কয়েকটী পরিবর্ত্ত করিয়াছেন। খত ও চুক্তি বিষয়ে ছোট আদালতে ২০০০ টাকা পর্য্যন্তের নালীশ চলিবে। ৫০০ টাকার নীচের মকদ্দমা হইলে প্রত্যর্থী যদি কলিকাতায় না থাকেন তাঁহার বিরুদ্ধে এখানে নালীশ চলিতে পারিবে না।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। যে বাটীতে ডাকাইতি হয় তাহার স্বামী বৃদ্ধ। তিনি করপুটে দস্যুদিগকে সকল লইয়া যাইতে নিষেধ করাতে তাহারা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। আর এক ব্যক্তির হস্ত ছিন্ন হইয়াছে এবং কয়েক জন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ প্রকার নিষ্ঠুরতাসংকৃত ডাকাইতি এক্ষণে প্রায় শুনা যায় না। সুখের বিষয় এই যে ঐ দুরাত্মাদের কয়েক জন ধরা পড়িয়াছে।

৩০এ চৈত্র শনিবার।

সম্প্রতি প্রিবিকৌন্সল একটী গুরুতর মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বেহারের অন্তর্গত হংসপুরের রাজার অনেক জমীদারি ছিল। ১৭৬৫ অব্দে যখন কোম্পানির দেওয়ানী হয়, তখন রাজা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাতে কোম্পানি তাঁহার ভ্রাতা রাজা ছত্রধারী সিংহকে সম্পত্তির অধিকারী করেন। এই বংশের কুলাচারানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হইতেন, আর আর সকলে "বাবুয়ানা" বলিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খোরাকী পাইতেন। ১৮১৮ অব্দে ছত্রধারী সিংহ চারি পৌত্র রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি নিদর্শনপত্র দ্বারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র প্রতাপ শাহিকে সম্পত্তি দিয়া যান। তৎপরে তাঁহার অন্য অন্য পৌত্র এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে নালীশ করেন, যখন আদিম রাজবংশকে পদচ্যুত করা হয়, তখন তাঁহাদিগের সহিত জ্যেষ্ঠাধিকার গিয়াছে। অতএব ছত্রধারী শাহীর সম্পত্তি তুল্যরূপে বিভক্ত হইবে। কিন্তু জেলার জজ বলেন, "গবর্ণমেণ্ট যখন জমীদারি অন্যহস্তগত করিয়াছিলেন, তখন কুলাচার নষ্ট করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। এই বলিয়া তিনি রাজেন্দ্র প্রতাপকে সমুদায় সম্পত্তির অধিকারী বলিয়া অন্য অন্য সকলকে বাবুয়ানার হিসাবে মাসিক ২০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা দেন। প্রধানতম বিচারালয় আপীলে এই আজ্ঞা প্রবল রাখেন, কিন্তু বাবুয়ানার টাকা কমাইয়া ১০০০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। অর্থিগণ প্রিবিকৌন্সলে আপীল করাতে লার্ড চান্সেলর কেরন্স এই আজ্ঞা বলবতী রাখিয়াছেন।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, বিদ্রোহীরা ২টী যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছে। তাহারা টিয়েনশিনের ২৫ ক্রোশের মধ্যে উপনীত হইয়াছে. ডুপ্লে নামক জাহাজের ১১ জন ফরাশী নাবিক ও এক জন আফিসর (জাপানের অন্তর্গত) হিয়াগোনগরে নামিবাতে হত হইয়াছে। ফরাশীগণ তন্নিমিত্ত ৪০ জন লোক ও কতকগুলি জাহাজ বন্দীভূত করিয়াছে। মিকাডোর গবর্ণমেণ্ট এই সকল লোকের দণ্ড বিধান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে যে সকল প্রস্তাব লিখিয়াছেন, উক্ত রাজ্য গ্রহণই যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আজিকার ডেলি নিউসে এই উপলক্ষে এক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। রাজা রণবীরসিংহের দোষ আছে, বটে কিন্তু ফ্রেণ্ড যে সকল দোষ দেন, তাহা নাই। কাশ্মীর গ্রহণ করিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করা অনেক ইউরোপীয়ের ইচ্ছা। কাশ্মীর লইলে আর সিমলার কুজ্ঝটিকাপূর্ণ শিখরে যাইবার প্রয়োজন হয় না।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৩এ মার্চ্চ। মেদনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতায় সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা সভাপতি হইবেন।

মেদনীপুরের সিবিল সার্জ্জন, গড়বেতার মুন্সেফ, তত্রত্য বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী বাবু যাদব রাম চট্টোপাধ্যায় ও বাবু জগন্নাথসিংহ রায়।

২৭এ মার্চ। শ্রীহট্টের প্রতিনিধি সিবিল ও সেশিয়ন জজ এ, লিবেন সাহেব পতিত ভূমির প্রতি দাওয়ার বিবেচনার্থ কমিটির এক জন সভ্য হইবেন।

৩১এ মার্চ মৌলবী আমীর হোসেন মেদনীপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার এক জন সভ্য হইবেন।

রেবরেণ্ড এফ, ডবলিউ রাবার্টস ৯ই এপ্রেল অবধি হাজারিবাগের চাপলেন হইবেন। ঐ দিবসাবধি রেবরেণ্ড এ, যোল পদ ত্যাগ করিবেন।

১ লা এপ্রেল। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, ই, কক্সহেড সাহেব মাগুরা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে ও প্রধানতম বিচারালয়ে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, এ, ক্রেবণ সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

যত দিন সি, এস, বেলাই সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই, গে সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

সি, সি, কুইন সাহেব শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর ও তত্রত্য মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

যত দিন কাপ্তেন জি, সি, সি, ডন্ট, বি,সি, বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন এচ মনরো সাহেব শাহাবাদে প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

সি, ক্রফোর্ড উড সাহেব পাটনা ও আরাতে দলীলের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু বি, এ, রাণাঘাট উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষম[illegible] করিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, ষ্টুয়ার্ট বেতিয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৭ মার্চের গেজেটের আজ্ঞা পরিবর্ত্ত করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে, বাবু রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ, ময়মনসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষম পাইবেন

বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জ

২৪পরগণার দলীলের বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র বসু নওয়াখালীর দলীলের বিশেষ রেজিষ্টার হইবেন।

৬ ই এপ্রেল। ডাক্তর এচ. সি. [illegible] বগুড়ার সাধারণবিদ্যাশিক্ষাসভার সেক্রেটারি হইবেন।

যত দিন সি. বি. গারেট সাহেব সাধারণ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন সি. সি. ষ্টিবেন্স সাহেব শাহাবাদের অফিসিয়েটিং জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর থাকিবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পি, হলি সাহেব কিছুদিনের জন্য ২৪ পরগণায় থাকিয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ এম, স্মিথ সাহেব ডুমকার সহকারী কমিসনর হইবেন।

আর. পি. জেঙ্কিন্স সাহেব বাখরগঞ্জের সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন। কিন্তু আপাততঃ পাটনার প্রতিনিধি কমিসনর থাকিবেন।

আর. জে, রিচাড্‌সন সাহেব শাহাবাদের সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ই. সি. ট্রটার সাহেব গয়ায় সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন এল. টকার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ. জে. এলয়ট সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। এখানে আজি কালি ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। রৌদ্র অতিশয় প্রখর হওয়াতে লোকের বড় কষ্ট হইতেছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই অনেকে রোগের হস্তে পরিত্রাণ পাইতেছেন।

২। এখানে মদের দোকান অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, মাতালের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক কৃতবিদ্য যুবক সুরাপানে আপনাদের পরমায়ু ক্ষয় করিতেছেন। এখানে গুলিখোরের সংখ্যাও অল্প নহে। অনেক ভদ্র সন্তানকে গুলির আড্‌ডায় দেখা যায়। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যালয়ের দুই এক জন শিক্ষককেও আড্‌ডায় দেখা গিয়া থাকে। যে শিক্ষকের উপদেশে বালকগণ সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে, তাঁহার এই ব্যবহার! ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন জীবন কি ভয়ানক!

৩। আমরা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম নদীয়ার কমিসনর চেপমান সাহেব মহোদয় শান্তিপুরের ছোট আদালত ও মুনসেফ রাণাঘাটে স্থানান্তরিত করিবার মানসে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন। যদি একথা সত্য হয়, তবে এ কাজটি ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। শান্তিপুরে প্রায় ৭০। ৮০ হাজার লোকের বসতি। শান্তিপুরের লোকেরই অধিকাংশ মোকদ্দমা হইয়া থাকে। কেবল রেলওয়ের ষ্টেসনের নিকট বলিয়া রাণাঘাটে কাছারি হইতে পারে না। সাহেবদের গমনাগমনের সুবিধার জন্য বিচারালয় স্থাপিত হয় নাই। প্রজার সুবিধার জন্যই আদালতের সৃষ্টি হইয়াছে।

৪। অত্রত্য ছোট আদালতের জজ মহোদয় সোমপ্রকাশে ছোট আদালতের ও মুনসফি আদালতের কোন কোন আমলার উৎকোচ গ্রহণ অপবাদ পাঠ করিয়া আপন আদালতের আমলাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

—০—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার পোষ্ট আফিসে পূর্ব্বে কোন গোলযোগ শুনা যাইত না, কিন্তু আজ কালি বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি একটী বৃদ্ধা স্ত্রী একটা কূয়াতে জল তুলিতেছিল, তাহার ডোলের সহিত হঠাৎ এক তাড়া (প্রায় ১২০ খানা) চিঠি উঠিয়া আইসে পরে অনুসন্ধান দ্বারা বোধ হইল যে, পোষ্ট আফিসের কোন কোন মহাত্মা ঐ চিঠি গুলির টিকিট তুলিয়া লইয়া চিঠির তাড়াটী ঐ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহার দ্বারা এই কাজটি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান না পাওয়াতে পোষ্ট আফিসের এক জন বাবুকে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

প্রতিবৎসর দোলযাত্রার পর মঙ্গলবার অবধি শুক্রবার পর্য্যন্ত এখানে বুড়া মঙ্গল নামে একটা বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ইহাতে এস্থানের রাজপুত্র মহারাজ ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বড় বড় পানসি ও নৌকাদি উত্তম রূপে সজ্জিত করিয়া গঙ্গার উপরে তিন চারি রাত্রি মহাসমারোহে আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বার মেলার বিশেষ আড়ম্বর হইয়াছিল

—০—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আজি কালি বিক্রমপুরের ওলাউঠাজনিত দুরবস্থা দর্শন করিয়া আমাদিগের হৃদয় শোকে দগ্ধ ও প্রকম্পিত হইতেছে। এমন স্থান নাই যেখানে ওলাউঠা প্রবেশ না করিতেছে। ভাওয়ার উয়ারি গোলঘর চড়াইন সামিহাটী, ব্রজ্ঞন গাঁ প্রভৃতি স্থান নিচয়ে ইহার প্রবলতর পরাক্রম লক্ষিত হইতেছে। ওলাউঠার কি চমৎকারিণী শক্তি! উহা যে গৃহে একবার প্রবেশ লাভ করে তথা হইতে অন্যূন ৪।৫ জনকে না লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এই ওলাউঠা নিবন্ধন বিক্রমপুর এক্ষণে কেবল রোদনের আলয় হইয়া উঠিয়াছে। নগর অপেক্ষা পল্লীসমূহে এবার এই রোগের প্রচণ্ড ভাব দর্শন করিয়া আজি কালি অনেকেই জীবনাশয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। আমরা নিতান্ত কাতরচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এই দুরন্ত ওলাউঠার দমনবিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ করুন। অন্ততঃ নগরের ন্যায় পল্লীসমূহে চিকিৎসাবিষয়ের যথোচিত সৌকর্য্য সম্পাদন করিয়া দিউন।

২। অনেক দিন অবধি বিক্রমপুরে ক্ষৌরকার ও পাটুনীদিগের মান লইয়া বিবাদ চলিতেছে। এত কাল ক্ষৌরকারগণ পাটুনীদিগকে ক্ষৌরী করিয়া এবং শোষোক্তেরাও নিয়ত ক্ষৌরকার বৃন্দের কার্য্য (তাহাদিগের পারক্রিয়া) করিয়া আসিতেছিল। ইহাতে তাহাদিগের মানের অনুচিত ক্ষতিবোধ ছিল না। কিন্তু কালের কি বিচিত্রগতি! এখন পাটুনীগণ হঠাৎ আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিয়া বলিয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আর ক্ষৌরকারদিগের কাজ করিবে না মহাশয়! ইহারা কেবল মুখে বলিয়া নিরস্ত হয় নাই। অনেক স্থানে ইহারা নরসুন্দরদিগের পারকার্য্য বন্ধ করিয়াছে। এই জন্য স্থানে স্থানে জমীদারপ্রভৃতির নিকট ক্ষৌরকারদিগের পক্ষ হইতে অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে। নাপিতগণ বলে যে, যদি তাঁহারা (জমীদারগণ) ইহার সদ্বিচার না করেন তবে তাহারা তাঁহাদিগেরও কাজ করিবে না। জমীদার ও স্থানীয় অপরাপর প্রধান ব্যক্তিদের মত যেরূপই কেন হউক না, তাঁহারা যেরূপই কেন বিচার করুন না, আমাদিগের মতে পাটুনীদিগকে অপেক্ষাকৃত দোষী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বহুকালাবধি ইহারা যে কাজ করিতে অপমান বোধ করে নাই, আজি কোন যুক্তি অনুসারে তাহারা এরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া উঠিল বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক ইহার

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা সাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য

৩। বিক্রমপুর যাদৃশ আয়ত স্থান তাহাতে তাহার শান্তিস্থাপনের উপায়বাহুল্য সম্পাদন একান্ত প্রার্থনীয় ও কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই; কিন্তু উক্ত অভিপ্রেত সম্পাদনার্থ যে কয়টী পুলিশ ষ্টেশন সংস্থাপিত আছে, তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃষ্টরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে না। আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্ট গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রমপুরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আউটপোষ্ট (পুলিশের ফাড়ি) সংস্থাপিত করিয়া দিন। এরূপ হইলে শান্তিরক্ষার মহান্ সৌকর্য্য লক্ষিত হইবে সংশয় নাই।

৪। বিগত ২২ চৈত্র শুক্রবার ঢাকা মডেল স্কুলের বিজ্ঞানসঞ্চারিণী সভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়ং নিবেদনমিদং—

যে অবধি ইংরাজ মহাত্মারা এই বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই অবধি বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়প্রভৃতি ভূরি ভূরি মঙ্গলকর বস্তুর সৃষ্টি হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের যাদৃশ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা মাদৃশ লোকের সাধ্যাতীত।

মুসলমান সম্রাটদিগের রাজ্যকালে বিদ্যার বিশেষ উন্নতি না থাকাতে তদানীন্তন লোকেরা অধিকাংশই অজ্ঞানান্ধ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ মহানুভবদিগের শুভাগমন অবধি বিদ্যাগৌরব অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও আদৃত হইতেছে। ইহাঁরা নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক দিন দিন বিদ্যার কতই উন্নতিসাধন করিতেছেন। পূর্ব্বে যে দেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে তাহাই আবার বিদ্যালোকে দেদীপ্যমান হইতেছে।

ভাগলপুর জেলায় রাজমহলনামে একটী সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে। ইহাতে অনেক ভদ্র ও হীন জাতি বাস করে। উহার অন্তঃপাতী বিন্ধ্যাচলসন্নিহিত পল্লীসকলে সাঁওতাল প্রভৃতি বিদ্যাবিমুখ জাতির বাস। উহাদিগের সভ্যতা সাধনে অনেকেই কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধুনা বিবিধগুণসম্পন্ন দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু মহানন্দসিংহ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম সহকারে রাজমহলে একটী ইংরাজী বাঙ্গলা ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত করিয়া এতৎপ্রদেশীয় লোকের সভ্যতাসাধনের সোপান করিয়াছেন, জগদীশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘজীবী করুন।

রাজমহল
১২৭৪। ২১ চৈত্র। } বশম্বদ। শ্রীরামযাদব সিংহ

জাহানাবাদ উপবিভাগ বিখ্যাত ভয়ঙ্কর স্থান। ইহাকে দস্যু ডাকাইত লেঠেল ও জালকারীর আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্বে এখানে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বপ্রধান শান্তিরক্ষকের শাসনে দুর্দ্দান্ত দল শাসিত হইয়াছিল; এক্ষণে উহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব পহরণ করিতেছে। ন্যূনাধিক দুই মাস কাল মধ্যে চুরির ত কথাই নাই নিম্নলিখিত ছয় স্থানে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে!!! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন স্থানের ডাকাইতদল ধৃত হয় নাই।

সম্পাদক মহাশয়! এই দুঃখের উপর একটী রহস্যজনক কথা স্মরণ হইল। কোন গৃহস্থের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া গেলে গৃহস্বামিনী রোদন করিতে করিতে দ্বাররক্ষক হিন্দুস্থানীকে কহিলেন "বাছা তুমি থাকিতে আমার সর্ব্বনাশ হইল?" দ্বারবান উত্তর করিল "মায়ি! হাম ক্যা করে, এক হাতমে ঢাল, এক হাতমে তলবার, দোনো হাত বন্দ, কিস্ তরেসে ডাকাইত পাকড়ে"।

আমাদিগের "যুদ্ধবিশারদ" কনষ্টাবুলরি পুলিষ কার্য্যতঃ ঠিক এইপ্রকার রীতিই প্রকাশ করিতেছে। দুষ্টদিগের দমন না হওয়াতে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি হইতেছে। অত্রত্য ধনাঢ্যগণ ধন প্রাণ বিনাশশঙ্কায় শঙ্কিতচিত্তে কালহরণ করিতেছেন এবং সকলেই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সুশাসন স্মরণ করিয়া তাঁহার আগমনের বাঞ্ছা করিতেছেন। এক্ষণে দয়াবান গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই যে, শীঘ্র ঈশ্বর বাবু কিম্বা তাদৃশ অনেক উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে জাহানাবাদে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে নিরাপদ করেন।

গত মাঘ মাসের শেষ হইতে ৪।৫ ক্রোশ স্থানমধ্যে গ্রামসকলে যে ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা।

সাত তেতুলে গ্রামে	
খাশবাড়ে	১
দর্পপতি পুরে	১
কোরাণে	১
খড়ারে	২

শঙ্কিত প্রজাগণ

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনি শুনিয়া অবশ্যই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন যে, গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত এইচ উড্রো মহোদয়ের অনুরোধে সাধারণবিদ্যাশিক্ষার ডিরেক্টর মহোদয় ১২৬৮ টাকা কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালার পণ্ডিতবর্গকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে আপন আপন বেতনের চারিগুণ টাকা পাইয়াছেন। এই টাকা পাঠশালার উদ্বৃত্ত টাকা হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে; যাহা হউক, যখন অধস্তন শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগ শীঘ্র হইতেছে না, তখন এই রূপে উদ্বৃত্ত টাকা হইতে পারিতোষিক দান করিয়া শিক্ষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে উচিত কর্ম্মই হইয়াছে বলিতে হইবে।

৭ মার্চ ১৮৬৮। } আপনার অনুগত। শ্রীহ

এক্ষণে আমাদিগের দেশে এত অধিক লোক ইংরাজিপ্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইতেছেন যে, তাঁহাদিগের জন্য নূতনবিধ কর্ম্ম প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদিগের দেশীয় ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মসমুদায় সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন; কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা অর্ণবপোতবাহককার্য্যে মনযোগ করেন না। আরব, পারস্যপ্রভৃতি দেশস্থ লোকসকল ভারত সমুদ্রের নানা অংশে অর্ণবযান চালনা করিয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন; আমাদিগের দেশীয় ব্যক্তিগণ কেন সেইরূপ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা না করেন? এই উপায়দ্বারা আমাদিগের দেশের বাণিজ্যকর্ম্ম বিস্তৃত হইয়া অনায়াসে অধিক পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে। আমাদিগের স্বজাতীয়ের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন, যে ভিন্ন জাতিদিগের সহিত

[illegible] আগমন করিলে আমাদিগকে জাত্যন্তর [illegible] হয়। কিন্তু যদি আমাদিগের দেশের ধন [illegible] দেশহিতৈষী মহাশয়গণ পুরাতন অর্ণবযান ক্রয় করিয়া দেশীয় [illegible]দিগকে [illegible] কার্য্য সকল শিক্ষা দেন, তাহা হইলেও [illegible] অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে [illegible] দিগের স্বদেশীয়েরা পৃথিবীর নানা অংশে সমুদ্র পথে গমনাগমন ও অধিকপরিমাণে ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হন; এক্ষণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা আমাদিগের দেশে অর্ণবযানবাহকবিদ্যা প্রচার করিতে বিশেষ মনযোগী হইয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে যত্নবান হন।

[illegible]ন ১২৭৪ | শ্রীরামগোপাল
তারিখ ২১ এ চৈত্র | বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

একাদশী।

বিধবাগণের পক্ষে একাদশী যে কিরূপ কষ্টদায়ক, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বিধবামাত্রেই একাদশী করিতে কিছুমাত্র অভিলাষী নহেন; কেবল দেশাচারভয়ে অগত্যা তৎপালনে সম্মত হন। আমি অদ্য স্নানার্থ গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিলাম, এতন্নগরীর কতিপয় বিধবা স্নান ক্রিয়া সমধানপূর্ব্বক নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে করিতে নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন। কিছুক্ষণপরে গত দিবসের ক্লেশের কথা উত্থাপিত হইল। এক জন বিধবা কহিলেন, "পোড়া একাদশীতে রাঁড়দের হাড় কালী কল্লে। শীত কালটাত মানে মানে কেটে গেল, এখন কি করে যে এই গ্রীষ্ম কালটা কাটবে কিছুই বুঝিতে পারি না। কচে রাড়দের কি কষ্ট! আমরা বুড়ো মাগী যখন আমাদেরই তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় তখন তাদের ত কথাই নাই"। আর এক জন কহিলেন, এখানে যেমন নিয়ম, এমন নিয়ম আর কোথাও দেখিলাম না। আমি ত কাশী, প্রয়াগ শ্রীক্ষেত্র ও আর আর জায়গা ঘুরে এলেম কিন্তু এমনটী আর কোথাও নাই। কোথাও একাদশীতে জল, চিনির পানা, আক খাচ্চে; কোথাও কল ফুলুরি খাচ্চে; কোথাও ফলারও কোচ্চে।" প্রথমা কহিলেন "যেখানকার যে ধারা। আমাদের এখানে এই রকম ধারা, এখানে যদি আমি ওরকম কিছু করি তা হলে অমনি বলিবে "ঐ রে অমুক এই কোরেচে" আমাদের মেয়ের মন, সেই জন্য কিছু করিতেও পারিনা, আর কষ্ট পাই। তবে যদি সায়েবেরা হুকুম করে যে, যে না একাদশীতে খাবে তার এত টাকা জরিমানা [illegible], আর যে মাজা পাবে, [illegible]হলে বেস হয়, [illegible] উপায় নাই। আর এক জন কহিলেন, [illegible] কেউ না বলিলেত [illegible] হবে না। বিদ্যাসাগর রাঁড়ের যে দিতে [illegible]চ্ছেন; কিন্তু এ কাষটা আর [illegible] পাচ্চেন না। যদি এটী করেন তা হলে আমরা তাঁর পায়ের চমামেত্তো খাই।

মহাশয়! ইহা শুনিয়া কোন ব্যক্তির মনে করুণরসের সঞ্চার না হয়। এই কুপ্রথা থাকাতে যে অবলাগণের কত ক্লেশ হইতেছে তাহা তাঁহারাই জানেন। এক্ষণে আধুনিক সুসভ্য কৃতবিদ্যগণের নিকটে আমার করপুটে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা যেমন অশেষ বিষয়ে দেশের উন্নতি সাধন করিতেছেন তদ্রূপ এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইয়া অবলাকুলের হিতসাধন করুন।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস ঘোষ কানপুর
১৮৬৮ এপ্রেল হইতে ৬৯ মার্চ্চ ১৩।০
" " ভুবনমোহন বসু সীতাপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৸
" " ভুবনচন্দ্র কুণ্ড হাটখোলা
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ কাল্‌গুন ১০
" " চন্দ্রনাথ চৌধুরী আসাম
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " চন্দ্রকান্ত সেন জলপাইগুড়ি
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন ১৩
" " মথুরেশচন্দ্র দেব রায় চান্দাড়া
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " রঘুরাম হাজরা পাত্রসার
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩
" " শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ময়নাগুড়ি ১৩
" " কৃষ্ণনাথ রায় চৌধুরী বহরমপুর ১৩
" " চন্দ্রমাধব ঘোষ ভবানীপুর ১০
" " মহেন্দ্রনাথ সরকার [illegible]খারিটোলা
১৮৬৮ [illegible] হইতে আগষ্ট ৫।।০
" " [illegible] সরকার দৌলতগঞ্জ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ় ৩৸০
" " হরকুমার [illegible] রামপুর বোয়ালিয়া ১৩
" " মহেন্দ্রনারায়ণ মল্লিক বৈদ্যপুর ১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি [illegible] অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, [illegible] যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ [illegible] যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

—১৭—

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৫। ৯ই বৈশাখ। ১৮৬৮। ২০ এ এপ্রেল { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

মানবজন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ দুই টাকা।

এই পুস্তকখানি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে প্রণয়ন করা গিয়াছে। আধুনিক বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ প্রসোতাদের নবাবিষ্কৃত মত ও চিকিৎসা প্রণালীও ইহাতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের কয়েক বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা।

১। বস্তিকোটরীয় অস্থি ও সন্ধির বিবরণ। ২। বিকৃত বস্তিকোটরের বিবরণ। ৩। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ। ৪। ঋতু। ৫। ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা। ৬। ডিম্বনিষেক। ৭। জরায়ুতে গর্ভধারণ। ৮। গর্ভের লক্ষণ ও স্থায়িত্ব। ৯। বন্ধ্যাত্ব ও তাহার চিকিৎসা। ১০। কৃত্রিম গর্ভ। ১১। গর্ভসত্ত্বে গর্ভ। ১২। অস্থানিক গর্ভ। ১৩। জঠরাবস্থ ভ্রূণের বিবরণ ও মৃত্যুলক্ষণ। ১৪। গর্ভপাত ও অকালপ্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা।

পুস্তকের আরম্ভে বিবৃত সূচীপত্র ও অন্তে প্রয়োজনীয় ইংরাজী ও কূটার্থ বা অচলিত শব্দ কোষ, এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতি দেওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে, বা কালেজষ্ট্রিটের ৮৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের নিকট, অথবা মালদহে আমার নিকট পাওয়া যাইবে। বহি ডাকে পাঠাইতে হইলে ক্রেতাকে অতিরিক্ত মাসুল ।০ আনা দিতে হইবেক।

১৫ চৈত্র } শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগিরি
মালদহ } সিবিল মেডিকেল আফিসার

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে পাত্রাস্থিত বিয়ার, ওয়াইন ও স্পিরিট, অয়েল মানস ষ্টোরস, গৃহোপকরণ এবং ঐ রূপ আর আর হালকা দ্রব্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির মাল গাড়িতে পাঠাইতে হইলে তাহা উক্ত কোম্পানি আগামী ২০ এপ্রেল অবধি হাবড়ার অপেক্ষা দুই আনা অধিক হারে আরমানি ঘাট ষ্টেশনে গ্রহণ করিয়া রসিদ দিবেন।

নূতন জেটি শেষ হওয়া এবং কলিকাতা হইতে জেনরেল গুড্স ট্রাফিকের কর্ম্ম আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা
১৮৬৮। ১৫ ই এপ্রেল। } সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥০
* ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৶

কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

—•—

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।
কলিকাতায় পুলিন্দা ও গাঁটরি সকল দেওয়া লওয়া হইবে না।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে. ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি আগামী ১ লা মে

অবধি কলিকাতায় গাটরি ও পুলিন্দাসকলের আদান প্রদান ঘাট হইতে বিরত হইবেন।

সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, আরমানিঘাটের ষ্টেসনে ঐরূপ মাবড়া গাটরি ও পুলিন্দা লওয়া যাবে ... রসিদ দাখিল করিলে নাম দেখিয়া কলিকাতার পুলিন্দা ও ... উক্ত দুই ষ্টেসনে দেওয়া হইবে।

... বোর্ড ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ২১ এ মার্চ। ১৮৬৮	সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেন্ট বোর্ড

রাণীগঞ্জ পটারির কোং লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:০:—

আত্মোৎকর্ষবিধান।

চ্যানিঙের সেলফ কলচর এই পুস্তকের আদর্শ। ইহাতে মনুষ্যের উন্নতিসাধনের উপায় সকল সঙ্কলন করা হইয়াছে। মূল্য ১০/০। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, সংস্কৃত লাইব্রেরিতে এবং বর্দ্ধমানে আমার নিকটে পাওয়া যাইবে।

বর্দ্ধমান বোরহাট } শ্রীসারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি।

———

নলদময়ন্তী নাটক যাহা ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

—:০:—

হিন্দুরঞ্জিকা।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের সংবাদপত্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ কলম। মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা এতদ্ব্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাসুল ৩ টাকা দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছু গণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারিবেন।

বোয়ালিয়া ঐ ১২৭৪। ৫ ই চৈত্র	শ্রীশ্রীনাথসিংহ রায় বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক

অন্তঃপুরবাসিনীদিগের শিক্ষার উপায়।

যেসকল বাঙ্গালি ভদ্রলোক আপন আপন পরিবারের শিক্ষার্থ সুশিক্ষিতা ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহারা বহুবাজার ১২৩ নং ভবনে রবসন সাহেবের সহধর্ম্মিণীর নিকট আবেদন করিবেন।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য এবং প্রয়োজনীয় সেলায়ের কর্ম্ম শিক্ষা করান হয়।

বেতনের নিয়ম।

সপ্তাহে এক বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতিমাসে ৫ পাঁচ টাকা।

„ দুই বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ৮ আট টাকা।

„ তিন বার শিক্ষা দিতে হইলে প্রতি মাসে ১২ বার টাকা।

নিকট হইলে শিক্ষয়িত্রী এক স্থানে দুই ঘণ্টা এবং অধিক দূর হইলে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প কাল থাকিবেন ইতি।

———

আমাদিগের যন্ত্রালয় কলিকাতা মুজাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ২২ সংখ্যক বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

৮ ই চৈত্র ১২৭৪।	শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোং।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ষ্ট্রীট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত তত্ত্ব প্রকাশ ... বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর ৫ ই চৈত্র ১২৭৪।	শ্রীরাজমোহন বসু অধ্যক্ষ।

—:০:—

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ফ্রেম সহিত নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকটে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

নৈনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য টাকা
গ্রীসইতিহাস	
রোমইতিহাস	
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৷৴
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৷৴
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ১লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম্ তি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৭	„
মহানায়	৯	„
তথা হইতে জঙ্গিপুর (১৩॥ মাইল) মধ্যে	২	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর (৪৬ মাইল) মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটওয়া (৫০ মাইল) মধ্যে	৩	১
কাটয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে	৩	৯

সন ১৮৬৮ ৯ ই এপ্রেল তারিখের বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ ফিট ইঞ্চি ... ১

বহরমপুর ৯ ই এপ্রেল ১৮৬৮।	একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রবহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

৯ ই বৈশাখ সোমবার।

শ্রী ডাকাইত।

মফস্বলে পুলিষ আছে, বিচারপতি আছেন, অন্য অন্য রাজহঙ্গামাও অনেক আছে; কিন্তু মফস্বলবাসীদিগকে দস্যু তস্করাদির অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করিয়া কালযাপন করিতে হয়। এক একটী ঘটনা উপস্থিত হইলে আমরা মধ্যে মধ্যে মফস্বলের এই অরক্ষিত অবস্থার বিষয়টী পাঠকগণের সহিত রাজার গোচর করিয়াথাকি; কিন্তু আমাদিগের অরণ্যে রোদন হয়। সম্প্রতি একটী

কৌতুকরস দস্যুতাকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। এটীও পাঠকগণের সহিত রাজার গোচর করা উচিত হইতেছে।

আমাদিগের এক মিত্র সমাচার দিলেন, গত ২৮ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার বেলা ৩ টার সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক খানাকুল কৃষ্ণনগরের বাবু রামদাস ঘোষের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া ডাকাইতি করিয়াছে। আজিও স্ত্রীলোকে ব্রিটিশ অধিকারে ডাকাইতি করে, শুনিয়া পাঠকগণ আমাদিগের ন্যায় বিস্মিত ও কৌতুকরসে আপ্লুত হইবেন সন্দেহ নাই। সে স্ত্রীলোকগুলি কে তাহা শ্রবণ করুন

আমাদিগের সংবাদদাতা মিত্র বলিলেন, কয়েক দিবস হইল, এক দল লোক খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় ১৫০ লোক তাহার অন্তর্নিবিষ্ট। তাহাদিগের সহিত ঘোড়া, লাঠি, বরষা, বন্দুকপ্রভৃতি আছে। তাহারা কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কোথায় বা যাইবে? জিজ্ঞাসা করিলে এই পরিচয় দেয়, তাহারা ব্যবসায়ী; হিরাট হইতে আসিয়াছে; বিষ্ণুপুরে যাইবে। আমাদিগের সংবাদদাতা মিত্র বলিলেন, তিনি তাহাদিগের ব্যবসায়ের মধ্যে এই ত দেখিতেছেন, তাহারা সুযোগক্রমে গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লোকের দ্রব্যাদি হরণ করিয়া আনিতেছে। তাহাদিগের সমভিব্যাহারে যে স্ত্রীলোকগুলি আছে, তাহারা প্রত্যেকে বঙ্গদেশীয় দুই জন পুরুষের বল ধারণ করে। উহার মধ্যে কয়েকটী স্ত্রীলোক ২৮ এ চৈত্র ভিক্ষার ছল করিয়া রামদাস ঘোষের বাটীতে যায়। তৎকালে বাটীতে কোন পুরুষ ছিল না। উহারা বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা (দস্যুরা প্রায় প্রথমে এইরূপ করিয়া থাকে) আরম্ভ করিয়া বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং গৃহ মধ্যস্থ স্ত্রীলোকদিগের কাহার চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ, কাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত, প্রভৃতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সুতরাং গৃহমধ্যস্থ স্ত্রীলোকেরা ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া গৃহের বাহির হইলেন। ঐ অবসরে ঐ দস্যু স্ত্রীরা বাক্সপ্রভৃতি ভাঙ্গিয়া অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করিল। পল্লীগ্রামে দিবাভাগে প্রায় পুরুষেরা গৃহে থাকেন না; নানা জন নানা কর্ম্মে যান; সে সময়ে যাহার কিছু পরাক্রম আছে, এমন যে সে ব্যক্তি গ্রাম মধ্যে গিয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিয়া আনিতে পারে। দিবারক্ষী তেমন প্রহরী নাই যে উপদ্রব নিবারণ করিবে। এরূপ অবস্থায় উল্লিখিত স্ত্রীলোকেরা দস্যুতা করিয়া যে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মফস্বলের যেরূপ অরক্ষিত অবস্থা, তাহাতে দস্যুতার অনুষ্ঠানকালে তাহার নিবারণের ত সম্ভাবনা নাই। আবার আজি কালি পুলিসের যে ভাব হইয়াছে, দস্যুতার পর তাহার যে প্রতীকার হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের সংবাদদাতা বলিলেন, উল্লিখিত ঘটনার পর পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ধূমধাম (সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন) আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দস্যুদিগের নিকটে অপহৃত দ্রব্যের একটীও পান নাই বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছেন না। যখন কলিকাতার ভিতরেই মধ্যে মধ্যে হত্যা হইতেছে; হত্যাকারীরা অনায়াসে অব্যাহতি পাইতেছে; কিছুই হইতেছে না, তখন মফস্বলের পুলিস যে কিছু করিতে পারিবেন, আমাদিগের সে আশা নাই। তাঁহারা যাহা করুন, এ স্থলে উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আমাদিগের কয়েকটী বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। এপ্রকার দলবদ্ধ লোকেরা যেথা সেথা যাইতে পায় কেন? তাহারা যখন কোন গ্রামের সন্নিহিত হয়, নিকটস্থ পুলিসের লোকেরা তাহাদিগকে বারণ করেন না কারণ কি? ভাল যেন বারণই না করিলেন, তাহারা যাহাতে গ্রামমধ্যে কোন প্রকার উপদ্রব করিতে না পারে, সে বিষয়ে অবহিত হন না কেন? আমরা যে দলের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, সে দল কহিতেছে, বিষ্ণুপুরে যাইব; কিন্তু আমরা শুনিলাম, কলিকাতা হইতে বিষ্ণুপুরে যাইতে হইলে খানাকুল কৃষ্ণনগরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তাহারা বলে ব্যবসায়ী; তাহাদিগের নিকটে মোহর, সোণার তাল ও রূপার তাল আছে। সোণার তাল ও রূপার তাল দস্যুতা ও তস্করতা গোপনের কি উৎকৃষ্ট উপায় নয়? তাহারা অপহৃত সোণারূপার দ্রব্য যদি অবিলম্বে গলাইয়া ফেলে, তাহাদিগের নিকটে লোপ্ত্র পাইবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই, এই প্রকার লোক হইতে স্থানে স্থানে দস্যুতা, তস্করতাদি হইয়া থাকে। অতএব যখন উহাদিগকে অস্ত্রাদিব্যবহারের পাশ দেওয়া হইবে, সেই সময়ে উহাদিগের যথেচ্ছ ব্যবহারনিবারণের একটী উপায় করা আবশ্যক।

——:০:——

স্থানীয় কর এবং তাহার প্রকৃত ব্যয়।

এ দেশে দুই প্রকার কর আছে। উহার একটী স্থানীয় ও অপরটী সামান্যতঃ সরকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াথাকে। সরকারী কর এক হারে সর্ব্বত্র আদায় হয়। ভারতবর্ষের যে অংশে টাকার অপ্রতুল হয়, সরকারী টাকা সেইখানেই ব্যয়িত হইয়াথাকে। কিন্তু স্থানীয় কর যেখানে আদায় হয়, সেইখানেই ব্যয় করা হয়। এই করের হার সর্ব্বত্র

সমান নহে। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে রাজস্বের এই প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয়; কিন্তু সকল দেশেই স্থানীয় কর লইয়া অত্যাচার হইতেছে। স্থানীয় কর আদায়ের ভার প্রায় ভদ্রদিগের হস্তে নিহিত থাকে। উহারা সকল স্থানেই যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। সে দিবস কলিকাতার উপবিভাগের মিউনিসিপালিটির হিসাবে যে প্রকার জঘন্য গোলযোগ লক্ষিত হইয়াছিল, অন্যান্য সকল প্রদেশেই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের আয় ৭১ কোটি টাকা; কিন্তু স্থানীয় কর ২০ কোটি টাকা আদায় হয়। ইংলণ্ডে এক কোটি টাকা সরকারী কর আদায় করিতে হইলে কত তর্ক বিতর্ক হয়; কিন্তু স্থানীয় কর যত আদায় হউক, উহাতে কোন উচ্চবাচ্য হয় না। লণ্ডনে এই প্রকারে প্রায় দুই কোটি টাকা আদায় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ৪ কোটি টাকা স্থানীয় কর আদায় হয়। কিন্তু এখানে অত্যাচার অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। এখানকার সকলেই চৌকীদারী টাক্স, বাটীর কর ও ব্যবসায়ের করপ্রভৃতির নিমিত্ত আক্ষেপ করেন। তবে এক বিষয়ে আমাদিগের অবস্থা ইংলণ্ডীয় লোকদিগের অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। তাহা এই;—

লণ্ডনের বাটীর কর ভাড়াটিয়াদিগের স্কন্ধে নিহিত হয়। ইহাতে ধনিগণ অব্যাহতি পান; দরিদ্রগণকেই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতার মিউনিসিপাল আইন অনুসারে সম্পত্তির উপরে কর গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং ধনীদিগকেই কর ভারবহন করিতে হয়। মফস্বলের মিউনিসিপাল আইনেরও এইরূপ অবস্থা। চৌকীদারী টাক্স কেবল অধিকাংশ দরিদ্রের উপরেই পড়িয়াছে। তবে এক বিষয়ে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের অবস্থা একবিধ দৃষ্ট হইতেছে। এই উভয় প্রদেশেই মিউনিসিপালিটিসমূহ যথেচ্ছ কর আদায় করেন; প্রতিবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করেন না; যথার্থ হিতকর বিষয়ে টাকা ব্যয়িত হয় না এবং হিসাবের বিলক্ষণ গোলযোগ হইয়া থাকে। কলিকাতায় যেমন নগরের দরিদ্রদিগের দত্ত টাকা চৌরঙ্গির শোভার নিমিত্ত ব্যয় করা হয়, লণ্ডনেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এই বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের ন্যায় ইংলণ্ডেও অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্থানীয় ও সরকারী কর বলিয়া রাজস্বের প্রভেদ রাখা উচিত কি না? শাসনকর্তারা বলেন, তাঁহারা স্থানীয় করের এক পয়সাও গ্রহণ করেন না; এই কর যেখানে আদায় হয়, সেই খানেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। স্থানীয় ফণ্ডে যত টাকা থাকুক না কেন, যখন উহা সরকারী ধনাগারে গৃহীত হয় না, তখন তন্নিবন্ধন কষ্ট হইলে তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত। পক্ষান্তরে, প্রজাগণ বলেন, সরকারী কর বলিয়া হউক, আর স্থানীয় কর বলিয়া হউক, তাঁহাদিগকে ত টাকা দিতে হয়। স্থানীয় কর ও সরকারী করের টাকায় মূলগত বৈলক্ষণ্য নাই। অনেকে বলেন, স্থানীয় কর ও সরকারী কর বলিয়া প্রভেদ না করিয়া সমুদায় টাকা সরকারী কর বলিয়া আদায় করা কর্ত্তব্য। ইহা আমাদিগের অনুমোদিত নহে। স্থানীয় কর বলিয়া একটি পৃথক কর রাখা আবশ্যক। যে টাকা কলিকাতার বাটীর অধিকারী ও গাড়োয়ানেরা প্রদান করিতেছেন, তাহা লইয়া কসায়া পর্ব্বতের একটী গ্রামের নর্দ্দামার নিমিত্ত ব্যয় করা অনুচিত। আমাদের মতে ভারতবর্ষে স্থানীয় করের উদ্দেশ্যানুসারে কাজ করা হইতেছে না; অতএব যাহাতে তাহা হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় করভার প্রায় দুর্ব্বহ হয় এবং লোকে তাহা প্রদান করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কর প্রদান সুখকর হয়, এমন উপায় পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত কোন রাজস্ববেত্তা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু একটী কাজ করিয়া লোকদিগের মনে প্রবোধ দিতে পারিলে অতিশয় কষ্টও তাঁহাদের সহ্য হইয়া যায়। লোকে যে টাকা দেন, তাহাতে রাস্তা, নর্দ্দাম, ঘাট, আলোকপ্রভৃতি হইলে তাঁহারা তত আক্ষেপ করেন না। তদ্দ্বারা নগরের শোভা ও স্বাস্থ্যেরও বৃদ্ধি হয়। লোকে স্বভাবতঃ বাসস্থানের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে অভিলাষ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশে কর্ত্তৃপক্ষের রাস্তাপ্রভৃতিতে বিশেষ মনোযোগ নাই।

কোন গ্রামে দস্যুবৃত্তি বা তস্করবৃত্তি অধিক হইলে গবর্ণমেণ্ট তথায় অতিরিক্ত পুলিস প্রহরী রাখেন। গ্রামবাসীদিগকে দণ্ডস্বরূপ ইহাদিগের বেতন দিতে হয়। এটী কি বিশুদ্ধ রাজনীতি? গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, যে যে স্থানে যত পুলিস প্রহরী আবশ্যক, তত্তৎস্থানের লোকদিগকে তাহার ব্যয় দিতে হইবে। এক্ষণে যে কিছু টাকা পুলিসের নিমিত্ত সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া হইতেছে, তাহাও ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া স্থানীয় টাকার উপরে সমুদায় পুলিসের ব্যয় নির্ভর করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হইয়াছে। এই রাজনীতি কি ভ্রান্তিমূলক নহে? শান্তিরক্ষা যাবতীয় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের একমাত্র কারণ। অতএব যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকট ব্যয়োপযোগী কর না পাইলে শান্তিরক্ষায় মনোযোগী না হন, তাঁহাদের অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কে আছে? যদি কসায়া পর্ব্বতের লোকেরা অধিকতর

প্রহরী চাহেন, গবর্ণমেণ্ট কি বলিতে পারেন, "তোমরা যদি অধিক টাকা দিতে পার তবে আমরা অধিক প্রহরী দিতে পারি"? শান্তিরক্ষা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। ২৪ পরগণা ও হুগলিতে এক জন সামান্য পেয়াদা এক জন জমীদারকে ধৃত করিয়া আনিতে পারে; কিন্তু পেসোয়ারের সীমায় ৫০ জন সৈনিকের হস্তে ঐরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। তাহা বলিয়া কি পেসোয়ারের লোকদিগের নিকট হইতে সমধিক কর গ্রহণ করিতে হইবে? এক্ষণে আমরা বলিতেছি, সৈনিক ব্যয়ের ন্যায় পুলিষের ব্যয় সরকারী ধনাগার হইতে প্রদান করা কর্ত্তব্য। স্থানীয় কর হইতে পুলিষের বেতনপ্রদান মূল নিয়ম ও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিরুদ্ধ। এক্ষণে স্থানীয় কর হইতে পুলিষের ব্যয় দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিতেছে, তাহাই রাস্তাপ্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়। পুলিষের সংখ্যা যে প্রকার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে উহার ব্যয় সমাধান করিয়া অন্য কার্য্যের ব্যয়ের নিমিত্ত প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না; সুতরাং রাস্তাপ্রভৃতি প্রস্তুত হয় না। স্থানীয় কর এই নিমিত্তই লোকের এত কষ্টকর হইয়াছে। কোন বাটীতে একটী নূতন গৃহ প্রস্তুত হইলে মিউনিসিপালিটি অমনি করবৃদ্ধি করিয়া বসেন। এই কর লইয়া যদি আর এক দিগের ব্যয় বাঁচান হয়, তাহা হইলেও লোকে লাভজ্ঞান করেন। বণিক্‌গণ শুল্কপ্রদান করেন; এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রণতরিসকল সর্ব্বদা সমুদ্রে ভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্রব্য রক্ষা করিয়া থাকে। যদি প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষকে শুল্কপ্রদান করিয়াও বোম্বেটিয়াদলের নিমিত্ত সৈন্য রাখিতে হইত, তাহা হইলে তাহাদের কি লাভ হইত? গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষা করেন বলিয়া সমুদায় সরকারী কর প্রদত্ত হইয়া থাকে। সরকারী করের আর কি প্রধান উদ্দেশ্য আছে? স্থানীয় করদ্বারা লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্থানীয় সুবিধাবিধান করাই উচিত। তাহা না করিয়া পুলিষের ব্যয়েই যদি ঐ কর পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে লোকে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আমরা বোধ করি, গবর্ণমেণ্ট অতঃপর প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া স্থানীয় করকে পুলিষের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন।

—:০:—

চৈত্রমেলা।

গত ৩০ এ চৈত্র শনিবার মৃত বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে মহাসমারোহে চৈত্রমেলা হইয়া গিয়াছে। বৎসরের শেষ দিবসে দেশের সকলে এক স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ, আলাপ ও আমোদ করেন, এই উদ্দেশে এই মেলাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর কয়েক জন কৃতবিদ্য একপরামর্শী হইয়া ইহার সংস্থাপন করেন। তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বার চৈত্রমেলায় অধিকতর সমারোহ হয়। উদ্যান প্রবেশ দ্বারে নহবৎ বসিয়াছিল। তথা হইতে মেলার স্থান প্রায় ২৫ বিঘা দূর হইবে। এপর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে নব পল্লবাবৃত অর্দ্ধচন্দ্রাকার বেড়া দেওয়া হয়। মেলায় প্রবেশমাত্র, প্রথমতঃ একটী দীর্ঘ হোগলার চালা দেখিতে পাওয়া যায়। এই চালার মধ্যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের সূচীনির্ম্মিত শিল্পজপদার্থসকল প্রদর্শিত হয়। আমরা ঐ স্থানে নানা প্রকার আসন, জুতা, থলিয়া, সরপোসপ্রভৃতি দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। ঐ সমুদায়ের মধ্যে জানবাজারের বাবু প্রিয়নাথ দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণমানিনী দাসীর কৃত ও সিমুলিয়ার বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের বাটীর স্ত্রীগণের কৃত কাজগুলি দেখিয়া দর্শকগণ সমধিক আশ্চর্য্য বোধ করেন। এই চালার পূর্ব্ব দিগের চালায় কতকগুলি অলঙ্কার ও হস্তিদন্তের পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। তারের ও হস্তিদন্তের উপরে শিল্পকার্য্যে ভারতবর্ষীয়দিগের পৃথিবীর মধ্যে প্রাধান্য আছে। অতএব এগুলি দর্শন করিয়া যে সকলে, বিশেষতঃ ইউরোপীয় দর্শকগণ, আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। উক্ত চালার সম্মুখেই আর এক চালা ছিল। ইহার মধ্যে আলিপুরের জেলের কয়েদিদিগের কৃত কতকগুলি উৎকৃষ্ট তোয়ালে, ঝাড়ন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। এগুলি দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি শক্ত। অনেকে ইহা ক্রয় করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে যে এ দেশে বস্ত্রের কল উত্তমরূপে চলিতে পারে এগুলি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। এই চালার পূর্ব্বদিগে আর এক চালায় কতকগুলি ফল ও শাক প্রদর্শিত হয়। আমরা দেশীয় বাদাম ও কতকগুলি বেল দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

বৈঠকখানা বাটীটী পূর্ব্বোক্ত চালা সকলের মধ্য স্থলে অবস্থিত। গৃহপ্রবেশের দ্বারে এতদ্দেশীয় শিল্পিগণকর্ত্তৃক পারিসকর্দ্দমে নির্ম্মিত অশ্বারোহবেশধারিণী ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিমূর্ত্তি সন্নিহিত ছিল। এই প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে নবদ্বীপের কুমারদিগের দ্বারা নির্ম্মিত কতকগুলি উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শিত হয়। প্রত্যেকের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং যেখানে যে শিরা ও যে উচ্চতা জীব শরীরে বিদ্যমান থাকে তাহা, ঐ পুত্ত-

লিকাগুলিতে লক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের গ্রীক প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে আদর্শ করিয়া ঐ সমুদায় নির্ম্মিত হয়। আর এক গৃহে এতদ্দেশীয় শিল্পীগণেরকৃত কতকগুলি চিত্র দেখা গেল। জয়পুরের প্রতিকৃতি; আলেকজণ্ডারের সহিত ডেরায়সের পরিবারগণের সাক্ষাৎকার ও আয়ান ঘোষকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ; এই পটগুলি সকলের প্রশংসনীয় হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার শিল্প বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যে কতকগুলি চিত্র করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমরা অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছি। এক্ষণে শিল্পবিদ্যালয়ে যে প্রকার শিক্ষা হইতেছে, তদনুসারে লোকের উহাতে প্রবৃত্তি হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

বৈঠকখানার উত্তর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্নপ্রভৃতি যে সকল অধ্যাপক সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত শ্রদ্ধাস্পদ, তাঁহারা সহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত শ্লোকপাঠ ও কথোপকথন করিতেছিলেন। যখন প্রথমতঃ ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হয়, তখন যুবকেরা অধ্যাপকদিগকে অবজ্ঞা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সে ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃতের উপর ভক্তিনিবন্ধন এত কষ্ট পাইয়া, ভিক্ষা করিয়াও সংস্কৃতের অনুশীলন ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগের উপরে লোকের পুনরুদ্ধার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। আর এক গৃহে পুরাণসংক্রান্ত কথকতা হইয়াছিল। পূর্ব্বদিগের গৃহে কতকগুলি সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রসায়ন বিদ্যাসংক্রান্ত বিষয় সকল প্রদর্শন করিতেছিলেন। পশ্চিমের গৃহে একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালক আডিসন ও মিলটনের কতকগুলি পদ্য পাঠ করিতেছিল। এটী আমাদের ভাল লাগিল না। এ বিষয়ের উন্নতিনিমিত্ত যদি আমরা চেষ্টা পাই, তাহাতে কেবল আমরা উপহাসাস্পদ হইব।

বৈঠক খানার দক্ষিণ পূর্ব্ব, দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে তিনটী বাটী আছে। এই তিনটি বাটীতে ঝামাপুকুর জোড়াসাঁকো ও শ্যামপুকুরের শকের সমবেত বাদ্য বাদিত হইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর দল সচরাচর যেরূপ প্রাধান্য প্রদর্শন করেন, তাহা এখানেও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় শ্রোতারা ইহাঁদিগের বাদ্যশ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। সকলেই যদুনাথ দত্ত ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বেহালা, নীলমাধব পালের পিগলু ও দুর্গাদাসের ঢোলক শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। যদুনাথ পাল যে গতগুলি করিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজীর গন্ধ থাকাতে উহা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয়পক্ষীয় শ্রোতাদিগেরই মধুর বোধ হইয়াছিল। আর দুই দল এত দূর না হউক, অনেক বিষয়ে সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

এদেশীয় মল্লদিগের কৌশল অতি মনোহর হইয়াছিল। যদিও এক্ষণে ইউরোপীয় ব্যায়ামের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তথাপি আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, যখন জগঝম্প বাদ্যের সহিত লাঠি হস্তে করিয়া মল্লগণ নৃত্য করিতে করিতে আখড়ায় প্রবেশ করিল, তখন আমাদের মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহারা যে সকল কৌশল প্রদর্শন করে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগেরই সৃষ্ট; এনিমিত্ত আমরা অন্য কাহারও নিকটে ঋণী নহি। প্রথমতঃ লাঠি খেলা; পরে লাঠিতে ভর করিয়া লম্ফ দিয়া পতিত হওয়া; তৎপরে কুস্তিকরা হয়। দর্শকগণ বিশেষতঃ ইউরোপীয়গণ ঢেঁকি ঘুরান দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক স্কন্ধ হইতে অন্য স্কন্ধে ঢেঁকি লইয়া তাহা ক্রমাগত ঘূর্ণিত করা হয়। কিন্তু পশ্চালিখিত কয়েকটী কৌশলদর্শনে সকলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন। এক জন মল্ল এক ঢেঁকিতে বস্ত্র বাঁধিয়া তাহা দন্ত দ্বারা ধারণপূর্ব্বক মস্তক ঘুরাইয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করে। আর এক জন শয়ন করিলে প্রথমতঃ তাহার বক্ষে এবং তৎপরে তাহার পৃষ্ঠে উপর উপর চারিখানি ইট রাখা হয়। এক জন মল্ল এক ঢেঁকির মোনা লইয়া এক এক আঘাতে ইটগুলি চূর্ণ করে। আর এক জন শবের ন্যায় স্পন্দহীন হইয়া শয়ন করিলে তাহাকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রায় দুই মিনিটপর্য্যন্ত সমাহিত রাখা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে কতকগুলি যুবক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। এক্ষণে ইহার আরম্ভমাত্র হইয়াছে; তথাপি দর্শকগণ ইহা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। এক জন যুবক অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বেড়াজাল্জন করিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরিশেষে নৌকার বাচ খেলা হয়; কিন্তু ইহা তত ভাল হয় নাই।

এই মেলা উপলক্ষে কলিকাতা ও উপনগরের প্রায় যাবতীয় সভ্রান্ত কৃতবিদ্য লোক আগমন করেন। কয়েক জন ইউরোপীয় কামিনী ও পুরুষ এই স্থলে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা এই স্থলে দুটী কমনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাই নাই। লর্ড সাহেব ও বিচারপতি ফিয়ার এই স্থানে উপস্থিত হন নাই। উহাঁদের অদর্শনে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। মেলাটী গ্রীষ্মকালে হয় এবং এই ইহার নুতন আরম্ভ বলিয়া বোধ হয়, অনেক ইউরোপীয় এখানে আইসেন নাই।

এক্ষণে আমরা অধ্যক্ষদিগকে অনু

বোধ করিতেছি, তাঁহারা আগামী বর্ষ অবধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যার শেষ পর্য্যন্ত যেন মেলা করেন। তাহা হইলে অনেকে আসিতে পারিবেন। আগামী বর্ষ অবধি নিশ্চয়ই দর্শনের সুবিধার নিমিত্ত উপবেশনের স্থান হইবে। ভীড়ের নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছানুরূপ দর্শন করিতে পারেন নাই। এই মেলাটী যে দর্শনের উপযুক্ত তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অতএব আগামী বর্ষ অবধি অন্ততঃ চারি আনা করিয়া টিকেট হইতে পারিবে। এ বার এই মেলায় কতকগুলি বেশ্যা আসিয়াছিল। ভবিষ্যতে ইহাদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই উচিত। যে সকল এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক দর্শনার্থ আগমন করিবেন, তাঁহারা উত্তমরূপে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া আইসেন; এ নিয়মটি আগামী বর্ষ অবধি করা কর্ত্তব্য। পরিশেষে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এই মেলাটির সৃষ্টিকর্ত্তা বাবু নবগোপাল মিত্রকে ধন্যবাদপ্রদান করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

—o—

সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা ও
উড্রো সাহেব।

প্রায় আট বৎসর অতীত হইল, জন সন প্রাট ও উড্রো সাহেব এই প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশার্থ কিছু মূলধন সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তদ্দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে, ভারতবর্ষীয়দিগের কয়েক জন করিয়া সিবিলিয়ান হন, উড্রো সাহেব বরাবর এই ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বহুকাল অবধি তিনি এ দেশের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা এদেশীয়দিগের কত দূর পরিবর্ত্ত, কত মানসিক উৎকর্ষ ও সভ্যতার কত বৃদ্ধি হইয়াছে, উড্রো সাহেব যেমন জানেন, অন্যের সেরূপ জানিবার সুবিধা নাই। যখন আমরা শুনিলাম, উড্রো সাহেব সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাসম্বন্ধে বেথুন সোসাইটি সভায় বক্তৃতা করিবেন, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, কি কি উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষীয়েরা এই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, উড্রো সাহেব তাহারই উদ্ঘাটন করিবেন।

কিন্তু আমাদিগের সে আশা বিফল হইয়াছে। উড্রো সাহেব আমাদিগের অভীপ্সিত পথে মূলে পদার্পণ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা দুই অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষার বর্ত্তমান প্রণালীর সমর্থন এবং দ্বিতীয় অংশে বাবু মনোমহন ঘোষকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। তিনি কতগুলি অঙ্কদ্বারা এই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে, কমিসনরগণ যে নিয়ম করিয়াছেন তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের কল্যাণসাধন করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য।

কমিসনরদিগের নামে সচরাচর তিনটী দোষের অভিযোগ হইয়াথাকে। প্রথম তাঁহারা পরীক্ষার্থীদিগের বয়ঃক্রম কমাইয়া ২১ বৎসর করাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষা দেওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়, কমিসনরেরা সংস্কৃত ও আরবির নম্বর কমাইয়া লাটিন ও গ্রীকের নম্বরবৃদ্ধি করিয়াছেন। তৃতীয়, তাঁহারা পরীক্ষার পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া শেষে সমুদায় বিষয়েরই ১২৫ করিয়া নম্বর কমান। এই কারণে বাবু মনোমোহন ঘোষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কমিসনরদিগের আর একটী দোষ এই, যদি কদাচিৎ এক জন সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করেন, তাহাতে কমিসনরদিগের আপত্তি নাই; কিন্তু অধিকসংখ্যক ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হন, কমিসনরদিগের এটী অভিপ্রেত নহে।

উড্রো সাহেব বহু পরিশ্রম করি কতগুলি অঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মনে মনে ছিল, তিনি সেই অঙ্কদ্বারাই আপনার অভীষ্ট বিষয় সুসিদ্ধ করিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি শেষে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়াছেন।

তিনি বলেন ২১ বৎসরপর্য্যন্ত প্রায় এতদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকে, তৎপরে তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়। অতএব কমিসনরগণ ২১ বৎসর বয়ঃক্রম নির্ণয় করিয়া ইংরাজ পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের অধিকতর উপকারই করিয়াছেন। এ কি প্রকার উপকার? একবারে চিরকালের নিমিত্ত সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশপথ রোধ করা কি সেই উপকার? উড্রো সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ২১ বৎসরে এদেশীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তির যে হ্রাস হয়, তিনি কি প্রমাণে একথা বলিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এ সংস্কার জন্মিল? হেলিডে সাহেব বলিয়াছেন, এ দেশের কোন ব্যক্তি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বদেশীয়েরা হিংসা করেন। তাঁহার সংস্কার যে মূল হইতে উদিত হয়, উড্রো সাহেবের সংস্কারও কি সেই মূল হইতে উৎপিত হইয়াছে? উড্রো সাহেব যে ২১ বৎসরের পর এদেশীয়দিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পান না তাহার একটী বিশেষ কারণ আছে। সে কারণ জল বায়ুর দোষ নহে; স্বাভাবিক আলস্যও নহে। যত দিন যৌবনসুলভ মনের তরলতা থাকে, তত দিন বিদ্যালয়ের উচ্চতম পুরস্কার লাভের আশায় এদেশীয় ছাত্রগণ যার পর নাই পরিশ্রম করেন কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া এদেশীয়েরা চতুর্দ্দিক শূন্যময় দর্শন করেন। বিচার শাসন, দৌত্যকার্য্য ও সেনাদল ইহার যে দিকে নেত্রপাত করেন সেই দিকেই লৌহ

ময় সীমাবদ্ধরূপ দেখিতে পান। এক জন সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট যদি আইনসংক্রান্ত এক খানি পুস্তক লিখিতে পারেন তাহা হইলে নিঃসংশয় তাঁহার উন্নিত হয়। কিন্তু এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সহস্র সহস্র গুণ প্রদর্শন করিলেও সেই ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটই থাকিবেন। কার্য্যভার না পড়িলে লোকে কর্ম্মঠ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয়দানে সমর্থ হন না। কাউণ্ট কেবুরের মৃত্যুর পর ইটালীয় মহাসভা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা সহকারে কাজ করাতে এক জন ইংরাজ বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাহাতে এক জন ইটালীয় প্রতিনিধি বলেন, "কেবুর থাকিতে আমরা সহস্র বিপদ হইলেও ভাবিতাম না, কেবুর আছেন, যে প্রকারে হয় আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু এক্ষণে আপনাদিগের উপরে ভার পড়াতে সকল কার্য্য আপনাদিগেরই করিতে হইতেছে।" এদেশীয়দিগের স্কন্ধে এইরূপ কার্য্যভার ক্ষেপণ করিলে দেখিতে পাইবে ২১ বৎসরের পর ইহাঁরা নিস্তেজ হইয়া পড়েন কি না।

উড্রো সাহেব বয়স কমাইবার আর এক কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, ২১ বৎসরের অধিক বয়সে যেসকল ইংরাজ ভারতবর্ষে আইসেন, তাঁহারা উত্তমরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন না। ইহার কোন প্রমাণ নাই; বরং অনুসন্ধান করিলে ইহার বহুসংখ্য বিরুদ্ধ প্রমাণই লক্ষিত হয়। আর যদি এই বাক্যই সত্য হয়, কয়েক জন কর্ম্মচারীর স্বাস্থ্যের অনুরোধে এক জাতির স্বাভাবিক স্বত্বের লোপ করা হইতে পারে না। যদি দেশের মঙ্গল অপেক্ষা কর্ম্মচারীদিগের স্বাস্থ্য অধিক আদরণীয় হইত, তাহা হইলে সর জন লরেন্স সিমলায় যাইয়া আট মাস আলস্যে ক্ষেপণ করাতে সকলে অসন্তুষ্ট হইতেন না। এ সকল স্থলে ব্যক্তিবিশেষের সুবিধা অসুবিধা লইয়া কথা নয়, সমুদায় দেশের মঙ্গল লইয়া কথা।

অপর, উড্রো সাহেব বলেন, গ্রীক ও লাটিন সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বাল্মীকী ও কালিদাস প্রধান কবিদিগের সহিত পরিগণিত হন বটে; কিন্তু সংস্কৃতে কি ডিমস থিনিস ও থিউসিডিডিসের সদৃশ এক জনও গ্রন্থকার দৃষ্ট হন? অতএব সংস্কৃত ও আরবির অপেক্ষা গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্য দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। উড্রো সাহেব যে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তত দুঃখিত নহি, অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সত্য বটে সংস্কৃতে ও আরবিতে ডিমসথিনিস ও থিউসিডিডিসের সদৃশ রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ দৃষ্ট হন না। ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্য আছে সত্য; কিন্তু এস্থলে রাজনীতি ও ইতিহাসজ্ঞতা লইয়া কথা উল্লিখিত হয় নাই। লাটিন ও গ্রীক অপেক্ষা ইংরাজী ও অন্য অন্য ইদানীন্তন ভাষায় সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ইতিহাস ও রাজনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এডমণ্ড বর্ক, পিট, মিরাবো, টিয়ার্স, গ্লাডষ্টোন ও ডিসরেলির সহিত কি ডিমথিনিস ও সিসিরোর রাজনীতিসংক্রান্ত বিদ্যার তুলনা হয়? গিবন ও নাইবারের ন্যায় কি প্রাচীন কালের কেহ ইতিহাস বিষয়ে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন? যদি যথার্থ ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি শিখিতে হয়, লাটিন ও গ্রীক অপেক্ষা ইদানিন্তন কালের ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে গ্রিক ও লাটিন কেবল ভাষামাত্র বলিয়া পঠিত হইয়া থাকে; সংস্কৃত ও আরবিরও সেই প্রয়োজন। ভাল উড্রো সাহেব বলুন দেখি, ভারতবর্ষের শাসন ও বিচার কার্য্যে গ্রীক ও লাটিন, না সংস্কৃত ও আরবির শিক্ষা অধিক আবশ্যক? যে মাজিষ্ট্রেট গ্রীক লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ও ইদানীন্তন ইউরোপীয় ভাষাই কেবল জানেন, তিনি এখানে আসিয়া কি সুন্দর রূপে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন? সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা প্রথম প্রথম আপনারাই প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছিলেন, সংস্কৃতের অধিক চর্চ্চা হয়, এই তাঁহাদিগের চেষ্টা। এ চেষ্টার কারণ এই, এই ভাষা না জানিলে ভারতবর্ষীয় ভাষাসকল জানা কঠিন হয়। অতএব উড্রো সাহেব বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, সংস্কৃত ও আরবির নম্বর কমান অন্যায় হইয়াছে কি না? ভারতবর্ষীয়দিগকে প্রকারান্তরে সিবিল সর্ব্বিস হইতে বঞ্চিত করা ভিন্ন ইহার অন্য কি উদ্দেশ্য হইতে পারে? উড্রো সাহেব সকল বিষয়ের সংখ্যা কমান কার্য্যটির যে ঔচিত্য প্রতিপাদনচেষ্টা পাইয়াছেন সেটি নিতান্ত হাস্যকর। ৭৫০ অঙ্কের মধ্য হইতে ১২৫ গ্রহণ ও ৩৭৫ হইতে ১২৫ গ্রহণ যদি ফলাংশে তুল্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, উড্রো সাহেব এতদিন অঙ্কবিদ্যার যে চর্চ্চা করিলেন, তাহা ফলোপধায়ী হয় নাই। অপর, উড্রো সাহেবের প্রস্তাবিত দিবসের উদ্দেশ্যটীও প্রশংসনীয় নয়। বাবু মনোমোহন ঘোষকে অপদস্থ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, ইহাতে বিপরীত ফল ফলিল; তিনি স্বয়ংই অপদস্থ হইলেন। তাঁহারা বক্তৃতা শ্রোতাদিগের প্রায় কাহারই হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।

যিনি যাহা বলুন, যেরূপ বক্তৃতা করুন, যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করুন, যাবৎ সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাগ্রহণপ্রথা ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত না হইবে, তাবৎ সিবিল সর্ব্বিসদ্বার ভারতবর্ষীয়দিগের

সম্বন্ধে বাস্তবিক উদ্ঘাটিত হইতেছে না। এই দ্বার প্রশস্তরূপে উদ্ঘাটিত না হইলেও এ দেশের প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বান্টের পদদানবিষয়ে কুণ্ঠভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহারা এক বার নিম্ন লিখিত বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, "ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বাধীনতার বিষয় (১) গণনাবসরে সৈনিক ও সৈনিকেতর রাজপদলাভ ব্যবস্থাকে গণনা করা উচিত। ইহাই যথার্থ স্বাধীনতা, কিন্তু এ অংশে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজাদিগের রাজনীতি অতি অনুদার, সংকীর্ণ ও অসঙ্গত ছিল। রোম বহু শতাব্দী কাল প্লিবিয়দলের প্রতিভা ও সাহস সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যোগ্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইদানীন্তনকালের ফরাসিরাজ্যেও অভিজাত দল ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সৈনিক সম্বন্ধে উচ্চপদ প্রাপ্ত হন নাই। বিনিস পেট্রিসিয়দলকে জাহাজের অধ্যক্ষতাপদ এবং বিদেশীয়দিগকে সৈনিক পদ প্রদান করেন। কিন্তু ইংলণ্ড এ প্রকার জাতি ও শ্রেণীঘটিত ইতরবিশেষ করিবার বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। কৃষক পুত্র ইংলণ্ডের জাহাজের ও সেন দলের অধ্যক্ষতাপদে, লর্ড হাই চান্সেলরের পদ এবং কান্টের্ব্বরির লার্ডবিশপের পদে আরোহণ করিতে পারে। ইংলণ্ডে সকলের প্রতি যে এই বিজ্ঞজনোচিত ন্যায়ানুগত তুল্য ব্যবহার করা হইয়া থাকে, প্রচুর পরিমাণে তাহার ফললাভও হইতেছে। এ ব্যবস্থা না থাকিলে ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইয়া জীবন যাপন করিয়া যাইতেন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ঐ ব্যবস্থা করিয়া কেবল যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের সাহায্য লাভ করিতেছেন এরূপ নয়, সমাজেও পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাত ও প্রাকৃত দলের সৃষ্টি না হইয়া উভয় দল ঐক্যগুণ সম্পন্ন হইয়াছেন।" যে সমব্যবহার ইংলণ্ডের উন্নতির মূল, তাহা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন কি উদারাশয় পক্ষপাতহীন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য নয়? এরূপ ব্যবহার বিনা ভারতবর্ষের কি যথার্থ উন্নতিলাভ সম্ভাবনা আছে? যাবৎ রাজপদপ্রদান বিষয়ে তুল্য ব্যবহার করা না হইবে, তাবৎ কি ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয়ের অকপট সৌহার্দ্দ জন্মিবার সম্ভাবনা আছে?

(১) জন অরল রসল প্রণীত ইংলণ্ড গবর্ণমেণ্ট। পৃষ্ঠ ৮৫।

-:০:-

বিবিধসংবাদ।

২ রা বৈশাখ সোমবার।

আগামী মঙ্গলবার রাত্রি ৮ টার সময় প্রেসিডেন্সি ক্লব নামক সভার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম অধিবেশন হইবে। লার্ড বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং প্রোফেসর টনি সাহেব লার্ড মেকলের এসে বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্য ভারতবর্ষের মধ্যে যে চারি জন ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ২০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই টাকা রেজিষ্টার সটক্লিফের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এই প্রকার ২০০০ করিয়া টাকা প্রেরিত হইয়াছে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট চাঁদনির চিকিৎসালয়ের উন্নতির নিমিত্তও ১০০০ টাকার এক চেক প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এই কার্য্য দ্বারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। মন্ত্রিগণ এই প্রকারে এ দেশের প্রতি মনোযোগী হন, এটী অতিশয় সুখের বিষয়।

জর্জ্জ ট্রিবিলিয়ান সাহেব সম্প্রতি হাউস অব কমন্সে সংবাদ দিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে বিনাপরীক্ষায় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়; এ বিষয়ে তিনি প্রস্তাব করিবেন। ট্রিবিলিয়ান সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি; কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালী উঠাইয়া দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। লণ্ডনের ন্যায় ভারতবর্ষে পরীক্ষা হয় আমাদিগের এই প্রার্থনা।

সম্প্রতি কাবুলে ভয়ানক ভূমিকম্প হওয়াতে কয়েকটী বাটী ভগ্ন হইয়াছে।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন বোম্বাইয়ে অত্যন্ত যশোলাভ করিয়াছেন। তিনি যেখানে উপদেশ দিতেন, সেখানে এত লোক উপস্থিত হইতেন যে দাঁড়াইবার স্থান হইত না। উপদেশের শেষে সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সহিত দুই একটী কথা কহিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিতেন। কলিকাতার উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের জন্য বোম্বাইয়ে কতক চাঁদা উঠিয়াছে এবং বোম্বাইয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। তত্রত্য অনেক লোকের অনুরোধে তিনি রামমোহন রায়ের গ্রন্থসকল ইংরাজী ও সংস্কৃতে পুন মুদ্রিত করিতেছেন।

চা-কমিসনের কার্য্যের শেষ হইয়াছে। তাঁহারা বিনা আড়ম্বরে অনেক অনুসন্ধান করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম, কুলিদিগের প্রতি যে অত্যাচার হয় এবং অনেক নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারী গোপনে চা চাষ করেন বলিয়া যে ইহার প্রতি মনোযোগী হন না, কমিসন তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। তাঁহারা শীঘ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

সম্প্রতি পঞ্জাবের কয়েক জন কর্ম্মচারী লাহোরে এক পশ্বালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সর ডোনাল্ড মাক্লিয়ড কলিকাতার দৃষ্টান্তদর্শনে সতর্ক হইয়া এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিজয় গ্রামের রাজা লণ্ডনস্থ হাইড পার্কের নিমিত্ত একটী ফোয়ারা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে ১৪০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। সম্প্রতি মহাসমারোহে এটী খোলা হয়। রাজার বদান্যতার প্রশংসা করিতে হইবে; কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগের নিকটে এ প্রকার সাহায্য চাহেন না। আমরা স্বদেশের নিমিত্ত এসকল কাজ করিলেই ইংলণ্ড যথেষ্ট উপকার জ্ঞান করেন।

বোম্বাইয়ের কাউয়াসজি জাহাঙ্গির মুদ্রাকর দিগের পেন্সনের নিমিত্ত এক ফণ্ড করিবার চেষ্টায় আছেন। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এ প্রকার মূলধন থাকা আবশ্যক।

সম্প্রতি বড়বাজারের বাবু রামমোহন মল্লিকের বাটীতে যে সভা হয়, তাহাতে লার্ড বিশপ রোমক সম্রাট জুলিয়াসের জীবনবৃত্তান্ত ঘটিত এক উপদেশপ্রদান করেন। এই উপ

লক্ষে কতকগুলি এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক উপস্থিত হন। তাঁহারা কি উপদেশের কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন? না কেবল ভয় ভাঙ্গিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সভায় আনয়ন করা হইয়াছিল?

আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, শুঁড়িদিগের দোকানের পার্শ্বে যে গোপনীয় ঘর আছে, তাহাতে সন্ধ্যার পর এক এক তালা লাগান হয় এবং তাহার চাবি পুলিসের হস্তে থাকে। হগ সাহেব এই বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তথাপি গোপনে সুরা বিক্রীত হইতেছে। হগ সাহেব যদি ইহার যাথার্থ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি।

শুনা যাইতেছে, কলিকাতার কতকগুলি প্রধান শ্রেণির বেশ্যা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করিয়া গরমির পীড়ার আইনের প্রতিবাদ করিবার মানস করিয়াছে। তাহারা ভয়প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে যে, এই আইন হইলে তাহারা কলিকাতা ত্যাগ করিবে। আঃ এমন দিন কি হইবে!!!

১৮৬৯ অব্দের মধ্যেই লক্ষ্মীসরাইপর্য্যন্ত কড রেইলওয়ে প্রস্তুত হইবে। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বাণিজ্যের অবস্থা দর্শনার্থ ৭০০ টাকা বেতনে এক জন ভ্রমণকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিবার মানস করিয়াছেন তাঁহার রিপোর্ট অনুসারে কোম্পানি ভাড়ার তারতম্য করিবেন। এই উপায় অবলম্বন করিয়া ফাণ্ডর্কলম প্রেষ্টেজ সাহেব এত লাভ করিতেছেন।

আমরা অবগত হইলাম, পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানি সম্প্রতি যে ভাড়াবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা কমাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এই ভাড়া অবিলম্বে কমান কর্ত্তব্য। অনুসন্ধান হইলে জানা যাইবে, অনেক দৈনিক আরোহী এতন্নিবন্ধন নৌকায় গমনাগমন করিতেছেন।

আমরা আরও জনরবে শ্রবণ করিলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির ভাড়া একবিধ করিয়া প্রতি মাইলের ভাড়ার তৃতীয়াংশ কমাইবার মানস করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের ও কোম্পানির উভয়পক্ষেরই লাভ হইবে।

২ রা এপ্রেল ঝান্সীতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হওয়াতে ৫।৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। শিলাগুলি অতি বৃহৎ হইয়াছিল।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল এতদ্দেশীয় আফিসর ও সৈনিক পীড়ানিবন্ধন বিদায় লইয়া বাটী যাইবেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজে ও রেলওয়েতে বিনা ভাড়ায় যাইতে পারিবেন। এটি সিদ্ধ কাজ হইয়াছে। আমরা এক বার ভুটান হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি নিরাশ্রয় পীড়িত শীক সৈন্যের অবস্থাদর্শনে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম।

পিয়নিয়র বলেন, সর ডোনালড মাকলিয়ড আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের এক জন ভূতপূর্ব্ব সভ্য সর ষ্টাফোর্ড নার্থকোর্টকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন "সর ষ্টাফোর্ড! তবে ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রসমূহ আপনাকে তত্রত্য ভাবী গবর্ণর জেনরল করিয়াছেন"। সর ষ্টাফোর্ড নার্থকোর্ট উত্তর করিলেন, "আমি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি; কিন্তু আমি এখানেই এত গালি প্রাপ্ত হইতেছি যে, ভারতবর্ষে যাইবার আবশ্যকতা নাই।"

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, এ দেশের জঙ্গ বাহাদুর সর সাইমর ফিটজারলড এত দুর্ব্বল ও ম্লান হইয়াছেন, যে আবিসিনিয়ার যুদ্ধ না থাকিলে তিনি অবিলম্বে পদত্যাগ করিতেন।

উক্তপত্র অবগত হইয়াছেন, ফিরোজ শাহ সোয়াদের আখুন্দের বিরুদ্ধে এক দল করাতে আখুন্দ তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছেন

বেরেলির ডাক্তর হেল পদব্রজে কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি কোন ইংরাজী হোটেলে না থাকিয়া এতদ্দেশীয় সরাইয়ে অবস্থিতি করিয়া আগমন করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি শিয়ালকোট বিভাগের এক জন স্ত্রীলোক চারিটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন। মাতা ও শিশুগণ সুস্থ আছেন। এরূপ স্থলে ইংলণ্ডেশ্বরী প্রসূতিদিগকে কতক টাকা দিয়া থাকেন। আমরা বোধ করি, সর জন লরেন্স সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

উক্তপত্র শ্রবণ করিয়াছেন, কর্পূরতলার রাজা আবেদন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য তদীয় ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিভক্ত করিবার পূর্ব্বে তিনি এক বার প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের নিকট আপীল করিবার মানস করেন, এই নিমিত্ত জামীনস্বরূপ তিনি এক লক্ষ টাকা জমা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। রাজ্য বিভক্ত করা অবিধি হইতেছে। রাজার ভ্রাতাদিগকে কিছু কিছু টাকা দিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ কপুরতলায় কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা আমীরের সৃষ্টি হইবে।

সম্প্রতি চাঁপাতলায় যে স্ত্রীলোকটী হত হইয়া পতিত থাকে, তাহার বিষয়ে আরও সন্ধান হইয়াছে। সে কলিকাতাতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রৌণনামক এক জন হোটেল অধ্যক্ষ তাহাকে বিবাহ করে। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে এক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর অধীন ছিল। কিছু দিন হইল লালবাজারের এক জন দোকানদার তাহাকে উপপত্নী করিয়া রাখে। এই ব্যক্তিকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর ৭০০।৮০০ টাকার অলঙ্কার ছিল; তাহা অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার উপপতিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল মৃত্যুর রাত্রিতে সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে চলিয়া যায়। সে তাহার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিল; কিন্তু হাঙ্গামের ভয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। বেশ্যার শেষ দশাতে হয় ভিক্ষা নচেৎ অপঘাতে মৃত্যু নির্দ্ধারিত আছে।

৩ রা বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ষ্টেটসেক্রেটারি তত্রত্য মানমন্দির রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই মানমন্দির হইতে পগসন সাহেব অনেকগুলি নূতন গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল এটী উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞানের বিষয়ে অতি অল্পই সাহায্য করেন। এক্ষণে ঐ বিষয়ে যাহা কিঞ্চিৎ সাহায্য করা হয়, তাহা দিলে সর্ব্বসাধারণের প্রতি নিতান্ত অবিচার হইবে।

সম্প্রতি মহারাজ রণবীর সিংহ ঘোষণা করিয়াছেন, তুর্কিস্থান হইতে যত বাণিজ্য দ্রব্য লাডক ও কাশ্মীরে আসিবে, ১৮৬৮ অব্দের প্রারম্ভ অবধি তাহাতে কেবল শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক গৃহীত হইবে। এ বিষয়ে রাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ন্যায় শুল্ক স্থাপিত করিলেন। বস্ত্র, নানাবিধ ঔষধ, তৈল, চিনি, মিছরির রপ্তানি শুল্ক লাগিবে না। পসমের শুল্ক ১২ টাকা হইতে ৬ টাকা ও পসমী বস্ত্রের শুল্ক ৭ টাকা হইতে ৩।০ টাকা হইয়াছে। রাজা এই ঘোষণা করিয়া আশাপ্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণ অবধি বণিকেরা প্রচুর দ্রব্য লইয়া কাশ্মীরে আগমন করিবেন। রণবীর সিংহ যথার্থ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু যত দিন তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভদ্রতা অবলম্বন না করিতেছেন তত দিন এই ঘোষণার বড় ফল হইবে না।

ব্রিটিস ব্রহ্মে পুস্তক পাওয়া নিতান্ত কঠিন। তথায় একটীও সাধারণ পুস্তকালয় নাই। সম্প্রতি কতকগুলি ইউরোপীয় ভদ্র লোক একত্র

হইয়া ঐ স্থলে এক পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন। রেবরেণ্ড বেনেট সাহেব নিজের প্রায় ২৫০০ পুস্তক এই পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের নিকটস্থ সেণ্টটমাস পর্ব্বতের নিকটে এক নূতন তীর্থ হইয়াছে। প্রায় চারি শত বৎসর হইল রুস্তুন আলীনামক এক জন ধর্ম্মিষ্ঠ মোল্লা প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর লোকে তাঁহাকে পীর বলিয়া সম্মান করিতেন। সম্প্রতি কর্ণাট রাজবংশীয় এক ব্যক্তি কাশরোগগ্রস্ত হন। তিনি কোন প্রকারে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন হইল তিনি পীরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। পীর তাঁহাকে বলেন অমুক স্থানের বালুকাভক্ষণ করিলে পীড়া শান্তি হইবে। কাসিম আলি তদনুসারে সেই বালুকা ভক্ষণ করিয়া আরোগ্যলাভ করেন। বালুকা খনন করাতে পীরের কবর বহির্গত হইয়াছে। তথায় এক্ষণে সহস্র সহস্র লোকে উরসের নিমিত্ত গমন করিতেছেন। কাসিম আলি দরগার ফকির হইয়াছেন। এ প্রকার ফকিরিতে লাভ আছে। আমাদিগের নাফরিদে? ফকির (?) তাহার দৃষ্টান্ত।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কলিকাতায় চারিটী ফোয়ারা দিবার জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। ফোয়ারা গুলি অনেক দিন হইল আসিয়াছে; কিন্তু আমরা অবগত হইলাম সে গুলি গাস কোম্পানির উঠানে গড়াগড়ি যাইতেছে। উপরে যে বাচগুল ছিল তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিছুদিনপর্য্যন্ত জষ্টিসেরা ফোয়ারা বসাইবার স্থান স্থির করিতে পারেন নাই। এক্ষণে এতদ্দেশীয় বিভাগে বসান হইবে, স্থির হইয়াছে; কিন্তু আবার এক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে যে পয়ঃপ্রণালী না হইলে ফোয়ারা বসান হইবে না।

বর্লিঙগেম সাহেব আমেরিকার দূত হইয়া চীনে আসিয়াছিলেন। চীনের সম্রাট তাঁহাকে আবার আপনার দূত করিয়া ওয়াসিঙটনে প্রেরণ করিয়াছেন। এক জন ইংরাজ এক জন ফরাসী ও এক জন রুশীয় এই দূতের সহকারী হইয়াছেন। কয়েক জন সম্ভ্রান্ত যুবক চীনে দৌত্যকার্য্য শিখিবার জন্য দূতের সহিত গমন করিতেছেন। বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলে এতদ্দ্বারা অনেক মঙ্গল হইবে।

৪ ঠা বৈশাখ বুধবার।

পূজার বন্ধ উপলক্ষে অনেক জেলার জজ আপন আপন আদালত এক কালে বন্ধ করাতে ফৌজদারি ও দেওয়ানী মকদ্দমা স্থগিত থাকে। জজেরা প্রধানতম বিচারালয়ের পত্র গুলির প্রত্যুত্তর দেন নাই। ইহাতে অনেক অসুবিধা ঘটনা হওয়াতে প্রধান তম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৮৩৮ অব্দের ২৩ এ মার্চের নিজামত আদালতের সরকুলর অনুসারে সকল কাজ করিতে হইবে। রবিবারব্যতীত আর কোন দিবস ফৌজদারী আদালত বন্ধ থাকিতে পারে না। দেওয়ানী মকদ্দমার সর্ব্বদা বিচার না হউক এরূপ অনেক অতিরিক্ত কাজ আছে যাহা স্থগিত রাখিলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এই বিবেচনা করিয়া জজদিগকে বলা হইয়াছে তাঁহারা এইসকল বন্ধের দিন যেন আপনাদিগের মহকুমা ত্যাগ না করেন এবং ফৌজদারি মকদ্দমা যেন স্থগিত না হয়। ফৌজদারি বিভাগ বন্ধ থাকাতে অনেক অল্প মেয়াদি কয়েদির আপিল বৃথা হয়। মেয়াদ খাটিয়া বহির্গত হইলে জজ শেষে "মুক্ত" করিবার আজ্ঞা দেন।

চাঁপাতলার হত স্ত্রীলোকটীর মৃত্যুর কারণের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর জন্মস্থান মান্দ্রাজ; কিন্তু সে বাল্যকালাবধি কলিকাতায় ছিল। চৌ নামক এক জন হোটেল অধ্যক্ষ তাহারে বিবাহ করে, পরে কিওসলি নামক এক জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাহার উপপতি হয়। সম্প্রতি মাধবচন্দ্র দত্তনামক এক জন দোকানদার তাহাকে উপপত্নীর ন্যায় রাখিয়াছিল। মাধবচন্দ্র দত্ত স্বীকার করিয়াছে যে রাত্রিতে স্ত্রীলোকটী হত হয়, সেই রাত্রিতে একটা পর্য্যন্ত সে তাহার সহিত ছিল। কিন্তু তৎপরে কিওসলি আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়, কিওসলি স্বীকার করিয়াছে যে সে স্ত্রীলোকটীকে অতিশয় সুন্দরী জ্ঞান করিত এবং তাহার অনুসন্ধান করিয়া অনেক স্থানে ভ্রমণ করে; কিন্তু ঈশ্বরের নাম পাঠ করিয়া বলিয়াছে হত্যার ৭।৮ দিন পূর্ব্ব হইতে সে কলিকাতায় আইসে নাই। পুলিস যদি বুদ্ধিমান হন, তবে প্রকৃত হত্যাকারীকে ধৃত করিতে পারিবেন; কিন্তু রবর্টস সাহেবের অনুসন্ধানে কিছুই হইবে না।

বোম্বাইয়ের কতকগুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক ১৮৬৯ অব্দে তথায় এক বৃহৎ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সর সাইমর ফিট জারলডের নিকটে আবেদন করেন, তদনুসারে গত মঙ্গলবারের পূর্ব্ব মঙ্গলবার শাসনকর্ত্তা একএক করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিলে তিনি অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং টিকেট বিক্রয় করিয়া কতক টাকা উঠিবে। কিন্তু কয়েক জন ভদ্র লোকের এই করারে জামীন হইতে হইবে যে যদি কোন বিষয়ে অকুলান হয় তাহা হইলে তাঁহারা চাঁদা করিয়া সেই টাকা দিবেন। কয়েক জন ইহাতে সম্মত হইয়াছেন, কলিকাতায় পুনর্ব্বার একটী প্রদর্শন আবশ্যক হইতেছে।

শ্রীরামপুরের ছোট আদালতে অনেক মকদ্দমা জমাতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, নিয়মিত দিবসব্যতীত হুগলীর ছোট আদালতের জজকে জুনপর্য্যন্ত প্রত্যেক সোম ও মঙ্গলবার শ্রীরামপুরে মকদ্দমা করিতে হইবে। হুগলির জজ উভয় স্থানেরই মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন।

সকলেই অবগত আছেন ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে হওয়াতে অনেকে ভগ্ন বাটী বিক্রয় করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন। ২০০০ টাকার বাটীতে ১০,০০০।১২০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি হাওড়ায় ... নূতন সেতু হইয়াছে, তন্নিমিত্ত কতকগুলি বাটী ক্রয় করা হয়। এক্ষণে সেতু প্রস্তুত হওয়াতে দেখাগেল ইঞ্জিনিয়রগণ প্রয়োজনাধিক ভূমি লইয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত এই অতিরিক্ত ভূমিসকল পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতেছেন। যেগুলি ১০,০০০ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে তাহা ২০০০।২৫০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। অনেক স্থলে পূর্ব্বাধিকারগণই আবার ক্রেতা হইতেছেন। মধ্যে পড়িয়া যে কিছু লাভ তাঁহাদিগেরই হইল। হাবড়ার অনেকে এই প্রকার এক বার অপরিমিত মূল্যে ভূমি বিক্রয় পূর্ব্বক তাহা আবার সামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া ধনবান হইয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি এই সকল অপব্যয়ের নিমিত্ত দায়ী? পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের সংশোধন কি কিছুতেই হইবে না।

কলিকাতার বণিক সম্প্রদায় ইংলণ্ডীয় পত্র সমূহের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদ করিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট আবেদন করিয়াছেন।

বোম্বাইস্থ ফ্রি চর্চ্চ মিশন বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন!! আমরা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের নিমিত্ত এই সকল ব্যয়ের প্রতিবাদ করিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের একবাক্য হইয়া হাউস অব কমন্সের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করা উচিত।

সিটনকার সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের পারিতোষিকপ্রদান উপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন

বোম্বাইয়ের সর্ব্বসাধারণে তৎপ্রতি অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি সংবাদ পত্র বলেন, তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আর কিছু না করিলেও এই বক্তৃতাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত।

৫ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, নরিসসে যে মারীভয় হয়, তাহা সমান রহিয়াছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ২,২২৯ জন জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এমন অবস্থায় কিছু দিন পর্য্যন্ত নরিসসে কুলি প্রেরণ বন্ধ করা উচিত।

মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্র প্রস্তুত হইতেছে, এবৎসরের শেষে এই বাটীটী সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবে। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটী তিল ভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় প্রত্যহ তিল তিল বর্দ্ধিত হইতেছে।

ইঞ্জিনিয়রস্‌ জর্ণাল বলেন, কলিকাতায় পয়ঃ প্রণালী [illegible] শীঘ্রগতি হইতেছে। বাগানে দিবার জন্য যে চৌবাচ্চা হইতেছে, তাহার অনেকাংশ প্রস্তুত হইয়াছে। এই চৌবাচ্চার দেয়ালগুলি স্থায়ী হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। অনেক ইঞ্জিনিয়র বলেন, ছাদ হইলেই দেয়াল বসিয়া যাইবে

১৮৬৭ অব্দের এপ্রেল অবধি ৩১ এ ডিসেম্বরপর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষে ৩১,০৭৮৬, ৪১০ টাকা আয় ও ২৮৯৬,২৯,৩১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে এই সময়ের মধ্যে ৩৪,৮৮,৩১,১৫০ টাকা আয় ও ৩৩,২০,৮০, ৩০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মহারাজ সিন্ধিয়া হরিদ্বারে গমন করিতেছেন। ভরতপুরের রাজা কলিকাতায় আসিবেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সম্প্রতি আমীর সিয়ারআলি খাঁর শ্বশুর আকজুল খাঁ ও আমীরের পুত্র তাকুব খাঁ গিরশিক গ্রামে আজিম খাঁর সেনাপতি আজিজ খাঁকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিয়াছেন। আজিজ খাঁ কান্দাহার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং উক্ত নগর সিয়ার আলির হস্তগত হইয়াছে। আবদুল রহমন খাঁ অদ্যাপি সমুদায় তুর্কিস্থান শাসন করিতে সমর্থ হন নাই। আজিম খাঁর অত্যাচার সমান রহিয়াছে। সর্দ্দারগণের জায়গীর ও আয় কমান হওয়াতে অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি বিবি মুরাদের ভ্রাতার জায়গীর কাড়িয়া লওয়াতে উক্ত রাণী বলিয়াছেন, তিনি আর কাবুলে থাকিবেন না। আবদুল রহমন খাঁও মাতার মতে মত দিয়াছেন। বিবি মুরাদের বুদ্ধিতেই প্রথমতঃ আফজুল খাঁ পরে আজিম খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি চটিলেই আজিম খাঁর সহিত আবদুল রহমনের প্রকাশ্য বিচ্ছেদ হইবে। আবদুল রহমনের ভাগ্যেই সিংহাসন নৃত্য করিতেছে।

এমন জনশ্রুতি, নেপালের সহকারী রেসিডেণ্টের পদ উঠিয়া যাইবে। নেপালের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ দৌত্য সম্পর্ক নাই যে, তথায় এক জন সহকারী রেসিডেণ্টের আবশ্যকতা হয়।

পবলিকওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি সোয়াড়স্থিত হিন্দুস্থানীগণ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করে। পেসোয়ারের কমিসনর ঐ আবেদনপত্রবাহককে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল পলাতক সৈনিকদিগের পর্য্যাপ্ত দণ্ড হইয়াছে। বিদ্রোহে কত সুখ তাহা ইহারা বিলক্ষণ জানিয়াছে। অতঃপর আমাদের মতে ইহাদিগকে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহারা যে কেবল বিশ্বস্ত প্রজা হইবে এমন নহে, ইহাদিগের দৃষ্টান্তে আরও অনেকে সতর্ক হইবে।

বোম্বাইয়ের মামলাতদারদিগের বেতনবৃদ্ধি করা হইয়াছে। অল্প বেতন বলিয়া কৃতবিদ্যগণ এইসকল পদ গ্রহণ করিতেন না বলিয়া সর সাইমর ফিট্জ্‌জারলড বর্দ্ধিত বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, মফস্বলের তৃতীয় শ্রেণির লোকদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে ডিরেক্টরের মত জিজ্ঞাসা করাতে আটকিন্সন সাহেব, ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। কয়েক জন ডেপুটী ইনস্পেক্টর প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে স্থানে পাঠশালা হইবে, তথায় গুরুমহাশয় ও পণ্ডিতগণ শিক্ষা দিবেন। ৫। ৬ টাকা বেতন দিয়া গুরুমহাশয় রাখিলে শিক্ষা উত্তম হইবে। গুরুমহাশয়দিগের বেতন অল্প হইবে বটে; কিন্তু তাঁহারা ছাত্রদিগের নিকটে অনেক বাজে আদায় করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবের সময়ে বোধ হয়, ইঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ঐ সকল বাজে আদায়ের নাম চুরি। গুরুমহাশয়গণ ছাত্রদিগকে বাটীর তমাক এবং প্রতিবেশিদিগের নারিকেল ও আম্র চুরি করিতে শিক্ষা দেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া পণ্ডিতদিগের দ্বারা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গতকল্য কলিকাতার জষ্টিসদিগের ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হেলিডেষ্ট্রিট ও তালতলার নিয়োগী পুকুরের নিকটস্থ ভূমি সকল বিক্রয় করা হইতেছে। জষ্টিসেরা শিয়ালদহস্থিত বসন্তের চিকিৎসালয়ের ব্যয় দেবেন। গরমির পীড়া চিকিৎসার নিমিত্ত যে চিকিৎসালয় হইতেছে, জষ্টিসেরা তাহারও ব্যয় দিতেছেন। অনাথ চিকিৎসালয়ের রোগীর সংখ্যা স্থির করিবার নিমিত্ত জষ্টিসেরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের রোগীর সংখ্যা ৩৫০ নির্দ্ধারিত হয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম এই বিষয় লইয়া জষ্টিসদিগের সহিত ডাক্তর চিবর্সের যে বিবাদ হয় ডাক্তর চিবর্স তাহাতে আত্মদোষে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, আমমোক্তার কখন নিজের নাম করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নালীশ করিতে পারেন না। যেখানে তাঁহার কিছু স্বার্থ আছে, সেখানে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থী হইতে পারেন; কিন্তু তাহা না থাকিলে মূল ব্যক্তির নাম দিতে হইবে।

সর জন লরেন্স এতদ্দেশীয় রাজ্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনের বিষয়ে যে মত লইয়াছেন, স্পেক্টেটর তদুপলক্ষে বলেন, এ বিষয়ে এতদ্দেশীয়দিগের মত গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু স্পেক্টেটর একটী মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি বলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতিদ্বারা যে উৎকর্ষসাধন করিতেছেন, ভারতবর্ষীয়গণ তাহাতে আন্তরিক সন্তুষ্ট নহেন। আমরা বলিতেছি এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক।

৬ ই বৈশাখ শুক্রবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস স্বীকার করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় সভা দ্বারা ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের উপকার হইতেছে। সভা প্রায় যাবতীয় বিলের প্রতি আপনাদিগের মত প্রকাশ করিয়া অপরিমিত ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রতিবন্ধক হওয়াতে ইউরোপীয়গণ যে কৃতজ্ঞ হন, ইহা সুখের বিষয়

ফ্রান্সে পারিস, লায়ন্স ও নাইমসে তিব্বত ছাগলের পসমে শাল প্রস্তুত হয়, কিন্তু যদিও ফরাশী আদর্শগুলি ভাল তথাপি বুনন কাশ্মীরের তুল্য নহে। কয়েক জন ফরাশী বণিক কাশ্মীরে কুঠি স্থাপন করিয়া সাল প্রস্তুত করিয়া ইউরোপে লইয়া যাইতেছেন। কাশ্মীর সাল একণে পারিস ও শ্রীনগরে

পাওয়া যায় মাত্র। অমৃতসর ও লুধিয়ানার সাল ভারতবর্ষীয়েরা ব্যবহার করেন। এক্ষণে সমুদায় ভারতবর্ষে ৩ লক্ষ টাকা সালের বাণিজ্য হইতেছে। রাজা রণবীর সিংহ যদি নিজ ঘোষণানুসারে কাজ করেন, তাহা হইলে ... সম আইসে।

... রে রাউলপিণ্ডির অশ্বমেলায় বিস্তর উত্তম ... সিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট অশ্বারোহি ... নের নিমিত্ত ২০,০০০ টাকায় ২০০ অশ্ব ক্রয় করিয়াছেন।

আমাদিগের দেশে চীনদিগের কারিকরির অনেক আশ্চর্য্য গল্প আছে। একটী গল্পে শুনা যায় তাহারা কলের মানুষ করিতে পারিত, ঐ মানুষ কেবল কথা কহিতে পারিত না, আর সকল কাজ করিত। লাডকডেভিকনামক এক জন আমেরিকান এই গল্পের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ এক বাষ্পীয় মনুষ্য করিয়াছেন। ইহার উদরমধ্যে তিন অশ্বের ক্ষমতাযুক্ত একটি কল আছে। ইহা দ্বারা মানুষটী প্রতি মিনিটে এক ক্রোশ যাইতে পারে। উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই মানুষের ন্যায়, কিন্তু উহার এত বল যে অনায়াসে বৃহৎ শকট টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ঐ প্রকার মানুষ ৫০০ ডলার মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এবং ইহা দ্বারা সাধারণ রাস্তায় রেলওয়ের ন্যায় দ্রুতগতি যাইবার উপায় হইল

উপনগরে বাষ্পীয় আলোক দেওয়াইবার নিমিত্ত কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিতেছেন। উপনগরের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, অতএব আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে গাস কোম্পানির দায় পোষান ভার হইবে।

৭ ই বৈশাখ শনিবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন। ভারতীয় প্রধানতম বিচারালয় ও রেকর্ডারের আদালত স্থাপন অবধি ১৮৬৭ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত কত দেওয়ানী ও ফৌজদারি মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং প্রত্যেক বিচারপতি কত মকদ্দমার মীমাংসা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকটে তাহার এক হিসাব চাহিয়াছেন।

উক্ত পত্র কোন বিশ্বস্ত লোকের নিকটে অবগত হইয়াছেন, ষ্টাম্প ও নোটপ্রচলনের বিভাগ একত্রীভূত হইয়া এক জন উপযুক্ত অচিহ্নিত কর্ম্মচারীর অধীন থাকিবে। কালেক্টর মেকেঞ্জির ন্যায় লোকের হস্তে যেন না থাকে। তাহা হইলে ষ্টাম্পে যাহা হউক, নোটের বিষয়ে সুবিধা হইবে না। এই বন্দোবস্তে অনেক সরকারি ব্যয় বাঁচিবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪ টাকার	সিক্কা	৯২৷৷—৯২৸০
৪ "	কোং	৯৩—৯৩।০
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০৫৴—১০৫৷৷০
৫ "	কোং	১০৮৸—১০৯
৫৷৷০ "	কোং	১১৩৴—১১৩৷৷৴

—ঃ০ঃ—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ মার্চ্চ। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে ১৫২ জনের মতে ১২৭ জনের অমতে সেনাদলের শারীরিক দণ্ডের আইন উঠিয়া গিয়াছে। সর জন পাকিংটন অনেক প্রতিবাদ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ডিসরেলি সাহেব এক পত্র প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছেন, শাসনকার্য্য ও ধর্ম্মের সহিত যে পবিত্র সম্বন্ধ আছে, তাহা ছেদন করিবার নিমিত্ত এক দল সচেষ্ট আছেন, কিন্তু তিনি বলেন ইহাতে আশু অতিশয় অমঙ্গল ও বিপদ হইবে।

ওরিএণ্টল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ গত ছয়মাসের নিমিত্ত অংশীদিগকে শতকরা ৬ টাকা লাভ দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৮ ই এপ্রেল। মুরসিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটীকালেক্টর বাবু গুরুচরণ দাস আমুয়াকান্দি উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাউসির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরিচরণ ঘোষ মুরসিদাবাদে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আলি হোসেন বাউসি উপবিভাগের ভার পাইয়া ভাগলপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আবদুল জব্বর (যিনি কিছু দিনের জন্য সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি) ঐ উপবিভাগের ভার পাইয়া মুঙ্গেরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

... বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর আর, জি, মাথু বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

যত দিন এচ, ডবলিউ আলেকজাণ্ডার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন পি, এ, হুল্কি সাহেব সাহরণের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

৯ ই এপ্রেল। ডাক্তর ডবলিউ, ডরণ্ট নওয়াখালির চিকিৎসাকর্ম্মচারী হইবেন।

মান্যবর প্রধান বিচারপতি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের মধ্যে পি. ডি. ডিকেন্স সাহেবকে পারসিদিগের বিবাহের রেজিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছেন।

শাহাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এল, ডি, আক্র সাহেব চম্পারণে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

জে, জে, লাইবস সাহেব ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া তথায় প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় অঞ্চলের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, জে, ...ক্ট সাহেব সাহরণে বদলী হইবেন।

নওয়াখালির সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বিএ, রাচে, সাহেব চট্টগ্রামের পর্ব্বতীয় অঞ্চলে বদলী হইবেন।

বাবু জগদীশনাথ রায় নওয়াখালির পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ভাগলপুরের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ নওয়াখালিতে বদলী হইবেন।

১৩ ই এপ্রেল। ৬ ই মার্চ অবধি আর, পারি সাহেব শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

চম্পারণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ সাহরণে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ওয়ালিয়ত হোসেন চম্পারণে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৮৬৭ অব্দের ৬ ই মার্চ নওগাঁর সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট টি, বি, মিচেলকে কিছু দিনের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা রহিত হইল। তিনি এক্ষণ অবধি প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

১৪ ই এপ্রেল। যত দিন টি, উইলসন সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ, এচ, টরণবুল সাহেব কাছাড়ের প্রতিনিধি সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

যত দিন এ, এচ, টরণবুল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন সি পি, মেওহাম সাহেব কাণপুরের প্রতিনিধি সব ডেপুটি অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

—১০১—

আমাদিগের ঢাকাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। কাশীপুরের দাঙ্গাঘটিত মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহেরও অধিককাল ঐ মকদ্দমার বিচার হয়। জুরিগণ জগন্নাথ বাবুর ১০০০ দশ হাজার টাকা জরিমানা এবং অন্য আসামীদিগের পাঁচ পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ করিয়াছেন। জগন্নাথ বাবু বিকলচক্ষু ও বাতব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কারাগার দর্শন করিলেন না; নচেৎ তাঁহাকেও কারাবাসের অসহ্য ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে হইত।

২। ২২ এ চৈত্র শুক্রবার ঢাকা বিজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন কার্য্য মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ন সপ্তম ঘটিকার সময় সভা আরম্ভ হয়। ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু অক্ষয়কুমার সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বালকগণ কয়েকটী রচনা পাঠ করে। বালকদিগের স্বর নিতান্ত মধুর, সুতরাং রচনাগুলি শ্রোতৃবর্গের নিরতিশয় প্রীতিকর হইয়াছিল। তৎপরে কতিপয় সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করেন। ঢাকা কালেজের অন্যতর সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্রচক্রবর্ত্তী এবং ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জে এরাটুন সাহেবের বক্তৃতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবু আজি কালি আর অপরিচিত বক্তা নহেন। ক্রমশঃ তাঁহার বক্তৃতাশক্তির বৃদ্ধি হইতেছে। এই সভায় তিনি এক ঘণ্টা কাল অনর্গল এরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে সভাস্থিত সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।

৩। গত শনিবার আমাদের ঢাকাস্থ প্রসিদ্ধ ধনী গনি মিঞা সাহেব ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে ঢাকা নগরে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে নানা প্রকার বাদ্য ও বন্দুকের শব্দে শনিবার প্রাতঃকাল বিলক্ষণ শব্দায়মান হইয়াছিল। অনেক দর্শকও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৪। গত কল্য এখানে প্রায় সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টি অত্রত্য ওলাউঠা নিবারণের অমোঘ ঔষধ হইল।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

গত পত্রে মাথুরামনামে যে উপদেবতার কথা ও এখানকার স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর সহবাসের পূর্ব্বে তাহার সহিত আলিঙ্গনের যে কুৎসিত প্রথার কথা লিখিয়াছিলাম, সেটী সাধারণ ব্যবহার নহে। সরাওগী নামে এখানে যে বণিকসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যেই এই ঘৃণাকর প্রথাটী প্রচলিত আছে।

শুনিয়াছি, পঞ্জাব অঞ্চলের কোন কোন প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা কোন সরোবরে বা নদীতে স্নান করিবার সময় উপরে বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে অবগাহনাদি করে। এখানেও নদীমধ্যে ইতর সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগকে উপকূলে বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অবগাহনাদি করিতে দেখা যায়। শুনিলাম এখানে কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে বা স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয়গ্রহণ করিলে তাহার স্বামী রাজদ্বারে তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করায়, যে কোন ব্যক্তি তাহার স্বামীকে তাহার বিবাহের ও স্ত্রীর ভরণ পোষণের নিমিত্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা দিতে পারে সেই ব্যক্তিই ঐ স্ত্রীকে কারামুক্ত করিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

অনেকের মুখে শুনিতে পাই, অত্রত্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সতীত্বের তাদৃশ গৌরব নাই। স্ত্রীলোকের অনুচিত স্বাধীনতা হউক বা অত্রত্য লোকের অজ্ঞতা ও অসভ্যতা হউক এই জঘন্য ভাবের কারণ। অত্রত্য কোন কোন পাহাড়ে লৌহের, চুম্বকপ্রস্তরের ও আকরীয় লবনের খনি আছে। ইহার চারিক্রোশ দূরে লৌহ উত্তোলিত হইতেছে। গোয়ালিয়রের নিকটস্থ সিপ্রিনগরে যে লৌহের কারখানা আছে তাহা বোধ করি পাঠকবর্গের অনেকে অবগত আছেন। পর্ব্বত প্রদেশে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য আকরীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। সম্প্রতি অত্রত্য দুর্গে এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে বৃক্ষ লতাদির ন্যায় নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র রেখা আছে। পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইল, ইহা কোন মনুষ্যের দ্বারা চিত্রিত হয় নাই। ঐসকল চিত্র স্বভাবসিদ্ধ। কর্ণেল ডেলি সাহেব এই প্রস্তরের কয়েকখণ্ড বোম্বে মিউজিয়মে (চিত্রশালিকায়) পাঠাইতেছেন।

এখানে দিন দিন গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি কোন প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হয় নাই। বরং শুনিতে পাইতেছি, শীত কালের অপেক্ষা এখানে গ্রীষ্মকালে লোকের পীড়াদি কম হয়। শিশুদিগের মধ্যে যে পীড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহার শান্তি হইয়াছে।

২। দলাদলি ও অনৈক্যভাব বাঙ্গালিদিগের একটী প্রধান রোগ। এ সকল অঞ্চলে বাঙ্গালির সংখ্যা স্বল্প, তথাপি দলাদলি ইহাদের মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছে। কি পাটনা কি এলাহাবাদ কি আগ্রা সর্ব্বত্রই ২। ৩ দল দেখা গেল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি জঘন্য ভাবের বিলক্ষণ প্রভাব দেখা যায়। এখানে এ অঞ্চলের সকল স্থান অপেক্ষা কম বাঙ্গালি আছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে দলাদলির সূত্র পাত হইয়াছে। ইংরাজি সভায় বাক্ বিতণ্ডা ও জিদ বজায় রাখিতে গিয়া কেহ কেহ অপদস্থ হইয়া আর একটী পৃথক সভা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজ মণ্ডলীতে ও সাধারণে যে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, তাহা অনেকের বিবেচনা নাই।

সংপ্রতি এখানে চৌর্য্যের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কএকদিন হইল থানার ঠিক পশ্চাদ্ভাগের এক ব্যক্তির বাটীতে রাত্রি আন্দাজ দুই প্রহরের সময় একটী চোর প্রবেশ করিয়াছিল। সেই সময়ে গৃহস্বামীর স্ত্রী জাগরিত ছিল, সে কৌশলক্রমে তাহার স্বামীকে জাগাইয়া সতর্ক করিল, তখন ঐ ব্যক্তি গুপ্ত ভাবে চোরের পশ্চাদ্দিকে যাইয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিল এবং চীৎকার করাতে পুলিষ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অনেক লোক উপস্থিত হইল। চাপরাসওয়ালা ভায়ারা সরগরম করিয়া চোরকে ধরিয়া লইয়া চেল্লেন। আর এক দিন এক জনের বাটী হইতে চোরে অনেক দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত দিন কয়েক চোরের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, রাত্রিতে গৃহস্থের নিদ্রা হয় না। এখানকার চোর আমাদের দেশের ডাকাইতের ন্যায় তরবারাদি ব্যবহার করে; সুতরাং ইহারা সামান্য চোরের অপেক্ষা ভয়ানক।

সংপ্রতি এক দরজী এক জন পুলিষ কর্ম্মচারীর কর্ম্ম করিয়া দিতে কিছু বিলম্ব করিয়াছিল বলিয়া কর্ম্মচারী যমদণ্ডের ন্যায় লগুড় দ্বারা তাহারে এমন প্রহার করিয়াছিল যে তাহার মস্তক ফাটিয়া রক্তপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। সে ঐ সময় যেমন দৌড়িয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইবে, অমনি ৩। ৪ জন

পুলিষের মহাত্মারা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। শুনিতে পাই এখানে বাহির হইতে চোর আসিতে হয় না, পুলিষই ইহার বাঁটান।

৬। কয়েক দিন হইল অত্রত্য ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা মহারাজের কুলবাগে মহাসমারোহে পিকনিক (বনভোজন) করিয়াছেন। সর্ব্বদা পিকনিক ক্রিকেটখেলা নাচপ্রভৃতি হইলে সাহেবেরা বড় মজায় থাকেন। ফিরিঙ্গিগেজেটের নানা স্থানের সংবাদদাতারা ঐ সকল আমোদের কথা লিখিয়া কাগজ পুরণ করেন।

—:০:—

আমাদিগের বীরভূমের সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এস্থলে কয়েকটী শৃগাল ক্ষেপিয়াছে বলিয়া গ্রামবাসীরা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়াছেন। বাস্তবিক শৃগালদংশন অতি ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে এক বার একটী ক্ষিপ্ত শৃগাল ৭ ৮ জনকে দংশন করিয়াছিল। দষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সকলেই একে একে গতাসু হইয়াছিল। সে দিন এখানকার রাজসংসারের একজন দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৃগালকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াছেন। যথাকালে ঔষধপ্রয়োগবিষয়ে ত্রুটি হইতেছে না। তিনি অচিরাৎ আরোগ্যলাভ করেন; ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।

২। কতিপয় দিবস অতীত হইল, এখানকার রাজবাড়ীর দেবালয় হইতে অনূ্যন তিন সহস্র মুদ্রা মূল্যের আসাসোটা তৈজসপ্রভৃতি অপহৃত হইয়া গিয়াছে। চারি দিকে প্রহরী থাকিতে কি প্রকারে এই চুরি হইয়া গেল, বুঝিতে পারা যায় না। ইনস্পেক্টর ও সব ইনস্পেক্টর আসিয়া মহা ধুম ধামের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

৩। অল্প দিন হইল এখানকার অনতিদূর বেরমপুরে এক ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। তাহার অনুসন্ধানে পুলিষ বড় বাহাদুরী লইয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, এক জন চৌকীদার প্রহারে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। বাঙ্গাল পুলিষের আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, প্রহার বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য আছে।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসন্ন সিংহ বি, এ, মহোদয়ের প্রগাঢ় প্রযত্নে রাইপুরে একটী শাখা পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এখানে ওলাউঠা রোগের যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যাক্রমের উদয় হইয়াছিল, তাহার হ্রাস হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২। অত্রত্য বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁহার পদে হুগলী নর্ম্মাল স্কুল হইতে এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন।

৩। লাইসেন্স টাক্স স্থাপনের প্রথমাবস্থাতে এপ্রদেশের আসেসর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ যেসকল অনুপযুক্ত দরিদ্র ব্যক্তির উপর করভার নিক্ষেপ করিয়া টাক্স সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সময়ে তাঁহার নিকট বিচারের প্রার্থনায়, আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি এত দীর্ঘ কাল পরে মেদনীপুর হইতে সেই সকল আবেদনকারীকে শমনদ্বারা আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব আবেদনের প্রমাণ দিবার জন্য সাক্ষিসহিত তথায় উপস্থিত হইলে বিচার হইবে।

৫। শুনিতেছি, এ প্রদেশের পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের অনেক পরিবর্ত্ত হইতেছে। এই তমোলুকবিভাগের যত পাকার কার্য্য তাহা মেদিনীপুর বিভাগের অন্তর্ভূত হইবে এবং মেদিনীপুরের যত মাটির কার্য্য তাহা এই বিভাগে আসিবে। ২৪ পরগণার অন্তর্ভূত মণ্ডলঘাট পরগণাও বোধ হয় তমোলুকবিভাগের অন্তর্গত হইবে। ইহাদ্বারা কার্য্যের অসুবিধা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

রেলওয়ে কম্পানির নিয়ম এই যে, রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ আরোহীদিগের প্রতি সরল ভাব প্রকাশ করিবে এবং তাঁহাদের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহা করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু কর্ম্মচারিগণ উহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। যদি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা অমবশতঃ বা অত্যন্ত জনতাপ্রযুক্ত দ্বিতীয় কিম্বা প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিবার ঘরের দ্বারের নিকট যায়, তাহা হইলে টিকিট কলেক্টর এবং প্ল্যাটফরমএসিষ্টান্ট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ড্যাম রাস্কেল বুড্ডি মেটিস্ক বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করে ব্যক্তিসকল গলাধাক্কা খাইয়া বহু কষ্টে তৃতীয় শ্রেণীতে গমন করে এবং গাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া না বসিতে পারে, না দাঁড়াইতে পারে, না গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইতে পারে; হাঁস ফাঁস করিয়াই তাহাদের প্রাণ যায়। পরে প্লাটফরমএসিষ্টান্ট আসিয়া, তাহাদের গোল না থামাইয়া, না বসাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে যথোচিত দুর্ব্বাক্য বলে, ও বেত্রাঘাত করে। এই করিতে করিতে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়, যেমন গোল এবং যেমন কষ্ট সেই রূপই থাকে। যদি প্ল্যাটফরমে অনেক আরোহী হওয়াতে অধিক গোল কিম্বা ভিড় হয়, প্লাটফরম এসিষ্টান্ট আসিয়া গোল নিবারণ করা দূরে থাকুক, আরোহীদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে অনেক ব্যক্তি (যাহারা কখন রেল গাড়িতে ভ্রমণ করে নাই কিম্বা দুই এক বার করিয়াছে) প্রহারের ভয়ে গোল মালে, এবং অতিশয় ভিড়ে টিকিট [illegible] সুতরাং গাড়ীতে আরোহণ [illegible] সময় কোন রেলওয়ে কর্ম্মচারী (যাহার টিকিট দেখিবার ক্ষমতা আছে) টিকিট দেখিতে চাহিলে তাহারা দেখাইতে না পারিয়া সেখানেও অর্দ্ধচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। টাকা দিয়া কি কষ্ট!

আমরা এক দিন জামালপুর ষ্টেসনে দেখিলাম, এক পীড়িত এবং ক্লিষ্ট ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীতে বসিয়াছেন। তাঁহার পরিধেয় কিছু মলিন। পরিচয়দ্বারা জানিলাম, তিনি এক জন বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ, তীর্থ যাত্রায় আসিয়াছিলেন। এক জন রেলওয়ে গবর্ণমেন্ট পুলিষ জমাদার তাঁহার নিকট আসিয়া হঠাৎ কহিল, "তোমার নিকট আফিঙ আছে; তুমি আফিঙ লইয়া কোথায় যাইতেছ? যদি খুব কম পরিমাণ থাকে আমি তোমায় কিছু বলিব না।" তখন সে ব্যক্তি একটু রাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "আমি কখন আফিঙ খাই নাই, আমার কাছে আফিঙ নাই; যদি আমি খাইতাম আমার নিকট থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত। তুই আমায় আর বিরক্ত করিস্ না, আমি পীড়িত ব্যক্তি, তোর সহিত বাক্যব্যয় করিতে পারি না"। জমাদার কহিল "তুমি ভাল মানুষ এবং আমিও ভাল মানুষ যদি কিছু থাকে আমায় দেখাও; তুমি জানিবে, আর আমি জানিব। আমি তোমায় বাঁচাইয়া দিব; কিন্তু সাহেব শুনিলে তোমার বড় মুস্কিল হইবে।" তখন ঐ ব্যক্তি কহিলেন, তোর সাহেবকে বলিয়া দিগে;

আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। জমাদার এই কথা শুনিয়া তাহার কাপড় ঝাড়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল। আমাদের আর অন্যায় সহ্য হইল না। আমরা কহিলাম, তোর সাহেবকে ডাকিয়া আন, সে আসিয়া দেখুক, উনি আদি চোর কি ভাল লোক। জমাদার আমাদের কথা শুনিয়া জড়ো সড়ো হইয়া সেইখানে দুই জন চাপরাসি রাখিয়া সাহেবের কাছে গেল। পরে সাহেব আসিয়া আমাদিগকে দেখিবামাত্র জমাদারকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, উনি নির্দ্দোষ ব্যক্তি। আমরা বলিলাম, উনি নির্দ্দোষ যথার্থ; কিন্তু আপনারে নিজে গিয়া উঁহার কাপড় উত্তম করিয়া দেখিতে হইবে। কি জানি আমাদের গমনের পর ঐ দুষ্ট জমাদার যদি উঁহার কাপড়ে আফিঙ দেয় এবং চোর বলিয়া পুলিষে দেয়, তাহা হইলে কি হইবে? এই কথা পুনঃ পুনঃ বলাতে সহেব উঁহার কাপড় ঝাড়িয়া তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার [illegible] হয়, আমরা যদি না থাকিতাম, ঐ দুষ্ট জমাদার তাঁহাকে অনায়াসে বিশেষ কষ্ট দিত। এই সকল দুর্ব্বৃত্তের কত দিনে শাসন হইবে? রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগ করিলে অনেক দুষ্ট লোকের শাসন করিতে পারেন।

মুঙ্গের ৮ ই এপ্রেল } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

স্কুল একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেষ। যে রূপ রাজার উপরে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সেইরূপ শিক্ষকের উপরেই স্কুলের শুভাশুভ নির্ভর করিয়া থাকে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের জন্মভূমি, বিজ্ঞান শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান এবং এক কালে সকল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজ্য, ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোমপ্রভৃতির রাজার গুণেই উন্নতি [illegible] ও রাজার দোষেই অধঃপতন হয়। এইরূপ স্কুলেরও শ্রীবৃদ্ধি বা শ্রীহীনতা প্রধান শিক্ষকের অধীন। অতএব যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে উপযুক্ত, তাঁহাদেরই হস্তে বিদ্যালয়সকলের কর্ত্তৃত্ব বিন্যস্ত করা উচিত। উহা না করিলে যে কত অপকার ঘটে, তাহা এই মহানগরের একটি প্রধান স্কুলের অবস্থাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ঐ বিদ্যালয়টির এবার অত্যন্ত দুর্দ্দশা উপস্থিত। উহার সৌভাগ্যসূর্য্য বোধ হয় এবার জন্মের মত অস্তাচলাবলম্বী হইল। দুঃখের বিষয় এই যে উহা দীর্ঘকাল সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিল না। উক্ত বিদ্যালয়ের আধুনিক প্রধান শিক্ষক মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু উহা কোন কার্য্যকর নহে, কারণ তিনি ছাত্রগণকে শিক্ষা প্রদান করিতে সম্যক্ প্রকারে সক্ষম নহেন। অধিক কি তিনি স্বীয় মনোগত ভাব বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। স্কুলশাসনবিষয়েও যে ইনি বিলক্ষণ অপটুতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিশেষ রূপে অবগত হইতে পারিবেন।

সম্প্রতি একটি ছাত্র, উক্ত শিক্ষকমহাশয়ের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি "ড্যাম," "রাশকেল" প্রভৃতি কটূক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক সকোপে ও নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল, শিক্ষক মহাশয় চক্ষু স্থির করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার কারণ কি? তিনি রাজ্যশাসনের প্রধান নিয়ম দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অবলম্বন পূর্ব্বক কাজ করিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ যে ঘটিবে তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সম্পাদক মহাশয় গবর্ণমেণ্ট কি ইহার প্রতি এক বারও দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না, তাঁহাদিগের কাণের কাছে এরূপ ঘটিতে লাগিল, অথচ ইহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টাই হইল না, দূরে হইলেও তার কথাই নাই। তাঁহারা ত কর আদায়ের সময় সবিশেষ যত্নবান হন, তবে দেশোন্নতির প্রধান উপায় বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে এরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন কেন? সে যাহা হউক, বিদ্যালয়ের এরূপ দুরবস্থা আর কিছুকাল থাকিলে আমাদিগের বালকদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ৬ ই বৈশাখ } আপনকার নিতান্ত অনুগত কতিপয় ভদ্রলোক

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু সরূপচন্দ্র পাত্র	বেড়বল্লভপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
" " প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়	দিনাজপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
" " যদুনাথ রায়	রামপুরহাট
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ভাদ্র	৭
" " শ্যামাচরণ দাস	চাইবাসা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন	৭
" " ভরতচন্দ্র ঘোষাল	ফতেপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
" " চন্দ্রকুমার মিত্র কৃষ্ণগঞ্জ	৭
" " প্রসন্নকুমার মিত্র	ঝিনদা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন	৭
" " প্রসন্ননাথ সাহা	আড়াং [illegible] ১০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় [illegible]

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা হইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। —৩৩— ২৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৬ই বৈশাখ। ১৮৬৮। ২৭ এ এপ্রেল

মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

মানবজন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা।

১ ম খণ্ড মূল্য ২ দুই টাকা।

এই পুস্তকখানি বহু যত্ন ও পরিশ্রমে প্রণয়ন করা গিয়াছে। আধুনিক বহুদর্শী ও সুবিজ্ঞ প্রসোতাদের নবাবিষ্কৃত মত ও চিকিৎসা প্রণালীও ইহাতে বর্ণিত আছে। এই খণ্ডে নীচের কয়েক বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা।

১। বস্তিকোটরীয় অস্থি ও সন্ধির বিবরণ। ২। বিকৃত বস্তিকোটরের বিবরণ। ৩। বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জননেন্দ্রিয়ের বিবরণ। ৪। ঋতু। ৫। ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া ও তাহার চিকিৎসা। ৬। ডিম্বনিষেক। ৭। জরায়ুতে গর্ভধারণ। ৮। গর্ভের লক্ষণ ও স্থায়িত্ব। ৯। বন্ধ্যাত্ব ও তাহার চিকিৎসা। ১০। কৃত্রিম গর্ভ। ১১। গর্ভসত্ত্বে গর্ভ। ১২। অস্থানিক গর্ভ। ১৩। জঠরাবস্থ ভ্রূণের বিবরণ ও মৃত্যুলক্ষণ। ১৪। গর্ভপাত ও অকালপ্রসব, এবং তৎসম্বন্ধীয় চিকিৎসা।

পুস্তকের আরম্ভে বিবৃত সূচীপত্র ও অন্তে প্রয়োজনীয় ইংরাজী ও কূটার্থ বা অচলিত শব্দ কোষ, এবং স্থানে স্থানে খোদিত আকৃতি দেওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক, কলিকাতা গি..শবিদ্যারত্ন যন্ত্রে, বা কালেজষ্ট্রিটের ৮৪ ন ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের নিকট, অথবা মালদহে আমার নিকট পাওয়া যাইবে। যদি ডাকে পাঠাইতে হইলে ক্রেতাকে অতিরিক্ত মাসুল।০ আনা দিতে হইবেক।

১৫ই চৈত্র } শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগিরি
মালদহ } সিবিল মেডিকেল আফিসার

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

আরোহীর গাড়ী চলিবার সময়ের পরিবর্ত্তন।

সর্ব্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যে আরোহীর গাড়ী প্রত্যহ কলিকাতা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টা ৩ মিনিটে এবং হাবড়া হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে ছাড়িয়া পাঁড়ুয়া পর্য্যন্ত যাইত, তাহা আগা... অবধি বন্ধ হইবে।

ঐ গাড়ীর পরিবর্ত্তে অন্য এক গাড়ী প্রত্যহ কলিকাতা হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৫ ঘণ্টা ২৮ মিনিটে এবং হাবড়া হইতে ৫ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে ছাড়িয়া হুগলি পর্য্যন্ত যাইবে। এই গাড়ী প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিবে।

যে আরোহীর গাড়ী পাঁড়ুয়া হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ছাড়িয়া কলিকাতায় আইসে, তাহা বন্ধ হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘণ্টা ১৩ মিনিটে হুগলি হইতে এক গাড়ী ছাড়িবে এবং এক্ষণকার ন্যায় সমুদায় ষ্টেশনে থামিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস
ডেল হাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা
২২ এ এপ্রেল ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সান বোর্ড অব এজেন্সি

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

বিজাপুর ষ্টেশন খুলিবার বিষয়।

আগামী ১ লা মে অবধি আরোহী লইবার নিমিত্ত বিজাপুরে এক নূতন ষ্টেশন খুলিবে। ঐ স্থান হাবড়ার ১৭৭ মাইল দূর এবং পাকোড় ও বাহাওয়ার মধ্যস্থিত।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
ড্যালহৌসী স্কোয়ার
কলিকাতা ২২ এ
এপ্রেল ১৮৭৪ } সিসিলষ্টিফেনসন এজেন্সি বোর্ড।

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥৵
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩

— ৩৫ —

কাল্পনিক স্বদেশহিতৈষিতাপ্রদর্শনার্থ ইউরোপীয় ভদ্র লোকদিগের নিকটে স্বদেশের অশেষবিধ নিন্দাবাদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ইহাঁরা বলেন, "আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা ক্রীত দাসী; তাঁহাদিগকে গো মহিষের ন্যায় খাটিতে হয়। এতদ্দেশীয় স্বামিগণ স্ত্রীলোকদিগকে সমকক্ষ জ্ঞান না করিয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়মাত্র জ্ঞান করেন। আমাদিগের অন্তঃপুর বেডেন-বেডেনের ভূমধ্যস্থ কারাগার অপেক্ষাও ভয়ানক স্থান ও সকল পাপের আকর।" বিচারপতি ফিয়ার হাবড়াতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহারও যে কতক ঐ প্রকার সংস্কার আছে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও আমাদিগের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তথাপি আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশই সামান্য লিখন পঠন ও সূচীর কাজমাত্র জানেন। যে পরিমাণে বিদ্যা হইলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করা যায়, সেরূপ বিদ্যা যে এপর্য্যন্ত আমাদিগের শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের কাহারও হয় নাই; তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ বিষয়ে বিচারপতি ফিয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে মূল নিয়মঘটিত যেপ্রকার সমকক্ষতা থাকুক না কেন, সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। অগ্রে আডিসনের ন্যায় পুরুষ না হইলে কখনই লেডি নেপিয়রের ন্যায় স্ত্রীলোক হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের দেশে এক্ষণে পুরুষদিগের কি তত দূর শিক্ষা হইয়াছে? এটা যত দিন না হইতেছে, তত দিন বিচারপতি ফিয়ার স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ উন্নতিদর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তাহা কখনই সম্ভাবিত নহে।

আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে হীনাবস্থ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া বিচারপতি ফিয়ারের যে সংস্কার আছে, তাহাও অনেকাংশে অমূলক। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় আমাদিগের স্ত্রীলোকেরাও গৃহস্থাশ্রমের অলঙ্কারস্বরূপ। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা সংসারিক স্বচ্ছন্দতা ও মিতব্যয়িতার নিদান। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা যে ইঁহারা সহস্রগুণে মিতব্যয়ী তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা কেবল উপার্জ্জন করিয়া আনি; কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সংসারের আর সকল কাজ করেন। সংসারের মধ্যে (প্রথম প্রথম না হউক, সন্তানাদি হইলে) স্ত্রী ও পুরুষের সমান ক্ষমতা থাকে। সম্পত্তিসম্বন্ধে আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা সমধিক স্বত্ব ভোগ করেন। আমাদিগের অন্তঃপুর ইউরোপীয়দিগের অন্তঃপুর অপেক্ষা অনেকাংশে পবিত্র। আমাদিগের স্ত্রীগণ পাতিব্রত্য বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতীয় কামিনীদিগের শীর্ষদেশে বিরাজিত হইতেছেন। এ বিষয়ে বিচারপতি ফিয়ারের যে কুসংস্কার আছে তাহা তিনি অচিরাৎ পরিত্যাগ করুন। বিচারপতি ফিয়ার বলেন, "আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য সভাদি স্থলে না আনিয়া আমরা এক প্রকার অধর্ম্ম করিতেছি। স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতাপ্রভাবে আপনাদের রুদ্ধ অবস্থাকে কষ্টকর জ্ঞান করেন না; কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়া সেই অজ্ঞানতিমির নাশ না করিয়া মন্দ কাজ করিতেছি।" এ বিষয়ে বিচারপতির সহিত আমাদিগের মতভেদ হইতেছে। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণকে পৃথিবীর আদর্শ বলিয়া আমাদিগের সংস্কার হয় নাই। তাঁহাদিগের অনেক গুণ আমরা প্রশংসনীয় জ্ঞান করি; কিন্তু অনেক বিষয়ে আবার আমরা তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা নিতান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়াথাকি। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা যে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করেন ও করিতে চাহেন, তাহা অনেকের অনভিমত। সামাজিক আমোদের অনুরোধে আপনার শিশু সন্তানকে ধাত্রীর স্তন্য দুগ্ধের উপরে নির্ভর করাইয়া স্বয়ং বাটী বাটী ও নাট্যশালায় নাট্যশালায় ভ্রমণ করা কি মাতৃবাৎসল্যের সমুচিত কার্য্য? পরিশ্রমসহিষ্ণু পুরুষেরা বাহিরে গিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন এবং স্ত্রীলোকেরা গৃহে থাকিয়া আপনাদিগের কোমলস্বভাবসুলভ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্বামিগণের ও সংসারের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন বলিয়াই সৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপে এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিলক্ষণ অন্যথাভাব দেখা যাইতেছে। তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা এরূপ অমিতব্যয়ী যে অপব্যয়ের ভয়ে অনেক পুরুষ বিবাহ করেন না। ঐ কামিনীগণের বস্ত্র শকট প্রভৃতিতে অপব্যয়নিবন্ধন তাঁহাদের স্বামিগণকে অচিরাৎ ঋণগ্রস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। ইউরোপে কন্যাবিক্রয় নাই বটে, কিন্তু কৌটিশপ তাহার প্রতিনিধি রহিয়াছে। উচ্চশ্রেণির স্ত্রীলোকেরা বিবাহের অগ্রে দেখেন আপনাদিগের বিলাসভোগের ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত অর্থ স্বামীর আছে কি না? স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার সহিত এইরূপ বিলাসের ইচ্ছা অতিশয় বলবতী থাকাতে অনেকে ভয়ে বিবাহ করিতেছেন না; ইহা কি সামান্য দুঃখকর, হাস্যকর ও লজ্জাকর ব্যাপার!!! আবার এই অসঙ্গত স্বাধীনতানিবন্ধন যে অনেক চরিত্রদোষ ঘটিতেছে তাহার অপলাপ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত

নহে। আমরা যাহা কহিলাম, ইহা কেবল আমাদিগের নিজের সিদ্ধান্ত নহে; ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অনেক চিন্তাশীল লোক এই স্বীকার করিয়াথাকেন। অতএব আমরা সকল বিষয়ে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। [illegible] নিয়মের পরিবর্ত্ত করা হিন্দু [illegible] স্বভাব ও অভ্যাসিদ্ধ নহে; সুত[রাং] আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে [ইচ্ছা] করি। স্ত্রীলোকদিগকে কতদূর স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত, তাহা আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এক কথা এই বলিতে পারি যে, প্রাচীনকালে আমাদিগের স্ত্রীলোকগণ যেপ্রকার স্বামীর সহিত বর্দ্ধিত হইতেন, তাহাই তাঁহাদিগের স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা। এ বিষয়ে আমাদিগের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের সহিত ইউরোপের স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও স্বাধীনতার তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা অপেক্ষা অধিক উচ্চ আশা করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির যেরূপ প্রভেদ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমকক্ষতা সম্ভাবিত নহে। স্ত্রীলোক কি পুরুষের সহিত সমান পরিশ্রম করিতে পারেন? কখনই নহে। বিচার [পতি] নিয়মের সহিত সর্ব্বসাধারণের [অনৈক্যের] এই প্রধান কারণ। এক্ষণে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, যেমন ইংরাজদিগের মধ্যে সোসেল [রিফরমার] আছেন, আমাদিগের মধ্যে সেইপ্রকার কতকগুলি লোক দেখা যায়। ইহারা সর্ব্বঘটে থাকেন; কিন্তু কেহ তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য করেন না। [বিচার]পতি ফিয়ার যেন এইসকল লোকের কথা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্ত না করেন।

বাঙ্গালীদিগের চরিত্রঘটিত কতগুলি দোষ।

যাঁহারা সামান্য বিষয় লইয়া আহ্লাদে নৃত্য করেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ অতিশয় লঘু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ঐরূপ লঘুচিত্ত লোকেরা প্রায়ই প্রগাঢ় বুদ্ধিজীবী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারেন না। দ্বাদশবর্ষীয় বালিকারা সামান্য বিষয় লইয়া আমোদ করিতে ভাল বাসে। যাঁহারা ২৫ ৩০ বৎসর বয়সে ১১। ১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের গম্ভীর ভাব নব বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর হয়। কিন্তু যাঁহারা ষোড়শবর্ষে ঐরূপ বালিকার পাণিপীড়ন করেন তাঁহাদিগের চপল স্বভাব বালিকাগণের পক্ষে অতিশয় চিত্তহারী হইয়াথাকে। সামান্য বিষয়ে আমোদ, সামান্য কথার আন্দোলন ও সামান্য বিষয় লইয়া বাগ্‌যুদ্ধ এই গুলি প্রথম যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত এই রুচির পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের এই পরিবর্ত্ত না হয়, তাঁহারা চির কালই শিশুবৎ থাকেন। উহাঁরা সামান্যমতি লোকদিগের চিত্তহরণ করিতে পারেন বটে; কিন্তু যে স্থলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন সেখানে ইহাঁদিগের নিতান্ত অসামর্থ্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত দোষটী ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিসাধারণ্যে দৃষ্ট হয়। ইটালীয়দিগের বহুকালপর্য্যন্ত ঐ দোষ ছিল, এক্ষণেও কতক আছে। যখন কাউন্ট কেবর ক্রিমিয়া ও লম্বার্ডির রণক্ষেত্রে ইটালীয়দিগকে শোণিতসমুদ্র প্রদর্শন করেন, সেই সময় অবধি তাঁহাদের এই স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইতে আরম্ভ হয়। ইটালীয়দিগের ন্যায় বঙ্গদেশবাসীদিগেরও সামান্যবিষয়প্রিয়তা দোষ বিলক্ষণ আছে। যে কার্য্যে সামান্য পরিশ্রম আবশ্যক, আমরা তাহা আহ্লাদসহকারে সমাধান করিতে পারি; কিন্তু ক্রমাগত মনোযোগের সহিত পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য সাধন করিতে হয় তাহা সম্পাদন করা আমাদিগের সাধ্য নহে। এ পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশীয় ভাষায় একখানিও প্রকৃত ইতিহাস বহির্গত হইল না। যে কয়েকখানি বাহির হইয়াছে, তাহা কয়েকখানি বিদেশীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে এই মাত্র। কিন্তু গিবন, আলিসন, টিয়ার্স, নেপিয়রপ্রভৃতি যে প্রকার ২০। ২৫ বৎসর পরিশ্রমসহকারে নানাবিধ পুস্তক ও পত্রপাঠ এবং নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এ দেশের কেহই সেরূপ করিতে পারেন নাই। গল্পের পুস্তক ও নাটক লিখিতে ঐপ্রকার কষ্ট নাই; সুতরাং আমাদের দেশীয় ভাষায় অসংখ্য নাটক ও পদ্য প্রকাশিত হইতেছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত দোষনিবন্ধন আমাদিগের একটী মহৎ অনিষ্ট হইতেছে; যথাসময়ে ঐ দোষকে নির্ম্মূল না করিলে পরিশেষে উহা বিশেষ অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। আমরা সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া থাকি যে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার ফল অধিক হইয়াছে। এক বিষয়ে আমাদিগের এ গর্ব্ব অমূলক নহে; কিন্তু অপর এক বিষয় বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আমরা ঐ কথা বলিয়া বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছি। ইংরাজেরা আপনারাই আপনাদের বর্ত্তমান উন্নতি ও সৌভাগ্যের কারণ। এই উন্নতি ও সৌভাগ্য এক দিনে বা এক ব্যক্তিদ্বারা হয় নাই। সমুদায় জাতি বহুকাল অনবরত অধ্যবসায়সহকারে পরিশ্রম করিয়া ইহা লাভ করিয়াছেন। ইংরাজেরা সহসা কোন বিষয়ে

হস্তার্পণ করেন না; বারম্বার চিন্তা ও বর্ত্তমানের সহিত ভূতকালের তুলনা করিয়া পূর্ব্বে একটী কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া কার্য্য করেন। কিন্তু আমরা কার্য্যের পূর্ব্বে প্রায়ই কোনপ্রণালী স্থির করি না যথাসময়ে যাহা মনে আইসে তাহাই বলি ও তদনুসারে কাজ করি

আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজিক ব্যবহার ও ধর্ম্মদ্বারা উহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মই নব্যদিগের অবলম্বনীয় হইয়াছে; কিন্তু দুই বৎসরান্তর ইহার মূল নিয়ম ও অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্ত হইতেছে। ঈশ্বরব্যতীত আর কিছুই নাই; তাঁহারা উপাসনা করিবার নিমিত্ত স্থান ও সময়নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই, এই মত কিছু দিন চলিল। আবার কিছু দিনপরেই ব্রাহ্মমতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশনপ্রভৃতির প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল; সম্প্রতি আবার চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত প্রথার ন্যায় একটী নূতন প্রথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমাজসম্বন্ধেও এই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। নব্যগণ আজি এক প্রকার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতেছেন; কল্য তাহার কিছুই নাই। ইহা যে অস্থিরচিত্ততার কার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহনাই। সম্রাট তৃতীয় নেপলিয়ন বেদ বাক্যের ন্যায় বলিয়াছেন, "আমরা যে প্রথার পরিবর্ত্তে কোন স্থায়ী প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে না পারি, তাহার ধ্বংশ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।" আমরা এই নিমিত্ত দেখিতেছি এত "উন্নতি" প্রদর্শন ও ধুমধামের পরে ব্রাহ্মগণ সেই সেকেলে (শুরুই সত্য) পথ অবলম্বন করিতেছেন। যদি প্রথমে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিবেচনা করিয়া কাজ করা হয় তাহা হইলে এপ্রকার গোলক ধাঁধাঁয় ভ্রমণ করিতে হয় না। আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি রাজনীতি অথবা সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞানসংক্রান্ত কোন সভা হইলে বাঙ্গালী যুবকগণ তথায় দলে দলে গমন করেন; কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয়ে কি বলা হইবে তাহা কেহই পূর্ব্বে স্থির করিয়া যান না। বক্তৃতার সময়ে যাঁহার যাহা মনে আইসে তিনি তাহাই বলেন। আরও আমরা প্রায় সকল সভাতেই দেখিতে পাই যে ব্যক্তি দুই চারিটি বিদ্রূপ করিতে পারেন, তিনিই এতদ্দেশীয় শ্রোতাদিগের নিকট প্রশংসালাভ করেন। তাঁহার প্রকৃত কথার অর্থ কি তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। রসিকতাসহকারে পদাঘাত করিলেও এতদ্দেশীয় শ্রোতারা আহ্লাদপ্রকাশ করেন। ইহাতে যে কত অনিষ্ট ঘটে তাহা অল্প লোকেই বিবেচনা করেন। এই দোষ থাকাতে অনেক বিদেশীয় আমাদিগের দোষপ্রদর্শনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না; প্রত্যুত আমাদের যে যে দোষ নাই তাহারও আরোপ করিয়া গালী দিয়া থাকেন। আমরা যদি যথাসময়ে যুক্তিসিদ্ধ কারণ প্রদর্শন করিয়া নিন্দাকারীদিগকে ভর্ৎসনা করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহারা সাবধান হইয়া কথা বলেন; কিন্তু আমরা প্রথমে বিদ্রূপে মোহিত হই এবং সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া কোন যুক্তিসিদ্ধ কথা বলিতে পারি না। ফলতঃ সকল বিষয়েই যথোচিত বিবেচনাপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে তাহার অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে অনিষ্টব্যতীত আর কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে সভাস্থলে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ বক্তৃতাশক্তি ও সাহসপ্রদর্শন করিলে ইউরোপীয়গণ যে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, তাহা এদেশীয়দিগের সুতর্ক ও যুক্তির নিমিত্ত নহে। এ দেশের লোকের এত ক্ষমতা হইয়াছে, এই মনে করিয়াই তাঁহারা আহ্লাদিত হইতেন। শিশুগণ উত্তমরূপে বানান করিতে পারিলে পরীক্ষকগণ যেমন আমোদ প্রকাশ করেন, তৎকালে ইউরোপীয়গণ এদেশীয়দিগের সাহসদর্শনে সেই প্রকার আহ্লাদপ্রকাশ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষ হইতে অভিলাষী হইয়াছি। এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের ইংরাজদিগের ন্যায় পরিশ্রমী ও চিন্তাশীল হওয়া উচিত। কেবল বাক্যব্যয় দ্বারা কৃতকার্য্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

—:০:—

যাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার আছে যে, ভারতবর্ষীয়দিগকে কেবল বলদ্বারা শাসন রাখা কর্ত্তব্য, তাঁহারা এক বার হাউস অব কমন্সের বর্ত্তমান অধিবেশনের তর্কসকল পাঠ করিবেন। এদেশীয়দিগকে অনুরক্ত করিয়া শাসন করাই ইংলণ্ডের প্রধান লোকদিগের ইচ্ছা; কিন্তু ভারতবর্ষস্থিত অনেক ইংরাজের এ মত নহে। এইসকল লোক এই বলিয়া গর্ব্ব করেন যে তাঁহারা স্বচক্ষে ভারতবর্ষের অবস্থা দর্শন করিতেছেন, অতএব ইংলণ্ডীয় মহাশয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যে অমূলক স্নেহ প্রদর্শন করেন, ইহাঁরা তাহার উপযুক্ত পাত্র নহেন। এইসকল লোকের এই প্রকার কুসংস্কারের প্রধান কারণ এই যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে ভাল বাসেন। যাঁহাদিগের প্রতি নিকৃষ্টতর জীবের ন্যায় বহুকাল ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সহজে সমকক্ষ করিয়া তুলা ইহাঁদিগের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর বোধ হয়। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজেরা আমাদিগের উচ্চতর স্বত্বপ্রাপ্তির ঘোরতর অন্তরায় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা ইংলণ্ডীয়দিগকে অনভিজ্ঞবোধে বিদ্রূপ করেন এবং

বলেন, "আমরা এ দেশে থাকিয়া সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভারতবর্ষীয়গণ সমাজ ও ধর্ম্ম বিষয়ে অতিশয় হীনাবস্থ রহিয়াছেন; অতএব ইহাঁদিগকে উচ্চতর ক্ষমতাপ্রদান করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। যাঁহারা ইংলণ্ডে বসিয়া এদেশীয়দিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ করেন, তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সকল বিষয়দর্শন করিলে আর তাহা করিবেন না।" উহাঁদের এই তর্ক আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা যে নিতান্ত অলীক তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইবে। যদি ঐ তর্ক যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে যাঁহারা বহুকাল এ দেশে থাকিয়া ইংলণ্ডে যান, তাঁহারা এখানে যাহা করেন ইংলণ্ডে গিয়া তাহার বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করেন কেন? নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারিগণ, বিশেষতঃ পঞ্জাবিগণ বলকেই শাসনের প্রধান উপায় বিবেচনা করেন। এই নিমিত্তই সর জন লরেন্স শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ক্রমাগত সৈনিক ব্যয়বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিস্তারিতরূপে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে বলিতেছেন। ইংলণ্ডের জল বায়ুর কি কিছু চমৎকার ক্ষমতা আছে? পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর রবর্ট মণ্টগমরি সম্প্রতি ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শাসন সম্পর্কে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান না করিলে সাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি হইবে। সর জন লরেন্স পঞ্জাবিদলের প্রধান। তিনি এখানে বসিয়া বলিতেছেন, যেখানে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক, সেই স্থানে এদেশীয়দিগকে অতি সামান্য বিচারপতির পদও প্রদান করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহার সহচরগণ ইংলণ্ডে গমন করিয়া ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন। যদি ভারতবর্ষীয়গণ যথার্থই উচ্চতর ক্ষমতা লাভের অনুপযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডে সে কথা বলিতে সাহস হয় না কেন? বস্তুত এখানে শাসনকর্ত্তারা শ্রেণি বিশেষের ভয়ে পক্ষপাতী হইয়া কাজ করেন; কিন্তু ইংলণ্ডে যিনি ইহা করেন, তিনি সভ্যসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। এই কারণেই ইংলণ্ডের লোকদিগের সহিত ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের তুলনা করিলে এখানকার অনেককেই নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

সর জন লরেন্স ব্রিটিশ ও ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের শাসনপ্রণালীর বিষয়ে যে মতসংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া মহাসভায় অতিশয় তর্ক হইয়াছে। লার্ড উইলিয়ম হে এই তর্ক আরম্ভ করেন, তৎপরে স্মলেট সাহেব, লার্ড ক্রাণবোরণ ও সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইহার আন্দোলন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা যে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডের মহাত্মাদিগেরও সেই মত। ইহাঁরা বলেন, ব্রিটিশ শাসন প্রণালী দোষহীন নহে। ইহাতে যে লোকের শরীর ও সম্পত্তি বহুলপরিমাণে নিরাপদ রহিয়াছে তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বাণিজ্য, বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতির উন্নতির ও অপলাপ করা যায় না। কিন্তু যেমন কোন বৃহৎ বৃক্ষ সমীপস্থ ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলিকে ঝড় হইতে রক্ষা করে, কিন্তু তাহাদিগকে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না, এই শাসনপ্রণালীও ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে তদ্রূপ করিতেছে। ফলতঃ যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, সেই খানেই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতর স্বত্ব লোপ হইয়াছে। আমরা বলিতেছি, যদিও আমরা শান্তি ও পদার্থসংক্রান্ত উন্নতির নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ রহিয়াছি, তথাপি আমাদের শাসনসংক্রান্ত উচ্চতর স্বত্বলোপের ক্ষতিপূরণ কিছুতেই হইতেছে না। সর জন লরেন্স ও তাঁহার ভারতবর্ষস্থিত সহচরগণ বলেন, লোকে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অপেক্ষা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন ভাল বলেন। আমরা উহাতে অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ তাহা হইলে এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য হায়দ্রাবাদ, জয়পুর, আমোরাপ্রভৃতি স্থানে গমন করিতেন না। লার্ড উইলিয়ম হে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর পূর্ব্বোক্ত দোষ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীতে যেমন প্রজাদিগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আছে, ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীতে সেই প্রকার থাকা উচিত। সর জন লরেন্স এতদ্দেশীয় রাজাদিগের স্কন্ধে সকল দোষ নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাওয়াতে স্মলেট সাহেব তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। লার্ড ক্রাণবোরণ বলিয়াছেন, দেশীয় শাসনপ্রণালী যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট, তাহা তিনি বলেন নাই। সর জন লরেন্স তাঁহার বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, এতদ্দেশীয় রাজাদিগের শাসনপ্রণালী যে এক কালে মন্দ তিনি এ কথায় সম্মত হইতে পারেন না। অপর গবর্ণর জেনরলকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা লার্ড ক্রাণবোরণের অভিপ্রেত। তিনি এদেশের লোকদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করিয়া উহা করিতে চাহেন। ভারতবর্ষে আরও কিছু কাল যথেচ্ছাচার থাকিবে; কিন্তু আপাততঃ অন্ততঃ রাজস্বসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের উপরে প্রজাদিগের ক্ষমতা প্রদান না করিলে গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতাবৃদ্ধি নিবন্ধন কেবল অনিষ্ট ঘটিবারই সম্ভাবনা। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বলিয়াছেন, ব্রিটিশ

শাসনপ্রণালী উৎকৃষ্ট বলিয়া এতদ্দেশীয় রাজ্য গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়। উহা না করিয়া যাহাতে ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণ অধিকতর স্বাধীন হইয়া আপন আপন রাজ্য শাসন করিতে পারেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এদেশীয় রাজ্যসমুদায়ে সকল কাজই রেসিডেন্টগণ করেন এবং তাঁহারাই অনেক স্থলে এদেশীয় রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার নিদান হইয়া থাকেন। রাজাদিগের হস্তপদ বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহারা যথার্থ সৎকার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট তাঁহাদিগকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিতে অভিলাষ করেন। তাঁহার মতে রাজাদিগকে রাজ্ঞীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে বটে; কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য শাসনবিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। টঙ্কের ন্যায় অত্যাচার হইলে গবর্ণমেন্ট অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিবেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা যেমন সকলবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

—:o—

চাঁপাতলার স্ত্রীহত্যা।

মলঙ্গার মুদিহত্যার ও সে দিনের ইহুদিনী হত্যার অনুসন্ধানের যে ফল হইয়াছিল, কলিকাতা চাঁপাতলা (এম হরেষ্ট ষ্ট্রীটের) স্ত্রীহত্যার অনুসন্ধানেরও সেই ফল হইল। বন্দীভূত ব্যক্তিরা অব্যাহতি পাইয়াছে। করণারের জুরি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, কোন এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি অভিসন্ধিপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটি হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহারা কে তাহার নির্ণয় হইল না। জুরির এই সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরাও নির্ণয় করিতে পারিতেছি না যে আমরা প্রতাপশালী রাজার রাজ্যে অথবা রাজশূন্য রাজ্যে বাস করিতেছি। যদি এইরূপে অনায়াসে মনুষ্যহত্যা হয় ও হত্যাকারীরা অব্যাহতি পায়, রাজরক্ষিত রাজ্যে বাস করিয়া কি ফল হইল? তবে বলিবে, দিবাভাগে কেহ কাহারে কিছু বলিতে পারে না। সুনন্ট গ্রামের নবাব জান ঘটিত কাণ্ড দেখিয়া সে ভরসাও আর নাই।

চাঁপাতলায় যে স্ত্রীলোকটী হত হয়, সে এতদ্দেশজাত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাউণ নামে এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করে। ব্রাউণের মৃত্যুর পরে কিণ্ডসলি নামে এক ব্যক্তি উহাকে রাখিয়াছিল। মাধব দত্ত নামে এক ব্যক্তি এই সাক্ষ্যদান করে, হত স্ত্রীলোকটী কিণ্ডসলির দৌরাত্ম্যে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া আইসে। পাছে কিণ্ডসলি তাহাকে দেখিতে পায়, এই শঙ্কায় সে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিত; মধ্যে মধ্যে বাসস্থান পরিবর্ত্ত করিত এবং সর্ব্বদা এই কথা কহিত, কিণ্ডসলে দেখিতে পাইলে তাহাকে হত্যা করিবে। ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত মাধবদত্তের সবিশেষ পরিচয় ছিল। যে দিন স্ত্রীলোকটি হত হয়, সে দিন সে মাধবকে বলে, সে কয় দিন প্রায় গৃহ হইতে বাহির হয় নাই; অতএব তাহার বেড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে। মাধব বলে সে যদি খৃষ্টানের পরিচ্ছদ পরিধান করে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। শেষে মাধব একখানি শাটী কিনিয়া আনিয়া দিল। স্ত্রীলোকটী সেই শাটী পরিয়া মাধবের সহিত বাহির হইল। পথিমধ্যে কিণ্ডসলে সহসা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে স্ত্রীলোকটীর পৃষ্ঠে একটী চাপড় মারিল। স্ত্রীলোকটী "বাবারে" এই শব্দ করিয়া উঠিল। মাধব কিণ্ডসলেকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তাহার পর কি হইল সে তাহা বলিতে পারে না। মাধব ও কিণ্ডসলে উভয়েই বন্দীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু উহারা যে দোষী এরূপ কোন প্রমাণ না পাওয়াতে উহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

জুরি উহাদিগের অপরাধের বিশিষ্ট প্রমাণ পান নাই, অব্যাহতি দিয়াছেন, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি, সন্দেহক্রমে কাহারও প্রাণদণ্ড বিধান ন্যায্য হইতে পারে না। যে গবর্ণমেন্ট সন্দেহক্রমে প্রজার প্রাণদণ্ডে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার তুল্য যথেচ্ছাচারী আর কে আছেন? আমাদিগের এই অসন্তোষ জন্মিতেছে, যদি হত্যার অনুষ্ঠানকালে হত্যাকারী ধৃত না হইল, পশ্চাৎ পুলিসের অনুসন্ধানদ্বারা প্রকৃত হত্যাকারী ধৃত হইয়া তাহার যথোচিত দণ্ড না হইল, প্রজার ধন প্রাণে আস্থা কি? দুষ্টেরা ত প্রশ্রয় পাইতে চলিল। যে একটু ক্রোধসম্বরণ করিয়া সাবধান হইয়া হত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে, সেই ত অব্যাহতি পাইবে। এ দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া কোন্ দুষ্টাত্মা উৎসাহিত না হইবে এবং সুযোগ অন্বেষণ করিয়া আপনার অসদভীষ্ট সাধন না করিবে? উল্লিখিত স্ত্রীলোকটীর হত্যাকারী যে হউক, সে যে আপনার মনের ভাব স্ত্রীলোকটীর নিকট তৎকালে গোপনে রাখিয়া এবং মিষ্টবাক্যে তাহাকে মোহিত করিয়া তাহাকে রাস্তায় রাস্তায় লইয়া বেড়ায়, শেষে চাঁপাতলায় উপনীত হইয়া পুলিসের অনাবধানতারূপ সুযোগ পাইয়া আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পুলিসের দোষেই যে এ কাণ্ডটী ঘটিয়াছে, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে কহিতে পারি। ভবিষ্যতে পুলিসকেই হত্যার নিমিত্ত দায়ী করা কর্ত্তব্য। একটী বৃহৎ প্রকাশ্য রাস্তার মধ্যে হত্যা হইয়া গেল, পুলিস কিছু করিতে পারিলেন না, ইহার পর বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে? সে সময়ে পাহারাওয়ালা কোথায় ছিল?

পুলিসের ব্যয়সংক্ষেপার্থ কি পর্য্যাপ্ত সংখ্যক প্রহরী রাখা হয় না? এমন জঘন্য বন্দোবস্তের কর্ত্তা কে? কলিকাতাবাসীরা পুলিসের নিমিত্ত কি কিছু দেন না? পুলিসকর্ম্মচারীরা কি ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান? এইরূপে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। উপরিউক্ত হত্যাকাণ্ডটী অধিক রাত্রিতে সম্পাদিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যখন হত্যাকারী স্ত্রীলোকটীকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করে, তখন কি তাহারা কোন প্রহরীর নেত্রগোচর হয় নাই? তাহারা কি শূন্য পথে আসিয়াছিল? তাহারা কে, কোথা হইতে আইল, কোথায় যাইতেছে, কি কারণে অত রাত্রিতে, রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে, প্রহরীরা তাহাদিগকে এসকল কথা জিজ্ঞাসা করিল না কেন? জিজ্ঞাসা করিলে হত্যাকারীর আকার প্রকার কাহার না কাহার দৃষ্টিগোচর হইত সন্দেহ নাই। দৃষ্টিগোচর হইলে কারণারের অনুসন্ধানকালে প্রকৃত অপরাধীর অনুসন্ধান হইবার সম্ভাবনা থাকিত। পুলিস প্রহরীরা কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করে? যে পুলিস স্বকর্ত্তব্যসম্পাদনবিষয়ে এত উদাসীন তাহার উদরপূজার নিমিত্ত প্রজার শোণিতশোষণ করিয়া অর্থগ্রহণ করা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য? আমরা উপসংহারকালে পুনরায় কহিতেছি; গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রকার হত্যাদির নিমিত্ত পুলিসকে বিশিষ্টরূপে দায়ী করুন। অন্যথা কোন ক্রমেই হত্যা নিবারণ করিতে পারিবেন না। চাঁপাতলার হত্যাকাণ্ডটী দেখিয়া আমাদিগের মনে এই হইতেছে, হয় পুলিসের কর্ম্মচারীরা স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়া নিদ্রায় কালক্ষেপ করেন, কেহ কাহার তত্ত্বাবধান করেন না, নতুবা দুষ্টদিগের সহিত যোগ আছে, দুষ্টেরা বিশেষ২ পূজা দিয়া সচ্ছন্দে অভীষ্ট সাধন করিয়া লয়। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ পুলিসকে প্রশ্রয় দেন, কলঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই।

-:০:-

নূতন পুস্তক ও পত্র।

১। ঋজুব্যাখ্যা। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন ইহার প্রণেতা। এই পুস্তকখানি দ্বিতীয় বার প্রচারিত হইয়াছে। এবার ইহা দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এল, এ, পরীক্ষা প্রদানার্থী ছাত্রগণের বিশেষ উপকার লাভের সম্ভাবনা।

২। প্রয়াগদূত। এখানি পাক্ষিক পত্র। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মিত্রদ্বারা প্রতি মাসের ১ লা ও ১৬ ই এই পত্রিকা প্রচারিত হইবে। আপাততঃ ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা, নূতন বৎসর, মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক রাজকীয় স্বাধীনতা ও সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। লেখা মন্দ হয় নাই। মফস্বলে এরূপ সংবাদপত্রের যত সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

৯ ই বৈশাখ সোমবার।

গত শনিবার শিবপুরের শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে কৃষ্ণকুমারী নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অভিনয়টী আরও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সকলেই উত্তমরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। বিশেষতঃ গত বৎসরের কৃষ্ণকুমারী অপেক্ষা এ বারের কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় অনেক গুণে উত্তম হইয়াছিল।

সম্প্রতি ডাক্তর মাক্রে পঞ্জাবে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার কতকগুলি নোট ও নগদ টাকা অপহৃত হওয়াতে পুলিসে সংবাদ দিয়া কলিকাতায় আইসেন। ইতিমধ্যে তাঁহার এক খানি ৫০ টাকার নোট এক জনের নিকটে পাওয়াতে পঞ্জাবের পুলিস তাঁহাকে তথায় গিয়া মকদ্দমা চালাইতে বলেন। কিন্তু তিনি বলিয়া পাঠান, কোন ব্যক্তি চোর তাহা তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন না। গ্রীষ্মকালে পঞ্জাবে গমন সহজ নহে ও কার্য্যক্ষতিনিবন্ধন তাঁহার যে ব্যয় হইবে তাহাতে ৮০০।৯০০ টাকা পাইলে তাঁহার লাভ হইবে না। এই নিমিত্ত তিনি মকদ্দমা চালাইতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পঞ্জাবের কর্ত্তৃপক্ষ বিচারের অনুরোধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত কলিকাতার পুলিস কমিসনরের নিকটে এক ওয়ারাণ্ট প্রেরণ করিয়াছেন। ওয়ারাণ্টের পূর্ব্বে ডাক্তর মাক্রেকে অন্তত একবার সতর্ক করা উচিত ছিল।

হায়দ্রাবাদে একটী বাতুলালয় স্থাপিত করিবার নিমিত্ত বণিক কৌয়াসজি জাহাঙ্গির ৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বিশ্বস্ত লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছেন, সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট সর জন লরেন্সের পর এ দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবেন।

ডিসরেলি সাহেব টোরিদিগের প্রধান এবং রাজনীতিসম্বন্ধে হুইগদিগের সর্দ্দার গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রতিযোগী। কিন্তু সম্প্রতি বিবি গ্লাডষ্টোন এক ভোজ দেওয়াতে ডিসরেলি সাহেব তথায় সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়াছিলেন। অথচ অনতিপূর্ব্বে তিনি ও গ্লাডষ্টোন সাহেব হাউস অব কমন্সে পরস্পরকে দৃঢ়তররূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজনীতিসংক্রান্ত মতভেদ থাকিলেও যে সামাজিক বন্ধুত্ব থাকিতে পারে ইহা তাহার একটী দৃষ্টান্ত।

প্রকাশ পাইয়াছে, বোম্বাইয়ে এক শত লোকের মধ্যে এক জনের কুষ্ঠ রোগ আছে। এ রোগটী সংক্রামক ও কুলক্রমাগত নহে। যদিও অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক কহিয়াছেন, ইহার প্রকৃত ঔষধ নাই। ডাক্তর ভাউ দাজি যে ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তাহার পরীক্ষার সময় আসিয়াছে। বঙ্গদেশে কুষ্ঠ রোগ অল্প। যাহারা অধিকপরিমাণে গোমাংসভক্ষণ করে, তাহারাই প্রায় এই রোগগ্রস্ত হয়।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আমীর সিয়ার আলি খাঁ কান্দাহার অধিকার করিয়াছেন। আবদুল রহমন খাঁর সহিত আজিম খাঁর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এমন জনশ্রুতি আমীর সিয়ার আলি খাঁর সহিত আবদুল রহমনের গোপনীয় সন্ধি হইয়াছে। আজিম খাঁর উপরে কাবুলের সকলেই বিরক্ত। যত দিন আবদুল রহমন আমীর না হইতেছেন, তত দিন এই হতভাগ্য দেশের মঙ্গল নাই।

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনর ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, দীপান্তরিত কয়েদিদিগকে সরকারী কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিলে নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া হইবে কি না? গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, বেতন দিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু কয়েদিদিগের যাহা আবশ্যক হইবে গবর্ণমেণ্ট তাহা দিবেন। আমরা এ আজ্ঞাটীতে সন্তুষ্ট হইলাম না। অনেক কয়েদি কেরাণীগিরি কাজ করিতে পারে। এ সকল লোককে বেতন দিলে ইহারা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এই সকল কয়েদিকে কিঞ্চিৎ বেতন দিয়া আপন আপন ভরণপোষণের ভার তাঁহাদিগের নিজের উপরে ক্ষেপণ করা উচিত।

নাগপুরের অনেক বিদ্যালয় মিসনরিদিগের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব এ বিষয়ে অমত প্রকাশ করিয়া ইহার পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করাতে বর্ত্তমান প্রতিনিধি কমিসনর পুনর্ব্বার মিসনরিদিগের হস্তে বিদ্যাশিক্ষার ভার দিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন অনেক ছাত্র অধ্যয়ন বন্ধ করিয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে সাধারণ কার্য্যের নিমিত্ত ৭,৪৫ ৪০, ৯০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহার মধ্যে ২,৪০,০০,০০০ টাকা সৈনিক বারিকের নিমিত্ত, ১,৪০,০০,০ খালপ্রভৃতি ও কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত, ৩,২৪০০,০০০ গবর্ণমেণ্টের বাটী ও রাস্তাপ্রভৃতির নিমিত্ত এবং ৪১,৪০৯০০ রেলওয়ের নিমিত্ত ব্যয় করা হইবে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বার ৮৩৭৫৯০০ টাকা অধিক ব্যয় হইতেছে। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ৩,৯৬, ২০,০০০ টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয় করা হইবে। ৩৯২০৯০০ অতিরিক্ত ব্যয়ের স্বরূপ পরিগণিত হইতেছে। খালের ও বারিকের টাকা কর্জ্জ করা হইবে। এক্ষণে খাল প্রভৃতি হইতে ৪৯,৫৮,৩১০ টাকা আয় হইতেছে।

পঞ্জাবের রেলওয়ের আরোহীদিগের সুবিধার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় সর্দ্দার ও ভদ্রলোকদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতানুসারে নিম্ন লিখিত উৎকর্ষগুলি হইতেছে। ইউরোপীয়দিগের ন্যায় এতদ্দেশীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের মলমূত্রত্যাগের পৃথক্ স্থান হইবে। স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত পৃথক শকট হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান ভৃত্যগণ আরোহীদিগকে বিনা মূল্যে জল দিবার নিমিত্ত ষ্টেশনের রোয়াকে উপস্থিত থাকিবে। তৃতীয় শ্রেণির শকটে খড়খড়ি হইবে; এবং তন্মধ্যে আলোক দেওয়া হইবে। শকটের ভাড়াও কমিয়া প্রতিমাইলে আড়াই পাই (বার পাইয়ে আনা হিসাব করিয়া) ধরা হইয়াছে।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট দর্শন করিয়া দুঃখিত হইলাম, যশোহরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওকিনলে সাহেব এক জন চাপরাসীকে ছাড়াইয়া দেওয়াতে ঐ ব্যক্তি কমিসনরের নিকটে আপীল করে। জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চাপরাসীকে আপনার বাটীতে ডাকিয়া ঘুসিলাথি প্রভৃতিদ্বারা আঘাত করেন। এবিষয়ে নালীশ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব তাঁহার ১৫ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। বিচার করিলে যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারী কবে ভদ্রতা শিক্ষা করিবেন? যশোহরের জল বায়ুর দোষ আছে না কি? আমরা মধ্যে মধ্যে তথা হইতে এই রূপ শোচনীয় সংবাদ পাই।

১০ই বৈশাখ মঙ্গলবার।

দিল্লীগেজেট বলেন, সম্প্রতি বেরিলির নিকটস্থ এক পল্লীগ্রামের লোকদিগের সহিত কতকগুলি ইউরোপীয় সৈন্যের দাঙ্গা হওয়াতে উভয় দলের কতকগুলিকে হাজতে দেওয়া হয়। এই দাঙ্গায় সৈনিকগণ এক জন এতদ্দেশীয়কে বধ করিয়াছিল। এক্ষণে বিচারপতিগণ সৈনিকদিগকে মুক্ত করিয়া গ্রামবাসীদিগের চারি অবধি সাতবৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদ দিয়াছেন। বিচার কি সুখ।

আমরা উক্ত পত্র পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভুপালে বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। প্রথমতঃ পোলিটিকেল এজেণ্ট শিহোরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদ্দৃষ্টান্তে বেগম ভুপালে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার আজ্ঞা দেন। এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী বিদ্যালয় হইয়াছে। ভুপালের বিদ্যালয়ে প্রায় ৮০ টী বালিকা আছে। ইহারা প্রাতঃকালে লিখন পঠন ও অঙ্কশিক্ষা এবং বৈকালে সূচীর কাজ শিক্ষা করে। আলোয়ারের রাজাও বালিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থ যত্নবান হইয়াছেন।

ডাক্তর লিটনার ওকালতি পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে তিনি পঞ্জাবের প্রধান বিচারালয়ে ওকালতি করিবেন। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষকদিগকে যে উৎসাহ দিতেছেন, তাহাতে চিরকাল শিক্ষকতা করিয়া জীবন যাপন করা অল্প লোকেরই অভিপ্রেত।

সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চলে অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, যখন এত শীঘ্র বৃষ্টি হইল, তখন সময়ে জল পাওয়া যাইবে না।

ফ্রান্সিস কিওসলি নামক যে ব্যক্তি চাঁপা তলায় হত বেশ্যাটীকে রাখিয়াছিল, তাহাকে কয়েক দিবস হাজতে রাখা হয়। গত কল্য মেজর গ্রেহাম ১০,০০ টাকা জামীন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি। পুলিস কর্ম্মচারিগণ এ হত্যাটীরও কিছু করিতে পারিলেন না।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এ বিদ্যালয়টী এক সভা হইতে চলিত। সভা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে সকল বিষয় জানাইতেন। এক্ষণে মিস পিগটসটিক্ত গোলযোগনিবন্ধন লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বিদ্যালয়টীকে ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেবের হস্তে দিয়াছেন। সভাকে ডিরেক্টরের অধীন হইয়া কাজ করিতে হইবে। আমরা শ্রবণ করিলাম অধিকাংশ সভ্য ইহাতে পদ ত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের সদৃশ লোকেরা কি আটকিন্সনের সদৃশ লোকের অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন? এদিকে গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রীকে এতদ্দেশীয় সভার ক্ষমতাধীন করিতে চাহেন না। কেবল আত্যভিমানের অনুরোধে একটী হিতকর বিদ্যালয়কে উৎসন্ন করা হইতেছে।

রঙ্গপুরে এক হত্যার বিচারের সময়ে এক বেশ্যা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে এক কথা ও সেসিয়ন জজের নিকটে আর এক কথা বলাতে সেসিয়ন জজ তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধে ফৌজদারিতে অর্পণ করিয়া দণ্ড দেন। বেশ্যা প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করাতে বিচারপতি ই, জাকসন বলিয়াছেন "জজ যেপ্রকারে অপরাধীকে ফৌজদারিতে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিয়মিত প্রথাবিরুদ্ধ।

চম্পারণের কৃষকদিগের সহিত নীলকরদিগের বিবাদ চুকিয়া গিয়াছে। নীলকরেরা প্রতিবিঘায় ১২ টাকা দিয়াছেন। আমরা শ্রবণ করিলাম, কৃষকেরা ইহাতে এত লাভ জ্ঞান করিয়াছে যে, অন্য ফসল উঠাইয়া কেবল নীলই বপন করিতেছে। নীলকরদের আমলাগণ যে উৎকোচ লইতেন তাহা বন্ধ করা হইয়াছে এবং অনেক নীলকর ভূমির কর ও নীলের হিসাব পৃথক

করিতেছেন। এটি সুখের বিষয়। কিন্তু যত দিন অন্ততঃ অহিফেনের ন্যায় নীলে লাভ না হয়, তত দিন কৃষকেরা প্রকৃতরূপে সন্তুষ্ট হইবে না।

১ লা মে গবর্নর জেনরল সিমলাযাত্রা করিবেন। গবর্নর জেনরল একাকী গমন করিলে কি ভাল হয় না? তাহা হইলে শাসনকার্য্য কৌন্সিলের সভাপতিদ্বারা চলিতে পারে।

ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া শ্রবণ করিয়াছেন, আগামী ১ মের প্রারম্ভে লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর আসাম দর্শনার্থ গমন করিবেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, শিবকৃষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তির নিমিত্ত সম্প্রতি যে আবেদন করা হয়, লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অল্প লোকেই এনিমিত্ত দুঃখিত হইবেন।

উক্ত পত্র সংবাদ পাইয়াছেন, ডায়মণ্ড হারবারের নিকটে একটী মরিচা করিয়া কতক গুলি কামান রাখা হইবে। কোন শত্রুর জাহাজ গঙ্গায় প্রবেশ করিতে না পারে, গবর্নমেণ্ট এই উদ্দেশে ইহা করিতেছেন। এক শত দশ বৎসরের মধ্যে এক বার ওলন্দাজগণ এই চেষ্টা করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবঘটিত বিংশতি বর্ষের যুদ্ধে কোন কোন শত্রু গঙ্গায় প্রবেশ করে নাই। তবে কি ভয়ে মরিচা হইতেছে? মরিচা হইলে কতক গুলি সৈনিক রাখিতে হইবে, তন্নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র দুর্গ ও বারিকের প্রয়োজন হইবে। আমরা দেখিতেছি, সর জন লরেন্স পদত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আর ৫০ লক্ষ টাকা সমুদ্রে ক্ষেপণ করিবেন। লার্ড এলেনবরাও এমন দৈনিক অপব্যয় স্বপ্ন দেখেন নাই।

১১ ই বৈশাখ বুধবার।

বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ে কোম্পানি আগরাতে আপনাদিগের রেলওয়ের সহিত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের সংযোগ করিবেন। তাঁহারা পূর্ব্বে দিল্লীতে উহা সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আগরাতে সংযোগ হইলে কলিকাতা হইতে বোম্বাই যাইতে ১৫০ ক্রোশ পথ কম হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্নমেণ্ট এ দেশের বসন্তাক্রান্ত গরুর বীজ লইয়া ইংলণ্ডে টীকা দিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা এখান হইতে বীজ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের চিকিৎসালয়ের প্রধান পরিদর্শক ডাক্তার [illegible] বলিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্নমেণ্ট যেরূপ চাহিয়াছেন, ইহাতে অনিষ্ট ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া আপাততঃ এখানকার গোবসন্তের বীজ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি সর উইলিয়ম মান্স ফিলড কোহাটে পঞ্জাবের সীমাস্থিত সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহারা যে কাজ করিয়াছে, তাহাতে গবর্নমেণ্ট কৃতজ্ঞ আছেন। কিন্তু শান্তিস্থাপনই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সর্ব্বদা সীমাস্থিত বন্যদিগকে নষ্ট করিলে কাজ হইবে না। তাহাদিগকে সত্য পাশে বদ্ধ করিয়া বন্ধু করা কর্ত্তব্য। দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণ ও সৈনিকগণের এটী বিবেচনা করা উচিত, কেবল বল প্রকাশ করিলে কাজ হইবে না।

পিয়নিয়র বলেন, পাটনার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর হচিন্সন বেহারের উষ্ণ প্রস্রবণ সকলের পরীক্ষা করিয়া গবর্নমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট করিয়াছেন। ঐ স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ টী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। জলের উষ্ণতা গড়ে ১০৭ ডিগরি। সর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণকুণ্ডকে লোকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ডাক্তর হচিন্সন এই প্রস্রবণ পদব্রজে পার হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় তিন হাত জল হইবে। হাচিন্সন অতি কষ্টে উহার মধ্যে কর্দ্দমে পদ রাখিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল এই কুণ্ডে জীব থাকিতে পারে না। কিন্তু ডাক্তর হাচিন্সন সকলের সম্মুখে উহাতে কতকগুলি ভেক নিক্ষেপ করেন। ভেকেরা অতি সুখে তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই সকল প্রস্রবণের জল অতিশয় বিশুদ্ধ। এই জলে স্বাস্থ্যের পক্ষে কত দূর উপকার হইতে পারে বঙ্গদেশীয় গবর্নমেণ্ট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে আসামে প্রেরিত ১৫ ই এপ্রেলের ডাক ও বাঙ্গি পুল্দিন্দা সকল ব্রহ্মপুত্রে নৌকা ডুবি হইয়া নষ্ট হইয়াছে।

১২ ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

যে ফেনিয়ান ডিউক অব এডিনবরাকে অষ্ট্রেলিয়ায় বধ করিবার চেষ্টা পায়, তাহার ফাঁসী হইয়াছে।

আলজিরিয়াতে দুর্ভিক্ষনিবন্ধন ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। মেসারগিণের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে একটী স্ত্রীলোক আপন দ্বাদশবর্ষীয় এক সন্তানকে বধ করিয়া তাহার মাংস অন্য অন্য সন্তানদিগকে প্রদান ও স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এই সমাচার পাইয়া তথায় গমন করিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটি হৃৎপিণ্ড ও মেটুলি ভক্ষণ করিয়া অন্য অন্য স্থানের মাংস লবণাক্ত করিতেছে। রুশীয়ার কৃষকেরা ও দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইয়া তৃণ ও শেওলা প্রভৃতি ভক্ষণ করিতেছে।

১৪ ই এপ্রেল সর উইলিয়ম মুর কাশীর জয়নারায়ণের কালেজের ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। ঐ দিবস এক দরবার হয়। কাশীর রাজা রাজা দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি অনেক এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক এখানে উপস্থিত ছিলেন।

ভরতপুরের রাজার একটী পুত্র হওয়াতে ১৪ ই এপ্রেল আগরার ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের এক ভোজ দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষে রাজা প্রাপ্তব্যবহার হইয়া শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। ভরতপুরের বর্ত্তমান সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত সকলে পোলিটিকাল এজেণ্ট কাপ্তেন ওয়ালটাসকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। রাজা যে শিক্ষা পাইয়াছেন, তদনুসারে কাজ করেন ইহাই সকলের প্রার্থনা।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, মুন্সি নেউল কেশব প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্র লোক লক্ষ্ণৌয়ে এক সাহিত্যসভা করিতেছেন। এটি সময়ের উন্নতির লক্ষণ।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, বিদ্রোহ কালে মৌলবী সর ফরাজ আলিনামক যে ব্যক্তি কতক গুলি গাজিকে লইয়া বিদ্রোহী হন, তিনি গোরখপুরে ধৃত হইয়াছেন। এই ব্যক্তি অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব আছে। এই সকল লোককে এক কালে ক্ষমা করিলে কি ভাল হয় না? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে প্রত্যেক ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহীর বিচারে তাহাদিগকে পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় মাত্র।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, গত শনিবার কাথলিক আর্চ বিশপ ডাক্তর ষ্টিন্স কতকগুলি পুরোহিতকে লইয়া দুর্গমধ্যে উপদেশ দিতে গমন করিয়াছিলেন। এক জন যুবক আফিসর পুরোহিতদিগকে ফেনিয়ান জ্ঞান করিয়া অধ্যক্ষকে সংবাদ দেন। অনুসন্ধানদ্বারা আফিসরের ভ্রম প্রকাশ পাইল। সেনাপতি সৈনিকদিগকে সময়োচিত বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিতে দেন নাই। কাথলিক পুরোহিতদিগের সাহায্যেই আয়ারলণ্ডে অদ্যাপি সাধারণ বিদ্রোহ হয় নাই। তথাপি অনেক অবিবেচক লোকে তাঁহাদিগের প্রতি অবিশ্বাস করেন।

উক্ত পত্র বলেন, গত সপ্তাহে এক জন ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিতে অভিলাষী হইয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়েতে শয়ন করিয়া পড়ে। শকট ঐ সময়ে দ্রুত বেগে যাইতেছিল। সুতরাং অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সম্প্রতি রিপনড়ার বাঙ্গালি ও বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কারপ্রদান উপলক্ষে কতক গুলি ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা সর্ব্বত্র এই রূপ ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে যে উভয় জাতির সৌহার্দ্দ আর ও দৃঢ় বদ্ধ হই তেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

পোষ্ট আফিসের প্রধান অধ্যক্ষ মণ্টিথ সাহেব গবর্ণর জেনরলের দৃষ্টান্তানুসারে আপ নার কর্ম্মচারিগণকে লইয়া সিমলায় গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত যাইতেছেন।

কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু এ বৎসর মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে। আমরা দেখিতেছি, অনেক স্থলে হোমিওপেথি চিকিৎ সকগণ আরোগ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইতে ছেন।

রেবেনিউ বোর্ড প্রত্যেক কালেক্টরিতে কয়েক জন নকলনবিস রাখিবার আজ্ঞা দিয়া ছেন। ইহাঁরা নিয়োগের সনন্দ পাইবেন এবং ইহাঁরা ব্যতীত আর কেহ কোন দলীলের নকল করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক ছোট আড়ার ষ্টাম্পে ২০ ও বড় আড়ার ষ্টাম্পে ৩২ পঙ্‌ক্তি লিখিতে হইবে। নকল নবিসেরা ১০০ বাঙ্গালা কথায় /১০ আনা ও ১০০ ইংরাজী কথায় ৵১০ আনা পাইবেন। প্রত্যেক নকলনবিস ২০ টাকা পান কালেক্টর গণ এমন বন্দোবস্ত করিবেন। আয় বুঝিয়া নকলনবিসের সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হইবে। এক্ষণে যত মকদ্দমা হয়, তাহাতে অর্থি প্রত্যর্থিগণ পরস্পরে সকল দলীলের খসড়া নকল লইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহাদিগের ক্ষতি হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের লাভ নাই। এইসকল কাগজের নকল এক আনা মূল্যের ষ্টাম্পে দিবার নিয়ম হইলে লোকেরও লাভ হয়, রাজ স্বেরও বৃদ্ধি হয়।

এবার হরিদ্বারের মেলায় প্রায় ৩০,০০০ যাত্রী গিয়াছিলেন। পুলিষ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বন্দোবস্তগুলি উত্তমরূপ করাতে লোকের পীড়া হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, হুসি য়ার পুরের চিকিৎসক ডাক্তর বার্দেন কুকুর দংশনের এক উত্তম ঔষধ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সকলের সংস্কার আছে, এই দংশননিবন্ধন উন্মত্ততা হইলে আর রক্ষা নাই। কিন্তু এই অবস্থায় ডাক্তর বার্দেন এক ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছেন। রোগীকে এক চৌকিতে বন্ধন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বলদ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করা হয়; কেবল মস্তকটী বাহিরে ছিল। তাহার মস্তকে ভাবরা লাগিতে পারে এমন স্থানে এক হাঁড়ি উষ্ণ জল রাখা হয়। পরে একখানি ভগ্ন চাটুতে সমানাংশে পারা ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া তাহা সেই চাটুতে উত্তমরূপে মাখান হয়। এই চাটু উষ্ণ জলের নিকটে অগ্নির উপরে রাখাতে তাহার বাষ্প রোগীর মস্তকে লাগিতে লাগিল। প্রথমতঃ ১৫ গ্রেণ এবং তৎ পরে প্রতি ঘটিকায় ৫ গ্রেণ করিয়া কালমেল রোগীকে দেওয়া হয়। এই প্রকার বাষ্প দিতে লাগিতে চারিঘটিকার মধ্যে রোগী স্থির হইল। পরে মুখ আসাতে রোগ এককালে নিঃশেষিত হইল।

১৩ ই বৈশাখ শুক্রবার।

কলিকাতার মিউনিসিপালিটি কুলিবাজারে একটী অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন। ঐ স্থানে যত বাটী আছে তাহা প্রায় গবর্ণমেণ্টের খাসের ভূমির উপরে স্থিত। গবর্ণমেণ্টের ভূমিতে করবৃদ্ধি নাই বলিয়া অনেকে ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূমি সকল জষ্টিসদিগকে প্রদান করাতে তাঁহারা ৮।১০ গুণ করবৃদ্ধি করিতেছেন। এটী অতিশয় অন্যায়। যেসকল স্থানে বাটীপ্রভৃতি প্রস্তুত হয় তাহার করবৃদ্ধি করিলে বাটীর মূল্য থাকে না জষ্টিসগণ এ বিষয়ে অনেক জমীদারকেও পরা জয় করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ যাবতীয় সিবিল সার্জ্জনকে ওলাউঠা জনিত মৃত্যুর এক তালিকা রাখিতে বলিয়াছেন। যেখানে অধিক রোগ হইবে গবর্ণমেণ্ট সেখানে অতিরিক্ত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করি বেন।

বারাকপুরের ভূতপূর্ব্ব কাণ্টোনমেণ্ট মাজি ষ্ট্রেট কাপ্তেন ওয়ালকট পাণিহাটির শাখা ভার তবর্ষীয় সভার অধ্যক্ষ হইয়া অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে হাজারি বাগে বদলি হওয়াতে সভা তাঁহাকে এক অভি নন্দন পত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছেন আপনি অতি মহান ও সদাশয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের যেপ্রকার মাহাত্ম্য আছে আপনার তাহা দেখা যাইতেছে। আপনার স্বদেশীয়েরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে ভাল হয়। কাপ্তেন ওয়ালকট উপযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের নিন্দার বিষয়ে সভাকে সতর্ক করিয়াছেন। বস্তুতঃ এ প্রকার পত্রে কাপ্তেন ওয়ালকটের স্বদেশীয় দিগকে ভৎসনা করা বড় বুদ্ধির কাজ হয় নাই। কাপ্তেন ওয়ালকট সাধারণ শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নাই।

গতকল্য একটী ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক জর্জ্জ বার্লোনামক আর এক জন ফিরিঙ্গির নামে এই বলিয়া নালীশ করে যে প্রত্যর্থী পূর্ব্বরাত্রিতে অর্থীর কন্যার সহিত কুব্যবহার করিতে আগমন করিয়াছিল। কিন্তু বালিকাটির অদ্যাপি ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হয় নাই। প্রত্যর্থী আপনার দোষ স্বীকার করাতে মাজিষ্ট্রেট ব্লানসন তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস মেয়াদ দিয়া ছেন। কলিকাতার ফিরিঙ্গিদিগের ধর্ম্মনীতি অতিশয় জঘন্য, ইহা দিন দিন আরও মন্দ হইতেছে। সন্ধ্যার পর যিনি মেরিডিথ গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন তিনিই এই শ্রেণির ধর্ম্মনীতির সাক্ষ্য দিতে পারেন।

১৪ ই বৈশাখ শনিবার।

গত কল্য মুন্সেফ ও সদরামীনদিগের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা হব হাউস সাহেবের বিলের প্রতি যে আপত্তি করিয়াছিলাম এবং ভারতবর্ষীয় সভা আপনাদিগের আবেদনমধ্যে যেগুলি গ্রহণ করেন, ব্যবস্থাপক সভা তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া তদনুরূপ আইন করিয়াছেন। যাঁহারা আইনের পরীক্ষা দিবেন তাঁহারাই কেবল মুন্সেফপ্রভৃতির পদ পাইবেন। সদরামীনের পদ উঠিয়া গেল। মুন্সেফেরা ১০০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা করিতে পারিবেন। প্রধান সদরামীনদিগকে অধঃস্থ জজ বলিয়া উল্লেখ করা হইবে, তাঁহাদিগের ও জজদিগের ক্ষমতা সমান রহিল। জজদিগকে ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত আপীল শ্রবণের যে ক্ষমতা দিবার কথা হয় তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। নিম্নতর বিচার-পতিগণ দোষ করিলে প্রধানতম বিচারালয় তাঁহাদিগের দোষান্বেষণ করিতে পারিবেন। স্থানবিশেষে মুন্সেফ ও অধঃস্থ জজদিগকে ছোট আদালতের ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এই আইনটী যথার্থ উন্নতির কারণ হইল।

গত কল্য কলিকার জষ্টিসদিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তর টনিয়র ছয় মাসের বিদায় পাওয়াতে ডাক্তর মাক্রে মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়াছেন; বর্ত্ত

ভারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ওভরসিয়ার টিবেট সাহেব বহুকাল কাজ করিয়া বার্দ্ধক্যনিবন্ধন অসমর্থ হওয়াতে জষ্টিসেরা তাঁহাকে ২০০০ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। লিঅাডি সাহেব কনসলটিঙ ইঞ্জিনিয়র হইয়াছেন। শেষোক্ত পদটীর প্রয়োজন ছিল না।

গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রদিগের সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। লাড বিশপ অধ্যক্ষতা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কোন অনিবার্য্যকর্ম্মনিবন্ধন তিনি আসিতে না পারাতে বিচারপতি নর্ম্মাণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতর অধ্যাপক টনি সাহেব মেকলের বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিন বৎসরাবধি টনি সাহেব এই বিষয়টী লিখিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধটী অশানুরূপ হয় নাই।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার	সিক্কা	৯২।০—৯২॥০
৪ ”	কোং	৯২॥—৯২৸০
৫ ”	পবলিকওয়ার্ক	১০৬৶—১০৬॥৶০
৫ ”	কোং	১০৭৸৶—১০৮৶
৫॥০ ”	ঐ	১১২॥০—১১২৸০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০ মার্চ। সর রবার্ট মণ্টগমরি এক পত্র দ্বারা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের অসন্তোষের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, শাসনসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উচ্চতর পদ দেওয়া উচিত।

পোলাণ্ডের নিমিত্ত যে পৃথক শাসনপ্রণালী ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

বেলজিয়মের অনেকগুলি কয়লার খনিতে গুরুতর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। দাঙ্গাকারীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্যদিগকে আসিতে হইয়াছিল। অনেকে গোলযোগে হত হইয়াছে।

আরল অব কাডিগানের মৃত্যু হইয়াছে।

৯ ই এপ্রেল। রাজকীয় ভূগোলসভার সভাপতি সর রডারিক মার্চিসন জানজিবারস্থ ডাক্তর কার্কের নিকট হইতে ৪ ঠা ফেব্রুয়ারির এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাক্তর কার্ক বলেন যে আরব হরকরাকে ডাক্তর লিবিঙষ্টোনের অন্বেষণে প্রেরণ করা হয়, সে ব্যক্তি তাঁহার পত্র লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার মতে এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছে। এই পত্রে আছে, মঙ্গলিকা হ্রদের অদ্ধপথ উজিজি নগরে লিবিঙষ্টোন উপনীত হইয়াছেন।

৮ ই এপ্রেল নিউইয়ক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কয়েকটি কটের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে নীচতন্ত্রপ্রিয়দলের জয়লাভ হইয়াছে।

এক ব্যক্তি ডারসি মাকগি সাহেবকে হত্যা করিয়াছে। হত্যাকারী ধৃত হয় নাই।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে মেইলযোগে আগত।

১২ মার্চ। ক্লণ্টাফ গ্রামে ওফারেলনামক এক জন ফেনিয়ান এডিনবরার ডিউককে এক রিবল বারদ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করে। ঐ ব্যক্তি ডিউকের পশ্চাৎ হইতে গুলি করে; গুলিটী পৃষ্ঠে প্রবেশ করে; কিন্তু দুই দিবসপরে ইহা বাহির করা হইয়াছে। ডিউকের বড় অধিক কষ্ট হয় নাই। তিনি আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভারগ্রহণ করিয়াছেন। হত্যাকারী দ্বিতীয়বার গুলি করে। ঐ গুলি থরণনামক এক ব্যক্তির পদে প্রবেশ করিয়াছিল। ইনিও আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে হত্যাকারীকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। ৩০ এ মার্চ্চ তাহার বিচার হইবার কথা ছিল।

লণ্ডন ৩১ এ মার্চ। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত গবর্ণমেন্টের সংস্রব বন্ধ করা কর্ত্তব্য; তবে যেসকল স্থলে ধর্ম্মালয়ের নিমিত্ত টাকা ও ভূমিপ্রভৃতি দান করা হইয়াছে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। লাড ষ্টানলী এক প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, আগামী মহাসভার নিমিত্ত এবিষয়ের মীমাংসার ভার রাখা কর্ত্তব্য। লাড ক্র্যাণবোরণ এবিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়া গবর্ণমেণ্টের এতৎসংক্রান্ত কয়টি রাজনীতির প্রতি বিশেষ দোষার্পণ করিয়াছেন। তর্ক স্থগিত রহিয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

অলা ৭ ই এপ্রেল। বোম্বাই ২১ এ এপ্রেল। একখানি গোপনীয় পত্রে প্রকাশ করে, রাজা থিওডোর সেনাপতি নেপিয়রকে গরু ও মেষ উপঢৌকন প্রদান করিয়া আবিসিনিয়ায় আগমনের নিমিত্ত তাঁহাকে অতিথি বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করিয়াছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়ার বিশেষ পত্রপ্রেরক বলেন, সেনাপতি নেপিয়র মাগদালার ২৪ ক্রোশের মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। এই পথ তিনি আর চারি কুচে গমন করিয়া ২৮ এ মার্চ্চ মাগদালায় উপনীত হইবার অভিলাষ করেন। রাস্তাগুলি অতিশয় জঘন্য; কিন্তু সৈন্যগণ সুস্থ আছে। রাজা থিওডোর মাগদালায় উপনীত হইয়া ইসলাজি দুর্গবদ্ধ করিতেছেন। দেশবাসিগণ এবং ব্রিটিশ সেনাদলের অধিকাংশের এই সংস্কার যে থিওডোর বাশিলোর রাস্তা অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিবেন

লণ্ডন ২৮ এ মার্চ্চ। ব্রিটিশ ও এতদ্দেশীয় শাসনপ্রণালীঘটিত যে পত্রগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ের আন্দোলননিমিত্ত গত রাত্রিতে লাড উইলিয়ম হে প্রস্তাব করিয়াছেন; বক্তৃতাকালে তিনি ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর দোষের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যেপ্রকার প্রণালী ইংলণ্ডে আছে, তদনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করা কর্ত্তব্য। স্মলেট সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া সর জন লরেন্সের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। সর জন লরেন্স যে ভ্রমে পতিত হন তাহার সংশোধন করিয়া লাড ক্র্যাণবোরণ বলিলেন, ভারতবর্ষে যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালী হইতেছে; সহিষ্ণুতা ইহার একমাত্র সীমা। এমন স্থলে বিভাগবিশেষের পরস্পারের প্রতি ঈর্ষা দূর করিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া শাসন করেন, তাঁহাদিগের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইলেও শাসনের বল ও বুদ্ধিদ্বারা তাহার প্রতিবিধান হইবে। সর ষ্টাফোডনার্থ কোট বলিলেন, ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষের পক্ষে সুবিধাকর; কিন্তু তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করা ও রাজাদিগকে শাসন বিষয়ে স্বাধীনতা না দেওয়া অনুচিত। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষীয়গণ যাহাতে আত্মশাসন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ উপযুক্ত করা ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য কর্ম।

নিকল সাহেব, সর হেনরি রবিন্সন ও মেজর আন্সনের প্রশ্নানুসারে সর ষ্টাফোড নার্থ কোট বোম্বাই ব্যাঙ্কের বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। লাড ষ্টানলী গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বলিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিষয়ের তর্ক আগামী মহাসভার অপেক্ষায় স্থগিত থাকা উচিত।

১ লা এপ্রেল। গত কল্য লাড হাউসে এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, সভ্যগণ প্রতিনিধি দ্বারা আত্মমতপ্রকাশে সমর্থ হইবেন না।

গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত তর্ক পুনর্ব্বার উপস্থিত হয়, হাডি সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের

ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংশোধন করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা এক কালে উঠাইবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কখন সম্মত হইবেন না। গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন সভ্য যে সকল বক্তৃতা করেন, ব্রাইট সাহেব তৎপ্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলেন, আয়র্লণ্ডে রাজকীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় করাতে কোন ফল হয় নাই। তর্কটী পুনর্ব্বার স্থগিত রহিয়াছে। জনরেল আঁর্থর কিনার্ড জলসেচনের বিষয়ে যে প্রস্তাব করেন, তদ্ঘটিত তর্ক স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিলেন। এই তর্ক দ্বিতীয় বার স্থগিত হওয়াতে তিনি দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়া ও চীনের চার্টার্ড ব্যাঙ্ক শতকরা ৫ টাকা লাভপ্রদান করিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৭ ই এপ্রেল। জি বিটি সাহেব পূর্ণীয়ার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

১লা এপ্রেল অবধি এ, আর, টমসন সাহেব ত্রিপুরার দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ প্রতিনিধি লিগেল রিমেম্বান্সার থাকিবেন।

জে, এফ, ব্রৌন সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত ভাগলপুরের অতিরিক্ত জজ হইবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ মুরসীদাবাদে বদলী হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৫ ই এপ্রেল অবধি পশ্চাল্লিখিত নিম্নতর শাসন কার্য্যের কর্ম্মচারিগণ উন্নত হইবেন। তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাবু গুরুচরণ দাস। চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণিতে ডবলিউ, কে, ড্রিংকেটন সাহেব। পঞ্চম হইতে চতুর্থ শ্রেণিতে ডবলিউ, এম, স্মিথ সাহেব।

১৮ ই এপ্রেল। যতদিন বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন। তত দিন মৌলবী আবদুল মজিদ ময়মনসিংহের প্রতিনিধি অতিরিক্ত প্রধান সদরআমীন হইবেন।

যতদিন মৌলবী আবদুল মজিদ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন। ততদিন বাবু গুরুপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সদর আমীন ও সদর মুন্সেফ হইবেন

২০ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা ময়মনসিংহের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেনঃ-

এচ, সম্প্রাট সাহেব ও, এস, ষ্টাক সাহেব, বাবু হরমোহন বসু।

যতদিন ডাক্তর সি, ও, উডফোর্ড বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডাক্তর জে, এ, পি, কলিন্স কলিকাতার প্রতিনিধি পুলিস সার্জ্জন হইবেন।

৪ ঠা এপ্রেলের বৈকাল অবধি আর, ডি, হিম সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড এচ মোল কিছু দিনের নিমিত্ত হাবড়ার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

১৬ ই এপ্রেল অবধি রেবরেণ্ড জি এফ পি ব্লাইথ বারাকপুরের চাপলেন হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড এচ, জে, মাথু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের চাপ লেন হইবেন।

২১ এ এপ্রেল। বাখরগঞ্জের সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট এ, আনলি সাহেব ২৪ পরগণার বদলী হইবেন।

যতদিন কাপ্তেন এচ, হাউ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন কাপ্তেন এচ, হাণ্ডি ১৮৫৯ অব্দের ১২ আইন অনুসারে অড়কাসীদিগের বিচার করিবেন।

আমাদিগের আনুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ

১। এখানকার বঙ্গবিদ্যালয় ও ডাক্তরখানা সুন্দররূপ চলিতেছে। সম্প্রতি শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ডাক্তার স্থায়ী হওয়ার কিছুদিন পরেই উহার প্রয়োজনীয় ও দ্রব্যাদির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৫ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে গৃহ প্রস্তুত করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না।

২। আমাদিগের রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল মহাশয় বনগ্রাম মহকুমায় স্থানান্তরিত হওয়াতে,তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বসু বি, এ, নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অদ্যাপি রাণাঘাটে পদার্পণ করেন নাই।

৩। কিছু দিন হইল, এখানে অতিশয় ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন রাণাঘাটে দুই ব্যক্তি দেওয়াল চাপা পড়েন। উহাঁদের মধ্যে এক জন মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয়! অসাবধানতাই ইহার প্রধান কারণ

৪। গত ২৮ এ চৈত্রের অমৃত-বাজার পত্রিকার শেষাংশে গোয়াড়ী স্থিত এক ব্যক্তি তথাকার বারইয়ারি পূজার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি ও পূজার দিবস তথায় উপস্থিত ছিলাম। নিরপেক্ষ হইয়া বলিতে গেলে গোয়াড়ি যে আমোদপ্রিয় স্থান, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এখানে সৎকার্য্য অপেক্ষা অসৎ কার্য্যেই অধিক অপব্যয় হয়। নগরস্থ সুশিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে অনেকেই অলীক আমোদপ্রিয়। এখানে "যাত্রা, পাঁচালি, চপপ্রভৃতির বিরাম নাই। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রারই প্রাদুর্ভাব অধিক।

৫। সম্প্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি সকল শ্রেণীস্থ আরোহীদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভাড়া লইতেছেন। এই কার্য্যটি নিতান্ত অন্যায়। শুনিলাম ইহার নিমিত্ত অনেক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অচিরাৎ এই নিয়মটী নিবারণের আদেশ করা কর্ত্তব্য।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

বর্ষে বর্ষে যেরূপ হইয়া থাকে, সেই নিয়মানুসারে সম্প্রতি এখানকার চৌকীদারী ট্যাক্সের বন্দোবস্ত হইতেছে। এবারেও কিছু টাকা বৃদ্ধি করিবার আদেশ হইয়াছে। যত দিন এ টাকা বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যয় করা না হইবে, তত দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। হাঁসপুকুর ও কুলেদহ গ্রামে ১৩॥ টাকা টাক্স আদায় হয়, কিন্তু সেখানকার ৪ চারি জন চৌকীদারের বেতন ২০ টাকা লাগিতেছে; সম্প্রতি আবার ২৪ টাকা করিয়া লাগিবে। এতদ্ভিন্ন টাক্স আদায়ের আমিনের বেতন আছে। ইহার উপরে আবার এক এক বারে তথাকার রাস্তাদিতে অধিক টাকা ব্যয় হইয়া যায়। গত ১৮৬৭ সালে অত্রত্য মিসন স্কুলের নিকট হইতে হাঁসপুকুরস্থ মির সাহেবের বাটীপর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তাটী প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রায় ৭২৫ টাকা ব্যয় হয়। এই সকল অতিরিক্ত ব্যয় কালনার চৌকীদারী ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াথাকে। যখন ঐ সকল

গ্রাম হইতে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের টাকাও উঠে না, তখন তথায় টাক্স করা কি যুক্তিসিদ্ধ? বাস্তবিকও ঐ সকল গ্রামের অবস্থা ভাল নহে; তথায় টাক্স প্রথা উঠাইয়া দিলেই সকলের মঙ্গল হয়। আর একটী বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ আশঙ্কা হইতেছে। তাহা এই:—গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে এখানকার চৌকীদারের বেতন মিউনিসিপাল নিয়মানুসারে কতক ৫ ও কতক ৬ টাকা করিয়া হইবে স্থির হইয়াছে। কালনার ··মিল গ্রাম কালনায় ১৫ জন চৌকীদার নিযুক্ত আছে। তাহাদের বেতনের এইরূপ বন্দোবস্ত আছে যে, তাহারা তত্রত্য ১২৪ বিঘা চাকরান জমিতে মাসিক ১৯।০ ও টাক্স হইতে ৫৫৸০ পাইয়া থাকে। (পূর্ব্বে ঐ ১২৪ বিঘা জমিতেই তাহাদের সমস্ত বেতন পাওয়া হইত।) এক্ষণে এখানে মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইলে বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট ঐ চাকরান জমি বাজে আপ্ত করিবেন। তাহা হইলে ঐ টাকা কি রূপে আয় হইবে? ঐ স্থানে টাক্স বৃদ্ধি করিলেও নিতান্ত অন্যায় করা হইবে। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষুদ্র গ্রামের অবশিষ্ট ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা অবগত হইলাম মহামান্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পত্রদ্বারা প্রচার করিয়াছেন, যেখানকার টাক্সের টাকা সেই খানেই ব্যয় করা উচিত। এমন স্থলে কালনার চৌকিদারী ফণ্ড হইতে আর যে অন্য স্থানের অকুলান পূরণ করা হইবে এমন বোধ হয় না। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর আর একটী নিয়ম করিলে বড় মঙ্গলের বিষয় হয়। টাক্সের টাকা পঞ্চায়তগণের অভিমতে ব্যয় করিবার বিধি হইলে প্রজাগণের পক্ষে অধিক সুবিধা হয়। গ্রাম কালনাপ্রভৃতি স্থানে চৌকীদারের সংখ্যা কম করিলেও চলিতে পারে।

চৌকীদারী টাক্সের কথা ত এই, আবার লাইসেন্স টাক্সেরও হঙ্গমা উপস্থিত। গত বর্ষে ক্ষমতা থাকিতেও কোন ব্যক্তি এই টাক্স যদি না দিয়া থাকে, তাহার তদন্ত করিবার জন্য বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ এখানে আগমন করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের যেরূপ প্রস্তাব তাহাতে ২০০ শত টাকা আয় থাকিতেও যে কেহ এই টাক্স দেয় নাই, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। বরং যাহার বাৎসরিক ১৫০ টাকা আয় নাই, এমন লোকও ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের ··৷ৰাত্ম্যে অনেক সামান্য লোককে বিশেষ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে। এক জন টীকাবিক্রেতাকেও ক্ষমা দেওয়া হইয়াছে। আমরা অনুরোধ করিতেছি, বিজ্ঞবর হরচন্দ্র বাবু কৃপাপরবশ হইয়া উপযুক্ত লোকের প্রতিই যেন টাক্সের ভার অর্পণ করেন।

এই সব ভিবিজনের অধীন কোঁয়ার গ্রাম নিবাসী শশিভূষণনামক এক ব্যক্তি একটি বিশেষ প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। গত চৈত্র মাসে তাঁহার বাটীতে ডাকাইতি হয়। যখন ডাকাইতগণ তাঁহার (শশীর) বাটীতে প্রবেশ করে, তখন তিনি বাটীতে ছিলেন না। দস্যুদিগের বিকট শব্দশ্রবণে তিনি আসিয়া দেখেন, তাঁহারই বাটীতে বিপদ উপস্থিত। তিনি সেই বিপৎকালে সাহসহীন না হইয়া কোন প্রতিবাসীর গৃহ হইতে একখানা খড়্গ লইয়া প্রথমতঃ দ্বারস্থিত দস্যুকে এমন আঘাত করেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয়। তাহাকে পাতিত করিয়া তিনি আপন দ্বার দেশের এক নিভৃত স্থানে থাকিয়া দুরাত্মাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ডাকাইতগণ অমঙ্গললক্ষণ দেখিয়া যেমন বাহিরে আসিবে, তিনি অমনি অলক্ষ্যরূপে আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন দস্যুরা কে কোথায় পালাইবে তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিল। ঐ সময় এক দুরাত্মা শশী বাবুকে আঘাত করিতে উদ্যত হওয়াতে তিনি পলায়ন করেন। ক্রমে পুলিষে সম্বাদ দেওয়া হইলে অত্রত্য পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু রামরেণু ঘোষ মহাশয় তথায় যাইয়া ক্ষতাঙ্গ দুই জন ডাকাইতকে ধৃত করেন এবং মন্তেশ্বরের সব ইনস্পেক্টর বাবুও আর দুই জন ঐ রূপ ক্ষতাঙ্গ দস্যুকে ধৃত করিয়াছেন। ৫ জনকে চালান দেওয়া হইয়াছে। অপহৃত দ্রব্যও কতক পাওয়া গিয়াছে। আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট হেলেট মহোদয় কিরূপ বিচার করেন, জানিয়া প্রকাশ করা যাইবে।

আমরা অত্রত্য বিচারপতি জে আর, হেলেট মহোদয়ের একটি সদাশয়তার কার্য্য দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। গত ঝড়ে উৎপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য দিবার জন্য তাঁহার নিকট ১৫০০ শত টাকা মজুত হয়। রীতিমত বিতরণ করিয়াও ১৫০ শত টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। ১৮৬৬ সালে যেসকল লোকের গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত যাহারা সেই গৃহ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই; হেলেট মহোদয় সেই উদ্বৃত্ত টাকাদ্বারা ঐ সকল লোকের সাহায্য করিবার মানসে কলিকাতা সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড কমিটিকে এই বিষয় লেখেন। কমিটী তাহাতে অনুমোদন করিয়াছেন। কাজটী বড় উত্তম হইয়াছে। এ জন্য বিচারপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়ারস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। অতিশয় আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, এত দিনে আমাদের ইংরাজি সভার প্রকৃত উন্নতি এইবার উপক্রম হইয়াছে। গত ৩০ এ চৈত্র ঐ সভার কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে। ঐ দিবসে সভাস্থলে ব্রিগেডিয়ার (চেম্বরলেন সাহেব) পালটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব আসিষ্টাণ্ট কমিসরি জেনরেল লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল ব্রাণ্ডার সাহেব প্রভৃতি অত্রত্য বড় বড় সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি সহকারী সভাপতি সম্পাদক সভ্য ও অন্যান্য অনেক দর্শক স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর সম্পাদক গত সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপরে সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওভরসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ ঘোষ এই তিন জন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত পুরাতন অবস্থার তুলনাবিষয়ে তিনটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বক্তৃতাটী অধিক হৃদয়গ্রাহিণী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। তিনি জাতিভেদের কারণ ও আবশ্যকতাপ্রভৃতি অতি সংক্ষেপে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। সীতানাথ বাবুর বক্তৃতাতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়মপ্রভৃতি উল্লিখিত হইয়াছিল। বক্তৃতাসমাপ্তির পর সভ্যগণের ক্ষণকাল তর্ক বিতর্ক হইল। অবশেষে সভাপতি মহাশয় কিঞ্চিৎ বলিলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা সভার কার্য্য চলিয়াছিল। সাহেব মহোদয়েরা অবিরক্তচিত্তে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সভার কার্য্যবিবরণ বিশেষতঃ তিনটী বক্তৃতা শ্রবণে যার পর নাই প্রীতিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালীরা যে ভারতবর্ষের মধ্যে বুদ্ধি ও সভ্যতাতে সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেছেন ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন।

পালিটিকেল এজেণ্ট নবীন বাবুর সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মসংক্রান্ত ও সভার উদ্দেশ্যসংক্রান্ত অনেক কথা কহিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন, মহারা

রা কোন কর্ম্মের নহে। ইহারা দেখিতে যেরূপ অসভ্য, বুদ্ধি সেইরূপ, ইহাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাদৃশ যত্ন ও শ্রদ্ধা নাই। কর্ণেল ডেলি সাহেবের মতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় ব্যক্তিগণ অনেকাংশে সভ্য ও বুদ্ধিমান। ইনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনরেল, কর্ণেল ডেলি প্রভৃতি এত বড় বড় সাহেবেরা যে এরূপ ভদ্র এবং আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের সহিত মিশ্রিত হইতে কুণ্ঠিত হয়েন না, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। মফস্বলস্থ ভ্রাতাদিগের নিকট প্রার্থনা যে, যদি তাঁহারা সকলে মিলিয়া বিদ্যালোচনা ও অন্যান্য সদালোচনা করেন, তত্রত্য প্রধান প্রধান সাহেবেরা তাঁহাদিগকে উৎসাহদানে বিরত হইবেন না এবং বাঙ্গালী নামের গৌরব বৃদ্ধিরও আর অপেক্ষা থাকিবে না। এস্থান অপেক্ষা এ প্রদেশের অন্যান্য স্থানে অনেক অধিক বাঙ্গালী আছেন; কিন্তু এস্থানের ন্যায় অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ সদনুষ্ঠানের কথা শ্রুত হয় না। সভার দিন জেনারেল সাহেব উপদেশগর্ভ ও উৎসাহপূর্ণ গুটি কত কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সকলেই মধ্যে মধ্যে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

২। গত ১লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসবার্থ আমাদের প্রিয় বন্ধু নবীন বাবু একটী মনোহর উদ্যানে সকল বাঙ্গালীকে লইয়া ভোজ দিয়াছিলেন। উক্ত দিবস সমস্ত দিন উদ্যানস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া মনের উল্লাসে নানাবিধ বিশুদ্ধ আমোদে অতিবাহিত হইয়াছিল এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের ও অকৃত্রিম প্রীতির স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়াছে গত পত্রে যে দলাদলিভাবের কথা লিখিয়াছিলাম, নবীন বাবুর অমায়িক ও উদার ভাবের প্রভাবে তাহার কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই।

৩। এখানে আর একটী ইঞ্জিনিয়র আফিস হইবার কথা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, এই এপ্রেল মাস হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখন এখানে তিনটী ইঞ্জিনিয়র অফিস হইল। গবর্ণমেণ্ট যেন এস্থলের উপর বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখেন। প্রজাদিগের শোণিত যেন কেবল শৃগাল কুক্কুরের পানীয় না হয়

গত পত্রে যে চোরধরার কথা লিখিয়াছিলাম, শুনিলাম সেই চোরের কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ বৎসরের জন্য কারাবাসের দণ্ড হইয়াছে এবং পুলিসের উপর কান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেরূপ উপযুক্ত ও বিচক্ষণ তাহাতে বোধ হয় এখান শীঘ্রই শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

৫। পালিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব শীঘ্রই অবকাশ লইয়া এখান হইতে যাত্রা করিবেন। ইহাঁর সহিত আলাপ হইয়া অবধি ইহাঁর গুণে আমরা এরূপ বশীভূত হইয়াছি যে ইহাঁকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না।

৬। এখানে এখন গ্রীষ্মের প্রভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে দিবাবসানে ঝটিকা উত্থিত হইয়া ধূলিরাশিদ্বারা গগনমণ্ডল এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া যায় যে, রাস্তা চলা ভার হইয়া উঠে। এদেশের লোকে ইহাকে আঁধি কহে।

আমাদিগের দোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত চৈত্রমাসে মহিষাদলান্তর্গত বড়বাড়িনামক গ্রামে অনেক শিল্পকারক কোন গৃহস্থের বাটীতে চৌর্য্যবৃত্তি করিতে আসিয়া সন্ধিখননসময়ে ধৃত হয়। গৃহস্থ তাহাকে বন্ধনদশায় রাখিয়া বালুঘাটা আউটপোষ্টে সমাচার দেয়। তদনুসারে থানা সুতাহাটীর সব ইনস্পেক্টর মহাশয় উহার অনুসন্ধানজন্য গমন করিয়া দেখিলেন, দস্যু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উক্ত অপহারকের পুত্রকলত্রাদি এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, গৃহস্থের সহিত কোন কারণবশতঃ মৃত ব্যক্তির শত্রুভাব ছিল, তজ্জন্য তাহাকে সূচীকার্য্য নির্ব্বাহের ছলে স্বীয় বাটীতে আনয়নপূর্ব্বক লগুড়াঘাতে নিহত করিয়াছে। গৃহস্থ ও তৎপ্রতিবাসিগণ কহিতেছে যে দস্যু বন্ধনাবস্থাতেই বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া সব ইনস্পেক্টর মহাশয় না উপস্থিত হইতেই কালগ্রাসে কবলিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য তমোলুকের সব ইনস্পেক্টর মহাশয়ও আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কি করিয়া গিয়াছেন এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই।

২। গত ২৩ এ চৈত্র শনিবার দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পর এখানে ঘোরতর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সেই সময় কৃষ্ণনগরস্থ অনেক গৃহস্থের বাসভবন বজ্রাগ্নিদ্বারা একবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে কাহারও জীবন নাশ হয় নাই।

৩। গত ২রা বৈশাখ রবিবার ঝিকুরখালীনিবাসী বসিরুদ্দিননামক কোন মুসলমান তথাকার চড়কমেলা দর্শনানন্তর প্রত্যাগমনকালে আপন আবাসগৃহের নিকটে আসিয়া বজ্রাঘাতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নদিয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত মালিপোতা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ গ্রাম নহে। এস্থানে ও ইহার সন্নিহিত কয়েক গ্রামে বিস্তর ভদ্রলোকের বসতি। এই জনপদসমূহে এককালে বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কুলের পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। অত্রত্য সমাজ নবদ্বীপান্তর্গত "ফুলে সমাজ" বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে কুল বংশপরম্পরানুগামী হওয়াতে প্রকৃত গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং ইহার আর আদর নাই, এখন উহা নানা দোষেরই আকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব অত্রত্য অধিবাসীদিগের আর পূর্ব্বগৌরবে গর্ব্বিত হওয়া ভাল দেখায় না। এখন যাহাতে জন্মস্থানকে বর্ত্তমান সভ্য জনপদমধ্যে পরিগণিত করিতে পারেন, যাহাতে ইহার মুখ পুনরুজ্জ্বল হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত চেষ্টা করা অধিবাসীদিগের অতীব কর্ত্তব্য। আমি আন্তরিক আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি, সম্প্রতি এখনকার যুবকসম্প্রদায় এই হিতকর ব্রতে দৃঢ়তর ব্রতী হইয়াছেন।

ইহাঁদের প্রথম উদ্যমে মালিপোতায় একটী ডাকের বাক্স স্থাপিত হইয়াছে। এখানে এইরূপ সুবিধা পূর্ব্বে না থাকাতে লোকের যে কত কষ্ট হইত, তাহা বর্ণনাতীত। পত্রাদি আসিলে শান্তিপুরের ডাকঘর হইতে বণ্টন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। শান্তিপুর এখান হইতে ৫।৬ মাইল অন্তরে স্থিত। যখন গ্রামে ডাকঘর থাকিলেও কোন কোন স্থানে পত্রাদি পাইতে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন এত দূর ব্যবধান হইতে পত্র পাইবার যে কি বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। ২। ৩ দিনের পত্র একত্র না হইলে ডাক ঘর হইতে হরকরা আসিত না এবং প্রতি মাশুল দেওয়া পত্রে /০ আনা ও বেয়ারিঙ হইলে ৵ আনা করিয়া দক্ষিণা না দিলে পত্র পাইবার যো হইত না। সুতরাং ইহাতে কত বিলম্ব ও কত অসুবিধা হইত, তাহা সকলেই বুঝিতে

পারেন। আবার পত্রাদি ডাকঘরে দিতে হইলেও যাতায়াতে ১০।১২ মাইল না হাঁটিলে কার্য্য সম্পন্ন হইত না। এইসকল কারণ দর্শা ইয়া মালিপোতায় একটী ডাকঘর সংস্থাপনের আবেদন করা হয়। তদনুসারে ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধুমিত্র মহাশয় এখানকার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া একটী ডাকবাক্স প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি, কিন্তু তিনি একটু বিশেষ মনোযোগী হইলে ঐ স্থানে একটা স্থায়ী ডাক ঘর স্থাপিত হইতে পারিত। ডাকবাক্স দ্বারা গ্রামবাসীদিগের আশানুরূপ তৃপ্তি জন্মে নাই। অবশেষে আমাদের অনুরোধ এই যে, ইনস্পেক্টর পোষ্টমাষ্টর মহাশয় আনুপূর্ব্বিক তদন্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টে এ বিষয়ের বিজ্ঞাপন করিলে একটী চির স্থায়ী ডাকঘর হইতে পারে। ঐ স্থান হইতেই উহার ব্যয় চলিতে পারিবে।

দ্বিতীয়, মালিপোতায় কতিপয় যুবকের আগ্রহ ও উৎসাহে অত্যল্প দিবস হইল একটী ইংরাজি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এই সময়ে যুবকদিগকে দুই একটী কথা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। যাহাতে স্কুলটী স্থায়ী হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত মনোযোগী হওয়া উচিত। ছাত্রদের বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া ঐ উভয় টাকা হইতেই যাহাতে স্কুল চলে তাহা করা বিধেয়। স্থানীয় চাঁদার উপর অধিক নির্ভর করিতে গেলে বিদ্যালয়ের অবস্থা যে পরিণামে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন এবং আমরাও ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বিশেষ অবগত হইয়াছি। এই স্থলে গবর্ণমেণ্টের আর একটী বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ আবশ্যক হইয়াছে। এ স্থানের জলাশয়গুলির প্রতি নেত্রপাত করিলে নিতান্ত কষ্ট হয়। প্রবল মারীভয়ের সময় যখন এক জন ইংরাজ ডাক্তর ইহার কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া এখানে আগমন করেন, তখন জলের বর্ণ দেখিয়া আপন অশ্বকেও এখানকার কোন পুষ্করিণীর জলপান করিতে দেন নাই। কিন্তু অত্রত্য দুর্ভাগ্য অধিবাসীরা তাহাই পান ও তাহাতেই স্নানাদি করিয়া থাকেন। এখানে এমন কোন অর্থশালী লোক নাই যে ঐ সকল পুষ্করিণীর রীতিমত সংস্কার করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের উপরেই উহা নির্ভর করিতেছে।

১২৭৪ । ৯ ই বৈশাখ } ভবদীয় বশম্বদ মালিপোতা বাসিনঃ

মহাশয়। গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অলস, নির্ব্বোধ, ও কর্ত্তব্যবিমুখ কর্ম্মচারীর দোষে দরিদ্র প্রজাদিগকে যে অকারণ সময়ে সময়ে কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, তন্নিবারণ চেষ্টাই অদ্যকার প্রস্তাব অবতারণার মূল।

চৌকীদারি ট্যাক্স আদায়ের নিয়ম এই, প্রথমতঃ বিল আইসে, তখন টাকা দিতে না পারিলে একটী দিন অবধারিত হয়। উক্ত দিবসে আদায় না হইলে উহার পর আরও এক বার তাগাদা করা হয়, পরিশেষে সমন আইসে। কিন্তু আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য দেখিতেছি। সে দিন রাজপুর গাজীপুরপ্রভৃতি গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিকে এক নুতনবিধ নিয়মানুসারে ট্যাক্স দিতে হইয়াছে। ইহাদিগের নিকট বিল পর্য্যন্ত আইসে নাই; কিন্তু এক বারে ওয়ারেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বিল আদায় করেন, তিনি স্বীয় বাটীতে যাইবার সময় (তাঁহার বাটী এই অঞ্চলে) পথিমধ্যে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহাকে এক বার চক্ষুলজ্জায় টাকার কথা বলিয়াছিলেন মাত্র। কেহ কেহ "অমুক দিন আইস" বলিয়া কড়ার করিলেন কিন্তু বিল আদায়কারী মহাত্মা স্বচ্ছন্দে বাটীতে গিয়া নিদ্রা গেলেন। কিছু দিনপরে আফিসে গিয়া কর্ত্তব্যসাধন হইল বলিয়া বিলগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন দিকে প্রজাদিগের নিকটে একবারে ওয়ারেণ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইঁহারা কিছুই জানিলেন না। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষতি করিয়া স্বয়ং গিয়া বা পয়সা দিয়া অন্য লোকদ্বারা ট্যাক্সের টাকা আফিসে জমা দিয়া আসিতে হইল। কি আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্ট কি আর ভাল লোক পান না?

১৮ ই এপ্রেল ১৮৬৮ } শ্রীউঃ—

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত	মেদিনীপুর	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
” ” প্রাণকৃষ্ণ কেশ	চোরবাগান	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র		১০
” ” শিবচন্দ্র সরকার	কীর্ণহার	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ		১৩
” ” ধনপতি সিংহ রায়বাহাদুর	জিয়াগঞ্জ	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র		১৩
প্যারীমোহন সেন	কটক	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়		৩৸
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	ভবানীপুর	
		৩৸
” মুন্সি তহুত্তর আলী	আলীপুর	৫৷৷০
শ্রীমতী রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী	শ্রীনগরপুর	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র		১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। —৪৯— ২৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৫ ২৩ এ বৈশাখ। ১৮৬৮ ৪ ঠা মে | মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা যাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮৴

বিজ্ঞাপন।

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং যোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরিউক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস আরবোথনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে; আগামী ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইবে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩১
দশরূপক	১৮৴

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকদ্বয় দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। মাগত্রয়মধ্যে গ্রহণ করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে প্রাপ্ত হইবে।

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব উত্তর খণ্ড সম্পূর্ণ মূলমাত্র মূল্য ॥০ আট আনা।

ভারবিকৃত কিরাতার্জ্জুনীয় সম্পূর্ণ মূলমাত্র মূল্য ॥০ আট আনা।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রিট ৩২ সংখ্যক ভবন।

১৪ ই বৈশাখ ১২৭৫। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—০—

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত " তত্ত্বপ্রকাশ " বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর ৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রীরাজমোহন বসু অধ্যক্ষ।

—:০:—

সোমপ্রকাশযন্ত্রালয়ে কেস ও ফ্রেম সহিত নানাপ্রকার দেবনাগর অক্ষর বিক্রয়ার্থ আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকটে অনুসন্ধান করিলে বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।

রাণীগঞ্জ পটরি কোং

লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ২ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নলদময়ন্তী নাটক যাহা ষ্টানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত; মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রী প্রতাপচন্দ্র রায়

নৈহাটিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল[illegible] বাবু [illegible] কোম্পানির দোকানে মৎ[illegible] নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।—

[illegible]	মূল্য
[illegible]	১ টাকা
[illegible]	১ ”
[illegible] ব্যাকরণ	।০
[illegible] (১ম ভাগ)	৵
[illegible] (২য় ভাগ)	৵
[illegible]	
[illegible] ব্যাকরণ	৷০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

শব্দার্থপ্রচারিকানামে এক খানি সুবিস্তীর্ণ নবাভিধান, যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক শব্দ ভিন্ন সকল শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উত্তর কৃদাদি ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উণাদ্যন্ত হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর প্রায় ৭৫,০০০ হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে. যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা বটতলা ২৪৫ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়াসাঁকো ৬৩ নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৩ টাকা ডাকমাসুল ৷৵ আনা। যদি কেহ এক বারে ৫ কাপী লন তবে তাঁহাকে ১৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীচন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ১৪ ই হইতে ২১ এ পর্যন্ত ভাগিরথীনদীর সর্ব্বস্থানের জলের সাপ্তাহিক রেপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চি
[illegible] উপর পদ্মানদীতে	২০	”
[illegible]	১১	”
[illegible] হইতে জঙ্গিপুর (১৩ মাইলমধ্যে)	৩—	—”
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর (৪৬ মাইল) মধ্যে	২—	—৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া (৫০ মাইল) মধ্যে	৩—	—”
[illegible] নদিয়া পর্য্যন্ত (৬৬ মাইলের মধ্যে)	৬—	—৯

সন ১৮৬৮ ২৪ এ এপ্রেল তারিখে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ ” ফিট ইঞ্চি ৯—৩

বহরমপুর ২৪ এ এপ্রেল ১৮৬৮। } এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহর মপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ বৈশাখ সোমবার।

গুরুট্রেণিঙ ইনস্পেক্টরদিগের স্বাধীনতালোপচেষ্টা।

সচরাচর মানুষের এই স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহার যে গুণ থাকে, তিনি যদি অন্য ব্যক্তিতে সেই গুণ দেখিতে পান, যার পর নাই আহ্লাদিত হন এবং সেই গুণের উন্নতিসাধনবিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদিগের অধিকাংশের ইহার বিপরীত স্বভাব দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা স্বাধীন দেশজাত ও স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়াও অন্য ব্যক্তিতে স্বাধীনভাব দেখিতে পারেন না। এদেশীয় রাজাদিগের স্বাধীনতা তাঁহাদিগের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। এদেশীয়েরা যদি সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে অনেক কাজ স্বাধীনভাবে করিতে দিতে হইবে; এই ভয়ে উক্ত মহাপুরুষেরা প্রাণপণে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বাররোধের চেষ্টা পাইতেছেন। যে দুই একটী পদে এদেশীয়দিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাগন্ধ আছে, তাহারও লোপচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইলাম, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিসাধনার্থ যে দুই জন গুরুট্রেণিঙ ইনস্পেক্টর নিয়োজিত হইয়াছেন, যাঁহারা এত দিন স্বাধীন ভাবে ও সুন্দররূপে কাজ করিয়া আসিতেছেন, আজি কালি তাঁহাদিগকে ইংরাজ ইনস্পেক্টরদিগের অধীন করিবার প্রস্তাব চলিয়াছে। এটি অদ্ভুত প্রস্তাব। ইহাদ্বারা রাজপদসম্বন্ধে স্বাধীনতালিপ্সু বাঙ্গালিদিগকে কেবল যে ভগ্নোৎসাহ করা হইবে এরূপ নয়, বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় হইতে গুরুট্রেণিঙ স্কুলের যে কিছু কাজ হইতেছিল, তাহারও ব্যাঘাত জন্মিবে। সাহেবেরা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিমান করেন; কিন্তু আমাদিগের মতে সে অভিমানের প্রকৃত কারণ নাই। সাহেবেরা বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ, এদেশের লোকের মনের ভাবপ্রভৃতিও অবগত নহেন। অতএব তাঁহারা যে এ দেশের অবস্থাজ্ঞ ও ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। আমরা জানি, অনেক মিসনরি বাঙ্গলাবিদ্যালয় কেবল মিসনরিকৃত বন্দোবস্তের দোষে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে, কোন কোনটী বা উঠিয়া গিয়াছে। গুরুট্রেণিঙ ইনস্পেক্টদিগকে ইংরাজ ইনস্পেক্টরদিগের অধীন করিয়া রাখিলে গুরুট্রেণিঙ পাঠশালাগুলির উন্নতিপথ রুদ্ধ হইবে। আমরা যে এই কথা কহিতেছি, তাহার আর একটী কারণ এই, অনেকের এরূপ স্বভাব আছে, তাঁহারা স্বাধীন অবস্থায় কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা এবং বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন, পরাধীন হইলে সেরূপ পারেন না। পরাধীন হইলে বোধ হয় যেন তাঁহাদিগের বুদ্ধিবিদ্যাপ্রভৃতি সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। ভূদেব ও কাশী বাবু যদি সেই দলের হন, তাঁহারা এক্ষণে যে ক্ষমতাপ্রদর্শন করিতেছেন, অধীন হইলে কোন ক্রমেই তাহা দেখাইতে পারিবেন না।

কি নিমিত্তই বা এরূপ প্রস্তাব হইল, তাহাও ত আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিলাম, গুরুট্রেণিঙসম্বন্ধে এক্ষণে যেরূপ ব্যয় হইতেছে, তখনও সেইরূপ হইবে; এখন যেরূপ কাজ চলিতেছে, তখনও সেই রূপে চলিবে। তবে

এ উপসর্গ কেন ? যে কিছু কাজ হইতেছিল, তাহার ব্যাঘাত করা কেন ? তাঁহারা কি অসঙ্গত ও অপরিমিত ব্যয় করেন ? তাহার ত একটী নিয়ম করিয়া দিলেই চলিতে পারে। ডিরেক্টরও ত সর্ব্বময় শাস্তা আছেন। তবে এ কাণ্ড করা হইতেছে কারণ কি ?

ও দিকে লার্ড বিশপ ও লঙ্ সাহেব প্রভৃতি বাঙ্গলা ভাষার উন্নতিচেষ্টা করিতেছেন, এ দিকে বাঙ্গালিদ্বেষী মহোদয়েরা বাঙ্গালিদিগের যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহার বিলোপচেষ্টা পাইতেছেন ; কিন্তু এ উভয় চেষ্টা পরস্পর-বিরোধিনী। যাঁহারা বাঙ্গালিদিগের স্বাধীনতালোপচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এটী বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বাঙ্গলা ভাষার যত উন্নতিচেষ্টা করা হউক, উন্নতির যত পথ আবিষ্কৃত করা হউক, যত সদুপায় সংবিধান করা হউক, যাবৎ বলপরিমাণে বাঙ্গালিদিগকে স্বাধীনতা প্রদত্ত না হইবে, তাবৎ সে সমুদায় চেষ্টা ফলোপধায়িনী হইবে না। ইতিহাস যদি প্রমাণ হয়, স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারা যায়, কোন জাতিরই পরাধীনাবস্থায় ভাষার সম্যক্ উন্নতি হয় নাই। প্রত্যুত ইহাই প্রতীয়মান হইবে, যে জাতির স্বাধীন কালে ভাষার যে উন্নতি হইয়াছিল, পরাধীনতাকালে তাহা অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

স্বাধীনতাদ্বারা কি কি ফল উৎপাদিত হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহা বর্ণিত হইতেছে। " স্বাধীনতা বাণিজ্যের প্রসূতি; ধনের প্রসূতি; জ্ঞানের প্রসূতি ও প্রত্যেক সদ্গুণের প্রসূতি। (১) " যে দেশের লোকের কোন বিষয়ে স্বাধীন ভাব নাই, তথায় প্রায় অসামান্য বুদ্ধি বিদ্যা ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না। তাদৃশ অধিকসংখ্যক লোকের জন্ম পরিগ্রহ ব্যতিরেকেও ভাষার উন্নতি লাভ সম্ভাবিত নহে। এক জন ইতিহাস লেখক কহিয়াছেন, " গ্রীকদিগের একটী কথা আছে, (২) মানুষের ভাষা মানুষের জীবনের সদৃশ। এই বাক্যটী রোমের ইতিহাসদ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। লাটিন ভাষার যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহা ঐ জাতি যে আলস্য ও অবসাদে মগ্ন হয়, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। সাম্রাজ্যের প্রথম আরম্ভে ঐ জাতির মাতৃভাষার অনুশীলন উপেক্ষিত এবং গ্রীকভাষা বিলাসী ব্যক্তিদিগের আদৃত হয়। উহাঁরা গ্রীকশিক্ষকদিগের দ্বারা নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করেন। নানা দিগ্দেশ হইতে যে অধিকসংখ্য দাস ও বিদেশীয় ব্যক্তি রোমে আগমন করে, তাহারা এই ভাষাবিকারের প্রতি অল্প সাহায্য করে নাই। ভাষার যে প্রসাদ গুণ ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং লোককে সমুত্তেজিত করিবার আশয়ে লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা জন্মিবাতে কেবল কতকগুলি আড়ম্বরপূর্ণ অসার শব্দের সৃষ্টি হয়। আমরা নিরোর সময়ে ঐ সকল শব্দের সৃষ্টি দেখিতে পাই। "

" অগষ্টসের রাজত্বকালে রোমকদিগের সাহিত্য বিদ্যার উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই উহার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হওয়াতে স্বাধীন প্রকার বক্তৃতাশক্তির শেষ হইয়া যায়, তদবধি বাগ্মিতা কেবল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও প্রশংসা দিতে পর্য্যবসিত হয়। টাইবিরিয়সের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতির অবস্থা হ্রাস হইয়া আইসে। রুচিবিপর্য্যয় আরম্ভ হয় ; এ দিকে শাসনকর্ত্তার অত্যাচার ও দিকে প্রজাদিগের ধর্ম্মনীতিভ্রংশ বুদ্ধিবৃত্তির উদয় পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন ও বেতনভুক্ শিক্ষকনিয়োগদ্বারা উহার সংশোধন হইল না। "

রোমে যখন সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তখন লাটিন ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। অনন্তর সাধারণতন্ত্রের যেমন লোপ হইল, অমনি ভাষারও ক্ষয়দশা উপস্থিত হইল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টপ্রতীয়মান হইতেছে, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি বাঙ্গালিদিগের স্বাধীনতাসাপেক্ষ। অতএব আমাদিগের বক্তব্য এই, যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, বাঙ্গালিদিগের যে অংশে যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহার লোপ চেষ্টা না করিয়া যত দূর সম্ভব স্বাধীনতা প্রদানে যত্নবান হন। বাঙ্গালিদিগের দীর্ঘ কালের পরাধীনতাই কি ইহাঁদিগেরআলস্য ও অবসাদের অন্যতর প্রধান কারণ নয় ?

—:০:—

স্থানীয় কর হইতে পুলিসের ব্যয় করা উচিত কি না।

এ দেশে যত প্রকার মিউনিসিপাল আইন হইয়াছে, তাহার একটীতেও যে সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট নহেন, তাহা বারংবার প্রকাশিত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটীসমূহের কার্য্য ও করপ্রণালী কিছুতেই লোকের মনস্তোষসাধন করিতে পারিতেছে না। এই অসন্তোষের যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে। স্থানীয় কর যে প্রয়োজনীয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ঐ কর প্রদান করিতেও লোকের তত অসন্তোষ জন্মে না ; কিন্তু করস্থাপন, আদায়

(১) সর জেম্স ম্যাকিণ্টসের স্পীচ।

(২) লেয়নার্ড স্মিজপ্রণীত রোম ইতিহাস।

ও আদায়ের পর ব্যয়ের প্রণালীই লোকের নিতান্ত অসুখকর হইতেছে। মিউনিসিপালিটিসমূহ স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের খামাধরামাত্র। তাঁহাদিগকে নির্দ্ধারিত টাকা সংগ্রহ করিতে বলা হয়, তাহা করিলেই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যের শেষ হয়। তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা না করিয়াই করস্থাপন করেন। এই কর আদায়ের সময়েও আবার অতিশয় অত্যাচার হয়। মিউনিসিপাল করে যত টাকা আদায় হয়, দরিদ্রগণকে সুদ সংগ্রাহকদিগকে তাহার তুল্যপরিমাণ টাকা দিতে হয়। মিউনিসিপালকরের ব্যয়নিবন্ধনই লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসন্তোষ হইতেছে। লোকে যে টাকা দেন, তাহার সদ্ব্যয় দেখিলে তত দুঃখিত হন না। কিন্তু মিউনিসিপাল করের ব্যয় সেরূপ হইতেছে না। যেমন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত সৈনিকদিগের ব্যয়ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া ইংলণ্ডের আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করেন, সেই প্রকার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পুলিসের ব্যয় স্থানীয় করদাতার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতেছেন। সকল স্থানেই স্থানীয় কর পুলিসে নিঃশেষিত হইতেছে। এইটী সাধারণের অসন্তোষের প্রধান কারণ হইয়াছে।

বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ নিবারণ নিমিত্ত যে প্রকার সৈন্য আবশ্যক, সেই প্রকার অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার নিমিত্ত পুলিসের প্রয়োজন হইতেছে। লোকে নিরাপদে আপন আপন জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারেন এবং কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ না হয়, এই নিমিত্ত পুলিসের সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশীয় শত্রু আক্রমণের ন্যায় চোর, ডাকাইত ও দুর্দ্দান্তদিগের হইতে দেশবাসীদিগকে রক্ষা করা রাজকীয় গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু যেমন সৈনিক ব্যয় স্থানীয় কর হইতে করা সঙ্গত হয় না, তদ্রূপ পুলিসের ব্যয়ও স্থানীয় কর হইতে করা বিধেয় নহে। যে কর দ্বারা লোকের মূল ধন ক্ষয় হয়, তাহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যখন জমীদার ও গবর্ণমেণ্টের কাগজের অধিকারীদিগকে লাইসেন্স কর হইতে মুক্ত করেন, তখন এই মূল নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন। বণিকগণ যেমন লাইসেন্স কর দিতেছেন, তেমন তাঁহাদিগের জাহাজ ও দ্রব্যাদি রক্ষার্থ চতুর্দ্দিগে প্রহরী ও সমুদ্রে রণতরি রহিয়াছে। তদর্থ তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় হইতেছে না। ইংলণ্ডে দরিদ্রদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর আদায় হয়। আপাততঃ ইহাকে এক প্রকার ক্ষতি বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে লাভ আছে। প্রত্যহ ৫। ৭ জনকে ভিক্ষা দিতে হইলে অনেক পড়িয়া যায়; কিন্তু এক বার কর দিলে আর সেই অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয় না; অনাথগণ দ্বারে দ্বারে না ফিরিয়া একেবারে অতিথিশালাতেই গমন করে। এই প্রকার যে কর দিয়া প্রজার লাভ হয়, তাহাই যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ কর। কিন্তু যাহাতে লাভ নাই, সেরূপ কর স্থাপনে কেবল লোকের আয় কমা। ইহা তাঁহাদিগকে দরিদ্র করা হয় মাত্র।

উত্তরাধিকারের করও এই শ্রেণিভুক্ত। এক ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর এক লক্ষ টাকা পাইলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহার শত করা পাঁচ টাকা কর লওয়াতে উহা হইতে ৫০০০ টাকা কমিয়া গেল। আবার কয়েক মাসের পর তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয় পুত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহাকেও ঐ প্রকার কর দিতে হইল। এইরূপে কয়েক জন উত্তরাধিকারী হইলেই সম্পত্তি নিঃশেষিত হইয়া গেল। স্থানীয় কর হইতে পুলিসের কর প্রদানও ঐ প্রকার। স্থানীয় করের অধিকাংশই বাটী হইতে আদায় হয়। সকলেই অবগত আছেন, কয়েকটী প্রধান নগরভিন্ন এ দেশের প্রায় কোন স্থানের লোকেই বাটী ভাড়া দিয়া দিনাতিপাত করেন না। ভারতবর্ষীয়মাত্রেই সর্ব্বাগ্রে নিজের একখানি বাটী করেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকে যেমন ভাড়াটিয়া থাকেন, এ দেশে সেরূপ প্রথা নাই। মফস্বলে প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক ভদ্রাসন আছে। যাঁহার ইহা নাই, লোকে তাঁহাকে লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া ঘৃণা করে। এইসকল বাটীর বাৎসরিক ভাড়া ধরিয়া কর আদায় হয়। এই করের অর্থ এই হইতেছে, যে প্রত্যেক ব্যক্তি বাটীর মূল্যের কিয়দংশ সাধারণের উপকারার্থ প্রদান করেন। ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আমরা যখন ঐ কর দিতেছি তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে লাভ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। শান্তিরক্ষা সে লাভ নহে। কোন দস্যু বা চোর গৃহের দ্বার বা ইট মস্তকে করিয়া লইয়া যায় না। তবে কিসে লাভ হইতে পারে? যদি এই কর গ্রাম ও নগরের শোভা বৃদ্ধি ও নর্দ্দমা পরিষ্কারপ্রভৃতিদ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে লোকে লাভজ্ঞান করেন। কারণ পীড়া হইলে চিকিৎসার নিমিত্ত অনেক ব্যয় হয়। যদি করপ্রদাননিবন্ধন পীড়া কমিয়া যায়, তাহা হইলে এক বিষয়ে ব্যয় বাঁচিয়া গেল। ফলতঃ গ্রাম ও নগরের শোভাবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষাই সমুদায় স্থানীয় করের প্রধান উদ্দেশ্য। পুলিসের জন্য স্থানীয় কর ব্যয় করিলে কি এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়? গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স কর লইতেছেন; নানাবিধ শুল্ক লইতেছেন; সম্পত্তির মকদ্দমার নিমিত্ত ষ্টাম্প কর লইতেছেন; চিরস্থায়ী বন্দো-

বস্তের সময়ে পুলিসের জন্য পৃথক শত করা এক টাকা কর লইতেছেন; তথাপি স্থানীয় কর হইতে পুলিসের ব্যয় নির্ব্বাহ চেষ্টা পাওয়া কেন ?

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ও এতদ্দে-

শীয় কর্ম্মচারিগণ।

গত ১৯ এ আগষ্ট গবর্ণর জেনেরল এতদ্দেশীয়দিগকে শাসনসম্বন্ধে উচ্চতর পদ দিবার যে প্রস্তাব করেন, সম্প্রতি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট তদ্বিষয়ে এক পত্র লিখিয়াছেন। সর জন লরেন্স যখন এই প্রস্তাব করেন, তখন সর্ব্ব সাধারণে তাহাতে দুটী দোষ দর্শন করিয়াছিলেন। প্রথম, তিনি কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মচারীদিগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি বলিয়াছিলেন, স্বাধীন ইউরোপীয়দিগের সহিত ব্যবহার করা ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সহজ নহে। অতএব যেসকল স্থানে ইউরোপীয় অধিবাসী বা ভ্রমণকারীর সংখ্যা অধিক, সেখানে যেন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী না থাকেন। সর জন লরেন্সের এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কৌশলক্রমে এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ লাভে বঞ্চিত রাখাই তাঁহার অভিপ্রেত। এ দেশে বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ইউরোপীয়দিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবে; সুতরাং যেমন ইউরোপীয়েরা অগ্রসর হইতে থাকিবেন, এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগাকে তেমনি ক্রমশঃ বন্য ও পর্ব্বতীয় প্রদেশে গমন করিতে হইবে। পরিশেষে তাঁহাদিগের আর কোন উচ্চপদলাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। রাজনীতি বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের সহিত এতদ্দেশীয়দিগের সমান ক্ষমতা হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রায় ২৫ বৎসরকাল ইহার চেষ্টা পাইয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সর জন লরেন্স শাসনকর্ত্তা হইয়া তাহার বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহার এই সকল অসঙ্গত অভিপ্রায় যে সিদ্ধ হইবে না, তাহার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণর জেনরলের ১৯ এ আগষ্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট যে পত্র লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা উহার প্রতি এক অংশে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপর অংশে ইঙ্গিতে দোষারোপ করা হইয়াছে। উপযুক্ত ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করা উচিত বলিয়া সর জন লরেন্স যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "এই প্রস্তাবটী দ্বারা উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া হইয়াছে; কিন্তু আমার মতে কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদ প্রদানের নিয়ম করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না; নিয়মান্তর্গত প্রদেশেও এতদনুসারে কাজ করিবার অনেক পথ আছে। আইনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহারা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন, তাঁহারাই শাসনের গুরুতর কার্য্যভার পাইবেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না। যেসকল পদ কেবল সিবিলিয়ানদিগের নিমিত্ত রহিয়াছে, তাহার সমান বেতনের কতকগুলি অচিহ্নিত পদ আছে। এ গুলির উপরে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়দিগের অধিকতর স্বত্ব আছে; তবে এপর্য্যন্ত এই শেষোক্ত পদগুলি কেবল ইউরোপীয়দিগকেই দেওয়া হইতেছে কেন? ইউরোপীয়েরা যতই উপযুক্ত হউন না কেন, তাঁহারা ত রীতিমত পরীক্ষা দিয়া ঐ সকল কাজ প্রাপ্ত হন নাই। এ গুলিতে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের যে স্বাভাবিক স্বত্ব নাই, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং তাঁহারা কোন ক্রমেই বাসীদিগকে সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে যেসকল ইউরোপীয় এইসকল উচ্চতর অচিহ্নিত পদে রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি যে যথোচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযুক্ত ও সচ্চরিত্র ভারতবর্ষীয়গণ যে ভবিষ্যতে কেন এইসকল পদ পাইবেন না, আমি তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শন করিতেছি না। অতএব আমি আশা করি, মহাশয় নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের ন্যায় নিয়মান্তর্গত প্রদেশেও ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করিবেন।"

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের এই লেখা দ্বারা দুটী অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রথম, সর জন লরেন্স জাতিভেদ করিয়া যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, তিনি নিয়মান্তর্গত প্রদেশ সমূহের এতদ্দেশীয় বিচারপতিদিগের কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি করাই যে উন্নতির পরা কাষ্ঠা স্থির করেন, তাহা স্পষ্টরূপে অবিচার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সর আরস্কিন পেরি এবং ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সর রবার্ট ফিয়ার ও গবর্ণর জেনরলের উক্ত রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের এতদ্দেশীয় বিচারপতির নিকটে বিচার হয়, এ ইচ্ছা নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এই অনিচ্ছাটী কুসংস্কার ও জাতিবৈরমূলক প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। অতএব শাসনকর্ত্তার এই কুসংস্কারের উত্তেজনার্থ রাজনীতিপরিবর্ত্ত করা নিতান্ত অন্যায়। যদি ভারতবর্ষ কয়েক জন ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও ইংরাজ কর্ম্মচারীর পৈতৃক খাস তালুক হইত; যদি তাঁহাদিগের

মনোরঞ্জনই এদেশশাসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইত; তাহা হইলে সর জন লরেন্সের প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হইত সন্দেহ নাই। যেসকল ইংরাজ ফ্রান্স অথবা ইউনাইটেড ষ্টেটে থাকিয়া বাস করেন, তাঁহারা কি বলিতে পারেন, সেখানে তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক সেখানে ফরাশী ও আ... বিচার পতি থাকিতে পারিবেন না? ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বটে; কিন্তু শাসন ও বিচারসম্বন্ধে যেসকল ইংরাজ এ দেশে আসিবেন, তাঁহাদিগকে এদেশের কার্য্য প্রণালীর অধীন হইতে হইবে। এতদ্দেশীয়দিগকে শাসন ও বিচার সম্বন্ধে প্রধান পদ প্রদান করাই গবর্ণমেণ্টের উচিত রাজনীতি। যেসকল ইউরোপীয়ের এতদ্দেশীয় বিচারপতির নিকটে অপরাধের বিচার হইবার অনিচ্ছা হয়, তাঁহারা অচিরাৎ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করুন। ঐ সকল অপদার্থ ব্যক্তির কুসংস্কারনিবন্ধন কি আমাদিগের জাতিসাধারণ স্বত্বের লোপ হইবে? বিদ্যাশিক্ষা ও ডাক ঘরপ্রভৃতিতে কতকগুলি করিয়া উচ্চ বেতনের পদ আছে; কিন্তু প্রায় কোন এতদ্দেশীয়কেই তাহাতে নিযুক্ত করা হইতেছে না। কোন্ এতদ্দেশীয় এপর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর হইয়াছেন? এক জন সামান্য ইউরোপীয় সার্জেণ্ট অনায়াসে এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইতেছেন। কিন্তু বংশ, শিক্ষা, ভদ্রতাপ্রভৃতি সকল বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়াও এক জন এতদ্দেশীয় সে পদ পাইতেছেন না! এক জন এতদ্দেশীয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট মাষ্টার জেনরল হইলে দুই মাসের মধ্যে পত্রচুরি বন্ধ হয়। কিন্তু কেবল গবর্ণমেণ্টের কুসংস্কারনিবন্ধন কোন এতদ্দেশীয়ই এই পদ পাইতেছেন না। গবর্ণমেণ্টের আফিসসমূহের রেজিষ্টরের পদে যেসকল ফিরিঙ্গি ও ইউরোপীয় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই অশিক্ষিত সাক্ষী গোপাল মাত্র; ঐসকল আফিসের যে কিছুই কাজ তাহা এতদ্দেশীয় কেরাণীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। তথাপি এদেশীয়দিগকে রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত করা হইতেছে না। পুলিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরলের পদে অনেক অচিহ্নিত ইউরোপীয় আছেন; কিন্তু এসকল পদে অনায়াসে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম মুর, সর ষ্টাফোড নর্থ কোটের পূর্ব্বোক্ত পত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, কয়েকটী পদব্যতীত আর সকল পদই এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে প্রাপ্য রহিয়াছে। সর উইলিয়ম মুর, সর জন লরেন্সের শ্রেণীভুক্ত; অতএব তাঁহার মত যে সর জন লরেন্সের মতের সমান হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে সকল পদ কেবল ইউরোপীয়দিগের প্রাপ্য রহিয়াছে, তৎসমুদায় এক চেটিয়া করিয়া রাখিবার আবশ্যকতা কি? আর যেসকল পদ এদেশীয়দিগের "আইন অনুসারে" প্রাপ্য বলিয়া ভান করা হয়, তৎসমুদায় কি কার্য্যতঃ তাঁহাদিগকে দেওয়া হইতেছে? নামে ত সিবিল সর্বিসের দ্বারও উদ্ঘাটিত রহিয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ কি হইতেছে। ইউরোপীয় (অন্ততঃ ফিরিঙ্গি) পাইলে গবর্ণমেণ্ট যে সে পদেও যে এতদ্দেশীয়দিগকে নিযুক্ত করেন না, এ কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? এই নিমিত্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট পরামর্শপ্রদান চ্ছলে এ দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে যে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইংলণ্ডের লোকগণ এ দেশকে যথার্থ সুখী ও সন্তুষ্ট দেখিতে চাহেন; তাঁহাদিগের নিকটে জাতিভেদ ও বর্ণভেদ নাই। তাঁহাদিগের মতে দেশবাসীদিগের স্বত্বের অপলাপ করিয়া কয়েক জন স্বার্থপর অচিরস্থায়ী বিদেশীয়ের কথায় শাসন করা নিতান্ত অধর্ম্ম। তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ কাজ করিলে এ দেশে আর কিছুই অসন্তোষ থাকে না। আমরা বোধ করি, অতঃপর দেশীয় শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের যথার্থ অভিপ্রায়ানুরূপ কাজ করিবেন।

—:০:—

লাইসেন্স করসংগ্রহের নিয়মাবলি।

গত ২৫এ এপ্রেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গেজেটে লাইসেন্স কর আদায়ের বিষয়ে যে নিয়মাবলি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, এই করনিবন্ধন কোন প্রকার অত্যাচার না হয় ইহা গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। গবর্ণর জেনরল কালেক্টর ও কমিসনরদিগের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত করিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকটে কর লইতে হইবে, কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকট লইতে হইবে না ও কি প্রকারে লইতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। যে যে ব্যক্তি করপ্রদান করিবেন তাহা স্থির করা; সর্টিফিকেট প্রদান; করপ্রদান বিষয়ে আপত্তিশ্রবণ; যাঁহারা কর না দিবেন, তাঁহাদিগকে তন্নিমিত্ত সংবাদপ্রদান ও পরিশেষে তাঁহাদের নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে নালীশ এবং বাকী রাজস্বের ন্যায় কর আদায় করা কালেক্টরদিগের ক্ষমতায়ত্ত হইয়াছে। কমিসনরগণ আপীলশ্রবণ করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে কালেক্টরকে কমিসনরের এবং কোন ডেপুটি কালেক্টরকে কালেক্টরের সম্পূর্ণ বা কতক

ক্ষমতা এবং আর এক জন ডেপুটী কালেক্টরকে অ.শিষ্ট ক্ষমতা দিতে পারিবেন। আমাদের মতে কালেক্টরকে কমিসনরের ক্ষমতাপ্রদান অনুচিত। আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, তাঁহারা প্রায় ডেপুটী কালেক্টরদিগের আজ্ঞার কোন পরিবর্ত্ত করেন না। কলেক্টর নিজে যে মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপ কাহার দণ্ড করিতে পারিবেন না, এ নিয়মটি অতি উত্তম হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল স্পষ্টাক্তিধানে বলিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে কালেক্টর করপ্রদায়ীকে প্রথমতঃ নিজ হস্তে পরয়ানা দিবেন, কেবল বাটীতে সমন রাখিয়া আসিলেই চলিবে না। কিন্তু এক বিষয়ে আজ্ঞা অতি কঠিন হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটকে সকল স্থলেই করের দ্বিগুণ জরিমানা করিতে হইবে; ইহাতে তাঁহার নিজের কোন বিবেচনা করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। অবস্থাবিশেষে দ্বিগুণ জরিমানা অতিশয় কষ্টকর হইবে। এ অংশে মাজিষ্ট্রেটকে অনুগ্রহপ্রকাশের ক্ষমতা প্রদান না করা অনুচিত হইয়াছে। এ বার অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে আসেসর নিযুক্ত করা হইবে না। ১০ আইনের মকদ্দমার ভার শীঘ্রই কালেক্টরদিগের হস্ত হইতে যাইবে। অতএব নূতন আসেসরের প্রয়োজনও দেখা যাইতেছে না। গত বৎসর সংগ্রাহক,দগকে শত করা দুই টাকা কমিসন দেওয়া হইয়াছিল, এ বার তাহা রহিত করিয়া অতি উত্তম কাজ করা হইয়াছে।

করস্থাপনসময়ে কালেক্টর কেবল আমলাদিগের উপরে নির্ভর করিতে পারিবেন না; তিনি স্থানীয় প্রধান লোক ও ব্যবসায়ীদিগকে সাক্ষী মানিবেন। করপ্রদায়ী স্বয়ং জবানবন্দী দিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন। কালেক্টর যেখানে বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাইবেন, সেখানে সেই কথাতেই বিশ্বাস করিবেন। করপ্রদায়ীদিগকে কোন প্রকার কুটি প্রশ্ন করা হইবে না। এটী অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ নিয়ম হইয়াছে। যেসকল কর্ম্মচারী আনুটি ফণ্ডপ্রভৃতিতে টাকা দেন, তাঁহাদিগের সেই টাকা বাদে বেতনের উপরে কর ধার্য্য হইবে। যাঁহারা আপনার অথবা স্ত্রীর জীবন ইন্সিউর করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও ঐ টাকা বাদে কর নির্দ্ধারিত হইবে; কিন্তু এ স্থলে কখন শতকরা ১০ টাকার অধিক বাদ দেওয়া হইবে না। ব্যবসায়ীদিগের কর্ম্মচারীর বেতন, বাটীর ভাড়াপ্রভৃতি বাদ দিয়া কর ধার্য্য হইবে। এগুলি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহকে অতিরিক্ত নিয়ম করিতে বলিয়া অত্যাচারনিবারণের আরও সদুপায় করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে সকল বিষয়ই কালেক্টরদিগের উপরে নির্ভর করিতেছে। অতএব কালেক্টরগণ সহিষ্ণু হইয়া কাজ করেন ইহাই সকলের প্রার্থনীয়। যে কালেক্টরের নামে অধিকসংখ্যক নালীশ হইবে, তাঁহাকে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রদান করা যেন গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি হয়।

উপসংহারকালে আমরা একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। লার্ড ডেলহাউসি সকল বিষয়ে এ দেশের ইউরোপীয়দিগের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিতেন। সর জন লরেন্সও সেইরূপ করিতেছেন। তিনি যে আজ্ঞা দেন, তাহাতেই প্রায় এদেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া প্রভেদ করা হয়। বর্ত্তমান নিয়মাবলিদ্বারাও এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়গণের যে অধিক সুবিধান্বেষণ করা হইয়াছে, তাহা আনুটি ফণ্ড ও ইন্সিউরান্সপ্রভৃতি বাদ দেওয়াতে প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি আমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করি না; এদেশীয়েরাও জীবন ইন্সিউর করিলে ঐ প্রকার স্বত্বভোগী হইবেন। কর আদায় হইলে এক তালিকাতে এদেশীয় করপ্রদায়ী ও অপর তালিকাতে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি করপ্রদায়ীর নাম যে কেন থাকিবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতার ছোট আদালতের মকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর ইউরোপীয়দিগের আপত্তি অগ্রে শ্রবণ করিয়া শেষে ভারতবর্ষীয়দিগের আবেদন যথা তথা কালে শ্রবণ করিবেন; এই উদ্দেশে কি পৃথক্ খাতা করা হইতেছে?

—:o:—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধশেষ।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ফললাভ হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। ৬ ই এপ্রেল সর রবার্ট নেপিয়র মাগদালায় উপনীত হন। ঐ দিবস তাঁহার সকল সৈন্য উপস্থিত হইতে পারে নাই বলিয়া, তিনি ৯ ই পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। ঐ দিবস সৈন্যগণ উপস্থিত হওয়াতে পর দিবস যুদ্ধ আরম্ভ হয়। থিওডোর বন্য বটেন; কিন্তু যত দূর সাধ্য সাহসসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ সেরূপ ছিল না। সুতরাং তাহারা অজস্র শোণিতপাতের পর পরাজিত হইয়াছে। তাহাদিগের ৫০০ হত ও ১৫০০ আহত হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্যগণের মধ্যে কাপ্তেন রবার্টস ও ১৫ জন সৈনিকমাত্র আহত হন। পর দিবস যাবতীয় বন্দীকে মুক্ত করা হইয়াছে। থিওডোরের নিকটে ৬১ জন ইউরোপীয় বন্দী ছিলেন; ইহাঁদিগকে ব্রিটিশ শিবিরে প্রেরণ করা হয়। রাজার অধিকাংশ সৈন্য এই পরাজয়ের পর অতিশয় ভীত ও নিরুৎসাহ হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার অনেক সন্দারও ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রগল্‌ভ থিওডোর সম্মুখযুদ্ধে পরাজিত হইয়াও শত্রুর নিকটে মস্তক অবনত

করেন নাই। তিনি পরাজিত হইয়া মাগ দালায় দুর্গরক্ষা করিবার মানস করিলেন। তখন সর রবার্ট নেপিয়র তাঁহাকে এই বলিয়া সংবাদ দিলেন যে, তিনি যদি ২৪ ঘটিকার মধ্যে আত্মসমর্পণ না করেন, তাহা হইলে দুর্গ আক্রমণ করা হইবে। থিয়োডোর তাঁহার বাক্যানুসারে আত্মসমর্পণ না করাতে, ১৩ই দিবস আরমস্ট্রং সৈনা সমভিব্যাহারে কামান ও সেওারীরা আক্রমণ করিয়া দুর্গ ভেদ করেন। থিয়োডোর স্বয়ং একটা দ্বার রক্ষা করিতে করিতে টিপু সুলতানের ন্যায় হত হইয়াছেন।

এই প্রকারে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের শেষ হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করা হয় তাহার ফল হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, সৈনাগণ ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবে কি না? সমুদায় আবিসিনিয়া এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পদানত হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশদল সেখানে স্থায়িরূপে অবস্থান করিলে এই বশীভূতত্ব থাকে কি না। আবিসিনিয়া লোভের সামগ্রী সন্দেহ নাই; বিস্তর ইংরাজ ও ভারতবাসী তথায় থাকিয়া অনায়াসে দিনপাত করিতে পারেন তথাপি আমরা বলিতেছি, এই লোভ ত্যাগ করিয়া অঙ্গীকারানুসারে এ স্থান হইতে আগমন করাই ইংলণ্ডের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

—৹—

সার রবার্ট মন্টগমরি ও দেশীয় রাজগণের শাসনপ্রণালী।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনপ্রণালী ভাল কি দেশীয় রাজগণের শাসনপ্রণালী ভাল, এই বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার যে মিমাংসা হইয়াছে এবং সে বিষয়ে পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর রবার্ট মন্টগমরি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়, অতএব তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসন প্রণালীর আনুকূল্যে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। প্রজাগণ সমধিক সৌভাগ্যশালী।

২। লোকের জীবন ও সম্পত্তি সমধিক নির্ব্বিঘ্নে আছে।

৩। ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে।

৪। প্রকাশ্য ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দুষ্ক্রিয়াকারীর হস্ত হইতে রক্ষার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উপায় করা হইয়াছে।

৫। রাজস্বপ্রণালী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট।

৬। গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট হইতে অনিয়মিত অর্থ গ্রহণ করেন না।

৭। বণিক ও পোদ্দারেরা সমধিক সৌভাগ্যশালী।

৮। কৃষকেরা উৎকৃষ্ট অবস্থাসম্পন্ন।

৯। বাণিজ্যের স্বাধীনতা ও বাণিজ্য কার্য্যের অনেক সুবিধা আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরোধী।

১। অভিজাতদল ও রাজসভাসদগণ।

২। সর্দারগণ।

৩। ভদ্রলোকসকল।

৪। ব্রাহ্মণগণ।

৫। ফকিরজাতি।

৬। রাজনীতিজ্ঞ ও দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তিগণ।

৭। স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পিগণ।

যে যে কারণে লোকে ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর প্রতি অননুরক্ত সেগুলি এই।

১। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা বিদেশীয় শাসিত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা নাই।

২। বিচারপ্রণালী প্রজার নিতান্ত অপ্রিয়। কারণ উহা অতিশয় জটিল; উহাতে অনেক ব্যয় ও বিলম্ব হয়। উহার এরূপ অসাময়িক উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে যে, উহা ইউরোপীয়দিগেরই যোগ্য হইয়াছে; এদেশীয়দিগের উপযোগী হয় নাই। এদেশীয়দিগের সুবিচারের সংস্কার এই যে, উহা শীঘ্র ও স্বল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইবে, অথচ ফলোপধায়ক হইবে।

৩। ভারতবর্ষীয়েরা আইন ও ব্যবস্থার সদা পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হন। সামান্য লোকে ব্যবস্থার এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন ও উহার আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। তাহারা এই সন্দেহ করে যে, তাহাদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের উচ্ছেদসঙ্কল্প করা হইতেছে।

৪ ভারতবর্ষীয়েরা বাকি রাজস্বের নিমিত্ত ভূমিবিক্রয়, ঋণের নিমিত্ত কারারোধ, ইংরাজদিগের করগ্রহণপ্রণালী, স্ত্রীলোকদিগকে ব্যভিচারের দণ্ড হইতে অব্যাহতিদান এবং তাঁহাদিগের নিত্য কার্য্যে নিত্য হস্তক্ষেপ এগুলি ভাল বাসেন না। বিশেষতঃ লোকসংখ্যা করা এবং স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বন্দোবস্তের নিমিত্ত উৎকোচগ্রাহী গর্ব্বিত দেশীয় কর্ম্মচারীরা যে তাঁহাদিগের নিকটে সর্ব্বদা গমনাগমন করেন, সেটি তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

৫ প্রজার বিরাগ জন্মিবার অপর কারণ এই সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের দূরস্থ গৃহ হইতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা আহ্বান করা হয়, এতদর্থে তাঁহাদিগের যথোচিত ক্ষতিপূরণ হয় না; প্রত্যুত অনেক বিলম্ব হয়।

৬। ব্রাহ্মোত্তরাদি গ্রহণ করাতে প্রজারা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। দত্ত সামান্য বস্তুরও সূক্ষ্ম ও দৃঢ় অনুসন্ধান করা হয় এবং তাহা তাঁহাদিগের হস্তপর ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, এটি এক প্রকার নিশ্চিত আছে।

৭। প্রজারা দেশীয় সর্দ্দার ও রাজগণের কৃত জাঁকজমক ও দত্ত পুরস্কার ভাল বাসেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টে উহার কিছুই নাই। প্রত্যুত ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট পুরস্কারদানে অনুৎসাহ দেন। যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহা অতি অল্পমাত্র ও অতি কষ্টে দেওয়া হয়।

৮। যখন অন্য রাজ্য অধিকার করিয়া লওয়া হয়, পদস্থ ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়া থাকে। অভিজাতদল সম্ভ্রম ও লাভকর পদ প্রাপ্ত হন না। দেশের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দরিদ্র হইয়া পড়েন। সৎকুলজাত যুবা ব্যক্তিরা সম্মুখে কোন লোভনীয় পদ দেখিতে পান না; ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা প্রায় তাঁহাদিগের দুঃখে দুঃখপ্রকাশ অথবা তাঁহাদিগের বিষয়ে বিবেচনা করেন না; ইহাতে তাঁহারা আত্যন্তিক দুঃখিত হইয়াথাকেন।

৯। প্রজার সহিত রাজপুরুষদিগের সমদুঃখসুখবেদিতা নাই। গবর্ণমেণ্টও প্রজাদিগের বুদ্ধি বিবেচনাও রুচির অনুরূপ নহে।

সর রবার্ট মণ্টগমরি এইরূপে অপ্রিয়তার কারণ গণনা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রজাপ্রিয় করিবার যে যে সদুপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলিও তাঁহার বহুদর্শিতা, প্রজাহিতৈষিতা ও মহানুভবতার পরিচয়প্রদান করিতেছে। সে গুলি এই :—

১। যেসকল রাজকর্ম্মচারী নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা অল্পসংখ্য ও নানাস্থানে ছড়াইয়া আছেন, তাঁহারা অভিজ্ঞও নহেন। তাঁহাদিগের স্কন্ধে যে কার্য্যভার নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা দিবা রাত্রির মধ্যে অবসর পান না; সুতরাং লোকের সহিত মিশিয়া যে তাঁহাদিগের বিশ্বাসভাজন হন এবং তাঁহাদিগের কুসংস্কার দূর করিয়া যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৎ ও উদার উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের গোচর করেন এবং তাঁহাদিগের মনের ভাব অবগত হন, কর্ম্মচারী দিগের এরূপ অবকাশ নাই। কর্ম্মচারীরা যে ঐ কাজগুলি করেন, ইহাই সর মণ্টগমরির উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, রাজপুরুষেরা যদি প্রজার দুঃখে দুঃখ ও প্রজার সুখে সুখিতা প্রদর্শন করেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়।

২। প্রজাদিগকে বহুলপরিমাণে রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য।

৩। এক এক প্রদেশে এক এক ব্যবস্থাপক সভা করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে তাহাতে লইয়া ব্যবস্থাপ্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। এখন ব্যবস্থাপক সভায় এদেশীয়দিগের গ্রহণের যে নিয়ম আছে তদ্দ্বারা সর মণ্টগমরির অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে না।

৪। এদেশীয়দিগকে যদি শাসন কার্য্যের অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া না হয়, এদেশীয়দিগকে যে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা নাই।

৫। ব্রিটিশ শাসন প্রণালীর যে যে অংশ প্রজাদিগের মনের মত নয় সে গুলিকে তাহাদিগের মনের মত করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য এবং এই চেষ্টা করা উচিত যে প্রজারা স্থানীয় অফিসরদিগের প্রতি অনুরক্ত হয় এবং প্রজার উন্নতির বাসনা পথে যে বাধা আছে, তাহা দূর করিয়া তাহাদিগের সিবিল ও মিলিটরি পদে প্রবেশপথ সুগম করিয়া দেওয়া হয়। যেসকল ইংরাজ উচ্চ পদে অধিরূঢ় আছেন, তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও মান সম্ভ্রমের হ্রাস করিয়া দিবার চেষ্টা পাইলে যে এ অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, তাহা সম্ভাবিত নহে। এদেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে উচ্চ পদস্থ করিয়া দিয়া এ অভীষ্ট সাধন করিবার চেষ্টা পাওয়াই উচিত।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, জাডেন স্কিনর কোম্পানির হাউসের মুচ্ছুদ্দি বাবু ঈশানচন্দ্র বসু হৃদ্রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। শুনা গেল, তিনি মৃত্যুকালে নিজ বাসগ্রামে একটী বিদ্যালয় ও একটী চিকিৎসালয় এবং একটী পাকা রাস্তা করিবার কথা উইলে লিখিয়া গিয়াছেন।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। তামাদি আইন, এখানি শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন এবং তৎসংক্রান্ত বর্ত্তমান সাল পর্য্যন্ত উক্ত আইনের উপর হাইকোর্টের যে সকল নজীর হইয়াছে তৎসমুদায় সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকদ্বারা ব্যবহারাজীব ও মকদ্দমাকারীদিগের উপকারলাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

২। অপরোক্ষানুভূতি। মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রণেতা। অধুনা এই পুস্তক শ্রীকেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক পদ্যে অনুবাদিত হইয়া মূলের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। অনুবাদ মন্দ হয় নাই।

৩। ব্রতমালা। এখানি শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্নকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে শাস্ত্রোল্লিখিত ও স্ত্রীপরম্পরা প্রচলিত বহুতর ব্রতের অনুষ্ঠান ও কথা এবং ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদ্বারা দশকর্ম্ম ব্যবসায়ী যজমানোপজীবীদিগের সবিশেষ উপকারলাভের সম্ভাবনা।

৪। সাপ্তাহিক সংবাদ। এখানি ১লা মে অবধি ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই খণ্ডে ভূমিকা, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টাশ্রিত জনগণের পেন্‌সন্ ফণ্ড, বিবাহ ভঙ্গের আইন ও আদালতের আবশ্যকতা এবং সংবাদাদি লিখিত হইয়াছে। এখানিতে সম্পাদকের নাম নাই; কিন্তু ইহার লিখন ভঙ্গীদ্বারা ইহা যে এ দেশীয় খৃষ্টীয়ান কর্ত্তৃক প্রচারিত তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

—:*:—

বিবিধসংবাদ।

১৬ ই বৈশাখ সোমবার।

২৪ এ এপ্রেল অবধি সিটনকার সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। নীলদর্পণঘটিত গোলযোগ নিবন্ধন লার্ড কানিং আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সিটনকার সাহেব আর কখন সেক্রেটারির পদ পাইবেন না। অতএব এ জনরব অমূলক বোধ হইতেছে। মিঞ্চিন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদত্যাগ করিয়াছেন।

ষ্টেটসেক্রেটারির অনুমতি অনুসারে গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল আফিসর আপনাদিগের দোষনিবন্ধন পদচ্যুত হইবেন বা সামরিক বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইতে অনিচ্ছু হইয়া পদত্যাগ করিবেন, তাঁহারা অত্যন্ত দৈন্য দশাক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের পরিবারগণও ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত পাথেয় প্রাপ্ত হইবেন। ভারতবর্ষের সমুদায় রাজস্ব সৈনিকদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেই উৎপাত চুকিয়া যায়।

গত শনিবারের ইংলিসমানে জনরবমূলক এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে আজমখাঁ সম্প্রতি দুটী যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে রুশীয় সেনাপতির নিকটে এই বলিয়া সাহায্য চাহিয়াছিলেন, যখন পারস্যাধিপতি সিয়ারআলি খাকে সাহায্য দিতেছেন, তখন তিনি রুশীয়দিগের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে পারেন। রুশীয়গণ যে আফগানস্থানের উত্তর যুদ্ধার্থী দলের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কাবুলে রুশীয় সৈন্যগণ প্রবেশ করিলেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কিছুই বলিবেন না, এটী ভালরূপে জানিবার পূর্ব্বে তাহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিতেছে না।

এমন জনশ্রুতি, পঞ্জাবের লেপ্টেন্যাণ্ট গবর্ণর সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড পীড়ানিবন্ধন পদ ত্যাগ করিবেন।

বোম্বাইয়ের কতকগুলি লোকের অনুরোধে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মিস কার্পেণ্টরের পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন করিবার কথা হইতেছে। বোম্বাইয়ের স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন তাঁহার আগমনের কারণ।

ডিসরেলি সাহেব যে দিন প্রথম মহাসভায় প্রবেশ করিয়া বক্তৃতা করেন, সে দিবস তাঁহার স্ত্রী হাউস অব কমন্সে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিবস তাঁহার বক্তৃতা কোন কাজের হয় নাই, প্রত্যুত তাঁহাকে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয়। ইহাতে বিবি ডিসরেলি এত দুঃখিত হন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যত দিন তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী না হইতেছেন, তত দিন তিনি আর মহাসভাগৃহে প্রবেশ করিবেন না। এক্ষণে তাঁহার এই ইচ্ছা সফল হইয়াছে। যে দিবস ডিসরেলি সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়া প্রথমতঃ হাউস অব কমন্সে প্রবেশ করেন, বিবি ডিসরেলি এত কালের পর সেই দিন হাউস অব কমন্সে উপস্থিত হইয়াছিলেন

শুক্রবার জষ্টিসদিগের যে সভা হয়, তাহাতে ডাক্তর মৌএট স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন, ক্লার্ক সাহেবের ড্রেণ কেবল অপব্যয়ের কারণমাত্র হইয়াছে। ইহাতে আর টাকা ব্যয় করা উচিত কি না, তিনি তাহা বিবেচনা করিবেন বলিয়া আপাততঃ ইহা বন্ধ করিতে বলিলেন। হগ সাহেব এখনও প্রত্যাশা করিতেছেন, ক্লার্ক সাহেব প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পূর্ণ করিবেন।

পিয়নিয়র বলেন, একজন জার্ম্মনীয় ভ্রমণকারী নেটালের নিকট এক বিস্তৃত স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ খাতে কালিফার্ণিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা অধিক স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। এস্থানটী স্বাস্থ্যকর, অতএব খনকারীরা এখানে অনায়াসে বাস করিতে পারেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন, মধ্যভারতবর্ষের এক স্থানে কতকগুলি ঠক কয়েক ব্যক্তিকে বিষ দ্বারা অচেতন করিয়া তাঁহাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছিল। উহারা সম্প্রতি ফাঁসীতে ধৃত হইয়াছে। ঠকেরা অতি নির্ব্বোধ, কলিকাতায় আসিয়া খুন করিয়া চুরি করিলেই ত অব্যাহতি পাইত।

বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণার্থ ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। এই বিলে গরুকে উত্তম খাদ্য দিয়া মধ্যবিধ পরিশ্রম না করাইলে পালকদিগের দণ্ড হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার মেডিকাল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রদানের সময় অধ্যক্ষ ডাক্তর চিবাস আক্ষেপ করিয়াছেন, অনেক ছাত্র ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। তিনি কেবল বাবু কানাইলালদের প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তর চিবসের এ আক্ষেপ অমূলক নহে।

অমৃতবাজার পত্রিকার এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, "আমাদিগের সামান্য বোধে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে হাজত আর কিছু নয়, কেবল একটী ঘর, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের অপরাধের সপ্রমাণ হওয়া না হওয়া পর্য্যন্ত এক প্রকার আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, যে অপরাধ সপ্রমাণিত হইয়া দণ্ডাজ্ঞার সময় তাহারা পলায়ন করিয়া আদালতকে বিরক্ত না করে। যদি এই হাজতের প্রকৃত অর্থ হয় তাহা হইলে হাজতে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে কষ্ট দিবার কারণ কি? আহা, তাহাদিগের কষ্টের বিষয় মনে উদয় হইলে পাষাণবৎ হৃদয়ও বোধ হয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু আবার এত কষ্ট পোড়া বাঙ্গালীদিগের পক্ষেই হয়, শ্বেতাঙ্গ পুরুষদিগের পক্ষে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। যদি কোন বাঙ্গালী হাজতে আবদ্ধ হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের মধ্যে প্রায় সমাধিক্রন্দন উঠে, কারণ আমাদিগের বিশ্বাস আছে, হাজতে কয়েদ অবস্থা হইতেও অধিক কষ্ট। কিন্তু কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অতি ঘোরতর মহা পাপে বেষ্টিত হইয়া অভিযুক্ত হইলেও তাহার হাজতের পদ্ধতি ভিন্ন প্রকার।"

২০ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে দর্শন করিলাম, গত শনিবার প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল বিভাগের উকীলগণ আদালতের পুস্তকালয়ে এক সভা করেন। মেইন সাহেব সর এডওয়ার্ড রায়নকে পত্র লিখিয়া যে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীয়গণ উকীল অপেক্ষা ব্যারিষ্টরদিগকে অধিকতর ভদ্র মনে করিয়া মকদ্দমা দিতে ভাল বাসেন তাহার প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এই

—৫৭—

সভা হয়। বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ অধ্যক্ষতা করেন। মেইন সাহেবের এটি যে ভ্রম, তাহা জানাইবার নিমিত্ত উকীলগণ তাঁহাকে এক পত্র লিখিবেন। তাহাতে মেইন সাহেবের কি মত পরিবর্ত্ত হইবে? বারিষ্টরদিগকে লোকে ফৌজদারি মকদ্দমা দিতে চাহেন তাহার প্রকৃত কারণ এই যে, বারিষ্টরগণ মফস্বলের বিচার পতিদিগকে ধমকাইয়া কাজ করেন। যেখানে মফস্বলের আইন লইয়া সূক্ষ্ম আইন ও ব্যবহারের তর্ক হয় সেখানে লোকে উকীলগণের হস্তেই মকদ্দমা দেন। মেইন সাহেবকে এটী স্পষ্ট বলা কর্ত্তব্য।

দিল্লীগেজেট বলেন, কান্দাহার সিয়ার আলির হস্তগত হওয়াতে আজিম খাঁ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার সৈন্যগণ পরাজয়ের পর সিয়ার আলির দলে মিশ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে আজিমখাঁর সৈন্য বা অর্থ কিছুই নাই। যে কোন উপায়ে দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় ব্যস্ত আছেন। সিয়ার আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁ কাবুল আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। আফগানদিগের এই গৃহযুদ্ধ চক্রবৎ ভ্রমণ করিতেছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, ফিরোজ সাহ সোয়াড হইতে দূরীভূত হইয়া বনিরদিগের নিকট বাস করিতেছেন। আখুনার নিকটে যে সকল হিন্দুস্থানী বাস করিয়াছে তাহারা তাঁহার সাহায্য করিতেছে। আবদুল্লানামক এক জন ভূতপূর্ব্ব মৌলবী ও সীমার নিকটে আছেন। ভারতবর্ষ হইতে ইহাদিগের সাহায্যার্থ টাকা প্রেরিত হয়। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি এই সকল লোককে ক্ষমা করা গবর্ণমেণ্টের যথার্থ রাজনীতি। ইহাতে তাঁহাদিগের সম্ভ্রম (প্রেষ্টিজ) কমিবে যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা নির্ব্বোধ।

মফস্বলাইট বলেন, সম্প্রতি লাহোরে ৫০ লক্ষ টাকার নোট প্রেরিত হইতেছে এবং পঞ্জাবের সীমান্বিত সেনাদলের কোন আফিসর বিদায়পান নাই। ইহাতে যুদ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এক বার বাজুটিদিগকে শাসন করিবেন এবং যদি পারেন ত ফিরোজ সাহকেও ধরিবার চেষ্টা পাইবেন বোধ হইতেছে।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আজিম খাঁ আমির সিয়ারআলীর আত্মীয়দিগকে কারারুদ্ধ করাতে কাবুলের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। দোস্তমহম্মদের অন্যতর পৌত্র আবদুল্লা এই সকল নিষ্ঠুর কার্য্য দর্শন করিয়া পেসোয়ারে পলায়ন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সিমলার পুলিষ এক জন ফকিরকে ধৃত করিয়াছেন। এই ব্যক্তির আকৃতি ও কথায় ইহাকে প্রধানবংশীয় বলিয়া বোধ হয়। পুলিষ সন্দেহ করেন, ইনি দিল্লীর একজন বিদ্রোহী রাজকুমার। ফকির বলেন, তিনি অযোধ্যার রাজবংশীয় মহম্মদ আলীর পুত্র মাকবুলুদ্দৌলা। বিদ্রোহের সময়ে তিনি কোন দোষ করেন নাই, তথাপি পাছে সন্দেহক্রমে তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া হয় এই ভয়ে তিনি ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন। এ ব্যক্তি বাস্তবিক কে তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। এখনও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এ প্রকার সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করেন, ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়।

উক্ত পত্র জন শ্রুতিতে শ্রবণ করিয়াছেন, কাশ্মীরের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে অনেক বিষয় লিখিত হওয়াতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্যের শাসনপ্রণালীর অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। সত্য হইলে এটী অতি সুখের সংবাদ সন্দেহ নাই। রাজা আত্মসমর্থন করিতে ত্রুটি করেন না, তথাপি সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে সংবাদ আইসে। ইহার একটী মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এই সঙ্গে বরদার গুইকুমারের কার্য্যের অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

১৮ ই বৈশাখ বুধবার।

ডাকঘরসমূহের ডিরেক্টর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল স্থান দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে তত্রত্য ডাকঘরসমূহ যতদূর সম্ভব রেলওয়ের নিকটে আনয়ন করিতে হইবে। এইরূপ বন্দোবস্ত করিলে অনেক উপকার হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত মাউনগরে কানপুরের এক জন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রীর নিকটে তদীয় বস্ত্রগুলি প্রেরণ করাতে তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর আত্মীয়দিগের উত্তেজনাতেই হউক সহমৃতা হন। বহুদিন ইহার উদ্যোগ হইয়াছিল। পুলিষ ও কানপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এই সংবাদ পাইয়াও কিছু বলেন নাই বলিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উপরে অতিশয় অসন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন; ঐ কার্য্যের উদ্যোগীদিগের, ১৭ জন কারারুদ্ধ আছে। কানপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট জানিয়া শুনিয়া যেপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই, কোন এতদ্দেশীয় রাজা ঐ রূপ করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার কথা হইত।

উক্ত পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্ণর জেনরল ও সেক্রেটারিগণ সিমলায় গমন করিলে তাঁহাদিগের ভাতা গ্রহণ করা অনুচিত। যে স্থলে অতিরিক্ত কষ্ট ও অসুবিধা হয় সেই স্থলেই ভাতা দেওয়া উচিত। অনেকে বিদায় লইয়া অর্দ্ধেক বেতনে ও সিমলাতে গ্রীষ্মকালে অতিবাহিত করা সুখের বিষয় জ্ঞান করেন। অতএব গবর্ণর জেনরল ও সেক্রেটারিগণ সম্পূর্ণ বেতন পাইলেই পর্য্যাপ্ত হইল। কেরানীগণেরই অসুবিধা হয়, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহই ভাতা পাইবার উপযুক্ত নহেন।

উক্ত পত্র জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, বোম্বাইয়ের বন্দরের উন্নতির নিমিত্ত ষ্টেটসেক্রেটারি এক কোটি টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তদ্দ্বারা ডক ও কতকগুলি জেটি প্রস্তুত হইবে। বড় বড় জাহাজ হইতে এক কালে তীরে দ্রব্য নামান যায় এপ্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে। ইহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পবলিক ওপিনিয়ন শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি ই. সি, বেলি সাহেব পররাষ্ট্রবিভাগের ভার পাইবেন।

মহরমের নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল বিভাগ আগামী কল্য অবধি ৪ ঠা মে পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। নিম্নতর দেওয়ানী আদালতসমূহ পূর্ব্ব হইতে বন্ধ হইয়াছে। আমরা এই প্রভেদ ও বিশৃঙ্খলার কারণ বুঝিতে পারি না। দেওয়ানী আদালতসকল এক দিনে বন্ধ করিয়া এক দিনেই খোলা উচিত।

লক্ষ্ণৌ টাইমস বলেন, ৯৩ গণিত হাইলণ্ডারদিগের অধ্যক্ষ কর্ণেল বরোস লক্ষ্ণৌয়ের বিদ্রোহকালীন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে অভিলাষী হইয়া তত্রত্য যমুনা মসিদের চূড়ায় উঠিতে চাহেন। মসিদের দারগা তাঁহাকে নিষেধ করাতে কর্ণেল তাঁহাকে প্রহার করেন। ইহাতে দারগা ও কয়েকজন হীরসি তাঁহাকে প্রহার করিয়াছেন। এবিষয়ের নিমিত্ত নালীশ হইয়াছে। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের বিচার প্রণালী অনুসারে দারগার যে দণ্ড হইবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু হাইলণ্ডার কর্ণেলের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, মসিদের চূড়ার উপরে কোন খৃষ্টীয়ান গমন করিলে মুসলমানেরা তাহা অপবিত্র জ্ঞান করেন। আফিসরগণের এই সকল সামান্য বুদ্ধি নাই কেন?

অদ্যকার গেজেটে পরীক্ষোত্তীর্ণ উকীল ও মোক্তারদিগের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। গত জানুয়ারিতে যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে চারি জন

প্রথম শ্রেণিরও ১৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণির উকীল হইয়াছেন। ১৯৭ জন মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১৯ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর উকীল ও মোক্তারদিগের পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন। ইঁহারা প্রশ্ন প্রস্তুত করিলে স্থানে স্থানে সেগুলি প্রেরিত হইবে। স্থানীয় পরীক্ষকস্বরূপ জজ মাজিষ্ট্রেট ও প্রধান সদর আমীনগণ সভাপতি হইবেন। ইহাঁদিগের হস্তে বাচনিক পরীক্ষার ভার থাকিবে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। প্রত্যেক প্রথম শ্রেণির পরীক্ষার্থীকে গড়ে শত করা ৬০॥ সংখ্যা রাখিতে হইবে। যাঁহারা কোন বিষয়ে পূর্ণ নম্বরের তৃতীয়াংশ না রাখিতে পারিবেন, তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। বাচনিক পরীক্ষায় তাঁহাদিগের অন্ততঃ ৩০ সংখ্যা না থাকিলে তাঁহাদিগের লিখিত উত্তরগুলি পরীক্ষকদিগের নিকটে প্রেরিত হইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষায় শত করা ৫০ সংখ্যা রাখিতে হইবে বাচনিক পরীক্ষায় ২০ সংখ্যা না থাকিলে তাঁহাদিগের লিখিত উত্তরগুলি দর্শন করা যাইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণির উকীলগণ ইংরাজী বাঙ্গালার যে ভাষায় হউক, পরীক্ষা দিতে পারিবেন। মোক্তারদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। কমটি ওকালতি পরীক্ষার প্রয়োজন কি? যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্ এল্ গণ প্রথম শ্রেণির উকীলদিগের ন্যায় স্বত্ব পান, তখন উভয়বিধ পরীক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করা কর্তব্য।

কাপ্তেন আর, ডি, বোরবেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, অষ্ট্রেলিয়ার কয়লা ইংলণ্ডের নিউকাসলের উত্তম কয়লার তুল্য। ইহা সংগ্রহ করিতে অল্প অর্থ ব্যয় হয়। এই কয়লা ভারতবর্ষে আমদানী করা তাঁহার ইচ্ছা। রাণীগঞ্জ ও মধ্য ভারতবর্ষের কয়লার খনি যথারীতি খনিত হইলে সমুদায় পৃথিবীকে কয়লা যোগাইতে পারে। এদেশে ক্রমশঃ কাষ্ঠ দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে অনেক এতদ্দেশীয় কয়লাদ্বারা রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতার প্রায় যাবতীয় ময়রা ইহা ব্যবহার করিতেছে। এমন অবস্থায় বিদেশীয় কয়লাতে লাভ চলিবে না। যাহাতে দেশের কয়লা ভূগর্ভ হইতে উথিত হয় সেই চেষ্টা পাওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

লিওনার্ড সাহেব দারজিলিঙের রাস্তার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ভ্রমণকারিগণ এই রাস্তাটিকে তত ভাল বলেন না।

লাহোর ক্রণিকেল বলেন, ডাক্তার লিটনার ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার ঘাড়ে বাতাস লাগিয়াছে। শিক্ষাবিভাগ হইতে যিনি পলায়ন করিতে পারেন তিনিই সুখী।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, খিদিরপুরের চাপলেনের ন্যায় সেণ্ট আণ্ড্রুর চাপলেনের শকটের ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল মাসিক ১০০ টাকা অতিরিক্ত দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন সর জন লরেন্স এই সকল কাজ করিয়া যে কত অনিষ্টসাধন করিতেছেন তাহা বলা যায় না।

২০ এ বৈশাখ শুক্রবার।

আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, যে লোকে অদ্যাপি প্রেত তত্ত্বের উপরে বিশ্বাস ও উহা লইয়া আন্দোলন করিতেছে। অমৃতবাজারে মধ্যে মধ্যে চক্র করিয়া উহার আন্দোলন হইতেছে। যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা উহা অবগত হইলাম, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অমৃত বাজার চক্র।"

"আমরা একদা কয়েক জন অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লইয়া একটি চক্র করি। কিছু ক্ষণ স্থির ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া তন্মধ্যস্থ ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলা আত্মাধিকৃত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ও সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমে মিডিয়ামের হস্ত সঞ্চালনের ভাবে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে তিনি লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই স্ত্রীলোকটি তাঁহার জন্মাবধি কখন কালি কলম একত্রিত করেন নাই, বিশেষতঃ ইহাঁর বুদ্ধি নিতান্ত স্থূল, ইহাঁ কর্ত্তৃক লেখা হইবে, ইহা আমরা কোন মতেই মনে ধারণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু পাঠকগণ, অনুভব করুন, আমাদের মনোমধ্যে কত বিস্ময়ের উদয় হইল যখন স্পষ্টাক্ষরে তিনি "রাম লোচন ঘোষ" নামটী পুনঃ পুনঃ ১০।১২ বার লিখিলেন। আমরা ইহা দেখিয়া চমকিত হইলাম। রামলোচন ঘোষ আমাদের কোন আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন। তদন্তর আমরা এই আত্মাকে তাঁহার জাতার নামটি লিখিতে অনুরোধ করিলাম। তাহাতে মিডিয়াম "পদ্ম" এবং তার পর কি অস্পষ্ট করিয়া লিখিলেন তাহা পড়িতে পারা গেল না। ইহাতেও আমরা কম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম না। কারণ আমরা যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার নাম "পদ্মলোচন।"

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী চোমপাড়া পল্লীতে এক ফকির আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি বস্তু দাওয়ান নামে অভিহিত। হাঁপ কাশ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি সকল তাঁহার আয়াস সাধ্য বলিয়া প্রচার করায় নানা স্থান হইতে শত শত পীড়িত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তিনি তাহাদিগকে নামাঙ্কিত কবজ ও বিন্দুমাত্র মৃত্তিকা প্রদান করিতেছেন, ব্যাধিতদিগের অনেকেরই না কি পীড়া উপশম হইয়াছে।"

উক্ত পত্রে যশোহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ-

"যশোহরের উত্তর নওয়াপাড়া গ্রামে প্রায় ৫।৬ রোজ হইল, রাত্র যোগে নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে কিসে দন্তাঘাত করিতেছে। তাহার সন্ধান কেহ কিছু করিতে পারিতেছেন না। প্রথমে সকলে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এটী শৃগাল কর্ত্তৃক সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলে শৃগাল দিনে দেখা যাইত। বোধ করি এ বিষয় কর্তৃপক্ষীয় রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। যে হয় পশ্চাৎ লিখিব।"

উক্ত পত্রে বারাকপুর হইতে কোন ভদ্র লোক লিখিয়াছেনঃ-

"এখানে একটী ছাগলে দুটি মৃত শাবক প্রসব করিয়াছে। তন্মধ্যে একটীর শরীর, বর্ণ ও নাসিকা মনুষ্যের ন্যায় এবং তাহার নাসিকার উপর একটিমাত্র চক্ষু আছে।"

"গত ২০ এ চৈত্র রাত্রে হুগলি, চুচুড়া নৈহাটি ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে ভারি ঝড় হইয়া গিয়াছে। নৈহাটির ঘাটে যে কয়েকখানি নৌকা ছিল, তাহা সমুদয় জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক ঘর দরজাও পড়িয়া গিয়াছে। এই ঝটিকা গত কার্ত্তিক মাসের মহা ঝটিকারই অনুরূপ, প্রভেদ এই যে উহা অতি অল্পক্ষণই ছিল।"

২১ এ বৈশাখ শনিবার।

প্রয়াগ দূত বলেন, অল্প দিন হইল, বারাণসীর মহারাজার আনুকূল্যে, তথাকার কতগুলি ভদ্রসন্তান "বেনারস এসেম্বি রুম্স" গৃহে "জানকীমঙ্গল" নামক একখানি হিন্দি নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। রঙ্গভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ জন সাহেব ও বিবি এবং প্রায় চারিশত রাজা ও মহাজন দর্শক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই নাটকখানি "বেনারস কুইন্সকালেজের"

পণ্ডিত শিবপ্রসাদ তেওয়ারি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রামের বিবাহ ও শিবধনুর্ভঙ্গের বিষয় লিখিত হইয়াছে। যদিও অভিনেতাগণ উৎকৃষ্টরূপ অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই, তথাপি দর্শকগণের যথোচিত প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের রুচি যে এতদূর পরিশুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

"বিগত ৩রা এপ্রেল দিবসে মথুরা হইতে দিল্লী যাইবার পথে একটী ডাকাইতি হইয়াগিয়াছে, হরদেব নামে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কালকাসী নামক একটি স্থানে মেলা দেখিতে যাইতেছিল, ফরিদাবাদের নিকট এক স্থানে ১২ জন দস্যু আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যাহা কিছু বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল, সমুদায় কাড়িয়া লয়, সেই সময়ে পুলিষের কয়েক জন চৌকিদার সেইখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দস্যুগণ পলায়ন করে, কিন্তু তন্মধ্যে ১০ জন ধৃত হইয়াছে এবং অনেক দ্রব্যাদিও পাওয়া গিয়াছে।"

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

২রা এপ্রেল: গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফসংক্রান্ত বিল হাউস অব কমন্সে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

ফোলরেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, লীয় মহাসভা শস্যপ্রভৃতি ভাঙ্গিবার যন্ত্রের উপরে কর [illegible] রিত করিয়া সেনাদল ও রণতরির ব্যয়সংক্ষেপ করিবার বাধ দিয়াছেন।

লাঙ্কেসিয়ারে কয়লার খনিতে জমায়তবস্তি হইয়াছে।

লারেন্সের নিকটবর্ত্তী গ্রেনোবল নগরে জমায়তবস্তি হইয়াছে। "মার্সেলেস হিম" নামক (বিপ্লব সূচক) গান গাওয়া হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রেল। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত তর্কের শেষ হইয়াছে। ডিসরেলি সাহেব এক তীব্র বক্তৃতা করিলে পর সভ্যদিগের এক এক করিয়া মত লওয়া হয়। লার্ড ষ্টানলী ঐ বিষয়ক তর্ক স্থগিত করিবার যে প্রস্তাব করেন তাহা ২৭০ জনের মতে ও ৩৩০ জনের অমতে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রস্তাব করেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত যত আইন হইয়াছে, তাহার বিবেচনার্থ এক কমিটি করা উচিত। ৩২৮ জনের মতে ও ২৭২ জনের অমতে ইহা গ্রাহ্য হইয়াছে।

২৭ এ প্রেল কমিটির অধিবেশন হইবে।

ডিসরেলি সাহেব এই বলিয়া আত্মমত প্রকাশ করিলেন এ প্রস্তাবের তিনি প্রকাশ্য প্রতিবন্ধকতা করিবেন।

ডিমস ডেল সাহেবের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বলিলেন, ভারতবর্ষীয় ফিল্ড আফিসরগণের পদত্যাগ করিবার নিমিত্ত তিনি আর অধিক সুবিধা প্রদান করিবেন না।

শান্তির সময়ে সৈনিকদিগের শারীরিক দণ্ড না হয় এ বিষয়ে ডিউক অব কেম্ব্রিজ সম্মতি দিয়াছেন।

ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে মহাসভা বন্ধ হইয়াছে।

স্পষ্ট বিজ্ঞান শিখিবার নিমিত্ত সর উইলিয়ম হুইট ওয়ার্থ ১০০০ টাকা করিয়া ৩০টী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ ও অকস ফোর্ডের নৌকার যে বাৎসরিক বাইচ হয় তাহাতে অকস ফোর্ডের জয় লাভ হইয়াছে।

৩রা এপ্রেলের ওয়শিংটনের টেলিগ্রাফে প্রকাশ করে, সভাপতি জনসনের বিচার অল্পে অল্পে চলিতেছে।

অভ্যন্তরস্থ শিল্পজাত বস্তুর উপরে যে কর ছিল আমেরিকার মহাসভা তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন।

ব্রেজিলের রণক্ষেত্র হইতে শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ করে, ব্রেজীলীয়গণ হামেটার পথ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু দুর্গটী লইতে পারে নাই। তাহারা পারাগোয়া রাজধানী হস্তগত করিয়াছে।

ভারতবর্ষীয়দিগকে শাসনসংক্রান্ত উচ্চতর পদ প্রদানের নিমিত্ত সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশসমূহে যেসকল পদ এ পর্য্যন্ত কেবল ইউরোপীয়দিগের প্রাপ্য ছিল, তাহা গুণবিশিষ্ট এতদ্দেশীয়দিগের প্রাপ্য করাতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট গবর্ণর জেনরলের উপরে সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, নিয়মান্তর্গত প্রদেশসমূহে অনেক অচিহ্নিত পদ আছে যাহাতে এ পর্য্যন্ত কেবল ইউরোপীয়দিগকেই নিযুক্ত করা হইতেছে। এ সকল পদে এতদ্দেশীয়গণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাওয়া আছে। এতদ্দেশীয়দিগের এই স্বাভাবিক স্বত্ব ইউরোপীয়গণ লোপ করিবেন, এটী সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোটের মতে অন্যায়। উপসংহারকালে সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট আশা প্রকাশ করিয়াছেন, নিয়মান্তর্গত প্রদেশে এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান করা হইবে।

৩১ এ জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিল যে পত্র গ্রাহ্য করেন, তৎপ্রতি সর আরস্কিন, পেরি ও সর বার্টল ফ্রিয়ার আপত্তি করিয়াছেন।

সর আরস্কিন পেরি বলেন গবর্ণর জেনরলের মত অসম্পূর্ণ। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ সমূহ অনেক দূরে আছে এবং সেসকলের সভ্যতা ও শাসনপ্রণালী অনেক নিকৃষ্ট; অত এব যেসকল ভারতবর্ষীয় ঐসকল স্থানে উচ্চ পদ পাইতে পারেন, তাঁহারা নিয়মান্তর্গত প্রেসিডেন্সিতেও উচ্চ পদ পাইবার উপযুক্ত। সর বার্টল ফ্রিয়ারের ও এই মত।

১৬ ই এপ্রেল। ইউরোভারতীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানির উদ্যোগপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই টেলিগ্রাফ নভরনীতে রিউটার কোম্পানির টেলিগ্রাফের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রুশিয়া রুশিয়া ও পারস্য দিয়া এক কালে ভারতবর্ষে যাইবে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোম্পানির ৩৫ লক্ষ টাকা মূলধন; ইহার মধ্যে ইহার অর্দ্ধেক সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার স্ত্রী আয়ার্লণ্ডে উপনীত হইয়াছেন। ডবলিনে তাঁহাদিগকে অতিশয় সমাদরে গ্রহণ করা হইয়াছে। মজুরগণ কর্ম্মত্যাগ করাতে বলাগনা ও বার্সিলোনাতে গোলযোগ হইয়াছে।

১৭ ই এপ্রেল। লার্ড রসেল এক জনাকীর্ণ সভার অধ্যক্ষতা করেন। ইহাতে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব বন্ধ করিবার নিমিত্ত গ্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সকলের অনুমোদন করা কর্ত্তব্য।

ওয়েষ্টমিথের ডেপুটি কালেক্টরকে এক ব্যক্তি গোপনে হত্যা করিয়াছে।

১৮ই এপ্রেল। বোধ হয়, সর আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইবেন।

মার্স সাহেবের ভারতবর্ষীয় আয় ব্যয়ের প্রতি ইংলণ্ডীয় লোকে সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের পত্রপ্রেরণের ডাকমাসুল বৃদ্ধিসম্বন্ধে ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের কয়েকজন প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিয়া সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট স্বীকার করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২২ এ এপ্রেল। যত দিন জি, এস, ফেগান সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এল, এচ, টমসন সাহেব কালকাতার ছোট আদালতের প্রতিনিধি প্রধান জজ হইবেন।

আর, সি, পেরি সাহেব রঙ্গপুরের সব রেজিষ্টার হইবেন।

লেপ্টনাণ্ট এম, ও, বইড গৌহাটির সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় কাকড়ার প্রধান সদর আমীন হইবেন।

২৩ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কুমিল্লার মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

এ, ডবলিউ, কক্রেণ সাহেব, এ, বেডফোর্ড, বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন বি, এল।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মালদহের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেনঃ মেজর এস, এল, মাইলস, বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা বালেশ্বরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল।

„ যদুনাথ শীল।

এস, ডবলিউ গেরার্ড সাহেব।

বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত।

গঙ্গার নৌকাবাহনকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক টি, এচ, হকলিসাহেব পাটনাতে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন এবং দানাপুর ও আলাহাবাদের মধ্যে ১৮৬৭ অব্দের বিচার করিতে পারিবেন।

যত দিন জে, এম, সি, লার্ম্মিন সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর গ্রাণ্ট সাহেব পালামাউএর প্রতিনিধি সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৪ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মুঙ্গেরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

এচ, ডিয়ার সাহেব।

এচ, গাডেন।

বাবু দুলাকীলাল।

শাহ মহাম্মদ আলি।

যত দিন কাপ্তেন কিউ, ডি, পার্সন্স বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টনাণ্ট এচ, এম, রামসে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সীমাস্থিত ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

২৭ এ এপ্রেল। যত দিন কাপ্তেন ডবলিউ এস, এল, নিবেট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন আর, এচ, জি, আরবিণ সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন জে, এম, ই, গোলডসবরি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডবলউ, কার্ণিশ সাহেব চম্পরাণের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

গয়ার অন্তর্গত অরাঙ্গাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এ, ইয়ার্ডলি সাহেব ১৮৬১ অব্দের ২১ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, এচ, ডিয়ইলি সাহেব ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী হামিদুদ্দিন মহম্মদ আরাঙ্গাবাদের ভার পাইয়া সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রধান বিচার করিতে পারিবেন।

লেপ্টনণ্ট ই, জি, সিলিংগুর্থন কিছু দিনের জন্য লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

২৮ এ এপ্রেল। যত দিন জে, এফ, ব্লুমহাড সাহেব বিদায়ান্তে প্রত্যাগমন না করিতেছেন তত দিন মৌলবী হোসেন আলি পাকুড়ের প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইবেন।

ই, জে, বার্টন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

জে, বক্ষ ওয়েল সাহেব পুরীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এফ, ডবলিউ, বি, পিটর্সন সাহেব শ্রীহট্টের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ, মাডক সাহেব দ্বারভাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

—১০ঃ—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। পুলিষের অত্যাচার। কনষ্টাবুলরি পুলিষের সৃষ্টি হওয়া অবধি কত স্থানে যে কত প্রকার দৌরাত্ম্য হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরাও পুলিষের দ্বারা এতদঞ্চলের অনেক অত্যাচারের বিষয়, সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছি; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলেও তাঁহারা তৎপ্রশমনে বিশেষ মনোযোগ করিতেছেন না। কবে যে হতভাগ্য প্রজাগণ এইসকল দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তিলাভ করিবে বলিতে পারি না। শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে পুলিষের সংশোধন করিয়া অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিবার মানস করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্ব ক্ষনেই বলিয়া রাখিতেছি যে, পুরাতন পুলিষের নিয়মাদি সংশোধন করিয়া যেমন নূতন পুলিষের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তদ্রূপ যেন না হয়। অদ্য নূতন পুলিষকৃত একটি অত্যাচারের সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে। ৩। ৪ দিন হইল আমাদিগের নিকটস্থ কোন ষ্টেসনের কয়েক জন কনেষ্টাবল কোন কার্য্যোপলক্ষে বিক্রমপুরস্থ এক প্রধান বন্দরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় তাহাদের সুরাপানের ইচ্ছা হওয়াতে তাহারা ঐ বন্দরে সুরার দোকান অন্বেষণ করিতে করিতে এক দোকান পাইয়া তথায় উপনীত হয়। উহারা সুরাবিক্রেতার নিকট কিছু মদ ক্রয়ের অভিলাষপ্রকাশ করাতে বিক্রেতা উহার যথোচিত মূল্য চায়। ইহাতে তাহারা (কনষ্টাবলগণ) সন্তুষ্ট না হইয়া অনুচিত মূল্য (যাহা কোন মতেই ঐ মদের দাম হইতে পারে না) কহে। ইহা শুনিয়া বিক্রেতা কিঞ্চিৎ ক্রোধ পরবশ হইয়া তাহাদিগকে (কনষ্টাবলদিগকে) একটী কটু বাক্য কহে। তখন কনষ্টাবলেরা ক্রোধে অগ্নি শর্ম্মার ন্যায় হইয়া উঠিল এবং হতভাগ্য দোকানদারকে হস্তস্থিত লগুড় ও পদাঘাতদ্বারা গুরুতর প্রহার করিয়া মদ কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল। শুনিলাম, দোকানদার নাকি ফৌজদারিতে অভিযোগ করিয়াছে।

২। কোরহাটিতে ডাক ঘরের প্রয়োজন। পত্রিকাবিশেষপাঠে অবগত হইলাম, যে যে স্থলে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে, সেই সেই স্থানে সামান্যতঃ এক একটি পোষ্ট আফিস স্থাপনের উদ্দেশে পোষ্ট মাষ্টার জেনরল বিদ্যাধ্যাপনার ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগকে তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানাধীন কোন,

কোন স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইতে পারে, সেই সেই স্থান মনোনীত করিয়া সবিশেষ বিজ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা এই নিমিত্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনরল মহোদয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বস্তুতঃ ডাক ঘরের বাহুল্য দেশোন্নতির অন্যতম সোপান সন্দেহ নাই। আমরা কোরহাটী কি তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ডাক ঘর স্থাপনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া অনেক বার পত্রিকায় স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজিও আমাদিগের প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে না। যাহা হউক, আমরা পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের সাধু আদেশে আশ্বাসিত হইয়া এখনও আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। প্রায় তিন বৎসরপর্য্যন্ত এ স্থানে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ও ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রামে কয়েকটী বাঙ্গলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল স্থানে ভদ্র লোকের বাসও কম নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এইসকল স্থানের পত্র প্রেরণ এবং পত্রিকাও বিদ্যালয়ের বিলাদি প্রাপ্তিবিষয়ে অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। সুতরাং এতন্নিবন্ধন অত্রত্য লোকদিগের যার পর নাই অনিষ্ট হইতেছে। এক্ষণে আমরা নিরতিশয় বিনীতভাবে অনুরোধ ও প্রার্থনা করিতেছি যে, এতদ্বিভাগের ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট পোষ্ট মাষ্টার জেনেরলের ঘোষণাপত্র উপস্থিত হইলে তাঁহারা যেন এ স্থানের প্রতি অনুকূল দৃষ্টি পাত করিয়া এখানে একটী পোষ্টআফিস স্থাপন জন্য মনোযোগী হন।

—০—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানে একটী সুরাপাননিবারিনী সভা আছে প্রতিমাসে এক বার ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। গত বারে আমি দর্শকরূপে সভাস্থ হইয়াছিলাম; সভ্যের সংখ্যা অতি অল্প এবং তন্মধ্যে উচ্চপদস্থ (এতদ্দেশীয়) লোক প্রায় নাই। রাজকার্য্যোপলক্ষে এখানে অনেকগুলি ভদ্র লোক বাস করেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশেরই এ সভার উন্নতিসাধনবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখা যায়।

অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিরহে দিন দিন হীনাবস্থ হইতেছে। এখানকার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কটন সাহেব মহোদয় সম্প্রতি এই সভায় আসিতেছেন। ইনি চিহ্নিত সভ্য নহেন; দর্শকমাত্র। ইহাঁর মন উচ্চ এবং চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালিদিগকে ঘৃণা করা ইংরাজদিগের যে একটী জাতীয় স্বভাব, এই মহাত্মাতে তাহা লক্ষিত হয় না। ইনি অতি অল্প দিন হইল এখানে আসিয়াছেন

অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ে অতি অল্পকালমধ্যে বারম্বার শিক্ষকের (মাষ্টরের) পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। নূতন নূতন শিক্ষকের আগমন, বোধ হয় বালকদিগের পক্ষে শুভ জনক নহে। বর্ত্তমান প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শিক্ষক বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য, বাবু হরিবল্লভ মৈত্র এবং বাবু অভয়চরণ বসু অতি অল্প কাল হইল এখানে আসিয়াছেন। বালকদিগের শিক্ষাদানবিষয়ে ইহাঁদিগের যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহসা ইহারা স্থানান্তরিত হইলে অবশ্যই বালকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে দয়ালু ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন সাহেব মহোদয় স্কুল ফণ্ডের উদ্বৃত্ত সাতশতাধিক টাকা শিক্ষক ও পণ্ডিত মহাশয়দিগকে পারিতোষিক স্বরূপ বিতরণ করিয়াছেন। এইরূপে সময়ে সময়ে সকল বিভাগীয় স্কুলের মাষ্টার ও পণ্ডিতদিগের উৎসাহবদ্ধন করা কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

এ স্থলে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবের খর্ব্বতা দেখা যায় না। মধ্যাহ্নে ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পারা উঠিতেছে। সম্প্রতি এখানে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হয় বৃষ্টিদ্বারা সহসা উত্তাপ ও বায়ুর পরিবর্ত্তন উক্ত রোগের কারণ। এক্ষণে এই সহরের দক্ষিণাংশস্থ লোকসকল এই ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইতেছেন এবং কয়েক ব্যক্তি কৃতান্তসদনেও গমন করিয়াছেন।

—:০:—

মেদিনীপুর হইতে আর এক জন লিখিয়াছেনঃ

১। চড়ক পার্ব্বণটী এখানকার প্রসিদ্ধ পর্ব্ব। গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে বাণ ফুঁড়া নিষিদ্ধ বলিয়া কয়েক বৎসর এখানে তাহার বড় প্রাদুর্ভাব নাই। সহরের মধ্যে অনেক স্থানে গাজন হয় বটে; কিন্তু কেহ বাণ ফুঁড়িতে বা গাছে ঘুরিতে পারে নাই; কিন্তু মফস্বলে ঐ কার্য্যটী রহিত হয় নাই। সম্প্রতি মালঞ্চার দুইটি গাজনে ২জন ও উটপাথরের একটি গাজনে ১০ জন চড়ক গাছে ঘুরিয়াছে। পুলিষের এক জন মুসলমান কনষ্টেবল তথায় উপস্থিত থাকিয়া কিছু দক্ষিণা পাইয়াই গা ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল। এডুকেশ গেজেটপাঠে অবগত হইলাম, ঢাকা জেলায়ও ৪ জন গাছে ঘুরিয়াছে। কেবল এখানকার সহরের লোকেরাই এই চড়কে বঞ্চিত হইলেন।

২। সম্প্রতি মালঞ্চ, পাথরা, নওয়াদা ও তেলিপুকুরনামক কয়েক স্থানে উপর্য্যুপরি কয়েকটি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি সমুদায় স্থানের ডাকাইতগুলি ধৃত হয় নাই। কোন কোন স্থানে ২।১টি মাত্র ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। মালঞ্চার শোচনীয় ঘটনাটিতে একটী বস্ত্রবিক্রেতার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি তথায় একটী ডাকাইতও ধৃত হয় নাই। শুনিলাম, তেলিপুকুরে একটী ডাক ও লোক মারা গিয়াছে। দেখা যাউক, পুলিষের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে কি হয়।

৩। ২০ এপ্রেলের সোমপ্রকাশে স্ত্রী ডাকাইত বলিয়া যেসকল বিদেশীয় স্ত্রীলোকদের কথা লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কতগুলি বিদেশীয় (মুসলমান) স্ত্রীলোক এখানে আসিয়াছে। ইহাদের সহিত পুরুষও আছে। ইহারা সমুদায়ে প্রায় ১৫০। ইহারা নানাবিধ প্রস্তর ও রূপা সোণা আদি বিক্রয় করিয়া থাকে। [illegible] সঙ্গে ঘোড়া, লাটি [illegible] বন্দুক [illegible] হইতে অস্ত্র ব্যবহার [illegible] আসিয়াছে। ইহারা সহরে আসা অবধি অনেকেই ভীত হইয়াছেন। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেই বলবান ও সাহসী, শুনিলাম ইহারা সহরের নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে সুবিধাক্রমে যার যাহা পায় হরণ করিয়া আনে। ইহারা ডাকাইতিও করে। বোধ করি, এই স্ত্রীলোকেরাই খানাকুল কৃষ্ণনগরের রাম দাস বাবুর বাটীতে ডাকাইতি করিয়াছিল। যাহা হউক, যে কয়েক দিবস ইহারা এখানে থাকিবে, সেই কয়েক দিবস পুলিষের বিশেষ তত্ত্বাবধান থাকিলেই ভাল হয়। ইহাদের গন্তব্য দেশ যে কোথায় তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনকার ২রা বৈশাখের পত্রিকায় কোন মহাত্মা একাদশীব্রতচারিণী বিধবা ললনাগণের কষ্টদর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নব্য দলের নিকট উহার প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখনভঙ্গিদর্শনে তাঁহারে এক জন যথার্থ সদাশয়, দয়ালু ও পরদুঃখে দুঃখী বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তিনি যে, কতিপয়মাত্র বিধবা রমনীর একাদশীতে বৈরাগ্য দেখিয়া সমগ্র বিধবার ঐরূপ অভিলাষের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা স্থির করিয়াছেন, এটি তাঁহার সদাশয়তার উপযুক্ত কাজ হয় নাই। ইহাতে তাঁহার অনেক সরলা, ধর্ম্মপরায়ণা, ব্রতচারিণী সাধ্বীর প্রতি অনর্থক দোষারোপ করা হইয়াছে। এখনও এমন অনেক বিধবা দৃষ্ট হন, যাঁহারা পতিবিয়োগে এই সংসার ও শরীরকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করেন। ইহ জন্মের সাংসারিক যন্ত্রণাকে পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধের দণ্ড বলিয়া সহ্য করেন ও ব্রতাদি অনুষ্ঠানকে ভাবী সুখের নিদান বলিয়া জ্ঞান করেন।

সম্পাদক মহাশয়! এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্রতপরায়ণা সাধ্বীদিগের সহিত কএকটি ঐহিক সুখাভিলাষিণী রমণীর তুলনা করা কি যুক্তিসিদ্ধ? যখন তাঁহারা হিন্দুকুলজাত, হিন্দুধর্ম্মোপাসক; হিন্দু ধর্ম্মকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া মান্য করেন, তখন যে তাঁহাদের ঐ ধর্ম্মোপ[illegible] ও ঐ ধর্ম্মসঙ্গত নিয়মাদি প্রতিপালন [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব [illegible] প্রতি ঔদাসীন্য দর্শনে সকলে[illegible]পদ্বারা দয়াপ্রকাশ নির্দ্দয়তার কা[illegible]ই।

১৯এ বৈশাখ ১২৭৫। } কস্যচিৎ পাঠকস্য।

—:০:—

অধুনা ভারতবর্ষের মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার বিষয় লইয়া সভ্যজনসমাজে ও সংবাদপত্রসমূহে সর্ব্বদা বাদানুবাদ হওয়াতে বোধ হইতেছে, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা এদেশীয় সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং এ বিষয়ের সংসাধনার্থ তাঁহারা বিশেষ যত্নও পাইতেছেন। ঐ মহাত্মারা স্ত্রীদিগকে শিক্ষাদ্বারা উন্নত করিবার নিমিত্ত যেপ্রকার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন সুপ্রণালী ও সদুপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিবসমধ্যে তাঁহাদের ঐ মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারিবে। বর্ত্তমান শিক্ষয়িত্রীদিগের আন্তরিক আগ্রহ না থাকায় শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হইতেছে না। কর্ম্মচারীর বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ না থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিবার একটী সদুপায় আছে। নন্ অর্থাৎ কাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত সন্ন্যাসিনীদিগকে বড় বড় ছাত্রীগণের শিক্ষয়িত্রীপদে নিযুক্ত করিলে শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে। মহানুভব ধীশক্তিসম্পন্ন দেশহিতৈষী মান্যবর শ্রীযুক্ত বিজয়নগরস্থ রাজা নন্‌দিগের প্রতি শিক্ষাকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া অধুনা আপন রাজ্যের স্ত্রীগণের বিশেষ হিত সাধন করিতেছেন। শিক্ষাকার্য্যে নন্‌দিগের নিপুণতা দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহারাই এতদ্দেশীয় বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদানের যথার্থ উপযুক্ত। প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী মহাশয়েরা আপনাদিগের দুহিতাদিগের উত্তমরূপ শিক্ষার নিমিত্ত নন্‌দিগের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতা দার্জ্জিলিঙপ্রভৃতি ভারতবর্ষের যে যে অংশে নন্‌দিগের আশ্রম আছে, তথায় অধিকাংশ প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী বালিকাগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াথাকেন। ইহাতে বোধ হয়, নন্‌দিগের দ্বারা বালিকাগণের উত্তমরূপ শিক্ষা হয়, নতুবা প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী মহোদয়গণ কাথলিকদিগের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াও কি নিমিত্ত আপনাদের দুহিতাদিগকে শিক্ষার নিমিত্ত কাথলিক ধর্ম্মাক্রান্ত নন্‌দিগের নিকট প্রেরণ করেন। অতএব এতদ্দেশীয় বালিকাগণের শিক্ষার্থ নন্‌দিগকে নিযুক্ত করা দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্বজন ধন সম্পত্তি ও সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই নন্‌দিগের দ্বারা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র হইতে পারে না।

অনুগত
শ্রীকা

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান	দেভোগ
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
শ্রীযুক্ত বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায় মিং ডাং আপীস	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন	৫॥
ঐ ঐ নরসিংহ দত্ত	বরানগর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১৩
ঐ ঐ অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভবানীপুর
১২৭৪ চৈত্র হইতে ৭৫ ফাল্গুন	১০
ঐ ঐ জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী	মগরা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আষাঢ়	৩৮
ঐ ঐ রামযাদব বসু	পটামণ্ডী
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল	১৩
ঐ ঐ ৫ সরচন্দ্র রায়	ট্রেনিঙ স্কুল
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। —৬৫— ২৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫ ৩০। এ বৈশাখ। ১৮৬৮। ১১ ই মে { মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং ঘোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজ্জাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে! প্রথমতঃ বিষ্ণু-পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে; ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয় শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৶

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীপ্রণীত " তত্ত্বপ্রকাশ " বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর ৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রীরাজমোহন বসু, অধ্যক্ষ।

রাণীগঞ্জ পটরি কোং লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নলদময়ন্তী নাটক, ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত; মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ ন } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

চোরবাগান সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

শব্দার্থপ্রচারিকানামে একখানি সুবিস্তীর্ণ নবাভিধান, যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক শব্দ ভিন্ন সকল শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উত্তর কৃদাদি ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উণাদি বৃত্তি হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ানন্তর প্রায় ৭৫০০০ হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৫৮ পৃষ্ঠায়

মুদ্রিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা [illegible] ২৩৫ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া সাঁকো [illegible] শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট [illegible] প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৩ টাকা [illegible] আনা। যদি কেহ একে [illegible] লন তবে তাঁহাকে ১৫ টাকা [illegible] দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ বৈশাখ সোমবার।

শিলার সাহেবকে লইয়া পোর্ট ক্যানিঙ কোম্পানির যে কাণ্ড চলিয়াছে, তাহা যত সত্বর নির্ব্বাণ হয়, ততই আনন্দের বিষয়। উহার অভ্যন্তরে অনেক গুলি গ্লানিকর জুগুপ্সিত ব্যাপার আছে। উহার যত আন্দোলন হইতেছে, ততই লোকের ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মনীতিনিষ্ঠতা ও ন্যায়ানুগামিতার প্রতি অভক্তি ও অবিশ্বাস জন্মিতেছে। সে দিন ঐ কোম্পানির অংশগ্রাহিদিগের যে একটী সভা হয়, তাহার কার্য্য প্রণালী দ্বারা, পূর্ব্বে লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছিল, তাহা আরো দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। সে দিন সভ্যদিগের অনেকে যেরূপ গর্হিতভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দর্শন দুর্লভ।

এদেশের বিচারকার্য্য ও বিচারপ্রণালী।

সর আরস্কিন পেরি সর জান লরেন্সের অদূরদর্শিতাসূচক আজ্ঞার সমালোচনসময়ে আপনার মিনিটের উপসংহারে বলিয়াছেন "সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে যেসকল সরকারী পত্র আসিতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে, এক্ষণে [illegible] মাত্র (*), আইনশিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা বিচারকার্য্যে এরূপ উপযুক্ত হইতেছেন, যে (গবর্ণর জেনরল বলেন) সিবিলিয়ানদিগকে পৃথক রূপে উৎকৃষ্টতর আইন শিক্ষা না দিলে তাঁহারা অবিলম্বেই সর্ব্বসাধারণের নিকট ভারতবর্ষীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তথাপি বর্ত্তমান আইন অনুসারে কোন উপযুক্ত ভারতবর্ষীয় বা ইংরাজ ব্যবহারাজীব নিয়মান্তর্গত প্রদেশের কোন কোন জেলায় জজের পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় প্রশস্ত চিত্তে সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বিচারকার্য্যে অন্য লোকদিগের প্রবেশ করিবার এবং তাঁহাদিগের বেতন ও বিদায়প্রভৃতির নিয়মের পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব করিলে অতিশয় আহ্লাদের বিষয় হইত।" এদেশীয় বিচারপতিগণ যে ইউরোপীয় বিচারপতিদিগের অপেক্ষা সমধিক যোগ্যতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহা অল্প লোকেই অস্বীকার করিবেন। প্রধানতম বিচারালয়কেও ইহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদিগের জেলার জজ, মাজিষ্ট্রেট, ও কালেক্টরগণের সহিত মুন্সেফদিগের তুলনা করিলে যে সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগের উপরে অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। আমাদিগের আদালতসমূহের উকীলেরা যে বিচারপতিদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়ে দক্ষতা প্রকাশ করেন, ইহা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে না হউক, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রধান ক্ষমতা কিন্তু অদ্যাপি ইংরাজবিচারপতিদিগের হস্তেই রহিয়াছে। এক জন মুন্সেফ বা প্রধান সদরআমীন সবিশেষ অনুসন্ধানপূর্ব্বক যত্নসহকারে যে বিচার করেন, এক জন জজ অনায়াসে সামান্য কারণে তাহা রহিত করিয়া থাকেন। সর বার্ণেস পিকক খাস আপীলের পথে যেসকল কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে প্রধানতম বিচারালয়েও সকল সময়ে সুবিচার লাভ হয় না। এটী যে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ের গতি অনুসারে কাজ করা কর্ত্তব্য। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে সকল বিষয়ে পরাজিত জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যত দিন ইহা করিতে পারিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদিগের কার্য্যে লোকের এত অসন্তোষ জন্মে নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার বহুব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। রাজস্ব, শাসন, বিচারপ্রভৃতি যে যে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করেন, সেই সেই বিষয়েই ঠকিয়া যান। সকল বিষয় অপেক্ষা আমাদিগের দেশে বিচারকার্য্যই অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতেছে। অত্রত্য ইউরোপীয় বিচারপতিগণ যে প্রজাদিগের সভ্যতা বৃদ্ধির অনুসারী কাজ করিতে পারিতেছেন না, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আইন শিক্ষা ও উহার ভাবজ্ঞতা বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের স্বাভাবিক নৈপুণ্য আছে। এক্ষণে তাঁহারা উহা শিক্ষা করিতে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে বর্ত্তমান সিবিলিয়ান বিচারপতিদিগের বিচার দর্শনে হাস্য করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। এই অনিষ্টনিবারণের উপায় কি? সর জন লরেন্সের মতে সিবিলিয়ান ভিন্ন অন্য লোকের হস্তে উচ্চতর বিচারের ভার প্রদান করিলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে। এই নিমিত্ত তিনি এক দল সিবিলিয়ানকে পৃথক করিয়া আইন শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে কতক অনিষ্ট নিবারণ হইবে বটে; কিন্তু ইহাতেও বিচারপতিগণ উকীলদিগের ন্যায় আইন বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।

ভারতবর্ষীয় এমন স্থানে উত্তমরূপে কাজ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে তিনি যে অন্ততঃ আপনার রেসিডেন্সিতে উচ্চ পদ পাইবার উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।" সর আরস্কিন পেরির এ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে যেখানে নিয়ম্তা নাই, আর যেখানে স্বেচ্ছাচার করিলেও চলে, সেখানে যে ব্যক্তি যথার্থ যোগ্যতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কাজ করেন, তিনি যে নিয়মাধীন প্রদেশে সাধারণ মতের সমক্ষে অন্যায় করিয়া কাজ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। এতদ্দ্বারা সর জন লরেন্সের অদূরদর্শনসমুত্থিত প্রধান তর্ক খণ্ডিত হইতেছে। সর জন লরেন্স বলেন, "আইন অনুসারে উচ্চতর পদসকল কেবল সিবিলিয়ানদিগেরই প্রাপ্য হইতেছে। কিন্তু সর আরস্কিন পেরি তাঁহাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন যে, ব্যবহারাজীবের ন্যায় আইন লইয়া তর্ক করা আমাদের উচিত নহে। আইনে কি বলে তাহার বিবেচনা করা অপেক্ষা যথার্থ রাজনীতি অনুসারে কি করা উচিত, তদ্বিষয় বিবেচনা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সর আরস্কিন পেরির এই বাক্যটী নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, বিচারপতিগণ আইনের অনুরোধে কোন অন্যায় নিবারণ করিতে না পারিলে বলিয়া থাকেন "আমরা কি করিব? আমরা আইন লঙ্ঘন করিয়া কাজ করিতে পারি না।" কিন্তু শাসনকর্ত্তা ইহা বলিতে পারেন না। আইনে কোন দোষ থাকিলে তাহার সংশোধন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। আইন যে রাজনীতির অধীন হইয়া থাকিবে, তাহা ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তারা কি অদ্যাপি বুঝিতে পারেন নাই? সর আরস্কিন পেরি বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদানের আইন করা যদি গবর্ণর জেনরলের উদ্দেশ্য হয়, সভাকে অনুরোধ করিয়া ঐ প্রকার আইন করিয়া দিবেন। অতঃপর ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চতর পদ দেওয়া উচিত কি না, তাহার মীমাংসার ভার গবর্ণর জেনরলের উপরেই নিহিত হইতেছে। এক্ষণে তাঁহার মত কি? আমাদিগের দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া কি প্রভুত্বলোভী কুসংস্কারবিশিষ্ট ইউরোপীয়দিগের ভয়ে আমাদিগের স্বাভাবিক স্বত্বলাভের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবেন?

সর বার্টল ফ্রিয়ার সর আরস্কিন পেরির বাক্যের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, "যাঁহাদিগের হস্তে নিয়োগের ভার আছে, তাঁহারা যদি যথার্থ ভদ্রতা ও আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষীয়দিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা পান, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি হইতে পারে। বর্ত্তমান আইনে তাহার সবিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না।" ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদিগের ঐ ভর্ৎসনা বাক্যটী স্মরণ করা উচিত। এদেশীয়দিগের নিয়োগ বিষয়ে যে প্রতিবন্ধকতাচরণ করা হয়, সর বার্টল ফ্রিয়ারের মতে আইন অপেক্ষা শাসনকর্ত্তাদিগের কুসংস্কারদোষই তাহার প্রধান কারণ। সর জন লরেন্স আপনার দলের কতগুলি লোকের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন যে এদেশীয়েরা অল্প টাকায় সুখে কাল যাপন করিতে পারেন; কিন্তু ইউরোপীয়গণ তাহা করিতে পারেন না। সর বার্টল ফ্রিয়ার গবর্ণর জেনরলের এই বাক্যটী অমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শকট, বস্ত্র ও সুরাপানে এদেশীয়দিগের তত ব্যয় হয় না যথার্থ বটে; কিন্তু ইউরোপীয়েরা যেমন অবিচলিত চিত্তে আত্মীয়দিগের ক্লেশ দেখিতে পারেন; এদেশীয়েরা তাহা পারেন না। সামাজিক ব্যবহারানুসারে আমাদিগের যে ব্যয় হয়, ইউরোপীয়েরা তাহার বিশেষজ্ঞ নহেন। সর জন লরেন্স ও তাঁহার সহচরগণ কয়েকটী সামান্য পদ এদেশীয়দিগের নিমিত্ত রাখিয়া যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সর বার্টল ফ্রিয়ার তাহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মতে এই সকল পদ "ইউরোপীয়দিগের উচ্ছিষ্টমাত্র।" এদেশীয়দিগকে উচ্চতর পদ প্রদান না করিলে যে ক্রমশঃ তাঁহাদিগের অধিক অসন্তোষ হইবে সর বার্টল ফ্রিয়ার তাহা স্বীকার করিয়া উপসংহারকালে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের কেবল বস্ত্র ও ভাষা ইংরাজদিগের ন্যায় না করিয়া তাঁহাদিগের সংস্কার ইংরাজদিগের ন্যায় করিয়া দিলেই যথার্থ মঙ্গল হইবে। ঐ সংস্কার কিসে জন্মিবে? ভারতবর্ষীয়দিগকে উচ্চ পদ প্রদান উহার একমাত্র উপায়। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়গণ আপনারা শাসন কার্য্যে থাকিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে আপনাদিগের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া জ্ঞান করিবেন। স্থূল কথা এই হইতেছে ভারতবর্ষীয়গণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উচ্চতর স্বত্বপ্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন; কেবল এখানকার শাসনকর্ত্তারা নানা কৌশলে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতেছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য এই হইতেছে যে, তাঁহারা এখানকার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা ও অভিপ্রায়ানুরূপ স্বত্ব প্রদান করেন।

পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

বিদ্যুৎপাত বন্যা ও বাত্যাপ্রভৃতি দৈব ঘটনার উপরে মানুষের প্রভুত্ব নাই, তথাপি মানুষ সাবধান হইয়া ঐসকল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা সম্পাদন করে; কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি,

রেলওয়ে হইতে আত্মরক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে দৈবকাণ্ড নয়, মানুষের কাণ্ড; উহার উপরে মানুষের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। কর্ম্মচারীরা যদি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া কাজ করেন, কোন প্রকার দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু উহাঁদিগের অনবধানতা এমনি প্রবল যে, কোন ক্রমেই তাহার নিবারণ হইতেছে না। রেলওয়ে দেশের সৌভাগ্য ও সুখ সচ্ছন্দতার মূল হইয়াও কর্ম্মচারীদিগের এক অনবধানতাদোষে বিপত্তির হেতু হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের এক আত্মীয় পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের একটী শোচনীয় দুর্ঘটনার বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

গত ৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার রাত্রি প্রায় ৭॥ ঘটিকার সময় পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেসনে (যাহাকে মুলাজোড় কহে) একটী ভয়ানক অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আমি এক জন আরোহী, ৫ টা ৫০ মিনিটের গাড়িতে নৈহাটীতে গমন করিতেছিলাম, বারাকপুরে পঁহুছিয়া শুনিলাম, শ্যামনগর ও নৈহাটীর মধ্যস্থানে একখানি মালের গাড়ি লাইনের বাহিরে পড়াতে পথ রুদ্ধ হইয়া আছে। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকার পর শ্যামনগর হইতে তারযোগে সংবাদ আসিলে পর আমাদিগের গাড়ি শ্যামনগরে গমন করিল। তথায় গমন করিয়া দেখিলাম, বেলা দুই প্রহরের মালগাড়ি তথায় আছে পথ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং পাঁচটার [illegible] গাড়ি যে পর্য্যন্ত ঐ খানে ছিল, তাহাও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নৈহাটীতে গমন করিয়াছে। ষ্টেসনমাষ্টারের মুখে আরো শুনিলাম, যে আমাদিগের গাড়ি দুই ঘটিকার ন্যূনে নৈহাটীতে গমন করিতে পারিবে না। আমাদিগের গাড়ি অপর পার্শ্বস্থ লাইনে রাখা হইল ইতিমধ্যে একখানি মাল গাড়ি নৈহাটী হইতে আসিয়া কলিকাতাভিমুখে চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল। যে মেল ট্রেণ কুষ্টিয়া হইতে আসিতেছিল, তাহা ষ্টেসনে উপনীত হইল; কিন্তু ষ্টেসনে না থামিয়া দ্রুতবেগে কলিকাতার দিকে যাইতে লাগিল। পাইন্টের নিকট আসিয়া কলখানি প্রধান লাইনে গেল আর সকল গাড়ি যে লাইনে আমাদিগের গাড়ি ছিল, এককালে আসিয়া তাহার কলের উপর পড়িল। মহাশয়! পড়িবার সময় বজ্রাঘাতের ন্যায় ভয়ানক এক শব্দ হইল। আমি সর্ব্ব শেষের গাড়িতে ছিলাম। বসিয়া ছিলাম, অধোমুখে শুইয়া পড়িলাম, এইরূপ আকস্মিক ব্যাপার দেখিয়া ইহার পরে আবার কি হয় এই ভয়ে গাড়ি হইতে লম্ফ দিয়া বাহিরে পতিত হইলাম। অনন্তর দ্রুতবেগে কলের নিকটে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্যক রূপে বর্ণন করিতে পারি না। চারিখানি তৃতীয় ও চতুর্থ ক্লাস গাড়ি একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের গাড়ির কলখানিরও ঐ দশা হইয়াছে। ঐ চারিখানি গাড়িতে দুই শতেরও অধিক পূর্ব্বদেশীয় যাত্রী ছিল। তথায় যাইয়া দেখিলাম, প্রায় ৫০। ৬০ জন শকট হইতে ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, কতক মরিয়া গিয়াছে, আর কতক ব্যক্তির শ্বাস হইয়াছে। গাড়ি চাপাও অনেকে রহিয়াছে। সেখানে এমনি ক্রন্দনের কোলাহল উঠিয়াছে যে শুনিলে পাষাণ দ্রব হইয়া যায়। ষ্টেসন হইতে লোক জন আসিয়া শকট চাপা ব্যক্তিদিগের উদ্ধার করিবার উপক্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বলিতে পারিলাম না। কিন্তু অনুমান হয় অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং যাহাদিগের প্রাণ নষ্ট হয় নাই, তাঁহারা অঙ্গহীন হইয়াছেন। পর দিবস আমি যৎকালে দুই প্রহরের গাড়িতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করি, তখন দেখিলাম, ষ্টেসনের এক ঘরে মৃতদেহ উপর্য্যুপরি পড়িয়া আছে এবং রাস্তার ধারে গাছের তলায় ও অন্যান্য স্থানে শব পতিত রহিয়াছে। এপ্রকার ভয়ানক ঘটনা পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে হইয়া অবধি হয় নাই। ইহার প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

কলিকাতা
২৭ এ বৈশাখ
১২৭৫।

ভবদীয় একান্ত বশম্বদ
জনৈক আরোহী।

রেলওয়ে যে প্রজাক্ষয়ের একটী হেতু হইয়া উঠিল, গবর্ণমেণ্ট কি ইহার নিবারণ বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন না? সচরাচর শকটচালক, রাস্তার তত্ত্বাবধায়ক ও পইণ্টধারীর দোষে দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের উপরে রেলওয়ের কার্য্যের প্রধানকর্ত্তৃত্বভার আছে, তাঁহারা যদি মত্ত অলসপ্রকৃতি ও অব্যবস্থিত শকটচালককে শকট চালাইতে না দেন, অপদার্থ পইণ্টধারীকে তৎকার্য্যে নিয়োজিত না করেন এবং অকর্ম্মণ্য ইঞ্জিনিয়রকে রাস্তার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইতে না দেন, তাহা হইলে দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা বরাবর বলিতেছি, রেলওয়ের দুর্ঘটনাসম্বন্ধে দৈবকাণ্ড কিছুই নাই। রেলওয়ে প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধির কার্য্য। প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি যদি উহার কার্য্য সম্পাদন করেন, দুর্ঘটনা ঘটিবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা থাকে না।

আমাদিগের মতে মত্ত ও অকর্ম্মণ্য শকটচালকাদির নিয়োগকর্ত্তাদিগকে দায়ী ও দণ্ডনীয় করা কর্ত্তব্য। কেবল শকটচালকাদির দণ্ডবিধান ব্যবস্থাদ্বারা দুর্ঘটনার নিবারণ সাধ্যায়ত্ত নহে।

উপসংহারকালে আমরা আহত ব্যক্তিদিগকে এবং হত ব্যক্তিদিগের পরিবারগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা রেলওয়ে কোম্পানির নামে ক্ষতিপূরণের অভিযোগ করুন, কেহ কিছু বলেন না বলিয়াই রেলওয়ে কোম্পানি ও তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীরা সাবধান হইতেছেন না। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রে মহোদয়কেও আমাদিগের সবিশেষ অনুরোধ এই, আমরা অনেকের মুখে শুনিলাম, হত ব্যক্তিদিগের অনেককে গোপনে পদ্মায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ জনরবটি সত্য কি না, বিশেষ রূপে তাহার নিগূঢ় অনুসন্ধান করুন।

আবিসিনিয়া।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ত শেষ হইল, বিলেতে ও অনুভাগ করিলেন, ব্যয়ও সামান্য হয় নাই (এই যুদ্ধের নিমিত্ত ৭। ৮ কোটি টাকা ব্যয়, অনুমান করা হয়, বাস্তবিক কত ব্যয় হইয়াছে, আমরা তাহার সমাচার পাই নাই) উভাদলে। তকগুলি গুলীও হত হইয়াছে, ইহার পরিণাম যে কি হইবে এক্ষণে ইহাই চিন্তার বিষয় হইতেছে। যাঁহারা পররাজ্যগ্রহণকামুক, এত অর্থ ব্যয় ও ক্লেশের পর ঐ রাজ্য অমনি যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, সেটি তাঁহাদিগের ভাল লাগিবে না। কেহ কেহ ঐ স্থানে একটি আড্ডা করিবার অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এক্ষণেই হউক আর পরেই হউক যাহাতে ঐ রাজ্যের প্রতি লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, এরূপ কোন বন্দোবস্ত করাই উচিত নয়। বন্দীদিগের উদ্ধারার্থ এই যুদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে এই একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাও জগতে বিদিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি উদ্দেশ্যান্তর সাধনের চেষ্টা হয়, কেবল যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অসৌদার্য্য ও অভদ্রতা প্রকাশ হইবে এরূপ নয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপিও পররাজ্যগ্রহণলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সকলের এই সংস্কার জন্মিবে। তবে যদি গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজ্যের হিতসাধনের বাসনা করেন, নিস্বার্থ প্রবৃত্ত হইয়া উহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। আবিসিনিয়ার কোন উপযুক্ত সর্দ্দারকে থিওডোরের পদে নিযুক্ত করিয়া প্রজার হিতার্থ তাঁহার অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালীর কতকগুলির নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত। ভাবী রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শ লইয়া সমুদায় কার্য্য করেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ঐ রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীকে আদর্শ করিয়া যাহাতে প্রজার বিদ্যাশিক্ষা ও পুলিষের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি কার্য্য করেন, সে বিষয়েও যত্ন বিধান আবশ্যক।

স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গলা এই তিন প্রেসিডেন্সীর তিন প্রধান নগরে এক একটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপনার্থ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক ১২০০০ করিয়া টাকা দিবেন, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। মিস কার্পেণ্টর মান্দ্রাজে যে একটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইতেই এই প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের গবর্ণর ও শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর প্রভৃতি যাঁহারা মিস কার্পেণ্টরের সপক্ষতা করেন, তাঁহাদিগের সকলেরই মত এই, গবর্ণমেণ্ট নিজে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় না করিলে ঐ বিদ্যালয় হইয়া উঠা ভার। কিন্তু গবর্ণর জেনরলের সেরূপ মত নহে। তিনি বলেন, দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকটে সাহায্যগ্রহণ না করিলে তাঁহাদিগের যত্ন হইবে না।

গবর্ণর জেনরল এদেশের অবস্থাজ্ঞ ও স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এদেশের লোকের হৃদগত ভাবজ্ঞ বলিয়া উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। সামান্যতঃ শিক্ষাসম্বন্ধে যে রীতি প্রবর্ত্তিত ও যে যুক্তি অনুসৃত হইয়া থাকে, তিনি তদবলম্বন করিয়াই সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেশের অবস্থা স্বচক্ষে যেরূপ দর্শন করিতেছি। এবং লোকের মনের ভাব যেরূপ জানিতে পারিতেছি, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতে পারি, গবর্ণর জেনরল বাহাদুর যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে কৃতার্থতালাভ করিতে পারিবেন না। বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে অবলম্বিত যুক্তির স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ফলোপধায়িতার সম্ভাবনা নাই।

অদ্যাপিও এদেশের অধিকসংখ্যক লোকে জ্ঞানের নিমিত্ত বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেন না। পুত্র পণ্ডিত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবে, এই উদ্দেশেই পুত্রকে লেখপড়া শিখান। কন্যাসন্তানেরা পুত্রদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিবে, সে আশা নাই। জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত লেখাপড়া শিখান আবশ্যক, এ জ্ঞান অধিকাংশের নাই। যখন এরূপ হইল, তখন কন্যাসন্তানের শিক্ষাদানার্থ অর্থব্যয় করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা কি? এতদ্ভিন্ন আরো অনেক দুর্নিবার প্রতিবন্ধক আছে। বালকদিগের বিষয়ে সেসকল প্রতিবন্ধক নাই। স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীবিরহ তন্মধ্যে একটি প্রধান। পুরুষ শিক্ষকের নিকটে বালিকাদিগের অধিক বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ সম্ভাবিত নয়; এটি কাহারো অনুমোদিত নহে। এই নিমিত্ত যাঁহারা বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, বিবাহের পর তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে দেন না। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষয়িত্রীর নিকটে এরূপ শঙ্কা থাকে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এদেশীয়দিগের সাহায্য লইয়া ঐ অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার যে মানস করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে এদেশের অধিকাংশ লোকের কন্যার শিক্ষাদানে প্রবৃত্তি নাই। তাঁহারা যে সেই কন্যার শিক্ষার্থ শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অর্থদ্বারা সাহায্য করিবেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই,

গবর্ণমেন্টের যদি এদেশীয় রমণীগণের শিক্ষাদানে আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ ৫ বৎসরের নিমিত্ত তাঁহারা কি স্ত্রীনর্মাল বিদ্যালয় কি বালিকাবিদ্যালয় যাবতীয় স্ত্রীবিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভারও কার্য্যসম্পাদকতা ভার স্বয়ং গ্রহণ করুন। যে বিষয়ে এদেশীয়দিগের চির কালের বিপরীত সংস্কার ও অনভ্যাসনিবন্ধন বিদ্বেষ আছে এবং যে বিদ্যাকে ইহাঁরা অর্থকরী বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাহার শিক্ষা দানের প্রথম আরম্ভসময়ে গবর্ণমেণ্টকে স্বয়ং সমুদায় ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। মেডিকালকালেজ ও সংস্কৃত কালেজ তাহার প্রমাণ।

—০—

"এঁরাই আবার বড় লোক।"

অভিনয়।

আমাদিগের এক মিত্র উল্লিখিত নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি তৎসংক্রান্ত যে প্রস্তাবটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থ এই স্থলে সাদরে গৃহীত ও প্রচারিত হইল।

নব্য বঙ্গবাসীদিগের সঙ্গীতবিষয়িণী রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত দেখা যাইতেছে। আর যাত্রা, কবি, পাঁচালিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি ও প্রীতি নাই। অবকাশকালে সঙ্গীতদ্বারা চিত্তবিনোদন করিবার ইচ্ছা জন্মিলে তাঁহারা আর সঙ্গীতব্যবসায়ী পেসাদার যাত্রা ও কবিওয়ালার শরণ লন না, আপনারা নাটকের অভিনয় ও একতান বাদ্যের দ্বারা অভিলাষ পূর্ণ করেন। ফলতঃ এই রুচিবিপর্য্যয় সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর, ইহাতে চিত্তরঞ্জন ও চিত্তের উৎকর্ষবিধান যুগপৎ দুই অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। অপর এতদ্দ্বারা আনুষঙ্গিক সঙ্গীতবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি ঠনঠনিয়াতে একটী নাট্যালয় হইয়াছে। গত শনিবার তথায় "এঁরাই আবার বড় লোক" নামে এক নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সঙ্গে একতান বাদ্য ও গীতও হইয়াছিল।

নাটকখানির উদ্দেশ্য অতি প্রশংসার্হ। সুরাপানের দোষোল্লেখ করিয়া তাহা হইতে লোককে পরাঙমুখ করা ও সুরাপানপ্রভৃতি কতিপয় কুক্রিয়ায় আসক্ত হওয়াতেই নব্য বাঙ্গালিরা যে স্বদেশের রীতি পদ্ধতির সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলপ্রযত্ন ও পরিণামে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাহা প্রমাণ করা এই নাটকের উদ্দেশ্য। বক্তৃতা বা লিখিত উপদেশ অপেক্ষা নাটকাভিনয়ের কুপ্রথা ও কুকর্ম্ম সংশোধনে বিশেষ ফলোপধায়কতা আছে। কারণ রঙ্গভূমিতে উক্ত কুকর্ম্ম সকল ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলসমূহকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া প্রদর্শন করা হয়। তাহাতে তদন্তর্গত নীতি লোকের বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু কতকগুলি কুকর্ম্মকে মূর্ত্তিমান্ করিতে গেলে অশ্রোতব্য কথা ও অদ্রষ্টব্য দর্শন দেখাইতে ও শুনাইতে হয় সুতরাং সেই সমস্ত কুকর্ম্মের রঙ্গভূমিতে আন্দোলন সঙ্গত হয় না। "এঁরাই আবার বড় লোক" এই নাটকখানিতে সকল দোষের বহুল পরিমাণে উল্লেখ আছে, অতএব উহা যে সম্যকরূপে [illegible]ভিনয়যোগ্য একথা আমরা নির্দ্দেশ করি[illegible]রি না।

গ্রন্থের যে [illegible] অতি সুন্দর ও যাবতীয় [illegible] হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অন্ধ[illegible], আর্ত্তনাদ, রোদন, আহত হইয়া ভূতলে পতন ও মৃতকল্প হইয়া শয়ন এবং সূর্য্যাস্ত বিদ্যুৎ মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত প্রভৃতি অতি সুন্দর ও প্রকৃতির অনুরূপ হইয়াছিল। 'মাষ্টার কেষ্টোকিশোর' অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু বার বার কৌতুকাবহ কথা ও ভঙ্গীদ্বারা শ্রোতৃবর্গের হাস্য উৎপাদন করিয়া তিনি নিজেও এক একবার সহাস্য আস্যে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, অভিনয়ের গুণই অধিকাংশ, দোষ অতি অল্প অতএব সেই অতি অল্প মাত্র দোষের কথা উল্লেখ করিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে তদ্ভিন্ন অভিনয়ের আর সমস্ত অংশই প্রশংসনীয় হইয়াছে।

রাজা বাবুই প্রধান অভিনেতা। তাঁহাকে বারম্বার রঙ্গভূমিতে উপনীত হইতে এবং প্রতিবারেই অনেক ক্ষণ ধরিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অভিনয় কার্য্যে বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং সামাজিকদিগেরও চিত্তরঞ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যে যে স্থলে সঙ্গত কথা কহিতে হয়, সেই সেই স্থলে দোষ লক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল তিনি বলিয়া নন, যিনি যিনি আত্মগত কথা কহিয়াছেন, তাঁহারই সেই দোষ দেখা গিয়াছে। আত্মগত কথা ধীরে ধীরে কহিতে হয় তাহার মধ্যে মধ্যে বিরাম চাই, ভাবানুসারে আকার ইঙ্গিতের তারতম্য করিতে হয় এব এমন স্বরে কথা কহিতে হয়, যে তাহা উচ্চ হইবে না, অথচ কথাগুলি সকলে স্পষ্ট শুনিতে পাইবে। কিন্তু আমরা যে অভিনেতৃগণের কথা কহিতেছি, তাহাঁদিগের ঐ সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না। তাঁহারা যেন পুস্তক দেখিয়া পাঠ করিতেছেন এমনি বোধ হইয়াছিল। 'ডাক্তর বাবুর' উচ্চারণগুলি অতি শ্রুতিকটু; তিনি যখন 'এই অন্ধকারে আবৃত' ইত্যাদি বচনগুলি কহিতে আরম্ভ করেন তখন যেন কাণে বজ্রাঘাত হইল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আবার স্ত্রীলোকে শুদ্ধ ও সংস্কৃত কথা কহিলেও সেইরূপ কঠোর শুনায়। শশিমালা "হ বিধাতঃ!" বলিয়া খেদোক্তি না করিয়া যদি 'হে বিধেতা' বলিতেন তাহা হইলে ভাল লাগিত।

একতান বাদ্যও তালশুদ্ধ ও মধুর হইয়াছিল। ইহা অভিনয়ের একটী প্রধান অঙ্গ। ইহা না থাকিলে অভিনয় আদ্যোপান্ত স্থির হইয়া শুনা অতি কঠোর ব্রত হইয়া উঠে। যাবতীয় যন্ত্রের ঐক্য থাকাই একতান বাদ্যের প্রধান প্রশংসার বিষয়। ঠনঠনিয়ার একতান বাদ্য সম্প্রদায়ের যন্ত্র সকলের বিলক্ষণ ঐক্য ছিল কেবল ঢোলের বোল কিছু উচ্চতর হইয়াছিল। ফলতঃ যিনি ঢোল বাজাইয়াছিলেন, তিনি সে বিষয়ে ক

দক্ষ জ্ঞান হয়। কেন না, ঢোলের বোলগুলি যেমন স্পষ্ট তেমনি তাহাদিগের লালিত্য ছিল। কিন্তু ঢোলের বোল ও অপর যন্ত্রের একত্রে পৃথক লাগিলে একতান বাদ্যের মিষ্টতা সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধি হয় না। আমাদের বিবেচনায় একতান বাদ্যে ঢোল বাদক বিশেষ পাণ্ডিত্য না দেখাইয়া কেবল তাল রাখিয়া গেলেই পর্য্যবসিত হইতে পারে।

—•—

প্রাপ্ত পুস্তক।

১। বাণিজ্যদর্পণ। এখানি ১৭৮৩ শকের জেয়ার এসোসিয়েসনের বিজ্ঞাপনানুসারে শ্রীযুক্ত জগদীশ তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক বিরচিত। ইহাতে কি নিমিত্ত জনসমাজে বাণিজ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, কি কারণে মুদ্রার সৃষ্টি হইল, ব্যবসায় কত প্রকার এবং কোন্ কোন্ দেশে কি কি দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার বহুযত্নে এই গ্রন্থখানি প্রণয়নপূর্ব্বক তাঁহার অন্যান্য সহযোগী অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষলাভ করিয়া পূর্ব্বোক্ত এসোসিএসনের নিকট তাঁহাদের প্রতিজ্ঞানুরূপ ২৫০ টাকা ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গ্রন্থখানি মন্দ হয় নাই। ইহা দ্বারা সমাজের অনেক উপকার লাভেরও সম্ভাবনা আছে।

—•—

বিবিধসংবাদ

২২এ বৈশাখ সোমবার

১৯ এ এপ্রেল আগরার ইউরোপীয় সৈন্য নিবাস দগ্ধ হইয়াছে। ঐ বারিকটী তৃণাচ্ছাদিত ছিল। দাহকালে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়াতে সমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হাবড়াতে চুরি ও সিঁদের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। স্থানীয় পুলিস কিছুই করিতে পারিতেছে না। এই স্থানে অনেক দুশ্চরিত্র লোকে স্বর্ণকারের ব্যবসায় ভাণ করে, কিন্তু চুরিই তাহাদিগের প্রকৃত ব্যবসায়। সম্প্রতি উহাদের চারি জন ধৃত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, কলিকাতার পুলিসে আইনঅনুসারে যত টাকা আদায় হইবে, তাহা পুলিস ফণ্ডে জমা হইয়া জষ্টিসদিগের হস্তগত হইবে। এই টাকা ও পুলিস কর একত্রীভূত করিয়া জষ্টিস ও গবর্ণমেণ্টের পুলিসের ব্যয়াংশ নির্দ্ধারিত হইবে।

মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার পরিজন ও অনুচরবর্গের প্রতিপালনার্থ ৩৪ লক্ষ টাকা বৃত্তিস্বরূপ পাইবে। পরিবারবর্গ বৃত্তি পাইতে পারেন, কিন্তু রাজার ভাঁড়, গায়ক প্রভৃতির বৃত্তি পাইবার কি স্বত্ব আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

কলিকাতার আর্কডিকন প্রাট শীঘ্রই পদ ত্যাগ করিবেন। রেবরেণ্ড কেব ব্রাউন ও রেবরেণ্ড বর্জ এই পদের প্রার্থী হইয়াছেন।

এবার বাঙ্গালোর ও নীলগিরিতে এমন গ্রীষ্ম হইয়াছে যে অতিশয় প্রাচীন লোকও বলিতেছেন তাঁহারা কখন এমন কষ্টভোগ করেন নাই। পুষ্করিণী কূপ ও নদীসকল শুষ্ক হইতেছে, জল পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে।

মণি অর্ডার প্রণালী প্রচলিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন মণি অর্ডার আফিসসমূহ পরস্পরের উপরে হুণ্ডি কাটিতে পারিবেন। এই সকল আফিসের সংখ্যা ও হুণ্ডির পরিমাণের বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে কলিকাতার পুলিসে আনয়ন করা হয়। পূর্ব্ব দিবস সর জন লারেন্সের সন্ধ্যার সময়ে বাটী হইতে বহির্গমনকালে ঐ ব্যক্তি তাঁহার শকটযোজিত অশ্বের রশ্মি ধারণপূর্ব্বক শকট স্থগিত করিবার চেষ্টা করে। শকটচালক তৎক্ষণাৎ অশ্বগণকে অন্য দিগে লইয়া গেল, এবং ঐ ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাকে এই কর্ম্ম করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল লাইসেন্স টাক্সের বিরুদ্ধে আবেদন করা তাহার অভিপ্রেত ছিল। এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। কাজটী ভাল হয় নাই। পূর্ব্বকালে অতিসামান্য ব্যক্তিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার হস্তে আবেদন দিতে পারিতেন। লার্ড ডেলহৌসি এ প্রকার আবেদন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সর জন লরেন্স ঐ ব্যক্তির দণ্ডদানে সম্মত হইয়াছেন। এ প্রকার আবেদনগ্রহণে গবর্ণর জেনরলের যে গৌরব আছে তাহা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল।

লক্ষ্ণৌএর কমিসনর সেনাপতি আবর্ট পঞ্জাব রেইলওয়ের এজেণ্ট হইয়াছেন। লাহোর ক্রনিকেল বলেন পঞ্জাবের রেলওয়েকোম্পানি প্রকৃত রূপে কর্ণেল এলফিষ্টোনকে পদচ্যুত করেন নাই। তিনি যত দিন কর্ম্মে স্থগিত ছিলেন, তাঁহাকে সে সময়ের বেতন ও তদ্ভিন্ন আর ছয় মাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

ইংলিসম্যানের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, এক জন রুশীয় দূত শিয়ার আলির শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে। চারি রেজিমেণ্ট রুশীয় সৈন্য বাকের অন্তর্গত মাইমুনাতে আসিয়াছে। আজিম খাঁ কান্দাহারে গমনোদ্যত ছয় রেজিমেণ্ট সৈন্যকে প্রত্যানয়ন করিয়া রুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার ৪০০ মাত্র সৈন্য আছে। তিনি শস্য ও টাকা দেখিলেই বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন বলিয়া লোকের অতিশয় কষ্ট ও অসন্তোষ হইয়াছে। সিয়ার আলীর পুত্রগণ কাবুল হইতে পলায়ন করিয়াছেন, কেবল স্ত্রীলোকেরা তথায় আছেন কয়েকজন সর্দ্দার ও কাবুলের মুস্তফি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। সিয়ার আলি খাঁ নিজে কান্দাহারে আসিয়াছেন, তাঁহার পুত্র কাবুল আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছেন। এবার অবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁর সাহায্য করিতেছেন না। অতএব আজিমকে অবশ্যই পরাজিত হইতে হইবে।

১৮৬৯ অব্দের মধ্যে লক্ষ্মীসরাই পর্য্যন্ত কর্ড রেলওয়ে প্রস্তুত হইবে।

গবর্ণর জেনরল সিমলায় উপস্থিত হইলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার পুনর্ব্বার অধিবেশন হইবে। ঐ সময় পঞ্জাবের জমীদার ও কৃষক সংক্রান্ত বিল লইয়া তর্ক হইবে। এই নিমিত্ত পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর ডোনাল্ড মাক্লিয়ড্কে আহ্বান করা হইয়াছে।

গত শনিবারের গেজেটে সিটনকার সাহেবের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির পদে নিয়োগের বিজ্ঞাপন হইয়াছে। তিনি যত দিন অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সি, ইউ, এচিসন সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন।

আগামী জুন মাসে সিঙ্কুর সুরঙ্গ সম্পূর্ণ হইবে। মার্চ মাসের শেষে ৮৭০৭৫ ফুট বাকি ছিল। সুড়ঙ্গের এই অংশটী একটী পর্ব্বতের মধ্য দিয়া করিতে হইতেছে। ইঞ্জিনিয়রগণ প্রত্যহ এক হস্তমাত্রপরিমাণ সুড়ঙ্গ করিতেছেন। পেসোয়ারপর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবে, তাহা এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাইবে।

পাবনাতে অতিশয় ওলাউঠা হইতেছে। তত্রত্য সিবিল ও সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন অতি

শয় পরিশ্রম করিয়া বিস্তর লোকের সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু আর দুই তিন জন চিকিৎসক না হইলে সকলের সাহায্য হওয়া অসম্ভব। আমরা অবগত হইলাম, পাবনার মাজিষ্ট্রেট দুই জন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন ও কয়েক জন এতদ্দেশীয় চিকিৎসককে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন। এ বার সর্ব্বত্রেই ওলাউঠা হইতেছে। এই সময়ে জগন্নাথক্ষেত্রের পাণ্ডাগণ যাত্রিসংগ্রহ করিতেছে। আমরা বোধ করি, পূর্ব্বকার দুই বৎসরের ন্যায় গবর্ণমেন্ট এবারও এক বিজ্ঞাপন দিয়া যাত্রীদিগকে সতর্ক করিবেন।

সম্প্রতি আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে এক ইউরোপীয়ের মকদ্দমা উপলক্ষে উঁহার উকীল এতদ্দেশীয় জুরিদিগকে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শিয়ালকোটের ঘোড়দৌড়ের পুরস্কারের নিমিত্ত কাশ্মীরের রাজা ১৫০ ভরির এক বৃহৎ স্বর্ণপাত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহার মূল্য ১৫৫০ টাকা। রাজা ঘোড়দৌড়ের ন্যায় বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ প্রদান করিলে যথার্থ সৎকার্য্য করা হয়।

গুড্‌ফ্রাইডেতে বোম্বাইয়ের লোকেরা এলিফাণ্টা পর্ব্বত গহ্বরস্থ মন্দির দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। ঐ দিবস পাছে সকলে পৌত্তলিকধর্ম্মানুসারে আরাধনা করিতে ত্রুটি করেন এই আশঙ্কায় বোম্বাইয়ের বন্দরের চাপলেন রেবরেণ্ড ডবলিউ, বি, ফিয়ার সেই গহ্বরে গিয়া উপাসনা করিয়াছেন। এই উপাসনার ফল কি?

প্রধান কমিসনর জর্জ্জ কাম্বেল মধ্যভারতবর্ষের মিউনিসিপালিটিসমূহকে স্বেচ্ছামত সাধারণ হিতকর কার্য্যে উদ্বৃত্ত টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তদনুসারে ঢিক্কলঘাটের মিউনিসিপালিটি এক মন্দির করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ সকল স্থানে কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষার প্রাদুর্ভাব না হইলে এরূপ স্বাধীনতা প্রদান করা অনুচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে স্বাধীনতা প্রদানের সময় আসিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজ আর এস, টাউয়াস সাহেব সংস্কৃতে উত্তমরূপে পরীক্ষা দেওয়াতে ২০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ফরাক্কাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট পি, হোয়ালি সাহেব উর্দ্দুতে উত্তম পরীক্ষা দেন বলিয়া ১০০০ টাকা এবং ২৪ পরগণার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট জে, এফ রিজ ও কালনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, আর হালেট সাহেব বাঙ্গালায় উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া ১০০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা চারিজনই সিবিলিয়ান।

কর্ণেল বরস লক্ষ্ণৌয়ের যমুনা মসজিদে যাইবার চেষ্টা করাতে যে দারগার সহিত তাঁহার দাঙ্গা হয়, তাঁহারে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস মেয়াদ খাটিবার আদেশ করা হইয়াছে কর্ণেল বরস যে জানিয়া শুনিয়া এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র করিতে গিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত তাঁহার কি কিছুই হইবে না?

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি মাজিষ্ট্রেটদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন, কোন কোন বণিক দ্রব্যপরিমাণ বিষয়ে প্রতারণা করিলে মাজিষ্ট্রেটগণ দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারানুসারে তাঁহাদিগকে দণ্ড না দিয়া কেবল রেলওয়ে আইন অনুসারে ঊর্দ্ধসংখ্য ৫০ টাকা জরিমানা করেন; কিন্তু ইহাতে দুর্ব্বৃত্ততা নিবারিত হইতেছে না। জরিমানার পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়; জেলে দেওয়া উচিত নহে। আমরা বোধ করি গবর্ণমেন্ট এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবেন।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে এক জন ফেনিয়ান এডিনবরার ডিউককে বধ করিবার চেষ্টা পাইয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে অযোধ্যার তালুকদারগণ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ মাতলা রেলওয়ে আপনারা চালাইবেন। পোর্টকানিঙ কোম্পানির গৃহবিবাদ চুকিয়া গেলে এই রেলওয়ে তাঁহাদিগকে প্রদান করা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের ইচ্ছা। আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। পোর্টকানিঙ কোম্পানির যে সকল কাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে একটি রেলওয়ে তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিলে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানিকে ইহা প্রদান করাই যথার্থ রাজনীতি

সম্প্রতি শিলার সাহেবের বন্ধুগণ এক সভা করিয়া পোর্টকানিঙ কোম্পানির অংশীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কয়েকজনমাত্র অংশী আগমন করেন। এই সভায় পরস্পরকে গালাগালি ও ছোরমা প্রভৃতি লজ্জাকর ব্যবহার হয়। কলিকাতার কোন সভায় এমত কাণ্ড দেখা যায় নাই। শিলার সাহেবের বুঝিয়া কাজ করা উচিত

২৩ এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

লক্ষ্ণৌএর কালেজে এক্ষণে ৬৪০ জন ছাত্র আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে তালুকদারদিগের পুত্র ও আত্মীয়ের সংখ্যা ২৪ জন মাত্র। সে দিবস ছাত্রদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবার সময়ে প্রধান কমিসনর ডেবিস সাহেব এ নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন।

২৩ এ এপ্রেল কৃষ্ণনগরে বৃষ্টির সময় এক ঝাউগাছে বজ্রপাত হয়। ইহাতে বৃক্ষের সকল শাখাগুলি প্রজ্বলিত হইয়া শত শত মসালের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিল। অনেক লোক ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। বৃষ্টিতেও ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। ইহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটী উপনগরে বাষ্পীয় আলোক দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সভাপতি স্মিথ ও সহকারী সভাপতি হালডেন সাহেব এই আলোক দিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পান। কিন্তু উপনগরের অধিকাংশ লোক দরিদ্র বলিয়া ইহা গ্রাহ্য হয় নাই। উপনগরের মিউনিসিপালিটির বুদ্ধির কত দৌড়, তাহা যাঁহারা দুর্ভাগ্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের অধীনে আছেন, তাঁহারাই জানেন

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, জুন মাসের ১৫। ১৬ই লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আসামে গমন করিবেন

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, রেঙ্গুনের বন্দর হইতে যে ব্রহ্মদেশীয় রাজকুমারকে ভাগলপুরে আনয়ন করা হইয়াছে, তাঁহাকে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

গত কল্য গোঁয়ারা মাটিদিবার সময়ে মানিকতলার নিকটে এক জন মাতাল ফিরিঙ্গি কয়েক জন গোঁয়ারাবাহককে প্রহার করে। এতন্নিবন্ধন অতিশয় গোলযোগ হয়। এক জন ইউরোপীয় পুলিষ কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ তথায় আসাতে মুসলমানগণ এই মাতালের প্রহার হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, পুলিষ কর্ম্মচারী এ ব্যক্তিকে কেবল সতর্কমাত্র করিয়া ছাড়িয়া দেন। এক জন মুসলমান যদি কোন গিরজায় এ প্রকার করিত, তাহা হইলে কি হইত? অথবা পুলিষ কর্ম্মচারীর দোষ কি? যখন কর্ণেল বোরসকে নিবারণ করিয়া লক্ষ্ণৌএর মসিদের দারগা কারারুদ্ধ হইয়াছেন, তখন এক জন অশিক্ষিত পুলিষপ্রহরীর কি ওরূপ কার্য্য করিতে সাহস হয়?

বোম্বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাই

য়াছেন, জাকুব খাঁ খেলাত পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আজিম খাঁর পুত্র হয় হত নচেৎ বন্দীভূত হইয়াছেন। কাবুল আক্রমণের সম্ভাবনা হওয়াতে আজিম খাঁ স্বয়ং যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। কাবুলে অতিশয় গোলযোগ হইতেছে। আর ফুল রহমন খাঁ সাহায্য দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আর কয়েক জন সর্দ্দারকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়টের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, ১৮৬৭ অব্দের ১২ই মার্চ প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি ট্রেবর, সক, কেম্প ও মাকফার্শন রঙ্গপুরের এক আপীল শ্রবণ করেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন আজ্ঞা দেন নাই।

উক্ত পত্র কৃষ্ণনগর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সম্প্রতি তত্রত্য সিবিল সার্জ্জন তাঁহার এক জন ভৃত্যের নামে এই বলিয়া নালীশ করেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহার কতকগুলি মসলা চুরি করিয়াছে। ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বিশেষ প্রমাণবিরহে ঐ নালীশ অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তত্রত্য জাইন্ট মাজিস্ট্রেট নিজে পুনর্ব্বার বিচার করিয়া এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই মাস মেয়াদ দিয়াছেন। কয়েদি আপীলে অবশ্যই মুক্ত হইবে। এই সকল লোক আমাদিগের বিচারপ্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ।

২৫ এ বৈশাখ বুধবার।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের একজন অতিরিক্ত সেক্রেটারি নিয়োগের বিষয়ে সর ষ্টাফোড নর্থকোট অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন আরও বিশেষ প্রমাণ না পাইলে তিনি এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অসঙ্গত ব্যয় করেন, এ সংস্কার না জন্মিলে ষ্টেটসেক্রেটারির এরূপ লেখা সঙ্গত হয় না।

সম্প্রতি আড়কাটির দোষে এথেন্স ও আগামেমনন জাহাজে পরস্পর ধাক্কা লাগিয়া উভয় জাহাজ নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আড়কাটিকে সামুদ্রিক বিচারালয়ে অর্পণ করা হয়। জুরি এ ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন। এইসকল সামরিক ও সামুদ্রিক বিচারালয় উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য হইতেছে। বর্ত্তমান স্থলে যে যথার্থ বিচার হয় নাই, তাহা সকলে বলিতেছেন।

পিয়নিয়র বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি চোর আলাহাবাদের গবর্ণমেণ্ট বাটী হইতে ৬০০ টাকা চুরি করিয়াছে। ইহারা অদ্যাপি ধৃত হয় নাই। কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট বাটীতে চুরি না হইলে পুলিশের সম্পূর্ণ দক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে না।

আলাহাবাদের অন্তর্গত শাহপুরে সম্প্রতি লিঞ্চ আইনের অনুসারী এক বিচার হইয়াছে। অযোধ্যা ও আলাহাবাদে পাসিনামক এক জাতি মেথর আছে, তাহারা প্রায়ই চুরি ও দস্যুতা করে। এক জন পাসি শাহপুরে সর্ব্বদা চুরি করিত। সে সম্প্রতি ধৃত হওয়াতে গ্রামস্থ লোকেরা ফৌজদারি আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া তাহাকে প্রহার করিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া বধ করিয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বলেন, চুরির জন্য ইহা হয় নাই, একটী স্ত্রীলোককে লইয়া এ কাণ্ড হইয়াছে। ১২ জন লোককে এই কারণে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। বিচারপতিদিগের নিকটে যে সুবিচার হয় না এটী তাহারই প্রমাণ।

রাজপুতনা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে কুষ্ঠরোগদিগকে জীবিত সমাহিত করা হইয়া থাকে। শিরোহির পোলিটিকাল এজেণ্ট সম্প্রতি ইহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, পারস্যে অহিফেনের চাষ এত হইতেছে যে কতকগুলি বণিক সিঙ্গাপুরপ্রভৃতি স্থানে ইহার ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত এক শ্রেণি বাষ্পীয় জাহাজ নিযুক্ত করিয়াছেন।

গতকল্য এক জন গাড়োয়ান বিবি ব্রিজেস নামে এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের নামে এই বলিয়া নালীশ করে যে সে তাহার গাড়ীভাড়া দেয় নাই। সাক্ষ্যদ্বারা তাহার দাবি সপ্রমাণ হওয়াতে তাহাকে ভাড়া ও গাড়োয়ানকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই টাকা দিবার আজ্ঞা হয়। বিবি ব্রিজেস ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মাজিস্ট্রেট রাক্সনকে বলিলেন "বিচারালয়ে সুবিচার নাই।" এই অপরাধে স্ত্রীলোকটীর বিনাপরিশ্রমে তিন দিবস মেয়াদ হইয়াছে। আদালতই অর্থী প্রত্যর্থীর এরূপ ধৃষ্টতাপ্রদর্শনের কারণ হইয়াছেন। ইউরোপীয় অপরাধীদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড হয় না বলিয়া নিম্নতর ইউরোপীয়দিগের কখন দণ্ড হইলে তাহারা বিরক্ত হয়। এক্ষণে নিম্নশ্রেণির ইউরোপীয়দিগের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাহাদিগের পাপেরও বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব বিচারপতিদিগের বুঝা উচিত অতঃপর অনুগ্রহ করিলে কেবল বিষময় ফল ফলিবে।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন "সংপ্রতি বারিষ্টার হওয়ার নিমিত্ত এতদঞ্চলের এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মজুমদার। ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী নেত্রকোণা ষ্টেশনের অধীন ঠাকুয়া কোণা নামক গ্রাম উমেশ বাবুর জন্ম স্থান। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র। ইহাঁকে আমরা বিলক্ষণরূপে জানি। ইনি একজন বিলক্ষণ খিদ্যোৎসাহী সৎস্বভাব ও স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি। ইনি প্রথমে ময়মনসিংহ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে তৎপরে কলিকাতায় লণ্ডন মিশনরি স্কুলে এবং অবশেষে জেনেরল এসেমব্লিতে শিক্ষালাভ করেন। ইনি সম্পূর্ণরূপে স্বচিন্তাস্বাবলম্বনদ্বারাই যাহা কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টে ইনি সুসঙ্গের রাজার মোক্তারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তদবস্থায় থাকিয়াও ইনি উন্নতিমূলক অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন নাই। এপর্য্যন্ত উমেশ বাবু কেবল ভবিষ্যদুন্নতিসাধনার্থই অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে ইংলণ্ডে গমন ও তথায় অবস্থান উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হওয়াতে অমনি এখানকার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চিরাভিলষিত পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সুসঙ্গের রাজা, ঢাকার মৃতজমীদার মৌলবী আবদুলালীর পত্নী আমীরন্নেসা খাতুন এবং বালিয়াটীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় তাঁহাদিগের প্রিবি কাউন্সেলের মকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত উমেশ বাবুর উপর ভারার্পণ করিয়াছেন।"

২৬ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

দিল্লীর প্রাচীর ক্রমশঃ ভূমিসাৎ হইল। সম্প্রতি কাবুল ও কাশ্মীর ফটকের মধ্যস্থিত দেওয়াল ভগ্ন করিয়া দ্বারগুলি প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইয়াছে। পাছে পুনরায় কোন বিদ্রোহী এস্থানে থাকিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই আশঙ্কায় দেওয়াল ভগ্ন করা হইতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই কার্য্য করাতে নগরটীকে আক্রমণকারী বিদেশীয় শত্রুর সুগম্য করা হইল কি না? পূর্ব্ব কীর্ত্তি নষ্ট হউক, সে অল্প কথা।

ইংলিশমান বলেন, প্রধান সেনাপতি বারাকীপুরের বর্ত্তমান বারিক উঠাইয়া স্থানান্তরে শিবির স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এটি করা কর্ত্তব্য কি না ইহা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সর জন লরেন্স উক্ত স্থানে এক দিবস থাকিয়া স্বচক্ষে বারিক দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণর জেনরল বারিক পরিবর্ত্ত করিবার কোন কারণ দর্শন করেন নাই। বারিক নাড়া অপব্যয়ের একটী প্রধান কারণ

এবার অযোধ্যার নবাবের বাটীতে মহা সমারোহে মহরম হইয়াগিয়াছে। বিস্তর দরিদ্র লোকে আহার পাইয়াছে। কিন্তু মুন্সি আমীর আলি তত্ত্বাবধায়ক থাকাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অপব্যয় হইতে পারে নাই।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আবদুল রহমন খাঁ হস্ত হইতে শাসন ভার লইবার নিমিত্ত আজিম খাঁ ইসমাইল খাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আবদুল রহমন খাঁ বলিয়াছেন, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করিয়া সিয়ারআলিকে আমীর হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, সন্ধির নিমিত্ত তিনি নিজে সিয়ারআলির নিকটে গমন করিবেন। যদি সিয়ার আলি তাঁহাকে কারারুদ্ধ অথবা বধ করেন, তাহা হইলে আজীম খাঁ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবেন। কিন্তু যদি সন্ধি হয় তাহা হইলে তাঁহাকে বৃত্তি দিবার নিমিত্ত আমীরকে অনুরোধ করিবেন। আজিম খাঁ ইহার প্রত্যুত্তর দিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই। এটী গৃহবিচ্ছেদের আর একটী শাখা হইল।

বোম্বাই সটরডে রিবিউ পত্রের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। এখানি বোম্বাইয়ের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ছিল।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, বাবু পদ্মলোচন গুপ্ত কলিকাতার মেডিকাল কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করিতেছেন।

মহারাজ রণবীর সিংহ পুনর্ব্বার পীড়িত হইয়াছেন। গত বার শিয়াল কোটের সিবিল সার্জ্জন তাঁহাকে নীরোগ করেন। কিন্তু ইংরাজী চিকিৎসায় কিছু দিনের নিমিত্ত রোগ চাপা থাকে এই সংস্কার হওয়াতে এবার দিল্লীর হাকিম আমীরুল্লা খাকে আহ্বান করা হইয়াছে।

সম্প্রতি মহরমের সময়ে আগরার হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের দাঙ্গা হইয়াগিয়াছে মহরমের উৎসবের এক দিবস এক জন হিন্দুর বিবাহ হয় বরযাত্রিগণ সমারোহ করিয়া যাইতেছেন এমত সময়ে মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেককে আহত করে। এ বিষয় মাজিষ্ট্রেটের গোচর হইলে তিনি অগ্রে মুসলমানদিগকে যাইতে দিয়া পরে হিন্দুদিগকে যাইতে বলিলেন। সেনাপতি ফেরিয়র মধ্য আসিয়ায় ভ্রমণবৃত্তান্তমধ্যে লিখিয়াছেন, পারস্যের অন্তর্গত এক স্থানের লোকেরা রাজকীয় করসংগ্রাহককে [illegible] করিয়া বিদ্রোহী হয়, রাজার প্রধান মন্ত্রী অনেক কষ্টে বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সকলে ভাবিলেন, রাজা বিদ্রোহীদিগকে দণ্ড দিবেন? কিন্তু তাঁহারা শেষে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বিদ্রোহী নগরের লোকদিগকে এক কালে রাজকর হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচারও এই প্রকার দেখা যাইতেছে।

কানপুরের জাইণ্ট মাজিষ্টেট ডবলিউ, আর, বরকিট জানিয়া শুনিয়াও সহমরণ বন্ধ করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে সহকারী মাজিষ্ট্রেটের পদে দেওয়া হইয়াছে। এই দণ্ডের নিমিত্ত কেহই দুঃখিত হইবেন না।

২৭ এ বৈশাখ শুক্রবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ডিরেক্টরের প্রস্তাবানুসারে আগরা কালেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগকে হুগলী ও ঢাকা কালেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদিগের ন্যায় বেতন দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

গুজরাটের একখানি সংবাদপত্র বলেন, গুইকুমার মক্কায় চন্দ্রাতপ দিবার নিমিত্ত ধনাগারের যাবতীয় টাকা ব্যয় করিয়া এক্ষণে এমন বিব্রত হইয়াছেন, যে যে সে প্রকারে টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি বিনা অপরাধে এক জন বণিক্‌কে কারাগারে প্রেরণ করেন। ১৩,০০০ টাকা দিলে পর এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে কারামুক্ত করা হয়। এই প্রকার সর্ব্বত্র অত্যাচার হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এই উন্মত্ত রাজকুমারকে প্রকৃতিস্থ হইবার ভয় প্রদর্শনগর্ভ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মদেশে পুনর্ব্বার গৃহযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মেঙ্গুন মিঙচা রাজকুমার পুনর্ব্বার মান্দালাই আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন।

জাপান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ইংরাজ ও ফরাশী দূতগণের উত্তেজনায় এক জন ফরাশী আফিসরের হত্যার বিনিময়ে এক জন জাপানীয় আমীরকে বধ করাতে তথায় অতিশয় গোলযোগ হইতেছে। এই প্রকার গর্ব্বপূর্ণ ব্যবহারনিবন্ধনই আসিয়ার স্বাধীন রাজাসকল ইউরোপীয়দিগকে সহজে আপনাদিগের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত হন না।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের নিকটে গবর্ণমেণ্টের ডাক লুঠ হইয়াছে। দস্যুগণ ধৃত হয় নাই। কলিকাতার মধ্যে যখন হত্যা করিয়া লোক পার পাইতেছে, তখন মফস্বলে ডাকাইতি হইবে, এটী বড় আশ্চর্য্যের কথা নহে।

সিন্ধিয়ান বলেন, সিন্ধুর মুক্তাক্ষেত্রে লাভ না হওয়াতে কেহই তাহার ইজারা লইতেছেন না। অকালে বিস্তর মুক্তা উত্তোলন করাতে এক্ষণে উত্তম মুক্তা পাওয়া যায় না। সুতরাং তত লাভ হয় না। বাহাদুর কাষ্ঠের ন্যায় মুক্তার বিষয়ে কোন নিয়ম করিলে ভাল হয়।

২৮এ এপ্রেল বরিসালের নিকটে পিয়নিয়র নামক বাষ্পীয় জাহাজের বাষ্পাধার স্ফোট হইয়া চারি জনের মৃত্যু হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ জাহাজকে এই জাহাজের সাহায্যের নিমিত্ত প্রেরণ করা হইয়াছে।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, বরদার রেসিডেণ্ট কর্ণেল বার সম্প্রতি গুইকুমারের কারারুদ্ধ ভ্রাতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন, তিনি যেন কুপরামর্শীদিগের কথায় বিমোহিত হইয়া রাজার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করেন। আমরা এই "সৎপরামর্শের" কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

পঞ্জাবে কতকগুলি জলসেচক খাল হইতেছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম রেবিনিউ বোর্ড এত দিনের পর উপবিভাগের আমলাদিগকে বদলী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এটী সাধারণে করা উচিত। আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি করাও কর্ত্তব্য হইতেছে। নচেৎ ১০।১২ টাকা বেতনভোগী লোকদিগকে এক স্থান হইতে অন্যত্র বদলী করিয়া তাঁহাদিগকে কেবল কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র।

২৮ এ বৈশাখ শনিবার।

মান্দ্রাজে এক জন ইউরোপীয় অপরিমিত সুরাপান করিয়া প্রাণত্যাগ করাতে তত্রত্য পাদরী তাহার সমাধির সময়ে মন্ত্রপাঠ করিতে অসম্মত হন। যদি সকল পাদরীই এইরূপ করেন, অনেকের গতি হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কৈ আমাদিগের পুরোহিতেরা মাতালদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে ত এরূপ কথা বলেন না।

দক্ষিণ কুর্গের প্রাচীন মন্দিরসকল খনন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মহীসুরের কমিসনরের অনুরোধে এই হিতকর আজ্ঞাটী হইয়াছে। অনেক বহুমূল্য রত্ন ও অর্থ পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর কিছু দিনের জন্য বারাকপুরে বাস করিবেন। কিন্তু প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার বেলবিডিয়র বাটীতে অবস্থান করিবেন। বেলবিডিয়র বাটীর সংস্কারের নিমিত্ত এই বন্দোবস্ত হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রিত হইতেছে:—

৪ টাকার সিকা		৯২।০—৯
৪	" কোম্পানির	৯২॥০—৯
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০৫।৶০—১০৫॥৵
৫	" কোং	১০৮॥০—১০৮॥৶০
৫॥	" কোং	১১৩—১১৩।৶০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

১৫ ই এপ্রেল। ফরাশী গবর্ণমেণ্টের বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রী মসুর বারোক সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, শান্তিরক্ষাই সম্রাট নেপোলিয়নের আন্তরিক ইচ্ছা; যুদ্ধবিষয়ক যে জনরব হইয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভূসেচ্চিত লোকেরাই এই জনরব করিতেছে।

গত কল্যের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সর জন ওয়ালস; সর ক্রক, ব্রিজেস; ও সর জন ট্রোলোপ লার্ড হইয়াছেন।

ওয়েলসের রাজকুমার ও রাজকুমারী ডবলিনে উপনীত হইয়াছেন।

২০এ এপ্রেল। গত কল্য ওয়েলসের রাজকুমারকে সেণ্ট পেট্রিক চিহ্নের নাইট বলিয়া অভিষিক্ত করা হইয়াছে। মহাসমারোহে অভিষেককার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

লণ্ডন ২৩ এ এপ্রেল। রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিয়াছেন। গত বৎসর ৬৯ কোটি টাকা আয় হয়। অতিরিক্ত ইন্ কম টাক্সে যে টাকা পাইবার আশা ছিল, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র আদায় হইয়াছে। ২৯ লক্ষ টাকা মাত্র উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ের নিমিত্ত ৫ কোটি টাকা হিসাব ধরা হইয়াছে, ইহার মধ্যে ২ কোটি আদায় হইয়াছে। ইন্ কম টাক্স প্রতিপাউণ্ডে ৬ পেনি করা হইবে, ইহাতে ১৮০ লক্ষ টাকা আদায় হইবে, স্থির হইয়াছে। এক কোটি টাকার ট্রেজুরি খত বাহির করা হইবে। তাহা হইলে ৭২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। ইউরোপ মহাখণ্ডে যুদ্ধের যে জনরব হয়, তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে।

ক্লার্কেনওয়েল জেলে ফেনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্যের সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আনজষ্টিসনাম্নী যে স্ত্রীলোককে রুদ্ধ করা হয় বিচারালয় তাহাকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন।

২৯ এ এপ্রেল। গত রাত্রির গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সর রাবার্ট নেপিয়র বাথ চিহ্নের গ্রাণ্ড ক্রস নাইট হইয়াছেন।

২৪ এ এপ্রেল। গত রাত্রিতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত দুই খানি বিল অর্পণর করিয়াছেন।

ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বিলের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিলেন, শাসনের ক্ষমতা প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপরে বিতরণ না করিয়া প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে থাকিবে এবং এই ক্ষমতা অধিক হইবে। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের পরিবর্ত্তে ষ্টেটসেক্রেটারির হস্তে থাকিবে। প্রস্তাব হইয়াছিল যে গবর্ণর জেনরল আপনার মন্ত্রীদিগকে মনোনীত করিতে পারিবেন; কিন্তু ইহাতে অসুবিধা হইবে এমন তর্ক হওয়াতে প্রস্তাব হইয়াছে ষ্টেটসেক্রেটারির পরামর্শানুসারে রাজ্ঞী দুইজন মন্ত্রীকে মনোনীত করিবেন। গবর্ণর জেনরলের বেতন আর দশ সহস্র টাকা অধিক হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে ব্যয় করেন, তাহার প্রণালী পরিবর্ত্তের কোন প্রস্তাব হয় নাই; কিন্তু যেখানে গবর্ণর জেনরলের সহিত তদীয় মন্ত্রিবর্গের মতভেদ হইবে তথায় তিনি অধিকতর ক্ষমতা চালন করবেন এই প্রস্তাব হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, যে সকল স্থানে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অথবা অন্যবিধশাসন বর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভা নাই, সেখানে তাঁহারা কোন আইন করিতে চাহিলে প্রথমতঃ গবর্ণর জেনরলকে তাহা জানাইবেন; তৎপরে ইচ্ছা হইলে গবর্ণর জেনরল সেগুলি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে শাসনপ্রণালী স্থাপিত করিবার ক্ষমতা ষ্টেট সেক্রেটারির হইবে। শাসনকর্ত্তার মন্ত্রী থাকিবে কি না, তাহা ষ্টেটসেক্রেটারি স্থির করিবেন।

প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে দিবার প্রস্তাব ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাসঙ্গত বোধ হয় নাই; অতএব সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্ণর জেনরল, মধ্যে মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগকে আপনার নিয়মানুসারে চিহ্নিত কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৬ এ এপ্রেল। এই মাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে ১৩ ই এপ্রেল ব্রিটিশ সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া মাগদালা গ্রহণ করিয়াছে। বন্দিগণ মুক্ত ও রাজা থিওডোর হত হইয়াছেন, ১৪০০০ লোক অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। ব্রিটিশ সেনাদলে এক জন আফিসর ও ১৪ জন সৈনিক আহত হইয়াছেন। আবিসিনীয়দিগের ৫০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; তাহাদিগের আহতগণের সংখ্যা ১৫০০।

২৭ এ এপ্রেল। আবিসিনিয়ার যুদ্ধে কৃতকার্য্য হওয়াতে সকলে আহ্লাদিত হইয়াছেন। যাবতীয় সম্বাদপত্রে বলিতেছেন সৈন্যগণকে অবিলম্বে উক্ত দেশ হইতে প্রত্যানয়ন করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীসংক্রান্ত নূতন বিলে প্রস্তাব হইয়াছে, ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিলের সভ্যগণ ১২০ বৎসরপর্য্যন্ত কাজ করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের রাজস্ব সংক্রান্ত সম্বন্ধের বিষয়বিবেচনার্থ এক রাজকীয় কমিসন নিয়োগের প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন এ বিষয় এরূপ বিস্তৃত যে এক কমিসনদ্বারা ইহার মীমাংসা হইতে পারে না।

ওয়েলসের রাজকুমার ও রাজকুমারী আয়ার লণ্ড দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

প্রকাশিত হইয়াছে, প্রণীয় সেনাদলের সংখ্যা কমান হইবে। মালটা ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার মধ্যস্থিত সমুদ্রগর্ভস্থিত টেলিগ্রাফ সংস্কৃত হইয়াছে।

২৮ এ এপ্রেল। সম্প্রতি রাজকুমার আলেফেড্কে বধ করিবার যে চেষ্টা হয়, তাহাতে ক্রোধ ও রাজ্ঞীর সহিত সমদুঃখদুঃখতা প্রকাশ করিয়া হাউস অব লার্ডস এক অভিনন্দনপ্রদান করিয়াছেন। নূতন ইউরোভারতীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানির মূল ধন সংগৃহীত হইয়াছে। ক্লার্কেনওয়েল কারাগারের অত্যাচারে বারাটনামক এক জন ফেনিয়ানের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহার ফাঁশীর আজ্ঞা হইয়াছে। অন্য কয়েদিগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৯ এ এপ্রেল। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পূর্ণীয়ার ফেরিফণ্ড কমিটির সভ্য হইবেন।

জি, ডবলিউ, শিলিঙফোর্ড সাহেব।
আর, এস, পায়ার "
আর, ওয়াকার "

৩০ এ এপ্রেল। এ মার্কবিন সাহেব ঢাকার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

২ রা মে। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৫৮

অব্দের ৩৬ আইনের ২ ধারানুসারে দলন্দার বাতুলালয়ের পরিদর্শক হইবেনঃ-

জে, এচ, এ, ব্রাক্সন সাহেব।
ডাক্তর জে, ফবস।
বাবু দিগম্বর মিত্র।
কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় বাহাদুর।

৪ ঠা মে। মুন্সি আমীর আলি খাঁ বাহাদুর ২৪ পরগণার এক জন দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়া উপনগরে ক্ষমতা চালন করিবেন।

কাছাড়ের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর জে ডবলিউ. এডগার সাহেব তথায় দেওয়ানী জজের ক্ষমতা পাইবেন.

ডাক্তর সি. কোমে মতিহারির চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

যতদিন এচ, এল, অলিফাণ্ট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন কাপ্তেন আর, সি. মনি লোহারডগার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

যতদিন কাপ্তেন মনি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন এ, এল. ক্লে সাহেব মানভূমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

এচ, বেল সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মতিহারির ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

জে. ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এফ. ডবলিউ. আর. কাউলি সাহেব চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

এ প্রদেশের নূতন লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইনি শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষরূপে মনোযোগ দিবেন। ১১ই এপ্রেল মিয়র সাহেব এখানে আগমন করেন। তিনি সেই দিবসই প্রাতে অত্রত্য ওয়ার্ডস ইন্‌ষ্টিটিউশনে গমন করিয়া রাজকুমারদিগকে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহাদিগের ব্যায়ামচর্চ্চাতে পারগতা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম আহ্লাদিত হন। অপরাহ্নে (ঐ দিবস) রাবানসী ইনষ্টিটিউটের সভা হয়। তথায় মিয়র সাহেব উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং এদেশীয়দিগের স্ব স্ব ভাষার উন্নতি করা উচিত, এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। পর দিবস তিনি কুইন্স কালেজে পুরস্কারবিতরণ করিয়া তথায় একটি বক্তৃতা করেন। তিনি বলিলেন, এ বিদ্যালয়ের উন্নতি ইংরাজি ছাত্রদিগের উন্নতির উপরে নির্ভর করে না। যৎকালে (১৮৪৪ অব্দে) জন মিয়র (ইঁহার ভ্রাতা) ও টমসনসাহেব ইংরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যালয় একত্রিত করিয়া এই কালেজ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বিদ্যালয়দ্বারা সংস্কৃত ভাষার উন্নতি হয় এবং এদেশীয়েরা নীতিশাস্ত্রে উত্তম রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অনন্তর মিয়র সাহেব আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, উহার অন্যতর কিছুই হয় নাই। তিনি আরও বলিলেন কেবল বি, এ, এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই বাস্তবিক উপকার হইতে পারে না; "অন্তরস্থ মনুষ্যের" (আত্মার) উপকারসাধন যাহাতে হয় তাহা করাই মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। অর্থাৎ (মিয়র সাহেবের অভিপ্রায় বোধ হয় এই) হে বারাণসী কালেজের ছাত্রেরা! তোমরা বাইবল পড়, তাহা না হইলে তোমাদিগের "অন্তরস্থ মনুষ্য" শুদ্ধ হইবে না।

ঐ দিবস (১৩ই এপ্রেল) লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেবের সম্মানার্থ একটী দরবার হয়। পর দিবস জয়নারায়ণ কালেজে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটী সভা হয়। তথায় মিয়র সাহেব স্বহস্তে বালকদিগকে পুস্তক ও টাকা পুরস্কার দিয়া মিসেস স্মিথের বালিকাবিদ্যালয় ও সিগরার স্কুল দর্শন করেন। পর দিন অত্রত্য নূতন নর্ম্মালস্কুল মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চাৎ এখানকার রাজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এলাহাবাদ গমন করিয়াছেন।

এত দিন পরে হিন্দুস্থানীরা বাইয়ের নাচের অপেক্ষা নাটকের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিয়াছেন। বারাণসী কালেজের এক জন পণ্ডিত সম্প্রতি জানকীমঙ্গল নামে এক খানি নূতন নাটক হিন্দি ভাষাতে রচনা করিয়াছেন। ইহা ধনুর্ভঙ্গ ও সীতার বিবাহ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। এখানকার মহারাজ সিকরোইলের ইংরাজি নাট্যশালাতে ইহার অভিনয় করেন। যদ্যপি অভিনয় ও নাটক খানির রচনা প্রশংসনীয় হয় নাই, তথাপি হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে এই প্রথম চেষ্টা বলিয়া আমরা উহার প্রশংসা করিলাম।

সম্প্রতি টাইমুর বংশজ মির জালাল সাহেবের কাল হইয়াছে। ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকটে মাসিক ৫০০ টাকা পেনসন পাইতেন। এইরূপ পেনসনখোরের দল কাশীতে অনেক, ইঁহাদের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল।

দেখিতেছি আপনার এক জন সংবাদ দাতা আপনার এক বন্ধুর প্রশংসা করিতেছেন। যে ব্যক্তি কোন প্রশংসনীয় কর্ম্ম করেন, সংবাদদাতাদিগের তাঁহার প্রশংসা করা উচিত বটে; কিন্তু প্রতিবারেই কোন না কোন প্রকারে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে লোকে সন্দেহ করে, সুতরাং প্রশংসাও বৃথা হয়। কোন বাবু আপনার আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত বাগানে আমোদ প্রমোদ করিলেন কি না, সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গ এরূপ সংবাদ শুনিতে ইচ্ছা করেন না।

আজি কালি এখানে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, কিন্তু ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ অনেক হ্রাস হইয়াছে।

—:০:—

শান্তিপুরের সংবাদ।

১। আমরা অতিশয় দুঃখিতচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, যে গত চৈত্র মাসে একটি স্ত্রীলোক আপন স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পবিত্র দম্পতী প্রণয় না থাকা সকলপ্রকার সর্ব্বনাশের কারণ। তাহারই এই প্রত্যক্ষ ফল।

২। শান্তিপুরস্থ লক্ষ্মীতলাপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গৃহ না থাকাতে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিতেছিল। সম্প্রতি স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী বালককে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের প্রতিগৃহস্থের দ্বারে দ্বারে এক একটী পয়সা ভিক্ষা লইয়া এবং বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া প্রায় ৩০০ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী গৃহ প্রস্তুত করিতেছেন। আমরা তাঁহার অধ্যবসায়ের জন্য সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৩। সম্প্রতি শান্তিপুরস্থ কুমারপল্লীতে অতিশয় ধুমধাম সহকারে বারইয়ারি পূজা হইয়া গিয়াছে। যাত্রা গান প্রভৃতিতে অনেক অর্থশ্রাদ্ধ হইয়াছে। এই পূজার প্রধান কর্ত্তা এক জন শিক্ষক। এই পূজা উপলক্ষে ইনি প্রায় এক সপ্তাহের বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় উপভোগ করিয়াছেন। ইঁহারাই আবার স্কুলমাষ্টর।

৪ গত ১১ই বৈশাখ শান্তিপুরস্থ ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে বাবু প্রতাপচন্দ্র

মজুমদার ও অন্যান্য কয়েকটি ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে আগমন করিয়াছিলেন। বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার উপাসনান্তে একটি উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশশ্রবণে অনেকে তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

৫। শান্তিপুরে গঙ্গাস্নান যাইবার পথের ধারে পুলিসের একটি আড্ডা হইয়াছে। তথায় প্রায়ই অশ্লীল গান ও কথা বার্ত্তা চলিয়া থাকে, তাহাতে ভদ্রকুলোদ্ভব মহিলাগণ ঐ পথ দিয়া যাইতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হন। আমরা স্বচক্ষে হাটে সড়কে দেখিয়াছি, এক জন পুলিসকর্ম্মচারী ভোজনের জন্য দুই টাকার মৎস্য ক্রয় করিয়া এক টাকা চারি আনার অধিক দিলেন না। যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক, আমরা কাহার দোহাই দিব।

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। আত্মহত্যা। কিয়দ্দিবস গত হইল শুয়াখোলানামক স্থানে একটী আত্মহত্যা হইয়া গিয়াছে। উক্ত পল্লীনিবাসী এক ব্যক্তি প্রায় প্রতিনিয়তই তাহার ষোড়শবর্ষবয়স্ক পুত্রকে নিরর্থক তিরস্কার করিত। একদা ঐ পুত্র ঘটনাক্রমে তাহাদের একটী গোরু হারায়। তাহার পিতা গোরুটির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু বালক গৃহাগত হইবামাত্র তাহার জননী স্বীয় স্বামীর তাদৃশ কোপন স্বভাব জানিয়া বলিল "অরে! আজ আর তোর রক্ষা নাই। এই অপরাধে তোর পিতা তোকে কি রাখিবে?" বালক একে ত গোরু হারাইয়া, নিতান্ত অস্থির ও ব্যাকুল ছিল, তাহাতে আবার মাতার ঈদৃশ শঙ্কাপূরিত বচন শুনিয়া যায় পর নাই খিন্নমনা হইল। সে নিঃশব্দে তাহাদের গোগৃহে গমন করিয়া আড়ার সঙ্গে রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক আপনার হত্যাসম্পাদন করিয়াছে।

২। চুরি। ও দিন হালদার বন্দরে এক মুসলমান ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া এক ব্যবসায়ীর প্রায় দেড়শত টাকা মুল্যের বস্ত্র লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম মুসলমান সুন্দর বেশ ধারণপূর্ব্বক এক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে ঐ বস্ত্রব্যবসায়ীর বিপণিতে উপস্থিত হয়। বিপণিকর্ত্তার সমীপে মুসলমান নিকটবর্ত্তী প্রধান কোন যবনপরিবারের নাম লইয়া বলিল, "অমুক আমার শ্বশুর এবং কুচিয়ামরা গ্রামে আমার বাড়ী। সম্প্রতি আমার কোন আত্মীয়ের বিবাহোপলক্ষে কতক গুলি বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি আপনার দোকানে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আপনি আমাকে কাপড় দেন, তাহা হইলে আমি প্রায় দেড়শত টাকার কাপড় লই। বিপণিস্বামী উহার কথায় বিশ্বাস করিয়া নানা প্রকার উত্তম উত্তম বস্ত্র দেখাইতে লাগিল। উল্লিখিত ব্রাহ্মণ যত প্রকার ভাল বস্ত্র বাছিয়া বাছিয়া মুসলমানকে গাটি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। বস্ত্রবিক্রেতা তাহাকে (দ্বিজকে) ঐ যবনের সঙ্গে আগত বলিয়া জানিত না। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণটী মুসলমানের মন্ত্রণা ক্রমেই হউক অথবা কারণান্তর প্রযুক্ত হউক অপর এক দোকানে যান। চতুর মুসলমান গমন সময় বলিল "মহাশয় আমি কাপড় নিয়া যাই, ঐ ব্রাহ্মণ এখানে রহিল, আমি যাইয়াই টাকা পাঠাইয়া দিব।" বস্ত্র বিক্রেতা ইহাতে বিশ্বাসাপন্ন হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। পরে ব্রাহ্মণ আসিবামাত্র বস্ত্রবিক্রেতা বলিল "মহাশয় আপনাকে সেই মুসলমান এ খানে রাখিয়া গিয়াছে।" ব্রাহ্মণ বলিল "আমি কেন তাহার জন্য থাকিব, আমার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?" দোকানী বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি! পরে ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে আটক করিবার আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ কি করেন। তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হইল। ধূর্ত্ত মুসলমানের জন্য লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু উদ্দেশ পাওয়া গেল না। পরে জানা গেল যে সে একজন ঠগ। ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়, বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মহাশয় ধূর্ত্তদিগের কিছুই অসাধ্য নাই।

৩। শ্রীনগর ষ্টেশনের অন্তর্গত স্থানবাসীদিগকে নারায়ণ গঞ্জ মুনসেফী আদালতে যাইয়া মকদ্দমা করিতে হয় বলিয়া অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভয়ঙ্কর শীতললক্ষ্যা ও ধবলেশ্বরী অতিক্রম এবং অনল্পদূরতা নিবন্ধন সাধারণের অনেক অসুবিধা ও আয়াস উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সমীপে প্রার্থনা করিতেছি যে, উক্ত ষ্টেশনের অন্তর্গত লোকদিগকে বহর মুন্সেফী আদালতে মকদ্দমা করিতে আদেশ বিধান করেন। এরূপ হইলে লোকের কষ্ট দূর হইবে সন্দেহ নাই।

৪। মুনশী গঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডিপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রায় দেড় মাস অতীত হইল মাদারিপুর মহকুমায় পরিবর্ত্তিত হন। ইহাঁর পর ভাল এক জন লোক এখানে আইসেন কি না, এই বলিয়া আমরা চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু নিতান্ত আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্টের আদেশে বিমলাবাবুই পুনর্ব্বার মুনশীগঞ্জে আসিয়াছেন। ইহাঁর বিচার নৈপুণ্যে অনেকেই প্রীত আছেন।

কিছু দিন গত হইল, ভিরিজখাঁর বাজারে জলধর নামক এক দোকানদারের গৃহ হইতে নগদ আশী টাকা অপহৃত হইয়াছে। শুনিতে পাই, দুই জন আগন্তুক শঠতাপ্রকাশপূর্ব্বক অতিথিরূপে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া উক্ত দুষ্কর্ম সাধন করিয়াছে। ধূর্ত্তগণ পুলিষের চোখে ধূলি দিয়া নিজ দুরভিসন্ধিসম্পাদনে বিলক্ষণ পটু।

৬। নিতান্ত বিস্মিতচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, অদ্যাপিও অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ উঠিল না। সত্য বটে, গৃহের চালাগুলি, অনেক দিন আনীত হইয়াছে কিন্তু কার্য্য তৎপর হইয়া না উঠাইলে তাহাতে ফল কি? সেক্রেটরি মহোদয় যে এবিষয়ে মনোযোগ করিতেছেন না আশ্চর্য্যের বিষয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, সুতরাং গৃহ প্রস্তুত না হওয়াতে অনেক অসুবিধা হইতেছে। সেক্রেটরি মহাশয়ের যত্ন একান্ত আবশ্যক।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এ অঞ্চলে বারিদবর যে কয়েক বার বারিধারাদ্বারা গ্রীষ্মোত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করিয়াছেন, সেই কয়েক বার আনুষঙ্গিক বিদ্যুৎপাত দ্বারা প্রায় ৫।৬ টী গৃহ (কোনটী অর্দ্ধদগ্ধ কোনটী সম্পূর্ণ) ভস্মসাৎ হইয়াছে।

মফস্বলে সিঁদ চুরির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। গোরুচুরিও বড় কম নয়। পুলিষ নিদ্রিত কি জাগরিত? এ বৎসর সুবৃষ্টি হওয়াতে কৃষিকার্য্যের আরম্ভে সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। জগদীশ্বর পরিণামে মঙ্গল করিলেই প্রকৃত মঙ্গল হয়।

শুনিতেছি, মহিষাদলাধিপতি নৃপতি স্বপুত্রের শিক্ষার উদ্দেশে এ টী ইংরেজী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন এবং তজ্জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। কোন পরিচিত আত্মীয়মুখে সবিশেষ অবগত হইলাম, এক জন শ্বেতকায় প্রধান শিক্ষক ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত উপাধিধারীরা নিম্নতর শিক্ষক হইবেন। যদি ঈশ্বর প্রসাদাৎ ভূপতির এ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে তিনি সহস্র সহস্র ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন সন্দেহ নাই।

এবৎসর এখানকার ইং বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের বার্ষিক পুরস্কার দানের নামগন্ধও পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ কি? প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হইল ছাত্রেরা কখনই ইহা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এবৎসর যদি বঞ্চিত হয় তাহা হইলে অত্যন্ত অনুৎসাহের বিষয় হইয়া পড়িবে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমরা স্ত্রীজাতি একথা সকলকেই মান্য করিতে হইবে। যদিও (বেশ্যাবৃত্তি) অতি কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যদিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়াছি যদিও পরপুরুষের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছি, তথাপি এমন বিবেচনা করিবেন না যে পরমেশ্বরদত্ত লজ্জা একবারেই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এতদ্দেশীয় বেশ্যাদিগের রোগ পরীক্ষার আইন ভদ্রলোকদিগের পীড়া নিবারণার্থ প্রচলিত হইবে। ভাল মহাশয়! যে ভদ্রলোক আপনার প্রিয়তমার সহিত বিশুদ্ধ আমোদ পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাদিগের নিকৃষ্ট প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের সহবাসে স্বর্গাপেক্ষা সুখবোধ করেন, সেই সকল ব্যক্তির প্রায় শতও স্বরূপ পীড়া হইলে ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের ক্ষতি কি?

মহাশয়! ইহাতে হিতসাধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো মন্দ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদিগের বেশ্যালয়গমনের বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে, কেবল পীড়ার ভয়ে যান না। তাঁহাদিগের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই আইনটি কি পক্ষপাতী আইন হয় নাই? মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন যেমন স্ত্রীলোকদিগের পীড়া থাকিলে পুরুষের হয়, সেইরূপ পুরুষের পীড়াতেও ত স্ত্রীদিগের হইয়া থাকে। অতএব যখন উভয় উভয়ের পীড়ার কারণ, তখন উভয়েরি পরীক্ষা দেওয়া উচিত কি না? আরো দেখুন যদি কেবল আমাদিগের নিমিত্তই আইন হয়, তাহা হইলে (যাহারা গিয়াছে তাহাদের ত কোন কথাই নাই) যাহারা ভাল আছে, তাহাদিগকে দুষ্ট রোগাক্রান্ত পুরুষ আসিয়া নষ্ট করিবে। অতএব যদি যথার্থ প্রজার হিতসাধন ও রোগনিবারণের বাঞ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই আইনটি যেন প্রচার হয় যে "যে পুরুষ বেশ্যার সহবাস বাঞ্ছা করিবেন, তাঁহাকে ডাক্তর সাহেবের নিকট পরীক্ষা দিয়া ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের কোন চিহ্ন লইয়া যাইতে হইবে।" সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের কথা আর অধিক কি বলিব? ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা সকলেই পুরুষ. এই নিমিত্ত তাঁহারা কেবল আপনাদের দিকেই টানিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক ব্যবস্থাপকদলে থাকিতেন, তাহা হইলে এ প্রস্তাবটী করিতে ছাড়িতেন না।

প্রজার হিত সাধন রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি বলিয়া কি রাজার অনুগ্রহ পাত্রী হইব না? না, এমন হইবে কেন? বাপের কাণাটিও যেমন, ভালটিও তেমন, বরং কাণাটির উপর অধিক স্নেহ হয়।

২১ এ বৈশাখ
১২৭৫ সাল
সোনাগাছি লেন
৫ নং বাটী তেতালার উপর ঘর

আপনার অনুগতা
কাঞ্চিনী মনোমোহিনী দাসী।

মহাশয়! হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়া একটি গণ্ডগ্রাম. উহাতে অন্ততঃ ১৫০০ ঘর লোকের বসতি, তন্মধ্যে ভদ্রলোকই অধিক; কিন্তু সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয় যে, এরূপ জনসমাকীর্ণ স্থানে কোন প্রকার উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হয় না। ইহার অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, বিদ্যালয় দাতব্যঔষধালয় ও পোষ্ট আফিস প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়ে আনন্দরস প্রবাহিত হইতেছে। মহাশয়! গুপ্তিপাড়া নিবাসী লোকদিগের কি সে দিন উপস্থিত হইবে না? হইবেই বা কেন? গুপ্তিপাড়া পরস্পর বিরোধ দলাদলি ও বারইয়ারির প্রধান আকর। এই বিষয় গুলি যে স্থানের অলঙ্কার হইল, তাহার যে কত দূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতেছে। উক্ত গ্রাম ৩। ৪ জন জমিদারের বাসস্থান। তাঁহারা যদি পরস্পর জিগীষা ত্যাগ করিয়া গ্রামের হিতসাধনে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে গুপ্তিপাড়া এতদিনে অনেক স্থানের আদর্শ হইত; কিন্তু গ্রামস্থদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা সেরূপ নন। অন্য কথা দূরে থাকুক, কিঞ্চিৎ যত্ন পাইলে যে একটি উন্নতির কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে বিষয়েও কাহার মনোযোগ নাই। বিষয়টি এই, গুপ্তিপাড়া হুগলি মাজিষ্ট্রেটের অধীনে আছে। যদি কোন বিষয় মাজিষ্ট্রেটিতে জানাইবার আবশ্যকতা হয়, হুগলিতে যাইতে হয়। হুগলি গুপ্তিপাড়া হইতে ২৪ মাইল দূর এবং এক জন ভদ্রলোককে এক বার হুগলি যাইতে হইলে ৪। ৫ টাকা ব্যয় হয় ও অতিশয় পথক্লেশ সহ্য করিতে হয় এবং এক জন দৈনিক শ্রমোপজীবীকে যাইতে হইলে তাহার দুই দিনের সংসার নির্ব্বাহের উপায় ও নিজের কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া যাইতে হয়। সুতরাং এরূপ অর্থব্যয় ও ক্লেশ সহ্য করা অপেক্ষা মৌনাবলম্বন শ্রেয়ঃ এই বিবেচনা করিয়া অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকে। অতএব গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া গুপ্তিপাড়াটিকে কাল্নার মাজিষ্ট্রেটের অধীন করিয়া দিন, ইহাতে প্রজাদিগের সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেয়োলাভ হইবে সন্দেহ নাই। গুপ্তিপাড়া কালনার ৪ মাইল দূরস্থ। কালনার সব ডিবিজনে এক জন সিবিলিয়ান আছেন। তাঁহার অধীনে তিনটীমাত্র সামান্য থানা আছে। গুপ্তিপাড়াকে তাঁহার অধীনে আনিলে গবর্ণমেণ্টের তজ্জন্য কোন বিষয়ে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে না। মাজিষ্ট্রেটের শাসন কার্য্যের কোন কষ্ট হইবে না, অথচ গুপ্তিপাড়ার মঙ্গল হইবে ইতি।

সন ১২৭৫ সাল
১৯ এ বৈশাখ।

এক জন হিতৈষী।

—:০:—

১৬ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মদিগের প্রতি যে দুই একটী কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদারতা গুণে সোমপ্রকাশে স্থান দান করিবেন।

ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বেও যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন এক্ষণেও তাহাই করিয়া থাকেন, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন ব্রাহ্মদিগের অন্য উপাস্য নাই, উপাসনার জন্য স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ নাই. সকল স্থানে সকল সময়েই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে, তবে ব্রাহ্ম সমাজ এবং নিয়মিত দৈনিক উপাসনা চিরদিনই প্রচলিত রহিয়াছে, ইহাও কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই, যত দিন ব্রাহ্মগণ বিশ্বাস মতে কার্য্য না করিয়া অসত্যমূলক পৌত্তলিকতার দাস ছিলেন, তত দিন ব্রাহ্ম

ধর্ম্মের মতে গৃহ কর্ম্ম সম্পন্ন হইত না। এক্ষণে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, এটি উন্নতি পদ বাচ্য, এটি সামান্য বালকক্রীড়া নহে। চৈতন্যের যে ভক্তিতে পাষাণও বিগলিত হইয়া ছিল, তাহার অনুকরণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য, শুষ্ক হৃদয় জ্ঞানী অপেক্ষা যে এক জন মূর্খ ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব শুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনারই জন্য চৈতন্যের ভক্তিকে অনুকরণ করা হইতেছে, এটীও বালক্রীড়া নহে। ব্রাহ্মেরা "গুরু সত্য" মত অবলম্বন করিয়াছেন" এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন কথা বিশেষ না জানিয়া কেবল বিদ্বেষ ভাব চরিতার্থ করা ভদ্রোচিত কার্য্য নহে।

অপিচ, পরিবর্ত্তনই উন্নতির মূল (১) পরিবর্ত্ত ভিন্ন কোন বিষয়ের উন্নতি হইতে পারে না। যদি ব্রাহ্মগণ অসত্য জানিয়া কোন বিষয় ত্যাগ করেন এবং সত্য জানিয়া কোন বিষয় অবলম্বন করেন, তাহাই প্রকৃত উন্নতি। আপনার মত রক্ষার জন্য জগতে বুদ্ধিমান চিন্তাশীল বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য চিরদিন অসত্যকে পোষণ করা ধার্ম্মিকের কার্য্য নহে; ব্রাহ্মগণ যে কোন কার্য্য করেন তাহার পূর্ব্বে কোন চিন্তা করেন না, আপনার এ সিদ্ধান্ত অমূলক মাত্র। আমার বোধ হয় আজিও আপনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ আছেন, অতএব আমার নিবেদন আপনি নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসুন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আলোচনা করুন, নিয়মিত রূপে দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করুন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন, তখন যাহা লিখিবেন তাহা যথার্থ এবং বিদ্বেষশূন্য হইবে। এই বিষয়ে আপনার যাহা ব্যক্তব্য সোম প্রকাশ পত্রে প্রকাশ করিবেন।

কস্যচিৎ পাঠকস্য।

—:০:—

দাতন একটী প্রসিদ্ধ চটী, রাজপথের দুই পার্শ্বে, লোকের বসতি প্রায় দুই মাইল হইবে। এখানে অনেক গুলি ধনাঢ্য মহাজনের বাস আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে একটীও বিদ্যালয় নাই। এখানকার বালকেরা দিবানিশ খেলা করিয়া কাল কাটাইতেছে। এই দাতনে যে কতকগুলি ধনাঢ্য মহাজনের বাস আছে, আমি বোধ করি তাঁহাদিগের যত্ন দ্বারা অনায়াসে এখানে একটী স্কুল হইতে পারে।

এখানে একটী মুন্সেফী কাছারি আছে। মহামতি মৌলবী দাদার বখন এখানকার মুন্সেফ। ইনি অতি ভদ্রলোক এবং বিচারক্ষম। ইহাঁর সদ্বিচারে অত্রত্য প্রজারা বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহাঁর বিশেষ সৎগুণ এই যে ইনি স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং অর্থী প্রত্যর্থী প্রভৃতি সকলেরই প্রতি সাধু ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইতি পূর্ব্বে মেদিনীপুরের একটিং জজ শ্রীযুক্ত লেন্স সাহেব মহোদয় এখানকার মুনশেফী কাছারি দেখিতে আসিয়াছিলেন। মুনসেফের কার্য্যে তিনি অসন্তুষ্ট হন নাই। অতি শয় দুঃখের বিষয় এই যে দাতনের মুন্সেফি কাছারি ঘরটী অতি জঘন্য। ঘরটী দেখিলে রাজ বিচারালয় বলিয়া কখনই বোধ হইবে না বরং গোশালা বলিয়া ভ্রম হইলেও হইতে পারে, মুন্সেফ মহাশয় নূতন ঘরের নিমিত্ত রিপোর্ট করিয়াছেন, কি হয়, বলিতে পারি না; রিপোর্টটী মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য।

কটক ডিভিজনের ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টর বাবু শ্রীধর রায়ের যত্নাতিশয়ে ১৮৬৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি অবধি এখানে একটী নূতন পোষ্ট আফিস হইয়াছে। হৃদয়কৃষ্ণ সরকার দাতনের ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর। ইনি অতি সচ্চরিত্রের মানুষ, যথানিয়মে পোষ্ট আফিসের কার্য্য চালাইতেছেন।

এই দাতনে বিদ্যাধর নামক একটী অতিবৃহৎ সরোবর আছে। উহার আয়তন ২৫০ বিঘা হইবে সরোবর দেখিলে এটী যে বহু কালের তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই সরোবরের পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে দুই মাইল দূরে সরশঙ্কা নামক একটী জলাশয় আছে। সেটী বিদ্যাধরের চারি গুণ বড় হইবে।

কএক দিন হইল বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দিবা এক প্রহরের পর কাহার সাধ্য ঘরের বাহির হয়। বেলার আধিক্য সহকারে রৌদ্রের ভয়ানক উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং অগ্নির ন্যায় বাতাস বহিতে থাকে।

১৮৬৮
১ লা মে
মোং দাতন } শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র সরকার।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রঙ্গপুর
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১০

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় ময়নাগুড়ি ১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

(১) পরিবর্ত্তন উন্নতির মূল বটে কিন্তু যদি কেহ ত্রিতল গৃহ ভাঙ্গিয়া পর্ণকুটীর করেন, সে পরিবর্ত্তন উন্নতি, উন্নতির মূল অথবা উন্নতির চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয় না। স।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ আগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫।০ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ৬ ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৮। ১৮ ই মে | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাই তেছে যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের ন্যূন উচ্চ ও বাচ্চা সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী পিলখানাতে সর্ব্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক। ক্রয়েচ্ছুকগণ উক্ত দিবস প্রোক্তস্থানে গিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং ৬ ই মে।

ঢাকা আফিস। } আর, ডি, নথল খেদা সুপরিন্টেণ্ডেন্ট।

—:०:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৭ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো- থনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে; ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥० আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা-সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:०:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥०
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৮
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥०
ভট্টিকাব্য	৪०
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৮/

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমাররায়চৌধুরিপ্রণীত, "তত্ত্বপ্রকাশ" বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর ৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রীরাজমোহন বসু অধ্যক্ষ।

—:०:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নলদময়ন্তী নাটক, ষ্টানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত, বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত; মূল্য ১ টাকা।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৩ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা

রোমইতিহাস	১ ৷৷
ভুবগদার [illegible]	।০
[illegible] ([illegible] ভাগ)	৶
[illegible] ([illegible] ভাগ)	৶
[illegible]	
[illegible] ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

[illegible] প্রচান্দ্রিকানামে একখানি সুবিস্তীর্ণ [illegible] যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক শব্দ [illegible] শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উত্তর [illegible] শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উণাদি [illegible] হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ানন্তর প্রায় ৭৫, [illegible] হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, [illegible] বটতলা ২৩৫ নং পুস্তকালয়ে ও জোড়া সাঁকো ৬৩ নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ৩ টাকা ডাকমাসুল ।৶ আনা। যদি কেহ একে বারে ৫ কাপি লন তবে তাঁহাকে ১৫ টাকা হিসাবে কমিসন দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি প্রভৃতি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন।

	টাকা
শব্দসমুদ্রসিন্ধু প্রথম খণ্ড	–
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা টীকা ও বাঙ্গালা সম্বলিত	২৷৷০
শব্দসিন্ধু	২
শব্দাবলী	২
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
[illegible]বাদ	৫
[illegible]তত্ত্ব	৩২
[illegible] বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি টীকা [illegible] ১৮ খানি প্রতিমূর্ত্তি সহিত	২
বাঙ্গ[illegible] ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে	২
[illegible]	১৷৷০
নলচরিত কাব্য	১
পঞ্চদশী	৩
বেদান্তদর্শন	১
[illegible]রত্নমালা	৩
[illegible]বিলাস	৮
[illegible]কল্পতরু	৬
মেটিরিয়া মেডিকা	৬
ইংলণ্ডীয় ঔষধকল্পাবলী	২৷৷০
আয়ুর্ব্বেদদর্পণ	৩
ফৌজদারি গাইড	১৷০
[illegible]চন্দ্রিকা	২
সটীক নিদান	৪
নিদান	১
মালতীমাধব	১
পঞ্জাব ইতিহাস	১৷৷
চীনের ইতিহাস	১
হুতম পেঁচার নক্সা (১। ২)	১৷৷
সম্বন্ধসমাধি নাটক	১
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক	১
মনোবৃত্তি বিধায়ক	৷৷
কীচকবধ নাটক	৸০
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি	১৷৷০

কলিকাতা জোড়া- সাঁকো ৬৩ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

—০—

বিগত ২৬ এ বৈশাখ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ের অন্তর্গত শ্যামনগর ষ্টেশনে মেল ও পেসেঞ্জার ট্রেণে ধাক্কা লাগিয়া যে ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহাতে এই রূপ জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক লোক বিনষ্ট ও আহত হইয়াছে। ইহার সত্যা- সত্যতা নির্ণয় পূর্ব্বক প্রতিকারের উপায় দেখা "পেসেঞ্জার সোসাইটীর" কর্ত্তব্য বিবেচনা হওয়াতে সাধারণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে যাঁহারদিগকে ঐ দুর্ঘটনা সহ্য করিতে হই- য়াছে অথবা যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অথবা যাঁহাদের আত্মীয় স্বজন বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা যাহা জানেন তাহা মিসুয়ান জারডিন ইস্কিনার কোম্পানির বাটীতে শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবিলম্বে জ্ঞাত করেন।

ইতি
১৩ ই মে

—:০—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধা- কান্ত দেব বাহাদুরের ত। উত্তমকপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাসের ২২ এ হইতে ৩০ এ পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম্ তি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০	"
মহানায়	১১	"
তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত (১৩৷৷ মাইল মধ্যে)	৩	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে)	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে)	৩	"
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে)	৩	৯

সন ১৮৬৮ মে মাহার ৫ তারিখে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ " ফিট ৯ ইঞ্চি ৩৷৷০

বহরমপুর
৫ ই মে
১৮৬৮। } একজিকিউটিব ইঞ্জিনয়ার বহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

বিজ্ঞাপন স্থলে "পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেল ওয়ে দুর্ঘটনা" সংক্রান্ত একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। পাঠকগণ দেখিলেই জানিতে পারিবেন, "পাসেঞ্জর সোসা- ইটী" সভা এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। এটি আমাদিগের অনল্প আহ্লাদের বিষয়। সভা যদি এ বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেন, আমাদিগের হৃদয়ে যার পর নাই ক্ষোভ ও রোষের সঞ্চার হইত। পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের দোষে যেরূপ শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে, ইহাতে কাহারও মৌনা- বলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় হয় না। এদেশীয়দিগের প্রতি স্নেহশূন্য এদেশীয়

দ্বেষী ইউরোপীয়েরা ইহাঁদিগের জীবন যে গোমেষাদির জীবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট জ্ঞান করেন। এই নিমিত্ত ইহাঁদিগের জীবন রক্ষা বিষয়ে যথোচিত যত্ন করেন না। তাহাতেই সচরাচর দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের নির্দ্দয়তা নিবন্ধন হেলিগেণ্ড দ্বীপে যে দুর্ঘটনা হয়, আজিও তাহা কাহার স্মৃতি পথে জাগরূক হইয়া না রহিয়াছে? এদেশীয়দিগের জীবন শিয়াল, কুক্কুরপ্রভৃতির জীবন অপেক্ষা অপকৃষ্ট নয়, এদেশীয় দ্বেষী ইউরোপীয়েরা যাহাতে ইহা জানিতে পারেন, সকলের একবাক্য হইয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে নিস্তার নাই। এদেশীয়দিগের জীবন শিয়াল কুক্কুরাদির ন্যায় উপেক্ষিত হইয়া সচরাচর নিহত হইবে। আমরা পাসেঞ্জার সোসাইটী সভাকে দুটী বিষয়ে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি। প্রথম, আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে এরূপ কেহ কেহ আছেন, তাঁহারা বাঙ্গালিদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ করেন, তাঁহাদিগের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় হইতে পারে না, অতএব যাহাতে তাঁহারা ঐ স্থানে থাকিতে না পারেন, সভা তাহা করেন। দ্বিতীয়, যে সকল ব্যক্তি হত ও আহত হইয়াছেন, তাহাদিগের পরিবারগণ ও সেই সেই ব্যক্তি যাহাতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির নামে ক্ষতি পূরণের নালীশ করেন, সভা উদ্যোগী হইয়া তাহার সংঘটন করিয়া দেন। যদি কাহার নালীশ করিবার ব্যয় দানে সামর্থ্য না থাকে, সভার চাঁদা করিয়া সে টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া উচিত। উপসংহার কালে বিজ্ঞাপনদাতাদিগের ন্যায় সাধারণের নিকট আমাদিগের অনুরোধ এই, যিনি পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত যে কিছু প্রকৃত বৃত্তান্ত জানেন, তিনি যেন অবিলম্বে জার্ডেন স্কিনার কোম্পানির হাউসে শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া সংবাদ দেন। তথায় যাইতে কোন বাধা নাই, ভয় ক্ষোভও নাই।

জগন্নাথক্ষেত্র।

"জগন্নাথক্ষেত্রের পথ ও তাহার প্রকৃত ইতিহাস" এই শীর্ষকযুক্ত একখানি প্রেরিত পত্র স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। আমরা হিন্দু পাঠকগণকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিবেন। জগন্নাথক্ষেত্রের পথের কষ্ট ও অন্যান্য বৃত্তান্ত যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে সেখানে গমন করিলে শরীর প্রাণ ও চরিত্রপ্রভৃতি সমুদায়ই সংশয়ারূঢ় হয়। যাঁহাদিগের পরিবারের প্রতি মায়া এবং তাঁহাদিগের চরিত্রের প্রতি আস্থা আছে, তাঁহাদিগের কোনক্রমেই উচিত নয় যে নিজ নিজ পরিজনকে জগন্নাথক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেন। লোকে ধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ জগন্নাথক্ষেত্রে যায়; কিন্তু পথে যদি অধর্ম্ম সঞ্চিত হইল, শরীর প্রাণ ও চরিত্রপ্রভৃতি সমুদায় সংশয়ারূঢ় হইল, সে ধর্ম্মে কি ইষ্টলাভ হইবে? ঐ সকল রক্ষা করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন আবশ্যক। ঐ সকলের নির্ব্বিঘ্নে রক্ষার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যে ধর্ম্ম অর্জ্জনার্থ ঐ সকল উৎসন্ন হয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা জগন্নাথ দর্শনের যে ফল লিখিয়াছেন, গৃহে বসিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিলে কি সে ফল লাভ হয় না? মহাদেব অর্জ্জুনের তপস্যায় প্রীত হইয়া দর্শন দিলে পর পার্থ এই বলিয়া তাঁহার স্তব করেন,

"প্রাপ্যতে যদিহ দূরমগত্বা
যৎ ফলত্যমরলোকগতায়।
তীর্থমস্তি ন ভবার্ণববাহ্যং
সার্ব্বকামিকমৃতে ভবতস্তৎ।"

দূরে গমন না করিলে অন্য তীর্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু ত্বদ্রূপ তীর্থ পাইবার জন্য দূরগমনের প্রয়োজন হয় না, নিকটে বসিয়াই তোমাকে পাওয়া যায়। অন্য অন্য তীর্থের ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। যে তীর্থ দর্শনের ফল স্বর্গ লাভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বর্গ ভিন্ন অন্য ফলদানে সমর্থ হয় না, কিন্তু ত্বদ্রূপ তীর্থ স্বর্গগত ব্যক্তিকেও ফল দান করে। ফলতঃ তোমা ব্যতিরেকে ভবনাশকারী সর্ব্বকামপ্রদ তীর্থ আর নাই।

যখন ঘরেই পরকালে সদ্গতিলাভের নানা পথ রহিয়াছে, তখন শরীর প্রাণ জাতি ও ধর্ম্ম সমুদায় উৎসন্ন করিবার নিমিত্ত দূরে যাইবার প্রয়োজন কি? কেবল জগন্নাথক্ষেত্র বলিয়া নয়, তীর্থ স্থানমাত্রেই বহুদোষের আকর। রাজ্যের যত অলস অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য লোক সচরাচর তীর্থ স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। যেখানে তাদৃশ লোকের জনতা, সেখানে যে বহুদোষের আবির্ভাব হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এরূপ বহুদোষাকর স্থানে অল্পবয়স্ক তরলমতি স্ত্রী পরিজনদিগকে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কি বিজ্ঞ ও বিবেচক পিতা মাতা প্রভৃতি রক্ষকগণের কর্ত্তব্য? ইহার নিবারণ দুরূহ ব্যবহার নয়। পাণ্ডাদিগকে বাটীর মধ্যে যাইতে না দিলে এবং কিঞ্চিৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া গমনোৎসুক পরিজনদিগকে যাইতে না দিলেই তন্নিবারণ সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন এবং দোষগুণ ও ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা যদি এই সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত অনিষ্ট নিবারণ না করেন, তাঁহাদিগের ঐ সকল গুণের অর্জ্জন বিফল সন্দেহ নাই।

এদেশীয়দিগের সিবিল সর্বিসের প্রাপ্য পদলাভ।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ৮২ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বোধ হয়, ভারতবর্ষে কখন এমন কোন রাজা ও গবর্ণমেণ্ট জন্ম নাই যে, প্রজার বিদ্যাশিক্ষার্থ এত টাকা ব্যয় করিতে ও শিক্ষার এরূপ সুশৃঙ্খলা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদর্থ আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়া আছি। কিন্তু ইহা পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া আমরা তৃপ্ত হই নাই। তন্নিমিত্ত অনেকে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করেন। জ্ঞান করুন, তাহাতে আমরা ক্ষুব্ধ নহি। তাঁহারা যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, এই অসন্তোষে কেবল আমাদিগের দেশের লোকের নয়, গবর্ণমেণ্টে ও উপকারশত লাভের সম্ভাবনা আছে। গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ যত অধিক ব্যয় করিবেন, যত সুন্দররূপ বন্দোবস্ত করিবেন, ততই লাভবান্ হইবেন। আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত আমরা বাঙ্গলা দেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলকে উদাহরণস্থলে গ্রহণ করিলাম। বাঙ্গলা দেশের সুশিক্ষিত লোকেরা সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশলাভ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। সেই অসন্তোষ বাক্য শ্রবণ করিয়া ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষ আপাততঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সিবিলিয়ানদিগের প্রাপ্য পদ গুণ ও কার্য্যকাল (৭ বৎসর রাজকার্য্য সম্পাদনের পর) বিবেচনা করিয়া এদেশীয়দিগকে দেওয়া হইবে। এখন সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয়ের কত অন্তর তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা অশিক্ষিত; তাহাদিগের যে যে ব্যক্তির মনে অসন্তোষ জন্মিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালিরা সেই অসৎ পথে পদার্পণ না করিয়া সদুপায়দ্বারা আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন চেষ্টা পাইতেছেন; কতক অংশে কৃতকার্য্যও হইতেছেন। সমুদায় ভারতবর্ষ যদি বাঙ্গলা দেশের ন্যায় সুশিক্ষিত হয়, গবর্ণমেণ্টের কি বার্ষিক ১৫। ১৬ কোটি টাকা সৈন্যার্থ ব্যয় করিতে হয়? যাহা হউক, প্রক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য এই, কর্ত্তৃপক্ষ আপাততঃ যে বন্দোবস্ত করিতেছেন, "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" এই প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিলাম; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয় জানিবেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইলাম না। এ বন্দোবস্তটী প্রধানদিগের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়াছে। অতএব এদেশীয়েরা যে সচ্ছন্দে ঐ পদ পাইবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প দেখা যাইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায় ইংলণ্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। তাহা হইলে আর অনুগ্রহ ও নিগ্রহের কথা থাকিবে না। বিশেষতঃ এদেশীয়েরা পরীক্ষা দিয়া যে পদগ্রহণে সমর্থ হইবেন, তাহা সমধিক শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সর স্টাফোর্ড নর্থকোটের ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনের প্রস্তাবগুলি শরৎকালের জলধরের ন্যায় অল্পবর্ষী ও গর্জ্জনসার দৃষ্ট হইতেছে। ইষ্টইণ্ডিয়া সভা যখন আবেদন করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি তৎকালে এমন ভঙ্গীতে কথা কহিয়াছিলেন, যেন সুযোগ পাইবামাত্র তিনি সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবেন। ভারতবর্ষের সকলেই ইহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি এ দেশের ইং। য আকবর হইলেন। কিন্তু কার্য্যে আকবরের শতাংশের একাংশ ও ঔদার্য্য প্রদর্শিত হইল না। এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার বিষয়ে সর স্টাফোর্ড নর্থকোট বলেন, এক্ষণে প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিলিয়ান হইতে দেওয়া ভারতবর্ষের অবস্থা সঙ্গত হইতেছে না। আমাদিগের বিবেচনায় এই বাক্যটী ভারতবর্ষীয়দিগকে বঞ্চনা করিবার ছলমাত্র। ভারতবর্ষের সে অবস্থা হয় নাই, কি যে প্রশস্তহৃদয়তা না হইলে মন্ত্রিগণ এ স্বত্বপ্রদানে সমর্থ হন না, তাঁহাদিগের সে প্রশস্তচিত্ততা হয় নাই? কিরূপ হইলে সে অবস্থা হইবে, সর স্টাফোর্ড নর্থকোটের তাহার একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। বিচারকার্য্যে ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ সাধারণ্যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অপেক্ষা যে সমধিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, কে তাহার অপলাপ করিতে পারেন? সর স্টাফোর্ড নর্থকোট ও তাঁহার মন্ত্রিগণ ইহা স্পষ্টাভিধানে স্বীকার করিয়াছেন। কোন্ বিষয়ে ভারতবর্ষীয়েরা ভার পাইয়া অযোগ্যতা প্রকাশ করিয়াছেন? এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, কর্ত্তৃপক্ষ কৌশল করিয়া আর কত কাল ভারতবর্ষীয়দিগের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবেন? ভারতবর্ষে সিবিল পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হইবেন, তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা অসন্তুষ্ট হইবেন, কর্ত্তৃপক্ষ কি এই শঙ্কা করেন? ভারতবর্ষ যাঁহাদিগের বিদেশ, তাঁহাদিগের অভিমান চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কি ভারতবর্ষের অকৃত্রিম স্বত্বাধিকারীদিগকে বঞ্চিত ও অসন্তুষ্ট করা বিধেয় হয়?

স্থানীয় রাস্তা।

ইঞ্জিনিয়র লিওনার্ড সাহেব যখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি ছিলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের রাস্তা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পরিমাণফল ২,১২,২৬৩, বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯৮ মাইল পাকা ও ১২,৮৭৯ মাইল স্থানীয় কাঁচা রাস্তা আছে। স্থানীয় আয় হইতে এগুলির সংস্কার হয়। এতদ্ভিন্ন ৩৪৪৮ মাইল গবর্ণমেণ্টের রাস্তা আছে, গবর্ণমেণ্টের রাস্তার ১৩৭১ মাইল মাত্র পাকা। ঐ সকল রাস্তার সংস্কারনিমিত্ত বর্ষে বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যয় হয়ঃ—

গবর্ণমেণ্টের রাস্তার ৩৪৪৮ মাইলের নিমিত্ত ৪২.৮৫৬৬১ টাকা।

স্থানীয় রাস্তার ১৩.৩৭৭ মাইলের নিমিত্ত ৩৩,০৭,৩৪১ টাকা।

গবর্ণমেণ্ট রাস্তার নিমিত্ত যে ব্যয় পড়ে, তাহা রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়। স্থানীয় রাস্তার সংস্কার ও নূতন রাস্তার ব্যয় স্থানীয় ফণ্ড হইতে হইয়া থাকে। স্থানীয় আয় পর্য্যাপ্ত নহে। পারাণী ঘাটের উপার্জ্জন স্থানীয় ফণ্ডের প্রধান আয়। ইহাতে গড়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার অধিক সংগ্রহ হয় না। তদ্ভিন্ন জেলের শিল্পের লাভ স্থানীয় ফণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আয় ক্রমশঃ কমিতেছে। কয়েদিরা জেলে বসিয়া যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহার আয় অন্য প্রকারে ব্যয়িত হইতেছে। রাস্তার যে কর লওয়া হয়, তাহা হইতে প্রায় ৮৫০০০ টাকা; জল কর হইতে ৪০,০০০ টাকা ও আনাবাদী ভূমির কর হইতে ২৫,০০০ টাকা আয় হইয়া থাকে। ১৮৫৪ অব্দ অবধি নদীয়া ও ধাপার খালের মাসুল স্থানীয় রাস্তার জন্য দেওয়া হইয়া আসিতেছে। ইহাতে ব্যয়বাদে গড়ে তিন লক্ষ টাকা আয় হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেক বাণিজ্য দ্রব্য রেলওয়েতে গমন করাতে এই আয় ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে স্থানীয় ফণ্ডে প্রচুর টাকা নাই; এমন কি টাকার অকুলান হওয়াতে সরকারী ধনাগার হইতে সাহায্য করা হইতেছে। এই হেতু লিওনার্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, রাস্তার ও পারাণী ঘাটের মাসুল ত্যাগ করিয়া কোন প্রকার স্থানীয় কর স্থাপন করাই কর্ত্তব্য।

সে স্থানীয় কর কি? অহিফেনসেবীরা যেমন যাবতীয় পীড়ায় অহিফেন ব্যবস্থা করেন, অকালপক্ক প্রস্তাবকারীরা তেমনি আয়ব্যয়সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই প্রায় নূতন করস্থাপন প্রস্তাব করিয়া বসেন এবং জমীদারেরাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হন। এক্ষণে কয়েক জন দূরদর্শী শাসনকর্ত্তা ব্যতিরেকে প্রায় সকলেই বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নাগপুর, পঞ্জাব প্রভৃতি নিয়মবহির্ভূত স্থানের শাসনকর্ত্তারা ভূমির উপরেই বিদ্যাশিক্ষা ও রাস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ব্যয়ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অদূরদর্শী রাজস্ববিদ্‌দিগের এ দেশের ভূমি দর্শন করিয়া নিয়তকাল জিহ্বা লোল হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অন্তরায় স্বরূপ হওয়াতে তাঁহারা ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু লিওনার্ড সাহেব ইঞ্জিনিয়র; তাঁহার ইউরোপীয় ভ্রাতৃগণ যখন এত বড় আল্পস পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেওলয়ে করিতেছেন, তখন লিওনার্ড সাহেব ক্ষুদ্র সামান্য কর্ণওয়ালিসের কৃত বন্দোবস্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা সম্ভাবিত নহে। তিনি সেই অন্তরায় ভেদ করিয়া জমীদারদিগের স্কন্ধে ভারক্ষেপে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি বলেন, পাটনাবিভাগে প্রতি ছয়বর্গ মাইলে এক মাইল রাস্তা আছে. সেই হিসাবে বঙ্গদেশে ২৯০০০ মাইল নূতন রাস্তা করা উচিত এবং রাস্তাদ্বারা যাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উপকারলাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁহাদিগেরই ইহা প্রস্তুত করিবার ব্যয় দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি অর্থসংগ্রহের উপায় ও নিয়মও বলিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রতি বিঘায় কিছু কিছু কর লইতে হইবে। ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে অঙ্গীকার আছে, তিনি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। তথাপি এক আশ্চর্য্য তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যখন রাস্তা হইলেই জমীদারির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন জমীদারের নিকটে অর্থ লওয়াতে ক্ষতি নাই। এ স্থলে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই রাস্তার উপকারভোগী বলিয়া তিনি যেমন জমীদার ও কৃষকের স্কন্ধে করভার নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, বণিকগণের উপরে তেমনি ভার দিলেন না কেন? রাস্তা দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সুবিধার নিমিত্তই হয়। ইহাতে কৃষকের লাভ অনেক, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু কৃষক অপেক্ষা বণিকের লাভই অধিক। সকলেই জানেন বৎসরের শেষে মহাজনের টাকা ও সুদ এবং জমীদারের কর দিবার নিমিত্ত কৃষকগণ সামান্যলাভে দ্রব্য বিক্রয় করে। যেখানে রাস্তার সম্পূর্ণ সুবিধা আছে, সেখানেও কৃষকে নিজে দ্রব্য লইয়া কোন বন্দরে বিক্রয় করিতে আইসে না। যথার্থ লাভ বণিকেরই হয়; অতএব কেবল জমীদার ও কৃষকগণ কর দিবেন, আর বণিকগণ অব্যাহতি পাইবেন, আমরা ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। অপর, জমীদারদিগের সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অঙ্গীকার

ভঙ্গ করা হইবে বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আর একটী দুরতিক্রম্য অনুপপত্তি উপস্থিত হয়। কি প্রণালীতে এই কর আদায় হইবে? সদর মালগুজারির উপরে যদি কর লওয়া হয়, জমীদারের আয় ক্ষয় হইবে, নচেৎ প্রজাকে বার্দ্ধিত কর দিতে হইবে। এ দুইই অন্যায়। প্রতি বিঘায় কর লওয়া সহজ কার্য্য নয়। প্রতি বিঘার উৎপাদিকা শক্তি বিবেচনা করিয়া কর ধার্য্য করিতে গেলে সংগ্রহের ব্যয়ে আয় নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। সকল ভূমিতে এক প্রকার কর ধার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ২৪ পরগণার অন্তর্গত পঞ্চান্ন গ্রামের এক বিঘাতে যে লাভ হয়, কনায়াতে কি সেই লাভ হইতে পারে? লিওনার্ড সাহেব শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবার কথাই কহিয়াছেন; কিন্তু ইহার ন্যায়ানুগামিতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিলাম না; যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, বণিকদিগেরই কর দেওয়া সঙ্গত হয়। কিন্তু রপ্তানী কর করিলে বাণিজ্যের দুর্গতি হইবে; অভ্যন্তরস্থিত বাণিজ্যের কর করাও ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। তবে কি অধিকসংখ্য রাস্তা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করা হইবে? আমরা লিওনার্ড সাহেবের সহিত স্বীকার করিতেছি এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রাস্তা নাই। এ অভাব দূর করা কর্ত্তব্য। আমরা আরও বলিতেছি স্থানীয় রাস্তার কর লওয়া কেবল অত্যাচারের কারণ হয়। ইহাতে বাণিজ্যের পক্ষে বিলক্ষণ অনিষ্ট হয়। ইহাতে সরকারেরও বড় লাভ নাই; যাহারা কর ইজারা করিয়া লন, তাঁহাদিগেরই যে কিছু লাভ হইতেছে। এক্ষণে ইহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু পারঘাটের ইজারা রহিত করা আমাদিগের অভিমত নহে। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র নৌকা রাখিয়া বিনা ব্যয়ে পার করিতে দিবেন লিওনার্ড সাহেবের এ প্রস্তাব অকিঞ্চিৎকর। আমরা উপরে ভূমির করবৃদ্ধির প্রতিবাদ করিলাম। তবে কি কেবল এক পারাণীঘাটে প্রস্তাবিত রাস্তার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে? ইহার উত্তরস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই পুলিসের ব্যয় সরকারী ধনাগারের উপরে নিক্ষেপ করিয়া মিউনিসিপাল আর দ্বারা কেবল রাস্তা প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহ করা উচিত। যেসকল রাস্তা ১২ ক্রোশের অধিক হইবে তাহার ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদান করা কর্ত্তব্য। চির কাল কিছু দৈনিক আদালত হইবে না যে তাহাতে সবল টাকা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যেসমস্ত আয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিলে অনায়াসে চলিতে পারে। পবলিকওয়ার্ক কর্ম্মচারিগণ স্থানীয় রাস্তার ব্যয়ের নিমিত্ত মিউনিসিপালিটির অধীন হইলে অপব্যয়ের অনেক নিবারণ হইবে। পারাণীঘাটের আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিলে খালের মাসুল হইতে বিস্তর আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে গার্লিক সাহেব ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণ নিমন লইয়া তিন লক্ষ টাকামাত্র প্রদান করিতেছেন। কিন্তু ধাপাপ্রভৃতি স্থানে যে তনখুক এক জন ডেপুটি কালেক্টরকে নিয়োজিত করিয়া মাসুল আদায় করিলে ১০ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারিবে। স্থানীয় আয়ের বিষয়ে আমাদিগের অবস্থা কাশ্মীরের অবস্থার তুল্য হইয়া রহিয়াছে। লোকে যথেষ্ট টাকা দিতেছেন। কিন্তু ইজারাদার টোল কালেক্টর প্রভৃতির হস্ত দিয়া আসাতে অর্দ্ধেক টাকাও রাজকোষগত হইতেছে না। লিওনার্ড সাহেব বার্ষিক অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিতেছেন। কতক ভার সরকারী ধনাগারের উপরে আর কতক মিউনিসিপালিটির উপরে ক্ষেপণ করিলে, মাসুল বুঝিয়া আদায় করিতে পারিলে, এবং পবলিকওয়ার্ক বিভাগের চোরদিগের মুখ বন্ধ করিয়া কাজ করিতে পারিলে নূতন করের প্রয়োজন হইবে না; অথচ অভিলষণীয় কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

—•◦•—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনানিবন্ধন সর্ব্বসাধারণে অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। সকল স্থানেই এই কথা এবং সকলেই কোম্পানির এজেণ্টের উপরে অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। কেবল যে ভারতবর্ষীয়েরাই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এরূপ নয়, যেসকল ইংরাজ যথার্থ ভদ্র; যাঁহারা ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় এদেশীয়দিগের জীবনও মূল্যবান জ্ঞান করেন; যাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে আপনাদিগের মহামনস্কতা রক্ষার নিমিত্ত স্বদেশীয়দিগের দোষ গোপনে রাখেন না, তাঁহারা স্পষ্টাভিধানে ঘৃণা ও দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। দুর্ঘটনার পর দিবস কলিকাতার পুলিস কমিসনর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব ও সর রিচার্ড টেম্পল বারাকপুরের আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে রোয়াকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শয়নের নিমিত্ত একখানি কম্বল দেওয়া হইয়াছিল। হগ সাহেব এই নিষ্ঠুরতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন, “ডাক্তরেরা বলিয়াছেন, ইহারা বাঁচিবে না। অতএব ইহাদিগের নিমিত্ত চেষ্টা পাওয়া বৃথা। ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া হগ সাহেব এজেণ্ট প্রেষ্টেজকে এই নিষ্ঠু

রতার কথা বলিলেন। প্রেষ্টেজ সাহেব যথারীতি কাজ না করিয়া হগ সাহেবকে ধমকাইয়া বলিলেন, তাঁহার এ বিষয়ে কথা কহিবার কোন ক্ষমতা নাই। সর রিচার্ড টেম্পল তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে উদ্যত হন, পরে হগ সাহেবের দ্বারা ইহা জানান হইয়াছে। ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেবের ধৃষ্টতার সমধিক প্রশংসা করিতে হয়। তিনি দুই জন চিকিৎসকের পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়া এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

দুর্ঘটনার অনতিপরে এজেণ্ট কতকগুলি আহত লোককে পল পাতিয়া কয়েকখানি আচ্ছাদনহীন শকটে বারকপুরে আনয়ন করেন এখানে সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে সেই পলের উপরে থাকিতে হয়। প্রাতঃকালে কতকগুলিকে চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করা হয়; কতকগুলি এজেণ্টের ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও কলিকাতায় আইসেন। প্রেষ্টেজ সাহেব নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। যথাবিধি যে তাহাদিগের সাহায্য করা হয় নাই, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাবতীয় বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধানার্থ সত্বর এক কমিসন নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে এদেশীয় দুই জন সভ্য রাখা উচিত; কেবল কয়েক জন ইঞ্জিনিয়রকে প্রেরণ করিলে কাজ হইবে না। ইহার অনুসন্ধানকালে অধিকাংশ এদেশীয়ের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব কমিসনমধ্যে এদেশীয় সভ্যের সদ্ভাব একান্ত আবশ্যক।

উপসংহারকালে আমরা গ্রে মহোদয়কে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন এ বিষয়ে শ্লথাদর না হন। রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি লোকের অতিশয় অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। নিগূঢ় অনুসন্ধান ও অপরাধীদিগের যথাবিধি দণ্ডবিধানদ্বারা পুনরায় বিশ্বাসস্থাপন করুন।

—:•:—

সহরতলির মিউনিসিপালটী।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, ইউরোপীয় অবরাধীদিগের অপরাধ প্রমাণ করা ও যথোচিত দণ্ড করা হয় না। ইহাতে এক মহৎ অনিষ্টবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। লোকের বিষম বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিতেছে। আমরা নিম্নে যে প্রেরিত পত্রখানি প্রকাশ করিতেছি, প্রধান পুরুষেরা ইহা পাঠ করিলেই এই সংস্কারের বিষয় এবং সহরতলির মিউনিসিপালটীর অত্যাচারের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। আন্তরিক যত্নসহকারে যতদূর সম্ভব ঐ উভয়ের প্রতীকার চেষ্টা পাওয়া উচিত। ইউরোপীয়েরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে পক্ষপাত করেন না এবং ধর্ম্মনীতির অনুগত হইয়া যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন বলিয়া পূর্ব্বে লোকের যে সংস্কার ছিল, দিন দিন তাহার অন্যথাভাব হইতেছে। এত দিন এদেশীয়দিগের চোখ কাণ ফুটে নাই, ইউরোপীয়েরা যাহা করিয়াছেন, শোভা পাইয়াছে, এখন আর অন্যায় কর্ম্ম করিয়া তাঁহাদিগের অব্যাহতি পাইবার যো নাই, এখন এ দেশের শিক্ষিত লোকেরা তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য দর্শন করিতেছেন। এখন এ দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্র ও ধর্ম্মনীতিজ্ঞান অনেক ইউরোপীয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা অন্যায়দর্শন সহ্য করিতে পারেন না। ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ আচরণ করেন বলিয়া অনেক ইউরোপীয় এদেশীয় সমাজের অগ্রে হতপ্রতিষ্ঠ হতাদর ও হেয় হইতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, সাবধান হইয়া চলেন। উচ্চস্বভাবসম্পন্ন বলিয়া এতদিন তাঁহাদিগের যে প্রতিষ্ঠা ছিল, উচ্চ ও বিশুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সেই প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করুন। এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের বল ও বিক্রম অধিক, অতএব তাঁহাদিগের প্রাধান্য কে খণ্ডন করিতে পারেন, যদি কাহার মনে এ গর্ব্ব থাকে তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত। বলের আধিপত্যের কাল আর নাই এখন ধর্ম্মনীতির আধিপত্যের কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এখন উহাদ্বারাই প্রাধান্য প্রদর্শন বিধেয়। গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য, যাঁহারা আপনাদিগের বিশুদ্ধ কার্য্যদ্বারা আপনাদিগের বিশুদ্ধতার পরিচয় দিতে না পারিবেন, কোন ক্রমে তাঁহাদিগকে পদস্থ না রাখেন। গবর্ণমেণ্টকেই কর্ম্মচারীদিগের গুণ দোষের ফলভাগী হইতে হয়। সৈনিকদিগের জয় পরাজয় রাজারই হইয়া থাকে।

মহাশয়! বোধ হয়, আপনকার পাঠকগণের কেহই অনবগত নহেন যে, ইংরাজজাতির কেহ আইন বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহার দণ্ড হওয়া দূরে থাকুক যদি কেহ সাহস করিয়া তদ্বিপক্ষে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার আদালতের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে। শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষগণ এমনি স্বজাতিপ্রিয় যে, তাঁহাদিগের বিপক্ষে নালিশ কিম্বা গোলযোগ হইলে পরেই তাঁহারা অমনি গাঁ শোঁকাশোঁকি করিয়া মিটাইয়া দেন। মিটাইয়া দেওয়াই বা কেমন করিয়া বলিব। তাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারাই জজ মাজিষ্ট্রেট; আইনও তাঁহাদিগের কৃত, সুতরাং বিচার তদনুরূপ হয় তাঁহারা গুলির দ্বারা খুন করিলে পশু ভ্রমে শীকার করা, কশাঘাত দ্বারা প্রহার করিলে শিক্ষা দেওয়া চুরি কিম্বা অপহরণ করিলে ভ্রম হওয়া ইত্যাদি বলিয়া পার পাইয়া থাকেন। কিন্তু এক জন বাঙ্গালি যদি সামান্য দোষ করেন, তাহা হইলে অগ্রে হাজত দেওয়া তৎপরে বিচার হয়।

এক্ষণে ২৪ পরগণায় যে মাজিষ্ট্রেট

আছেন, কার্য্যদ্বারা কিছুতেই এমন বোধ হয় না। তাহা হইলে সহরতলির মিউনিসিপল কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের বিষয় অবগত হইয়া তিনি যে নিস্তব্ধ আছেন, তাহার কারণ এই আমার বিবেচনা হয় ধর্ম্মপরায়ণ চেয়ার ম্যান মহোদয় পাছে অনবধানতাদোষে দোষী হন, এই ভয়ে মিটমাটের চেষ্টা পাইতেছেন। ২৪ পরগণার অধীন শহরতলির লোককে কি বুনো পশুর অধম জ্ঞান করিয়াছেন? না ইহাদিগকে চট্টগ্রামের বাঙ্গাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ করেন? তিনি নিজে যাহা বিবেচনা করুন, বস্তুতঃ আমরা তাহা নহি। আমরা মিউনিসিপল কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত হইয়াছি, এমন কি আর সহ্য করিতে পারি না। কমিসনরগণ ১লা নবেম্বরের বৃহৎ ঝড়ের পর কমিটিতে স্থির করিয়া সমস্ত কাঁচা ঘরের বকেয়া টাক্স ছাড়িয়া দেন। কর্ম্মচারী মহাত্মারা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত কতক পরিত্যাগ করিলেন, আর কতক ওয়ারেণ্ট জারিদ্বারা খরচাসমেত আদায় করিয়া লইলেন। আইনে দৃষ্ট হয়, ওয়ারেণ্ট জারিদ্বারা মাল ক্রোক হইয়া পেয়াদার জিম্মায় থাকিলে প্রতিদিন প্রত্যেক পেয়াদার ৵০ তিন আনা রোজ লাগে। কিন্তু ইহাদিগের নিকট সমুদায়ই বিপরীত। ইহারা বিল আদায় করিতে আইসে না, সমন জারি করে না, কেবল ওয়ারেণ্ট জারি করিয়া টাকা আদায় করে। হয় এক দিন দুই বার আদায়, এক খরচ দুবার লেখা, আবার পীড়াপীড়ি হইলে উগারিয়া দেওয়া, তহবিলে ৫০০ টাকার অতিরিক্ত না রাখিবার বিশেষ আদেশ থাকিলেও প্রত্যহ ১০।১৫ হাজার টাকা তহবিলে মজুত রাখা, ব্যাঙ্কে টাকা নাই ভুয়া চেক কাটা, পীড়াপীড়ি দেখিলে সেই চেক পুনরায় জমা খরচ করা, কণ্ট্রাক্টর দিগের নিকটে এগ্রীমেণ্ট না লইয়া, আবহমান কাল তাহাদিগের দ্বারা কার্য্য লওয়া, সেক্রেটারি ও একাউণ্টেণ্টকে আফিসের কার্য্যের জন্য পৃথক বেতন দিয়াও কমিসনরদিগের অজ্ঞাতে আফিস কলেক্সনের উপরে শত করা ৩ তিন টাকা কমিসন দেওয়া, এগুলি কি? ইহার অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। একবে কমিসনর মহাশয়দিগের নিকটে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কাহার চাটু বাক্যে প্রতারিত না হন। ইহার অনুসন্ধান করেন।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

৩০এ বৈশাখ সোমবার।

গত বারে প্রুফসংশোধকের অনবধানতায় ৪২৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ১৭ পংক্তিতে "২৬এ বৈশাখ" স্থলে ৬ই বৈশাখ এবং ৪২৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের ৯ পংক্তিতে "স্বগত" স্থলে সঙ্গত হইয়াছে।

এদেশে কৌলীন্যপ্রথা ও কন্যাবিক্রয় প্রথা প্রবল থাকাতে নিকুলদিগের বিবাহ হওয়া ভার। তাহারা যার তার মেয়ে পাইলেই বিবাহ করে, ভাল মন্দ বড় বিবেচনা করে না। প্রতারকেরা এই সুবিধা পাইয়া এক কন্যাকে দুই তিন স্থলে বিক্রয় করে। এপ্রকার ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। দোবরাকন্যার পতিদিগকে সমাজে কিছু হেয় থাকিতে হয়, কিন্তু তাহারা সমাজে এককালে অচলিত থাকে না। অমৃত বাজার পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, ঐরূপ একটী দোবরা কন্যাবিবাহকে বিধবাবিবাহ জ্ঞান করিয়া অধ্যাপকের নিকটে ব্যবস্থা লইয়া বিবাহকর্ত্তাকে সমাজে চলিত করা হইয়াছে; এটী নূতন কাণ্ড বটে। কিন্তু এতদ্দ্বারা বিধবাবিবাহের যে কিছু আনুকূল্য হইবে আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা দোবরা কন্যাপতিকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটী অক্ষত বিধবার পাণিগ্রহণকারীকে উদ্ধার করিতে বলিলেই ইহার পরীক্ষা হইবে।

আমরা পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ মাত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। এ ব্যক্তি দরিদ্রসন্তান; ইহাঁর ভালরূপ লেখা পড়া শিখাও হয় নাই; ইনি কেবল স্বাভাবিক বুদ্ধির বলে ক্যাড্ডিন ষ্টিমার কোম্পানির বাটীর মুচ্ছুদ্দি হইয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নগরের এক জন গণনীয় ধনী হইয়াছিলেন। জীবনকালে ঈশানচন্দ্র মুক্তহস্ত ছিলেন। মৃত্যুকালেও ইনি সাধারণের হিতার্থ ২২০০০ টাকা দিয়া গিয়াছেন। ইহার ১২,০০০ টাকা তাঁহার জন্মগ্রাম খাইমেড়ের এক রাস্তায় ব্যয়িত হইবে। অপর ১০,০০০ টাকা প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রবৃত্তির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিবে। ঈশানচন্দ্রের স্ত্রী যদি দত্তকগ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্ত প্রেসিডেন্সীর দাতব্য সভার হস্তগত হইবে। ঈশানচন্দ্র বসুর এ দান প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ইনি মৃত্যুকালে এই বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া যেরূপ যশোলাভ করিলেন, জীবিতকালে সেরূপ করিতে পারেন নাই। ইনি অতিশয় সুরাপায়ী ছিলেন; তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটী দোষেও বিলক্ষণ আসক্ত ছিলেন। আমরা লোকের দোষ ও গুণ তুল্যরূপে ব্যক্ত করি, ইহাতে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু তাঁহারা যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন বুঝিতে পারিবেন, ব্যক্তিবিশেষের দোষপ্রমাণ ব্যতিরেকে সমাজের দোষসংশোধনসম্ভাবনা নাই।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল ষ্টাম্পে লোহিত ও কৃষ্ণ রেখা আছে, তাহা আদালতে আবেদনপ্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইবে। নীল ও কৃষ্ণ রেখাযুক্ত ষ্টাম্পে দলীল লিখিত হইবে। আমরা এ প্রভেদের কারণ বুঝিতে পারিলাম না। মফস্বলে সকল সময়ে সকল প্রকার ষ্টাম্প পাওয়া যায় না। অনেকের এই প্রভেদনিবন্ধন দাবী তমাদি হইবার সম্ভাবনা।

মহীসুরের কয়েকখানি পল্লীগ্রামে সংক্রামক জ্বর হইতেছে। যেপ্রকার জ্বর কয়েক বৎসর হুগলী ও নদিয়াপ্রভৃতিকে উৎসন্ন করিয়াছে, মহীসুরেও ঐ প্রকার জ্বর হইতেছে। ওলাউঠার ন্যায় সংক্রামক জ্বরের নিদান নির্ণীত হইতেছে না, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

আমরা বাল্যকালে উপকথায় শুনিতাম, অমুক ব্যক্তি বনে মাণিক পাইয়া, তস্করের ভয়ে তাহা উরু বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে রাখিত। সম্প্রতি এই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইয়াছে। আন্দামানের ডাক্তার আর, এচ কয়ান্ সম্প্রতি এক জন ফাঁসী প্রাপ্ত ব্রহ্মদেশীয়ের শরীরচ্ছেদন করিতে গিয়া তাহার দুই বাহুর মধ্যে ২৪ টী স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছেন। বাহির হইতে অঙ্গমধ্যে কিছু আছে, এমন বোধ হইত না। তিনি অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, রোগ ও বিপদ হইতে রক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মদেশীয়েরা এপ্রকার ধাতু সকল শরীরমধ্যে রাখিয়া থাকে।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল হইয়া আসিবেন, তাঁহার কার্য্যকে হেতু করিয়া সকলে ইহা অনুমান করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ে দান প্রথম হেতু। তিনি সম্প্রতি এক ভোজ দিয়া লণ্ডনস্থিত কয়েক জন ভারতবর্ষীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

কর্ণেল আণ্ডাসন গুইকুমারের রুদ্ধ ভ্রাতার কারাগার দর্শন করিতে যাওয়াতে সংবাদপত্রে তাঁহারে

অকারণ গালি দেওয়া হইয়াছিল। দাদা সাহেবকে অন্ধকার গৃহে অতিশয় কষ্টে রাখা হয়, এপ্রকার জনরব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে রাজার জিদে রেসিডেন্ট তাহার সত্যাসত্যতা জানিবার নিমিত্ত গমন করেন। ইন্দুপ্রকাশ বলেন, দাদা সাহেব উত্তম বাটীতে আছেন; তাঁহার সচ্ছন্দতার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক সে সমুদায় তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে; এ বিষয়ে তিনি নিজেও অভিযোগ করেন নাই। কারাগারে রুদ্ধ থাকা কি কষ্টের কারণ নয়? ওয়েল্সের রাজকুমার সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া এডিনবরার ডিউকপ্রভৃতি ভ্রাতাদিগকে যাবতীয় বিলাসদ্রব্য দিয়া যদি উইণ্ডসর কাসলে রুদ্ধ রাখেন, তাহা হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন কি না?

বোম্বাইগেজেট শ্রবণ করিয়াছেন, কাবুলে সংবাদ আসিয়াছে, সম্রাটের আজ্ঞানুসারে এক জন রুশীয় রাজকুমার মধ্য আসিয়া দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। যাবতীয় লোক ও সর্দ্দার অতিশয় যত্নসহকারে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। আজিম খাঁর কয়েক জন দূত রুশীয় শিবিরে গমন করাতে সেনাপতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কাবুলের পূর্ব্বাপর সন্ধিপত্র সকল দেখিতে চাহিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আজিম খাঁর সহিত রুশীয়দিগের কোন সন্ধি হয় নাই। এটি সেই সন্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ বোধ হইতেছে। যদি এ সন্ধি হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় উভয় গবর্ণমেণ্টেরই চৈতন্য হইবে।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যেসকল ভূমিপ্রভৃতি দান করিবেন, তাহার রেজিষ্টরির নিমিত্ত এক আনা করিয়া ফী লাগিবে।

এ বার ২৪ এ মে রবিবার হওয়াতে রাজ্ঞীর জন্মতিথির উৎসব ২৩ এ মে শনিবার হইবে। এখানকার আফিসসকল সোমবারে বন্ধ হইবে।

সর রিচাড টেম্পল এক জন পঞ্জাবী এবং ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত উচ্চতর স্বত্ব লাভের শত্রু। বাঙ্গালীদিগের বর্ত্তমান স্বাধীন ব্যবহার তাঁহার চক্ষুঃশূল। তথাপি আমরা এক বিষয়ে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সর জন লরেন্স সেক্রেটারি ও মন্ত্রিগণকে লইয়া আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; কিন্তু সর রিচাড টেম্পল রাজস্বপ্রণালীর বিষয় সুন্দররূপে জানিবার নিমিত্ত কলিকাতায় রহিয়াছেন। তিনি জানেন যাবতীয় আফিসের সেক্রেটারি ও রেজিষ্টারগণ পুষ্ট বেতন পান মাত্র; কাজ যাহা এতদ্দেশীয় কেরাণীদিগের দ্বারা হয়। অতএব কয়েক দিবসাবধি তিনি কয়েক জন এতদ্দেশীয় কেরাণীকে আহ্বান করিয়া সকল বিষয় অবগত হইতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, এইসকল উপযুক্ত লোক যথার্থ বিষয় জানিয়াও এক কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া এদেশীয়দিগের উন্নতির পথে কণ্টকনিক্ষেপ করেন।

সর এডওয়ার্ড রায়ানের নিকটে পত্র লিখিবার সময়ে মেইন সাহেব এদেশীয় উকীলদিগকে বারিষ্টরদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অসৎ বলাতে যে প্রতিবাদ হয়, তাহার ফল ফলিয়াছে। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে মেইন সাহেব বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার শ্রেণির লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া পত্র লিখেন নাই; মফস্বলের উকীলদিগেরই নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহাতে আমাদিগের এক গল্প মনে হইল। একদা এক স্থানে এক পল্টন আসিয়া উপস্থিত হয়। জমীদারের গমস্তা সমস্ত দিনের পর রসদ দিতে আসাতে কয়েক জন সৈনিক তাহাকে প্রহার করে। গমস্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দূর হইতে অনুজের কষ্ট দেখিয়া গালি দিয়া বলিল থাক * * * এখনই তোমাদিগকে দেখাইব। এখানে কি মাজিষ্টেট নাই, না আইন নাই? দুই জন সৈনিক তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহার দুই হাত ধরাতে ঐ ব্যক্তি বলিল, "তোমাদিগকে কিছু বলে কাহার বাপের সাধ্য আছে; ঐ পাজিকে এই কারণে গালি দিতেছিলাম যে, সিপাহীদিগকে রসদ দিতে বিলম্ব করিল কেন? এখনই মাজিষ্টেট সাহেব দণ্ড দিবেন।" সিপাহীরা চলিয়া গেলে তাহার ভ্রাতা আসিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুমি তাইকে * * * বল? জ্যেষ্ঠ ইহা শুনিয়া বলিল, তোমাকে কি গালি দিয়াছি? ওকথা না বলিলে উহারা ছাড়ে কৈ। মফস্বলের উকীলগণ প্রতিবাদ করিলে মেইন সাহেব কি বলেন তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগের অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে।

এডিনবরার ডিউক সম্প্রতি হত্যাকারীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া ভারতবর্ষীয় সভা আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া রাজ্ঞীকে এক অভিনন্দন প্রদান করিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, নিমতলার শবদাহের কল অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। শবদাহনের সময় চাকনীর অনেক স্থান দিয়া ধূম বহির্গত হয় ও সেটী এত উষ্ণ হয়, যে কিছুক্ষণপরে আর স্পর্শ করিবার যো থাকে না; শব ও ভাল দগ্ধ হয় না। মিউনিসিপালিটির টাকা এই প্রকারেই গিয়া থাকে।

৩১এ বৈশাখ মঙ্গলবার।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, সৈদ আবদুল্লা মাসিক ৬০০ টাকা বেতনে কানিং কালেজের এক জন অধ্যাপক হইয়াছেন। সৈদ আবদুল্লা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দূ ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের এক জন মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ত্রিহুতে যে কয়েকটী ডাকাইতি হয়, তাহার মূল নেপালে পাওয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০জন দস্যু একত্র হইয়া লুঠ করে। ইহারা পূর্ব্বে ব্রিটিশ প্রজা ছিল, এক্ষণে নেপালে পলায়ন করিয়াছে। ব্রিটিশ সীমাতে দস্যুবৃত্তি করিয়া নেপালে গেলেই আর ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বে কলিকাতাপ্রভৃতি স্থানে কুকর্ম্ম করিয়া দুষ্টেরা ফরাসডাঙ্গায় পলাইত। দুষ্টদিগের সে বাসাটী যেমন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, নেপালের বাসটীও তেমনি ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।

আসামের কমিসনর কর্ণেল হপকিন্সন সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিকটে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, অন্য অন্য প্রদেশের ন্যায় আসামের কর্ম্মচারিগণ প্রতিবৎসর যে এক মাস বিদায় পান, তাহা কোন কাজের হয় না। আসাম হইতে কলিকাতায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে ৪০ দিবস লাগে। কর্ণেল হপকিন্সন তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, এইসকল কর্ম্মচারীর গমনের নিমিত্ত অতিরিক্ত এক মাস বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। গ্রাহ্য করিলে এইরূপে অনেক অনুরোধে পড়িতে হইত।

এ বার সর্ব্বত্র অসময়ে অধিক বৃষ্টি হইতেছে। সিন্ধুর জল এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, সক্করের নিকটে জলপ্লাবনের আশঙ্কা হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই বেলা দামোদর ও মহানদীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

গত শুক্রবার বৈকালে ঝড়ের সময়ে শিবপুরের নিকটে ১৩ জন আরোহীর সহিত এক খানি নৌকা জলমগ্ন হয়। সৌভাগ্যের বিষয় রয়াল আডিলেডনামক জাহাজের সাহসী কাপ্তেন ও নাবিকগণ তৎক্ষণাৎ এক নৌকা লইয়া আরোহীদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আরোহিগণ কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের নিমিত্ত এক পত্র ডেলিনিউসে মুদ্রিত করিয়াছেন। চাঁদা করিয়া এই সাহসী ব্যক্তিদিগকে এক ভোজ দেওয়া কর্ত্তব্য।

ডেলিনিউস বলেন, খনদা হইয়া ইন্দোরের যে

—৯০—

সকল দ্রব্য বোম্বাই রেইলওয়েতে আমদানী ও রপ্তানী হইবে, মহারাজ হোলকর তাহার শুল্ক কমাইয়াছেন। তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চির কালের জন্য একখানি পরগণা প্রদান করিয়াছেন।

সর রিচার্ড টেম্পল সম্প্রতি হাবড়ার কালি ইনষ্টিটিউটে মহাভারতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলেন, তাঁহার মতে এই কাব্যখানি ইউরোপের অতি উৎকৃষ্ট বীররসপ্রধান কাব্যের তুল্য। প্রাচীন কালে হিন্দুরা রাজনীতি, ব্যবস্থা, সাহিত্য, বিজ্ঞানপ্রভৃতি বিষয়ের কত উন্নতি করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রোতৃবর্গ অতিশয় আনন্দসহকারে এই উপদেশ শ্রবণ করেন। পরিশেষে সভাপতি ডাক্তর মৌএট এতদ্দেশীয়দিগের পূর্ব্বতন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য করিয়া উপদেশককে ধন্যবাদ দিলেন। ডাক্তর মৌএট যথার্থ বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগের ঐকমত্য না থাকাতেই ইহাঁদিগের স্বাভাবিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকিলেও কাজ হইতেছে না।

১ লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

লাবুয়ানের নূতন শাসনকর্ত্তা পোপ হেনেসি সাহেব ইহার মধ্যে তত্রত্য লোকদিগের এমন প্রিয় হইয়াছেন যে, সম্প্রতি তাঁহার বিবাহ হও য়াতে চীনেরা আপনারা আসিয়া বরযাত্রী হইয়া অনেক আমোদ করিয়াছে। হেনেসি সাহেব জাতিভেদ না করিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে যেসকল শাসন কর্ত্তা এক কালে উপনিবেশে আইসেন, তাঁহারা স্থানীয় কুসংস্কারবিশিষ্ট শাসনকর্ত্তাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

সম্প্রতি আগরার নিকটে একটী স্ত্রীলোক অপমানের ভয়ে এক তৃতীয় শ্রেণির রেলওয়ে শকট হইতে লম্ফদিয়া পতিত হন। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। রেলওয়ে কোম্পানিসমূহের যে প্রকার কর্ম্মচারী ও তত্ত্বাবধায়ক, তাহাতে এ সকল ঘটনা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পঞ্জাব রেলওয়ে কোম্পানি বক্তার সিংহ ও অনরেবল রাণ্ডলফ ষ্টুয়াটের নামে যে নালীশ করেন, তাহাতে বক্তার সিংহকে ৩০,০০০ টাকা দিতে হইয়াছে। কর্ণেল এলফিন ষ্টোনের অধীনে এই ব্যক্তি ও ষ্টুয়াট কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। বক্তার সিংহ পূর্ব্বে কর্ণেলের সেরেস্তাদার ছিলেন। সাক্ষ্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, এই কণ্ট্রাক্টরের সহিত এলফিনষ্টোনের অংশ ছিল এবং কার্য্যতঃ এটি বিনামী ব্যবসায় মাত্র ছিল। যাঁহারা এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের অসারতাদর্শনে চীৎকার করেন, তাঁহারা এক্ষণে কোথায়?

সর জন লরেন্স সে দিবস বোম্বাইয়ের ফ্রিচর্চ্চ মিসনরিদিগকে ২০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি দিল্লীর বাপটিষ্ট মিসনরি গণ তত্রত্য ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগকে কয়েক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। তলবার ভারতবর্ষশাসনের একমাত্র উপায়, এ সংস্কার যে শাসনকর্ত্তার আছে, তিনি যে এইসকল আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু সর জন লরেন্স জানিবেন ভারতব র্ষের ইতিহাসলেখকেরা এসকল গর্হিত কার্য্যের পুরস্কার দিবেন।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি অমৃত সরের নিকটস্থ জানদিঘীয়াস্থিত মুসলমানেরা গোবধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করাতে তত্রত্য হিন্দুরা বিরক্ত হইয়া মুসলমানদিগের জলপানের কূপে ও মসজিদে শূকর কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত উভয় সম্প্র দায়ের অতিশয় বিবাদ চলিতেছে। হিন্দুগণ আপনাদিগের অন্যায় কাজ বুঝিতে পারিয়া মসজিদ ও কূপের মূল্য দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানেরা মকদ্দমা করিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ধর্ম্মান্ধতা বহু অনিষ্টের মূল।

মালির কোটার রাজার নামে অত্যাচারের অভিযোগ হওয়াতে গবর্ণর জেনরল এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ইহা করিবেন।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট সর্ব্বদাই ভারতবর্ষীয় ও ভারতবর্ষীয় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে ভোজ দিয়া থাকেন। সকলে অনুমান করিয়াছিলেন, এ টাকা সরকারী ধনাগার হইতে দেওয়া হয়; কিন্তু প্রকাশিত হইয়াছে, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট নিজের ব্যয়ে ভোজ দিয়াথাকেন। সুলতানের বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহাতে যদি সর ষ্টাফোর্ডের চৈতন্য না হয়, কিসে হইবে।

ডেলি নিউস বলেন, সম্প্রতি নেপালের গবর্ণ মেণ্ট প্রস্তাব করিতেছেন যেসকল ব্রিটিশ প্রজা নেপালে মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করিবে, তাহাদিগের দণ্ড নেপালে হইলে ভাল হয়। গবর্ণর জেনরল ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। নেপালের বিচারপতি ও রাজ্যেশ্বরের ক্রীত দাস আছে কি না জানিয়া সম্মতি দিলে ভাল হইত।

উক্ত পত্র বলেন, খিবার খাঁর সহিত রুশীয় দিগের বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। রুশীয় সেনাপতি হাজারাস্প নগরের দুর্গে রুশীয় সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব করাতে খাঁ তাহাতে অসম্মত হন। ইহাতে সেনাপতি বলিয়াছেন, যদি তিনি সহজে সম্মত না হন, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক উক্ত নগর অধিকার করা হইবে। প্রবল ও দুর্ব্বলে বিরোধ হইলে দুর্ব্বলের পক্ষে এরূপ বাক্য শ্রবণ বিস্ময়কর নহে।

গেজেটে দেখা গেল, নিয়ুক্তব কর্ম্মচারীরা প্রায় অনেক আইনের বিষয়ে আত্মমত প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনরলের অথবা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবিশেষের নিকটে প্রেরণ করেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা হয়। অতএব গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, ভবিষ্যতে এই সকল পত্র স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্ত দিয়া আসিবে; রীতিই এই।

পিয়নিয়র বলেন, বাঁদাতে গোমড়ক হও য়াতে দুটী পরগণায় ৯০০ গরু প্রাণত্যাগ করি য়াছে। প্রথমতঃ জ্বর ও কম্প হয়; তৎপরে ক্রমাগত ভেদ হইয়া পশুগুলি প্রাণত্যাগ করে।

১১ ই মে সর জন লরেন্স সিমলায় উপস্থিত হইয়াছেন। উক্ত স্থানের পূর্ব্বতন ভগ্ন ও ছিদ্র বিশিষ্ট কামানগুলির পরিবর্ত্তে নূতন কামান আসিয়াছে; কিন্তু বারুদ না থাকাতে গবর্ণর জেনরলের সম্মানার্থ কামান হয় নাই। এক জন পত্রপ্রেরক বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, বারু দের অনুসার থাকাতে গবর্ণর জেনরল গোপনে নিজ বাটিতে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন মন্ত্রী অথবা সেক্রেটারি যদি বাটী বাটী যাইয়া বারুদ ভিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে কয়েকটী তোপ হইতে পারিত।

২ রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

এপর্য্যন্ত যেসকল কর্ম্মচারী ফৌজদারি মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে যাইতেন, তাঁহাদিগের তন্নিমিত্ত যে ব্যয় পড়িত তাহা আপন আপন বিভাগের ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্প্র তি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এই ব্যয় বিচারসংক্রান্ত ব্যয়ের মধ্যে গণ্য করা উচিত। গবর্ণর জেনরেল ইহাতে সম্মত হয়াছেন।

মাধবচন্দ্র দত্তকে রোজ ব্রৌণের হত্যাকারী বলিয়া পুলিষে অর্পণ করা হইয়াছে। যেসকল সাক্ষী করণায়ের সমক্ষে জবানবন্দী দেন, তাঁহারা আবার এখানে ও জবানবন্দী দিতে- ছেন। এ ব্যক্তি যে মুক্তিলাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। পুলিষ যথার্থ দোষীকে ছাড়িয়া নিরপরাধীকে ধরিয়া টানা টানি করিতেছেন। মাধবচন্দ্র দত্তের হত্যা করিবার কারণ কি? কাহার হত্যা করিবার যথার্থ কারণ ছিল, পুলি ষের কি তন্নির্ণয়েরও ক্ষমতা নাই? পুলিষে রাজ্যের নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় প্রবেশ করা তেই উহার এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

ডেল নিউন বলেন, সিংহভূমের বন লোকদিগের কন্যার বিবাহ দিতে হইলে ৪০।১০টি গরু দান করিতে হইত। এগুক্তি সকলের না থাকাতে অনেক স্ত্রীলোক অবিবাহিতা রহিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন ব্যভিচারেরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্প্রতি ছোট নাগপুরের কমিসনর কর্ণেল ডালটন কোলদিগের প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া এক সভা করেন। ঐই সভায় সকলে কন্যাদানের পণ ১০ দশটী গরু বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দশটী গরুই যে দিতে হইবে এরূপ নহে; দরিদ্রগণ ইহার পরিবর্ত্তে ৭ টাকা নগদ দিতে পারিবে। কোলেরা আমাদিগের সুবর্ণবণিক ও কায়স্থদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে সমধিক বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিল। এই দুই শ্রেণির কন্যার বিবাহ দেওয়া আত্যন্তিক ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। যিনি যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিয়া ২০,০০০ টাকা জমান, তাঁহাকে চারিটী কন্যার বিবাহ দিতে এক কালে দরিদ্র হইতে হয়। ইহার কি সংশোধন করা উচিত নহে?

গবর্ণর জেনেরল মীমাংসা করিয়াছেন, ১৮৬৮ অব্দের ১১ আইন অনুসারে কেবল বাহাদুর কাষ্ঠের উপরে শুল্ক লওয়া হইবে না। কাষ্ঠ নির্ম্মিত সবস্তুর দ্রব্যে শুল্ক দিতে হইবে।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, কাশ্মীর ও অমৃতসরের যেসকল শাল বিদেশীয় বণিকগণ বিদেশে রপ্তানী করিবার নিমিত্ত ক্রয় করেন তদুপরি অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের উপরে আজ্ঞা হইয়াছে। ইহাতে কি অধিক পরিমাণে শাল প্রস্তুত হইবে?

পবলিক ওপিনিয়ন স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্জাবের আদর্শ পুলিষ অন্য অন্য স্থানের পুলিসের ন্যায় অপরাধীদিগকে ধরিতে পারেন না। যাঁহারা কেবল রিপোর্ট পড়িয়া মুগ্ধ না হন, তাঁহারা অনেক দিন পূর্ব্বে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

বিজয়গ্রামের রাজা ৬০০ অবধি ১০০০ টাকা মাসিক ব্যয়ে মান্দ্রাজে একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কপূর্থলার রাজার পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে রাজা প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতেছেন। এ জন্য তাঁহাকে ছয় সপ্তাহের সময় দেওয়া হইয়াছে। রাজা বৃথা অপব্যয় করিবেন, রাজনীতিসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, প্রিবি কৌন্সিল তাহাতে কোন ক্রমে হস্তার্পণ করিবেন না।

মার্শম্যান সাহেব ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিয়াছেন, সর জন লরেন্স ইউরোপীয় সৈন্যদিগের উপাসনার ও ধর্ম্মশিক্ষার যে বন্দোবস্ত (তাহার নাম কয়েক লক্ষ রাজস্বক্ষয়) করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাতে ইংলণ্ডের সমুদায় লোক তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে সকল চিন্তাশীল লোক আয়রলণ্ডের ধর্ম্মকার্য্য হইতে গবর্ণমেণ্টকে স্বতন্ত্র থাকিতে বলিতেছেন তাঁহারা কি এই দলভুক্ত? যাহা সর জন লরেন্সের সুখ্যাতি তাহা ভারতবর্ষের দুর্গতির কারণ হইতেছে।

৩ রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার

ভারতবর্ষে যত এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল আলিগড় ইনষ্টিটিউট গেজেট বলিয়াছেন, এতদ্দেশীয়দিগকে উচ্চতর শাসনকার্য্যের ভার দেওয়া অনুচিত। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যে উন্নত পদ দিবার মানস করিয়াছেন, গেজেটের মতে তাহা অসমসাহসিকতার কার্য্য। ইহাতে আমাদিগের পরম মিত্র (') ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন "ইনষ্টিটিউট গেজেটে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যে যথার্থ সাধারণ মত তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি। বোম্বাই ও কলিকাতায় ইংরাজি ও দেশীয় ভাষায় যেসকল এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তদপেক্ষা এই পত্রের কথায় অধিক গৌরব করা আবশ্যক তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।" সন্দেহের বিষয় কি? সিংহ, গর্দ্দভ ও শৃগাল তিনে মৃগয়া করিতে গিয়া যে মাংস পায়, তাহা গর্দ্দভ সমান অংশে বিভক্ত করাতে সিংহ কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিল এবং শৃগালকে বিভাগ করিতে বলিল। শৃগাল তৎক্ষণাৎ আপনার জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়া আর সমুদায় সিংহকে প্রদান করাতে সিংহ অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিল, "ভাই শৃগাল! তোমাকে এমন সুন্দর ভাগ করিতে কে শিখাইয়াছে?" শৃগাল বলিল "ঐ মৃত গর্দ্দভ।" সৈদ আহম্মদের রাজনীতির মূল্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু শাসন কর্ত্তাদিগের চাটুবৃত্তি করিয়া স্বদেশীয়দিগের স্বত্বে জলাঞ্জলি দিবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন স্থলেই সফল হয় নাই। মানলিয়স ব্রেন্নাকে ইটালিতে আনয়ন করে; কিন্তু শেষে কামিলিয়স রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এতদিন পরে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পথে আসিয়াছেন। এই পত্র দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব কোটাল মহিমুদ্দিনের বিচার উপলক্ষে বলিয়াছেন এ ব্যক্তি দশ বৎসর নির্ব্বাসিত ছিলেন; ইহাই পর্য্যাপ্ত দণ্ড হইয়াছে। অতঃপর কোন বিদ্রোহী স্বদেশে জীবনের অবশিষ্ট যাপন করিতে আসিলে তাঁহার দণ্ড দেওয়াতে কোন ফল হয় না; কেবল পুরাতন বৈর মনে আইসে। আমরাও সর্ব্বদা এ কথা বলিতেছি। ৫০০ লোক সীতানায় বৃথা কষ্ট পাইতেছে।

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

যে সকল জায়গীরদার ও সর্দ্দার পিতা অথবা পিতামহের সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টকে কোন নজরানা দিতে হইবে না। তবে যেখানে দিবার প্রথা আছে, সেখানে দিতে হইবে। ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা অন্য কোন আত্মীয় উত্তরাধিকারী হইলে জায়গীরের এক বৎসরের আয়ের অর্দ্ধেক দিতে হইবে। দত্তক পুত্রকে এক বৎসরের আয় সমুদায় দিতে হইবে। মস্তকের উপরে আবার এত পীড়াপীড়ি কেন?

আবিসিনিয়ার বন্দীগণ যখন সর রবার্ট নেপিয়রের শিবিরে আইসেন তখন তাঁহাদিগের সহিত তাবু ও বিস্তর ভৃত্য আইসে। তাঁহারা বন্দীভূত ছিলেন বটে; কিন্তু থিওডোর তাঁহাদিগকে আহার ও বাসস্থানের কোন কষ্ট দেন নাই। মাগদালা গ্রহণের তিন দিবস পূর্ব্বে থিওডোর ৩৮০ জন আবিসিনীয় কয়েদিকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় কমিসনর লের ন্যায় ভারতবর্ষে আনয়ন করিবার জন্য সর রবার্ট নেপিয়রের আজ্ঞা দেওয়া হয়; কিন্তু থিওডোরের ভাগ্যে এ অপমান ছিল না।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা মে। গত কল্য হাউস অব কমন্সে মাডষ্টোন সাহেব এই কথা বলেন, যে পর্য্যন্ত আয়রলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত তর্কের মীমাংসা না হইবে, সেপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে ব্যয়ের টাকা না দেওয়া হয়, এ বিষয়ে তিনি ৪ঠা মে সোমবার প্রস্তাব করিবেন।

ত্রিটুইল গ্রাণ্টহাম, দক্ষিণ লাঙ্কেসিয়ার, ওয়েষ্টমিনষ্টর, ককারমোথ এবং পূর্ব্ব কেণ্টের নূতন প্রতিনিধিগণ টোরিদলস্থ বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

সিরাপিস ও ক্রকোডাইলনামক সৈনিক বোম্বাই জাহাজকে আলেকজাণ্ড্রিয়াতে প্রেরণ করা হইয়াছে। আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাগত

৪৬৩৩ গণিত রেজিমেন্ট এই জাহাজে ইংলণ্ডে গমন করিবে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ৯ ই মে। আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মুক্ত বন্দীগণ ইহার মধ্যে এক দল প্রহরী সৈন্য লইয়া উপকূলের দিকে গমন করিয়াছেন। সৈন্যগণ গত কল্য যাত্রা করিবে। সর রবার্ট নেপিয়র ওয়াগনাম গোবাজীকে মাগদালা প্রদান করিতে চাহিয়াছেলেন, কিন্তু প্রধান গোলা (কামান) গুলি নষ্ট হওয়াতে তিনি এই নগর লইতে অসম্মত হইয়াছেন। তন্নিমিত্ত সর রবার্ট নেপিয়র গালার রাণীকে উহা দিয়া আসিবেন।

মাগদালাতে থিওডোরের মৃত দেহ সমাহিত হইয়াছে। বন্দীগণ অতি অপকৃষ্ট স্থানে রুদ্ধ ছিলেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা উত্তম স্থানে ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। মাগদালাবাসীরা ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই এপ্রেল। ভারতবর্ষীয় সৈন্য দিগকে উপনিবেশে প্রেরণ করা উচিত কি না, ইহার বিবেচনার্থ যে সিলেক্ট কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন।

বিরুদ্ধ সৈনিক মত প্রকাশিত এবং ইহাতে টাকা বাঁচিবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে কমিটি বলিয়াছেন, এক বারে অধিকতর পরিবর্ত্তন পরামর্শসিদ্ধ নহে। যেখানে স্বাস্থ্য ব্যাঘাত সম্ভাবনা নাই, কমিটি সেখানে ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, চীন ও মরিসসে এই সৈন্য প্রেরণ করিলে অনেক ব্যয় বাঁচিবে। সিংহল ও সিঙ্গাপুরের যে প্রকার জল বায়ু, তাহাতে মধ্যে মধ্যে এক দল সৈন্যের পরিবর্ত্ত করিয়া অন্য এক দল প্রেরণ করা অনুচিত এবং এ স্থলগুলি ভারতবর্ষের নিকটস্থ হওয়াতে তাঁহারা বলেন এই দুই স্থানে ভারতবর্ষীয় সৈন্যপ্রেরণে লাভ আছে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিবেচনা হইতেছে কোন বিশেষ উপনিবেশরক্ষার্থ স্থানীয় সৈন্যসংগ্রহ না করিয়া ভারতবর্ষীয় সৈন্য রাখিয়া ইউরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বদলী করা কর্ত্তব্য। যাবতীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণ করা উচিত বলিয়া মেজর আপন যে প্রস্তাব করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১ লা মে। গত রাত্রিতে ডিসরেলি সাহেব হাউস অব কমন্সে বলিয়াছেন, যে প্রকার মত ভেদ হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সঙ্কল্প পরিবর্ত্ত হইবে। সেটী কি হইবে, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত ৪ ঠা মে সোমবারপর্য্যন্ত মহাসভা স্থগিত থাকিবে

গ্রেগরি সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের বিদায়ের নিয়মাবলি কৌন্সিলের এক কমিটিদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন সকলেই তাহার মূল নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন; তবে কেবল কতক সামান্য অংশের পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সকল প্রস্তাব লিখিয়া সর জন লরেন্সকে এক পত্র লেখা হইয়াছে। এই নিয়মগুলির যে কিছু পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক তাহা করিয়া তাঁহাকে ইহা সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ফেনিয়ন বর্ক ও কাশীর দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে প্রথম ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১৫ বৎসর এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ৭ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

৫ ই মে। গত রাত্রিতে ডিসরেলি সাহেব বলিলেন, তিনি রাজ্ঞীর নিকটে নিজ পদত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু রাজ্ঞী তাহাতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে মহাসভা ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এক্ষণে যে সকল বিষয় বিবেচিত হইতেছে তাহার মীমাংসা হইলে তিনি নবেম্বরে মহাসভা ভঙ্গ করিয়া নূতন মহাসভা আহ্বান করিবেন।

প্লাডষ্টোন, ব্রাইট ও লো সাহেব গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মবহির্ভূত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডিসরেলি সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, রাজ্ঞী তাঁহাকে মহাসভা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, গত বৃহস্পতিবার প্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রকার তর্ক করেন, তাহাতে বোধ হইতেছে মহাসভার মন্ত্রীদিগের উপরে বিশ্বাস নাই।

হাউস অব কমন্স আয় ব্যয়ের বিষয়ে মত দিয়াছেন এবং প্লাডষ্টোন সাহেব গবর্ণমেণ্টের অসঙ্গত ব্যয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালীর উপরে দোষারোপ করিয়াছেন।

৬ ই মে। মহাসভাভঙ্গের বিষয়ে মন্ত্রিগণ হাউস অব লার্ডে ও কমন্সে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কথা বলাতে তাহা লইয়া গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে অতিশয় তর্ক হইয়া গিয়াছে। ডিসরেলি সাহেব যেপ্রকারে বুঝাইয়া দেন তাহাতে সকলে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সৈনিক বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত বিশেষতঃ যাঁহারা আফিসর হইবেন তাঁহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এক রাজকীয় কমিসন নিযুক্ত করা উচিত বলিয়া লার্ড সিসিল এক প্রস্তাব করিয়াছেন। সর জন প্যাকিংটন সম্মত হইয়াছেন এবং মহাসভা ইহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষা করা উচিত ফসেট সাহেব এই প্রস্তাব করিয়াছেন। সর চার্লস ট্রিবিলিয়ন এক সংশোধনপ্রস্তাব করিয়া বলিলেন, অচিহ্নিত কার্য্যে যেসকল ভারতবর্ষীয় উপযুক্ততা প্রদর্শন করিবেন তাঁহাদিগকে চিহ্নিত কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

সর চার্লস ট্রিবিলিয়ান যে প্রস্তাব করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার কতক অংশ গ্রাহ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রতিযোগী পরীক্ষার পরিবর্ত্তে তাঁহারা উপযুক্ত লোককে মনোনীত করিবেন। এই কথা বলাতে মূল প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

—:•:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৬ ই মে। নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা নওয়াখালির সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন:—

বাবু জগদীশনাথ রায়।

" মহেশচন্দ্র বসু।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কুমিল্লার মিউনিসিপাল কামিসনর হইবেন:

বি, আর উইন সাহেব।

ই, ডিলেন "।

নিজামত বিদ্যালয় চালাইবার নিমিত্ত সৈদ মনসুর আলি খাঁ মুরসিদাবাদের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

জে, জি, ফারকোহার্সন সাহেব মুঙ্গের ও ভাগলপুরের বিশেষ নব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

৭ ই মে। অযোধ্যার রাজার নিকটস্থিত গবর্ণর জেনরলের প্রতিনিধি এজেণ্ট কর্ণেল জে, সি, ব্রাক উক্ত রাজার বাটির মধ্যের মকদ্দমা

করিবার জন্য ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৮ই মে। যত দিন বাবু গুরুপ্রসাদ সেন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কালনার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এচ. এ. কক্রেল সাহেব ত্রিহুতের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইলেন।

এ, জে. এলিয়ট সাহেব গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু আপাততঃ দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন।

যত দিন লেপ্টনান্ট ডবলিউ ই, চেম্বর্স সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন জে. লাম্বার্ট সাহেব পাটনার প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

ই. আই. শটলওয়ার্থ সাহেব গয়ার পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন জি. এম. বাউই যশোহরের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন; কিন্তু আপাততঃ দ্বিতীয় চক্রবাড়ে প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল থাকিবেন।

যত দিন কাপ্তেন জে, সি. সি. ডট, বি. সি, বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডবলিউ. ডি. প্রাট সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

এ. আনলী সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডাণ্ট দিগকে বদলী করা হইল।—

এ. এল. ডবলিউ. জ্যাক্সন সাহেব সাহরণ হইতে হুগলীতে।

এ, বেলেয়ার সাহেব ত্রিহুত হইতে গয়াতে।

এচ, বি, এচ. রবার্টস সাহেব ঢাকা হইতে ২৪ পরগণাতে।

৯ই মে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের প্রথম চিকিৎসকের অনর সম্বন্ধীয় চিকিৎসক হইবেন।

বাকুড়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১২ই মে। ডবলিউ, এফ মিয়াস সাহেব ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া জামালপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

লেপ্টনান্ট কর্ণেল জে, ডসন বর্দ্ধমানের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নদীয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু দিননাথ আঢ্য মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন

নদীয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজনাথ সেন কিছু দিনের জন্য বনগ্রাম উপবিভাগের ভার পাইবেন।

মেহেরপুর উপবিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কুমার ব্রজেন্দ্র নারায়ণ দেব সদর মহকুমা নদীয়াতে বদলী হইবেন।

শিব সাগরের সহকারী কমিসনর লেপ্টনাণ্ট ডবলিউ ই, রুখারফোর্ড তুরঙ্গে বদলী হইবেন।

তুরঙ্গের সহকারী কমিসনর লেপ্টনাণ্ট এফ. এল. ডি, লাটুচ কামরূপে বদলী হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। মহারাজ সিন্ধিয়া হরিদ্বারপ্রভৃতি তীর্থদর্শন করিয়া মহরমের পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তিনি কাশীতে যাইবেন। দিল্লিগেজেটে দেখিলাম তিনি দিল্লিপ্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর হইয়া হরিদ্বারে গিয়াছিলেন।

২। পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব এখান হইতে ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন কর্ণেল সাওয়ার সাহেব আসিয়া পলিটিকেল এজেণ্টের কর্ম্মভার গ্রহন করিয়াছেন। কর্ণেল ডেলি সাহেবের গমনে আমরা যেমন দুঃখিত হইয়াছি, কর্ণেল সাওয়ার সাহেবের আগমনে তেমনি আনন্দিত হইয়াছি। ইনিও যেরূপ ভদ্র ও অমায়িক এবং আমাদের সঙ্গে মিশিতে উৎসুক তাহাতে ইহাঁর নিকট হইতে আমাদিগের অনেক ইষ্টলাভ সম্ভাবনা আছে।

৩। গত শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে মুসলমানদিগের প্রধান পর্ব্ব "মহরমের" মত্ততা তাজিয়ার মাটির সহিত শেষ হইয়াছে। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি অবধি ১১ দিন মুসলমানদিগের কর্ণভেদী বাদ্যেতে দিবারাত্রি সুস্থির হইবার যো ছিল না। হাসন হোসেনের মৃত্যুর জন্য কৃত্রিম শোকপ্রকাশক বক্ষঃস্থলে করাঘাত হা হতোস্মি প্রভৃতি শব্দে নগরের প্রলয় অবস্থায় উপনীত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এ সকল প্রদেশে মুসলমান অধিক এবং মুসলমান সম্রাটদিগের প্রভাবও এই সকল প্রদেশে বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত ছিল। এইজন্য দেখা যায় এ সকল প্রদেশের অনেক হিন্দুও তাজিয়া (গোঁয়ারা) করিয়া মুসলমানদিগের সহিত আমোদ করে। জিয়াজী মহারাজ সিন্ধিয়া হিন্দু হইয়াও মহাসমারোহে বৃহৎ তাজিয়া নির্ম্মাণ করিয়া মহরমোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। যে স্থানে গোঁয়ারা মাটি হইয়াছিল আমরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ স্থানে মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত হইয়াও গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম অগণ্য স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া অগ্নিবৎ সূর্য্যাতপ সেবন করিতেছে। স্থানে স্থানে লগুড় ও তরবারি খেলা হইতেছে। স্থানে স্থানে মল্লযুদ্ধ হইতেছে স্থানে স্থানে লড়ায়ে মেষের সহিত খেলা হইতেছে। স্থানে স্থানে বিষম মুদ্গর সকল অনায়াসে ঘুরাণ হইতেছে। এই সকল দেখিয়া এ দেশের মধ্যে বীর্য্য ও সাহসের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই মেলা ক্ষেত্রে মহারাজের পোষ্য পুত্র ও অন্যান্য সভাসদ, অশ্বারোহী সৈন্য এবং বহুমূল্য সজ্জায় সজ্জীভূত বৃহৎ বৃহৎ হস্তী আসিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মরুভূমিবৎ বিস্তীর্ণ মাঠে মধ্যাহ্ন কালের ভয়ানক সূর্য্যতাপে কাহারও কষ্টের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। এইরূপ কষ্টসহ না হইলেই বা ইহারা এরূপ যুদ্ধবিশারদ হইবে কেন?

এই মহরমের সময় হৃদয়বিদারক কএকটী শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। মেলা ক্ষেত্রে আত্যন্তিক ভিড় হওয়াতে মহারাজের হস্তীর পদতলে পড়িয়া এক ব্যক্তি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, আরও ২।৩টী লোক আহত হইয়াছে। এক ব্যক্তি অশ্বারোহণ করিয়া মেলা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল, মুরার নদীর সেতুর উপর একটা হস্তী দেখিয়া অশ্বটী খেপিয়া উঠিল এবং আরোহীকে নিক্ষেপ করিল। ঐ ব্যক্তি এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। শুনিলাম অকর্ম্মণ্য ও অবিচক্ষণ হিন্দুস্থানী নেটিভ ডাক্তরের অনবধানতাদোষ না ঘটিলে ঐ ব্যক্তি হয়ত বাঁচিতে পারিত। এখানে কবে একজন উপযুক্ত সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আসিবেন? মেলা ক্ষেত্রের ভিড়ের মধ্যে অনেকের শিশু সন্তান হারাইয়াছিল; কিন্তু সকল গুলিই পুলিষের হস্তে পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে তাহারা পিতামাতার হস্তে অর্পিত হইতে পারিবে। মেলার পূর্ব্বরাত্রে প্রায় ২ টার সময় যখন কতোয়ালির গোঁয়ারা মহাসমারোহে বাহির হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে মুসলমান রেজিমেণ্টের গোঁয়ারা বাহির হয়। অনন্তর দুই দলে

—৭৪—

মহাবিবাদ উপস্থিত হইয়া মারামারী লাঠা লাঠি হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদিগের চড়কের অত্যাচার সকল যেরূপে নিবারিত হইয়াছে, মুসলমানদিগেরও অত্যাচারসকল সেইরূপে রহিত করা উচিত।

-:০:-

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

(১) কয়েক দিন হইল এ প্রদেশে প্রায় প্রতি দিন প্রবল ঝটিকা সহ বৃষ্টিপাত হইতেছে। প্রবল বাত্যার ভীষণ শব্দ, মেঘাবলির ঘোরতর গর্জ্জন ও বজ্রপতন ও বারিধারা পতনের শব্দে এক এক বার এরূপ বোধ হয় যেন বসুমতীর সহিত অন্যান্য ভূতগণের সংগ্রাম উপস্থিত হইতেছে। একদা ঝড়োচ্ছ্বাসের সময় উক্ত ঘটনা হওয়াতে এপ্রদেশের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। এই নগরের পার্শ্ববর্ত্তী রূপনারায়ণ নদে একটী বিস্তীর্ণ চর পড়িয়াছে। তাহাতে নূতন নূতন তৃণ জন্মিবাতে প্রতিদিন অনেক গবাদির জীবন ধারণ হইয়া থাকে। এক দিবস তথায় অসংখ্য গাভি বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ গগনমণ্ডল ঘনজলদাবলী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলবেগে বৃষ্টিপতন হইতে লাগিল। সেই সময়ে নদীতে সমুদ্রবারি আসিতেছিল, পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত ঝটিকা সহযোগে সেই জলের স্রোত এত প্রবল হয় যে অনেক গাভি তাহার বেগে ভাসিয়া গিয়াছে।

(২) জনরবে শুনিলাম, যে পাঁশকুড়ার ইং বঙ্গ বিদ্যালয়ের পার্শ্বদেশেই একটি সুরাবিক্রয়ের দোকান আছে। যদি ইহা সত্য হয়, ইহাতে বিদ্যালয়ের অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অতএব বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি যে এপ্রদেশের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর এল, মার্টিন মহোদয় ইহার সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান করিয়া বিহিত উপায় বিধানে তৎপর হইবেন।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ১লা বৈশাখ (১২ই এপ্রেল) মেদিনীপুরের পূর্ব্ব ৫ ক্রোশ দূরে লাঠিয়ালেরা কলিকাতা হইতে আগত যে বাঙ্গীডাক মারিয়াছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। তাহার তদারকের বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি। ২রা বৈশাখ অত্রত্য পুলিষের কর্ত্তা সাহেব, ২ জন ইনস্পেক্টর লইয়া তদারক করিতে যান। ৩ দিনেও কিছুই না হওয়াতে সাহেব অন্যতর ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় মহাশয়কে অনুসন্ধানের বিশেষ ভার দিয়া পল্লীপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। রায় মহাশয় বিচক্ষণতাপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া ৭ই বৈশাখ ৪ জন আসামিকে মালসহ ধৃত করিয়াছেন। তাহাদের এখনও বিচার হয় নাই; কিন্তু আসামীরা যে গুরুতর দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে স্থানে এই লাঠিয়ালি কাণ্ড হয়, ঐ স্থানটাই উলুবেড়িয়া রোডের মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর। দস্যুগণ ধৃত হওয়াতে উলুবেড়িয়া রোডের পথিকেরা ও ঐ স্থানের পার্শ্ববাসীরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। মেদিনীপুরে এখন ডাকাইতি বড় কম হইতেছে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ডাকাইতেরা প্রায় সর্ব্বস্থানেই দণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, তথাপি নিরস্ত হইতেছে না। অল্প দিন হইল নওয়াদায় ও দাসপুরে এক একটী সঙ্গিন ডাকাইতি হয়; উক্ত রায় মহাশয় নওয়াদার ডাকাইতদিগকে ও শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সেন মহাশয় দাসপুরের ডাকাইতদিগকে ধরিয়াছেন। এক্ষণে জেলখানার কষ্টের অপেক্ষাকৃত লাঘব হওয়াতেই বোধ হয় ডাকাইতেরা গ্রেপ্তার হইতে বড় ভয় করে না। আমরা প্রার্থনা করি, শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের বিচক্ষণতা ও কার্য্যের দক্ষতা যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ, তাহাতে তিনি শীঘ্রই এই দস্যুদলের অবশিষ্ট কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া উলুবেড়িয়া রোড একবারেই নিরুপদ্রব করুন।

—:০:—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথ ও তীর্থের প্রকৃত ইতিহাস।

ভয়ানক দুর্ভিক্ষনিবন্ধন দুই বৎসর জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাত্রী যাওয়া বন্ধ ছিল। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য মিলে না, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া জগন্নাথের অনেক ভক্তের ভক্তিরস শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। গত বৎসর অনেকে যাইবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করাতে যাইতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যরূপে কাহাকে নিষেধ করেন নাই বটে; কিন্তু জেলার মাজিষ্ট্রেট ও পুলিষ প্রহরীরা কতক অংশে আপনাদিগের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া উলুবেড়িয়া হইতে কয়েক শত শ্রান্ত লোককে ফিরাইয়া দেন। কোন ব্যক্তিই এ নিমিত্ত অভিযোগ করেন নাই; বরং অনেকে ইহাতে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ বৎসর পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন জগন্নাথের যে আকর্ষণশক্তি ছিন্ন হইয়াছিল, তাহা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়াছে; যে পাণ্ডাগণ চক্ষুমুদ্রিত করিয়া ১২৪০ সালের প্রসাদদ্বারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। ফলতঃ সরকারী ধনাগারের ২৫ লক্ষ টাকার চাউল গিয়া জগন্নাথ ও জগন্নাথের পাণ্ডাগণের মহিমা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। পুনর্ব্বার বিস্তর স্ত্রীলোকের স্কন্ধে জগন্নাথের ভুবী পড়িয়াছে। ফলতঃ অনেক হতভাগা স্ত্রীলোক ক্রোড়স্থিত শিশু সন্তান পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধদের গালি, বিষতুল্য সূর্য্যতাপ, তেঁতে চাউল ও ওলাউঠাকে মনোনীত করিতেছেন।

জগন্নাথ দেবের যেমন আকৃতি, যেমন পূজা, যেমন প্রসাদের ছটা, তেমনি পাণ্ডা। আমার কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপরে বিদ্বেষ নাই। যে ব্যক্তি অকপট ভক্তিসহকারে আপন ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, সে ধর্ম্ম যেরূপ হউক আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, চৈত্র মাসাবধি জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধাংশপর্যন্ত প্রতি পল্লীগ্রামে অর্দ্ধমুণ্ডিতমস্তক, অর্দ্ধচন্দ্রাকারফোটাধারী যেসমস্ত অর্দ্ধপিশাচ মস্তকে কাটা টুপি, গাত্রে মান্দ্রাজী গড়ার হাপ চাপকান দিয়া নিরন্তর তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে পৃষ্ঠে বোচকা দিয়া হস্তে গোলপাতার ছত্র লইয়া সম্মুখে বক্র হইয়া গমন করে, তাহাদিগকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে। ইহারা আচারে পশু, বিদ্যায় চাষা, আলাপে বর্ব্বর। ইহারা বাহিরে লোকের অগ্রে জগন্নাথের মহিমা বর্ণন করিয়া সকলকে ভুলায়; কিন্তু অন্তরে ইহারা জগন্নাথের কোন নিয়ম প্রতিপালন করে না। এইসকল লোকে দুপ্রহরের সময়ে, (যখন পুরুষেরা কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর থাকেন,) বাটীতে আসিয়া স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইতে থাকে। কেহ কেহ কুসংস্কার নিবন্ধন গমন করে; কতকগুলি অন্তঃপুরের বন্ধনচ্ছেদন করিয়া স্বাধীন বায়ু সেবন করিতে যায় এবং অনল্পসংখ্যক বালবিধবা তীর্থের নামে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে জগন্নাথদর্শনে যাত্রা করে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগের যিনি যেমন তাঁহার মন সেই প্রকারে যোগাইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে হইবে; অনিষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা উচিত হয় না। আমি দেশীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, জগন্নাথ কি কেবল স্ত্রীলোকদিগকেই আকর্ষণ করেন? যত যাত্রী দেখা যায়, তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি শতকরা পাঁচ জন পুরুষ দেখিয়াছেন? জগন্নাথের উপরে পুরুষদিগের ভক্তি নাই; জগন্নাথও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করেন না। ইহার বিশেষ কারণ আছে। অধিক

পুরুষ গমন করিলে পাণ্ডাদিগের তত লাভ ও একাধিপত্য হয় না।

জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথে কি হয়, বোধ হয়, তাহা সকলে জানেন না। উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত পাণ্ডারা মহাসমাদরে যাত্রীদিগকে লইয়া যায়; তাহার পরে ঐ বর্দ্দারেরা ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। স্বভাবতঃ ইহারা লৌহকায়; প্রত্যহ বিংশতি ক্রোশ পদব্রজে গমন করিতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত ১৬। ১৭ দিবস বিংশতি ক্রোশ গমন করা স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য নহে। দুরাত্মারা স্ত্রীলোকদিগকে এই অনর্থক কষ্ট দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। রাত্রিতে পাণ্ডা ঠাকুর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। তিনি তাহাদিগের রক্ষাকর্ত্তা; অতএব বিপদের অগ্রেই তাঁহার থাকা উচিত। কিন্তু এই মহামতি বলিয়া থাকেন, "তোমাদিগের এক জনকে সর্পে দংশন করিলে অথবা ব্যাঘ্রে লইয়া গেলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ করিলে তোমাদিগকে কে জগন্নাথ দর্শন করিতে লইয়া যাইবে?" সমস্ত দিন চলিয়া যাত্রিগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পাণ্ডাঠাকুর ছাড়েন না; দুই একটী স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া পদসেবা করিতে বলেন। এই ভক্তিপাশ জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিলেও অনেকের অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিন্ন হয় না। প্রাতঃকাল হইবামাত্র পাণ্ডা ঠাকুর গাত্রোত্থান করেন, যাত্রিগণকেও শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। রাস্তা অতি ভয়ানক; দুই পার্শ্বে বন; বনে নানাবিধ হিংস্র জন্তু আছে। বিলম্ব করিবার যো নাই। যাত্রিগণ চলিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে বেলা হয়, প্রচণ্ড সূর্য্য বিষবর্ষণ করিতে থাকে, এমন সময়ে একটী ক্ষীণকায় বালিকা বলিয়া উঠিল, "পাণ্ডা ঠাকুর! আমি চলিতে পারি না; একটু ঐ গাছ তলায় দাঁড়াও।" এই কথা শুনিয়া পাণ্ডা ঠাকুর, যে মধুর বাক্যে বালিকাটীর আশ্বাস করিলেন, আমি তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। বলদ বোঝাইয়ের ভাবে চলিতে না পারিলে মূর্খ বলিদা যে ভাষায় বলীবর্দ্দের উৎসাহ বর্দ্ধন করে, যাঁহারা সে বাক্য শুনিয়াছেন, তাঁহারা কতক বুঝিতে পারিবেন। দুই প্রহরের সময়ে এক সরাইয়ে আড্ডা লওয়া হইল। উৎকলের দেবতা যেমন সুশ্রী, সরাইয়ের খাদ্য দ্রব্যও তেমনি, যেন সকলের স্মরণ থাকে। পাণ্ডাঠাকুর স্নান করিয়া এক ফোটা কাটিয়া যাহার নিকটে যে কিছু ভাল দ্রব্য থাকে, তাহা আহার করিতে বসেন। পাণ্ডা ঠাকুর পূজা করিলেন না এবং তিন চারি দিবস এক বস্ত্রে আছেন, ইহা দেখিয়া অনেক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সন্দেহ হইতে থাকে; কিন্তু তখন কর্দ্দমে পদক্ষেপ করা হইয়াছে, না গেলে নয় কি করেন। কিন্তু অধিকাংশ "জগন্নাথের পথে দোষ নাই" বলিয়া পাণ্ডা ঠাকুরের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে। পাণ্ডা ঠাকুরের ত আচরণ এই গেল। যাত্রিগণ স্নান আরম্ভ করিলেন। এক পুষ্করিণীতে দশ হস্তের মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্নান হয়, তাহাতে কত দূর লজ্জা থাকে তাহা সভ্য পাঠকগণ বিবেচনা করুন। আহারের পর পুনর্ব্বার বৈকালে ঐ পথ হাটা হয়। ইহার মধ্যে যেখানে যাঁহার পীড়া হইল, তিনি সেইখানেই রহিলেন। "জগন্নাথ নিয়াছেন" অতএব অন্য অন্য যাত্রী আর অপেক্ষা করিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে নদী পার হইতে হয়। উৎকলের পাটনী নৌকা অতিশয় উচ্চ। পাছে নদীর বেনবৎ তরঙ্গে জলমগ্ন হয় এই আশঙ্কায় উচ্চ নৌকার উপরে বৃক্ষশাখা রাখিয়া তাহাকে আরও উচ্চ করা হয়। ইহার উপরে উঠিতে হইলে উপর হইতে এক জন হাত ধরিতে ও নীচের দিগ হইতে এক জনকে ঠেলা দিয়া উঠাইয়া দিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি আপন স্ত্রীর গাত্রে অন্যকে হস্তার্পণ করিতে দেখিলে অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠেন, তাঁহারা জানিবেন, জগন্নাথ ক্ষেত্রের পথে সেইসকল স্ত্রীলোকের হাত মাজিতে ধরে; পশ্চাতে পাণ্ডাঠাকুর নিজে বাসকির কাজ করেন। এই প্রকারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া হয়। সেখানে গিয়া যাত্রিগণ কি দর্শন করেন? তীর্থস্থান শান্তিস্থান হওয়া উচিত; রিপুদমন ও সংসারের চিন্তা প্রভৃতি সকল গিয়া কেবল ধর্ম্মচিন্তায় মন নিবিষ্ট হইলেই তথায় যাওয়া সার্থক হয়। কিন্তু যাত্রিগণ পুরীতে কি দর্শন করেন? জগন্নাথের রথে, জগন্নাথের মন্দিরে, মন্দিরের দেয়ালে যেখানে দৃষ্টিপাত করেন সেই খানেই অশ্লীল চিত্র ও অশ্লীল পুত্তলিকা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অনেকের পরমার্থচিন্তা দূরে যায়, কতকের ঘৃণা জন্মে, অধিকাংশের লজ্জা দূরগত হয় এবং যাহাদিগের বুদ্ধি তরল, তাহারা সেই সেই কার্য্যে শিক্ষিত। হয় একদিকে চরিত্রসম্বন্ধে লাভের ত এই কথা গেল, ওদিকে অর্থসম্বন্ধেও বিলক্ষণ লাভ হয়। ষণ্ডা পাণ্ডারা নানা বাব করিয়া অর্থ দোহন করিয়া লয়। বাবও অল্প নয়। নিশান তুলা, রাজার কর ও দক্ষিণা দেওয়া, আটিকে বাঁধা ইত্যাদি। ইহার কোনটীতে ৫০ কোনটীতে ১০ আর কোনটীতে ৫ টাকা লাগে। এতদ্ভিন্ন আর একটী কাজ আছে; দীর্ঘ বস্ত্র দিয়া মন্দির বেষ্টন করিতে হয়, তাহাতে ১০ টাকা পড়ে। বেষ্টন করা হইলে পাণ্ডাঠাকুরের এক বৎসরের কাপড়ের সংস্থান হয়। এই প্রকার প্রতি কথায় টাকা দিতে হয়। এই বদ্দারেরা পথে যে প্রকার দুর্ব্যবহার করে, পাছে স্ত্রীলোকেরা তাহা বাটীতে আসিয়া বলিয়া দেয়, এই নিমিত্ত এক স্থানে এক জন সম্মার্জ্জনী লইয়া থাকে। দুই টাকা দিয়া সেই ঝাঁটা খাইতে হয়। এই ঝাঁটা খাওয়া বড় পুণ্য। ঝাঁটা মারিবার পূর্ব্বে যাত্রীকে স্বীকার করাইয়া লওয়া হয়, পথে যাহা হইয়াছে ও হইবে সেকথা মুখে আনিলে সমুদায় পুণ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। কুসংস্কারবিশিষ্ট স্ত্রীলোকেরা ভয়ে কোন কথা প্রকাশ করেন না। পুরীতে আসিয়া অন্নবিচারের সহিত শয়নের বিচার থাকে না। লণ্ডন ও মাঞ্চেষ্টরের দরিদ্রালয়ে কেবল দরিদ্রগণকেই অসঙ্গতি নিবন্ধন এক গৃহে স্ত্রীপুরুষে থাকিতে হয়; কিন্তু যাঁহাদিগের স্বামীর প্রচুর ধন, তাঁহারাও পুরীতে গিয়া অপরিচিত পুরুষের সহিত এক গৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। কটক স্থিত এক জন ধূর্ত্ত লম্পট এই সুখ আছে বলয়। প্রতিবৎসর জগন্নাথের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুরীতে গমন করিত।

এইমাত্র অনিষ্ট নয়। যদি দুই একটী স্ত্রীলোক সঙ্গী ছাড়িয়া যায়, তাহাদিগের বিপদের সীমা থাকে না। রথের সময়ে এব্য ভারতবর্ষ হইতে অনেক দলালি আইসে। ধূর্ত্ত পাণ্ডাগণ এই সকল নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকদিগকে উহাদের নিকট বিক্রয় করে। ইহাদিগকে প্রথমে কোম্পানির বেগার বলা হয়, কিন্তু সম্বলপুর পার হইলেই এ হতভাগিনীরা জানিতে পারে, তাহাদিগকে কোন এক মুসলমানের অন্তঃপুরবাসিনী করিবার নিমিত্ত লইয়া যাওয়া হইতেছে। কখন কখন পাণ্ডাঠাকুর নিজে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া দুই একটী যাত্রীকে চিরকালের জন্য সেবাদাসী করিয়া রাখেন। যাঁহারা আমাদিগের কথায় অবিশ্বাস করেন, তাহারা ১৮৬৬ অব্দের কটকের বাতুলালয়ের রিপোর্ট পাঠ করিবেন। একটী স্ত্রীলোক এই প্রকারে পাণ্ডার বাটীতে রুদ্ধ হইয়া উন্মত্ত হয়, পরে পুলিশ তাহাকে ধরিয়া কটকের বাতুলালয়ে প্রেরণ করে। সে আরোগ্যলাভ করিয়া সমুদায় ব্যক্ত করে, এবং পাণ্ডার দণ্ড হয়।

জগন্নাথক্ষেত্রের পথের এই দুর্গতি; এই দুর্ব্যবহার। আহার ও বাসস্থানের কষ্টের ত

কথাই নাই। কত স্ত্রীলোক এই তীর্থদর্শনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া আপন আপন স্বামী ও সন্তানদিগকে অকূল দুঃখসাগরে ক্ষেপণ করেন। কত স্ত্রীলোক প্রাণ অপেক্ষা বহুমূল্য সতীত্ব হারাইয়া চির কাল কলঙ্কিত হইয়া নিজের মনঃপীড়া; আত্মীয় জনের অপমান ও শোকের কারণ হয়। এক্ষণে সেকেলে দলের ক্ষমতার শেষ হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীনদলও শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পক্ষ নহেন। আমি কৃত বিদ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহারা কি পরিবারকে এই কুস্থানে আর প্রেরণ করিবেন? আমাদিগের যদি বিদ্যাশিক্ষা ও সভ্যতা নাম মাত্র না হইয়া থাকে, যদি আমাদিগের কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে এই ক্ষণে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইবার পথ বন্ধ করা উচিত। আমরা মনে করিলে এক্ষণে ইহা উঠাইয়া দিতে পারি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ইহা আমরা করিব কি না? আমি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, কুলিসংগ্রাহকদিগের ন্যায় যাত্রিসংগ্রাহকদিগের অনুমতিপত্রগ্রহণের নিয়ম করা অতিশয় কর্ত্তব্য। ইহাতে ধর্ম্মের উপরে হস্তার্পণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিঃ

—ঃ০ঃ—

অমৃতবাজার চক্র।

মহাশয়! প্রেততত্ত্ব লইয়া অমৃতবাজারে মহা আন্দোলন হইতেছে এবং অমৃতবাজার পত্রিকাতে যেরূপ প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, তাহাতেও সহসা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের একটী মানস এই যে, অমৃতবাজার চক্রের সম্পাদক মহোদয়গণ একটী দিবস ধার্য্য করিয়া আমাদিগকে লিখেন কিম্বা সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করেন, সেই দিবস আমরা এখান হইতে কি মনন করিতেছি, তাহা যদ্যপি "মিডিয়ম" লিখিতে কিম্বা কহিতে পারেন, তাহা হইলে অবিশ্বাসের আর কিছু মাত্র কারণ থাকে না। মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া চক্রের সম্পাদক মহোদয়দিগকে অনুরোধ করিয়া বাধিত করিবেন কিমধিকমিতি।

বহড়ু, ১২ ই মে ১৮৬৮। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।

—ঃ০ঃ—

সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি পঞ্জাব রেলওয়েতে এক লজ্জাকর কাণ্ড ঘটিয়াছে। ৪ ঠা এপ্রেল ৮৫ গণিত ইউরোপীয় রেজিমেণ্ট মূলতান হইতে মিয়ান মিয়ারে যাইতেছিল, এক দল সৈন্য আপনাদিগের সমুদায় দ্রব্য লইয়া গমন করাতে ৬২ খানি শকট যোজনা করিতে হয়। এরূপ বৃহৎ শকটশ্রেণি এক জন সামান্য প্রহরীর অধীনে প্রেরণ করা অপরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করিয়া বিভাগীয় বাণিজ্যতত্ত্বাবধায়ক ক্রুকটন সাহেব নিজে গমন করেন। চনু আড্ডায় আসিয়া কলের একটী নল স্ফীত হওয়াতে কতক বিলম্ব হয়। রাত্রি ১ টা ৫০ মিনিট সময়ে মণ্টগমরি আড্ডায় উপনীত হইলে ক্রুকটন সাহেব দেখিলেন, তথাকার যাবতীয় ইউরোপীয় কর্ম্মচারী সুরাপানে উন্মত্ত আছে। ষ্টেসনমাষ্টার নিজে বিবস্ত্রপ্রায় হইয়া মাতিতেছেন! নূতন কল লইয়া গমন করা হইতেছে, এমন সময়ে পথিমধ্যে ক্রুকটন সাহেবের শকটের গবাক্ষ দিয়া এক ব্যক্তি উকী মারিতে লাগিল। তাহাকে দণ্ড করাতে সে বলিল, "আমি ওকাড়ার ষ্টেসন মাষ্টার।" ঐ ব্যক্তি মণ্টগমরিতে আমোদ করিতে গিয়াছিল। কয়েক জন মাতাল ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করাতে কর্ণেল আপল এয়ার্ড তাহাদিগকে দুর করিয়া দেন। এই প্রকারে শকট ওকাড়াতে পঁহুছিলে মাতালগণকে ফৌজদারিতে দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট ওকাড়ার ষ্টেসন মাষ্টারের ৪০, এক জন রেলস্থাপকের ৫০ ও আর কয়েক জনের ৫ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের নিকটে ইউরোপীয়দিগের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। মণ্টগমরির মাতাল ষ্টেসন মাষ্টার পদচ্যুত হইয়াছেন। এ দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের এই এক ভ্রম আছে, ইউরোপীয় হইলেই সচ্চরিত্র হয়, কিন্তু কার্য্যে ইহার বিপরীত প্রমাণ হইতেছে। যেখানে মত্ত কর্ম্মচারীর এত প্রাদুর্ভাব, সেখানে দুর্ঘটনা না হইবে কেন? ডাক্তর মৌএট কিছু দিন ইউরোপীয় জেলরক্ষক নিযুক্ত করিয়া শেষে বিরক্ত হইয়াছেন। রেলওয়ের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশই দুশ্চরিত্র। বিশ্বাসপূর্ব্বক ইহাদিগের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমরা রেলওয়েতে গমনাগমন করিতেছি। আমরা অতি মূঢ়।

শ্রীবিঃ

—ঃ০ঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী কলিকাতা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন ৫॥০
" " কৈলাসগোবিন্দ মজুমদার কানুনগোটোলা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১০
" " গোপীমোহন মজুমদার ইছলানপুর ১০
" " উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় কাশী
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১০

—ঃ০ঃ—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ — ৬৭ — ২৯ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৩ ই জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৮ ২৫ এ মে

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্যের কৃত দশকুমার চরিতের পূর্ব্বপীঠিকা নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভমরু বল্লভ পন্থ কর্ত্তৃক এই প্রথম প্রকাশিত এবং দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইল। মূল্য ॥০ আট আনা ডাক মাসুল এক আনা।

কলিকাতা সংবাদ
জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র
নিমতলা ষ্ট্রীট
৩২ সংখ্যক ভবন } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের ন্যূন উচ্চ ও বাচ্চা সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী পিলখানাতে সর্ব্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক। ক্রয়েচ্ছুকগণ উক্ত দিবস প্রোক্ত স্থানে গিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং ৬ ই মে।

ঢাকা
আফিস। } আর, ডি, নথল
খেদা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে; ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫

সংস্কৃত পুস্তক

রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৶

কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

কলিকাতা সংস্কৃত লাইব্রেরী ও কালেজ ষ্ট্রিট ১১ সংখ্যক ভবনে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে, শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র কুমাররায়চৌধুরিপ্রণীত," তত্ত্বপ্রকাশ " বিক্রীত হইতেছে।

বারুইপুর
৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রীরাজমোহন বসু
অধ্যক্ষ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

১নঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয়ে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে ম প্রণীত ও সংগ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১

রোমইতিহাস	১	৯
ভূগসার ব্যাকরণ	।৹	
নীতিসার (১ ম ভাগ)		৵
নীতিসার (২ য় ভাগ)		৵
[illegible]রিত।		
[illegible]বোধ ব্যাকরণ		৮

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

——:০:——

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান. মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম কল্প. মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

—:০—

শব্দার্থপ্রচন্দ্রিকানামে একখানি সুবিস্তীর্ণ নব্যাভিধান, যাহাতে প্রাকৃত ও যাবনিক শব্দ ভিন্ন সকল শব্দেরই লিঙ্গভেদ ও ধাতুর উত্তর কৃদাদি ও শব্দের উত্তর তদ্ধিত এবং উণাদি সূত্র হইতে নানাবিধ প্রত্যয়ান্তর প্রায় ১৫০০০ হাজার শব্দ সংগ্রহপূর্ব্বক ৮৮০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা বটতলা ২৪৫ নং পুস্তকালয়ে ও [illegible] [illegible] ৬২ নং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকট অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ২ টাকা ডাকমাসুল ।৴ আনা। যদি কেহ এক [illegible] ৫ কাপি লন তবে তাঁহাকে ১৫ টাকা [illegible] কমিশন দেওয়া যাইবে।

বিক্রেতা শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের মে মাসের [illegible] ই হইতে ১৩ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর মাপিত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০	"
মহানায়	১১	"
তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত (১৩॥ মাইল মধ্যে)	৩	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে)	৩	৯
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত ([illegible] মাইল মধ্যে)	৩	"
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে)	৩——৬	

সন ১৮৬৮ মে মাহার ১৮ তারিখে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ " ফুট ইঞ্চ ৯ ১॥

বহরমপুর ১৮ ই মে ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি, হেল উইক, সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

কন্যাবিক্রয় ও প্রতিনিধি সমাজ।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে কন্যা ও পুত্র উভয়ই সমান, উভয়ই তুল্যরূপ স্নেহের পাত্র, কিন্তু কন্যাবিক্রয়কারীরা স্নেহশূন্য হইয়া গোমেষাদির ন্যায় সেই কন্যা বিক্রয় করেন। এটী যে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক কৌতুকপূর্ণ একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম।

কন্যা অধিক জন্মে কি পুত্র অধিক জন্মে, এই কথা লইয়া বহু মতামত আছে। জগদীশ্বর অভিপ্রায়পূর্ব্বক যাবতীয় বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মানুষ বিশুদ্ধ দম্পতীপ্রণয়সুখ ভোগ করিবে এবং সৃষ্টি অবিলুপ্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, যদি তাঁহার এরূপ অভিপ্রেত হয়, স্ত্রী ও পুরুষ সম সংখ্যায় সৃষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ অনুমান করাই সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুরুষের সম সংখ্যায় বা অধিক পরিমাণে স্ত্রী জন্মিলেও বঙ্গদেশে কৌলীন্য, বহু বিবাহ এবং বিধবাদিগের অবিবাহনিবন্ধন কন্যা একান্ত দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। যে বস্তু দুর্লভ হয়, তাহাই বহুমূল্য হইয়া পড়ে। অতএব বঙ্গদেশে কন্যাগণ যে গোমেষাদির ন্যায় বিক্রীত হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। এ কাজটী যে নিতান্ত গর্হিত, তাহা এ দেশের শাস্ত্রকারেরা ও ভদ্রলোকমাত্রেই বলিয়া থাকেন। এতন্মূলক বহু অনিষ্ট ঘটিতেছে এবং দেশের উন্নতিরও বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতেছে। কন্যাবিক্রয়কারীদিগের অর্থের প্রতিই দৃষ্টি থাকে; বরের গুণ দোষের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে অশীতিবর্ষদেশীয়ের হস্তে সমর্পণ করিলে যে কত অনিষ্ট হয়, অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রের সেটী বিলক্ষণ জানা আছে। যত অধিক পরিমাণে সুসন্তান জন্মে, ততই দেশের উন্নতি হয়। অশীতিবর্ষের বৃদ্ধের সহিত দ্বাদশবর্ষীয় কন্যার বিবাহ হইলে সুসন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এ দোষের উন্মূলনের উপায় কি? পত্রপ্রেরক গবর্ণমেণ্টের হস্তদ্বারা উহার উন্মূলনপ্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে সম্মত নহি। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে বহু অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগেরই সমাজের দোষসংশোধনচেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। কন্যাবিক্রয় ও বহুবিবাহপ্রভৃতি সামাজিক দোষসংশোধনার্থ নব্যসম্প্রদায়ের একটী সভা করা উচিত। সভা করিয়া এই সকল কাজ করিতে পারিলেই দেশের যথার্থ উপকার করা এবং আপনাদিগের ক্ষমতাপ্রকাশ হয়। আমরা শুনিতে পাইতেছি, নব্যসম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক রাজনীতিঘটিত একটি নূতন প্রতিনিধিসমাজ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু এখন উহার তত আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। এখন এ দেশে যে ভারতবর্ষীয় সভা আছে, তাহার দ্বারা আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধি হইতেছে। ভারতবর্ষীয় সভাকে অনেকে জমীদারদিগের সভা মনে করেন; কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। সভাও সে কথা বলেন না। ভারতবর্ষের হিতার্থ যে কোন প্রস্তাব হয়, সভা তাহাতেই যখন হস্তক্ষেপ করেন, তখন আমরা

কিরূপে স্থির করিব যে ভারতবর্ষীয় সভা জমীদারদিগের সভা। নামদ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তবে ঐ সভায় প্রবেশের একটী প্রতিবন্ধক আছে। সভ্য হইতে গেলে কিছু অধিক দিতে হয়। সভাকে কিঞ্চিৎ অল্পগ্রহণের অনুরোধ করিলেই সে প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইবে। তবে যদি সভা সে অনুরোধ রক্ষা না করেন এবং জমীদার ও প্রজা উভয়ের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী হইলে সভা কেবল জমীদারেরই স্বার্থ অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে নব্যসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সভা করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইতে পারে। এ স্থলে আমাদিগের আর একটী বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, আজিও আমাদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত যাবতীয় স্বত্ব লাভ হয় নাই; সে বিষয়ে স্বাধীনতাও জন্মে নাই। এখন আমাদিগের সকলকে বদ্ধপরিকর হইয়া একবাক্যে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ঐ সকল স্বত্ব ছিনিয়া লইতে হইবে; কিন্তু এখন যদি আমাদিগের ঘরের মধ্যে আধঘরা হয়, সে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ডে টোরি ও হুইগ এই যে দুটী দল হয়, কোন্ সময়ে তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অন্বেষণ করিলে নব্যসম্প্রদায় আমাদিগের বাক্যের যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, রাজনীতিসম্বন্ধে আপাততঃ স্বতন্ত্র প্রতিনিধিসমাজ সৃষ্টির প্রয়োজন হইতেছে না; কিন্তু আমরা হিন্দুসমাজসংশোধনার্থ যে সভার সৃষ্টির প্রস্তাব করিতেছি, তাহা না হইলে আর চলিতেছে না। অতএব আমরা উপসংহারকালে নব্যসম্প্রদায়কে বিশেষরূপে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা রাজনীতিসংক্রান্ত স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ সংশোধনার্থ আশু একটী সভাস্থাপন করুন। আমাদিগের দেশে এক্ষণে রাজনীতিঘটিত সমাজ অপেক্ষা ঐরূপ সভারই অধিক প্রয়োজন।

—:০:—

শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ও দেশের ধর্ম্ম।

হুইগ দলের বর্ত্তমান অধিনায়ক ডবলিউ ই, গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রায় ৩০ বৎসর হইল এক গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া বলিয়াছিলেন, লোকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া মঙ্গল সাধনচেষ্টা করা প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহার মতে যেমন শাসন ও বিচার কার্য্যের নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী রাখা হয়, তেমনি পুরোহিত নিয়োগ করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করা উচিত। আয়ারলণ্ডের অধিকাংশ লোকে কাথলিক; তথাপি গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছিলেন, যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট প্রোটেষ্টাণ্ট হইতেছেন, তখন আয়ারলণ্ডের গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রোটেষ্টাণ্ট হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কাথলিকদিগের প্রদত্ত কর ব্যয় করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের মতে অন্যায় নয়। তিনি ইহার এই কারণ প্রদর্শন করেন, কাথলিক প্রজাগণ যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন কোন কথা বলে আর গবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন তদ্বিপরীত কাজ করিলে ভবিষ্যতে প্রজাদিগের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে প্রজার আপত্তি গ্রাহ্য করা বিধেয় হয় না। পূর্ব্বে যেমন লৌহশৃঙ্খল প্রভৃতি দ্বারা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগকে ধর্ম্মান্তরে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইত, গ্লাডষ্টোন সাহেব ফরাশী বিপ্লবের পর ধর্ম্ম সম্বন্ধে, সেপ্রকার অত্যাচার করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হন নাই, কিন্তু এত দুর বলিয়াছিলেন, যাঁহারা যথার্থ (গবর্ণমেণ্টের) ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার উচ্চ প্রদ প্রদান করা হইবে। তদবধি আয়ারলণ্ডে এতদনুসারী কাজ হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে ফেনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্যে ইংলণ্ডীয় লোকদিগের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, কাথলিকদিগের টাকায় প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিতদিগকে বেতন প্রদান করা অবিচার ও রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইউরোপের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে গোড়ামীতে স্পেন সর্ব্বপ্রধান; তাহার নীচেই ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে আইন অনুসারে যে যে ব্যক্তি যে সে ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন বটে কিন্তু ইহাঁদিগের প্রতি যে ঘৃণা প্রকাশ ও প্রকারান্তরে ইহাঁদিগের যে প্রতিবন্ধকতা করা হয়, তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐ স্বাধীনতা দান বিফল হয়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। ফরাশী বিপ্লবদ্বারা নির্ব্বাণ প্রায় যে ভক্তি পুনরুদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার নির্ব্বাণ হইতে বসিয়াছে। ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বাধীন চিন্তাশীল লোকেরা সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামীর বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মুলে আঘাত করিয়াছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট কোন ধর্ম্মকে আইনদ্বারা বদ্ধমুল করিবার চেষ্টা পান নাই। আমেরিকার শাসনপ্রণালী, আমেরিকার স্বাধীন চিন্তা এবং আমেরিকার উন্নতি ইংলণ্ডের আদর্শস্বরূপ হইয়াছে। এই হেতু যে গ্লাডষ্টোন সাহেব ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে শাসনকর্তৃত্বের সহিত ধর্ম্মযাজকতার পদগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে মহাসভায় প্রস্তাব করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত রাজ্ঞীর কোন সংস্রব রাখা উচিত নহে। যেসকল প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিত সরকারী বেতন ভোগ করেন, তাঁহার মতে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া

দেওয়া কর্ত্তব্য। মহাসভা এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকেরও এই মত। ডিসরেলি সাহেব গোঁড়াদলের এক জন প্রতিপোষক; তথাপি তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের প্রতি অবিচার হইয়াছে। তিনি কেবল এই মাত্র অতিরিক্ত কথা বলেন, প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় যেমন আছেন তেমনি থাকুন, একটা কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েক জন কাথলিক পুরোহিত হউন। ফলতঃ কাথলিকদিগের টাকায় প্রোটেষ্টাণ্টদিগের নিমিত্ত ব্যয় করা যে অতিশয় অন্যায়, তাহা কি ডিসরেলি সাহেব, কি কাণ্টারবরির আর্কবিশপ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব আপনার যৌবন কালের সংস্কার ও মত ত্যাগ করিয়া এক্ষণকার সভ্যতাসঙ্গতকথা বলিয়াছেন।

আয়ারলণ্ডের পক্ষে শ্রেয়স্করবোধে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, ভারতবর্ষের পক্ষেও তাহার অনুষ্ঠান অতিশয় আবশ্যক। আয়ারলণ্ডের লোকেরা কাথলিক বটেন, কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টীয়ান; ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মের মূলগত অনৈক্য নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মহৎ অন্তর। হিন্দুরা এ ধর্ম্মে ঘৃণা করেন; মুসলমানদিগের চক্ষে এটী ভ্রমাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং এখানকার ব্রাহ্মেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে মার্জ্জিত উপধর্ম্মমাত্র জ্ঞান করেন। যখন কাথলিকপ্রধান আয়ারলণ্ডে সরকারী বেতনভোগী পুরোহিত রাখা অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন হিন্দুমুসলমানপ্রধান ভারতবর্ষীয়দিগের টাকায় খৃষ্টীয় পুরোহিত প্রতিপালন করা যে কত দূর অন্যায় তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। গ্লাডষ্টোন সাহেব যখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব করিবার প্রস্তাবের সমধিক সপক্ষতা করেন, তিনি তখনও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সরকারী টাকায় খৃষ্টীয় পুরোহিত রাখিবার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অল্পসংখ্যক সভ্যতম লোকের দ্বারা সম্পাদিত হয়; প্রজাদিগের সংখ্যা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক এবং সেই প্রজাগণ তত সভ্য নহেন। তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক শাসন করা গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নয়। পিতা যেমন অজ্ঞ সন্তানের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া যেটী ভাল, তাহাই করেন, ভারতবর্ষে ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহা করা ন্যায়ানুগত হয় না। তাঁহারা যে প্রজাগণের ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপণ করিবেন না, তাঁহাদিগের কৃত স্পষ্ট প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহা নির্ণীত হইয়াছে।"

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বারম্বার অঙ্গীকার করিয়াছেন, প্রজাদিগের ধর্ম্মের উপরে কোন ক্রমে হস্তক্ষেপণ করিবেন না। ক্লাইব অবধি লার্ড এল্গিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তদনুসারে কাজ করিয়াও আসিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন অংশে ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমে স্পষ্ট অঙ্গীকার ও মধ্যে মধ্যে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞাদ্বারা তাহার যে সমর্থন করেন, তাহার অর্থ এই হইতেছে—তাঁহারা যে কেবল সম্প্রদায়বিশেষের সংস্কারের বিরুদ্ধ ব্যবহার ও তাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার করিবেন না এমন নহে; তাঁহারা কোন প্রকারে কোন সম্প্রদায়ের সাহায্যও করিতে পারিবেন না। তাহা করিলেই প্রকারান্তরে অন্য ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপণ করা হইল। গবর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মালয়ের নিমিত্ত একটী পয়সাও দেন না। পূর্ব্বে রাজা ও বাদসাহেরা ধর্ম্মমন্দিরের জন্য যে দান করিয়াছিলেন এবং যাহা চালাইবার ভার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৮৬৩ অব্দের ২০ আইন দ্বারা তাহাও ত্যাগ করা হইয়াছে। ইহাতে কেহই দুঃখিত হন নাই। ধর্ম্মমন্দির ও অতিথিশালার ব্যয়কার্য্য নির্ব্বাহ করা গবর্ণমেণ্টের কাজ নহে; ইহা সমাজের কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের যে ধর্ম্মে আস্থা আছে, তাঁহাদিগের সেই ধর্ম্মের পুরোহিতের ও মন্দিরের ব্যয় দেওয়া উচিত। এ যুক্তিতে খৃষ্টীয়ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুচিত ব্যবহার করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগকে রাজকোষ হইতে বেতন দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের আগমন অবধি আমরা প্রতিসপ্তাহের গেজেটে জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির নিয়োগাদির ন্যায় খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগের নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইতেছি। সর জন লরেন্স বিস্তর খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরের সংস্কার ও নির্ম্মাণার্থ সরকারী অর্থ দিয়াছেন ও দিতেছেন। তিনি মিসনরিদিগকেও মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মঘোষণার নিমিত্ত টাকা দিতেছেন। খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগের বেতন, খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগের পাথেয় এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরনির্ম্মাণ ও সংস্কারার্থ প্রতিবৎসর ৩০ লক্ষ টাকা (লাইসেন্স করের অর্দ্ধেক টাকা) ব্যয় করা হইতেছে। জেলায় মাজিষ্ট্রেটের ন্যায় জেলায় জেলায় ক্রমে ক্রমে সরকারী খৃষ্টীয় যাজক নিযুক্ত হইয়াছেন; ক্রমশঃ ইহাঁরা প্রতি উপবিভাগে ও মুন্সেফি চৌকীতে দৃষ্ট হইবেন। এ প্রকারে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদিগের এদত্ত অর্থ ব্যয় করা কি অনুচিত হইতেছে না? আমাদিগকে প্রথমতঃ আপনাদিগের ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্যয় করিতে হয়; আবার খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগের নিমিত্ত ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হয়! আমরা আবার খৃষ্টীয় পুরোহিত

দিগের বেতন কি জন্য দিব? আমাদিগের পুরোহিত ও মোল্লাদিগের বেতন কি রাজকোষ হইতে দেওয়া হয়? তবে কোন্ যুক্তি অনুসারে খৃষ্টীয় পুরোহিতগণ এই বেতন পাইবেন? আমরা যেমন আপনাদিগের পরকালরক্ষার কারণ ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যয় আপনারা করি, খৃষ্টীয়ানগণও সেইপ্রকার আপনারা চাঁদা করিয়া পাদরির বেতন ও গিরজার সংস্কার করিবেন, ইহাই কি যুক্তিসিদ্ধ নহে?

—০—

ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়দিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব।

ভারতবর্ষস্থ অধিকাংশ ইউরোপীয় আপনাদিগের মহত্ত্বরক্ষার একটী অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যাঁহারা বাস্তবিক মহৎ, তাঁহারা দোষের কার্য্যে বিরত হইয়া গুণবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মমহত্ত্ব রক্ষা করেন; কিন্তু ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয়েরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সহস্র দোষের কর্ম্ম কর; ভারতবর্ষীয়দিগের নিকটে তাহা গোপন করিতে পারিলেই আত্মমহত্ত্বরক্ষা হইল। তাঁহারা এ মহত্ত্ব ও মহত্ত্বরক্ষার উপায় কোথায় শিক্ষা করিলেন? ভারতবর্ষীয়েরা কি এমনি জড় পদার্থ যে, তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলেই মানুষ সমুদায় দোষবিবর্জ্জিত হয়? অন্য অন্য মানুষ যে উপাদানে সৃষ্ট হইয়াছেন, ইউরোপীয়েরা কি তদ্দ্বারা সৃষ্ট হন নাই? জগদীশ্বর যদি তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে ইউরোপখণ্ডে হত্যা, দস্যুতা, চুরি, প্রবঞ্চনা, পরদারাভিমর্ষণ প্রভৃতি দোষের এত প্রাদুর্ভাব কেন? ঐ সকল পাপের নিবারণার্থ আইনই বা হইয়াছে কেন? দণ্ড হইলে ভারতবর্ষীয়ের নিকট অবমাননা ও আপনাদিগের পুজ্যত্বব্যাঘাত হইবে, এই ভয়ে কি ইউরোপীয়েরা ইউরোপীয় অপরাধীর দণ্ড হইতে দেন না? দেউলিয়া আদালতে কি প্রমাণ করিয়া দিতেছে? ইউরোপীয়েরা এ দেশের প্রবঞ্চক অপেক্ষাও অধিক প্রবঞ্চনা জানেন, ইহাই কি প্রমাণ হইতেছে না? দ্বারকানাথ ঠাকুর উইনিয়ন্ ব্যাঙ্কসম্বন্ধে যে কাজ করিয়াছিলেন, অনেক জাইন্টষ্টক কোম্পানির ইউরোপীয় অধ্যক্ষগণ তাহা অনায়াসে করিতেছেন। নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন, "ফ্রান্সপ্রভৃতির ন্যায় ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণও ডাকঘরে গোপনে অন্যের পত্র খুলেন। আমরা আপনাদিগের দোষ স্বীকার করি; কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রিগণ নির্লজ্জ হইয়া তাহা অস্বীকার করেন।" প্রবঞ্চনাপ্রভৃতি পাপ এ দেশে যেমন, ইউরোপেও তেমনি; বরং বিলাতী জুয়াচুরী সময়ে সময়ে অধিকতর বিস্ময় উৎপাদন করে। ভারতবর্ষীয়ের নিকটে স্বদোষগোপন করাই ইউরোপীয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে; এই নিমিত্তই বোধ হয়, ইউরোপীয় জুরিরা প্রায় ইউরোপীয় অপরাধীর অপরাধ গ্রহণ করেন না। এই নিমিত্তই [illegible] বোধ হয়, বিচারপতিরা ইউরোপীয় অপরাধীর দণ্ডদানে তাদৃশ উৎসুক নহেন। এই নিমিত্তই বোধ হয়, ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পাদকেরা ইউরোপীয়ের দোষপ্রকাশে উন্মুখ হন না। (১) এই নিমিত্তই কি নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে এক জন ইংরাজ আর এক জন ইংরাজকে বধ করিলে এক জন পুলিব কর্ম্মচারী প্রকৃত হত্যাকারীকে জল্লাদের হস্তে সমর্পণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন বলিয়া পদচ্যুত হইয়াছেন? এই নিমিত্তই কি সে দিবস পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে কানপুরী কাণ্ড হইয়া গেলেও কোন ইংরাজিসম্বাদপত্র এ পর্য্যন্ত উহার প্রকৃত কারণের অনুসন্ধানার্থ গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত করিলেন না? ফলতঃ পরস্পরের দোষ গোপন করা এ দেশের ইউরোপীয়দিগের একটী মহৎ রোগ হইয়াছে। এই জন্যই দিন দিন ইউরোপীয় অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। উপসংহারকালে সুহৃদ্ভাবে ইউরোপীয়দিগের নিকটে আমাদিগের বক্তব্য এই, তাঁহারা এ স্বভাব পরিত্যাগ করুন; না করিলে ক্রমেই অপদস্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

(১) সে দিন এক ব্যক্তি এক রেলওয়েতে তিনটী পাটের গাঁইট পাঠাইয়া দেন। পথে তাহার একটী হারাইয়া যায়। অবশিষ্ট দুটী ছিল. ষ্টেসনে আনিয়া তাহার একটী ভাঙ্গিয়া তিনটী করা হয়। যাঁহার ঐ ক্ষতি হয়, তিনি ইংরাজী সমাচারপত্রে লিখিয়াছিলেন, সম্পাদক তাহা প্রকাশ করেন নাই।

—০—

[illegible]শিক্ষার্থ কর।

আমাদিগের বর্ত্তমান প্রধানপুরুষদিগের এ দেশের এক একটী অদ্ভুত [illegible] অনুষ্ঠানচেষ্টা দেখিয়া সময়ে সময়ে "মুল্লুকচাঁদ খুড়োর" কথা মনে পড়ে। যে কোন কাজ হউক, যে কোন প্রস্তাব হউক, মুল্লুকচাঁদ খুড়োর সকলের অগ্রে যাওয়া আছে; কিন্তু কখন একটী সামান্য কাজও তাঁহা হইতে হইয়া উঠে নাই। খুড়ো শেষে কেবল উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। কার্য্যের অবান্তর ভেদ বুঝা এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা জানা দূরে থাকুক, প্রারব্ধ কার্য্যদ্বারা দেশের উপকার কি অপকার হইবে খুড়োর সে বিবেচনা করিবারও ক্ষমতা নাই। দেশের হিত করিবার আন্তরিক ইচ্ছা আছে বলিয়া খুড়ো ঐ সকল কাজে যান, কি কেবল তাঁহার বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষদিগেরও ঐরূপ ভাব হইয়া উঠিয়াছে। দেশের

হিতসাধন করেন, তাঁহাদিগের এ ইচ্ছাটি [illegible] আছে; কিন্তু তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিতে যান, তাহাতে [illegible] না হইয়া বিপরীত ঘটিয়া উঠে। [illegible] সর জন লরেন্স নিম্নশ্রেণীর বিদ্যা শিক্ষার্থ ধনাগমের যে একটী উপায় অব[illegible] করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে [illegible] যে ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিবে [illegible] নয়, তাঁহার প্রতি লোকের [illegible] জন্মিবার উপক্রম হইতেছে। তিনি যদি ঐ প্রস্তাবটী সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টা পান, তাহাতে যে যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, অগ্রে তাহার গণনা করা আবশ্যক হইতেছে।

প্রথমতঃ জমীদারদিগের উপরেই আঘাত পড়িতেছে। বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক্ষণে অনেকের শোচনীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। দান করিয়া অনুতাপ করার পর নীচাশয়তা আর কি আছে? পারস্যের রাজা ফতেআলী সাহ আপনার বদান্যতাপ্রদর্শনার্থ সকলের সম্মুখে দরিদ্রদিগকে বহু দান করিতেন, কিন্তু দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজবাটীর বাহির হইতে না হইতে তাঁহার ভৃত্যেরা কেবল যে সেই দত্ত ধন গ্রহণ করিত এরূপ নয়, তাহার নিকটে তাহার নিজের যে কিছু থাকিত তাহাও কাড়িয়া লইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসম্বন্ধেও ক্রমে এরূপ ঘটনা হইতেছে। লার্ড কর্ণওয়ালিস যে প্রশস্ত [illegible] ও দূরদর্শিতানিবন্ধন বঙ্গদেশে ভূমির রাজস্ব ঘটিত যে বন্দোবস্ত করেন, [illegible] শাসনকর্ত্তাদিগের সে গুণ না [illegible] তাঁহারা তাহার উচ্ছেদার্থ [illegible] হইয়াছেন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় উভয় গবর্ণমেন্টই নিম্নশ্রেণীর বিদ্যাশিক্ষার উপায়বিধানার্থ গুরুপাঠশালার উন্নতিসাধনচেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। যেসমস্ত গুরুবিদ্যালয় আছে, তাহার অবস্থার উন্নতি কিসে হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত ডিরেক্টর আটকিন্সন, ইনস্পেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও উড্ সাহেবের মত গ্রহণ করা হয়। [illegible] পিটিয়া ঘোড়া [illegible] করা যায় কি না, অদ্য এ বিষয়ের আলোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, গবর্ণর জেনরল যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার গুণ দোষ বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। গবর্ণর জেনরল বঙ্গদেশে গুরুবিদ্যালয়ের অল্পতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাই ত সর্ব্বাগ্রে বিবাদাস্পদ হইতেছে।

জেলা	ছাত্রসংখ্যা
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

আমরা জানি বঙ্গদেশের প্রতি পল্লী গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা আছে। যেখানে পাঠশালা নাই, এমন গ্রাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামের সংখ্যা ২৫,০০০ ধরা যায় (এ সংখ্যা অধিক নহে) এবং প্রতি পাঠশালায় ১০ জন করিয়া ছাত্র ধরা হয় তাহা হইলে গুরুপাঠশালার ছাত্রের সংখ্যা আড়াই লক্ষ হইবে। অন্য অন্য প্রদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা যেপ্রকার পরিশ্রম করিয়া বিদ্যালয় ও ছাত্রের গণনা করেন, বঙ্গদেশের শ্রমশীল (!) ডিরেক্টর ও ন্যায়বান(!) ইনস্পেক্টরদিগের তত অবসর হয় না বলিয়া সেরূপ গণনা করেন না; সুতরাং প্রকৃত সংখ্যা জানিতে পারা যায় না।

গুরুপাঠশালার উন্নতিসাধন প্রস্তাবসম্বন্ধে প্রথমতঃ দুটী প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে। প্রথম, নিম্নশ্রেণীর সুশিক্ষা লাভের উপায় বিধান সাধ্যায়ত্ত হইবে কি না? দ্বিতীয়, এনিমিত্ত ভূমির উপরে করস্থাপন বিধেয় কি না? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসাসম্বন্ধে দুটী গুরুতর আপত্তি হইতেছে। প্রথম, যত আড়ম্বর করা হউক, ইহাদিগের সুশিক্ষালাভের যে উপায় বিধান ঘটিয়া উঠিবে, আমরা ভ্রমক্রমেও কখন এরূপ মনে করি না। সুশিক্ষা না হইলেও শিক্ষা কেবল অনর্থের নিমিত্ত হয়। দ্বিতীয়, যখন উচ্চতর শ্রেণি সুশিক্ষিত হইয়া রাজনীতির দ্বার অনুদ্ঘাটিত দেখিয়া আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষাকে বিড়ম্বনাস্বরূপ বিবেচনা করিতেছেন, তখন নিম্নশ্রেণির শিক্ষা যে ফলোপধায়িনী হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে যে গ্রামে কৃতবিদ্য আছেন, [illegible] গ্রামেই প্রায় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। যদি উচ্চ[illegible] শ্রেণীর রাজনীতি ঘটিত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়, [illegible] হইলে এইসকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা আপনা আপনি বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। ভূমির উপরে করস্থাপন করিয়া বলপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয়, সর জন লরেন্স বলেন, "গবর্ণমেন্ট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিবেন এরূপ অঙ্গীকার করেন নাই।" এ বাক্য অসভ্য শাসনকর্ত্তার মুখ হইতে বিনির্গত হইলে শোভা পাইত। রাজারা কি প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থই প্রজাকে বিদ্যা

দান করেন ? প্রজারা কৃতবিদ্য হইলে কি রাজার লাভ নাই ? দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে রক্ষার ন্যায় প্রজার বিদ্যাদান কি রাজার অন্যতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে ? ইংলণ্ডে কি অঙ্গীকারপ্রতিপালনার্থ বিদ্যাবিষয়ক ব্যয় দেওয়া হইয়া থাকে ? ইংলণ্ডে কি শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর আছে ? বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই কর স্থাপন কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। বঙ্গদেশের সহিত মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যভারতবর্ষ ও পঞ্জাবের তুলনা হয় না। ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের আয় অধিক। বঙ্গদেশের রক্ষাকার্য্যার্থ যে ব্যয়দান আবশ্যক, তাহা দিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা হইতে কি বঙ্গদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় দেওয়া উচিত নয় ? তাহা যদি উচিত হয়, এপ্রদেশের বিদ্যাশিক্ষার্থ স্বতন্ত্র কর স্থাপন অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই।

গবর্ণর জেনরল বলেন, "যখন ইনকম টাক্স স্থাপিত হয়, তৎকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছিল।" আপত্তি অগ্রাহ্য করিবার কর্ত্তা কে ? যুক্তিসিদ্ধ আপত্তি শ্রবণ করা যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাঁহারা যদি না শুনেন এবং যে স্থলে তাহা না শুনিলে অন্যের কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকে, সে স্থলে না শুনিলে সে কার্য্যটী কি অন্যায় বলিয়া পরিগণিত হয় না ? যদি এক অন্যায় অন্য অন্যায়াচরণের সমর্থনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে গবর্ণর জেনরলের উল্লিখিত তর্ক অখণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। জমীদারেরা পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথা রক্ষা হইল না, কি করেন, অগত্যা কর দিয়াছেন। তাহা বলিয়া কি সেইটী প্রমাণ হইবে ?

উপসংহারকালে আমরা অনিষ্টগুলি পুনরায় গণনা করিতেছি। ভূমির উপরে বিদ্যাশিক্ষার্থ বিশেষ কর হইলে, প্রথমতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধ আচরণ হইবে; দ্বিতীয়তঃ এক শ্রেণির সুবিধার নিমিত্ত অপর শ্রেণিকে কর দিতে হইবে; তৃতীয়তঃ সমুদায় করভার শেষে দরিদ্র কৃষকদিগের স্কন্ধেই পতিত হইবে। সর জন লরেন্স কি মনে করেন, জমীদারেরা প্রজার স্কন্ধে চাপাইতে পারিলে নিজ তহবিল হইতে টাকা দিবেন ? জমীদারের লাভের উপরে শত করা দুই টাকা লওয়া গবর্ণর জেনরলের অভিপ্রেত। গবর্ণমেণ্ট যেমন জমীদারের লাভ হইতে অর্থগ্রহণের চেষ্টা করিবেন, জমীদারও তেমনি প্রজার শোণিত শোষণ আরম্ভ করিবেন। আদালত সকল পুনর্ব্বার কররৃদ্ধির মকদ্দমায় প্লাবিত হইয়া উঠিবে। আর যদি ব্যবস্থাপকগণ কররৃদ্ধির সুবিধা করিয়া দেন, তাহা হইলে ত মণিকাঞ্চনযোগ হইবে। সেই সে কাল আসিয়া উপস্থিত হইবে; সেই অত্যাচার হইবে। ১০ আইনের দ্বারা কররৃদ্ধির যে সীমা আছে, তাহাও ক্রমে লঙ্ঘিত হইবে। যাঁহারা বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া বাটী, বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদিগের বাস্তু ঠিকা মাত্র হইয়া উঠিয়াছে; ইট ও বৃক্ষভিন্ন আর কিছুরই মূল্য নাই। কৃষকগণের যে কিছু উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা দূরে প্রস্থান করিবে। যে করে সম্পত্তির মূল্য হ্রাস করে, তদ্দ্বারা কেবল জাতিসাধারণ মূলধনক্ষয় হয় মাত্র। আলমগিরের সময়ে ৬৪ কোটি টাকা আয় ছিল; কিন্তু বিস্তর সরকারী কর করা হইয়াছিল বলিয়া তত আয় থাকিতেও দেশ উৎসন্ন হইয়া গেল। অতএব সর জন লরেন্স নিশ্চয় জানিবেন, অধিক পরিমাণের ও অধিক প্রকারের কর হইলে, প্রজারা কখন সুখী হয় না। যে রাজ্যে নানা প্রকার করের সৃষ্টি হয়, সে রাজ্য প্রজার বিরাগনিবন্ধন স্থায়ী হইতে পারে না। রাজারা প্রজার হিতার্থ কর গ্রহণ করেন সত্য; কিন্তু প্রজারা করভার বহনভয়ে সে হিতকে হিত বোধ করেন না, বিপরীতই জ্ঞান করিয়া থাকেন।

সর জন লরেন্স বলেন যদি জমীদারেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই দুই (শিক্ষা ও রাস্তার) কর বহন না করেন, ব্যবস্থাপ্রণয়নদ্বারা তাঁহারদিগের স্কন্ধে এই করভার নিহিত হইবে। এটী অনুচিত ভয়প্রদর্শন। যুক্তিই রাজার অন্যায় নিবারণের একমাত্র উপায়। রাজা যদি সেই যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলপ্রকাশ করেন, কে নিবারণকর্ত্তা হইতে পারে ? যাহা হউক, কি আশ্চর্য্য, কোথায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন স্বৈরাচারপরিত্যাগী হইবেন, না, উত্তরোত্তর অধিকতর স্বৈরাচারী হইতে লাগিলেন। অবশেষে আমরা একটী কথা সংক্ষেপে গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছি, তাঁহারা মনে করিতেছেন, আর্ত্তের ঔষধসেবনের ন্যায় বলপূর্ব্বক প্রজার বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিবেন কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, এরূপ করিতে গেলে প্রজার বিদ্যার প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে; গবর্ণমেণ্টও বিদ্বেষের অভাজন হইবেন না। এ স্থলে আর একটা কথার বিবেচনা করাও আবশ্যক। ঐ রূপে যে কর সংগৃহীত হইবে, নিম্ন শ্রেণির প্রকৃত হিতকার্য্যে তাহার কত ব্যয়িত হইবে ? কতক সংগ্রহের ব্যয়ে পর্য্যবসিত হইবে, আর কতক ইন্স্পেক্টর ও ডেপুটি ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি আপন আপন বেতনের নাম করিয়া ভাগ করিয়া লইবেন।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

৬ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

আনড়াতলার শিক্ষাসংক্রান্ত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনদিবসে রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস পাঠ বিষয়ে এক নীতি-পূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন। বিচারপতি ফিয়ার ঐ দিবস সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপদেশের বিষয়ে আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিবার সময়ে বিচারপতি বলিয়াছেন, "আপনারা আপনাদিগের ও স্বদেশীয়দিগের শিক্ষার উন্নতিসম্বন্ধে এ দেশে যাহা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন করি। বিদ্যা অপেক্ষা আর মহোপকারক বিষয় আর নাই। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয় সকলেই এবিষয়ে মনোযোগী না হইয়া থাকিতে পারেন না। এ দেশে থাকিয়া আমি যাহা বলিব ও যাহা করিব আপনাদিগের উন্নতিভিন্ন তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি অন্ততঃ যত দিন এদেশে থাকিব, তত দিন আপনাকে এদেশীয় সমাজের এক জন বলিয়া গণনা করিব।" কেহ কেহ তাঁহার প্রতি যে কোপপ্রকাশ করিয়াছেন, বিচারপতি তন্নিমিত্ত আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এ দেশে আগমনঅবধি এতদ্দেশীয়দিগের উন্নতিভিন্ন তাঁহার অন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। এমন স্থলে অকারণ ভর্ৎসনা করিলে তাঁহার আন্তরিক মনোবেদনা হয়। তিনি কখন আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে নির্লজ্জ অথবা অসতী বলেন নাই, একথা বলা তাঁহার অভিপ্রেতও নহে। তবে তিনি যেপ্রকার শিক্ষা ভাল বিবেচনা করেন, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকে হেনরি লরেন্সের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি এমন প্রেম পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

২৯ এ এপ্রেল প্রায় ৫০ জন দস্যু বেসিনের ধনাগার লুট করে। প্রহরিগণ অস্ত্রপরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু ডেপুটী কমিসনর ৩০ জন অস্ত্রধারী লোককে লইয়া আগমন করাতে দস্যুরা পলায়ন করে। ১১ জন দস্যু ধৃত হইয়াছে। ডেপুটী কমিসনরের এক জন ব্রহ্মদেশীয় কেরাণির ষড়যন্ত্রে এই দস্যুবৃত্তি হওয়াতে ঐ ব্যক্তিকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। ঐ ব্যক্তির বাটীতে ব্রহ্মদেশীয় বিদ্রোহি রাজকুমারের কয়েকখানি পত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে রাজকুমার যাবতীয় ইংরাজকে দূরীভূত করিয়া ব্রিটিশ ব্রহ্ম অধিকার করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। অধিকসংখ্যক ব্রহ্মদেশীয়, এই কার্য্যে লিপ্ত থাকাতে প্রায় ৮০ জনকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। নগরে অগ্নি দিবার নিমিত্ত [illegible] অস্ত্রধারী লোক ভ্রমণ করিতেছে। ডেপুটী কমিসনর এ নিমিত্ত কতকগুলি সৈন্য চাহিয়াছেন। রেঙ্গুনে এতন্নিবন্ধন অতি শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

মিউনিসিপাল রেলওয়ের পার্শ্বে যেসকল হনুমান কল করা হইয়াছে, সেগুলি অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। লক সাহেবের এই আর এক কার্য্য ব্যয়মাত্রসার হইল। এজন্য কোন ব্যক্তি দায়ী হইবেন?

চীনের সম্রাটের দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হওয়াতে তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। চীনে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিবার আছেন, তন্মধ্য হইতে সম্রাটকে পত্নী মনোনীত করিতে হয়। সম্প্রতি ঐসকল পরিবারের মধ্য হইতে ১০৮ জন বালিকাকে রাজবাটীতে আনয়ন করা হয়; কিন্তু সম্রাট এক জনকেও মনোনীত করেন নাই। সাম্যমানপরে পুনর্ব্বার আর কয়েক শতকে আনয়ন করা হইবে। সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অনেকে রাজবাটীতে কন্যাপ্রেরণ করিতে অসম্মত। রাজার অন্তঃপুরবাসিনী হইলে স্ত্রীলোকেরা যাবজ্জীবন আর কাহাকে দেখিতে পান না। এই কষ্টের কারণ অনেকে রাজ্ঞী হইবার বাসনাকেও তুচ্ছ করেন।

কর্ণেল কোলিন মেকেঞ্জিকে ভারতবর্ষের সকলে জানেন। কর্ণেলের এক ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন। ইনি প্রকৃত সবলেট। দুশ্চরিত্রতানিবন্ধন ইঁহাকে ভারতবর্ষীয় সেনাদল ত্যাগ করিতে হয়। কর্ণেল দুই এক বার ইঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুবকের আচরণ মন্দ হওয়াতে আর সাহায্য করেন না। ইহাতে ঐ ব্যক্তি এক পত্র লিখিয়া পিতৃব্যের নিকটে প্রেরণ করিয়া বলেন, যদি তিনি টাকা না দেন, তাহা হইলে উহা মুদ্রিত করিবেন। কর্ণেল মেকেঞ্জি এ জন্য নালিশ করাতে ঐ ব্যক্তির জয়মাস মেয়াদ হইয়াছে। কর্ণেল মেকেঞ্জি আপন জবানবন্দী দিবার সময় বলিয়াছিলেন, তিনি ৪০ বৎসর ভারতবর্ষীয় সেনাদলে ছিলেন এবং বলরামের সৈনিক বিদ্রোহ নিবারণ করিতে গিয়া ১১ টী তলবারের আঘাত পাইয়াছিলেন। কিন্তু বলরামে বিদ্রোহ হয় নাই এবং বিদ্রোহদমন করিতে তিনি এই আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। মহরমের দিবসে সৈনিকগণ ঘোড়ারা লইয়া বহির্গত হইয়াছে এমন সময়ে কর্ণেল এক তলবার হস্তে তাহাদিগের মধ্যে পড়িয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন এবং তাহাদিগকে গালি দেন। ইহাতে সৈন্যগণ তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। লার্ড ডেলহৌসি ঐ সময়ে গবর্ণর জেনরল ছিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ড না দিয়া কর্ণেলকে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করেন। কোলিন মেকেঞ্জির বীরত্ব সামান্য নয়।

গত শুক্রবার এডিনবরার ডিউকের হত্যা হইতে রক্ষার নিমিত্ত রাজ্ঞীকে অভিনন্দন প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে যে সভা হইবার কথা ছিল, তাহা স্থগিত হইয়াছে। বণিকসম্প্রদায়ের সম্পাদক ভারতবর্ষীয় সভার সেক্রেটারিকে লিখিয়াছিলেন, ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সমাজ একত্রিত হইয়া অভিনন্দনপ্রদান করিলে ভাল হয়। লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে এ বিষয় জানাইবাতে তিনি বলিয়াছেন, যখন রাজনীতিসংক্রান্ত কোন বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, তখন ভারতবর্ষীয় সভার সহিত একত্র হইয়া ইউরোপীয়েরা কার্য্য করিলে কোন [illegible] হইবে না। গ্রেসাহেব নিজে সভাপতিত্ব করিতে অস্বীকার প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রেসাহেবের একটী কুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইউরোপীয়দিগের সহিত এতদ্দেশীয়দিগের স্বার্থ এখন একতা হইবে, সে আশা নাই; তথাপি গ্রেসাহেব দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া যে সেই স্বার্থভেদ দেখাইয়া দেন, সেটী বিবেচনাসিদ্ধ কাজ হয় নাই।

১৮৫৭ অব্দের ১ লা এপ্রেলপর্য্যন্ত এ দেশে ৭০৬ জন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ৫৩৫ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি এবং ১৬১ জন ভারতবর্ষীয়। এদেশীয়েরা অধিকাংশ রাজকার্য্যে নিয়োজিত আছেন বলা হয় ইহাই কি তাহার প্রমাণ? এতদ্দেশীয়দিগের এসকল কাজ পাইবার ক্ষমতা হইলেই যথেষ্ট হইল।

এরূপ জনশ্রুতি যে স্যর রিচার্ড টেম্পল স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিবার কল্পনা করিতেছেন। তিনি আরও কৃষকদিগের নিমিত্ত সেবিংব্যাঙ্ক করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কে অনেক উপকার দর্শিবে। অল্প পরিমাণ অর্থেরও রক্ষা করিতে পারিলে বিস্তর এতদ্দেশীয় টাকা জমা দিতে পারেন।

লার্ড ব্রেডালবেনের পিতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি মার্কুইস অব সালিসবরির উপাধি পাইয়া হাউস অব লার্ডসপ্রবেশ করিয়াছেন। লার্ড ক্রানবোরন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের অগ্রে মৃত্যু হওয়াতে তিনিই পৈতৃক উপাধি ও সম্পত্তি পাইলেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয় সমুদায় মকদ্দমাতেই শত করা ৫ টাকা না দিয়া মকদ্দমা বুঝিয়া উকীলদিগের পুরস্কারের নিয়ম করিয়াছেন। এটী প্রার্থনীয়।

৭ ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

রেজিষ্টারি আইন অনুসারে যে পরিমাণে দলিল রেজিষ্টরী হইতেছে, তাহা অল্প দিবসে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন, এক কর্ম্মচারী না থাকাতে বিশেষ অসুবিধা ও কার্য্যক্ষতি হইতেছে। এই আইন হইবার সময়ে আমরা বলিয়াছিলাম, পৃথক কর্ম্মচারী নিয়োজিত না হইলে সুচারুরূপে কার্য্য হইবে না। কোন কোন আদালতের সব রেজিষ্টার হইয়াছেন, সেখানে আদালতের কার্য্যেরও বড় ব্যাঘাত হইতেছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এক কর্ম্মচারিদ্বারা বহু কর্ম্ম সারিয়া ব্যয়সংক্ষেপ করিবেন, এই চেষ্টা পাওয়াতে ঐ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সম্প্রতি লেপ্টনান্ট গবর্ণর ইহা বুঝিতে পারিয়া অনেক জন নূতন সব রেজিষ্টার নিযুক্ত করিবার মানস করিয়াছেন।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, সর্দ্দার আজিম খাঁ আমীর সিয়ার

আলীর নিকটে এক দূতপ্রেরণ করিয়া সন্ধি করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আবদুল রহমন খাঁ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তুর্কিস্থানের অজবেক জাতি বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি কাবুল রক্ষার্থ আসিতে পারিবেন না। মহম্মদ আকুব খাঁ গিজনি অধিকার করিয়া সৈয়াদাবাদে আজিম খাঁর সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছেন। গিজনি গ্রহণের দিবসে আজিম খাঁর কয়েক জন প্রধান সর্দ্দার হত ও বন্দীভূত হইয়াছেন। আজিম খাকে এবার কাবুল ত্যাগ করিতে হইবে। সিয়ার আলি পুনর্ব্বার সিংহাসন আরোহণ করিলে এক বার তাঁহার সহিত আবদুল রহমনের যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

আলাহাবাদের আকাউণ্টাণ্ট আফিসের গিরীশচন্দ্র মিত্রনামক এক জন কেরাণী ও তাহার ভ্রাতা এক জাল পত্র করিয়া বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০ টাকা বাহির করিবার চেষ্টা পায়। দ্বারকানাথ দে নামক এক ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ঐ পত্র লইয়া গিয়া ধৃত হয়। এই তিন জনের আলাহাবাদে বিচার হইবে। ইনস্পেক্টর মরিস্যাটি বিশেষ চতুরতাসহকারে এই ধূর্ত্তদিগকে ধরিয়াছেন। জাল কারিরা পদে পদে ধরা পড়িতেছে, তথাপি চৈতন্য হয় না।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় নিবন্ধন অভিনন্দন নিমিত্ত লাহোরের প্রধান লোকেরা নগরকে আলোকমণ্ডিত করিবেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট অবগত হইয়াছেন, প্রধান তম বিচারালয়ের আপীলবিভাগে মাসিক ৬ টাকা বেতনে দুই জন দ্বিভাষী, • টাকা করিয়া তিন জন ক্লার্ক এবং • টাকা করিয়া ছয় জন ডিক্রী নবিস নিযুক্ত হইবেন।

চারি জন ইউরোপীয় সৈনিক এক জন এতদ্দেশীয়কে গুরুতর প্রহার করিয়া তাহার নিকট হইতে ১৯৮০ টাকা অপহরণ করাতে কসৌলিতে তাহাদিগের বিচার হয়। এক জন প্রমাণবিরহে মুক্তিলাভ করিয়াছে, আর তিন জনের পাঁচ বৎসর করিয়া মেয়াদ হইয়াছে। সৈনিকেরা নির্ব্বোধ, তাহারা কেবল লুঠ না করিয়া যদি ঐ ব্যক্তিকে বধ করিত, তাহা হইলে জুরির বিচারে অনায়াসে অব্যাহতি পাইত।

এডিনবরার ডিউকের রক্ষার নিমিত্ত অভিনন্দন করিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে এক জন ইউরোপীয় সিমলা হইতে এক খানি দৈনিক পত্রে লিখিয়াছেন, "কোন সাহেব এমন কুকাজ করিতে পারেন, ইহা ভারতবর্ষীয়দিগকে জানান অতিশয় অন্যায়। অন্যায় কি? ভারতবর্ষীয়েরা খৃষ্টিয়ানদিগের এ কাজগুলিকে লীলা খেলা বিবেচনা করেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে, ফিরোজাবাদের নিকটে একটী স্ত্রীলোক বলাৎকারের ভয়ে রেলওয়ে শকট হইতে লম্ফ দিয়া পড়েন। অত্যাচারকারীকে ধরিবার নিমিত্ত অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু অনুসন্ধানে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। রেলওয়ের এইরূপ পাকা অনুসন্ধানই বটে।

জগন্নাথের ঘাট অবধি কুমারটুলির ঘাট পর্য্যন্ত হাঙ্গরের উপদ্রব হইয়াছে। কয়েক ব্যক্তি স্নান করিতে নামিয়া ঐ জন্তুকর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। সম্প্রতি একটী বৃহৎ হাঙ্গর ধরা পড়িয়াছে সম্পূর্ণ বধ না হইলে উহারা পুনর্ব্বার সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে না অতএব আপাততঃ জলে নামিয়া গঙ্গাস্নান বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, রাজপুতনার পার্ব্বতীয় লোকেরা দৌরাত্ম্য ও লুঠ করাতে গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট কিছু দিনের নিমিত্ত ১০০০ টাকা বেতনে এক জন চিহ্নিত পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। দস্যুগণ গ্রামস্থ বদমায়েসদিগের সাহায্যে লুঠ করে, যখন কোন দ্রব্য না পায় তখন লোকের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। অর্থ না দিলে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উপরে অন্য কোন অত্যাচার হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত অনুরোধে সম্মত হইয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান মিরার বলেন, পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ের হত্যাকাণ্ডের পর দিবস এক খানি শকটশ্রেণি আসিতেছিল। হঠাৎ বিপদের জ্ঞাপক পতাকা দর্শন করিয়া স্থগিত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী বলিয়া উঠিল, একটী শিশু শকটচক্রে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু অতঃপর ঐ শিশুটী কোথায় গেল অথবা তাহার মৃতদেহের কি হইল কেহই জানিতে পারিলেন না। ঐ সপ্তাহের শুক্রবারে এক জন এতদ্দেশীয় প্রহরী শকটের তলে পড়িয়া হত হয়; কিন্তু সে বিষয়েও কিছুই প্রকাশিত হইল না। এই সকল কি কাণ্ড হইতেছে? এ সকল মৃত্যু গোপন করা আইন সঙ্গত কি না? আশ্চর্য্যের বিষয় এই বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এখন ও কমিসন নিযুক্ত বা কোন উপায় অবলম্বন করিলেন না।

উক্ত পত্র বলেন, সর জন লরেন্স বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে গ্রীষ্মকাল সিমলাতে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তি সিমলায় গিয়া গবর্ণর জেনেরলের আতিথ্য স্বীকার করিতে চান, তাঁহাদিগের নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল একটী স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল এখন বিরলে গিয়াছেন। বিষয়কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট নাই, অবসরসময় ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃকল্প। ইহাতে আমরা তাহাকে দুষি না, তিনি কেশব বাবুকে যে পাইয়া বসিয়াছেন তাহাতেই আমাদিগের বড় সন্দেহ হইতেছে।

আমেদাবাদের লোকেরা তথায় একটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার জন্য আপনারা ১৫০০০ টাকা চাঁদা করিয়াছেন, আর ১৫০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে চাহিয়াছেন। বঙ্গদেশই কেবল এ অংশে সকলের পিছনে পড়িলেন।

৯ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

লার্ড ব্রোহামের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর ৯০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি নিজ ক্ষমতায় নিজ সৌভাগ্যসঞ্চয় করেন। ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাপন্ন ব্যবহারাজীব ইংলণ্ডে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তীব্র বক্তৃতার প্রভাবে হাউস অব লার্ডে চতুর্থ জর্জ্জের স্ত্রী রাজ্ঞী কারোলিনা নির্দ্দোষ হন। এই বিচারের সময়ে হেনরি ব্রোহাম রাজার সহিত সমকক্ষ ভাবে বাগ্‌যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হাউস অব লার্ডের বিচার হইতেছে এমন সময়ে রাজবংশীয় এক ব্যক্তি রাজ্ঞীর নিন্দা করাতে ব্রোহাম অকুতোভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন "হে নিন্দাকারিন্! নিম্নে আসিয়া সাক্ষ্য দাও।" তিনি ঐ সময়ে আরো বলিয়াছিলেন, "আমার মক্কেলের জন্য যদি আমাকে রাজদ্রোহী হইতে হয়, তাহাতেও আমি অসম্মত নহি।" সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও ব্যবস্থা শাস্ত্র সকল বিষয়েই তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি ইদানীং ফ্রান্সের অন্তর্গত কেনিস নগরে বাস করিতেন। তথায় তাঁহার এক জমীদারী আছে। ঐ স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

লাফিঙ গ্যাস নামক এক প্রকার বাষ্প আছে। তাহাতে হাস্যের উদয় করিয়া দেয়। সম্প্রতি পারিসের এক জন চিকিৎসক ইহাদ্বারা মানুষকে অচৈতন্য করিয়া ক্লোরোফরমের কাজ করিতেছেন। ক্লোরোফরমের মূর্চ্ছার পর মাথাধরা ও মাথা ঘুরাণী হয়; কিন্তু এই গ্যাসে তাহা হয় না।

আরব সমুদ্রে ক্রীতদাসব্যবসায় বন্ধ করিবার নিমিত্ত কয়েক খানি ব্রিটিশ রণতরি আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, এই ব্যবসায় বন্ধ

—১০৫—

না হইয়া দিন দিন উহার বৃদ্ধি হইতেছে। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক।

কৃষ্ণনগর, হাবড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণায় গোমড়ক আরম্ভ হইয়াছে; পশুদিগের অধিকাংশ বসন্তে প্রাণত্যাগ করিতেছে।

হাণ্ডফোর্ড নামক এক জন ইউরোপীয় সৈনিক কাথেরিণ ইয়াঙ নামে একটী অল্পবয়স্ক স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতে যায়। তৎপরে ঐ স্ত্রীলোকটীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ৯ দিনের পর পুলিষ তাহার মৃত দেহ বাহির করেন। এক জন আফিসর ও তাঁহার ভৃত্য সৈনিক ও ঐ স্ত্রীটিকে মৃত দেহ পাইবার স্থানে দর্শন করিয়াছিলেন। তথাপি হত্যার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল না বলিয়া মান্দ্রাজের প্রধান তম বিচারালয় ঐ ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই প্রকার বিচারের মাহাত্ম্যে দিন দিন হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

ডেলি নিউস বলেন, গবর্ণমেণ্ট ষ্টাম্প ও নোটের কার্য্যস্থান স্বতন্ত্র না রাখিয়া একত্রিত করিবেন। উচিত।

সম্প্রতি জাপানের দুই ব্যক্তি ব্রিটিশ দূত সর হারিপার্কসকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু প্রহরীরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছে। দূত সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয়ের হত্যার নিমিত্ত এক জন নিরপরাধী জাপানীয় কর্ম্মচারীর মৃত্যু দণ্ড দেওয়াইয়াছিলেন, তাহাতেই যাবতীয় জাপনীয় তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছে।

পাঠকগণ কেবল রাজনীতিঘটিত প্রস্তাব পড়িয়া মাথা ধরাইবেন; একটী কৌতুককর গল্প শ্রবণ করুন। ফ্রাঙ্কফোর্টের এক যুবক বণিক সুরতির টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর অল্প দিন পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়াতে তিনি এক জন কুরূপ স্ত্রীলোককে পাচিকা নিযুক্ত করেন। সুরতিতে কিছুই হইবে না এই ভাবিয়া তিনি টিকিটখানি পাচিকাকে দান করিলেন। অব্যবহিত পরেই সুরতির অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, ঐ টিকিটে তাঁহার নামে দুলক্ষ টাকা উঠিয়াছে। কি হইবে? এত টাকা কি পাচিকা লইবে? অতএব অধ্যক্ষ পরামর্শ করিয়া বণিককে পাচিকার পাণিগ্রহণ করিতে বলিলেন। বিবাহ হইল। অধ্যক্ষ নব বিবাহিতা স্ত্রীলোককে বলিলেন, "আপনার বড়ই সৌভাগ্য যে এমন বর ও সুরতিতে দুই লক্ষ টাকা পাইলেন।" ভূতপূর্ব্ব পাচিকা গদগদ বচনে বলিল, "আমি ঐ টিকিটখানি আর এক জন ভৃত্যকে বিক্রয় করিয়াছি।" যুবক বণিকের কেবল কাদা মাখা সার হইল; মাছ ধরা হইল না।

স্বাধীন ব্রহ্ম হইতে দস্যুদল আসিয়া ব্রিটিশ ব্রহ্মে সর্ব্বদা উপদ্রব করাতে ব্রহ্মদেশের রাজা সীমার স্থানে স্থানে সৈন্য রাখিয়াছেন।

ভোটদিগের সহিত তিব্বতের লামার বিবাদ হইতেছে। লামা কর আদায় করিবার নিমিত্ত দূত পাঠাইবাতে ভোটেরা বলিল, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের সময়ে লামা সাহায্য করেন নাই; অতএব তাঁহাকে আর কর দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ তাঁহাকে যে কর দেওয়া হইত তাহা দুয়ার হইতে উঠিত; এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দুয়ার গ্রহণ করিয়াছেন; কোথা হইতে আর কর আসিবে? লামা পুনর্ব্বার দূতপ্রেরণ করেন; এই দূত অপমানিত হইয়া দূরীভূত হন। লামা যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন।

উৎকলের করদ মহলের পাইক ও শেঠ রাজগণ নরবলি বন্ধ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে খেলোয়াত প্রদান করিয়াছেন। সৎকার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধনার্থ এই রূপ উপায় অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১০ই মে গুইকুমারের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। তিনি অধিক অপব্যয় করেন নাই। এ দেশের ভাগ্যবানদিগের এরূপ ব্যবহারের কথা শুনিলে আমাদিগের আহ্লাদ হয়।

বোম্বাইগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, সিয়ার আলি খাঁ ক্রমশঃ কাবুল আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। আবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁকে বলিয়াছেন, যখন সিয়ার আলি খাঁ তাঁহাকে তুর্কস্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন তখন তিনি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিবেন না আজিম খাঁর অত্যাচার আরও বাড়িতেছে। টাকা না দিয়া কোন বণিক কাবুল হইতে গমন করিতে পারিতেছেন না। কান্দাহারের সর্দ্দারেরা সিয়ার আলিকে নগরের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কাবুল স্থিত কতকগুলি কান্দাহারীকে বধ করা হইয়াছে। কাবুলের সমুদায় লোক আজিম খাঁর উপরে বিরক্ত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপনী বলেন, "অত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্টেট মেঃ প্রাইজ সাহেব নিয়মিতরূপে ১০।১১ টার সময়েই কাচারিতে আসিয়া ৪ টার সময় যাইয়া থাকেন কিন্তু বড় কর্ত্তার ২।৩ টার পূর্ব্বে প্রায় আগমন হয় না গতিকেই ৬ টার পূর্ব্বে যাইয়াও থাকেন না। উভয়ের হস্তে কালেক্টরির কার্য্যভার থাকাতে কালেক্টরির আমলাদিগের বড় কষ্ট হইতেছে। বাস্তবিক ১০ টার সময় যাইয়া ৬ টার সময় আসা কষ্টের ব্যাপারই বটে। আমরা অনুরোধ করি বড় কর্ত্তা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া লোকের ক্লেশনিবারণ করুন কেবল লোকের কষ্ট দূর নয়, নিজেও অনেক সময় কৈফিয়ত তলব হইতে বাঁচিতে পারিবেন। অনেক বিচারপতিরই কার্য্যের এই গতি। মফস্বলের মহোদয়েরা কে কি করেন তাহার তত্ত্ব কেহ তত্ত্ব লয় না; এরূপ না হইবে কেন?

১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

ইংলণ্ডের কতকগুলি স্ত্রীলোক এক সভা করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোকেরা মহাসভায় প্রবেশ করিবার স্বত্ব পান, সেই চেষ্টা ও সদর্থ বক্তৃতা করিতেছেন। বিখ্যাত বক্তা জন ব্রাইটের কন্যা এই সভার এক জন প্রধান উদ্যোগী। জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও অধ্যাপক ফসেট ইহাদিগের সহায়তা করিতেছেন। যখন একজন স্ত্রীলোকের রাজপদ পাইয়াছেন, তখন অপর স্ত্রীলোকে তাঁহার মন্ত্রিত্ব লাভের চেষ্টা না করিবেন কেন; আমাদিগের দেশের পুরুষেরা দেখুন।

সর রবার্ট নেপিয়র এই বলিয়া আবিসিনিয়ার যুদ্ধার্থ গত সৈনিক দলের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন যে অন্য কোন সৈন্যদল কখন তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ যুদ্ধ করিতে গমন করেন নাই। এই যুদ্ধ যথার্থই মানবমণ্ডলীর উপকারার্থ হইয়াছে; কষ্টেরমধ্যে যে কিছু ভারতবর্ষীয়দিগের হইল। যাইবার কথা নাই, অথচ তাহাদিগের ৫০ লক্ষ টাকা গেল।

কালুরাম নামক যে ব্যক্তি পঞ্জাব ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করে, তাহার সাত বৎসর মিয়াদ ও ১৫০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। জরিমানা আদায় হইলে ১২০০০ টাকা ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইবে।

প্রুসিয়াদেশীয় আলবার্ট হেগাননামক এক জন যুবক বৃহস্পতিবার কলিকাতায় মাজিষ্টেটের নিকটে ইউরিডাইস জাহাজের কাপ্তেন কোলসের নামে এই বলিয়া নালীশ করেন, তিনি ইউরোপ হইতে ঐ জাহাজে আসিতেছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও উনবিংশতিবর্ষীয় ভগিনী আইসেন। কোলস পশ্বৎবলপূর্ব্বক তাঁহার ভগিনীর সতীত্ব নষ্ট করাতে ঐ স্ত্রীলোক সমুদ্রে ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ঐ কাপ্তেন তাঁহারও জীবন নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন গত কল্য মাজিষ্টেট বিচারারম্ভ করেন। বলাৎকারের নালীশ অগ্রাহ্য হইয়াছে বধ করিবার ভয়প্রদর্শনের মকদ্দমাটী হইতেছে। বিদেশীয় ইউরোপীয়েরা আমাদিগের বিচারপ্রণালী দেখিয়া যান এটী ভাল।

১১ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার ।

ইংলণ্ডের আদালতে প্রেতত্ত্বঘটিত এক অদ্ভুত মকদ্দমা হইতেছে। বিবি লায়ন নামে এক স্ত্রীলোক স্বামীর প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তির অধিকারিণী হন। স্ত্রী পুরুষে অতিশয় প্রণয় ছিল। এই বৃদ্ধা স্বামীর বিয়োগ অবধি অতিশয় কষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামী (১৮৫৯) অব্দে প্রাণত্যাগ করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, " সাত বৎসরের পর তোমার সহিত আমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে। " বৃদ্ধা ভাবিয়াছিলেন ১৮৬৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইবে, কিন্তু তাহা না হওয়াতে ডানিয়েল হোমে নামক এক প্রেততত্ত্ববিদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। হোমে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বামীর প্রেতকে উপস্থিত করিল। প্রেত বলিল, " জেন আমি তোমাকে ভাল বাসি, এক দণ্ডও তোমা ছাড়া নহি। " জেন স্বর্গ হাতে বাড়াইয়া পাইলেন। এই প্রকারে কিছু দিন সাক্ষাৎকারের পর প্রেত বলিল, " জেন! ডানিয়েল আমার পুত্র, তুমি উঁহাকে দত্তক গ্রহণ কর। " জেন তাহা করিয়া প্রায় ছয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি এই প্রেততত্ত্ববিৎকে লিখিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তির ধূর্ত্ততা জানিতে পারিয়া এসকল সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তির জন্য নালীশ করিয়াছেন। যত পিশাচ সিদ্ধের মধ্যে এব্যক্তি কাজের লোক বটে।

ডেপুটি রেজিষ্টারগণ যখন মফস্বলে গমন করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে প্রতি মাইলে আট আনা এবং এক দিবসে ৫ টাকা পাথেয় দেওয়া হইবে।

ভারতবর্ষীয় সভা পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের দুর্ঘটনার কারণাদির অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করেন। বাঙ্গালাদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। এ বারে আমরা সেই পত্রখানি পাঠকগণের গোচর করিতে পারিলাম না। [illegible] পাসেঞ্জারদিগের এ বিষয়ে কতদূর [illegible] করিয়া উঠিলেন, [illegible] আমাদিগের তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছেঃ—

৪	টাকার সিকা	৯২৲০—৯২৷৵০
৪	" কোম্পানির	৯২৷৷৴০—৯২৸৵০
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০৫৷৵০—১০৫৷৷০
৫	" লোন	১০৪৷৷০—১০৪৸০
৫৷৷	" লোন	১১৩৷৷০—১১৩৸০

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ৭ ই মে। আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মের সহিত গবর্ণমেণ্টের সংস্রব রহিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত কাণ্টরবরির আর্কবিশপের সভাপতিত্বে সেণ্ট জেমস্ হালে এক বৃহৎ সভা হইয়া গিয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন ১৪০০০ ফরাশী সৈনিককে স্ব স্ব গৃহে যাইবার নিমিত্ত বিদায় দিয়াছেন।

৮ই মে। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়সংক্রান্ত শেষ প্রস্তাবটী বিনা মতভেদে গ্রাহ্য হইয়াছে। মন্ত্রিগণ বলিয়াছেন, এই প্রস্তাবকে মূল করিয়া যে বিল হইবে, তাহার ঘোরতর প্রতিবন্ধকতা করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। পরস্পরের প্রতি ঘোরতর আক্রোশপরিপূর্ণ তর্কের পর রিজিয়ম ডোনম নামক গবর্ণমেণ্টের দান ও মেনুথের জন্য দান রহিত করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে।

আয়ারলণ্ডীয় রিফরম বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়াছে।

ফেনিয়ান নগেল মুক্ত হইয়াছে।

৯ ই মে। গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছেন, রেজিমেণ্টের ফিল্ড আফিসরের নীচের পদে যেসকল সৈনিক আছেন, তাঁহারা যদি এক বৎসর ইংলণ্ডে ও এক বৎসর ভারতবর্ষে কাজ করেন, ষ্টাফ কোরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

এরূপ জনশ্রুতি যেসকল ভারতবর্ষীয় আফিসর এক্ষণে বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহারা নূতন বিদায়ের নিয়মের ফলভোগ করিতে পারিবেন।

গত কল্য হাউস অব কমন্সে আয়ারটন সাহেব বোম্বাই ব্যাঙ্কের নূতন বন্দোবস্তঘটিত সাবভীয় পত্র অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিয়া ব্যাঙ্কের নূতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তাকে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কসমূহের সম্পর্ক পূর্ব্বে স্থির করিয়া অংশ লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের অনুসন্ধানকারী কমিসনের সভাপতি সর চারলস জাকসন ৪ ঠা মে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছেন।

১৬ ই মে। ইংলণ্ড হইতে ২৪ এ এপ্রেল যে মেইল ছাড়িয়াছে, ভ্রমক্রমে তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পত্রসকল প্রেরিত হয় নাই।

অবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ১৭ই মে। ১৭ ই এপ্রেল ব্রিটিশ সৈন্যগণ মাগদালা ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা উক্ত নগর দাহ করিয়াছে। ২৮ এ তাহারা টাকাজাতে পৌঁছে। যাবতীয় সৈন্য ১০ এ জুনপর্য্যন্ত উক্ত দেশ ত্যাগ করিবে। সৈন্যগণ যেপ্রকার বীরত্বসহকারে রাজ্ঞীর আজ্ঞা পালন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া সর রবার্ট নেপিয়র এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তর ডিবল উদ্দামায়ে ও লেপটনাণ্ট মার্গ্যন বিকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সৈন্যগণ সামান্যতঃ সুস্থ আছে। থিওডোরের কনিষ্ঠ পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ বোম্বাইয়ে প্রেরণ করা হইতেছে।

লার্ড ক্রহামের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ৭ ই মে বৃহস্পতিবার তিনি কেনিস নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

হত্যা হইবার সময়ে বারেট নামক ফেনিয়ানের স্থানান্তরে থাকিবার যে কথা কহে, তাহা সত্য কি না এটী যত দিন না অনুসন্ধানদ্বারা স্থির হয়, তত দিন তাহার ফাঁশী স্থগিত রহিল।

সম্রাট নেপোলিয়ন অলিয়ন্সে শান্তিসূচক এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

৯ ই মে। ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মহাসভা আরকান নগরকে ইউনাইটেড ষ্টেটের একটী অভ্যন্তরীণ চক্রবাড় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

হাউস অব কমন্সের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী বলিয়াছেন, মহাসভা বিবেচনাপূর্ব্বক সকল কাজ করেন সে বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে তাঁহার যে স্বার্থসম্বন্ধ আছে, তাহার অনুরোধে যেন এ বিষয়ের তর্কের ত্রুটি না হয়।

১৩ ই মে রাত্রিতে গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ঘটিত বিল অর্পণ করিবেন। জর্ম্মনে ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় গোলযোগ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

উৎকল ও বিহারের জলসেচনার্থ খালের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় জলসেচনী সভা এক কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

লিডসের বাইসপ হিয়ারফোর্ডের বিশপ হইয়াছেন।

মন্ত্রিগণ ও আয়লণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ট্রাফল্‌গার স্কোয়ারে এক সভা হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং নূতন সেণ্টটমাস হাঁসপাতালের মূল প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১২ ই মে। এচ, কবিক সাহেব জামালপুরের এক জন মিউনিসপাল কমিসনর হইবেন।

যত দিন মৌলবী দিলদার হোসেন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ, জি, ব্লাক সাহেব আক্তারিয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেটের ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

১৩ ই মে। সিংহভূমের ডেপুটি কমিসনর ডাক্তার ডবলিউ, এচ, হেস তথায় ও কটকের করদ মহলের অন্তর্গত কিয়ঞ্জড়ে মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও অধঃস্থ জজের ক্ষমতা পাইবেন। কিয়ঞ্জড়ে তাঁহাকে করদ মহলের তত্ত্বাবধায়কের আজ্ঞাধীন হইয়া কাজ করিতে হইবে।

১৪ ই মে। সৈদ আলি কুলি খাঁ মোজফরপুর ও দ্বারভাঙ্গায় বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

রাজসাহির থাকবস্তের ডেপুটি কালেক্টর ওয়াড জোন্স সাহেব ১৮৫৭ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ঢাকার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়া বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ আসামের অন্তর্গত তেজপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ডবলিউ, বি, ওল্ডহাম সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের এবং প্রধানতম বিচারালয়ে অথবা সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

১৩ ই মের গেজেটে বাবু দিননাথ আচোর নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু আনন্দচন্দ্র সেন কেন্দ্রাপাড়া উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

কাপ্তেন সি, বি, আর গলস পদত্যাগ করাতে রিচাড পামার জেঙ্কিন্স সাহেব বিহারের অশ্বারোহী রাইফল দলের ত্রিহুতের পলটনের কাপ্তেন হইবেন।

কাপ্তেন আর, এম, স্কিনার পদত্যাগ করাতে ফ্রেডরিক, মিটুন হেলেডে সাহেব বিহারের অশ্বারোহী রাইফলদলে সাহরনের পল্টনের কাপ্তেন হইবেন।

যত দিন মৌলবী আলিহোসেন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন? তত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইশাক বাউসি উপবিভাগের ভার পাইয়া সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

১৬ ই মে। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মেদিনীপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

মেজর জে, ডি, সোয়েন।
লেপ্টনেণ্ট আর, জি, স্মিথ।
টি, মার্টিন সাহেব।
এফ, আডমস।
এচ, জে, এস, বর্টন।
বাবু রুষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।
„ „ যদুনাথ মল্লিক।

জি, গ্রাণ্ট সাহেব তেজপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

ডি, লেসি সাহেব পুরীর সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

জি, টইনবি সাহেব পুরীর সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন এচ, এস, টমসন সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এস, ডাক্ষ্টা সাহেব বাখরগঞ্জের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইয়া অধঃস্থজজের ক্ষমতা পাইবেন।

১৮ই মে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু বি, এ, পাটনায় স্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

যত দিন এ ডবলিউ, কসারাট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মুরসিদাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ জঙ্গীপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাবু রামদুর্লভ দাস ঢাকার অন্তর্গত মুনসিপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়, বি, এল, বাঁকুড়ার অন্তর্গত রাধানগরের প্রতিনিধি হইবেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ সেন দিনাজপুরের অন্তর্গত মালদহের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৯ এ মে। জেমস আণ্ডাসন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কিছু কাল অবধি বিশেষ ডেপুটি কালেক্টরের কাজ করিতেছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্থায়িরূপে নিম্নতর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে নিযুক্ত করা গেল।

বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ভারতবর্ষীয় জলসেচক কোম্পানির নিমিত্ত জলেশ্বর অবধি বেলঘাই পর্য্যন্ত এক রাস্তা করিবার কারণ ভূমি লইতেছিলেন।

বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষ। ইনি কটকের বাঁধ করিবার সভার অধীনে ছিলেন।

বাবু অতুলচরণ মল্লিক। ইনি সাহাবাদের দেয়াড়াতে নিযুক্ত ছিলেন।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। অবগতি হইল, কুমারিয়ার খেওয়া নৌকায় (ফেরীবোটে) গবর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারিত পয়সা ভিন্ন আর কিছু না পাইলে মাঝারা পথিকদিগকে পার করিতে চাহে না। কেবল এই মাত্র নয় কর্তৃপক্ষের নির্দ্ধারিত লোকসংখ্যা অতিক্রম করিয়া সময়ে সময়ে অধিক লোক নৌকায় তুলে এবং ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে পার করে। অধিকসংখ্যক পথিক একত্রিত না হইলে তাহারা উপস্থিত পথিকদিগকে পার করিতে সম্মত হয় না; অনেক বিলম্ব করিয়া তাহাদিগকে অনেক ক্ষতি ও বিপদগ্রস্ত করিয়া থাকে। কুমারিয়া একটি চর, এ স্থলে রাত্রি উপস্থিত হইলে পথিকগণ কোথাও থাকিবার স্থান পায় না। চতুর্দ্দিগ নদীতে বেষ্টিত, দস্যু তস্করাদিরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, সুতরাং তাদৃশ আচরণ কি ফেরীবোটের মাঝীদিগের কর্ত্তব্য? ইহাকি নিতান্ত খেদাবহ ব্যাপার নহে? এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনীয়। শ্রীনগর ষ্টেসনের পুলিষকর্ম্মচারী [illegible] এই অত্যাচার নিরসনপক্ষে [illegible]ক যত্নবান হওয়া নিতান্ত [illegible]বশ্যক।

২। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছিলেন, প্রজাগণ কখনও অস্ত্র ব্যবহার এবং গোলাবারুদের ব্যবসায় করিতে পারিবে না। যদি কখন কেহ বন্দুক কিম্বা অস্ত্রান্তর ব্যবহার করে, তাহা হইলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়গন তাহাদিগের নিকট হইতে তাহা অবিলম্বে কাড়িয়া লইতে পারিবেন। আবার শুনিলাম, কতিপয় ব্যক্তির

অনুমোদপত্রতন্ত্র হইয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশ রহিত করিয়া, যথারীতি পাশ গ্রহণ করিয়া বন্দুকাদি ব্যবহার করিতে পারিবে, এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে সম্প্রতি পুলিষ কর্ম্মচারীরা যাহারা লাইসেন্স পাশ লইয়া বন্দুক বারুদাদি ব্যবহার করিতেছে, তাহাদিগের হস্ত হইতেও তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতেছেন। ইহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট কি পূর্ব্বোক্ত আদেশ পরিবর্ত্তিত করিলেন। এবিষয়ে একটা স্থিরতর আদেশ সাধারণ্যে প্রচার করা কর্ত্তব্য।

৩। এরূপ সংবাদ যে, ঢাকা ছোট আদালতের জজ বাবু অভয়কুমার দত্ত মহাশয় স্বীয় জন্মস্থান জৈনসার গ্রামে একটী মুদ্রাযন্ত্র (প্রেস) আনয়ন করিবেন। ইহা হইলে বিক্রমপুরের বিলক্ষণ উন্নতি সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। অভয় বাবু সম্প্রতি সাধারণ হিতকর অনেক কার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছেন। পল্লীবিজ্ঞান পত্রিকা ইঁহার অন্যতর প্রমাণ। অভয় বাবুর উদ্যোগে জৈনসার গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি মঙ্গলকর কার্য্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত মহাত্মা বিক্রমপুরের বড় রাস্তার সহিত যোগ দিয়া জৈনসারপর্য্যন্ত একটী পথ নির্ম্মাণার্থ ঢাকার কমিসনরদ্বারা গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দয়াবান গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে ২০০০ দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। অতঃপর আর যত ব্যয় হইবেক অভয় বাবু স্বয়ং হইতে তৎসমুদায় প্রদান করিবেন। অভয় বাবু এরূপ আরো অনেক হিতকর কাজের অনুষ্ঠান করিতেছেন। প্রার্থনা করি তৎসমস্ত অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত হইবে। বিক্রমপুরস্থ অন্যান্য ধনাঢ্য মহোদয়গণ যদি অভয় বাবুর অনুকরণ করেন, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমপুর বিলক্ষণ উন্নত হয় সন্দেহ নাই।

আমাদিগের গোয়ালিয়ারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২৬এ বৈশাখ শুক্রবার আমাদের সভাগৃহে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়নিবন্ধন অভিনন্দনার্থ একটী সভা হয়। আপনার পাঠকবর্গের গোচরজন্য তাহার বিবরণটী সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ প্রকাশ্য রাজপথের দুই পার্শ্ব বহু দূর ব্যাপিয়া মনোহর আলোকমালায় সজ্জীভূত হইয়াছিল। সভামণ্ডপের সম্মুখে তোরণদ্বার প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে "মহারাণী চিরজীবিনী হউন" "মহোদয়গণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হউক" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছিল; রাত্রি নয় ঘটিকার সময় সভাগৃহ মনোহর ভাব ধারণ করিল। পলেটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল সাওয়ার, এক্ষণকার অত্রত্য সৈন্যগণের অধ্যক্ষ কর্ণেল ডিলেমেনপ্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০ জন সাহেব, অত্রত্য প্রধান প্রধান হিন্দুস্থানী ও মহারাষ্ট্রীয় ও অত্রত্য সমস্ত বাঙ্গালী উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে রাজপথের ও বারাণ্ডার চতুর্দ্দিক লোকপরিপূর্ণ হইল। সকলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে পর, কর্ণেল সাওয়ার সাহেবকে সভাপতির পদে বরণ করা হইল এবং নবীন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমতঃ ইংরাজ মহোদয়দিগকে ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে সংক্ষেপে অথচ হৃদয়গ্রাহিরূপে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ফল এবং তজ্জন্য আমাদের আনন্দ প্রকাশ এবং ব্রিটিশ রাজ্যের স্থায়িত্ব ও মঙ্গল প্রার্থনাপ্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া উর্দ্দু ভাষাতে আবার হিন্দুস্থানীদিগকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে ওভরসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় উর্দ্দু ভাষাতে আবিসিনিয়া দেশের বিবরণ, ইতিহাস, সম্রাট থিওডোর কি কারণে ইংলণ্ডীয় ভ্রমণকারীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ফল কি এবং এই যুদ্ধে ইংরাজদের বিপক্ষ রাজারা কি শিক্ষা পাইলেন এবং আমাদের ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি কিরূপ রাজভক্তি ও ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি কিপ্রকার আসক্তি ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া উপস্থিত মহোদয়দিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। অবশেষে নবীন বাবু মহারাণীর, সর রবার্ট নেপিয়রের ও এই যুদ্ধের সৈন্যগণের শুভোদ্দেশে তিনটী "টোষ্ট" করিবার প্রস্তাব করিলেন। কর্ণেল সাওয়ার সাহেব কহিলেন, এই যুদ্ধে আপনাদের কোন স্বার্থ না থাকিলেও কেবল বন্দীদিগের মুক্তিসাধন ও ইংলণ্ডের সম্ভ্রমরক্ষা বুঝিয়া যে আপনারা এরূপ অভিনন্দন ও হৃদয়ের গম্ভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য আপনাদিগকে মনের সহিত ধন্যবাদ করি, আপনারা যতই রাজভক্তরূপে আপনাদের রাজপুরুষদিগের অনুসরণ করিবেন, ততই আমরা আপনাদিগকে ভ্রাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিব।"

২। গত ২৮এ বৈশাখ প্রাতঃকালে অত্রত্য মহারাজ আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভহেতু অভিনন্দনপ্রকাশজন্য অতিসমারোহে তাঁহার ফুলবাগে একটী দরবার করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে অত্রত্য অনেক ইংরাজ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং চা পান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৩। এখানে দিন দিন গ্রীষ্মের অসহ্য প্রভাব প্রাদুর্ভূত হইতেছে। একে সূর্য্যের খরতর কিরণ অগ্নিকণাবৎ, তাহাতে গিরি ও গৃহসকলের প্রস্তর অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হয়। এই সময়ে আবার যখন বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন কোন জীবের সাধ্য যে গৃহের বাহির হয়। কোন কোন দিন এমন হয় যে, রাত্রি দ্বিপ্রহরপর্য্যন্ত অগ্নিবৎ বায়ু বহিতে থাকে। এই বায়ুকে এ দেশের লোকে "লু" কহে। অল্প দিনের মধ্যে সর্দ্দিগর্ম্মীতে ও সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া কএক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আরও যে কত লোকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে, বলা যায় না। দীন হীন দরিদ্র লোকেরই এ সময়ে বড় কষ্ট।

গোয়ালিয়ারের মহারাজের রাজধানীর মধ্যে কেবল সেনানিবেশের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, নগরমধ্যে মিউনিসিপালিটির তাদৃশ নিয়ম নাই। আমরা এক দিন একটী গলির ভিতরে যাইয়া যেরূপ কষ্ট পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। উক্ত গলিকে পুরা দোজক নরক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদের এক প্রিয় বন্ধু (যিনি মহারাজের কার্য্যপ্রণালী অনেক পর্য্যবেক্ষণ করেন) কহিলেন যে, কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশের তাদৃশ উদার ভাব বিচক্ষণতা ও বিচারশক্তি নাই। এই মহারাজ জয়পুরের মহারাজের ন্যায় যদি সুশিক্ষিত বিচক্ষণ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী রাখেন, তাহা হইলে বোধ হয় রাজ্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে। শুনিলাম, প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের মন্ত্রণায় কোন বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয় না। মহারাজ নিজে যদিও তাদৃশ বিদ্বান ও বহুদর্শী নহেন, কিন্তু বিজ্ঞতা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অন্যান্য অনেক সদ্গুণে বিভূষিত। হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে দেবারাধনা, ব্রাহ্মণসেবা, দানকার্য্যপ্রভৃতি যেসকল কার্য্যের গৌরব শ্রবণ করা যায়, ইঁহারও সেই সকল কার্য্যের অনেকগুলিতে উৎসাহ আছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! যেমন অসংখ্য তারকাপুঞ্জ গগনমণ্ডলে বিরাজিত থাকিতেও একমাত্র শশধরের অভাবে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় হয়, সেইপ্রকার

চকদীঘীস্থ বাবু সারদাপ্রসাদ রায় মহোদয়ের লোকান্তরগমনে আমাদের এ অঞ্চল অধিক সংখ্য লম্বোদর বাবু বিদ্যমান থাকিতেও এক প্রকার শূন্যপ্রায় হইয়াছে। যদিও আমরা চির কালের জন্য তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিদর্শনে বঞ্চিত হইলাম; কিন্তু তিনি যেসকল কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে আমাদের হৃদয়মন্দির হইতে কখন অন্তর্হিত হইবেন, এরূপ বোধ হয় না। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার সন্তানাদি নাই। তাঁহার ভাগিনেয় ললিতমোহন রায় (যাঁহাকে তিনি পুত্ররূপে লালন পালন করিতেন) উইল অনুসারে সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন। ললিতমোহনের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৎসর। এই সময় অবধি তাঁহার বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিবিষয়ে বিশেষ বিধান করা কর্ত্তব্য। যে শিক্ষকের উপরে তাঁহার শিক্ষাভার নিক্ষিপ্ত হইবে, অগ্রে তাঁহার সচ্চরিত্রতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করা উচিত। শুনা যাইতেছে, মৃত বাবুর সহধর্ম্মিণী, অতি বুদ্ধিমতী ও গুণবতী এবং যাহাতে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর কীর্ত্তিকলাপ সুরক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়ের উপর জমীদারী পর্য্যবেক্ষণের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবুকে আমরা বিশেষরূপে জানি, তিনি যে প্রকার প্রশস্ত হৃদয়, শান্তপ্রকৃতি এবং দয়ালুস্বভাব, তাহাতে তাঁহার তত্ত্বাবধানকালে প্রজাগণ যে অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দে কালযাপন করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সত্য কথা কহিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, যে তত্ত্বাবধানদোষেই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, সারদা বাবুর জমীদারির মধ্যে বিলক্ষণ প্রজাপীড়ন হইয়া থাকে। যোগেন্দ্র বাবু যদিও বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি শ্রমকাতর এবং বিষয়কার্য্যে অনভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহাকে এমন বিস্তৃত জমীদারি দেখিতে হইলে কর্ম্মচারীদিগের উপর পদে পদে নির্ভর করিতে হইবে; কিন্তু সেকেলে সেহাখতে স্বার্থপর, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, অল্পবেতনভুক আমলাদিগের উপরে নির্ভর করিতে হইলে বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা। অতএব জমিদারির সুশৃঙ্খলা, প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারনিবারণ এবং সরকারী ক্ষতিনিবারণকল্পে আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি যে, পর্য্যাপ্ত বেতনে এক জন সচ্চরিত্র কৃতবিদ্যকে নিযুক্ত করা উচিত। তিনি জমীদারিসংক্রান্ত সকল বিষয়ে যোগেন্দ্র বাবুর সহকারিতা করিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এইপ্রকার লোক অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে চকদীঘীস্থ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে যদিও চকদীঘীর অন্যান্য বাবুরা সাহায্য করেন, কিন্তু একমাত্র সারদা বাবুর যত্নাতিশয়েই যে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। রীতিমত তত্ত্বাবধানবিরহে বিদ্যালয়টী যে আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে নাই, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যার গণনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অর্থের অনাটনই পল্লীগ্রামস্থ অধিকাংশ বিদ্যালয়ের হীনাবস্থার প্রধান কারণ; কিন্তু চকদীঘীর ইস্কুলের সে অনটন কখনই হয় নাই। বাবু সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, বাবু চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উপস্থিত প্রধান শিক্ষক বাবু ক্ষেত্রমোহন সেনের সময়ভিন্ন বিদ্যালয়টীর কখন উন্নত অবস্থা হয় নাই। আমরা প্রামাণিক লোক মুখে শুনিলাম, মৃত বাবুর গুণবতী ভার্য্যা স্কুলটীকে এককালে (ফ্রী) অবৈতনিক করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন; অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, অন্যান্য অংশীদারের অংশ এবং ছাত্রদেয় বেতন পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ব্যয়ভার আপনি বহন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সদাশয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু এ প্রস্তাবে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য পরিত্যাগ করিলে তত্ত্বাবধানের ব্যাঘাত ঘটিবে এবং পরিশেষে বিদ্যালয়টী জমীদারী আসবাবস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। তবে অন্যান্য অংশীদিগের অংশ এবং ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণ না করেন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ আমাদের প্রদেশে অধিকাংশ লোকই নিঃস্ব; রীতিমত আপন আপন সন্তানের বেতন দিতে অক্ষম। বেতন না লইলে ছাত্রসংখ্যা দ্বিগুণ হইবারও সম্ভাবনা। শীঘ্র যাহাতে ডিস্পেন্সারির নিকটে একটী স্কুল গৃহ নির্ম্মিত হয়, তদ্বিষয়ে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

চকদীঘীতে যে একটি ডিস্পেন্সারি আছে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। চিকিৎসক মহাশয় কিম্বা তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীদের অনবধানতানিবন্ধন বা গবর্ণমেণ্টের ঔষধদানে কৃপণতা অথবা নিয়মের দোষেই হউক, মধ্যে মধ্যে উক্ত ডিস্পেন্সারির অনেক বিশৃঙ্খলার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পোষ্ট আফিসটীর কার্য্যও সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নহে। কারণ কখন কখন উপর্য্যুপরি ৪। ৫ দিবসের পত্রিকা এক সময়ে পাওয়া যায়। মৃত বাবুর উইল অনুসারে চকদীঘীতে একটী অতিথিশালাও শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং কি প্রণালীতে উহার কার্য্য চলিবে, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত বিশেষরূপ অবগত নহি। আমাদের বিবেচনায় যাহারা বার্দ্ধক্য, পীড়া অথবা অক্ষতাঙ্গতাপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম, তাহাদিগকে এবং অনাথ বালক বালিকাদিগকে (যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের কেহ নাই) আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। আর যেসকল প্রতিবেশবাসিনী ভদ্র কুলকামিনীর পতি পুত্রপ্রভৃতি ভারণপোষণকারী কেহ নাই অথচ যাঁহারা ভিক্ষার্থিনী হইয়া পরের দ্বারস্থ হইতে পারেন না, তাঁহাদের কোন প্রকার বিধান করিতে পারিলেও ভাল হয়। এমন নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত যে, ঐ অনাথিনীরা অন্তঃপুরে সারদাবাবুর গৃহিণীর নিকটে আবেদন করিবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। বিদ্যালয়, ঔষধালয়, ডাকঘর এবং সঙ্কল্পিত অনাথাশ্রমটী রীতিমত চলিয়া আশানুরূপ ইষ্ট ফল প্রসব করিয়া দেশের অসীম মঙ্গলসাধন করিতে থাকে, ইহাই আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়; কিন্তু নিয়মিত তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে তাহা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব একটী স্থানীয় সভা করিয়া সভার হস্তে তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত করা উচিত। তাঁহারা যে নিয়মাবলী করিবেন, তদনুসারেই কার্য্য হইবে। আমরা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া সভা করিবার প্রস্তাব করিতেছি।

সভাপতি।

মান্যবর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বসু
" " দ্বারকানাথ মিত্র
" " পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
" " পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়
" " শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য
" " উমেশচন্দ্র মিত্র
" " কৃষ্ণলাল বিশ্বাস
" " গোলগোবিন্দ মিত্র
" " কালিদাস রায়
" " চুণিলাল রায়

অবৈতনিক সম্পাদক

" " যোগেন্দ্রনাথ রায়।

সহকারী সম্পাদক

" " ক্ষেত্রনাথ সেন (প্রধান শিক্ষক)

সৌভাগ্যে মৃত মহাত্মার একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হয়, ইহাও আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ

১২৭৫ বিঃ-

—০১—

প্রজাবর্গের অনিষ্টনিবারণজন্য কৃপালু গবর্ণমেন্ট বিচারালয়সংস্থাপন করিয়া বিচারক সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদিগের হইতেও যাঁহাদিগের সাহায্যে সুবিচার হইবে, তাঁহারা যদি নিজে অধার্ম্মিক হন, তাহা হইলে কখনই দুষ্টের দমন হয় না। অতএব অগ্রে তাঁহাদের ধার্ম্মিক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এক জন অন্ধ যেরূপ অন্যকে পথপ্রদর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ অধার্ম্মিকেরা অন্য অধার্ম্মিক লোককে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে শক্ত হয় না। উকিল ও মোক্তার মহাশয়দিগের উপরে বিচারকার্য্য অধিকতর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যখন আপন আপন মক্কেলের পক্ষ লইয়া বক্তৃতা করেন, তখন নিজের মক্কেলের দোষসত্ত্বেও ধর্ম্মের দিকে না তাকাইয়া স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন জন্য পরস্পর বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। যদি উকীল ও মোক্তার মহাশয়েরা অসঙ্কুচিত চিত্তে মকদ্দমা একেবারে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অর্থের কিছু লাঘব হয় বটে, কিন্তু যে জন্য বিচারালয়সংস্থাপন করা ও বিচারক নিয়োগ করা সে উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে এবং ক্রমে লোকে মিথ্যা মকদ্দমা করিতে আর সাহসী হয় না। সুতরাং দুষ্টের দমন সহজেই হইয়া উঠে। কিন্তু দেখা যায় যে, উকীল মোক্তার মহাশয়েরা নাস্তিক পাষণ্ডদিগের ন্যায় আবনের উদ্দেশ্য একেকালে বিস্মৃত হইয়া অর্থের দাস হইয়া পরম পদার্থ ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া যে সে মকদ্দমা গ্রহণপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং বাহিরে আপনাদিগকে পরম ধার্ম্মিক ও ভদ্র বলিয়া লোকের নিকটে পরিচয় দেন। সম্প্রতি এই বহরমপুরে এইরূপ একটী ব্যাপার উপস্থিত। তাহা সাধারণের গোচর করিবার মানসে তাহার স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, পাঠক মহাশয়গণ উকীলদিগের অধর্ম্মের ভাব স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন।

এখানকার জাইন্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট একটী মারপিটের মকদ্দমা উপস্থিত। যিনি মারিয়াছেন, তিনি তাহার উকীলের নিকট স্বীকার করিয়াছেন এবং উকীল মহাশয় নিজেও স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে বাস্তবিকই আপনার মক্কেল মারিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াও আপনার মক্কেলের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, অধিকন্তু যে মার খাইয়াছিল, তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই কি উকীল মহাশয়দিগের ধর্ম্ম? এই কি তাঁহাদিগের ভদ্রতা? এই কি তাঁহাদিগের এত কাল পরিশ্রমের বিদ্যার ফল? অর্থপিশাচ হইয়া ধর্ম্মকে ও হিতাহিতজ্ঞানকে (কমন্ সেন্স কে) নষ্ট করা কি তাঁহাদিগের ন্যায় লোকের কর্ত্তব্য? যদি তাঁহাদিগের নিজের কর্ত্তব্যবোধ না হইল, তবে তাঁহারা কিরূপে অন্যকে কর্ত্তব্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্ধ কখন অন্ধকে লইয়া যাইতে পারে না। কোথায় উৎপীড়িত ব্যক্তিরা রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিয়া শান্তিপ্রাপ্ত হইবে, না তাহারা অর্থপিশাচ উকীল মোক্তারদিগের জালে জড়িত হইয়া আরও বিপদে পতিত হয়। এক্ষণে উকীল ও মোক্তার মহাশয়দিগের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁহারা নিজে ধার্ম্মিক হইতে শিক্ষা করুন, তাহা হইলে প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের ও ধার্ম্মিক লোকদিগের উদ্দেশ্য সফল হইবে ও সেই সঙ্গে তাঁহাদেরও অর্থোপার্জ্জন হইতে পারিবে।

উপসংহারকালে গবর্ণমেণ্টসমীপে আমার নিবেদন এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন উকীল ও মোক্তারদিগের বিদ্যা বুদ্ধির পরীক্ষাগ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ওকালতী ও মোক্তারি করিতে অনুমতি দিবেন, তেমনি তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যে ধর্ম্ম এবং চরিত্র তাহার যেন পরীক্ষা করেন। নতুবা জ্ঞানবান অথচ নাস্তিক পাষণ্ড উকীল ও মোক্তারদিগের দ্বারা প্রজাবর্গের শান্তিলাভ দূরে থাকুক, বরং পাপের স্রোত অধিকতর প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

বহরমপুর
১২৭৫
৩ রা জ্যৈষ্ঠ

এক জন পাঠক

—১০১—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটীর ইনষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ মান্যবর শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, পি, আষ্টিন সাহেব যেরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমসহকারে বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, অত্যল্প কালের মধ্যে বিদ্যালয়টীর সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিবে। তিনি ও আর কয়েকটী বিজ্ঞবর সুশিক্ষক একণে উপরিস্থ শ্রেণীগুলিতে সবিশেষ যত্নের সহিত অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয় কেবল দিবসে ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, তিনি রজনীযোগে সময়ে সময়ে বি, এ, শ্রেণীর ছাত্রদিগকে আপন আলয়ে আনাইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রাদি দ্বারা চন্দ্রের ও নক্ষত্রগণের গতিবিধি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয়! তিনি উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা জন্য যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, তাহা লেখনীদ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ বিদ্যোৎসাহী পরোপকারী মহাত্মার কোন বিষয়ে ক্রটী দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয় দুঃখে পরিতাপিত না হয়? মহানুভব আষ্টিন সাহেব বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেণ্টের কয়েকটী শ্রেণীর উন্নতি জন্য বিশেষ যত্নশীল আছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তিনি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিয়াও করেন না। ঐ শিক্ষকগণের অতিশয় দুরবস্থা। তাঁহাদিগের অবকাশকাল ও বেতন অতি অল্প। সম্পাদক মহাশয়! অল্প বেতনে কি কোন গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারে? শিক্ষকের কার্য্য বড় সহজ নহে। সমাজের উন্নতি ও অবনতি শিক্ষকদলের উপরে বিশেষরূপে নির্ভর করে। অতএব শিক্ষকগণ যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, প্রত্যেক বিদ্যালয়স্থ তত্ত্বাবধায়কের সেবিষয়ে যত্নশীল হওয়া উচিত। এক্ষণে আমার লিখিতব্য এই যে, মহামান্যবর আষ্টিন সাহেব যখন বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন, তখন নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকগণের বেতনবৃদ্ধিপ্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহার একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে সমধিক যত্নসহকারে অধ্যাপনাকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, বিদ্যালয়েরও অধিকতর উন্নতি হইবে।

১৮৬৮।১০ই মে

একান্ত বশম্বদ
চক্রবেড়ে নিবাসী

—১১—

সম্পাদক মহাশয়! আমি অনেক দিন অবধি এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ভ্রমণ করিতে করিতে কত দেশে কত প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপারই অবলোকন করিলাম। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বানিকগঞ্জের হাটে যে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়াছি তাহার কাছে কিছুই লাগে না। তথায় দেশান্তর হইতে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে। আমি হাটের শোভাদর্শনার্থী হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ বিপণি শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তন্মধ্যে এক স্থানে লোকের জনতা দেখিয়া এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! ওখানে অত লোকের গোল কেন? তিনি উত্তর করিলেন কেন? আপনি কি এখানে কখন আসেন নাই? ওখানে ছোট ছোট কন্যা বিক্রয় হই-

তেছে। এ কথা শুনিবামাত্র আমার বোধ হইল, তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন। আমি কহিলাম, মহাশয়! কি রহস্য করিতেছেন আপনি জানেন না এ ইংরেজের মুলুক, ছুঁতে মাছি কাটে এখানে মানুষ বিক্রীর নাম করিলে তাহার দণ্ড হয়। তিনি কহিলেন, সে কি মহাশয়! আপনি জানেন না এই হাটে অল্পবয়স্কা কন্যা বিক্রয়ের অনুমতি আছে আমার কথায় প্রত্যয় না যান একটু আগে গিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করুন। তখন আমি মনে করিলাম; তা হতেও পারে। বাল্যকালে শুনা ছিল চেতলার হাটে মানুষ বিক্রি হয়, তা এখানেও হবে তার আশ্চর্য্য কি। ভাল এঁর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমারই পক্ষে ভাল। এত দিনের পর বুঝি এই আইবড় বংশজ বামুনটার কপাল ফিরিল। যদি এই সুযোগে একটা ছোট মোট মেয়ে হাত লাগিয়া যায়, তাহা হইলে বাপ পিতামহের একটা পিণ্ডের ও আপনারও অসময়ে এক ঘটী জলের সংস্থান হইতে পারে। অনন্তর অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বিক্রয়স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই ২।৩ হইতে ক্রমে ১২।১৩ বছরের পর্য্যন্ত অনেকগুলি কন্যা তথায় বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির রূপ লাবণ্য দেখিয়া আমার মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। মনে করিলাম এত দিনের পর বুঝি প্রজাপতি এ অভাগার প্রতি সদয় হলেন। এত মেয়ের মধ্যে একটা না একটা অবশ্যই জুটিতে পারিবে। দেখিলাম, কতকগুলি দালাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন। কন্যা পাইবার জন্য সকলেই প্রথমে তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছেন। সওদা করিয়া দিতে পারিলে তাঁহারা শতকরা ১০ টাকা দালালি ও কখন কখন আরও কিছু কিছু পূজা পাইয়া থাকেন। একটী ১৩ বছরের মেয়ের কাছে কতকগুলি খরিদদার একত্র মিলিয়াছে দেখিয়া আমি সে স্থানে উপনীত হইলাম, সেখানে বিক্রেতার সগর্ব্ব কড়া কড়া কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই থ হইয়া আছেন। কন্যাটীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া দরের কথা জিজ্ঞাসা করিব করিব মনে করিতেছিলাম, এমত কালে প্রায় ৭০ বছরের এক বুড়ো আসিয়া দালালের কাণে কাণে ৭৫০ টাকা দর দিলেন, শুনিয়া আমি অমনি অমনি পাশ কাটাইলাম। তাহার পর একটী বছর সাতেকের আন্দাজি গোচের মেয়ে দেখিয়া দরের কথা সুধাইলাম। কিন্তু তাহার অধিকারী ৪৫০ হাঁকিয়া বসিয়া আছেন, দালাল মহাশয় বলিলেন, অনেকে ৩৫০ উঠিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই। এখানেও ডাল গলিবে না ভাবিয়া আর একটী ঐ রকমের কিছু ছোট দেখে দর করিতে গেলাম। তাহার অধিকারিণী স্ত্রীলোকটী যে দরের কথা বলিলেন, তাহাতে এক দিন হওয়া যাইতে পারে কিন্তু তিনি যে আসবাবের ফর্দ্দ দিলেন তাহার সরবরাহ করা আমাদের সাধ্য নয়! অনন্তর যে দিকে কাঁণা খোঁড়া প্রভৃতি বিকলাঙ্গগুলি বিক্রয় হইতেছে তথায় গিয়া দেখিলাম, তাহারাও পড়িতে পায় না। তৎপরে যেখানে ছোট ছোট বাচকানিগুলি বিক্রয় হইতেছে, সে দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। কিন্তু তাহার মধ্যে কোনটীর গায়ে সূতিকাগন্ধ কচ্চে, কোনটী বা আজিও দুধ ছাড়ে নাই। আমার যা পুঁজি পাটা ছিল, তাহাতে ঐ রকমের একটী পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু লইতে ভরসা হইল না। জানি কি যদি এক বালদায় কর্ম্ম কাবার হইয়া যায়। মহাশয়! ঐ হাটের এক দেশে আবার কন্যা বিনিময়ও হইতেছে দেখিলাম। যাঁহারা বদলাই করিতেছেন, তাঁহাদিগের বড় কষ্ট নাই। কারণ সওদা সহজেই হইতেছে; কিন্তু তাহাতে কোন না কোন পক্ষের ঠকা হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়! আপনি ত ইস্তক প্রেততত্ত্ব হইতে রাজনীতিপর্য্যন্ত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন; এই বিষয়ের জন্য এক বার কলম ধরিয়া রাজপুরুষদিগের যদি একটু বাগ ফিরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক শ্রোত্রিয় ও বংশজ বামুনের বংশরক্ষা হইতে পারে। যেখানে তাঁহারা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন, সেখানে কন্যার বয়ঃক্রম ও রূপ লাবণ্য অনুসারে উহার শ্রেণীবিভাগ করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে আমাদিগের মত হতভাগাদিগের এক দিন গতি লাগিতে পারে। দেখুন, সহরে গাড়ি পালকি প্রভৃতির ভাড়া নিরূপিত হইয়াছে, ঐ হাটের কন্যাগুলির একটী দর নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে যদি দেশের কিছু প্রজাবৃদ্ধি হয় তাহাতে হানি কি?

ইলদোবামগুলাই
১৫ ই মে ১৮৬৮ } এক আইবড়।

—:o:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীময় চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১০
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী মেদিনীপুর ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ ৩৫০
" " আশুতোষ মিত্র রাজপুর ৫।০
" " মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত কলিকাতা ৫॥

২০।০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৫০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵৫ আনা তাহার পর ✓১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ —১১৬— সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২০এ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৮। ১ লা জুন { মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের নূতন প্রকার বন্দোবস্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি স্বাক্ষর করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

—ঃ০ঃ—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কয়লাপ্রভৃতির গাড়ি ভাড়ার নিয়ম।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ১ লা জুলাই অবধি খনিজ পদার্থ সম্পর্কে " গাড়ির পূর্ণ বোঝাই " এই শব্দের অর্থ এই রূপ বুঝিতে হইবে যে প্রতি গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পাবে তাহার আধ টন করিয়া ন্যূন থাকিবে। যাঁহারা যত কম মাল পাঠান না কেন, তাহাঁদিগকে সেই আধ টন কম যে মাল তাহার ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত " পূর্ণ বোঝাইয়ের " অধিক মাল পাঠাইতে চান তাঁহাকে সেই বেশী মালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
ড্যালহৌসী স্কোয়ার
কলিকাতা ২২ এ মে } সিসলষ্টিফেনসন
এজেণ্টস বোর্ড।

—ঃ০ঃ—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কয়লার কণ্ট্রাক্ট।

১৮৬৮ অব্দের ১ লা জুলাই অবধি ছয় মাস কাল এই কোম্পানির পাথরিয়া কয়লা লইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা উহা সরবরাহ করিবার টেণ্ডর দিবার ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি ১০ ই জুনের দুই প্রহরপর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন। আবেদন করিলে টেণ্ডরের ফরম পাইতে পারিবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা ২৭এ মে } সিসলষ্টিফেন্সন
এজেণ্টস বোর্ড।

—ঃ০ঃ—

মহাকবি দণ্ড্যাচার্য্যের কৃত দশকুমার চরিতের পূর্ব্বপীঠিকা নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভমরু বল্লভ পন্থ কর্ত্তৃক এই প্রথম প্রকাশিত এবং দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইল। মূল্য ॥০ আট আনা ডাক মাস্থল এক আনা।

কলিকাতা সংবাদ
জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র
নিমতলা ষ্ট্রীট
৩২ সংখ্যক ভবন } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—ঃ০ঃ—

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের ন্যূন উচ্চ ও বাচ্চা সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী পিলখানাতে সর্ব্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক। ক্রয়েচ্ছু, গণ উক্ত দিবস প্রোক্ত স্থানে গিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং ৬ ই মে।

ঢাকা
আফিস { আর, ডি, নথল
খেদা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

—ঃ০ঃ—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু-পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে। ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র
১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা [illegible] পাওয়া যায়। মফস্বলে, ঘড়ী অঙ্গুরি [illegible] পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক [illegible] হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক [illegible] দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন।

	টাকা
শব্দকল্পদ্রুম ভক্তিসিন্ধু প্রথম খণ্ড	৫
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা টীকা ও বাঙ্গালা সম্বলিত	২॥০
শব্দসিন্ধু	২
শব্দাবলী	২
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব	৩২
অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি টীকা টীপ্পনী ও ১৮ খানি প্রতিমূর্তি সহিত	২
[illegible]	২
ইংলণ্ড [illegible]	১॥০
নলচরিত কাব্য	১
পদ্মাবতী	৩
বেতালপঞ্চবিংশতি	১
[illegible]	৩
চরিত্রবিলাস	৮
[illegible]	২
[illegible]	৩
ইংরাজীর [illegible]	২॥০
[illegible]	৩
ফৌজদারি গাইড	১
[illegible] চন্দ্রিকা	২
সটীক নিদান	২
নিদান	১
মালতীমাধব	১
পঞ্জাব ইতিহাস	১॥
চীনের ইতিহাস	
[illegible] নক্সা (১। ২)	১॥
[illegible] নাটক	১
[illegible] নাটক	১
[illegible]	॥
[illegible] নাটক	৮০
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি	১॥০

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬২ নং } শ্রী [illegible] রায়

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
[illegible]	৩
প্রকৃতিবাদ	৫

সংস্কৃত পুস্তক

রঘুবংশ সটীক	৮
[illegible] নৈষধ [illegible]	২॥০
[illegible]	২০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৵

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭০ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ১৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা। শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

রাণীগঞ্জ পটারি কোং লিমিটেড।

মেজিয়া কবিবার [illegible]।

ঐ কোম্পানির মিসনরীশিত ও [illegible] উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয় ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের মে মাসের ১৫ ই হইতে ২১ এ পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকম [illegible] জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট ইঞ্চ
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১০—১
মহানায়	১১—২
তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত (১৩॥ মাইল মধ্যে)	৩—৩
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে)	৩ ৯
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে)	৩ ″
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে)	৩—১

সন ১৮৬৮ মে মাহার ১৬ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ ফুট ইঞ্চ ২ ৩

বহরমপুর ১৬ ই মে ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি, [illegible] সি, ই, এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

বাল্যবিবাহ ও হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্ত।

দিন দিন হিন্দুসমাজের বহুতর পরিবর্ত্ত হইতেছে। আমরা বাল্যাবধি যে পরিবর্ত্ত দর্শন করিলাম, তাহা যদি একত্র গণনা করিয়া দেখা যায়, হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। দশবৎসরপূর্ব্বে কোন পল্লীগ্রামে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হইত, বাঙ্গালিরা কেবল ক্রীড়া ও আলস্যে কালক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছেন। গ্রামের বালক অবধি বৃদ্ধপর্য্যন্ত সকলেই ক্রীড়াসক্ত। বালকদিগের পড়া শুনার নামগন্ধ নাই, যুবকদিগের বিষয়চিন্তা নাই; বৃদ্ধদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই, কেবল দলাদলি, লোকের নিন্দা, বৃথা গল্প ও ক্রীড়া লইয়া আছেন। এখন সেই সেই গ্রামে প্রবেশ করিলে গ্রামের আর সে ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকেরা লেখা পড়ায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছে; যুবক ও প্রৌঢ়েরা বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে; বৃদ্ধদিগেরও দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্ব ভাবের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সকলে আলস্য ও ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করিতেন বটে; উহার সমুচিত ফল ভোগও করিতেন। অধিকাংশেরই সংসারের বিলক্ষণ অসচ্ছল ছিল। সাংসারিক সুখ ভোগ দূরে থাকুক, অনেকে অশন বসনাদিরও যার পর নাই কষ্ট পাইতেন। এক্ষণে আর সেরূপ নাই। এখন কি কৃষক, কি শ্রমজীবী মজুর কেহই প্রায়

অন্নের নিমিত্ত হাহাকর করে না। গ্রামের মধ্যে যে দুই চারি জন জাত্যভিমানাদি নিবন্ধন শ্রমবিমুখ হইয়া আলস্যে কালাতিপাত করে, তাহাদিগেরই যে কিছু কষ্ট আছে এইমাত্র। সাধারণ্যে বলিতে গেলে এই কথা বলিতে হয়, পল্লীগ্রাম গুলি এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়াছে।

বিদ্যাদানকার্য্যের প্রাচুর্য্য, বাণিজ্যের উন্নতি ও রেলওয়ের সৃষ্টি এই তিনটাই পল্লীগ্রামের অবস্থাপরিবর্ত্তের প্রধান কারণ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ সমুদায়েরই মূল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যেমন আমাদগের যাবতীয় কল্যাণের কারণ, তেমনি ইংরাজদিগের সংসর্গ ও তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তদর্শন কতগুলি মারাত্মক অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এ স্থলে সে পরিবর্ত্তগুলিরও গণনা করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। প্রথমতঃ মাদকদ্রব্যসেবনের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে; তৎসহচর অন্য অন্য দোষেরও আবির্ভাব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অনেকে যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মে অনাস্থা এ গুলির মূল। হিন্দু ধর্ম্মে লোকের এত অনাস্থা জন্মিয়াছে যে, যে কিছু হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকের তাহা মৌখিকমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দন ও জপহোমাদি প্রায় দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কোশাকুশি ও শালগ্রামশিলা অনেকের বাটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকের বাটীতে পূজার পাত্র অনাদরহেতু মনোদুঃখে মলিন হইয়া মঞ্জুষাগত হইয়া আছে। যেগুলিতে অপকার, তাহা বিনা সঙ্কোচে অবলম্বিত হইতেছে; কিন্তু যে পরিবর্ত্তে হিন্দুসমাজের উন্নতি ও মহোপকার লাভের সম্ভাবনা আছে, সে দিকে প্রায় কেহ অগ্রসর হন না। বাল্যবিবাহের উন্মূলন একটী মহোপকারক বিষয়। সে পরিবর্ত্তে অল্প লোকের অভিরুচি দেখিতে পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশের দুই জন পত্রপ্রেরক দুটী বালকের বিবাহ হইতে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন। বাল্য বিবাহ বহু দোষের আকর। আমরা যে এত হীনবীর্য্য ও হীনবল, দেশের জলবায়ু প্রভৃতির দোষই তাহার একমাত্র কারণ নয়, বাল্যবিবাহ বহুলপরিমাণে উহার সহায়তা করিয়া থাকে। কাহার বৃক্ষরোপণের ইচ্ছা জন্মিলে সে কখন চারা গাছের অপুষ্ট বীজ লইয়া সে ইচ্ছা চরিতার্থ করে না; কিন্তু বঙ্গদেশীয়েরা অনায়াসে অপুষ্ট বীজে সন্তান উৎপন্ন করিতেছেন। সে সন্তানের বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইবার সম্ভাবনা কি? এ দেশের লোকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত অধ্যবসায়সহকারে যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, বাল্যবিবাহ তাহার অন্যতর প্রধান কারণ।

এ দেশের দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর যে বাল্যবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহাই এ বিষয়ের চূড়ান্ত। এই শ্রেণীর প্রায় পেটে পেটে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। বালকের যখন দশ বা একাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হয়, সেই সময়ে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়। তত অল্প বয়সে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে কত অনিষ্ট হয়, অনুভবশালী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদিগের কষ্টের কথা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে লেখা পড়া প্রায় সাঙ্গ হয়। অনেকে অল্প বয়সে সংসারভারাক্রান্ত হইয়া নানাবিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অন্য অন্য জাতি দারপরিগ্রহ করিয়া যেসময়ে সংসারে প্রবেশ করেন, বৈদিকেরা তখন পৌত্রপ্রপৌত্রাদি বহু পরিবারে বেষ্টিত হইয়া বিষম বিব্রত হন। তাঁহাদিগের হইতে সেই বহু পরিবারের যথাবিধি লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতি সম্পন্ন হওয়া ভার হইয়া উঠে। যিনি বাটীর কর্ত্তা, তাঁহাকে একটী দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তু বলিলে হয়। তাঁহার না আছে বিদ্যা বুদ্ধি, না আছে চিত্তের ঔদার্য্য, না আছে বহুদর্শন, না আছে অর্জ্জনক্ষমতা; অল্প বয়সে বিবাহ সমুদয় হরণ করিয়া লয়। তাদৃশ কর্ত্তার অধীন পরিবারেরা যে কীদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হয়, তাহা অনুভবশালীদিগের দুর্ব্বোধ নহে। পুরুষপরম্পরা এই দুর্দ্দশা হইয়া আসিতেছে; এই নিমিত্ত বৈদিকশ্রেণী কোন বিষয়েই উন্নতিশীল হইতে পারিতেছেন না। এইসকল কারণে এই শ্রেণীর মধ্যে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি নয়নগোচর হন না। দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণী নিরবধি হতভাগ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ। যত দিন এই শ্রেণীর এ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, তত দিন যে ইহাঁরা শুধরিয়া উঠিবেন, সে সম্ভাবনা নাই।

এইমাত্র অনিষ্ট নয়। বৈদিকদম্পতীর অনন্যজাতিসাধারণ একটী বিপরীত ভাব নয়নগোচর হয়। অন্যান্য জাতীর পুরুষেরা স্ত্রীর উপরে প্রভুত্ব করেন; কিন্তু বৈদিকশ্রেণীর স্ত্রীরা পুরুষের উপরে আধিপত্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিবাহকালে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই প্রায় দশ বৎসরের অধিক বয়স হয় না। এ দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা অল্প বয়সে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধমান হইয়া উঠেন; সুতরাং বৈদিক স্ত্রীগণ অতিশয় ব্যাপিকা হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের ব্যাপিকা হইবার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। সমবয়স্ক পুরুষের অপেক্ষা সমবয়স্ক স্ত্রীর অবয়বাদির অগ্রে উন্মেষ হওয়াতে পুরুষেরা স্ত্রীর মনোরঞ্জনে সমর্থ হন না। সম্প্র

সুখভোগ করাইয়া যে তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিবেন, পুরুষের সে ক্ষমতাও জন্মে না, কাজে কাজেই পুরুষকে স্ত্রীর অনুগত হইয়া চলিতে হয়। যে ভর্ত্তা হইতে ভর্ত্তৃকর্ত্তব্য কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, তাহাকে ভর্ত্তা বলিয়া স্ত্রীলোকের ভক্তি করিবার রুচি জন্মিবে কেন?

আর একটী অনিষ্ট এই, বৈদিকদিগের স্ত্রীপুরুষে দেখিতে অতি বিসদৃশ হয়। ইহাঁদিগের বাঞ্ছানুরূপ ভোগ সুখও হয় না। পুরুষেরা যখন যৌবন সীমায় উত্তীর্ণ হন, স্ত্রীলোকদিগের তখন যৌবনচিহ্ন বিগলিত হইতে থাকে।

একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বৈদিকেরা অষ্টপ্রহর এই কষ্টভোগ করিতেছেন; কিন্তু কাহাকেই প্রায় ঐ জঘন্য প্রথার উন্মূলনে যত্নবান্ দেখিতে পাওয়া যায় না। এটীও এই শ্রেণীর অপদার্থতার অপর পরিচয়। বৈদিক শ্রেণীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা অতি সহজ কর্ম্ম। সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে জাত্যন্তর হইতে হয় না, একঘরে হইয়াও থাকিতে হয় না; কিন্তু সম্বন্ধ পরিত্যাগের কথা উত্থাপন করিলে যাঁহারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা যে উত্তর দেন, আর যাঁহারা কিছু জানেন না, তাঁহারাও সেই উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্ব্বপুরুষেরা করিয়া গিয়াছেন, উভয়েরই এই উত্তর। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি কি চমৎকার ভক্তি!! মদ্যপান করিবার, গাঁজা খাইবার এবং অগম্যাগমন করিবার সময় পূর্ব্ব পুরুষ কোথায় থাকেন? ঐসকলে প্রবৃত্তি বিধানকালে কি কেহ পূর্ব্ব পুরুষের দোহাই দিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হন? পূর্ব্বপুরুষেরা কি ঐসকল কাজ করিয়াছিলেন?

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, আমরা বাল্যবিবাহের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্তই উল্লিখিত কুৎসিত প্রথার বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলাম, পাঠকগণ এটীকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করিবেন না। তাঁহারা বহুদোষাকর বাল্যবিবাহের এরূপ উদাহরণ আর পাইবেন না।

—০—

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে ঘটনা ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট।

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের চিত্তবিভ্রমাদি দোষ কি রাজপুরুষদিগেরও শীর্ষে সংক্রামিত হইল? এই তাঁহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষীয় সভার কৃত কমিসন নিয়োগ প্রস্তাবে ভ্রূকুটী করিলেন; এই আবার "পাসেঞ্জার সোসাইটীকে" লিখিলেন, দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিয়োজিত করা হইবে। কমিটি ও কমিসন উভয়ের বাস্তবিক অর্থগত ভেদ কি? কমিসনও প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান করিবেন, কমিটিও তাহাই করিবেন। তবে ভারতবর্ষীয় সভাকে অবমাননা করা হইল কেন? কমিসন নিয়োগ করিলে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, কমিটি নিয়োগ করিলে তাহা হইবে না, অথচ লোককে প্রবোধ দেওয়া হইবে; যদি কমিসন ও কমিটি উভয়ের এরূপ অর্থভেদ হয়, তাহা হইলে কমিটি নিয়োগের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা মন্দ হয় নাই। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনাতে অধিকসংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া যে জনরব হয়, ডেপুটি কন্সল্টিঙ ইঞ্জিনিয়রের কৃত রিপোর্ট দ্বারা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সেটি মিথ্যা বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান জন্মিয়াছে; অতএব তাঁহার নিকটে কমিসন নিয়োগ অনাবশ্যক বলিয়া যে প্রতীয়মান হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু এ স্থলে আমাদিগের একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা জন্মিল। গ্রাণ্ট সাহেব যত দিন হস্তক্ষেপ না করিয়াছিলেন, যত দিন নীল কমিসন না বসিয়াছিলেন, তত দিন নীলকরদিগের অত্যাচারবৃত্তান্ত কি জগতের বিদিত হইয়াছিল? উহার পূর্ব্বে কি নীলপ্রধান প্রদেশে জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ছিলেন না? প্রক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, কন্সল্টিঙ ইঞ্জিনিয়র কি ঘটনাক্ষণে উপস্থিত ছিলেন? তর্কমুখে যদি স্বীকার করা যায়, পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা অসৎ, কন্সল্টিঙ ইঞ্জিনিয়রের গমনের পূর্ব্বে কি তাঁহারা মৃত ব্যক্তিদিগকে স্থানান্তরিত করিতে পারেন না?

ভারতবর্ষীয় সভা যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তরদান করিয়াছেন, গত সপ্তাহের প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ঐ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সম্ভবে কি না, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

১৫ ই মে ভারতবর্ষীয় সভা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের নিকটে কমিসন নিয়োজিত করিবার অনুরোধ করেন। এই দুর্ঘটনাসংক্রান্ত যে কতক বাহুল্য বর্ণনা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন জনরব এরূপ হইয়াছে এবং যখন এত লোকে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন কমিসন নিযুক্ত করিলে নিঃসংশয় দুটী ফল হইত। সভা বলিয়াছেন, প্রথমতঃ কোন্টী সত্য কোন্টী মিথ্যা লোকে তাহা জানিতে পারিবেন এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের উপরে যে দোষারোপ করা হইয়াছে তাহা তাঁহারা ক্ষালন করিবার সুবিধা পাইবেন। এতদপেক্ষা ন্যায়সিদ্ধ প্রার্থনা কি হইতে পারে? লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহার যে উত্তরদান করিয়াছেন, তাহা এইঃ—

১। "মহাশয়! লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারে আমি মহাশয়ের ১৫ ই তারিখের পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া

বলিতেছি, শ্যামনগরের দুর্ঘটনা হইবা মাত্র, ডেপুটি কন্সলটিঙ ইঞ্জিনিয়র ঐ স্থান দর্শন করিয়া হত ও আহতের সংখ্যা দৈনিকপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সংখ্যাই যথার্থ।

২। কাপ্তেন লুয়ার্ড যে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহা মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করা যাইতেছে। কিসে দুর্ঘটনা হইল, তাহার পরই বা কি হইল, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান হইতেছে। এরূপ দুর্ঘটনা হইলে সচরাচর যে অনুসন্ধান হয়, এস্থলেও সম্পূর্ণরূপে তাহা হইবে।

৩। দুর্ঘটনানিবন্ধন যেসকল গল্প ও বাহুল্যবর্ণন হইতেছে তন্নিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অতিশয় দুঃখিত হইতেছেন। কিন্তু এসকল গল্প কেবল সাধারণকে ভুলাইবার জন্য প্রচারিত হইয়াছে। যাহা শুনিবামাত্র অবিশ্বাস যোগ্য হয়, তদ্বিষয়ে প্রকাশ্য কমিসন নিযুক্ত করা লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের মত নহে।

৪। ভারতবর্ষীয় সভা কমিসনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া প্রকারান্তরে এই সকল মিথ্যা গল্পের সহায়তা করিতেছেন। তাহা না করিয়া, তাঁহাদিগের যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে যদি এসকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট হইতেন।

৫। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ভারতবর্ষীয় সভাকে নিশ্চয় বলিতেছেন, যেসকল গল্প উঠিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দুর্ঘটনার সময়ে ও তাহার পরে মৃত্যুসংখ্যা ১২ টী মাত্র হইয়াছে। কাপ্তেন লুয়ার্ড আপন রিপোর্টমধ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আশা করেন, এতদ্দেশীয় সমাজ, এ কথার বিশ্বাস করিবেন।

জে, হোবেগুেন, মেজর ইত্যাদি।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর যে কথা কহিতেছেন, তাহার উপরে আর কাহার কথা নাই। কিন্তু আমাদিগের মনে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয়ের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে। রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা মাজিষ্ট্রেটকে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে রাস্তা পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন কি না? তাঁহারা ঘটনার অব্যবহিত পরে পুলিসকে ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিতে দেন নাই কেন? তাঁহারা কয়েকখানি শকট দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন, এ কথা সত্য কি না? দুর্ঘটনার সমস্ত রাত্রি কল চলিয়াছে কি না? এগুলির অনুসন্ধান করা আবশ্যক কি না? কানপুরের হত্যাকাণ্ডসময়ে এক জন সোয়ার মিস হুইলরনামে একটী বালিকাকে লইয়া গিয়াছে বলিয়া কথা উঠে। তাহার অনুসন্ধানার্থ কত ব্যয় ও কত সাক্ষীর জবানবন্দি না হইয়াছিল? যদি কানপুরের হত্যাকাণ্ড লইয়া এত অনুসন্ধান হইতে পারিল, রেলওয়ের দুর্ঘটনানিবন্ধন কি এক কমিসন হইতে পারে না?

উপসংহারকালে আমাদিগের মনে আর কয়টী প্রশ্নের উদয় হইল। মৃত ব্যক্তিদিগের কি এক পয়সা ও একখানি বস্ত্রও ছিল না? তাঁহাদিগের সম্পত্তি কি হইল এবং কোথায় গেল? মাজিষ্ট্রেট মৃত দেহের অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে সেগুলি চালান করা হইল কেন? এগুলি কি সামান্য বিষয়? অথবা উৎকলের লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পর গ্রে সাহেবের সম্মুখে এই ঘটনা সামান্য বলিয়া যে পরিগণিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যদি মৃত ব্যক্তির মধ্যে পাঁচ জন ইউরোপীয় থাকিতেন, তাহা হইলে গ্রে সাহেব ভিন্ন স্বরে গান করিতেন সন্দেহ নাই। যাহাহউক, উপসংহারকালে বক্তব্য এই আমরা যে, প্রশ্নগুলি করিলাম তদ্বিষয়ে লোকের মনে দৃঢ়তর সন্দেহ জন্মিয়াছে। কমিসন নিয়োগদ্বারা সেই সন্দেহ ভঞ্জন করা একান্ত আবশ্যক। কেবল ইঞ্জিনিয়রদল লইয়া কমিসন করা না হয় এবং কমিসন বসিবার পূর্ব্বে কমিসন নিয়োজিত করা হইয়াছে, এ সংবাদ সমুদায় সমাচার পত্রে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় মফস্বলের লোকেরা সকল বিষয়ের সমাচার রাখেন না; রেলওয়ের বিপক্ষে কোন কথা বলিলে কি জানি কি বিপদে পড়িতে হয়, অনেকের এ ভয়ও আছে। এতএব লোকে যদি অগ্রে জানিতে পারেন, কমিসন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়া যিনি যে সন্ধান জানেন, কমিসনের অগ্রে উপস্থিত হইয়া বলিতে পারিবেন। অন্যথা কমিসন নিয়োগ বিফল হইবে।

—:০:—

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রস্তাব।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এই প্রশ্ন পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছে। আমরা এতৎসংক্রান্ত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। লেখক যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, এই মুদ্রা প্রচলিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য। আমরা কয়েক বৎসরাবধি এই মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছি। স্বর্ণ সমুদায় ধাতুমধ্যে উৎকৃষ্ট, ইহা যে বিনিময়কার্য্যে বিনিয়োজিত হইতেছে না, এটী সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদিগের দেশে স্বর্ণমুদ্রা বরাবর প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয়েরা "অল্পভার অধিকমূল্য" দ্রব্যের সমধিক সমাদর করেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সাহকারেরা স্বর্ণের চাপ মুদ্রা বলিয়া ব্যবহার করেন। সর চারলস উড এই মুদ্রা প্রচলিত করিবার নিষেধ করিয়া একটী মহাভ্রমে পতিত

হইয়াছিলেন। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করা বণিক্‌দিগের একান্ত অভিপ্রেত। ইহাতে তাঁহাদিগের অনেক সুবিধা হইবে। সাধারণের [illegible] এটী শ্রেয়স্কর হইতে পারে। [illegible] রেলওয়ে হওয়াতে লোকের [illegible] থাকিবার অভ্যাস ক্রমশঃ [illegible] আসিতেছে। অনেকের স্বাধীন [illegible] অবলম্বন করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। [illegible] দেশের বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত [illegible]কার্য্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া [illegible] আবশ্যক। রৌপ্য মুদ্রায় সে সুবিধা করিয়া দিতে পারে না। নোট [illegible] অনেক উপকার হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা ও নোটের মধ্যস্থলে আর এক প্রকার মুদ্রা থাকা আবশ্যক।

স্বর্ণমুদ্রাপ্রচলনের বিরুদ্ধে সচরাচর দুটী আপত্তি করা হইয়াথাকে। প্রথম, অষ্ট্রেলিয়াই এক্ষণে স্বর্ণের প্রধান আকর। তাহার সহিত এ দেশের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাণিজ্যসম্পর্ক নাই। অতএব [illegible] মোহরী মুদ্রা ও তৎপরিমাণ স্বর্ণ [illegible] আসিবে; দ্বিতীয়, স্বর্ণের মূল্য [illegible] সময়ে একপ্রকার থাকে না। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিলে হয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] সাধারণের ক্ষতি হইবে। প্রথম আপত্তির বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না থাকাতেই অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশের তত বাণিজ্য হইতেছে না বটে; কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে ইংলণ্ডের দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার সহিত বাণিজ্য চলিতেছে [illegible] এ দেশে বিস্তর অষ্ট্রেলিয় গিনি আনিয়াথাকে। এগুলি মুদ্রা বলিয়া [illegible] হয় না। লোকে অন্য অন্য [illegible]দ্রব্যের ন্যায় গিনি ক্রয় করিয়া [illegible]; যদি এক বার মূল্য নিরূপিত হয়, সমুদায় আপত্তি খণ্ডিত হইবে এবং অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এ দেশের বাণিজ্য প্রচুররূপ হইতে থাকিবে। ইউরোপে এক্ষণে বিস্তর স্বর্ণ আছে। প্রতিবৎসর তথায় এত স্বর্ণ যাইতেছে যে, চিন্তাশীল লোকেরা এই আশঙ্কা করেন যে অচিরকাল মধ্যে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস হইয়া পড়িবে। মূল্যের পরিবর্ত্তের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, যদি মুদ্রা বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে দুই কারণে স্বর্ণের মূল্যপরিবর্ত্ত হয়। সচরাচর লোকে অষ্ট্রেলিয়ার গিনি ক্রয় করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে চীন হইতে বিস্তর স্বর্ণ আইসে। এই স্বর্ণ গিনির অপেক্ষা বিশুদ্ধ। ইহার আমদানী কম হইলে গিনির মূল্য বৃদ্ধি হয়, আর আমদানী অধিক হইলে গিনির মূল্য কম হয়। যদি প্রস্তাবিত মুদ্রা বিশুদ্ধ স্বর্ণে প্রস্তুত হয়, মূল্যগত এরূপ ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, বিদেশের রপ্তানির অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের সাবধানতার উপরে স্বর্ণমুদ্রাপ্রচলনের ফলাফল অধিক নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে যে স্বর্ণ অলঙ্কারের নিমিত্ত বিক্রীত হইতেছে, বিবেচনাপূর্ব্বক টাঁকশালে ঢালাইতে পারিলে লোকে তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিবেন। তখন কি আর মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইবার আশঙ্কা থাকিবে? মুদ্রা প্রস্তুত করাইতে হইলে টাঁকশালে যে মাসুল দিতে হয়, তাহাতে কিছু রাজ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। গবর্ণমেণ্ট যদি বিবেচনাপূর্ব্বক এই মাসুল গ্রহণের নিয়ম করেন, তাহা হইলে মূল্য পরিবর্ত্তের কোন আশঙ্কা থাকিবে না। কর্ণেল স্মিথ ইংলণ্ডের ন্যায় বিনা ব্যয়ে এখানেও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা ইহাতে সম্মত নহি। তবে অধিক মাসুল লওয়া উচিত হয় না। যাঁহারা মফস্বলে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন নিবন্ধন বাঁটার আশঙ্কা করেন, তাঁহাদিগের সে ভয় অমূলক। ইংলণ্ডে মজুরেরা সিলিঙ্ও পেনির হিসাবে বেতন পায়; তাহারা কি স্বর্ণমুদ্রানিবন্ধন কষ্ট ভোগ করে?

অতএব আমরা সর রিচার্ড টেম্পলকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করুন। ইহাতে কোন বিঘ্ন হইবে না বরং বণিক ও সাধারণের বিলক্ষণ উপকার হইবে।

—০০—

দত্তকগ্রহণ।

পরের পিতাকে পিতা বলিবার ভুল্য বিড়ম্বনা আর নাই। মানুষের যত প্রকার উপহাস ও ভ্রম আছে, এইটী তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। লব কুশ রামচন্দ্রকে "তুমি পরের পুত্র দেখিয়া পিতা হইতে চাও?" বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত হয় নাই। সুরাপান, ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাদি দোসনিবন্ধন যাহাদিগের মানবস্বভাব এক কালে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগের ভিন্ন আর সকলেরই পুত্রোৎপাদন করিবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু ঈশ্বর সকলের সে মনোরথ পূর্ণ করেন না। যাঁহারা এ বিষয়ে একান্ত হতভাগ্য হন, তাঁহারা "ঘোলে দুদের স্বাদ মিটাইবার" ন্যায় দত্তকগ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মন্য জ্ঞান করেন। কিন্তু এটী একটী বিষম ভ্রম; ইহাতে সুখ স্বচ্ছন্দ না হইয়া প্রায়ই বিপরীত ঘটনা হয়। মিসর দেশের লোকের সংস্কার ছিল, যত দিন শরীর থাকিবে, তত দিন আত্মাও থাকিবেন। এই নিমিত্ত তাহারা নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্যদ্বারা মৃত দেহ অবিকৃত করিয়া রাখিত। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, যেরূপ গন্ধ দ্রব্যদ্বারা শরীররক্ষা করিলে জীবন রক্ষা হয় না; সেইরূপ দত্তকগ্রহণদ্বারা

বংশরক্ষা ও অপত্যসুখলাভ হয় না। কোন ব্যক্তি মৃত পিতা, পুত্র অথবা স্ত্রীর রক্ষিত দেহ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে জীবিত জ্ঞান করেন না; জীবিতাবস্থায় ঐসকল ব্যক্তির সহবাসে যে সুখ জন্মে, তাহা কি কখন মৃত দেহ সম্মুখে রাখিলে জন্মিতে পারে? প্রত্যুত চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের উহাতে কষ্ট হইয়াথাকে। দত্তকস্থলেও জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের সেইপ্রকার ঘটনা হয়। তাহারা যতবার তাঁহাদিগকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে, তত বারই তাঁহাদিগের চক্ষে সংসারের অসারতা প্রতীয়মান ও কষ্ট অনুভূয়মান হয়।

সর্ব্ব দেশেই দত্তকগ্রহণের রীতি ছিল, এখনও আছে। প্রাচীন কালের গ্রীক ও রোমকেরা দত্তকগ্রহণ করিতেন; এক্ষণে ও ইউরোপখণ্ডের ও আমেরিকার লোকেরা দত্তকগ্রহণ করিয়াথাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা ইহাতে সমধিক অনুরক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকায় দত্তককে সম্পত্তিমাত্র দেওয়া হয় এবং দত্তকের বিশেষ গুণ না থাকিলে তাহাকে গ্রহণ করা হয় না। আমাদিগের দেশের দত্তকের ন্যায় তত্রত্য দত্তকেরা পরকে "বাপ" বলে না। পূর্ব্ব সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তিত থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগের দেশের দত্তকেরা নূতন পিতার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইয়াথাকে। স্বগোত্রজের সহিত তাহাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। জন্মদাতার সম্পত্তির অংশও তাহাদিগের প্রাপ্য হয় না।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, এই দত্তকগ্রহণ প্রথাটী উৎকৃষ্ট কি না? পূর্ব্বে হিন্দুদিগের সংস্কার ছিল, মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিলে পিতৃঋণ ঋষিঋণ ও দেবঋণ এই ত্রিবিধ ঋণে ঋণবান্ হন। পুত্র জন্মিলেই পিতৃলোকের পিণ্ড সংস্থান হয় এবং পিতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা পিণ্ড সংস্থানার্থ এমনি ব্যগ্র ছিলেন যে, ঔরসের অভাবে ক্ষেত্রজ ও দত্তক পুত্রাদির ব্যবস্থা করিয়া যান। এক্ষণে দিন দিন সে সংস্কারের পরিবর্ত্ত হইতেছে। অনেকের সে সংস্কার এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের সে সংস্কার নাই, তাঁহারা আর এ বিড়ম্বনা ভোগ করেন কেন? প্রাচীন কালে হিন্দুরা স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেন; এবং বিস্তর লোকে তপস্বী হইতেন। আদিম লোকের অপেক্ষা ক্ষয়কারীর সংখ্যা অনেক কম ছিল। এ অবস্থায় পুত্র প্রতিনিধি ব্যবস্থা না থাকিলে আর্য্যজাতির লোপ হইত সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত তদানীন্তন ব্যবস্থাপকেরা পুত্রোৎপাদনে ও পুত্রপ্রতিনিধিগ্রহণে সাতিশয় সমুৎসুক ছিলেন। এই কারণে মুনিগণও দার পরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না এবং ব্যাসপ্রভৃতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে বিনিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই কারণে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ প্রচলিত ছিল। পশ্চাৎ হিন্দুসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমনি চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইল; ক্ষেত্রজাদি পুত্রপ্রতিনিধিগ্রহণও অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এ যুক্তিতে এক্ষণে দত্তকগ্রহণের অণুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। যদি এরূপ হইল এবং পিণ্ডলোপের শঙ্কা না রহিল; তবে নিজের সন্তান না থাকিলে এক জন সম্পর্কহীন ব্যক্তির পুত্রকে পুত্র বলিয়া তাহাকে সম্পত্তি দেওয়াতে লাভ কি? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, অনেকে দৌহিত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া দত্তকগ্রহণ করিয়াথাকেন। এটী কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ও ইহার অপেক্ষা কি নিকট আত্মীয়দিগের উপকার করিয়া যাওয়া ভাল নহে? যদি নাম রাখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সমুদায় সম্পত্তি দেশের উপকারার্থ দিয়া গেলে কি ভাল হয় না? মহম্মদ মসিনের নাম কি লুপ্ত হইয়াছে; না কখন লুপ্ত হইবে? কোন ব্যক্তি দত্তকদিগের মধ্যে যথার্থ ধর্ম্মশীল ও উপযুক্ত লোক দেখিয়াছেন? দুই এক জন ব্যতিরেকে দত্তকমাত্রেই প্রায় জঘন্য লোক হয়। দত্তকগ্রহীতা বহুকষ্টে যে ধনসঞ্চয় করিয়া যান, দত্তক স্বল্পকালমধ্যে তাহা উড়াইয়া দিয়া সে দরিদ্রসন্তান সেই দরিদ্রসন্তান হইয়া পড়ে। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতেছে। অত্যন্ত দরিদ্রভিন্ন কেহ নিজ পুত্রকে বিক্রয় করেন না। যে ব্যক্তি অর্থলোভে আপনার পুত্রকে বিক্রয় করে, তাহার তুল্য নীচাশয় আর কে আছে? তাহার ঔরস পুত্র যে ভাল লোক হইবে তাহা সম্ভাবিত নহে। অপর, ধনী লোকেরাই দত্তকগ্রহণ করেন। দরিদ্রসন্তান সহসা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়; সুতরাং তাহার বুদ্ধি বিবেচনা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং সে ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়ে। যাঁহারা এ সকল বুঝিতে পারেন এবং হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কি এ বিপদে পতিত হওয়া বিধেয়?

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১৩ ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

এ দেশের সমুদায় নগরেরই কি এক দশা? প্রয়াগদূত লিখিয়াছেন, "এলাহাবাদের গলিগুলি এমন্ত কুৎসিত ও অপরিষ্কার, যে তাহাতে পদসঞ্চালন করিতে ঘৃণা বোধ হয়। নর্দ্দামা বা প্রণালী প্রায় কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহস্থদিগের বাটী হইতে অপরিষ্কার জলরাশি নির্গত হইয়া গলিতেই পতিত হয়। এক

আক্ষেপ করেন, তাঁহার বাসস্থান নাই; ডেপুটি কমিসনর নিজের বাটীতে স্থান না দিলে তাঁহাকে মাঠের মধ্যে তাঁবুর ভিতরে গ্রীষ্ম ও বর্ষা অতিবাহিত করিতে হইত। অতএব তিনি এক বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪২০০ টাকা চাহেন। এই টাকা ক্রমশঃ বেতন হইতে কর্ত্তন করিয়া দেওয়া তাঁহার প্রার্থনা। লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের অনুরোধানুসারে গবর্ণর জেনরল এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। মফস্বলের যে যে স্থানে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের থাকিবার উপযুক্ত বাটী নাই, সেখানে বাটী নির্ম্মাণের টাকা দিয়া ক্রমশঃ তাহা কাটিয়া লওয়া হইবে; কিন্তু সাবধান, যেন এক বৎসরের বেতনের অধিক না দেওয়া হয়; নচেৎ অনেক টাকা ডুবিবে। সৈনিক আফিসরদিগের সহিত অন্য অন্য ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর তুলনা হয় না।

সর উইলিম মুর সর রিচার্ড টেম্পলের ন্যায় প্রশংসনীয়রূপ শাসনকার্য্য করিতেছেন। তিনি নানা স্থান দর্শন করিতেছেন। সম্প্রতি আগরায় গমন করিয়া এতদ্দেশীয় বিস্তর ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেল, বিদ্যালয়প্রভৃতিও দর্শন করা হয়। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সামান্য সামান্য পদ হইতে ক্রমে লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের পদ পাইয়াছেন। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার পরিচিত লোক। তাঁহারা সকলেই তাঁহার উন্নতিলাভে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের ইচ্ছা এই নূতন শাসনকর্ত্তা নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের রোগে না যান। সে রোগে গেলে আপাততঃ যশস্বী হইতে পারিবেন বটে; কিন্তু শেষে ভুব ভাঙ্গিয়া যাইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন, এবার আগরাতে মহরমের সময়ে সুন্নিদিগের সহিত সিয়াদিগের অত্যন্ত বিবাদ হইয়াছে। পুলিষকর্ম্মচারীরা উপস্থিত হওয়াতে দাঙ্গা হইতে পারে নাই। সুন্নিরা সিয়াদিগকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে একখানি গোঁয়ারা করিয়া তাহা দান করিয়াছিল। কয়েকজন সিয়া সৈনিক ইহাতে অপমান জ্ঞান করিয়া নালীশ করিয়াছে। পঞ্জাবেও এইপ্রকার গোলযোগ হইয়াছে। কারবালার দিবসে হিন্দুরা আমোদ করাতে কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মুসলমানদিগের শোকের দিবসে হিন্দুদিগকে আমোদ করিতে দিবেন না। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের সুক্ষ্ম বিচারই এইরূপ বটে!

পঞ্জাব রেলওয়ের প্রতিনিধি এজেন্ট হারিসন সাহেব মফস্বলাইটের নামে মানি নালীশ করিয়াছেন। তিনি, ডাক্তর লিটনার ও লেপেল গ্রিফিন সাহেব লক্টোাইমসের নামে ঐপ্রকার আর এক নালীশ করিয়াছেন। শ্রাদ্ধ আর না গড়ায় এই আমাদিগের ইচ্ছা।

যে স্ত্রীলোকটি সতীত্বনাশের ভয়ে আগরার নিকটে রেলওয়ে শকট হইতে লম্ফ দিয়া পতিত হন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মফস্বলাইটের এক জন সংবাদদাতা বলেন, তিন জন ইউরোপীয় ঐ শকটে যাইতেছিল। ইহাদিগের মধ্যে হরণ নামক এক ব্যক্তি শকটের খড়খড়ি খুলিতে যায়। স্ত্রীলোকটীর সহিত এক জন বৃদ্ধ ছিলেন। হরন যাইতেছে এমন সময়ে তিনি হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করাতে স্ত্রীলোকটী শকট হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। হরণ বৃদ্ধকে প্রহার অথবা স্ত্রীলোকটীর গাত্র স্পর্শ করে নাই। স্ত্রীলোকটি পতিত হইলে সে বলিল "পরমেশ্বর! ও যে ওখানে ছিল তাহা আমি দেখিতে পাই নাই।" এ ব্যক্তিকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। মফস্বলাইটের পত্রপ্রেরক বেশ ধরতা ধরিয়াছেন, এটী জুরির বিচারের অনুকূল সন্দেহ নাই।

৯ই জ্যৈষ্ঠের চন্দ্রিকাতে বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরলের খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অপব্যয়ের এক প্রতিবাদ হইয়াছে। উক্তপত্র যথার্থ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মবিষয়ে অসহিষ্ণুতা কেবল লোকের মানসিক অনৌদার্য্যের ফল। নচেৎ উদারস্বভাব ব্যক্তির নিকটে কি খৃষ্টধর্ম্ম, কি হিন্দুধর্ম্ম সকলই সমান।" যিনি যা বলুন, সর জন লরেন্স ভাবিতেছেন, কয়েক বৎসরের পর সমুদায় ভারতবর্ষ খৃষ্টীয়ান হইয়া তাঁহার স্মরণার্থ স্তম্ভ করিয়া দিবেন। ডেলহাউসিও রাজনীতিসম্বন্ধে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন।

উক্তপত্রে কলিকাতার শুঁড়িদিগের ধূর্ত্ততার আর এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রাত্রিতে দোকানে বড় সুরা বিক্রয় হইতেছে না। যত দিন পুলিষ কমিসনরের নূতন অনুরাগ থাকিবে তত দিন এ কার্য্য কতক বন্ধ থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে? তাহা নহে। এখন "হরিবোল" বন্ধ হইয়া "বেলফুল" শব্দ হইতেছে এবং সেই সুযোগে সুরা বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সম্প্রতি কলাবাগানের দীঘীর নিকটে এক ব্যক্তি তাহার উপপত্নীর সহিত হত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি উভয়েরই কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া বধ করিয়াছে। হতভাগ্য লম্পটের গর্ভবতী স্ত্রী স্বামীর হত্যাসংবাদ শ্রবণ করিয়া যেমন শশব্যস্ত হইয়া নামিতেছিলেন, সেই সময়ে ছাদ হইতে পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক জনের দুষ্ক্রিয়ার নিমিত্ত কত জনের প্রাণ যাইতেছে!

এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে কত দুর্গ আছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিবার অভিলাষ করিয়াছেন। প্রত্যেক দুর্গকে দ্বিতীয় গোয়ালিয়র করা কি সর জন লরেন্সের অভিপ্রেত?

গুজরাটমিত্র গুইকুমারের অত্যাচারের আর এক দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়াছেন। রাজার টাকার অভাব হওয়াতে বণিক ও সাহুকারদিগের নিকটে ৬ টাকা সুদে কর্জ্জ চাহেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা আপনারা ৮ টাকার কম টাকা কর্জ্জ পান না। সে কথা শুনা হইল না। রাজার মন্ত্রী ভাউসিদ্ধিয়া ফৌজদারকে টাকা আদায়ের ভার দিলেন। ফৌজদার ধনী ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং আগত ব্যক্তিদিগের কাহার কাহার বা পুত্রের কাহার বা বাটীর স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারদোষারোপ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, টাকা না দিলে তোমাদিগকে জেলে দেওয়া হইবে। সম্মানের ভয়ে অনেকে টাকা দিতেছেন। ১০০ টাকার নীচে গৃহীত হয় না, উচ্চ বিদায় ৫০ টাকা। এই রাজকুমার কি উন্মত্ত হইয়াছেন?

২০ এ মে সিমলাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। ঐ দিবস বোম্বাই ব্যাঙ্কের ক্ষতির কারণ অন্বেষণের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সর চারলস জাক্সন; মেজর মাক লয়ড ও মেলবিল সাহেব কমিসনর হইয়াছেন। যে ব্যক্তির ধূর্ত্ততায় ব্যাঙ্কের ক্ষতি হইয়াছে, সে যদি ইউরোপীয় হয়, কমিসনরগণ কি তাহার দোষ সপ্রমাণ করিতে সাহসী হইবেন?

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, জর্জ্জ স্মিথ সাহেব এডেনবর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে এল, এল, ডি, উপাধি পাইয়াছেন। এ বার বাপু পণ্ডিত হইয়া আসিতেছেন; কাহার মাথা যায় বলা যায় না।

১৫ ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

গত কল্য রাজ্ঞীকে অভিনন্দন প্রদান করিবার নিমিত্ত টৌনহালে সভা হইয়াছিল। যথারীতি প্রস্তাব ও বক্তৃতা হইয়া অভিনন্দন স্থিরীকৃত হইয়াছে। মান্দ্রাজের লোকেরা এপ্রকার অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন; ঢাকার লোকেরা ইহা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

পিয়নিয়র বলেন, অযোধ্যার রাজার নিকট স্থিত গবর্ণর জেনরলের এজেন্ট লেপ্টনেন্ট কর্ণেল

হারবার্ট বোগদাদের পোলিটিকাল এজেন্ট হইয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি দারজিলিঙের মিউনিসপালিটি কর্ষীয়ঙ অবধি দারজিলিঙ পর্য্যন্ত একটী শকটগমনোপযোগী রাস্তা করিবার অনুমতি চাহেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। মিউনিসিপালিটির টাকাতে পুলিষব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও ঝাসল পুরবিভাগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক ইঞ্জিনিয়রের পরিবর্ত্তে সমুদায় রাস্তার তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য এক জন প্রধান ইঞ্জিনিয়র হইবেন। এটী হওয়া প্রার্থনীয়। অধিক চিকিৎসক ও অধিক ইঞ্জিনিয়র অমিশ্রিত অনিষ্টের হেতু।

বোম্বাইগেজেট এক গোপনীয় পত্রদ্বারা অবগত হইয়াছেন, সর রবার্ট নেপিয়র আবিসিনিয়াতে যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগকে ভাতা না দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ যুদ্ধের ব্যয় ইংলণ্ডকে দিতে হইবে। এমন স্থলে ভাতা গ্রহণ অনুচিত। কিন্তু সৈন্যগণ যে বিরক্ত হইবে তাহার কি স্থির করা হইল? ভারতবর্ষের স্বার্থের নিমিত্ত যুদ্ধ হইলে ভাতা দেওয়া হইত, ইংলণ্ডের বেলা বলিয়া হইবে না। গবর্ণমেণ্টের পরম শত্রুও রাজ্ঞী ও তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের মধ্যে কি এপ্রকার প্রভেদ করিতে পারেন?

পতিপুত্রহীনা পুত্রবধূ শ্বশুরের উপরে কত দূর দাওয়া করিতে পারেন, তদ্ঘটিত একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণি দাসী অতি অল্প বয়সে বিধবা হন। তিনি এপর্য্যন্ত পিত্রালয়ে রহিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার শ্বশুর কাশীনাথ দাসের নামে ভরণপোষণের নিমিত্ত নালীশ করেন। ২৪ পরগণার জজ তাঁহাকে ২৫ টাকা খোরাকি দিবার আজ্ঞা দেন। কাশীনাথ দাস আপীল করাতে চারি জন বিচারপতি বিচার করেন। বিচাপতি লক ও কেম্প বলিয়াছেন, পুত্রবধূকে ভরণপোষণ করা শ্বশুরের কর্ত্তব্য। তবে পুত্রবধূর শ্বশুরের অমতে পিত্রালয়ে থাকা অনুচিত। শ্বশুর যদি কুব্যবহার করেন, তবে তিনি পৃথক ভরণ পোষণের নিমিত্ত নালীশ করিতে পারেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন, স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক স্বত্ব নাই। কাশীনাথ দাস নিজে উপার্জ্জন করিয়া সম্পত্তি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত তিনি আপন পুত্রকে না দিলেও উক্ত পুত্র নালীশ করিতে পারেন না। এ স্থলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী কিপ্রকারে নালীশ করিতে পারেন? যদি তাঁহার স্বামীর পিতামহ দত্ত কোন সম্পত্তি থাকিত এবং শ্বশুর যদি কুব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই নালীশ চলিত। সর বার্ণেস পিকক যথার্থই বলিয়াছেন, হিন্দুশাস্ত্রে অনেকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে; কিন্তু তাহার কতগুলি ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত; কতগুলি না করিলে আদালত হস্তক্ষেপণ করিবেন। পুত্রবধূকে প্রতিপালন করা ধর্ম্মনীতিসঙ্গত; কিন্তু না করিলে রাজা বাধিত করিতে পারেন না। বিচারপতি মাকফার্সনের এই মত হওয়াতে অর্থীর নালীশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের যাবতীয় জেলা, নগর ও পল্লীগ্রামের এক ইতিহাস প্রকাশিত হইবে। তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ১২০০০ টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। এপর্য্যন্ত এক জন সম্পাদক স্থির করা হয় নাই। একখানি গেজেটিয়র করা সহজ নহে এবং ১২০০০ টাকায় সে কাজ হয় না।

১৬ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার।

অকসফোর্ডের অন্তর্গত ব্রেসনোস কালেজের জে. পিকফোর্ড সাহেব ৫০০ টাকা বেতনে মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছেন। এটী সর ষ্টাফোর্ডের নিজে নিয়োগ। এ দেশে কি সংস্কৃতজ্ঞ নাই? রাজপুরুষদিগের আমাদিগের প্রতি যে মমতা নাই, এইসকল কার্য্যদ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে। "ডর্ম্ম কেটু" প্রভৃতি উচ্চারণ শুনিয়া ছাত্রদিগের যে হরিভক্তি উড়িয়া যাইবে, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট তাহার কি করিবেন?

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, সম্প্রতি গিজনির নিকটে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে উভয় দলের অনেক সর্দ্দার হত হইয়াছেন। আজিম খাঁর সৈন্যগণ গিজনি হইতে দূরীভূত হইয়া সৈয়াদাবাদে পালায়ন করিয়াছে। উক্ত সর্দ্দার বণিকদিগের নিকটে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ২০,০০০ টাকা লইয়াছেন। মমনিয়ার আমীর সিয়ারআলির সহিত যুদ্ধ করিবার ভান করিয়া আবদুল রহমনকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। আবদুল রহমন উক্ত আমীরের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। উপস্থিত হইবামাত্র ঐ বিশ্বাসঘাতক তাঁহাকে বন্দীভূত করিয়া সিয়ারআলির নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। আবদুল রহমনের কারারোধ কাবুলের দুর্ভাগ্যের হেতু।

বোম্বাইয়ের বণিক কৌয়াসজি জাহাঙ্গির লণ্ডনস্থ কেনসিঙটন উদ্যানে একটী ফোয়ারা করিয়া দিবেন। এই এক বাতিক! ইহাতে কি ইংলণ্ডের লাভ বোধ হইবে? ভারতবর্ষে কি টাকা ব্যয় করিবার পদার্থ নাই?

কাশ্মীরের রাজা পুনর্ব্বার বিলাতী বস্ত্রের উপরে শুল্ক কমাইয়াছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে দুটী ওরাঙ হোটাঙ আনীত হয়। এ দুটীকে সম্প্রতি ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহারা যত দিন মান্দ্রাজে ছিল, তত দিন এতদ্দেশীয় বিস্তর লোকে দর্শন করিতে যাইতেন। ইহাতে মান্দ্রাজ টাইমস রসকতা করিয়া বলিয়াছেন "সকল শ্রেণির ভারতবর্ষীয় এই ভদ্র লোক (ওরাঙহোটাঙ) দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; আক্ষেপের বিষয় উভয় দলের একবিধ ভাষা না থাকাতে পরস্পরের মনের কথা বলিতে পারেন না।" তাঁহারা (ওরাঙহোটাঙেরা) কি এই ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে যাইতেছেন?

রাজা থিওডোরের পুত্রকে বোম্বাইয়ে আনা করা হইতেছে। তত্রত্য ডাক্তর উইলসন তাঁহাকে শিক্ষা দিবেন। উহাঁকে ইংলণ্ডে পাঠাইলে ভাল হইত। এই রাজকুমারের ভরণ পোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় ইংলণ্ড দিবেন? না আমাদের স্কন্ধে পড়িবে?

ডোলনিউস রেওয়ার শাসনপ্রণালীর প্রসঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন, রাজা নিজেমং সংস্কৃত ও হিন্দিতে বিশেষ পারদর্শী; তিনি কিছু কিছু ইংরাজীও জানেন। কিন্তু এত দিন শাসনকার্য্যে বড় মনোযোগ দিতেন না। তাঁহার সমুদায় সময়ই আমোদ ও মৃগয়াতে অতিবাহিত হইত। এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার দেওয়ান। এব্যক্তি এমন মূর্খ যে নাম স্বাক্ষর করিতেও কষ্ট বোধ করেন। রাজার অন্য অন্য কর্ম্ম চারীও দুশ্চরিত্র ও অসৎ। ক্রমশঃ লোকের কষ্ট হওয়াতে মুন্সি হরবাণী লাল ও বাবু ভোলানাথ বাইচ এই দেওয়ানকে পদচ্যুত করিয়া রাজা দিনকররায়ের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করিবার পরামর্শ দেন। কর্ণেল মিড ইতিপূর্ব্বে রেওয়ার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছিলেন; তাহাতে রাজার চৈতন্য হইয়াছিল। এইসকল কারণে তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া এক দিবস হঠাৎ আলাহাবাদে গমন করেন। তথায় শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তের পরামর্শ হয়। দেওয়ান ও তাঁহার অনুচরগণ রাজাকে ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজা দিনকররাও আষাঢ় মাসে শাসনভার গ্রহণ করিবেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। রাজার সুমতিদর্শনে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

বোম্বাইয়ের নেটিব ওপিনিয়ন পত্রের ভূত পূর্ব্ব সম্পাদক নারায়ণ মহাদেব কচেব প্রধান বিচারপতি হইয়াছেন। এপ্রকার নিয়োগ অতি শয় সুখকর। মহারাজ সিন্ধিয়া কবে সেকেলে ধূর্ত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাই বেন?

১৮ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

হাবড়াও মিউনিসিপালিটি কলিকাতার জষ্টিস দিগের পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। লোকের শোণিতশোষণ করিয়া কর আদায় করা হই তেছে। মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারিগণও পার্ব্বণী লইতে ত্রুটি করেন না; কিন্তু সেই সেকেলে রাস্তা, পচা পুষ্করিণী ও ময়লা রহিয়াছে। তথা কার অনেক লোকে এ নিমিত্ত আক্ষেপ করি তেছেন। এ আক্ষেপ বিফল। মিউনিসিপালিটির অত্যাচার সর্ব্বত্রই হইতেছে। লোকে টাকা দিতেছেন বটে; কিন্তু সে সমুদায় উড়িয়া যাই তেছে। গবর্ণমেণ্ট ভাবিতেছেন, এটী মহ উন্নতি। সাধারণে চেষ্টা না করিলে এ অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই।

বাবু দুর্গানারায়ণ সাহা শিক্ষাকার্য্যে যে ৫০,০০০ টাকা দান করেন, তন্নিমিত্ত চুঁচুড়ার লোকেরা গত শনিবার তাঁহাকে এক ভোজ দিয়াছেন। আমাদিগের উপযুক্ত ডিরেক্টর এপ র্য্যন্ত ধন্যবাদও দিলেন না!!!

আমরা মধ্যে শুনিয়াছিলাম, ডিরেক্টর আট কিন্সন সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগের শ্রেণী বন্ধন ও বেতনবৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন; কিন্তু সে ত গুজবমাত্র হইল। এক্ষণে বঙ্গদেশের শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য, তাহারা ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে আবেদন করেন। বোম্বাইয়ের ডিরেক্টর সর আলেকজাণ্ডর গ্রাণ্টের প্রস্তাবে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের অনুমোদনক্রমে তত্রত্য শিক্ষক দিগের শ্রেণিবিভাগ হইয়া বেতনবৃদ্ধি হইতে চলিল। কেবল আটকিন্সন সাহেবই যে বঙ্গদে- দেশের শিক্ষাকার্য্যের উন্নতির বিপক্ষ এরূপ নহে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও অনুন্নতিকল্পে বিলক্ষণ পুষ্টিসূচক আছেন। ভূমির কর করি য়া নিম্ন শ্রেণির শিক্ষাদান ত ঐ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম গবর্ণমেণ্টের ধামা ধরিয়া চলিবেন; তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে। শিক্ষকগণকে আপনাদিগের উন্নতি স্বয়ং করিতে হইবে। এই বেলা বোম্বাইয়ের নজির রহিয়াছে; চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা ব্রাঙ্গন সাহেবের বিচারের এক আশ্চর্য্য ভাব দর্শন করিতেছি। যখন জাহাজের কাপ্তে নেরা নাবিকদিগের নামে সামান্য অপরাধের নালীশ করেন, তখন তিনি ঐ দরিদ্রদিগের ৫। ৭।১০ দিনের বেতন কর্ত্তন করিয়া কারাবাসের আজ্ঞা দেন। কিন্তু যখন নাবিকেরা জাহাজের আফিসরদিগের নামে নালীশ করেন, তখন নাম মাত্র দণ্ড হয়। বুধবার প্রিন্স রায়ল জাহাজের কয়েকজন নাবিক কাজ করিতে অসম্মত হও য়াতে তাহাদিগের দশ দিনের বেতন জরিমানা ও তিন সপ্তাহ মিয়াদ হয়। গত কল্য গারট্রুড জাহাজের পাচক অধ্যক্ষের নামে প্রহার ও গালির নালিশ করাতে মাজিষ্টেট তাঁহার ২ দুই টাকা জরিমানা করিলেন! এতদ্দেশীয় অর্থী ও ইউরোপীয় প্রত্যর্থীর বেলাও এই বন্দোবস্ত হয়। ব্রাঙ্গন সাহেব শারীরিক দণ্ডদানে বিল ক্ষণ তৎপর; কিন্তু এপর্য্যন্ত এক জন ইউরো পীয় চোরের প্রতি এ দণ্ড প্রদান করিলেন না!!!

১৯ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, এ বার ডেপুটি মাজিষ্টেটদিগের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি হইয়াছে। এক জন পরীক্ষার্থীর নিকটে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর ধরা পড়িয়াছে। এসকল চোরের নাম গেজেটে প্রকাশিত করিয়া তাঁহা- দিগকে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে এক কালে বহিষ্কৃত করা উচিত। কি প্রকারে প্রশ্ন চুরি যায়? কোন বিশেষ ব্যক্তিকে এ জন্য দায়ী না করিলে এ বালাই দূর হইবে না।

রোজ ব্রৌনের হত্যাঘটিত কাগজ পত্র আড ভোকেট জেনরলের নিকটে প্রেরণ করাতে তিনি বলিয়াছেন, এপর্য্যন্ত যেসকল জবান বন্দী লওয়া হইয়াছে, তাহাতে মাধবচন্দ্র দত্তকে সেসিয়নে সমর্পণ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। গবর্ণমেণ্টের আটর্ণি রাবার্টস সাহেব তন্নিমিত্ত ২২এ জুন পর্য্যন্ত মকদ্দমা স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়া বলেন, কয়েদিকে জামীনে মুক্ত করিলে তিনি কোন আপত্তি করিবেন না। মাধ বচন্দ্র দত্তকে জামীনে মুক্ত করা হইয়াছে। এই মকদ্দমায় পুলিস ও মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা রোগীকে ছাড়িয়া কম্বল লইয়া টানাটানি করিতেছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার অবিসিনিয়াস্থিত সংবা দদাতা বলেন, থিয়োডোরের পুত্র ও তাঁহার এক স্ত্রী বোম্বাইয়ে আসিতেছেন। থিওডো রের প্রিয়তমা পত্নী পিত্রালয়ে গমন করিয়াছেন। যিনি বোম্বাইয়ে আসিতেছেন, তিনি প্রথম স্ত্রী। ইনি এক্ষণে ব্রিটিশ শিবিরে পীড়িত আছেন।

এ দেশের গুলি ও চণ্ডুখোরদিগকে দেখিলেই বোধ হয়, এমন হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে আর নাই। লণ্ডনে এক জন চীন এক চণ্ডুর দোকান করিয়াছে। এখানে চীন, ভারতব র্ষীয় ও কতগুলি নিম্ন শ্রেণির ইংরাজ অহিফে নের ধুম পান করে। অল্প পয়সায় চণ্ডুর যে ভয়ানক নেশা হয়, তাহাতে লণ্ডনের গুণ্ডারা এক বার ইহার আস্বাদন পাইলে আর ত্যাগ করিতে পারিবে না। অহিফেনের নেশার এক মোহিনী শক্তি আছে; ইহাতে স্পষ্ট অনিষ্ট হই- তেছে তথাপি নেশাখোরেরা ইহা ত্যাগ করিতে পারে না। ডিকুইন্সের ন্যায় মহৎ লোকেও অহিফেন খাইয়া কহিয়াছেন "এক পেনিতে এপ্রকার স্বর্গের সুখ আর কিছুতেই হয় না।" ইংরাজেরা এই বেলা সাবধান হউন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিক্কা	৯২৸৶—৯২৸৵০
৪ " কোম্পানির	৯৩।০—৯৩৷৷০
৫ " পবলিকওয়ার্কস	১০৫।৶—১০৫৷৷০
৫ " কোং	১০৭—১০৭।০
৷৷৫ " কোং	১১৩৸০—১১৪

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ১৬ই মে। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে আরমষ্টঙ সাহেব সংবাদ দিয়াছেন, ২৫এ মে তিনি এই বলিয়া প্রস্তাব করিবেন যে, মন্ত্রিগণ যেপ্রকার কাজ করিতেছেন তাহা প্রতিনিধি শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধ। ইহাতে মহাস ভাব সম্মানের হানি হইতেছে।

ভারতবর্ষস্থিত সৈন্যদিগকে যেপ্রকার বিয়ার পান করিতে দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে মহাসভাকে মনোযোগী হইবার অনুরোধ করা হইয়াছে।

লণ্ডনের মিউনিসিপালিটি সর রবার্ট নেপি য়রকে আপনাদিগের মধ্যে এক জন সভ্য গণ্য করিয়া তাঁহাকে তদনুসারে যাবতীয় স্বত্ত্ব দিবার মানস করিয়াছেন।

ওয়াশিংটন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ২৭ জনের মতে ও ১৯ জনের অমতে মহাসভা সভা পতির বিরুদ্ধে একাদশ অপরাধটি অগ্রাহ্য করি য়াছেন। এই অপরাধটীর বিষয়ে মত সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইয়াছে।

১৮ই মে। ফেনিয়ান বারাটের মৃত্যুদণ্ড আর এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত হইয়াছে।

আরমষ্টঙ্ সাহেব যে প্রস্তাব করিবার

সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সকলে অতি সামান্য জ্ঞান করিতেছেন।

ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সভাপতির বিরুদ্ধে একাদশ অপরাধটী অগ্রাহ্য করিবার পর অন্য অন্য অপরাধের বিচার না করিয়া মহাসভা ২৬ এ পর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত করিয়াছেন।

১৯ এ মে। রাত্রিতে হাউস অব কমন্সের যে কমিটি স্কটলণ্ডের রিফরম বিল বিবেচনা করিবার ভার পান, তাঁহারা ২১৭ জনের মতে ও ১৯৬ জনের অমতে স্থির করিয়াছেন, যেসকল ইংরাজ নগরের লোকসংখ্যা পাঁচ সহস্রের কম আছে, সেসকল স্থান হইতে প্রতিনিধি আনিবার নিয়ম রহিত করিয়া তাঁহাদিগের পরিবর্ত্তে স্কটলণ্ডের প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। যাঁহারা প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন, তাঁহাদিগের রাজস্বপ্রদানের নিয়ম ২১৮ জনের মতে ও ১৯৫ জনের অমতে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ইহাতে অকৃতার্থ হওয়াতে ডিসরেলি সাহেব মন্ত্রিবর্গের অবস্থা ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার্থ মহাসভা স্থগিত করিয়াছেন। সীমার বিল এক সিলেক্ট কমিটির হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

কাজের ভার থাকাতে গবর্নমেন্ট শিক্ষাসংক্রান্ত বিল ফিরাইয়া লইয়াছেন।

ডফ সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, সর অলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের অবস্থার যে উন্নতি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে গ্রাহ্য হইবে। শিক্ষকদিগের সামাজিক পদের উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি করা হইবে।

২১ এ মে। জামেকার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা আয়ারকে বিচারার্থ সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে।

বাণিজ্যসংক্রান্ত সন্ধিসকল লইয়া ফরাশী মহাসভায় তর্ক হইয়াছে। মস্যুর রুহার এক বক্তৃতা করিয়া ফরাশী বাণিজ্য ও শিল্পের বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, আসিয়াতে ফ্রান্সের রপ্তানী কেবল ইংলণ্ডের অপেক্ষা কম হইতেছে। তিনি আশা করিলেন যে, দৃঢ়তর প্রতি যোগিতা করিয়া ও বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা সকল দূর করিয়া শীঘ্র ফরাশী বাণিজ্য ইংরাজদিগের বাণিজ্যের ন্যায় করিবেন।

রাজ্ঞী বালমোরালে গিয়াছেন। ইংলণ্ডে উত্তম ফসল হইবার সম্ভাবনা আছে।

২২ এ মে। গত কল্য হাউস অব কমন্সে ডিসরেলি সাহেব বলিলেন, ইংলণ্ডের যেসকল স্থানে ৫০০০ লোক নাই সেসকল স্থান হইতে প্রতিনিধি আনিবার প্রথা উঠাইয়া দিবার বিষয়ে তিনি সম্মত হইয়াছেন। এই সংশোধন ও মনোনীতকারীদিগের প্রদত্ত রাজস্বের নিয়মের সহিত স্কটলণ্ডের রিফরম বিল সোমবারে বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত তিনি মহাসভাকে অনুরোধ করিলেন।

গত কল্য তারিখের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে, চিকাগো কনবেনশন সেনাপতি গ্রাণ্টকে ভবিষ্যৎ সভাপতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সভাপতি জনসনের অপরাধ অগ্রাহ্য করা ইহাঁদিগের অমত। এই মকদ্দমা চলিতে থাকে এ বিষয়ে মতপ্রকাশ করা হইয়াছে।

২০ এ মে। গত রাত্রিতে হাউস অব কমন্সে ট্রিবিলিয়ন সাহেব সৈনিক আফিসরের পদ ক্রয় করিবার প্রথা উঠাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এ প্রথা থাকিতে সেনাদলের অবস্থা ভাল হইবে না। কাপ্তেন বিবিয়ান এক সংশোধনপ্রস্তাব করিয়া বলিলেন কাপ্তেনের উপরের পদ অবধি ক্রয় করিবার প্রথা উঠান কর্ত্তব্য। ট্রিবিলিয়ান সাহেবের প্রস্তাবানুসারে কাজ হইলে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। সেনাপতি পিল পদক্রয় করিবার প্রথার সহায়তা করিলেন না; কিন্তু প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করিলেন। তিনি বলিলেন, উপরের পদ শূন্য হইলেই নীচের পদস্থ ব্যক্তি সে পদ পাইবেন, এ নিয়ম থাকিলে উৎসাহ থাকিবে না। গুণ বিবেচনা করিয়া উন্নত পদ দিলে ঈর্ষা, সন্দেহ ও পক্ষপাত হইবে। সর জন পাকিংটন এপ্রকার দোষ স্বীকার করিলেন; কিন্তু বলিলেন, ইহাতে যে আফিসর পদ ক্রয় করেন না, তাঁহারই অধিক লাভ হয়। তিনি বলিলেন, সামান্য সৈনিক হইতে আফিসরের পদ পাইবার প্রথার উন্নতি আপাততঃ হইতে পারে না। ফরাশী প্রথা দেখিয়া বরং সতর্ক হওয়া উচিত; ইহা আদর্শ নহে। তিনি বলিলেন, চাইলডার্স সাহেব যে ব্যয়সাধ্য প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে সম্মত হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে; কিন্তু সকল লোক সন্তুষ্ট হন, তিনি এপ্রকার এক বিল শীঘ্র অর্পণ করিবেন। অত্যাচারসংশোধনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

আমেরিকান দূত আডামস সাহেব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছেন। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পদে অন্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

২৩এ মে। গত রাত্রিতে আয়ারলণ্ডীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়মধ্যে আর নূতন পুরোহিত না হয়, এবিষয়ে গ্লাডষ্টোন সাহেব যে প্রস্তাব করেন, তাহা ৩১২ জনের মতে ও ২৫৮ জনের অমতে গ্রাহ্য হইয়াছে। ৫ ই জুন শুক্রবার এই বিল বিবেচনার্থ কমিটি বসিবেন।

কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের নিকটে গিয়া জিবরাল্টার হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত এক পৃথক টেলিগ্রাফ করিবার অনুরোধ করেন।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন যে টেলিগ্রাফশ্রেণিসকল এক্ষণে আছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেগুলি চালাইলে রাজনীতি ও বাণিজ্য উভয়েরই মঙ্গল হইবে।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তুরকের সাধারণকার্য্যবিভাগের মন্ত্রী এবং টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়ক আগসন এফেন্দির মৃত্যু হইয়াছে। তুরকের মন্ত্রিবর্গের শীঘ্র পরিবর্ত্ত হইবে। নূতন রাজকীয় কৌন্সিলের মধ্যে ৪৫ জন তুরস্ক, ৯ জন আর্ম্মেনীয়, ৭ জন গ্রীক ও ৩ জন ইহুদি প্রবেশ করিয়াছেন।

ফ্রান্সের সহিত টিউনিসের গবর্ণমেণ্টের মনান্তর হওয়াতে ফরাশী দূত উক্ত দেশ ত্যাগ করিয়াছেন।

মনিটর ডি লি আর্ম্মি বলেন, সৈন্যসংখ্যা কমাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ফ্রান্সের দ্বারা হইয়াছে। যেহেতু ১৪,০০০ সৈনিক বিদায় পাইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১৯ এ মে। যত দিন ডাক্তর এল. জাকসন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন, পাটনার সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর আর. এফ. হচিন্সন মীঠাপুর ও দিগরের জেলের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

ডাক্তর জাকসনের অনুপস্থিতিকালে পাটনার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, এফ, ওয়ার্সলি সাহেব মীঠাপুর ও দিগরের জেলের তত্ত্বাবধারণের ভার পাইবেন।

২০ এ মে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আবদুল গফুর বাউসি উপবিভাগের ভার পাইয়া ভাগলপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন। ২০ এ দিবসের গেজেটে

মৌলবী মহম্মদ ইজাকের নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্বারা রহিত করা গেল।

২১ এ মে। তৃতীয় শ্রেণীর সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাবনার অন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২২ এ মে। যত দিন আর, এস, ওকনর বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ, ব্রেয়ার সাহেব সিংহভূমের প্রতিনিধি পুলিষ সুপ রিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি কালেক্টর ডবলিউ, এচ, রাইলণ্ড সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলিতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে এক জন আসেসর হইয়া কলিকাতা ২৪ পরগণা ও হুগলিতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ দে ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কলিকাতার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বসু ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কলিকাতার কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

হাবড়ার ডেপুটী কালেক্টর ১৮৬৮ অব্দের ৩১ ধারা অনুসারে কমিসনরের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন মৌলবী আবেদ আলি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন রাজমহলের সহকারী কমিসনর নিজের কার্য্যের উপরে পাকুড়ের ভার পাইবেন।

২৩ এ মে। সি, এম, ডাড্‌ন সাহেব গয়ার প্রতিনিধি সব ডেপুটী অহিফেন এজেণ্ট হইবেন।

২৬ এ মে। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা খৃষ্টিয়ানদিগের বিবাহ দিতে পারিবেন।

রেবরেণ্ড ই, বি, সি, ক্রালাম, বালেশ্বরে।

" আলবার্ট, উইলিয়ম, কলিকাতায়।

ডবলিউ, এফ, মাকডোনেল সাহেব বি, সি, নদীয়ার সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের আনুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। মধ্যে সংবাদপত্রপাঠে অবগত হইয়াছিলাম, যে আমাদিগের বর্ত্তমান মাননীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেবের আদেশানুসারে কৃষ্ণনগরে জুয়াখেলা নিবারণের আইন প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু ফলে উহার ত কিছুই দেখি না; বরং অপেক্ষাকৃত উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিতেছে। নগরের মধ্যে অনেক স্থানেই এই খেলা হইয়া থাকে। যাহাদের সংসার নির্ব্বাহের উপায় নাই, তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই মহাপ্রভুরা আবার অলীক আমোদের বয়যাত্রী। যেখানে বারইয়ারি পূজা কি যাত্রাদি হইয়া থাকে, সেই খানেই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হন এবং সাধ্যমত লোকের সর্ব্বনাশ করিবার ত্রুটি করেন না। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ের নিমিত্ত পুনরায় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে ইহা এক কালে এ দেশ হইতে দূরীকৃত হয়, তাহার উপায় ত্বরায় করুন। আর যদি আইন প্রচার করিয়া এক কালে রহিত না করেন; জুয়ারুদিগের উপরে অধিকপরিমাণে করস্থাপ করুন, তাহা হইলেও উহার অনেক নিবারণ হইবে।

২। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব্ব প্রজাবৎসল হিতৈষী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব পুনরায় তাঁহার পদে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহাঁর কৃষ্ণনগর পরিত্যাগের পর জিলার সমুদায় লোকই দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সকলেই সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। বেল সাহেবের তুল্য প্রজাহিতৈষী মাজিষ্ট্রেট অতি বিরল।

৩ রাণাঘাটের মিউনীসিপালিটী লইয়া আর কত বার চীৎকার করিব? অদ্যাবধি রাস্তা গুলির সমুদায় পাকা হইল না। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক। প্রজা উৎপীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায়ের ফল কি?

৪। নদীয়া জেলার অধীন "কোতয়ালী" ও "নাকাশী পাড়া" থানার অন্তর্গত কএকখানি গঙ্গাতীরস্থ পল্লীগ্রামে বন্যায় বৎসর বৎসর অনেক প্রজার অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। কয় মাস অতীত হইল প্রেসিডেন্সিবিভাগের কমিসনর শ্রীযুক্ত চাপমান সাহেব মফস্বল ভ্রমণকালে সমুদায় স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তত্রত্য বন্যা ও বাত্যাহত প্রজার শোকাবহ আর্ত্তনাদ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া গঙ্গার জল যাহাতে পল্লীসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, এরূপ কল্পনা করিয়া উহার ধারে বাঁধ দিবার প্রস্তাব করিয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলাম, হিতৈষী কমিসনর সাহেবের প্রস্তাবক্রমে গবর্ণমেণ্ট এই ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যারম্ভ না হওয়াতে উহার প্রতি আমাদিগের সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ের নিমিত্ত উক্ত মাননীয় চাপমান সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি, এটী যাহাতে ত্বরায় সম্পন্ন হয় তাহার উপায় করুন।

৫। রাণাঘাটের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের কতকগুলি বিষয় হুয়ে সোমপ্রকাশ এবং এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে এত দিনে তাহার শুভ ফল হইয়াছে। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া উহার তত্ত্বাবধান বিষয়ে ম্যানেজর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল এ বিভাগের স্কুল ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে আসিয়া সমুদায় অবস্থা দর্শন করিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম, তিনি শিক্ষক মহাশয়দিগের অনেকের উপর অসন্তোষপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

৬। অতিশয় দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি রাণাঘাটের প্রশংসিত জাতৃসমাজটী এত দিনের পর নিঃশেষিত হইল। সভ্য মহাশয়দিগের অমনোযোগই উহার প্রধান কারণ।

—:০:—

মেদিনীপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

কয়েক দিন গত হইল, মেদিনীপুরে দুটী বিবাহ অতিসমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দুটী বিবাহেতেই অতিশয় ধূমধাম হইয়াছিল। খ্যামটার নাচ, পাঁচালি, বাজিপোড়ান প্রভৃতি অনেকপ্রকার তামাসা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ইংরাজী বাদ্য আনয়ন করা হয়। অধিকতর দুঃখের বিষয় এইযে, দুটীই শিশুর বিবাহ। এখানে শিশুবিবাহ অতিশয় প্রচলিত। বিবাহোপলক্ষে এখানকার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা অনেকেই সস্ত্রীক হইয়া তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কদর্য্য খ্যামটার নাচই তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিয়াছে। যে দুই মহাত্মা পুত্রের বিবাহে হাজার হাজার টাকা অকারণ ব্যয় করিলেন, তাঁহারাই মেদিনীপুরের হাইস্কুল সম্বন্ধে যথোচিত সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।

দুই দিন গত হইল, এখানকার সুরাপান নিবারণী সভার মাসিক অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত সুরাপান

[illegible]যয়ে একটী উত্তম বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। [illegible]ভাগীদ্বারা বিশেষ যে কোন উপকার হইতেছে, তাহা দেখিতে পাই না। মদ্যপায়ীর সংখ্যা কিছুতেই কমিতেছে না। শনিবার ও রবিবার রাত্রে সুরাদেবীর প্রকৃতরূপে পূজা হইয়া থাকে। কেবল বিদেশীয় আমলাদিগের মধ্যেই যে তিনি বদ্ধ আছেন, এমন নয়. এখানকার লোকদিগের মধ্যেও স্বীয় রাজ্য ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছেন। এমন কি, স্কুলের অল্পবয়স্ক বালকেরাও সুরাপান ও বেশ্যালয়ে গমন করিতে ত্রুটি করে না।

এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের অতি শোচনীয় অবস্থা। জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট কটন সাহেব প্রথম যখন সমাজে আসিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে দিন কয়েক সভ্য ও দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল. কিন্তু আজি কালি সাহেব দেখা নাই নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোৎসাহেরও নিবৃত্তি হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু মনুষ্যমনের উন্নতিকর কতগুলি যন্ত্র এখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু পরিচালকের অভাবে সেগুলি শীঘ্রই উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে।

মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া এ বৎসর ওলাউঠা ও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই।

পূর্ব্বে এই সহরে বাঙ্গালিদিগের পীড়া হইলে সব আসিষ্টান্ট সারজনভিন্ন গতি ছিল না। এক্ষণে সেই অভাবটী সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত হইয়াছে। দুই তিনটী মেডিকাল কালেজের বাঙ্গলা ক্লাসের ছাত্র গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনরূপে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজ যত্নে ইংরাজী ভাষায় লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক উত্তম উত্তম পুস্তক পাঠ করিয়া স্বীয় চিকিৎসাপ্রণালীর উৎকর্ষসম্পাদন করিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে, খানাকুল কৃষ্ণনগর অঞ্চলে যাহারা দিনে ডাকাইতি করিয়াছিল. তাহাদিগের মধ্যে কতগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক এই সহরে আসিয়াছে। অদ্যাবধি তাহাদিগের অত্যাচার বিষয়ক কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহার ঝুঁটা প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিবার ছলে লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছে।

—:•:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্প্রতি ছাপরা জেলার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল ঘোষ মহাশয়ের অসীম যত্ন ও অস্থিভেদী পরিশ্রম এবং অনবরত চেষ্টায় "ছাপরা এসোসিএসন" নামে একটী পাক্ষিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভার একটী মাত্র অধিবেশন হইয়াগিয়াছে। কেশব বাবুর বক্তৃতাশ্রবণে ও উৎসাহদানে ছাপরাস্থ যাবতীয় বাঙ্গালী এরূপ উৎসাহিত হইয়াছেন, যে বোধ হয়, এই ক্ষুদ্র সভাটী ভবিষ্যতে মহোপকারিণী এবং ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বলকারিণী হইবে। আমি সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে উপস্থিত ছিলাম। সভাটী বাঙ্গালী মহাশয়দিগেরদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে বটে; কিন্তু উহাকে কেশব বাবুর সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বদেশীয় মনুষ্যগণদ্বারা পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছা আছে।

সভায় নানা ভাষার সম্বাদপত্র এবং নুতন নুতন পুস্তকাদি লইয়া সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধিবিধান করা হইবে, এবং সভামণ্ডপে ইংরাজী বাঙ্গলা উর্দ্দু ও হিন্দি এই চারি ভাষায় বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতিপ্রভৃতি দেশোপকারক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসকল পঠিত হইবে। আর আমি দেখিয়া পরমাহ্লাদে মগ্ন হইয়াছি, এখানকার প্রধান প্রধান যাবতীয় বাঙ্গালী এ সভাটির চিরস্থায়িতাবিষয়ে প্রাণপণে লাগিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, সভাটী অচিরে অনন্ত ফল প্রদায়িনী হইয়া উঠিবে।

এক জন সভ্য।

—:•:—

সম্পাদক মহাশয়! গত বৈশাখ মাসে এখানে অনেকগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, পাত্র ও কন্যাদিগের কেহই অদ্যাপি শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। বাল্যবিবাহ পূর্ব্ব কালে কেবল কুলীনদিগের (বিশেষতঃ কায়স্থ ব্রাহ্মণ জাতির) মধ্যে এবং কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল; কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ঐ প্রথা কি কুলীন, কি মৌলিক, জাতিসাধারণ্যে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইতেছে। কৃতবিদ্যেরা বাল্য বিবাহের স্রোতঃ প্রতিরোধার্থ যতই চেষ্টা করুন, সেরূপ দেখা যাইতেছে, কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। এখানে যে কএকটী বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে দুটী অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রদ্বয়ের বয়ঃক্রম ১২ এবং ১৩ সংসর হইবে। শেষোক্ত বিবাহটীতে পাঁচ দল নর্ত্তকী (খেমটাওয়ালি) এবং ১ দল ইংরাজী বাদ্যকর কলিকাতা হইতে আনীত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে পাঁচ ছয় দিন কাল উহাদের আমোদ চলিয়াছিল। সভাস্থলে বিস্তর লোক (নিমন্ত্রিত এবং অনিমন্ত্রিত) সমাগত হন। দুই চারি জন ভিন্ন অত্রত্য তাবৎ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী নৃত্য দর্শনোপলক্ষে সভাস্থ হইয়াছিলেন। অনেকে সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। ইহঁারা যে কেবল সভাস্থ লোক ও জমীদার গৃহ স্বামিদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন, এমত নহে, দীর্ঘকাল সভায় উপস্থিত থাকিয়া পূর্ব্ব দিন যে নৃত্য ভাল লাগিয়াছিল, তাহার আদেশ করিয়া এবং প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিয়া নর্ত্তকীদিগের যথোচিত উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, গৃহস্বামীরা সাহেবদিগের খানার আয়োজন করিতে পারেন নাই, কেবল জলযোগের আয়োজনমাত্র করিয়াছিলেন।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আন্দোলনে প্রয়োজন নাই, প্রকৃত বিষয়ে বক্তব্য এই, যে পিতা মাতা পুত্তলিকার ন্যায় আপন আপন কন্যা পুত্রের বিবাহ দিয়া শীঘ্র নিশ্চিন্ত হন, তাঁহারা যে কন্যা পুত্রের শত্রু তাহার সন্দেহ নাই। বিবাহ যে কি পদার্থ, খাইতে হয়, কি মাখিতে হয়, তাহা বালক বালিকাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভাবিত নহে। তাহারা দেশীয় ও বিদেশীয় বাদ্য শ্রবণ, খেমটা বা বাই নাচ দর্শন, নানাপ্রকার বাজী পোড়ান, পাল্কী আরোহণ, উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও পাদুকা পরিধান এবং বহু লোকের সমাগমপ্রভৃতির আমোদভিন্ন বিবাহশব্দের অর্থ বুঝে না। এমন অপক্ক বয়সে তাহারা পরস্পর যে দুশ্চেদ্য সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হয় এবং তাহাদিগের মস্তকে যে ভয়ানক ভার পতিত হয়, তাহা তাহারা বুঝিতে শক্ত হয় না। যাঁহাদিগের উপর সন্তানগণের যাবতীয় ঐহিক সুখ নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা যে উহাদিগকে শারীরিক ও মানসিক চিরযন্ত্রণাসাগরে নিমগ্ন করিয়া দেন, তাহার পর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে!!

বিস্তর যাত্রী জগন্নাথক্ষেত্রে যাইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। এখানে ভাল সরাই নাই; তজ্জন্য রাত্রিকালে অনেককে রাস্তার উপরে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। এ প্রদেশে চুরি ডাকাইতির যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে যাত্রীদিগের দ্রব্যাদি চুরি যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য যে, সরাই রক্ষার্থ ২। ৪ জন অতিরিক্ত কনষ্টাবল কিছু দিনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।

মেদিনীপুর
২২ এ মে
১৮৫৮

বশম্বদ
শ্রীঃ—

মহাশয়ের গত ৩০এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, "আপনার এক জন সংবাদদাতা আপনার এক বন্ধুর প্রশংসা করিতেছেন * * *। প্রতিবারেই কোন না কোন প্রকারে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলে লোকে সন্দেহ করে; সুতরাং প্রশংসাও বৃথা হয়।"

মহাশয়! আপনার গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতাকে এ স্থানের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও স্বদেশহিতচিকীর্ষু শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ ও গুণানুকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া আপনার কাশীস্থ সংবাদদাতা মনে করিয়াছেন যে, আপনার গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা চাটুবাক্যদ্বারা তাঁহার বন্ধুর মনোরঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ করিতেছেন, নতুবা তাঁহার মনে কি সন্দেহ হইতে পারে? যে ব্যক্তি নূতন নূতন প্রকারে এক স্থানের উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন করিতেছেন এবং অন্যান্যকে সৎপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহার নাম প্রকাশ্য সমাচার পত্রে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হওয়াতে লোকের মনে লেখকের বা প্রশংসিত ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ হওয়া দূরে থাকুক বরং সাধারণ লোকে সেই প্রশংসিত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া সমাজের ও জনপদের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন এবং এক ব্যক্তিরদ্বারা কত কাজ হইতে পারে, তাহা দেখিয়া তাঁহাদেরও সৎপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে। কোন ব্যক্তির গোপনীয় কার্য্য (যাহাতে সাধারণের কোন উপকার নাই) প্রকাশ্য পত্রে লিখিলে দোষ হয় সন্দেহ নাই। আপনার অত্রত্য সংবাদদাতা যে নবীন বাবুর অনুচিত প্রশংসা করেন নাই এবং কোন প্রকার চাটুবাক্য প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তেজিত হয়েন নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপ নবীন বাবুর গুটিকত প্রকৃত কার্য্যের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম।

যখন ইং ১৮৬৪ শালের ২০এ আশ্বিনের প্রবল ঝটিকাদ্বারা বঙ্গদেশ ছার খার হইয়াছিল, তখন নবীনবাবু শিয়ালকোটে ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে এই অশুভ সংবাদ শুনিবামাত্র চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত স্থানে প্রেরণ করেন ও স্বীয় গ্রাম দত্তপুকুরস্থ দীন হীন ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া তাহাদের উপস্থিত ক্লেশ দূর করেন।

পঞ্জাব অঞ্চলে যখন দুর্ভিক্ষানল প্রবল হয়, তখন নবীন বাবু নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। এই দুই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন।

তিনি গত ১৬ই কার্ত্তিকের ঝটিকার সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহার বন্ধুগণের নিকট ভিক্ষা করিয়াও গ্রামস্থ দীন হীনগণের গৃহনির্ম্মাণে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের চাঁদাসংগ্রহ বিষয়ে তাঁহার অণুমাত্র ঔদাসীন্য ছিল না। এতদ্ভিন্ন তিনি একাকী স্বার্থহীন হইয়াও গ্রামের মধ্যে রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ, একটী বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ভারগ্রহণ এবং অনেক ছাত্রকে স্বীয় ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষাদানপ্রভৃতি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার নিজের এরূপ ইচ্ছা নাই যে সমাচারপত্রে নাম প্রকাশ হয়; তাঁহার বান্ধবগণ কেবল তাঁহার উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাশয়! আমি পশ্চিমের প্রধান প্রধান অনেকগুলি দেশ দেখিয়াছি ও এ অঞ্চলের বাঙ্গালিদের কথা শুনিয়াছি কিন্তু অধিকাংশের কোন শুভানুষ্ঠানের কথা শুনিতে পাই নাই। অনেকেই হিন্দুস্থানীদিগের ন্যায় বিজাতীয় ভাব ধারণ করেন! মদ্যপান ও বেশ্যাগমনই জীবনের সার কর্ম্ম মনে করেন এবং কি এদেশীয়, কি ইংরাজ উভয় জাতির নিকটেই ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকেন। বাঙ্গালিদের উপর ইউরোপীয়দিগের যে এত অশ্রদ্ধা বঙ্গদেশের অপাঙ্ক্তেয়স্বরূপ মফস্বলস্থ অধিকাংশ জঘন্য বাঙ্গালীর দূষণীয় পশুভাবই তাহার প্রধান কারণ। এইরূপ জঘন্য দলের মধ্যে যদি কেহ পদ্মপুষ্পের ন্যায় সৌরভান্বিত হন, তাঁহাকে সহস্র বার প্রশংসা করিলেও অনুচিত কাজ করা হয় না।

মহাশয়! আমরা এখানে অনেক দিন আছি এবং এখানকার অনেক বিষয় জানি। ইংরাজেরা বাঙ্গালীদিগকে গ্রাহ্যই করিতেন না এবং কোন প্রকারে মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না। নবীন বাবুর শুভাগমনে এ স্থান এক মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যে ব্রিগেডিয়ার জেনেরেল পলিটিকেল এজেণ্ট এবং এখানকার বড় বড় সাহেবেদের নিকটে যাইতে কেহ সাহসী হইতেন না এবং যাঁহারা ড্যাম নিগার বলিয়া আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিতেন, নবীন বাবুর বিজ্ঞতা স্বাধীনভাব ও অন্যান্য সদ্গুণের প্রভাবে সেইসকল সাহেব বাঙ্গালীদের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদের সামান্য সভায় পর্য্যন্ত আসিয়া উৎসাহবর্দ্ধন করিতেছেন।

এক জন পাঠক.

—:০:—

প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন।

বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকার ৭ম সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াও এত দিন নানা কারণে প্রকাশ করিতে পারি নাই। তাহার একখানি পত্র বাহকদ্বারা প্রেরণ করিলাম গ্রহণ করিবেন।

আপনকার দেভোগস্থ গ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান মহাশয় বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকার স্থায়িত্বের উদ্দেশে গত ১লা আশ্বিনের সোমপ্রকাশে যে প্রস্তাব করেন, তাহা উদারভাবাপন্ন হইলেও সাধারণ্যে গ্রাহকদিগের অনুমোদনীয় না হইতে পারে। এমন স্থলে আমরা বিবেচনা করি, নিয়মিত সাধারণ গ্রাহকগণের পক্ষে মূল্যের যে সুলভ নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাই থাকে, কিন্তু তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া একটুকু বিশ্বাসপূর্ব্বক সেই নিয়মটী পালন করিতে যত্নবান হন; তাহা হইলে গ্রাহক ও সম্পাদক উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হইতে পারিবে। আমাদের যে মনোগত ভাব তাহা ব্যক্ত করিলাম। এক্ষণে অতীব বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, মহাশয় ইন্দ্রনারায়ণ বাবুর প্রস্তাব এবং আমাদের অভিপ্রায়ের মর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক আপনকার যুক্তিযুক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। (১)

কলিকাতা পথুরেঘাটা ১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫। ভবদীয় নিতান্তানুগৃহীত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্তস্য।

—:০:—

মহাশয়! খড়দহে একটী ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের নিমিত্ত আনুকূল্যের প্রার্থনা করাতে ডিরেক্টর এই বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য করেন, সোদপুর খড়দহের এক ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নয়, তথায় যখন একটী উত্তম বিদ্যালয়ে আনুকূল্য দেওয়া হইতেছে, তখন খড়দহে আনুকূল্য দিলে উভয় বিদ্যালয়ের অনিষ্ট হইবে। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আপীল হয়; পরে গবর্ণর জেনরলের নিকটে আপীল করা হইয়াছিল, কিন্তু দুই স্থানেই ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। উদ্যোগীরা এক্ষণে ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে আপীল করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি অবগত হইলাম.

(১) গ্রন্থের স্বল্প মূল্য হইলে অধিক গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তার কেবল যে অর্থ লাভ হয় এরূপ নয়, সচরাচর গ্রন্থপ্রণয়নকারীদিগের লোকের উপকার করা যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, তাহাও সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। স।

বিদ্যালয়ের সম্পাদক আপনার বেতনের প্রায় অর্দ্ধেক টাকা দিয়া বিদ্যালয়টী রক্ষা করিতেছেন এবং বিচারপতি মার্কবিপ্রভৃতি কয়েক জন ভদ্র লোক চাঁদা দিতেছেন। সম্পাদকের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিতে হইবে; কিন্তু আমি বলিতেছি, তাঁহার উদ্দেশ্য যতই সৎ হউক, কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে আনুকূল্য না দিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন। সোদপুরের বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অন্য কোন স্থানের লোকের সাহায্য করিতে হয় না; গ্রামস্থ লোকেরাই এ বিষয়ে প্রকৃত যত্ন করেন। এখানে বিদ্যালয় থাকিলে খড়দহের গোস্বামীদিগের সন্তানেরা অনায়াসে পাঠ করিতে আসিতে পারেন। খড়দহে বিদ্যালয় হইলেই যে গোস্বামীদিগের উন্নতি হইবে, সোদপুরে হইলে হইবে না, এটী কাজের কথা নয়। বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি যথার্থই এত বিদ্যানুরাগী হন, তাহা হইলে সোদপুরের বিদ্যালয়ের সাহায্য করুন। ভদ্র স্থান একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের অপেক্ষা যাহাতে অধিকাংশের মঙ্গল হয়, সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

এক জন পাঠক।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার গত ২৩ এ বৈশাখের সোমপ্রকাশে একটী সাধারণের কল্যাণকর সংবাদ পাঠ করিয়া কত দূর সন্তোষলাভ করিয়াছি বলিতে পারি না। পোষ্টমাষ্টার জেনরল বিদ্যালয়ের ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়গণকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানের অধীন যে যে স্থানে ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, সেই সেই স্থানে সামান্যতঃ এক একটী ডাকঘর স্থাপিত হইবে। অতএব তাঁহারা কোন্ কোন্ স্থান মনোনীত করেন, লিখিয়া পাঠাইবেন। এটী যে গবর্ণমেণ্টের যথাপ প্রজাবৎসলতার কার্য্য হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। যে যে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সেই স্থানে বহুসংখ্যক ভদ্র লোকের বসতি আছে সন্দেহ নাই। ডাকে পত্রাদি প্রেরণ করিবার সুবিধা না থাকাতে তাঁহাদিগকে যে কিপর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা অন্যে কি বুঝিবেন, আমাদিগের ন্যায় হতভাগ্যেরাই জানেন। যেখানে ডাক ঘর নাই, সেখানকার সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের বিল স্বাক্ষরিত হইয়া আসিতে এক মাস কখন বা দেড়মাসপর্য্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে; সুতরাং সেক্রেটারিদিগকে স্বয়ং নিজ বিলের টাকা দিয়া শিক্ষকদিগের বেতন দিতে হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে গত বৎসর শিক্ষাবিভাগ হইতে এক নিয়মপত্র প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে যে, শিক্ষকদিগের বেতন দিতে এক মাসের অধিক বিলম্ব হইলে সাহায্যদান স্থগিত হইবে, অথবা উহা কমাইয়া দেওয়া হইবে। এক্ষণে আপনকার পাঠকবর্গ অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারেন যে, এরূপ বিদ্যালয়সমূহের সম্পাদকীয় ভার লোকে কেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবেন।

আমাদিগের বাসগ্রাম জেলা হাবড়ার অন্তর্গত গড়ভবানীপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগের ডাকযোগে পত্রাদি প্রেরণের অসুবিধানিবন্ধন কষ্টের পরিসীমা থাকে না। এ বার এখানকার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় হইতে যে বালকটী "মাইনার স্কলারসিপ" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহার সার্টিফিকেট ইনস্পেক্টর আফীস হইতে গত ৩ রা এপ্রেল প্রেরিত হয়। কিন্তু এখানে ডাকের এমনি অসুবিধা যে, এক সপ্তাহ গত হইবার পর ঐ সার্টিফিকেটখানি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে?

এক্ষণে এই জেলার ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, উড্রো সাহেব মহোদয় ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট আমাদিগের কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন এই যে, তাঁহাদিগের কৃপা হইলেই আমাদিগের এই শোচনীয় অবস্থাটী অপনীত হয়।

২৫ এ মে সন ১৮৬৮ } গড়ভবানীপুর নিবাসিগণ।

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর দাস চৌধুরী রাজসাহি		
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
ঐ " শ্যাম সিং বয়দ	বালুচর	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
ঐ " রামদুলাল রায়	কুমীরা	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
" " গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	বহরমপুর	
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল		১৩
ঐ ঐ গুরুদাস রায় নড়াইল		১৩
শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী রাজসাহি		১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ ৩১ সংখ্যা।

"যথকগনা প্রক্রনিহ্নিনায় প্রার্থিবঃ সর্বরনী অনিমধনী ন কীয়না।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২৭এ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৬৮। ৮ ই জুন { মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

"এঁরাই আবার বড় লোক।"

যাহার অভিনয় কলিকাতা আড়পুলী নাট্যালয়ে প্রদর্শিত হইতেছে, বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্টানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ৮০ বার আনা, মাশুল /০ এক আনা।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের নূতন প্রকার বন্দোবস্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি স্বাক্ষর করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে

কয়লাপ্রভৃতির গাড়ি ভাড়ার নিয়ম।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ১লা জুলাই অবধি খনিজ পদার্থ সম্পর্কে "গাড়ির পূর্ণ বোঝাই" এই শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে প্রতি গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পারে তাহার আধ টন কম না থাকিবে। যাঁহারা যত কম মাল পাঠান না কেন, তাহাদিগকে সেই আধ টন কম যে মাল তাহার ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত "পূর্ণ বোঝাইয়ের" অধিক মাল পাঠাইতে চান তাঁহাকে সেই বেশী মালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস ড্যালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা ২২এ মে } সিসিলষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কয়লার কন্ট্রাক্ট।

১৮৬৮ অব্দের ১লা জুলাই অবধি ছয় মাস কাল এই কোম্পানির পাথরিয়া কয়লা লইবার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা উহা সরবরাহ করিবার টেণ্ডর দিবার ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি ১২ই জুনের দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন।

আবেদন করিলে টেণ্ডরের ফরম পাইতে পারিবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৯০ ম } সিসিলষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১৮৬৮ ইং ১৬ ই জুন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময় ৫ ফুটের ন্যূন উচ্চ ও বাচ্চা সরকারি হস্তিসকল ঢাকা সরকারী পিলখানাতে সর্ব্বোচ্চ ডাকে নীলাম হইবেক। ক্রয়েচ্ছুকগণ উক্ত দিবস প্রোক্ত স্থানে গিয়া ক্রয় করিতে পারিবেন। ইতি সন ১৮৬৮ ইং ৬ ই মে।

ঢাকা আফিস। } আর, ডি, মথল খেদা সুপরিণ্টেণ্ডেন্ট।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মুজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রকটিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে। ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ই চৈত্র ১২৭৪ } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	১

—১৩০—

শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রবৃত্তিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
[illegible] সটীক	৮
[illegible] নৈষধচরিত	৭॥০
[illegible] ট্টিকাব্য	৪০
[illegible]ত্রিংশতি তত্ত্ব	৩৫
[illegible]	১৸৵

[illegible] } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ১৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—১০১—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং

লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসমরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—১০২—

[illegible] স্থানে সরকারী বারিক [illegible] কর্ম্ম [illegible] প্রয়োজন [illegible] হওয়া আবশ্যক, এই হেতু [illegible] কর্ম্মকারের আবশ্যক [illegible] যাঁহারা [illegible] তাঁহা[illegible] দেওয়া যাইবে।

[illegible] মাসিক বেতন		১২ টাকা
[illegible] ঐ ছুতার	ঐ	১৫
১ ঐ প্রধান কর্ম্মকার,	ঐ	১৫
[illegible] ঐ কর্ম্মকার	ঐ	১২

[illegible] অন্যান্য সমাচার দার্জ্জিলিং [illegible] এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র সাহেবের [illegible] প্রাপ্ত হইবে।

[illegible] } এ.ই. [illegible] মেজর, আর ই. এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র

—১০৩—

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

ইউরোপীয়কৃত এ দেশীয়ের প্রাণবধ ও তাহার বিচার।

পাঠকগণ! যদি আপনাদিগের সদ্বিচার বৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতূহল জন্মিয়া থাকে ইউরোপীয় ও এ দেশীয় উভয়েই ঈশ্বর ও রাজা উভয়ের দৃষ্টিতে তুল্য বলিয়া আপনাদিগের যে ভ্রম আছে, যদি তাহা ভঞ্জন করিবার বাসনা হইয়া থাকে আমরা ক্রমে ক্রমে আপনাদিগকে যে কয়টী সমাচার উপহার দিতেছি, স্থিরচিত্তে ধীরভাবে তাহা গ্রহণ করুন। গত ১০ই জানুয়ারিতে রবার্টক্রস নামক দানাপুরস্থিত গোলন্দাজদলের এক জন সৈনিক রামচরণ নামক একটী বালককে বধ করিয়াছে। তদ্বৃত্তান্তটী একখানি ইংরাজী পত্র হইতে সংগৃহীত হইতেছে, শ্রবণ করুন।

“সাক্ষ্যদ্বারা সপ্রমাণ হইল, অপরাধী কয়েক জন সহচরকে লইয়া ঐ দিবস আমোদ করিবার মানস করে; এই হেতু তাহারা প্রথমে কতগুলি পুত্তলিকা বিক্রেতাকে তাড়াতাড়ি করিতে আরম্ভ করিল। বিক্রেতৃগণ অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া পলায়ন করিল এবং সৈনিকগণ তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবমান হইল। বিক্রেতারা যে কোথায় পলায়ন করিল, তাহা জানিতে না পারিয়া অপরাধী পুর্ব্বোক্ত বালককে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল “উহারা যে কোথায় গিয়াছে তাহা জানি না।” তাহাতে অপরাধী কুপিত হইয়া তাহার পার্শ্বাস্থি পঞ্জরে পদাঘাত করিল। বালকটীর প্লীহা পীড়িত অবস্থায় থাকাতে আঘাতের অনতিবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল।”

ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করিতেছেন, এমত সময়ে যদি তাহাদিগের সহিত আমোদ করা না হয়, তাহা হইলে আর কাহার সহিত করা হইবে? অতএব সৈনিকেরা যে তাহাদিগের সহিত আমোদ করিয়াছেন, সেটী অনুচিত হয় নাই। ব্যবসায়িদিগেরই অনুচিত কাজ হইয়াছে। তাহারা পলাইয়া সৈনিকদিগের আমোদের ব্যাঘাত করিল কেন? যদি বল, সৈনিকদিগের প্রহারে প্রাণ বিয়োগ হইবে, এই শঙ্কায় পলাইয়াছিল, সেটীও অনুচিত। যে ব্যক্তির সৈনিকের আমোদপ্রহার সহ্য করিবার শক্তি নাই, তাহার জীবনে প্রয়োজন কি? প্লীহার পীড়িত অবস্থায় থাকার কথা যে বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে বিসম্বাদ নাই। আমরা জানি, এ দেশের সমুদায় লোকেরই প্লীহা পীড়িত অবস্থাসম্পন্ন। যদি কাহার এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, জীবিত অবস্থায় কোন এক ব্যক্তির প্লীহস্থান চ্ছেদন করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে। তাহা যদি না হইবে, এ দেশীয় মাত্রেই ইউরোপীয়ের পরিহাস কৃত দুই একটী প্রহারও সহ্য করিতে পারেন না কেন? যদি স্বভাবতঃ এরূপ হইল, এ দেশীয়কে বধ করিয়া ইউরোপীয়ের বধ দণ্ড হওয়া কোনক্রমেই ন্যায্য হয় না। বিশেষতঃ এ দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়ের জীবন তুল্যমূল্য হইতে পারে না। ইউরোপীয়ের জীবনে জগতের অনেক মঙ্গল আছে। শৌণ্ডিকের অনেক মদ ও কসাইয়ের অনেক মাংস বিক্রয় হয়, এ দেশীয়ের জীবনে তাহার কিছু হয় না। পশুতুল্য উদ্ভিজ্জভোজীর জীবন থাকা আর না থাকা তুল্য কথা। অতএব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ বারিষ্টর হত্যার নালীশ না করিয়া সামান্য আঘাতের যে নালীশ করেন, সেটী যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে। জুরিও অসঙ্কুচিতচিত্তে (হত্যার অভিযোগ হইলে তাঁহাদিগের সঙ্কোচ হইত সন্দেহ নাই) সৈনিককে অপরাধী

করিয়াছেন, সেটীও উত্তম কাজ হইয়াছে। বিচারপতি মাকফার্সন আজ্ঞাদানকালে যে কথাগুলি বলেন, সেইগুলিই কেবল কেমন কেমন লাগিতেছে।

বুধবারে অপরাধীকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে বিচারপতি বলিলেন, "অপরাধী! তুমি যখন মৃত বালকটীকে পদাঘাত কর, তখন তাহার যে এত অনিষ্ট হইবে তাহা তুমি জানিতে না বোধ হইতেছে। তথাপি এ কাজের ফল কি ভয়ানক হয়, বিশেষতঃ এক জন এতদ্দেশীয়কে প্রহারাদি করিলে কি অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তুমি নিঃসন্দেহ জানিতে। অতএব আমি আজ্ঞা দিতেছি তুমি কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস কারারুদ্ধ থাক।" এদেশীয়কে প্রহার করিলে তাহার আবার ভয়ানক ফল কি? প্রহার করিলে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, অনিষ্টের মধ্যে এই এক আছে। তাহাতে ইউরোপীয়ের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? ইউরোপীয়ের যদি সে ক্ষতি বৃদ্ধি জ্ঞান থাকিত এবং এ দেশীয়কে বধ করিলে তাহার ফল ভয়াবহ হয়, যদি তাহারা কখন এরূপ দেখিত তাহা হইলে কখনই এ কাজ করিত না। অতঃপর আমরা বক্রোক্তি পরিত্যাগ করিলাম।

১০ই জানুয়ারিতে ঐ ঘটনাটী হয়। এক দিবসে রেলওয়েতে দানাপুর হইতে লোকে কলিকাতায় আসিতে পারে; এবং বিচার হইতে যত বিলম্ব হয়, ততই প্রমাণ পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তথাপি এত বিলম্বে মকদ্দমা করা কেন হইল? হত্যার অপরাধে ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে জুরির মত হয় না। অতএব এক কালে বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ অপেক্ষা কতক দণ্ড হওয়াও ভাল, বোধ হয় এই ভাবিয়া উকীলেরা হত্যাস্থলে সামান্য আঘাতের অপরাধ দিয়াছিলেন, সেটী বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, আইন অনুসারে বিচার হইলে রবার্টক্রুসের হত্যার দণ্ড হইত সন্দেহ নাই। বিচারপতি তাহা নিজেও স্বীকার করিয়াছেন অপর, বিচারপতি যে সময়ে বন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, সে সময়ে তাঁহার বক্তৃতার একাংশ অন্য অংশের বিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন, পদাঘাতে মৃত্যু হইবে তাহা (তাঁহার মতে! কিন্তু কি সে তাহা আমরা জানি না) সৈনিক জানিত না; কিন্তু তৎপরেই বলা হইয়াছে, এতদ্দেশীয়দিগকে প্রহারাদি করিলে কি ভয়ানক ফল হয়, তাহা সে জানিত সন্দেহ নাই। যদি বাস্তবিক কাহার প্লীহা পীড়িত অবস্থায় থাকে, তাহাকে হত্যা করিলে হত্যাকারীর উচিত দণ্ড হইবে না, দণ্ডবিধিতে এরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই। দণ্ডবিধির ৩০০ ধারাতে আছে।

(১) যদি প্রাণ নাশ করিবার অভিপ্রায়ে আঘাত করা হয়।

(২) "যদি এমত শারীরিক আঘাত করা হয়, যদ্দ্বারা অপরাধী জানে যে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৩) "অপরাধী শারীরিক আঘাত করিবার মানসে যদি আঘাত করে এবং সে যদি জানে যে ঐরূপ আঘাত করিলে স্বভাবতঃ মৃত্যু হইতে পারে।

(৪) "যদি আঘাতকারী জানে যে এমত আঘাতের ফল অতি বিপদজনক হয় এবং ইহাতে মৃত্যু হয়, কি মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা আছে এবং এপ্রকার আঘাত করিবার যদি কোন কারণ না থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে যদি মৃত্যু হয় ত তাহাকে হত্যা বলা যাইবে।"

কৈ দণ্ডবিধিতে প্লীহার কোন কথার ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল মানুষের এক প্রকার শরীর [illegible] একপ্রকার শক্তি হইতে পারে না। যে আঘাতে এক জন বলবান লোকের কিছু হয় না, এক জন ক্ষীণদেহের তাহাতে প্রাণ ত্যাগ হইতে পারে। প্রহারকারী যদি জানিয়া শুনিয়া ক্ষীণ ব্যক্তিকে বলবানের সহনীয় আঘাত করে এবং তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়, সেস্থলে তাহাকে হত্যাকারীর দণ্ডভোগী হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের ইউরোপীয় ব্যবহারাজীবেরা একটা মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্লীহার পীড়িত অবস্থা এ হেতুবাদ কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বোধ কর একটি স্ত্রীলোক দশ দিন জ্বরভোগ করিতেছেন; এমন অবস্থায় মস্তকে সামান্য লগুড়াঘাত করিলে মৃত্যু হয়; সুস্থ অবস্থায় হয় না। [illegible] কোন ব্যক্তি এ অবস্থা জানিয়াও যদি লগুড়াঘাত করিয়া বধ করে, তাহার কি মৃত্যু দণ্ড হইবে না? সুস্থ ব্যক্তিকে বধ করিলে হত্যা হইবে; নচেৎ হইবে না, এটী কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের আইন হইতে পারে; কিন্তু দণ্ডবিধিতে এরূপ বলে না; যুক্তিতেও ইহা বলে না। রবার্ট ক্রুস যে হত্যা করিয়াছে এবং তাহার এই অপরাধের দণ্ড হওয়া যে উচিত ছিল, তাহা বিচারপতি মাকফার্সন নিজে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, পঞ্জরে পদাঘাত করিলে যে সে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, এতদ্দেশীয়ের পক্ষে ত কথাই নাই। এস্থলে হত্যার কারণটীরও লাঘব গৌরব বিবেচনা করা উচিত। সৈনিক আমোদ করিতে গিয়া বালকটীকে বধ করিয়াছে, সে আত্মপ্রাণরক্ষার্থ অথবা অন্য কোন কারণে তাহা করে নাই। বিচারপতি মাকফার্সন এ সমস্ত বিবেচনা করিয়াও রবর্ট ক্রুসের ছয় মাসমাত্র মিয়াদ পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিলেন। এ কিপ্রকার আমোদ ও কিপ্রকার বিচার, তাহা ভারতবর্ষস্থিত

ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন, পৃথিবীর অন্য কোন লোকের বোধগম্য হইবার নহে।

আমরা দেখিতেছি, এইসকল অবিচারে দেশের লোকের ক্রমশঃ ব্রিটিশ জাতির সুবিচারের উপরে অভক্তি জন্মিতেছে। যে যে ভারতবর্ষীয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিবেন "ইউরোপীয়দিগের দণ্ড হয় না।" বিচারালয়কে এরূপে কলঙ্কিত করা অপেক্ষা বরং স্পষ্টাক্ষরে এই আইন করা উচিত যে ইউরোপীয়েরা সহস্র অপরাধ করিলেও তাহাদিগের যথোচিত দণ্ড হইবে না; এরূপ হইলে লোকে এক বারে নিশ্চিন্ত হয়। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের যে যথোচিত দণ্ড হয় না, নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে।

তার মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি কোর ফিল্ড কোম্পানির ৩৪৷৷ টাকা তছরূপ করাতে তাহার ১৮ মাস মিয়াদ হইয়াছে। শালগ্রা। তাহার রক্ষিত বেশ্যার ৯৫ টাকা মূল্যের এক ছড়া হার বন্ধক দিয়াছিল বলিয়া বিচারপতি তাহার ৯ মাস মেয়াদ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে জন ওয়েটমান নামক এক ব্যক্তি কাপ্তেন ব্রেণের ৫০ টাকার এক নোট আত্মসাৎ করাতে তাহার তিন মাসমাত্র মেয়াদ হইয়াছে। গোবিন্দ, গুরুচরণ ও নীলচাঁদ ৯৩১ টাকার পাট ক্রয় করিয়া মূল্য না দেওয়াতে এক বৎসরের জন্য জেলে গিয়াছে। আসগর আলীর বেশ্যা তাহাকে আর আসিতে না দেওয়াতে সে তাহাকে এক ছুরিকাদ্বারা আঘাত করে। তন্নিমিত্ত তাহার দশ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে অথচ বেশ্যাটির প্রাণ নষ্ট হয় নাই। ইহার নিকটে ওয়েটমানের তিন মাস ও হত্যাকারী রবার্ট ব্রুসের ছয় মাস কারাবাসের দণ্ড যে কেমন যুক্তিসঙ্গত তাহা অন্যান্য ভূভাগের লোকেই বিবেচনা করিবেন। "রাজার নিকটে সুবিচার নাই" লোকের এ সংস্কার যে কত অনিষ্টকর তাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বুঝিতেছেন না। সর হডসন্ লো নেপলিয়নের জেলরক্ষকস্বরূপ সেন্টহেলেনার শাসনকর্ত্তা হন। ইনি মহাবীরকে যে কষ্ট দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। নেপলিয়ন এক দিন ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি পদে সৈনিক বট; কিন্তু তুমি কখন রণস্থলে থাকিয়া যুদ্ধ কর নাই; তুমি তলবার কোষে রাখিয়া ষ্টাফ আফিসরের কেরাণীগিরি করিয়াছ। আমি ইউরোপের এক জন অতি বৃদ্ধ যোদ্ধা। তুমি যে আমাকে অসম্মান করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।" যেসকল ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার কেরাণীগিরি অথবা সেক্রেটারির সহকারী হইয়া কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত বিচার যে যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

—০:—

বেগার ধরা।

প্রবল ব্যক্তিরা যেসকল কাজ করেন, তাহাতে "সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবৎ ঔষধের" ন্যায় আইন ও আদালত প্রভৃতি কিছুই খাটে না। বেগার ধরার ভূয়োভূয়ঃ নিষেধসত্ত্বেও প্রবল ব্যক্তিরা উহা তৃণজ্ঞান করেন। উহাতে লোকের যে কত কষ্ট হয়, যাহারা বেগার দেয়, তাহারাই তাহা জানে। কলিকাতার পূর্ব্বাঞ্চলের সমাচারপত্রসম্পাদকেরা নীলকরদিগের এই বেগার ধরার বিষয় লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরকও আসামের বেগার ধরার বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে বলিয়া আমরা এই স্থলেই তাহা গ্রহণ করিলাম। এটী উপেক্ষণীয় বিষয় নহে। ইহার নিবারণ না হওয়াতে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতেছেন।

পরম্পরায় শুনিলাম, শ্রীযুক্ত লেপ্টনন্ট গবর্ণর সাহেব আসাম দেশে পুনরায় পদার্পণ করিবেন। অতএব মহাশয়কে ও দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে আমার অনুরোধ এই যে, সম্বাদপত্রে দেশের সমুদায় অবস্থা প্রকাশ করিয়া তাঁহার চক্ষুর গোচর করেন। যদি মহাশয় অনুমতি করেন এবং আমার বিদিত বিষয় শুদ্ধ করিয়া পত্রস্থ করেন, তাহা হইলে আমি এদেশের কার্য্যকারকদিগের বিচার, চাকর সাহেবদিগের ব্যবহার এবং দেশের অবস্থাসংক্রান্ত সম্বাদ সময়ে সময়ে প্রেরণ করিতে পারি।

১৮৩০ সালের ৩ আইনদ্বারা যদিও সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে বেগার এবং বলপূর্ব্বক কুলি ধরা রহিত হইয়াছে, তথাপি ঐ অনৈসর্গিক নিষ্ঠুর নিয়ম আসামে সম্পূর্ণ প্রচলিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানকার আফিসরেরা আইন লঙ্ঘন করিয়া তিরস্কৃত হইয়াও পুনরায় সেই কর্ম্ম করেন, তাহাতে লজ্জাবোধ করেন না। গত বৎসর নবগাঁয়ের আসিষ্টান্ট কমিসনর সাহেব এক জন বেগারিকে আজ্ঞা অবহেলনজন্য এক মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং জুডিশিয়েল কমিসনর সাহেব সেই আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ না করাতে হাইকোর্টের জজ সাহেবেরা উক্ত কর্ম্মচারিদ্বয়কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়াছিলেন. এখানকার নিয়ম এই, "যদি কোন সাহেব স্থানান্তর বা মৃগয়াগমনে অভিলাষী হন, তাহা হইলে অমনি ডেপুটী কমিসনর সাহেব পরগণার চৌধুরিদিগকে কুলিসংগ্রহ করিতে আদেশ করেন। চৌধুরিরা যে কতপ্রকার অত্যাচার করেন, তাহা ঐ শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্রের কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কুলিদিগের যে কত দুর্দ্দশা হয়, তাহা বর্ণন করা যায় না। তাহাদিগকে দূর হইতে আসিতে

এবং স্ব স্ব ব্যয়ে তিন চারি দিবস গোহাটীতে অবস্থান করিয়া আহারদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়। শেষে তাহারা ভিক্ষার ন্যায় কিঞ্চিৎ পারিতোষিক পায়। উহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে, তাহারা চৌধুরি, নাজির ও সেরিস্তাদার মহাশয়দিগকে পূজা করিয়া সরিয়া যায়। নির্দ্ধনদিগের কাহাকে কাহাকে এমত অবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়, যে তাহা শ্রবণ করিলে চক্ষুর জল নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। সে দিবস এক ব্যক্তি তাহার একমাত্র পুত্রকে অতিশয় পীড়িত রাখিয়া এখানে আসিয়াছিল; বাটীতে প্রতিগমন করিবার অভিলাষে নাজির মহাশয়কে কতই বিনয় করিয়া বলিল; কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল না। কেবল কথায় কেনই বা হইবে? উক্ত কুলি বাটীতে ফিরিয়া গিয়া আর পুত্রটীকে দেখিতে পাইল না।

কুলিরা যে সমুচিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হয় না এবং কেবল মানসিক ক্লেশ ভোগ করে এরূপ নহে, সময়ে সময়ে তাহাদিগের কীল, চড়, লাথিপ্রভৃতিও উপরি লাভ হইয়া থাকে।

কুলিসংগ্রহকারকেরা যে নিষ্কণ্টকে অব্যাহতি পান তাহাও নহে। চৌধুরী নাজিরকে, নাজির সেরেস্তাদারকে যদি বাক্য ও অর্থদ্বারা অর্চ্চনা না করেন, বিষম প্রমাদ ঘটে। ইহাঁদিগকেও শারীরিক শাস্তি সহ্য করিতে হয়। কয়েক দিবস হইল, পুলিষের এক সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এক জন সম্ভ্রান্ত পরগণার চৌধুরিকে বিলক্ষণ পদাঘাত করিয়াছেন। নিয়মবহির্ভূত দেশ! কিজানি বিচারপ্রার্থনায় সাহেবের নামে দরখাস্ত দিলে তাঁহার জীবিকার হানি হয় এই নিমিত্ত চৌধুরির মনের বেদনা মনেই লীন হইল। দরখাস্ত দিলেই বা কি হইত? কালা মানুষের অভিযোগে ডিস্‌মিস ভিন্ন অন্য হুকুম হয় না। এতদ্ভিন্ন নগরস্থ সকল সাহেবেই যে বলপূর্ব্বক ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়া যাহার তাহার দ্বারা কার্য্য করাইয়া লন এবং পুলিষের সাহায্যে কনষ্টেবল দ্বারা কুলি ধৃত করেন তাহা লেখা বাহুল্য। মহাশয়! আমি এই পত্রখানি লিখিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, এক জন কনষ্টেবল ৫ জন কুলিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। যদি গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে এ দেশ যে পূর্ব্ব আসামরাজগণের হস্ত হইতে সভ্য ইংরাজদিগের করে অর্পিত হইয়াছে, তাহার কি ইষ্ট ফল লাভ হইল।

আসাম গোহাটী } নিতান্ত অনুগত
২৮ এ মে ১, ৬৮ } জনৈক আসামদেশী

—:০:—

নষ্ট লোকের প্রশ্রয় বৃদ্ধি।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের প্রভাব যৌবন দশায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। দিন কত কাল দস্যু তস্করতা ও হত্যাপ্রভৃতির কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়াছিল, আবার সমুদায় ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিতেছে। নষ্ট লোকের বিলক্ষণ প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে। হত্যাকারিরা অনায়াসে অব্যাহতি পাইতেছে, দস্যু তস্করেরাও পুলিষের পাতিত জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে আমরা অন্য কোন লিখিবার বিষয় না পাইয়া অকারণ পুলিষের দোষ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সম্প্রতি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি গ্রামে দুটা চুরী হইয়াছে। উহাই আমাদিগের আজিকার এপ্রস্তাবের অবতারণার কারণ। ১১ ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে এক দল যাত্রাওয়ালা বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষের এক আটচালাতে শয়ন করিয়া থাকে। পথশ্রান্তি নিবন্ধন তাহারা নিদ্রাগত হইলে তাহাদিগের দুটী পেঁটরা চুরী যায়। তাহাতে যাত্রা করিবার পরিচ্ছদ ও বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য ছিল। আটচালাটী কোম্পানির রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে। ঐ রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বে হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে ঐ স্কুলের এক ঘরের দ্বার কাটিয়া সেপ্পাস্থ বহিগুলি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

অনেকে কহিতেছেন, হরিনাভিতে কতকগুলি মাদকসেবী হইয়াছে। ঐ উভয় চৌর্য্য কার্য্যই তাহাদিগের অনুষ্ঠিত। আমাদিগেরও এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে ইতর লোকদিগের দিন চলা ভার ছিল। তাহারা উদরের জ্বালায় চুরী করিত। এখন তাহাদিগের সচ্ছল হইয়াছে, তাহারা প্রায় আর একাজে যায় না। এখন অশিক্ষিত সঙ্গতিহীন মাদকসেবী ভদ্রসন্তানেরা এই কাজ আরম্ভ করিয়াছে। একে লেখা পড়া জ্ঞান নাই, কোন কাজ কর্ম্ম নাই, তাহাতে মাদকসেবনে বিলক্ষণ অনুরাগ আছে, তাহাদিগের হইতে যে এ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আয় নাই, বিলক্ষণ ব্যয় আছে, সেব্যয়ের কোথা হইতে সংস্থান হয়। কাজে কাজেই দস্যু তস্করতাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। গবর্ণমেণ্ট মাদক সেবনের নিষেধ সভ্যতার বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া তাহার নিষেধ করেন না, কিন্তু উহা অপদার্থদিগের উদরগত হইয়া নিজের পরিবারগণের ও প্রতিবেশিদিগের বহুল অনর্থ উৎপাদন করিতেছে।

উহাদিগের যে শাসন হইতেছে না, তাহার একটা মহান হেতু উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্রাম্য চৌকিদার ছিল, তাহারা গ্রামের কে কিরূপ লোক তাহা জানিত, তাহাদিগের ভয়ে মাদকসেবীরা চৌর্য্যাদি কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। চৌকিদারেরা অর্থ লোভে অথবা গ্রামস্থদিগের অনুরোধে যেমন প্রকৃত চোর গোপন করিয়া রাখে, তেমনি তাহারা পীড়াপীড়ি হইলে প্রকৃত চোর ধরিয়াও দিতে পারে। এখন যে যে স্থানে চৌকিদারী টাক্স প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে কনষ্টাবল নিয়োজিত দৃষ্ট হয়। কনষ্টাবলেরা বিদেশীয় লোক। তাহারা চুরির পূর্ব্বে দুষ্ট লোকের অনুসন্ধান পায় না, চুরী গেলেও ধরিতে পারে না।

বিশেষতঃ অধিকাংশ অপদার্থ ও গাঁজাগুলিখোর কনষ্টেবল দলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সুযোগ পাইলে তাহারাও চৌর্য্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয় না। তাহারা যে দেশের দোষী, তদ্দেশদূষিত অপর [illegible] যে তাহারা ধরিয়া দিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং নথি চুরির সংবাদ থানায় প্রেরিত হইলে সব ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর জেনারেল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং বিশেষ যত্নবান হইয়া পরিশ্রমসহকারে চোরের অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে যে ফল হইয়াছে, তাহা বারান্তরে পাঠকগণের গোচর করিবার বাসনা রহিল।

—০:০—

পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের দেশের লোকের একটী কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাঁরা দিবারাত্রি কেবল রাজনীতি, রাজপুরুষ ও গবর্ণমেণ্টের পশ্চাতে লাগিয়া আছেন। আমরা বলি আমাদিগের "রাজা রাজড়ার" কথায় কাজ কি? আমরা বাঙ্গালি, আমাদিগের বাঙ্গালির মত থাকাই কর্ত্তব্য। আন, লও, খাও, দাও, চুপ করিয়া থাক; ঝঞ্ঝাটে যাওয়া কেন? শেষে অহিত ঘটিবে, রাজপুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া মনের [illegible] অন্যাদৃশ মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ও [illegible] যে কিছু স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, ইহাঁরা নিঃসংশয় তাহা হারাইবেন। বার বার বিরক্ত করিলে ধৈর্য্য কতক্ষণ থাকে? [illegible] আছে যথার্থ; কিন্তু এক [illegible] করিলে শেষে সে কি করে [illegible] না হইলে ইহাঁরা ছাড়িতেছেন না দেখিতেছি। তবে তোমরা এই [illegible] করিবে, যদি কোন কাজই না হইল, দুঃখপ্রকাশের ক্ষমতা থাকাতে কি ইষ্টলাভ হইবে? একটী ইষ্টলাভ আছে, মেয়েরা বলে "পেট খালি" হয় শ্রীলাভও হারান কেন? জেতৃজাতীয়েরা কোথায় বিজিতের কথা শুনিয়া থাকে? আমাদিগের রাজপুরুষেরা সভ্য, তাই কখন কখন দুই এক কথা শুনেন; তাহাই আমাদিগের ভাগ্য বলিয়া মানা উচিত। আমরা এত আক্ষেপ করিতেছি কেন, পাঠকগণ অতঃপর তাহার কারণ শ্রবণ করুন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল হাইড, মেজর হোবেণ্ডেন ও মেজর ট্রেবর শ্যামনগরের দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সভার কৃত কমিসন প্রার্থনা যে অগ্রাহ্য হইয়াছে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। "রেলওয়ে প্যাসেঞ্জর সোসাইটী" সভা কমিটীর মধ্যে এক জন সিবিলিয়ান, এক জন মিসনরী এবং এক জন ভারতবর্ষীয়কে নিয়োজিত করিবার যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক তাহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা বিরক্তির ত কোন কারণ দেখিতেছি না। লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল হাইড ও তাঁহার দুই জন সহচর দেশের অবস্থার বিষয় কিছুই জানেন না। ইহাঁরা বাঙ্গলা জানেন কি না সন্দেহ; যদি কিছু জানেন সে "পগারে" বাঙ্গলা সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ মেজর হোবেণ্ডেন রেলওয়ের কনসলটিং ইঞ্জিনিয়র; তাঁহার এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় "নীল চসমা" দিয়া দর্শন করিবারই সমধিক সম্ভাবনা। তাঁহার উপরে সাধারণের বিশ্বাস নাই। তিনি রেলওয়ের এজেণ্টের ধামা ধরা হইলেও হইতে পারেন। মেজর ট্রেবরকে কেহই চিনেন না। তিনি যে এ দেশের বিশেষজ্ঞ, কোনরূপে আমাদিগের এরূপ প্রত্যয় হয় না। ইহাঁরাই কমিটি হইয়াছেন। দেশে কি আর লোক পাওয়া গেল না? বারাসতের মাজিষ্ট্রেটকে কমিটির মধ্যে লইলে কি দোষ হইত? যাঁহারা দুর্ঘটনাস্থানের অবস্থা ও লোকের মনোগত ভাব অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে যখন কমিটিতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, তখন এ কমিটি নিয়োগে ফল কি? এটা কি লোককে কেবল স্তোভ দেওয়া মাত্র হইতেছে না? কেবল এইমাত্র অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতা নয়, আর একটা বিষম অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারের কাজ করা হইয়াছে। পাঠকগণ তদ্দ্বারা উল্লিখিত কমিটীর অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালীর উৎকর্ষ বুঝিতে পারিবেন. হিন্দুপেট্রিয়টের অধ্যক্ষ এক জন সংবাদদাতা (রিপোর্টার) প্রেরণ করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণেল হাইড তাহাতে অসম্মত হইয়াছেন। রেলওয়ে আরোহীদিগের সভা আপনাদিগের সম্পাদককে পাঠাইবার প্রার্থনায় আবেদন করেন, তাহাও অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার তুল্য স্বেচ্ছাচারিতা আর কি আছে? উল্লিখিত প্রার্থনাকারীদিগের একটী প্রার্থনাও ত অসঙ্গত নয়। সেই সঙ্গত প্রার্থনা যখন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কমিটি ও কমিটির নিয়োগকারীদিগের "হাড়ে কিছু টক" আছে। আরোহিসভার অধ্যক্ষ বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৃহস্পতিবারের ডেলিনিউসে মেজর হোবেণ্ডেন ও কর্ণেল হাইডের এতৎসংক্রান্ত দুইখানি পত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

মেজর হোবেণ্ডেনের পত্র পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, প্রার্থনাকারীদিগকে অপমান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, কমিটি যাহা ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহাদিগের রিপোর্ট পরে প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলেই চরিতার্থ হইলাম,

সাক্ষ্যগ্রহণের সময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া জবানবন্দী লইয়া পরে রিপোর্ট প্রকাশ করিলে তাহাতে লোকের কি বিশ্বাস জন্মিবে?

বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রেলওয়ের এজেন্ট এক জন আটর্ণীকে সঙ্গে লইয়া কমিটিতে উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইয়াছেন। এ অনুমতিপ্রদান কি বিশুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে? যে দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ হইতেছে, তাহাতে এ দেশের সাধারণে অর্থী এবং ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেব প্রত্যর্থী। অর্থিদিগের কাহাকেও কমিটীতে যাইতে দেওয়া হইল না; কিন্তু প্রত্যর্থীকে যাইতে দেওয়া হইল! এ কিরূপ বিচার? এই কি অপক্ষপাত ব্যবহার? পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়েতে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অবিমৃষ্যকারিতা ও অনাশ্রবতানিবন্ধন তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণীত ও প্রকাশিত হইল না; এটী কি সামান্য দুঃখের বিষয়? সর সিসিল বীডন দুর্ভিক্ষের সময়ে এইপ্রকার অন্যের বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং সমুদায় গোপনে রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। গ্রে সাহেব অপেক্ষা সর সিসিল বীডন বিংশতিগুণে উপযুক্ত ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি তিনি কেবল ঐ দোষে যার পর নাই অপদস্থ হন। প্রকাশ্য দুর্ঘটনার প্রকাশ্য অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। লেপ্টনন্ট গবর্ণর কিসে জানিলেন, যে জনরব উঠিয়াছে, সে মিথ্যা? ইহার কি অনুসন্ধান করা উচিত নহে? তাঁহার নিয়োজিত কমিটির উপরে কি কেহ বিশ্বাস করিবেন? তবে ফল এই হইবে, লোকের এই সংস্কার জন্মিবে, তিনি কতগুলি কুচক্রকারীর কুহকজালে বিমোহিত হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন না।

উপসংহারকালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে বিনয়পূর্ব্বক আমাদিগের কিছু বিজ্ঞাপন করা উচিত হইতেছে। সর জন লরেন্স জানেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি সর সিসিল বীডনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই বলিয়া জগদীশ্বর ও মানবমণ্ডলীর নিকটে দোষী হইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রধান শাসন কর্ত্তা। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা সাধারণের অশ্রদ্ধেয় হইয়াও স্থিরচিত্তে থাকিতে পারেন; কিন্তু যাঁহার উপরে সমুদায় সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত, তিনি থাকিতে পারেন না। সত্য বলিতে কি এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে গ্রে সাহেব সাধারণ মতকে পদদ্বয়ে দলন করিয়া যেরূপে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে ব্রিটিশ জাতির সাধুতা ও সদাশয়তার উপরে লোকের সন্দেহ জন্মিয়াছে। গবর্ণর জেনরল কি এই সংস্কারের অপনোদনচেষ্টা পাইবেন না? ভারতবর্ষীয়েরা অন্যায় প্রার্থনা করিতেছেন না। একটী দুর্ঘটনা হওয়াতে নানা জনরব উঠিয়াছে; ইহা সত্য কি না? তাঁহারা প্রকাশ্য কমিসন নিয়োগদ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিতেছেন। যদি এ আবেদন অগ্রাহ্য হয়, তবে কি গ্রাহ্য হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। সর জন লরেন্স যদি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, লোকে এই কথা বলিবেন, "টাইবিরিয়স কাপরেরাতে আছেন, সিজেনস রোম উৎসন্ন দিতেছেন।"

—০ঃ—

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

মানুষের মন যে ভ্রম প্রমাদ দ্বারা একান্ত পরিপূরিত, তাহা বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যদ্বারা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এই সভা এবৎসর যে প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিতেছেন, পর বৎসরে তাহা হয় পরিবর্ত্তিত নতুবা পরিত্যক্ত হইতেছে। সভা এপর্য্যন্ত যত আইন করিয়াছেন, তাহার একটীও প্রায় সাধারণের অনুমোদনায় হয় নাই। সভ্যেরা সাধারণ মত প্রায় গ্রাহ্য করেন না। যখন যেটী ধরিতেছেন, তাহা ব্যাঘ্র দংশনের ন্যায় হইতেছে। ১৮৬৫ অব্দের ৮ আইন, রিবর ট্রষ্ট আইন, কুলিসংগ্রহের আইন ও মফস্বলের মিউনিসিপাল আইন স্থানীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের অযোগ্যতার অনুক্ষণ সাক্ষ্য দিতেছে। সম্প্রতি যে দুটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা হইয়াছে, তদ্বারা এই সভ্যদিগের রাজনীতিজ্ঞতার একশেষ হইয়াছে। উহা বিধিবদ্ধ হইলে লোকের সুখ সচ্ছন্দতার পরিসীমা থাকিবে না!!

প্রথম, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য সদর মালগুজারি আদায় করিবার বিল। ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনে সদর মলগুজারি বিশিষ্ট জমীদারী কেবল কালেক্টরের দ্বারা নীলাম হইবে, কিন্তু যদি অন্যায় করিয়া নীলাম করা হয়, রীতিমত দেওয়ানীতে নালীশ করিয়া নীলাম রহিত করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আডবোকেট জেনরল এই প্রস্তাব করিয়াছেন, যেসকল স্থানে গবর্ণমেণ্টের খাসে জমীদারি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুমিখণ্ড প্রজাবিলি করা আছে, সে খানেও এইপ্রকার নীলাম করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট জমীদারের কাজ করিয়া কি জন্য জমীদারের ন্যায় রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে বাকী খাজনার নালীশ করিবেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে বিষয়ের ভার লওয়া হয়, তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পাদন করাও বিধেয় হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি ইহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে আর খাসে তালুক রাখা উচিত হয় না। এই মাত্র অনিষ্ট নয়। কোন ব্যক্তি যদি গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর জামীন হন এবং সেই কর্ম্মচারী সরকারের কিছু ক্ষতি করেন, তাহা হইলে জামীনদারের সর্ব্বস্ব সরকারী রাজস্ব আদায়ের নিয়মে বিক্রীত

হইবে। ইহাতে সকরও নিষ্কর, যে কোন প্রকার ভূমি থাকুক তাহার বিবেচনা করা হইবে না। বোধ কর এক ব্যক্তি লাহোরে কর্ম্ম করেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহার নিমিত্ত ৫০০০ টাকার জামীন হইলেন। কর্ম্মচারী যদি ক্ষতি করেন, তাহা হইলে কালেক্টর জামীনদারকে ১৫ দিবসের পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া তাঁহার যাবতীয় ভূমি ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবেন। যে দিবস কালেক্টর ডাক ঘরে এই সংবাদ সূচক পত্র পাঠাইবেন, তাহার পর অবধি ১৫ দিবসের মধ্যে টাকা দাখিল না হইলে বিষয় রক্ষা পাইবে না। এই নীলাম ডিক্রীজারির ন্যায় হইবে। কেন এত টাকা পাওনা হইতেছে তাহার কোন আপত্তি শ্রবণ ও গ্রহণ করা হইবে না। নিপীড়িত ব্যক্তি কমিসনরের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন বটে; কিন্তু তিনি যদি অগ্রাহ্য করেন, আর কোন উপায় থাকিবে না। দেওয়ানীতে নালীশ করিয়া নীলাম রহিত করিবার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে। এটি যে আত্যন্তিক অনিষ্টকর হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের কালেক্টর ও কমিসনরগণ যে ধাতুর লোক, তাহা ইনকম টাক্স ও লাইসেন্স টাক্স আইনদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। কালেক্টরের নিকট হইতে আপীল হইলে কমিসনরেরা যে শতকরা পাঁচটাও রহিত করেন না, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য আদায়ের জন্য প্রকারান্তরে প্রজার সুবিচার প্রার্থনার স্বত্ব যে রহিত করা হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলেখ্যটী মফস্বলের চৌকিদারি টাক্স সংক্রান্ত। যাঁহারা ১৮৬৪ অব্দের ৩ আইনের বিষময় ফলভোগ করিতেছেন, তাঁহারা জানেন, তদপেক্ষা সেকেলে গ্রাম্য চৌকিদারী চাঁদা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেই জঙ্গল, সেই ময়লা রহিয়াছে; চোর ডাকাইতেরা বরং অধিক প্রশ্রয় পাইয়াছে; লোকে অতিশয় কষ্টে যে টাকা দিতেছেন, তাহা কেবল অনাবশ্যক কর্ম্মচারীর বেতন ও অকর্ম্মণ্য পুলিষ প্রহরীর উদরস্থ হইতেছে। ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইনঘটিত অত্যাচারের ত কথা নাই। নূতন প্রস্তাবদ্বারা মিউনিসিপাল ও চৌকিদারি টাক্স এই উভয়ের মাঝামাঝি এক আইন করা হইতেছে। ইহার দ্বারা গ্রামসমূহের উপকার করা হইবে বাক্যে এইরূপ বলা হইতেছে; কিন্তু কার্য্যতঃ চৌকিদারি টাক্স বৃদ্ধি করিয়া পুলিষের ব্যয় স্থানীয় কর হইতে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য শেষ আগামিবারে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায় রহিল।

—০—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত পুস্তক ও পত্রিকা গুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকা। প্রথম কাণ্ড সপ্তম সংখ্যা। ইহাতে মহাকবি কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সংস্কৃত মূল ও বাঙ্গলা অনুবাদ অষ্টাদশ সর্গ এবং মল্লিনাথকৃত টীকার দশমসর্গ হইতে চতুর্দ্দশ সর্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর, এম, বসু কোম্পানি এখানি প্রকাশ করিতেছেন। নানা কারণ বশতঃ সম্পাদকদিগের এখানি প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইয়াছে। সম্পাদকেরা ইহার প্রচারণে এবং গ্রাহকগণ উৎসাহদানে বীতরাগ না হন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

২। শরীরপালন। যে প্রণালীতে স্নান আহার ও ব্যায়ামাদি সম্পাদন করিলে শরীররক্ষা হয়, গ্রন্থকার ইহাতে সেগুলি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। রচনাটী প্রাঞ্জল হইয়াছে। নবদ্বীপান্তঃপাতী গরিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। এইখানি হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

৩। সত্যসুখ। বগুড়া শিববাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল রায় ইহার রচনা করিয়াছেন। এখানি গদ্য পদ্যময়। সত্যই সুখের কারণ ইহা প্রতিপন্ন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তিনি গল্পচ্ছলে নানা শ্রেয়স্কর বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

৪। বালাবোধিকা। প্রথমভাগ। উর্ব্বশী নাটকের রচয়িত্রী কামিনীসুন্দরী দেবী ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। বালিকাদিগের নীতিশিক্ষার্থ কয়েকটী গল্প লিখিত হইয়াছে।

৫। পদ্যপ্রকাশিকা। মাসিক পত্রিকা। ইহার সমুদায় পদ্যেতেই লিখিত হইয়াছে। আজি কালি লোকের পদ্যপ্রণয়ন প্রবৃত্তি কিছু বলবতী দেখা যাইতেছে। সম্পাদকেরা কেবল পদ্যময় পত্রিকা প্রচার করিয়া কৃতার্থতালাভে সমর্থ হইবেন আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। বিষয়গুলি তত উৎকৃষ্ট হয় নাই বটে; কিন্তু সম্পাদকের পদ্যরচনার ক্ষমতা আছে, বোধ হইতেছে।

বিবিধসংবাদ।

২০ এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

গতবারে মুদ্রাযন্ত্র দোষে ভ্রমবশতঃ বিশ্বেশ্বর দাস চৌধুরীর ঠিকানা বরিশাল না হইয়া রাজসাহী এবং ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্তের পরিবর্ত্তে ১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখপর্য্যন্ত হইয়াছে।

পল্লীবিজ্ঞান বলেন, "জামালপুরের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট কেম্বেল সাহেব কোন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর বিধবা পত্নীকে ওয়ারেণ্টদ্বারা গ্রেপ্তার করতঃ কাছারিতে হাজির আনিতে পুলিষের উপর আদেশপ্রচার করেন। ঢাকার কমিসনর শ্রীযুক্ত সিমসন সাহেব এতদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে কেম্বেল সাহেব ঐ সম্ভ্রান্তা স্ত্রীকে হাজির না আনিয়া ছাড়িতেন না। তরুণবয়স্ক আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটদিগের উপর সব ডিবিজনের ভার দেওয়ার এই সকল বিষময় ফল।"

সম্প্রতি রুশীয়দিগের সহিত বোখারার অধিপতির পুনর্ব্বার এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। একদা রুশীয় সেনাপতি একদল বিদ্রোহীকে দমন করিতে যাওয়াতে রাজা সেই সুযোগে পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সেনাপতি শীঘ্র প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। এই যুদ্ধে বোখারার অধীশ্বর প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এপ্রকার মৃত্যু প্রার্থনীয়। এক বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় নিম্নতর কর্ম্মচারিগণের নিকটে অপমান সহ্য করিয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা টিপুসুলতানের ন্যায় তরবারি হস্তে রণস্থলে প্রাণত্যাগ করা বীরপুরুষোচিত কার্য্য সন্দেহ নাই।

ইউরিডাইস জাহাজের কাপ্তেন কোলিসের নামে আলবিকা হাগার্ট নামে প্রুশীয় স্ত্রীলোকের উপর বলৎকার করিবার ও তাহার ভ্রাতা আলবার্ট হাগার্টকে বধ করিবার চেষ্টা পাইবার যে নালীশ হইয়াছিল, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট বলাৎকারের নালীশ অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু প্রথমতঃ স্ত্রীলোকটীর অসম্মতিতে যে তাহার সতীত্বনাশ করা হয় এবং তন্নিমিত্ত সে সমুদ্রে পতিত হইয়া যে আত্মহত্যা করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আলবর্ট জীবিত থাকিলে ঐ বিষয়টী সপ্রমাণ হইবে, এই আশঙ্কায় কাপ্তেন তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা পান। এটী সপ্রমাণ হওয়াতে তাহাকে সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে; অপরাধীর জামীন দিবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয় নাই।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আজিম খাঁ কতকগুলি সৈন্যকে গিজনিতে প্রেরণ করিয়াছেন। পর্ব্বতীয় লোকদিগকে সৈন্যদলে গ্রহণ করাতে তাহার একণে ১৫,০০০ সৈন্য হইয়াছে। তুর্কিস্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত। আজিম খাঁ কাবুলের বণিকদিগকে বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি সিয়ারআলির নিকটে কোনপ্রকার সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেআপ্ত হইবে। জেলেলাবাদের হিন্দুদিগের একজন গোস্বামী আছেন। ইনি ধনবান বলিয়া বিখ্যাত। আজিম খাঁ ইহাঁর নিকট হইতে এক লক্ষ টাকা লইবার অভিপ্রায়ে ইহাঁকে জেলে দেন। গোস্বামী কারাগার হইতে পেসোয়ারে পলায়ন করিয়াছেন। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট আর কতকগুলি সৈন্যকে বোখারাতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হিরাট ও বোখারার অবস্থা জানিবার নিমিত্ত পেসোয়ার হইতে দুই জন চর প্রেরিত হইয়াছে।

গড় আড়িয়াদহ গ্রামের নকুড়চন্দ্র ঘোষালের অষ্টমবর্ষীয় পুত্র দশহরার দিনে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। বালকটী জলে নামিয়া স্নান করিতেছিল এবং তাহার ভৃত্য বস্ত্র লইয়া তীরে দণ্ডায়মান ছিল। সে ডুব দিবা মাত্র স্রোতে ভাসিয়া গেল। এক ব্যক্তি তাহার নিকটে স্নান করিতেছিল; সে চেষ্টা করিলে অনায়াসে বালকটীকে রক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু নিজের প্রাণের ভয়ে ঐ কাপুরুষ সে চেষ্টা করিল না। কয়েক জন ধীবর এই শোচনীয় সংবাদ শ্রবণ করিবা মাত্র জাল লইয়া অনেক স্থান অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইল না। বালকটী বৃদ্ধ পিতা মাতার একমাত্র সন্তান।

মধ্য ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রধান কমিসনর কয়েকজন এতদ্দেশীয় ভদ্র লোককে ইংরাজী জুতা লইয়া দরবারে আসিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করেন। ইহাতে গবর্ণর জেনরল কমিসনরের নিকটে কৈফিয়াত চাহিবাতে মোরি সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহারা মোজা পরেন নাই। তাঁহাদিগের ইংরাজী জুতা পরিবার অভ্যাস না থাকাতে খঞ্জের ন্যায় বেড়াইতেছিলেন। ইহাতে কমিসনর নিকটবর্ত্তী এক জন সর্দ্দারকে মৃদুস্বরে বলিয়াছিলেন, এপ্রকার অনভ্যাসের ফোটা করিয়া কষ্ট না পাইয়া দেশীয় জুতা পরাই তাঁহার পক্ষে ভাল। ইহাতে কি সর্দ্দারকে অপমান করা হয় নাই? এই এক ঘটনাতে জুতা পরিবার আইন ও নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী উভয়েরই গুণের সুন্দর পরিচয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় মিউনিসিপালিটির কর্ম্মচারীরাও পেন্সন পাইবেন। কিন্তু এই পেন্সন মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। যদি কোন ব্যক্তি কিছু দিন মিউনিসিপালিটির ও কিছু দিন গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে কার্য্যকালের পরিমাণে উভয় ফণ্ড হইতে বৃত্তি পাইবেন। আজ্ঞাটী অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে।

হিন্দু পেট্রিয়টের অধ্যক্ষেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার হুঘ টন' অনুসন্ধানকারিণী সভার অধিবেশন স্থলে সাক্ষীদিগের জবানবন্দি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক জন রিপোর্টার পাঠাইবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু কমিটির অধ্যক্ষ কর্ণেল হাইড এই প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থাই ভাল হয় নাই। ঐ ব্যবস্থাতেই যত উৎপাত ঘটিতেছে।

মারকুই অব ব্লাণ্ডফোর্ড অযোধ্যায় ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি বলরামপুরের রাজা দিগ্বিজয় সিংহের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাকে অতিশয় যত্ন ও সমারোহে সমাদর করিয়াছেন। মারকুই এক জন বিখ্যাত শীকারী এবং অনেকগুলি ব্যাঘ্র বধ করিয়াছেন। এপ্রকার লোকসকল সর্ব্বদা এ দেশে আইসেন এটী প্রার্থনীয়।

“বিজ্ঞাপনী বলেন, আমাদের কালেক্টর শ্রীযুক্ত মেঃ আলেকজেণ্ডর সাহেবের ভদ্রতার প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। যেসকল ব্যক্তি প্রোক্ত শ্রীযুক্তের কুঠিতে গমন করেন শ্রীযুক্ত তাহাদিগের সহিত সাদর সম্ভাষণে নিতান্ত ভদ্রতা এবং উদারতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরিণামে ইহাঁর যে সবিশেষ উন্নতি লাভ হইবে এটী তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ।

২১ এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, টিয়েন সিয়েন নগরের নিকটে ৮০,০০০ বিদ্রোহী আসিয়াছে। তাহারা সম্প্রতি এক যুদ্ধে সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছে। ঐ স্থানে ইউরোপীয় বণিকদিগের সম্পত্তি রক্ষার্থ দুইখানি ইংরাজী ও ফরাশী কামানের নৌকা আছে। বিদ্রোহীরা পিকিন আক্রমণার্থ যাত্রা করিবার মানস করিয়াছে। চীনের স্বাধীনতাও সংশয়দোলায় আরূঢ় হইয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ১২ ই মে সর রবার্ট নেপিয়র আণ্টালোতে উপনীত হন। সৈন্যগণের পর্ব্বতপার হইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত তিনি ঐ স্থানে তিন দিবস অবস্থিত করেন। এপর্য্যন্ত সেনাদলে কেবল সাতজন আফিসর ও ২৫ জন সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছে। অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে লস্কারদিগের অনেকের পীড়া হইতেছে।

সম্প্রতি একটী নবমবর্ষীয় বালক বোম্বাই রেলয়েতে একখানি প্রস্তর রাখিয়া দেয়। ঐ সময়ে শকটশ্রেণি আসিতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে প্রস্তরখানি ভগ্ন হইল এবং শকট গুলি নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল। বালক ধৃত হইয়া পুলিষে অর্পিত হয়। মাজিষ্ট্রেট দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে অনধিকারপ্রবেশের অপরাধে অপরাধী করিয়া তিন বেত্রাঘাত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। রেলওয়েতে অল্পে যখন গুরুতর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, তখন অধিকসংখ্যক রক্ষক নিয়োগ করিয়া বিঘ্নকারীদিগের অনিষ্টচেষ্টার নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

সর রবার্ট নেপিয়র বিবেচনাসহকারে যাব তীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করাতে ইংলণ্ডেশ্বরী নিজে এক টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সর রবার্ট নেপিয়র যেপ্রকার কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লার্ড উপাধি প্রাপ্য হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট বলেন, নিম্নতর চিকিৎসকদিগের বেতনবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এ নিমিত্ত প্রায় এক লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে।

তিন জন উজীরীয় সম্প্রতি ৫ গণিত পঞ্জাবী পদাতিক দলের ডাক্তর এস,মাকার্টিকে বধ করিবার চেষ্টা পায়। রাত্রিতে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। এক জন দ্বাররক্ষা করে এবং দুই জন ছুরিকাদ্বারা তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা পায়। ডাক্তর মৃতপ্রায় হওয়াতে হত্যাকারীরা পলায়ন করিল। সকলে অনুমান করিতেছেন, ডাক্তর একটী মৃতদেহ ছেদন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার সাধ্যে এক পক্ষের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে তাঁহার প্রাণবধচেষ্টা করা হয়। ডাক্তর অনেক আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

পানিহাটি আগড়পাড়াপ্রভৃতি স্থানে কয়েক জন অলঙ্কারচোর গমন করিয়াছে। যেসকল শিশুর গাত্রে অলঙ্কার থাকে, তাহাদিগকে উদ্যান অথবা ঝোপের নিকটে লইয়া গিয়া উহারা অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। গত সপ্তাহে পানিহাটির দুটী শিশুর অলঙ্কার গিয়াছে। এসকল সামান্য বিষয় পুলিষের খবরে আইসে না।

পরেশনাথ পর্ব্বত লইয়া মকদ্দমা হইতেছে পিয়নিয়র বলেন জৈনেরা আকবরের এক সনন্দ দাখিল করিয়াছেন। এই সনন্দে আকবার পরেশ নাথ পর্ব্বত এবং গুজরাটের কয়েকটী স্থান জৈনদিগকে নিষ্কর প্রদান করেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান অনুবাদক বাবু শ্যামাচরণ সরকার এই সনন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা আকবরের সনন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। এই সনন্দে আকবর বলিতেছেন, প্রজাদিগের সন্তোষসাধন ও প্রণয়বর্দ্ধন করিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা যাবতীয় মহৎ শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্য। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন তাঁহার তাহাতে দৃঢ়ভক্তি থাকিলে সম্রাট তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত ভক্তি এবং ঈশ্বরের চিন্তা করাই আকবরের মতে যথার্থ ধর্ম্ম। জৈন আচার্য্য হীরবিজয় সুরকে আকবর গুজরাট হইতে আনয়ন করেন। ঐ ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তি থাকাতে সম্রাট বলিতেছেন, সকল সম্প্রদায়ের সাহায্য করা রাজার কর্ত্তব্য; অতএব তিনি পরেশনাথ প্রভৃতি পর্ব্বতসকল জৈনদিগকে দিলেন। উহা দ্বারা এই মহাত্মার শাসনপ্রণালীর নিরপেক্ষতা ও ধর্ম্মবিষয়ে উদার ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সর জন লরেন্স দেখুন, আকবর কেবল মুখে লম্বা লম্বা কথা কহিয়া থাকিতেন না; তিনি প্রজাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতেন।

২২এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

পিয়নিয়র বলেন, ষ্টেটসেক্রেটারি এ, গফ সাহেবকে কাশীর কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি মনিয়র উইলিয়মসের ছাত্র। এগুলি বড় বিড়ম্বনা।

১লা জুন লণ্ডন হইতে এক টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। ইহা ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে জেনিওস সাহেব এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলেন, তিনি দমদমাপ্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছেন গত ঝড়ে যে সকল আম্রবৃক্ষ হেলিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বিস্তর ফল ধরিয়াছে, কিন্তু যেগুলি স্থির রহিয়াছে তাহাতে একটী ফলও হয় নাই, ইহাতে তিনি অনুমান করেন, অতিরিক্ত রস উঠিলেই বৃক্ষ ফলবান হয় না। তিনি বলেন, এই দোষের নিবারণনিমিত্ত মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ মূলগুলি ছাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এদেশের লোকেরা ইহা কতক অংশে করিয়া থাকেন। আম্র নারিকেলপ্রভৃতি বৃক্ষের গোড়া আষাঢ় মাসে খনন করা হয়। কার্ত্তিক মাসে আবার তন্মধ্যে মৃত্তিকাক্ষেপণ করা হইয়া থাকে। জেনিওস সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, এরূপ না করিয়া মাঘ মাসে বৃক্ষের মূলের নিকটে একটী গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে জল দিয়া কিছুদিনপরেই মৃত্তিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার পরীক্ষা করা উচিত। ক্রমশঃ আমাদিগের দেশ আম্র কম হইতেছে।

মহীসুরের সি, বি, সণ্ডার্স সাহেব হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল সর রবার্ট নেপিয়র ও তাঁহার সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

পাটনাবিভাগের মুন্সেফদিগের মকদ্দমা করিবার অধিকারসীমা নিরূপিত হইয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র ঐপ্রকার সীমানির্ণয় করা উচিত। কলিকাতার উপনগরের লোকদিগকে বারুইপুরের মুন্সেফের নিকটে মকদ্দমা করিতে আসিতে হয়, অথচ আলীপুরে দুই জন মুন্সেফ আছেন!!

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সুলতানাবাদের রাজা গোপালসিংহকে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে না।

অদ্যকার গেজেটে দৃষ্ট হইল, কয়েকজন উত্তরাধিকারিহীন ব্যক্তির সম্পত্তি এক বৎসরান্তে গবর্ণমেণ্টে বাজেঅপ্ত হইবে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। আমরা বোধ করি, এটী এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

সৈদ আহম্মদ যাবতীয় উর্দ্দু সাহিত্য পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। ইহাতে প্রত্যেক গ্রন্থকারের সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্ত থাকিবে। তিনি আরও এক খানি উর্দ্দু অভিধান লিখিতেছেন। সর উইলিয়ম মুর সম্প্রতি আলগড় বিজ্ঞানসভায় এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ইংরাজী পুস্তক সকল অবিকল অনুবাদ করিলে ফল হইবে না। ঐ সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিলে তবে ফল হইবে। ইহার উৎসাহার্থ তিনি পুরস্কার দানার্থ সম্মত হইয়াছেন।

যে ব্যক্তি রোজক্রেণের হত্যাকারীকে ধরিয়া দিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন।

হঙকঙে এক্ষণে অনেক শীক পুলিষপ্রহরী গমন করাতে হিন্দুস্থানী প্রহরীদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে নিরন্ন হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছে। এক ব্যক্তি কষ্টসহ্য করিতে না পারিয়া উন্মত্ত হইয়াছে। এটী অতিশয় অন্যায়। পদচ্যুত প্রহরীদিগের ভারতবর্ষে আসিবার উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন, মাড়োয়ারের অন্তর্গত ভূমালার ভিলেরা সীমান্বিত গ্রামসকল লুঠ করিতেছে। মাড়োয়ারের রাজা তাহাদিগের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি কানপুরের নিকটে যে সহমরণ হয়, তাহাতে যেসকল ব্যক্তি হস্তার্পণ করিয়াছিল, তাহাদিগের ৩০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস ও ১১ জনের পাঁচ বৎসর করিয়া মেয়াদের আজ্ঞা হইয়াছে।

রুশীয়েরা বোখারার মৃত রাজার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

সম্প্রতি কটকের করদ মহলের রোহিনীগিরির নিকটস্থ পর্ব্বতীয় লোকেরা তত্রত্য রাজার দেওয়ান ও আর কয়েক জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছে। উহাদিগকে দমন করিবার মানসে ছোটনাগপুরের কমিসনর কর্ণেল ডালটন একদল সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন।

ত্রিবঙ্কুরের রাজার চিকিৎসক ডাক্তর রস অতিশয় দুর্ব্যবহার করাতে তাঁহার চরিত্রের অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন বসিতেছেন। এক খানি স্থানীয় সংবাদপত্র বলেন, তিনি এমন সকল কাজ করিয়াছেন যে, তন্নিমিত্ত দণ্ড না দিলে ইংরাজ জাতির কলঙ্ক হইবে। ডাক্তর রসের ন্যায় ভারতবর্ষে শত শত ইংরাজ আছেন।

দক্ষিণ আরকটে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন কৃষিকার্য্য বন্ধ ও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। রাস্তাঘাটপ্রভৃতিতে লোক খাটাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৩০৫৮০ টাকা দিয়াছেন। যাবতীয় কূপ শুষ্ক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে দূর হইতে জল আনয়ন করিয়া লোকদিগের প্রাণরক্ষা করা হইতেছে। কূপ খননের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ১০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। স্থানে২ স্থানে কিঞ্চিৎ২ বৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দূর হইতেছে না।

প্রয়াগদূত বলেন, "কিয়দ্দিবস গত হইল, এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি তৃতীয় শ্রেণীর রেল-ওয়ে-শকটে সপরিবারে আগরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই শকটে কয়েক জন ইতর ফিরিঙ্গি আরূঢ় হইয়াছিল। গাড়ি ফিরোজাবাদে উপস্থিত হইবার কিঞ্চিৎ অগ্রে এক জন ইতর ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোকটীকে বলাৎকার করে। পরে ফিরোজাবাদে পহুছিলে সেই স্ত্রীলোকটীর স্বামী সকল বিবরণ প্রকাশ করিলে ফিরিঙ্গিটীকে গ্রেপ্তার করিয়া আগরার বিচারালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শুনিলাম স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।" চারি দিক দিয়া রেলওয়ের প্রশংসা বাহির হইতেছে।

ভারতরঞ্জন বলেন. বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের দক্ষিণে চালতিয়ানামক গ্রামে চৈত্র শুক্লনবমীতে একটী মেলা হইয়াথাকে। ক্রমে উহা হীনদশা গ্রস্ত হইতেছে। সম্পাদক এক কালে উহার লোপসংবাদ দিলে আমরা সমধিক সন্তুষ্ট হইতাম। মেলাগুলি বহু অনর্থের মূল।

অমৃতবাজারপত্রিকা আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের যেগুলি ভাল কর্ম্ম, তাহা খৃষ্টানদিগকে, আর যেগুলি অপকৃষ্ট তাহা এদেশীয়দিগকে দেওয়া হইয়াছে। তিনি ঢাকাবিভাগের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া স্ববাক্যসমর্থন করিয়াছেন। সমানধর্ম্মাবলম্বী দিগের প্রতি মানুষের স্বভাবতঃ অধিকতর স্নেহ থাকে। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি পক্ষপাত করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহারা মুখে তুল্য ব্যবহারের কথা বলেন, কাজে বিপরীত করেন, ব্রাহ্মণাদি জেতৃগণ তাহা করিতেন না।

মাদকসেবী মাদক দ্রব্যের ন্যায় নীলকরেরা অত্যাচার ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না। ঢাকাপ্রকাশে "নীলকুঠীয়ালদিগের অত্যাচার" এই শীর্ষকযুক্ত একটী প্রস্তাব লিখিত দৃষ্ট হইল। তাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, নীল কর জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের লোকেরা বল-পূর্ব্বক অনিচ্ছু ব্যক্তিদিগকে বেগার ধরিয়া কাজ করাইয়া লন। সকল রোগের চিকিৎসা আছে, নীলকরদিগের এ রোগের কি চিকিৎসা নাই?

২৩ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, সৈদ আজিমুদ্দিন হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে। আজিমুদ্দিন এক জন বিখ্যাত সুপণ্ডিত ছিলেন; ইংরাজী, পারসী ও আরবিতে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। এক্ষণে যেমন উপযুক্ত এতদ্দেশীয়দিগকে অনাদরোপযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে, লার্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে তাহা ছিল না। উক্ত মহাশয় গবর্ণর জেনরল আজিমুদ্দিন খাঁকে সিন্ধুতে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করেন এবং তিনিও বিশেষ যোগ্যতাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার চেষ্টায় বেহারে সাধারণ্যে বিদ্রোহ ঘটিতে পারে নাই এবং আরার যে বাটীতে কয়েকজন ইংরাজ ও শীক রুদ্ধ থাকিয়া অষ্টাহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিও সেই বাটীতে ছিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় ষ্টার প্রদান করা হয়। আজিমুদ্দিন খা কিছু দিন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর অধীনে ভারতবর্ষীয়দিগের উচ্চতর পদে ক্ষমতাপ্রদর্শন করিবার উপায় নাই; এই হেতু ভারতবর্ষীয় ষ্টানলীকে এক জন সামান্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিয়া জীবনযাপন করিতে হইয়াছে।

আমরা আরও শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর আত্যন্তিক পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার যেপ্রকার বয়ঃক্রম হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার আরোগ্যলাভের প্রতি সকলের সংশয় জন্মিয়াছে।

ভারতবর্ষস্থিত খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহভঙ্গের আদালত স্থাপন করিবার নিমিত্ত মেইন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। সিমলায় ব্যবস্থাপক সভা থাকাতে এক জন ও ভারতবর্ষীয় সভ্য উপস্থিত হন নাই।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্ট তমাকের উপরে কর স্থাপিত করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি উপযুক্ত লোক দিগকে আনিবার নিমিত্ত সর বার্ণেস পিকক জজের সেরেস্তদারদিগকে ২৫০ টাকা বেতন দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধির তালিকা ষ্টেট সেক্রেটারির গ্রাহ্য না হইলে নূতন প্রস্তাব করা যায় না। মফস্বলের আমলাগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন, আগামী জানুয়ারি অবধি তাঁহাদিগের বেতনবৃদ্ধি হইবে।

এবার মক্কায় প্রায় ৮৫০০০ যাত্রী গমন করিয়াছিলেন। সুলতানের গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পীড়া হয় নাই।

২৫ এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, কোন আফিসের কোন পদ শূন্য হইলে সেই আফিসের উপযুক্ত লোককে সেই পদ দেওয়া হইবে। যদি আফিসে উপযুক্ত লোক না থাকে, পরীক্ষা করিয়া বাহিরের লোক নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু কার্য্যে ইহার কিছুই হইবে না। আফিসের রেজিষ্ট্ররেরা মুখশোভার্থ পরীক্ষা লইয়া অনুগত লোককেই কর্ম্ম দিবেন।

প্রভাকর আমাদিগের দত্তকবিষয়ক প্রস্তাবের তাৎপর্য্যগ্রহে সমর্থ হন নাই। পুত্রকৃত পিণ্ডদান ব্যতিরেকে পর কালে সদ্গতি লাভ হয় না, যাহাদিগের এ সংস্কার নাই, তাহাদিগের দত্তক গ্রহণ করিয়া উপহাস্পদ হওয়া বিধেয় হয় না, এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত। যাঁহারা দেশের হিতার্থ সম্পত্তি সম্প্রদান করেন, তাঁহাদিগের যেরূপ অক্ষুণ্ণ নাম ও অগণ্য পুণ্য অর্জ্জন হয় "কাঁঠালের আমসত্ত্বে" (দত্তকে) তাহা হয় না।

২৬ এ জ্যৈষ্ঠ শনিবার।

অনাথ ও নিরাশ্রয়ের পক্ষ হইতে যে সমস্ত নালিশ হয়, তাহার রসুম ও ব্যয় রীতিমত আদায় না হওয়াতে রেবেনিউ বোর্ড বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে এক তালিকা দিতে কহিয়াছেন। যে সকল টাকা অনাদায়ী আছে, তাহা অবিলম্বে আদায় করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

অনেক ইউরোপীয় সৈনিক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করিয়া স্ব স্ব দল পরিত্যাগপূর্ব্বক রেলওয়ে কোম্পানি ও পুলিষ প্রভৃতির অধীনে কর্ম্ম করে। কিছুদিন এই রূপ কাজ করিয়া শেষে ইংলণ্ডে যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাথেয় চাহিয়া থাকে। এই নিমিত্ত প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা দিয়াছেন, সৈনিকেরা সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া যখন অন্যত্র কর্ম্ম স্বীকার করিবে, তখন তাহাদিগের কর্ত্তব্য নূতন প্রভুদিগের সহিত বেতনের ন্যায় ইংলণ্ডে যাইবার পাথেয়েরও বন্দোবস্ত করে। সময় অতীত হইলে যে সৈনিক এক মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে না যাইবে, সে আর পাথেয় পাইবে না এরূপ নিয়ম করা উচিত।

গত কল্য কলিকাতার জুরি ইউরিডাইস জাহাজের কাপ্তেন কোলসকে ভয়প্রদর্শন ও আঘাত করিবার চেষ্টার বিষয়ে অপরাধী করিয়াছেন। বিচারপতি মাকফাসন প্রথম দোষের নিমিত্ত কাপ্তেনের তিন মাস মিয়াদ ও ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অপরাধে আর তিন মাস মেয়াদ হইয়াছে। এ ব্যক্তির দণ্ড হওয়াতে সাধারণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহার আকৃতি দেখিলে বোধ হয়, পাপে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, "আমাদের জজ সাহেবের নিকট টেলিগ্রামদ্বারা একটী শোচনীয় ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। চট্টগ্রামের এডি সনাল জজ দমন সাহেব একালালে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছেন, ইতিমধ্যে গ্রীষ্ম তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে। কাছারি গৃহের সমস্ত দ্বার ও জানেলা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (কাছারি অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি) কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গ্রীষ্ম নিবারিত না হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ফলতঃ রৌদ্রের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ইহাতে মানুষ মরিবার আশ্চর্য্য কি?"

"এখানে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা শেষ হইয়াগিয়াছে। বেলী সাহেবনামক এক জন মাত্র পরীক্ষা দিয়াছেন"।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯৪।৵—৯৪॥৵০
৪ " কোম্পানির	৯৪॥৵০—৯৪৸০
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০৫৸৵১—১০৬
৫ " কোং	১০৯॥০—১০৯৸০
॥৫ " কোং	১১৪।০—১১৪॥০

—:০:—

ইউরোপীয়সমাচার।

লণ্ডন ৩০এ মে। রুশীয়া ও বোখারার যুদ্ধের বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে মনোযোগী হইয়াছেন। সর হেনরি রলিন্সন সংবাদ দিয়াছেন, তিনি এবিষয়ে মহাসভার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার প্রস্তাব করিবেন।

শাসনকার্য্যের অবস্থা লইয়া হ উস অব লার্ড ও কমন্সে তর্ক হইয়াছে।

হুইচ সন্টাইড পর্ব্বাহ উপলক্ষে মহাসভা স্থগিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আয়ারলণ্ডে কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছেন।

১৮৬৯ অব্দে ফ্রান্সে এক লক্ষ নূতন সৈন্য সংগৃহীত হইবে।

১ লা জুন বৈকাল। সাধারণে কোন বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করিবার নিমিত্ত প্রকাশ্য সভা করিতে পারেন এনিমিত্ত ফরাশী মহাসভা এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ৩০ এ মের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, চিকাগোর লোকেরা সেনাপতি গ্রাণ্টকে সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি করিবার যে প্রস্তাব করেন, সেনাপতি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন।

সভাপতি সেনাপতি শোফিলডকে যুদ্ধ সংক্রান্ত সেক্রেটারি করিয়াছেন। সেনেট ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

২রা জুন। আবিসিনিয়া হইতে যে শেষ সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, ২৫এ মে সর রবার্ট নেপিয়র পশ্চাদ্ভাগের সৈন্যদিগকে লইয়া আতিক্রিরাটে উপনীত হইয়াছেন।

রাজা থিওড়োরের স্ত্রী যক্ষ্মা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। পাঁচটি রেজিমেণ্ট ও দুইদল গোলন্দাজ আনেসলি অথাতে জাহাজ আরোহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধঘটিত আরও অনেক কাগজ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্ঞী হর্ষ প্রকাশ করিয়া সর রবার্ট নেপিয়রকে যে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন তাহাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্রাট নেপলিয়ন মহাসভার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ বলিয়াছেন শাসনপ্রণালীর সহিত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও স্বদেশের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৭এ মে—যত দিন মেজর রিবলি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেজর ডবলিউ, টি, ফেগান পঞ্চম চক্রবাড়ের পুলিষের প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

যত দিন মেজর ফেগান স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন আর, এফ, এচ, পিউ সাহেব হাজারিবাগের প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ই, এম, রেলি সাহেব পূর্ণিয়াতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বনগাঁর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ব্রহ্মনাথ সেন ময়মনসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাট উপবিভাগের ভার পাইয়া নদীয়াতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

শ্রীহট্টের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীনাথ ঘোষ ঢাকায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৯এ মে—বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণার অবৈতনক মাজিষ্ট্রেট হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন। তিনি ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারা অনুসারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

আসামের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারা অনুসারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

কামরূপের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট জে, বটলার।

কামরূপের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট এম, ও, বইড।

শিবসাগরের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট এচ, জে, পিট।

গোলাঘাটের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট এল, বথওয়াট।

লক্ষ্মীপুরের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর জে, এফ, কাম্বেল সাহেব।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা ময়মনসিংহের ফেরিফণ্ড কমিটীর সভ্য হইবেন।

টি, টি, কালনাস সাহেব।

এচ, ওয়াট্‌স্‌ সাহেব।

আসামের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৫৯ অব্দের ১৩ আইন অনুসারী মকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেনঃ—

গোলাঘাটের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট এল, বুথওয়াট।

শিবসাগরের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট এচ, জে, পিট।

যত দিন এস, লব সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন এ, ডবলিউ, ক্রফট সাহেব এম, এ, শিক্ষাবিভাগের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিনিধিস্বরূপ কাজ করিবেন।

৩০এ মে। আর, আলেকজণ্ডার সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন এচ, বালফোর সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেব ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

যত দিন আর টমসন সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন আর, ডি, হাইম সাহেব এম, এ, ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১ লা জুন—ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু জগন্মোহন রায় কেন্দ্রাপাড়া উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

২০এ দিবসের কলিকাতা গেজেটে বাবু আনন্দচন্দ্র সেনের নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, এ, ক্রেবণ সাহেব মুঙ্গেরে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ চট্টগ্রামে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু রমশঙ্কর সেন উপনীত না হন, তত দিন বাবু দ্বারকানাথ দে রাণাঘাট উপবিভাগের ভার পাইয়া সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী শ্রীরামপুর উপবিভাগস্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

শ্রীরামপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামে বদলী হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ পরগনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, জামালপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া ময়মনসিংহে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

এ, ইয়াডলি, সাহেব ভাগলপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ভবানীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, আরঙ্গাবাদ উপবিভাগের ভার পাইয়া গয়াতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন। তিনি ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেটের হস্তে দিবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু বি, এ, ভবুয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া সাহাবাদে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

জে, সি, ডজসন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ থাকিবেন।

ট, গ্রে সাহেব যশোহরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। তিনি আপাততঃ রাজসাহির প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ থাকিবেন

এ, আর, টমসন সাহেব প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ প্রতিনিধি লিগাল রিমেম্বান্সর থাকিবেন।

জে ডি ওয়াড সাহেব চট্টগ্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন কিন্তু আপাততঃ চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

২রা জুন। ২৪ পরগনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মৌলবী দলীলুদ্দিন আহম্মদ পাটনায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২০২।

ভাগলপুর হইতে আমাদিগের এক জন আত্মীয় লিখিয়াছেন।

ভাগলপুর গঙ্গা নদীর দক্ষিণতীরস্থ। ক্রোশাধিক পার মত একটী চড়া পড়াতে নদীটী এক্ষণে অনেক দুরে গিয়া পড়িয়াছে এবং নগরটীর শোভার অনেক হ্রাস হইয়াছে। ভাগলপুর নগর বিস্তৃত বটে, কিন্তু এখানকার গৃহাদি অতি সামান্যরূপ এবং লোকসংখ্যাও বড় অধিক নহে। এখানে উদ্যান ও পতিত ভূমি এত অধিক যে, নগরটীকে পল্লীগ্রাম বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, ইহার বর্ত্মগুলি প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত; বায়ু সুনির্ম্মল এবং স্থান স্বভাবতঃ দর্শনমনোরম। এখানে আম্র এত অধিক যে বৃক্ষসকল কেবল ফলাচ্ছাদিত দেখা যায়

ভাগলপুরে প্রস্তরময় পাহাড় নাই কিন্তু অত্রত্য ভূমি বন্ধুর এবং স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকার মৃত্তিকারাশি দৃষ্ট হয়। এইরূপ দুইটী মৃন্ময় পাহাড় প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একটীর উপরে ক্লেবলণ্ড হাউস বা তিলাকুটীনামে একটী উৎকৃষ্ট অট্টালিকা আছে। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষশাসনের প্রাক্‌কালে এ দেশে সাঁওতালদিগের অতিশয় দৌরাত্ম্য ছিল। ক্লেবলণ্ড সাহেব অসীম সাহস ও বিচক্ষণতা প্রদর্শনপূর্ব্বক এ প্রদেশ শাসন করাতে তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রাসাদটীও তাঁহার নামে আখ্যাত হইয়াথাকে। দ্বিতীয়তঃ পাহাড়ের উপর মুসলমানদিগের একটী সুন্দর উপাসনামন্দির এবং ইহার সম্মুখে সাজঙ্গীনামে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। অপরাহ্নে এই সকল স্থানে ভ্রমণ করিলে চিত্ত প্রফুল্লতা ও উদারভাবে পূর্ণ হয়।

ভাগলপুরের পূর্ব্বদিকে গঙ্গাতীরে “গুফা” নামে একটী আশ্চর্য্য সুড়ঙ্গ আছে। ইহা যে কোন সময়ে এবং কি অভিপ্রায়ে খনন করা হইয়াছিল, তাহার নিশ্চিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিয়া বোধ হয়, ইহা দস্যুদিগের গুপ্ত বাসস্থান ছিল। আমরা ইহার তিমিরময় গর্ভমধ্যে আলোক জ্বালিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম; ইহার চারি দিকে সঙ্কীর্ণ পথমালা এবং মধ্যে মধ্যে গৃহসকল রহিয়াছে। অধিকাংশ পথে মস্তক অবনত করিয়া কষ্টে চলিতে হয়; কোন কোন পথ সমধিক প্রশস্ত। এক এক পথে যাইতে হইলে সিঁধাল চোরের ন্যায় প্রবেশ করিতে হয়। গৃহগুলির প্রত্যেক কোণ হইতে প্রায় এক একটী পথ বহির্গত হইয়াছে, এরূপ চিহ্ন দেখা যায়; কিন্তু এক্ষণে দুই একটী ভিন্ন প্রায় সকলগুলি রুদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ প্রকার না করিলে গোলোক ধাঁধার ন্যায় ইহাতে এক বার প্রবেশ করিলে বাহির হওয়া কঠিন হইত। আমরা মাপিয়া দেখিলাম, গঙ্গার দিকের সুড়ঙ্গপথ ১৮৪ হস্ত দীর্ঘ; তাহার পরে মৃত্তিকাদ্বারা মুখ রুদ্ধ আছে। অপর পথগুলির কোনটী ৭০ কোনটী ৮০ হস্ত পর্য্যন্ত খোলা আছে। ইহার মধ্যে দ্বিতল গৃহ দেখা যায়; নিম্নতল অন্যূন ২০ হস্ত গভীর। এই ভূনিম্নস্থ গৃহের বহির্গমনপথসকল যে কোথায় ছিল, তাহার নিদর্শন নাই। ইহার উপরে একটী নূতন দ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই গৃহটীকে মনুষ্যকৃত একটী আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া মানিতে হয়।

ভাগলপুরে অনেকগুলি বাঙ্গালির বাস ও প্রবাস। ইহাঁদের কতকগুলির যত্নে এখানে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মিকাসমাজ, ব্রাহ্মসঙ্গত এবং বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকলের কার্য্যসুসম্পাদনজন্য সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন ঘোষকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, যেরূপ বিদ্যাপারদর্শী, সেইরূপ সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ ও দেশহিতোৎসাহী। ইহাঁরা দীর্ঘকাল এখানে থাকিলে ভাগলপুরের অনেক সৌভাগ্যোদয় হইতে পারে।

এক জন সংবাদদাতা নদীয়া জেলা হইতে লিখিয়াছেনঃ—

১। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি, কিছু দিন পূর্ব্বে তৃতীয় আনাসমুদায় পূর্ণ করিয়া আরোহীদিগের নিকট হইতে অধিক ভাড়া গ্রহণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাহা পূর্ব্ববৎ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে, টিকিট প্রদানের সময়, আনাপ্রভৃতির পর এক, দুই ও তিন পয়সা গণিয়া লইতে অসুবিধা হয়, ও অনেক সময় ক্ষতি হয়, এই কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক, ভাড়া বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু, তাহা সাধারণের অসন্তোষকর ও যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে, পুনরায় পূর্ব্বের মত ভাড়াই স্থির করিয়াছেন। যাহা শেষে স্থায়ী হয় না, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।

২। গত ৬ ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যার পর উপর্য্যুপরি তিনটী বজ্রাঘাত হইয়া দ্রব্যজাতের সহিত তিনখানি গৃহ ভস্মসাৎ করিয়াছে। একটা ভাজনঘাট গ্রামে, একটী আদিত্যপুরে ও অপরটী কৃষ্ণগঞ্জষ্টেশনের বাজারের এক খানি সমৃদ্ধ বিপণিতে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত স্থানে, অনেক বাণিজ্যদ্রব্য, সঞ্চিত থাকাতে দুই তিন শত টাকার দ্রব্য ভস্মশেষ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই যে উহাদ্বারা একটীও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

৩। গত ১৩ ই মে ভাজনঘাট গ্রামে, একটী শাখাপোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণগঞ্জ ডাকঘরের অধীন থাকিবে। এক জন পদাতিক দ্বারাই, ইহার পত্রবহন ও যথাস্থানে প্রেরণকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ভাজনঘাট আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইহার ডাকমুন্সি হইয়াছেন। পদাতিকের মাসে ৬॥০ টাকা ডাকমুন্সির ৫ পাঁচ টাকা ও বাজে খরচ ১ টাকা সমুদায়ে ১২॥০ টাকা ইহার মাসিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভাজনঘাট ও তন্নি-

কটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের যে কত উপকার ও পত্রপ্রাপ্তির কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে উহা স্থায়ী হয় ইহাই সকলের প্রার্থনা।

৪। গত আশ্বিন মাসের বন্যার স্রোতঃ প্রভাবে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের বগুলা ও কৃষ্ণগঞ্জের মধ্যে যে সেতু ভগ্ন হইয়া আরোহীদিগের ও কোম্পানির নানাবিধ অসুবিধা জন্মাইয়াছিল, তাহা অদ্যাপিও পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। শকটশ্রেণী উহার উপর দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করাতে জীর্ণসংস্কার হইতে পারে নাই। অসুবিধা নিবারণের জন্য কোম্পানি সম্প্রতি সেই সেতুর পার্শ্বে অস্থায়িভাবে নিম্নতর আর একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চালাইতেছেন এবং এই অবকাশে ভগ্ন সেতুটী নির্ম্মাণ করিয়া লইতেছেন। এই সেতুর কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করা উচিত। নতুবা বর্ষা উপস্থিত হইলে উহা সম্পাদন করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে।

৫। এই প্রদেশে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হইতেছে। তন্নিবন্ধন কৃষিকার্য্যের সমধিক ব্যাঘাত হইয়াছে। গত দুর্ভিক্ষের বর্ষেতে প্রথমে এইরূপ বৃষ্টি হইয়া কৃষির ক্ষতি করিয়াছিল; কিন্তু শেষে ভয়ানক অবগ্রহ উপস্থিত হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। সেই জন্য এবারও অনেকে শঙ্কা করিতেছেন যে অসময়ে অতি বৃষ্টি হইয়া পাছে সময়ে অনাবৃষ্টি আসিয়া শস্য নষ্ট করে।

৬। প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইল ভাজনঘাট গ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলের মধ্যে একটী সামান্য ভগ্ন বাক্স ও দুটী মৃত্তিকার কলস দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা উহার স্বত্বাধিকারীকে পাওয়া গেল না। কোন গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া চোরেরা বাক্স ভাঙ্গিয়া ঐ কাজ করিয়াছে, ইহা স্থির হওয়াতে পুলিষে উহার সমাচার দেওয়া হয়। তাহাতে পুলিষকর্ম্মচারীরা প্রার্থী না পাওয়াতে ঐ দ্রব্য থানায় রাখিয়া সকলকে সমাচার দেন। আমরা প্রথমে অনুমান করিয়াছিলাম যে, তস্করগণ অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে স্বীয় জঘন্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া ঐ স্থানে দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইয়াছে। কিন্তু শেষে শুনিলাম যে ঐ স্থানের অদূরবর্ত্তী কোন গৃহস্থের বাড়ীতেই চুরি হইয়াছিল। পুলিষে জানিতে পারিলে মরার উপর খাঁড়ার ঘার ন্যায় আরও অপব্যয় ও হাঙ্গামা হইবে ভাবিয়া পুলিষে সমাচার দিতে ও প্রাপ্ত বাক্স প্রভৃতির অধিকারী হইতে চাহে নাই। মহাশয় ইহার দ্বারাই মফঃসলের পুলিষের সুবিচার, কার্য্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতাদি গুণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত কল্য রবিবার দিবা দুই প্রহরের পর অত্রত্য এবালিশী সাল্ট এজেণ্ট সাহেবের বিস্তীর্ণ বাটীতে একটী বৃহতী সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। এই সব ডিবিজনের অধীনস্থ সম্ভ্রান্ত মহাত্মারা এই উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছিলেন। অন্যূন পঞ্চ সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য দুটী ছিল। প্রথম, গত বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান; দ্বিতীয় এখানকার বিদ্যালয়গৃহটী উৎকৃষ্টরূপ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে স্ব স্ব রচনা পাঠ করিলেন। যে দুটী বালক সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়াছিল, তাহাদের উভয়কেই শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দাঁ ওভরসীয়ার মহাশয় দুইটী পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র দাস একখানি উৎকৃষ্ট আফ্রিকার মানচিত্র প্রস্তুত কারককে ১০ টাকা মূল্যেরএক পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষও যে বালকটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা রচনা করিয়াছিল, তাহাকে একটী উত্তম পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। মহাশয়! অন্যান্য যেসকল অপব্যয়কারী মহাত্মা সভাতে তৎকালে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারাও যদ্যপি এইরূপ দানে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে কি যশের বিষয় হইত না? কেবল তোষামোদকারীর বাঞ্ছা পূর্ণ করাই কি তাঁহাদের যথার্থ দানকার্য্য বলিয়া বিশ্বাস আছে?

পুরস্কার বিতরিত হইলে পর, সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধবশতঃ এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ অধিকারী দুটী উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করেন। একটী বালকগণের নীতিগর্ভ উপদেশ পূর্ণ ও অন্যটী বিদ্যালয়গৃহনির্ম্মাণার্থ সকলের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা সংক্রান্ত। শেষোক্ত রচনাটী এমত বিস্তীর্ণ ও এতদুর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সমাগত সকল মহাত্মাই অম্লানবদনে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে দান স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমষ্টি প্রায় তিন সহস্র মুদ্রারও অধিক। মহাশয়! এই সকলের অপেক্ষা একটী অধিক আহ্লাদ ও বিস্ময়ের কথা আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। বক্তৃতাশ্রবণে একটী সামান্য কৃষক এমনি মোহিত হইয়াছিল যে, সে গাত্রোত্থান করিয়া সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, "মহাশয়! আমি অতি গরিব; কিন্তু যে উদ্দেশে আপনারা সকলে একত্র হইয়াছেন, তাহা অতিশয় মহৎ। আমি একটী মুদ্রা প্রদানের মানস করিয়াছি, যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হই।" সম্পাদক মহাশয় তাহার এইরূপ অযথার্থ হিতৈষিতাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন এবং কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ হইল ইতি।

তমোলুক
১ জুন
১৮৬৮। } এক জন পাঠক।

—:০:—

মহাশয়! গত ২০ এ জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় "বিবিধ সংবাদ" স্তম্ভের মধ্যে আপনি লিখিয়াছেন, যে গত শনিবার এতন্নগরীয়গণ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ সাহাকে শিক্ষাকার্য্যে ৫০০০০ টাকা দানকরণজন্য এক ভোজ দিয়াছেন। আপনকার এ সংবাদ অবস্থাদোষে অমূলক হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদটীর মধ্যে কতগুলি ভ্রম ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ এ রাজোপযুক্ত দানকারীর নামটী প্রকৃত হয় নাই। বদান্যবর মহাশয়ের নাম "দুর্গানারায়ণ সাহা" নহে "দুর্গাচরণ লাহা"। ইনি চুঁচুড়াবাসী, কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় সর্ব্বদা থাকেন এবং কলিকাতার গণনীয় সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার এতাদৃশ সৎকর্ম্মের নিমিত্ত এখানে মহাভোজের আয়োজন হয় নাই এবং কোন শনিবারে তাহা প্রদত্ত হয় নাই। গত ১১ ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার উক্ত বাবুর খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র লাহার বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষীয় শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীলের বাটীতে এক মহাভোজের আয়োজন হয়। দুর্গাচরণ বাবু কলিকাতার বহুসংখ্যক কৃতবিদ্যসমভিব্যাহারে বিবাহসভায় ও ভোজে উপস্থিত হইয়াছিলেন এইমাত্র। আপনকার সংবাদদাতার অনভিজ্ঞতা দোষে এক বিষয় অন্য প্রকার হইয়া পড়িয়াছে।

সোমপ্রকাশে এমত হওয়া আমাদের সহ্য হয় না। অতএব ভ্রমসংশোধনজন্য লিখিলাম, বিহিত বিধান করিবেন। বস্তুতঃ চুচুঁড়ার লোকেরা কিপ্রকারে তাঁহাদিগের স্বদেশীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহার এই মহৎ কার্য্যের অভিনন্দন করিবেন তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

চুচুঁড়া
১২৭৫ সাল
২২ এ জ্যৈষ্ঠ } অনৈক পাঠক।

—:০:—

গত ২৫ এ মে সোমবার দিবা দুই প্রহরের সময় শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভবনে শিবপুর গবর্ণমেণ্টসাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পুরস্কার প্রদত্ত হয়। তদুপলক্ষে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট আর, এল, টটেনহাম সি, এস, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট জি, বি, গড্‌ফ্রে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।

আর, এল, টটেনহাম সাহেব সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। অমৃতলালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, নিম্নলিখিত গত ছয় মাসের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। ১৮৬১ সালের ১৭ ই ডিসেম্বরে মৃত রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে অমৃতলাল বাবু ও তাঁহার চারি জন বন্ধুতে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়সংস্থাপনের প্রথম দিবসে সাতটী বালিকা উপস্থিত থাকে, দ্বিতীয় দিবসে বারটী, তৃতীয় দিবসে পনরটী। এইরূপে প্রতিদিন ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। গত ৬২ মাসের মধ্যে ১১২ জন বালিকা প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকাংশই সংকুলীনা। বর্ত্তমান মাসের ছাত্রীসংখ্যা ৫২। ১ লা এপ্রেল অবধি গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫ টাকা সাহায্যদান করিতেছেন। উক্ত বিবরণপাঠের পর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তাহাতে প্রথম শ্রেণীর শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী দেবী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে প্রশ্নের উত্তর করিলেন, তদনন্তর সভাপতি ক্রমে ক্রমে বালিকাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। তৎপরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ফল বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

পরমবিদ্যোৎসাহী হিতৈষী মহোদয় সভাপতি শ্রীযুক্ত টটেনহাম সাহেব বালিকাদিগের প্রতিবেশী ও অভিভাবকগণকে এ বিষয়ে উত্তেজনা করিলেন। অবশেষে শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে ও বিবিদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

শিবপুর
১৮৬৮
২৯ এ মে } শ্রী ব য ন

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! সদরআমীনের পদ ত উঠিয়া গেল। এখন সমস্ত চৌকিতেই এক সহস্র টাকায় দাবী উত্থাপিত হইতে পারিবে। এটী সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। মুন্সেফেরা যেরূপ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বেতনের সঙ্গে সঙ্গে যে ক্ষমতার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এটী আরও আহ্লাদের বিষয়। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণের পক্ষে আপন আপন স্বত্বস্থাপনের অনেক সুবিধাও করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মহাশয়! প্রায় সকল কর্ম্মচারীকেই সদ্গুণ ও কার্য্যপটুতার অনুসারে পদোন্নতি লাভ করিতে দেখা যায়, কেবল যাঁহারা মফস্বলে সদরআমীন আদালতে ওকালতি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যত পারদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করুন না কেন, কখনই নিম্ন হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে পান না। এখানে কতগুলি সদরআমীন আদালতের উকীল আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন এরূপ সংস্বভাবাপন্ন, সদক্ষ ও ভদ্র যে এখানকার প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কেহ কুড়ি কেহ পঁচিশ কেহ বা ত্রিশ বৎসরপর্য্যন্ত সুখ্যাতির সহিত ওকালতি করিতেছেন।

হাইকোর্টের ১৮৬১ অব্দের সরকুলার অর্ডর অনুসারে ১৮৫০ অব্দের পূর্ব্বের নিযুক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীলদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিবার আদেশ হইলে ইহাঁরাও উন্নতির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাঁরা প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়াতে তখনকার জজ শ্রীযুক্ত ফ্লেচর সাহেবের বিবেচনায় উক্ত সরকুলর অর্ডরের ফলভোগের যোগ্য হইলেন না।

ইহাঁদের দুরবস্থার ত এক প্রকার পরিচয় দিলাম। বোধ হয়, অন্যান্য জেলাতেও এরূপবিধ দুরবস্থাপন্ন অনেকে আছেন। এখন সদর আমীনের পদ উঠিয়া যাওয়াতে উন্নতির পরিবর্ত্তে ইহাদের বিলক্ষণ অধোগতি হইল। সত্য বটে, শ্রীযুক্ত লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর দেশীয় ভাষায় পুনরায় এক পরীক্ষাগ্রহণের আদেশ করিয়া দয়া ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তাহাদিগের কোন্ত এই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা যত কাল কর্ম্ম করিলে সম্পূর্ণ পেন্সনের যোগ্য হন, উকীলেরা সদ্গুণ ও সদ্বক্তৃতার সহিত ততোধিককাল কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াও কি এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উঠিবার যোগ্য হইলেন না। উকীলদিগের নিরূপিত নির্দ্ধারিত বেতন নাই, তাহাদিগকে কি কাছারি, কি ঘর উভয় স্থানেই প্রায় তুল্য পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে হয়। তদ্ভিন্ন তাহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক গুরুতর প্রতিবন্ধক এই যে, এক্ষণে পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট নূতন আইনের অনুবাদগুলির অনেকাংশ দুর্ব্বোধ, সুতরাং যাঁহারা সদর আমীনের পদ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বাবধি ওকালতি করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে পরীক্ষা দিয়া উন্নতি লাভ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।

মহাশয়! ১৮৫০ অব্দের পূর্ব্বের নিযুক্ত উকীলদিগকে প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা দিতে বলা হয়, কিন্তু যাঁহারা তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এই অপরাধে তাঁহাদিগকে উন্নতিলাভে বঞ্চিত করা হয়। ইহা যে কত দূর অবিচার ও ভ্রমের কার্য্য তাহা আপনি ও আপনার পাঠকবর্গ এক বার বিবেচনা করুন। ওকালতীর উপার্জ্জন যে কেবল সুখ্যাতির উপর নির্ভর করে, ও যে দিকে হউক, একটু দুর্নাম হইলে যে উপার্জ্জনের কত ক্ষতি হয়, তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। অতএব দীর্ঘকাল যাঁহারা সদরআমীন আদালতে সুখ্যাতি ও সচ্চরিত্রতার সহিত ওকালতি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জেলার জজ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের মনোনীত করিয়া অন্ততঃ সুবর্ডিনেট জজদিগের আদালতে পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাপ্রদান করা কর্ত্তব্য। ইহাঁরা কি যথার্থ অনুগ্রহের পাত্র নহেন? দয়াময় গবর্ণমেণ্ট কি ইহাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না?

১২৭৫ সাল
বর্দ্ধমান। } কস্যচিৎ পাঠকস্য।

—:০:—

অভাগার স্বর্গ বৈকুণ্ঠে নাই।

মহাশয়! আমরা প্রায় এক বৎসর হইল শুনিয়া আসিতেছি যে, "দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট হতভাগ্য পোষ্ট আপিসের কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।" বাস্তবিক গত এপ্রেল মাসে গবর্ণমেণ্টের ১৮৬৭। ৬৮ অব্দের আনুমানিক আয় ব্যয়ের যে হিসাব (বজেট) প্রকা

এ বর্ষে পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে। তদ্দর্শনে আমরা যে কত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যে, এত দিনের পর আমাদিগের ভাগ্য ফিরিল, আমাদিগের অনিবার্য্য পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার এত দিনের পর প্রদত্ত হইল, আমরা অবলীলাক্রমে এক্ষণে কর্ম্মস্থলীতে সপরিবারে সুখে দিনপাত করিতে পারিব। কিন্তু মনুষ্যের আশা কি ক্ষণ ভঙ্গুর! কি পরিবর্ত্তন শীল!! বোধ করি আপনি অবগত হইয়া থাকিবেন, আমাদিগের (পোষ্ট মাষ্টার, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার এবং ক্লার্কদিগের) বেতনবৃদ্ধির আশা এক বারে উন্মূলিত হইল। পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টে যে সুবিচার নাই, এত দিনের পর তাঁহা স্বরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইল। আপনি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন যে, পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীদিগের বেতনবৃদ্ধি, "তেলা মাথায় তেল ঢালার" ন্যায় হইয়াছে। আমি অবগত হইলাম, পূর্ব্বোক্ত ১০ লক্ষ টাকার অধিকাংশই বড় বড় হুজুরদিগের বেতনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমাদিগের বেতনবৃদ্ধির নামও করা হয় নাই!! যে কএকটী টাকা বাঁচিয়াছে, তদ্দ্বারা নাকি ১৮৭০ অব্দে আমাদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে; পাঁজিতে এ বর্ষে আর শুভ দিন নাই! যাহা হউক, ১৮৭০ অব্দেই যে ঐ টাকা আমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, তাহাতেও বড় বিশ্বাস নাই; কারণ এক্ষণে যাহাদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল, যদি ৭০ অব্দে তাঁহাদিগের আরো টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই উহা পরস্পর বন্টন করিয়া লইবেন। যাঁহাদিগের পূর্ব্বেও মোটা মোটা বেতন ছিল, এ বারেও কেবল তাঁহাদিগেরই বেতনবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। আর যাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি সামান্য মজুর অপেক্ষাও অধিক পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে কিছুই হইল না!! এ কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! সামান্য অবিচারের কার্য্য!! বাস্তবিক পোষ্ট আফিসের ডিরেক্টর জেনরেল শ্রীযুক্ত মন্‌টীএথ সাহেব যদি পক্ষপাতবিহীন হইয়া এই ১০ লক্ষ টাকা সকলকে বন্টন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কদাচ আমরা এত আক্ষেপ করিতাম না; কদাচই আমাদিগের মনে এত অসন্তোষের সঞ্চার হইত না। আমাদিগের রবিবার নাই, দোল, দুর্গোৎসবপ্রভৃতি পর্ব্বের বিদায় নাই। জীবন ওষ্ঠাগত হইলেও নিয়মমত পোষ্ট আফিসে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে হয়। এক বৎসরান্তরে এক মাস অনুগ্রহের বিদায় পাই বটে; কিন্তু বেতন কাটা যায়। অধিক কি গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারী অপেক্ষা অল্প বেতনে আমরা যেপ্রকার পরিশ্রম করি, অন্য কেহ সেরূপ করে না; কিন্তু আমাদিগের নিতান্ত দুরদৃষ্টবশতঃ আমরা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হই না! আশা ছিল, বেতনবৃদ্ধি হইবে; পরিবারবর্গ লইয়া সুখে দিনপাত করিব; কিন্তু ধূমের ন্যায় সকল আশা ভরসা তিরোহিত হইল!!!

আপনারা (সংবাদপত্রসম্পাদকেরা) আমাদিগের (পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীদিগের) কোন একটী অপরাধ পাইলে বিলক্ষণ তিরস্কার করিতে পারেন; কিন্তু আপনারা কেহই আমাদিগের দুঃখে কাতর হন না, সেটী আমাদিগের মনোদুঃখের অন্য একটী কারণ। পোষ্ট আফিসে বেতনবৃদ্ধি হয়, সচ্চরিত্র ও বিদ্বান ব্যক্তিরা উহাতে প্রবেশ করেন এবং উহার কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল হয়, এ বিষয়ে কাহাকে প্রায় লেখনীধারণ করিতে দেখি নাই। সকলকেই কেবল পোষ্ট আফিসকে গালি দিতে দেখিতে পাওয়া যায়!

২৪ এ মে ১৮৬৮। পোষ্ট আফিসের জনৈক হতভাগ্য কর্ম্মচারী।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বারাণসী বসু এলাহাবাদ ব্রাহ্ম সমাজ ১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত		১৩
ঐ ঐ ঈশ্বরচন্দ্র সরকার	দাতন	
১৮৬৮ জুন হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত		৩৮
ঐ ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র	হাটখোলা	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত		৫॥০
নকুড়দাস মল্লিক	বড়বাজার	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১০
ঐ ঐ কমলচাঁদ হালদার	দারজিলিং	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
ঐ ঐ কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল	চাঁইপাট	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
ঐ ঐ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য	আরঙ্গাবাদ	
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ ফেব্রুয়ারি		১০৮
ঐ ঐ সীতানাথ মুখোপাধ্যায়	মজফরপুর	
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে		১৩
ঐ ঐ কুঞ্জলাল দত্ত	দৌলতাবাদ	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত		৩৮
ঐ ঐ বরিশাল লাইব্রেরি	বরিশাল	
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে		১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বুরাত্তি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ১২ সংখ্যা।

"প্রবদ্ধমানা প্রজানিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

—১৪৫—

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ৩ রা আষাঢ়। ১৮৬৮। ১৫ ই জুন | মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৬০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী স্বরলিপিপদ্ধতি।

যদি কেহ আমার অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আ'ইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক, তিনি কলিকাতা মৃজাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট ১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ২০ । শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য ৮

রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) " ৫॥০

কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত) ৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুলভার্থে নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ড বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয় মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলী মালতীমাধব সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ পানিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। | শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

বাঁড় র্যে ব্রাদার্স কোম্পানির ১৮৬৯ সালের এন্ট্র্যান্স কোর্সের কী অর্থাৎ অর্থ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা লইবার ইচ্ছা করেন, কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৮৬নং ভবনে উক্ত কোম্পানির নিকটে, অথবা অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

—:০:—

"এঁরাই আবার বড় লোক।"

যাহার অভিনয় কলিকাতা আড়পুলী নাট্যালয়ে প্রদর্শিত হইতেছে, বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ৸০ বার আনা, মাশুল ৵০ এক আনা।

সম্প্রতি সোমপ্রকাশ কার্য্যালয়ের নূতন প্রকার বন্দোবস্ত হওয়াতে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তীর উপরে বিল ও চিঠি পত্রাদি স্বাক্ষর করিবার ভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কয়লাপ্রভৃতির গাড়ি ভাড়ার নিয়ম।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ১ লা জুলাই অবধি খনিজ পদার্থ সম্পর্কে "গাড়ির পূর্ণ বোঝাই" এই শব্দের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে প্রতি গাড়িতে যত অধিক মাল ধরিতে পারে তাহার আধ টন্ করিয়া ন্যূন থাকিবে। যাঁহারা যত কম মাল পাঠান না কেন, তাঁহাদিগকে সেই আধ টন্ কম যে মাল তাহার ভাড়া দিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি উপরি উক্ত "পূর্ণ বোঝাইয়ের" অধিক মাল পাঠাইতে চান তাঁহাকে সেই বেশী মালের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস ড্যালহৌসী স্কোয়ার কলিকাতা ২২ এ মে | সিসিলষ্টিফেন্সন এজেণ্ট বোড।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১১ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাউসের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া

প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টা দশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত প্রচারিত করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণু পুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে। ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভি লাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমাশুল ও প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ।৷৹ আট আনা প্রেরণ করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

২০ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকা-সমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হই তেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪
সংস্কৃত বিদ্যালয়। } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা।

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২৷৷৹
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫

সংস্কৃত পুস্তক

রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭৷৷৹
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
মন্ত্রপাক	১৸৶

কলিকাতা... } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—:০:—

... সরকারী বারিক নির্ম্মাণের কর্ম্ম অধিক ... বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত, এই বিজ্ঞাপন দ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত কতিপয় মিস্ত্রী, ছুতার ও কর্ম্মকারের আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা শিক্ষিত ও পারদর্শী, তাহাদিগকেই কর্ম্ম দেওয়া যাইবে।

২৫ জন রাজমিস্ত্রী মাসিক বেতন		১২ টাকা
৩০ ঐ ছুতার	ঐ	১৫
১ ঐ প্রধান কর্ম্মকার,	ঐ	১৫
৩ ঐ কর্ম্মকার	ঐ	১২

এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য সমাচার দারজিলিঙের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র সাহেবের নিকটে প্রাপ্ত হইবে।

দারজিলিঙ } এ,ই, পার্কিন্স মেজর, আর ই.
২৭ মে ১৮৬৮ } একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড।
মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়; মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন।

	টাকা
শব্দকল্পদ্রুমসিন্ধু প্রথম খণ্ড	৫
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা টীকা ও বাঙ্গালা সম্বলিত	২৷৷৹
শব্দসিন্ধু	২
শব্দাবলী	২
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব	৩২
অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি টীকা টীপ্পনী ও ১৮ খানি প্রতিমূর্ত্তি সহিত	২
বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে	২
ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ	১৷৷—
নলচরিত কাব্য	১
পঞ্চদশী	৩
বেদান্তদর্শন	১
অধিকরণমালা	৩
হরিভক্তিবিলাস	৮
পদকল্পতরু	৬
মেটিরিয়া মেডিকা	৬
ইংলণ্ডীয় ঔষধকল্পাবলী	২।
আয়ুর্ব্বেদদর্পণ	
ফৌজদারি গাইড	১।
নিদানার্থচন্দ্রিকা	২
সটীক নিদান	৪
নিদান	১
মালতীমাধব	১
পঞ্জাব ইতিহাস	১৷৷—
চীনের ইতিহাস	
হুতম পেঁচার নক্সা (১। ২)	১৷৷—
সম্বন্ধসমাধি নাটক	১
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক	১
মনোবৃত্তি বিধায়ক	৷৷—
কীচকবধ নাটক	৸—
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি	১৷৷—

কলিকাতা জোড়া-সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বার্ড্‌সে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুন মাসের ১ লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম্ তি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২১	৩
মহানায়	১২	৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত (১৩॥ মাইল মধ্যে)	৪	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে)	৪	৯
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে)	৩	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৬ মাইলের মধ্যে)	৩	৯

সন ১৮৬৮ জুন মাহার ১০ তারিখে বহরমপুর গজ ঘাটের জলের মাপ ফুট ৩ ইঞ্চ ৮

পদ্মানদীর বৃদ্ধি হইতেছে।

বহরমপুর ১০ ই জুন ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি, কেন্স উটক সি. ই. একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মের প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের ১৮৬৮ অব্দের ৩০৯ নং যে মকদ্দমায় হেনরিয়েটা কেনি বাদিনী ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি আড মিনিষ্টেটর প্রতিবাদী উক্ত মকদ্দমায় ১৮৬৮ অব্দের ২১ এ মে যে আজ্ঞা হইয়াছে, তদনুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সালগড়মুদিয়ার টমাস, আর উইন, কেনি সাহেব যিনি ১৮৬৮ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি উক্ত কেনি সাহেবকে কর্জ্জ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপুর্ব্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মের উক্ত প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি নর্ম্মাণের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করুন। এই সকল দাওয়া শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ১৮৬৮ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে টাউনহালে বিচারপতি আসন গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করিতে না পারিবেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, তাঁহাদিগের দাওয়া আর কস্মিন্ কালে শ্রবণ করা যাইবে না।

ওয়াটকিন্সন, হোবো এবং কোম্পানি বাদিনীর আটর্ণিগণ. } অশ, বেলচেম্বস রেজিষ্টার।
প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্টার আফিস. ১৮৬৮। ৯ ই জুন }

সোমপ্রকাশ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

আমরা পূর্ব্বে মাতলা রেলওয়েসম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ক্রমে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। শুনিতেছি, ঐ রেলওয়ের কার্য্যভার পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হইতেছে। এটী আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়। এ বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে, লাইনটীও স্থায়ী হইবে। কিন্তু এ স্থলে আমাদিগের মনে একটী কথার উদয় হইল, সেটী ব্যক্ত করা আবশ্যক। যে অধ্যক্ষের অধ্যক্ষতায় পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে অভূতপূর্ব্ব শোচনীয় ঘটনা হইয়া গেল, তাঁহার হস্তে আমাদিগের জীবন সমর্পণ করিতে বিষম শঙ্কা জন্মিতেছে। হয় ত আমাদিগের আপদ বর মাঙ্গিয়া লওয়া হইল। রেলওয়ের অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তের কি কোন নিয়ম নাই? যদি না থাকে, রাজকর্ম্মচারীদিগের ন্যায় রেলওয়ের অধ্যক্ষ পরিবর্ত্তের একটী নিয়ম করা উচিত। যে কারণে সময়ে সময়ে রাজকর্ম্মচারীর পরিবর্ত্ত করা হয়, রেলওয়েতে কি সে কারণসম্ভাব নাই? কোন স্থানে কোন কর্ম্মচারীর দোষ প্রকাশ হইলে তাঁহাকে স্থানান্তর করা যদি ন্যায়সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে অধ্যক্ষের বন্দোবস্তের দোষে পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়েতে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং যাঁহার রূঢ় ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে স্থানান্তর করা যে একান্ত আবশ্যক তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

খড়দহের ইংরাজী স্কুলের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান লইয়া সোমপ্রকাশের দুই জন পত্রপ্রেরক বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম পত্রপ্রেরক কহিতেছেন, খড়দহের অদূরবর্ত্তী সোদপুরে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, খড়দহে যদি আবার সাহায্য দেওয়া হয়, উভয় বিদ্যালয়েরই অনিষ্ট হইবে; অতএব গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদান না করিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদক দ্বিতীয় পত্রপ্রেরক বলেন, সোদপুর খড়দহের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী। দুই ক্রোশ যাওয়া, দুই ক্রোশ আসা, প্রতি দিন চারি ক্রোশ গমনাগমন করিয়া পড়া শুনা করা বালকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ খড়দহে দুই হাজার লোকের বসতি। লোকসংখ্যার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেও তথায় সাহায্যদান একান্ত আবশ্যক হয়। দ্বিতীয় পত্রপ্রেরক যে হেতুপ্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদিগেরও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, খড়দহ ইংরাজী স্কুলে সাহায্যদান করা একান্ত আবশ্যক। যেসকল বালক প্রত্যহ অধিক দূর গমনাগমন করিয়া পড়া শুনা করে, তাহাদিগের পড়া শুনা ভাল হয় না, আমাদিগের বিলক্ষণ জানা আছে। শিশুদিগের ত কথাই নাই। তাহারা যে প্রত্যহ চারি ক্রোশ গমনাগমন করিবে, তাহা কোন ক্রমে সম্ভাবিত নহে। আমরা খড়দহের ইংরাজী স্কুলে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানের যে অনুরোধ করিতেছি, তাহার আর একটী বিশেষ কারণ এই, খড়দহ বহুসংখ্য গোস্বামীর আবাসস্থান। গোস্বামীদিগের আজিও লোকের উপরে বিলক্ষণ প্রভুত্ব আছে। যত দিন উহাদিগের প্রভুত্বলোপ না হইতেছে, তত দিন এ দেশের কুসংস্কারের তিরোধানের সম্ভাবনা নাই। সেই কুসংস্কার

তিরোধানের দুটী উপায় আছে। প্রথম, দেশের লোকে যদি অবচ্ছেদাবচ্ছেদে পণ্ডিত হন; দ্বিতীয়, গোস্বামীদিগের ইংরাজী শিক্ষা হইয়া যদি নিজের কুসংস্কার দূর হয়। আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম অপেক্ষা শেষ উপায়দ্বারা কার্য্য সাধন সহজ হইতেছে। খড়দহের ইংরাজী স্কুলটী যদি বদ্ধমূল হয়, ক্রমে কুসংস্কারের একটী প্রধান আবসথ ভগ্ন হইয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান-ব্যতিরেকে এ দেশের কোন বিদ্যালয় যে বদ্ধমূল হয়, আজিও এ দেশের তেমন অবস্থা হয় নাই।

—:০:—

নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী ও মফস্বলাইট।

নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালীর উপরে এদেশীয়দিগের যে ভক্তি আছে, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। ভারতবর্ষীয়েরা জানেন, ঐ সকল স্থানে আইন প্রমাণ নয় কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছাই প্রমাণ। ঐখানে অন্যায় ও অত্যাচারের আধিপত্য এবং সকলই বিশৃঙ্খলভাবাপন্ন। লোকের মুখ বন্ধ থাকাতেই কেবল কর্ম্মচারিরা বার্ষিক রিপোর্টে আপনাদিগের প্রশংসা লিখিয়া আপনারা বাহবা লইয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সর জন লরেন্সের প্রধান প্রদেশের সুখ্যাতি করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও আর পারেন না, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিম্নে মফস্বলাইট হইতে একটী প্রস্তাব অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। আমরা এরূপ প্রস্তাব লিখিলে নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কর্ম্মচারিদিগের নিকটে বিদ্রোহী বলিয়া অভিহিত হইতাম সন্দেহ নাই।

“কিছু দিন হইল গবর্ণর জেনরল যখন লাইসেন্স টাক্সের অনুমোদন করেন, তৎকালে বলিয়াছিলেন, আগরা হইতে মথুরা হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত একটী নূতন খাল খনন করা হইবে। একথা শ্রবণ করিয়া আমরা যার পর নাই সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম, যে কর্য্যে এত উপকার, তাহার প্রস্তাবে আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, আমরা ভরসা করি অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ হইবে। সচরাচর যেরূপ হয়, বৃথা আড়ম্বর ও পত্রলেখা লিখিতে যেন সেরূপ সময় অতিবাহিত করা না হয়। এ জন্য যেসকল ভূমি লওয়া হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা অগ্রে গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা কিছু দিনের নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধার্ম্মিক ও নির্দ্দয় লোকদিগকে এ কার্য্যে যেন নিযুক্ত না করেন। ইহাঁরা অধিকারীদিগের যথার্থ প্রাপ্য দেন না। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি কর্ম্মচারীরা সম্পত্তির চতুর্থাংশ মূল্য মাত্র দিয়া অধিকারিদিগের মুখ বন্ধ রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। প্রায় সকল স্থলেই এই অন্যায় চেষ্টা সফলও হইয়াছে। দরিদ্র ভূম্যধিকারিগণের উপরে কর্ম্মচারিরা এপ্রকার অত্যাচার না করেন, গবর্ণমেণ্ট কি তাহার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? গবর্ণমেণ্ট যদি ইহা না করেন, তাহা হইলে আমরা ভূম্যধিকারিদিগকে অনুরোধ করিতেছি ১৮৫৭ অব্দের ৬ আইন অনুসারে মূল্য দিতে বাধিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা সৎ ও স্বাধীনবৃত্তি উকীলদিগকে নিযুক্ত করুন। আমরা একটী দৃষ্টান্ত জানি। ১৮৫৭ অব্দের ৬ আইন অনুসারে মধ্যস্থগণ এক ব্যক্তির বাটীর ৮২৭০০ টাকা মূল্য স্থির করিয়াছিলেন; এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে ২৭,৫০০ টাকাতে সম্মত করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি দিল্লীর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে এক জনের বাটী গ্রহণ করা হয়। এক জন ডেপুটী কমিসনর কিছুতেই ১৭০০০ টাকার অধিক দিতে চাহেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে অধিকারী এক জন সাহসী ও স্বাধীনহৃদয় উকীল নিযুক্ত করাতে উকীল ৫৩০০০ টাকা বাহির করেন। কর্ম্মচারিদিগের সুবিচারের ত এই লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।

ধর্ম্মভয়হীন কর্ম্মচারিরা উকীলদিগের উত্তেজনায় সুবিচার করিতে বাধিত হন। এই নিমিত্ত তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকের উপরে বিরক্ত। অল্প দিন হইল, পঞ্জাবে সুবিচারলাভ অতিবিরল ঘটনার মধ্যে ছিল। পঞ্জাবের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারিরাই উকীলদিগকে ঘৃণা করেন। সর ডোনল্ড মাকলিয়ড একবার মিনিট লিখিয়া বলিয়াছিলেন, যে দিবস আদালত ও অর্থি প্রত্যর্থির মধ্যস্থস্বরূপ ইউরোপীয় উকীল উপস্থিত হইবেন, সে দিন অবধি পঞ্জাবের অমঙ্গল হইবে!!! এই অপ্রশস্তহৃদয় কর্ম্মচারিকে সর জন লরেন্স পঞ্জাবের ন্যায় প্রধান প্রদেশের শাসনকার্য্যের উপযুক্ত লোক জ্ঞান করিয়াছিলেন!!”

নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালীর ভুং ভাঙ্গিতে চলিল। আজিও যে ঐ প্রণালী অব্যাহত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সে দিবস পবলিক অপিনিয়ন প্রকাশ্য রূপে বলিয়াছেন “ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগকে যে প্রহার করেন, তাহা তাঁহার অনুমোদনীয় নহে; কিন্তু যখন কোন ভারতবর্ষীয় এক জন ইংরাজকে প্রহার করিবে, তখন তাহাকে এত প্রহার করা উচিত, যে কেবল যেন জীবনমাত্র থাকে!!” কি গর্ব্ব! কি অভিমান! কি স্বজাতিপক্ষপাতিতা! এই পত্র প্রকাশ্যরূপে বলেন, “ইংরাজেরা তরবারিদ্বারা এদেশ জয় করিয়াছেন এবং তরবারিদ্বারা শাসন করিবেন। ইহাতে যিনি প্রতিবন্ধকতা করিবেন, তাঁহার সহিত বুঝা পড়া

হইবে।” ইনি এক জন অকপট পঞ্জাবিদলের লোক। ইহাঁর একটী কথা স্মরণ করা উচিত ছিল, তরবারিদ্বারা শাসন করিতে গেলে তরবারিদ্বারা দূরীভূত হইতে হয়। যাহা হউক, পঞ্জাবিদলের ঐ রাজনীতি হইতে পাবে বটে কিন্তু ইংলণ্ডের সে রাজনীতি নহে। “জোর যার মুলুক তার” এটী ত অসভ্যদিগের কথা, সভ্য ও সৎ ইংলণ্ডের ইহা যে অবলম্বনীয় রাজনীতি হইবে, কখন আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অন্যায় ব্যয়।

যেখানে রাজা ও প্রজা উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, সেখানে রাজা যদি প্রজার ধর্ম্মের স্থিতি বা বৃদ্ধির উদ্দেশে রাজস্ব হইতে ব্যয় করেন, তাহা অন্যায় হয় না। প্রজাদিগকে আপন আপন অর্থব্যয় করিয়া যে কার্য্য করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সেই কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে ক্ষতি কি? বরং উপকার আছে। কিন্তু যেখানে রাজা ও প্রজা উভয়ে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, সেখানে এ ব্যবস্থা ন্যায়ানুগত নহে। এরূপ স্থলে প্রজাদিগের দত্ত অর্থ প্রজাদিগের ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হয় না। একের অর্থ লইয়া অপরের কার্য্যসম্পাদন তুল্য অন্যায় ব্যবহার আর কি আছে? সর জন লরেন্সের গবর্ণর জেনরলের পদ লাভ অবধি খৃষ্টীয়যাজকদিগের নিমিত্ত নিত্য ব্যয় হইতেছে। পূর্ব্বে এ নিমিত্ত যে ব্যয় করা হইত, তাহা হাততোলার ন্যায় দেওয়া হইত; কিন্তু এক্ষণে খৃষ্টীয় যাজকদিগকে সাম্রাজ্যের এক দল প্রধান ও অপরিহার্য্য কর্ম্মচারী জ্ঞান করিয়া বিচারালয় ও সৈনিক বারিকের ন্যায় গিরজা সংস্কার ও গিরজার শোভা সম্পাদনার্থ রাজকর ব্যয় করা হইতেছে। পুলিষ কর্ম্মচারী ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদিগের ন্যায় পাদরিরাও সরকারী ধনাগার হইতে পাথেয় পাইতেছেন। ইহাতে যদি অদূরদর্শী পাদরিরা উল্লাসিত হন, এবং তাঁহাদিগের বাগিন্দ্রিয় ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট গিরজার সংস্কার ও শোভার্থ সরকারী অর্থ প্রার্থনা করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ বিষয়ে ডেলি নিউস যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

উক্ত পত্র বলেন, “ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেটের সদৃশ পত্র যে জীবিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা এবং ঐ পত্রের রাজনীতিজ্ঞতা দ্বারা প্রকাশ হইতেছে ভারতবর্ষে খৃষ্টীয়ধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি বিষয় ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। পাদরিরা যদি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ সরকারী টাকা ব্যয়ের অথবা এই টাকায় গিরজা নির্ম্মাণ ও গিরজার শোভাসম্পাদনের কথা উত্থাপন করেন এবং বর্ত্তমান খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করাই যদি রাজনীতি হয় এবং এপিস্কোপালীয় পুরোহিতেরা ঈশ্বর প্রেরিত, পৃথিবীর আর সকলে কিছুই নহেন, গবর্ণমেণ্ট এই কথা বলেন, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতেছি যেসকল লোক এক্ষণে এই সকল দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং ধর্ম্মসম্প্রদায় লইয়া ইংলণ্ডে যে প্রকার হুলস্থূল হইতেছে, এখানেও সেই প্রকার হইবে।” ডেলিনিউস যে আন্দোলনের আশঙ্কা করিতেছেন, ইহার মধ্যে এখানে তাহার আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রদত্ত রাজস্বের ৩০ লক্ষ টাকা পাদরিদিগের নিমিত্ত ব্যয় করা হয় কেন? অনেকের মুখে এই প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের প্রধান লোকেরা এই ভাবিয়া তুষ্ণীম্ভাবে আছেন যে সর জন লরেন্সের সদৃশ ধর্ম্মান্ধ শাসনকর্ত্তা আর এ দেশে আগমন করিবেন না; তিনি গমন করিলেই এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ কাজ রহিত হইবে। ধর্ম্ম লইয়া গোলযোগ সামান্য কথা নহে। যাহা হউক, উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই আয়ারলণ্ডের সুবিচার ভারতবর্ষে অবিচার বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে না, এটী যেন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের স্মরণ থাকে।

—০—

জব্বলপুর সাহিত্য সমাজ।

যাঁহাদিগের যত্নে ও যাঁহাদিগের প্রস্তাবে মুদ্রাযন্ত্র, সভা ও সম্প্রদায় প্রভৃতির স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা যে কতদূর দূরদর্শী, কেমন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন জগতের হিতৈষী লোক, চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময় রসে আপ্লুত হইতে থাকে। সৈন্য বল, জাহাজ বল, পুলিষ বল, বিচারালয় বল, রাজ্যের রক্ষা ও শান্তিরক্ষা প্রভৃতির যতপ্রকার উপায় সৃষ্ট হইয়াছে, কোনটীই স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রপ্রভৃতির তুল্য ফলোপধায়ী নহে। বিপক্ষ রাজা সসৈন্য ও সন্নদ্ধ হইয়া চক্ষুর গোচর না হইলে আর সৈন্যগণ আপনাদিগের উপযোগিতা প্রদর্শনে সমর্থ হয় না, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রপ্রভৃতি বিপক্ষ রাজার মন্ত্রণাগৃহের সংবাদ, তাঁহার উদ্যোগ বার্ত্তা ও কোষদণ্ডজতেজ প্রভৃতির সমাচার সর্ব্বাগ্রে আনিয়া দেয়। রাজ্যের কোথায় কি অন্যায় ও অবিচার হইতেছে, প্রজারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট, তাহাদিগের মনোগত ভাব কি এ সমুদায় জানিবার মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির তুল্য উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। যখন মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তখন স্পষ্টই বলা হইয়াছে, প্রজারা অসঙ্কুচিত ভাবে আপন আপন হৃদয়গত ভাব ব্যক্ত

করিবে। তাহারা কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া যদি মনের ভাব মনে রাখে, তাহা পরিণামে অত্যন্ত অনর্থের নিমিত্ত হয়। যে জ্বর বা স্ফোটক বাহিরে প্রকাশ না পায়, তাহা সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কিন্তু আমরা একটা আশ্চর্য্য দেখিতেছি, রোগীর দলে বিশেষতঃ ইংরাজ দলে কর্ম্মভ্রষ্ট নীচাশয় এরূপ কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা উল্লিখিত লোক হিতৈষী মহানুভব ব্যক্তিদিগের অলোক সামান্য বুদ্ধিবিজৃম্ভিত মহোদার কার্য্যের মর্ম্ম গ্রহে সমর্থ নহেন। তাঁহারাই এদেশের সর্ব্বে সর্ব্বা, এদেশীয়েরা কেহ কিছু নহেন, এদেশীয়দিগকে চিরকাল তাঁহাদিগের পদানত হইয়া থাকিতে হইবে। এই তাঁহাদিগের সংস্কার। ঐ দলের এক ব্যক্তি কি বলিতেছেন, পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

সম্প্রতি জব্বলপুরের সাহিত্য সমাজে বাবু হরিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা কালে বলেন "কতকগুলি নীচ শ্রেণির লোক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আগমন করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইহাঁরা যে সকল লোকের উপরে প্রভুত্ব করেন, ইহাঁরা তাঁহাদিগের অবমাননা ও তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের উচ্চতর শিষ্টাচারের শিক্ষা ও অভ্যাস নাই। ইহাঁরা দেশের লোকের সহিত সমদুঃখতা প্রকাশ করেন না।" সভাপতি বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু বলেন "ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা অনেক সত্য, কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের দ্রব্যের যেরূপ অন্বেষণ করেন, সেরূপ লোকের মঙ্গল অন্বেষণ করেন না। ইংরাজদিগের একটী মহৎ দোষ ও ভ্রম এই, ইহাঁরা এদেশের লোকদিগকে যথোচিতরূপে শাসন কার্য্যে নিয়োজিত করেন না। এ গবর্ণমেন্টের নিকটে আমীর ও প্রথম শ্রেণির লোকের কোনপ্রকার সম্ভ্রম সূচক পদ পাইবার আশা নাই। মধ্যে মধ্যে মধ্যম শ্রেণির দুই এক জনকে উচ্ছিষ্ট অন্নের ন্যায় উচ্চ পদ দেওয়া হয় মাত্র; ইহা লইয়া বৃথা আড়ম্বর করাও হইয়া থাকে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা নিবন্ধন বহুল পরিমাণে লোকের যে গুণ বিকশিত হইতেছে, তাহা কার্য্যে প্রদর্শন করিবার কোন পথ নাই। ইহাতে লোকের অতিশয় অসন্তোষ জন্মিতেছে। আসিয়াবাসিদিগের স্বভাবতঃ যে ধৈর্য্য গুণ আছে তাহার বলে কিছুদিন এই অসন্তোষ আচ্ছাদিত থাকিতে পারে বটে কিন্তু অতঃপর এতন্নিবন্ধন ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়া অতিশয় অকল্যাণ উৎপাদন করিবে। ইংরাজেরা যদি বিবেচক হন তাহা হইলে হয় বিদ্যাশিক্ষা এক কালে বন্ধ করুন, নচেৎ এদেশীয়দিগের বর্দ্ধনশীল যোগ্যতা শাসন কার্য্যে বিনিয়োজিত করুন।" বোম্বইগেজেট হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। উহার সম্পাদক এদেশীয়দিগের এই মনোগতভাবপ্রকাশকে বিদ্রোহিতা ও অকৃতজ্ঞতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি অনুধাবন করিয়া আপন মত ব্যক্ত করিতেন, কখন একথা বলিতেন না। আশঙ্কিত বিপদের হেতু প্রদর্শন করা বিদ্রোহপ্রবৃত্তি নহে। আমাদিগের দেশের ইউরোপীয় ও নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ এটী বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা বিদ্যা শিখাইবেন, কিন্তু শিক্ষাবিকসিত গুণের অনুরূপ কার্য্য দিবেন না, অথচ লোকে তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে কুপিত হইবেন। ইহার তুল্য বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? এই স্বভাবের ইউরোপীয় দল ও শাসনকর্ত্তৃগণ হইতে যে অনিষ্ট হইল, লার্ড ষ্টানলির সদৃশ মহামনা শাসন কর্ত্তা এ দেশে আগমন না করিলে ইহার প্রতীকার হওয়া ভার।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা।

আমরা গতবারে এই সভার প্রস্তাবিত আইনের দুটী পাণ্ডুলেখ্যের (খাস মহলে গবর্ণমেন্টের প্রাপ্য মালগুজারি আদায় করিবার বিল এবং চৌকীদার ট্যাক্সসংক্রান্ত বিলের) প্রসঙ্গ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমাদিগের বক্তব্য শেষ করা হয় নাই। আমরা অদ্য তদুল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম।

পাঠকগণ সর্ব্বাগ্রে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আকৃতি সংস্থানের বিষয়টী একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ঐ সভায় চারি কোটি বাঙ্গালির প্রতিনিধিস্বরূপ চারিজনমাত্র ভারতবর্ষীয় আছেন। পক্ষান্তরে কয়েক সহস্র ইউরোপীয়ের নিমিত্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ভিন্ন আর সাত জন ইউরোপীয় রহিয়াছেন। যখন কেবল এদেশীয়দিগের উপকার সম্বন্ধ লইয়া কথা হয়, তখন ঐ সকল সভ্য দেশীয় সভ্যদিগের সপক্ষতা করেন না; সুতরাং তাঁহাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন এদেশীয়দিগের অপকারসম্বন্ধে কথা হয়, তখন সেই ইউরোপীয় সভ্যেরা তাহার অনুমোদনে ব্যগ্রতা প্রদর্শনে ত্রুটি করেন না। ডাম্পিয়র সাহেব যখন প্রতিবাটীর উর্দ্ধসংখ্য ৫ টাকা (পূর্ব্বে ৪ টাকা ছিল) কর স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, তখন সভ্যেরা নীরব হইয়া রহিলেন। কিন্তু বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র যেমন ১০ টাকার প্রস্তাব করিলেন, অমনি ইউরোপীয় সভ্যগণ তাহাতে স্ব স্ব মত প্রদান করিলেন। অন্নপূর্ণা এতক্ষণ শুনিতে পান নাই; কিন্তু যেইমাত্র ব্যাসদেব "মরিলে গাধা হয়," বলিলেন, অমনি তথাস্তু বলা হইল। একদা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় রবিবারে কল সকল বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব হয়। প্রতি শনিবার কল নির্ব্বাণ করিতে হইবে, এই ধারাটী বিধিবদ্ধ হয় এমত সময়ে

এক জন বিশেষজ্ঞ সভ্য বলিলেন এই কল অ্যালিতে অষ্টাহ লাগে। এই কথা বলাতে ঐ প্রস্তাব যেরূপ পরিত্যক্ত হয়, বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপকদিগকে সেপ্রকার পরামর্শ দিবার কি এক জন লোকও নাই? কলিকাতা, ঢাকা ও পাটনা ব্যতিরেকে মাসিক ১০ টাকা চৌকীদারি টাক্স লওয়া যায়, এমত বাটী বঙ্গদেশে ২৫ খানির অধিক নাই। রিবস [illegible]সন সাহেব এই বিষয়ের তর্কের সময়ে যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, যে সমস্ত গণ্ডগ্রাম আছে, তাহাতে প্রায় ১৮৬৩ অব্দের ৩ আইন অনুসারে মিউনিসিপাল কর আদায় হইতেছে। এই মধ্যস্থিত আইন প্রচারিত করিবার স্থান কোথায়, তাহা জানা যাইতেছে না।

আমরা উপসংহারকালে বিনয়সহকারে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপকদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা উল্লিখিত প্রস্তাব দুটী পরিত্যাগ করুন। উহা বিধিবদ্ধ হইলে অন্যায় ও অত্যাচারের পরিসীমা থাকিবে না। সামান্যাবস্থ লোকদিগের উপরেও ১০। ৮।৫ টাকা করিয়া কর ধার্য্য করা হইবে। এই সকল কর একবার স্কন্ধে নিহিত হইলে পুনর্ব্বার তাহা রহিত করা বা কম করা যে কেমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড, যাঁহারা কখন আপীল করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন। অতএব ঐ আইন করিয়া আমাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আমাদিগের যে দুরবস্থা আছে, তাহাই থাকুক। লোকে করে করে জর্জ্জর হইয়াছেন। গত চারি বৎসরে লোকের যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়া অবধি এরূপ অসন্তোষ কখন হয় নাই।

-:০:-

ডাক্তর ভোলানাথ বসু ও বিজ্ঞাপনীর সংবাদদাতা।

বিজ্ঞাপনী সমাচারপত্রের ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতার অবিমৃষ্যকারিতা দোষে একটী অপ্রীতিকর ঘটনা হইয়াছে। ঘটনাটী এই, ডাক্তর ভোলানাথ বসুর নিন্দা, তৎকৃত অভিযোগ ও নিন্দাকারীর দণ্ড। যাহাতে ধন ও মানের হানি হয়, অন্যে এরূপ গ্লানি করিলে লোকের স্বভাবতঃই ক্রোধ জন্মিয়াথাকে। অতএব ডাক্তর যে কুপিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তিনি আত্মগৌরব রক্ষার্থ যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অনুচিত হয় নাই। তবে তাঁহার এই অনুচিত হইয়াছে, যোগ্য পাত্রে কোপ প্রকাশ করা হয় নাই। ২৬ এ জ্যৈষ্ঠের ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, সংবাদদাতা বালক; ১৭। ১৮ বর্ষমাত্র তাহার বয়ঃক্রম। সে বুদ্ধিচাপল্যহেতু অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার নিন্দাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। "সং বৃণোতি খলু দোষমজ্ঞতা।" বিজ্ঞ লোকে অজ্ঞ বলিয়া বালকের দোষ অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাহার পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ডাক্তর বাবুর নিকটে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদিগের বিবেচনায় সংবাদদাতাকে স্বদোষ স্বীকার করাইয়া বিজ্ঞাপনীতে আর একখানি পত্র লেখানই কর্ত্তব্য ছিল। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এতৎসংক্রান্ত যে একখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, এইস্থলেই তাহা পরিগৃহীত হইল।

লোকের হিতসাধনের জন্য যেসমস্ত বিষয়ের সৃষ্টি হয় দুষ্টমতি দুর্জ্জনেরা তদ্দ্বারা আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় সাধন করিলে অতিশয় ক্ষোভের উদয় হয়। সংবাদপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে যেসমস্ত দোষ ও অত্যাচার সহজে সমাজের কিংবা রাজার গোচর হয় না তাহা প্রকাশ করিয়া তৎপ্রতি লোকের বিরাগ জন্মাইয়া অথবা তাহাকে রাজশাসনের অধীনতায় আনিয়া তাহার নিবারণ করা; কিন্তু কতকগুলি অনিষ্টপ্রিয়, অসূয়াপরবশ, পরশ্রীকাতর লোকে এই কল্যাণকর সংবাদপত্রকে বিপরীত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ করে; অর্থাৎ অসতের নিবারণ চেষ্টা না করিয়া তাহারা সৎ বিষয় বা সৎ ব্যক্তিকে ঘৃণাস্পদ করিবার চেষ্টা পায়। ইহাতে সংবাদ পত্র কেবল হীনাদর হয় এরূপ নয়, সম্পাদকীয় কার্য্যেরও কলঙ্ক হয়।

ময়মনসিংহে বিজ্ঞাপনী নামে এক খানি সংবাদ পত্র আছে, এই পত্রে সংপ্রতি ফরিদপুরের এক অতি ভদ্র ন্যায়বান্ কৃতকার্য্য ব্যক্তির গ্লানি পাঠ করিয়া আমরা যাহার পর নাই অসুখী হইলাম। ডাক্তর ভোলানাথ বসুকে এপ্রদেশের অনেকেই বিশিষ্টরূপ জানেন। কলিকাতার মেডিকেল কালেজের যে চারি ছাত্র প্রথম ইংলণ্ডে গিয়া চিকিৎসা বিদ্যা অভ্যাস করেন, ভোলানাথ বসু তাঁহাদিগের এক জন। ইংলণ্ডীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অতি উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন, এবং ডাক্তর অফ মেডিসিন এই উপাধিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। তিনি প্রথমে কিয়দ্দিন স্থকেশষ্ট্রীট ডিস্পেনসেরির সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তথায় অনেক অনেক উৎকট রোগ আরোগ্য করিয়া আপনার চিকিৎসা বিষয়ে বৈচক্ষণ্যের পরিচয় প্রদান করেন। অনন্তর গুজরাটে সৈনিকদিগের চিকিৎসা কার্য্যে নিয়োজিত হন, তৎপরে তমোলুকে আইসেন, পরিশেষে ফরিদপুরে প্রেরিত হন। সর্ব্বত্রই তিনি প্রধান পদে অধিরূঢ় হন, অর্থাৎ অপর কোন চিকিৎসাকর্ম্মচারীর অধীনে কার্য্য করেন নাই। এক্ষণে অচিহ্নিত ডাক্তর সম্প্রদায়ের উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত হইয়া ৭০ শত টাকা বেতন ভোগ করিতেছেন।

ডাক্তর বসু নিজ ব্যবসায়ে যেমন দক্ষ তেমনি অমায়িক সচ্চরিত্র ধীরপ্রকৃতি ও পরোপকারী। যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছেন, তত্রত্য লোকদিগের অনুরাগ ভাজন হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অন্যান্য অচিহ্নিত ডাক্তর অপেক্ষা

তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য অধিক বলিয়া প্রায় দুই বৎসর হইল, সেক্রেটারি অফ ষ্টেট তাঁহার বেতনবৃদ্ধি করিয়া দেন। ফরিদপুরে তিনি প্রায় দশ বৎসর আছেন। এতাবৎ কালের মধ্যে আমরা তাঁহার সুখ্যাতি ভিন্ন আর কিছুই শুনি নাই; কিন্তু আজি বিজ্ঞাপনীর "সংবাদদাতার" নিকট এমন কথা শুনিয়া আমাদিগের অতি শয় কৌতুহল জন্মিয়াছে। ফলতঃ "সংবাদ দাতার" পত্রাবলী পড়িয়া আমরা সামা ন্যতঃ এই বুঝিলাম যে তিনি ডাক্তর বসুর নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তি ও অভিযোগের ভাব হৃদয়ঙ্গম হওয়া অতি দুর্ঘট। প্রথমতঃ তিনি কহিয়াছেন ডাক্তর বসু "ওলাউঠা রোগীদিগকে পার্য্যমাণে চিকিৎসা করিতে বাসনা করেন নাই।" এই কথার তাৎপর্য্য কি, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ওলাউঠা চিকিৎসায় কি উক্ত ডাক্তর অপটু? অধুনা আমাদিগের দেশে ত ওলাউঠা রোগেরই অধিক প্রাদুর্ভাব এবং চিকিৎসককে যত রোগী দেখিতে হয়, তাহার মধ্যে ওলাউঠা রোগীর সংখ্যাই অধিক। অতএব যদি ভোলানাথ বসু অধিকাংশ রোগীর চিকিৎসায় অপটু বা বিমুখ হইতেন, তাহা হইলে ১৬। ১৭ বৎসর একা দিক্রমে পদস্থ থাকিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রতিষ্ঠা ভাজন হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত হইত। ডাক্তারদিগের মধ্যে এক এক জন এক এক রোগের চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ থাকেন বটে। কিন্তু সেই জন্য তাঁহারা অপর রোগের চিকিৎসায় পরাঙ্মুখ হন, তাহা কখন শুনা যায় নাই। যাহা হউক, ডাক্তর বসু অপেক্ষা যে বাঙ্গালি ডাক্তরেরা ওলাউঠা রোগের উত্তম চিকিৎসা করেন, এই কথাটীতে আমাদিগের বিশেষ কৌতুহল জন্মিয়াছে। অপর, "সংবাদদাতা" কহিয়াছেন ডাক্তর বসু চিরতার জল ও ইন্দ্রযব দিয়া ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা করেন। বোধ হয়, "সংবাদদাতা" এ কথা কাহার মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন, অথবা এক শুনিতে আর শুনিয়া চিরতার জল লিখিয়া ফেলিয়াছেন। ইন্দ্রযব ব্যবহার করা অসম্ভাবিত নহে। ঐ ঔষধে ওলাউঠা রোগের প্রতীকার হয়। আমরাও জানি ডাক্তর বসু কেবল পোঁতে দেখিয়া চিকিৎসা করেন না তিনি বিস্তর অনুসন্ধান করেন এবং যে স্থলে সহজ দেশজ ঔষধে উপকার হয় দেখেন, সে স্থলে বিদেশীয় ও শক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন না। "সংবাদদাতা" বোধ হয় ইংরাজী চিকিৎসায় বাঙ্গলা ঔষধের ব্যবহার বুঝিতে পারেন না, তিনি হয় ত চান যে, যদি দুই এক মুষ্টি একটু ঔষধ সেবন, বিষ প্রয়োগ, অষ্টাঙ্গে বেলে স্তারা দেওয়া অপরিমিত জলসেক প্রভৃতি করা হয়, তাহা হইলে জাঁক হয়, নতুবা অল্প মাত্রায় সামান্য ঔষধ এক এক বার দিলে চিকিৎসার ধুমধাম হয় না। তাঁহার মতে চিকিৎসা করা না করা সমান। "সংবাদ দাতা" চিকিৎসক হইলেই ভাল হইত, তাহা হইলে আর ওলাউঠার অপেক্ষা থাকিত না। যাহা হউক ডাক্তর বসু ও ফরিদপুরের "মস্ত মস্ত" সাহেবদিগের কি আশ্চর্য্য ক্ষুধা! আর কি শক্ত প্রাণ! কলিকাতা হইতে প্রেরিত দাবাইর ঔষধটা তাঁহারা কত এক জনে খাইয়া ফেলিতেছেন, আর খাইয়াও বাঁচিতেছেন!!!

এক জন ইংরাজী কবি কহিয়াছেন যে, অসূয়া ছায়ার ন্যায় গুণিগণের পশ্চাদ্ধাবমান হয়। কিন্তু ছায়া দেখিলে যেমন বস্তুর অশঙ্কা হয়, তেমনি নিন্দা শুনিলেও প্রতীতি হয় যে, যাহার সম্বন্ধে নিন্দা হইতেছে, তাহার অবশ্যই গুণ থাকিবে। অপর, গুণিগণের নিন্দা করিলে নিন্দাকারিরই মূঢ়তা প্রকাশ হয়। যেমন গ্রহণ সময়ে সূর্য্যের আলোক তিরোহিত হইলে যৎকর্ত্তৃক সূর্য্য আচ্ছন্ন হয় (অর্থাৎ পৃথিবী) তাহারই অস্বচ্ছতা প্রকাশ পায়। সূর্য্য যেমন স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তেমনি থাকে।" অতএব ভোলানাথ বসুর গ্লানি শুনিয়া আমাদিগের তাঁহার প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, তাহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না, কেবল বিজ্ঞাপনীর প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল।

সিবিল সর্ব্বিস ও মহাসভা।

একদা এক ব্যক্তি এক পাগলকে একটী মৃত কুক্কুর ভাগাড়ে ফেলিয়া দিয়া আসিতে বলে। পাগল উত্তর করিল, সে অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে; আহারের পর কুকুরকে ভাগাড়ে কেন গঙ্গায় ফেলিয়া আসিতে পারে। কুকুরস্বামী পাগলকে প্রচুররূপে আহার করাইল। ভোজনান্তে পাগল জিজ্ঞাসা করিল "কুকুর কোথায়? কুকুরস্বামী স্থান প্রদর্শন করিলে পাগল বলিল" আমা হইতে একাজ হইবে না, এ যে বিলাতী কুকুর, আমি দেশীয় কুকুর ভাবিয়াছিলাম।" আমাদিগের বর্ত্তমান ষ্টেটসেক্রেটারি সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট ভারতবর্ষীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশাধিকার দিবার অঙ্গীকার করিয়া কাজের সময় ঐ প্রকার বিলাতী কুকুরের আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সভ্যগণের আবেদন শ্রবণ কালে সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা এদেশীয়দিগের নিমিত্ত কয়েকটী পদ স্বতন্ত্র এবং সিবিল সর্ব্বিসের পরীক্ষার্থ কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। "আমি উভয়বিধ প্রস্তাবই গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত আছি" সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট স্পষ্টাভিধানে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের ন্যায় কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। সর ষ্টাফোর্ড যে ভাবে উত্তর দেন, তাহাতে এরূপ বোধ হইয়াছিল, এ প্রার্থনা পরিপূরণ করাও তাঁহার অনভিমত নহে। এখন কাজের সময় হইয়াছে; কিন্তু এখন বিলাতী কুকুরের ন্যায় এক মিছা আপত্তি উপস্থিত করা হইয়াছে। অধ্যাপক ফসেট কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজে পরীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত

হাউস অব কমন্সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি বলেন এবিষয়ে স্থানের সুবিধা ভিন্ন ভারতবর্ষীয়দিগকে অন্য কোন সুবিধা দেওয়া হইতেছে না। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ লণ্ডনের পরীক্ষার্থি দিগকে যে প্রশ্ন দিবেন, সেই প্রশ্ন ভারত বর্ষে প্রেরণ করা হইবে। উত্তরগুলি ইংলণ্ডে প্রেরিত হইলে অন্য অন্য পরীক্ষার্থির ন্যায় ভারতবর্ষীয়দিগেরও উত্তরের কাগজগুলি দেখা হইবে। পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত তিন সহস্র ক্রোশ যাওয়া সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে; যেখানে ফলের নিশ্চয় নাই, সেখানে কয়জনে এত টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইবেন? ভারতবর্ষে থাকিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তৎপরে ভারতবর্ষীয়েরা অনায়াসে দুই বৎসর ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া অধ্যয়ন ও সমাজ দর্শন করিতে পারিবেন। এই কথা কহিয়া শেষে তিনি বলেন বুদ্ধি ও বিদ্যাতে ভারতবর্ষীয়েরা কোন প্রকারে ইংরাজ দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। তাঁহা দিগের ধর্ম্মনীতিও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হই য়াছে। উচ্চপদস্থ ভারতবর্ষীয়েরা বরাবর সুখ্যাতি সহকারে কাজ করিয়া আসি তেছেন। তিনি এই বাক্যের সমর্থনার্থ বলেন লার্ড বেণ্টিঙ্ক, সর জন মনরো লার্ড মেটকাফ ও সর বার্টল ফ্রিয়ারেরও এই মত।

অধ্যাপকের বক্তৃতা শেষ হইলে জর্জ্জ ট্রিবিলয়ান সাহেব গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষে পরীক্ষা হইলে এত ভারতবর্ষীয় পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, যে ইউরোপীয়েরা তাঁহাদিগকে পারিয়া উঠিবেন না। কিন্তু কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকিলে কি হইবে? ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মনীতি অনেক নিকৃষ্ট। তাঁহারা উৎকোচ দেখিলে লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না। বিদ্যা বুদ্ধি অপেক্ষা দৃঢ় ধর্ম্মনীতি জ্ঞান সিবিল সর্ব্বিসে আবশ্যক। ইহা ভারতবর্ষীয়দিগের নাই। এই কারণে তিনি ফসেট সাহেবের প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত অচিহ্নিত ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিদিগকে চিহ্নিত পদ প্রদান করিবেন, এই নিয়মই উত্তম।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটও ঐ স্বরে গান করিলেন। ইনি চতুর লোক বটেন। ইহাঁর কৌশল এই, ইনি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন অথচ কাহাকে বিরক্ত করিবেন না। ইনি বলিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা ভারতবর্ষে পরীক্ষা লইবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মনীতির দুর্ব্বলতার আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আর দুটী আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লিখিত পরীক্ষা যেন ভারতবর্ষে হইল, বাচনিক পরীক্ষা কিরূপে হইবে? আর কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে পরীক্ষা হইলে নাগপুর লক্ষ্ণৌ ও লাহোরে না হয় কেন? সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এই রূপ কহিয়া শেষে বলেন, "আমি বাচনিক পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক জ্ঞান করি।" পাঠকগণ! এটী কি সেই "বিলাতী কুকুরের" আপত্তি নয়? এতকাল পর্য্যন্ত আমরা বাচনিক পরীক্ষার এত গুরুত্ব আছে জানিতে পারি নাই। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয় ইহা ত ত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ইহার প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব লোপ করিবার সময়ে সকল আপত্তিই গুরুতর হয়। অনন্তর সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন, ট্রিবিলিয়ান সাহেব যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তিনি নূতন ভারতবর্ষীয় বিলের এক ধারার অন্তর্গত করিয়াছেন। অতঃপর ঐ প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবার অনুরোধ করা হইল। অধ্যাপক ফসেট বলিলেন, যখন মূল নিয়মে তাঁহার সহিত ষ্টেট সেক্রেটারির মতভেদ নাই, তখন কেবল সময় লইয়া আপত্তি করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। অদ্য না হউক কয়েক অব্দ পরে যখন ভারতবর্ষে পরীক্ষা হইবার সম্ভাবনা আছে, তখন এ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবার বাধা নাই।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তাদিগের কুহকে যে পড়িয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। এখানে এক্ষণে সকল ভারই সিবিলিয়ানদিগের উপরে অর্পিত রহিয়াছে; ইহাঁরা দেখিতেছেন, কার্য্য স্থলে ভারতবর্ষীয়েরা ইহাঁদিগের উপরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। অত এব বিদ্যা বুদ্ধির আপত্তি চলিবে না। এই নিমিত্ত নানা অকিঞ্চিৎকর আপত্তি করিয়া প্রতিবন্ধকতা করা হইতেছে। এটী যে অনুচিত কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাসনকার্য্যে দক্ষতা, অধ্যবসায় ও সাহসের প্রয়োজন। বিচারপতির সৎ ও স্বাধীনহৃদয় হওয়া উচিত। আমরা তাহা অস্বীকার করি না। এদেশীয়দিগের কি এ সকল গুণ নাই? এদেশীয়েরা ত শাসনভার পান নাই। যেখানে কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, সে খানে কি তাঁহারা যথোচিত গুণ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন না? যে জাতিকে শাসন করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয়েরা সেই জাতির অন্তর্গত কিনা? আপনাদিগকে আপনারা শাসন করিতে অসামান্য সাহসের প্রয়োজন রাখে না। এটী একটী ঐশ্বরিক নিয়ম যে প্রত্যেক জাতির বড় লোকেরা আপনাদিগের দেশীয় লোক দিগকে অনায়াসে শাসনে রাখিতে পারেন। এক জন ইংরাজ পর্ব্বতীয় আফগানদিগকে সহজে শাসনে রাখিতে পারিবেন না; কিন্তু এক জন আফগান সর্দ্দার অনায়াসে পারিবেন। যাহাদিগের

সহিত সর্ব্বদা বাস করা যায়, তাহাদিগের রীতি নীতি ভাব ভক্তি যেমন জানা যায়, বিদেশীয় ব্যক্তিরা কখন সেরূপ জানিতে পারেন না।

ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা সাতিশয় অকিঞ্চিৎকর। এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণ যদি উৎকোচের লোভ সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে এখন যে সকল বিচারালয়ে এদেশীয় বিচারপতি আছেন, সে খানে কি বিচার বিক্রয় হইতেছে? যাঁহারা মুন্সেফ সদর আমীন প্রভৃতি পদস্থ হইয়া উৎকোচ লইতেছেন না, তাঁহারা সিবিল সর্ব্বাণ্ট পদস্থ হইলে উৎকোচগ্রাহী হইবেন, ইহার তুল্য বিপরীত বাদ আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। অর্থের সচ্ছল হইলে লোক চুস্বভাব পরিত্যাগ করে, ইহাই প্রসিদ্ধ। সিবিল সর্ব্বাণ্টদিগের যখন বেতন অল্প ছিল, তখন তাঁহারা দুচখোত্রত উৎকোচ লইয়াছেন, এখন বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে সে দুর্নাম অনেক দুর হইয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এদেশীয় কৃতবিদ্য কর্ম্মচারিরা ইউরোপীয় অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের অনেকের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অচিহ্নিত ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের অধিকাংশ উৎকোচ লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, অমুক ওবরসিয়রকে পুনর্ব্বার রেজিমেণ্টে প্রেরণ করা গেল। ইহার প্রকৃত অর্থ কোন্ ব্যক্তি না বুঝেন? পুলিষে যত ইউরোপীয়কে দেখা যায়, তাহাদিগের অধিকাংশ উৎকোচগ্রাহক। পয়সা দিলে শত করা ৯০ জন ইউরোপীয় চিকিৎসকের নিকটে সুস্থশরীরে পীড়ার সার্টিফিকেট লওয়া যায়। যত ইউরোপীয় মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী আছেন, ইহাদিগের মধ্যে অল্প লোকে উৎকোচ গ্রহণ করেন না। সিবিল সর্ব্বাণ্টদলে এত মন্দ লোক নাই। তথাপি রামরত্ন রায়, প্রাণনাথ চৌধুরি প্রভৃতি জমীদারদিগের খত়া অন্বেষণ করিলে অনেক মাজিষ্ট্রেট ও জজের সর্দ্দার বেহারার নামে ৩০,০০০। ৪০,০০০। ৫০,০০০ টাকা "বকসিস" বলিয়া খরচ লেখা দেখা যাইতে পারে। ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মনীতি আমাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা আমরা আর স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহি, বরং বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের ধূর্ত্ততাই অধিক প্রকাশ পাইতেছে। নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের বিস্তর ইউরোপীয় কর্ম্মচারী গুপ্ত না-কর, ইহা কি গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিতে পারেন? দুই জন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা গোপনে নীলের চাষে লিপ্ত ছিলেন, ইহা কোন্ ভারতবর্ষীয় না জানেন? আমরা দুঃখ সহকারে এই সকল জুগুপ্সিত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। যখন জাতি সাধারণ স্বত্ব লইয়া কথা, তখন চুপ করিয়া থাকা যায় না। তবে প্রভেদ এই, আমাদিগের মধ্যে কেহ মন্দ লোক হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করি, ইউরোপীয়েরা পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া থাকেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বেতনে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ সাধারণ্যে সাধুতা প্রদর্শন করিতেছেন, সেই বেতনে অল্পই ইউরোপীয় সাধুভাবাপন্ন থাকিতে পারেন। যদি অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের পরস্পরের তুলনা করা যায় স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে, এদেশীয়েরাই সাধুতায় প্রধান। কেবল উৎকোচ লইলেই অসাধুতা হইল এরূপ নহে। অনুরোধও এক প্রকার উৎকোচ। এক জন ইউরোপীয় অপরাধ করিলে অন্য অন্য ইউরোপীয় তাঁহাকে দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা পান, এবং অধিকাংশ ইউরোপীয় বিচারপতি ছাড়িয়া দিতে পারিলে দণ্ড দেন না। যেখানে দণ্ড হয় সেখানে সামান্য দণ্ড মাত্র। ইহা কি অসাধুতা নহে? এদোষ কি ভারতবর্ষীয় বিচারপতিদিগের আছে? ধর্ম্মনীতির আপত্তি যেন আর না করা হয়, তাহা করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ঠকিবেন এই মাত্র। আমরা এক্ষণে সর জন লরেন্সকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি চক্রান্ত করিয়া সর হেনরি লরেন্সকে লাহোর হইতে বহিষ্কৃত করেন? বিদ্রোহের সময়ে সর রবার্ট মণ্টগমারি, সেনাপতি নিকলসন, সর হারবার্ট এডওয়ার্ডস ও সর সিডনি কটন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছিলেন কি না? তথাপি কোন্ ব্যক্তি সকল যশ এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছেন? ভারতবর্ষীয়দিগের প্রদত্ত কর খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারার্থ ব্যয় করা উচিত কি না? এগুলি স্পষ্ট অধর্ম্ম না হউক ধর্ম্মনীতিসঙ্গত কার্য্য কি না? ভারতবর্ষীয়েরা যখন শারীরিক বলে হীন, তখন ত মন্দলোক আছেন, কিন্তু যাঁহারা ইহাদিগকে মন্দ লোক বলেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ইহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

মূলকথা এই হইতেছে—দুই চারি জন ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করেন তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আপত্তি নাই; কিন্তু অধিকসংখ্যক লোক প্রবেশ করেন, ইহা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। পরীক্ষার প্রথা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাধান্য লাভ হইবে সন্দেহ নাই। মুন্সেফ সদরআমীন প্রভৃতির পদ পরীক্ষা দিয়া লইতে হয় বলিয়া দেওয়ানী বিচার কার্য্যে ইউরোপীয় অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে লোক নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন, সুতরাং একাজে ইউরোপীয়ই অধিক দৃষ্ট হন। অতএব

পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিয়া নিয়োগ ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকিলে এদেশীয়েরা আর কিছু করিতে পারিবেন না, এই অভিপ্রায়েই ঐরূপ করা হইতেছে। ধর্ম্মনীতির আপত্তি অপদেশ মাত্র।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

২৭এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

টঙ্কের নবাব ইংলণ্ডে আপীল করিতেছেন। দিল্লী গেজেটের সম্পাদক রিচার্ড সাহেব তাঁহার বারিষ্টর হইয়াছেন। বারিষ্টর এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, নবাবের বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করা হয়, তিনি তদ্বিষয়ে অপরাধী নহেন। লাওয়ার ঠাকুর নবাবের মন্ত্রী হাকিম সারওয়ারসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, কিন্তু হাকিম পীড়িত থাকাতে সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হন। ইহাতে ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলপূর্ব্বক বাটীপ্রবেশের অভিলাষ করেন। প্রহরিগণ নিবারণ করিল, ঠাকুরের লোকের সহিত মন্ত্রীর লোকের দাঙ্গা হইল। উভয় দলের কয়েক জন পরিবারু হত হয় এবং ঠাকুর ইহাদিগের সহিত প্রাণত্যাগ করেন। নবাব বলিতেছেন, তাঁহার চরিত্রের বিষয়ের যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া পদচ্যুতির আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পীড়িত প্লীহার ন্যায় এই সম ধনবাক্যে লোকের বিশ্বাস হওয়া ভার।

বেলেয়ার বন্দরের নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে ৬,৫৮,০৫৮ টাকা ব্যয় হয়। ইহার মধ্যে কয়েদি ও তাহাদিগের পরিবারের ভরণ পোষণার্থ ৩ লক্ষ টাকা লাগে। সৈনিকদিগের জন্য ৪০,৩৩৬ টাকা ও শাসন কার্য্যের নিমিত্ত ৮৪,৪৩১ টাকা ব্যয় পড়ে। আন্দামানের রাজস্ব ৫২,৭৩৬ টাকা হইতেছে। যেসকল কয়েদি সচ্চরিত্র, তাহাদিগকে পুরস্কারস্বরূপ ভরণপোষণার্থ কিছু অধিক টাকা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ইউরোপীয় কয়েদী ৩০ টাকা ও এতদ্দেশীয় কয়েদি ৮ টাকা পাইয়া থাকে। সচ্চরিত্র হইলে পুর্ব্বোক্ত লোকেরা ৪০। ৫০ এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা ১০। ১২ টাকা পর্য্যন্ত পায়! আন্দামানে গিয়া অনেক কয়েদী অর্থোপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু আদিম বাসীরা যেমন তেমনি আছে।

মধ্যভারতবর্ষীয় টাইমস শ্রবণ করিয়াছেন, সর রিচার্ড টেম্পল ঐ প্রদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হইয়া শীঘ্র গমন করিবেন। ইচ্ছা এই রূপ বটে, কাজে যেরূপ হউক।

পিয়নিয়র বলেন, রাজনীতিসম্বন্ধে ফরাশী ও হিন্দু উভয়ের তুল্য অবস্থা। হিন্দুরা যাহার প্রাপ্তি বাসনায় গোলযোগ করিতেছেন, ফরাশীরা তাহার আশা করিতেও সাহসী হন না। ফ্রান্সে কি জর্ম্মানেরা যাবতীয় উচ্চ পদ গ্রাস করিয়া বসিয়াছেন, এবং ফরাশীরা কেবল নিকৃষ্ট পদ গুলি লইয়া আছেন?

নিউবিয়া বাষ্পীয় জাহাজের জেমস কাবেল নামক এক ব্যক্তি রবার্টস নামক ইঞ্জিনিয়রকে পিস্তল দ্বারা গুলি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়েই ইংরাজ, দণ্ড হইলে ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের দোষ জানিতে পারিবেন, এ স্থলে এ বিবেচনা করা হয় কি না, দেখিতে বড় কৌতুহল জন্মিতেছে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি শকট ছাড়িবার সময়ে ঘণ্টা দিবার এক সাঙ্কেতিক নিয়ম করিয়াছেন। প্রতি আড্ডায় ঘণ্টাগুলি টাঙ্গান থাকিবে। শকট ছাড়িবার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে থামিয়া থামিয়া ঘণ্টায় আঘাত করা হইবে। প্রতি আঘাতে তিনটী শব্দ হইবে। শকট ছাড়িবার অনতি পূর্ব্বে দ্রুতরূপে আঘাত করা হইবে এবং ঐ প্রকার প্রতি আঘাতে তিনটী শব্দ হইবে। এইপ্রকার একটী সঙ্কেত রাখা ভাল, কারণ দূরস্থিত ব্যক্তিরা টিকিটের ঘণ্টা কি শকট ছাড়িবার ঘণ্টা ইহা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে মিথ্যা কষ্ট পান।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আজিম খাঁ কয়েক জন সর্দ্দারকে পুনর্ব্বার বধ করিয়াছেন। সিয়ারআলির মুস্কিল হত হইয়াছেন! কাবুল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সিয়ারআলি বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন। আজিম খাঁর পুত্র ইসমাইল খাঁ ও উদ্যোগের ত্রুটি করিতেছেন না। সংবাদদাতা বলেন এবারে যেপ্রকার শোণিতপাত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ একবারও হয় নাই।

উক্ত পত্র বলেন, বোখারার রাজার মৃত্যু সংবাদ অমূলক।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি চন্দ্রভাগা নদীতে একখানি নৌকা ডুবি হইয়া ৮০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পঞ্জাবের আদর্শ পুলিস এই নৌকাখানিকে জীর্ণ দেখিয়া আরোহী লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি প্রায় ২০০ আরোহী লইয়া মাঝি যেমন পার হইতেছিল অমনি তাহা জলমগ্ন হইল। কথায় কেবল নিষেধ করিয়া পুলিষ প্রহরীর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় নাই!

পঞ্জাবের ইউরোপীয় উকীলেরা বলিয়াছেন, তাঁহারা এতদ্দেশীয় বিচারপতিদিগের নিকটে ওকালতি করিবেন না। কি অভিমান!! ক্ষতি কার?

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা নূতন মিউনিসিপাল বিলে স্থির করিয়াছেন, প্রতিবৎসর না করিয়া তিন বৎসরান্তে করের পরিবর্ত্ত করা হইবে। শ্রী কুমারহরেন্দ্রকৃষ্ণের প্রস্তাবানুসারে হয়।

বোম্বাইয়ের এক ময়দানে পারসী বালকেরা ক্রিকেট খেলিয়া থাকে। সম্প্রতি একটী গোলা হঠাৎ এক ইউরোপীয়ের বাটীতে পতিত হওয়াতে পুলিষ বালকদিগকে ঐ স্থানে আর যাইতে দিতেছেন না। বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি সর জোসেফ আর্নলডকে একথা বলাতে তিনি পুলিষের এই কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া বোম্বাই গেজেটে এক পত্র লিখিয়াছেন। বিচারপতি যা বলুন, আমরা বলি পুলিষ উত্তম কাজই করিয়াছেন। যখন ইউরোপীয়ের বিরক্তি হইল তখন কখনই বালকদিগকে ক্রীড়া করিতে দেওয়া উচিত নহে। এনিমিত্ত বিদ্রোহকালের ন্যায় এই এক বিশেষ আইন করা কর্ত্তব্য, যে কোন ব্যক্তি কোন ইউরোপীয়ের নিদ্রাভঙ্গ অথবা অন্য কোনপ্রকার বিরক্তির কাজ করিবেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী থানায় দিলে পুলিষ কর্ম্মচারী তাঁহার এক বৎসর মেয়াদ দিতে পারিবেন। দণ্ডবিধির প্রণালীতে কাজ করিতে গেলে অনেক বিলম্ব হয়।

দিল্লীর মিউনিসিপাল উদ্যানে এদেশীয়েরা সপ্তাহে দুই দিবসমাত্র যাইতে পারেন; আর পাঁচদিন উদ্যানটী ইউরোপীয়দিগের এক চেটিয়া থাকে। ইহাতে তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। আলীগড় ইনষ্টিটিউট জর্ণাল ভারতবর্ষীয়দিগের এ ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিবেন সন্দেহ নাই।

স্কটলণ্ডে শতকরা ১১ টী শিশু বিজাত। প্রকাশ্য রেজিষ্টারিতে বিজাত বলিয়া ইহাদিগের নাম লিখিত আছে; গোপনে আর কত কি আছে, বলা যায় না। ইহাতে ধর্ম্মনীতি ঘটিত দোষ নাই, হতভাগ্য ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মনীতিই এত মন্দ পরদারগমনে যাহাদিগের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্মভয় কি তাহাদিগের উৎকোচগ্রহণের বাধা জন্মাইতে পারে?

২৮এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।

দিল্লীগেজেট পঞ্জাবের রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির আরোহীদিগের কষ্টের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। যাবতীয় ষ্টেসনে জল দিবার নিমিত্ত ভিস্তি আছে; কিন্তু শকট উপনীত হইলে উহারা অদৃশ্য হয়। এই রেলওয়ের বন্দোবস্ত অতিশয় মন্দ। প্রায়ই কলের নল ভাঙ্গিয়া যায়, তন্নিবন্ধন বিলম্ব হইয়াথাকে। এমনি কদর্য্য বন্দোবস্ত যে সম্প্রতি মুলতানের কিঞ্চিৎ দূরে একখানি শকট যাইতেছিল, এমন সময়ে এক জন এতদ্দেশীয় ঘোড়ার উপর হইতে এক লম্ফ দিয়া এক তৃতীয় শ্রেণির শকটে উঠিল। এই সকল বন্দোবস্তের গুণেই ত দুর্ঘটনা ঘটে।

ফ্রিচনপলি ক্রনিকেল যথার্থই বলিয়াছেন, এদেশের মিউনিসিপালিটি নামমাত্র। মিউনিসিপাল কর নামে স্থানীয় কর; কিন্তু কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট ইহাদ্বারা আপনাদিগের ব্যয় কমাইয়া থাকেন। এই পত্র বলেন, মিউনিসিপাল কর্ম্মচারিগণ প্রায় উৎকোচগ্রাহী ও অত্যাচারকারী। যতদিন এতদ্দেশীয়েরা আপনারা প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ও মিউনিসিপালিটিতে প্রেরণ না করিতেছেন, যতদিন ব্যয়ের উপরে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃত্ব না হইতেছে, যতদিন অধিকসংখ্যক এতদ্দেশীয় লোক প্রধান পদ সকল না পাইতেছেন, ততদিন ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর উৎকর্ষ হইবে না। যাঁহারা সকল বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাঁহারা সকলেই এই এক কথা বলিবেন।

গত রবিবার রাত্রিতে কতকগুলি চোর টৌনহালের বার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিয়া আড বোকেট জেনরলের গাউন ও কতকগুলি পুস্তক

লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ কর্ম্মচারিগণ যেরূপ কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে পুরস্কার ও সম্মানচিহ্ন প্রদান করা উচিত।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিরাটে কৃষকদিগের নিমিত্ত সেবিঙব্যাঙ্ক স্থাপনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলিয়াছেন, পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ কমিসন নিযুক্ত না করিয়া গবর্ণমেণ্ট অতিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কমিটির আকৃতিসংস্থান তাহার অনুমোদনীয় নহে। কমিটির সভ্যেরা যেপ্রকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাক্ষ্য লইতেছেন, ডেলিনিউস তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। কমিটি যাহাই করুন, কোন ভারতবর্ষীয় তাঁহাদিগের রিপোর্টের উপরে বিশ্বাস করিবেন না। গ্রেসাহেবের এই এক কার্য্যে তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তির ত্রুটি হইয়াছে।

শুক্রবার অবধি এখানে অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে। সোমবার বৃষ্টি নিবন্ধন অনেক আফিসের অধিকাংশ কর্ম্মচারী কার্য্যালয়ে যাইতে পারেন নাই। রাস্তাসকল ডুবিয়া গিয়াছিল। পুষ্করিণী সকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন এত বৃষ্টি সুলক্ষণ নয়।

২৯ এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

ডেলিনিউস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে বঙ্গদেশীয় পুলিষের নূতন বন্দোবস্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ডাকাইতি কমিসনরের পদ উঠাইয়া দেওয়াই ভ্রম হইয়াছে। কলিকাতার লোফার সার্জ্জেণ্ট ও অশিক্ষিত সুপরিণ্টেণ্ডাণ্টদিগকে ক্রমশঃ বিদায় দিয়া ঐসকল পদে ভদ্র লোক নিযুক্ত করাই কর্ত্তব্য। ঐসকল ব্যক্তির দোষে হত্যাকারিপ্রভৃতি এড়াইয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিসনরের প্রশ্নানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের সিবিল সার্জ্জনেরা যখন প্রধান জেলসকলের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে আপন আপন প্রাপ্য বেতন ভিন্ন তত্ত্বাবধারণনিমিত্ত শত করা ৩০ টাকা দেওয়া হইবে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বোম্বাই চক্রবাড়ের সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট ইঞ্জিনিয়র যখন পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইবেন, তখন তাঁহার কেরাণীদিগকে দ্বিগুণ ভাতা দেওয়া হইবে। খাদ্য দ্রব্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হওয়াতে এই আজ্ঞা হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ের মৎস্যভবন দুর্গস্থিত ইউরোপীয় সৈন্যগণ মাতাল হইয়া সর্ব্বদা লোকের উপরে অত্যাচার করিতেছে। ইউরোপীয়েরাও এই অত্যাচার হইতে মুক্ত নহেন। এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে রেজিমেণ্টের অধ্যক্ষ তাহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। প্রধান সেনাপতির এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

মণিমার্কেট রিবিউ বলেন, ভারতবর্ষে ইংরাজী সবরেণ চলিবে না। আকবরের সময়ে যেপ্রকার বিশুদ্ধ মোহর চলিত এবং যাহা লার্ড কর্ণওয়ালিসের সময়পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল সেই প্রকার বিশুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা করিলে লোকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিবেন। এটী যথার্থ কথা।

৩০ এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার।

বিজ্ঞাপনী বলেন, "তাঁহার ফরিদপুরস্থ সংবাদদাতার মানির অভিযোগে ৩ মাস মেয়াদ ২০০ টাকা জরিমানা ও জরিমানার টাকা না দিলে আর এক মাস মেয়াদের আদেশ হইয়াছে; মকদ্দমাটি সত্বর সম্পন্ন হওয়াতে সম্পাদক সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের মতে তাঁহার এই ক্ষোভ অন্যায় নয়।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "দেশীয় লোককে স্বদেশে বিচারাধিপত্য প্রদান করা নিয়মবিরুদ্ধ। যাঁহারা স্বদেশে বিচারাধিপত্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই রাম কুমার বাবুর ন্যায় প্রার্থনা করিয়া স্থানান্তরিত হওয়া উচিত। আমরা দেখিতেছি, কেহ ক্রমে ক্রমে দেশীয় লোকের সহিত নানাপ্রকার বিবাদে লিপ্ত হইতেছেন। একটী কার্য্যফলদ্বারা অপর কার্য্যের ফল স্থির করা যায়। গবর্ণমেণ্ট দেখুন আর না দেখুন অবশেষ তাহা নিতান্ত ভয়ানক হইয়া উঠা আশ্চর্য্য নয়। অতএব আমরা অনুরোধ করি, যাঁহারা দেশীয় লোকের সহিত নানাপ্রকার অনর্থকর বিবাদে পরিলিপ্ত আছেন এবং যাঁহাদের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব আছে, তাঁহারা কোনপ্রকার দুর্নামগ্রস্ত না হইতেই স্থানত্যাগের চেষ্টা করুন। গবর্ণমেণ্টেরও কৃত নিয়ম কার্য্যে পরিণত করা উচিত।"

আমরা কন্যাবিক্রয়সংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যে সংকলিত প্রতিনিধিসভার যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, অমৃত বাজার পত্রিকা তৎপ্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্যটী বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, এক্ষণে পাঠকগণ তাহার অংশভাগী হউন। সে এই, "প্রস্তাবিত নূতন সভার উদ্দেশ্য এক্ষণে কেবল শাসনকার্য্য অভ্যাস করা সভাতে আইন প্রস্তুত হইবে, সভা হইতে বজেট বাহির হইবে, সভা হইতে কর্ম্মে নিয়োগ করা হইবে, কি কর্ম্মচ্যুত করা হইবে, সভা হইতে সৈন্য সামন্তের গতি, অবস্থিতি নিরূপিত হইবে, সভা হইতে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ দরবারের সহিত আমাদের কিরূপ সম্বন্ধ রাখিতে হইবে, তাহার বিচার হইবে, ইত্যাদি; গবর্ণমেণ্ট সভার প্রস্তাবে কর্ণপাত করুন না করুন, তাহাতে সভ্যগণ দৃকপাতও করিবেন না।"

১৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

এ দেশে যে পরিমাণে খালখনন করা হইতেছে তদুপযোগী ইঞ্জিনিয়র না থাকাতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট আর কয়েক জন ইঞ্জিনিয়রকে ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করিতেছেন। খাল খনন বাঁধ প্রস্তুত করা প্রভৃতি কার্য্য সৈনিক ইঞ্জিনিয়রদিগের হস্ত হইতে এক কালে লওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মদেশের উত্তরাংশে আবিষ্ক্রিয়ার্থ কাপ্তেন স্লেডেনপ্রভৃতি যে কয়েক জন গমন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ব্রহ্মদেশের রাজা এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই রেঙ্গুণের সংবাদপত্রখানি ইহাতেও রাজার দোষ দিতেছেন! সাহায্য না করিলেও রাজা নিস্তার পাইতেন না। কিছুতেই মহাপ্রভুদিগের নিকটে পার পাইবার যো নাই।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আবিসিনিয়ার সৈন্যদিগকে ভাতা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। পুরস্কার না দিলে উৎসাহ থাকে না।

আলাহাবাদের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র গাউয়ার সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি প্রায় ১৩ বৎসর ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। গাউয়ার সাহেব সামান্য রাস্তায় চালাইবার নিমিত্ত এক বাষ্পীয় শকটের সৃষ্টি করেন তাঁহা হইতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের বাষ্পীয় শকটের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। এমত উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়র ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির অধীনে আর নাই।

গতবৎসর জলপ্লাবনে বগুলার নিকটে পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের একটী সেতু ভগ্ন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এটী আজিও পুনরায় নির্ম্মিত হয় নাই। যে স্থানে সেতু ছিল সেস্থানে কেবল কতকগুলি রেইল দেওয়া হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া শকটশ্রেণি গমন করে। যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব শুদ্ধ খালে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে এত ডাক্তর ও সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগের খোসামোদ করিতে হয় না।

গত কল্য একশ্চেঞ্জগৃহে নিম্নলিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

	সিন্দুক	প্রতিসিন্দুক	মোটটাকা
বেহার	২৩০০	১৪৩৯৶৫	৩৩১০০০
কাশীর	১৭০০	৪১২	২৪০০০০

মার্সি সাহেবের হিসাবের উপরে অহিফেনের মূল্য হইয়াছে।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী পদের পরীক্ষার্থীদিগের ২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের ১৭ জন ভারতবর্ষীয় এবং ১২ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি। চারিকোটি বঙ্গদেশীয়ের মধ্যে সমুদায়ে এক লক্ষ ইউরোপীয় আছেন। চারিকোটির সহিত এক লক্ষের যে সম্বন্ধ ১৭ জনের সহিত কি ১২ জনের সেই সম্বন্ধ। তথাপি গবর্ণমেণ্ট গর্ব্ব করেন অচিহ্নিত পদসকল এতদ্দেশীয়েরাই পাইয়াথাকেন। পেয়াদাগিরির বিষয়ে একথা বটে।

১ লা আষাঢ় শনিবার।

"সাপ্তাহিক সংবাদ" বলেন, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা প্রস্তাব করিয়াছেন, বি, এ, উপাধি না পাইলে কেহ বি, এল, পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত আইনের উপদেশ শ্রবণ করিতে পারিবেন না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯৩৷৷০—৯৪৸০
৪ " কোম্পানির	৯৫—৯৫০
৫ পবলিকওয়ার্ক	১০৫৸৵০—১০৬
৫ " কোং	১১০—১১০৵০
৷৷৫ " কোং	১১৪৸০—১১৫

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২ রা জুন। চকার অন্তর্গত ভাগকুল গ্রামে সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে লইয়া এক সভা করা হইবে।

বাবু মথুরমোহন রায় চৌধুরী।
শ্রীনাথ রায় চৌধুরী ;
জানকীনাথ রায় চৌধুরী ;
এবং ব্রজলাল রায় চৌধুরী।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কান্দীর মিউনিসিপাল কমিটির সভ্য হইবেন :—

বাবু নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ;
যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ;
গোপী মোহন ঘোষ ;
ক্ষেত্রমোহন হাতি।

৩ রা জুন। যতদিন ডবলিউ, এফ, মাকডনেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, এম লুইস সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব বীরভূমের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

চুয়াডাঙ্গার সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, কে, ওয়েবষ্টার সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, বি, ওল্ড হাম সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। ২০ এ মের গেজেটে তাঁহার মেহেরপুর উপবিভাগে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, পি, মাকডনেল সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথমশ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সিংহভূমের সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ডাক্তর এস, জে, মানুক সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

৪ ঠা জুন। বাকুড়ার অন্তর্গত বড়জোড়ার মুন্সেফ বাবু হরপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের অন্তর্গত আলিপুরের মুন্সেফ হইবেন।

আলিপুরের মুন্সেফ বাবু রমানাথ শীল বড়জোড়ার মুন্সেফ হইবেন।

হাজারিবাগের সহকারী কমিসনর কাপ্তেন ই, ওয়াই, ওয়ালকট হাজারিবাগের শিবিরমধ্যে ১৮৬৪ অব্দের ২২ আইন লঙ্ঘনের অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন।

গোয়ালপাড়ার প্রথম শ্রেণির মুন্সেফ বাবু পদ্মলোচন দাস প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৫ ই জুন। যত দিন সার্জ্জন এফ, জে, আরল বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর আর, মাকলিয়ড নদীয়ার চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

ছোটনাগপুরের কমিসনর কর্ণেল ই, টি, ডালটন কটকের করদ মহলের তত্ত্বাবধায়কের পদ পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া রঙ্গপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারিগণকে বর্ত্তমান শূন্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ। যে দিবস অবধি তিনি ভবানীগঞ্জের ভার গ্রহণ করিবেন।

বাবু ব্রজনাথ সেন। যে দিবস অবধি তিনি ময়মনসিংহে উপস্থিত হইবেন।

বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য ও দুর্গাগতি বান্দ্যোপাধ্যায় এবং ই এস, রেলি সাহেব।

নওয়াখালির সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু ঈশ্বরীপ্রসাদ দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়া পাটনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আলিহোসেন পাটনা বিভাগে বদলী হইবেন।

৬ ই জুন। এচ, এস, টমসন সাহেব হুগলীর প্রধান অধস্থ জজ হইবেন।

সৈদ আজিমুদ্দিন হোসেন খাঁ বাহাদুর সি, এস, আই, প্রাণত্যাগ করাতে রাজমহলের সহকারী কমিসনর নিম্নতর শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রথম শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডাক্তর এস, জে, মানুক সিংহভূমে। বাবু গঙ্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজপদগুণে হাজারিবাগে। বাবু রাখালদাস হালদার নিজপদগুণে মানভূমে। বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র লোহারডগাতে।

যত দিন বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর বাবু শিবপ্রসাদ সান্ন্যাল বসিরহাট উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডি, লেসি সাহেব পুরীর দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

৮ ই জুন। কর্ণেল ডাল্টন কিয়ঞ্জোড় করদ মহলে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ মতিহারির ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজের কার্য্যভিন্ন চম্পারণের অধস্থ জজের কার্য্য করিবেন।

এচ, মোসলী সাহেব আরার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মেদিনীপুরে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৯ ই জুন। বি, আর, পেরি সাহেবের মৃত্যু হওয়াতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নতি লাভ করিবেন।

মৌলবী জিমুদ্দিন হোসেন দ্বিতীয় শ্রেণিতে ;
জি, হস মার সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।
বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এস, চতুর্থ শ্রেণিতে ;
বাবু অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী পঞ্চম শ্রেণিতে।

সি, ডবলিউ, উইসমট সাহেব উন্নতিলাভ করাতে নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইবেন।

ডবলিউ, গার্থ সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে।
ই, ষ্টিওয়ার্ট সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।
বাবু গৌরদাস বসাখ চতুর্থশ্রেণিতে।
বাবু কেদার নাথ পণ্ডিত পঞ্চমশ্রেণিতে।

লালা ফকির চাঁদ লালের মৃত্যু হওয়াতে পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নতি প্রাপ্ত হইবেন।

মৌলবী আলি হোসেন চতুর্থ শ্রেণিতে।
মৌলবী ওয়াইলিয়ত হোসেন পঞ্চম শ্রেণিতে।

বর্ত্তমান শূন্যপদ লাভার্থ এচ, ডবলিউ, বারবর সাহেব ; বাবু তারিণীচরণ মিত্র ; বাবু ভগবানচন্দ্র সেন ; এবং এ, জে, ফে, জার সাহেব পঞ্চমশ্রেণিভুক্ত হইবেন।

বাবু ভুবনেশ্বর সিংহ পঞ্চম শ্রেণিতে অর্থাৎ যে দিবসে তিনি চট্টগ্রামে উপস্থিত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পশ্চাল্লিখিত স্থানে সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, এ, বীডন সাহেব বর্দ্ধমানে।
বি, ডবলিউ, বাটিলসেন সাহেব গয়াতে।
বাবু গদাধর খাঁ নওয়াখালিতে।
বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা হুগলিতে।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন:—

বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ভাগলপুরে ;
" কালীপ্রসাদ চৌধুরী মুঙ্গেরে।
" অখিলনাথ রায় পূর্ণিয়াতে।
" কৃষ্ণচন্দ্র রায় পদগুণে হাবড়াতে।
এচ, এল, ওয়েদারল সাহেব বাকুড়াতে।
" হরচন্দ্র ঘোষ পদগুণে বর্দ্ধমানে।
" রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পদগুণে হুগলিতে।
" রাজমোহন বসু বীরভূমে।
" অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মেদিনীপুরে।
" পূর্ণানন্দ বড়ুয়া পদগুণে গোয়ালপাড়াতে।
" গুণাভিরাম বড়ুয়া পদগুণে, ঐ।
" গিরিশচন্দ্র সেন বাখরগঞ্জে।
" রাধিকামোহন রায় ঢাকাতে।
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ফরিদপুরে।
" শ্রীনাথ ভদ্র ময়মনসিংহে।
মৌলবী মহম্মদ আবদুল কাদের শ্রীহট্টে।
বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় পাটনাতে।
" গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শাহাবাদে।
" বৈদ্যনাথ সিংহ গয়াতে।
" কাশীনাথ পণ্ডিত ত্রিহুতে।
মৌলবী মহম্মদ আবদুল হাই সাহরাণে।
বাবু দীনেশচন্দ্র রায় চম্পারণে।
" মহাদেব ঘোষাল মুরসিদাবাদে।
" কালীকিঙ্কর সেন রাজসাহীতে।
" তারিণী শঙ্কর রায় পাবনাতে।

" চন্দ্রমোহন দাস মালদহে।
" উমেশচন্দ্র সরকার দিনাজপুরে।
" দ্বারকানাথ রায় ঐ
" সেখ মতি উল্লা রঙ্গপুরে
" কালীপদ বসু বগুড়াতে

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু গত কল্য (১ লা জুন) তৃতীয় প্রহরের পর চতুর্দ্দিক হইতে মেঘমালা উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তিন চারি ঘণ্টাকাল মুষলধারে বৃষ্টি হইল। ইহাতে উত্তাপের অনেক হ্রাস হইয়াছে। এ বৎসর এরূপ বৃষ্টি আর হয় নাই। অদ্য প্রাতঃকালে বোধ হইল, যেন প্রকৃতি নূতন বেশ ধারণ করিয়াছেন।

শুনিতেছি, গবর্নমেণ্ট এখানকার কুইন্স কালেজের ইংরাজী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে এ, গফ্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি, উইলিস মুর সাহেবের এক জন প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। গফ্ সাহেব আপাততঃ ৫০০ টাকা করিয়া পাইবেন; কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহার বেতন ৭০০ টাকা হইবে।

রাজা দিনকর রাও রেওয়ার রাজার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে বারাণসীতে আছেন; কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি রেওয়ায় যাত্রা করিবেন।

দেখিতেছি, শেষে এ প্রদেশেও মিউনিসিপালিটি প্রচলিত হইল। ১ লা জুন অবধি উহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক উহার দ্বারা সহরের কত দূর উন্নতিসাধন হয়।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। প্রায় এক পক্ষ হইল, গ্রীষ্মের দারুণ গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। গত ২২ এ মে সায়াহ্নকালে এক প্রবল ঝটিকা হইয়া গিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে অনেক বৃক্ষ শাখাহীন, অনেক বৃক্ষ উৎপাটিতমূল ও অনেক দরিদ্রের গৃহ ভূমিসাৎ হইল। ঝটিকা স্থগিত হইলে, প্রবলবেগে শিলাবৃষ্টি ও বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। ঐ দিবস বৃহৎ বৃহৎ শিলার আঘাতে একটী লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত এবং হঠাৎ মুবার নদীর জলবৃদ্ধি হওয়াতে একটী লোক জলমগ্ন হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

তদবধি ২। ৩ দিন অন্তর প্রায়ই "আঁধি" ও বৃষ্টি হইতেছে। এখানে যাঁহারা অধিক দিন আছেন, তাঁহারা কহেন যে, এ বৎসরের ন্যায় কোন বৎসরই এত শীঘ্র বর্ষাকে দর্শন করেন নাই এবং গ্রীষ্মের দারুণ হস্ত হইতে মুক্ত হন নাই। বৃষ্টি হওয়াতে যদিও অগ্নিসম "লুর" প্রভাব কমিয়াছে, তথাপি মধ্যে মধ্যে বায়ুশূন্য গুমট হওয়াতে বড় কষ্ট হয়। বঙ্গদেশের গ্রীষ্মের ন্যায় এখানকার গ্রীষ্মে তাদৃশ পীড়াদির প্রাদুর্ভাব হয় না, এই একটী মঙ্গলের বিষয়।

২। কয়েক দিন হইল, এক জন ইউরোপীয় সৈন্যের সহিত অন্য এক জন ইউরোপীয় সৈন্যের বিবাদ ও মারামারি হইতেছিল, এমন সময়ে এক জনের স্ত্রী উপস্থিত হইয়া তাহার স্বামীর বিপক্ষকে বোতল ছুড়িয়া মস্তিষ্কে এরূপ আঘাত করিল যে, সে ব্যক্তি অচিরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। এই সংবাদ তারযোগে "কমাণ্ডার ইন চীফের" নিকট প্রেরিত হইল। অদ্যাপি তাহার কিছুই সিদ্ধান্ত হয় নাই। গোরারা যেরূপ ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় জঘন্যভাবাপন্ন, ইহাদের স্ত্রীরাও সেই রূপ। আমাদের দেশের ইতর লোকদের সহিত সুসভ্য ইংরাজদের ইতর লোকের তুলনা করিলে দেবাসুরের ন্যায় বিভিন্নতা বোধ হয়। ব্যাঘ্রাদি দেখিলে আমাদের মনে যেরূপ ভয়ের সঞ্চার হয়, গোরা দেখিলে ততোধিক ভয় হয়!!!

৩। মহাশয়! অত্রত্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনিয়ার কর্ণেল আলেকজাণ্ডার সাহেব বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইনি সম্প্রতি যে কয়েকটী উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে অনেক চোর ধরা পড়িবে। এক জন কণ্ট্রাক্টার ও এঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রায় ফাঁদে পড়িয়াছেন। দেখা যাউক কি হয়। কোন স্পষ্ট দুষ্কর্ম্ম, এমন কি হত্যাকাণ্ড চক্ষে দেখিলেও আইনের অনুযায়ী প্রমাণ দিতে না পারিলে যেমন তাহার দণ্ডবিধান হয় না, এখানে পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে অন্যায়রূপে সরকারী অর্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও নিয়মিতরূপে প্রমাণ করিতে না পারিবার আশঙ্কায় সাধারণে প্রকাশ করিতে ভয় হয়।

কোন বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ যেমন "কমিসন" নিযুক্ত হয়; যদি পবলিক ওয়ার্কের অভ্যন্তরীণ গূঢ় ভাবসকল প্রকাশার্থ গবর্নমেণ্ট কৃষিচক্ষণ কমিসন নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, অপব্যয়ের অনেক লাঘব হইতে পারে।

৪। গবর্নমেণ্ট মুখে হাতে চাঁদ দেন, কিন্তু কাজে একটি তৃণও দেন না। গবর্নমেণ্ট কহিতেছেন, উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয়দিগের প্রাপ্য; কিন্তু কাজে ইউরোপীয়, এমন কি অধিকাংশ ফিরিঙ্গিই উহা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়টী লিখিলাম।

আসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া সোমপ্রকাশে কয়েকবার লিখিয়াছি) প্রায় দশ বৎসর হইল রুড়কী এঞ্জিনিয়ার কালেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্নমেণ্টের কার্য্য করিতেছেন। ইনি কি গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপে, কি শীতের শীতল বায়ুপ্রবাহে সকল সময়েই আহারের সময়ে আহার, নিদ্রার সময়ে নিদ্রা না করিয়াও কুলী মজুরদিগের সহিত গিরি নদী বনপ্রভৃতি কষ্টকর প্রদেশে অকাতরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং যাহাতে গবর্নমেণ্টের একটি পয়সাও অনর্থক অপব্যয় না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নশীল রহিয়াছেন; তথাপি ইহাঁকে অদ্যাপি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীস্থ করা হইতেছে না। পক্ষান্তরে যাহারা (ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি) ইহাঁর সহিত এবং ইহাঁর পরে এঞ্জিনিয়ার হন, তাঁহারা কেহ প্রথম শ্রেণির কেহ দ্বিতীয় শ্রেণির এক্জিকিউটিব এঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। ইহার উপর কি গবর্নমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হয় না?

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং বজ্রযোগিনীস্থ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয়দ্বয়ের সদনুষ্ঠান।

মহাশয়! ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মুন্সীগঞ্জে আগমন করিয়া তত্রত্য গবর্নমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত সমুচিত চেষ্টা করিতেছেন। এমন কি তাঁহারই যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও উদ্যোগশীলতাবলে এক বৎসরকালমধ্যে উক্ত স্কুলের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, ৫। ৬ বৎসরে তাহা হয় নাই। এ বার উক্ত স্কুলের অনেক ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি

ও মাইনর স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঐ স্কুলের যে ছাত্র মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে, স্কুলের সভ্যগণ তাঁহাকে আগামী আষাঢ় মাসে ২৫ টাকা মূল্যের একটী মেডেল প্রদান করিবেন। আমরা এ স্থলে ঐ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর সোম এবং অন্যান্য শিক্ষকগণের যথোচিত প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা বিমলা বাবুর প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া স্কুলের উন্নতিবর্দ্ধনার্থ বহুপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকের স্বভাবই অতি উত্তম সন্দেহ নাই। এবার ঐ স্কুলের সাহায্যার্থ গবর্ণমেণ্ট ৩২ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বিমলা বাবু শিক্ষকদিগের যথাযোগ্যরূপ বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন। তিনি স্বয়ং ভদ্রকুলোদ্ভূত, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, সদালাপী, প্রিয়ভাষী, সতত দেশহিতে তৎপর, সদ্ব্যয়ে মুক্তহস্ত ও কার্য্যবিষয়ে পরিপক্ক। উক্ত মহাত্মা মুন্সিগঞ্জ স্কুলের উন্নতির কারণ যেমন নিজে অর্থদান করিতেছেন, তেমন অন্যান্য জমীদার ও ধনিগণের নিকট হইতে সদুপায় অবলম্বন করিয়া সাহায্যবৃদ্ধি করিতেছেন। বিমলা বাবু কেবল মুন্সীগঞ্জের হিতসাধন করিয়াই যে বিরত আছেন এমত নহে, তিনি সমীপবর্ত্তী গ্রামের উপকারার্থও সবিশেষ যত্ন পাইতেছেন। তিনি বজ্রযোগিনী স্কুলের উন্নতির জন্য এক কালে ২০০ টাকা দান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং বজ্রযোগিনী অবধি মীরকাদিমপর্য্যন্ত একটী পাকা শড়কনির্ম্মাণার্থ আহ্লাদের সহিত ১০০ টাকা দানের স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনি এতদর্থে যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহাও একান্ত সন্তোষকর। তাঁহার প্রস্তাবক্রমে বজ্রযোগিনীর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয় ৫০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। অন্যান্য ধনিগণকেও স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টা হইতেছে।

উপসংহারকালে আমরা জমীদার বাবু কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের সবিশেষ প্রশংসা না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। তিনি স্বীয় গ্রামের হিতের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক জন বিদ্যোৎসাহী ও দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী। বজ্রযোগিনী স্কুলের ও গ্রামের উন্নতি জন্য অনেক যত্ন, মনোযোগ ও অর্থব্যয় করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বজ্রযোগিনী স্কুল গৃহনির্ম্মাণোপযোগী ব্যয় দান করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বে পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। পরমেশ্বর তাঁহাকে দেশীয় লোকের উপকারের জন্য অত্যধিক ধন সম্পত্তির অধিকার প্রদান করিয়াছেন। তিনি সেই অর্থ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া নিজে মনের সন্তোষসাধন ও দেশের অতুল আনন্দবর্দ্ধন করুন।

বিক্রমপুর। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।
১২৭৫
১৬ জ্যৈষ্ঠ। নিবাস বজ্রযোগিনী

—০—

খড়দহ ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয়।

গত সোমবারের পত্রিকায় প্রেরিতপ্রবন্ধে 'এক জন পাঠক' স্বাক্ষরকারী উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, নিতান্ত সঙ্গত বোধ না হইলেও আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। যদিও মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের প্রসিদ্ধ কবিতাচরণদ্বয় ইহার প্রকৃত ঔষধ, তথাপি পথ্য প্রদান না করিলে, কেবল ঔষধে উপকার হওয়া অসম্ভব। খড়দহ যে প্রকার একটী গণ্ডগ্রাম, বোধ হয় ইহার সান্নিধ্যে কতিপয় ক্রোশপর্য্যন্ত সেপ্রকার দ্বিতীয় গ্রাম দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে যে একটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেবেরই অভিমত না হউক; কিন্তু কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট (বারাকপুর) বিচারপতি মার্কবিপ্রভৃতি সকলেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। শেষোক্ত মহাত্মা ১০ দশ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্যও করিতেছেন। আমরা এইসকল কৃতবিদ্য উদার মহোদয়দিগের বলেই বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং তথায় প্রত্যাখ্যাত হইলেও ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইতেছি। আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি, কারণ তাহা না হইলে বিদ্যালয়টির স্থায়িত্বের বিষয় সন্দেহাত্মক হয়; কিন্তু আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা নয় যে, কোন বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করিয়া আমাদিগের বিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়। জন্মভূমির উন্নতিকল্পে জ্ঞান ও ধর্ম্মের যতই বৃদ্ধি হইবে দেশহিতৈষিগণের মনে ততই সন্তোষের উদ্রেক হইবে, সন্দেহ নাই। উড্রো সাহেব যে কারণ দর্শাইয়া এখানে সাহায্যদানে গবর্ণমেণ্টের অনভিমত প্রকাশ করেন এবং এক জন পাঠক তিনি যিনিই হউন, যে কারণ অবলম্বন করিয়া কয়েকটী অসঙ্গত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং অর্থশূন্য তাহা উত্তরসাপেক্ষ নহে। সোদপুরে বিদ্যালয় আছে বলিয়া কি খড়দহে বিদ্যালয় হইতে পারে না? হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সত্ত্বে শিবপুরে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি? কলিকাতা ও ভবানীপুরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প নয়; তবে তথায় স্থানে স্থানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা কি? যদি লোকসংখ্যার উপরে বিদ্যালয়স্থাপন নির্ভর করে, তাহা হইলে খড়দহে বিদ্যালয় থাকা উচিত সন্দেহ নাই। খড়দহে ন্যূনাধিক ২০০০ সহস্র লোকের বসতি আছে। যদি ৫০ পঞ্চাশঘর মাত্র বসতি অবলম্বন করিয়া সোদপুরে একটী বিদ্যালয় হয়, সেই পরিমাণে খড়দহে কত গুলি বিদ্যালয় হওয়া উচিত? পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে ষ্টেসন না হইলে পাঠকবর্গ জানিতে পারিতেন না যে বঙ্গদেশের কোন স্থানে সোদপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এখনও অনেকে খড়দহের নিকট সোদপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এখানকার প্রসিদ্ধ গোস্বামী মহাশয়েরা বঙ্গবিখ্যাত, কিন্তু তাঁহারাই আবার অজ্ঞানান্ধ। তজ্জন্যই এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বঙ্গহিতৈষীরা এত প্রয়াস পাইতেছেন। হিন্দু পেট্রিয়ট ডেলীনিউস বাঙ্গালী প্রভাকর ঢাকাপ্রকাশ সোমপ্রকাশপ্রভৃতি কেহই বিদ্যালয়টির জন্য যত্ন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। ধন ও মানাভিমানী গোস্বামী মহাশয়েরা যে আপনাদিগের তনয়গণকে দুই ক্রোশ পথ গমনাগমন করিয়া বিদ্যাশিক্ষার্থে নিয়োজিত করিবেন, তাহা পত্রপ্রেরক মহাশয়ের তুল্যাবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারিবেন না; কিন্তু অন্য কাহারও অবিদিত থাকা সম্ভাবিত নয়। সোদপুর, খড়দহ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ দূর হইবে, সুকুমারশরীর অষ্টমবর্ষীয় বালকেরা যে প্রতিদিন দুই ক্রোশ দুই ক্রোশ চারি ক্রোশ পথ গমনাগমন করিয়া অধ্যয়ন করিবে ইহা ভাবিলেও নির্দ্দয় হইতে হয়।

উপসংহারকালে, পত্রপ্রেরকের প্রতি আর একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি খড়দহে বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইতে চাহেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা যাহাতে কাহার অনিষ্ট হয়, আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইলেও কখন তাহা করিতে চাহি না। কিমধিকমিতি।

কলিকাতা
৪ ঠা জুন
১৮৬৮। শ্রীঃ—

—০ঃ—

সবিনয় নিবেদনমিদং।

মহাশয়। গত ১ জুন সোমবার কাঁথিস্থ বিদ্যালয়ে এক সভা হইয়া গিয়াছে। আমি পীড়াপ্রযুক্ত যাইতে পারি নাই। শুনিলাম ঐ সভায় এদেশীয় কয়েক জন রাজা ও গবর্ণমে

ণ্টের কর্ম্মচারী ও অন্যান্য বহুবিধ মহৎ মহৎ ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল। কাঁথিস্থ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এ, রাটে, মহোদয়ের বাসন্ত বনে ঐ সভার অধিবেশন হয়। রাটে মহোদয় সভাপতির আসনপরিগ্রহ করেন। ঐ বিদ্যালয় ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হয়, সভার এই উদ্দেশ্য। শুনিলাম চাঁদার পুস্তকে ত্রি সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। রাজগণের মধ্যে বাসুদেবপুরস্থ অভিনব রাজা শ্রীযুক্ত গজেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয় অগ্রেই পাঁচশত মুদ্রা স্বাক্ষর করিয়া স্বীয় বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। না হইবে কেন? ইনি বহুদিন কলিকাতা মহানগরে বাস করিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যে মহৎ কার্য্যে অগ্রসর ও মুক্তহস্ত হইবেন, আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইনি অল্পদিনমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইতিমধ্যে নিজ ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি, অতি দীন ব্যক্তিকে পীড়াগ্রস্ত শুনিলে চিকিৎসকসহ তাহার বাটীতে গিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেন। নিজগ্রামেও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্‌যোগী হইয়াছেন। অন্যান্য জমিদারগণেরও এদৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সভাপতি মহাশয় অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। ইনি তিন বৎসরের অধিক এস্থানে আছেন। ইহাঁর প্রশংসাভিন্ন অপ্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইনি অতি সৎস্বভাব মিষ্টভাষী। ইনি কায়মনোবাক্যে কাঁথির মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। মধ্যে ইহাঁর পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া কাঁথির সমুদায় লোক অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে দয়ালু গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে আর কিছু দিন ইহাঁকে এখানে রাখিয়া কাঁথির অবশিষ্ট দুরবস্থা অপনীত করুন।

১৮৬৮ ৪ জুন } কাঁথিপ্রদেশস্থ এক জন পাঠক

—:০:—

মহাশয়! মধ্যে মধ্যে আমি আপনার ভারতবিখ্যাত সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া থাকি। আমি যত বার আপনার সংবাদপত্র পাঠ করি, তত বারই অস্মদ্গ্রামের কোন না কোন প্রশংসা দর্শন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু গ্রামটী অদ্যাপি প্রকৃত প্রশংসাভাজন হইয়া উঠে নাই। এই গ্রামে অনেকগুলি ভদ্রসন্তান ও কতিপয় বিদ্বান বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পরিশ্রমগুণে এই গ্রামে ইংরাজি স্কুল বাঙ্গালা স্কুল পোষ্ট বক্স ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ডাক্তরখানা প্রভৃতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের অণুমাত্র যত্ন দেখা যাইতেছে না। যদি একটী স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহা হইলে অনেক স্ত্রীলোকের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আমরা স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা ও ভীরুস্বভাবা কি প্রকারে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। বিলাতি স্ত্রীলোক হইলেও বরং কিয়ৎপরিমাণে সাহসী হইতাম।

আজি কালি ভদ্রসমাজে স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে এটী একটী প্রধান। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষাজন্য এই গ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় শীঘ্র স্থাপিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, এই গ্রামের অধিকাংশ বালিকারই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ আগ্রহ আছে। এই জন্য গ্রামস্থ সমুদায় ভদ্রলোক ও গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা বিনয়পুরঃসর এই ভিক্ষা করিতেছি যে তাঁহারা দয়াবান হইয়া শীঘ্র এই শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিতে যত্নবান হন। এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে উভয় পক্ষেরই লাভ, কাহার ক্ষতি হইবে না। কারণ স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিত হইলে দেশের কুরীতি পরিত্যাগ করিয়া সদাচার ও সৎপথ অবলম্বন করিবে, তাহাতে রাজ্যেরও উন্নতি হইবে।

ইলচোবা দক্ষিণ পাড়া ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সন ১২৭৪ } জনৈক অল্পবয়স্ক বিধবা

—০—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ডিহিরি
১৮৬৮ জুন হইতে আগষ্ট ৩৸০
„ „ মদনচন্দ্র শেঠ কলিকাতা ১০
„ „ কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী বাগবাজার
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক ৫॥
„ „ বিপিনবিহারী ভাদুড়ী ক্লাইব রো
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক ৫॥
„ „ পুলিনবিহারী সেন বহরমপুর
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ ১৩
„ জেমস লায়েল কোং বহরমপুর
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে ১৩
„ „ রসিকলাল রায় নলহাটী
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ভাদ্র ৩৸০
„ „ প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সরদা
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে ১৩
„ রেবরেণ্ড লং সাহেব চৌরঙ্গি রোড
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল ১০
„ „ বিশ্বনাথ সিংহ বাঁকুড়া
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩
„ „ কালিদাস মুখোপাধ্যায় সাজিহানপুর
১৮৬৮ মার্চ হইতে ৬৯ ফেব্রুয়ারি ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৩৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১০ ই আষাঢ়। ১৮৬৮। ২২ এ জুন

মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বহুবাজার প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র, বিল, রসীদ, চিঠী, চেক, লেবেলপ্রভৃতি সকলপ্রকার কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা স্বল্প মূল্যে, স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি সংশো ধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গলা নানাবিধ নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী নূতন অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত সরঞ্জম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১২৭৫ } শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস। যন্ত্রাধ্যক্ষ।

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মুখস্থিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বরাণ্ডার উপর বেলুড় গ্রামবাসী অনূ্যন ষষ্টিবর্ষীয় নবকান্ত নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান হইলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে, কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী ১৮৬৮ সালে ১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

ইংরাজী স্বরলিপিপদ্ধতি

যদি কেহ আমার অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা মৃজাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট ১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ২০ জ্যৈষ্ঠ } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

-০৩৭-

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মের প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের ১৮৬৮ অব্দের ৩০৯ নং যে মকদ্দমায় হেনরিয়েটা কেনি বাদিনী ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধি আডমিনিষ্টেটর প্রতিবাদী উক্ত মকদ্দমায় ১৮৬৮ অব্দের ২১ এ মে যে আজ্ঞা হইয়াছে, তদনুসারে প্রকাশ করা যাইতেছে, জেলা নদীয়ার অন্তর্গত সালগড়মুদিয়ার টমাস, আর, উইন, কেনি সাহেব যিনি ১৮৬৮ অব্দের ১৬ ই এপ্রেল কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি উক্ত কেনি সাহেবকে কর্জ্জ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, আগামী ৫ ই সেপ্টেম্বর অথবা তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মের উক্ত প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি নর্ম্মানের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করুন। এই সকল দাওয়া শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ১৮৬৮ অব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর শনিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে টাউনহালে বিচারপতি আসন গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা উক্ত সময়ের মধ্যে আপন আপন দাওয়া সপ্রমাণ করিতে না পারিবেন, তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে, তাঁহাদিগের দাওয়া আর কস্মিন্ কালে শ্রবণ করা যাইবে না।

ওয়াটকিন্সন, ষ্টোকো এবং কোম্পানি বাদিনীর আটর্ণীগণ } আর, বেলচেম্বর্স রেজিষ্টার।

প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্টার আফিস ১৮৬৮। ৯ ই জুন

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত)	মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত)	"	৫॥০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)		৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত

প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

ভাড়া দেওয়ার নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

পুরাণপ্রকাশ।

কলিকাতা মৃজাপুর আমহাষ্টের দক্ষিণ কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে পুরাণপ্রকাশনামক সাময়িক পত্র প্রতিমাসে এক বা দুই খণ্ড করিয়া প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের পরিমাণ ৮০ অশীতি পৃষ্ঠা। ইহাতে ক্রমশঃ অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ বাঙ্গালা অনুবাদসমেত [illegible] করিবার কল্পনা আছে। প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদ ও শ্রীধরগোস্বামিকৃত টীকা সমেত মুদ্রিত হইতেছে। ১ লা বৈশাখ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যিনি ইহার গ্রাহক হইতে অভিলাষী হন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট পত্র ডাকমা[illegible] প্রতিখণ্ডের মূল্য অগ্রিম ॥০ আট আনা করিয়া পাঠাইবেন। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যেক খণ্ড নগদ ১ এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪। } শ্রী জগন্মোহন শর্ম্মা।

———

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটরি কোং
লিমিটেড:
মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:০:—

সংস্কৃত মেদিনীকোষ দুরূহ শব্দের টীকাসমেত উত্তম নাগরাক্ষরে যত্নপূর্ব্বক মুদ্রিত হইতেছে। যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঢাকা কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট পত্র পাঠাইবেন।

১৫ ই চৈত্র ১২৭৪ সংস্কৃত বিদ্যালয় } শ্রীজগন্মোহন শর্ম্মা

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৵

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—০—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লন পাইকেড়ী দরে পাইবেন।

	টাকা
শব্দসন্দর্ভসিন্ধু প্রথম খণ্ড	৫
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড	৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা টীকা ও বাঙ্গালা সম্বলিত	২॥০
শব্দসিন্ধু	২
শব্দাবলী	২
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব	৩২
অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি টীকা টীপ্পনী ও ১৮ খানি প্রতিমূর্ত্তি সহিত	২
বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষের রেলওয়ে	২
ইলেক্‌ট্রীক টেলিগ্রাফ	১॥—
নলচরিত কাব্য	১
পঞ্চদশী	৩
বেদান্তদর্শন	১
অধিকরণমালা	৩
হরিভক্তিবিলাস	৮
পদকল্পতরু	৬
মেটরিয়া মেডিকা	৬
ইংলণ্ডীয় ঔষধকল্পাবলী	২॥—
আয়ুর্ব্বেদদর্পণ	৩
ফৌজদারি গাইড	১।—
নিদানার্থচন্দ্রিকা	২
সটীক নিদান	৪
নিদান	১
মালতীমাধব	১
পঞ্জাব ইতিহাস	১॥—
চীনের ইতিহাস	
হুতম পেঁচার নক্সা (১।২)	১॥—
সম্বন্ধসমাধি নাটক	১
বেশ্যাসক্তিনিবর্ত্তক নাটক	১
মনোবৃত্তি বিধায়ক	॥—
কীচকবধ নাটক	৷৵—
ইংরাজী বাঙ্গালা ডিক্সনারি	১॥—

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল

ডাক্তা রাক্তু যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১
ভূষণসার ব্যাকরণ	।৹
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

বাঁড়ুর্যে ব্রাদার্শ কোম্পানির ১৮৬৯ সালের এন্ট্রান্স কোর্সের কী অর্থাৎ অর্থ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা লইবার ইচ্ছা করেন, কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৮৬নং ভবনে উক্ত কোম্পানির নিকটে, অথবা অন্যান্য পুস্তক বিক্রেতার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সকলকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনটীর প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিলে কেবল যে পারিতোষিক লাভ হইবে এরূপ নয়, দুষ্টের দমনবিষয়ে ভদ্রলোকমাত্রেরই যে সাহায্য করা কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইবে।

—:০:—

প্রায় এক পক্ষ কাল অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে জেলা ২৫ পরগণার দক্ষিণ প্রদেশের যেপ্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে, আমাদিগের এক পরিচিত প্রামাণিক ব্যক্তি তদ্বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা এই স্থলেই গৃহীত হইল।

মহাশয়! গত ২৪এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অবধি প্রবলবেগে বাত্যা ও বৃষ্টি হইয়া এ প্রদেশ একবারে ছারখার হইবার উপক্রম হইয়াছে। এমন কি যদি আর দুই তিন দিবস এইরূপ থাকে তাহা হইলে যে কতদুর দুরবস্থা হইবে তাহা মনে উদয় হইলে হৃৎকম্প হয়। যেরূপ বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে এরূপ কেহ কখন দেখেন নাই। কিয়দ্দিনমধ্যে গ্রামস্থ পুষ্করণী প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজপথের উপরেও কোন কোন স্থানে এক হাঁটু ও কোন কোন স্থানে বা ১॥০ দেড় হাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ পথে গমনাগমনের পক্ষে যে কত দুর কষ্ট হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কুটীর ও মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীরসকল অধিকাংশই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ চাষের পক্ষে যতদুর অনিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি ও ঝড়ে তত দুর হয় নাই। যেসমস্ত বীজ বহু যত্নে ও কষ্টে রোপণ করা হইয়াছিল, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। মাঠের উপরে প্রায় ৪। ৫ হাত জল দাঁড়াইয়াছে। ঐসমস্ত জলাকীর্ণ ক্ষেত্রে যে পুনর্ব্বার কেমন করিয়া বীজ রোপিত হইয়া শস্যোৎপাদন হইবে, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। চাষের পক্ষে এতাদৃশ অনিষ্টকর ঘটনা দেখিয়া কৃষকেরা যার পর নাই হতাশ ও শঙ্কিত হইয়াছে। তাহাদের কাতর বাক্য শ্রবণ করিলে কার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়। গত ১২৭১ সালে ঝটিকা ও জলপ্লাবন, ৭২ সালের অনাবৃষ্টি ও ৭৪ সালের ঝটিকাতে মনুষ্যগণ জীবন্মৃত হইয়া কেবল আশাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছিল। তাহাতে বর্ত্তমান চাষের এইরূপ অনিষ্ট ঘটনা দেখিয়া সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে।

———

ইণ্ডিয়ান মিরার ও ভারতবর্ষীয়গণ।

ইংরাজদিগের জাতিসাধারণ এই একটী দোষ আছে, তাঁহারা দোষ করেন, অথচ কখন তাহার অনুমোদন করা হয়, কখন বা তাহা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করিয়া অপবাদকারীকে অজ্ঞ, মিথ্যাবাদী ও অবিবেচক বলা হয়। এ দোষ আমাদিগকে স্পর্শও করে, এ ইচ্ছা কাহারও নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয়গণ ব্যক্তিবিশেষে অনুরোধ না করিয়া যেপ্রকার স্পষ্টাভিধানে সকলের দোষপ্রকাশ করেন, এপ্রকার স্পষ্টবাদী লোক ইংরাজদিগে বিশেষতঃ ভারতবর্ষস্থ ইংরাজদিগের মধ্যে অতিবিরল। গুণের সহিত দোষের উল্লেখ না করিলে জাতিসাধারণে ধর্ম্মনীতির উন্নতিসাধন করা যায় না। গুণের ন্যায় দোষের উল্লেখ আবশ্যক বটে; কিন্তু দোষের কল্পনা বা অতিবর্ণনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভচেষ্টা অতিশয় বিড়ম্বনা। ইণ্ডিয়ান মিরারে ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইল। যেখানে ধর্ম্মসংক্রান্ত গোঁড়ামী না থাকে, সেখানে ইণ্ডিয়ান মিররের অপেক্ষা কেহই অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত সহকারে অপরের দোষ গুণ বিবেচনা করিতে পারেন না; কিন্তু গত ১৫ ই জুনের পত্রে আমরা একটী প্রস্তাব পাঠ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। এক জন ভারতবর্ষীয়ের লেখনী হইতে এপ্রকার শ্রবণকটু অমূলক বাক্য বিনির্গত হইতে পারে, আমরা তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। নিম্নে উহার কোন কোন অংশ অনুবাদিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। "আমরা দেশীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিতে চাহি না। যাঁহারা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধি বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই মাত্র বলিতেছি, তাঁহারা মিথ্যা কথা বলেন (!!!) আমাদিগের কোন জাতিসাধারণ স্বার্থ নাই; সুতরাং আমাদিগের কোন সাধারণ অভিপ্রায় ও সাধারণ মতও নাই। এরূপ স্থলে কোন ব্যক্তি সকলের প্রতিনিধি হইতে পারেন না।" ইণ্ডিয়ান মিরার স্বয়ং যে জাতিসাধারণের অথবা রাজনীতিসম্বন্ধে কোন শ্রেণীর প্রতিনিধি নহেন, সে বিষয়ে

তাঁহার "সরল" বাক্যে কেহ বিবাদ করিবেন না; কিন্তু আমাদিগের জাতি-সাধারণ স্বার্থ, জাতিসাধারণ মত ও জাতিসাধারণ অভিপ্রায় নাই, এ বাক্যে কেহই অনুমোদনকারী হইবেন না। এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া যে ভেদ করা হয়, তাহাতে কোন ভারতবর্ষীয় সন্তুষ্ট? জাতিভেদ না করিয়া গুণানুসারে সকলকে তুল্যরূপে রাজপদ প্রদান করা হয়, কোন ভারতবর্ষীয়ের এটী অভিপ্রেত নয়? ইংরাজেরা যে গর্ব্বোদ্ধত ব্যবহার করেন, তাহাতে কে না বিরক্ত? ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদিগের দুঃখ ও কষ্টের বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করেন, কাহার না ইচ্ছা? আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ এগুলির উল্লেখ করিলাম, এইরূপ অনেক বিষয় আছে। এতদ্বিষয়ে যদি ভারতবর্ষীয়দিগের ঐক মত্য হইল, ভারতবর্ষীয়দিগের মত নাই, এ কথা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অপবাদকারীর নিজ বাক্যের প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজনীতিসম্বন্ধে আমাদিগের পরস্পরের মতভেদ ও পরস্পরবিরোধী কি স্বার্থ আছে, মিরাবের এক এক করিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। মিরাব ক্রমশঃ উষ্ণশোণিত হইয়া বলিয়াছেন, "আমাদিগের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অসন্তোষ আছে, কতগুলি আত্মম্ভরি লোক স্বার্থসাধনার্থ সেইগুলিতে উৎসাহ দেন।" মিরাব যদি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, বিশেষ বিষয়গত অসন্তোষ ক্রমে জাতিসাধারণ হইয়া উঠে। যে বিচারপতি হত্যাকারীর ছয় মাস মেয়াদ দণ্ড দেন, তিনি ভারতবর্ষের কোন স্থানে সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারেন? আপন আপন পদগৌরব বুঝিতে না পারা আর একটী বিড়ম্বনা। মিরাব হিন্দুপেট্রিয়টকে অধিকতর "ক্ষমতাশালী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু জাতিসাধারণ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না। এই ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? সংবাদপত্র জাতিসাধারণ মত প্রকাশের এক প্রধান উপায়। যে সংবাদপত্র এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন, তিনিই প্রতিনিধি হন; সংবাদপত্রের ক্ষমতার দ্বিতীয় অর্থ নাই। মিরাব কি এ কথা অস্বীকার করিবেন? পাঠকগণ নিম্নলিখিত কথাগুলির বিষয় একবার বিবেচনা করুনঃ—

"অনৈক্য আমাদিগের স্বাভাবিক অবস্থা; স্বার্থপরতা আমরা সর্ব্বপ্রধান ইষ্ট জ্ঞান করি, পরের কথার অসমর্থ করা এবং পরস্পরকে অবিশ্বাস করা আমরা বড়ই বুদ্ধির কাজ জ্ঞান করি।" নেপলিয়নের শেষ দশা উপস্থিত; এক জন কাথলিক পুরোহিত তাঁহাকে ঈশ্বর ও পরকালের বিষয় বুঝাইতেছেন, এমন সময়ে সম্রাটের চিকিৎসক (ইনি কতক নাস্তিক ছিলেন) হাস্য করিতে লাগিলেন। নেপলিয়নের পূর্ব্বমত তেজস্বিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ শয্যার উপরে উপবেশন করিয়া এই মুমূর্ষু যোদ্ধা অগ্নিতুল্য রক্ত নয়নে চিকিৎসককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "যুবক! বোধ হয়, তুমি আপনাকে অতিশয় বিচক্ষণ জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরকে মান না; কিন্তু যাহা বলিতেছি শুন। আমরা কেবল মনে করিলেই নাস্তিক হইতে পারি না!" আমরা সকলেই স্বার্থপর? রামমোহন রায় কি স্বার্থপর ছিলেন? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেনপ্রভৃতি সকলেই কি স্বার্থপর হইয়া যাবতীয় কার্য্য করিতেছেন? ভারতবর্ষীয় সভা কি স্বার্থপর? পরস্পরের উপরে আমাদিগের অবিশ্বাস আছে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। কোন ভারতবর্ষীয় দ্বারকানাথ মিত্রের ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উন্নতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন?

—:o:—

তীর্থস্থান।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা তীর্থস্থানগুলিকে পরম পবিত্র ও পাপনাশের অন্যতর প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাই পুণ্যসঞ্চয়ের মানসে তত্তৎস্থানে গমন ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া কেবল পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই কালাতিপাত করিতেন। শাস্ত্রকারেরা উহার পবিত্রতারক্ষার্থ সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারা বলেন, তীর্থে গেলে অন্যস্থানকৃত পাপের খণ্ডন হয়, কিন্তু তীর্থকৃত পাপের খণ্ডন নাই। এত করিয়াও তাঁহারা উহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আজি কালি তীর্থস্থানগুলি যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে উহাকে পাপালয় বলিয়া বর্ণন করিলে অত্যুক্তি হয় না। মানুষে যতপ্রকার পাপ কর্ম্ম করিতে পারে, এক্ষণকার তীর্থস্থানে সেসমুদায়ই প্রত্যক্ষ হয়। এরূপ হইবার কারণ এই, তীর্থে জীবিকা সুলভ। ধর্ম্মবুদ্ধিতে লোকে সর্ব্বদাই দানাদি করিয়াথাকেন। যাহাদিগের অন্যত্র জীবিকা অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই এবং যাহারা নানাপ্রকার পাপক্রিয়ায় আসক্ত, তাহারাই গিয়া সচরাচর তীর্থস্থান আশ্রয় করিয়া থাকে। চাতুরী প্রবঞ্চনাপ্রভৃতি বিষয়ে তাহারা অপটু নহে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত যত প্রকার ধর্ম্মচিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা আছে, তাহারা সে সমুদায় ধারণ করিয়া থাকে। উপধর্ম্মবিমূঢ় হিন্দুদিগের মন তদ্দর্শনে বিমোহিত হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এক ব্যক্তি কাশীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া যে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোন ক্রমেই এরূপ ইচ্ছা হয় না যে কোন

ব্যক্তি কাশীতে নিজ পরিবার প্রেরণ করেন। পত্র প্রেরক লিখিয়াছেনঃ—

"আমি বারাণসী ধামে গমনপূর্ব্বক বাঙ্গালীটোলানামক যে স্থানে অনেক বাঙ্গালির বাস আছে তথায় ছিলাম। ঐ বাঙ্গালীটোলার সন্ন্যাসী, গৃহস্থ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, বাটীওয়ালা, পণ্যজীব প্রভৃতি অনেক প্রকার বাঙ্গালী আছেন। তন্মধ্যে

দণ্ডধারিপ্রভৃতি সন্ন্যাসীদিগের ব্যবহার।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে মঠাধ্যক্ষদিগের সুখের সীমা নাই। তাঁহাদিগের শিষ্য সন্ন্যাসিগণ ধনীদিগের ভৃত্যবর্গের ন্যায় আপন আপন গুরুশুশ্রূষোপলক্ষে সমস্ত কর্ম্মই সর্ব্বদা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যাত্রীদিগের নিমন্ত্রণানুসারে কোন স্থানে কোন দিন কয় জনকে যাইতে হইবে, এতদ্বৃত্তান্ত এক খাতায় লিখিত হয়, তদনুসারে শিষ্য দণ্ডীরা আহারার্থে গিয়া উত্তমরূপ আহার করিয়া বস্ত্রাদি যে কিছু প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে কিয়দংশ রাখিয়া অবশিষ্ট আপন আপন গুরুকে দেন। কুলকামিনীরাও সর্ব্বদা পরম ভক্তিসহকারে মঠাধ্যক্ষদিগকে উত্তম বস্ত্র এবং বারুণীযোগে উপাদেয় আহার যোগাইয়া তাঁহাদের চরণসেবায় নিযুক্ত থাকেন; ভোগ্য কোন বিষয়েরি অভাব কখন ঘটে না। মঠধারীদিগের শিষ্যগণ যাঁহারা মঠে বা স্থানান্তরে থাকেন, তাঁহারা আপন আপন গুরুতুল্য সুখী না হইলেও কোন প্রকার আমোদে এক কালে বঞ্চিত নহেন। তাঁহারা উত্তম অশন, উত্তম বসন সর্ব্বদাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং সকলেরি প্রায় এক একটী সেবাদাসী আছে। ঐ যতিগণ সুরানুকম্পায় পুষ্টকায়ে হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ পরিচারিকাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। মঠাধ্যক্ষ বা শিষ্য যে কোন সন্ন্যাসী হউন, ভিক্ষার্থে গৃহস্থের বাটীতে গিয়া পুরুষগণ নিকটে না থাকিলে, হস্তে গণ্ডূষাদি দিবার ছলে কুলবালাদিগকে নিকটে ডাকিয়া, ধর্ম্মভয় দেখাইয়াই হউক, অথবা বলপূর্ব্বকই হউক, তাহাদের অধর রসেই গণ্ডূষকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। অনেক যতির গুণ্ডিকালয়ে গুহ্য ভিক্ষালাভের রীতি আছে। এই সমস্ত যতির নিকটে জ্ঞানশিক্ষা করিতে গেলে ইহাঁরা বলেন, "আমরাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নারায়ণ অথবা ব্রহ্ম হইয়াছি কোন কর্ম্মেই লিপ্ত নই। যে কোন কর্ম্ম আমাদের দেহ হইতে নিষ্পাদিত হইতেছে, তদ্দ্বারা আমরা আর সংসারে আবদ্ধ হইব না। তোমরা আমাদের শুশ্রূষাপরায়ণ হইলেই তজ্জনিত সুকৃতিবলে, গুরুর স্থানে আমাদের ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ঐ প্রকার জ্ঞানভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই।" যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, অশব্দমস্পর্শং ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে ব্রহ্ম বস্তুতে শব্দাদি ইন্দ্রিয় কার্য্য কিছুই নাই, তবে আমি নারায়ণ কি অহং ব্রহ্ম বলিতে গেলে ব্রহ্মের দেহের কার্য্য হয় কি না? এতদুত্তরে অনেকেই বলেন, তুমি জ্ঞানাধিকারী হও নাই; কেবল কুতর্ক শিখিয়াছ। যেহেতু সাধু এবং বেদান্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস নাই, তুমি আমার নিকট হইতে গমন কর, তোমার মুখ দেখিতে নাই।

গৃহস্থ অধ্যাপক মহাশয় দিগের ব্যবহার।

যেসকল ধনবান্ যাত্রীর সমাগম হয়, তাঁহারা দলবিশেষের অধ্যাপক মহোদয়দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক প্রত্যেককে ৶ কি ।০ অথবা ॥০ আনা দান করিয়া থাকেন। অধ্যাপক মহাশয়েরা দাতাদিগের জাতানুসন্ধান না করিয়া সেই দান গ্রহণ করেন। লোকের অন্যান্য ক্রিয়োপলক্ষেও এই মহাশয়দিগের অনেক আয় আছে। অধ্যাপক মহাশয়দিগের পত্নী, ভগিনী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি সধবারা যাত্রীদিগের বা অন্যান্য লোকের আহ্বানমতে দিবা যামিনী উভয় কালেই উপস্থিত হইয়া সকলের আলয়ে আহার এবং বস্ত্রালঙ্কার দক্ষিণার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। লম্পটালয়েও গমনে অনেকে পরাঙ্মুখ হন না। স্থানবিশেষে সধবাসংকারের কোন উপচারেরই অভাব হয় না। অধ্যাপক মহাশয়দিগের গৃহের বালিকাগণকে সূতিকাগার হইতে বহির্গমনদিনাবধি বিবাহের পূর্ব্বদিনপর্য্যন্ত কুমারী স্বরূপ লইয়া গিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দেওয়া হয়। এই সমস্ত আয়দ্বারা অধ্যাপক মহাশয়েরা স্ব স্ব দেশাপেক্ষা কাশীতে অধিক ধনশালী হইয়াছেন! না হইবেনই কেন? স্বদেশে কেবল পুরুষের আয়ের প্রতি নির্ভর ছিল, কাশীতে পুরুষ, স্ত্রী, বালিকা তিনের আয় একত্রিত হইতেছে। দুঃখের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, কথিত সধবা ঠাকুরাণীরা বারনারীদিগের ন্যায় বেশ ভূষা ধারণ পূর্ব্বক প্রাতঃকালাবধি প্রায় দ্বিপ্রহর দিবা পর্য্যন্ত কোথায় সধবা কুমারীর প্রয়োজন আছে, এই অনুসন্ধানে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কোন কোন অধ্যাপক মহাশয় বনিতাবিয়োগ জন্য শোকাভিভূত হইয়া কাশীগমন পূর্ব্বক গুপ্তরূপে মন্ত্র প্রদান করিয়া অনাথানাথ হইয়াছেন। ইহাঁদিগকে সময়ে সময়ে ভ্রূণহত্যার জন্য ঔষধ সংগ্রহ করিতেও হয়। বিষয়বিশেষে সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্যও এই সম্প্রদায় হইতে লোক পাওয়া যায়।

অন্যান্য ব্রাহ্মণের ব্যবহার।

বঙ্গদেশস্থ নানা স্থানের যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও পৌরুষপ্রকাশ দ্বারা জীবিকার উপায়হীন হইয়াছিলেন এবং অগম্যাগমনাদি দোষে স্বদেশে নিন্দিত হইয়া সামাজিক সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহারদের অধিকাংশ বনিতা বা উপপত্নী সমভিব্যাহারে কাশী বাস করিতেছেন। অন্যান্য অনেক জাতীয় পুরুষেরাও ব্রাহ্মণবেশে এই সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন। ইহাঁরা সম্ভ্রান্ত লোকদিগের উপাসনাপূর্ব্বক এক এক দলভুক্ত হইয়া যাত্রিগণের এবং অন্যেরদের নিমন্ত্রণানুসারে আহার করিয়া যে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পান, তদ্দ্বারাই অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা বস্ত্রাদির দোকান করিতেছেন, কেহ অন্যের শিবপূজা, কেহ পাচকের কার্য্য করিয়া থাকেন। মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানাদি দুষ্কর্ম্মের দ্বারাও অনেকে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করেন। গৃহস্থিত সধবা ও কুমারীরাও অধ্যাপক মহাশয়দিগের স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির ন্যায় ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যাঁহার একটী কন্যা জন্মে তিনি ঐ কন্যাকে বিক্রয় করিয়া ৫০০। ৬০০ শত টাকা মূল্য পান।

ব্রাহ্মণের বিধবা এবং অবীরাগণের ব্যবহার।

অনেক বিধবা ও অবীরা কাশীগমনের পর, অনতিবিলম্বে তত্রত্য জলবায়ুর গুণে এবং যদৃচ্ছালব্ধ পুষ্টিকর আহারের বলে, যেন নবীনা হইয়া তৎকাল বিহিত সমস্ত কর্ম্মে রত হন। অনেকে পঞ্চমকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় মকার মদ্য মাংসবিক্রয়কারীদিগের দোকান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। যে বিধবাদিগের সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তাঁহাদিগের পুত্রাদি টাকা পাঠান, তাঁহারা ঐ টাকার অধিকাংশ অনুকূল পুরুষদিগের সেবাতেই দেন। *

বাটীওয়ালাদিগের ব্যবহার।

যাত্রিগণের আবাসের জন্য অনেকে এক একটী কেহ বা অধিক বাটী ক্রয় পূর্ব্বক অথবা ভাড়ায় লইয়া আপন আপন উপপত্নী সহিত তথায় বাস করিতেছেন এবং ঐ বাটীতেই স্থানে স্থানে ২।৪ জন বেশ্যাকে রাখিয়াছেন। ইহাঁরা যাত্রিগণকে পথ হইতে অনেক যত্ন ও সমাদরসহকারে আপন আপন বাটীতে আনিয়া রাখেন। যাত্রীরা ২। ১ দিন গত হইলে সধবাদি ভোজনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে বাটীওয়ালা ঐ সকলের সংখ্যা জানিয়া আপনার উপপত্নী, কয়েকজন বেশ্যা এবং ২।৪ জন ব্রাহ্মণীকে সধবা ও যে কোন জাতির হউক বালিকা কন্যাগণকে কুমারীর স্বরূপ এই নিয়মে নিমন্ত্রণ করেন যে, তাঁহারা বস্ত্র অলঙ্কারাদি এবং দক্ষিণা যে কিছু পাইবেন, তৎসমুদায় তিনি (বাটীওয়ালা) লইবেন, সধবারা কেবল খাদ্য এবং প্রত্যেকে / আনা দক্ষিণা পাইবেন। ব্রাহ্মণদিগকেও এই নিয়মে নিমন্ত্রণ করেন যে তাঁহারা প্রত্যেকে ।০ আনা দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবেন। সধবাপ্রভৃতিরা উপস্থিত হইলে বাটীওয়ালা এমনি সতর্ক থাকেন যে, তাঁহার অগোচরে কেহ কোন দ্রব্য গ্রহণক্ষম হন না। যাত্রীরা সধবা প্রভৃতিকে বস্ত্রালঙ্কারাদি ও দক্ষিণা যে কিছু দেন, বাটীওয়ালা সেসমুদায় আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যেককে ।০ আনা দক্ষিণা দিয়া বিদায় করেন। দণ্ডীরা বস্ত্রাদি যাহা পান, বাটীওয়ালারা তাহারও কিয়দংশ লইতে ত্রুটী করেন না।

স্ত্রী বা পুরুষ কোন যাত্রীর পঞ্চমকারের প্রয়োজন হইলে সর্ব্বদাই বাটীওয়ালার বাটীতেই প্রাপ্ত হন; স্থানান্তর যাইতে হয় না। এই সুযোগে ঐ যাত্রীর নিকটে বাটীওয়ালার অনেক অর্থ সংগ্রহ হয়। অন্যের স্থানে যাত্রীরা যে কোন দ্রব্য ক্রয় করেন, তাহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অধিক দেওয়াইয়া বাটীওয়ালা তাহার ভাগ লইয়া থাকেন। যাত্রীরা কিছু টাকা বা মূল্যবান্ দ্রব্য বাটীওয়ালার গৃহে রাখিয়া বাহিরে কোন স্থানে গেলে, বাটীওয়ালা তাহা অপহরণ করিবার সুবিধা পাইলে ছাড়েন না। কোন যাত্রী পীড়িত হইলে বাটীওয়ালা তাঁহাকে আপন বাটীর বাহিরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্রাদি আত্মসাৎ করিয়া বসেন। কখন কখন রুগ্ন যাত্রীর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াথাকে।

কিঞ্চিৎ পুরাতন ভদ্রগোছ বাঙ্গালিদিগের ব্যবহার।

ইহাঁদের মধ্যে ধনবান্ মহাশয়েরা এরূপ গর্ব্বিত যে স্থানান্তর হইতে আগত কোন সজ্জন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট গেলে যথোচিত সমাদর করেন না। কাশীবাসী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটে গিয়া অপকৃষ্ট আসনে সমাসীন হইয়া বদ্ধকরে কথোপকথন করিয়া থাকেন, ধনবান মহাশয়েরা অন্যান্য ভদ্রলোকের নিকটও সেই ব্যবহারের অভিলাষ করেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয় আপন আপন মাতৃগর্ভে থাকিয়া মাতার কাশীগমনের পর তথায় জন্ম গ্রহণ, বা শৈশবাবস্থায় স্থানান্তর হইতে আপন আপন মাতা, মাতামহী প্রভৃতির সঙ্গে তথায় গমন পূর্ব্বক উপরের লিখিতমত মাতা প্রভৃতির সধবাস্বরূপ অর্জ্জিত ধনে লালিত পালিত শিক্ষিত এবং তাঁহাদের অনুরোধক্রমে কোন ধনবানের সাহায্যে চাকরি প্রাপ্ত হইয়া কিছু ধন অর্জ্জন

করিয়াছেন, অথচ এ পর্য্যন্ত সকলের দান গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা আবার এমনি দাম্ভিক যে, স্থানান্তর হইতে আগত কোন ভদ্রলোক তাঁহাদের নিকট গেলে, বিবেচনা করেন যে, ঐ ব্যক্তি আপনার পর কালের সদ্গতিলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের দ্বারস্থ হইয়াছেন। দুই চারি আনা লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে ঐ ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা অন্যের বাটীতে গমন অপমানের বিষয় বিবেচনায় প্রায়ই যান না। যেখানে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে সেখানে সপরিবারে উপস্থিত হন।

গঙ্গাপুত্র এবং যাত্রাওয়ালাদিগের ব্যবহার।

এই উভয় দলের মধ্যে গঙ্গাপুত্রেরা যাত্রীদিগকে মণিকর্ণিকা তীর্থে স্নান করাইবার সময়ে সংকল্পের মন্ত্রপাঠ এবং ঐ স্থানে যাত্রীরা যে কিছু দান করিয়াথাকেন, তাহাও গ্রহণ করেন। যাত্রাওয়ালারা যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবমূর্ত্তি এবং দেবালয় সকল দেখায়। এই রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বাবধি, তৎপরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালারা প্রথমতঃ যাত্রিগণের নিকট নম্রতা প্রকাশ করিয়া শেষে উহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ এবং যাত্রিবিশেষের প্রাণপর্য্যন্ত বধ করিত। এক্ষণে প্রায় ৩০ বৎসর হইল, ইহারা সেরূপ দৌরাত্ম্য করিতে পারে না। মহাত্মা মেকলিএড এবং গবিন সাহেবের মেজিষ্ট্রেটী সময়ে এই দুই দলের এবং অন্যান্য গুণ্ডাদিগের বিলক্ষণ শাস্তি হয়, তদবধি উহাদের অত্যাচার হইতে যাত্রিগণের নিষ্কৃতিলাভ হইয়াছে। তথাপি অদ্যাপিও উহাদিগের উপদ্রব কম নয়। উহারা যাত্রীর নিকট বিদায় হইবার কালে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, অধিক অর্থগ্রহণের অভিলাষে যাত্রিগণকে অনেক দুর্ব্বাক্য বলে, স্থান ও ব্যক্তি বিশেষে কোন যাত্রীকে প্রহারও করিয়া থাকে। যাত্রিরা বিদেশস্থ; আপনাদের পরিচিত কোন লোককে দেখিতে পান না; সুতরাং বিপদ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার হইবার বাসনায় উহাদিগকে অগত্যা অধিক টাকা দেন। যাত্রীরা দেবালয়ে পূজাদি যাহা দেন, তাহার অর্দ্ধাংশ যাত্রাওয়ালারা লইয়া থাকে। যাত্রাওয়ালারা যাত্রীদিগের সমভিব্যাহারী যুবতী স্ত্রীদিগের সহিত প্রায়ই অসদ্ব্যবহার করে। কোন গঙ্গাপুত্র বা যাত্রাওয়ালার অত্যাচারহেতু বিরক্ত হইয়া যদি কোন যাত্রী ফৌজদারী আদালতে আবেদন করিবার সংকল্প করেন, তাহা হইলে বাটীওয়ালাপ্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া ক্ষান্ত করেন যে, গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালারাই তীর্থের ফলদাতা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলে তোমার নরক হইবে। তীর্থের কোন ফললাভ হইবে না।

দেবালয় সকলের পাণ্ডাদিগের বৃত্তান্ত।

ইহাঁরা সকলে দিবাভাগে আপন আপন দেবালয়ে বসিয়া দস্যুকার্য্য করিয়া থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাত্রীরা দর্শনার্থ যে দেবালয়ে যান, তত্রত্য পাণ্ডা যেন সাক্ষাৎ সেই দেবতা এই ভান করিয়া বলিতে থাকেন, অমুক অমুক দ্রব্য ও এই পরিমাণ দক্ষিণা না দিলে দেবতা কখনই তুষ্ট হইবেন না, প্রত্যুত তোমাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিবেন। এই বলিয়া যাহা পারেন যাত্রীদিগের স্থানে লন। স্ত্রীগণ যেসকল অলঙ্কার গাত্রে পরিধান পূর্ব্বক এবং অন্যেরা কোশাকুশীপ্রভৃতি যে কিছু বাসন লইয়া দেবালয়ে গমন করেন, তাহার যে কিছু পারেন অপহরণ করিতে পারিলে পাণ্ডারা তাহা ত্যাগ করেন না। দৈবাৎ যদি কোন অলঙ্কার কিম্বা বাসন ভূমিতে পতিত হয় তাহা হইলে পাণ্ডা তখনি তাহা লইয়া গোপনে রাখেন। যে যাত্রী ঐ অলঙ্কার বা বাসন পাইবার চেষ্টা করেন, তিনি প্রায়ই পাণ্ডাকর্ত্তৃক আহত হন। বালিকা যুবতী প্রৌঢ়াপ্রভৃতির কপালে কুলির ফোঁটা, হস্তে নির্ম্মাল্য, ও চরণামৃত প্রদানের, অথবা হস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদের ছলে তাহারদের অঙ্গস্পর্শ করা হয়।

অনেক স্থানের দেবতাদিগের অনেক প্রকার প্রসাদ দৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কাশীস্থ দুই এক দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিলে উইলসনের বাটী গমনের প্রয়োজন হয় না। অনেকেই পূজায় ছাগাদি পশু সহিত ছোট ছোট শূকর বলি, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত অনেক কুক্কুটশাবক ও অধিক পরিমাণে সুরা প্রদান করিয়া থাকেন। এই সমস্ত প্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে সন্ন্যাসীপ্রভৃতি অনেক পুরুষের, সধবা বিধবাপ্রভৃতি অনেক স্ত্রীর আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে; নব্য দলও এই প্রসাদগ্রহণে পরাঙ্মুখ হন না।

বাঙ্গালীভিন্ন ত্রিলিঙ্গ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, লাহোর প্রভৃতি অনেক স্থানের অনেক হিন্দু কাশীতে বাস করিতেছেন তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বাহিরে এমনি শুদ্ধচারিতা দেখান যে, তাম্রাদি ধাতুপাত্রে আপনারা গঙ্গা জল লইয়া গিয়া আপনারদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ স্নান করেন; সর্ব্বাঙ্গ নিয়তই গঙ্গা মৃত্তিকা ও বিভূতি দ্বারা বিলেপিত রুদ্রাক্ষ মালায় জড়িত রাখেন; তাঁহারদের মুখে অনুক্ষণ বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু প্রায় সকলেই বীরাচারী। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মকার কাহারপ্রভৃতি যে কোন জাতীয় ভৃত্যগণদ্বারা আনাইয়া থাকেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মকার অপক্ব গ্রহণ করেন না;

শুণ্ডিকালয় বা অন্য যে কোন জাতির গৃহে স্বিন্ন মাংস, স্বিন্ন মৎস্য বিক্রীত হয়, তথা হইতে ভৃত্যেরাই আনিয়া দেয়। তৎসমুদায় পরম দেবতাকে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদে আপনারা সপরিবারে অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ করেন। ইঁহাদের স্ত্রীগণ অর্থলোভে না করেন এমন একটি নাই।

কি বাঙ্গালী কি অন্যান্য দেশীয় লোকদিগের দশ সহস্রের মধ্যে দুই চারি জন সৎ আছেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পর ধন বা পরদ্রব্যরসাস্বাদন করেন না; মিথ্যা বাক্য বলেন না, পরানিষ্ট পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন আপন সাধ্যমত পরোপকারে রত থাকেন, আপনাদিগের ন্যায়ার্জ্জিত ধনদ্বারাই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহারা কুসংস্কার নিবন্ধন উপধর্ম্মের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিলেও ইঁহাদিগকে মহাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।"

—:০:—

নূতন পত্রিকা।

হিন্দুরঞ্জিকা। এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা। বোয়ালিয়াস্থ হিন্দুধর্ম্ম সভার ব্যয়ে ঐ স্থানেই এখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপোষকতা করাই এ পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ও সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। প্রথম সংখ্যাটী দেখিয়া আমাদিগের এই বোধ হইল, সভা যদি বীতরাগ না হন, এখানি ক্রমে উন্নতিশালিনী হইয়া উঠিবে। এ স্থলে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। সম্পাদকদিগের কৃত দুই একটী উক্তি দেখিয়া আমাদিগের এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, পাছে তাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া পরিণামে পত্রখানিকে অতি কৌতুকাবহ যুক্তিদ্বারা পরিপূরিত করিয়া তুলেন। বেদ অপৌরুষেয় নয়; ইহা ঈশ্বরপ্রণীত হইলে বেদোদিত ধর্ম্ম সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত হইত, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগের বাক্যের খণ্ডনার্থ সম্পাদক লিখিয়াছেন।

"পুরাকালে সকল দেশেই বেদের প্রচার ছিল; অধ্যয়ন অধ্যাপনার অভাবে ক্রমশঃ বেদের বিরলতা ঘটিয়াছে। অর্থলোভ, দস্যুতা, রাজবিদ্রোহিতাবশতঃ অরণ্যবাস এবং অনাবাদবশতঃ ক্রমশঃ আচারভ্রষ্টতা, সময়াধীন বলবত্ত্বাদিপ্রযুক্ত প্রভুত্ব তথা তদ্বশতঃ ব্যক্তিবিশেষের স্বাভিমতীকরণ ইত্যাদি ঘটনায় বেদাচার ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে।"

—:০:—

প্রাপ্ত।

ছেঁড়াবড়মানুষী।

"ছেঁড়াবড়মানুষী সর্ব্বত্র আছে। পূর্ব্বপুরুষদিগের দোহাই দিয়া সমাজে সম্মান লইবার ইচ্ছা কেবল ভারতবর্ষে নহে, সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এক বিষয়ে আমরা সকল জাতির অগ্রে গিয়াছি। ইংলণ্ডে লার্ড বংশীয়েরা পূর্ব্বতন সম্মান পাইবার আশা সত্ত্বেও সামান্য মজুরি করেন কিন্তু আমাদিগের দেশের সেকেলে ধনীদিগের বর্ত্তমান দরিদ্র প্রপৌত্রগণ অন্তঃসর্ব্বস্ব হইয়াও বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে চাহেন। ঘরে অন্ন নাই; প্রত্যহ দুই আনার চাউল, দুই পয়সার ঘৃত, ছয় পয়সার কাষ্ঠ ক্রয় করা হয়, তথাপি সেই সেকেলে দাদখানি চাউল খাইতে হইবে। পরিবারবর্গ অনাহারে কষ্ট পায়; সন্তানেরা এক মুষ্টি মুড়ি দেখিলে নৃত্য করিতে থাকে। কিন্তু বাবুর স্নানের পর মাকম মিছরি লোকের সম্মুখে খাইতে হইবে; বৈকালে রাতিবির আবশ্যক। নচেৎ বাহিরে সম্মান থাকে না। এই অপব্যয় না করিয়া পুত্রদিগকে মুড়ি মুড়কী দিলে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া বাঁচে। গৃহের মধ্যে সকলই ছিন্ন বস্ত্র; কিন্তু বাহিরে দশ টাকা জোড়ার ধুতি আটপহরে চাই। এক জোড়া ভাল জুতা, এক খানি ভাল উড়ানী এবং একটী ভাল জামা বাটীর সকলের বাহ্য সম্মান রক্ষা করে। যিনি যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান, তিনি তখন তাহা ব্যবহার করেন। যদি কোন ব্যক্তি আশ্চর্য্য প্রকাশ করেন ত বলা হয়, আমাদিগের সকলের এক প্রকার জুতা একপ্রকার বস্ত্র। এই বাহ্য সম্মান রক্ষার ধুতি চাদর জামা ও জুতা অতি সাবধানে রাখা হয়। যে গৃহে ইহা থাকে তাহার কোথায় ইন্দুরের গর্ত্ত, কোথায় বিরালে বমন করিয়াছে, কোথায় সেকেলে খাতা গাদা পরিমাণে আছে, কোথায় পর্ব্বতাকার কয়লা ও তমাকের গুল রহিয়াছে। এই সকলের মধ্যে একটী সেকেলে ভাঙ্গা সিন্দুক রহিয়াছে। ইহার নাম দ্রোজ এবং এই পাইখানার তুল্য ঘরের নাম তোসাখানা!!! এক জন চাকর বাবুর খানসামা, হুঁকাবরদার, বাজার সরকার ও দেওয়ান। কিন্তু ভদ্রলোক আসিলে ওরে! কে আছিস রে! বলিয়া চীৎকার করা হয়। এক জন এক চক্ষু সেকেলে দ্বারবান এক ভাঙ্গা খাটিয়াতে পড়িয়া আছে। এ ব্যক্তি ঐ কাল বংশের আদি বড়মানুষের অধীনে কর্ম্ম করিত। এক্ষণে বেতন দিবার শক্তি নাই; দ্বারবান অন্যত্র কাজ করে, বাটীতে বাবুর ভাঙ্গা চালায় (ইহার নাম "দেউড়ী") শয়ন করিয়াথাকে। কিন্তু লোকের সম্মুখে "আমাদিগের" "দ্বারবানেরা" বলা হয়। যেন বাবুর অনেক দ্বারবান আছে এবং তাহাদিগকে বেতন দিয়া থাকেন। অনাহার করিয়া গাড়ী চড়া এই বাবুদিগের মতে সম্মানের চিহ্ন। ইঁহারা বাটীর ভিতরে দশ মণ সুঁদরী চেলাইতে পারেন। কিন্তু লোকের সম্মুখে এক পাও পদব্রজে গমন করিলে "উঃ" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, যেন কত কষ্টই হইয়াছে। "বড়মানুষের ছেলে, হাঁটা অভ্যাস নাই" একথা লোকের মুখে শুনিতে বড় আনন্দ বোধ হয়। ভাড়াটীয়া গাড়ী চড়া হইবে না, তাহা হইলে লোকে বলিবেন "ইহারা উৎসন্ন গিয়াছে।" এই অভিমাননিবন্ধন এক খানি গাড়ী রাখা হয়। ইহার চতুর্দ্দিগে তালি; কিন্তু উপরের রঙ

টুকু ভাল চাই। একটি জীর্ণ অশ্ব আছে. কতকগুলি তৃণই ইহার প্রধান উপজীবিকা; মুখ শুদ্ধির ন্যায় অর্দ্ধসের মাত্র দানা দেওয়া হয়। লোকের নিকট বলা হয় যহা "বোগ দাদী ঘোড়া" ইহাদিগকে প্রত্যহ দশসের দানা দিলেও হৃষ্ট পুষ্ট হয় না; কিন্তু অতি শয় দৌড়িতে পারে। যেমন ভগ্ন শকট; জীর্ণ অশ্ব; তাহার সাজও সেই প্রকার। পাড়া দিয়া মুটি যাইলেই সাজের সংস্কার করা হয় এবং মূল্য দিবার সময়ে "তালুকের খাজনার" বরাত পড়ে। তথাপি কোন স্থানে যাইতে হইলে "কল গাড়ী আন" বলা হইয়া থাকে; যেন আরও কয়েকখানি শকট আছে!! এই সকল লোক ধারে হস্তী ক্রয় করেন; মূল্যের বেলা "তালুকের খাজনা আসিলে পাইবে" বলা হয়। দুই এক জন মহাজনের ওয়ারান্টের ভয়ে কিছু দিন স্থানান্তর পলায়ন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?" বাবরা অমনি বলিয়া উঠেন, "তালুকের খাজনা আনিতে" যাওয়া হইয়াছিল। আমেরিকার লেপ্টনান্ট স্ট্রেণ ডেরিএন যোজক আবিষ্কার করিতে যান। বন মধ্যে আহারের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, ভেক ও কয়েকটী করিয়া স্যাণ্ডাফল তাঁহার ও সহায়বর্গের আহার হয় ছিল। কিন্তু রাত্রে শয়ন করিলে স্ট্রেণ ও তাঁহার এক জন বন্ধু সমস্ত রাত্রি নানা বিধ উপাদেয় আহারের বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। যেটী পুর্ব্বে ভোগ করা হইয়াছিল, এক্ষণ আর ভোগ করিবার উপায় নাই, তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিয়া আনুমানিক সুখভোগ করা মানুষের স্বভাব। এই নিমিত্ত আমাদিগের নির্ধন ধনিসন্তানগণ একত্র বসিলে কেবল ভাল ভাল ঘোড়দৌড়ের অশ্ব ফিটন হীরকপ্রভৃতির কথোপকথন করেন। ইহাদিগের আড়ম্বরের ত্রুটি নাই। এ দিকে বাবুর বাটীতে গেলে গৃহ হইতে তমাক লইয়া যাইবার প্রয়োজন, কিন্তু তথাপি সর্ব্বদা "ওরে, কে আছিসরে" শব্দ হইতেছে। লোকের নিকটে বলা হয় "আমাদিগের ২০০০।২৫০০ টাকায়ও মাস চলে না; অথচ শিশুগণ হাহা করিয়া কেবল কাঁচাচাউল, তেঁতুল, আনারসের খোসা প্রভৃতি খাইয়া বেড়ায়। লোকে ইহাদিগের বাক্যে নবাবী দেখিয়া ঘৃণা করেন, তথাপি "আমি অমুকের পৌত্র" বলা হয়। এক জন স্পার্টীয় এক শৃগাল চুরি করে। পাছে লোকে জানিতে পারেন, এজন্য শৃগালটীকে বস্ত্রের মধ্যে লুকাইত রাখে। শৃগালটী তাহার উদরদংশন করিয়া নাড়ী আহার করিতেছিল, তথাপি এ ব্যক্তি তাহাকে প্রদর্শন করে নাই। এ গল্পটী যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমাদিগের ইদানীন্তন নির্ধন বাবুদিগের কষ্টকল্পিত বড় মানুষীর কৌতুক বুঝিতে পারিবেন। এই ছদ্মবেশে কেহই বিমোহিত হন না। সকলেই এই হতভাগ্য অহঙ্কারী ভিক্ষুকদিগের অবস্থা জানেন; কিন্তু কি চমৎকার মনের স্বভাব! কি আত্ম ভ্রম!! তথাপি ইহাঁরা অবস্থানুরূপ কাজ করিয়া উদর পুর্ণ করিয়া আহার করেন না।

গত শতাব্দীতে লণ্ডনস্থ বণিক্‌গণ আপন আপন দুহিতাদিগকে "উপাধিধারী ভিক্ষুকদিগের কথায় বিমোহিত না হইতে শিক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে লার্ডবংশীয়গণ দরিদ্র হইয়া বিবাহ করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তের চেষ্টা পাইতেন; কোন কোন স্থলে কৃতকার্য্যও হইতেন; কিন্তু প্রায় সকলকেই তিরস্কৃত ও অপমানিত হইতে হইত। আমাদিগের ভিক্ষুক "বড়মানুষগণের" কেহ কেহ বিবাহে না হউক, বেশ্যা মহলে এই চেষ্টা পান। কিন্তু এই স্ত্রীলোকদিগের অন্য যাহা দোষ থাকুক সহজেই মানুষ চিনিতে পারে। অতএব আমাদিগের বাবুরা যে কোন বেশ্যার স্বর্ণালঙ্কারের লোভে তাহার নিকটে ওমেদারি করেন, তাঁহারা শীঘ্র ধরা পড়িয়া বেশ্যার সমার্জ্জনী খাইয়া চলিয়া আইসেন। এই ব্যক্তিগণ বাহ্য আড়ম্বরের নিমিত্ত না পারে এমন কাজই নাই। কোন ব্যক্তির উপকার ছলে হয় তাহার পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে কুপথে আনিবার চেষ্টা পায় নচেৎ ঠকাইয়া অর্থ লয়। বাবু সকল দ্রব্য চিনেন; এক টাকার দ্রব্য পাঁচ টাকায় বিক্রীত করিলে সন্দেহ করিবার যো নাই। তবে যেখানে ধরা পড়েন সেখানে বলেন, "দেখ অমুকের কত উপকার করিলাম; আমার এত টাকা ডুবাইল, তথাপি কি কহিব? কত টাকা কত দিগে গেল।" যাঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে ধনী হন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সরল তাঁহারা প্রায় এই ভিক্ষুক "বড়মানুষদিগের" উপরে দয়া করেন। কেহ কেহ আপনার সম্মানবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই সকল লোককে সর্ব্বদা বাটীতে আহ্বান করেন। কিন্তু কি প্রকার কাল সর্প আনিয়াছেন, তাহা জানেন না। "তালুক হইতে খাজনা আইসে নাই, অথচ পিতার শ্রাদ্ধ আছে." "লাটের কিস্তি দিতে হইবে।" এইসকল বাব করিয়া ইহারা টাকা কর্জ্জ লয় পীড়া হইলে এই হতভাগ্যেরা নূতন বন্ধুর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। সেখানেই রাত্রি দিবা আছেন। বুদ্ধিমান পাঠকাকি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন? অনেক টাকা কর্জ্জ লওয়া হইয়াছে। এ ব্যক্তিকে যদি উইল না করাইয়া জলসাৎ করা হয়, তাহা হইলে আর কর্জ্জের টাকা দিতে হয় না। এত আদরের মূল কারণ এই। এই ভিক্ষুকগণ মধ্যে মধ্যে লোকের মুরব্বি হন; কাহার মকদ্দমা অথবা দায় পড়িলে পরামর্শ দেন। ইহাতে তাহার টাকায় আপনার ব্যয় চলে।

এইসকল লোক সমাজের কন্টক। ইহারা প্রায় মূর্খ ও দুশ্চরিত্র। স্বার্থপরতা ইহাদিগের ধর্ম্ম। প্রতারণা লাম্পট্য পরনিন্দা ইহাদিগের সার্ব্বক্ষণিক কাজ। ইহারা কোন্ ব্যক্তির ভাল দেখিতে পারে না। নিকটস্থ কোন সদাশয় ব্যক্তি ধনবান হইয়া সদ্ব্যয় করিয়া লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইলে ইহারা হিংসায় ফাটিয়া যায়। যাহাতে এসকল লোকের অনিষ্ট হয় সেই চেষ্টা করে। এই সকল লোক নানাপ্রকার অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টিকর্ত্তা। এসকল লোককে সমাজ হইতে পদাঘাত করিয়া বহিষ্কৃত করা উচিত। বরং গৃহে সর্প লইয়া বাস করা যায়; তথাপি এই প্রকার এক জন লোকের সঙ্গে থাকিলে নিস্তার নাই।

-:০:-

বিবিধসংবাদ।

৩ রা আষাঢ় সোমবার।

১৮৫২ অব্দ অবধি ইংলণ্ডে ৮৩ জন নূতন লার্ড ও ৬১ জন বারণেট হইয়াছেন। নাইটের সংখ্যা অনেক অধিক হইবে। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ্ঞীর সময়ে বিস্তর লোককে উপাধি দেওয়া হইল।

পিয়নিয়র বলেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একটী কালেজ হইতেছে। কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশীয়দিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইবার নিমিত্ত এই বিদ্যালয়ে পাঠ করিবেন। রেবারণ্ড টি, বালপি, ফ্রেঞ্চ ইহার অধ্যক্ষ হইবেন। কালেজটী কি গবর্ণমেণ্টের হইবে? যে বাজার পড়িয়াছে, এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে, সিন্ধুর সুড়ঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই একটী দীর্ঘকালস্থায়ী কীর্ত্তি রহিল।

ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধানার্থ ১০ই জুন অবধি কমিশন বসিয়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, যেসকল কর্ম্মচারী অণ্ডর সেক্রেটারি থাকিয়া স্বযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ সেক্রেটারির পদ দেওয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। এটী শুনিতে ভাল; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাতে শাসনকর্ত্তৃগণের কয়েক জন আত্মীয় বেতনবিশিষ্ট পদগুলির এক চোটিয়া করিবেন। জজ নোফটের ন্যায় মুরব্বিহীন লোকেরা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াও চিরকাল অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে কাজ করিতে বাধিত হইবেন।

বোম্বাইয়ের কামাটী ব্রাহ্মণদিগের নিয়ম হইয়াছে, কোন ব্যক্তি দোষ করিলে ঢেঁটরা দিয়া তাহাকে জাতিবহিষ্কৃত করা হইবে। সম্প্রতি বকুলনরসী নামে এক স্ত্রীলোক মুসলমান উপপতি করিয়াছে এই দোষ দিয়া ঐ প্রকার ঢেঁটরা দিয়া জাতিবহিষ্কৃত করাতে ঐ স্ত্রীলোক দলপতিদিগের বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন। এ এক মন্দ কৌতুক নয়।

ডেলি নিউস বলেন, শিক্ষা কার্য্যের ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেবের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট মর মনসিংহে কয়েকটী আদর্শবিদ্যালয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। শিক্ষকদিগকে যেন দেড় টাকা সাত্তাসকা বেতন দিয়া সকল পণ্ড না করা হয়।

সম্প্রতি কতকগুলি ইউরোপীয় চিকিৎসক এক সভা করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় কবিরাজদিগকে চিকিৎসা করিতে দেওয়া উচিত কি না; এই বিষয়ে তর্ক হয়। সকলেই প্রায় বলেন ইহাদিগকে চিকিৎসা করিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু সভাপতি বলিলেন, আজিও অনেকে ইংরাজী ঔষধ সেবন করিতে আপত্তি করেন, অতএব কবিরাজদিগকে এক কালে দূরীভূত করা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। আমরা, জানি কবিরাজদিগের মধ্যে অনেকে অতি উপযুক্ত লোক আছেন। ইহাঁদিগের চিকিৎসা প্রণালীও অতি উৎকৃষ্ট। বিস্তর উৎকটরোগাক্রান্ত ব্যক্তি ইহাঁদিগের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। হারাধন কবিরাজ ইহার এক দৃষ্টান্ত। কবিরাজদিগের চিকিৎসা বন্ধ করা অন্যায়। তবে হাতুড়িয়া কবিরাজদিগের চিকিৎসা বন্ধ হয় মন্দ নয়। হাতুড়ে কম্পাউণ্ডার চিকিৎসকেরা যেন ঐ সঙ্গে যায়।

আমরা দুঃখিত হইলাম, প্রেসিডেন্সি কালেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক লেপ্টনাণ্ট আইবস্ মধ্য ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের পরিদর্শক হইয়া গমন করিতেছেন। এখান অপেক্ষা তথায় বেতন অল্প। কিন্তু সম্প্রতি অধ্যক্ষ সট্‌ক্লিফ আইবসের নীচের কর্ম্মচারীকে উপরের পদ দেওয়াতে লেপ্টনাণ্ট প্রেসিডেন্সি কালেজ ত্যাগ করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ক্রমশঃ যাবতীয় উপযুক্ত শিক্ষক পলায়ন করিতেছেন। দেশের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয়ে এক্ষণে কতকগুলি ছেটো লোক রহিলেন। সট্‌ক্লিফ সাহেবের কি পেন্সন লইবার সময় হয় নাই?

আমরা শ্রবণ করিলাম, আডবোকেট জেনরল কাউই সাহেব শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন এবং বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারি কেনেডি সাহেব উক্ত পদ পাইবেন।

অদ্য সংবাদ আসিয়াছে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশ প্লাবিত হইয়াছে। অদ্য চারি দিবস হইল অনবরত বৃষ্টি ও ঝড় হইতেছে। পৃথিবীতে আর জল ধরে না। বিস্তর বাটী পড়িয়া গিয়াছে, এবং ক্ষেত্র সকল যতদূর দেখা যায় ততদূর জল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, আমাদিগের জ্ঞানে এরূপ বর্ষা দেখি নাই।

৪ ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার।

কলিকাতার কাষ্ঠবিক্রেতারা প্রায় জুয়াচোর, কখন ঠিক ওজনে কাষ্ঠ বিক্রয় করে না লোকে পলিসের হাঙ্গামে এইসকল লোকের নামে নালীশ করেন না; কিন্তু যাঁহারা নালীশ করিতে যান পুলিষ তাঁহাদিগের সে পথও বন্ধ করেন। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এক মণ কাষ্ঠ ক্রয় করেন, কিন্তু দোকানদার তাঁহাকে ৩৫ সের মাত্র দেয়। এ বিষয় পুলিষকে অবগত করাতে ডেপুটী কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, পুলিষ সামান্য চুরির নালীশ গ্রহণ করিবেন না। ৩৫ সের কাষ্ঠে জল ফেলিলে শীঘ্র এক মণ হইতে পারিত। এই অনুগ্রহেই ত চোরের এত সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে।

রাজমহল হইতে কলিকাতাপর্য্যন্ত খাল হইতেছে। ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্ত কয়েক জন ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত হইয়াছেন। নদীয়াতেও জল সেচনার্থ খাল হইবে। ২৪ পরগণা কি গবর্ণমেণ্টের সীমার বহির্ভূত? সূক্ষ্মবতীর সংস্কারের কি হইল?

সম্প্রতি এক জুয়াচোর কতগুলি থানের গাইট বন্ধক রাখিয়া ওরিয়েণ্টল ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লয়। নিয়মিত দিবসে টাকা না দেওয়াতে ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধায়ক বাণহৌসে গিয়া গাঁইটগুলি খুলিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে কেবল গদিক্লথ দর্শন করিলেন। এপ্রকার চতুরতাসহকারে গাইট বাঁধিয়াছিল, যে বাণহৌসে তীক্ষ্ণচক্ষু কর্ম্মচারিগণও তাহা দৃষ্ট করিতে পারেন নাই।

ঝঙ্গলপুরে অদ্যাপ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট জমশেদজী গ্রাণ্ট মেডিকালকালেজের ছাত্রদিগের ছাত্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন; বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটির সাহায্যার্থ সরকারী রাজস্ব হইতে ২৫,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হইবে। এসকল দান অতিশয় অন্যায়।

আর এক জন জাহাজী কাপ্তেন গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইয়ওহারান জাহাজে উইলিয়ম কন কহন নামক এক জন ফিরিঙ্গি ও তাহার ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী কলিকাতায় আসিতেছিলেন। জাহাজের কাপ্তেন মরিসন কনকহনের স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করাতে ঐ ব্যক্তি পুলিষে নালীশ করিয়াছে; মাজিষ্টেট ব্রাসন প্রত্যর্থীর জামিন লইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন।

এবার জগন্নাথের যাত্রীদিগের মধ্যে বিস্তর লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিতেছে। অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে জ্বর ও উদরাময়ে কষ্ট পাইতেছে। এত যাত্রী গিয়াছে যে, নগরে স্থান হয় না। ইহারা যে প্রকার মন্দ দ্রব্য আহার করিবে এবং ভিজা ঘরে থাকিবে তাহাতে প্রত্যাগমনকালে আরও অনেকে প্রাণত্যাগ করিবে সন্দেহ নাই। আমরা শুনিলাম, বঙ্গদেশের স্বাস্থ্যরক্ষক ডাক্তর স্মিথ পুরীতে গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি একবার জগন্নাথের প্রসাদ পরীক্ষা করেন। এই সকল প্রসাদ মোটা চাউল ও গুড়ে প্রস্তুত হয় এবং এক বৎসরের প্রসাদ দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। ইহা আহার করিয়া অনেকের পীড়া হয়। পরীক্ষাদ্বারা যদি প্রসাদের অস্বাস্থ্যকরতা গুণ প্রকাশ পায় তাহা হইলে সেগুলিকে অবিলম্বে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

গত কল্য সকলে ঝড়ের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অদ্য বেলা ১১ ঘটিকার সময়ে ঝড় হইবে এরূপ জনরব হয়। জাহাজের মাস্তুরসকল ভারমিত্ত নামান হইয়াছিল, কিন্তু ঝড় হয় নাই। বৃষ্টি সমানই রহিয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনস্থ সটর্ডে রিবিউএ বর্ত্তমান ইংরাজী স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব লিখিত হয় তাহাতে পাছে ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা করেন, এ নিমিত্ত ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বিখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়ম স্মিথ সাহেবের এক প্রতিবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। স্মিথ সাহেব বর্ত্তমান যুবতীদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন। সটর্ডে রিবিউএ যে অতিবর্ণনদোষ ঘটিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজ স্ত্রীলোকেরা যে অধিক আমোদপ্রিয় ও নির্লজ্জ হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। এক বিষয়ে আমরা আনন্দিত হইলাম, ভারতবর্ষীয়েরা পাছে ইংরাজদিগের চরিত্রের নিন্দা করেন এই ভয় অনেকের আছে।

তাঁহারা যদি দোষ গোপন না করিয়া দোষের কাজ না করেন তাহা হইলেই সুখের বিষয় হয়।

৫ ই আষাঢ় বুধবার।

[illegible]রাজ্যের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কলকাতার কৃষিসমাজ গবর্ণমেণ্টের উদ্ভিজ্জ উদ্যানের যে অংশে অনেক চারা রাখিয়াছিলেন, এবং যে ভূমি গবর্ণমেণ্ট খাসে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ সমাজকে ১২০০০ টাকা দিতে হইয়াছে। সমাজের এমত একটী পৃথক উদ্যান থাকা উচিত, যাহা গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার স্বেচ্ছামত বাজেআপ্ত করিতে না পারেন।

ফ্রান্সে একপ্রকার ভয়ঙ্কর কামান প্রস্তুত হইয়াছে। এক কালে বিস্তর টোটা কামানের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তৎপরে এক জন সৈনিক একটী চক্র ঘুরাইতে থাকে। তদ্দ্বারা এক একটী টোটা কামানের রন্ধ্রগহ্বরে আইসে। একটী হাতুড়ির আঘাতে আগুন উঠিতে থাকে। এই কামানে এক জন সৈনিক প্রতি মিনিটে ৫০। ৫৫ বার কামান ছুড়িতে পারে। এইরূপ এক প্রকার বন্দুকও সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কামানের গোলা ৩৪০০ হস্ত যায়; কিন্তু ঐ বন্দুকের গুলি ৪৩০০ হস্ত দূরস্থিত মনুষ্যকে বধ করিতে পারে। ইহার দ্বারা দশপলমধ্যে বিংশতিবার গুলি চলে। মনুষ্যবধের উৎকৃষ্ট উপায় লইয়া বর্ত্তমান সভ্য কালের অনেক সময় অতিবাহিত হইতেছে।

কাপ্তেন মরিসের নামে যে ফিরিঙ্গি ব্যারিষ্টারের অভিযোগ করে তাহার কথা অমূলক প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মাধব সেননামক যে ব্যক্তি ওরিএণ্টাল ব্যাঙ্ককে ঠকাইয়াছে বলিয়া নালীশ হয়, তাহাকে ৫০০০০ টাকার জামিনে মুক্ত করা হইয়াছে।

সম্প্রতি আলাহাবাদের এক জন সৈনিক আফিসর পূর্ণ বন্দুককে শূন্য বিবেচনা করিয়া যেমন লক্ষ্য করিতেছিলেন, অমনি হঠাৎ কল ছুটিয়া তাঁহার নাপিতের প্রাণনাশ হইয়াছে। এ ব্যক্তিকে ফৌজদারি আদালতে অর্পণ করা হইয়াছে। বন্দুক হইলেই "হঠাৎ" গুলি হয়; প্রহারের বেলা পীড়িত প্লীহা ত আছে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি দারজিলিঙ [illegible] যে শাখা করিতে চাহিয়াছিলেন, সর [illegible]নার্থ [illegible] তাহার প্রতিভূ হইতে সম্মত হইয়াছেন। [illegible] শাখা দ্বারা দারজিলিঙে যাইবারই সুবিধা মাত্র হইবে; কিন্তু বাণিজ্যের কি উপকার হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুরের চা-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক কাটার সাহেবের গৃহ দগ্ধ হইয়াছে। কোন দুষ্ট লোকে এই কার্য্য করিয়াছে বোধ হইতেছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অদ্যাপি ধৃত হয় নাই। চট্টগ্রামের লোকেরা চার চাষ করিতে অসম্মত; ঐ অঞ্চলের প্রায় যাবতীয় চাক্ষেত্র বন্ধ হইয়াছে।

প্রধানতম বিচারালয় নিম্নতর বিচারপতিদিগকে বলিয়াছেন, যখন কোন মোৎফরক্কা মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তখন প্রায় কোন স্থলেই উকীলের ফীর আজ্ঞা হয় না। কোন কোন স্থলে আমলারা সেই সেকেলে শতকরা পাঁচ টাকার হিসাবে উকীলের ফী ধরিয়া দেন। এ বিষয়ে ১৮৬৬ অব্দের ১৩ই জুনে ২২ নং যে সরকুলর হয়, প্রধানতম বিচারালয় তদনুসারে সকলকে কাজ করিতে বলিয়াছেন। নিম্নতর বিচারপতিগণকে নিজে এই ফী স্থির করিয়া দিতে হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেরূপ সম্প্রতি ফীর নিয়ম হইয়াছে, এখানেও তাহা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের এজেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ সাহেব বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, শিয়ালদহের ষ্টেশনে কতগুলি দ্রব্য আছে, কোন ব্যক্তি এগুলির উপরে দাওয়া করিতেছেন না। আগামী ২৩ জুনের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হইলে দ্রব্যগুলি বিক্রীত হইবে। অদ্য ১৬ই জুন, সাত দিনের ভিতরে যিনি কলিকাতা গেজেট দর্শন করিয়া না যাইবেন তিনি তাঁহার দ্রব্য আর পাইবেন না। বুদ্ধির দৌড় বটে। কিন্তু একটী কথা হইতেছে, যেসকল ব্যক্তি শ্যামনগরে হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কোন দ্রব্য ইহার মধ্যে আছে কি না?

গত ৮ই জুন অবধি ১৪ই পর্য্যন্ত কলিকাতায় ১৫.২৯ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সাতদিনের মধ্যে গড়ে ২.৫৬ ইঞ্চ বৃষ্টি পতিত হয়। এবৎসর জানুয়ারি অবধি ১৪ই জুন পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৩২.৮৬ ইঞ্চ জল হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সময় মধ্যে ১৫.৩৭ ইঞ্চ মাত্র হইয়াছিল। এবার শস্যের কি দশা হয় বলা যায় না; আউস ধান্য ত মারা গেল।

৬ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, মধ্য আসিয়াতে গোলযোগ ও যুদ্ধ হওয়াতে চীন হইতে ঐ স্থান দিয়া চার যে বাণিজ্য হইত তাহা বন্ধ হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন বণিকেরা ভারতবর্ষের চার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার চা মধ্য আসিয়াতে প্রতিবৎসর ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে; এই চা কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে কাবুল দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড এতদ্দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে কর্ম্ম দিবার যে প্রস্তাব করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। সহকারী কমিসনর ও অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। প্রথম শ্রেণির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরদিগের আবার শ্রেণিবিভাগ হইয়া ৬০০, ৭০০, ও ৮০০ টাকা বেতন হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণির কর্ম্মচারিগণ ৪০০ ও ৫০০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণির লোকেরা ২৫০ ও ৩০০ টাকা পাইবেন। সহকারী কমিসনরদিগের পদ শূন্য হইলেই অতিরিক্ত সহকারীদিগের উন্নতিলাভ হইবে। এদেশীয়েরা হুসিয়ারপুর পেসোয়ারের ছোট আদালতের জজের পদ পাইতেন না, এক্ষণে এ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইবে। মধ্যে মধ্যে যে সকল অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর "সামাজিক পদ, চরিত্র, ও যোগ্যতায়" প্রধান হইবেন তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে সহকারী কমিসনরের পদ দেওয়া যাইবে। যাহা হউক অচিহ্নিত কার্য্যেও গবর্ণমেণ্ট যদি এরূপ কাজ করেন তাহা হইলেও কতক অসন্তোষ কমিয়া যায়।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আজ্ঞা দিয়াছেন, কেবল পরীক্ষা লইয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হইবে এরূপ নহে, পরীক্ষাও হইবে, মধ্যে মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিনা পরীক্ষায়ও লোক মনোনীত করিবেন। গ্রে সাহেবের রাজনীতির যে ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে এদেশীয়দিগের বেলা পরীক্ষা আর ইউরোপীয়দিগের বেলা "মনোনীত" করিবার প্রথা না হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষা প্রণালী থাকিলে অচিহ্নিত বিচারপতিদিগের ন্যায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদও ইউরোপীয়দিগের একচেটিয়া হইবে।

এতদিনের পর গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রের যাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। পুরীতে এত লোক গিয়াছে এবং আহারের এত কষ্ট হইয়াছে যে তথায় গমন করিলে পীড়া হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, মেদিনী

পুরের পুলিষ প্রায় ২০,০০০ যাত্রীকে আস্তে আস্তে পুনর্ব্বার গঙ্গাপার করিয়াছেন। এবার প্রায় এক লক্ষ লোক পুরীতে গমন করিয়াছেন। যখন সকলেই জগন্নাথের উপরে এত চটা তখন যাত্রীদিগের অনুমতিপত্র লইবার আইনের আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

ইংলিসমান ব্রহ্মদেশ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন মেঙ্গুন মিঙরা রাজকুমার পুনর্ব্বার ৮০০০ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজা কেবল শাসনকর্ত্তা ভিন্ন আর সকলকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া মান্দালাইয়ে প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার শেষ হইবে দেখা যাইতেছে।

বোখারার রাজার মৃত্যুসংবাদ সত্য নহে। রাজার কয়েকজন লোক ও কতগুলি মৌলবী বিদ্রোহ করিতেছেন। রাজা বরং বৃথা শোণিত পাত নিবারণ করিবার চেষ্টায় আছেন। রুশীয়েরা এপর্য্যন্ত বোখারায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু রাজার কিছুতেই রক্ষা নাই। সিয়ার সিংহ ও মূলরাজের বিদ্রোহ নিবন্ধন দলীপ সিংহকে রাজ্য হারাইতে হইয়াছিল। রুশীয়দিগের ধর্ম্ম নীতি ইংরাজদিগের ধর্ম্মনীতি অপেক্ষা অনেক গুণে নিকৃষ্ট।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ার আলিখাঁর যে শক্ত পীড়া হয়, তিনি তাহা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র জাকুব খাঁ কাবুল আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। আবদুল রহমন খাঁ কোন পক্ষেই নহেন; সিয়ারআলি ও আজিম খাঁ পরস্পর পরস্পরের বল ক্ষয় করিলে পর তিনি কাবুল লইবেন সকলে এই অনুমান করিতেছেন। সিয়ার আলির এক দল সৈন্য আবদুল রহমনের সম্মুখে রহিয়াছে। আবদুল রহমনের সৈন্যগণের অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে।

সিবিলিয়ান ডবলিউ ডবলিউ হণ্টার সাহেব ভারতবর্ষের আদিম ভাষাসমূহের একখানি অভিধান প্রস্তুত করিতেছেন। ইংলণ্ডের রাজকীয় আসিয়াটিক সোসইটি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যত দিন এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত না হয় ততদিন হণ্টার সাহেবকে ইংলণ্ডে থাকিতে দেওয়া ভাল হয়। এই প্রকার সম্মান কেবল সর হেনরি বার্ণসনকে দেওয়া হইয়াছিল। হণ্টার সাহেব পরীক্ষোত্তীর্ণ দলের মধ্যে এক জন অতিশয় উপযুক্ত লোক।

ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন সম্প্রতি ভূপালের বেগম ইংলণ্ডেশ্বরী ও তাঁহার পুত্রবধূকে যে দুইখানি পাখা উপঢৌকন দিয়াছেন রাজ্ঞী তাহা অতিশয় আহ্লাদসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। রাজ্ঞীকে যে পাখাখানি প্রদান করা হয়, বেগম তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়খানি ভূপালের বিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ করিয়াছেন। সম্রাট নেপলিয়ন হইলে স্বহস্তে ধন্যবাদ পত্রপ্রেরণ করিতেন। ইংরাজেরা এই ভদ্রতা জানেন না।

কোন কোন বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে দ্রব্য আনয়ন করেন। ইহাতে গবর্ণর জেনরল বিরক্ত হইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, কর্ম্মচারী দিগকে এপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না; ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এ সকল কাজ করিলে উচিত আজ্ঞা হইবে।

এবার সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় ২৬৮ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৫০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

প্রয়াগদূত বলেন "কয়েক দিবস গত হইল জেলা এলাহাবাদের অন্তর্গত পাচ দেওরা গ্রামে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছে। উক্ত গ্রামের জমিদার ও আর অপর অধিবাসীরা একত্র হইয়া বকসা নামক (জাতিতে পাসি) এক ব্যক্তিকে রাত্রিতে চোর চোর বলিয়া ধরিয়া অত্যন্ত মার পিট করে; পশ্চাৎ একটা নিমগাছে তাহার গলায় ফাসি দিয়া তাহার প্রাণ বিনষ্ট করে। পুলিষ অনেক অনুসন্ধান করিয়া ১১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এখানকার মাজিষ্টেট মিষ্টার রবাটসন সাহেব এই অত্যাচারীদিগকে গত ২৬ এ মে তারিখে সেসনে সোপরদ্দ করিয়াছেন। এরূপ বিস্ময়জনক ব্যাপার আমরা এই প্রথম বার শুনিলাম। ইংরাজরাজ্যে কি নবাবী আমল উপস্থিত হইল।"

৭ ই আষাঢ় শুক্রবার।

আগামী ৬ই জুলাইয়ে আটর্ণীদিগের পরীক্ষা হইবে। ৯ জন আর্টিকলড ক্লার্ক পরীক্ষা দিতেছেন। আমাদিগের আইনের পরীক্ষার একটী নিয়মিত কার্য্যপ্রণালী কবে হইবে?

অদ্যকার ডেলিনিউসে একটী কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। গত শনিবার রাত্রিতে এক জন ইউরোপীয় নাবিক আসিয়া ফিরিঙ্গি বাজারের পুলিষ ইনস্পেক্টরকে বলিল, সে নদীতীরে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাদ্বারা বধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কয়েক জন সার্জ্জেণ্ট ও প্রহরী ঝড় বৃষ্টি না মানিয়া তীর অনুসন্ধান করিল; কিন্তু মৃত দেহ পাইল না। পরে থানায় আসিয়া নাবিককে বলিল, সে নিজে গিয়া হত ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলে ভাল হয়। নাবিক বলিল, তাহার এক জন সহচর থানায় রুদ্ধ আছে; রাত্রিতে নিজে রুদ্ধ থাকিয়া তাহার নিকটে বাস করাই তাহার উদ্দেশ্য; হত্যার কথা মিথ্যা। এ নাবিকের ইচ্ছা পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু ইনস্পেক্টর ইহাকে এক পৃথক গৃহে একাকী রাখিলেন। এটী যথার্থ নাবিকের কাজ বটে।

৮ ই আষাঢ় শনিবার।

বোম্বাই ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু অংশীদিগের মধ্যে অল্প লোকেই জবানবন্দী দিতেছেন। সর চারলস জাক্সন তন্ন তন্ন করিয়া ব্যাঙ্কের খতা পত্র সকল দর্শন করিতেছেন। কমিসন সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে জবানবন্দী লইতেছেন। আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের হাত থাকিলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকারে কাজ হইত।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে লিখিত হইয়াছে:—"গুইকুমারের প্রতি যেসকল অপরাধ দেওয়া হয়, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে তাহার অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, কতকগুলি অপক্ষপাতী কর্ম্মচারী বরদায় গমন করিয়া এই অনুসন্ধান করিবেন। যেসকল ব্রিটিশ কর্ম্মচারী গুইকুমারের রাজধানীতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের সাক্ষ্যে যেন সাবধানে বিশ্বাস করা হয়।" রেসিডেণ্টগণ তবে "অনুরোধে" যথার্থ কথা গোপন করিতে পারেন?

উক্ত পত্র প্রস্তাব করিয়াছেন, এ দেশের গ্রন্থকারদিগকে গবর্ণমেণ্টের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রভৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ফ্রেণ্ড যথার্থই বলেন, গ্রন্থ লিখিয়া যিনি দিনপাত করিতে চান, তাঁহাকে এ দেশে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও গ্রন্থকারদিগের এই অবস্থা ছিল; এক্ষণে তত্রত্য লেখকেরা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহদান অতিশয় আবশ্যক।

চাইবাসার বিদ্রোহীরা সহজে শাসিত হইল না, দেখা যাইতেছে। মেজরকে আর কতগুলি সাহায্যকারী সৈন্য দেওয়া হইয়াছে। ৬০০ পুলিষ সৈন্য গিয়াছে। চাইবাসা সিংহভুম ও কিয়ঞ্জোড়ে এক্ষণে গোলযোগ হইতেছে।

পঞ্জাবের রাজস্বসংক্রান্ত কমিসনর মির-মুন্সি গোপালসাহি ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে ফিরোজপুরে বিশেষ সাহস প্রদর্শন করাতে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে একখানি তলবার পুরস্কার দিয়াছেন। লাহোরের কমিসনর বয় কত আলি খাঁ ঐরূপ সাহস প্রদর্শন করাতে তাঁহাকে "মোয়াজ্জিজ খাঁ বাহাদুর" উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

১২ ই মে দক্ষিণ কারোলিনার ব্যবস্থাপিক সভার অধিবেশনের আজ্ঞা হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি রাজনীতি বিবেচনায় যে সকল কাফ্রিকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, তাহাদিগের ভরণ পোষণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর করা হইবে।

৩ রা জুনপর্য্যন্ত ডেবিস সাহেবের বিচার স্থগিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার নূতন প্রতিভূ পত্র লিখিত হইয়াছে। সেনাপতি শোফিল্ড রিচমণ্ডের মেয়রকে পদচ্যুত করিয়া আর এক জনকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কানাডা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, টরণ্টো নগরের আইরিশসভার কয়েক জন সভ্যকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ বলেন, মাগেকাটনের ফেনিয়ান সভার সহিত ইহাঁদিগের সংস্রব ছিল এবং কতকগুলি ফেনিয়ান পত্রও ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা জুন। গত কল্য ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, সেণ্ট আর কান্সাস প্রদেশকে ইউনাইটেড ষ্টেটসের চক্রবাড়ের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

৪ ঠা জুন। টেলিগ্রাফ আসিয়াছে, আবিসিনিয়াস্থিত বন্দীগণ সুইজে উপনীত হইয়াছে; কেবল কন্সল কামেরণ পীড়ানিবন্ধন আনেস্‌লি অখাতে আছেন।

টিউনিসের গবর্ণমেণ্টের সহিত ফ্রান্সের মনোভঙ্গ হইয়াছে।

চীন দেশে প্রতিপক্ষে মেইল লইয়া যাইবার নিমিত্ত মেসেজারিস কোম্পানি ফরাশী গবর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি করিয়াছেন।

রুশীয় টেলিগ্রামে প্রকাশ করে; রুশীয়েরা যথার্থই বোখারীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছে।

বিস্‌মার্ক পীড়িত হইয়াছেন।

পেনিনসুলার কোম্পানি গত ছয় মাসের জন্য অংশীদিগকে শতকরা তিন টাকা লাভ দিয়াছেন।

৬ ই জুন। হাউস অব কমন্সে গত রাত্রিতে মিল সাহেব এক আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বিস্তর লোকে স্বাক্ষর করিয়া মহাসভার নিকটে এক আবেদন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, আয়ারকে পুনর্ব্বার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার যাবতীয় ব্যয় দেওয়া ও ক্ষতি পূরণ করা কর্ত্তব্য।

আপাততঃ আয়র্লণ্ডে নূতন পুরোহিত নিযুক্ত না হন, এ বিষয়ে গ্লাডষ্টোন সাহেব যে বিল অর্পণ করিয়াছেন, কমিটি তাহা এক বাক্যে গ্রাহ্য করিয়াছেন। নিরপেক্ষতাসংক্রান্ত আইনের বিবেচনার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হন, তাঁহারা এ বিষয়ে কঠিন আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

৮ ই জুন। ইনবালিড রুশ নামক সংবাদ পত্র বলেন, আফগানস্থানের রাজনীতির উপরে হস্তার্পণ করা রুশীয়ের পক্ষে অসম্ভাবিত নহে।

লণ্ডন ১০ ই জুন। বঙ্গদেশীয় শাসনসংক্রান্ত কাগজসকল মহাসভার গোচরার্থ অর্পণ করা হইয়াছে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট যেসকল প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলেন, সর জন লরেন্স ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তদুত্তরস্বরূপ দীর্ঘ মিনিট লিখিয়াছেন। সর জন লরেন্স বঙ্গদেশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা ও কৌন্সিল নিয়োগের বিষয়ে অসম্মত। তিনি বলেন, ইহাতে গবর্ণর জেনরলের সম্মানের হানি হইবে। সর উইলিয়ম মুরেরও এই মত। কিন্তু বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের অধিকাংশ সভ্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় বঙ্গদেশে শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। সর উইলিয়ম মানস্‌ফিল্ড বলেন, বঙ্গদেশে গবর্ণর ও কৌন্সিল হউন, কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্র লেখার ক্ষমতা না থাকে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাদিগের হস্ত হইতেও এই ক্ষমতা লওয়া তাঁহার অভিপ্রেত।

প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, কলিকাতায় রাজধানী থাকুক।

আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ দ্রুত গতি সুএজে যাইতেছে। কতকগুলি ক্রকডাইল ও সিরাপিস বোম্বাই জাহাজে আলেকজণ্ড্রিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছে।

১১ ই জুন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা সম্বৎসরের ব্যয় এক কালে মহাসভার নিকট হইতে লইবেন।

তুলার হিসাবের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবার পর স্ফীত হইয়া লোকের প্রাণবধ করে, সেই সকল অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়। ফরাশী গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্মতি দিয়াছেন।

তিন ব্যক্তি সারবিয়ার রাজকুমার মাইকেলকে গুলি করিয়াছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

১ লা জুন। অদ্য প্রাতঃকালে সর রবার্ট নেপিয়র পশ্চাদ্বর্ত্তী দল লইয়া উপনীত হইয়াছেন। তিনি কল্য জুলাতে গমন করিবেন। রাজকীয় ইঞ্জিনিয়র দল, বালুকী, ২ কোম্পানি মান্দ্রাজী খননকারী ও ২ রেজিমেণ্ট ভারতবর্ষীয় পদাতিক ব্যতীত আর যাবতীয় সৈন্য জাহাজারোহণ করিয়াছেন। ভাণ্ডারসকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত উক্ত সৈন্যদিগকে আর ৮। ১০ দিন আবিসিনিয়াতে থাকিতে হইবে। সর রবার্ট নেপিয়র সুএজে যাইতেছেন। বোধ হয়, তথা হইতে ইংলণ্ডে যাইবেন। কিন্তু সৈন্যগণ সকলে জাহাজে না উঠিলে তিনি জুলা ত্যাগ করিতেছেন না। ডকটন সাহেব (যিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন) শোহোদিগের দ্বারা হত হইয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৯ ই জুন। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া নিম্নতর শাসন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ষষ্ঠ শ্রেণি ভুক্ত হইলেন।

বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়;
হরিচৈতন্য ঘোষ এম, এ,
তারিণী কুমার ঘোষ বি, এ;
ভুবনমোহন রাহা;
প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়;
জে, আর, হাণ্ড সাহেব;
এবং সি, ই, বেলি সাহেব।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারীদিগের অনুপস্থানকালপর্য্যন্ত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কার্য্যে

থাকাতে তৎপরিবর্ত্তে বাবু অমৃতলাল পাল বি, এ।

ঐ কারণে বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র, বি, এ।

ঐ কারণে বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র।

ঐ কারণে বাবু হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।

ঐ কারণে বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ।

ঐ কারণে বাবু কৈলাশচন্দ্র ঘোষালের পরিবর্ত্তে বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু।

ঐ কারণে বাবু অমূল্যচরণ মল্লিকের পরিবর্ত্তে বাবু বামাচরণ বসু।

ডবলিউ, এচ, রাইলাণ্ড সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি কালেক্টর হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে মুন্সি সিরাজ অল ইসলাম বি, এ।

টি, এ, ডলোর সাহেব বিদায় লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে এচ, বি, বিম্‌স্ সাহেব।

এচ, এচ, মেটকাফ সাহেব বিদায় লওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে জে, বি, রবার্টস সাহেব।

ঐ কারণে জি, সি, কিল্‌বি সাহেবের পরিবর্ত্তে এ, মিলার সাহেব।

ঐ কারণে এচ, ডবটন সাহেবের পরিবর্ত্তে এচ, বেলি সাহেব।

ডবলিউ, ডবলিউ, এলিস সাহেব আসামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত সংকারী কমিসনর হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে জে, সি, উইলিয়মসন সাহেব।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া পশ্চাল্লিখিত বিভাগে নিযুক্ত করা গেলঃ—

বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু কটক বিভাগে।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজধানী বিভাগে।

বাবু ভুবনমোহন রাহা, জে, সি, উইলিয়মসন সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগে।

বাবু তারিণীকুমার ঘোষ বি, এ, জে, আর, কাণ্ড সাহেব, এচ বেলি সাহেব এবং বাবু যোগেশচন্দ্র মিত্র রাজসাহী বিভাগে।

শ্রীযুক্ত এ, মিলার সাহেব, বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ, মুন্সি সিরাজ অল ইসলাম বি, এ, ঢাকা-বিভাগে।

বাবু হরিচৈতন্য ঘোষ এম, এ, বাবু রামচরণ বসু চট্টগ্রাম বিভাগে।

এচ, বি, বিম্‌স্ সাহেব, বাবু অমৃতলাল পাল বি, এ, ভাগলপুরবিভাগে।

সি, ই, বেলি সাহেব, জে, বি, রবার্টস সাহেব এবং বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এ, পাটনা বিভাগে।

কাপ্তেন এচ, আর, ওয়্যাসলি ঢাকার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

এই তারিখের যে আদেশ ১০ ই জুনের গেজেটে প্রকাশিত হয়, তাহার কতক পরিবর্ত্ত করিয়া নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে পশ্চাল্লিখিত স্থানের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা গেল।

ডবলিউ, এ বিডন সাহেব	বর্দ্ধমানে।
বি, ডবলিউ, বটলহেন সাহেব	গয়াতে।
বাবু গঙ্গাধর খাঁ	নওয়াখালিতে।
বাবু মহেন্দ্রনাথ হাজরা	হুগলীতে।

ভাগলপুরের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, এল, এচ, ফর্বস সাহেব হুগলীতে বদলী হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা নাটোরের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

কুমার চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।
বাবু কুমদনাথ রায়।
বাবু রাধানাথ লাহিড়ি।
নাটোরের মুন্সেফ নিজপদগুণে।

১০ই জুন। যত দিন এচ, এম, রোল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মুরসিদাবাদের সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জে, পাচ সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

১১ই জুন। ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, মুরসিদাবাদে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। ৩রা মের গেজেটে তাঁহার ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুরে বদলী হইবার যে আজ্ঞা হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল

কিয়ঞ্জোড়ে যে সৈন্য ও পুলিষ প্রহরিগণ সমবেত হইয়াছে ডাক্তর জে, সি, কন্‌স্‌ওয়ার্থ তাহাদিগের চিকিৎসক হইবেন।

১২ই জুন। মুঙ্গেরের সবরেজিষ্টার জে, জি, ফারকোহার্সন সাহেব হাজারিবাগের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরইন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

জে, এল, ফেণ্ডাল সাহেব লোহারডগার প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরইন্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

১৩ই জুন। যতদিন এচ, সি, মেরিভিন সাহেব সরকারীকার্য্যান্তরে নিযুক্ত থাকিবেন ততদিন কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট জে, এচ, এ ব্রানসন সাহেব প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রতিনিধি আইন অধ্যাপক হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ১৮৪৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে পশ্চাল্লিখিত স্থানে আসেসর হইয়া কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেনঃ—

বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু প্রসন্নকুমার সেন। } যশোহরে
বাবু পরেশনাথ সুকুল নদীয়াতে।
" গোবিন্দপ্রসাদ বসু।
" রামকানাই ঘোষাল। } ২৪ পরগণাতে।

১৫ই জুন। এক টি, গ্রাণ্ট সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কলিকাতায় কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ যে দিবসাবধি চট্টগ্রামে, কমিসনরের অনুমতি পাইবেন, সেই দিবসাবধি পশ্চাল্লিখিত স্থানে ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে আসেসর হইয়া কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কালীকান্ত মজুমদার	চট্টগ্রামে।
" কালীনাথ বসু	ত্রিপুরাতে।
" উমাচরণ রায়	নওয়াখালিতে।

১৬ই জুন। ভবানীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ বসু বগুড়া ও দিনাজপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কটকের ছোট আদালতের জজ ডবলিউ রাইট সাহেব অপস্থ জজও হইবেন। তিনি আরও ১৮ অব্দের ১৬ আইনের ১৬ ধারানুসারে মুন্সেফের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এ বৎসর এ প্রদেশে বর্ষা একপ্রকার বার মাস স্থায়ী হইয়াছে, গ্রীষ্মের বড় প্রাদুর্ভাব হয় নাই। কিন্তু তপনের যথোচিত উত্তাপের পর যথাসময়ে বর্ষা আরম্ভ হইলে সকল ঋতুর সমান ভোগ হইলে জীবের কল্যাণ হয়। এক্ষণে অগ্রিম বর্ষা আরম্ভ হওয়াতে অনেকেই বর্ষার শেষরক্ষাবিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। এতদ্

এ বৎসর "পুবে বাতাস" এবং ঝড় অনবরতই হইতেছে। মধ্যে মধ্যে এমন ঝড় হয়, যে প্রাণ উড়িয়া যায়।

২। অতিশয় আনন্দের বিষয় কেশব বাবুর যত্নে 'ছাপরা এসোসিএসন' সভার দৈনন্দিন উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। এখানকার যাবতীয় ভদ্র বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরাজপ্রভৃতি সকলেই এই সভাটীর উন্নতিকল্পে যত্নবান আছেন।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

"এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টী যদিও বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের ব্যয়ে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রবশূন্য ছিল না। বর্দ্ধমানের সিবিল সারজন মধ্যে মধ্যে আসিয়া পরিদর্শন করিতেন। অন্যান্য ভদ্রসাহেবগণও ইহার উন্নতিসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। কি কারণে জানি না, রাজাবাহাদুর সে সংস্রব রাখিতেছেন না। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট এই চিকিৎসালয়ের সহিত সংস্রব রাখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। শুনিলাম, মহামান্য লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মহারাজকে এমন লিখিয়াছিলেন যে, কালনার জেলখানার জন্য এক জন পৃথক নেটীব ডাক্তর নিযুক্ত হইবে, কেবল যখন শবপরীক্ষাকার্য্য উপস্থিত হইবে, সেই সময়ে দাতব্য চিকিৎসালয়স্থিত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের দ্বারা সে কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। তজ্জন্য উক্ত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পৃথক ফী পাইবেন এবং ইহাতেই সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবুর গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে থাকা মঞ্জুর করা যাইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে রাজাবাহাদুর তাহাতেও সম্মত হন নাই; সুতরাং এ চিকিৎসালয়টীর সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রব রহিল না। ইহাতে আমরা একটী পরম হিতৈষী বান্ধবের সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতেছি। অত্রত্য সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না; সুতরাং রাজাবাহাদুরের ডাক্তরখানার কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া স্থানান্তরে যাইতেছেন। নবীন বাবু এখান হইতে স্থানান্তরিত হওয়াতে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, অত্রত্য বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দুঃখিত হইতেছেন। কারণ যে অম্বিকাতে কুইনাইনের নাম শুনিলে লোকে ঘৃণা করিত, ইংরাজী চিকিৎসার নামে যাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ ছিল, চিকিৎসাবিষয়ে এক টাকা ব্যয় করিতেও যাহাদের ক্লেশ হইত, নবীন বাবুর যত্নে ও সুচিকিৎসায় সেই অম্বিকাতে ইংরাজী চিকিৎসা ভিন্ন কেহই অন্যমত গ্রাহ্য করেন না। অধিক ব্যয় হইলেও নবীন বাবুর দ্বারা সকলেই চিকিৎসিত হইতে চেষ্টা করিত। নবীন বাবু বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক দাতব্য চিকিৎসালয়টীরও বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইনি রোগীদিগের প্রতি কখনও কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। এই গ্রামের প্রায় অধিক লোকের নিকটে ইনি দর্শনী গ্রহণ করিতেন না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এক জন ভদ্র লোকের গুণগান করিতে হইলে এই রূপই লিখিতে হয়, আমি কিন্তু সে নিয়মের বশবর্ত্তী হই নাই। যে ব্যক্তি ইহাঁকে অবগত আছেন, তিনি আমার প্রত্যেক বাক্য বিশ্বাস করিবেন। ইহাঁর স্বভাব যেমন নম্র, বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে কেহই ইহাঁর শত্রু ছিল না। আমরা প্রার্থনা করি, ইনি যেখানে যাইবেন সেই খানেই যেন সন্তোষে কালযাপন করেন।

২। কালনা সবডিবিজনের এলেকা নিতান্ত অল্প নহে। এখানে কার্য্যেরও বিশেষ আড়ম্বর আছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া একটী উপযুক্ত নেটীব ডাক্তর এখানে প্রেরণ করুন। তাহা না হইলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যে কাজ সব আসিষ্টাণ্ট সারজনদ্বারা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে এক জন উত্তম অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর নেটীব ডাক্তর হইলেও অনেক মঙ্গল।

৩। এখানকার জনেক মোক্তার একটী স্ত্রীলোককে জাল সাজাইয়া রেজিষ্টরি করিতে উদ্যত হওয়াতে, জে, আর, হেলেট মহোদয় তাহাকে ধৃত করেন এবং বিচারে জাল প্রকাশ হওয়াতে তাহাকে সেশনে সমর্পণ করিয়াছেন। রেজিষ্টরিতে এখনও অনেক প্রতারণা হইতেছে।

৪। প্রায় ১১ দিন হইল, এখানে অতিশয় বৃষ্টি হইতেছে। সূর্য্য প্রায় উদয় হন না। আকাশ সততই মেঘাচ্ছন্ন। এখন এত বৃষ্টি হইতেছে বটে; কিন্তু শেষ বারিবিন্দুর জন্য আবার হাহাকার না করিতে হয় এই প্রার্থনা।

৫। এখানকার মিসনরি বালিকাবিদ্যালয় ত্রয়ে শিক্ষা দিবার ও শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করাইবার জন্য এক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী আসিয়াছেন। বালিকাবিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়াতে অনেকে আপন আপন কন্যাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না; কিন্তু এই গুণবতী শিক্ষয়িত্রীর আগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাওয়াতে এই মহৎ কার্য্যটী সমাধা হইতেছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

প্রায় চারি বৎসর হইতে চলিল, সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য এক নূতন বিধ বৃত্তি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা মাইনর স্কলার্শিপ নামে খ্যাত। বাস্তবিক, উৎসাহ জল না ঢালিলে গাছ বড় সতেজ হয় না। পূর্ব্বে এসব স্কুলে তাদৃশ উন্নতি দেখা যাইত না। এখন যে আর সে ভাব নাই, তাহা বলা বাহুল্য। মাষ্টার ও ছাত্র উভয়েই আপন আপন কাজে তৎপর ও যত্নবান। সুতরাং কাজও ভাল হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষাপ্রণালীগত যে কতকগুলি দোষ রহিয়াছে তাহার প্রতীকার না হইলে এ বৃত্তিদান প্রথা সম্যক ফলোপধায়ক হইতেছে না। সেগুলি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে পড়িলে প্রতিবিধান হইবে বলিয়া নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করিলাম।

১ ম। এ পরীক্ষায় কোন পুস্তক নির্দ্দিষ্ট নাই; সুতরাং যে সে পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হয়। (অবশ্য সে পুস্তক অসরল) নহে। প্রশ্ন যত সহজ হউক না কেন, অপঠিত হইলে তাহা যে কঠিন হইয়া দাঁড়ায় এ কথা স্পষ্টাভিধানে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ এ পরীক্ষায় যাহারা পরীক্ষার্থী হয়, তাহাদের বয়স অতি অল্প। এত অল্প বয়স্ক সুকুমারমতি বালকদের বিজাতীয় ভাষায় কথঞ্চিৎ অধিকার লাভ করাও সম্ভাবিত নহে। তবে কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে যে তাহারা এরূপ অনির্দ্দিষ্ট পুস্তকের প্রশ্নের কাঙ্ক্ষিতরূপ উত্তর প্রদানে সমর্থ হইবে। যদিই বা এ সমস্ত প্রশ্ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, ইংরাজীতে তাহার অর্থ প্রকাশ করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হয় না। এ পরীক্ষায় যে পুস্তক নির্ব্বাচিত হয় না, ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিলাম যে ডিরেক্টর মহোদয়ের ইচ্ছা নয়, যে ছাত্রেরা কণ্ঠস্থ করিয়া এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি ইহাই হয়, এ প্রস্তাব মন্দ নহে। আর আমরা ইহার বিরোধীও নহি; কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, উচ্চতর পরীক্ষায় এ প্রণালী অবলম্বিত হয় না—পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়, ও সেই পুস্তক দুই বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ অধ্যাপিত হয়, তখন এ পাড়াগেঁয়ে "গোবেচারা" দিগকে লইয়া টানাটানি কেন? এণ্ট্রান্স হইতে এম, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত এই রীতির অনুসারী

কার্য্য হউক, অচিরাৎ সুধাময় ফল ফলিবে। শিক্ষাসমাজ এখন যে দুরপনেয় কলঙ্কে অঙ্কিত হইতেছে তাহা দূরগত হইবে।

২। যেসকল ছাত্র এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদিগকে জেলা স্কুলের ২ য় শ্রেণিতে ভর্ত্তি হইতে হয়। এখনকার জেলা স্কুলের ২ য় শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক এণ্ট্রান্সকোর্স। সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াথাকে। এমন কি ৩ য় ভাগ "ঋজুপাঠ" অধীত হয়। বীজগণিতও কিছু কম হয় না। এ দিকে আমাদের এঙ্গলোভার্নাকুলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপক্রমণিকার সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বীজগণিতের ত কথাই নাই। এখন, দেখুন, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছাত্রেরা জেলায় যাইয়া চারিদিক শূন্যময় দেখে। ২ য় শ্রেণিতে ভর্ত্তি হইবার ক্ষমতা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, সংস্কৃত ও বীজগনিতে জ্ঞান থাকে না বলিয়া, তাহাদিগকে অগত্যা ৩ য় ও কোন কোন স্থলে ৪ র্থ শ্রেণির বালকদের সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে স্বীকার পাইতে হয়। তবে তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দুই বৎসর মধ্যে উপস্থিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল কৈ?

৩ য়। ইংরাজী ইতিহাস না পড়িলে ইংরাজী ভাষায় যে ব্যুৎপত্তিলাভ হয় না, একথা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত ২ খানি ইতিহাস নির্দ্দিষ্ট আছে। এ নির্ব্বাচন, ছাত্রদের ইংরাজী ভাষায় উন্নতিলাভ করার কত দূর যে অন্তরায় তাহা আপনিই বিবেচনা করুন।

বনয়ারি আবাদ
২৪ এ জ্যৈষ্ঠ
১২৭৫ } শ্রীঃ—

জেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পাকুড় রাজধানীতে অত্রত্য মহানুভব রাজা বাহাদুরের অনেক দিন অবধি একটী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল, অধুনা ৩। ৪ বৎসর হইল, ঐ স্কুলটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত হইয়া রীত্যনুসারে তাহার কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতেছে এবং দিন দিন স্কুলটীর উন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি বদান্যবর ভূপতি মহাশয় সাতিশয় প্রীত হইয়া স্কুলটীর অধিকতর উন্নতি সাধনমানসে উহাতে উচ্চ শ্রেণির ক্লাশ করিবার প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিয়াছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ ব্যয়ভারের যে কিছু সাহায্য করিতে হইবে, তাহাতেও সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রাজা বাহাদুরের গুণের কথা অধিক আর কি জানাইব; বিদেশাগত ছাত্রগণের অন্ন বস্ত্র এবং পাঠ্যপুস্তকাদিপর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রত্যহ সকলেরই স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

১। পাকুড় হইতে হিরাণপুর পর্য্যন্ত ১২ মাইল যে একটী গবর্ণমেণ্টের রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে। তদর্থে উক্ত ভূম্যধিকারী মহাশয় বিনা মূল্যে সমুদায় ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহা প্রস্তুত করিবার ব্যয় বলিয়া ৪০০০ চারি সহস্র মুদ্রাও দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যত পথ আছে সেসমুদায় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, নিজে তাহারি সংস্কারও করিয়া থাকেন। অপর, সাধারণের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করিয়া স্বদেশের হিতসাধন করিতেছেন। দেবসেবাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ এবং অতিথি সেবাদির ত কথাই নাই। গত দুর্ভিক্ষকালেও অনেক টাকা স্বহস্তে বিতরণ এবং গবর্ণমেণ্ট হস্তেও দিয়াছিলেন। তদধিকারস্থ প্রজাগণ পক্ষপাতশূন্য বিচারগুণে ও অপত্যবৎ প্রজা পালনে অতিশয় সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্তে গবর্ণমেণ্ট এমন ব্যক্তিকে কোন সম্মান সুচক উপাধি দেন নাই।

২। এ প্রদেশে ক্রমান্বয়ে আজি ৯ দিন হইতে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে সকলে আশঙ্কা করিতেছে, ভবিষ্যতে অনাবৃষ্টি পাছে হয়। এখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে এবং ধুলিয়ানগঞ্জ হইতে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থলে নানাপ্রকার জিনিশ গতায়াতের সুবিধা আছে। কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারী দিগের দোষে যে অসুবিধা ঘটিতেছে, লিখিয়া শেষ করা যায় না।

কস্যচিৎ
ভ্রমনকারিণঃ।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন	কলুটোলা	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন		৫॥০
ঐ এইচ, উড্রো সাহেব	কলিকাতা	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭ বৈশাখ		১০
ঐ ডবলিউ এম ক্লে	কুচবিহার	
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর		৭
ঐ " মদনমোহন তেওয়ারি	বোরহাট	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন		৭
ঐ এ, ফর্ব্বস	বর্দ্ধমান	
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত		৭

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ✓০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৩৪ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

অগ্রিম মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫ । ১৭ ই আষাঢ় । ১৮৬৮ । ২৯ এ জুন { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮৽ টাকা

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বড়বাজার প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র, বিল, রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্রকার কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা সুলভ মূল্যে, স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি সংশোধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা নানাবিধ নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী নূতন অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১২৭৫ } শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস। যন্ত্রাধ্যক্ষ।

—:০:—

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সন্নিহিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বারাণ্ডার উপর বেলুড় গ্রামবাসী অন্যূন ষষ্টিবর্ষীয় নবকান্ত নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে দারুণ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান হইলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী ১৮৬৮ সাল ১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:০:—

ইংরাজী স্বরলিপিপদ্ধতি।

যদি কেহ আমার অনুমতি ভিন্ন এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অথবা ইহার কিয়দংশও মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

আরও সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে এই গ্রন্থ অতি সরল ভাষায় ও সুপ্রণালীতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ইহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। অতএব এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা মৃজাপুর প্রাকৃত যন্ত্রে অথবা আমার নিকট ১ এক টাকা মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় ২০ জ্যৈষ্ঠ. } শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত)	মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত)	ঐ	৫॥০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)		৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। কাব্যপ্রকাশ। চণ্ডক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—প্রথম কল্প, মূল্য ৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

—:০:—

রাণীগঞ্জ পটারি কোং

লিমিটেড।

মেজিয়া করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে উহার নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৫
প্রকৃতিবাদ	৫

সংস্কৃত পুস্তক

রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৩॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৵

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা রেলওয়ে দ্বারায় প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তির নিকট দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে তাঁহার উচিত যে তিনি যে ষ্টেসন হইতে দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠাইতেছেন, সেই ষ্টেসনের প্রদত্ত দ্রব্য বা পুলিন্দার রসিদ যে ষ্টেসনে দ্রব্য বা পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ষ্টেসনে দর্শান। নচেৎ তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা দেওয়া হইবে না।

যাঁহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারিয়া যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে যাঁহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহার উচিত যে তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়া হয় এই প্রার্থনা রসিদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেন। নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা দেওয়া হইবে না।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস ড্যালহৌসী স্কোয়ার. কলিকাতা ২৩ এ জুন ১৮৬৮ } সিসিলষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস.	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

ব্রাহ্ম বিবাহবৈধ্য করণার্থ রাজনিয়মের জন্য আবেদন করা আবশ্যক কি না, তদ্বিষয় বিচার্থ আগামী রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময় চিৎপুর রোড, ৩০০ সংখ্যক ভবনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক সাধারণ সভা হইবেক।

১৭ ই আষাঢ় ১৭৯০ } শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। সম্পাদক।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লিখিত স্থানে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত হইবে; প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুন মাসের ৮ ই হইতে ১৪ ই পর্য্যন্ত ভাগীরথীনদীর সর্ব্বকম্তি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২২	১
মহানার		১৩
তথা হইতে জঙ্গিপুর পর্য্যন্ত (১৩॥ মাইল মধ্যে)		৫
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত (৪৬ মাইল মধ্যে)		৪
বহরমপুর হইতে কাটওয়া পর্য্যন্ত (৫০ মাইল মধ্যে)		৫
কাটোয়া হইতে নদীয়া পর্য্যন্ত (৪৩ মাইলের মধ্যে)		৬ "

সন ১৮৬৮ জুন মাহার ১০ তারিখে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৬	৪॥

বহরমপুর ১৮ ই জুন ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি. হেন্স উইক্স, সি, ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই আষাঢ় সোমবার।

দুই সপ্তাহ অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে বহুল পরিমাণে আউস ধান্য ও আমোনের বীজসকল নষ্ট হইয়াছে। ২৪ পরগণা মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের প্রায় যাবতীয় আউস ধান্য গিয়াছে। আষাঢ় মাস আসিয়াছে, এক্ষণে পুনর্ব্বার আউস ধান্য বপন করা সম্ভাবিত নয়; কিন্তু আউসের উপর কৃষকের নিজের জীবিকা নির্ভর করিতেছে। এ ধান্য যখন নষ্ট হইল তখন তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হইল। ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে আর কিছুই নাই বলিলে হয়। চাউলের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। যশোহর, নদীয়া ও বগুড়াতে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসে যদি এ ঘটনা হইত, নিঃসংশয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত। আষাঢ় মাস বলিয়া আশা আছে, যদি সুবৃষ্টি হয়, দুর্ভিক্ষ ঘটনা হইবে না কিন্তু কি পরিমাণে কোথায় অনিষ্ট হল, অনুসন্ধান রাখা প্রধান পুরুষদিগের কর্ত্তব্য। এতৎসংক্রান্ত অনেকগুলি প্রেরিতপত্র আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে, কয়েক-

খানি স্থানাভাব হেতু এবার প্রকাশিত হইল না।

পুলিষ ও আদালত।

"এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার, আমি মলে ফুরার জঞ্জাল।"

পুলিষের যেমন দশা, আদালতেরও তেমনি দশা হইয়াছে। পুলিষই ত প্রথমতঃ দস্যুতস্করপ্রভৃতিকে ধরিতে অগ্রসর হন না, অগ্রসর হইলেও প্রায়ই ধরিতে পারেন না, যদি বা কখন ধরিয়া আদালতে উপস্থিত করেন. আদালত ছাড়িয়া দেন। এক দল দস্যু তস্করাদির অনুসন্ধানকর্ত্তা, অপর দল বিচারকর্ত্তা হওয়াতেই আরো দুর্দ্দশা বাড়িয়াছে। পরস্পর কেহই কোন বিষয়ে দায়ী নহেন। পরস্পরের পরস্পরের স্কন্ধে দোষ ক্ষেপণ করিয়া অব্যাহতি পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। পুলিষ বলিলেন, আমরা অপরাধীকে ধরিয়া দিলাম, আদালত ছাড়িয়া দিলেন, পক্ষান্তরে আদালত এই বলিয়া হাত ধুইয়া বসিলেন পুলিষ অতি অপদার্থ, এমন মকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে যে দোষীর দোষ প্রমাণ করিতে পারিল না। পুলিষের পেটের ভিতর কিছু থাকুক, আর আদালতের পেটের ভিতরে কিছু থাকুক, ঐ গোলযোগে তাহা জীর্ণ হইয়া গেল। উপরের কর্তৃপক্ষ কিছুই জানিতে পারিলেন না। যাহার অনিষ্ট হইবার তাহারই হইল। ফৌজদারী মকদ্দমার আপীলের নিয়ম না থাকাতে আরো অধিক সুবিধা হইয়াছে

পাঠকগণের স্মরণ আছে, আমরা পূর্ব্বে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের বহি চুরির বিষয় লিখিয়াছিলাম। পুলিষ অনুসন্ধান করিতেছেন, এ সমাচারও দেওয়া হইয়াছিল। তাহার যে ফল হইয়াছে, আজি তাহা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। যাহাদিগের উপরে সংশয় হয়, পুলিষ তাহার এক ব্যক্তির বাটীতে কতকগুলি বহি পান এবং তাহাকে চোর নিশ্চয় করিয়া চালান করিয়া দেন। আলিপুরের অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দলিলউদ্দিন খাঁবাহাদুরের নিকট মকদ্দমা হয়। মকদ্দমাটী ডিসমিস হইয়াছে। খাঁবাহাদুর কি হেতুপ্রদর্শন করিয়া মকদ্দমাটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন, আমরা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না, আমরা তাঁহার রায় দেখি নাই। তবে আমরা মকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যতদূর জানি. সংক্ষেপে লিখিতেছি, প্রধানপুরুষদিগের সহিত পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, মকদ্দমার বিচারটী ন্যায্য কি অন্যায্য হইয়াছে।

বহিগুলি যে স্কুলের, যে যে ব্যক্তি জানেন, তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা প্রমাণ হইয়াছে। আসামী জবাব দিবার সময়ে গ্রামের এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের উপরে দোষারোপ করিয়া এই কথা বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন করে, যে সেই ব্যক্তি (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) তাহার উপরে বিদ্বেষ বশতঃ তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশে বহিগুলি তাঁহার ঘরে রাখিয়াছেন, আমরা ঐ সম্ভ্রান্তব্যক্তিকে যেরূপ জানি তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি তাঁহার প্রকৃতি যে, এতনীচ হইবে, কোনক্রমেই আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ আসামী এক জন ১৮। ১৯ বর্ষবয়স্ক বালক। ঐ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত উহার প্রতিযোগিতা সম্ভবে না। পক্ষান্তরে ঐ বালকটীর চরিত্র সংশয়ারূঢ় বলিয়া জানি। সে স্কুলে মধ্যে মধ্যে যাইত। যে দিন চুরি যায়, সেদিনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত স্কুলে ছিল তাহার পর দিন গ্রীষ্মাবকাশনিবন্ধন স্কুলের বহি স্থানান্তরিত করা হইবে, ঐ বালকটী তাহাও জানিত। এই সকল বিবেচনা করিলে বালকটী পুস্তক অপহরণ করিয়াছিল, এই দিকে যেরূপ মনের গতি হয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশে উহার গৃহে বহি রাখিয়া আসিয়াছেন, সেদিকে সেরূপ মনের গতি হয় না; কিন্তু বিচারপতি খাঁবাহাদুরের বিপরীতটীই হৃদয়ঙ্গম হইল। হউক, তাহাতে আমাদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে না। মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। কারণবিশেষের বশীভূত হইয়া মানুষের মন রুচিবৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং যুক্তিবলগা সকলের মনকে সকল সময়ে বারণ করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদিগের আশ্চর্য্যের বিষয় এই, খাঁবাহাদুর নিজ পদের পরিবর্ত্তের (ইনি পাটনায় বদলী হইয়াছেন) সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে একটী প্রাচীন মতের পরিবর্ত্ত দেখাইয়া গেলেন। আমাদিগের জানা আছে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষই সর্ব্বপ্রধান। কোন প্রমাণই প্রত্যক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, সেই খানেই অনুমানাদি প্রমাণ হয়। শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে শ্রুতির ন্যায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের বিরোধে প্রত্যক্ষেরই প্রাবল্য হয়; কিন্তু আমাদিগের খাঁবাহাদুর উভয়ের বিরোধে অনুমানকেই প্রাধান্য পদ প্রদান করিলেন। এক দিকে প্রত্যক্ষ হইতেছে, আসামীর গৃহে স্কুলের বহি ধরা পড়িয়াছে, অন্য দিকে অনুমান হইতেছে, গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ স্কুলের বহি চুরি করিয়া আনিয়া তাহার কতক আপনি রাখিয়া আর কতগুলি আসামীকে জব্দ করিবার মানসে তাহার গৃহে ফেলিয়া দিয়াছেন। এই অনুমানবলে খাঁবাহাদুর মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। তাহা হইলেই অনুমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা প্রধান হইল না? সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি আসামীর গৃহে বহি ফেলিতেছেন, অমুক দেখিয়াছে, আসামী কি এরূপ প্রমাণ দিয়াছে? এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কি আসামীর নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা আছে? উল্লিখিত মধ্যস্থ ব্যক্তির সহিত আসামীর কি বিবাদ আছে, আসামী কি আদালতে তাহার প্রমাণ দিয়াছেন?

পাঠকগণ! আর একটী কৌতুকাবহ বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আসামীর গৃহ নিক্ষাশিত বহিগুলি স্কুলের, ইহা স্থির হইলে বিচারপতি খাঁবাহাদুর আসামীকে হাজতে দেন, (ভাব দেখিয়া আমাদিগের এইরূপ বোধ হইল) এইরূপ উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে আসামীর মোক্তারেরা এক জন কনষ্টাবলের সাক্ষ্য গ্রহণার্থ জিদ করিতে লাগিলেন। কনষ্টাবল এ মকদ্দমায় এক জন সাক্ষী ছিল। তাহার সাক্ষ্য গ্রহণের অণুমাত্র প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু সাক্ষ্য লওয়া হইল। সে এমনি পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিল, যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি সে প্রকার কথা কহে না। তাই শুনিয়াই স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহের স্বর্ণরূপ ধারণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিচারপতির মত পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তৎকালে আমাদিগের বোধ হইল, উহাই মকদ্দমা ডিসমিস হইবার একটী প্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কনষ্টাবলের কি মাহাত্ম্য! রাজা যুধিষ্ঠির যে কনষ্টাবলরূপে তথায় উপনীত হইয়াছিলেন, তত ক্ষণ আমরা তাহা জানিতে পারি নাই। উহার মাহাত্ম্য শৃঙ্গ লাগিয়া সব ইনস্পেক্টরের বাক্যগুলি চূর্ণ হইয়া গেল। সব ইনস্পেক্টর ও অন্যান্য ভদ্র লোকে যেসকল জবানবন্দী দিয়াছিলেন, সে সমুদায় ভাসিয়া গেল। বিচারপতি কিরূপে স্থির করিলেন যে আসামীর পক্ষ লোকেরা কনষ্টাবলকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে পারে না? আমরা অন্যের কথা বলিতে পারি না, স্কুলের ভৃত্য এ মকদ্দমায় ফরিয়াদী হইয়াছিল, সেই স্বমুখে আমাদিগের সমক্ষে বলিয়াছে, দুই জন প্রবল ব্যক্তি ভাঙ্গাইবার চেষ্টায় তাহাকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার মন যে তাহাতে বিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার এজেহারেও সেরূপ বোধ হইল না। এরূপ স্থলে কনষ্টাবলের কথাই যে বিচারপতির ধ্রুব জ্ঞান হইল, এটী অনল্প বিস্ময়াবহ নহে

উপসংহারকালে প্রধানপুরুষদিগের নিকটে আমাদিগের উপরোধ এই, আমরা এই মকদ্দমাসম্বন্ধে উপরে বিচারপতির অকর্ত্তব্য আইনবিরুদ্ধ যে ব্যবহারের কথা কহিলাম, দলিলউদ্দন খাঁবাহাদুরের নিকটে তাহার কৈফিয়াত চাহা কর্ত্তব্য। এ সকল মকদ্দমার আপীল নাই, প্রধান পুরুষেরা সমাচারপত্রে অবগত হইয়া যদি প্রতীকার চেষ্টা না করেন, শোণ দামোদরাদির ন্যায় অবিচার স্রোত দুর্নিবার হইয়া উঠিবে। প্রধান পুরুষেরা নিশ্চয় জানিবেন, মানুষ যদি শঙ্কাশূন্য হয়, তাহার মন উপরোধ অনুরোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি নানা কারণে সহসা বিকারপ্রবণ হইয়া উঠে।

এই প্রস্তাবটীর লেখা সাঙ্গ হইলে পর খাঁবাহাদুরের লিখিত রায়টী আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে আমরা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলাম। রায়ে লিখিত হইয়াছে, চৌর্য্যের যে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, প্রমাণ না হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য করা হইল। কি আশ্চর্য্য! যদি প্রমাণ না হইয়াছিল, বিচারপতি আসামীর জবাব লইলেন কেন? যত ক্ষণ আসামীর দোষ সপ্রমাণ না হয়, ততক্ষণ আসামীর জবাব লওয়া কিরূপে বিধিসঙ্গত হইতে পারে? পাঠকগণ! বিচারপতি খাঁবাহাদুর সমুদায় কাজ শেষ করিয়াছিলেন; আসামীকে হাজত দেওয়া কেবল বাকী ছিল; এমন সময়ে পঞ্চমুদ্রা বেতনভোগী কনষ্টাবলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল এবং তাহার পূর্ব্বাপরবিসম্বাদী বাক্য শুনিয়া সমুদায় পরিবর্ত্ত হইয়া গেল! পাঠকগণ! মানুষের মন কি পরিবর্ত্তনশীল! মনের কি অদ্ভুত গতি! যেসকল ব্যক্তির সাক্ষ্যে আসামীর জবাব লওয়া হয়, তাঁহাদিগের বাক্যে অণুমাত্র কাল্পনিকতা ছিল না, বিচারপতি তাহা স্বয়ং স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কি চমৎকার! সে সকল কাজের না হইয়া চারিত্রহীন, ক্ষুদ্রাশয়, অর্থলোভী এক জন কনষ্টাবলের কথা কাজের হইল! চুরী হয় নাই, কনষ্টাবল কি এ কথা কহিয়াছিল? বাজে কথার অনৈক্যে কি আসে যায়? যদি আদালত ঘটনাটী মিথ্যা জ্ঞান করিলেন, বহিগুলি কি শয়তানে লইয়া গেল? পুলিষ চোরিত পুস্তকগুলির উদ্ধার করিতে পারিলেন না! আদালত চুরী গিয়াছে একথা বিশ্বাস করিলেন না! কিন্তু স্কুলের বহিগুলি গেল। এখন সেগুলি কে দেয়? গবর্ণমেণ্ট দিন। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া যখন এরূপ জঘন্য পুলিষ ও আদালত রাখিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্টেরই বহিগুলি দেওয়া কর্ত্তব্য।

—:o:—

ভারতবর্ষের প্রতি রাজস্বসম্বন্ধে
আর একটী অবিচার।

আমরা এক টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম, আবিসিনিয়াতে যে সকল সৈন্য যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে যে ভাতা দেওয়া হইবে, তাহা ভারতবর্ষীয়দিগের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা প্রথমাবধি বলিয়া আসিতেছেন, আবিসিনিয়ার যুদ্ধে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহাঁদিগের কোন সংস্রব

নাই। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের অবিবেচনা ও অহমিকানিবন্ধন কন্সল ও দূত কারা রুদ্ধ হন। ইহাঁদিগের উদ্ধারার্থ যুদ্ধ হয়। ইংলণ্ডের সম্মানরক্ষাই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। ভারতবর্ষের সৈন্যগণ এই যুদ্ধে শোণিতপাত করিয়াছে; ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট অগ্রিম টাকা দিয়া ব্যয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। সৈন্যগণ যখন রণস্থলে ছিল, তখন তাহাদিগের বেতন ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইংলণ্ড যদি এক জন সৈনিককে এ দেশের কার্য্যে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে সাউদামটন ত্যাগ করিবামাত্র আমাদিগকে তাহার বেতন দিতে হয়। গমনাগমনের ব্যয় আমাদিগের। সৈন্যগণ এ দেশে আসিয়া যে বস্ত্র পরিধান করে, যাইবার সময়ে তাহা লইয়া গেলে আমাদিগকে তাহার মূল্য দেওয়া হয় না। ইহা কি পর্য্যাপ্ত নহে? কি জন্য ভাতা দেওয়া হয়? যুদ্ধ জয়ের নিমিত্ত ত? কাহার নিমিত্ত যুদ্ধ হইয়াছে? যদি ইংলণ্ডের সুবিধার নিমিত্ত যুদ্ধ হইল, তবে তাহার পুরস্কার আমাদিগকে দিতে হইতেছে কেন? জয় ইংলণ্ডের, সকল সুবিধা ইংলণ্ডের হইল; ব্যয়ের বেলা আমরা। বন্দীদিগের মধ্যে এক জন ভারতবর্ষীয় ভৃত্য থাকিলেও ভারতবর্ষের স্কন্ধে যুদ্ধের ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ ক্ষেপণ করা হইত সন্দেহ নাই। মন্ত্রিগণ এ সুবিধা পান নাই, এই নিমিত্ত নানা বাব করিতেছেন। ফলতঃ ভারতবর্ষের স্কন্ধে ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষে নূতন নহে। বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের সময়ে ঐ রোগটী আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডে ইহাঁরা নানা কারণে অপ্রিয় হইয়াছেন; ইহার উপরে টাকার ভার অধিক পড়িলে পাছে ডিস্‌রেলি সাহেবের সহচরগণকে পদত্যাগ করিতে হয়, এই আশঙ্কায় ভারতবর্ষের স্কন্ধে ব্যয়ভার চাপাইতেছেন। এটি অতিশয় অন্যায়; ইহাতে সাধারণে অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যে কষ্টকর ভার বহন করিতেছি, তাহা আমরাই জানি এবং পরমেশ্বর জানেন। প্রতিবৎসর নূতন কর হইতেছে। বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লার্ড কর্ণওয়ালিসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা ও রাস্তার নামে ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে বসিয়াছেন। আমাদিগের এই কষ্ট; ইহার উপরে আবার যদি ইংলণ্ড মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করেন, আমরা কিরূপে বাঁচি। মন্ত্রিগণ কবে আমাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবেন? যেসকল রাজনীতিজ্ঞ একটী রাজ্য অপেক্ষা ব্রিটিশ জাতির ন্যায়ানুগত ব্যবহারকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদিগের দল কি নিঃশেষিত হইয়াছে?

—:০:—

গঙ্গার সেতু।

কলিকাতার মধ্যে অথবা অতি নিকটে একটী সেতু করা যে কর্ত্তব্য, তাহা সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে। পাঁচ বৎসর যাবৎ এ বিষয়ের তর্ক চলিয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এপর্য্যন্ত কিছুই স্থির হইল না। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির স্বার্থপরতা একটী বিশেষ বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। এই কোম্পানি আপনারাও সেতু করিবেন না; অন্য কাহাকেও করিতে দিবেন না। তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষা করা বৃথা কালহরণ মাত্র। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানি সেতু করিতে উদ্যত আছেন; কিন্তু তাঁহারা যে নিয়মে করিতে চান, তাহাতে সম্মত হইলে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ক্ষতি হয়। এত দিন উভয় কোম্পানি আপনাদিগের স্বার্থানুসন্ধান এবং গবর্ণমেন্ট মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাদিগের বিবাদ দর্শন করিতেছিলেন। সম্প্রতি সুবিধা হইবার একটী সম্ভাবনা হইয়াছে। সেতুনির্ম্মাণের ভার তৃতীয় পক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার পরামর্শ হইতেছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট বণিক্ সম্প্রদায়ের নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে বণিকগণ বলিয়াছেন, কাশীপুরের নিকটে সেতু করিলে বিশেষ ফলোদয় হইবে না; ঐ স্থান বাণিজ্যের প্রধান স্থান হাটখোলা ও লালদীঘীর অনেক দূর। তথায় শকটদ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে যেমন কষ্ট তেমনি ব্যয় পড়িবে। সচরাচর মফস্বল হইতে যেসকল বাণিজ্যদ্রব্য আইসে, তাহা এক কালে রপ্তানির নিমিত্ত জাহাজ বোঝাই হয় না। প্রথমতঃ মহাজনদিগের গোলায় উঠিয়া পরিষ্কৃত হইলে পর জাহাজে লইয়া যাওয় হয়। কাশীপুরে সেতু ও চিৎপুরে গুদাম হইলে দ্বিগুণ ব্যয় ও সময়নাশ হইবে। আর বালি অবধি হাবড়া পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যে মূল্যবান সম্পত্তি আছে, তাহা এক প্রকার মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। বণিক্ সম্প্রদায় তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, হাটখোলা অথবা তাহার কিছু উত্তর বা দক্ষিণে সেতু করা কর্ত্তব্য; আর্ম্মাণী ঘাট হইতে হাবড়াপর্য্যন্ত সেতু করা সম্ভাবিত নহে। তাহা করিলে প্রথমতঃ জাহাজ যাইবার অসুবিধা হইবে। বড় বড় জাহাজ আর্ম্মাণী ঘাটের উপর গমন করে না বটে; কিন্তু সমুদায় স্লুপ ও মালদ্বীপের বৃহৎ ডিঙ্গি সকল গমন করিয়া থাকে। সেতু হইলে সে সুবিধা থাকিবে না। আর একটী অনিষ্ট এই হইবে, হাবড়াতে যেসকল বহুমূল্য ডক আছে, তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে। এ ব্যয় সামান্য ব্যয় নহে; অসুবিধাও সামান্য নয়। অতএব হাটখোলাই যথার্থ স্থান

হইতেছে। তবে একটী আপত্তি করা হইয়াছে যে, গত ৭১ অব্দের ঝড়ে জাহাজ সকল কাশীপুরের কোল পর্য্যন্ত গিয়াছিল; হাটখোলায় সেতু হইলে তদুপরে ঝড়ে জাহাজ পড়িলে তাহা ভগ্ন হইবে। কিন্তু এ আপত্তি তাদৃশ বলবতী বোধ হইতেছে না। জাহাজের বৃহৎ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ঠেলিয়া লইয়া যায়, এরূপ ঝড় সচরাচর ঘটে না। সে ঘটনা সচরাচর হইলে সেতুও ঝড়ে ভগ্ন হইতে পারে। বণিক্ সম্প্রদায় বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ঝড়ের সময়ে বয়ার নঙ্গর ও শৃঙ্খল সকল জীর্ণ হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত এত জাহাজ উপরে গিয়াছিল। ঐ সময়ে যেসকল জাহাজ নিজ নিজ শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ ছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলির রক্ষা হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নঙ্গর, বয়া ও শৃঙ্খলের পরীক্ষা করিলে এই বিপদ ঘটিবার অল্পই সম্ভাবনা থাকিবে। হাটখোলায় সেতু হইলে উত্তর দিগে বন্দর আরও বৃদ্ধি হইবে; এক্ষণে যেসকল স্থানে গোলা নাই তথায় গোলা হইবে; শকটদ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য আসিবার ত কথাই নাই।

এই সেতু করিয়া হাটখোলায় একটী এবং নূতন চীনেবাজারের নিকটে একটী বৃহৎ গুদাম করা কর্ত্তব্য। এই দুই স্থানেই শিয়ালদহ হইতে রেলে দ্রব্য সামগ্রী আসিবে। বণিকসম্প্রদায় বলেন, আমেরিকার ন্যায় নগরমধ্যস্থিত রেল গাড়ি অশ্বদ্বারা চালান কর্ত্তব্য। এই সেতু প্রস্তুত করিবার ভার এক পৃথক কোম্পানির হস্তে দেওয়া তাঁহাদিগের অভিমত। সর্ব্বসাধারণ পূর্ব্বে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেতু হইলে তাহার একপার্শ্ব দিয়া রেইলওয়ে শকট অপরপার্শ্বে অন্যবিধ শকট যাইতে পারিবে। পথিকগণ আর এক পার্শ্ব দিয়া যাইবেন। আমরা বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। হাটখোলায় সেতু হইলে আর একটী বিশেষ উপকার এই হইবে, ঐ অঞ্চলের যে ঘন বসতি আছে, তাহা কতক বিরল হইয়া পড়িবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে যে ইহা মহোপকারক, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা এই সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি, কলিকাতায় যে প্রকার ঘন বসতি হইয়াছে, তাহাতে নগরের সীমাবৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণে কালীঘাট, পশ্চিমে শিবপুর হাবড়া ও শালিকা; উত্তরে সিঁতি ও পাইকপাড়া এবং পূর্ব্বে সুঁড়ো ও টেঙরা পর্য্যন্ত নগরের সীমা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নগরে বাসের একটী মোহিনী শক্তি আছে। আমি নগরে বাস করিতেছি, এই ভাবিয়া অনেকে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবেন। কলিকাতার কাঁসারীদিগের ন্যায় এক পাড়ায় মধুমক্ষিকাকারে বাস করা অপেক্ষা একটু দূরে বাস করা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। নগরের সীমা বৃদ্ধি করিলেই বিস্তর লোকে আহ্লাদপূর্ব্বক এইসকল উপনগর অঞ্চলে বাটী করিবেন। এ কার্য্যটী সেতুনির্ম্মাণের পূর্ব্বে করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রেলওয়ের নিমিত্ত যেসকল ভূমি ও বাটী ক্রয় করিতে হইবে তাহার মূল্য তত অগ্নিবৎ হইবে না।

উপসংহারকালে আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, আর স্বার্থপর রেলওয়ে কোম্পানিদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া এই প্রকৃত হিতকর কার্য্যটী অবিলম্বে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের রাজধানীর আর এপ্রকার লজ্জাকর অবস্থা রাখা বিধেয় হয় না।

আমাদিগের ব্যবহারাজীবগণ ও তাঁহাদিগের পরীক্ষাপ্রণালী।

আমাদিগের আইন শিক্ষা ও ওকালতী পরীক্ষাপ্রণালীর একরূপতা না থাকাতে সবিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদেশে পাঁচ প্রকার পরীক্ষা হয়। প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, এবং এল, এল, পরীক্ষা। দ্বিতীয়, জেলা আদালতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ওকালতির পরীক্ষা। তৃতীয়, ফৌজদারি আদালতের মোক্তারির পরীক্ষা। চতুর্থ, রাজস্বসংক্রান্ত আদালতের প্রতিনিধির পরীক্ষা। পঞ্চম আটর্ণীর পরীক্ষা। কেবল বি, এল, পরীক্ষোত্তীর্ণেরাই প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলবিভাগে ওকালতী করিতে পারেন, আটর্ণীরা উক্ত বিচারালয়ের আদিম বিভাগে কার্য্য করিতে এবং দেউলিয়া বিভাগে প্রশ্নোত্তর করিতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রকৃত ওকালতিসম্বন্ধে আটর্ণী এল, এল, এবং কমিটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর উকীল ইহাঁদিগের তুল্যতা আছে। আটর্ণীদিগকে দীর্ঘকাল কার্য্য শিখিতে হয়। এল, এল ও কমিটি পরীক্ষার প্রথম শ্রেণির উকীল উভয়কেই আইনের উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। উভয়েই ইংরাজীতে পরীক্ষা দেন। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, এল, এল পরীক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে ও পরীক্ষার অল্প নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হন। এরূপ প্রভেদ করিবার কি কারণ আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অন্য সকলেও ইহা বুঝেন না; প্রধানতম বিচারালয়ও ইহা যে বুঝিয়াছেন, বোধ হইতেছে না। এইরূপ নানা স্থানে নানাপ্রকার পরীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন কি? একবিধ পরীক্ষাপ্রণালী করিলে কি চলে না?

ইংলণ্ডে বারিষ্টরদিগকে কোন প্রকার পূর্ব্বপরীক্ষা দিতে হয় না, এই নিমিত্ত বারিষ্টরদিগের অধিকাংশ লোকে উপযুক্ত হন। যে কোন ব্যবসায় শিখিতে হউক, তাহার প্রতি একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চাই। সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির

স্রোতের গমনপথে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বপরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম সেই প্রতিবন্ধক। বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালী অনুসারে প্রথমতঃ বি, এ, পরীক্ষা না দিলে বি, এল, পরীক্ষা দিতে পারা যায় না। কৃতবিদ্য লোক পাইবার আশয়েই এই নিয়ম করা হইয়াছে; কিন্তু যাঁহাদিগের স্বভাবতঃ ব্যবহারাজীব হইবার উপযোগিনী বুদ্ধি ও ইচ্ছা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষা তাঁহাদিগের প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। তাঁহারা ঐ পরীক্ষা দিতে পারেন না বটে; কিন্তু ঐসকল লোক আইনের পরীক্ষা অনায়াসে দিতে এবং ওকালতি করিবার সুবিধা পাইলে সবিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন। যিনি যে ব্যবসায় করিবেন, এবং তাহার প্রতি তাঁহার কতদূর অনুরাগ তাহার মর্ম্মগ্রহ ও অবান্তর ভেদজ্ঞান পটুতা আছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। বোধ কর এক জন সুত্রধরের কর্ম্মশিক্ষার ইচ্ছা করিতেছেন। তিনি ঝুড়ি বুনিতে পারেন কি না, তাহা দেখিলে কি হইবে? উকীলদিগের বিষয়ে কার্য্যতঃ ঐরূপ হইতেছে। উকীলের কৃতবিদ্য হওয়া একান্ত আবশ্যক বটে; কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি কঠিন নিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি পুস্তক অধ্যয়ন না করিলে কি কেহ কৃতবিদ্য হইতে পারেন না? ডাক্তর জনসনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি ছিল না; কিন্তু তিনি কি এ, এল, ডি উপাধি পাইবার পূর্ব্বে কৃতবিদ্য বলিয়া পরিগণিত হন নাই? যাঁহারা উকীল হইবেন, তাঁহারা কি প্রকারে আপনাদিগের ব্যবসায় করিবেন এবং যেসকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতে হইবে তাহা উত্তমরূপে বুঝিবার ও তাহার ব্যাখ্যা করিবার তাঁহাদিগের সামর্থ্য আছে কি না, এই মাত্র দেখিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যে সে ব্যক্তি এক্ষণে উকীল হইতে পারেন না। এক্ষণে আইনের যেপ্রকার জটিলতা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেবল আইন বহির ধারা ও প্রকরণগুলি মুখস্থ করিলে চলে না। ব্যবহারাজীবকে প্রত্যহ নূতন নূতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়। অজ্ঞ লোকের কি এ ক্ষমতা হয়? ইংলণ্ডে বারিষ্টর উপাধিধারী অনেক গ্রাম্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন বটে; কিন্তু ইহাঁরা কি ওয়েষ্টমিনষ্টর বাটীতে আসিয়া তর্ক করিতে সাহসী হন? স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও পরীক্ষাদানপ্রণালী থাকিলে দুই চারি জন অপদার্থ লোকের উপাধিধারী হইবার সম্ভাবনা আছে সত্য; কিন্তু অধিকাংশ যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিরই সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। এই স্বাধীন প্রণালী না থাকাতে যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধানতম বিচারালয় যে বুঝিতেছেন না, ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়। যেধাতুতে দ্বারকানাথ মিত্র অথবা সর বার্ণেস পিকক প্রস্তুত হইয়াছেন, সে ধাতুর লোক বি এল পরীক্ষোত্তীর্ণ দলে কয় জন দেখিতে পাওয়া যায়? বালক কাল অবধি নেপলিয়ন এবং ওয়েলিঙ্গটন যুদ্ধকার্য্যের প্রতিই অনুরক্তি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা যদি কেবল ব্যবসায় বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে কখনই এত যশস্বী হইতে পারিতেন না। বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালীতে যে আর একটী অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আইনের উপদেশশ্রবণ অতিশয় কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রথম দুই বৎসর কোন ছাত্রই মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করেন না। সকলেই বি, এ, পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত; সুতরাং উপদেশক যখন উপদেশ দেন, তখন ছাত্রগণের কেহ অন্য পুস্তক পাঠ করেন কেহ বা নিদ্রা যান। অনেক ছাত্র শেষ বৎসরের পূর্ব্বে আইন পুস্তকও ক্রয় করেন না। এস্থলে কাহার দোষ? ছাত্রদিগের দোষ নাই; কেহ এক কালে দুই দিক রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহাদিগের বি, এ, পরীক্ষার নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই সকল সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। অধ্যাপকেরও দোষ নাই; তাঁহারা যথারীতি পরিশ্রম করেন। দোষ প্রণালীরই হইতেছে। এপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি আগরার কালেজে যেপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া এই নিয়ম করা কর্ত্তব্য যে, ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি থাকিলেই যে সে ব্যক্তিকে আইন শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইবে। প্রতিমাসে ছাত্রদিগের পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাহারা এইসকল মাসিক পরীক্ষায় স্বযোগ্যতা প্রদর্শন করিতে না পারিবেন, তাঁহারা শেষ পরীক্ষা দিতে পারিবেন না। বি, এল, ও এল, এল, বলিয়া প্রভেদ রাখিবার প্রয়োজন নাই। কমিটি পরীক্ষার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। এক্ষণে প্রদেশবিশেষে পরীক্ষাবিশেষ, আবার এক এ দেশে নানাপ্রকার পরীক্ষাপ্রণালী থাকাতে কেবল গোলযোগই হইতেছে এবং যথার্থ উপযুক্ত লোকের উন্নতিপথে কণ্টক ক্ষেপণ করা হইতেছে। যিনি ওকালতি করিবেন, তাঁহার কেবল প্রশংসাপত্র থাকিলেই কাজ হইবে না, তাঁহাকে প্রত্যহ আত্মক্ষমতার পরিচয় দিতে হইবে। অতএব এপ্রকার গোলযোগ ঘুচাইয়া পরীক্ষার একপ্রকার নিয়ম করাই কর্ত্তব্য।

—:•—

প্রাপ্ত।

আমাদিগের আমোদ।

নিষ্কর্ম্মা হওয়া যেমন দোষ, মধ্যে মধ্যে আমোদ না করাও সেইপ্রকার দোষের

বিষয়। সভ্যতানিবন্ধন সকল জাতির পরিশ্রমবৃদ্ধি হইয়াছে। পৃথিবীর কোন কালেই সময়ের এত মূল্য ছিল না। সভ্যতা যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই সময়ের মূল্য অধিক হইবে। পূর্ব্বে এ দেশের প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্যের উপরে জীবিকা নির্ভর করিতেন। যাঁহারা স্বহস্তে এ কার্য্য না করিতেন তাঁহাদিগেরও কয়েক বিঘা ভূমিব্যতীত দিনপাতের অন্য উপায় ছিল না। তখন বিদেশীয় বাণিজ্যের এত প্রাচুর্ভাব হয় নাই। সকল দ্রব্য অল্পমূল্য ছিল। অতএব সহজেই জীবিকা নির্ব্বাহিত হইত। এই নিমিত্ত কর্ম্ম অপেক্ষা লোকেরা আমোদের নিমিত্ত অধিক সময় পাইত। প্রতি পল্লীগ্রামে বৃক্ষতলে অথবা কাহার চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডা ছিল। সকলে সেই স্থানে সমাগত হইতেন। প্রাতঃকাল অবধি বেলা দশ এগার ঘটিকাপর্য্যন্ত সকলে স্ব স্ব কৃষিকার্য্য দর্শন করিতেন; সমস্ত বৈকাল ঐ আড্ডায় আমোদে অতিবাহিত হইত। তথায় গল্পালাপ এবং মহাভারত ও রামায়ণ পঠিত হইত; ঐ স্থানে রাত্রিতে শকের কবির আকড়া হইত। স্ত্রীলোকেরা চরকাদ্বারা যে সূতা কাটিতেন তদ্দ্বারা গ্রামের তন্তুবায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। গ্রামে যত গরু মরিত, সে সমুদায়ের চর্ম্ম গ্রাম্য মুচির প্রাপ্য ছিল, এই নিমিত্ত প্রতি বাটীতে মুচি প্রতিবৎসর বিনা মূল্যে জুতা দিত। নাপিত, রজক ও চৌকিদারগণ কয়েক বিঘা ভূমি পাইয়া আপন আপন কার্য্য করিত। তখন এক কাল ছিল; লোকে তত সভ্য ছিলেন না, কিন্তু সুখী ছিলেন। তখন চৌকিদারি টাক্স ও লাইসেন্স টাক্সের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি ও চিন্তা ছিল না। তখন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত পৃথক ভূমির করের ভয় প্রদর্শন করা হইত না এবং নিয়মবহির্ভূত রাজনীতিজ্ঞ দিগের নামও কেহ জানিতেন না। জেলার মাজিষ্ট্রেট চোর দস্যুব্যতীত প্রায় ভদ্রলোককে অপরাধীর কাটগড়ার মধ্যে দর্শন করিতেন না। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে যাইতে লোকের হৃৎকম্প হইত, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্থানান্তর যাইতে হইলে পাঁচ সাত দিন অবধি সহচরসংগ্রহ করা হইত। তখন এত উন্নতি, এত বিদ্যাশিক্ষা, এত রাজনীতিসংক্রান্ত আন্দোলন ছিল না; লোকে প্রায় আমোদ করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সময়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন হয় কাজ কর, নচেৎ অন্ন বিনা প্রাণত্যাগ কর। এখন কেবল কয়েক বিঘা পৈতৃক ভূমিতে সকল অভাব নিরাকৃত হয় না। মাঞ্চেষ্টরের তন্তুবায়গণ দেশীয় যুগীকে দূরীভূত করিয়াছে; গ্রাম্য মুচিগণও লালবাজার ও কসাইটোলার চিনীদিগের নিকট আপনাদের খরিদদারকে অর্পণ করিয়াছে। বটতলা ও চণ্ডীমণ্ডপে আর কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত শ্রবণে লোকের আমোদ হয় না। শকের কবির গাহনা শৃগালচীৎকার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে লোকের আমোদ অপেক্ষা কাজই অধিক। সকল কাজ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতে হয়। গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের স্থলে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শিক্ষা দিতেছেন। রামায়ণ মহাভারতের পরিবর্ত্তে সাহিত্য বিজ্ঞান ও রাজনীতির তর্ক হইতেছে। ব্যবসায়, আমোদ, বস্ত্র আহারাদি সকলেরই পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

কিন্তু এত উন্নতির মধ্যেও আমাদিগের একটী বিশেষ দুর্দ্দশার অবস্থা রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট সহস্র চেষ্টা করিলেও ইহার অপনোদন করিতে পারিবেন না এবং এটি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যও নহে। বিচারপতি ফিয়ার কতক অংশে ইহা পারেন; কিন্তু একাকী তাঁহারও কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিষ্কর্ম্মা থাকা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা সমান দোষ। আমাদিগের পরিশ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রকার আমোদ বিশুদ্ধ হয় নাই। ঢোল ও কাঁসির পরিবর্ত্তে সমবেত বাদ্য এবং কবি ও যাত্রার পরিবর্ত্তে নাটকাভিনয় ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোন উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। ইহাও নিয়মিত আমোদের মধ্যে নহে। বৎসরের কয়েক নামমাত্র নাটক হয়। এ নাটকাভিনয় শকের দলের দ্বারা হওয়াতে স্বেচ্ছামত সকলে এ আমোদ ভোগ করিতে সমর্থ নহেন।

গাহন বাজনার আমোদ ত এই গেল। ভোজনের আমোদও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। আমাদিগের মহাভোজ কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এক্ষণে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। এক বৃহৎ বিতানাচ্ছাদিত ভূমিতে ১০০০। ১৫০০ লোকে একত্র নিরাসনে বসিয়া কদলী পত্রে ২৫ খানা ব্যঞ্জন আহার করা হয়। বেলা চারিটার সময়ে আহার করিয়া আমোদের শেষ হয়। ইহাতে প্রতি যজ্ঞের পর দুই জন চারি জনকে অবশ্যই উদরাময় ও জ্বর ভোগ করিতে হয়। প্রকাশ্য ভোজ সর্ব্বত্রই এই প্রকার রহিয়াছে। তবে নব দলের অনেকে বাগানে গমন করেন। সভ্যতাসহকারে ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বটে কিন্তু উহাতে সুরাপান ও অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। অতএব ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সামিয়ানার নীচে কদলীপত্রে ভোজন সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী বিশেষ দোষ আছে। অন্নপ্রাশন বিবাহপ্রভৃতি কার্য্যসমুদায় আমোদের বিষয়; কিন্তু আমাদিগের সমাজের দোষে এগুলি কেবল আত্মীয়দিগের বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কোন ব্যক্তি বাটীতে পূজা করিয়া দশ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদিগকে প্রণামী দিতে হইবে নচেৎ অপমান হয়। এই রূপ অন্নপ্রাশনে যৌতুক এবং বিবাহে আইবড় ভাতের কাপড়প্রভৃতি নির্দ্ধারিত আছে। যদি সকলের মনের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা হইলে প্রকাশ পাইবে, এসকল বিষয়ে নিমন্ত্রণ হইলে সকলেই দায়গ্রস্ত হইয়া পড়েন। এ নিমন্ত্রণ যত না হয় তত ভাল, এটী প্রায় সকলেরই মত। অতএব এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া কি কর্ত্তব্য নহে?

ফলতঃ আমরা যে দিগে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিগেই প্রকৃত আমোদ দর্শন করিতে পাই না; আমাদিগের অভূতপূর্ব্ব পরিশ্রম

বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু বিশুদ্ধ আমোদ একটীও নাই। এক্ষণে ইহার পরিবর্ত্ত করা উচিত কি না, আমরা সমাজকে তাহা বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১০ ই আষাঢ় সোমবার।

শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডনিবন্ধন এতদ্দেশীয় সর্ব্ব সাধারণে যেপ্রকার বিরক্ত হইয়াছেন সেই ভাব প্রকাশ করাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর এডুকেশন গেজেটের সম্পাদককে "মিথ্যা জনরব প্রকাশ" করিবার দোষ দিয়া ভৎসনা করিয়াছেন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বলেন, মিথ্যা জনরব প্রকাশ না করা এডুকেশন গেজেটের কর্ত্তব্য যে হেতুক এই করারেই সংবাদপত্রখানি তাঁহার হস্তে দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক যথোচিত সাহস সহকারে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তিনি বলেন, এতদ্দেশীয় সকল সংবাদ পত্রে এই বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, এবং তিনি নিজে অনুসন্ধান করিয়া তাহার যাথার্থ্য অবগত হইয়াছেন। আর রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের একটী বিভাগ নহে, রেলওয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে লিখিলে গবর্ণমেণ্টের বিরক্ত হইবার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। যাহা তিনি নিজে সত্য জ্ঞান করিয়া লিখেন তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হন, তবে এবিরক্তি কিসে না হইবে তাহা তিনি জানেন না এমত অবস্থায় তিনি উচিতসহকারে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে সমর্থ নহেন, অতএব পদ ত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন। যাহা সর রিচার্ড টেম্পল মন্দ ভারতবর্ষে এবং পঞ্জাবী শাসনকর্ত্তৃগণ পঞ্জাবে করিয়াছেন ও করিতেছেন ঐ সাহেব তাহা বঙ্গদেশে করিতে চাহেন। বাজ পক্ষী এক মেষ শাবককে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, তদ্দর্শনে এক কাক এক বৃহৎ মেষের উপরে ছোঁ মারাতে আটকাইয়া পড়িল। ঐ সাহেবের শাসনের প্রারম্ভে এতদ্দেশীয় সর্ব্ব সাধারণের সহিত এরূপ বিচ্ছেদ হইল এটী অতিশয় দুঃখের বিষয়।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বোম্বাই স্থিত শাখা বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের শাখাদ্বারা যদি কাজ হয় তবে আমরা এক বৃহৎ স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

হুরণনামক যে দুরাত্মা আগরার নিকটে একটী ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভঞ্জন করিবার চেষ্টা পাওয়াতে ঐ স্ত্রীলোক শকট হইতে লম্ফ দিয়া পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ১ইবৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এব্যক্তি প্রথমতঃ তাঁহার ভাসুরকে অচেতন করে তৎপরে তাঁহাকে ধরিতে যাইবাতে তিনি লম্ফ দিয়াছিলেন। বলাৎকার হয় নাই, সুতরাং স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ কাজ ও বলপ্রকাশের অপরাধের বিচার হয়। জুরি অপরাধীর দুই জন ইউরোপীয় সহচরের কথা অবিশ্বাস করিয়া মৃত স্ত্রীলোকের ভাসুরের কথার উপরে নির্ভর করিয়া দোষী বলেন। প্রধান বিচারপতি মর্গান তাহাকে পূর্ব্বোক্ত মেয়াদ দিবার সময়ে আক্ষেপ করিয়াছেন, যদি তাঁহার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিবার আজ্ঞা দিতেন, এই সুবিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। আমাদিগের বিচারপতি মাকফার্সনের নিকটে হইলে অপরাধীকে বলা হইত "অপরাধী তুমি অবশ্যই জানিতে না, যে তোমার কার্য্যদ্বারা এমত দুর্ঘটনা হইবে। তুমি বিদ্রূপ করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকটীর হস্ত ধারণ করিয়াছিলে তাহা আমার বোধ হইতেছে। তথাপি এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের হস্তধারণ করা অনুচিত। অতএব তোমার বিনা শ্রমে দুই সপ্তাহ মেয়াদ হইল।"

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার পুলিষ কমিসনর এক জন এতদ্দেশীয় দারগাকে ইনস্পেক্টরের পদ দিয়াছেন। এক্ষণে যেসকল নীচ শ্রেণির ইউরোপীয় এসকল পদে আছে তাহাদিগকে পয়সা দিয়া না করান যায় এমত কাজ নাই। হগ সাহেব যদি ইহাদিগের শঠতা দেখিতে চাহেন ত অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইউরোপীয়গণ দোষ করিলে ইহারা অনেক স্থলে জানিয়াও ধরে না মধ্যে মধ্যে মফস্বল হইতে নারায়ণদীন তেওয়ারির ন্যায় দুই এক জনকে আনিলে যথার্থ কাজ হইবে।

ডেলিনিউস বলেন, এক জন ইউরোপীয় কনষ্টেবল আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া একটী নিম্নশ্রেণির হোটেলে সুরাপান করাতে পুলিষ কমিসনর তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। ইহারা আপনারা লোফার, লোফার দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। শৃগাল নীলের জালায় পড়িয়া আশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু রাত্রিতে অন্য অন্য শৃগাল যখন চীৎকার করিয়া উঠিল তখন আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না।

আমরা সর্ব্বদা কলিকাতার টিকাগাড়ী রেজিষ্টরি আফিসের কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই। রেজিষ্টরি করিতে হইলে প্রায় কেহই নিয়মিত পয়সা দিয়া আসিতে পারে না সম্প্রতি কতগুলি গাড়োয়ান পুলিষ কমিসনরের নিকটে নালীশ করিয়াছে এক জন ফিরিঙ্গি কেরাণীর নিকটে পূর্ব্বকার ভাড়া না পাওয়াতে এক জন গাড়োয়ান তাহাকে আর ভাড়া দিতে চাহে নাই; ইহাতে ঐ ব্যক্তি তাহাকে প্রহার করিয়া তাহার ও তাহার প্রতিবেশীদিগের টিকেট কাড়িয়া লইয়াছে। এপ্রকার নালীশ এক বার রেজিষ্টার চিকের নামেও হইয়াছিল। ফিরিঙ্গিদিগকে কোন গুরুতর কর্ম্ম দেওয়া উচিত নহে।

এক ব্যক্তি পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর ডোনালড মাকলিয়ডের নামে দুই লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া নালীশ করিয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইবার পূর্ব্বে তিনি এই টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। সর হেনরি রিকেটস আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে সিবিলিয়ানগণ ৩১ বৎসর কর্ম্ম করিয়া পরিমিত ব্যয় করিয়াও এক লক্ষ টাকা জমাইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারেন না। যদি এরূপ হইল, সর ডোনালড মাকলিয়ড যখন কর্জ্জ করেন তখন, এই দুই লক্ষ টাকা কিরূপে পরিশোধ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন?

সম্প্রতি মান্দ্রাজের বন্দরের কাঁকগড়ার উপরে একখানি জাহাজ বাত্যাবেগে নীত হওয়াতে গড়াটির অধিকাংশ ভগ্ন হইয়াছে। এই নিমিত্ত অন্য অন্য জাহাজ হইতে দ্রব্যাদি নামাইবার অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। এই গড়াটী করিতে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এরূপ জনশ্রুতি মেইন সাহেব আগামী গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া আবার শীতকালে আগমন করিবেন। এ প্রকার চাকুরী বড় সুখের। প্রধান শাসনকর্ত্তা স্বকর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন হইলে নিম্নতর কর্ম্মচারিগণের যে ঔদাস্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

১৫ দিবস বৃষ্টির পর আজ চারি দিবস ভয়ানক গ্রীষ্ম বাড়িয়াছে। এতন্নিবন্ধন কয়েক জন ইউরোপীয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। লাহোরে তাপমানে ১০৫ ডিগ্রি পারা উঠিয়াছে। অনেক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সর্দ্দিগর্ম্মী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এবার গ্রীষ্মকালে বর্ষা ও বর্ষাকালে গ্রীষ্ম, এই এক ঋতুপরিবর্ত্ত হইল।

ডেলিনিউসের এক জন পত্রপ্রেরক ভদ্রক হইতে লিখিয়াছেন, তথায় দুই সপ্তাহকাল জল

বরত বৃষ্টি হওয়াতে শস্য এক কালে নষ্ট হইয়াছে এবং দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

হিন্দুরঞ্জিকা বলেন, " কয়েক দিবস যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় গম্য পথগুলি কর্দ্দম কলুষিত হইয়া পাথকদিগের গমনাগমনপক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশকর হইয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যসকল দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। পদ্মার জল দিন দিন স্ফীত হইয়া স্থানবাসীদিগের প্লাবনাশঙ্কা বৃদ্ধি করিতেছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, " এ অঞ্চলে প্রায় দুই সপ্তাহকাল অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। এই অকাল বৃষ্টিতে ধানের কতক ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষ জমীর অধিকাংশে আদৌ ধানের বুনন হইতেছে না।

১১ ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

সাণ্ডউইচ দ্বীপসমূহের দুই স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে। ২৭এ মার্চ মনালোয়া পর্ব্বত হইতে অগ্নি বাহির হইতে থাকে। পর দিবস এক শত বার ভূমিকম্প হয়। তৎপরে দুই সপ্তাহ মধ্যে ২০০০ বার কম্প হইয়াছিল। ওয়েশকিনাতে পৃথিবী অনেক স্থানে স্ফীত হইয়া যায়। একটী সমুদ্র হইতে একটী তরঙ্গ ৬০ ফুট উচ্চ হইয়া প্রায় আধপোয়া পথ পর্য্যন্ত আসিয়া বৃহৎ বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষপর্য্যন্ত প্লাবিত করে ইহাতে অনেক বাটী ও জীবন নষ্ট হয়, এক বার ভূমিকম্প হওয়াতে বাটী ও গরজাসকল পতিত হইল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০ মনুষ্য ও এক সহস্র অশ্ব ও গো মহিষ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্নি প্রস্তর ও গলিত গন্ধক বাহির হইয়া প্রায় তিন ক্রোশপর্য্যন্ত প্রতি ঘটিকায় পাঁচ ক্রোশ দ্রুতগামী এক নদী হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। এই নদীটী দীর্ঘে তিন ক্রোশ ছিল। এক ক্রোশ পরিধি একটী নুতন গহ্বর হইয়া প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চে অগ্নি ও গন্ধক নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার অগ্নি ২৫ ক্রোশ হইতে দেখা গিয়াছিল। ওয়েশ কিনার উপকূল হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দুরে সমুদ্রমধ্যে হঠাৎ এক ত্রিকোণ দ্বীপ হইয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২রা এপ্রেল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। পৃথিবী এপ্রকার দোলায়মান হইতেছিল যে, কোন ব্যক্তি স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। এই প্রকার কম্প হইতেছে এমত সময়ে পৃথিবী স্ফীত হইয়া লোহিত বর্ণ মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সমুদ্র স্ফীত হইয়া কয়েক ক্রোশপর্য্যন্ত লোহিত হইয়া গিয়াছিল। এখনকার লোকের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আমেরিকা হইতে সাহায্য যাইতেছে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানির এজেণ্ট ৫০০০ টাকার দাবি দিয়া হিন্দুপেট্রিয়টের নামে লাইবেলের নালিশ করিয়াছেন। মকদ্দমাটী প্রধান তম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে হইবে, আমরা এটী ঈশ্বরকৃত কার্য্য বিবেচনা করিতেছি। যাহা গ্রে সাহেবের গবর্ণমেণ্ট কমিসনদ্বারা প্রকাশিত করিতে ভয় পাইয়াছেন, প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাহা সাব্যস্ত হইবে। গ্রে সাহেবকে অবশ্যই সাক্ষী মানিতে হইবে।

কলিকাতার জষ্টিসেরা রাজধানীর উত্তর বিভাগে ক্লার্ক সাহেবের ড্রেণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, শীঘ্র ইহার ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিবেচনার্থ সভা হইবে। ইতিমধ্যে নগরবাসিগণ আবেদন করিয়াছেন, দক্ষিণ বিভাগে যে ড্রেণ হইয়াছে তাহার পরীক্ষা না করিয়া যেন নুতন ড্রেণ আরম্ভ করা হয় না। এ প্রার্থনা অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ।

ই. ওয়ান পবালক ও পনিয়ন শ্রীবৃদ্ধিকারী দিগের সেকেলে রব পুনর্ব্বার ধরিয়া বলিয়াছেন কয়েক জন ব্যতীত এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী মাত্রেই উৎকোচগ্রাহী। পঞ্জাবে ইহা হইতে পারে কারণ তথায় ইংরাজ কর্ম্মচারিগণই তাঁহাদিগের আদর্শ হইয়াছেন। কিন্তু অন্য অন্য স্থানে ইহার বরং বিপরীত। অচিহ্নিত ধর্ম্মে যত ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গ আছেন ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন উৎকোচগ্রাহী। এক জন অচিহ্নিত কালেক্টর মাসিক ৭০০ টাকা বেতন পান, কিন্তু তাঁহার বাটী ভাড়া ৩০০ টাকা দিতে হয় ৩।৫ টী অশ্ব আছে এবং দুই বৎসরান্তে ইংলণ্ডে গমন করেন। এ ব্যয় কিসে চলে। উৎকোচ সম্বন্ধে তদন্ত করিলে ইউরোপীয়গণ হারিবেন মাত্র।

কলিকাতার প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রাণ্ডন সাহেব ওকালতি করিবেন। তন্নিমিত্ত রবার্টস সাহেব প্রধান মাজিষ্ট্রেট এবং মিলার সাহেব নামক এক জন নুতন বারিষ্টার উত্তর বিভাগের মাজিষ্ট্রেট হইতেছেন। যখন এতদ্দেশীয় ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করিতে পারেন, তখন আপীলহীন মকদ্দমা করিবেন তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু এ পদ কোন এতদ্দেশীয়কে দিলে ভাল হইত না?

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন অবিসিনিয়ার যুদ্ধনির্ব্বাহে ছয় কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইংলণ্ডের লোকেরা ঊর্দ্ধসংখ্য চারিকোটি স্থির করিয়াছেন। ডিসরেলি সাহেব টল টল করিতেছেন। এমত অবস্থায় আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে পাছে দুই কোটি টাকা আমাদিগের স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার বেথুন বালিকা বিদ্যালয়টীকে স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় করিতেছেন। এখানে শিক্ষয়িত্রীগণ বাসস্থানও পাইবেন। আট্চিসন সাহেবের অধীনস্থ হওয়াতে এতদ্দেশীয় কমিটি পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

১২ ই আষাঢ় বুধবার।

ভুটানে পুনর্ব্বার গৃহযুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। সর্দ্দারের এক জনকে দেবরাজ মনোনীত করিয়াছেন। টংসু পেনলো ইহাতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছেন, বর্ষান্তে তিনি অপ্রাপ্তব্যবহার ধর্ম্মরাজকে সমুদায় ভুটানের অধীশ্বর করিবেন। পেনলো ভুটানের নাদিরশাহ হইবার চেষ্টায় আছেন।

যেসকল যাত্রী প্রতিবৎসরান্তে মক্কায় গমন করেন, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার্থ তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ ৯ জন চিকিৎসক আরবে যাইতেছেন, ইহারা স্থানে স্থানে থাকিবেন। এটী উত্তম হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের নিকটে সর্ব্বদা শ্রবণ করি, তুরস্ক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের নিকটে বিস্তর অর্থ শোষণ করেন, আবার দস্যুদিগের অত্যাচারের ত কথা নাই। এ বিষয় সুলতানের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাই গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, কাবুলের নিকটে আজিম খাঁর ৬০০০ মাত্র সৈন্য আছে, কিন্তু গিজনিতে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ১০,০০০ হইতেছে। সিয়ার আলি খাঁ আরোগ্যলাভ করিয়া কান্দাহারে এক দরবার করিবেন। ইহার পর আকুব খাঁ কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবেন। আজিম খাঁর কৃত সন্ধিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। আবদুল রহমন খাঁ কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। আজিম খাঁর অত্যাচার সমান রহিয়াছে। কাবুলস্থিত কতকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিকের নিকট হইতে তিনি বিস্তর টাকা লইয়াছেন।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন, ডাক্তর আত্মারাম সদাশিব জয়কর ইংলণ্ডে গিয়া আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া চিহ্নিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কাশীর কয়েক জন ভদ্রলোক "নাটকসঞ্জীবনী" নামক এক নাট্যাভিনয়ের সভা করিয়াছেন। বাবু শিবপ্রসাদ সভাপতি এবং বাবু ঐশ্বর্য্য নারায়ণ সিংহ সম্পাদক ও বাবু হরিশ্চন্দ্র সিংহ সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। প্রাচীন কালের ন্যায় নাটকের অভিনয় করা ইহাঁদিগের অভিপ্রেত। ক্রমে বাই ও খেমটা নাচের অন্তর্দ্ধান আবশ্যক।

গতকল্য কলিকাতার জষ্টিসেরা আর একটী অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। ক্লার্ক সাহেবের

ড্রেণে যে অপরিমিত টাকা ব্যয় হয়, তাহাতে ইউরোপীয় বিভাগে যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা না করিয়া আর অন্যত্র ড্রেণ করা পরামর্শসিদ্ধ নয়, এটী সকলেরই মত হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় করপ্রদায়ীরা এই নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলেন, ডাক্তর মৌএট এক যুক্তিপূর্ণ পত্র লিখিয়া বলিয়াছিলেন, ড্রেণে বরং লোকের পীড়া আরও অধিক হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় জষ্টিসদিগের সংখ্যা অধিক হওয়াতে কল্য এতদ্দেশীয় সভ্যদিগের কথা অগ্রাহ্য হইয়াছে। কয়েক লক্ষ টাকা পুনর্ব্বার মাটি হইতে চলিল। ইহাতে সপ্রমাণ করিতেছে বর্ত্তমান জষ্টিসসভা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। নগরের লোক বিবেচনায় জষ্টিস মনোনীত না করিলে যে কোন কাজই হইবে না, তাহার অপর প্রমাণ আবশ্যক হইতেছে না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ২০ টাকার নীচের বেতনভোগী যেসকল ভৃত্য স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া দৈবাৎ প্রাণ হারাইবে তাহাদিগের পরিবারবর্গকে পেন্সন দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের হস্তে থাকিবে। এবিষয়ে গবর্ণর জেনরলের সম্মতি লইবার আবশ্যকতা নাই। তবে ছয়মাস পরে এইসকল পেন্সনের এক তালিকা প্রেরণ করিতে হইবে।

বারাসতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট এচ, ক্লার্ক সাহেব দিন দিন প্রজার অধিকতর প্রিয় হইতেছেন। এই সদাশয় কর্ম্মচারী সাধারণের উপকার ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। এ সম্বন্ধে যে কার্য্যে তাঁহার সাহায্যদান আবশ্যক তাহাতে কখন পরাঙমুখ হন না। ক্লার্ক সাহেব গ্রামের মধ্যস্থিত যাবতীয় রাস্তা ও গলি পাকা করিয়াছেন। পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের চুরির যেসকল উপায় আছে, তাহা ইহাঁর নিকটে সফল হয় না। সম্প্রতি দুই এক জন চুরি করিতে গিয়া ধৃত হইয়া উচিত দণ্ড পাইয়াছে। সম্প্রতি আদালতের মোক্তার ও উকীলদিগের নিমিত্ত সহকারী মাজিষ্ট্রেট এক পাকাঘর করিয়া দিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের যে সকল বৃক্ষ ঝড়ে পতিত হয়, তাহা বিক্রয় করিয়া যে টাকা উঠিয়াছে, তদ্দ্বারা গৃহটী নির্ম্মিত হইবে। একটী আইন পুস্তকালয় করিলে ভাল হয়। বারাসতের তরকারী ও মৎস্যের বাজার পূর্ব্বে মাঠে হইত, ক্লার্ক সাহেব আপাততঃ একখানি বৃহৎ আটচালা করিয়া দিয়াছেন; এটীও পাকা করা তাঁহার অভিপ্রেত, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে সম্মত নহেন। এক জন সদাশয় ব্যক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে কত কাজ করিতে পারেন, ক্লার্ক সাহেব তাহার দৃষ্টান্ত।

১৩ ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

প্রসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপক কাপ্তেন ই, আর, আইব্‌স বারাকপুরের লেপ্টনাণ্ট মের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারদোষে লিপ্ত হওয়াতে বারাকপুরের কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে সমর্পণ করিয়াছেন। এ মকদ্দমাটী বড় জাঁকের হইবে বোধ হইতেছে।

বারাকপুর অবধি ঢাকাপর্য্যন্ত আর এক শ্রেণি তার পাতা হইবে।

আমরা একটী ভয়ানক জনরব শ্রবণ করিলাম। জগন্নাথক্ষেত্রের প্রায় ৫০০ যাত্রী জলপ্লাবননিবন্ধন কয়লাঘাটে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গ্রে সাহেব কি ইহার অনুসন্ধান করিবেন? না মিথ্যাকথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন?

চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের বিদায়ের নিয়মাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদায় কার্য্যকালের মধ্যে ছয় বৎসর বিদায় দেওয়া হইবে, অর্থাৎ চারি বৎসরান্তে এক বৎসর বিদায়ের নিয়ম হইয়াছে, কিন্তু প্রথমবার আটবৎসর কাজ না করিলে বিদায় দেওয়া হইবে না। তখন এক কালে দুই বৎসর দেওয়া হইবে। পীড়া হইলে অতিরিক্ত বিদায়ের পক্ষে হানি হইবে না। সিবিলিয়ানেরা যখন এইপ্রকার বিদায় ভোগ করিবেন, তখন অর্দ্ধেক বেতন পাইবেন। তাঁহাদিগের পদও প্রত্যাগমনের পর পাইতে পারিবেন। ইহাভিন্ন চিহ্নিত কর্ম্মচারিমাত্রে ভারতবর্ষে থাকিয়া বৎসরান্তে এক মাসের বিদায় পাইবেন। ইহাতে কার্য্যকালের তিন অংশের একাংশ কর্ম্মচারিগণের বিদায় হইতেছে। এ দেশে ক্রমে যত করবৃদ্ধি হইবে ততই কর্ম্মচারিদিগের সুবিধা হইবে

যোধপুরের উজীর মহম্মদ খাঁ হত হওয়াতে রাজা তদীয় ষষ্ঠবর্ষীয় পুত্রকে মন্ত্রী করিয়াছেন।

অপ্রাপ্ত ব্যবহার কালে প্রতিনিধিদ্বারা কাজ চলিবে। এই দোষেই ত এতদ্দেশীয় রাজ্যসকল ছার খার হইয়াছে।

সিন্ধিয়ান আক্ষেপ করিয়াছেন, তথায় ভয়ানক গ্রীষ্ম হইয়াছে; কোন ব্যক্তি এমত গ্রীষ্ম কখন দেখেন নাই। এক দিবসে ১১ জন ইউরোপীয় সৈনিক সরদিগরমি হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এখানে আমরা গ্রীষ্মনিবন্ধন নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না।

সম্প্রতি মাড়োয়ারের রাজা ভূমির করবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে লোকে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। রাজার বুদ্ধি মার্জ্জিত নহে। গ্রামসমূহের রাস্তাঘাটপ্রভৃতির উন্নতির নিমিত্ত প্রথমতঃ মিউনিসিপাল কর স্থাপন করুন। কর আদায় হইবামাত্র পুলিষের বেতন ইহা হইতে প্রদান করুন। একটা ভার গেল। পরে রাস্তার নিমিত্ত পৃথক্‌ ভূমির কর করুন। তাহার পর বিদ্যাশিক্ষার নামে আবার করগ্রহণ করুন। এক্ষণে যে টাকা আদায় হইতেছে, তাহা লাভের অঙ্কে দাঁড়াইবে।

আহ্নাবাদে জলপ্লাবন হইয়াছে। আসাম জলপরিপূর্ণ। জনরব উঠিয়াছে, মহানদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া কটক প্লাবিত হইয়াছে।

পূর্ণিয়া হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় বৃষ্টিনিবন্ধন বরং উপকার হইয়াছে। শস্যের উত্তম অবস্থা, চাউল সস্তা।

লণ্ডনস্থ পালমাল গেজেট বলেন, "পশ্চিম ভারতবর্ষের (বোম্বাই অঞ্চলের) লোকের শীঘ্র ব্রিটিশ জাতির সাধুতাবিষয়ক মত পরিবর্ত্ত হইবে। বোম্বাই ব্যাঙ্কের দেউলিয়া অবস্থানিবন্ধন তাঁহাদিগের মনে বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে; এক্ষণে গত মেইলে আর এক বিশ্বাসঘাতকতার সমাচার আসিয়াছে। এক জন হিন্দু মৃত্যুকালে কাথিড্রালের অছিদিগের হস্তে কিছু টাকা দিয়া যান। ঐ টাকা বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত দেওয়া হয়। কিন্তু বিদ্যাদান না করিয়া অছিগণ আপনাদিগের গিরজার সংস্কার ও শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। কতকগুলি কম্পিটিশনওয়ালা ও সৈনিক আফিসর জ্ঞান করেন, কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মাচ্ছাদিত ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি যে সে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যেসকল ইংরাজ বোম্বাইয়ে আছেন, তাঁহারাও কি ইহা ভাবিয়াছেন?" কেবল বোম্বাই কেন, ভারতবর্ষস্থ অধিকাংশ ইংরাজকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

১৪ আষাঢ় শুক্রবার।

সম্প্রতি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর রঙ্গপুরের অধস্থ জজ বাবু নরোত্তম মল্লিকের বিষয়ে লিখিয়াছেন, উক্ত কর্ম্মচারী যেপ্রকার বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে চিহ্নিত জজদিগের তুল্য বলা যাইতে পারে। উক্ত জেলায় জজ সম্প্রতি কিছু দিনের নিমিত্ত বিদায় লওয়াতে নরোত্তম বাবু জজের ন্যায় দেওয়ানী মকদ্দমা সকলের বিচার করিয়াছেন। গ্রে সাহেব এই গুণ বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, উপযুক্ত অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগকে সিবিল সার্ব্বিসে গ্রহণ করিবার যে নিয়ম হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহাকে জেলার জজের পদ দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণর জেন

রল এই পত্র ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে প্রেরণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সর জন লরেন্স বলেন, উচ্চস্থিত কর্ম্মচারীদিগের উন্নতির প্রস্তাব মহাসভায় করা হইয়াছে। অতএব গ্রে সাহেবের প্রস্তাব প্রেরণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এ দেশীয় উপযুক্ত কর্ম্মচারীর সিবিলিয়ানদিগের তুল্য পদ হয়, এটী সর জন লরেন্সের ভাল লাগে না।

বর্ত্তমান সপ্তাহে গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন কলিকাতায় চারিজন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতার বণিক সমাজ ভারতবর্ষীয় সভার সহিত একবাক্য হইয়া উত্তর বিভাগে ড্রেণ বন্ধ করিবার নিমিত্ত লেপ্টনন্ট গবর্নরের নিকটে আবেদন করিবেন।

১০ ই আষাঢ় শনিবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জর গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ধর্ম্মসংক্রান্ত রাজনীতির পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উক্ত পত্র বলেন " আমাদিগের রাজনীতিজ্ঞগণ গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়সমূহের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগকে বাইবল শিক্ষা দিতেছেন না বটে। কিন্তু তাঁহাদিগের দত্ত অর্থ হইতে খৃষ্টীয় পুরোহিত ও গিরজাসকলের ব্যয় লইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ যেপ্রকার অধিক টাকা ব্যয় করিয়া ক্রমশঃ গবর্ণমেণ্টের সংস্রবে একটী অথক্ষয়কারী ধর্ম্মসম্প্রদায় করিতেছেন তাহা বিচার ও শাসনপ্রণালীর একান্ত বিরুদ্ধ। অতিশীঘ্র এবিষয় লইয়া তর্ক হইবে এবং গবর্ণমেণ্টকে সাধুতাসহকারে কার্য্য করিতে হইবে "। এদিন অবশ্য আসিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এক্ষণে যথার্থ উপযুক্ত রাজনীতিজ্ঞ নাই।

বাকলপুর অবধি সাগরপর্য্যন্ত এক নূতন রেইলওয়ে হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কলিকাতার ঠিকাগাড়ী রেজিষ্টরি আফিসের যে কেরাণী কয়েক জন গাড়োয়ানকে প্রহার করিয়া তাহাদিগের টিকেট কাড়িয়া লইয়াছিল, তাহার দশ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯২৷৷০—৯৪৸০
৫ ” কোম্পানির	৯৪৸০—৯৫
৫ পব্লিকওয়ার্ক	১০৫৸০—১০৬
৫ ” ঐ	১০৯৸৶—১১০
৫৷৷০ ঐ	১১১৸৶০—১১২

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই জুন। গত রাত্রিতে স্মলেট সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ট নর্থকোট বলিয়াছেন, বোম্বাইস্থিত শাখা বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক উঠাইবার নিমিত্ত অবিলম্বে আজ্ঞা দেওয়া হইবে।

সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবানুসারে সীমার বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ১৫ টী চক্রবাড়ের সীমা অব্যাহত রহিয়াছে।

শীঘ্র রেজিষ্টরি করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিবর্গ এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আগামী ডিসেম্বরের প্রারম্ভে নূতন মহাসভা সমবেত হইবে।

রাজনীতিসংক্রান্ত বিদ্বেষনিবন্ধন রাজকুমার মাইকেলকে বধ করা হয় নাই। আপাততঃ শাসন করিবার নিমিত্ত কয়েক জন নিযুক্ত হইয়াছেন। দেশে শান্তি রহিয়াছে।

সারাওয়াকের ভূতপূর্ব্ব রাজা জেম্স ব্রুকের মৃত্যু হইয়াছে।

১১ ই জুন দিবসের এক টেলিগ্রাফ ওয়াসিংটন হইতে আসিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, সভাপতি মহাসভার সম্মতি অনুসারে রেবার্ড জনসন সাহেবকে ইংলণ্ডস্থিত দূত নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৪ ই জুন। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উন্নতিসাধনার্থ যে কমিটি সর ষ্টাফোর্ট নর্থকোটের দ্বারা নিযুক্ত হন, তাহাদিগের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টের তারিখ গত নবেম্বর হইতেছে। সর বার্টল ফ্রিয়ার ও আরবথনট সাহেব অন্য অন্য সভ্যের বিরুদ্ধ মত দিয়াছেন। রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে, বঙ্গদেশ যেমন আছে সেই প্রকার লেপ্টনন্ট গবর্ণরের অধীনে থাকুক; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় একটী ব্যবস্থাপক সভা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। কলিকাতা রাজধানী থাকুক, এই প্রস্তাবে তাহা বলা হইয়াছে। কমিটি বলেন সিমলাতে মধ্যে মধ্যে রাজধানী লইয়া যাওয়াতে সাধারণের অনুপকার হইতেছে।

আবিসিনিয়া হইতে আগত।

বোম্বাই ১৯ এ জুন। ৯ জুলাই সর রবার্ট নেপিয়র জলা হইতে ইংলণ্ডে গমন করিবেন। যে একটী মাত্র রেজিমেণ্ট এপর্য্যন্ত আবিসিনিয়াতে আছে তাহা ১১ ই জুলাইয়ে জাহাজে আরোহণ করিবে। তুরস্ক সৈন্যগণ বর্ষাকালপর্য্যন্ত দ্রব্য সকলের প্রহরিকার্য্য করিবে। যে জাহাজে সর রবার্ট নেপিয়রের মাগদালাগ্রহণঘটিত পত্রসকল যাইতেছিল, লোহিত সমুদ্রে তাহা চড়ায় বাধাতে পত্রগুলি বিলম্বে পঁহুছিয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই জুন। রাজ্ঞীর বিশেষ আজ্ঞানুসারে থিওডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক জন দূতকে প্রেরণ করা হইয়াছে। সর রবার্ট নেপিয়রের প্রত্যাশিত পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। নবাস্কোশিয়া কানাডার সহিত একত্রিত হইতে অসম্মত হওয়াতে তত্রত্য লোকদিগের অসন্তোষ লইয়া হাউস অব কমন্সে তর্ক হইয়া গিয়াছে। ব্রাইট সাহেব এ বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। আইরিশ রিফরম বিল গ্রাহ্য হইয়াছে, কেবল প্রতিনিধি মনোনীতের স্থানের পুনর্ব্বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সকলের এক মত হয় নাই। এ তর্ক স্থগিত রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পুনর্ব্বার বিবেচনা করিবেন বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীসম্বন্ধীয় বিল ১৫ ই রাত্রিতে পুনর্ব্বার পঠিত হইয়াছে। ও আয়ারটন সাহেব ও কর্ণেল সাইক পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছিলেন।

নূতন রেজিষ্টারি প্রচার বিল দ্বিতীয় বার পঠিত হইয়া সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। রাজ্ঞী চারলস পেরি হবহাউস সাহেবকে কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতি নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রকাশ পাইয়াছে, ষড়যন্ত্র দ্বারা সারবিয়ার রাজকুমার মাইকেলকে বধ করা হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন অনেক লোককে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

১৮ ই জুন। ফরাশী বজেট কমিসনরদিগের রক্ষার প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে শান্তি রক্ষার কথা বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও চীনের ডাকমাসুল বৃদ্ধি করিয়া ফরাশী মহাসভা এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯ এ জুন। গত কল্য সর রবার্ট নেপিয়র সেনাপতি ষ্টাপাবি ও কর্ণেল কামেরণ সুএজে উপনীত হইয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট বলিয়াছেন সর রবার্ট নেপিয়রের অনুরোধানুসারে সৈন্যদিগকে ছয় মাসের ভাতা পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আইরিশ রিফরম বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সভ্য মনোনীত স্থানের পুনর্ব্বন্দোবস্তের ধারাটী গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন।

লণ্ডনের কমন কৌন্সিল সর রবার্ট নেপিয়রকে আপনাদিগের ন্যায় লণ্ডনে স্বত্বস্বাধীনতা ও ২০০ গিনির এক তলবার উপঢৌকন দিতে মনস্থ করিয়াছেন।

চাটার্ড মার্কাণ্টিল ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসে শত করা তিন টাকা লাভপ্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১১ ই জুন। নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্টগণ চোরাই লবণ প্রস্তুত নিবারণার্থ পশ্চালিখিত স্থানে বিশেষ সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেনঃ—

আর, এ, ডি, বিগনেল সাহেব বালেশ্বরে।
সি, ই, এস, ইনিস " কটকে।

১৫ জুন। যতদিন লেপ্টনাণ্ট জে, আর, উইবার্লি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন এচ, এন, হারিস সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

যত দিন জে, এচ, টমসন সাহেব বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন আর, এ, ডি, বিগনেল সাহেব বালেশ্বরের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

যতদিন মেজর ডবলিউ, টি, ফেগান সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন ততদিন ডবলিউ, জে, কিলিব সাহেব হাজারিবাগের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

১৭ ই জুন। ত্রিপুরার মধ্যস্থ জজ মৌলবী আলোয়ার আলি তৃতীয় শ্রেণিস্থ হইবেন।

৮ ই জুন। রাট্রে সাহেব দেবগড় উপবিভাগের অন্তর্গত নলার সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর হইয়া সাঁওতাল পরগনার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। আপাততঃ যতদিন এ, জে ফেজার সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকেন ততদিন রাট্রে সাহেব দেবগড়ে থাকিবেন।

পূর্ণিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ বি, এ, বাখরগঞ্জে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

মুরসিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু কালীচরণ ঘোষ ২৪পরগনায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ইসাক নিয়ন্তর শাসনকার্য্যের পঞ্চম শ্রেণিস্থ হইবেন।

১৯ এ জুন। যতদিন তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বীরেশ্বর পালিত পাবনার অন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২০ এ জুন। যতদিন এ, সি, কাম্বেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন লেপ্টনাণ্ট জে, বটলার আসামের কমিসনরের সহকারী হইবেন।

ই, বেলিউ, মলোনী সাহেব কটকের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজের কার্য্যব্যতীত তত্রত্য প্রতিনিধি কমিসনরী করিবেন।

যতদিন জে, এফ, ষ্টিবন্স সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মৌলবী হামিদুদ্দিন আহম্মদ গয়ার অন্তর্গত নওয়াদা উপবিভাগের ভার পাইয়া সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা হাবড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেনঃ—

বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
" কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
" হরমোহন মুখোপাধ্যায়।
" নন্দগোপাল চন্দ্র।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা পশ্চালিখিত স্থানের সব রেজিষ্ট্রার হইবেন —

জে, ই, বি, জেফ্রি সাহেব বহরমপুরে।
বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় শ্রীহট্টে।
এল, ডাক্ সাহেব মতিহারিতে।
লেপ্টনাণ্ট এচ, জে, পিট শিবসাগরে।
এচ, লটমান জনসন সাহেব কৃষ্ণনগরে।

চারলস মেলার সাহেব কিছুদিনের জন্য কলিকাতার অন্যতর পুলিষ মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

২২ এ জুন। কুচবিহারের কমিসনরের সহকারী বাবু দিননাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২০ এ জুন। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডি, ডবলিউ, এম, টেক্টো সাহেব সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া পাবনা ও বগুড়াতে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

১ লা জুন অবধি নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্টগণ উন্নতিলাভ করিবেনঃ—

প্রথম শ্রেণিতে।

জে, এচ, জনষ্টন সাহেব।
এচ, এন, হারিস ঐ।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

জে, বি, গোড সাহেব "।
এফ, ডসন ঐ।
বি, এস, রবার্টসন ঐ।
এফ, জে, ডিকেন্স ঐ।
এচ, মনরো "।
সি, ই, এস, ইনিস "।
এম, এফ, বির্মিশ "।
এ, নিবেট "।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

এখানে ২৪এ জ্যৈষ্ঠ আরম্ভ হইয়া ৫ ই আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ বাদল তৎকাল দেখা যায় নাই। ইন্দ্রদেব ঐ ১৩।১৪ দিন অবিশ্রান্ত প্রবল ধারে বারি বর্ষণ করিয়াছেন। পৃথিবী জলময় হইয়াছে। এ বাদলে মেদনীপুর অঞ্চলে বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে। কংসাবতী নদীতে ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল। অনেক স্থান ও গ্রাম তাহার প্লাবনে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কত লোকের গৃহ ও কুটীর প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। কত মনুষ্যও ভাসিয়া গিয়াছে। দৃষ্ট হইয়াছে একখানি গৃহের চাল নদীতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার উপর দুই জন মনুষ্য আরূঢ়। তাহারা কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিল। কিন্তু তখন নদীর বেগ অতি প্রচণ্ড। কেহই সাহায্য করিতে পারে নাই। ক্রমশঃ ঐ চাল আসিয়া নদীগর্ভস্থ বাঁদে (খালকোম্পানির এনিকট্) আহত হইল। তাহাতে ঐ চাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। পর ক্ষণেই আর ঐ দুই হতভাগ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া গেল না। গো, মহিষ, হরিন, ভল্লুকপ্রভৃতি অনেক জন্তুকেও নদীতে ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

দৃষ্ট হইয়াছে, এই নগরের নিকটস্থ কয়েকটী গ্রামের উপর দিয়া প্রবলরূপে নদীর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। তত্রত্য লোকসকল বৃক্ষ চাল ইত্যাদি উচ্চ স্থানে আরূঢ়। তাহারা অনবরত চীৎকার ও শঙ্খধ্বনি করিয়া নগরস্থ লোকদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। ঐ সময়ের পর দিন তাহাদের নিকট নৌকা প্রেরিত হইয়া ছিল; কিন্তু কি হইয়াছে বলিতে পারি না।

কংসাবতীর পার্শ্বস্থ অনেক স্থান ও গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়াছে। কিন্তু কত গ্রাম মগ্ন হইয়াছে ও কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, অদ্যাপি বিশেষ বলিতে পারি না শুনিতেছি ২০।২৫

খানি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। ১০। ১৫ খানি গ্রাম একে বারে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। গো-মহিষাদি জন্তুসকল ভাসিয়া গিয়াছে। লোকে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অনেক লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যেসকল ক্ষেত্রে ধান্য বপন করা হইয়াছিল তাহা মগ্ন ও প্লাবিত হইয়াছে।

এই বন্যাতে উলুবেড়িয়ার পথ স্থানে স্থানে মগ্ন হইয়াছিল। কয়েক স্থলে হানা পড়িয়াছে। তাহাতে কয় দিন ডাক বন্ধ ছিল। এক্ষণে অতি কষ্টে ডাক চলিতেছে।

মাঠ ও ক্ষেত্র অতিশয় জলমগ্ন হওয়াতে এবার কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল।

খালকোম্পানি কাঁসাই নদীর বন্যাকে অনেক প্রবল করিয়া দিয়াছেন। স্বীকার করি, যেরূপ বাদল হইয়াছে, অবশ্যই বান হইত। কিন্তু নদীগর্ভে প্রাচীরবৎ বাঁধ (এনিকট) না থাকিলে উপর দিকে কখন এরূপ প্রবল বন্যা হইত না। সত্বর অধিক জল নিঃসৃত হয় না বাঁধ লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হয়। সুতরাং উপরদিকে জল জমিয়া অধিক প্লাবিত হইয়াছে এবং বহু স্থানে তাঁহাদের অসমাপ্ত খাল আছে, সহজেই তন্মধ্যে জল প্রবাহিত হইয়া গ্রাম ও মাঠ ভাসাইয়া দিয়াছে।

খাল কোম্পানি কচ্ছপগতিতে চলিতে-ছেন। ইঁহারা যে খাল শেষ করিয়া দেশের উপকার করিবেন, তাহার বড় অধিক প্রত্যাশা নাই, কিন্তু খালের অনিষ্ট ফল ইহার মধ্যেই ভোগ করিতে হইতেছে। খাল কোম্পানি, কবে শস্যোৎপাদনের সুবিধা করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু এক্ষণে বন্যার বেগ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া শস্য বিনাশ করিতেছেন।

যাহা হউক, বন্যাপীড়িত লোকসকল এক্ষণে নিরাশ্রয় ও নিরন্ন। অত্রত্য হুজুরেরা তাহাদের রক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন উপায় করিতেছেন না। অধিক কথা কি, কোথায় কত ক্ষতি হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বিশেষ তদন্ত হইতেছে না। কোন কোন স্থানের প্রজারা আসিয়া হুজুরদের নিকট আপনাদের গ্রামের দুরবস্থা বর্ণনা ও সাহায্যপ্রার্থনা করিতেছে কিন্তু হুজুরেরা এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতেছেন না।

প্রার্থনা যে গবর্ণমেন্ট এই বন্যাপীড়িত লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই দুর্গত লোকদিগের রক্ষার আর উপায় নাই। রাজপুরুষেরা ত্বরায় সাহায্য করেন এই আমাদের প্রার্থনীয়। জমীদারেরাও যেন এ সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া না থাকেন।

মেদিনীপুর
১২৭৫। ১৪ আষাঢ়। } শ্রীঃ—

৪। ৫ দিবস হইল, অত্রত্য অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ ঘোষ ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদে এক্ষণপর্য্যন্ত কেহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আইসেন নাই। কালী বাবু এক জন মন্দ বিচারক ছিলেন না। এক জন উপযুক্ত লোক তাঁহার পদে নিযুক্ত হন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

কিছু দিন হইল, নূতন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট পিটার্শন সাহেব এখানে আগত হইয়াছেন। যেপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে ইঁহাকে এক জন সুবুদ্ধি সদ্বিচারক বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, কাহারো বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অদ্য দুই মাস যাবৎ অত্রত্য সেখঘাট মিসন ইংরাজী বিদ্যালয়ের মাইনার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদিগের বৃত্তি বন্ধ হইয়া আছে। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কর্ত্তৃপক্ষের স্মরণ রাখা উচিত, কোন কোন বালক কেবল এই বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই অধ্যয়ন করিতেছে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির অভাবে এখানে এক বার ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের কষ্ট এক প্রকার নিবারিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা ওলাউঠারোগেরও শান্তি হইয়াছে।

শ্রীহট্ট
১২৭৫ } শ্রীঃ—

—:•:—

অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবন।

মহাশয়! গত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি অবধি ৪ ঠা আষাঢ় মঙ্গলবারপর্য্যন্ত এই বার দিবস কাল অবিচ্ছিন্ন মুষলধারে বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া এ প্রদেশ জলমগ্ন করিয়া ধান্য সকল একে বারে নষ্ট করিয়াছে। রাস্তা ঘাট, নদী, নালা সব একাকার হইয়া কেবল গমনাগমনের কষ্ট হইয়াছে এরূপ নহে, আহারোপযোগী সমাগ্রীসকল অপ্রাপ্য ও চাউলের দর দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তা মাঠ ঘাট শুষ্ক হইলে পুনরায় ধান্য বপন করিবে ও দ্রব্যাদির মূল্য অল্প হইবে এই আশায় প্রজাগণ জীবিত ছিল কিন্তু গত কল্যের শোচনীয় ঘটনায় সে আশা একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে এবং অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মহাশয়! সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধ ভগ্ন হইয়া এ প্রদেশকে একেবারে জলশায়ী করিয়াছে সমুদায় রাস্তা ও বাঁধ ভগ্ন হইয়াছে। এমন কি মেদনীপুর ডাক বন্ধ হইয়াছে, কলিকাতার ডাকও অতি কষ্টে যাইতেছে। পর্ব্বতাকার বালুকারাশি পতিত হইয়া জনপদ সকলকে এক বারে হতশ্রী করিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! চতুর্দ্দিক দর্শন করিবার মানসে আজি প্রাতে একটী উচ্চ বালুকাময় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া যত দূর দৃষ্টি চলে দেখিলাম। আকাশমণ্ডল ভীম মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর অপার জলরাশিকে আলিঙ্গন করিতেছে ও জলরাশির মধ্যে মধ্যে কেবল মুমূর্ষু মনুষ্য ও গবাদি ভাসমান আছে ও চলৎশক্তি হীন বৃদ্ধ ও কামিনীগণ আপন আপন প্রাণ রক্ষার সহিত আপন আপন শিশুসন্তানদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু প্রবল বেগে বায়ু বাহিত থাকাতে তরঙ্গসকল এত দ্রুত যাইতেছিল যে তাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। ইহা দেখিয়াও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণের কাতর স্বর ও গবাদির করুণ স্বর শ্রবণ করিয়া আমার মনে এক এক বার হইতে লাগিল তরঙ্গ মধ্যে সন্তরণ করিয়া উক্ত লোকসকলকে উদ্ধার করি, কিন্তু আমাদের জীবনাশা এত বলবতী যে মুহূর্ত্তেক মধ্যে আমাকে নিরস্ত করিল। আমি এই উচ্চ স্থানে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান আছি ইত্যবসরে দেখিলাম চারি জন খৃষ্টান ও তিন জন বঙ্গবাসী তিন চারিখানি তরণী লইয়া ঐ সকল লোককে মৃত্যু গ্রাস হইতে মোচন করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলেন। ইহা দেখিয়া আহ্লাদে আমার কলেবর লোমাঞ্চিত হইল ও জগদীশ্বর উঁহাদের প্রাণরক্ষার জন্য উক্ত মহাপুরুষগণকে পাঠাইলেন ভাবিয়া ভক্তিরসে গদ গদ স্বরে তাঁহাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিলাম, তৎপরে দেখিলাম উঁহারা স্বয়ং কর্ণধার ও দাড়ধারীর কার্য্য করিয়া নিম্নস্থিত গ্রামসমূহে গমনপূর্ব্বক বিপন্ন ব্যক্তিগণকে বহন করিয়া আমি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম তথায় রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপ সমস্ত দিবস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অকাতরে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উঁহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধকে কথঞ্চিৎ শান্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এরূপ বান আর কখন তিনি দেখিয়াছিলেন কি না? তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন দেখা দূরে থাক কখন শ্রবণও করেন নাই। এইরূপ তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা করিতেছি এমন সময় দিনমণি অস্তাচল অবলম্বন করিলে নিবিড় অন্ধকার আসিয়া আকাশ মণ্ডল

আরম্ভ করিলে উক্ত মহাপুরুষগণ অগত্যা উক্ত কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়া সকলে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আপণে প্রবেশ করিয়া চাউল ক্রয় করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উক্ত মহাশয় কে ও অন্যান্য মহাশয়েরাই বা কে ইহা জানিবার ইচ্ছায় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন প্রথম ব্যক্তি এখানকার ডিঃ মাজিষ্ট্রর এ, রাট্রে সাহেব অপর তিন জন সাহেবের মধ্যে এক জন তাঁহার ভ্রাতা উলিয়াম রাট্রে অপর দুইজন মধ্যে এক জন এখানকার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ও অপর এখানকার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট; আর তিন জন বঙ্গনিবাসী পুলিস বন্দির প্রধানতম কর্ম্মচারী। ইহাঁদের পরিশ্রম দেখিয়া ইহাদিগকে মনে মনে ধন্য মানিয়া শত শত ধন্যবাদ দিলাম। মাষ্টার উইলিয়ম রাট্রে কোন রাজ পদে নিযুক্ত না থাকিয়াও যে পরোপকার জন্য এত অধিক কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। পর দিবস অপরাহ্নে গিয়া দেখিলাম ডি, মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার ভ্রাতা ঐরূপ নৌকা লইয়া চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতেছেন ও লোক আনিতেছেন সন্ধ্যাকালে স্বয়ং বাজারে গিয়া পূর্ব্বদিনের ন্যায় চাউল লইয়া বিতরণ করিলেন শুনিলাম যত দিন এরূপ থাকিবেক তত দিন ঐরূপ চাউল বিতরণ করিবেন। ইহাতে যে তিনি এদেশের লোকের প্রাণদাতা বলিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি। এক্ষণে আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, এই সকল রাজপুরুষ পদোন্নতির সহিত স্বচ্ছন্দ শরীরে কিছুকাল এদেশে থাকিয়া এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি করুন।

কাঁথি কাঁথি নিবাসী।

—:০:—

অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, এ প্রদেশে বর্ষার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন কি শ্রাবণ মাসের শেষে নদী পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলাশয়সমুহের যেরূপ ভাব লক্ষিত হইয়াথাকে, এ বৎসর জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে না হইতেই সেইরূপ ভাব হলক্ষিত হইতেছে। কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা যে বীজ দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া তাহাদের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে। শস্যক্ষেত্রসমূহ জলরাশিতে পরিপূর্ণ। যে সমস্ত খালদ্বারা গ্রামান্তর্গত জলরাশি নির্গত হইয়া থাকে, তাহা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে। নদীর লবণাম্বু গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, ইহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সকল বাঁধ কিছু দিনের নিমিত্ত কাটাইয়া দিলেই সমস্ত অনিষ্টের মূল আবদ্ধ জলরাশি বহির্গত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রধান প্রতিকারটীর প্রতি কাহারও বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাই না। পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম এই যে, যদ্যপি কোন প্রদেশের আবদ্ধ জলরাশি বহির্গত করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে তত্রত্য জমীদারকে বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে টাকা ডিপাজিট করিয়া দিতে হইবেক এবং এই মর্ম্মে একখানি এগ্রীমেণ্ট রেজিষ্টরি করিয়া দিতে হইবে যে জল বিনির্গত হইয়া গেলে সেই বাঁধ জমীদার নিজ ব্যয়ে পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদের ডিপজিটের টাকা প্রত্যর্পিত হইবেক। কিন্তু জমীদার মহাশয়গণের এরূপ প্রজাহিতৈষিতা, যে তাঁহারা এইরূপ সামান্য অর্থ কিছু দিনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট ডিপজিট রাখিতে অগ্রসর নহেন। আমরা দেখিতেছি, এখানকার ওভরসীয়র মহাশয়ের নিকট সময়ে সময়ে জমীদারের লোকেরা আসিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, "মহাশয়! আমাদের দশ বা দ্বাদশ সহস্র টাকার মৌজা এক বারে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।" তাঁহাদের এইরূপ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া ওভরসীয়ার মহাশয় এরূপ উপদেশ প্রদান করেন যে "আমার নিকট নিয়ম মত এগ্রীমেণ্ট রেজিষ্টরি করিয়া দিয়া টাকা ডিপাজিট করুন; তাহা হইলেই আমি বাঁধ কাটাইবার আদেশ প্রদান করিতেছি। কিন্তু জমীদারের কর্ম্মচারিগণ টাকা ডিপজিট করিতে হইবেক শুনিয়া যে প্রস্থান করেন, আর তাঁহাদের পুনর্দ্দাব দর্শন পাওয়া দুষ্কর। মহাশয় বিবেচনা করুন, প্রজাদিগের স্বচ্ছন্দতা হইলে যাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল, সেই জমীদারেরা কিছু দিবসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ ডিপাজিট করিতে এত শঙ্কিত হন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মনে যে ভরসা আছে যে "শস্য থাকুক, বা না থাকুক; আদালতে ডিক্রী করিয়া প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া খাজনার টাকা আদায় করা যাইবেক।" তাহা ত হইবেই; কিন্তু যে প্রজাগণকে সন্তাননির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, যাহাদের সুখ সৌভাগ্যের উপর তাঁহাদেরও সুখসৌভাগ্য নির্ভর করে তাহারা ত একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইল? হায়! যদি তাঁহারা প্রজাগণের সুখ ও সৌভাগ্যের প্রতি যত্নবান না হন, তবে তাহাদের আর উপায়ান্তর কৈ? ভরসা করি, তাঁহারা এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া শীঘ্রই এই অনিষ্ট নিবারণের উপায়বিধান করিবেন।

—:০:—

বহুবিধ কারণে আমাদিগের দেশের জল বায়ু ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর ও নানাপ্রকার রোগোৎপাদক হইয়া আসিতেছে। অস্মদ্দেশীয় জনগণ মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্যসুখ-সম্ভোগ করেন, বোধকরি এরূপ লোক অতি বিরল। আবার সময়ে সময়ে জ্বর, ওলাউঠাপ্রভৃতি সংঘাতিক সংক্রামক রোগসকল এমত ভীষণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয় যে, তদ্দ্বারা কত শত ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়া কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হয় তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত অসাধ্য। এইরূপে অনেক দেশই প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিতেছে। অশেষবিধ কারণবশতঃ চিরব্যবহৃত নিদান শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসায় রোগোপশম পক্ষে সবিশেষ উপকার দর্শে না. ইহাও আমাদের সামান্য দুর্ভাগ্য নহে। অধুনাতন ইংরাজী শাস্ত্রমত চিকিৎসায় অনেক দেশ ও অনেক লোকের জীবন রক্ষা হইতেছে বটে; কিন্তু এটি অতিশয় অনিশ্চিত শাস্ত্র। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমার স্মরণ হইতেছে হাতুড়িয়া চিকিৎসা নিবারণ জন্য হিন্দুপেট্রিয়টে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবলেখক যদি স্থিরচিত্তে একবার আমাদের দেশের অবস্থা ভাবিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, তিনি কখনই এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতেন না। ভাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রথাটী নূতন কি বহুকাল প্রচলিত? এটী কি কেবল আমাদের দেশে না অন্যান্য সুসভ্য দেশেও প্রচলিত আছে। তিনি হাতুড়িয়াদিগকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাঁহারা প্রশংসাপত্র পান নাই, তাদৃশ চিকিৎসকমাত্রেই হাতুড়িয়া। এটী তাঁহার সামান্য ভ্রম নহে। কেবল প্রশংসাপত্র পাইলেই কি সুচিৎসক হয়? আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি, অপ্রাপ্তপ্রশংসাপত্র অনেক চিকিৎসক প্রাপ্ত প্রশংসাপত্র অনেক

চিকিৎসক অপেক্ষা অনেক বিষয়ে ভাল। প্রাপ্ত প্রশংসাপত্র অনেক মহাত্মা এই মহোপকারী শাস্ত্রটীকে যেন প্রকৃত ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়াছেন। গৃহস্থের অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করেন না; অর্থই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য। বার মাসই সমান দর। বরং সময়ে সময়ে এরূপ মহার্ঘ্য হন, যে ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগকে ডাকিতে পারেন না; সামান্য গৃহস্থের কথাই ত নাই। অপ্রাপ্তপ্রশংসাপত্র চিকিৎসকের মধ্যে অনেকেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পলাভে সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের অনেকেই অনেক উৎকট রোগ আরোগ্য করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশংসাপত্রপ্রাপ্তিজন্য অহঙ্কারটী তাঁহাদের মনে নাই বলিয়াই সকলে তাঁহাদিগকে ডাকিতে শক্ত হন। প্রস্তাবলেখক যাঁহাদিগকে দেশানিষ্ট কারক বলিয়া চিকিৎসায় নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের দ্বারা উপকার হইতেছে কি না, এক্ষণে পাঠকগণ বিবেচনা করুন। আইনদ্বারা হাতুড়িয়া চিকিৎসার নিবারণ হয়, প্রস্তাব লেখক এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যদি হাতুড়িয়া চিকিৎসা নিবারণার্থ তাহা প্রচলিত হয় তাহা হইলে পল্লীগ্রামের অবস্থা কি হইবে? প্রশংসা পত্রপ্রাপ্ত চিকিৎসকই বা কত জন? তাঁহারা কি সর্ব্বত্র তথায় চিকিৎসা করিতে সম্মত হইবেন? প্রস্তাবলেখক যদি পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই স্বীকার করিবেন যে বিশ্বাসই মহৌষধ স্বরূপ। সামান্য জল পড়া, তন্ত্র মন্ত্রদ্বারা এবং তারকেশ্বরপ্রভৃতি পীঠস্থানাদিতে হত্যা দিয়াও ত অনেক ব্যক্তি উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে। বিশ্বাসভিন্ন কি এরূপ হইতে পারে? অতএব আইনদ্বারা হাতুড়িয়া চিকিৎসার নিবারণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, জীবনের প্রতি কি কেবল তাঁহারই মমতা আছে না অন্য কাহারও আছে? যদি থাকে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ভাল চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইবে। তাঁহাকে ইহার নিবারণজন্য এত ক্লেশ পাইতে হইবে কেন? পাঠকগণ এক বার ভাবিয়া দেখুন দেখি ইনি কি ভয়ানক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।।

—:০:—

মহাশয়! এ দিকে ভারী বৃষ্টি হইতেছে। এমন কি অনবরত আজ ১৪ দিন মুষল ধারে বৃষ্টি পাত হইতেছে। এই বৃষ্টি পরে উপকার সাধন করে, করুক, ইহার অনিষ্ট কারিতা আশু বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এ প্রদেশে যে তৃণাবৃত গৃহেরই সংখ্যা অধিক তাহা, বোধ করি, আপনিও জানেন, আর এখানকার অধিবাসীদের এমনি একটা অভ্যাস পাইয়াছে, যে তাহারা আপন আপন গৃহ সংস্কারে বর্ষার প্রাক্কালেই প্রবৃত্ত হয়। বৈশাখী ঝড়ের ক্ষতির আশঙ্কা করিয়া এ বিষয়ে তাহাদিগকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু এ বারে তাহাদিগকে বিষম দায়ে ঠেকিতে হইয়াছে। সেই সংস্কার কার্য্য সংসাধনের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এরূপ সংস্কৃত গৃহ গুলি বর্ষার ঈদৃশ প্রকোপ সহনে একান্ত অশক্ত হইয়াছে। প্রাচীরেরত কথাই নাই, অনেকেরই গৃহ এক বারে ধরাশায়ী হইয়াছে। বৃষ্টি এত অধিক কাল ব্যাপিয়া হইতেছে বলিয়া চাউল এখানে এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে গরিব লোকদিগের ত হইতেই পারে; অনেক সংগতি পন্ন গৃহস্থের ও এত বিবন্ধন যার পর নাই ক্লেশ হইতেছে। অন্যান্য সময়েই কষ্ট পাওয়া সুকঠিন। প্রতি টাকায় ৩। ৩॥ মণ বিক্রীত হয়। আজ কাল এমনি হইয়া দাড়াইয়াছে যে যদিই চাউল কষ্টে সৃষ্টে কোন প্রকারে সংগৃহীত হইতেছে, তাহা কাষ্ঠ অভাবে আর অন্নরূপে পরিণত হইতেছে না। তদবস্থ থাকিয়াই মানুষের আহারীয় হইতেছে। আবার দেখুন, পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাট অপরিস্কার ও জঘন্য বলিয়াই চির প্রসিদ্ধ। এগুলি এখন এমন কর্দ্দম ময় হইয়া উঠিয়াছে, যে গমনাগমন করা যার পর নাই ক্লেশকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বনগ্রামী আবাদ
জিলা বী ভূম
৪ ঠা আষাঢ়
১২৭৫

একান্ত বশম্বদ
শ্রীগো—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামধন ভট্টাচার্য্য	রাজপুর
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে বৈশাখ	৫॥০
„ যদুনাথ মজুমদার	হাটখোলা
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ	৫॥০
„ কান্দীস্কুলের প্রধান শিক্ষক	কান্দী
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ বৈশাখ	১৩
„ " রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়	কান্দী
১২৭৫ আষাঢ় হইতে জ্যৈষ্ঠ	১৩
„ শ্যামাচরণ রায়	শান্তিপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ১৭ জ্যৈষ্ঠ	১৩
„ অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জনাই
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ১৭ জ্যৈষ্ঠ	১৩
রাজনারায়ণ সেন	কলিকাতা
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র	১০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ — ১৯৭ — ৩৫ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫ । ২৪ এ আষাঢ় । ১৮৬৮ । ৬ ই জুলাই { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বহুবাজার প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্রালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র, বিল, রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্রকার কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা সুলভ মূল্যে, অল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি সংশোধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা নানাবিধ নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী নূতন অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা
৯ই আষাঢ়
১২৭৫ } শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।
যন্ত্রাধ্যক্ষ।

—:০:—

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মুখস্থিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বরাণ্ডার উপর বেলুড় গ্রামবাসী অন্যূন ষষ্টিবর্ষীয় নবকান্ত নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান হইলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী
১৮৬৮ সাল
১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:০:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫
সংস্কৃত পুস্তক	
রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	৭॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৵

কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকবিক্রেতা।

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত)	মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত)	”	৫॥০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)		৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। কাব্যপ্রকাশ। চড়ক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান
রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা
ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গাবডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৭ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গাবডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাই তেছে যে অত্র জেলার নীচের লিখিত লোকেল ফণ্ডের কার্য্য সকলের জন্য আগামী ১৫ জুন পর্য্যন্ত গালা বন্দ করা দরের ফর্দ্দ লওয়া যাইবেক ও ঐ দরের ফর্দ্দ সকল উক্ত তারিখে বেলা দুই প্রহরের সময় খোলা যাইবে। উল্লিখিত সমুদায় কার্য্য সন ১৮৬৯ সালের ১৫ মার্চের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইবে।

প্রত্যেক দরের ফর্দ্দের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপাজিট দাখিল করিতে হইবেক। দর গ্রাহ্য না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া যাইবেক ও দরের ফর্দ্দ গ্রাহ্য হইলে যদি দর দেহন্দা আপন দর অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হয় তবে জব্দ করা যাইবেক। প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য স্বতন্ত্র দর ফর্দ্দে লিখিতে হইবেক। এক ফর্দ্দের মধ্যে এক কি ততোধিক রাস্তার দর লেখা যাইতে পারিবেক।

রাস্তার নাম	দৈর্ঘ মাইল	মৃত্তিকার কার্য্য, কিউবিক ফুট হিঃ	সাবাড় ও দুরমুজ	চাপড়া	কাঁচা রাস্তার মেরামৎ মাইল হিঃ	পাকা রাস্তা মেরামৎ মাইল হিঃ	পাকা গাথনি।	প্রাচীন ছোট পুল মেরামৎ মাইল হিঃ	জমাট খোয়া	খোয়া মায় বিছাই	কঙ্কর মায় বিছাই	কাষ্ঠের কার্য্য	যে টাকা মঞ্জুর	মন্তব্য
বর্দ্ধমান হইতে শীউড়ী রাস্তা	২৬	০	০	৫৩০,০০০	২৫	০	০	২৫	০	০	০	০	২১২৪	
কাটওয়া হইতে শিউড়ী রাস্তা	১৬	৬৬১৭-০০	২৬৩৫-০০	১১২৫-৫০	১৬	০	৪০০০	১৬	০	০	০	০	৩৪০০	
বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুর	১৯	৮৭৫৭-৫০	৮৭৫৭-৫৮	০	১৭	০	২১২৪৬	১৭	২০০৩২	৪৩৪০	০	০	৮২৯০	
বর্দ্ধমান হইতে কালনা	৩৬	০	০	০	৩৬	০	০	৩৬	০	১৩৮৫০	০	০	১৭৮৪	
বর্দ্ধমান হইতে বাঁকুড়া	১৬	০	০	০	১৬	০	১৮৩২৫	০	৩১৪৭	০	০	১০১/৩	৩৮০০	
গুস্করা হইতে নিত্যানন্দপুর	১৪	০	০	০	১৪	৮	০	০	০	০	২৬৫০০	০	২৩০০	দুই ধারে কাঁচা-মেরামৎ

☞ অপর বৃত্তান্ত জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে জানিতে পারেন।

এ, জে, আর, বেনব্রীজ মাজিষ্ট্রেট

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য।

—:০:—

স্কেলের ব্যবহার ও জরিপী নকসা প্রস্তুত করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক বিদ্যা ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশদাসের বাগানে ১৮।১৮ নং বাটীতে এবং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহিড়ী।

সোমপ্রকাশ।

২৪ এ আষাঢ় সোমবার।

রেলওয়েদ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়াছে কি না?

রেলওয়েদ্বারা জলপথ বন্ধ হওয়াতে কয়েক বৎসর কাল বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পীড়া হইতেছে, অনেকে এই কথা বলাতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দেন। ভারতবর্ষীয় ও পূর্ব্ব বাঙ্গালার রাজধানী বিভাগ, বর্দ্ধমান, ভাগলপুর ও রাজশাহীর কামসনরগণ, বিভাগীয় মাজিষ্ট্রেট ও কয়েক জন ইঞ্জিনিয়র লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধে এই অনুসন্ধান করেন। কলিকাতা গেজেটে ইহাঁদিগের রপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই একবাক্য হইয়া বলিয়াছেন, রেলওয়ে দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়া পীড়া হয় নাই।

কোন বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে তৎসংক্রান্ত তৎপ্রতিকূল ও অনুকূল যাবতীয় বিষয়ের বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা যুক্তি সিদ্ধ হয়; কিন্তু পূর্ব্বে একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তাহা বলবৎ

করিবার চেষ্টায় প্রমাণসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত বিষয়ের স্বরূপ নিরূপণ একান্ত দুরূহ হয়। কর্মচারিগণ শেষোক্ত কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়া কাজ করিয়াছেন স্পষ্ট বোধ হইতেছে। রেল ওয়েদ্বারা জলপথ বন্ধ হওয়াতে পীড়া আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবধি এরূপ বিশ্বাস ছিলনা; রেলওয়ে কোম্পানিকে নূতন সেতু ও জলপথ করিতে হইলে যে অতিরিক্ত ব্যয়গ্রস্ত হইতে হই বে, তাহাও অনেকের বিবেচনার অবিষয় ছিল না। রেলওয়ের ক্ষতি হইলে যেন আপনাদিগের কোন প্রকার ক্ষতি হইল অনেকের হৃদয়ে এ শঙ্কাও তৎকালে বলবতী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকটে এই প্রশ্ন করা হয়, রেলওয়েদ্বারা জল পথ বন্ধ হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা পীড়ার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়াছে কি না? স্বচক্ষে না দেখিলে প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট প্রায় কেহই স্বচক্ষে সকল স্থান দর্শন করেন নাই। কেহ কেহ দুই একটী স্থান দেখিয়া সমুদায়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কেহ বা নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব বেরূপায় দুই চারি জন লোকের কথা শুনিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বেল সাহেব বলেন, রেলওয়ে হইতে পীড়া হইয়াছে, এ সংস্কার আছে, এমত এক জন লোককেও দর্শন করি নাই। আমরা তাহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু এমত লোককে দেখিতে হইলে নিজের গৃহ হইতে বহির্গত হইতে হয়; দশ জনের সহিত কথোপকথন করিতে হয় এবং দশ স্থান দর্শন করিতে হয়। জাইণ্ট মাজি ষ্ট্রেট ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, জলপথ বন্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন, রেলওয়ের সঙ্গে সঙ্গে পীড়া আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি এক আশ্চর্য্য তর্কপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, কৃষ্ণনগর রেলওয়ের ১১ মাইল দূর স্থিত; এখানকার জল জলঙ্গিতে গিয়া পড়ে। কিন্তু এখানে পীড়া হইয়াছিল। মুড়াগাছার জল গঙ্গায় নিঃসৃত হয়; উহা কৃষ্ণনগরের ১১ মাইল দূরস্থ, এখা নেও পীড়া হইয়াছিল। এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি স্থির করিয়াছেন যে, যদিও রেলওয়ের দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়াছে, তথাপি তাহা পীড়ার কারণ নহে; গবর্ণমেণ্টও ইহা বিশ্বাস করেন; কিন্তু সেদিবস কলিকাতা গেজেটে চিকিৎ সকগণ এই পীড়ার যে রিপোর্ট দিয়া ছেন, তাহাতে ডাক্তর এলিয়ট বলিয়া ছেন, জ্বর সংক্রামক হইয়াছিল। যাঁহারা পীড়িত ব্যক্তির নিকটে থাকিতেন, তাঁহা দিগেরও পীড়া হইয়াছিল। এই মীমাং সানুসারে কি এ কথা বলা যায় না, যে প্রথমতঃ রেলওয়ের নিকটে জ্বর আরম্ভ হইয়া পরে অন্য স্থানে গিয়া পড়িয়াছে? পাণ্ডুয়া ও দ্বারবাসিনীর দৃষ্টান্ত দর্শন কর। কোন্ ব্যক্তি এই সকল স্থান দর্শন করিয়া না বলিবেন, যে জলপথ বন্ধই পীড়ার কারণ? পীড়িত স্থান সকলের গৃহের মেজে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভিজা হইয়াছে এবং আর্দ্র স্থানজ কয়েক প্রকার নূতন উদ্ভিদ জন্মিয়াছে, এ কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? রেল ওয়ে বিল ও মাঠের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বারাকপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গেলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বরুতির বিলের পূর্ব্বাংশের প্রায় সমুদায় গ্রামে পীড়া হয়; কিন্তু পশ্চিমাংশের জল গঙ্গায় ভাঙ্গাতে প্রথম তথায় পীড়া হয় নাই। নদীয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট বলেন, রেলওয়ের পার্শ্ব দিয়া জল ভাঙ্গিয়া থাকে, ইহাতে এই বলা হইয়াছে যে, জলপথ বন্ধ হয় নাই। কিন্তু যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখিতে পাইবেন, রেলও য়ের উভয় পার্শ্বে যেসকল খানা হই য়াছে তথায় বার মাস পচা জল থাকে এবং গ্রীষ্ম কাল না হইলে সকল জল তন্মধ্যে গিয়া পড়ে না। আমরা প্রায় যাবতীয় রিপোর্টে এইপ্রকার কয়েকটী অমূলক তর্ক দেখিতে পাইলাম। কেবল কুমারখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ষ্টিফেন সাহেব সাহসসহকারে প্রকৃত কথা বলি য়াছেন। কিন্তু রাজসাহীর কমিসনর তাঁহার বাক্য অমূলক বলিয়া উপহাস করিয়াছেন।

আমরা বলিতেছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না, কোন কর্মচারীই তাহা করেন নাই। দুই এক স্থান দর্শন করিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে এমন গুরুতর বিষ য়ের মীমাংসা হয় না। কয়েক জন বিবে চক ব্যক্তির উপরে ভার সমর্পণ করা উচিত। তাঁহারা রেলওয়ের উভয় পার্শ্ব স্থিত স্থানসকল দর্শন করুন এবং তত্রত্য লোকদিগকে পূর্ব্বের জলপথের কথা ও তত্রত্য স্থান পূর্ব্বের মত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হউক।

সুবর্ণরেখার বন্যা।

সম্প্রতিকার জলপ্লাবনে দক্ষিণাঞ্চলের লোকের কত কষ্ট ও অনিষ্ট হই য়াছে, এই পত্রখানি পাঠ করিলে সকলে অনায়াসে তাহা জানিতে পারিবেন। বিপদাপন্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের সত্বর সা হায্য দান একান্ত আবশ্যক। অতএব পত্র খানি সত্বর সকলের নয়নপথে পতিত হউক এই অভিপ্রায়ে এই স্থানেই গৃহীত হইল। এখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, পাঠকগণও যে নিতান্ত আকুল হইবেন, তদ্বিষয়ে অণু মাত্র সন্দেহ নাই। যে যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য পত্রপ্রেরক তদ্বিষয় বিস্তা রিত করিয়া লিখিয়াছেন। এই পত্র সে সমুদায় কহিয়া দিবে।

সম্পাদক মহাশয় ! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! প্রজার আর কোন মতেই মঙ্গল দেখিতেছি না। উপর্য্যুপরি বজ্রাঘাতসদৃশ বিপৎপাত হইতেছে ইহাতে কি লোকে তিষ্ঠিতে পারে? বাহাত্তরে ঝড় ; ছিয়াত্তর ও চুয়াত্তরে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ; এই গত কার্ত্তিকের ঝড় ; এ সকলে প্রজাদিগের ধনে প্রাণে যে অশেষ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহার উপর সংপ্রতি এক ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে গত স্নান পূর্ণিমার দিবস (২৪ এ জ্যৈষ্ঠ অবধি ক্রমাগত দশ দিবস কাল অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইয়া এ অঞ্চলের মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর সকলই একবারে জলপূর্ণ হইয়াছিল। গভীর মাঠগুলিতে এত জল দাঁড়াইয়াছিল যে যদি কোন বিদেশীয় হঠাৎ ঐ গুলি দর্শন করিতেন, তিনি সেগুলিকে একটী বৃহৎ স্রোতস্বতী জ্ঞান করিতেন। হায় ! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঐরূপ ভরা মাঠ ও জলপূর্ণ গ্রামের উপর সাক্ষাৎ শমন স্বরূপ তীক্ষ্ণবেগশালী বন্যাবারি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ৪ ঠা আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে এই নিদারুণ ঘটনা হয়, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকের বাঁধ সুবর্ণ রেখা নদীর জলদ্বারা উচ্ছ্বলিত হওয়াতে ঐ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্নিবন্ধন কত গ্রাম যে উৎসন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখনও লোকের গমনাগমন বন্ধ থাকাতে আমরা সকল স্থানের সংবাদ পাই নাই। আমাদের যত দূর জানা আছে তাহাতে বোধ হয় যে বালেশ্বর ও কাঁথির এলাকার বহুতর স্থানের লোক এই বিপদে উৎসন্ন হইয়াছে। আমাদের নিকটবর্ত্তী কোড়দা, কটসাহী, জামকুণ্ডা, ভোগরাই, সাহাবন্দর, নাপোচোর গিমরা, নাপো কামরদ, শিবপুর, করুকচোর, মিরগোদাচোর, কাকড়াচোর বিরকুল ও বালসাহী প্রভৃতি পরগণার লোকদিগের যেসকল বিবরণ আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছে তাহাতে অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকা যায় না অনেক গো মনুষ্য নষ্ট হইয়াছে, বিস্তর গ্রাম একবারে ভাসিয়া গিয়াছে, লোকে গৃহশূন্য, আশ্রয় শূন্য হইয়া বাজি আড়িয়া, বৃক্ষশাখা, কিম্বা ভগ্ন গৃহের চাল অবলম্বন করিয়া হাহাকার করিতেছিল ! নিম্নভাগ জলময়, মস্তকোপরি মেঘাচ্ছন্ন ও বৃষ্টিসম্পাত তাহাতে আবার প্রবল নৈঋতীয় বায়ু শীতে কাঁপাইয়া যে যন্ত্রণা দিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। অহোরাত্র গৃহপতনের দুড় দুড় শব্দ লোকের কোলাহল ও আর্ত্তনাদ, গো মেষাদির দুর্গতি, গৃহ সামগ্রী ও আহারীয় দ্রব্যের অপচয় এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আকুল হইয়াছে। কষ্টের ইয়ত্তা নাই ; দুর্গতির সীমা নাই।

মহাশয় ! এই বর্ষাগমে সকল গৃহস্থই শক্তি অনুসারে আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, ঘরগুলির সংস্কার করিয়া সুখে কালযাপনের উপায় করিয়াছিল, কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্যম সহকারে ক্ষেত্রগুলি বপন করিয়াছিল। হায় ! তাহাদের সকল আশাই নিষ্ফল হইল। চাস গেল, বাস গেল সঞ্চিত সামগ্রী বিলুপ্ত হইল অনেকের গো বৎসবাদিও বিনষ্ট হইল। কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত লোক আত্মীয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার এখনও নিশ্চয় নাই ! ভীষণ বাত্যা ও দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পরেই যে এই করাল কালসদৃশ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর দুর্ব্বলের মস্তকে প্রচণ্ড লগুড়াঘাত, ক্ষীণ শরীরে প্রবল পীড়ার সঞ্চার এবং অত্যুচ্চ স্থান হইতে খঞ্জের হঠাৎ পতন যেরূপ কষ্টদায়ক এই প্রবল বন্যাও লোকের পক্ষে তদ্রূপ ক্লেশকর হইয়াছে। যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদেরত কথাই নাই, যেসকল লোক এক্ষণে জীবিত আছে তাহাদের রক্ষার উপায় কি ? দয়ালু রাজপুরুষদিগের আনুকূল্য ও দেশীয় ভাগ্যবন্ত লোকদিগের সাহায্যব্যতিরেকে অন্য কিছুই উপায় নাই।

সহসা তিনটী কার্য্যের যুগপৎ অনুষ্ঠানদ্বারা লোকের আশ্রয় দান সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম গৃহ নির্ম্মাণজন্য অর্থসাহায্য দান, দ্বিতীয়, চিকিৎসার উপায়বিধান তৃতীয় চাসের সুবিধা করিয়া দেওয়া। এই ঘোরতর বর্ষাকালে যদি লোকে একটু দাঁড়াইবার স্থান না পায়, তাহা হইলে তাহাদের যে কত কষ্ট হইবে তাহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। আর এই বন্যাপীড়িত স্থানগুলিতে যে পীড়াবিশেষের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইবে, এমন আশঙ্কাও উপস্থিত হইতেছে। যখন প্রাণময় নিতান্ত দুর্গন্ধ বায়ু, সকল স্থানই আর্দ্র এবং সকল পুষ্করিণীর জলই সমল, তখন পীড়ার আশঙ্কা করা অযৌক্তিক নহে। দারুণ দুর্ভিক্ষে দেশের অসংখ্য লোক বিনষ্ট হইয়াছে, আবার যদি এই জলপ্লাবন হেতু নিরাশ্রয়ে কালযাপন করিয়া এবং পীড়া হইলে ঔষধ না পাইয়া লোকবিনাশ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে সাতিশয় শোকের বিষয় হইবে। অতএব দয়ালু রাজপুরুষগণ ও স্বদেশহিতৈষী মহোদয়েরা একমত হইয়া উপস্থিত বিপদের নিবারণ ও প্রজার অবস্থা গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া কতক রাজসাহায্য সংগ্রহ করুন। আমাদের দয়ালু লেপ্টনান্ট গবর্ণর প্রজাক্ষয়নিবারণজন্য প্রজাদত্ত করের কিয়দংশ রাজকোষ হইতে প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই। আর এক সভা করিয়া কতক চাঁদা সংগৃহীত হউক। রাজদত্ত সাহায্য ও চাঁদালব্ধ ধন এই উভয় প্রকারে যাহা আয় হইবে, তদ্দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হউক। প্রতি থানার এলাকায় অন্ততঃ চারিজন করিয়া মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্র ঔষধ সম্বলিত রাখিলে অনেক উপকার হইতে পারে। তৃতীয় কার্য্যে অর্থাৎ চাসের সুবিধা করিয়া দেওয়ার উপায় এই যে, যদ কল সুইসগুলির কপাট খুলিয়া দিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া এবং যে যে স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তৎসমুদায়ের সংস্কার করিয়া দেওয়া। সত্য বটে এখন সকল বাঁধের সংলগ্ন স্থানই জলে নিমগ্ন আছে, সুতরাং মৃত্তিকার অভাবে সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইবে, কিন্তু বোধ হয়, কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক উচ্চ স্থান হইতে মৃত্তিকা আনয়ন করিলে চলিতে পারে। যখন এক বৃহৎ প্রদেশের আবাদ রক্ষা করা হইতেছে, তখন কিঞ্চিৎ অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া সমুদায় বাঁধসংস্কার কার্য্যে নিরস্ত থাকা কোন মতেই উচিত নহে। এখনো চাসের দিন

গত হয় নাই। যদিও উক্ত বীজ বিনষ্ট হইয়াছে বটে কিন্তু রোপণের দিন গত হয় নাই। জল হ্রাস হইলে রোপণকরা ভূমির আবাদ হইতে পারে। পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের কর্তৃপক্ষেরা (একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র ও ওবরসিয়র) প্রভৃতি যদি আবশ্যকমত স্লুযের কপাট উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপের ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দেন এবং বাঁধের ভগ্নস্থান গুলি সারাইয়া দেন তাহা হইলে আবাদের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয় সন্দেহ নাই। আমরা জানি চাপরাশিরা অর্থলোভে যথাকালে নির্দ্দিষ্ট কপাট তুলিয়া দেয় না, কিছু কিছু বন্দোবস্ত পাইলে কপাট তুলিয়া দেয়। এ বৎসর যেন সেরূপ না হইতে পারে। সকল ভাগ্যবন্ত লোকদিগের এবং সম্পন্ন জমীদারগণের কর্ত্তব্য তাঁহারা প্রজাকে বীজ ধান্য ও ধান্য বাড়ি দিয়া আবাদের সাহায্য করেন। এরূপ হইলে তৃতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

উপরি লিখিত তিনিটি কার্য্য সত্বর অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বর্ণিত বিপদ সামান্য না উহাতে ক্ষতি অল্প পরিমিত নহে। প্রত্যুত বিপদ পরম্পরায় অনতিকালপরেই সংঘটিত হওয়াতে উহার তীক্ষ্ণতা প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। বিনা সাহায্যে যে প্রজাগণ গৃহনির্ম্মাণ শস্যরক্ষা এবং কৃষিকার্য্য করিতে পারে এরূপ বোধ হয় না।

উপসংহারকালে আমরা আর একটী বিষয়ে দক্ষিণ প্রদেশের রাজপুরুষদিগের বিশেষ মনোযোগ প্রদানের প্রার্থনা করিতেছি। সাগরী মেলোপলক্ষে গঙ্গাস্নানার্থী হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বহুতর যাত্রী দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। বোধ হয় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। পথিমধ্যে অনেকে জলপ্লাবনে পতিত হইয়া থাকিবে. ঐসকল যাত্রীর কি হইয়াছে? কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে? যাহারা জীবিত আছে তাহারা আহারাদি পাইতেছে কিনা? এগুলি সত্বরে অনুসন্ধান করা রাজপুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই জিলার ঘাটাল হইতে এক ব্যক্তি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এই স্থানে প্রকাশ করা হইতেছে।

মহাশয়! সম্প্রতিকার জলপ্লাবনে ঘাটালের যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণন করা সাধ্য নয়। তথাপি কিঞ্চিৎ জানাইতেছি সাধারণের গোচর করায় যদি কিছু সুবিধা হয় করিতে আজ্ঞা হইবে।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে অত্রত্য শীলাবতী নদীর জল এরূপ বৃদ্ধি হয় যে ২ রা সোমবার উভয়কূল উন্মূলিয়া উঠে। দক্ষিণতটস্থ রবট ওয়াটশন কোম্পানির বাড়ীর উপর দিয়া প্রবলবেগে বারি প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। কর্ম্মাধ্যক্ষ টরণবুল সাহেব মহোদয় তন্নিবারণের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে জল বাড়িতে লাগিল। তিনি ভয়ে কুঠিতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ডাউলিয়ায় আরোহণ করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ৩ রা মঙ্গলবার রাত্রি দশটার পর ঘাটাল সরকেলের বাঁধে হঠাৎ এক হানা পড়িল। মুহূর্ত্তেকমধ্যে মহাভীষণশব্দে একবারেই ৫।৬ ফুট জল বাড়িয়া উঠিল। সকলেই স্ব স্ব জীবন রক্ষার্থে ব্যস্ত সমস্ত হইলেন; কেহ কাহার বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন না। অনেকের ঘর ভাসিয়া গেল; অনেকে পতিত ঘরের চালের উপর, কেহ কেহ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিল। কেবল ইষ্টকালয়গুলি বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমেই পুলিষ ষ্টেশন পতিত হয়, পরে মুন্সেফী কাছারিতে জল প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকেও ভগ্নপ্রায় করে। বিশেষ অনুতাপের বিষয় এই যে উক্ত নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তি গবর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত বঙ্গবিদ্যালয়টীর সম্মুখে এক দীর্ঘ হানা পতিত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। অত্রত্য সুপরভাইজার বাবু মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় অনেক যত্ন ও পরিশ্রম এবং বিস্তর ব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক এই বিদ্যালয়টী করিয়াছিলেন। এখন আর কে তাদৃশ সাহায্য করিবে? এক্ষণে আমাদিগের অধিকাংশ অধিবাসী নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়াছেন।

গত ৪ ঠা আষাঢ় বুধবার ও ৫ ই বৃহস্পতিবারের কথা স্মরণ হইলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। কেবল পরমায়ুবলে সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। একে বন্যাবারির প্রবল বেগ গৃহের চাল ও বৃক্ষের শাখা ভরসা; তাহার উপর পুনঃ পুনঃ মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ, বিবেচনা করুন সে সময় লোকের কিপর্য্যন্ত দুর্গতি না হইয়াছিল? সেই হানা, প্রখর স্রোতের কল কল ধ্বনি, মৃন্ময় গৃহ পতনের হুড় হুড় দুদ্দাড় শব্দ, বাত্যা সহকারে বৃষ্টিধারাবর্ষণের শন শন শব্দ ভেদ করিয়াও চতুর্দ্দিকস্থ গৃহস্থগণের রোদন ধ্বনি কর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তখন তিমিরাচ্ছন্ন গভীর যামিনী, রাজপথের উপর ৬।৭ ফুট জল কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল; সম্মুখে গো মনুষ্য কত ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়াও কেহ কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারে নাই। ইহার পর শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে? আমরা কতকগুলি লোক গৃহোপকরণ দ্রব্যাদির আশা ছাড়িয়া কেবল পরিজনগণকেই লইয়া রেশমকুটীর ছাদের উপর আশ্রয় লইয়াছিলাম। এখনও আমরা সকল স্থানের সম্বাদ জানিতে পারি নাই। কত লোকে যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আমরা নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারি না। যাহা হউক, একটা কথার উল্লেখ করা অতিশয় আবশ্যক হইতেছে। অত্রত্য পুলিস দারোগা ও ট্যাক্স দারোগা এবং ডাক্তর বাবু ইহাঁরা আপনাদের পরিবার লইয়া সেই দুর্ব্বার বিপদাপন্ন হইয়াও অন্যান্য বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি যত দূর শক্তি সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। উহাঁরা অনেককে পানশী করিয়া আনিয়া কুটীর ছাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকেরই জীবন রক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে যদিও জল অনেক কমিয়াছে; কিন্তু যেসকল লোকের ঘর পতিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের গত্যন্তর নাই। বিশেষতঃ যেসকল ঘর পতিত হয় নাই, সেগুলি অতিশয় ভয়ানক হইয়া আছে। তথায় প্রবেশ করিতে সাহস হয় না। আমাদিগের চাষ বাস সকলই

উৎপন্ন হইল। যেরূপ বিস্তীর্ণ ও গভীর খানা হইয়াছে, সহসা তাহার বন্ধন হইবার প্রত্যাশা নাই। সুতরাং নদীতে বন্যা হইলে এ পথ না হউক পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

—•—

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের
সংশোধন বিল।

রিবার্ট টমসন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনঘটিত মকদ্দমাসকল কালেক্টর দিগের হস্ত হইতে দেওয়ানী বিচারপতি গণের হস্তে দিবার যে বিল অর্পণ করিয়াছেন, তাহার পাণ্ডুলেখ্য কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন ১০ আইনসংক্রান্ত মকদ্দমাসকলে আইনের যেপ্রকার সূক্ষ্ম প্রশ্ন উঠে তাহা অশিক্ষিত শাসনকার্য্যের কর্ম্মচারিদ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। যেসকল উকীল কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরের নিকটে এই সকল সূক্ষ্ম প্রশ্নের তর্ক করেন, তাঁহারাই জানেন, তুলার উপরে খড়্গাঘাত করিবার ন্যায় অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদিগের আঘাত বৃথা হইয়া পড়ে। বিচারপতি নিজে কিছুই বুঝিতে পারেন না; যে সে প্রকার একটী মীমাংসা করেন এবং লোকের অনর্থক ব্যয় ও আপীল আদালতের অনর্থক পরিশ্রম হয়। কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরদিগকে এই মকদ্দমার জন্য এত পরিশ্রম করিতে হয় যে তাঁহারা আপন আপন বিভাগের অবস্থা সকল জানিতে পারেন না। এক রসুম সম্বন্ধে যে সুবিধা ছিল, নূতন ষ্টাম্প আইনে তাহা দূর করিয়াছে। অতএব শাসনকার্য্যের কর্ম্মচারীদিগের বৃথা শ্রম বন্ধ করিয়া শিক্ষিত বিচারপতিদিগের হস্তে করসংক্রান্ত মকদ্দমার ভার দেওয়া যে অতিশয় আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু টমসন সাহেবের বিলে কতক গুলি যুক্তিবিরুদ্ধ প্রস্তাব আছে। বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, প্রস্তাবিত আইন কেবল তৎপ্রতি বর্ত্তিতেছে। আমরা ইহার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। পঞ্চান্ন গ্রামে গবর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন নাই; এখানকার করসম্বন্ধীয় মকদ্দমা কি কালেক্টরগণ করিবেন? কর সংক্রান্ত যাবতীয় মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের হস্তে দেওয়া উচিত; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হউক আর না হউক, তাহাতে কি ক্ষতি আছে? উৎকলের প্রজা ও জমীদারদিগকে কি জন্য বঙ্গদেশের ঐ শ্রেণির লোকদিগের ন্যায় সুবিধা দেওয়া না হইবে? এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ২৪ পরগণার করসম্বন্ধীয় কোন বিচার করিবেন না; ইহা তিনি জানিবেনও না; কিন্তু উৎকলে বদলী হইলে তাঁহাকে এই বিচার করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা কি সাধারণ অনিষ্ট হইবে না? কোন কোন স্থলে কর আদায়ের নালীশ ছোট আদালতে হইয়া থাকে; এটী বন্ধ করা যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনের বিধি অনুসারে কর সংক্রান্ত মকদ্দমার বিচারের প্রতি ও কাহার আপত্তি নাই। করবৃদ্ধির নালীশের সময় বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষপর্য্যন্ত করিবার ধারাটীও যুক্তিসিদ্ধ। জমীদারের দপ্তরে নাম খারিজ করিতে গেলে তিনি অসম্মত হইলে আদালত তাহা করিতে বাধিত করিবেন, এটীও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু গমস্তার বিরুদ্ধে হিসাবের নালীশের সময় কর্ম্ম ত্যাগের এক বৎসরপর্য্যন্ত করা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই; অন্ততঃ তিন বৎসর করা উচিত হইতেছে। টমসন সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, পত্তনী দরপত্তনীপ্রভৃতির বাকী খাজনার নালীশ হইলে প্রত্যর্থীকে বিচারের পূর্ব্বে জেলে দেওয়া হইবে না; কিন্তু জমী স্বত্ব ও গাঁতির পক্ষে ইহা হয় নাই। আমরা এই প্রভেদের কোন কারণ দেখিতে পাইলাম না। যেসকল জমা হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তাহার করের জন্য অগ্রে তাহা বিক্রীত হইবে, পরে প্রত্যর্থীর অন্য সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াও যদি টাকা আদায় না হয়, তবেই তাঁহাকে জেলে দেওয়া হইবে এটী সাধারণ নিয়ম করা উচিত। কোন নিম্নতর জমার কোন অংশী আপনার অংশের বাকী করের নিমিত্ত সমুদায় জমা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ প্রত্যর্থী অন্য অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হইবে, পরে সমুদায় জমা বিক্রীত হইতে পারিবে। এটী উত্তম হইয়াছে। কিন্তু এক বিষয়ে আমরা একটী বিশেষ অন্যায় বিধি দেখিতেছি। ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনে স্থির করা হয়, জমীদার কর না লইলে প্রজা কালেক্টরের নিকটে কর দিয়া রাজস্ব লইতে পারিবে। টমসন সাহেব এই রসিদ দানের ভার কেবল প্রধান সদর আমীনের (ইহাঁরা না এক্ষণে অধস্থ জজ বলিয়া বিখ্যাত) উপরে দিতেছেন; যেমন কর, এক ব্যক্তি সাতক্ষীরাতে জমীদারকে এক টাকা বার্ষিক কর দেয়। জমীদার তাহাকে জমা করিবার নিমিত্ত কর লইতেছেন না। এক্ষণে সমুদায় ২৪ পরগণার মধ্যে কেবল আলিপুরে অধস্থ জজ আছেন। সাতক্ষীরা আলিপুর হইতে দুই দিনের পথ। কর না দিলে জমীদার এ ব্যক্তির নামে স্থানীয় মুন্সেফের নিকটে নালীশ করিতে পারেন; কিন্তু জমীদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর না লইলে এ ব্যক্তিকে পাঁচ দিন নিজের ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দশ টাকা নৌকা ভাড়া দিয়া আলিপুরে একটী টাকা দিতে আসিতে হইবে!! ...

প্রস্তাব করিতেছি, এই বিষয়ের ভার কালেক্টর ও উপবিভাগের ডেপুটী কালেক্টরের হস্তে রাখা কর্ত্তব্য। স্থানীয় মুন্সেফ দিগের হস্তে দেওয়াও উচিত নহে। মুন্সেফগণের নিকটে অধিক টাকা জমা হইলে প্রহরী রাখিবার প্রয়োজন হইবে। এ ব্যয়ের আবশ্যক কি? কালেক্টরদিগের হস্তে ট্রেজুরির ভার আছে; রসিদ দিতে করলইবার ভার তাঁহাদিগের হস্তে রাখিবার কোন আপত্তি নাই। দেওয়ানী আদালত এই রসিদ মান্য করিবেন, এই ব্যবস্থা করিলে সকল দিক রক্ষা পাইবে। যখন কোন স্বত্ব লইয়া বিচার হইতেছে না, তখন কালেক্টরের হস্তে এ ক্ষমতা রাখাতে কোন ক্ষতি নাই। ব্যক্তি বিশেষের ও সাধারণের স্বার্থ রক্ষার কারণ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রত্যেক মুন্সেফের আদালতে পৃথক পৃথক ট্রেজুরি করা যাইতে পারে না। কেবল অধঃস্থ জজ রসিদ দাতা হইলে দরিদ্রের কষ্টের সীমা থাকিবে না। অন্য অন্য ধারাগুলির প্রতি বোধ হয় অল্পই আপত্তি হইবে। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের আমীনদিগের বিষয়ের বিধিগুলি ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমীন আছেন, উঁহাদিগের শতকরা ৯১ জন মূর্খ ও উৎকোচগ্রাহী। সময় পাইলে ইহাঁরা সকল কাজ করিতে পারেন; নিরিখ স্থির করিবার সময় যাঁহারা আমীনদিগের সহিত ব্যবহার করেন, তাঁহারা ইহাঁদিগের চরিত্রের কথা বলিতে পারেন। আমীনদিগকে আইন জানিতে হইবে। জজআদালতের উকীল হইতেই আমিন ভাল হয় অন্ততঃ এই বিধি করা উচিত। যাঁহারা ইংরাজী না জানিবেন ও নিম্ন শ্রেণির ওকালতির প্রশংসাপত্র না রাখিবেন, তাঁহাদিগকে আমীন করা হইবে না। ইহাঁদিগকে পর্য্যাপ্ত বেতন প্রদান কর; ইহাঁরা যে স্থানে যাইবেন মাইল ধরিয়া পাথেয় পাইবেন। এক্ষণে বারবরদারি বলিয়া যে টাকা লওয়া হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন উপযুক্ত লোককে ২০।২৫ টাকা পর্য্যন্তের বাকী খাজনা আদায়ের মকদ্দমা করিবার ভার দিলেও ক্ষতি হইবে না। যাহা হউক বর্ত্তমান শোণিতশোষক জলোকাদিগকে দূরীভূত করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইতেছে।

আমরা এ স্থলে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি। করবৃদ্ধিঘটিত যত মকদ্দমা হইতেছে, তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থলে বাস্তুর উপরে কর হইতেছে ১৮৫৯ অব্দের ৩ ধারাতে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সাধারণ মত ধরিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ করা যদি কর্ত্তব্য বোধ হয়, তবে বাস্তুর প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই জানেন, এদেশের লোকেরা পুত্র শোক অপেক্ষা বাস্তুহীন হওয়া অধিক কোভের বিষয় জ্ঞান করেন ১৮৫৯ অব্দে ১১ আইনের ৩১ ধারাতে কতক সুবিধা আছে, কিন্তু তাহা এত অনিশ্চিত যে আদালতসমূহ প্রায় তাহার উপরে নির্ভর করেন না। আমরা এ স্থলে প্রস্তাব করিতেছি, যে স্থানে উদ্যান, পুষ্করিণী, বাটী হইবে তাহায় যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত এক হারে কর আদায় হয়, তবে জমীদার আর করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই বিধি না থাকাতে যেসকল অনিষ্ট হইতেছে, আমরা তাহার কতক গুলি শোচনীয় উদাহরণ দর্শন করিয়াছি। সাধারণ সম্পত্তির মূল্য যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এ স্থলে জমীদার দিগের অনুরোধ রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন রাখে না। সদাশয় জমীদারগণও প্রায় বাস্তুর উপরে আক্রমণ করেন না। তথাপি অত্যাচারকারীদিগের সংখ্যা যখন অল্প নহে তখন প্রজার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অবশ্যকর্ত্তব্য হইতেছে।

—ঃ০ঃ—

এডুকেশন গেজেট পত্রিকা ও তাহার গ্রাহকগণ।

বাবু প্যারীচরণ সরকার ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার ত বৈধব্যদশা উপস্থিত। বিদ্যাসাগরের কল্যাণে আজি কালি বিধবা বিবাহের দ্বার রুদ্ধ নাই। অনেকে নাকি এই বিধবার পাণিগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছেন। ইনি রাজপালিতা; যৌতুকের লোভ আছে। আমরা শুনিলাম যাঁহাদিগের বিধবাবিবাহে অন্তরিক দ্বেষ আছে তাঁহাদিগেরও কেহ কেহ লোভে পড়িয়া বরদলে মিশিয়াছেন। সচরাচর দেখা যায়, পরিণয়সম্পর্কে যে স্থলে অর্থ সম্বন্ধ থাকে, কন্যা ও বরের গুণ দোষ বিচার যুক্ত হয় না। অতএব ইহার কি দোষ আছে, প্যারী বাবু কেন ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন পরিণামেই বা কি ইষ্টানিষ্ট হইবে, বরেরা যে, সে সকল বিবেচনা করিবেন এবং পরিত্যাগকারীর সহিত সমস্থাশমুখত্ব ও সমজ্ঞান তা প্রকাশ করিবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে। আমরাও যদি এ সময়ে কোন হিত কথা বলি, তাহা যে গ্রাহ্য হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। তথাপি আমাদিগের কর্ত্তব্য, কাহাকে জলে ও অনলে পতনোন্মুখ দেখিলে সাবধান করিতে হয়। এই পত্রিকার পাণিগ্রহণ করিলে "ঘর জামাই" হইয়া থাকিতে হইবে। "ঘর জামাই" কাহাকে বলে বরেরা কি তাহা জানেন? তাহার কি দুর্দশা হয়, তাহা কি তাঁহারা বুঝেন। আমরা চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া ত এই বুঝাই। দিলাম, ইহাতেও যদি তাঁহারা না বুঝেন, আমরা নিরুপায়।

যাহা হউক, শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ড

হওয়াতে অনেককে আমরা চিনিলাম। বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রেসাহেবকে চিনা হইল, প্যারী বাবুকে চিনা হইল আর যাঁহারা এডুকেশন গেজেট পত্রিকার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও চিনা হইল। অর্থিগণ! তোমারা কি কেবল মুখসর্ব্বস্ব? মুখেই যত তোমাদিগের সদগুণের পরিচয় দান! মুখেই তোমাদিগের স্বদেশানুরাগ! মুখেই তোমাদিগের স্বাধীনতাপ্রিয়তা! কার্য্যকালে সমুদায় গভস্রাবে গেল। তোমাদিগের গর্ব্ব কেবল বাগ্জালসার হইল! অর্থই এত প্রিয় হইল মানমর্য্যাদা সমুদায়ই কি অর্থ? প্যারী বাবু! তুমি যদি এই ... বরের নিকটে মনস্বিতা, তেজস্বিতা ও স্বকর্ত্তব্যজ্ঞতা শিখিতে, তোমার এ নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রকাশ হইত না। শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে তোমার যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, তুমি সেইরূপ লিখিয়াছিলে, গ্রেসাহেব তদর্থে তোমার উপরে কোপপ্রকাশ করিলেন, তুমি যে ভীত হইলে না, তুমি যে অনায়াসে অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিলে, এটী তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়মাত্র! আমরা যদি হইতাম, কখনই ৩০০ টাকা পরিত্যাগ করিতাম না। গ্রেসাহেবের চিঠি বাহির হইতে না হইতে গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কাজ সারিয়া লইতাম; ঘুণাক্ষরে কেহ জানিতে পারিতেন না। প্যারী বাবু! তুমি এত বড় হইলে আজিও চতুরতা শিখিলে না, অথচ লোকে জানিতে পারিলেই বা ক্ষতি কি? একটী কথা বলিলে যদি টাকা গুলি রহিয়া যায়, বলাতে হানি কি? টাকাতেই মান সম্ভ্রম! বিদ্যাসাগরের একটী কথা রক্ষা হয় নাই, বলিয়া তিনি কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়া যেমন ঠকিয়াছেন, তুমিও তেমনি ঠকিলে; বুঝিতে পারিলে না।

জ্বলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাক্রমতি ভস্মনাং জনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ সুখমুজ্‌ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ।

কেহ জ্বলন্ত অগ্নিতে পদক্ষেপ করে না, ভস্মরাশিকে অনায়াসে পদদ্বারা মর্দ্দন করে। এই হেতু মানী ব্যক্তিরা অনায়াসে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি তেজ ত্যাগ করেন না।

এ সকল গোঁয়ারের কথা; চতুরের কথা নয়।

নূতন পুস্তক।

১। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষার পুস্তকের অর্থ। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীদিগের সবিশেষ উপকারলাভের সম্ভাবনা আছে। ইহাতে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রকৃত অর্থ কঠিন পদ ও বাক্যের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ভূগোলপ্রভৃতি সংক্রান্ত নানা প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে।

২। কুসুমকুমারী নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকালী ঘোষ সেক্সপিয়ারের সিম্বেলিনের গল্প অবলম্বন করিয়া এখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। লেখা মন্দ হয় নাই।

৩। উত্তরপাড়ার যুবকদিগের সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক রিপোর্ট। যুবকেরা যেপ্রকার বিষয়সকলের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, সভার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। আমাদিগের আর একটী আনন্দের বিষয় এই, এ সভাটী জলবিম্বের ন্যায় উত্থিত হইয়া অবিলম্বে লীন হয় নাই। এটীও সভার উন্নতিসূচক।

৪। ছন্দোমালা প্রথম ভাগ। কলিকাতার নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে উদাহরণ সহিত ৭৯ টী ছন্দের লক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ছন্দোমঞ্জরী হইতে কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দেরও লক্ষণ অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছন্দোজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এখানি উপকারী হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যেসমস্ত সংস্কৃত ছন্দ চলিত নহে সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত না করিলে ভাল হইত। শ্রীপ্রভৃতি কয়েকটী ছন্দের সংস্কৃতেও বিরল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। নীতিপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় দুই ভাগ। নীতিবিষয়ক বিষয় লইয়া এখানি পদ্যে রচিত হইয়াছে। বহুবাজার বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু জয়নাথ দাস ইহার রচনাকর্ত্তা।

৬। নীতি সন্দর্ভ। এখানিও নীতিবিষয় লইয়া দুই ভাগে পদ্যে রচিত হইয়াছে। ইহারও রচয়িতা বাবু জয়নাথ দাস।

বিবিধসংবাদ।

১৭ই আষাঢ় সোমবার।

আমরা চাপমান সাহেবের একটী ভ্রমের বিষয় অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। নাগর দ্বীপের জমীদার বাবু প্রসন্নদাস মল্লিক বন্দোবস্ত করিয়া [illegible] অনেকগুলি বাঁধ করিয়াছেন। তিনি তিনবৎসরকাল দরিদ্র প্রজাদিগকে আহার দিতেছেন; অথচ এই তিন বৎসরের মধ্যে এক পয়সাও কাহারও অনাদায় হয় নাই। এ [illegible] না করিয়া চাপমান সাহেব বলিয়াছেন, প্রসন্নদাস মল্লিকের ভূমিতে সম্বরেরা যেরূপ হয়, তাহাতে তাঁহার বিস্তর লাভ হইয়া থাকে, যদিও কর আদায় হয় নাই, তথাপি গাত্রীদিগের দত্ত করে তাঁহার ক্ষতি পূরণ হইয়াছে। কিন্তু প্রসন্নদাস মল্লিকের ভূমিতে বাস্তবিক মেলা হয় না এবং তদ্দ্বারা তাঁহার এক পয়সাও লাভ নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি

সর উইলিয়ম মুরের স্ত্রী লেডি মুর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বালিকাবিদ্যালয়স্থাপনে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছেন। এলাহাবাদের বাবু নীলকমল মিত্র এবিষয়ে তাঁহার যথোচিত সাহায্য করিতেছেন। জেনরল ইউরোপীয় স্ত্রীলোক এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কালনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হ্যালেট সাহেবের স্ত্রী এ বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন। রেবেরেণ্ড লুইস সাহেবের স্ত্রী নিজব্যয়ে অনেক অন্তঃপুরে বিদ্যা ও সভ্যতার আলোক বিকিরণচেষ্টা করিতেছেন।

এতদ্দেশীয় সর্দারগণের অনেককে দেওয়ানী আদালতে যাইতে হয় না। এজন্য পবলিক ওপিনিয়ন অতিশয় আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আইনের সম্মুখে সকলকে সমান করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, এদেশে বিষয় বিষয়ে আইনের সম্মুখে সকলেই সমান?

উক্ত পত্র কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন রুশীয় সম্রাট সিয়াবআলি খাঁকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া এক দূত প্রেরণ করিয়াছেন। পারস্যের ন্যায় তিনি রুশীয়ার সহিত ও সন্ধি করেন সম্রাটের এই ইচ্ছা। সিয়াবআলি সম্মত হইয়াছেন। একদল পারস্য সৈন্য হিরাটে থাকিবে, সাহ নাসরুদ্দিন ক্ষতিপূরণস্বরূপ সিয়ার আলিকে হিরাটের নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছেন। এটি জনরব মাত্র বোধ হয়।

কাবুল হইতে নিশ্চয় সংবাদ আসিয়াছে রুশীয়েরা এপর্য্যন্ত বোখারা লইতে পারেন নাই।

পঞ্জাবের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। কমিসনরের সেরেস্তাদারেরা ১৫০ অবধি ২০০ টাকা এবং ডেপুটি কমিসনরের সেরেস্তাদারেরা ১২০ অবধি ১২৫ টাকা পাইবেন। এ দেশের আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি প্রলয়কালে হইলে হইতে পারিবে।

সর ইউলিয়ম মুরের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়ের স্ত্রীলোকদিগের শকটের ভাড়া কমাইয়াছেন। পূর্ব্বে এক খণ্ড ভাড়া করিতে হইলে দশ জনের ভাড়া লাগিত, এক্ষণে আট জনের ভাড়া দিতে হইবে। আর এরূপ কাজ করা কর্ত্তব্য। যে শকটে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা থাকিবেন, সে শকটে ইউরোপীয়দিগকে যাইতে দেওয়া উচিত নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয়ে ১৬ জন দণ্ডপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ের মধ্যে ১৫ জন রেলওয়ে কর্ম্মচারী। নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়েরা পশু অপেক্ষা বড় শ্রেষ্ঠ নহে।

বেঞ্জামিন শেলডন নামক লক্ষ্ণৌস্থিত এক জন ইউরোপীয় সৈনিক আর এক সৈনিককে বধ করাতে তাহার ফাঁসীর আজ্ঞা হইয়াছে। লেপ্টনাণ্ট আলকক কর্ত্তব্য কর্ম্মের সময়ে সুরাপানে উন্মত্ত হওয়াতে সামরিক বিচারালয় তাঁহাকে ভৎসনা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়ে এরূপ বিচার দর্শন দুর্লভ।

গত শনিবার মাধবচন্দ্র দত্তকে পুনর্ব্বার রাজ বৌএর হত্যাকারী বলিয়া পুলিষে আনয়ন করা হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আটর্ণী সাক্ষ্য সংগ্রহের কারণ পুনর্ব্বার এক মাস মেয়াদ চাহিবাতে প্রত্যর্থীকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেবের তারিখ আছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট শ্রবণ করিয়াছেন, ব্রাসন সাহেবের পদে এক জন এতদ্দেশীয় বারিষ্টারকে নিযুক্ত করা সর জন লরেন্সের ইচ্ছা ছিল কিন্তু লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব তাহা করিলেন না। গ্রে সাহেব এক নূতন খেলা খেলিতে আসিয়াছেন।

আমরা উক্ত পত্রে দেখিলাম হাবড়ার লোকেরা একটী অনাথ চিকিৎসালয় করিবার মানস করিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সাহায্যদান উচিত।

ক্রমশঃ উৎকলের জলপ্লাবনের শোচনীয় বৃত্তান্ত আসিতেছে। চারি দিন ডাক বন্ধ ছিল। মাঠের মধ্যে নৌকা গমনাগমন করিতেছে গোলাসকল ভাসিয়া যাওয়াতে অনেকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছেন। বিস্তর গরু মরিয়াছে। প্রায় প্রতি দৈবী আপদে এরূপ হয় বলিয়া উৎকলের শ্রীবৃদ্ধি নাই।

১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার।

কটকের কালেক্টর লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরকে সমাচার দেন, কটক উপবিভাগে জলপ্লাবন হইয়া শস্যের অতিরিক্ত ক্ষতি করিয়াছে। কিন্তু জল শীঘ্র সরিয়া গিয়াছে। সম্বলপুর হইতে চাউল আসিতেছে। চাউলের মূল্য মধ্যবিধ। যোগিপুর উপবিভাগে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। সমুদ্রতীরস্থ লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লেশ দেখা যাইতেছে। তত্রত্য ক্ষেত্রসমূহ অদ্যাপি প্লাবিত রহিয়াছে। কালেক্টর কতক চাউল প্রেরণ করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে আরও প্রেরণ করিবেন। কেন্দ্রাপাড়াতে অনেক বাটী ভগ্ন ও গরু মৃত হইয়াছে। শস্যের কিয়দংশ রক্ষা পাইয়াছে। এখানে চাউল প্রেরিত হইয়াছে। কোন স্থানে আউস ধান্য এককালে নষ্ট হইয়াছে। জগৎসিংহপুরের সংবাদ ভাল। তথায় শস্যের অল্পই ক্ষতি হইয়াছে। চাউল সস্তা আছে। অনেক স্থানে পুনর্ব্বার ধান্য বপন করা হইতেছে, কটকের কমিসনর বলেন, বৈতরণী ও ব্রাহ্মণীর নদী মধ্যস্থিত সকল স্থান প্লাবিত হইয়াছে। বিস্তর গ্রাম এক কালে নষ্ট হইয়াছে। কতকগুলি লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। গরুর ত কথাই নাই। লোকে তথাপি অধিকতর বিষণ্ণ হন নাই(?) স্থানে স্থানে চাস হইতেছে।

গত কল্য শিলার সাহেবের মকদ্দমা উত্থিত হয়। আডবোকেট জেনরল অনেক ক্ষণ তর্ক করিয়া বলেন, প্রত্যর্থীরা যেপর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া যাইতে পারে। অদ্য এ বিষয়ে পুনর্ব্বার তর্ক হইবার কথা আছে।

দিল্লীগেজেট বলেন, দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব কোটাল মইনুদ্দিন খাঁকে বিনা বিচারে মুক্ত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের অনেকে চটিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের যে আর বৈরনির্য্যাতনপ্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে, তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণের সহিত স্বীকার করিয়াছেন।

গত বৃষ্টিতে বিস্তর ক্ষতি ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হওয়াতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব আসামে গমন করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন। যথোচিত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

অযোধ্যার রাজার বাটী হইতে সম্প্রতি ৬৫০০০ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ চুরি গিয়াছে। রাজার দেওয়ানের তিন জন ভৃত্যকে সন্দেহ ক্রমে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

করাচীতে পয়ঃপ্রণালী করা হইতেছে। কলিকাতার পয়ঃপ্রণালীর মত যেন না হয়। ইঞ্জিনিয়রগণ এক বার নল পুতিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বত্র রাস্তা বসিয়া যাওয়াতে সেগুলি আবার তুলিতেছেন।

পুরীতে অষ্টাহ ডাক যায় নাই। এখনে পুনরায় ডাক চলিতেছে।

২৭ এ আষাঢ় বুধবার।

সংবাদপত্রসমূহ পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর সর ডোনালড মাকলিয়ডের প্রতি একটী অন্যায় করিয়াছেন। তিনি নিজের নির্ম্মিত দুই

লক্ষ টাকা কর্জ্জ করেন নাই ; তিনি এক জনের নিমিত্ত পঞ্জাব ব্যাঙ্কের নিকটে দুই লক্ষ টাকার জামীন হন ; ঐ টাকা তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে। সর ডোনালড মাকলিয়ড পদত্যাগ করিবেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহাও অমূলক।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যখন কোন মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধীকে পৃথক পৃথক দোষের নিমিত্ত এক মাসের অনধিক কাল কারাবাসের আজ্ঞা দেন, তথায় সমুদায় মেয়াদ একত্র করিয়া সেসন জজের নিকটে আপীল করা যাইতে পারে না। এক অপরাধের পৃথক পৃথক অংশের নিমিত্ত পৃথক পৃথক দণ্ড হইলে যদি সমুদায় দণ্ড আপীলের যোগ্য হয় ত আপীল হইতে পারিবে। এক মাস মেয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমানার আপীল নাই। এবিধিটী উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার সাহায্যে অনেক মাজিষ্ট্রেট অবিচার করিতেছেন।

৪৭ গণিত সিপাহীদলের কাপ্তেন এক, এচ, ওলড নৌকার বাইচ খেলিবার সভার অনুষ্ঠান করেন ; এনিমিত্ত চাঁদা হয়। কিন্তু বাইচের কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হইল, কাপ্তেন ওলড হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করাতে বাইচ খেলা বন্ধ রহিল। এক্ষণে পুলিষ তাহা বিশ্বাস না করিয়া কাপ্তেনকে ধৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। কাপ্তেন আপনার রেজিমেন্টের কর্ণেলের প্রতিনিধি হইয়া কোন বিলে স্বাক্ষর করিয়া সাধারণ হিতার্থ কয়েক সহস্র টাকা লইয়াছেন। ইংলণ্ডেও এই প্রকার হইয়াছে। বাইচ খেলিবার সভাও দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত চাঁদা কাপ্তেনের সহিত জলমগ্ন হইয়াছে। যিশুখৃষ্টের ন্যায় কাপ্তেন ওলড দৈববলে পুনর্ব্বার গঙ্গার গর্ভস্থিত কবর হইতে উঠিয়া এক রেলওয়ে ষ্টেসনে দর্শন দিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে ভূত স্থির করিয়াছিলেন ; কিন্তু বঙ্গদেশের পুলিষ যিশুখৃষ্টের পুনরবতারের কথায় অবিশ্বাস করিয়া ভূত ধরিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। বিচারপতি মাকফার্শন ও কসাইটোলার জুরির বুদ্ধি বল ও দয়া প্রদর্শনের আর একটী বিশেষ সুযোগ হইতেছে।

বঙ্গদেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত কলিকাতার কৃষিসমাজ প্রতিবৎসর একটী সোণার মেডাল পুরস্কার দিবেন। কি ভারতবর্ষ কি অন্য দেশ যেখানকার লোক এই উন্নতি করিতে পারিবেন তিনি এই মেডাল পাইবেন। প্রতিবৎসর এক একটী মেডাল দেওয়া হইবে। মেডাল খানি সর জন গ্রাণ্টের নামে গ্রাণ্ট মেডাল বলিয়া বিখ্যাত হইবে। কৃষকদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত সমাজ যদি কয়েকখানি রৌপ্যের মেডাল ও উৎকৃষ্ট কৃষির অস্ত্র মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দেন তবে প্রকৃত কাজ হইবে। সোণার মেডাল দিবার সময় অদ্যাপি আইসে নাই।

কলিকাতার জষ্টিসেরা আর্ম্মাণীঘাটে সেতু করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা নৌকার উপরে সেতু করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিবেন। ইহার উপর দিয়া রেইল যাইবে রামচন্দ্রের সেতুর সময়ে কাঠ বিরালে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। জষ্টিসগণ বুদ্ধিসম্বন্ধে সেই প্রকার করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন নূতন চিত্রশালিকা বাটীটী সুরকীর দোষে ইহার মধ্যে কাটিয়া উঠিয়াছে। কণ্ট্রাক্টরের কাজের মাত্রাই এই। ইউরোপীয় কণ্ট্রাক্টর ও ইঞ্জিনিয়র। কে কাহার দোষ বলিবেন ?

আমরা গবর্ণমেন্টকে এই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। এই বাটীটী যে কি প্রণালীতে হইবে, আর কোথা দিয়া বায়ু যাইবে তাহা আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে স্থির হয় নাই। কিন্তু উত্তর পূর্ব্ব কোণে যেন ফাট ধরিয়াছে বোধ হইতেছে। আর যেরূপ শীঘ্র কাজ হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের প্রপৌত্রগণ অনায়াসে আপনাদিগের মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে বাটীটীর সৌন্দর্য্যদর্শন করিতে পারিবে।

কটকের কমিসনর গত কল্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন, পুরীতে জলপ্লাবনে কি বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সংবাদ আইসে নাই। নদীর বাঁধ ও রাস্তা ডুবিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণী ও বৈতরণীনদীর মধ্যস্থিত সমুদায় স্থান জলপরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণীর বাঁধ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দারাপাড়া হইতে ফলস পাইণ্টপর্য্যন্ত সমুদায় স্থান এক কালে জলমগ্ন হইয়াছিল। যাজপুরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্লাবন হয়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আত্যন্তিক প্লাবনে যত জল উঠিয়াছিল, এবার তদপেক্ষা ১৮ ইঞ্চ জল বৃদ্ধি হইয়াছে। পল্লীগ্রাম, গো, মহিষ, শস্য ও মানুষ নষ্ট হইয়াছে। আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। কার্কউড সাহেব ও আর এক জন ডেপুটি কালেক্টরকে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা গবর্ণমেন্টের গোলা হইতে চাউল লইয়া বিতরণ করেন। যাঁহাদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগকে মূল্য দিতে হইবে। কটকে ট্রঙ্ক রাস্তার অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্লাবনে বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। ১লা অবধি বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। আউস নষ্ট হইয়াছে, আমন রোপণ করা যাইতেছে না। এক মাস যদি বৃষ্টি ন হয়, তবে কতক মঙ্গল। বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন আউস প্রায় নষ্ট হইয়াছে। আমনও নাই বলিলে হয়। কৃষকেরা উচ্চ ভূমিতে পুনর্ব্বার বীজ ছড়াইতেছে। নিকর ভূমি অদ্যাপি জলাবৃত। অনেই লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অনেক লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; যাত্রীদিগের মধ্যেই অর্দ্ধাংশ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বড় বড় নদীর নিকটস্থ পল্লীগ্রামসকল আর নাই ; সহস্র সহস্র গোমহিষ নষ্ট হইয়াছে। বালেশ্বরের উত্তর ও মধ্যাংশের লোকেরা ভগ্নসাহস হন নাই। এক জন ডেপুটী কালেক্টরকে অনুসন্ধানার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। রাভিন্সি সাহেব বলেন, গবর্ণমেন্টের সাহায্য দিবার প্রয়োজন নাই, যদি বীজ কম পড়ে তবে আমি টেলিগ্রাম করিব। গ্রে সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছেন ; এবার রেবেনিউ বোর্ড ও চালাকী প্রদর্শন করিতেছেন। কেবল স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপরে লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। বোর্ডের এক জন সভ্যকে এই বেলা মফস্বলে প্রেরণ করিলে কি ভাল হয় না ?

পবলিকওয়ার্ক বিভাগের দেওয়ানী একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়রগণ বেতনবৃদ্ধির আবেদন করিতেছেন। গাছের পাড়া ও তলার কুড়ান না হইলে চলিবে কেন ? এইত চাই।

মহারাজ সিন্ধিয়ার রাজ্যে যেসকল দস্যু অত্যাচার করিতেছে, তাহাদিগকে নিজ সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত রাজা আজ্ঞা দিয়াছেন। ইহাদিগকে ধৃত করিয়া দণ্ড দিন। তাড়াইয়া দেওয়া কথার কথামাত্র।

মহীসুরের মৃত রাজার অশ্বসকল নীলামে বিক্রয় করিয়া ২৯০০০ টাকা আদায় হইয়াছে। নীলামে অবশ্যই অর্দ্ধেক মূল্য ও উঠে নাই। এই হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজকুমার ঘোড়দৌড়ে অসংখ্য টাকা অপব্যয় করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ে বেঞ্জামিন শেলড নামে যে সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে তাহার ফাঁশীর দিন কোন ভারতবর্ষীয় জল্লাদি করিতে চাহে নাই। কতকগুলি সৈনিক অর্থলোভে এ কার্য্য করিবার আবেদন করিয়াছিল, শেষে এক জন লোফারের ভাগ্যে এই লাভ হয়। কালক্রাফটই ধরা পড়িয়াছে। অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষস্থিত ইউ

য়োপীয়দিগের মধ্যে বিস্তর ব্রুফট বাহির করা যায়। ইহাঁরা আবার আপনাদিগকে ইংরাজজাতির প্রতিনিধি বলিয়া আমাদিগের ধর্ম্ম নীতির দোষ দেন!!!

২০ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

পঞ্জাবের যে এতদ্দেশীয় অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর উৎকোচের অপরাধে ফৌজদারিতে অর্পিত হন, তাঁহার চারি বৎসর মেয়াদ ও ৮০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি এই কঠিন দণ্ডের নিমিত্ত আক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু পঞ্জাবে এই দরের আর যেসকল মহামতি আছেন তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইবে কি না?

রাজপুতনার অন্তর্গত মাড়োয়ারে শিবনাথ নামক এক ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। এই ব্যক্তি তিন বৎসরের মধ্যে ১০২টী বালিকা বিক্রয় করিয়াছে। রাজপুতনা ও অযোধ্যায় অদ্যাপি বেশ্যাবৃত্তি করিবার নিমিত্ত বালিকাদিগকে বিক্রয় করা হয়। কলিকাতার ভিতরে এ কাজ পুলিসের চক্ষের উপরে হইতেছে।

কিয়ক্কোড়ে প্রায় ২৫০০০ পর্ব্বতীয় লোক বিদ্রোহী হইয়াছে। কেবল পুলিসের দ্বারা বিদ্রোহের শান্তি না হওয়াতে সৈন্যগণ প্রেরিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহের কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান করিয়া কষ্ট দূর করিতে চাহিলে বন্যগণ আপনা আপনি অস্ত্রত্যাগ করিবে। বিশেষ অত্যাচার না হইলে ইহারা অস্ত্র ধারণ করে নাই।

আইন আকবরি মুদ্রিত করিবার ভার মাদ্রাসা কালেজের প্রধান শিক্ষক বুকমান সাহেবের হস্তে দেওয়া হইয়াছে। আসিয়াটিক সোসাইটি এ নিমিত্ত ৩০০০ টাকা ব্যয় করিবেন।

২১এ আষাঢ় শুক্রবার।

পূর্ণিয়াতেও জলপ্লাবন হইয়াছে, বিস্তর শস্যক্ষেত্র ও নীল নষ্ট হইয়াছে। ঢাকার কমিসনরের রিপোর্ট অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। বাখরগঞ্জেও অনেক ক্ষতি হইয়াছে শুনা যাইতেছে।

যেসকল ইংরাজ এতদ্দেশীয় রাজাদিগের হইয়া ইংলণ্ডে আবেদনপ্রভৃতি করিয়াছেন, এখানকার ইংরাজী সংবাদপত্র সমূহ তাঁহাদিগের এই দোষ দিয়াছেন যে অর্থলোভে তাঁহারা এই চেষ্টা করিয়াথাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই দোষারোপ করেন। ডিকেন্সন সাহেব ও মেজর ইবান্স বেল এই পত্রের বিষময় শর হইতে রক্ষা পান নাই। কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ফ্রেণ্ডের বর্ত্তমান সম্পাদক মেজর ইবান্স বেলের ভদ্রতা স্বীকার করিয়াছেন কেবল এদেশের মঙ্গলার্থ তিনি চেষ্টা পাইয়াথাকেন। ফ্রেণ্ডের ভাবপরিবর্ত্তের আর একটী লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইনি এত দিনের পর বলিয়াছেন নাগপুর গ্রহণ করিয়া লার্ড ডেলহৌসি অতিশয় অন্যায় করিয়াছিলেন। উক্ত নিষ্ঠুর গবর্ণর জেনরল ভোঁষলা বংশীয় স্ত্রীলোকদিগকে যে অপমান করেন তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে। এটী সুলক্ষণ; কিন্তু বাপু পণ্ডিত প্রত্যাগমন করিলেই এ ভাব আর থাকিবে না।

টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাব ইংলণ্ডে গমন করিয়া রাজ্ঞীর নিকট আপীল করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন; কিন্তু আমরা শ্রবণ করিলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বলিয়াছেন তিনি আবেদন প্রেরণ করিতে পারেন। কিন্তু ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। আজিম জা ইংলণ্ডে গিয়া যে সকল ঋণ করেন, তাহা পরিশেষে সাধারণ ধনাগার হইতে দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট এই আশঙ্কায় নবাব মহম্মদ আলিকে কাশীত্যাগ করিতে বারণ করিয়াছেন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে এক জন ইংরাজ মাল্লাজে আগমন করে, সে নিষ্কর্ম্মা থাকাতে অনাথালয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু তথায় গোলযোগ করাতে তাহাকে বহিষ্কৃত করা হয়। কোনপ্রকারে দিন পাত না হওয়াতে এ ব্যক্তি এক দিবস রেইলওয়ে ষ্টেসনের স্ত্রীলোকদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া একটী লণ্ঠন ভগ্ন করিল; আর একটী ভগ্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছে, এমত সময় পেয়াদারা তাহাকে ধৃত করিল। পুলিষে লইয়া গেলে এ ব্যক্তি বলিল "আমি অন্নহীন; এখানে কোন ব্যক্তিই আমাকে জিজ্ঞাসাটীও করেনা কোন অনিষ্ট করিয়া সাধারণের পরিচিত হইয়া কোন প্রকার কর্ম্ম পাওয়া আমার উদ্দেশ্য।" মাজিষ্ট্রেট তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন মাস মেয়াদ দিয়া বলিলেন, "অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, আইনঅনুসারে আমি তোমাকে বেত্রাঘাতের দণ্ড দিতে পারিলাম না।" এ ব্যক্তি কাজের লোক বটে।

২২ এ আষাঢ় শনিবার।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসের নিমিত্ত অংশীদিগকে শতকরা ৯ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন।

ইংলিসমান ও ডেলিনিউস বর্দ্ধমানের রাজার সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহার সম্মানের জন্য তোপ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা মাহাতাপচাঁদ নিজে এই নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। পিয়নিয়র বিদ্রূপভাবে রাজার আবেদনের সহায়তা করিয়া বলিয়াছেন "এসকল সাহায্য করিলে সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ পুরস্কার পাইতে পারেন। আমরা রাজার সাহায্য করিতেছি; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন পুরস্কার পাই নাই।" বর্দ্ধমানের রাজা নিজকার্য্যের পুরস্কার স্বদেশীয়দিগের নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা আমাদিগের পঞ্জাবী শাসনকর্ত্তারা ইনকম টাক্সের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লঙ্ঘনের অনুমোদন প্রাপ্ত হইতে চাহেন। রাজা কয়েকটী কামানের শব্দে স্বদেশীয়দিগের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কি না, শীঘ্র জানা যাইবে।

সিন্ধু নদীর সুড়ঙ্গের ইঞ্জিনিয়র গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন যে, ১লা জুন তিনি সুড়ঙ্গের এক দিক হইতে অপর দিকে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর অষ্টাহ কাজ করিলে এই কাজের শেষ হয়। এই সুড়ঙ্গ ইংরাজ ইঞ্জিনিয়রদিগের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ থাকিবে। কলিকাতার নিকটে এমন সুড়ঙ্গ হইতে পারে কি না? তাহা হইলে সেতুর প্রয়োজন রাখে না।

মদনমাধবসেন নামক যে ব্যক্তি কাপড় বলিয়া ২০০ বস্তা গদি বন্ধক দিয়াই ওরিএণ্টাল ব্যাঙ্ক হইতে কয়েক সহস্র টাকা ঠকাইয়া লয়, তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। এ ব্যক্তির ভ্রাতাও এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল; কিন্তু ইহাকে পুলিষ ধৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯৩॥০।৯৪৸০
৪ " কোম্পানির	৯৩॥৵০ ৯৪৸০
৫ পবলিকওয়ার্ক	১০৫৸০।১০৬,
৫ " কোং	১০৯॥—৯৸০
৫॥০ " কোং	১১৪৸৶০—১১৫

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

২০ এ জুন। গত রাত্রিতে হাউস অব লার্ডে লার্ড এলেনবরা বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে যে সৈন্যদল প্রত্যাগমন করিতেছে, তাহাদিগকে প্রকাশ্যরূপে সৈনিকসম্মান প্রদান করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। লার্ড মালমস্‌বরি ও কেম্ব্রিজের ডিউক বলিলেন এপ্রকার সম্মান আর কখন কোন সেনাদলকে দেওয়া হয় নাই এবং ইহাতে অনেক অসুবিধাও আছে; অতএব তাঁহারা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিলেন।

গত রাত্রিতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট হাউস অব কমন্সে এক বিল অর্পণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন, বোম্বাই ব্যাঙ্কসম্বন্ধে যে কমিসন বসিয়াছেন তাঁহারা শপথ সহকারে সাক্ষীর জবানবন্দ লইতে পারেন এ ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

ডাকের মাসুল বৃদ্ধি নিবন্ধন কতকগুলি লোক সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি ট্রেজুরি ও পোষ্ট আফিসের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন বলিয়াছেন।

লণ্ডন ২৪ এ জুন। গত রাত্রিতে লার্ড এলকো কমন্স হাউসে প্রস্তাব করিয়াছেন, এক দল নূতন সাহায্যকারী সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এক কমিসন নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সেনাপতি পিল ও সরজন পাকিঙটন এ প্রস্তাব অনাবশ্যক বোধ করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইতিমধ্যে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে এই সাহায্যকারী সৈন্য সংখ্যা ৩১১,০০০ হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত কমিসনের প্রয়োজন নাই। পরিশেষে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করা হইল।

পোপ এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, অষ্ট্রিয়াতে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে উৎকর্ষসাধন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন, তিনি ধর্ম্ম সংস্কারকারীদিগের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

২৬ এ জুন। মার্চেন্ট টেলর বাটীতে সম্প্রতি ডিসরেলি সাহেব এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন তিনি যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, তৎকালে বিদেশীয় লোকসকল ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিষয়িণী রাজনীতির প্রতি অবিশ্বাস করিতেন। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে এতদুপলক্ষে অতিশয় তর্ক হয় এবং বক্তৃগণ পরস্পরকে গালী দিয়াছেন।

মহাসভায় সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে যে উৎকোচ দেওয়া হয়, তন্নিবারণার্থ যে বিল হইয়াছে তাহার এক সংশোধন প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবকারী বলেন এসকল দোষের বিচারভার মহাসভার হস্তে রাখা কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন তীব্র তর্ক হইয়া পরিশেষে প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

এডিনবরার ডিউক ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছে।

গত কল্য ওয়াসিঙটন হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, সভাপতির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া মহাসভা উত্তর ও দক্ষিণ কারোলিনা, লুসিয়ানা ও জর্জ্জিয়া প্রদেশগুলিকে ইউনাইটেড ষ্টেটসের চক্রবাড় মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭ এ জুন। গতকল্য ইউরো-ভারতীয় টেলিগ্রাফের বন্দোবস্তের দোষ প্রসঙ্গ করিয়া কমন্স হাউসে তর্ক হইয়া গিয়াছে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিয়াছেন, এক্ষণে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট এবং (ইউরোভারতীয় টেলিগ্রাফের জন্য) লাইসেন্স সাহেব যে তার পাতিতেছেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

জুলাই ও আগষ্টমাসে ভারতবর্ষে পদাতিক ও অশ্বারোহী সাহায্যকারী সৈন্যদিগকে প্রেরণ করা হইবে।

গত সায়ংকালের গেজেটে এক আজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্থির হইয়াছে, আবিসিনিয়ার যুদ্ধ জয় ও এডিনবরার ডিউকের প্রাণ রক্ষাহেতু এক দিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হইবে।

গত কল্য সর রবার্ট নেপিয়র মালটাতে উপনীত হইয়াছেন।

২৭ এ জুন। আবিসিনিয়াস্থিত বন্দীগণ কল্য ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন।

আয়রলণ্ডে পুরোহিতনিয়োগ স্থগিত রাখিবার বিষয়ে গ্লাডষ্টোন সাহেব যে বিল অর্পণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া গত কল্য অতিশয় তর্ক হইয়া গিয়াছে।

২৯ এ জুন। মোব পত্র বলিয়াছেন, আরল অব মেয় সর জন লরেন্সের পর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন না। এতদুপলক্ষে পালমাল গেজেট বলেন, সর ষ্টাফোর্ডনার্থ কোট এ পদটী নিজের নিমিত্ত রাখিয়াছেন।

৪ ঠা জুন মিসরের পাশা কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করেন, পর দিবস সুলতান প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। পাশা তৎপরদিবস ক্রসাতে গমন করিয়াছেন। ওমার পাশা সুলতানের শরীর রক্ষক সেনাদলের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

রুমেনিয়ার গবর্ণমেণ্ট ডানুব নদীতে অষ্ট্রিয়ার যে জাহাজের প্রতি অপমান করেন, তন্নিমিত্ত অষ্ট্রিয়া ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রুশীয় সম্রাট এক আজ্ঞাদ্বারা সাইবিরিয়াস্থিত নির্ব্বাসিত পোলাণ্ডীয়দিগের কতকগুলিকে ক্ষমা করিয়াছেন।

৩০ এ জুন। তিন দিন তর্কের পর গ্লাডষ্টোন সাহেবের আয়রলণ্ডে নূতন পুরোহিত নিয়োগ স্থগিত করিবার বিল হাউস অব লার্ডসের দ্বারা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৯৭ জন বিলের সহায়তা করেন, ১১২জন তাহার প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন।

১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময়ে বোম্বাইয়ে যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহ নিবারণ করেন সর ষ্টাফোর্ডনার্থ কোট তাঁহাদিগের সকলকে মিউটিনি মেডাল দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। পুলিষ প্রহরীদিগকেও এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

পোপ এক আজ্ঞা দিয়া ১৮৬৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইকিউমিনিয়াল কৌন্সিলের অধিবেশনের আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন :

২৬ জুন শুক্রবার বেনারস এসোসিয়েসন সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তথায় এখানকার প্রায় সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ও অন্যান্য অনেক ভদ্র লোক আগমন করিয়াছিলেন। আমাদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র দত্ত উৎকট পীড়ায় পীড়িত থাকাতে রেভারেণ্ড হিউলেট সাহেব সভ্যদিগের অনুরোধে তাঁহার আসনগ্রহণ করেন। তদনন্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীশঙ্কর "এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে ব্যায়ামচর্চ্চার সদুপায় কি," এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। রচনাটী শ্রবণে আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধি হইল, যে ক্রিকেট খেলাই তাঁহার মতে এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে ব্যায়ামশিক্ষার একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায়। অনন্তর, এই বিষয়ের মীমাংসার্থ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সান্যাল বি, এ, বলেন, প্রভাত ও সন্ধ্যা কালে অন্যূন এক ক্রোশ ভ্রমণই প্রায় সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত। অতঃপর অন্য একজন সভ্য প্রস্তাব করেন, যে এতৎবাসীদিগের ব্যায়ামশিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া সকলের অনুমোদনীয় হইল না। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, জলক্রীড়া ও সন্তরণদ্বারা অতি সহজে ব্যায়ামচর্চ্চার ফল লাভ হইতে পারে। বাবু চন্দ্রশেখর সান্যাল লেখকের মতের এই বলিয়া প্রতিবাদ করেন যে, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের পক্ষে ক্রিকেট উপযোগী নহে। কারণ ক্রিকেট খেলা সকল স্থানে এবং সকল ঋতুতে হইতে পারে না। বর্ষাঋতু ইহার এক

প্রবল অন্তরায়। উপসংহারকালে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর সান্যাল এই মীমাংসা করেন, যে সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম সকল ব্যক্তির প্রিয় নহে, কেহ মৃগয়ানুরক্ত, কেহ শরশিক্ষাভক্ত কেহ ভ্রমণপ্রিয়, কেহ বা মল্লক্রীড়াসক্ত, এবম্প্রকার প্রভেদ শরীর এবং মনের ভাব অনুসারে হইয়া থাকে, অতএব যে ব্যক্তি যে ব্যায়াম ভাল বাসেন, তাঁহার সেই ব্যায়ামচর্চ্চা শ্রেয়স্কর। কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে সকল সময়েই মুগুর চালন ও ভ্রমণপ্রভৃতিভিন্ন ব্যায়ামচর্চার আর সদুপায় দৃষ্ট হয় না। সাধারণের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে ব্যায়াম আরম্ভ করিলে যেমন শরীর সবল ও পীড়াশূন্য হইতে থাকে, তেমনি ব্যায়াম পরিত্যাগ করিলে দেহ দুর্ব্বল ও বাত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগ করা একটী অতিদূষণীয় স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেদিন ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির ভৃত্যদিগের অনবধানতাদোষে শ্যামনগর ষ্টেশনে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল না। হইবেই বা কেন? রেলওয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয়দিগের অভিযোগ প্রায়ই অমূলক কাল্পনিক বলিয়া প্রতিকূল বায়ুতে তুষের ন্যায় বিপরীত দিকে উড়িয়া যায়। সংপ্রতি (২১ জুন) আমার কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধু কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা ও পাটনায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির মূল (মেন) লাইনে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আলো দেওয়া হয় না। কেবল বারাণসী শাখা রেলওয়ে অর্থাৎ মোগল সরাই হইতে কাশীর ষ্টেসন পর্য্যন্ত (৭ মাইল পথ) আলো দিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগকে সমস্ত পথ অন্ধকারে আনিয়া সাত মাইলের জন্য আবার আলো দিয়া কেন ব্যয়বৃদ্ধি করেন, আমরা ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

১ লা জুন অবধি এখানে চৌকীদারী টেক্স বন্দ হইয়া চুঙ্গি টেক্সের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে চুঙ্গি টাক্স আদায়ের ভার মিউনীসিপালীটীর অধীনে থাকিবে।

গত রাত্রে এখানকার খোজুয়া বাজারে একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

প্রায় এক পক্ষ কাল বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, এবং তজ্জন্য পুনরায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ সময়ে শীঘ্র বৃষ্টি না হইলে শস্যের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্ট হইবে।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। মহাশয়, সংপ্রতি মুরার ছাউনিতে পুনরায় চোরের এরূপ দৌরাত্ম্য হইয়াছে যে, অত্রত্য জনগণ একেবারে অস্থির হইয়াছেন। রাত্রিতে কেহ নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতে পারেন না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম, এখানকার চোরেরা আমাদের দেশের ডাকাইতদিগের ন্যায় ভয়ানক। ইহারা প্রায় সশস্ত্র হইয়া চুরি করে। এক রাত্রে ৩ ৪ স্থানে চুরি হয়। মধ্যে দুই জন চোর ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহারা কেবল এক মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইয়াছে !!! এক দিন আমাদের এক প্রিয় বন্ধুর গৃহ হইতে কিছু টাকা ও কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাগজসম্বলিত একটী বাক্স চুরি করাতে তৎপর দিন পুলিষের লোকদিগকে বলা হইল যে, যদি আমার বাক্স ও কাগজ না পাওয়া যায়, তবে আমরা মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিব। এই কথায় তাহারা কহিল যে, আপনাদের এরূপ করিতে হইবে না, আমরা আপনার বাক্সপ্রভৃতি অনুসন্ধান করিয়া দিব। তৎপরদিন কেবল নগদ ১০ টাকাব্যতীত কাগজসম্বলিত বাক্স পাওয়া গেল। বাক্স মুরার নদীর ভিতর ছিল। বোধ হয়, এখানকার চোরেরা নোটের মর্য্যাদা জানে না; সুতরাং নোটপর্য্যন্ত পাওয়া গেল। মহাশয়। এই কয়েক দিনের মধ্যে যেসকল চুরি হইয়াছে প্রায় অধিকাংশই পুলিষের সম্মুখে ও চতুঃপার্শ্বে হইয়াছে। শুনিলাম পুলিষের লোকেরা এইসকল বৃত্তান্ত প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের গোচর হইতে দেয় নাই। এই দুই দিন হইল মাজিষ্ট্রেটের গোচর হওয়াতে কিছু উপকার হইতেছে। তথাপি লোকের ভয় যাইতেছে না। গত রজনী তিমিরাচ্ছন্ন ও মেঘমালাসমন্বিত হওয়াতে চোরেরা আবার উপদ্রব করিয়াছিল।

মহাশয়! এখানকার সকল লোকেই কহিতেছে এবং আমাদেরও অনুমান হইতেছে যে, এখানকার পুলিষই সকল অনিষ্টের মূল। পুলিষই চোরের বাতান। এ বিষয়ে মহারাজের রাজধানীকে কালিদাসবর্ণিত দিলীপ রাজার রাজ্য বলিলেও হয়। শুনিলাম এখানে প্রায় চুরি ও দস্যুর ভয় নাই। নগরে লোকসংখ্যা কম নহে অথচ কোন প্রকার অত্যাচারের কথা শুনা যায় না, যেমন পুলিষ সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন অধিবাসীরাও সেই রূপ নির্ব্বিরোধী।

আমাদের বিচক্ষণ গবর্ণমেণ্ট নানাপ্রকার সদুপায় ও উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াও রাজ্যমধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেছেন না। আশ্চর্য্য !!! এই সামান্য একটী ছাউনির শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না?

২। এই স্থানের অনতিদূরে শনৈশ্চর নামে একটী গিরি আছে। সেই গিরির উপরিভাগে একটী মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের ভিতর শনিদেবের বিকট মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। গত অমাবস্যার দিন ঐ স্থানে এক মেলা হইয়াছিল। অনেক লোকের সমাগম হওয়াতে বড় ভিড় হয়। যাত্রীরা ঐ গিরিনিঃসৃত একটী ঝর্ণায় স্নানাদি করিয়া ষোড়শোপচারে শনির পূজা দেন। অত্রত্য লোকের এই বিশ্বাস যে শনিদেব দর্শন ও ইহাঁর পূজা করিলে শনির দৃষ্টি থাকে না। অস্মদ্দেশের লোকেরা অবশ্যম্ভাবিতা এবং আকস্মিক ঘটনাকে গ্রহবৈগুণ্য মনে করে এবং শনিকে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করাতে অনেক স্থান হইতে এই শনৈশ্চরতীর্থে যাত্রীর সমাগম হয়।

মহাশয়! সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিতে গেলে বোধ হইবে যে, অজ্ঞান ও কুসংস্কারের রাজ্য অদ্যাপি সমানরূপে এ দেশে রাজত্ব করিতেছে, আমাদের দেশীয় রাজারা যতদিন না বিদ্যার প্রকৃত মাহাত্ম্য জানিয়া স্ব স্ব অধিকার মধ্যে ইহার জ্যোতি প্রচারার্থ যত্নবান হইবেন ততদিন এদেশের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ নাই।

৩। মিরট হইতে এখানে কয়েকটী হস্তী আসিয়াছে। গত ২১ এ জুন সেই হস্তীগুলিকে স্নান করাইতে লইয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে একটীর পৃষ্ঠে মাহুত ছিল না; এক জন কুলী ছিল। সেই হস্তীটী একটী হস্তিনী দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হওয়াতে কুলী পড়িয়া যায়। পড়িবামাত্র হস্তী দন্তদ্বারা তাহার উরুদেশ এরূপ ভয়ানকরূপে বিদ্ধ করিল যে, সে চৈতন্যরহিত হইয়া গেল। অনেক লোক আসিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিল। সে ব্যক্তি এরূপ আহত হইয়াছে যে তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

৪। অত্রস্থ বাঙ্গালা সমাজের একটী অলঙ্কারস্বরূপ এঞ্জিনিয়ার আফিসের একাউণ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত মাখনলাল বসু মিরটে বদলি হইয়াছেন। ইঁহার অভাবে অত্রস্থ বাঙ্গালীদিগের কালীবাড়ীর বিশেষ দুরবস্থা হইবে; কালীবাড়ীর অধিকাংশ ব্যয় ইহাঁর দ্বারা প্রদত্ত হইত। ইহাব্যতীত ইনি অনেক সাধারণ কার্য্যে অর্থসাহায্যদ্বারা বিশেষ উপকার সাধন করিতেন। এখানকার এত বড় এঞ্জিনিয়ার আফিসের পরিশ্রমসাধ্য

হিসাবনকল এক্যাকী করিতেন। এক্ষণে তাঁহার দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক বেতনের এক জন ফিরিঙ্গি একাউণ্টাণ্ট হইয়া আসিয়াছেন এবং তিনি আবার এক জন বাঙ্গালী আসিষ্টাণ্ট চাহিয়াছেন। যে বেতনে এক জন বাঙ্গালী অনায়াসে সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেছিলেন তাহার ত্রিগুণ বেতনে সেই কার্য্য অন্যের দ্বারা হয় কি না সন্দেহ! তথাপি ফিরিঙ্গি সাহেবদিগের মর্য্যাদা অধিক, আশ্চর্য্য!!!

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজগৃহনির্ম্মাণার্থ উত্তর পশ্চিমের স্থানে স্থানে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। অত্রত্য বাঙ্গালী ভ্রাতারা এবং কয়েকটী হিন্দুস্থানী উৎসাহের সহিত চাঁদা প্রদান করিয়াছেন। বোধ হয় অচিরকাল মধ্যে ভারতবর্ষীয় সমাজের নামের সার্থক্যসাধন হইবে। এই সমাজই ভারতবর্ষস্থ সকল জাতির সাধারণ উপাসনালয় হইবে। বিবাদ বিসম্বাদ স্বার্থপরতা ধর্ম্ম বিদ্বেষ জাতিভেদ চলিয়া গিয়া এখানে সকলেরই এক ধর্ম্ম, এবং সকলেই এক জাতি হইবে. ঈশ্বর এমন দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।

যদিও এখানে রীতিমত বর্ষার সমাগম হয় নাই; কিন্তু গ্রীষ্ম আর নাই বলিলেও হয়। প্রায় সর্ব্বদাই জলীয় বায়ু প্রবাহিত, এবং মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে।

—:০:—

এলাহাবাদ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

এখানে গ্রীষ্মের আরম্ভাবধি একালপর্য্যন্ত সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ও আঁধির ধূলায় এবং লুয়ের উষ্ণ বায়ুতে আমরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, আবার তাহাতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবে সদা সশঙ্কিত ছিলাম। গত ১৫ ই জুন সোমবার সন্ধ্যার পর এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে যে কোন কোন রাস্তার উপর প্রায় এক ফুট পরিমাণে জল দাঁড়াইয়াছিল। অতএব ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, আমরা এবৎসর বুঝি লুয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম।

অত্রত্য সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি, বি, থরণহীল সাহেব সি, এস, আই, যকৃৎ রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কেপে গমনাভিপ্রায়ে কলিকাতা নগরে গিয়াছেন। এই মহোদয় অত্যন্ত পরোপকারী ও এ দেশের এক জন যথার্থ হিতৈষী। এজন্য ইহাঁর পীড়ায় সমুদায় লোকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

এখানে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু মহাশয় হোমিওপেথি মতে চিকিৎসা করিয়া অনেককে আরোগ্য করিতেছেন।

অত্রত্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর উইলিয়ম মিয়র সাহেব গত পরশ্ব নাইনিতাল গমন করিয়াছেন।

—:০:—

শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। শ্রীহট্ট, ঢাকাপ্রদেশের অন্তর্গত। ইহা অতি বিস্তীর্ণ স্থান। ইহার উত্তর পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক খাসিয়া ও গারো পর্ব্বতসমূহে পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা দ্বারা সীমাবদ্ধ। লোক সংখ্যা আনুমানিক ন্যুনাধিক ৭০০০০০ সাত লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে হিন্দুর ভাগ অধিক; মুসলমানের ভাগ কিঞ্চিৎ অল্প।

শ্রীহট্টে সুরমা, কুশিয়ারা, মহাসিংহপ্রভৃতি কয়েকটী নদী আছে। তন্মধ্যে সুরমা ও কুশিয়ারাই প্রধান। সুরমা নদী মণিপুরস্থ পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া মেঘনাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহার তীরে এ জেলার প্রধান নগর শ্রীহট্ট এবং ছাতক, সুনামগঞ্জ, আজমীর ও সাহাগঞ্জ এই চারি প্রসিদ্ধ বাজার আছে।

শ্রীহট্ট একটী পার্ব্বত্য প্রদেশ। সুতরাং শীত ও বর্ষা ঋতু ইহাতে অধিক প্রবল ও অধিক কাল স্থায়ী। শীত কার্ত্তিক অবধি ফাল্গুন পর্য্যন্ত এবং বর্ষা জ্যৈষ্ঠ অবধি আশ্বিনপর্য্যন্ত থাকে। ইহার জল বায়ু অতি উত্তম ও স্বাস্থ্যকর।

শ্রীহট্টের ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহার প্রায় সমুদায় স্থানেই বহুল পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। অত্রত্য পর্ব্বতসমূহে কাপাস, দারুচিনি কমলা লেবু, রেসম ও পাথরে কয়লা অপর্য্যাপ্ত রূপে জন্মে। স্থানে স্থানে চায় বাগিচাও আছে। কিন্তু চুণের জন্য ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশের অধিকাংশ চূণ শ্রীহট্ট হইতে গিয়া থাকে। এ দেশের প্রধান নগর শ্রীহট্ট সুরম্যা নদীর দক্ষিণ তটে স্থিত। ইহার পূর্ব্ব সীমা শিবগঞ্জ, পশ্চিম সীমা আখলিয়া গ্রাম, উত্তর সীমা আম্বরখানার বাজার ও দক্ষিণ সীমা সুরম্যা নদী অত্রত্য গৃহসমূহ অতি সামান্যরূপ, বত্মাদি অধিকতর কদর্য্য। পথগুলি বর্ষাকালে এরূপ কর্দ্দমময় হইয়া উঠে, যে চলিতে কোন কোন স্থলে জানুপর্য্যন্ত পঙ্কে নিমগ্ন হয়। এখানে জজী কালেক্টরি, মাজিষ্টেটী, জাইণ্টমাজিষ্টেটী, ডেপুটী মাজিষ্টেটী, সদরআমিনী, মুনসেফি, পোষ্ট আপীস ও ইঞ্জিনিয়ার আপীস এই কয়েকটী আপীস আছে।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। কতিপয় দিবস হইল, তাওয়ার নামক স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী নদীতে একদা নিশীথ সময়ে দুই খানা নৌকাতে দস্যুতা হইয়া গিয়াছে। সেরেজাবাজনিবাসী কতিপয় সোরাবিক্রেতা (শুষ্ক মৎস্য ব্যবসায়ী) তাওয়ারের হাটের খালের নিকট নৌকা রাখে। দিবসে কার্য্য করিয়া রাত্রিতে সেই স্থানেই শয়ান থাকে। নিশীথকালে কয়েক জন দুরাত্মা দস্যু আসিয়া তাহাদের নৌকায় প্রবেশপূর্ব্বক নৌকা খুলিয়া দিল। নৌকা স্রোতোবেগে কিয়দ্দূর গমন করিলে দুর্দ্দান্তেরা দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল। সোরা বিক্রেতাদিগের সঙ্গে নগদ ৭০ টাকা ও চারি টাকার পয়সা মাত্র ছিল।

২। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অত্রত্য জ্ঞানজ্যোতির্ব্বিকাশিনী সভার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন অতি সমারোহে হইয়া গিয়াছে। দক্ষস্থ দেশীয় ও বিদেশীয় প্রায় দুই শত বিজ্ঞ মহোদয়ের সমাগম হইয়াছিল।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট গবর্ণর আসামে আগমন করিলে আসামবাসীদিগের কষ্ট ও প্রার্থনীয়ের বিষয় তাঁহার গোচর করিবার অভিপ্রায়ে এক খানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অত্রত্য কতিপয় দেশীয় ভদ্র লোকে গত ৩ রা আষাঢ় একটি সভা করিয়াছিলেন। সভায় যে সকল বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গানাথ বড়ুয়া সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার উদ্দেশ, বর্ণনা করিয়া এ দেশের রাজপুরুষদিগের দ্বারা যেসকল অত্যাচার হইয়া থাকে এবং বিশেষতঃ তাহারা যে বলপূর্ব্বক স্কুল ধরিয়া থাকেন তৎপ্রসঙ্গ করিয়া একটি সুললিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম ফুকন সোধকতা করিয়া বলিলেন যে আসামের কাছারি ও স্কুলে দেশীয় ভাষা প্রচলিত না হইলে প্রজার পক্ষে মঙ্গল নাই। তৎপরে আসিষ্টাণ্ট জুডিসিয়েল কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ ফুকন বলিলেন, ব্রহ্মপুত্র নদ বর্ষাকালে অতিশয় ভয়া-

নক হইয়া উঠে এবং গোহাটীর নিকটে কতক গুলি প্রস্তর জলে মগ্ন আছে; তন্নিবন্ধন প্রতি বৎসর প্রায় ২০।২৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব গোহাটিস্থ লোকদিগের পারাপার নিমিত্ত একখানি বাষ্পীয় নৌকা রাখা তন্ন লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে এই অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। এদেশের ভূমিতে প্রজাদিগের কোন স্বত্ব নাই, এই বিষয়ে গোহাটীর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন গোস্বামী একটি বক্তৃতা করিয়া এই প্রতিপন্ন করিলেন যে, প্রজার ভূস্বত্ব না থাকাতে দেশের কোন প্রকার উন্নতি হইতেছে না এবং গবর্ণমেন্ট যখন যাহার ভূমি গ্রহণ করেন তখন তাহার অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। এদেশের রাজকর বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাদিগের যে অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, ইহাও গোস্বামী মহাশয় উল্লেখ করিলেন।

তৎপরে গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, হাইস্কুলে এক জন আইনের অধ্যাপক নিয়োগের জন্য লেপ্টনান্ট গবর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে কলিতার চিঠি ১২ দিবসে আসামে পৌছিত, এক্ষণে ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা ডাক গতায়তের এরূপ সুপ্রণালী হইয়াছে যে আমরা ৫ দিবসে কলিকাতার চিঠি পাইয়াথাকি। ইনস্পেক্টর বাবু বলিলেন, গবর্ণমেন্ট যদি বর্ষাকালের জন্য কিঞ্চিৎ টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সংবৎসর এই প্রকারে ডাক চলিতে পারে। তাঁহার মতে পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের দ্বারা এই কার্য্য কখন সুসম্পাদিত হইবে না। অতঃপর তিনি ঐ ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদিগের বিশৃঙ্খল্য ও অপব্যয় বিষয়ে এক বক্তৃতা করিলেন। পরিশেষে অত্রস্থ ডে কোম্পানির এজেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, গোহাটীতে আমদানি রপ্তানির যোগ্য একটি ঘাট না থাকায় বণিকদিগের অনেক অসুবিধা হইতেছে। উপরে যেসকল বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, সেগুলি সঙ্গত সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি বিষয় আছে, তাহাও বিবেচনা করা সভার উচিত ছিল। এদেশে মিউনিসিপাল কমিটির অত্যাচার এবং দেশীয় লোকদিগকে প্রধান কর্ম্ম না দেওয়াতে যে অবিচার হইতেছে তাহা লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে বিদিত করা কর্ত্তব্য।

গোহাটী
২০ এ জুন ১৮৬৮

জনৈক আসাম
দেশীয়

সম্পাদক মহাশয়! এখানেও আবার গাড়ির মাশুল হইতেছে। শুনিতেছি গাড়ি গুলি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া শ্রেণি বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাৎসরিক মাশুল নিদ্ধারিত করা হইবে, এবং একা ও বয়েল গাড়ির মাশুল গবর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র লইবেন ইহাতে দরিদ্র দিগেরই কষ্ট বড় লোকের বড় কথা। ধনি ব্যক্তিরাই জুড়ি ও গাড়ি চাপিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর ইহাতে কি বিশেষ ক্ষতি হইবেক, কিন্তু যাহাদের অল্প আয় তাঁহারা যে দুই চারি পয়সা দিয়া একা চাপিয়া বেড়াইতেন, ক্রমে তাহাই লয় হইতে লাগিল। আরোহীদিগের গলা না কাটিলে দরিদ্র একাওয়ালারা আর কোথা হইতে গবর্ণমেন্টের পেট ভরাইতে পারিবে কিয়দ্দিন হইল এখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদির মাশুল লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি গাড়ির মাশুল লইবার প্রস্তাব চলিয়াছে কিন্তু গাড়ি চলিবার রাস্তা গুলির সুবিধা করিবার বিষয়ে তত মনোযোগ দেখিতে পাই না এখানকার গলি রাস্তা গুলির দুরবস্থার বিষয় প্রেয়াগদূত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সবিশেষ মহাশয় অবগত আছেন।

এলাহাবাদ

২৪ এ জুন ১৮৫৯।

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ জবলপুর
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩

„ „ জগন্মোহন সিংহ মেদিনীপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ভাদ্র ৩৸৹

„ „ দীননাথ নন্দী কাছাড়
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩

„ „ ব্রজনাথ রায় জব্বলপুর
১৮৬৮ জুন হইতে নবেম্বর ৭

„ ডবলিউ, বি, ওল্ড হ্যাম কটক
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে ১৩

„ „ ক্ষেত্রমোহন সিংহ দিনাজপুর
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল ১৩

„ „ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর
১৮৬৮ জুন হইতে ৬৯ মে ১৩

„ „ বিশ্বেশ্বর পাঁড়ে কায়রা
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন ১৩

„ „ রাধাবল্লভ সিংহ দেব কুচিয়াকোল
১২৭৫ বৈশাখ হইতে চৈত্র ১৩

„ „ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় হিন্দুহষ্টেল
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর ৫৷৹

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸৹। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বয়াতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵৹ আনা তাহার পর ⁄১৹ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবারে প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৩৬ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

২০৭

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৩১ এ আষাঢ়। ১৮৬৮। ১৩ ই জুলাই

মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

দাসকোম্পানির বঙ্গবাজার প্রেস।

৪৫ নং মদনবড়ালের লেন,

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

সম্প্রতি উক্ত দাসকোম্পানি একটী মুদ্রাযন্ত্রা লয় সংস্থাপন করিয়াছেন। পুস্তক, সংবাদপত্র, বিল, রসীদ, চিঠী, চেক, টেবিলপ্রভৃতি সকলপ্রকার কার্য্য, বাজারের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা সুলভ মূল্যে, স্বল্প সময়মধ্যে ও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। অপর উক্ত কোম্পানি সংশোধনের ভারগ্রহণ করিবেন। শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কর্ম্মকারের বাঙ্গালা নানাবিধ নূতন অক্ষর ও বিলাতি নানাবিধ ইংরাজী নূতন অক্ষর এবং যন্ত্রালয়ের আবশ্যক সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে সাধারণের উৎসাহ ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন।

কলিকাতা ৯ই আষাঢ় ১২৭৫ } শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস। যন্ত্রাধ্যক্ষ।

—:•:—

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মুখস্থ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বারাণ্ডার উপর বেলুড় গ্রামবাসী অম্লান ষষ্টিবর্ষীয় নবকান্ত নন্দসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান হইলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী ১৮৬৮ সাল ১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:•:—

অভিধান।

শব্দাম্বুধি	২॥০
শব্দার্থপ্রকাশিকা	৩
শব্দসিন্ধু	২
শব্দার্থমুক্তাবলী	৭
শব্দার্থরত্নমালা	৫
শব্দার্থপ্রচারিকা	৩
প্রকৃতিবাদ	৫

সংস্কৃত পুস্তক

রঘুবংশ সটীক	৮
উত্তর নৈষধচরিত	০॥০
ভট্টিকাব্য	৪০
অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব	৩৫
দশরূপক	১৸৵

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুস্তকবিক্রেতা।

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) "	৫৷০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)	৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরাৰ্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ। কাব্যপ্রকাশ। চণ্ডক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:•:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো থনট এবং কোং

—:•:—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া তুলে বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

রানীগঞ্জ পটরি কোং

লিমিটেড।

মেজে আঁটা করিবার সুচিক্কণ টাইল।

ঐ কোম্পানির মিসনরোস্থিত ৪ নং আফিসে টাইলের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় এবং যদি কাহার প্রয়োজন হয়, ঐ আফিসে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিবেন।

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কোন দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা রেলওয়ে দ্বারায় প্রেরণ করা হয় তখন যে ব্যক্তির নিকট দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠান হইতেছে তাঁহার উচিত যে তিনি যে ষ্টেসন হইতে দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা পাঠাইতেছেন, সেই ষ্টেসনের প্রদত্ত দ্রব্য বা পুলিন্দার রসিদ যে ষ্টেসনে দ্রব্য বা পুলিন্দা পাঠান হইয়াছে সেই ষ্টেসনে দর্শান। নচেৎ তাঁহাকে প্রেরিত দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা দেওয়া হইবে না।

যাঁহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হয়, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দ্রব্যাদি লইতে না পারিয়া যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা লইতে পাঠান, তবে যাহার নামে দ্রব্যাদি পাঠান হইয়াছে তাঁহার উচিত যে তিনি প্রেরিত ব্যক্তিকে দ্রব্যাদি দেওয়া হয় এই প্রার্থনা রসিদের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেন। নচেৎ দ্রব্যাদি বা পুলিন্দা দেওয়া হইবে না।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস } সিক্রেটারি
ডালহৌসী স্কোয়ার } এজেন্সি বোর্ড।
কলিকাতা ২৩ এ জুন
১৮৬৮

সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎসঙ্কলিত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

সঙ্কলিত	মূল্য
গ্রীসদেশের ইতিহাস	১ টাকা
রোমের ইতিহাস	১ „
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লিখিত স্থানে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত হইবে। প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে /১০ আনার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

	টাকা
গোলড স্মিথ পৈট্রিকেল ওয়ার্ক	৩৸
আরেবিয়ান নাইট	৩৸
স্পেকটেটার	৩৸
বেলেয়ার্স লেকচার	৩৸
জোসেফস ওয়ার্ক	৩৸
ইং রাজী ভগবৎ গীতা	২
ইং কাদম্বরী	২
ইং হিষ্টরী অফ গ্রেটেরেন গ্রেট ব্রিটেন	২॥
ইং শকুন্তলা	১
ইং হিতপোদেশ	১
পুরুষ পরীক্ষা	১
লয়লামজুন	১
প্রিয়দর্শন	
তুরকীর ইতিহাস	১
রীতিমূল	৸০
কায়স্থ দীপিকা	১
সঙ্গীতানন্দ লহরী	।০
নৈশধ চরিত্র	১॥
বিদগ্ধ মুখমণ্ডল	।৶
বাদী বিবাদী ভঞ্জন	১
দ্বারকাকেলী কৌমুদী	১॥
রাম উপাখ্যান	
রামচরিত্র	।৶
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য	১
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য	২॥
শিক্ষাপ্রণালী	২
গোলকের উপযোগীতা	৸০
জানকী নাটক	১
বীরবাক্যা বলী	।০
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	॥০
কীচকবধ কাব্য	॥০
চরীত মঞ্জরী	১।০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৸
কাশী খণ্ড	৸
প্রভাশখণ্ড	১।
কলীকৌতুক নাটক	১
কবিকলাপ	১
রামাভিষেক নাটক	১
চন্দ্রবিলাষ নাটক	১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ মূল্যে বিক্রেতা।

—:০:—

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীরাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

—:০:—

স্কেলের ব্যবহার ও জরিপী নকসা প্রস্তুত করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক বিদ্যা ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশদাসের বাগানে ১৮ ১৮ নং বাটীতে এবং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন শুদ্ধ ১ এক টাকা

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাবিয়াড়ী।

—

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্যের অর্থপুস্তক রেবরেণ্ড আর, রবিন্সন কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থেকার স্পিঙ্ক কোং এবং কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা বিক্রীত হইতেছে মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে জেলা ২৪ পরগণার চৌকীদারী গোমসরকোলার

টাক্কদারগাগিরি পদ এক মাসের জন্য খালী হওয়ায় উক্ত পদে এক জন একটীং নিযুক্ত করা আবশ্যক। অতএব অনধিকার আদেশমত লেখা যায় যে, যে কেহ উমেদার থাকে ২৫০ টাকার জামীন দাখিল করিয়া উক্ত কর্ম্মের প্রার্থী হও এবং দারগার মাসিক বেতন ৩৬ টাকা ও যত টাকা তহশীল হইবেক তাহার কমিসন ফি শতকরা টাকার হিঃ পাইবে।

৭ ই জুলাই } ই. কে বাটন
১৮৬৮ } ২৪ পরগণার কালেক্টর ম্যাজিষ্টেট

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুন মাসের ২২ এ হইতে ৩০ এ পর্য্যন্ত নদীয়ার নদীর জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
মাথাভাঙ্গা নদী		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৬	৯
মহানায়	৫	৯
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইল	৫	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে আন্দুলিয়া	৪	১১
আন্দুলিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইল	৪	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত		
৩৪ মাইল	৫	০
ভাগীরথী।		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২১	৬
মহানা	১৩	৩
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭	৯
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল	৮	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল	৮	৯
জলঙ্গী নদী		
মহানা		
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল	২	৩
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৭ মাইল	৩	০
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইল	৩	৪

নদীর মহানা গত ২৬ এ জুন তারিখে খুলিয়াছে।

জলঙ্গির মহানার উত্তরে শিয়ালমারির মহানা গত ২৩ এ জুন তারিখে খুলিয়াছে।

সন ১৮৬৮ জুলাই মাহার ৫ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
	১১	৯

বহরমপুর ৩রা জুলাই ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত টি. হেন্স উইকফিল্ড সি. ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

ডাকসম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে। একমাত্র ডাক কর্ম্মচারীদিগের দোষই যে তাহার কারণ তাহা নহে। যাঁহারা পত্রাদি প্রেরণ করেন, তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা ও অবিমৃষ্যকারিতাও উহার অন্যতর কারণ। বোম্বাইয়ের পোষ্ট মাষ্টার জেনরল পত্রপ্রেরণের রীতি পদ্ধতির শিক্ষাদানার্থ যে একটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেকে পত্র প্রেরণের ভদ্র রীতি শিক্ষা করিতে পারিবেন। এই স্থলে আমরাও পত্রপ্রেরকদিগকে দুটি বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতেছি। অনেকে পত্রে যথোচিত মূল্যের ষ্টাম্প টিকিট দেন না, তাহাতে কেবল যে তাঁহাদিগের প্রদত্ত টিকিটের মূল্য অনর্থক যায় এরূপ নয়, যাঁহারা ভদ্রতা বা অন্য বিধ কারণে সেই পত্র গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। দ্বিতীয় এক এক জন এরূপ পত্র আটিয়া দেন, তাহা যে আর এক জনকে খুলিতে হইবে, তৎকালে তাঁহাদিগের সে কথা মনে থাকে না।

পোষ্ট আফিস কর্ম্মচারিগণ সমীপে নিবেদন এই যে।

১। চিঠির উপরে দেশীয় ভাষায় অনাবশ্যক অনেক মোকাম থাকাতে পোষ্ট আফিসের বিলক্ষণ কার্য্যের ক্ষতি হয়।

২। অসম্বদ্ধ কথার প্রয়োগ থাকাতেও এক এক লাইনে ব্যক্তির নাম, ধাম, উপাধি বা ব্যবসায় না লেখা থাকাতে এক একটা চিঠির মোকাম নিশ্চয় করিতে অনেক বিলম্ব ও অনর্থক কষ্ট হয় এবং মোকাম অক্লেশে বোধগম্য না হওয়াতে কাজে কাজে ডেড লেটার আফিসে এমত অনেক চিঠি পাঠাইয়া দেওয়া হয়, যাহাদের উপরিভাগে ইংরেজি ধরণে নাম, ধাম, লিখিত থাকিলে অনায়াসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকটে পৌঁছিতে পারে।

৩। অতএব তাঁহারা শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দেশীয় লোকদিগকে উল্লিখিত অসুবিধার কারণ জ্ঞাত করিবেন ও তাঁহারা আলম্বিত পদ্ধতির উপর হস্তার্পণ না করিয়া তাঁহাদের চিঠি নির্পিত স্থানে নিঃসংশয় পৌঁছে দেওয়াই যে আমাদের অভিপ্রায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

৪। আমি এই বিষয়ে ডাইরেক্টর অব পবলিক ইনষ্ট্রাকসনকে লিখিয়াছিলাম। তিনি বোম্বে প্রেসিডেন্সিস্থ ভারনাকিউলর বিদ্যালয়সমূহে প্রচার করিবার মানসে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক মেমরেণ্ডম (নং ৩৭৩৪ তারিখ ২১ এ মার্চ্চ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ অনুবাদ ইহার সঙ্গে আছে) লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলেই নব্য সম্প্রদায়ীরা দেশীয় ভাষায় লিপির উপরে যথানিয়মে নাম, ধাম, লিখিতে শিখিবেন। ৫। যাহা হউক, আমাদের এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত বিবেচনা করি না, আমি আন্তরিক বাঞ্ছা করি যে, মহোদয় সর এ গ্রাণ্টের মেমরেণ্ডমের অন্তর্গত সহজ সহজ নিয়মগুলি আধুনিক অস্মদ্দেশীয় পত্রলেখক সর্ব্বসাধারণকে বিদিত করা হয় এবং এই লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক পোষ্ট মাষ্টার ও প্রত্যেক ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার আপনার সুযোগ ও অবকাশ বুঝিয়া ঐসকল নিয়ম প্রচার করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করুন। আর এই স্থলে আমি প্রত্যেক কালেক্টর ও ডেপুটি কমিসনরকে পূর্ব্ব পারে গ্রান্টের মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই বিষয়ে

আনুকূল্য প্রদানে বাধিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

৩। বিলি না হইয়া বোম্বে ডেড লেটর আফিসে যে সকল দেশীয় ভাষায় নাম ধাম, লিখিত চিঠি দাখিল হয় তাহার সংখ্যা শত করা বড় অল্প নহে। কিন্তু আমি নিশ্চয় বোধ করিতেছি যে, অভিলষিত রীতির অনুষ্ঠান করিলেই এই অনিষ্টের অনেক নিবারণ হইতে পারিবেক।

এফ, আর, হগ (স্বাক্ষরিত)

আক্টিংয়েটিং পোষ্ট মাষ্টার জেনরল।

বোম্বাই পোষ্ট মাষ্টার জেনেরেলের ক্যাম্প তারিখ ৩ এপ্রেল সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

মেমরেণ্ডম নং ৩৭৩৪

পুনা আফিস ডাইরেক্টর অব পবলিক ইনষ্ট্রক্সন, তারিখ ২১ এ মার্চ্চ সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। ইংরেজী রীতি অনুসারে চলিত দেশীয় ভাষায় চিঠির উপরে নাম, ধাম, লেখা গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যসাপেক্ষ ভারনাকিউলার স্কুলের ৩য় শ্রেণী ৩২ টা ...ে অন্তর্গত বলিয়া অতঃপর বিবেচনা করা হইবে।

তাহাতে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী চলিতে হইবে।

১। নাম, ধাম, ইত্যাদি পৃথক পৃথক লাইনে লিখিতে হইবে।

২। যে ব্যক্তিকে পত্র প্রেরণ করা হইবে প্রথম তাহার নাম ও উপাধি থাকিলে উপাধি প্রথম লাইনে লিখিতে হইবে। যথা

রাও সাহেব রামচন্দ্র নারায়ণ পাৰ্দিক

৩। সর্ব্বশেষের লাইনে কেবল জেলার, অথবা যে শহরে চিঠি বিলি করিতে হইবে সেখানে পোষ্ট আফিস থাকিলে সেই শহরের নাম লিখিতে হইবে। যথা

জেলা সাতারা।

অথবা বেলগাম।

৪। শেষ লাইনের পূর্ব্ব লাইনে শহরের যে অংশে বিলি করিতে হইবে, তাহার নাম লিখিতে হইবে যথা অপ্পওয়ার পেঠ।

অথবা তালুকের নাম দিতে হইবে, যথা হাওয়েলি তালুক।

৫। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লাইনে রাস্তার নাম ও বাটীর নং থাকিবে, যথা ৫ লোহার-চাল অথবা গ্রামের নাম থাকিবেক, যথা পিম্পল গাঁ।

৬। মোকামের দ্বিতীয় লাইনে, যে আফিসে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অথবা উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যবসায় লিখিত থাকিবে, যথা সেরেস্তা দার দোকানওয়ালা ভাট ইত্যাদি।

৭। সকল অনাবশ্যক কথা, যথা "তাহাকে এই লেফাফা দিবা।" ইত্যাদি লিখিতে নিষিদ্ধ।

৮। পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প চিঠি মুড়িয়া দক্ষিণ হস্তের দিকে উপর কোণে আটকাইতে হইবে, যে শহরে পোষ্ট আফিস আছে, তাহার নাম অথবা জেলার নাম সেই দিকে নিম্ন ভাগের কোণে লিখিতে হইবে। প্রেরণ কর্ত্তার কেবল নামটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে চিঠির বামদিকে নিম্ন ভাগের কোণে লেখা যাইতে পারে; কিন্তু "হইতে" এই কথা ব্যবহৃত না হয়।

এ, গ্রাণ্ট (স্বাক্ষরিত)।

ডাইরেক্টর অব পবলিক

ইনষ্ট্রক্সন।

—:০:—

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী

ও সর জন লরেন্স।

আজি কালি সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের রাজনীতির ভাব "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিবিল সর্ব্বিসের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার বহুতর আড়ম্বরের পর শেষে স্থির হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী পদ উপযুক্ত দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে দিবেন। "এক মণ তৈলও হইবে না, রাধাও নাচিবে না।" ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীপরিবর্ত্তের বিষয়েও এই প্রকার হইতেছে। কত আড়ম্বর হইল; কতই জনরব উঠিল; ভারতবর্ষীয়েরা ভাবিলেন, শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত হইলে কতই সুখভোগ করিবেন, শেষে কেবল সোম শর্ম্মার ছাতুর হাঁড়ি ভাঙ্গা সার হইল। গবর্ণর জেনরল উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেন, সর জন লরেন্সের এ ইচ্ছা নয়। তাঁহার সংস্কার এই, এদেশীয়েরা উচ্চতর সভ্যতাসম্পন্ন হইলে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোর্টের এরূপ বাসনা আছে এখানকার গবর্ণর জেনরল হইবেন। অতএব তিনি গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও ক্ষমতারক্ষার প্রস্তাবের যে অনুমোদন করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সর জন লরেন্সের কুসংস্কার ও প্রদেশবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ এবং সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের স্বার্থপরতা নিবন্ধন ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন আর কিছু দিনের নিমিত্ত স্থগিত রহিল।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এ দেশের শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তসম্বন্ধে গবর্ণর জেনরলের নিকটে দশটী প্রশ্ন করিয়া পাঠান। বঙ্গদেশের শাসনপ্রণালী বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় হইবে কি বর্ত্তমান প্রণালী অপরিবর্ত্তিত থাকিবে? অথবা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশ শাসন করিবেন? কিংবা পূর্ব্বে যেপ্রকার ছিল বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর ডেপুটী গবর্ণরের উপাধি লইয়া গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের এক জন সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন? বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে কি না? বঙ্গদেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত গবর্ণর জেনরলের যে সম্বন্ধ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সহিত সে সম্বন্ধ হইবে কি না? সপ্তম প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হয়, গবর্ণর জেনরল রাজধানী ত্যাগ করিলে তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার সঙ্গে যাইবেন কি না? এবং তিনি স্বেচ্ছামত

দুই জন মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া শাসন কার্য্য সম্পাদন করিবেন কি না? নিয়ম-বহিভূর্ত প্রবেশের নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল নিজে আইন করিতে পারিবেন, এ নিয়ম হওয়া উচিত কি অনুচিত? কলিকাতা হইতে রাজধানী স্থানান্তর করা ষ্টেটসেক্রেটারির অভিমত নহে; তথাপি এ বিষয়ে সর জন লরেন্সের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। দশম প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিদিগের কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করা পরামর্শসিদ্ধ কি না? রেবেণিউবোর্ড থাকিবে কি উঠিয়া যাইবে, এ বিষয়েও মতজিজ্ঞাসা করা হইয়াছে।

এই বিষয় উপলক্ষে সর জন লরেন্সের সহিত তাঁহার মন্ত্রিবর্গের বহু অংশে মতভেদ হইয়াছে। সর উইলিয়ম মুর ভিন্ন আর সকলেই বঙ্গদেশে এক জন গবর্ণর হন এই প্রস্তাব করিয়াছেন। গ্রে সাহেবেরও এই মত; কিন্তু সর জন লরেন্স বলেন, ইহা করিলে গবর্ণর জেনরলের গৌরবের হানি হইবে। এখনই দেখা যাইতেছে, অধীনস্থ গবর্ণরেরা কোন বিষয়ে গবর্ণর জেনরলের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হন না। বঙ্গদেশকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে এই অনিষ্টের আরো বৃদ্ধি হইবে। আমরা ত এ যুক্তির অর্থগ্রহণীয়তাবোধে সমর্থ হইতেছি না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরেরা স্বাধীনবৎ ব্যবহার করিলে যদি তাঁহার মান হানি না হয়, বাঙ্গলা দেশের গবর্ণর ঐ রূপ ব্যবহার করিলে তাঁহার মান হানি হইবে কেন? তবে কি বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাঁহার ধামাধরা হইয়া থাকেন, এই তাঁহার অভিপ্রেত? এখন গবর্ণর জেনরল বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে মনোনীত করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের অনুগত হইয়া থাকিতে হইতেছে। অতঃপর তাঁহার যদি গবর্ণর উপাধি হয়, তিনি ইংলণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আসিবেন, তখন আর তাঁহার উপরে এখনকার ন্যায় প্রভুত্ব চলিবে না, তাঁহার এই শঙ্কা জন্মিয়াছে; কিন্তু উহাতে যদি কাজ ভাল হয়, তাহাই কি কর্ত্তব্য নহে? এক তুচ্ছ অভিমানের বশীভূত হইয়া একটী প্রদেশের অনিষ্টসাধন করা কি উদারাশয় ব্যক্তির বিধেয়? কয়টী প্রেসিডেন্সীতে স্বতন্ত্র গবর্ণর হইলে যদি সুন্দররূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হয়, আর গবর্ণর জেনরলের প্রয়োজন রহিত হইয়া ব্যয়সংক্ষেপ ও এ দেশের ইষ্টসাধন হয়, সেটী কি অভীষ্ট নহে? এখন যেরূপ টেলিগ্রাফ ও রেলওয়েপ্রভৃতির বন্দোবস্ত হইতেছে, তাহাতে গবর্ণর জেনরল ব্যতিরেকে চলিতে পারে, তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে এরূপ বন্দোবস্ত ছিল না; সুতরাং গবর্ণর জেনরলের প্রয়োজন ছিল। সর জন লরেন্স কাজ কমা হইবার নিমিত্ত আসামকে এক জন প্রধান কমিসনরের হস্তে দিতে বলিয়াছেন। বেহার ও কাশী লইয়া এক জন নূতন লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হউন; বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের বেতন বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় হউক, (কারণ "বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে সর্ব্বদা ভোজপ্রভৃতি দিতে হয়!!!) সাধারণ ব্যয় বৃদ্ধি হউক, সেই ব্যয় সঙ্কলনার্থ নূতন কর হউক, তথাপি এক জন গবর্ণর বঙ্গদেশে না আইসেন!! তাহা হইলেই গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতা ও গৌরবের হ্রাস হইবে! মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তত্রত্য শাসনকর্তৃগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেন ষ্টেটসেক্রেটারিকে পত্র লিখিতে না পারেন। ষ্টেট সেক্রেটারি ইংলণ্ড হইতে কোন স্থানের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর প্রেরণ না করেন, এই সকলই তাঁহার অভিমত।

সর জন লরেন্স সিমলাবাসের প্রস্তাবে আহ্লাদসহকারে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা রাজধানী থাকুক, সিমলাতে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হউক। তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন, এই পর্ব্বতবাসোপলক্ষে পথে ২৮ দিন গত হয়। তখন শাসনকার্য্য বন্ধ থাকে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি বলেন, "ঐ সময়ে আমি প্রতিবৎসর দরবার করি।" উহার অর্থ সরকারী অর্থ ক্ষয় করি। এ ভিন্ন আর কি কোন অর্থ হয়? রাজগণ কি কেবল দরবারের গুণে বশীভূত হইয়া আছেন? তাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার হইলে গবর্ণর জেনরল দরবার করেন, বলিয়া কি তাঁহারা তুষ্ট থাকিবেন? মেজর জেনরল ডুরাণ্ড সিমলাবাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সর জন লরেন্স বলেন, "সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সিমলা মধ্যস্থ স্থান সেখানে বসিয়া উত্তম শাসন হইতে পারে।" এ "সকলেই" কে? গবর্ণর জেনরল ও তাঁহার সেক্রেটারিগণ ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই ত সিমলাবাসের অনুমোদন করিতে দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে এক জন স্বাধীন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা উচিত। এ প্রদেশ শাসন করা কুসংস্কারবিশিষ্ট সিবিলিয়ানদিগের কার্য্য নহে। শাসনকর্ত্তার কৌন্সিলের প্রয়োজন নাই; তবে তাঁহার এক জন এতদ্দেশীয় সেক্রেটারি আবশ্যক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভা মাত্রেই উঠিয়া যাউক; এগুলির প্রতি লোকের অতিশয় অশ্রদ্ধা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশের রাজস্ব পৃথক হউক, যে দেশে যেমন আয় হইবে, সেখানে তেমনি ব্যয় হইবে। যত দিন গবর্ণর জেনরলের পদ আছে, তত দিন তিনি

সকলের উপরে তত্ত্বাবধান করুন এবং সৈন্যাদির নিমিত্ত অংশক্রমে সকল প্রদেশ হইতে শতকরা কতক টাকা লইতে থাকুন। পবলিকওয়ার্ক ও অন্য অন্য কার্য্য স্থানীয় গবর্ণমেন্টের হস্তে থাকুক। কি গবর্ণর কি লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সকলকে ইংলণ্ড হইতে প্রেরণ করা উচিত। সিমলাবাস উঠিয়া যাউক। গবর্ণর জেনরল যখন স্বাস্থ্যার্থ পর্ব্বতে যাইবেন তখন শাসনভার অন্যহস্তে দেওয়া হইবে।

—:০:—

বর্দ্ধমানের মহারাজ ও তাঁহার সম্মানার্থ তোপ ধ্বনি।

উক্ত মহারাজ সম্মানতোপধ্বনির নিমিত্ত একান্ত লালায়িত হইয়াছেন। তাঁহারে লালায়িত দেখিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে যুগপৎ কৌতুক বিস্ময় ক্ষোভ প্রভৃতি অনেকগুলি ভাবের উদয় হইল কৌতুক এই, ইহকেই বলে "যেচে মান।" বিস্ময় এই, ভগবানের কেমন বিড়ম্বনা, যাঁহার অন্য কোন কষ্ট নাই, তিনি অন্ততঃ মানসিক কল্পনাবলে একটী কষ্টের হেতু উপস্থিত করিয়া কষ্ট পাইবেন। ক্ষোভ এই, তিনি যে দেশে বাস করেন, তাঁহার চাটুকারদলভিন্ন সেখান কার কোন ব্যক্তিই এ বিষয়ে প্রায় তাঁহার সপক্ষতা করিতে উৎসুক নহেন। তিনি যেপ্রকার পদস্থ, তিনি যদি বাঙ্গলা দেশের হিতৈষী হইতেন, অনেক শ্রেয়ঃ সাধন করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে লোকে যে আজি আপনা হইতে উদ্যোগী হইয়া রাজদ্বারে তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিবার চেষ্টা পাইতেন। আমাদিগের গুণজ্ঞ গবর্ণমেণ্টও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার মানবর্দ্ধন করিতেন।

তিনি দেখাইয়া দিন দেখি, এমন কি কর্ম্ম করিয়াছেন যে, লোকে তাঁহা মান বৃদ্ধির নিমিত্ত সমুৎসুক হইবেন? তিনি আপনাকেই আপনি বড় দেখেন। দেশের হিতার্থ কাহার সহিত মিশিয়া কাজ করা অগৌরবকর জ্ঞান করেন। তাঁহার ওখানে এ দেশীয়দিগের সম্মানের যে এক অদ্ভুত পদ্ধতি আছে, তাহাতে কোন তেজস্বী পুরুষ তাঁহার নিকট গমনে উৎসুকমনা নহেন। তিনি কাহার নন, তাঁহারও কেহ নহেন। যিনি যেমন ব্যবহার করিবেন, অপরে তাঁহার সহিত তেমনি ব্যবহার করিবেন এটী প্রসিদ্ধ বাক্য। যাঁহারা চাটুকার, তাঁহারা এ কারণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা লোকের নিকটে এই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান, এ দেশের লোকেরা তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষা করেন। কিন্তু আমরা ত এই বুঝিতেছি, যদি অতুল ঐশ্বর্য্য ঈর্ষার কারণ হইত, ঐশ্বর্য্যবান আর ত অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি দেশের লোকের ঈর্ষা না জন্মিল কেন? আজি কালি লোকের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন আর ধনের প্রতি পক্ষপাত নাই, গুণের প্রতি পক্ষপাত জন্মিয়াছে। হিন্দু পেট্রিয়টের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মৃত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ চিহ্ন করিবার নিমিত্ত লোকে এত যত্নবান কেন? সর জন গ্রাণ্ট বিদেশীয় লোক; এ দেশের লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতিকৃতি করিলেন, আর বর্দ্ধমানের মহারাজ দেশের লোক হইয়া বালজনোচিত সামান্য সম্মানলোভে লুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু দেশের লোকে তাঁহার সপক্ষতা করিতেছেন না, তাহার কারণ কি? মহারাজ কি সেটী বুঝিতে পারিতেছেন না?

আমাদিগের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, মহারাজ ভারতবর্ষীয় সভার সহিত যোগ দেন নাই বলিয়া হিন্দু পেট্রিয়টসম্পাদক তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়াছেন, তাহাতেই তিনি (পেট্রিয়ট সম্পাদক) শত্রুতাচরণ করিতেছেন। ভাল আমরা পত্রপ্রেরককে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভার সহিত যোগ দেওয়া গৌরবের না অগৌরবের বিষয়? ঐ সভা দেশের ইষ্ট না অনিষ্ট কার্য্যে অভিনিবিষ্ট আছেন? ভারতবর্ষীয় সভায় যোগ দিলে লোকে কহিবে, মহারাজ দেশের মঙ্গলচেষ্টায় একান্ত তৎপর; এটী মহারাজের নিন্দার না সুখ্যাতির বিষয়? হিন্দু পেট্রিয়ট এতন্নিমিত্ত যদি কোপ করিয়া থাকেন, তাঁহার ক্রোধ সঙ্গত কি অসঙ্গত? মহারাজ ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যদিগের সহিত এক গৃহে উপবিষ্ট হইয়া দেশের কল্যাণ চিন্তা করিতে কি লজ্জা বোধ করেন? ইউরোপখণ্ডের লার্ডেরা কি করিতেছেন? তাঁহারা কি সাধারণ হিতকর কার্য্যে সাধারণ লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া অসংখ্য সাধুবাদের আস্পদ হইতেছেন না? অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে, যদি গুণের পুরস্কার বলিয়া তাঁহার সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত তোপধ্বনি ব্যবস্থা করা হয়, কোন ভদ্র লোকে তাহাতে অনুমোদন করিবেন না।

তবে আমাদিগের এক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, তিনি বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সকলের অপেক্ষা অধিক কর দেন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এ কারণে যদি তাঁহার সম্মানার্থ তোপধ্বনির অনুজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদিগের এই আশঙ্কা হইতেছে, অনেক বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, অনেক সুবর্ণবণিক ও অনেক জমীদার তোপ তোপ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিবেন। তখন গবর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইবে। একাধারে যদি তিন গুণের অন্বে

বণ করেন, তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইবে না৷ এ বিষয়ে মহারাজের অনুকূল ও প্রতিকূল দুই খানি প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে। আমরা ঐ দুইখানি স্থানান্তরে গ্রহণ করিলাম। গবর্ণমেণ্ট উভয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া জানিতে পারিবেন, এতৎসম্বন্ধে লোকের কিরূপ ভাবোদয় হইয়াছে।

-:০:-

সর ষ্টান লরেন্সের সৎ সংকল্প।

যেখানে প্রজার সহস্র গুণ ও সহস্র ক্ষমতা থাকুক, প্রধান পুরুষেরা অনুগ্রহ না করিলে তাহা প্রকাশ করিবার পথ ও তদনুরূপ উন্নতিলাভের সম্ভাবনা না থাকে, ফলতঃ যেখানকার প্রজারা প্রধান পুরুষদিগের ইচ্ছার একান্ত পরতন্ত্র, সেখানে রাজপুরুষেরা প্রজার যে কিছু ইষ্টচেষ্টা করেন, তাহাই প্রজাকে মহা লাভ ও পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমা দিগের গবর্ণর জেনরল বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে মনোনীত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে অধ্যয়ন ও সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশা ধিকারলাভার্থ নয় জনকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে যে আর্দ্র হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এদে শের কোন্ ব্যক্তি এ অনুগ্রহকে বহু করিয়া না মানিবেন? কিন্তু এদেশীয়দি গকে সিবিল সর্ব্বিসের পদদানবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদিগের চিত্ত বিস্ময়বিমুঢ় হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনে মনে আছে, এদেশীয়দিগকে সিবিল সর্ব্বিস হইতে বঞ্চিত করা অন্যায় হইতেছে; কিন্তু অভি মান, শঙ্কা ও অবিশ্বাসপ্রভৃতি নানা কারণে এক কালে এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে সিবিলসর্ব্বিসদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের কৃপণের যজ্ঞ আরম্ভ করা হইয়াছে। যজ্ঞে যে ন্যায্য ব্যয় পড়ে, শেষে সে সমস্ত দিতে হয়, কিন্তু কৃপণ একবারে দিতে পারে না। আমা দিগের প্রধান পুরুষদিগকে শেষে এ দেশে সিবিল সর্ব্বিসপরীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণরূপে সিবিল সর্ব্বিসদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু এক কালে পারিতেছেন না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

———

নূতন পুস্তক।

১। বালিহিতকরী সভার পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট। সভার উদ্দেশ্য এই কয়টী; দরিদ্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া দরিদ্র রোগীদিগকে ঔষধবিতরণ করা, দরিদ্র বিধবা ও মাতৃপিতৃহীন লোক দিগকে সাহায্য ও স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে উৎ সাহদান এবং উত্তর পাড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের সামাজিক আচার ব্যবহার, ধর্ম্মনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধন। সভা ১৮৬৭ অব্দের ১লা এপ্রেল অবধি ১৮৬৮ অব্দের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ৬১৶, দরিদ্র বিধবাপ্রভৃতির সাহায্যার্থ ৭৫।৹ এবং বালিকাদিগের ছাত্রবৃত্তিতে ৩৩৬ টাকা দান করিয়াছেন। এই রূপ সভা যদি স্থানে স্থানে হয়, দেশের অনেক মঙ্গল হইতে পারে। হিতকরী সভা উপ সংহারকালে বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপা ধ্যায় ও শ্রীরামপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট রাইলাণ্ড সাহেবের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। এ প্রকার বিষয়ে যাঁহারা সাহায্য ও উৎসাহদান করেন তাঁহারা সহস্র গুণে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

২। পুলিষগাইড বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী পুলিষ কেটেকিজম ও চার্জ্জেস্ নামক ইংরাজী পুস্তক হইতে উদ্ধৃত ও অনুবা দিত করিয়া এখানি সঙ্কলন করিয়াছেন।

৩। সুরাসঙ্কীর্ত্তন। কাঁদিহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। সুরার নিন্দা করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

———:০:———

আমরা জাহানাবাদ হইতে নিম্নলি খিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদ মহকুমায় ২৪এ জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া অজস্র ১৫ দিবা। অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে শীলাবতী নদী ও দারকেশ্বর নদীর জল সেতু অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া শত শত গ্রাম জলমগ্ন হইয়া প্রায় দশ হাজার গৃহ ভগ্ন হইয়াছে। অনেকের দ্রব্যাদি স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক গরু ও মনুষ্যের প্রাণনাশ হইয়াছে। জলপ্লাবনে গৃহ ভগ্ন হওয়াতে অনেকে তৎকালে বৃক্ষো পরি অবস্থিতি করিয়া অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। বন্যার সময় ৪ দিবস শীলাবতী নদীর উভয় পার্শ্বস্থ লোক নিরন্তর হাহা কার শব্দ করিয়া দিবা রজনী অতিবাহিত করিয়াছে। অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ঘাটালের গঞ্জের মহাজনগণের যথেষ্ট দ্রব্যাদি স্রোতে নীত হইয়াছে ঘাটালে অধিকাংশ লোক নৌকারোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য গ্রামের লোকেরা নৌকার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া দিনযাপন করিয়াছেন. ঘাটালের ডাক্তর, চৌকীদারী টাক্স আদায়ের দারোগা পুলিসের ইন্সপেক্টর ও সব ইনস্পে ক্টরের বাসার সম্মুখে সেতু ভগ্ন হইয়া সমস্ত গৃহ জলমগ্ন হইয়া পতিত হয়। ইহাঁরা নিরুপায় হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করেন। অকস্মাৎ এক খানা নৌকা ইহাঁদের নিকট উপস্থিত হয়, তাহা তেই ইহাঁরা আরোহণ করিয়া অতি কষ্টে স্বীয় স্বীয় পরিবার লইয়া স্থানান্তরে যাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। নৌকা উপস্থিত না হইলে ইহাঁরা নিশ্চিত মৃত্যু মুখে পতিত হইতেন,

২৫ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

কুচবিহারের কমিসনরের যত্নে তথায় একটী তমাকের প্রদর্শন হইতেছে। প্রত্যেক প্রদর্শককে অন্ততঃ অর্দ্ধমণ তমাক প্রেরণ করিতে হইবে। এজন্য পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। প্রদর্শন ক্রমে কৌতুককর ব্যাপার হইয়া না উঠে।

সম্প্রতি রামপুরে এক কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শন হইয়া গিয়াছে। রামপুরের নবাব প্রজাদিগকে উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করাইবার উদ্দেশে এ প্রদর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিন দিবস মেলা ছিল। নবাবের কর্ম্মচারিগণ উত্তম বন্দোবস্ত করাতে কোনপ্রকার গোলযোগ হয় নাই।

ইণ্ডিয়ান পবলিক অপিনিয়ন বলেন, দিল্লী অবধি অমৃতসর পর্য্যন্ত দ্রুতগতি রেলওয়ে হইতেছে। কিন্তু রেলওয়ে হইলেই ডাকগাড়ীর অধিকারীদিগের অন্ন মারা যাইবে। অতএব যত দিন রেলওয়ে না হয় ততদিন যথাসাধ্য লাভ করিবার জন্য ডাক গাড়ীর অধিকারীর ধর্ম্মঘট করিয়া অধিক ভাড়া লইতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবসায়সম্বন্ধে সর্ব্বদাই প্রায় ষড়যন্ত্র হইয়া থাকে।

এত দিনের পর ভারতবর্ষীয় সভার একটী পৃথক বাটী হইল। ৪০,০০০ টাকা দিয়া রাণীমুদির গলিতে একটী বাটী ক্রয় করা হইতেছে। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, বাবু রমানাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাটী ক্রয় করিবেন। এই বাটীতে একটী পুস্তকালয় হইবে। ভারতবর্ষীয় সভার বাটীটী যেখানে উচিত যেন বৃহৎ হয়।

লাড নেপিয়র মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক ২৬৪ টাকা নিয়মে একটী ছাত্রবৃত্তি করিয়া দিয়াছেন। মান্দ্রাজনগর ও ঐ বিভাগের মধ্যে যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রধান হইবেন তাঁহার ইহা প্রাপ্য হইবে। জাতি ও বর্ণভেদ নাই। ছাত্রবৃত্তি তিন বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া হইবে।

উত্তর আরকটের অন্তর্গত চিয়ার তালুকে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হইয়া শস্য এক কালে নষ্ট করিয়াছে। কৃষকগণ শস্য কাটিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে এখানকার কৃষকদিগের নিকটে এবৎসর কর লইবেন না।

দিল্লী হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ব্যাপ্টিষ্ট মিশনরিরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করেন না, অতএব গবর্ণমেণ্ট ব্যাপ্টিষ্ট মিশনরিকে বেতন দেন বলিয়া যে লেখা হইয়াছিল, সেটী আমাদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত হইয়াছিল।

২৬ এ আষাঢ় বুধবার।

রাজা থিয়োডোরের পুত্রকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। এটী ইংলণ্ডের গৌরব প্রদর্শনার্থ হয় নাই। সর রবার্ট নেপিয়র বলেন, আবিসিনিয়াতে থাকিলে শিশু রাজকুমারের জীবনসংশয় হইত। শিশুটি বুদ্ধিমান বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ রাজকুমারকে বোম্বাইয়ের ডাক্তর উইলসনের অধীনে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিবার কল্পনা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী পদচ্যুত রাজকুমারদিগের প্রতি সচরাচর যে দয়াপ্রদর্শন করেন, তিনি তৎপ্রেরিত হইয়া যুবক থিয়োডোরকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। থিওডোরের স্ত্রীকেও পুত্রের সহিত আনিবার কল্পনা হয়। কিন্তু উক্ত রাজ্ঞী পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর রবার্ট নেপিয়রের যত দূর সাধ্য তত দূর এই স্ত্রীলোকের সেবা ও চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। কি সৈনিকগণ কি সেনাপতি কেহই তাঁহাকে কোনপ্রকার অসম্মান করেন নাই। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করা ব্রিটিশ সৈনিকের স্বভাব নহে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহনিবন্ধন যে এত ক্রোধ হয় তাহাতেও সৈনিকেরা বিদ্রোহীদিগের স্ত্রীগণকে কিছু বলে নাই, কেবল সৈনিকাধম নীল কয়েক জনকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

এতদ্দেশীয় সমাজ সর জন গ্রাণ্টের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত ৫৩৩৮৶৴১০ টাকা চাঁদা দেন। ইহার মধ্যে ২০৯৭৷৷০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা ভারতবর্ষীয় সভাগৃহের ফণ্ডে জমা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি ইহাতে দুঃখিত হইবেন না।

কাপ্তেন আইবস অমনি অমনি পার পাইলেন। লেপ্টনণ্ট মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। লেপ্টনণ্ট মে একজন অতিশয় ভদ্র আফিসর। স্ত্রী ত্যাগ করিবার বন্দোবস্ত হওয়াতে তিনি আইবসের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিলেন না। কিন্তু কথা হইতেছে, কাপ্তেন আইবসকে আর শিক্ষকতা কার্য্যে রাখা উচিত কিনা?

২৭ এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

লাহোরের লোকেরা সর জন লরেন্সকে অনুরোধ করিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যেন রণজিৎ সিংহের রাজধানীতে এক দরবার করেন। এপ্রকার অনুরোধ সর জন লরেন্সকে দ্বিতীয় বার করিতে হয় না। কিন্তু কয়েক বৎসরাবধি যেসকল দরবার হইল, তাহার রাজনীতি সম্বন্ধে কি ফল ফলিল তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়।

আগষ্টস ফিলিপ ওয়েস সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন ১৭ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গ অখাতে ভয়ানক ঝড় হইবে। কলিকাতায় ঝড় হইবে না। ভাল পরীক্ষাই হউক, ১৭ ই ত আর দূরবর্ত্তী নয়।

মধ্য ভারতবর্ষে সোণারীয়নামক এক দল জুয়াচোর আছে। ইহারা স্বর্ণকারের কাজ করে। ওজনে কম দিয়া জুয়াচুরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা ইহাদিগের ব্যাসায়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বাঁদার পোলিটিকাল এজেণ্ট ইহাদিগের দমনচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

২৮ এ আষাঢ় শুক্রবার।

রবার্ট এড়মণ্ডস নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী অতিশয় সুরাপায়িনী ছিল। সে সর্ব্বদা স্বামীর গৃহত্যাগ করিয়া স্থানান্তর থাকিত। একদা এই প্রকার অন্যত্র যাওয়াতে এডমণ্ডস তাহাকে প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করে। স্ত্রীলোক তাহাতে অসম্মত হওয়াতে এডমণ্ডস তাহাকে প্রহার করিল। স্ত্রীলোকটী তখনও সুরাপানে উন্মত্ত ছিল; প্রহারের পর সে রৌদ্রে দৌড়িয়া স্থানে স্থানে গমন করে। পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহার মৃত্যু হয়। এডমণ্ডসকে এই নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে অর্পণ করা হয়। বুধবার মকদ্দমা উঠাতে রাজ্ঞীর কৌন্সিল মেরিডেন সাহেব বলিলেন, হত্যার প্রমাণ নাই, গুরুতর আঘাতের প্রমাণ আছে। এডমণ্ডস নিজে এই দোষ স্বীকার করিলে তাহার বারিষ্টর লো সাহেব স্ত্রীলোটীর দুশ্চরিত্রতার উল্লেখ করিয়া লঘুদণ্ডদানের অনুরোধ করিলেন। বিচারপতি মার্টিন এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত পাঁচ বৎসরের মিয়াদ দিয়াছেন। পীড়িত যকৃতের স্ফীতিরূপ হেতু প্রদর্শন করিলে কি হইত না? আমরা প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপ্রণালীর বিশ্লেষ কি এই সিদ্ধান্ত করিব যে ইংরাজে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ে ভারতবর্ষীয়ে মকদ্দমা হইলে সুবিচার, কিন্তু ইংরাজে ও আর্ম্মেনীয় অথবা অন্য কোন বিদেশীয়ে এবং ইউরোপীয়ে ও ভারতবর্ষীয়ে মকদ্দমা হইলে অবিচার।

বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় এতদ্দেশীয় যেসকল সভ্য নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক জনও পারসী নিয়োজিত হন

নাই। তাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এ অসন্তোষের কারণ আছে।

প্রধান বিচারপতি প্রিবিকৌন্সিলের আপীল বিভাগের অনুবাদকের পদ জে, এম, মেণ্ডিএটা নামক এক জন ফিরিঙ্গিকে প্রদান করিয়াছেন। ইনি এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পর রাষ্ট্রবিভাগীয় আফিসের এক জন কেরাণী ছিলেন। প্রধান পুরুষেরা কি সুশ্রাব্য ফিরিঙ্গ বাঙ্গালার শ্রবণকৌতুহল পরিত্যাগ করিতে পারেন না?

২৯ এ আষাঢ় শনিবার।

বাঙ্গলা দেশের লেপ্টনান্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব বৃহস্পতিবার কালিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।

ত্রিহুতের নিকটস্থ নদীসকলের জলবৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতে অনেক শস্য নষ্ট হইয়াছে। লোকে জলপ্লাবননিবন্ধন অনিষ্টশঙ্কা করিতে ছেন। লেপ্টনান্ট গবর্ণরের এ সময়ে রাজধানী ত্যাগ করা পরামর্শসিদ্ধ হয় নাই।

ডাক্তর নর্ম্মান মাকলিয়ড স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া স্কটলাণ্ডের জেনরল আসেম্বলিতে ভারতবর্ষসম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগকে এক দিনে খৃষ্টীয়ান করা যাইবে না। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রাচীন ও সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূল। সকল জাতির পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা সভ্য হইয়া নানা বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় মিসনরিগণ প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কুসংস্কারসকল দূর করুন, পশ্চাৎ অন্য উৎকর্ষ আপনা আপনি হইবে। ডাক্তর মাকলিয়ড আরও বলিয়াছেন, দেশবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার না করিলে কোন কাজ হইবে না। কিন্তু সর জন লরেন্স ও এখানকার পাদরিরা ভাবেন, যাবতীয় বিদ্যালয়ে বাইবল পাঠ করাইয়া বিদ্যাশিক্ষার ভার পাদরিদিগের হস্তে দিলেই কাজ হইবে। ইহাঁদিগের কিছু আবেশ অধিক।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের দুইখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র ঐ মতে মত দিয়া বলিতেছেন, লার্ড কর্ণওয়ালিস ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। যাহাতে দেশের প্রধান লোকেরা স্বার্থনিবন্ধন অনুভক্ত হন এবং কৃষকেরা সুখে থাকে সে বন্দোবস্ত মন্দ তাহার সন্দেহ কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির কর আর বৃদ্ধি হয় না সত্য। কিন্তু দেশের সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইয়া বাণিজ্যের যে সুবিধা হয়, তাহা কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিক্কা	৯৭॥০। ৯৪৮
৪	কোং	৯৪॥০। ৯৪৮
৫	পবলিকওয়ার্ক	১০৫॥০। ১০৫৮
৫	" কোং	১০৭॥। ১০৭৮/
৫॥০	" কোং	১১৪৮/০। ১১৫

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা জুলাই। সর ষ্টাফোর্ডনার্থ কোট রেবরেণ্ড এচ, ডগলাসকে বোম্বাইয়ের বিশপ করিতে চাহিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিবেন।

সর রবার্ট নেপিয়র এইমাত্র লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। যখন তিনি পারিস হইয়া আগমন করেন, তখন তত্রস্থ ইংরাজেরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এতদুত্তরে সর রবার্ট নেপিয়র বলিয়াছেন, প্রত্যেক সৈনিক প্রশংসনীয় সাহস অধ্যবসায় ও আত্মসুখত্যাগ করাতে গত যুদ্ধে জয় হইয়াছে। উপসংহার কালে তিনি বলিলেন, বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যত না হউক, ইংলণ্ডকে অপমান করিলে তিনি যে সেখানে সেখানে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারেন তৎপ্রদর্শনার্থ আবিসিনিয়াতে সৈন্যপ্রেরণ করা হইয়াছিল।

৩রা জুলাই। পার্লিয়ামেণ্টের উভয় হাউসের সভ্যগণ একবাক্য হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয়ের কারণ সর রবার্ট নেপিয়রকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। সেনাপতি মেযার ওয়েদার, হিথ, ষ্টানলি, মালকম ও রসেলের নাম বিশেষরূপে উল্লিখিত হয়। আরল মালম্‌সবরি, আরল রসেল ও ডিউক অব কেম্ব্রিজ লার্ড হাউসে, এবং ডিসরেলি ও গ্লাডষ্টোন সাহেব কমান হাউসে বক্তৃতা করিয়া যুদ্ধার্থী সৈন্যদিগের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

যখন এইসকল বক্তৃতা হয় তখন সর রবার্ট নেপিয়র কমান হাউসে উপস্থিত ছিলেন। সেনাপতি উইও সর বাটীতে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি সর রবার্ট নেপিয়রকে পিয়র করিয়া লার্ডের পদোচিত সম্মান রক্ষার উপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে।

১লা জুলাই এক পত্র লিখিয়া সর ষ্টাফোর্ড নার্থ কোট আবিসিনিয়ার যুদ্ধের জয় নিবন্ধন সর রবার্ট নেপিয়রকে রাজ্ঞীর কৃত ধন্যবাদ দিয়াছেন।

যেসকল লোক মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত করিবার স্বত্ব পাইবেন, তাঁহাদিগের নাম রেজিষ্টারি করিবার বিল শীঘ্র বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব হইয়াছে।

৬ ই জুলাই। ওয়েলসের রাজকুমারীর একটি কন্যা হইয়াছে। কন্যা ও মাতা উভয়েই ভাল আছেন।

সর রবার্ট নেপিয়রের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের হেতু ও ফল বর্ণনার সময়ে তিনি বলিয়াছেন, আবিসিনিয়ার রাজাদিগের স্বত্বের উপরে হস্তার্পণ না করিয়া ইংলণ্ড স্বকার্য্যসাধন করিয়াছেন। এক্ষণ অবধি আবিসিনিয়ার সৌভাগ্য আরম্ভ হইল।

সম্রাট নেপোলিয়ন বিস্তর ফরাশী সৈন্যকে বিদায় দিয়াছেন।

পোপ সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, বারণ বনবিউষ্ট তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

অষ্টীয় সেনাদলের ৩৬০০০ সৈন্যকে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

মিলানের ডিউককে সার্ব্বিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪ ঠা জুলাইয়ের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে, সভাপতি জনসন যাবতীয় ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১ লা জুলাই। এ, ইয়াঙনি সাহেব ভাগলপুরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রামে মিউনিসিপাল কমিসনর হইলেন।

এফ, ডবলিউ, আর, কাউলি ও এ, আর্টকিন্সন সাহেব।

কাউলি সাহেব আরও উক্ত মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

টি, ডি, বাইটন সাহেব ময়মনসিংহের বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

বাবু অম্বিকাচরণ মিত্র দিনাজপুরের অন্তর্গত গঙ্গারামপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু যদুনাথ রায় দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগ্রামের মুন্সেফ হইবেন।

মুঙ্গেরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মুন্সি ঈশ্বরীপ্রসাদ রায় প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, মাককনন সাহেব কটকের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

৩ রা জুলাই। নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরদিগকে পশ্চাল্লিখিত স্থানে নিযুক্ত করা গেল।

বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি, এ, যশোহরে।
" যোগেশচন্দ্র মিত্র বি, এ, মালদহে।
" দেবেন্দ্র নাথ বসু বালেশ্বরে।
" হরিচৈতন্য ঘোষ চট্টগ্রামে।

রেবরেণ্ড জে, এচ, উইলকিন্সন দেবরুগড়ের বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

৪ ঠা জুলাই। যত দিন আর এস, মাঙ্গল্স্ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ, এ, কক্রেল সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

যত দিন এচ, এ, কক্রেল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন এ সি, মাঙ্গলস সাহেব ত্রিহুতের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডি, এম, বারবর সাহেব ত্রিহুতের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

যত দিন ডবলিউ, এম, ওয়েলস সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এফ, জে, আলেকজাণ্ডার সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন ডবলিউ, বি, জি, টেলার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন সি, এ, ওক্লি সাহেব পাবনার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনন্ট কর্ণেল ই, টি, ডালটন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিয়ৎকাল অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ছোটনাগপুরের বিচার সংক্রান্ত অ্যাসিসটেন্ট লেপ্টেনন্ট কর্ণেল জে, এফ, ডেবিসন [illegible] ভিন্ন কমিসনরের ক্ষমতা পাইবেন।

ভাগলপুরের অতিরিক্ত জজ তথায় সেসিয়ন জজের ক্ষমতা পাইবেন।

৬ ই জুলাই। ২৫ এ জুন অবধি জি, এল, টি, হারিস সাহেব [illegible] জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

যত দিন এল, আর, টটেনহাম সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন হারিস সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

২৫ এ জুন অবধি সি, এ, কেলি সাহেব মুরসিদাবাদে দ্বিতীয় শ্রেণির জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন।

ভাগলপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ ইসাক মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২২ এ জুন এখানে চৌর্য্যের দৌরাত্ম্যের কথা যাহা লিখিয়াছি, অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে তাহার নিবৃত্তি হয় নাই। এখনও চুরির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা দেখিতেছি, পুলিষের লোকেরা এই চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাবসূত্রে অনেক দোষীকে নির্দ্দোষ ও নির্দ্দোষীকে দোষী করিয়া বিলক্ষণরূপে স্বার্থ সাধন করিতেছে. কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের জন্য আদালতে মকদ্দমা করিতে ইচ্ছা করিলে সামর্থ্যের অভাবে ও আমলাগণের চক্রান্তে পড়িয়া সে মোকদ্দমা হয় তো বিচারপতির গোচর করিতে পারে না। মহাশয়, এই একটী ক্যান্টনমেন্টমধ্যে শান্তিভঙ্গের ব্যাপার দেখিয়া বাস্তবিক অবাক্ হইয়াছি। এ দিকে চৌকীদারী ট্যাক্সের মহাধুম, পদে পদে গৃহস্থগণকে ট্যাক্স আদায়ীরা বিরক্ত করিতেছে, ও দিকে ত গৃহস্থের দ্রব্যাদি রক্ষা হওয়ার এই শ্রী, ও দিকে বাজার চৌধুরী বাজার সার্জ্জেন্ট বাজার ইজারদার ইহারা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া লোকের আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি স্বচ্ছন্দরূপে প্রাপ্তিবিষয়ে বঞ্চিত করিতেছে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে আগ্রা অপেক্ষা এখানে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। বাজার চৌধুরী ও বাজার সার্জ্জেন্ট সামান বেতনে যেরূপ বড় মানুষী ধরনে থাকে তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। মহাশয়! আপনি যদি কিছু কালের জন্য এস্থানে আসিতে পারেন তাহাহইলে বিশেষ রূপে জানিয়া গবর্ণমেন্টের চক্ষু খুলিয়া দিয়া এখানকার অনেক উপকার করিতে পারেন। সকল নন্ রেগুলেটেড প্রভিন্সে (নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশে) কি এইরূপ গোল মাল। আমার মতে যখন এদেশ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে এবং দস্যু বৃত্তিই অত্রত্য ইতর লোকের জীবনোপায়, তখন এখানে বহুদর্শী বিচক্ষণ স্বার্থহীন ও রাজনীতিজ্ঞ বিচারপতি ও কর্ম্মচারিগণ নিয়োজিত করা উচিত। কিছু দিন হইল, হিন্দু পেট্রিয়ট কোন কাগজ হইতে ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেটের মেথরগিরি হইতে ঠাকুরসেবাপর্য্যন্ত কার্য্য বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন যে যত শীঘ্র ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেটগণের পরিবর্ত্তে সিবিল মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইবে ততই ভাল।

এখানকার বর্ত্তমান ক্যান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট অতি ভদ্র, মিষ্টভাষী, সহাস্যবদন ও অমায়িক আমরা তাঁহার ভদ্রতায় বিশেষ সুখী হইয়াছি। দোষীর নিকটে যে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং না হইলে বিচারপতির ন্যায়ানুযায়ী কার্য্য করা হয় না, শুনিতে পাই সে বিষয়ে ইঁহার তাদৃশ দৃষ্টি নাই। এমন কি স্বার্থপর পক্ষপাতী পুরাতন কর্ম্মচারীরা ইঁহাকে যে বিষয়ে যেরূপ বুঝায় তাহাতেই তৃপ্ত থাকেন। প্রার্থনা যে তিনি কর্ম্মচারিগণের কুহকে না পড়িয়া পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে থাকিয়া বিচক্ষণতা সহকার কার্য্য করেন। তাহা হইলে এখানকার অনেক দৌরাত্ম্য কমিয়া যায়।

সে দিন মহারাজের পুলিষের সুখ্যাতি করিয়া যাহা লিখিয়াছি বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা তাহার যথার্থতা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখী হইলাম। ইঁহার রাজধানীমধ্যে লোকসংখ্যা কম নহে কিন্তু চৌর্য্যের নামমাত্র নাই বলিলেও হয়, ইঁহার রাজধানী মধ্যে যত লোক আছে তাহারা কে কি কর্ম্ম করে, কাহার কত পরিবার, তাহাদের কিরূপ ভাবে সংসার চলে ইত্যাদির বিশেষ সন্ধান লওয়া হয়। যদি কোন পরিবারের আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য দেখা যায় তবে বিশেষ বিশেষ লোকদ্বারা কিরূপে সেই ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে ইহার সন্ধান লওয়া হয় এবং সমুচিত প্রমাণদ্বারা যদি গৃহস্বামীর অন্যায়োপার্জ্জনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাহইলে যথোচিত দণ্ডের দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করা হয়।

পুলিষের গোচর না করিয়া বাহির হইতে কোন অপরিচিত ব্যক্তি রাজধানীমধ্যে এক রাত্রিও অবস্থান করিতে পারে না। ইহাতে যদিও অনেক সময়ে ভদ্রলোকের কিছু কষ্ট হয়, কিন্তু বোধ হয় এরূপ কঠিন নিয়ম থাকাতে চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মের প্রভাব হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন প্রতিগ্রামের এক এক মোড়লের উপর সেই সেই গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার অর্পিত থাকাতে প্রায় সকল গ্রামগুলিই শান্তিনিকেতন। উপযুক্ত বিদ্বান রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীর অভাবে দেওয়ানিবিভাগের কেবল তাদৃশ শৃঙ্খলা নাই, নতুবা যেরূপ শুনিতে পাই

প্রজারা অন্যান্য অনেক বিষয়ে সচ্ছন্দে আছে, পুলিসে যে সকল কর্ম্মচারী আছে, তাহারা রক্ষক এই ছাউনির ন্যায় ভক্ষক নহে, কাজেই কোন গোল নাই।

২। মহাশয়, সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের জন্য সামপ্রকাশে কএকবার লেখা হইয়াছিল, দিল্লি-গেজেটেও একবার লেখাতে সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সুচিকিৎসক অভাবে এখানে আমাদের আত্মীয়েরা আর পরিবার লইয়া থাকিতে পারে না। সংপ্রতি আমাদের একটী বন্ধুর স্ত্রী প্রসবের পর সুতিকা রোগে আক্রান্ত হন। বন্ধুটী অল্পবয়স্ক, তাঁহার স্ত্রী এই প্রথম প্রসূতা, তাহাতে এমন কেহ বহুদর্শী আত্মীয় তাঁহার নিকটে নাই যে এ অবস্থায় কি রূপে থাকিতে হয় বলিয়া দেয়। উত্তম বন্দোবস্ত অভাবে অজ্ঞাতসারে পীড়া বৃদ্ধি হইলে আমরা অগত্যা হিন্দুস্থানী নেটিব ডাক্তরকে আনিতে বাধ্য হইলাম, সে রোগের কিছুই উপশম করিতে পারিল না; বরং বৃদ্ধি হইল। অবশেষে এক জন ইংরাজ ডাক্তরকে আনা হইল, কিন্তু তখন পীড়া দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, ইংরাজ ডাক্তর কি করিবেন, ৭।৮ দিনের শিশুকে অসহায় ফেলিয়া জননী চলিয়া গিয়াছেন। আমরা আদ্যোপান্ত দেখিলাম কেবল উত্তম রূপে চিকিৎসা না হওয়াই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মহাশয়! আমরা যৎসামান্য কর্ম্মের প্রত্যাশায় এই দুরদেশে আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কি আমাদিগের এইসকল কষ্ট দূর করিবেন না? একজন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দিলে কি গবর্ণমেণ্টের আয়ের কিছু লঘুতা হইবে? এখানে পবলিক ওয়ার্ক ও কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্ট ন্যায্যভিন্ন যে অসঙ্গত অর্থ গ্রাস করিতেছে তাহাতে অনেকগুলি সব আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইতে পারেন!!!

৩। এখানে শবদাহের নিমিত্ত যে শ্মশান ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় যাহারা শব লইয়া যায় তাহাদিগকেও প্রায় শব হইতে হয়। এক বৃক্ষ ও বারিহীন প্রান্তরমধ্যে যেখানে একটী জন মানব দৃষ্টিগোচর হয় না সেই খানে বাড়ী হইতে কাষ্ঠাদি সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও সহজে একটু জল পান করিবার যো নাই।

এখানকার অধিবাসীরা অনেক বিষয়ে মিথ্যা অর্থ ব্যয় করিতে কাতর নহেন। অল্প অর্থে যে শ্মশানস্থানে একটী বৃক্ষ ও একটী গৃহ নির্ম্মাণ করা যায় সে বিষয়ে কাহারও উদ্যোগ ও যত্ন নাই।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

এখানে একটী বৃহৎ আফিমের কুঠী আছে। ইহাকে সদর কুঠী কহে। চারি দিক হইতে আফিমের আমদানি হইয়া এই স্থানে সংগ্রহ হয়। এপ্রেল মাসে এই আফিমের পরিমাণ আরম্ভ হয় এবং জুন মাসের শেষে সমাপ্ত হয়। এই সময়ে গাজিপুরে লোকারণ্য হয়। এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই ১৪,০০০ আফিমের উৎপাদকের সমাগম হয়। এই সময়ে চারি দিক হইতে বাঙ্গাল বাবুরা টিকা লিখিতে এই খানে আগমন করেন। এ বার আফিম কিছু কম হইয়াছে, তথাপি প্রায় ৩০,০০০ মণ ওজন হইয়াছে এবং অযোধ্যা হইতে এখনও আফিমের চালান আসিতেছে। এই আফিম হইতে গবর্ণমেণ্টের ৪ কোটি টাকারও অধিক লাভ হয়।

১৮০৪ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব এই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। এই স্থানে ইঁহার একটী অতি বৃহৎ মসলিয়ম (গোর) আছে। ইহা সহরের পশ্চিম কোণস্থিত এবং চারিদিক উত্তর উত্তম উদ্যানের দ্বারা বেষ্টিত। এই স্থানটি অতি রমণীয়।

এই সময়ে এ স্থানে অত্যন্ত সর্পের ভয় হইয়া থাকে। গত সপ্তাহে তিন জন লোকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

এ বার এখানে এখনপর্য্যন্তও বৃষ্টি হয় নাই। এরূপ অবস্থা যদি আর কিছু দিন থাকে তাহা হইলে মনুষ্য এবং শস্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

—:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। অত্রত্য অন্যতর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় এবং অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দেলওয়ার আলী খাঁ এ বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে এখানকার "কাজী" ছিলেন।

২। সাধারণতঃ বর্ষাকালে এখানকার পথগুলি কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। এ বর্ষে নিরাধার বৃষ্টি হওয়াতে আরো কদর্য্য হইয়াছে। এমন কি, যাতায়াতের ব্যাঘাত হইয়াছে। আমাদিগের পথের সংস্কারকর্ত্তা কেহ কি নাই?

৩। রথের সময় এখানে মন্দ আমোদ হয় না। দুরন্ত বৃষ্টি এ বার রথাধ্যক্ষ ও দর্শকদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

৪। গত সোমবার রাত্রি প্রায় বারটার সময় এখানে বিলক্ষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

—০—

আমাদিগের দোরস্থ সংবাদ দাতা-লিখিয়াছেন।

১। মহাশয়! আবার সন ১২৭২ বাহাত্তর সাল অৰ্দ্ধদর্শন দিয়া আমাদিগের সৌভাগ্য বশতঃ প্রতিগমন করিল। এতদ্দেশের প্রজাপুঞ্জের দুরবস্থার কথা কি কহিব। গত সন ১২৭২ সালের প্রবল বন্যার করাল গ্রাসোচ্ছিষ্ট প্রজাগণ বহু কায় ক্লেশে দয়ালু গবর্ণমেণ্টের করুণা-কটাক্ষ এবং তৎকালীন ইজারদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরি ও তাঁহার নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু সুবতরাম প্রধান মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ ও দুর্ভিক্ষরূপ প্রবল শত্রুর কর হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাসোপযুক্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পুনরায় গত কার্ত্তিক মাসের অভূতপূর্ব্ব ঝটিকায় তাহা নির্ম্মূল হইলেও বিবিধোপায়াবলম্বনদ্বারা অধিকাংশ ব্যক্তিরই দেয়াল সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, কেবল তৃণাচ্ছাদন করাই হয় নাই। এমত সময় বহুকাল ব্যাপিনী মহাপ্রলয়রূপধারিণী উপস্থিত বর্ষা আপন জলধারারূপ তীক্ষ্ণঅস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের গৃহের দেয়ালের সহিত ও রোপণযোগ্য ধান্য বৃক্ষের সহিত এক বারে আশালতা ছেদন করিয়া দিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রজার ধান্যই একমাত্র জীবনোপায়, তাহারই যখন এমত ব্যাঘাত জন্মিল, তখন তাহারা আর কিসে প্রাণ ধারণ করিবে? গত ১২৭২ সালের বন্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরি ইজার দার মহাশয় এখানকার একমাত্র অধিকারী এবং শ্রীযুক্ত বাবু সুবতরাম প্রধান মহাশয় এখানকার একমাত্র নায়েব থাকাতে তাঁহারা আপন আপন গোলার ধান্য বিতরণ করিয়া প্রজাগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা জমীদার মহোদয়েরা বন্দোবস্ত লওয়াতে ছয় জন অধিকারী ও ৪ জন নায়েব হইয়াছেন। যদিও শ্রীযুক্ত গিরি মহাশয়ের কিয়দংশ অধিকার আছে, এবং উক্ত শ্রীযুক্ত প্রধান মহাশয়ের পুত্রদ্বয় দুই অংশের নায়েবী পদে অধিষ্ঠিত আছেন বটে কিন্তু গিরি মহাশয় এক আনা মাত্র অধিকারী এবং প্রধান

মহাশয়দ্বয় ৶১০ আড়াই আনার নায়েব, তাহাতে তাঁহারা সমুদায় প্রজার সাহায্য করণে কিরূপে সমর্থ হইবেন? তথাপি তাঁহারা গতসর্দ্দ প্রায় সমুদায় নিকটস্থ এবং কতকদূরস্থ প্রজাগণকে ধান্যরোপণজন্য বীজ ও তদানুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহজন্য টাকা কর্জ্জ ও দান দিয়া যেরূপ উপকার করিতেছেন, যদ্যপি বাকী ৸/১০ আনার জমিদার মহাশয়েরা তত না হউক তাহার অর্দ্ধাংশ করিতেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইত। ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর শ্রীযুক্ত হর্শেল সাহেব মহোদয় দয়ালুস্বভাব হইয়াও আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ জমীদারগণকে এই দেয়োর বন্দোবস্ত দিবার সময় "সাজার মা গঙ্গা পায় না" এই জনপ্রবাদটী স্মরণ করেন নাই, তাহা হইলে আমাদিগকে এমত দুরবস্থায় কদাচ পতিত হইতে হইত না। উক্ত জনপ্রবাদের যাথার্থ্য পূর্ব্বোক্ত বিবরণে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইয়াছে। আরও ২।১ টী কারণের নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইলাম তাহা এই শ্রীযুক্ত গিরি ইজারদার মহাশয়ের সময়ে প্রতিবৎসরেই যেখানে আবশ্যক বিবেচনা হইত সেইখানেই বর্ষার প্রারম্ভের পূর্ব্বেই বাঁদসকলের উত্তমরূপ সংস্কার হইত। অদ্য দুই বৎসর তাহারও অনেক ত্রুটী হইতেছে। নায়েবেরা পরস্পর "আমি এই গ্রামে করব তিনি উক্ত গ্রামে করুন" বলিয়া এক জন কার্য্যারম্ভ করিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তদনুবর্ত্তী হইতে না দেখিলে "আমি একা কেন ঠকিব" বিবেচনা করিয়া অবশেষে তিনিও ক্ষান্ত হন। নয় ত এক গ্রামে সকলেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া গোলযোগ করিয়া ফেলেন। অতএব এক ব্যক্তির উপর সকলে ভার না দিলে সুচারুরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। বঙ্গদেশীয়েরা যেরূপ একতাগুণসম্পন্ন, তাহা কে না জানেন। যদিও ইহাঁদের (নায়েবদের) মধ্যে কোন সদ্বিবেচক নায়েব একের প্রতি ভার সমর্পণের কিম্বা লইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, অন্যান্য নায়েব মহাশয়েরা প্রশ্নকর্তার কিছু লাভ আছে বিবেচনা করিয়া একুভয়ের কিছুতেই সম্মত হন না। সুতরাং "ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ হয় ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ যায়" নায়েবে নায়েবে কি জমীদারে জমীদারে পরস্পর গোলযোগ হইয়া প্রজার অনর্থ ঘটে। বিশেষতঃ উপস্থিত বর্ষায় ইজারা কালাবশিষ্ট পুরাতন এবং জমীদারকৃত নূতন বাঁদসমুদায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, ভূমি সুচারুরূপে রোপিত না হইবার ইহাও অন্যতর প্রধান কারণ আবার "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" বন্য বরাহের এক দলভুক্ত হইয়া ভ্রমণ করে। শ্রীযুক্ত গিরি ইজারদার মহাশয়ের এই বরাহবধোপলক্ষে বাৎসরিক অন্যূন ১০০ টাকা ব্যয় হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহা কে করেন! যিনি শিকারী আনিবেন তাঁহাকেই তাহার সম্পূর্ণ বেতন দিতে হইবেক বলিয়া কেহ তাহাতে অগ্রসর হন না। শুনিলাম তজ্জন্য কোন সদ্বিবেচক নায়েব অপর নায়েবগণকে একমত হইয়া ৪ চারি জন শিকারী আনয়নমানসে পত্র লিখিয়াছেন। দেখা যাউক, তাঁহারা কি উত্তর দেন। ফলতঃ এসকল বিষয়ে সদ্বিচারমতি গবর্ণমেণ্ট কোন নিয়মস্থাপন না করিলে আর প্রজাগণের কোন উপায় নাই। অলমতি বিস্তরেণ।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বর্দ্ধমানের রাজাকে তোপদ্বারা সম্মান করা উচিত কি না, ইহা লইয়া তর্ক হইতেছে। কলিকাতার দুইখানি দৈনিক পত্র এ বিষয়ে রাজার আবেদনের অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা বোধ করিতেছি, যখন ভূমির করবৃদ্ধি করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে আঘাত করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হইয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টও রাজার সম্মতি লইয়া বাহ্য আড়ম্বর করিবার নিমিত্ত এইসম্মান প্রদান করিতে পারেন। বর্দ্ধমানের রাজা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধনী না হউন, সর্ব্বপ্রধান জমীদার বটেন। সত্য বটে তাঁহা অপেক্ষা কলিকাতার শীল ও মল্লিকদিগের অধিক সম্পত্তি ও অধিক আয় আছে। রাজার জমীদারি পত্তনী বিলি আছে। প্রজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন সংস্রব নাই; অতএব তাঁহার আয় স্থিরতর রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কলিকাতার ধনীদিগের সম্পত্তি ও আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তথাপি ইহাঁরা আধুনিক, বর্দ্ধমানের রাজা প্রাচীনবংশীয়; অতএব তাঁহার সম্মান অধিক তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তিনি যতই ধনী হউন না, জমীদারের অধিক আর কিছুই নহেন। তাঁহার কোন পূর্ব্ব পুরুষ স্বাধীন রাজার ক্ষমতা চালন করেন নাই; তাঁহাদিগের কেহই কখন শাসনকর্ত্তা ছিলেন না। বীরসিংহ রায় সুন্দরকে বধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা রাজা বলিয়া নহে; সে সময়ে সকল জমীদার ঐ প্রকার হত্যা করিতে পারিতেন। মুসলমান সম্রাটেরা ইহাতে বড় উচ্চ বাচ্য করিতেন না। ইদানীন্তন কালে নীলকরেরা গুদামবদ্ধ ও শ্যামচাঁদ বন্দোবস্ত করিতেন বলিয়া যদি তাঁহাদিগকে মাজিষ্ট্রেট বলা যায় তবেই বর্দ্ধমানের পূর্ব্বতন রাজাদিগকে যথার্থ শাসনকর্ত্তা বলিতে পারি। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে কোন জমীদারকে এ সম্মান দেওয়া উচিত কি না? আমরা দুঃখসহকারে বলিতেছি শাসনকারী রাজা ও রাজবংশীয়ব্যতীত এ সম্মান আর কাহাকে দেওয়া উচিত নহে। একবার এই সীমা অতিক্রম করিলে গবর্ণমেণ্ট কোথায় দণ্ডায়মান হইবেন? আর এক জন শাসনকর্ত্তা আসিয়া আর এক জন জমীদারকে এই সম্মান দিবেন; অতএব ক্রমশঃ দেওয়ানী আদালতে না যাইবার স্বত্বের ন্যায় প্রায় অধিকাংশ প্রধান শ্রেণির জমীদারের সম্মানে তোপ হইবে। এসকল সম্মান যাহাকে তাহাকে দেওয়া উচিত নহে; তাহা করিলে ইংলণ্ডীয় প্রথম জেমসের প্রদত্ত নাইট এবং সেণ্ট আণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির ন্যায় লোকে ইহাকে ছিছি করিবেন। যাহা ইংলণ্ডের পিয়রগণ পান না, মহারাজ মহাতাপ চাঁদ কিসে পাইবেন তাহা আমাদিগের জানিতে বাকি আছে।

বর্দ্ধমানের রাজা বিজয়গ্রামের রাজার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। মহারাজগজপতিও জমীদার মাত্র, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তথাপি তর্কস্বরূপ স্বীকার করিলাম, যেন বিশেষ স্থল বলিয়া এক জন জমীদারকে এই সম্মান দেওয়া গেল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে মাহাতাপচাঁদ সেই বিশেষ স্থলীয় হইতেছেন কি না? যিনি ডিউক অব ওয়েলিংটনের ন্যায় দেশের বিশেষ উপকার করেন, তিনিই এই সম্মান পাইতে পারেন। মাহাতাপচাঁদ কি করিয়াছেন? বর্দ্ধমান, কালনা প্রভৃতিতে যেসকল অতিথিশালাপ্রভৃতি আছে, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষাগত। তিনি কয়েকটী সামান্য চিকিৎসালয় ও একটী মধ্যম শ্রেণির বিদ্যালয়ব্যতীত আর কি করিয়াছেন? কোন নদীর সেতু, কোন প্লাবিত গ্রামের নূতন গৃহ, কোন প্রধান চিকিৎসালয়ের মূলধন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি, ও ব্যবস্থাপক সভার কোন হিতকারী আইন তাঁহার নাম ধারণ করে? রাজবংশীয়দিগের কোন কার্য্যেই সাহায্য করেন না। তিনি বলিয়া বেড়ান, "আমি ভারতবর্ষীয় সভাতে প্রবেশ করি নাই বলিয়া আমার উপরে

ঘৃণা প্রকাশ করা হয়।" কেন প্রবেশ করা হয় নাই? এ কথার অর্থ এই হইতেছে, যে ভারতবর্ষীয় সভায় এক দল গাদা আছেন; ইহাঁরা কেবল বাহ্য আড়ম্বর ও বোকামী করিতেছেন। রাজা সেই সকলে হস্তার্পণ করিতে চাহেন না। কিন্তু যদি কার্য্যের পরিচয় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় সভাদ্বারা যে উপকার হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা যথার্থই সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন। এসকল লোকের সাহায্য না করা ও স্বদেশীয়দিগের হিতকর কার্য্য হইতে দূরে থাকা কি সমান নহে? রাজা যদি দোকানদার ও আধুনিক জমীদারদিগের সহিত মিশ্রিত হওয়া অপমান জ্ঞান করেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশীয়দিগের বর্ত্তমান সভ্যতাস্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এ সকল গৌরব আর থাকা উচিত নহে এবং বঙ্গদেশে তাহা নাই। এক্ষণে কেবল বংশ ও ধনের মর্য্যাদা নাই; বিদ্যা ও ক্ষমতার মর্য্যাদা সকল সম্মানের অপেক্ষা উচ্চ আসন পাইয়াছে। এখন মাহাতাপচাঁদের ন্যায় প্রাচীন ধনীকে লোকে গ্রাহ্য করেন না, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র রমানাথ ঠাকুরের নামে লোকের অশ্রুপাত হয়। দিগম্বর মিত্র এক জন আধুনিক লোক। রাজার প্রতি তাঁহার দেশীয় লোকদিগের ভক্তি নাই। এটী ঈর্ষ্যা নিবন্ধন নহে, সর্ব্বসাধারণ ঈর্ষ্যাপরবশ হইতে পারেন না। রাজা ভারতবর্ষীয় হইয়া স্বজাতির প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ করেন। তিনি ইউরোপীয় রুচি ইউরোপীয় ব্যবহার ও ইউরোপীয়দিগের সহবাস ভাল বাসেন। কেবল ইহাই দোষের নহে, কিন্তু স্বদেশীয়দিগকে তুচ্ছ করিয়া বিদেশীয়দিগের আরাধনাই দোষের হইতেছে। স্বদেশীয় কোন ব্যক্তি কোন সাধারণ হিতকারী কার্য্যের নিমিত্ত চাঁদা চাহিলে রাজা তত দেন না; কিন্তু সেদিবস কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কয়েকটা ইউরোপীয় কবর সংস্কার করিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয়দিগকে চাহেন না। ভারতবর্ষীয়গণও তাঁহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। কেহই তাঁহার অর্থের প্রার্থী নহেন; অর্থজনিত যে ক্ষমতা আছে, তাহা তিনি সাধারণহিতার্থ বিনিয়োজিত করেন, ইহা সকলে আশা করিয়াছিলেন। তিনি এ আশা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তিনি নামে ভারতবর্ষীয় কার্য্যতঃ তিনি রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির ন্যায় সাধারণ শ্রদ্ধাস্পদ হইবার কোন কাজ করিয়াছেন? অতএব তাঁহাকে সম্মান করা আর দেশের অপমান করা সমান হইতেছে। তাঁহার সম্মানের প্রতিবন্ধকতার প্রকৃত কারণই এই। তিনি জমীদারমাত্র, এটী সেই প্রতিবন্ধকতার একটী হেতুমাত্র হইয়াছে। আমাদিগের মত এই হইতেছে মহাতাপচাঁদকে তোপের সম্মান দেওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। যখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রথমতঃ প্রধানতম বিচারালয়ের আসনে উপবেশন করেন, তখন দেশের এক সীমা অবধি অপর সীমাপর্য্যন্ত আনন্দধ্বনি হয়। মহাতাপচাঁদের সম্মানে দন্তঘর্ষণ হইতেছে!! শ্রীবিঃ—

ইংলিসম্যান ও ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস উভয় সমাচারপত্র পাঠে জানা গেল যে, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সম্ভ্রমসূচক চিহ্নস্বরূপ তোপধ্বনি সেলামি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছেন। আমাদের স্মরণ ছিল না যে, মহারাজ বাহাদুর ঐ রূপ সেলামি পাইতেন না; কিন্তু তাঁহার বংশের এবং বঙ্গ রাজ্যমধ্যে তাঁহার তুল্য ধনী ও তিনি যে পরিমাণে রাজস্ব রাজকোষে বর্ষে বর্ষে দিয়া থাকেন, তদ্রূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকাতে ঐরূপ সেলামি তাঁহাকে না দেওয়াতে বঙ্গ রাজ্যের প্রতি রাজপুরুষদের অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের তুল্য রাজভক্ত প্রজা ও ঐ দেশের তুল্য রাজকর আয়ের আকর ভারতবর্ষের মধ্যে আর নাই। স্বাধীন ভূস্বামী বঙ্গদেশে না পাওয়ার কারণ এই যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যারম্ভেই সমস্ত দেশ নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া নিজ নিযুক্ত কর্ম্মচারিদ্বারা রাজকার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে অনেক পুরাতন রাজা এপর্য্যন্ত স্বাধীনাবস্থায় আছেন। ফলতঃ তদ্দ্বারা বঙ্গদেশের ও অপর রাজ্য খণ্ডের পুরাতন অথচ ধনী রাজগণের সম্মান পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, তাহার প্রভেদ হওয়া অনুচিত। বর্দ্ধমানের রাজবংশ অতি পুরাতন ও ব্রিটিশ রাজ্যের পূর্ব্বে তদ্বংশের স্বাধীনতা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজা যাঁহারা এপর্য্যন্ত সেলামি পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কোন ক্রমেই বিভিন্ন ছিল না। দুর্ভাগ্যমাত্র এই যে, বঙ্গদেশের রাজগণের সম্পত্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলপ্রভৃতি স্থানের রাজগণ তদ্রূপ অবস্থায় এপর্য্যন্ত পতিত হন নাই, তাহাও কেবল দৈবাধীন রহিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য উভয় রাজগণের সম্মানবিষয়ে প্রভেদ করা বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। বর্দ্ধমানের মহারাজের তুল্য, রাজকর ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে একক কেহ দেন না। প্রায় ৪০ চল্লিশ লক্ষ টাকা কর প্রতিবৎসর তিনি দিয়া থাকেন ও যে সকল রাজা এক্ষণে সেলামি পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার তুল্য ধনী নহেন। বিশেষতঃ ধনে মানে ও বিভবে বঙ্গরাজ্যের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গরাজ্য ইংলণ্ডের মুকুট স্বরূপ। ইহাতে বঙ্গ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে পশ্চিমাঞ্চলের বহুসংখ্যক সেলামি পাইবার যোগ্য রাজার সদৃশ সম্মানভাজন না করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অবিচার ও তদ্দ্বারা বঙ্গভূমির প্রতি গবর্ণমেণ্টের অশ্রদ্ধাপ্রকাশ হইতেছে। এক্ষণে বর্দ্ধমানের সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার গুণ নানা অংশে প্রকাশ আছে। ১৮৬২ সালে ইনকমটেক্স যে সময় প্রথমে চলিত হয়, তৎকালে বর্দ্ধমানের মহারাজই সর্ব্বাগ্রে টাক্স দিতে সম্মতিপ্রকাশ করেন এবং তাঁহার আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকায় তাঁহার শিরে টাক্সের ভার অধিক পড়িয়াছিল। অতএব তাঁহার সম্মতি কেবল মৌখিক ছিল না; বিশেষতঃ ঐরূপ সম্মতি দেওয়ার জন্য বঙ্গদেশের প্রায় তাবৎ জমিদার তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ব্রিটিস ইণ্ডীয়া এশোসিয়েষণ অর্থাৎ যে সভার সাহায্যে হিন্দুপেট্রিয়টনামক সম্বাদপত্র প্রচলিত আছে তাঁহারা সকলেই মহারাজকে অবহেলা করিয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট উক্ত বিষয়ে যে গোলযোগের অভিপ্রায় সম্প্রতি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাও বোধ হয় যে, তিনি মহারাজের সম্বন্ধে পূর্ব্বদ্বেষ এপর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই। যাহা হউক, বর্দ্ধমানাধিপতির দান মান ও ধন প্রত্যেক বিষয়ের প্রতি বিবেচনা করিলে তোপের সেলামি পাওয়ার যোগ্য পাত্র তাঁহার অপেক্ষা এদেশে আর নাই; অতএব গবর্ণমেণ্ট সমীপে আমাদের বিনয়পুরঃসর নিবেদন এই যে, মহারাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রধান ব্যক্তির সম্মান বর্দ্ধিত করুন। শ্রীজঃ—

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

বঙ্গদেশ ক্রমশঃ বিদ্যালোকে আলোকময় হইতেছে, এবং সভ্যতা সুখসচ্ছন্দতা সমৃদ্ধিপ্রভৃতি সৌভাগ্যচন্দ্র দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গবাসীদিগকে সমুজ্জ্বল করিতেছে বটে, কিন্তু শোক, রোগ, দৌর্ব্বল্য, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুপ্রভৃতি রাহুস্বরূপ হইয়া সেই সৌভাগ্য চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে, ইহা সামান্য

দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে। ইহা দেখিয়া এদেশীয়েরা যে নিশ্চিন্ত ও নিদ্রিত আছেন, অতিশয় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। কত দিনে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবে? দেশ যে উচ্ছিন্ন যায়। আর কেন তাঁহারা জাগরিত হউন এবং দেশরক্ষার সদুপায় করুন। শরীররক্ষণোপযোগী নিয়মগুলি প্রতিপালন করুন ও যাহাতে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বলোকমধ্যে প্রচলিত ও প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হউন। দেশানিষ্টকর ভ্রমপ্রমাদাত্মক দেশাচারসকল সংশোধন করুন। অনেকসংখ্য বর্ত্তমান রীতি নীতি সামাজিক ও সাংসারিক নিয়ম আমাদের দৈহিক বলবীর্য্য হ্রাসের মূল কারণ।

প্রথমতঃ বাল্যবিবাহ। অনেক মহাত্মা এই প্রথাটিকে বঙ্গবাসীদিগের বলবীর্য্যহ্রাস ও অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ বলিয়া উল্লেখ করেন। বাল্যকালে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে অশেষ বিধ অনিষ্ট হয়। স্বল্প বয়সে স্ত্রীসংসর্গ ও সন্তান উৎপাদন করিলে শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ হয়। এই জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শরীর ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ বলবীর্য্যহীন এবং পরিণামে রুগ্ন হইয়া পড়ে। অপরিপক্ক বীজে বৃক্ষ উৎপাদিত হইলে যেমন সেই বৃক্ষ স্বল্পকালস্থায়ী হয়, অপরিণত বীজে সন্তান উৎপন্ন হইলে সেইরূপ সেই সন্তান স্বল্পায়ু হয়। সুতরাং স্বল্প দিবসমধ্যে মানব লীলা সম্বরণ করিয়া অল্পবয়স্ক পিতা মাতাকে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন করে। বাল্যবিবাহটি যেমন দোষের, যৌবনাতিরিক্ত বা অত্যধিক বয়সে উদ্বাহ হওয়ায় তেমনি দোষের। আমাদের দেশ অতিশয় গ্রীষ্ম ও উষ্ণ প্রধান। এখানকার লোক স্বভাবতই কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বশীভূত। অতএব অধিক বা অত্যধিক বয়সে পরিণয় হইলে লোকসকল বিবিধ কুক্রিয়ান্বিত ও কুস্বভাবাপন্ন হইতে পারে এবং তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার শরীরনাশক সংক্রামকপ্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। পিতা মাতার দোষ গুণের ফলাফল সন্তানে বর্ত্তে, অতএব তাঁহাদের স্নেহাস্পদ সন্তানেরা জনক জননীর কুক্রিয়ার শাস্তিস্বরূপ রোগ অধিকার করিয়া কেহ অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন, কেহবা বিকলাঙ্গ, হীনবীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবিত থাকেন। অতএব পাত্র পরিণত বয়স্ক অর্থাৎ পূর্ণযৌবনবস্থ ও পাত্রী দ্বাদশ কিম্বা ত্রয়োদশবর্ষীয়া হইলে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে দেশের কতক মঙ্গল সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের মূল বিবাহপ্রথাটিই বহু অনর্থের মূল। এখানকার লোক ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি নানা বর্ণে বিভক্ত। ইহাঁরা আবার কুলীন শ্রোত্রিয়প্রভৃতি কএক শ্রেণীতে বিভক্ত। মৃত মহাত্মা বল্লাল সেন কুলীনের প্রথা প্রচলিত করেন। তিনি অতি সদভিপ্রায়েই এই প্রথাটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। এক সময়ে এই প্রণালীটি মহোপকারিণী হইয়াছিল বোধ হইতেছে; কিন্তু এক্ষণে তেমনি দূষণীয় ও ঘৃণাই হইয়াছে। বর কন্যার বয়স মনের গতি শারীরিক ও অন্যান্য অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিবাহ দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য; কিন্তু আধুনিক কুলীন সম্প্রদায় তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন না। ইহাঁরা সমান ঘরে আপন আপন সন্তানসন্ততির বিবাহ দিতে পারিলেই আপনাদিগের জীবন সার্থক জ্ঞান করেন। অন্যান্য বর্ণের কুলীন অপেক্ষা রাঢীয় কুলীনব্রাহ্মণদিগের বিবাহপ্রথাটি দেশের বিশেষ অপকারক। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দৈন্যনিবন্ধন, কেহ বা অর্থলোভে একটী অল্পবয়স্ক খর্ব্বকায় শিশুর সহিত দীর্ঘাকায়া হয় ত অধিকবয়স্কা কন্যা ত্রয়ের বিবাহ দিতেছেন। কেহবা স্বল্পবয়স্কা এক দুই তিন বা ততোধিক কন্যার, এক জন অধিক বয়স্ক বহু বিবাহিত মুমূর্ষু ব্যক্তির সহিত পরিণয়ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন। অন্যান্য বর্ণের শ্রোত্রিয় ও বংশজভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় ও বংশজদিগের বিবাহপ্রণালী অধিকতর অনিষ্টকর। ইহাদের মধ্যে বহু মূল্যে কন্যাবিক্রয়প্রথা প্রচলিত থাকাতে কেহ কেহ এই ব্যবসায়টিকে প্রকৃত ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া থাকেন। অন্যান্য পণ্যজীবীরা আপন আপন পণ্যদ্রব্যগুলিকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে যেরূপ চরিতার্থতালাভ করেন, ইহাঁরাও আপন আপন কন্যাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলে সেইরূপ কৃতার্থ হন। অধিক অর্থ পাইলে কন্যাগুলিকে অপাত্রে অর্পণ করিতে অসম্মত হন না। অনেক বংশজ ও শ্রোত্রিয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ প্রায় শৈশবাবস্থায় হইয়া থাকে। পুরুষদিগের প্রায় প্রৌঢ়াবস্থায় ও বৃদ্ধাবস্থায় দারপরিগ্রহ হয়।

শ্রীরাঃ

—:০:—

মহাশয়! গত ৩রা আষাঢ় দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুর আপন পিতার শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করিয়াছেন। কলিকাতা, নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান, মুরসিদাবাদ, বাকুলা, বিক্রমপুরপ্রভৃতি নানা দূরদেশস্থ ও স্বদেশস্থ পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ হয়। সভাস্থ পণ্ডিতগণের সম্ভাবরণরূপে এক এক শাল ও এক এক পট্ট বস্ত্র উত্তরীয় সহিত প্রদত্ত হইয়াছিল। বিদেশস্থ পণ্ডিতগণের প্রত্যেককে খাদ্যদ্রব্য প্রায় ৫০ টাকা মূল্যের ও স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রত্যেককে ২০ টাকা মূল্যের দ্রব্য প্রদত্ত হইয়াছে। বিদেশস্থ পণ্ডিতগণের বিদায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ টাকা ও স্বদেশস্থ পণ্ডিতগণের বিদায় সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ টাকা। উপস্থিত পণ্ডিতের বিদায় ১৫ টাকা, বস্ত্র ১ জোড়। ছাত্রবিদায় ১০ টাকা বস্ত্র ১ জোড়। অনাহূত সূত্রধারিমাত্রের বিদায় ৩ টাকা ১ বনাত। ভট্ট ও দৈবজ্ঞের বিদায় ৫ হইতে ৭ সাত বস্ত্র ও তৈজসপাত্র প্রদত্ত হয়। দীন দুঃখী কাঙ্গালিগণের প্রত্যেককে এক ঘটী ১ টাকা ও ফকিরদের প্রত্যেককে ১ তাঁবার বদনা ও ১ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ঐ শ্রাদ্ধে যেসকল রবাহূতপ্রভৃতি গমন করিয়াছিল, তাহাদের বাসের নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছিল এবং সকল লোককেই প্রায় দশ দিবসের আহারদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। কর্ম্মদিবসে ব্রাহ্মণভোজনের ন্যায় কাঙ্গালি দীন দুঃখি অভ্যাগত যত লোক উপস্থিত ছিল, সকলকে তুল্যরূপে মিষ্টান্ন ভোজন করান হইয়াছিল। এই সকল আগন্তুক ব্যক্তির বিদায়ের পর দীনাজপুর নগরস্থ সমুদায় লোককে ক্রমে এক এক শ্রেণি করিয়া মিষ্টান্ন জলপান করান হইতেছে। চেরিটেবল সোসাইটিতে দীন দুঃখিদিগের নিমিত্ত কতকটাকা প্রদত্ত হইবে ইহা শুনা হইয়াছে। (১)

—

ত্রিহুতে একটী কালেক্টরী আদালত আছে। আদালতটী বড় সামান্য নয়। অনেকগুলি লোক উহাতে প্রতিপালিত হইতেছেন এবং পদানুরূপ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্থানও করিয়াছেন কিন্তু কেমন ঈশ্বরের বিড়ম্বনা, চিরকাল কাহারও এক ভাবে যাইতে দেখা গেল না। পাপ কর্ম্মের এমনি গুণ, কখনই অবগুণ্ঠনে থাকিতে পারে না। কেহ যে কখন চিরকাল পাপাচরণ করিয়া নিষ্কৃতি পাইবে, অসম্ভব। আজি হউক বা দুদিন পরেই হউক অবশ্যই তাহাকে উহার

(১) আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রখানি প্রচারিত করিলাম; কিন্তু যেসকল ব্যয়ে অলস দলের উৎসাহবর্দ্ধন হয়, তাদৃশ বিষয়ে উৎসাহ দান করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। স।

ফলভোগ করিতে হইবে। যে রাজ্যে, যে সংসারে, অথবা যে গৃহে এক বার পাপরূপ ধুমকেতুর উদয় হয়, তাহার শ্রেয়ঃ কখনই নাই। প্রত্যুত উহা অচিরে ক্ষয়দশায় উপনীত হয়। কিছু দিন হইল, এক জন আমীন কোন বাঁটোয়ারার জরিপ করিয়া আসিয়া কালেক্টরের নিকটে তাহার হুণ্ডী (আমীনের প্রাপ্য জমা টাকা) পাইবার আবেদন করেন, কালেক্টর সাহেব সেরেস্তাদার ও আমলাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ আবেদনপত্রে আমীনের যথার্থ প্রাপ্য ৪১ টাকা দিতে সম্মতি প্রদান করেন। যৎকালে উক্ত আদালতের সেরেস্তাদার ঐ অনুমতিপত্রদৃষ্টে লাল কালীতে ডিপজিট পুস্তকে উক্ত টাকা খরচ লিখিতে যান, তখন আমীন উপস্থিত আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া অনুসন্ধান না পাওয়াতেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক যে দিবস ঐ টাকা দিতে অসম্মত হইয়া, ডিপজিট পুস্তক আপনার নিকট রাখেন। ধর্ম্মের কেমন সুক্ষ্মগতি, ইচ্ছা না থাকিলেও দোষী ব্যক্তি যেন আপনা হইতেই স্ব দোষ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। তিন দিবসপরে যে ব্যক্তি সমুদায় অনর্থের মুল, যাহার জন্যে আদালতে তুমুল আগুন লাগিয়াছে, সেই ব্যক্তি সহসা কি মনে ভাবিয়া, সেরেস্তাদারের নিকটে আসিয়া স্বদোষ ব্যক্ত করে। এ ব্যক্তি অত্রত্য আদালতের সহকারী একাউণ্টেণ্ট। ইহার নিকট রেবিনিউ সংক্রান্ত কাগজ পত্র থাকে। সেরেস্তাদার জানিয়া শুনিয়াও কোন কথা কাহাকে কহেন নাই; বরং গোপনে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট গোপাল বাবু কোন সুত্রে ঐ গোলযোগের বিষয় কর্ণগোচর করিয়া কালেক্টরকে অবগত করান। তাহাতে কালেক্টর সাহেবের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখেন, যে ঐ আমীনের ৪১ টাকার স্থলে ৫৪১ টাকা জাল করা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া কালেক্টর সাহেব তৎক্ষণাৎ উক্ত ব্যক্তিকে হাজতে দেন এবং উহার কাগজ পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষার্থে সেরেস্তাদারের উপর ভারার্পণ করেন। কএক বৎসরের কাগজপত্র দেখিয়া ইহার মধ্যে ২২০০ বাইশ শত টাকারও অধিক জাল বাহির হইয়াছে। এখনও কত আছে, বলা যায় না। ঐ সকল টাকা এক বারে লওয়া হয় নাই। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বাহির করিয়া লইয়া আত্মসাৎ করা হইয়াছে। এই জালকাণ্ডে অনেকগুল ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্ত ব্যক্তি ও অপর এক জন শেসনে সমর্পিত হইয়াছে।

শুনিলাম ঐ দোষী ব্যক্তি সমুখে নিজ দোষ স্বীকার করিয়াছে এবং কহিতেছে আদালতের অনেকে ঐ জালকাণ্ডে লিপ্ত আছে। যাহা হউক কালেক্টর সাহেবের এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

২। সমাচার পত্রে দেখিতে পাই, বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এখানে অদ্যাবধি কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই। যেমন রৌদ্রের প্রখরতা তেমনি গ্রীষ্ম। এরূপ গ্রীষ্মাতিরেক কখন দেখা যায় নাই। যদি আর দুই চারি দিবস এরূপ থাকে তবে এস্থানের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। ইহার মধ্যেই গ্রীষ্মাতিরেকনিবন্ধন ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাতে যদি শীঘ্র বৃষ্টিপাত না হয় তবে আর নিস্তার নাই।

২৭ এ জুন } ত্রিহুত
১৮৬৮

—:০:—

মুল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আলিগড়	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়		১৩
„ „ হরচন্দ্র মজুমদার	কুঠি বেলিয়া	
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর		৭
„ „ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	জনাই	
১৮৬৮ জলাই হইতে ৬৯ জুন		১৩
„ „ কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ডুবিডহর	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে		৩৮৵
„ „ পার্ব্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়	আলাহাদ	
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ		১৩
„ „ কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	রঙ্গপুর	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ		৭
„ „ দ্বারকানাথ মিত্র	কলিকাতা	
১২৭৫ বৈশাখ হইতে আশ্বিন		৫॥
„ „ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	বরাহনগর	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ		৫॥
„ „ জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী	মগরারহাট	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন		৩৮৵
„ „ কৈলাষচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ		৫॥
„ „ অভয়াদাস বসু কলিকতা সুকেডষ্টিট		
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ		৫॥
„ „ যজ্ঞেশ্বর সিংহ	তাম্বাড়া	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ		১৩
„ „ হেমচন্দ্র ঘোষ	চাঁদপুর	
১৮৬৮ জুলাই হইতে ডিসেম্বর		৭
„ „ গোপালচন্দ্র মল্লিক	চীনেবাজার	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ		৫॥০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মুল্য ও ডাকমাস্থল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মুল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাস্থল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮৵। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মুল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মুল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মুল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মুল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মুল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপুর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাস্থল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পুর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। —২২৫— ৩৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫ । ৬ ই শ্রাবণ । ১৮৬৮ । ২০ এ | মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভজনের সম্বন্ধ খণ্ডিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বারাণ্ডার উপর বেলুড় গ্রামবাসী অন্যূন ষষ্টিবর্ষীয় নবকান্ত নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান হইলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী ১৮৬৮ সাল ১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

—:০:—

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব ভদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) "	৫॥০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)	৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ কাব্যপ্রকাশ। চম্পক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো থনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাঙ্গা বাড়ুয্যে ভ্রাদার্স কোম্পানির দোকানে ৭ম প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৴৹
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৴৹
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিনিধি সভা ও কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগের যোগ করিবার প্রস্তাব উক্ত দিবসে উল্লিখিত স্থানে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে বিচারিত হইবে, প্রতিনিধি সভা ও প্রচারবিভাগের সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয় নিষ্পত্তি করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়, মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি, যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ৴১০ আনার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

	টাকা
গোল্ড স্মিথ পোইট্রিকেল ওয়ার্ক	৩৮
আরেবিয়ান নাইট	৩৮
স্পেকটেটার	৩৮
বেলেয়ার্স লেকচার	৩৮
জোসেফস ওয়ার্ক	৩৲

ইং রাজী ভগবৎ গীতা ২
ইং কাদম্বরী ২
হং হিষ্টরী অফ গ্রেশেবইন গ্রেট ব্রিটন ২॥
ই. শকুন্তলা ১
ইং হিতোপদেশ ১
পুরুষ পরীক্ষা ১
লয়লামজনু ১
প্রিয়দর্শন ১
তুরকীর ইতিহাস ১
নীতিমূল ৸৹
কায়স্থ দীপিকা ১
সঙ্গীতানন্দ লহরী ১৹
নৈষধ চরিত ১॥
বিদগ্ধ মুখমণ্ডল ৷৶
কলিকাতার মানচিত্র (উত্তম বাধান) ২
দ্বারকাকেলী কৌমুদী ১॥
রাম উপাখ্যান ॥৹
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)
মানচিত্র সহিত মূল্য ৷৶৹
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য ১
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য ২॥
শিক্ষাপ্রণালী ১
গোলকের উপযোগিতা ৸৹
জানকী নাটক ১
বীরবাক্যাবলী ১৹
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা ॥৹
কীচকবধ কাব্য ॥৹
চরিত মঞ্জরী ১৷৹
কবিকঙ্কণ চণ্ডী
কাশীখণ্ড ৸
প্রভাসখণ্ড ১৷
কলীকৌতুক নাটক ১
কবিকলাপ ১
রামাভিষেক নাটক ১
চন্দ্রবিলাষ নাটক ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ মূল্যে বিক্রেতা

—০:০:০—

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

স্কেলের ব্যবহার ও জরিপী নকসা প্রস্তুত করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক বিদ্যা ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশদাসের বাগানে ১৮।১৮ নং বাটিতে এবং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী।

—

ইংরাজী ১৮৬৯ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার সাহিত্যের অর্থপুস্তক রেবরেণ্ড আর, রবিন্সন কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া থেকার স্পিঙ্ক কোং এবং কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীদ্বারা বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ১৷৹ এক টাকা চারি আনা

—০:০:—

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—০:০:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে ৷৵৹ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥৹ আট আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, ঝামাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এমস্ যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ ১২৭৫। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

—০:০:—

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়ালদহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের চলাচল

আরম্ভ।

কাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগত ৩ রা আগষ্ট সোমবার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খোলা যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে সিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } ফাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ, এজেণ্ট।

—০:০:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জানপদ ব্যবহার মূলক এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেণ্ট পেলেসের ৯ নং ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৶৹ আনা মাত্র।

—•—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১ লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হাএর সর্ব্বকমতি জলের মাপ।

স্থানের নাম	ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা নদী		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৬	ঐ
নিজ মহানায়	৪	ঐ
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	৩	ঐ
হাট বোয়ালিয়া হইতে আনিকদিয়া	৪	ঐ
আনিকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	৪	ঐ
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত ৩৪ মাইল	৪	০
ভাগীরথী।		
মহানার উপর	২১	১
মহানার নীচে	১৯	ঐ
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল	১৩	ঐ
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল	১৩	৩
জলঙ্গী নদী		
মহানা		
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল	২	১
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	৩	ঐ
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল	৩	২

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ১১ তারিখে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
১৩	৮

বহরমপুর ১১ জুলাই ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত টি হেন্স উইকন্স সি, ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার।

ভারতবর্ষের জেলসমূহ।

ভারতবর্ষের কারাগারে ধর্ম্মনীতি সংক্রান্ত উন্নতি হইবার যো নাই। উহার স্বাস্থ্যরক্ষাপ্রণালীও অতি জঘন্য। এ নিমিত্ত কেবল মিস কার্পেণ্টর নন, যাব তীয় সদাশয় ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া থাকেন; কিন্তু জেলের মধ্যে আর যে সকল কাণ্ড হয় তাহা অনেকে অবগত নহেন। অতএব অদ্য আমরা ঐসকল বিষয়ের এক মানচিত্র পাঠকগণের নয়ন পথে উপনীত করিয়া দিলাম।

পাঠকগণ! এক বার আমাদিগের সহিত ফৌজদারি আদালতে আগমন করুন। ঐ যে গবাক্ষহীন কুঠরিটী দর্শন করিতেছেন, উহাতে হাজতের কয়েদিরা থাকে। মলিন বসন, অচ্ছিন্ন শ্মশ্রু ও জীর্ণ আকার দেখিয়া কি হাজতি কয়েদি দিগকে চিনিতে পারিতেছেন না? হাজতে যাইবামাত্র পুলিষ প্রহরীরা প্রহার আরম্ভ করে। তবে তাহাদিগের গুণ এই, তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ পূজা দিলেই তাহারা প্রসন্ন হয়। জেলের প্রহ রীরা যে ব্যবহার করে, তাহাও পাঠক-গণ এক বার শ্রবণ করুন। *** "যেন স্বশুর বাড়ীতে আশা হইয়াছে" এটী প্রথম সম্ভাষণ হয়। পরে প্রহার। হাজতি কয়েদিরা যে গৃহে থাকে, তাহা গোশালা অপেক্ষা অপকৃষ্ট। তথায় না আছে সূর্য্যের আলোক, না আছে পব-নের প্রবেশ। প্রথম দিন হাজতি কয়ে দিকে আহার দেওয়া হয় না। প্রাতঃকাল হইলে "** বাহির হ" বলিয়া চীৎকার হয়। হতভাগ্যেরা প্রাতঃকৃত্য করে; দশটার সময়ে আদালতে যাইতে হইবে। অনেকের ভাগ্যে সামান্য ডাইল ভাতও উদরপূর্ণ করিয়া হয় না। ফৌজদারি আদালতে যাইবার সময়ে পথে গরুর ন্যায় ইহাদিগকে প্রহার করা হয়। বিচারপতি যাহার কারাবাসের আজ্ঞা দেন, হাজতের কষ্ট তাহার কোথায় লাগে। মেয়াদের প্রথম দিবস অনবরত প্রহার করা হয়। পেয়াদারা প্রহার করে। যেসকল কয়েদি অনেক দিন থাকিয়া কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহারাও প্রহারে পরাঙ্মুখ হয় না। বোধ হয়, তাহাদিগকে প্রথমে প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছিল, উহারা তাহার পরিশোধ লয়। "একটু জলপান করিব" এ কথার উত্তর পদাঘাত। "বাহিরে যাইব" ইহার উত্তরও ঐ। পৃথিবীতে যতপ্রকার কটু বাক্য আছে, তদ্দ্বারা গালি দেওয়া হয়। এটী ত সামান্য কথা। প্রথম রাত্রিতে আহার হয় না। পর দিবস খাটিবার পূর্ব্বে হতভাগ্য কয়েদিকে আহার করিতে ডাকা হয়। সামান্য শিশুকে যে পরিমাণে আহার দেওয়া হয়, সেই পরিমাণে হতভাগ্য ব্যক্তিকে অন্ন দেওয়া হইয়া থাকে। দুই এক গ্রাস আহার করিয়াছে, এমত সময়ে এক জন নীচজাতীয় কয়েদি অথবা পেয়াদা পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া বলিল "উঠ্ না *** যেন জামাই আদরে আহার করিতে ছেন।" কয়েদী উচ্চজাতীয় হইলে আহার বন্ধ হইল; যদি নীচজাতীয় হয়, এই স্পর্শে আহারীয় নষ্ট হয় না। এ স্থলে প্রহরীরা অন্নে থু থু দিয়া থাকে। আহার হইল না। উঠিবামাত্র সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ ঝুড়ি ও দশ সের মাটি উঠে এমত কোদালি দিয়া খাটাইতে আরম্ভ করা হইল। কয়েদি সে চাসা কি না, মাটি কাটা অভ্যাস আছে কি না, তাহার কোন বিবেচনা করা হয় না। গবর্ণমেণ্টের নিয়ম আছে যে যে ব্যবসায় জানে, জেলে তাহাকে সেই ব্যব সায় করান হইবে; কিন্তু প্রথম কয়েক দিবস এ নিয়ম কোন জেলেই প্রতিপা-লিত হয় না। কয়েদী আপনি মাটি কাটি তেছে, আপনি মস্তকে ঝুড়ি তুলিতেছে! প্রতি ঝুড়িতে ৮০ সের মৃত্তিকার ন্যূন হইলে নিস্তার থাকে না, অনিবার ইহা হইতে থাকে, হতভাগ্য ব্যক্তি বিশ্রামের আশয়ে যদি এক নিমেষমাত্র সোজা হইয়া দাঁড়াইল, অমনি নিকটস্থ পেয়াদা তাহাকে প্রহার করিল। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল, সায়ংকাল উপ-স্থিত। হতভাগ্য কয়েদী সমস্ত দিন আত্যন্তিক পরিশ্রম করিয়া ক্ষুধার্ত্ত হয়; এ সময়ে ভাবে "প্রাতঃকালে যাহা হউক, এ বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারিব।" কিন্তু সে জানে না ভারতবর্ষের জেলসকল দ্বিতীয় যমালয়। সায়ংকালেও প্রাতঃকালের ন্যায় আহা-রের ব্যাঘাত করা হয়। এই প্রকার কোন দিন অর্দ্ধভোজন, কোন দিন বা স্পর্শমাত্র, তাহার উপর ভয়ানক খাটনি প্রহার ও গালিবর্ষণ হইতে থাকে। আর সহ্য করিতে না পারিয়া হতভাগ্য ব্যক্তিকে শেষে বন্দোবস্ত করিতে হয়। আমাদিগের এদেশীয় পাঠকগণ "জেল বন্দোবস্তের" অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার কোন আত্মীয়ের মেয়াদ হইয়াছে, তিনিই জানেন মকদ্দ-মার ব্যয়ভিন্ন জেলের অঙ্কে স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে হয়। এই জেলবন্দোবস্ত অতি কঠিন কাজ; প্রধান অপ্রধান ও উপ নানা দেবতার পূজা আবশ্যক হয়। সর্ব্বাগ্রে জেলদারোগার পূজা। এতদ্দে-শীয় দারগারা অল্পে সন্তুষ্ট হন; কিন্তু যেখানে ইউরোপীয় দারোগা, সেই খানেই সর্ব্বনাশ। তাঁহার কেবল গন্ধপুষ্পে হয় না, ষোড়শোপচারে পূজা চাই। তাঁহার ভাল বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, কুকুর, চাকর, খানসামা প্রভৃতি আছে, তাঁহার অল্প টাকায় চলে না। নামে তিনি জেল প্রস্তুত দ্রব্যসকলের কমিসন পান, কিন্তু

বৎসরান্তে ঐ টাকা বাহির হয়; অথচ তাঁহার নিত্য ব্যয় আছে। অনেকে কমিসনের দোহাই দিয়া মহা আড়ম্বরে থাকেন। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও গবর্ণমেণ্ট ভাবেন, কমিসনের টাকায় দারোগার বাবুয়ানা চলিতেছে। কিন্তু কিসে যে বাবুয়ানা চলে তিনি জানেন, আর কয়েদিরা জানে। দারোগার পূজার পর নায়েব দারোগার পূজা আবশ্যক। তাহার পর জেলের নেটিব ডাক্তরের পূজা। ডাক্তরকে পূজা না দিলে পীড়া হইলেও খাটিবার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। নেটিব ডাক্তরের পর জমাদার ও দফাদার। তাহাদিগের পর সান্ত্রিগণ, সান্ত্রিগণের পর পেয়াদা। প্রধান ও অঙ্গ দেবতার ত পূজা গেল। তাহার পর কতকগুলি উপদেবতার পূজা দিতে হয়। যেসকল কয়েদি বহুকাল থাকে, তাহাদিগের একপ্রকার আধিপত্য হয়। অনেক জেলের পুরাতন কয়েদিদিগের এক প্রকার ইজারা আছে। এক জন নূতন কয়েদি আসিলে নীলাম ডাক হয়। যে পুরাতন কয়েদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দেয়, তাহার অধীনে নূতন কয়েদিকে রাখা হয়। পুরাতন কয়েদি যে টাকা জেলরকে দেয়, হতভাগ্য নবাগত বন্দীকে প্রহার করিয়া তাহার দেড়া আদায় করা হয়। অনেকে জেলে থাকিয়াও যে ধনসঞ্চয় করিয়া আইসে, তাহার প্রকৃত উপায় এই। এই নিমিত্ত জেলরপ্রভৃতি প্রধান দেবতার পূজার পর পুরাতন কয়েদিগণের পূজার প্রয়োজন হয়। পাচককে কিছু না দিলে ভাল করিয়া আহার হয় না। যে ব্যক্তি কামরার সর্দ্দার সে কয়েদিকে কিছু না দিলে রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়া ভার। এই প্রকার পূজা দিতে পারিলে কতক রক্ষা; নচেৎ প্রথম দিবসের আরব্ধ কষ্ট বরাবর চলিয়া আইসে। পীড়া হইলে "ভান করিতেছে" বলা হয়।

যাহারা উত্তমরূপে পূজা করিতে পারে, তাহাদিগের অবস্থা অন্য প্রকার। তাহাদিগকে খাটিতে হয় না; তাহারা কেবল সর্দ্দারি করিয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে জেলের নিয়মিত আহার করিতে হয় না। তাহাদিগের নিমিত্ত উত্তম মৎস্য মাংস, ঘৃতপ্রভৃতি আইসে। জেলে তমাক খাইতে নিষেধের নিয়ম তাহাদিগের পক্ষে নহে। অহিফেনসেবীর অহিফেন, গেঁজেলের গাঁজা, গুলিখোরের গুলি ও মাতালের সুরা অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে দুর্ল্লভ হয় না। প্রত্যেক জেলের নিকটে কয়েক ঘর বেশ্যা থাকে। কিসে ইহাদিগের উপার্জ্জন হয়, পাঠকগণ কি জানিতে চাহেন? আমরা আর তাহা বলিতে চাহি না।

গবর্ণমেণ্ট জেলের যেসকল নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি ভয়ানক। অতিশয় লজ্জার বিষয় এই যে, জেলে পয়সা ব্যয় করিতে না পারিলে কাহারও উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার যো নাই। চারি হাতা ভাত ও এক হাতা ডাইলই সকলের বরাদ্দ। মৎস্য প্রায় ভাগ্যে জুটে না। ডাক্তর মৌএট আবার জাঙ্গিয়ার সৃষ্টি করাতে অনেককে পয়সা খরচ করিয়া গোপনে জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। এক গৃহে গো মহিষের ন্যায় চোর, ডাকাইত ও হত্যাকারীর সহিত সামান্য অপরাধে কারারুদ্ধ ব্যক্তি কেও থাকিতে হয়। গৃহের আয়তন অনুসারে লোক রাখিবার প্রণালী কোথাও নাই। জেলের চিকিৎসাপ্রণালী সকল স্থানে সুন্দর নয়। অনেক স্থলে সিবিল সার্জ্জন স্বচক্ষে কিছুই দেখেন না; কোন ব্যক্তির পীড়া যথার্থ কি না, তাহা নেটিব ডাক্তরকে দেখিতে বলেন। এ ব্যক্তি যথার্থ রোগকে ভান ও ভানকে যথার্থ রোগ বলিলে তাহাই গ্রাহ্য হয়। শরীরে বল আছে কি না? তাহা বিবেচনা করা হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওজন করিয়া পাথর ভাঙ্গিতে দেওয়া হয় যাহারা সবলকায় তাহাদিগের পক্ষে ইহা বড় কষ্টের হয় না; কিন্তু দুর্ব্বলদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। নিয়মিত কাজ করিতে না পারিলে সে দিন আহার দেওয়া হয় না। "এইপর্য্যন্ত কাজ করিতে হইবে" এটী জেলের নিয়ম; কিন্তু এটী যে কত দূর নিষ্ঠুরতা তাহা কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করেন না। শরীর কি সকল দিন সমান বহিয়া থাকে? চা-করেরা পূর্ব্বে এই নিয়মে কাজ দিতেন; দক্ষিণ কারোলিনার ভূতপূর্ব্ব দাসদিগকে এ প্রকারে খাটান হইত। আমরা স্পষ্টাভিধানে বলিতেছি, বর্ত্তমান খাটনির প্রণালী অতি ভয়ঙ্কর। জেলর কমিসন পান; যত খাটাইবেন, তত পয়সা। লাইসেন্স টাক্স আসেসরেরা যেমন কমিসনের লোভে যাঁহার তাঁহার উপর করনির্দ্ধারণ করেন, জেলরগণ সেইপ্রকার লোক বিবেচনা না করিয়া খাটাইয়া লন। দক্ষিণ কারোলিনার তুলকরেরা পয়সা দিয়া ক্রীতদাসদিগকে ক্রয় করিতেন; যদিও এইরূপ অত্যাচার হইত, তথাপি তাঁহারা নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া কাফ্রিদিগকে বধ করিতে পারিতেন না। দাসের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইত। জেলরদিগের সে স্বার্থ নাই; এক কয়েদি মরিলে আবার দশ জন আসিবে। পূর্ব্বকালে মুসলমান ও হিন্দু রাজগণ যেমন রাজস্ব ইজারা দিতেন, গবর্ণমেণ্ট কার্য্যতঃ সেইপ্রকার কয়েদিদিগকে ইজারা দিয়া থাকেন। উদর পূর্ণ করিয়া আহার দেওয়া হয় না, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? এক জাঙ্গিয়া ও কুরতি পরাইয়া এক মাস রাখা হয়; তাহা যেমন দুর্গন্ধ, সেইপ্রকার কষ্টকর। সামান্য ধুতি দিলে কি দোষ হয়? তাহা প্রত্যহ ধৌত রাখা যাইতে

পারে, কয়েদিদিগের স্বচ্ছন্দতা হয় এবং ব্যয়ও অল্প পড়ে।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল, তাহাতে জেলের কার্য্যপ্রণালীর সংশোধন ও উৎকর্ষসাধন কি একান্ত আবশ্যক হইতেছে না? বর্ত্তমান প্রণালীর দোষেই উৎকোচস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে। দণ্ড যে স্থলে বৈরনির্য্যাতনার্থ বিনিয়োজিত হয়, সেই খানে তাহার ফল হয় না জেলে দণ্ডদান প্রায় বৈরনির্য্যাতনার্থই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রণালীতে হতভাগ্য কয়েদিদিগের আপনার ও পৃথিবীর উপরে ঘৃণা হয় মাত্র। চরিত্রদোষ সংশোধন দূরে থাকুক, নূতনপ্রকার চরিত্র দোষ ঘটিয়া উঠে। অতএব কর্ত্তব্য এই, জেলের অধ্যক্ষগণকে পর্য্যাপ্ত বেতন দিয়া কমিসন উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কমিসন থাকাতে অনেক পাপকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। ধার্ম্মিক লোক ভিন্ন কাহাকেও জেলের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত করা উচিত নয়। যাহাতে বন্দীদিগের চরিত্রদোষ সংশোধন হয়, জেলের কার্য্য প্রণালী এরূপ করা উচিত। উদর পূর্ণ করিয়া আহার না পাইলে কোন ব্যক্তিরই ধর্ম্মে মতি থাকে না; এটী যেন স্মরণ থাকে।

—:০:—

ইংরাজীশিক্ষার অনিষ্টকারিতা।

পাঠকগণ উপরের লিখিত কয়েকটি অক্ষর পাঠ করিয়া আপাততঃ চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগের দেশের যাবতীয় ইষ্টের মূল। আমরা যে মানুষের মত হইয়াছি, আমরা যে তেজস্বিতা, মনস্বিতা সত্য নিষ্ঠা ও কার্য্যদক্ষতাপ্রভৃতি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিয়াছি এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধে সমর্থ হইয়াছি, সে সমুদায়ই ইংরাজীপ্রসাদলব্ধ। যে ইংরাজী হইতে এদেশের এত ইষ্ট হইয়াছে, আমরা তাহাকে অনিষ্টকারিণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি এবাক্য কাহার বিস্ময় উৎপাদন না করিবে? কিন্তু ইহার একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, এরূপ বলিবার একটী বিশেষ কারণ আছে এবং আমাদিগের বাক্যের অধিকারিভেদ আছে।

ইংরাজীশিক্ষা দুটী দলের পক্ষে অনিষ্টকারিণী হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম, যেসকল ইংরাজ মনে করেন, ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে; তাঁহারা ভারতে আসিয়া প্রভুসম্মান ভোগী হইবেন, আর ভারতবাসীরা তাঁহাদিগের ভৃত্যের ন্যায় অনুগত হইয়া থাকিবেন; তাঁহারা সহস্র অন্যায় ও অত্যাচার করুন, ভারতবাসীরা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাহা সহ্য করিবেন; পদই বল, অর্থই বল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, ভারতবাসীরা সন্তুষ্টচিত্তে মহাভাগ্য জ্ঞান করিয়া তাহা ভোগ করিবেন; পদ কাণা হউক, কুব্জা হউক, ইহাঁরা তাহাতে অসন্তোষ বা অন্য কোন প্রকার উচ্চ বাচ্য করিতে পারিবেন না; ইংরাজী শিক্ষা সেই গর্ব্বিত ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইবার বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে যাহাঁরা ইংরাজী শিখিতেছেন, তাঁহাদিগেরই মন অন্যপ্রকার হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ইংরাজদিগের দোষ গুণ দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন; ইংরাজেরা কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন; তাঁহারা দেবতার ন্যায় আমাদিগের আরাধ্য কি না তাহা বুঝিতেছেন; অনুমাত্র দোষ দর্শন করিলেই স্পষ্টাক্ষরে তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইতেছেন; সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তুল্যসম্মান ও তুল্যপদ লইয়া বিবাদ করিতেছেন এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেককে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা এতদূর অতিক্রম করিয়াছেন, যে রাজপুরুষদিগকে শঙ্কিত হইতে হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধির গতিরোধ করিবার নিমিত্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। উল্লিখিত অভিমানমত্ত অনুদারচিত্ত ইংরাজদিগের কি এ সকল সহ্য হয়? ঐ মহাপুরুষেরা নব্য সম্প্রদায়ের উপরে এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, নব্যসম্প্রদায় যদি এক কালে উৎসন্ন হয়, যে স্থানে নব্য সম্প্রদায় বাস করে, সেটী যদি দহ পড়িয়া যায়, তাঁহারা অন্তরের সহিত আহ্লাদিত হন। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইংরাজী শিক্ষা কি এই অনিষ্টের কারণ হয় নাই? উক্ত মহাত্মারা কি ইহাতে অনিষ্ট জ্ঞান করিতেছেন না? গবর্ণমেন্ট হইতেই এই অনর্থ আপতিত হইয়াছে, এই ভাবিয়া কি তাঁহারা সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতি দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতেছেন না? সে দিন এক জন উদারাশয়! সমাচারপত্রসম্পাদক মনোভাব মনে রাখিতে না পারিয়া স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও বোম্বাইয়ের নব্য সম্প্রদায় না থাকিলেই ভাল হয়। এটী কি সামান্য আক্রোশ ও ক্ষোভের কথা! এদেশীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষাই কি ঐ মহাপুরুষদিগের এই মনোদুঃখের মূল নয়?

দ্বিতীয়, ইংরাজী শিক্ষা অলব্ধমনোরথ কৃতবিদ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টকারিণী হইয়াছে। রাজনীতি ও সমাজ উভয় সম্বন্ধেই তাঁহারা অসুখিত হইয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ যোগ্যতালাভ করিয়াছেন, সেরূপ পদ লাভ হইতেছে না। যেরূপ শিক্ষা হইয়াছে, সেরূপ কার্য্য দেখিতে পাইতেছেন না। যাঁহাদিগের নিকটে এই শিক্ষা হইল যে, পক্ষপাত করা বড় দোষ, তাঁহারাই নিজে পক্ষপাত করিতেছেন, জাতিভাই বলিয়া সকল কাজেই টানিতেছেন এবং স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়ের অনুরোধে ন্যায়, যু—

ও আইনের বিরুদ্ধ ব্যবহারেও পরাঙ্মুখ হইতেছেন না। কৃতবিদ্যদিগের আর একটী বিশেষ অসন্তোষের কারণ এই, তাঁহারা দেখিতে পান, ইংরাজেরা ধর্ম্মনীতি ধর্ম্মনীতি করিয়া গর্ব্ব করিয়া বেড়ান; কিন্তু অনেক কাজেই সেই ধর্ম্মনীতিতে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। অনেক সময়ে সেই ধর্ম্মনীতি মৌখিক বাক্য ও তর্কেই পর্য্যবসিত হয়। কোন ইংরাজ কোন গর্হিত কর্ম্ম করিলে প্রথম প্রথম তাহা লইয়া মহা ধুম ধাম পড়ে। তর্কের স্রোতে পার্লিয়ামেণ্ট সভা উচ্ছলিত হইয়া উঠে, শেষে সমুদায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যে গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল, তাহা আজিও হইল, কালিও হইল, তাহার আর প্রতিবিধান হইল না। হেষ্টিংসের বিচার লইয়া কত দীর্ঘ প্রস্থ গ্রন্থ হইয়া গেল; কত ধুম ধাম হইল, পরিণামেই বা কি হইল। লার্ড ডেলহাউসি নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যে রাজনীতির নামে কি অত্যাচার না করিলেন? ভারতবর্ষে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, তাঁহার কি হইল? গবর্ণর আয়ারেরই বা কি হইল? তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার আবার কত উদ্যোগ দেখা গেল। তাঁহাকে নূতন কর্ম্ম দিবার চেষ্টারও ক্রটি নাই! এ সকল দেখিয়া এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে? তাঁহাদিগের হৃদয় কি রোষাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে না? ইংরাজী শিক্ষা কি এই অনিষ্টের কারণ নয়? ইহাঁরা যদি ইংরাজী না শিখিতেন, রাজপুরুষেরা অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিতেন, তাহাই কি ইহাঁরা ভাগ্য করিয়া মানিতেন না? রাজপুরুষেরা ন্যায় করুন, আর অন্যায় করুন, ইহাঁরা কি তাহার অনুসন্ধান করিতেন?

সমাজসম্বন্ধেও কৃতবিদ্যদিগের বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। উপধর্ম্মদূষিত হিন্দুসমাজের নানা দোষ ইহাঁদিগের নয়নপথে উপনীত হইতেছে। ইহাঁরা সেগুলির নিকটে মস্তক নত করিতে পারিতেছেন না। সমাজসম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ব্যাঘাতভয়ে সমাজ পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থা কি ক্লেশকর নয়? ইংরাজী শিক্ষা কি এই অসুখের কারণ নয়? ইহাঁরা যদি ইংরাজী না শিখিতেন, সেই বাল্যবিবাহ, সেই বহুবিবাহ, সেই কৌলীন্য কি ইহাঁদিগের প্রীতি উৎপাদন করিত না? অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐসকলে যেরূপ অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করিতেছেন, ইহাঁরাও কি সেইরূপ করিতেন না? এক ইংরাজী শিখিয়া ইহাঁদিগের তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই গেল। রাজপুরুষেরাও ইহাঁদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন না, সমাজে থাকিয়াও সুখী হইলেন না।

রেবিনিউবোর্ড ও মদের দোকান।

বিদ্যাপক্ষপাতীরা মনে করেন, আমাদিগের বিদ্যানুরাগী গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিদ্যাশিক্ষার্থ এত বিদ্যালয় করিয়া দিবেন যে প্রত্যেক প্রজা আপন আপন গৃহদ্বারের সমক্ষে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত দর্শন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবেন। সুরাপায়ীরাও সেইরূপ ভাবিতেছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের গৃহের পার্শ্বে পার্শ্বে এক একটী মদের দোকান করিয়া দিবেন, তাঁহারা শয়নস্থ থাকিয়াও সুরাক্রয় করিতে পারিবেন। কিন্তু আজি কালি তাঁহাদিগের প্রতি শনির কিছু কোপদৃষ্টি পড়িয়াছে। রেবিনিউবোর্ড যেথা সেথা দোকান করিতে দিতেছেন না। তাঁহারা আবার সুরাবিক্রেতার চরিত্রের অনুসন্ধান করিবার নিয়ম করিতেছেন। এটীও একটী অশুভ সমাচার। রাত্রি দুই প্রহর হউক, আর তৃতীয় প্রহর হউক, প্রয়োজন হইলেই এখন যেমন সচ্ছন্দে মদ পাওয়া যায়, মদ্যবিক্রেতার চরিত্র লইয়া ধরাধরি হইলে পাওয়া কিছু কঠিন হইবে। তবে একবারে হতাশ্বাস হইবার কথা নাই। বৃহস্পতির কিঞ্চিৎ অনুকূল দৃষ্টিও আছে। দোকানের স্থান ও সুরাবিক্রয়ী মনোনীত করিবার ভার ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের উপরে নিহিত হইয়াছে। তিনি যে স্বয়ং সর্ব্বদা ঐসকলের অনুসন্ধান করিয়া মাথা ধরাইবেন, সে শঙ্কা নাই। অধীনস্থ কর্ম্মচারীর উপরে ভার পড়িলেই অর্দ্ধোদয়যোগ। গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদিগের প্রতি এক কালে নিতান্ত নিদারুণ ও নিষ্কৃপ হইবেন, সুরাপায়ীরা সে শঙ্কাও করিবেন না। গবর্ণমেণ্টের মাসুলের লোভ আছে। গ্রাহক বৃদ্ধি হইলেই তাঁহাদিগের লাভ। যদি কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রেবিনিউ বোর্ডের কথা প্রমাণ করিয়া দোকানের সংখ্যা কমাইয়া দেন, রাজস্বক্ষতি হইবে, অবিলম্বে তিনি তিরস্কৃত হইবেন, রেবিনিউবোর্ডের আজ্ঞা শিথিল হইয়া পড়িবে। স্বার্থসম্বন্ধ থাকিলে রাজপুরুষদিগের পুরাণ আজ্ঞার পরিবর্ত্ত হইয়া নূতন আজ্ঞা হইতে বিলম্ব ক্ষণ লাগে না। রেবিনিউ বোর্ডের এ আজ্ঞা পরিবর্ত্ত হইয়া যাইবে; আর এক জন নূতন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া দোকানের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিবেন। মাদকসেবনে প্রজার ধন প্রাণ ও চরিত্র উৎসন্ন ও কলুষিত হইতেছে, ইহা দেখিয়াও যে গবর্ণমেণ্ট আয়ের ক্ষতির ভয়ে মাদকসেবন নিষেধ করিতে পারিতেছেন না, সেই গবর্ণমেণ্ট আয়ের অল্পতা দেখিয়া যে মৌনাবলম্বী হইয়া থাকিবেন সুরাপায়ীরা স্বপ্নেও যেন সে শঙ্কা করেন না।

মদ্যপায়িগণ! তোমরা ভগ্নোৎসাহ

হইও না। গবর্ণমেণ্ট যা করুন, তোমাদিগের আর ভয় নাই। সমাচারপত্রে লিখিত হইয়াছে আমেরিকায় এক প্রকার মদের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে. তোমরা কোন খনিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োজিত কর, ভারতবর্ষেও ঐরূপ খনি বাহির হইবার অসম্ভাবনা নাই। তাহা যদি হয়, তাহা হইলেই পোহাবার।

—:০:—

বিবাহিতা বিধবা ও তাঁহার উত্তরাধিকার।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ে পুনর্ব্বিচারার্থ নিম্নলিখিত মকদ্দমাটী উপনীত হইয়াছে। এক ব্যক্তি পত্নী এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে পর ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে। বিবাহের পর পুত্রের কাল হয়। এক্ষণে ঐ স্ত্রী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া বিষয়ের অধিকার প্রার্থনা করিতেছে। বিচারপতি কেম্প ও ই, জাকসন সাহেব বিচারাসনে আসীন হইয়াছিলেন; উভয়ের মতভেদ হইয়াছে। কেম্প সাহেব বলেন, ঐ স্ত্রী মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী বলিয়া বিষয়ের অধিকার পাইবেন; জাকসন সাহেব বলেন, পাইবেন না। আমাদিগের বিবেচনায় জাকসন সাহেবের কৃত সিদ্ধান্তই ন্যায় এবং আইনকর্ত্তা ও হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়ের অনুমোদিত ও সঙ্গত হইতেছে। কেম্প সাহেব ১৮৫৬ অব্দের ১৫ আইনের ২ ধারার যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে কোনক্রমে এরূপ বোধ হয় না যে উল্লিখিত মৃত পুত্রের ধনে পুনর্ব্বিবাহকারিণী মাতা অধিকারিণী হইবে। ঐ ধারায় আছে, মৃত স্বামীর যদি স্ত্রীর প্রতি পুনরায় বিবাহ করিবার স্পষ্ট অনুমতি না থাকে, আর যদি সে বিবাহ করে, তাহার পূর্ব্ব স্বামীর ধনে স্বত্ব ও অধিকার থাকিবে না। যদি এরূপ হইল; সেই স্বামির ধন পুত্র পাইয়াছিল, পুত্রের মৃত্যুর পর বিবাহকারিণী মাতা পাইবে, ইহা আইন কর্ত্তার অভিপ্রায়ানুগত হইতেছে না। জাকসন সাহেব যথার্থ কথাই কহিয়াছেন, উক্ত মাতা উক্ত মৃত পুত্রের ধনে অধিকারিণী হইলে তাহার উপরে তাহার নূতন পতির প্রভুত্ব হইবে, তাহা হইলে এক পরিবারমধ্যে অপরের প্রবেশাধিকাররূপ উপদ্রব ঘটিবে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা পিণ্ডদানানুসারে ধনাধিকারের নিয়ম করিয়াছেন, ধনীর ধন পিণ্ডানধিকারী ব্যক্তির হস্তগত হইলে পিণ্ডদানের ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে উত্তরাধিকারলব্ধধনে স্ত্রীলোকের নিরবচ্ছিন্ন স্বত্ব জন্মে না। প্রস্তাবিত স্থলে মাতার অধিকার হইয়া ঐ ধন পরহস্তগত হইলে ভাবী অধিকারীর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে যে ব্যক্তি বিধবার পাণিগ্রহণার্থী হইবে, তাহার পক্ষে লাভ। ভোজন ও দক্ষিণা উভয় লাভ হইলে কে না পরিতৃপ্ত হয়?

—:০:—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অবনতি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

প্রস্তাববাহুল্যভয়ে পূর্ব্ব পত্রিকায় প্রথাগুলি বর্ণন করিয়াই লেখনী নিরস্ত করিয়াছিলাম। অদ্য বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা প্রণালীর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

অধুনাতন বিদ্যালয়সকলের শিক্ষা প্রণালী ও কার্য্য নিষ্পাদক সময়প্রভৃতিই যে ছাত্রগণের শরীরনাশক তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মহোদয় পাঠকগণ যদি স্থিরচিত্তে একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এক্ষণে যে প্রণালীতে বিদ্যাধ্যাপনাকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতে বিদ্যার্থিগণের শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কি ইংরাজী কি বাঙ্গলা উভয়বিধ বিদ্যালয়েই কেবল মানসিক পরিশ্রমের রীতি নীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কি আক্ষেপের বিষয়, কোন বিদ্যালয়েই ব্যায়ামপ্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমের প্রথা প্রচলিত নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়কগণ এতদ্বিষয়ক প্রণালীর প্রচারজন্য কিছুমাত্র যত্ন ও চেষ্টা করেন না। যেরূপ পুষ্টিকর আহারভিন্ন জীবনরক্ষা হয় না, সেইরূপ শারীরিক পরিশ্রমপ্রভৃতি দৈহিক নিয়মপালনভিন্ন দেহরক্ষার উপায়ান্তর নাই। অতএব কেবলমাত্র ছাত্রগণের বুদ্ধিপ্রভৃতি মানসিক প্রবৃত্তি চালনা করাইয়া ক্ষান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকা সঙ্গত নহে। তাহারা যাহাতে উভয়বিধ পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হওয়া সুবিবেচক সুশিক্ষকের কর্ম্ম। অনেক সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক পণ্ডিত মহোদয় আপন আপন শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক পুস্তকে ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে শরীরের সহিত মনের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, সুতরাং তাহাদের একের বৈলক্ষণ্য ঘটিলে অন্যের বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর পূর্ব্বকালের শাস্ত্রকারেরাও কহিয়া গিয়াছেন যে, কোন কার্য্যেই বাড়াবাড়ি ভাল নহে। অতএব একেবারে শারীরিক পরিশ্রম পরাঙ্মুখ হইয়া অবিরত অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম করিলে শরীর ক্রমশই দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকে। সুতরাং সেই সঙ্গে বুদ্ধিপ্রভৃতি মানসিক বৃত্তিও স্মরণশক্তিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব শরীর ও মনের সমানরূপে চালনা করা বিধেয় ও যুক্তিসিদ্ধ। এক্ষণে কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ছাত্রগণের যে শরীর চালনাকার্য্যে মনোযোগী হইতেছেন বড় মঙ্গলের বিষয়।

বিদ্যালয়ের কার্য্যসাধক সময়টিও সামান্য অনিষ্টকর নহে; বেলা দশ ঘটিকার কার্য্যারম্ভ করিয়া বেলা চারি ঘটিকার সময় কার্য্যাবসান প্রথাটি সকল বিদ্যালয়েই প্রচলিত আছে। ঈদৃশ সময়ের বশবর্ত্তী হইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য সমাধা করাতে সুকুমার

মাতে বালকগণের বিশেষ ক্লেশ হয় ও পরিণামে তাহাদিগকে রুগ্ন এবং ভগ্নশরীর দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশ অতিশয় উষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান বেলা যত অধিক হইতে থাকে, রবি ততই প্রচণ্ড মুর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গসদৃশ কিরণ বিস্তার করিয়া জীবগণকে দগ্ধ করিতে থাকে। দুই প্রহরের সময় গৃহের বাহির হয় ও পথে পাদক্ষেপ করে কাহার সাধ্য? এই সময়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্যে বিমুখ হইয়া অনাতপ স্থানে আরাম করিতে বাসনা করেন, কেহ কেহ বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্রামসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। বোধ হয় যেন তাঁহারা ভীষণ তপনতাপভয়ে ভীত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছেন। মনুষ্য কি সামান্য পশু পক্ষীরাও স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ আহারান্বেষণে বিমুখ হইয়া ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া থাকে। অতএব এরূপ সময়ে শিশুগণকে কার্য্যে নিযুক্ত করা কি যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত বোধ হয়? ভোজনান্তে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করা নিতান্ত আবশ্যক। ইহা অনেক গ্রন্থকার ও চিকিৎসকগণ কহিয়া গিয়াছেন কিন্তু কি দুঃখের বিষয় বালকগণকে ইহা বৈপরীত্যে কার্য্য করিতে হয়। বিদ্যালয়ের নিরূপিত সময়মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে না পারিলে পাছে শিক্ষক মহাশয় শাস্তি প্রদান করেন এই ভয়ে ছাত্রগণ আহারের অব্যবহিত পর ক্ষণেই কেহ কেহ বা অনশনেই সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইয়া দ্রুতবেগে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। পল্লীগ্রামস্থ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত অধিকাংশ ইংরাজী ও বঙ্গবিদ্যালয় গ্রামের প্রান্তে ও মাঠের মধ্যে স্থাপিত তথায় ছায়ার নামমাত্র নাই। চারি দিক ধূ ধূ করিতেছে। ভীষণ রৌদ্রের সময় মাঠে বসিয়া কার্য্য করাতে যে বিশেষ ক্লেশ হয়, বোধ করি তাহা অনেকেই স্বীকার করেন। গৃহগুলির মেজে আর্দ্র, আলো ও বায়ু গমনাগমন জন্য গবাক্ষ সদৃশ বাতায়ন থাকাতে বিদ্যাগার কারাগারস্বরূপ বোধ হয়। সুতরাং এরূপ স্থানে ও সময়ে এবং গৃহে বহু বালক মিলিত হইয়া পাঠ করাতে ছাত্রগণের অতিশয় ক্লেশ হইতে পারে। পথের ক্লেশ বিদ্যালয়ের ক্লেশ সূর্য্যতাপপ্রভৃতি নানবিধ ক্লেশে কষ্ট হওয়াতে বালকগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবর মুহুর্মুহুঃ তৃষ্ণার্ত্ত ও বিচলিতচিত্ত হইতে থাকে। সুতরাং তাহারা পাঠে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিতে পারে না। অধিকাংশ শিক্ষকই তাহাদিগকে ভয়াদি দর্শাইয়া বলপূর্ব্বক পাঠে নিযুক্ত করেন। অনেক শরীরবিদ্যাবিৎ (ফিজিয়ালজিষ্ট) পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, অস্থির ও ভীতচিত্ত হইলে খাদ্য দ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক হয় না। সুতরাং ছাত্রগণের ভক্ষিত সামগ্রী অজীর্ণাবস্থায় পাকস্থলীতে থাকিয়া যায়। বিদ্যালয়ের অবকাশের পর বালকগণ যখন বাটীতে আইসে, তখন তাহাদের মলিন ও শুষ্ক বদন দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়। যে প্রণালীতে বালকগণকে পাঠদান করা হইয়া থাকে, তাহাও নানাবিধ অনিষ্টের উৎপাদক। বালকগণের বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি অতি কোমল ও অল্প। তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে পাঠ দেওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যেরূপ ক্ষুদ্র আধারে অধিক দ্রব্য ধারণ করাইবার চেষ্টা করিলে সেই আধার ভগ্ন হয়, সেইরূপ সুকুমারমতি স্বল্পস্মরণশক্তিবিশিষ্ট শিশুগণকে অপরিমিত পাঠ প্রদান করিলে তাহাদের মন ও শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। প্রায় অনেক শিক্ষক বলপূর্ব্বক ছাত্রগণকে সাধ্যাতীত কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, সুতরাং তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র পাঠাভ্যাসে রত হয়। পাঠের জন্য ছাত্রগণকে তাড়না ও প্রহার করা নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, অনেক শিক্ষকই তাহা করিয়া থাকেন। একাদিক্রমে পাঠে নিযুক্ত না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে অবকাশ দেওয়া অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু প্রায় কোন বিদ্যালয়েই এই প্রথা প্রচলিত নাই। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়টাই যত অনর্থের মুল হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে দেখিলেই পাঠকগণের সকল আপত্তির নিষ্পত্তি হইতে পারে। এইরূপ নানা অত্যাচারে বালকগণ অগ্নিমান্দ্য ও বাতপ্রভৃতি নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে থাকে। কেহ কেহ বা পাঠদ্দশাতেই কালকবলে নিপতিত হন, কেহ কেহ বা সাংসারিক কার্য্যের বাহির হইয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকেন। যাঁহাদের নিজের দৈহিক অবস্থা এরূপ হইল, তাঁহাদের সন্তানগণ যে কিরূপ বলবীর্য্যশালী ও দীর্ঘায়ু হইবে, তাহা সাধারণে কেন বিচার করিয়া দেখুন না। এই সকল অনিষ্টের আশঙ্কায় বোধ করি, পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ও নিয়মকারকেরা এইরূপ সময়ে ও নিয়মে বিদ্যাধ্যাপনা কার্য্য সমাধা করিতেন না। পূর্ব্ব কালে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণ ও পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা প্রাতে ও অপরাহ্নে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন। এখনও চতুষ্পাঠী এবং গুরু মহাশয়ের পাঠশালা উক্তরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

৩১ এ আষাঢ় সোমবার।

আমাদিগের গ্রাহকগণ সোমপ্রকাশের ভ্রম প্রমাদ দর্শন করিলে যে অসুখিত ও তৎসংশোধনে যত্নবান হন, এটী আমাদিগের পরম আহ্লাদের বিষয়, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। আজি এক জন গ্রাহক আমাদিগের নিম্নলিখিত ভ্রমটীর উদ্ধোধ করিয়া দেওয়াতে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ১০ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে আমরা "ভারতবর্ষের প্রতি আর এক অবিচার" শিরোনামে এক প্রস্তাব লিখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম, আবিসিনিয়াতে যেসকল সৈন্য গমন করে, তাহাদিগের ভাতা ভারতবর্ষীয় ধনাগার হইতে দেওয়া হইবে, কিন্তু এক্ষণে নিশ্চয় সংবাদ আসিয়াছে, ইংলণ্ড এই টাকা প্রদান করিবেন। আমাদিগের ভ্রম নিতান্ত অনবধানতানিবন্ধন হয় নাই। রিউটারের টেলিগ্রামই আমাদিগের ভ্রমের কারণ। উহাতে জানা যায় সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ছয় মাসের ভাতা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি এ কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয়। এ কথা প্রথমতঃ ইংলণ্ডের যুদ্ধসংক্রান্ত মন্ত্রীর মুখ হইতে বহির্গত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, আহ্লাদের বিষয় এই, ইংলণ্ড আমাদিগের প্রতি এই অবিচারটী করিলেন না।

দিল্লীগেজেট বলেন, সম্প্রতি ঝদলপুরের নিকটস্থ গড়াগ্রামে কতগুলি লোক বনভোজন করিতেছিলেন, এমত সময়ে তত্রত্য সহকারী কমিসনর টর্নি সাহেব (ইনি এক জন সিবিলিয়ান) ও আর এক জন ইউরোপীয় ঐ দিগে শকটারোহণে গমন করেন। একখানি গরুর

বের শকটের সম্মুখে পতিত হওয়াতে তিনি ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া ভোজনকারীদিগের মধ্য দিয়া বগি লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের খাদ্য দ্রব্য নষ্ট করেন। সাহেব এই কাজ করাতে কয়েক জন জ্বলন্ত মসাল তাঁহার শকটের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ডেপুটি কমিসনরের নিকটে তাঁহার নামে নালীশ হইয়াছে। দিল্লীগেজেট বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা হাকিমের নামে নালীশ করিতে সাহসী হন, এটী সুখের বিষয়; কিন্তু এবার টনি সাহেবকে ভৎসনা মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। এরূপ হাকিমের তিরস্কারে কিছু হয় না। এদেশীয়েরা হাকিমের নামে নালীশ করেন না। কেন দিল্লীগেজেট কি শুনিবেন? হাকিমে হাকিমে যে "গা শোঁকা শুঁকি" করেন।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত পাডিঙটন গ্রামের জে, কে. স্মিথস নামক এক জন খ্রিষ্টের একপ্রকার বাষ্পীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

১২ ই জুলাই রাত্রিতে গোয়ালপাড়ায় ভূমিকম্প হইয়াছে; বাটীসকল দোলায়মান হওয়াতে গাঢ় নিদ্রিত ব্যক্তিদিগেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। পর দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময়ে পুনর্ব্বার কম্প হয়। ব্রহ্মপুত্রের জল বৃদ্ধি হওয়াতে এখানকার বিস্তর শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাশীর কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্টেটের আদালত হইতে জরিমানার পুস্তক ও নগদ ৫০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, খাতাঞ্চিকে দণ্ড দিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু এ ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছেন। কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্টেটদিগের আদালত হইতে খাতা ও টাকা চুরি করিবার অনেক লোক আছে।

কতগুলি ইংরাজ স্ত্রীলোক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার নিমিত্ত এক সভা করিয়াছেন। ইহাঁরা এ দেশে স্ত্রীলোক মিসনরি প্রেরণ করিবেন; ইহাঁদিগের যে মূলধন হইয়াছে তাহা হইতে প্রতিবৎসর ৪০,০০০ টাকা আয় হইবে।

লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মফস্বলে গমন করাতে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ থাকিল। এটী আর যেন না খুলে।

সম্প্রতি মিস কার্পেণ্টর ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভায় এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় জেলে কোনপ্রকার উৎকর্ষ হইবার যো নাই। জেলের স্বাস্থ্যরক্ষাপ্রণালী অতি জঘন্য। তথায় ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, চরিত্রসংশোধন হয় এমত কারাগার (রিফর্ম্মেটার) করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ও কথা ভাল লাগে না। সৈনিক বারিকের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা হইলে এক্ষণেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা হইত।

প্রধানতম বিচারালয়ের দুই জন নূতন উকীল তত্রত্য ডিক্রীনবীস হইয়াছেন। এটী প্রধান বিচারপতির সুখ্যাতির বিষয়, কিন্তু উচ্চতর বেতনের যাবতীয় পদ ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

র্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, মিউনিসিপাল লাইসেন্স করের উপরে আবার সরকারী লাইসেন্স কর হওয়াতে লোকের অতিশয় কষ্ট হইতেছে। একথা পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ইহার প্রতি মনোযোগ করেন নাই। আমাদিগের করস্থাপনপ্রণালীর দোষেই কর অধিকতর কষ্টকর হইয়াছে।

আমাদিগকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কাপ্তেন ওল্ডের যখন প্রধানতম বিচারালয়ে বিচার হইবে, তখন তাঁহার মুক্তি নিশ্চয়। তিনি মুক্ত হইলে তাঁহাকে কোন্ পদে নিযুক্ত করা হইবে? তিনি হয় কোন স্থানের কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্টেট নতুবা কোন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইবেন। কাপ্তেন আইরন্স পরদারগামী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ইনস্পেক্টরের পদ দেওয়া হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে যাঁহারা দ্রব্য প্রেরণ করেন, কোম্পানি তাঁহাদিগের নিকটে যে মাশুল লন, তাহাতে সকলে অসন্তুষ্ট। ১ লা আগষ্ট অবধি মাশুল আরো বৃদ্ধি হইবে। এতদ্দেশীয় বণিকেরা এ নিমিত্ত এজেন্সি বোর্ডে আবেদন করিয়াছিলেন; তাহাতে কোন ফল না হওয়াতে তাঁহারা লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এই আবেদনের প্রত্যুত্তর দান করা উচিত, বিবেচনা করেন নাই। শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের পর গ্রে সাহেবের নিকটে রেলওয়েঘটিত অত্যাচারের প্রতীকার প্রার্থনা করা বৃথা। আবেদনকারিগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করুন।

হিন্দুপেট্রিয়ট অবগত হইয়াছেন, আডবোকেট জেনরলের প্রস্তাবানুসারে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তিসকল মুদ্রিত করিবার এক নূতন প্রণালী হইতেছে। এ নিমিত্ত এক সভা হইবে। কাউই সাহেব অধ্যক্ষ এবং ডাম্পিয়র ও ষ্টোক্স সাহেব এবং বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভ্য হইবেন। ইহাঁরা যে রিপোর্ট প্রকাশ করিবেন, বারিষ্টর গুডিব তাহার সম্পাদক ও বাবু মনোমোহন ঘোষ সহকারী সম্পাদক হইবেন। বারিষ্টর উডমান ও ইবান্স আদিম বিভাগের এবং বোর্কি, মেকেঞ্জি, মনোমোহন ঘোষ ও রাজেন্দ্রনাথ মিত্র আপীলবিভাগের রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট এ কার্য্যের নিমিত্ত বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা দিবেন। রিপোর্টগুলির বার্ষিক মূল্য ৪৫ টাকা হইবে। মূল্য অধিক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যখন এত টাকা দিতেছেন, তখন সহজেই ব্যয় কুলান হইবে। আইনের রিপোর্টের মূল্য যত অল্প হয়, ততই তাহার কাটতি হইয়া থাকে। বার্ষিক ২০ টাকা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

নিম্নলিখিত সার্দ্দার ও জায়গীরদারদিগের উত্তরাধিকারের সময়ে নজরা না দিতে হইবে না। যে সকল সর্দ্দার ও জায়গীরদারের সহিত সন্ধি হইয়াছে; অথবা যাঁহারা দত্তকগ্রহণের সনন্দ পাইয়াছেন। যে সকল সর্দ্দার ও জায়গীরদার বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের আর না থাকুক। যেসকল জায়গার চিরকালের অথবা কয়েক পুরুষের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে।

৩২ এ আষাঢ় মঙ্গলবার।

লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর দুই দিবস হুগলীতে ছিলেন। তিনি কাছারি ও আদালত এবং বিদ্যালয়সকল দর্শন করিয়াছেন। চুঁচুড়ার হিন্দুস্কুল দেখিয়া গ্রে সাহেব বিশেষ আহ্লাদিত হন। হুগলীকালেজ ও মিসনরি বিদ্যালয় থাকাতেও এই বিদ্যালয়টী স্বাধীন অবস্থায় উত্তমরূপে চলিতেছে দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। গ্রে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, বাবু দুর্গাচরণ লাহা ইহার সাহায্য করেন কি না? তিনি জানিতে পারিলেন, এই বণিক্ এক জন প্রধান সাহায্যকারী। তিনি আরও অবগত হইলেন, লোকে মিসনরি বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছু। চুঁচুড়ার হিন্দুস্কুল এক জন দরিদ্র লোকের যত্নে এত উন্নতি লাভ করিয়াছে। এ ব্যক্তির নাম যদুনাথ দাস।

এডওয়ার্ড কাসিনামক যে সার্জ্জেণ্ট হুগলী হিতে তাহার স্ত্রীকে বধ করে, সামরিক বিচারালয় তাহার এক বৎসর মিয়াদের আজ্ঞা দেন। কাসির স্ত্রী অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিল, সে স্বামীকে অত্যন্ত কষ্ট দিত এই নিমিত্ত সার্জ্জেণ্ট এক দিবস ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিল। এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রধান সেনাপতি এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা কেমন ভয়ানক তাহা এইসকল উদাহরণে প্রকাশ করিবে। ইহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের নিম্ন শ্রেণির স্ত্রীলোকেরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

লক্ষ্ণৌ টাইমস টাইমস অব ইণ্ডিয়ার প্রকাশিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিকারপ্রস্তাবটীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, "অযোধ্যার তালুকদারেরা বঙ্গদেশের জমীদারদিগের অবস্থায় পতিত হন নাই, এটী তাঁহাদিগের অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় এবং তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।" কিন্তু মহারাজ মানসিংহ বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকাতে তালুকদারেরা যথোচিতরূপে ভূমির উন্নতি করেন না, কারণ উন্নতি হইলেই রাজস্বরৃদ্ধি করা হইবে। যাহা হউক, তালুকদারগণ যে এত সুখী তাহা তাঁহারা নিজে জানেন না। লক্ষ্ণৌ টাইমস অনায়াসে জানিলেন, এটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

লক্ষ্ণৌয়ে অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়াছে। অনেকের সরদিগরমি হইতেছে; পশু ও গৃহপালিত পক্ষিসকল আতপতাপে প্রাণত্যাগ করিতেছে। এপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। শীঘ্র জল না হইলে অনেকে লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন করিবেন।

কতকগুলি লোক সম্প্রতি হাউস অব কমন্সে এক আবেদন করিয়া বলেন, মাগদালা গ্রহণ ও থিওডোরকে বধ করা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। ষ্টুয়ার্ট মিল এই আবেদন প্রদান করেন। আবেদন পাঠ করিবার সময়ে প্রতিনিধিগণ বার বার উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠেন। ইহাতে আর কিছু না হউক, ইংলণ্ডীয় ইংরাজদিগের

তাহারা কোন ক্রমে বিদেশীয় জাতিসমূহের উপরে কোন প্রকার অত্যাচার করিতে দায়ী নহেন।

কলিকাতার পুলিষেও প্রহার ও শারীরিক যন্ত্রণা দিবার প্রথা আছে। সার্জেন্ট হাল নামক এক ব্যক্তি পি, এম, ওয়ামসলিনামক এক জন মাতালকে থানায় আনয়ন করিয়া তাহাকে এমত প্রহার করে যে তাহাতে তাহার হস্ত ভগ্ন এবং সে কিছু দিন চিকিৎসালয়ে থাকিতে বাধিত হয়। প্রহারকারীকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। যাঁহারা লালবাজার দিয়া গমনাগমন করেন তাঁহারা দেখিতে পান, রাজধানীর ইউরোপীয় পুলিষ প্রহরীরা কি প্রকার সচ্ছন্দতা সহকারে লোফারদিগের সহিত সুরাপান করিতেছে। মারামারী ও মাতা কাটাকাটী হইতেছে। কিন্তু বৃদ্ধ বিড়াল যেমন ইন্দুর দেখিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, প্রহরী সেই প্রকার অন্য দিগে মুখ ফিরাইয়া চুরট টানিতে থাকে। এই সকল লোফার প্রহরীদিগের গুণেই হত্যাকারী ও চোরেরা এত নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতকগুলি অস্ত্রধারী গারো আমলি গ্রামে পতিত হইয়া কয়েক জন বণিকের সম্পত্তি লুঠ করিয়া বনে পলায়ন করিয়াছে।

১লা শ্রাবণ বুধবার।

আবার ছিয়াত্তর সাল আসিতেছে; দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। দেশের কোন অংশ প্লাবিত হইয়াছে, আবার কোন অংশে বৃষ্টি নাই। বঙ্গদেশের অনেক স্থানের প্লাবনাবস্থা। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ শস্যক্ষেত্র অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শুষ্ক রহিয়াছে। জামালপুর অবধি বক্সাপর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। কাশী অবধি মির্জাপুরপর্য্যন্ত যৎকিঞ্চিৎ হইয়াছে। কানপুর, এটাওয়া, সেখবাবাদ, আলাহাবাদ ও ফতেপুরে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য বপন হইতেছে না। দিল্লী হইতে সিমলা পর্য্যন্তেরও এই অবস্থা।

ফ্রান্সিস রাইটনামক এক জন ইউরোপীয় আপনাকে পুলিষ ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া কয়েক জন প্রেমারবাজকে ধৃত করিয়া ৩৮৶ টাকা উৎকোচ লইয়া মুক্ত করে। এ ব্যক্তিকে সেসিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। সাহেব ক্রীড়া করিয়াছিলেন বোধ হইতেছে।

মেজর লিজ কমন্স হাউসে প্রবেশ করিবার চেষ্টায় আছেন। মেজর লিজ নিঃশব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন কেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় ভাল হয়। তৎসম্বন্ধে অনেক মন্দ জনরব উঠিয়াছে।

২রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

রঙ্গপুরে বিদ্যাশিক্ষার তাদৃশ অনুশীলন নাই উপযুক্ত উকীল পাওয়া ভার। এই হেতু প্রধান তম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ১৮৬৫ অব্দের ২০ আইন অনুসারে উকীলদিগের পূর্ব্বপরীক্ষার যে নিয়ম আছে, তাহা উক্ত জেলার ওকালতির

বিকানিয়ারের সীমায় সর্ব্বদা দস্যুবৃত্তি হওয়াতে দস্যুদিগকে দমনে রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক জন ব্রিটিশ সৈনিক আফিসরকে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

চট্টগ্রামে চার চাস উঠিয়া গেল দেখা যাইতেছে। তিন বৎসর হইল এখানে এই চাস আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যে ৯ খান ক্ষেত্র দগ্ধ করা হইয়াছে; অনেক স্থলে চার চারাও উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইয়াছে। চা-করেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু এ ক্ষতির নিমিত্ত তাঁহারা আপনারাই দায়ী। চাস আরম্ভ হইবামাত্র মজুরদিগের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়; অনেক স্থলে পুলিষের সাহয্যে কৃষকদিগের ভুমি কাড়িয়া লইয়া তাহাতে চা বপন করা হয়। কাহাকেও প্রায় বেতন দেওয়া হইত না। দুর্ভাগ্যনিবন্ধন অনেক ইউরোপীয় কর্ম্মচারী গুপ্ত চা-কর হওয়াতে নালীশ করিলেও তাহার প্রতিকার হইত না। এরূপ স্থলে যে ঐসকল ঘটনা হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সেনিস পর্ব্বতের উপরের রেলওয়ে সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইটালি হইতে ফ্রান্সের মধ্যে আল্পস পার হইয়া যাওয়া যায়।

ইংলিসমান বলেন বক্সাদুয়ারে অদ্যাপিও ক্রীতদাসের ব্যবসায় চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহা জানিতে পারিয়া বিজনের রাণীকে ৭০০ ক্রীতদাস ও দাসীকে মুক্ত করিতে বাধিত করিয়াছেন।

যেসকল পাদরি সৈনিক শিবিরে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে বাটী প্রস্তুত করিরার নিমিত্ত ৪৩২০ ও ২৭০০ টাকা দেওয়া হইবে। প্রতিমাসে প্রথম শ্রেণির চাপলেনদিগের বেতন হইতে ১২০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণির চাপলেনদিগের নিকট ৭৫ টাকা কর্ত্তন করিয়া টাকা আদায় করা হইবে। গৃহ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কাহার মৃত্যু হইলে কি হইবে?

ক্রফোডনামক যে ব্যক্তির আলাহাবাদের অপর এক জন ইউরোপীয়ের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারদোষে এক বৎসর মেয়াদ হয়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এব্যক্তি কয়েদ থাকিলে ইহার স্ত্রীর ভরণ পোষণ চলে না বলিয়া এই অনুগ্রহ করা হইয়াছে। স্ত্রীর কষ্ট হয় বলিয়া কয়েদিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আদালত ও জেল উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কাপ্তেন আইবস মধ্য ভারতবর্ষে এক জন ইনস্পেক্টর হওয়াতে ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া বলেন, পরদারগামিতার মকদ্দমার পূর্ব্বে এই নিয়োগের প্রস্তাব হয়; কিন্তু আইবস সাহেবকে ইনস্পেক্টর করিতে দেওয়া হইবে না; তাঁহাকে রেজিমেণ্টে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তাহা হওয়াই উচিত।

আমরা উক্ত পত্রে দর্শন করিলাম মান্দ্রাজের স্টাফ কোরের কাপ্তেন কার সাহেব লঙ সাহেবের ন্যায় দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় প্রায় ২০০০ প্রবাদ বাক্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কাপ্তেন কার কতকগুলি সংস্কৃত প্রবাদবাক্যও সংগ্রহ করিয়াছেন।

যাবতীয় পদ এতদ্দেশীয়দিগকে প্রদান করাতে ফ্রেণ্ড তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন; "আমাদিগের এতদ্দেশীয় সহযোগীদিগের অবগতির নিমিত্ত আমরা বলিতেছি, এতদ্দেশীয়েরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে আমাদিগের আপত্তি নাই। তাঁহারা উন্নত পদ লাভের যোগ্য হইলে অবশ্য পাইবেন। কিন্তু ইংলণ্ডের কতকগুলি অজ্ঞ লোক যাবতীয় পদ এতদ্দেশীয়দিগকে প্রদান করিবার যে কথা বলেন, তাহার প্রতিবাদ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। এক জন যথার্থ উপযুক্ত ভারতবর্ষীয় কলিকাতায় প্রধান তম বিচারালয়ের আসনে আছেন, দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হই, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এ প্রকার কেহ নাই বলিয়া আমাদিগের দুঃখ হইতেছে। সর দিনকররাও গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভার এক জন বেতনভোগী সভ্য হন, এটী আমাদিগের কামনা। বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের যদি মন্ত্রিসভা হয়, তাহা হইলে এক জন এতদ্দেশীয়কে তন্মধ্যে গ্রহণ করা আমাদিগের মত। কিন্তু অনুপযুক্ত ভারতবর্ষীয়েরা যদি মহীসুরের ও অচিহ্নিত কার্য্যের সকল পদ পান, তাহা হইলে শাসনকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে।" আমাদিগেরও ঐ কথা। মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী থাকেন, তাহা কাহারও অনভিমত নহে। উপযুক্ত এদেশীয় কর্ম্মচারীকে পরিত্যাগ করিয়াও অনুপযুক্ত ইউরোপীয়কে কর্ম্ম দেওয়া হয় বলিয়াই লোকে অসন্তুষ্ট।

৩রা শ্রাবণ শুক্রবার।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, দারজিলিঙ অর্পণ করাতে সিকিমের রাজাকে প্রতি বৎসর যে বৃত্তি দেওয়া হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা বৃদ্ধি করিবেন। এটী ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে হইতেছে না কি?

উক্ত পত্র বলেন, আলাহাবাদ হইতে ঝবলপুর পর্য্যন্তের রেইলওয়ে যেসকল এতদ্দেশীয় রাজ্য হইয়া গিয়াছে তত্রত্য রাজগণ রেইলওয়ে পুলিষের ব্যয় দিতে অসম্মত হইয়াছেন। যখন রেইলওয়ের উপরে তাহাদিগের ক্ষমতা নাই, তখন এব্যয় গ্রহণ করা অনুচিত।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যেসকল মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের জজ হইবার সময় আসিবে, তাঁহারা যদি সেই সময়ে থাকবস্তের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে ঐ কর্ম্মই করিবেন; কিন্তু জজের বেতন পাইবেন।

এপ্রেল মাসে মধ্যভারতবর্ষে ১১,৮৮,৮৫৫ টাকা আয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভূমি হইতে ৮,৩৯,২৭৬ টাকা, লবণ হইতে ১,৪৪,৫৮৫ টাকা। আবগারী হইতে ৬৩,৩৬১ টাকা ও ষ্টাম্প হইতে ৬২,৪৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। ঐ মাসে ৪.৯৫,৩৫১ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়নে এক জন ইউরোপীয় স্বামীর স্ত্রীভক্তির কথা লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী স্বাধীন ধর্ম্মনীতি বিশিষ্ট

হওয়াতে একটী উপপত্তি করিয়াছিল। উপপত্তি করিলে প্রায় একটীতে হয় না। আর একটী জুটাতে প্রথম উপপত্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক দিবস ছনলা বন্দুক পরিপূর্ণ করিয়া উপপত্নীর নিকটে গমন করে। পরে এক নল তাহার পদে ও এক নল আপনার তলপেটে ঝাড়িয়া তাহাকে আহত করে এবং আপনি হত হয়। আহত স্ত্রীলোককে চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার স্বামী সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া নিরন্তর তাহার সেবা করিতেছেন। অসভ্য ভারতবর্ষীয় স্বামী হইলে অবশ্যই এমত স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেন; কিন্তু এব্যক্তি যথার্থ খৃষ্টীয়ান; এক কালে চপেট ঘাত করিলে অপর গাল বাড়াইয়া দেন।

উক্ত পত্র বলেন, নুতন বিদায়ের নিয়ম হওয়াতে পঞ্জাবের সিবিলিয়ানদিগকে অন্য কোন প্রদেশে বদলী করা হইবে না। এটী বড় সুখের সমাচার। পঞ্জাবীদিগের গুণ পঞ্জাবেই থাকে এটী সকলেরই ইচ্ছা।

এক জন ইউরোপীয় সুরাপান করিয়া অজ্ঞান হওয়াতে দুর্গের প্রবেষ্ট সার্জ্জেন্ট তাহাকে কুলিবাজারের থানায় দিয়া আসে। মাতালের জেবে ১০ টী টাকা ছিল। সার্জ্জেন্ট ঐ টাকা ষ্টিবেন্স নামক এক জন ইনস্পেক্টর ও থানার ইনস্পেক্টর ওয়াইজের পুত্রের হস্তে দিয়া আইসে। এ দুই ব্যক্তি ঐ টাকা আত্মসাৎ করাতে ইহাদিগকে সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে। লোক্যালদল হইতে পুলিষ কর্ম্মচারী যত দিন মনোনীত করা হইবে, তত দিন এ অবস্থা যাইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ভাবেন ইউরোপীয় হইলেই ধর্ম্মের ঢালা বাঁধিলেন।

৪ ঠা শ্রাবণ শনিবার।

গতকল্য পোর্টকানিঙ কোম্পানির অংশী দিগের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্কুইনহো সাহেব সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। সিলার সাহেব সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া আপনার বাঁধা গত ঝাড়িয়াছিলেন। কিন্তু অংশিগণ বর্ত্তমান অধ্যক্ষদিগের উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। মকদ্দমা চালানও তাঁহাদিগের অভিমত হইয়াছে। সিলার সাহেব আদালতে যাইতে এত ভয় পাইতেছেন কেন?

বারিষ্টর জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার ও এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের স্বত্বরক্ষার নিমিত্ত এক সভা করিয়াছেন। খৃষ্টীয়ান ব্যতীত আর কেহ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। আমরা এ সভার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ দেশের একাংশ বলিয়া যদি মাতৃভূমির মঙ্গলসাধন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সুখের বিষয়।

আমরা ইণ্ডিয়ান একজামিনারনামক এক খানি নুতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি যেপ্রকারে আরম্ভ হইয়াছে, ঐ ভাব বরাবর থাকিলে উন্নতিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। এক খানি নিরপেক্ষ ইংরাজী কাগজ থাকা অতিশয় আবশ্যক।

নিম্নলিখিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিক্কা	৯৪॥০ । ৯৪৮
৪	কোং	৯৪॥৶ । ৯৪৮
৫	পবলিকওয়ার্ক	১০৫॥০ । ১০৫॥৶
৫	” কোং	১০৯॥ । ১০৯॥৶
৫॥০	” কোং	১১৪৸০ । ১১৫

—:•:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা জুলাই। গত রাত্রিতে অটওয়ে সাহেব কমন্স হাউসে প্রস্তাব করিয়াছেন, এক্ষণে মহাসভার হস্তে যেপ্রকার কাজের ভিড় দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্যের বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতে পারে না। আপাততঃ উহা স্থগিত রাখিয়া ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিলসংক্রান্ত পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিলেন এসকল পদ অনিশ্চিতরূপ হইলে লোক পাওয়া ভার হইবে। তিনি বলিলেন, কৌন্সিলের সভ্যদিগের অবস্থানঘটিত আইনের পাণ্ডুলেখ্যের ছয়টীমাত্র ধারা আছে। তাহার একটা গ্রাহ্য হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠের প্রতি প্রায় কোন আপত্তি করা হয় নাই; চতুর্থ ধারাটী নিয়োগসংক্রান্ত হইতেছে, এটী অন্য পাণ্ডুলেখ্যের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অবশিষ্ট ধারাটী কেবল বেতন সংক্রান্ত। তিনি তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন এই অবস্থায় কমিটি দ্বারা পাণ্ডুলেখ্যের বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। যখন সভ্যনিয়োগ ও নুতন ধারা বসাইবার কথা হইবে, তখন রিপোর্টের সময়ে ইহা করিলে চলিবে। ঐ পাণ্ডুলেখ্য পঠিত না হইয়া সভা ভঙ্গ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট সীমাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলেখ্যসম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছেন, তদুপলক্ষে গত রাত্রিতে লার্ডদিগের হাউসে অতিশয় উৎসাহপূর্ণ তর্ক হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ব্যাঙ্ক ঘটিত আইনের পাণ্ডু লেখ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৭ ই জুলাই। ফ্রান্স হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত তার পাতিবার নিমিত্ত ফরাশী গবর্ণমেণ্ট বারণ আরলেঞ্জর ও জুলিয়স রিউটার সাহেবকে সম্পূর্ণ ভার ও ক্ষমতা দিয়াছেন।

সর আলেক জণ্ডার গ্রাণ্ট এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

গত কল্য লার্ডদিগের হাউসে সীমাসংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। নবস্কোশিয়া সম্বন্ধে তর্ক হয়। এবিষয়ে অসন্তোষপ্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচ দিলে তাহার বিচার ও দণ্ড এক বিশেষ আদালতে হইবে বলিয়া যে ধারাটী হয়, তাহা গত কল্য কমন্স হাউসে অগ্রাহ্য হইয়াছে।

১০ ই জুলাই। রাজ্ঞী মহাসভাকে অনুরোধ করিয়োছেন, সর রবার্ট নেপিয়র ও তাঁহার বংশীয় সকলকে বাৎসরিক ২০,০০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া কর্ত্তব্য।

আয় ব্যয়ের হিসাব উপলক্ষে ফরাশী মহা সভায় যে তর্ক হইয়াছে, তাহাতে মসুর রুহার ও মুষ্টিয়ার বলিয়াছেন ফরাশী গবর্ণমেণ্ট শান্তি রক্ষায় অভিলাষী। ফরাশী সৈন্যগণ সেই ইচ্ছার প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছে।

স্পেক্টেটর পত্র বলেন, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইয়া কাজ করিতে পারিবেন না। গত কল্য ওয়াশিঙটন হইতে সংবাদ আসিয়াছে; ইহাতে জানা যাইতেছে, নীচতন্ত্রপ্রিয় দল হোরেশিয় সাইমরকে সভাপতি ও সেনাপতি ব্লেয়ারকে সহকারী সভাপতি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। উভয়েই এই পদের প্রার্থী হইতে সম্মত হইয়াছেন।

৮ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে ক্রফোর্ড সাহেব ভারতবর্ষের ডাকের মাসুল বৃদ্ধির প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন, সৈন্যদিগের পক্ষে কম মাসুল করা অন্যায় হইয়াছে। এতদুত্তরে স্কেটরবুথ সাহেব বলিলেন, ডাকের কার্য্য ও কর্ম্মচারীদিগের ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে মাসুল বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মাসুলবৃদ্ধির পরীক্ষা করিয়া ভালই হইয়াছে। এতদ্দ্বারা চারিলক্ষ টাকা অধিক আদায় হইতেছে। সৈন্যদিগের পত্র কম মাসুলে লইয়া যাইবার প্রথারও তিনি সমর্থন করিলেন। সীমাবিষয়ক বিল এবং স্কট লণ্ড ও আয়ারলণ্ডের রিফরম বিল লার্ডদিগের হাউসে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট নেপিয়রকে এক ভোজ দিয়াছেন।

গত কল্যকার এক টেলিগ্রাম ওয়াশিঙটন হইতে আসিয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, নীচতন্ত্রপ্রিয় দল আপনাদিগের নিম্নলিখিত রাজনীতি স্থির করিয়াছেন। সকলকে কর দিতে হইবে; গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ ও টাকা নগদ দিতে হইবে, তবে যেখানে অন্যপ্রকার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে তদনুসারে কাজ হইতে পারিবে। যেসকল লোক ইউনাইটেড ষ্টেটে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া তথায় জন্মিয়াছেন ও যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া বাস করিয়া দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন তাঁহাদিগের স্বত্বের কোন প্রভেদ থাকিবে না।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৮ ই জুলাই। জে বক্লওয়েল সাহেব পুরীর বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য ও সেক্রেটারি হইবেন।

জি, হেস সাহেব পুর্ণিয়াতে এক জন ডেপুটি মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১২ ই জুন অবধি ২৩ এ জুনপর্য্যন্ত লেপ্টেনণ্ট সি, এচ, গার্ণেট সিংহভুমের ডেপুটি কমিসনরের কার্য্যের ভার পাইয়াছিলেন।

যত দিন ডাক্তর ডবলিউ, এচ, হেস বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, ততদিন লেপ্টেনণ্ট ই, জি, সিলিঙষ্টোন সিংহভুমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ও অধস্থ জজ হইবেন।

৯ ই জুলাই। বাবু উদয়চাঁদ দত্ত পুরীর চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মালদহের চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

যত দিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, এফ ব্রাউন সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

১০ ই জুলাই। ছাপরার সব রেজিষ্টার বাবু উমাচরণ বসু কিছু দিনের নিমিত্ত মতিহারিতে যাইবেন।

বাবু উমাচরণ বসুর অনুপস্থানকালে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, এফ কিশার সাহেব ছাপরার প্রতিনিধি সব রেজিষ্টার হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কাশীনাথ আচার্য্য দুই বৎসরের জন্য মেডিকাল কালেজের দ্বিতীয় সার্জ্জনের হাউস সার্জ্জন হইবেন।

১১ ই জুলাই। বীরভুম জেলা হইতে সাঁওতালপরগণার দক্ষিণাংশপর্য্যন্ত রেইলওয়ের যে অংশটি আছে, তন্মধ্যে ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন অনুসারে বিচার করিবার ভার রাজমহলের সহকারী কমিসনরকে দেওয়া গেল।

১৩ ই জুলাই। যত দিন জে, এ, ক্রফোর্ড সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর, বি, কক্রেল সাহেব কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর হইবেন।

আর, বি, কক্রেল সাহেবের অনুপস্থানকালে আর, এচ, পসি সাহেব হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর, এফ, রাম্পিনি সাহেব বার্দ্ধেশ্বরের প্রতিনিধি জাইণ্টমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত জঙ্গুইয়ের সহকারী কমিসনর ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

কাপ্তেন এফ, এচ, হুড চট্টগ্রামের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দ্বারভাঙ্গার মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

এফ, জে, ডিকেন্স সাহেব।
এচ, ডবলিউ, ষ্টিবেন্স সি, ই,।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা শ্রীহট্টের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

এফ, ডবলিউ, বি, পিটসন সাহেব।
জে, সি, বিসি „ ।
এচ, এল, জোন্স „ ।
মৌলবী আবু মহম্মদ আবদুল কাদের।
আহাম্মদ বক্স মজুমদার ।
বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় ।
স্বরূপচন্দ্র দাস ।

এস, জে, কিলবি সাহেব ময়মনসিংহের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডাক্তর এচ, জনষ্টোন মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের প্রতিনিধি হাউস সার্জ্জন হইবেন।

১৪ ই জুলাই। দারজিলিঙের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর ডবলিউ, সি, মলার সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বদলি হইবেন।

জে, এচ, জনষ্টোন সাহেব মেদনীপুর হইতে ২৪ পরগণাতে।

ডবলিউ, কাবেল সাহেব পূর্ণীয়া হইতে মেদনীপুরে।

এচ, জে, উইলকিন্স সাহেব হুগলী হইতে ভাগলপুরে।

রেবরেণ্ড এ, ডবলিউ, আর, কুইনলান হাবড়ার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

এচ, এ, সি, বাউটন সাহেব শিবসাগরের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

শিব সাগরের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এ, সি, বুষ্ট সাহেব নওগাঁতে বদলী হইয়া তত্রত্য প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার অনেক লোক কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে। যাহাদিগের এরূপ জীবিকা, তাহারা প্রাণপণে আপন আপন মাঠাল জমিগুলির উন্নতিপক্ষে যত্ন করিয়া থাকে। যে রাজকর্ম্মচারীর অনবধানতাদোষে সেইসকল জমির হানি হয়, রাজপুরুষগণের উচিত যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করেন। এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, কালনা হইতে পাণ্ডুয়াপর্য্যন্ত যে রাস্তাটী গিয়াছে, তাহার যথাযোগ্য স্থানে সাঁকো (সেতু) না থাকায় অনেক মাঠাল জমির অনিষ্ট হইতেছে। এখানকার উত্তর সীমায় যেসকল মাঠাল জমি আছে, জলের বিশেষ আবশ্যক হইলে তন্নিকটস্থ সান বাঁধী নামক পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আবশ্যক মত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে সেই পুষ্করিণীর পশ্চিম দিক দিয়া রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় এবং তথায় সাঁকো না থাকায় কৃষকগণের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সত্য বটে যে এ রাস্তাটী অনেক দিন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে এত দিন ঐ জমিসকলের কোন অনিষ্ট হয় নাই এখনই কেন হয় কেহ একথা জিজ্ঞাসিলে একথা বলিতে পারি যে পূর্ব্বে এ রাস্তাটী কেবল মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল জল আনিবার আবশ্যক হইলে এক স্থানে কাটিয়া জল লইয়া কার্য্য সমাধা করিত। পরে আবার ঐ স্থানটী উত্তম রূপ বাঁধাইয়া দিত। এক্ষণে সে রাস্তাটী পাকা করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর কাহার সাধ্য ইহাতে হস্তক্ষেপ করে; সুতরাং এখানে (সান বাঁধীর পশ্চিমে) একটী সাঁকো করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করি তিনি অনুগ্রহ করিয়া বর্দ্ধমানের একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে এজন্য অনুমতি করেন। ইহাতে ব্যয় অতি সামান্য, কিন্তু অনেক প্রজার বিশেষ উপকার হইবে।

এখানকার অতি নিকট সর্ব্বমঙ্গলানামক স্থানে একটা আশ্চর্য্য ঝড় হইয়া গিয়াছে। একদা বেলা ৩ টার সময় সহসা পূর্ব্বদিক হইতে বাতাসটা আগমন করে। যে যে স্থান দিয়া গিয়াছে, তথায় যেন প্রকৃত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গ্রামের উত্তর সীমায় প্রবল ঝড় বহিয়াছিল কিন্তু দক্ষিণ দিগের বৃক্ষশাখাও আন্দোলিত হয় নাই। ঝড়ের বেগের কথা অধিক কি কহিব, তথায় এক বারইয়ারি পুজা হইয়াছিল, বায়ুর প্রবলবেগে প্রতিমার মস্তক উড়াইয়া প্রায় ৫০ হস্ত দূরে ফেলিয়া দেয়। পাণ্ডাগণ ভয়ে অস্থির। প্রতিমা ছিলেন কালী, হইলেন ছিন্নমস্তা, তাহাতে পাণ্ডাগণ ভীত হইতেই পারেন। আশ্চর্য্য ঝড় বটে।

অত্রত্য নূতন মুন্সেফ বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিচারপ্রণালী দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইনি যেমন বহুদর্শী তেমনি কার্য্যকুশল। এরূপ বিচারপতিদ্বারা গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও প্রজারা যথার্থ বিচারে বঞ্চিত হয় না। আমরা প্রার্থনা করি ইনি স্থায়িরূপে এখানেই অবস্থান করুন।

আবার এখানে লাইসেন্স টাক্সের হাঙ্গাম উপ

স্থিত কতদিনে এউপদ্রব নিবারণ হইবে তাহা বলা যায় না।

-:০:-

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদদাতালিখিয়াছেন।

১। আমরা বিক্রমপুরপুলিষের দুঃসহ অত্যাচার ও নানাবিষয়িণী দুর্নীতি প্রদর্শন করিয়া প্রতিনিয়ত চীৎকার ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া আসিতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত পুলিষ অদ্যাপি প্রকৃতিস্থ হইতেছে না। কর্ম্মচারী মহাশয়গণ কার্য্যতৎপর হইবেন কি, দুরন্ত হাতপাতা রোগই ইহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে। ইহাঁরা উক্ত মহারোগের প্রতীকার সহকারে প্রজাদিগের মঙ্গল ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা পান না, প্রত্যুত সময়ে সময়ে তাহাদিগের প্রতি নিরর্থক দৌরাত্ম্য করিয়া আমাদিগকে যার পর নাই ব্যথিত ও পরিতাপিত করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট কি এই জন্য নূতন পুলিষের সৃষ্টি করিয়াছেন? এই রূপেই কি দেশের শান্তি স্থাপিত ও সংরক্ষিত এবং কুরীতিসমূহ সংশোধিত হইবে? ইহাই কি তাহার প্রকৃষ্ট উপায়? যদি তাহাই হয়, তবে আমাদের নূতন পুলিষের সাধ মিটিয়াছে। আর আমরা যেন নিরর্থক ক্রন্দন করিয়া অশ্রুজলে ভাসমান না হই।

২। প্রায় দুই মাস অতীত হইতে চলিল, ঢাকা উন্মাদ নিবাসের (লিউনেটিক এসাইলাম) নেটিব ডাক্তর বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি এ কাজ পরিত্যাগ করিয়া বড় লাভবান হইতে পারেন নাই এবং অনর্থক তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, যাঁহারা ওরূপ বলেন, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। তিনি উন্মত্তদিগের যথোচিত চিকিৎসা সম্পাদন করিয়া বাহিরের রোগীদিগেরও আবশ্যকমত চিকিৎসা করিতেন। এই রূপে এত দিন চলিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি বাহিরের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু রামপ্রসাদ বাবু এরূপ আদেশে পরিতুষ্ট হইবার লোক নন। তিনি বন্ধু বান্ধবদিগের চিকিৎসার জন্য স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা লাভও অল্প হয় না, অথচ পরাধীনতারূপ শৃঙ্খলোন্মুক্ত হইলেন। পদ ত্যাগ রামপ্রসাদ বাবুর পক্ষে অমঙ্গলকর ও ক্ষতিজনক হয় নাই।

৩। আমরা অতিশয় সন্তোষসহকারে প্রকাশ করিতেছি, বিক্রমপুরের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় ফরিদপুরের এসেসর ডেপুটি কালেক্টরী পদে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। গত বর্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনল্প পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই বৈকুণ্ঠ বাবু এসেসরি পদে স্থায়ী হইলেন। বিক্রমপুরের ডেপুটী তত্ত্বাবধায়কের পদে সুযোগ্য বাবু অমৃতলাল গুপ্ত মহোদয়ই নিযুক্ত রহিলেন। অমৃত বাবু এক জন কর্ত্তব্য পরায়ণ লোক তাহার সন্দেহ নাই। ইনি পরিদর্শন কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ; এই বিভাগে ইহাঁর স্থায়িত্বে অনেকে প্রীত হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি, অমৃত বাবুর দ্বারা বিক্রমপুরস্থ বিদ্যালয়গুলি অল্পকালমধ্যেই সমধিক উন্নত হইবে।

-:০:-

আমাদিগের মজঃফরপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মজঃফরপুরে এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই, উত্তরোত্তর এস্থান অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। আজি কালি যেরূপ গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এরূপ গ্রীষ্ম কেহ কখন দেখে নাই। প্রায় ১৭ বৎসর গত হইল, এক বার এই রূপ গ্রীষ্ম ও অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালে দ্রব্যাদি যাহার পর নাই, মহার্ঘ্য হওয়াতে প্রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এবারেরও ঠিক সেই রূপ অবস্থা দেখিয়া পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে। নভোমণ্ডলে অদ্যাপি কিছুমাত্র মেঘও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং শীঘ্র যে বারিবর্ষণ হইবে, তাহার আশা নাই। বসন্তকালে যেরূপ পাশ্চাত্য বায়ু হয়, এক্ষণে অবিকল সেইরূপ বায়ু বহিতেছে। ওলাউঠা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগেরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

এবারে এখানকার সেসিয়নে ১০ টি মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। জাল কাণ্ডের মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিগম্বর সাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৫ পাঁচ বৎসর মেয়াদ ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। অন্যান্যদিগেরও ৩ তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে; অপর ব্যক্তি অব্যাহতি পাইয়াছে। আরও দুইটী সেসিয়নের মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটীতে বিচারপতির কিছু অন্যায় লক্ষিত হইল।

এখানকার নূতন সব রেজিষ্টার সৈয়দ আলি কুলি খাঁ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গবর্ণমেণ্ট পল্লীগ্রামে চৌকীদারি ট্যাক্সের নিয়ম প্রচলিত করাতে প্রথমে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে; কিন্তু এক্ষণে উহার ফল দৃষ্টি করিয়া সে আশা দূরে থাকুক, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটনাই দেখা যাইতেছে। যে যে গ্রামে উক্ত ট্যাক্স প্রচলিত আছে, সেই সেই স্থানে চৌর্য্যাদির নিবৃত্তি না হইয়া বরং প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়; ইহার বিশেষ কারণ এই, পূর্ব্বে চৌকীদারেরা তাহাদের সীমার মধ্যে প্রতিগৃহস্থের নিকটে মাসিক কিছু কিছু (পরিমাণে অধিক নয়) বেতন পাইত এবং সেই অনুরোধেই প্রতি রাত্রিতে তাহারা গৃহস্থের বাটীর তত্ত্ব লইত; কিন্তু এক্ষণে উক্ত ট্যাক্সসংগৃহীত টাকাদ্বারা গবর্ণমেণ্ট হইতে উহারা বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা আর গৃহস্থের অনুরোধ রাখে না, পূর্ব্বের ন্যায় পাহারাও দেয় না। এরূপ অবস্থায় দুষ্কর্ম্মকারী লোকেরা বিলক্ষণ প্রশ্রয় পাইতেছে। অপর আমরা শুনিয়াছিলাম যে, চৌকীদারি কর হইতে চৌকীদারের বেতনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, সেই টাকা ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদ্বারা গ্রামের রাস্তা ঘাটপ্রভৃতির উন্নতি সাধন করা হইবে; কিন্তু তাহার কিছুই দেখা যায় না, কেবল করভারবহনই লোকের সার হইয়াছে। মহাশয়! দৃষ্টান্তস্থলে হুগলি জেলার অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়াকে গ্রহণ করা গেল, গুপ্তিপাড়া একটী জনসমাকীর্ণ ও বিস্তীর্ণ গ্রাম; ঐ গ্রামে মাসিক ৮০ টাকা চৌকিদারি কর সংগ্রহ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ৪৯ টাকা উক্ত গ্রামের চৌকিদারের বেতনে আর উক্ত কর আদায়কারীর বেতনপ্রভৃতিতে ২৩ টাকা ব্যয় হয়। উদ্বৃত্ত ৮ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট মজুত থাকে। আট বর্ষ গত হইল গুপ্তিপাড়া গ্রামে চৌকিদারি কর স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এপর্য্যন্ত রাস্তা ঘাটপ্রভৃতির কোন উন্নতিলক্ষণ লক্ষিত হইল না। গ্রামে পথগুলি পূর্ব্বমত জল ও কর্দ্দমে পরিপূরিত হয়, কেবল একটী মাত্র পথের কিয়দংশ সংস্কৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টের যে টাকা

ব্যয় হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক টাকাতে ঐ পথ সংস্কৃত হইতে পারে। আরও দুঃখের বিষয় এই, উক্ত টাক্স আদায়কারীদিগের দৌরাত্ম্যে ও অন্যায় ব্যবহারে গ্রামস্থ সকলেই বিরক্ত হইয়াছেন।

গুপ্তিপাড়ানিবাসী
এক জন প্রজা।

—:•:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশ পত্র পাঠে অবগত হইলাম, আমাদের দয়াশীল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেন্ট না কি শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্টনন্ট গবর্ণর মহোদয়কে বর্ত্তমান বাঙ্গাল পুলিষ সংশোধন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এইটী আমাদের সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলজনক সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা ভীত হইতেছি যে, কর্তৃপক্ষীয়েরা পাছে এই সংশোধন প্রণালীটী, কেবল যাঁহারা উচ্চ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ও লম্বা চৌড়া রিপোর্ট লিখিয়াই দিন যাপন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সেক্রেটরি, বিভাগীয় কমিসনর, হদ্দ মুদ্দ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের নিকট হইতে মত লইয়াই মীমাংসা করিয়া ফেলেন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি তাহা হইলে এই সংশোধনপ্রণালী কখনই নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অত্যুচ্চ স্থান হইতে অধিক নিম্নের কোন ক্ষুদ্র পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহা কখনই সুস্পষ্ট দৃষ্ট ও পরিচিত হয় না। গবর্ণমেণ্টের যত প্রকার কর্ম্মাধ্যক্ষ আছেন, তন্মধ্যে পুলিষের ন্যায় নিম্ন পদ আর নাই। এইসকল কর্ম্মচারীর দ্বারাই সাধারণের শান্তিরক্ষা হইয়া থাকে। ইহাদের ক্ষমতাও প্রশস্ত দেখা যায়। অথচ ইহাঁদের ইন স্পেক্টর জেনেরল অবধি সকলের তুল্য ক্ষমতা। ইহাদের কথা কেহই গ্রাহ্য করেন না। যদিচ বাঙ্গাল পুলিস এখনও একেবারে দোষশূন্য হয় নাই, তথাপি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে, যে এক্ষণে এই শ্রেণীতে অনেক নিরপেক্ষ, উপযুক্ত, ভদ্র লোক প্রবেশ করিয়াছেন কর্তৃপক্ষ ইহাদের কথা শুনিলে, বোধ করি, কোন অপকার হয় না, বরং অনেকাংশে উপকার হইবার সম্ভাবনা। কোন ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি জানিবার প্রয়োজন হইলে, ঐ ভূমির কৃষকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই ভূমির যথার্থ অবস্থা সহজে ও উত্তমরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এক জন ভূবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত দ্বারা কখনই সেইরূপ সহজে ও নিঃসংশয়িত রূপে অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। তদ্রূপ যদি এই বাঙ্গাল পুলিস সংশোধনপক্ষে, বিভাগীয় ইনসপেক্টর গণ অবধি ক্রমশঃ উপরি পদস্থ শান্তিরক্ষকদিগের নিকট হইতে মতগ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে যথার্থ দোষ গুণের মীমাংসা সহজেই সম্পাদিত হইবে। আমি যে কেবল ইহাদিগের মত লইয়াই গবর্ণমেণ্টকে কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি তাহা নহে, বর্ত্তমান পুলিষ শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত কোনকোন বিষয়ে কাঠিন্য ও প্রতিবন্ধ অনুভব করিয়াছেন; আর ঐসকল বাধা রহিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দিলেই বা কতদূর দোষ গুণ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া কর্ম্ম করিলে আর কোন দোষ হইতে পারিবে না। যাহা হউক, অদ্য এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইলাম। আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের মত জানিতে পারিলে, এ বিষয়ে লেখনী ধারণে সাহসী হইব: অলমতি বিস্তরেণ।

পিরোজপুর } কস্যচিৎ
১৮৬৮ ৯ জুলাই } শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ।

———

মহাশয়! গত ২৭ জ্যৈষ্ঠের সোমপ্রকাশের বিবিধসংবাদমধ্যে এক স্থানে দেখিলাম, আপনি লিখিয়াছেন যে "কলিকাতার উপনগরের লোকদিগকে বারুইপুরের মুন্সেফের নিকটে মকদ্দমা করিতে আসিতে হয়, অথচ আলীপুরে দুই জন মুন্সেফ আছেন"। আমি এই বিষয় পাঠ করিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম, গবর্ণমেণ্টের এ কি প্রকার বন্দোবস্ত? কোথায় বারুইপুর আর কোথায় উপনগর? আলীপুরের মুন্সেফের সহিত উপনগরবাসিগণের কি কোন বিবাদ আছে যে তজ্জন্য তাহাদিগকে আলীপুর ডিঙ্গাইয়া বারুইপুরে যাইতে আদেশ হইয়াছে? গবর্ণমেণ্টের যে কর্ম্মচারী বারুইপুরস্থ মুন্সেফের উল্লিখিতরূপ অধিকার স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কি সামান্য বুদ্ধিও নাই? এইরূপ নানা চিন্তা করিবার পর, এক দিবস কলিকাতার উপনগরের পূর্ব্বাংশের কয়েক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা দেওয়ানি মকদ্দমা করিবার সময় কোন আদালতে গমন করিয়া থাকেন? তাঁহারা বলিলেন, বারুইপুরের মুন্সেফী আদালতে। সোমপ্রকাশের সংবাদটী যে অযথার্থ নহে, তাহার তৎক্ষণাৎ প্রমাণ পাইয়া আমি অতঃপর কোন আদেশানুসারে উল্লিখিত জঘন্য বন্দোবস্ত রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু অবশেষে জানিতে পারিলাম ঐ জঘন্য বন্দোবস্তের কোন আদেশ নাই। গবর্ণমেণ্টের "বাউণ্ডেরি কমিসনর" ইং ১৮৬৩ সালের ২২ এ অক্টোবরের "নোটিফিকেশন" দ্বারা (১৮৬৩ সালের ১১ ই নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটের ৩০৭৩ পৃষ্ঠা দেখ) নদীয়া বিভাগের অন্তঃপাতী নদীয়া, যশোহর ও ২৪ পরগণা এই তিন জেলার মুন্সেফদিগের অধিকারসীমা যেরূপ নির্ণীত করিয়া দিয়াছেন, তদ্দ্বারা কলিকাতার উপনগরকে বারুইপুরস্থ মুন্সেফের অধীন করা হয় নাই। উক্ত নোটিফিকেশনে লিখিত আছে যে, "আলীপুরস্থ মুন্সেফের অধিকার আলীপুর উপবিভাগ"। আলীপুর ও অন্যান্য উপবিভাগের সীমাসকল ১৮৬৩ সালের ২ রা মের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে প্রমাণ হইবে, কলিকাতার উপনগর আলীপুর ভিন্ন অন্য কোন উপবিভাগের অন্তর্গত নহে। এতদ্দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে, উক্ত উপনগর আলীপুরের মুন্সেফের অধিকারের মধ্যে আছে। কিন্তু কি জন্য বারুইপুরের মুন্সেফ ঐ উপনগরের মকদ্দমা সকল গ্রহণ ও বিচার করেন, বুঝিতে পারি না। কি গোলযোগ!!! এক প্রকার বিজ্ঞাপন (নোটিফিকেশন) অন্য প্রকার কার্য্য।

সম্প্রতি অবগত হইলাম, বারাসতের মুন্সেফ মহাশয় দমদমার মকদ্দমাসকল গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন এবং তথাকার লোকদিগকে বারুইপুরস্থ মুন্সেফের নিকট যাইতে বলিয়াছেন। এতদ্বিরুদ্ধে দমদমার অনেক ভদ্র লোক মহামতি লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুরের সমীপে এক দীর্ঘ আবেদন করিয়াছেন। দূরস্থিত বারুইপুরে মকদ্দমা করিতে যাইতে হইলে দমদমাবাসীদিগকে কি কি অসুবিধা ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহা তাঁহারা ঐ আবেদনে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত ১৭৬৩ সালের ২২ এ অক্টোবরের "নোটিফিকেশন" (বিজ্ঞাপন) দ্বারা দমদমাকে বারাসতের মুন্সেফের অধিকারে রাখিতে গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু তত্রত্য মুন্সেফ তাহা স্মরণ না করিয়া কি জন্য দমদমার লোকদিগকে বারুইপুরস্থ বিচারালয়ে যাইতে বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট আবেদনকারীদিগের বিষয়ে সুবিচার করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়! গবর্মেণ্টের "বাউণ্ডেরি কমিসনর" উক্ত "নোটিফিকেশন" দ্বারা নদীয়া বিভাগান্তর্গত মুন্সেফদিগের অধিকার সীমা যেরূপ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের অনবধানতা প্রযুক্ত তজ্জ-

সুব্যবস্থা কার্য্য না হওয়াতে প্রজাগণ বৃথা কষ্ট ভোগ করিতেছে ও তন্মূলক গবর্ণমেণ্টের উপর সকলের অসন্তোষ জন্মিতেছে। উপসংহার কালে বক্তব্য যে, জেলা ২৪ পরগণার জজ বকোর্ট সাহেব যেন এক "সারকিউলার" দ্বারা উল্লিখিত নোটিফিকেসনের মর্ম্মানুসারে তাঁহার অধীনস্থ মুন্সেফদিগকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব অধিকারসীমা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন এবং সরবেয়ার জেনেরেল আফিসস্থিত "বাউণ্ডেরি কমিসনর" মহোদয়ের নিকট হইতে প্রত্যেক মুন্সেফির নকসা আনাইয়া তাহা অধীনস্থ মুন্সেফী আদালত সমূহে রাখিতে আদেশ করেন; নতুবা, মকদ্দমা করিবার সময় মুন্সেফী অধিকার সীমার গোলযোগনিবন্ধন সর্ব্বসাধারণে তাঁহার উপরেই সাতিশয় অসন্তোষপ্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই

কলিকাতার উপনগর
১লা শ্রাবণ ১২৭৫ } নি চ মু।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেবের ব্যবহারের বিষয় পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। এক দিবস কৃষ্ণনগর কালেজের কতগুলি ছাত্র ময়দানে ক্রীড়া করিতেছিলেন। ক্রীড়া বন্ধ হইয়াছে এমত সময়ে তত্রত্য ইউরোপীয় জেলদারোগা ডরণসফোর্ডের স্ত্রী তাহাদিগকে পুনর্ব্বার ক্রীড়া করিতে বলেন। ছাত্রগণ তাহাতে অসম্মত হন এবং এক জন দর্শক "আমরা ফিরিঙ্গিদিগের কথা শুনি না" বলিয়াছিলেন। সাহেব এ কথা বিবির মুখে শুনিয়া কেনেডিনামক আর এক জনকে লইয়া ছাত্রদিগকে প্রহার করেন। বারিষ্টর মনোমোহন ঘোষের ভ্রাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মার খাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে নালীশ হওয়াতে মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে আবেদন লইতে নিষেধ করেন। ডরণসফোর্ড নিজে বেল সাহেবের নিকটে গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া আইসেন। বাবু মনোমোহন ঘোষ ও বারিষ্টর গ্রিগরি অর্থীর পক্ষে উপস্থিত হওয়াতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি বিপাকে পড়িয়াছি। যখন আমার প্রধান নালীশ লইতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন আমি কি করি।" অনেক পীড়াপীড়ির পর বেল সাহেব নালীশ লন। প্রত্যর্থিগণ কতক অংশে আপনাদিগের দোষ স্বীকার করেন। বিচারের সময়ে মাজিষ্ট্রেট অনেক কথা লিখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে বারিষ্টরদিগকে বিশেষতঃ মনোমোহনকে অপমানও করিয়াছিলেন। প্রত্যর্থির সাক্ষিগণ মিথ্যা কথা কহিয়াছিল, জেরা করাতে সকলেই পূর্ব্বাপর বিপরীত কথা বলে; তথাপি মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের জবানবন্দী লিখিতে সম্মত হন নাই। পরিশেষে বারিষ্টরদিগের পীড়াপীড়িতে স্বীকার করেন, এই সাক্ষিগণের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অপরাধীদিগের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে ডরণসফোর্ডের ১০০ টাকা ও কেনেডির ২০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। এ মকদ্দমায় আর একটী চমৎকার এই যে, কৃষ্ণনগরের এক জন উকীল অথবা মোক্তার প্রত্যর্থীদিগের পক্ষসমর্থনে উৎসুক হন নাই। ডরণসফোর্ড অতঃপর অর্থী ও বাবু মনোমোহন ঘোষের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। মকদ্দমায় যাহা হউক, বেল সাহেবের ব্যবহারদর্শন করিয়া আমাদিগের বোধ হইতেছে, তিনি মাজিষ্ট্রেটের পদের যোগ্য লোক নহেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের জানা উচিত ছিল, বিচারসম্বন্ধে তিনি পৃথিবীর কাহারও আজ্ঞানুসারে কাজ করিতে বাধিত ছিলেন না। এই দুই ব্যক্তির চরিত্রের অনুসন্ধান করিয়া উচিত দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীবিঃ—

১। পূর্ব্বে আপনাকে জানাইয়াছিলাম যে, হিন্দুহষ্টেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল, প্রভৃতি কয়েক জন বোর্ডারের যত্নে হিন্দু হষ্টেলে "হষ্টেল ডিবেটিংক্লাব" নামে একটী ইংরেজী সভা স্থাপিত হইয়াছে। অত্রত্য সুবিখ্যাত বক্তা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হইয়াছেন। প্রথম প্রথম সভার আড়ম্বর দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ইহা স্থায়ী হইয়া হষ্টেলস্থ ছাত্রগণের বহুলপরিমাণে উপকারসাধন করিবে। কিন্তু সভার কয়েক অধিবেশনপরেই আমাদের সে আশা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় মনে উদিত হইয়া মনেই বিলীন হইয়া গেল। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট দ্বারকানাথ বাবুর অবস্থান কালেই প্রায় এক মাস বয়ঃক্রমের সময় ঐ সভাটীর মৃত্যু হয়। দ্বারকানাথ বাবু রাসবিহারী বাবু প্রভৃতি এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা বর্ত্তমান সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও বোর্ডারদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া সভাটীকে পুনরুজ্জীবিত করুন। হষ্টেল যেরূপ স্থান তাহাতে একটী সভায় পন করিয়া রচনা ও বক্তৃতাদি শক্তির উৎকর্ষসাধান করা ছাত্রগণের পক্ষে অতিশয় আবশ্যক; কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় যেন অব্যবস্থিততা প্রকাশ না পায়। আমরা এই সুযোগে আর একটী প্রস্তাব করিতেছি। একটী বিশেষ সভা করিয়া তাহাতে দেশীয় ভাষার আলোচনা করা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষা অপেক্ষা দেশীয় ভাষায় রচনা ও বক্তৃতাদি সহস্রগুণে মহোপকারক হইবে। এক্ষণে অনেকেই ইংরেজীপ্রিয় হইয়া দেশীয় ভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং আমাদের এই প্রস্তাবটী যে আশুফলোপধায়ী হইবে, এরূপ বোধ হইতেছে না। যাহা হউক আমরা সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলাম, ভরসা করি তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

২। অনেক দিন অবধি শুনিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে হষ্টেলে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইবে। ছাত্রগণের পাঠোপযোগী বিবিধ পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা তাহাতে থাকিবে। এই প্রস্তাবটী যে মহোপকারক তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন; কিন্তু দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, ইহা এক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই; উক্ত লাইব্রেরীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা করা হইয়াছিল। অনেকে চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে, কিন্তু কয়েক জনব্যতীত সকলেই স্ব স্ব দেয় মুদ্রা প্রদান করেন নাই। আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গীকৃত টাকাগুলি প্রদান করুন। প্যারী বাবু ও গোপালবাবুও উদাসীন না হইয়া সমীহিত কার্য্যসাধনে তৎপর হউন; এরূপ বিষয়ে কাল বিলম্ব করা বিধেয় নয়। মহারাজ রাবণকথিত রাজনীতিটী তাঁহাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

৩। পূর্ব্বাপেক্ষা হষ্টেলে থাকিবার ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে। দুগ্ধ জল খাওয়া ধোপাপ্রভৃতির ব্যয় ব্যতীত প্রথম শ্রেণীতে ১২ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১১ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর ১০ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাবেশিক ফী দিতে হইত না; কিন্তু এক্ষণে ১০ টাকা করিয়া প্রাবেশিক দিতে হইবে। ছাত্রবৃত্তিবিহীন মধ্যবিধ ছাত্রগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত কষ্টকর বলিতে হইবে। হষ্টেলের ব্যয়বাহুল্যই এরূপ হইবার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। এক্ষণে বাড়ী ভাড়াতেই ১৬০ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্টের একটী

বাড়িতে হষ্টেল স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে এরূপ অধিক পরিমাণে ব্যয় হইবে না। ফলে মধ্যবিধ ছাত্রগণের হষ্টেলে থাকাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাবেশিক ফী একবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি বিশেষ কারণ বশতঃ রাখিতে হয় অন্ততঃ ৫ টাকা করা উচিত।

হিন্দুহষ্টেল } শ্রীরঃ—

—০—

২৪এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অবধি ৩রা আষাঢ় পর্য্যন্ত দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া মাঠ ঘাট ও পুষ্করিণীপ্রভৃতি সকলই প্লাবিত হইয়াছিল; কিন্তু ৪ঠা আষাঢ় বজ্রপাতস্বরূপ আমাদের আব সবাটীর দুই ক্রোশ উত্তরে কেলেঘাই বা কালন্দী নদীর দক্ষিণ বাঁদের স্থানে স্থানে হানা পড়িয়া এরূপ প্রবল জলরাশি প্রবাহিত হইয়াছে যে, তদ্দারা অমরশী, রঙ্গপুর, ভুঞ্যামুঠা, জলামুঠা, কিংপাটাসপুর, প্রতাপভান, পাটাসপুর, প্রভৃতি ১০।১৫ পরগণা এপর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। এরূপ প্লাবন আমরা কখন দেখি নাই। এমন কি অশীতিবর্ষ বয়স্ক প্রাচীনেরাও কহিতেছেন যে, এরূপ বৃষ্টি ও বন্যা আমরাও কখন দেখি নাই। কেবল যে কেলেঘাইর অত্যাচার তাহা নহে। এখানে ত্রিবেণী প্রবাহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই দিবসের দুরন্তিনী সুবর্ণরেখা পশ্চিম দিগ হইতে এবং কংসাবতী উত্তরদিগ হইতে প্রবল বেগে আসিয়া সগর্ব্বে সহোদরার সহিত মিলিত হইয়াছেন। অধিকাংশ গৃহ জলসাৎ হইয়াছে, অবশিষ্ট অকর্ম্মণ্য হইয়াছে অধিকন্তু এই কয়েক পরগণার মধ্যে এমত কাহার বাসস্থান নাই যে তাহার উঠানে কি ভিত্তিতে জল না লাগিয়াছে। গোছাগাদি যে কত মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কতক মনুষ্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনশনে অনেকে কষ্ট পাইতেছে। লোকের নৌকাভিন্ন একপদও অগ্রসর হইবার যো নাই, তাহাতে কুম্ভীরের এমন উপদ্রব হইয়াছে যে, লোকে আর জলে পা দিতে পারে না। চাউল ত ক্রমে উচ্চমূল্য হইতেছে, তামাক ও তৈলের সের ॥৶ আনা এবং লবণের সের ।০ আনায় বিক্রীত হইতেছে, তাহাও সকল স্থানে পাওয়া যায় না। তরি তরকারি কিছুই নাই; সকলই নষ্ট গিয়াছে। কৃষকেরা যে ধান্য বপন করিয়াছিল তাহা ত একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় যে আবাদ হয় তাহারও সুযোগ দেখিতেছি না। যে হেতুক হানাসকল তদবস্থ থেকে আছে। ওভরশিয়রেরা বাঁধিবার কোন উপায় করিতেছেন না। এ প্রদেশ অত্যন্ত নিম্ন ও জলাভূমি, তজ্জন্য প্রায় প্রত্যেক পরগণার চতুর্দ্দিগে সীমাবন্দীস্বরূপ এক একটী বাঁধ আছে। অন্য স্থানের জল আসিলে বাঁদের দ্বারা যেমন উপকার তাহার ভিতরের জল বহির্গত হইতে না পারিলে তেমনই অনিষ্ট ঘটে। জলনির্গমনের যেসকল স্থান আছে তাহাতে লোণা জল উঠিতে না পারে এজন্য গবর্ণমেন্ট হইতে চৈত্রমাসে বাঁদ দেওয়া হয়, কিন্তু বর্ষাকালে তাহা ওভরশীয়রেরা সহজে কাটাইয়া দেন না, এজন্য প্রায় প্রতিবৎসর শস্যের অনেক ক্ষতি হয়। ইঞ্জিনিয়রেরা যদি সর্ব্বদা মফস্বলের কার্য্য দেখেন, তাহা হইলে আর এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে না। এ অঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও তালুকদার; সুতরাং সময়ে উচিত প্রতিবিধান হয় না। মহাশয়! এ দেশের যে, কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা চক্ষে না দেখিলে বলিবার যো নাই। শুনিলাম কাঁথি ও তমোলুক বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদ্বয় বন্যাপীড়িতদিগের যথোচিত সাহায্য করিতেছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত আমাদের এ দিগে আইলেন না। মহাশয়! ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা এইসকলদ্বারা দেশ ত একেবারে শ্রীহীন হইল; এখন প্রজাগণের মরণভিন্ন গতি নাই। এই দুঃসময়ে প্রজা রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম।

মেদিনীপুরের অন্তঃপাতী
বাল্যগোবিন্দপুর } শ্রীঃ—

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল	বালেশ্বর
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন	১৩
„ „ নবীনচন্দ্র নাগ	মেদিনীপুর
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ	১৩
„ „ কেশবচন্দ্র পালচৌধুরী	রাণাঘাট
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ	১৩
যদুপতি চট্টোপাধ্যায়	চকদীঘী
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়	১৩
মহেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	রাজপুর
	৫॥০
যদুলাল মল্লিক	পাথুরেঘাটা
১১৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ	১০
হরিশচন্দ্র	কাশী
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে	১৮
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	বংশবাটী
১২৭৫ আষাঢ় হইতে অগ্রহায়ণ	৫॥০
„ „ নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবড়া
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক	৫॥০
„ „ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	চাঁপাতলা
১২৭৫ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৭৬ বৈশাখ	১০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ।

৩৮ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫ । ১৩ ই শ্রাবণ । ১৮৬৮ । ২৭ এ জুলাই

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

বিধবাবিবাহ নাটক	১
রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত।	।০
সাহিত্যদর্পণ ৩ য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত	১
পূর্ব্বনৈষধ চরিত ১ ম সর্গ নারায়ণী টীকা সহিত	॥০

এক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সাহিত্য দর্পণ ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের পর আর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না। এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রেয় পুস্তক।

হেমচন্দ্র কোষ	১৬
অমর. মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী একত্র বাঁধান	৩০
মৃচ্ছকটিক নাটক	১০
মিতাক্ষরা	১০

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

———:০:———

সহস্রমুদ্রা পারিতোষিক।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে গত ২ রা চৈত্র আমার ভবনের সম্মুখাস্থিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গৃহের বারাণ্ডার উপর বেগুড় গ্রামবাসী অন্যূন ষষ্টিবর্ষীয় নবকান্ত নরসুন্দরনামক জনৈক পথিকের যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, আজি অবধি ছয় মাসের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহার হননকারীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে। ছয় মাসের পর এক বৎসরকালমধ্যে অনুসন্ধান হইলে সংবাদদাতাকে ৫০০ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, উল্লিখিত দিবস অবধি গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে এবং স্বপক্ষ হইতে নানাবিধ অনুসন্ধান করা হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইতেছে না।

পাকোড় রাজধানী ১৮৬৮ সাল ১২ ই জুন } শ্রীগোপীলাল পাঁড়ে।

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিম্ননির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) "	৫॥০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)	৫॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবেক। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবেক উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবেক।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস। রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের উত্তরার্দ্ধ। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ কাব্যপ্রকাশ। চণ্ডক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা

বিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে যড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ✓১০ আনার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

	টাকা
গোলড স্মিথ পৈট্টিকেল ওয়ার্ক	৩৸
আরেবিয়ান নাইট	৩৸
স্পেকটেটার	৩৸
বেলেয়ার্স লেকচার	৩৸
জোসেফস ওয়ার্ক	৩৸
ইং রাজী ভগবৎ গীতা	২
ইং কাদম্বরী	২
ইং হিষ্টরী অফ প্রশেষইন গ্রেট ব্রিটন	২॥
ইং শকুন্তলা	১
ইং হিতপোদেশ	১
পুরষ পরীক্ষা	১
লয়লামজ্নুন	১
প্রিয়দর্শন	১
তুরকীর ইতিহাস	১
রীতিমূল	৸০
কায়স্থ দীপিকা	১
সঙ্গীতানন্দ লহরী	।০
নৈষধ চরিত্ত	১॥
বিদগ্ধ মুখমুণ্ডল	।✓
কলিকাতার মানচিত্র (উত্তম বাধান)	২
দ্বারকাকেলী কৌমদী	১॥
রাম উপাখ্যান	॥০
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)	
মানচিত্র সহিত মূল্য	।✓০
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য	১
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য	২॥
শিক্ষাপ্রণালী	২
গোলকের উপযোগীতা	৸০
জানকী নাটক	১
বীরবাক্যা বলী	।০
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	॥০
কীচকবধ কাব্য	॥০
চরীত্ত মঞ্জরী	১।০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৸
কাশীখণ্ড	৸
প্রভাশখণ্ড	১।
কলীকৌতুক নাটক	১
কবিকলাপ	১
রামাভিষেক নাটক	১
চন্দ্রবিলাষ নাটক	১

কলিকাতা জোড়া- সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ মুল্যে বিক্রেতা

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

—:০:—

স্কেলের ব্যবহার ও জরিপী নকসা প্রস্তুত করিবার নিয়মসম্বলিত বস্তু পরিমাপক বিদ্যা ও জরিপ "কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট মহেশদাসের বাগানে ১৮।১৮ নং বাটীতে এবং সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য কমিসন শুদ্ধ ১ এক টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী।

—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণেরপ্রতি প্রতি খণ্ডে ।✓০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥০ আট আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, ঝামাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এমস যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং লাইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ ১২৭৫। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:০:—

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়ালদহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের চলাচল আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩ রা আগষ্ট সোমবার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খোলা যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে সিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ, এজেন্ট।

-:০:-

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহার মূলক। এই পুস্তক যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেন্ট পেলেসের ৯ নং ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ।✓০ আনা মাত্র।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ৮ ই হইতে ১৪ ই পর্য্যন্ত জলের সপ্তাহিক রিপোর্ট।

নদীর নাম	ফুট	ইঞ্চ।
মাথা ভাঙ্গা নদী		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০	৪
নিজ মহানায়	৮	৯
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইল	৬	৯
হাট বোয়ালিয়া হইতে আন্দুকর্দিয়া	৬	৯
আন্দুকর্দিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩০ মাইল	৬	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত		
৩৪ মাইল	৯	০
ভাগীরথী।		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২২	৯
মহানায়	১৪	৩
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭	১১
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল	৯	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল	১৫	৯
নদী জলঙ্গী		
মহানা		
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল	২	১
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইল	৩	৯
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইল	৩	২

সিয়াল মারির মহানা খুলিয়াছে।

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ১৮ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
১৩	৫

বহরমপুর ১৮ জুলাই ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত টি. হেন্স উইকস সি, ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধান নাই। গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী না হইলে ভারতবর্ষে শীঘ্র রেলওয়ে হইত না, অতএব লার্ড ডেলহাউসির প্রতি ভাব আক্ষেপের বিষয় হয় নাই; কিন্তু অতঃপর কোন শাখা রেলওয়ে অথবা খালখননকারী কোম্পানির প্রতি এ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা বিধেয় নহে; টেলিগ্রাফ কোম্পানির ত কথাই নাই। মূলধনস্বামীরা আপন আপন ধন বিনিযোজিত করুন; গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে যত উৎসাহ দিতে পারেন দিন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু "তোমাদিগের ক্ষতি হইলে আমরা অংশীদিগকে অন্ততঃ শত করা ৫ টাকা দিব" এ প্রকার প্রতিজ্ঞা করা গবর্ণমেণ্টের আর আবশ্যক হইতেছে না। যাঁহারা যে কাজ করিবেন, তাহার লাভালাভফলভোগী তাঁহাদিগেরই হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের লাভের নিমিত্ত অন্যকে বিব্রত করা বিধেয় হয় না।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশবাসী বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানগণ।

যদি কোন জীর্ণ নৌকা জলমগ্ন হয়, তাহা হইলে লোকে বিস্ময়প্রকাশ করেন না; কিন্তু নূতন ও দৃঢ় নির্ম্মিত নৌকা নদীগর্ভমধ্যে প্রবেশ করিলে লোকে কেবল যে বিস্ময়াপন্ন হন এরূপ নয়, মাঝিকে তিরস্কার করিতে ক্রটি করেন না। বস্তুতঃ কর্ণধারের দোষব্যতিরেকে এপ্রকার দুর্ঘটনা প্রায় ঘটে না। যদি কোন নির্ব্বোধ লোক কোনপ্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া কাহার অনিষ্টসাধন করে, লোকে তাহাকে নির্ব্বোধ বিবেচনা করিয়া তাহার অপরাধ গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু যে ব্যক্তির বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে, ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আছে, সে যদি জানিয়া শুনিয়া কোন অন্যায় কাজ করে, সমাজ তাহার উপরে যার পর নাই বিরক্ত হন। মেইন সাহেবের শেষোক্ত ব্যক্তির দশা ঘটিয়াছে। জুলিয়স সর উইলিয়ম ব্লকস্টোনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, মেইন সাহেবের বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে সেই কথা বলিতেছেন, এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এপ্রকার গর্হিত কার্য্যে নিয়োজিত করিবার দৃষ্টান্ত অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন সত্য; কিন্তু বুদ্ধিকে মন্দ পথগামিনী করিবার কাহারও অধিকার নাই। দুঃখের বিষয় এই, মেইন সাহেব এই নিয়মে উপেক্ষা করেন। তাঁহার আগমনাবধি গবর্ণমেণ্টকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রজাগণের সহিত বিবাদ করিয়া অন্যায়পক্ষের সমর্থন করিতে হইতেছে। অন্য অন্য সময়ে গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইলে সরল হৃদয়ে তাহা স্বীকার করিতেন; কিন্তু মেইন সাহেবের অসৎপক্ষের সমর্থনবলে গবর্ণমেণ্ট সেই সদ্গুণে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কোন কালে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাদিগের এরূপ বিচ্ছেদ হয় নাই। ভরতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ বরাবর এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে তাঁহাদিগের দল বিশেষের মুখাপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না। দলবিশেষের মুখাপেক্ষার আবশ্যকতা না থাকাতেই বেণ্টিঙ্ক, মালকম, হেনরি লরেন্সপ্রভৃতির সদৃশ মহানুভব ব্যক্তিরা আমাদিগের দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হন; কিন্তু এক্ষণে উহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। মেইন সাহেব উহাতে বাতাস দিতেছেন। উহার কি ফল ফলিতেছে? গবর্ণমেণ্ট বারম্বার অপদস্থ হইতেছেন এইমাত্র। ডিসরেলি সাহেব ইংলণ্ডে আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে সাধারণ মত পদদ্বারা দলন করিতেছেন, এই কারণে উভয়েরই উভয় স্থলে তুল্য সম্মানলাভ হইতেছে

বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পরম শত্রু মুসলমানদিগের ন্যায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে ঘৃণা করেন। তিনি ক্রমশঃ এ প্রদেশের সিবিলিয়ানদিগকে যাবতীয় প্রধান পদ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছেন। বঙ্গদেশের নামে তিনি জ্বলিয়া উঠেন। কাজের ভার তাঁহার স্কন্ধে; কিন্তু এই অসৎ প্রণালীর সমর্থনভার মেইন সাহেবের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী লইয়া যেসকল তর্ক হয়, তাহাতে সর বার্টল ফ্রিয়ার বঙ্গদেশের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন, এ দেশের লোকেরা বুদ্ধি বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রধান জাতির তুল্য। তিনি মেকলের বর্ণিত বাঙ্গালী চরিত্রে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের সাহস কতক কম বটে; কিন্তু ঐ দোষের ক্রমশ সংশোধন হইয়া আসিতেছে। এপ্রকার সভ্য প্রদেশশাসন এক জন সামান্য সিবিলিয়ানেরদ্বারা আর সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব তিনি বলিয়াছেন, "আমি অকপটভাবে কহিতেছি, ইউরোপের কোন বৃহৎ জাতিকে শাসন করিতে যে বুদ্ধি ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়, বঙ্গদেশ শাসনে সেইপ্রকার বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইতেছে। সাধারণেরও এই মত। সর জন লরেন্স ও তাঁহার দলের লোকেরা এ প্রশংসাবাদ শ্রবণে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা কেবল অসন্তুষ্ট হইয়াই মৌনাবলম্বী হইয়া আছেন, পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না। তাঁহারা বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের উন্নতিবিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণে বিলক্ষণ তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছেন। মেইন সাহেব এঅংশে সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি সর বার্টল ফ্রিয়ারের উক্ত বাক্যের প্রসঙ্গে বলেনঃ—

"বঙ্গদেশ ধনী ও সভ্য স্থান। এ স্থানের নিমিত্ত ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে দিতে হইবে। কিন্তু এই দুই শ্রেণির এরূপ ইউরোপীয় ভাব ও সংস্কার হইয়া উঠিয়াছে, যে, তাঁহারা কোন কাজের হইবেন না। লোকের অবস্থা ও মনোগত ভাব বুঝিয়া কাজ করাই ভারতবর্ষ শাসনের প্রধান মূল নিয়ম। বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানেরা ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের প্রতিনিধি নহেন এবং তত্রত্য লোকদিগের অভিপ্রায়জ্ঞান ও তৎপ্রকাশে পটু নহেন। তাঁহাদিগের পক্ষে যেটি ভাল, সেটি সমুদায় ভারতবর্ষের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর হইবে না। আমি ভূয়োদর্শনবলে বলিতেছি, ব্যবস্থাপক সভায় অধিকসংখ্য কৃতবিদ্য বাঙ্গালী গ্রহণের অপেক্ষা বিপদের কাজ আর নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই নূতন নূতন পরিবর্ত্ত ও উৎকর্ষের প্রস্তাব করিবেন। যদি ঐ প্রস্তাবগুলি অকপট হয়, উহার মধ্যে এরূপ অনেক প্রস্তাব থাকিবে, যে বেন্টহাম স্বয়ং সেগুলিকে আকালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।" এই কয়েক পংক্তিতে মেইন সাহেবের মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীদিগের প্রতি তাঁহার যে দ্বেষ ও ঈর্ষা আছে, তাহা অব্যক্ত রহিতেছে না। বঙ্গদেশ ধনী; বাঙ্গালী ও এখানকার সিবিলিয়ানেরা ইউরোপীয় সংস্কার বিশিষ্ট; অতএব ইহাঁরা ভারতবর্ষের অন্য স্থান শাসনের পরামর্শ দিতে পারেন না। ইহার অর্থ কি? কিসে শীক ও মহরাষ্ট্রীয়দিগের সুবিধা হয় ইহাঁরা তাহা জানেন না, এই কি ইহার অর্থ নয়? মেইন সাহেব ও সরজন লরেন্স কি জাতিতে শীক? তাঁহাদিগের কি ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কার নাই? তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা যেরূপ বুঝিবেন, বাঙ্গালীরা কি সেরূপ বুঝিবেন না? বাঙ্গালীরা যদি পঞ্জাবের সীমার পাঠানদিগের ন্যায় নিকলসনপ্রভৃতিকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝিতে পারিতেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় হইয়া সভ্য ও বিদ্বান হইলেই আর তাহাঁদিগের ভারতবর্ষের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না। বাঙ্গালীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিপদের কারণ!! নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারিগণের পক্ষে সন্দেহ নাই; কারণ বঙ্গদেশেই তাঁহাদিগের ভুর ভার ভাঙ্গিয়া যায়। যাঁহারা পঞ্জাবে ও মধ্য ভারতবর্ষে ইন্দ্রত্ব করিয়াছেন, এখানে তাঁহারা সৎ সামান্য সম্মানলাভেও অধিকারী হইতেছেন না; অতএব তাঁহারা যে বিদ্বেষ প্রকাশ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু পৃথিবী বলেন, ইতিহাস স্বীকার করেন এবং ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের মত এই যে এ দেশের লোক সভ্য ও কৃতবিদ্য হইলেই ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েরই মঙ্গল। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের অবতারদিগের এপ্রকার মত নয়, তাঁহাদিগের মতে এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হারাইতে হইবে। এই নিমিত্ত তাঁহারা অল্পবুদ্ধি পঞ্জাবীদিগের দেশীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় করিবার মত লওয়াইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের সকল কাজ ইংরাজীতে হইবে; তাঁহারা দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিবেন না; কিন্তু প্রজা দেশীয় ভাষা ভিন্ন আর কিছু জানিবেন না! এটী সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? হস্ত পদ বন্ধন করিয়া রাখা হইতেছে, আর বলা হইতেছে অগ্রসর হও; উপযুক্ত হইলে তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রধান পদ সকল দেওয়া হইবে। এ বড় কৌতুকাবহ বাক্য। বাঙ্গালীরা এ কথায় ভুলেন না; সুতরাং তাঁহারা অত্যন্ত বিপদের কারণ সন্দেহ কি? মেইন সাহেব ভারতবর্ষীয় সভাকেও আঘাত করিয়াছেন। সভা সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করেন এবং অনেক সময়ে গবর্ণমেন্টকে আত্মভ্রম স্বীকার করিতে বলেন, তাহা উক্ত মহামন্ত্রিদিগের একান্ত কষ্টকর হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনের ভাব এই, তাঁহারা পঞ্জাব শাসন করিয়াছেন; দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত সন্ধি করিয়াছেন; ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্যের অধিকারী হইয়া দিল্লী আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের আবার ভ্রম হইতে পারে!! যদিও হয় তবে সে ভ্রম ধরিবার লোক কি বাঙ্গালী ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানগণ?

—:•:—

বিধবা পুত্রবধূকে প্রতিপালন করা শ্বশুরের অবশ্য কর্ত্তব্য কি না?

অধিক দিন অতীত হয় নাই, প্রধানতম বিচারালয়ে এই একটী মকদ্দমা হইয়াছিল, শ্বশুরকে পুত্রবধূর প্রতিপালন করিতে হইবে কি না? বিচারপতি কেম্প ও লক বলিয়াছিলেন, আইন অনুসারে তাঁহার এটি করা কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মাকফার্সন সিদ্ধান্ত করেন, ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধে এই কর্ত্তব্যতা যতই বলবতী হউক, রাজা এতৎকার্য্যে শ্বশুরকে বাধিত করিতে পারেন না। জজদিগের তুল্যাংশে মতভেদ হয়; কিন্তু প্রধান বিচারপতি যেদিগে মত দিবেন, তাহাই গ্রাহ্য, এই নিয়ম থাকাতে প্রত্যর্থী শ্বশুর বিধবা পুত্রবধূর প্রতিপালনের ভার হইতে মুক্ত হন। কিন্তু এদেশীয়েরা এ সিদ্ধান্তে

সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহাদিগের এ অসন্তোষের বিলক্ষণ কারণ আছে।

সর বার্নেস পিকক এক জন প্রধান শ্রেণির ব্যবহারাজীব সত্য; কিন্তু আমরা মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই, তিনি হিন্দু আইন ও হিন্দু ব্যবহারের বিষয়ে প্রায় নিরপেক্ষ হইয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। তিনি সকল বিষয় ইংরাজী চক্ষে দর্শন করেন। ইংলণ্ডের আইন তাঁহার মতে পৃথিবীর আদর্শস্বরূপ, সুযোগ পাইলে তিনি প্রায় ঐ আইন এ দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মকদ্দমা ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। প্রধান বিচারপতি মাল খসের এক যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া এদেশের কৃষক দিগকে সামান্য মজুর শ্রেণিতে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিছু দিন হইল, তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যদি কোন কৃষক জমীদারকে স্বদেয় কর স্বরূপ টাকা না দিয়া শস্যের এক অংশ প্রদান করে, সে কোন ক্রমে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার অভিপ্রেত ফলভোগী হইতে পারে না। তিনি বলেন, শস্যের মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না। ১২৫৬ সালে চারি প্যাড়র অর্দ্ধাংশ দুই টাকায় বিক্রীত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার মূল্য চারি টাকা। ইহাতে প্রকাশ হইতেছে, হার পরিবর্ত্ত হইয়াছে অতএব প্রজাকে পরগণার নিরিখে কর দিতে হইবে। প্রধান বিচারপতি তর্ককালে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তৎকালে তাঁহার এই বিবেচনা করা উচিত ছিল, দ্রব্যের মূল্য পরিবর্ত্তের অনুসারে টাকার ও মূল্য পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। ১২৫৬ অব্দের দুই টাকা ও ১২৭৫ অব্দের চারি টাকার মূল্য সমান। তখন দুই টাকায় যে দ্রব্য পাওয়া যাইত, এখন সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে চারি টাকা লাগে। মূল্যের অর্থ কি? তাহার কি অপরিবর্ত্তনীয় পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে? আইনে একমাত্র হারের কথা উল্লিখিত আছে। এই হার প্রদর্শন করিতে পারিলে কর বৃদ্ধি হইবে না, যখন দ্রব্যের মূল্যানুসারে টাকার মূল্য নিরূপিত হইতেছে, তখন টাকার অপেক্ষা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ দ্বারা হার স্থির করাই শ্রেয়ঃকল্প হইতেছে। সর বার্নেস পিকক স্থির করিয়াছেন জমীদারদিগকে স্বেচ্ছাস্বরূপ করবৃদ্ধি করিতে না দিলে সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হয় না। এবিষয়ে ইংলণ্ডের জমীদারদিগের ব্যবহারই তাঁহার আদর্শ, তিনি করবৃদ্ধির পথ পাইলেই প্রায় তাহা করিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি সুবিধা পাইলে হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দুদিগের ব্যবহারে উপেক্ষা করিতে ত্রুটি করেন না। ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার ও দায়ভাগ তাঁহার মতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ভারতবর্ষীয়দিগকে যেসে প্রকারে তদধীনস্থ করা তাঁহার অভিমত। মেইন সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় বসিয়া ব্যবহারাজীবের কাজ করিতে আর সর বার্নেস পিকক বিচারাসনে বসিয়া ব্যবস্থাপকের কাজ করিতে বড় ভাল বাসেন। এই উভয় ব্যক্তির এক বিষয়ে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে; উভয়েই আপনার নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের সীমাতিক্রমে অতিশয় যত্নবান্। এই কারণ মেইন সাহেবের সরল ভাব এবং প্রধান বিচারপতির অপক্ষপাতিতার উপরে লোকের তাদৃশ ভক্তি নাই।

শ্বশুরকে বিধবা পুত্রবধূর ভরণ পোষণ করিতে হইবে কি না? ইহা লইয়া পুনর্ব্বার তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণে প্রধান বিচারপতির বাক্যে উপেক্ষা করিতেছেন। নিম্নতর বিচারপতিগণও এ সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি ২৪ পরগণায় উপযুক্ত সদর আমীন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায় এই প্রকার একটী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তিনি প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের অনুসরণ না করিয়া হিন্দুব্যবহারানুসারে স্থির করিয়াছেন, শ্বশুরকে পুত্রবধূর প্রতিপালন করিতে হইবে। এই মীমাংসাই যে সৎ মীমাংসা সেবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশে যেপ্রকার বিবাহের প্রথা আছে, তাহাতে যুক্তিও পুত্রবধূর পক্ষাপাতিনী হইতেছে। পুত্রের বিবাহ কালে পিতাই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করেন, পুত্রের অর্জ্জনক্ষমতা হউক, আর না হউক, সঙ্গতি থাকুক, না থাকুক তাড়াতাড়ি বিবাহ দিয়া বসেন। তাহার পর সেই পুত্রের মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। তখন শ্বশুর যদি সেই নিরাশ্রয় পুত্রবধূকে প্রতিপালন না করেন, কে করিবে?

বাল্যবিবাহ এদেশের সমাজের অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে। এটীঅনিষ্টকর তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না।

বিচারপতিগণ ব্যবস্থাপক নহেন, যেপ্রথা প্রচলিত আছে, তদনুসারেই তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। যখন বিবাহ হয়, তখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে না। মাতাপিতা সন্তানদিগের মঙ্গল অপেক্ষা আপনাদিগের আমোদেরই অধিক অন্বেষণ করিয়া থাকেন। বিবাহের সময়ে তাঁহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা হন। কন্যার পিতা জামাতার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বৈবাহিকের সঙ্গতির বিষয় বিবেচনা করিয়াই সম্বন্ধ স্থির করেন। বরের পিতা ভরণ পোষণ করিবেন, অলঙ্কারাদি দিবেন ইহা স্থির হইলেই বিবাহ হইয়া গেল। তিনি খত লিখিয়া না দিন; কিন্তু পরম্পরা

সম্বন্ধে যে অঙ্গীকার করেন তাহা আইন সঙ্গত চুক্তিস্বরূপ হইতেছে। এক ব্যক্তি আর এক জনকে টাকা ধার দিলেন; তৃতীয় ব্যক্তি যদি সেই খতে জামীন হন, বিচারালয় তাঁহাকে দায়ী করেন কি না? বিবাহের পূর্ব্বে যে লগ্ন পত্র হয়, তাহাতে কি লিখিত থাকে? কন্যাকর্ত্তা ও বর কর্ত্তা এই নিয়ম করেন, অমুক দিবসে অমুক সময়ে আমরা পরস্পরের কন্যা পুত্রকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিব। এই নিয়ম ভঙ্গ হইলে যদি কাহার জাতি ও সম্ভ্রমের হানি হয়, বর কন্যা অথবা তাঁহা দিগের পিতাকে আদালতে দায়ী হন? এরূপ স্থলে কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে না যে, এক ব্যক্তির কন্যাকে আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া শ্বশুরকে এই নিয়মে বদ্ধ হইতে হয় যে যদি পুত্র বধূর ভরণ পোষণ আবশ্যক হয়, তাহা করিতে হইবে। যেখানে বিবাহের সময়ে বরকন্যা একটী বাক্য ব্যয় করিতেও সমর্থ নয়, পিতা যাহা করেন, তাহাই হয়, সেখানে পিতা কি জন্য দায়ী না হইবেন? যেখানে স্বেচ্ছাধীন কাজ হইতেছে না, সেখানে যিনি কাজ করাইবেন তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে এটাকি আইনের মূল নিয়ম নহে? এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক কাহার নিকটে খত লইলে সে খত কি গ্রাহ্য হয়, না সে ব্যক্তি দায়ী হয়? যিনি লিখাইয়া লন, তাঁহাকে দায়ী হইতে হয়। সর বার্ণেস পিকক যে ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত কথা বলিয়াছেন, এস্থলে তদ্বিষয়েরও বিবেচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে না। আমাদিগের সামাজিক ব্যবহারকে ধর্ম্ম সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র করা অতিশয় কঠিন। কোন ব্যবহারাজীবের সূক্ষ্ম তর্কে তাহা হয় না। যেসকল লোক স্বভাবতঃ অক্ষম, সমাজ যাঁহাদিগকে আপন আপন ইচ্ছা মত কাজ করিতে দেন না; আইনে যাঁহা দিগের সম্পত্তিঘটিত স্বত্বের সীমা করিয়া দিয়াছে; যাঁহারা শাস্ত্র ও দেশাচারের সম্পূর্ণ পরাধীন তাঁহাদি গের প্রতি যাহা ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা আইনসঙ্গতও হইতেছে। যে কথা না বলিলে আমি কোন কাজ করিতাম না সে কথা বলিয়া আমাকে যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করান, তাহা হইলে তাহার ফলভোগী ও তন্নিমিত্ত দায়ী কোন ব্যক্তি হইবেন?

—:•:—

নূতন পুলিষ ও নূতন চোর।

পূর্ব্বে "চোর ও সাধু" এরূপ প্রবাদ বাক্য ছিল। গৃহস্থ জাগরিত হইলে চোর পলায়ন করিত। এখন আর সেকাল নাই। এখন নূতন পুলিষের প্রভাবে "বাঘে ও গরু" এক ঘাটে জল খায়। চোর ও গৃহস্থ দুই সমকক্ষ হইয়া উঠি য়াছে। বরং গৃহস্থের অপেক্ষা চোরের অধিক সাহস দেখা যাইতেছে। গত মঙ্গল বার আমাদিগের মুদ্রাযন্ত্রের অদূরবর্ত্তী রাজপুরগ্রামে কালীচরণ বারিক নামে এক ব্যক্তির গৃহে কয়েক জন চোর প্রবিষ্ট হয়। চোরেরা গৃহ হইতে সিন্দুক বাহির করিতেছে, এমন সময়ে গৃহস্থ জানিতে পারিল। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "যদি তুমি গোল কর, তোমাকে যমালয়ে প্রের করিব।" চোরদিগের হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা ছিল। গৃহস্থ প্রাণ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল। চোরেরা স্বচ্ছন্দে অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া প্রস্থান করিল। এখনকার চোরের কেবল সাহস নয়, আর একটী গুণ বাড়ি য়াছে। পূর্ব্বে উহারা গৃহস্থকে "নি দিলি" (নিদ্রাজনক) ঔষধ দিত, এখন উহারা পুলিষ প্রহরীকে ঐ ঔষধ দিতেছে। চোরেরা যখন চৌর্য্য সম্পাদন করে, পুলিষ প্রহরীরা অচেতন হইয়া ঘোর নিদ্রা যায়।

কলিকাতার পুলিষের ১৮৬৭ অব্দের রিপোর্ট।

ঐ বর্ষে কলিকাতা ও উপনগরে তিনটী হত্যা হয়। ইহার মধ্যে ইহুদিনী সুমারের হত্যা সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু পুলি ষের অযোগ্যতানিবন্ধন একটীর সামান্য দণ্ডভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। হত্যার বিষয়ে কয়েক বৎসরাবধি কলিকাতার পুলিষ কিছুই করিতে পারিতেছেন না। এনিমিত্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কমিসনরের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রে সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, পর্য্যাপ্তসংখ্যক এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত পুলিষ কর্ম্মচারীর অভাবই ইহার কারণ। এক দল প্রহ রীকে কেবল অপরাধী অন্বেষণার্থ রাখা উচিত। এ সকল লোককে প্রায় ছদ্ম বেশে ভ্রমণ করিতে হয়। ইউরোপীয় কনষ্টেবলেরা তাহা করিতে পারেন না; হিন্দুস্থানী প্রহরীরাও পারেন না। উক্ত বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চুরি ও অন্যবিধ দুর্ঘটনা অল্প হইয়াছে। অল্প লোকের সম্পত্তি অপহৃত হয়, কিন্তু ইহার অধি কাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। সামান্য অপ রাধ ও দাঙ্গাপ্রভৃতি বিষয়ে পুলিষ বিল ক্ষণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু হত্যা ও যেসকল পাপকর্ম্ম অতিশয় গোপনে সম্পাদিত হয় এবং যাহার আবিষ্ক্রি য়ার নিমিত্ত অধ্যবসায়, চতুরতা ও তী বুদ্ধিতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, পুলি তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই ইহার কারণ কি? হগ সাহেব নি স্বীকার করিয়াছেন, কয়েক জন ব্যতি রেকে ইউরোপীয় কনষ্টেবলেরা প্রায় অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র। লোফার দল হইতে ইহারা মনোনীত হয়। সুরাপান ইহাদিগে স্বভাবসিদ্ধ। হগ সাহেব তন্নিমিত্ত ইহাদি গের সংখ্যা কমাইয়া বেতনবৃদ্ধি করিবা প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগে

আশঙ্কা হইতেছে, ইহাতেও ফল হইবে না। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়েরা নিম্ন শ্রেণির ভারতবর্ষীয় অপেক্ষা যে অনেক নিকৃষ্ট আমরা তাহার প্রমাণ পাইতেছি। যেখানে ভূরি উৎকোচ সম্পর্ক, সেখানে এই শ্রেণির ইউরোপীয়েরা লোভসম্বরণ করিতে পারে না। অতএব ৪০ জন নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় কনষ্টেবল না করিয়া কয়েক জন মধ্যম শ্রেণির ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর রাখিলে অনেক উপকার দর্শি বার সম্ভাবনা। হগ সাহেব পুলিস প্রহ রীদিগের বাসস্থানের উন্নতিসাধনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। এক্ষণে যেসকল থানা আছে, তাহা দ্বিতীয় কারাগার বলিলে হয়। প্রহরীদিগের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাবও একান্ত অনুমো দনীয়।

হগসাহেবের রিপোর্ট প্রীতিকর নহে। তিনি নিজে সন্তোষপ্রকাশ করেন নাই, লেপ্টনান্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট নহেন, সর্ব্ব সাধারণের ত কথাই নাই। তাঁহার রিপোর্টের একাংশ অতি কৌতুকাবহ হইয়াছে। তিনি বলেন, রাত্রিতে এক কালে সুরাবিক্রয় নিবারণ পুলিসের সাধ্যায়ত্ত নহে। লণ্ডনে এই প্রকার আছে; পারিসেও রাত্রিতে গোপনে সুরা বিক্রীত হয়। লণ্ডন ও পারিসে রাত্রি তে সুরা বিক্রয় হয় যথার্থ; কিন্তু সেখান কার অপরাধী প্রায় পুলিসের হাত এড়াইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতায় তাহার বিপরীত। তিনি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছেন, রাত্রিতে সুরা বিক্রয়ের নিষেধের কারণ এই যে, দুশ্চ রিত্র লোকেরা একত্রিত হইয়া দৌরাত্ম্য করিতে না পারে। কলিকাতার শুঁড়ির দোকানে প্রায় গোলযোগ হয় না। সুরা স্থানান্তরে নীত হইয়া পীত হয়, তাহা তিনি জানেন কি না? যে কাজ শুঁড়ির দোকানে হয় না, তাহা বেশ্যালয়ে ও মাতালের আড্ডায় হইয়া থাকে। সোম প্রকাশে সর্ব্বাগ্রে এই অনিষ্টের উল্লেখ করা হয়। হগ সাহেব তাহা স্বীকার করিয়া বলেন, এই সংবাদপত্রে শুঁড়ির দোকানের কোন গোলযোগের কথা লিখিত হয় নাই। সত্য; রাত্রিতে সুরা বিক্রয় হওয়াতে উহা হত্যার ও অন্যান্য পাপক্রিয়ার নিদান হয়, এই কথা বলাই আমাদিগের অভিপ্রেত ছিল, শুঁড়ির দোকানে গোলযোগ হয় একথা বলা আমাদিগের অভিমত নহে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। লক্ষণমালা। এখানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্র বর্ত্তী কাব্যপ্রকাশ, কাব্যাদর্শ, সাহিত্য দর্পণপ্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা এখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। এখানি মূল গ্রন্থ নয়, সংগ্রহ গ্রন্থ যথার্থ বটে; কিন্তু সংগ্রহকার বুদ্ধিপূর্ব্বক সুপ্রণা লীতে ইহার সংগ্রহ করিয়া বিলক্ষণ সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অলঙ্কারের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা অল্প সময়ে অলঙ্কার শাস্ত্রের স্থূল স্থূল বিষয়গুলি জানিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এখানি মহোপকারক হইবে।

২। হিতশিক্ষা দুই ভাগ। কলি-কাতা নর্ম্মালবিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। বালক ও বালিকাদিগের মনোরঞ্জন হইয়া বিবিধ বিষয়ের শিক্ষা হয়, এই উদ্দেশে এখানি প্রণীত হই-য়াছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৩। বর্ণশিক্ষা দুই ভাগ। এ দুই-খানিও উক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপা ধ্যায়প্রণীত। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় সত্ত্বে নূতনবিধ বর্ণশিক্ষার গ্রন্থপ্রণয় নের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

৪। বঙ্গকামিনী নাটক। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাল্যবিবাহের দোষ কীর্ত্তন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বালি কাদিগের অমতে বিবাহ দিলে পরে যে অনিষ্ট ঘটে, তাহা এই গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

৫। সুশীলানন্দ। ইহাতে একটী গল্প করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অতু লচন্দ্র রায় ইহার রচনা করিয়াছেন।

৬। বর্ণবোধিনী। এখানিও বালি-কাদিগের বর্ণশিক্ষার্থ বিরচিত হইয়াছে।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

৬ই শ্রাবণ সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দিন দিন লোকের কষ্টবৃদ্ধি হইতেছে। পিয়নিয়র বলেন, যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সাধা রণের কষ্টনিবারণের উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সর উইলিয়ম মিয়র মফস্বলে গমন করি বেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রত্যেক জেলায় শস্যের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত টেলিগ্রামে প্রত্যহ সংবাদ লইতেছেন। পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সঞ্চারিত হইয়াছে।

গত শুক্রবার আর্ম্মানি ঘাটের নিকটে এক খানি নৌকা জলমগ্ন হয়। এক জন হতভাগ্য আরোহী নিকটে একখানি নৌকা দেখিয়া তাহার মাজিকে তাহাকে তুলিয়া লইতে বলে, কিন্তু এ ব্যক্তি সাহায্য না করিয়া যাইতে লাগিল। জলমগ্ন ব্যক্তি তথাপি নৌকার নিকটে গেল, কিন্তু এক জন দাঁড়ি তাহাকে দাঁড় দিয়া ঠেলিয়া দিল। আবকারী বিভাগের রাই-লাণ্ড সাহেব তখন গঙ্গা পার হইতেছিলেন, তিনি এই নিষ্ঠুরতা দর্শন করিয়া উক্ত ব্যক্তিকে নিজের নৌকায় লইলেন। নির্দ্দয় মাজি ও তাহার দাঁড়িকে ফৌজদারিতে সমর্পণ করাতে তাহাদিগের এক সপ্তাহ করিয়া মিয়াদ হই-য়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত সাগরে এক জন ইউরোপীয় সৈনিক ভোলানামক এক জন ভারতবর্ষীয়কে এক সঙ্গিনদ্বারা গুরুতর আঘাত করাতে সাময়িক বিচারালয় তাহা. যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন। মান্দ্রা জের ষ্টাফকোরের কাপ্তেন জোসেফ কামেরণ প্যারেডের সময়ে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। প্রধান সেনাপতি সাময়িক বিচারা-লয়ের আজ্ঞা গ্রাহ্য করিবার সময়ে বলিয়াছেন,

এপ্রকার দোষের ক্ষমা করিলে সৈনিক সুশৃঙ্খলার ব্যাঘাত জন্মিবে। আলগা দেওয়াতেই ত ক্রমে অনর্থ বাড়িতেছে।

লিবরপুল হইতে এ বৎসর বিস্তর লবণ আসাতে অনেক মহাজন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেকে ইংলণ্ড হইতে জাহাজ আসিবার পুর্ব্বে ১১৪। ১১৫ টাকা শত করা মণ ক্রয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু একণে ৮২। ৮৩ টাকা মুল্য দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতার পুলিষ এত অকর্ম্মণ্য কেন, সর্ব্বসাধারণ তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ডেলি নিউস বলিয়াছেন, "ইউরোপীয় প্রহরীরা সুরাপায়ী নাবিকদিগের দাঙ্গা নিবারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া অপরাধীদিগকে ধৃত করিতে হয়, সেখানে ইহারা কিছুই করিতে পারে না। কোন পল্লীগ্রামে গমন করিবামাত্র অপরাধীরা ইউরোপীয় প্রহরীকে চিনিতে পারে ; কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রহরীর ছদ্মবেশ বুঝিয়া উঠা অতিশয় কঠিন। অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, অপরাধীদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত এক দল পৃথক এতদ্দেশীয় প্রহরী রাখা অতিশয় কর্ত্তব্য হইতেছে। সকলেরই এই মত।

উক্ত পত্র বলেন, সিকিমের রাজা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করাতে তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিবার অনুরোধ হয়। সেই অনুরোধানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি ৫০০০ টাকা হইতে রাজার বৃত্তি ৯০০০ টাকা করিয়াছেন।

জলাওউর নামক একখানি উর্দ্দু সংবাদপত্র বলেন, মাড়োয়ার ও সুরুনিতে অদ্যাপিও এই রীতি আছে, যে স্থলে পীড়াশান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, তথায় পীড়িত ব্যক্তিদিগকে জীবিতাবস্থায় সমাহিত করা হয়। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ভাগ্যে এ প্রকার মৃত্যু রাজপুতনার অনেক স্থানে ঘটে।

রেলওয়ের নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়েরা ক্রমশঃ ভয়ানক হইয়া উঠিতেছে। সে দিবস আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে এক জন এই দলের দুরাত্মা একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যুর কারণ হওয়াতে দণ্ড পাইয়াছে। আমরা বোম্বাই গেজেট পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, থল ঘাটের নিকটে বোম্বাই রেলওয়ের এক জন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী একটী এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোককে বলাৎকার করিয়াছে। স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া উঠে। পার্শ্বের এক শকটে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি চীৎকার শ্রবণ করেন ; কিন্তু শকট দ্রুত যাওয়াতে আপনার শকট হইতে অন্য শকটে যাইতে পারেন নাই। ষ্টেসনে আসিবামাত্র দুরাত্মা গোলে মিশ্রিত হইল। দুর্ভাগ্যনিবন্ধন ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীলোকটী তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের নিমিত্ত পৃথক শকট করিলে কি ভাল হয় না?

৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গত শনিবার টাঁকশালের ঘাটে বেরেনিকা প্রেশিয়া নামে একটী খৃষ্টীয়ান যুবতীর মৃত দেহ দৃষ্ট হইয়াছে। এই স্ত্রীলোকটী ডি, আস্ত্রনামক এক ব্যক্তির বাটীর পরিচারিকা ছিল। সে এক জন পুরুষের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী হত হইয়াছে এবং পুলিষ হত্যাকারীকে ধৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। চেষ্টার কসুর নাই।

ডেলিনিউস বলেন, কলিকাতাস্থ কাবুলীয় বণিকগণ জনরব তুলিয়াছেন, মধ্য আসিয়ার যাবতীয় মুসলমান কিছু দিনের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত বিবাদ বন্ধ রাখিয়া একবাক্য হইয়া রুষীয়দিগকে সুমারখন্দ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা দেখিবে। কাজে যেরূপ হউক, কথাটী আপাততঃ মুসলমানদিগের শুনিতে মিষ্ট লাগিবে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, এবৎসরের শেষে মান্দ্রাজের জে, বি, নর্টন সাহেব মেইন সাহেবের পরিবর্ত্তে গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের আইনসংক্রান্ত সভ্য হইবেন।

উক্ত পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, অফিসিয়াল আসাইনির হস্তে অনেক দেউলিয়ার সম্পত্তি আছে। কোন মহাজন এই সম্পত্তি লইতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, এসকল সম্পত্তি দেউলিয়াদিগের উত্তরাধিকারীদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাবটী যুক্তিসিদ্ধ।

ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষের যাবতীয় সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা চাহিয়া পাঠাইছেন। শিক্ষকের সংখ্যা কেন? ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধির ফুল কি ফুটিয়াছে?

লাহোর ক্রণিকেল শ্রবণ করিয়াছেন, ৫ গণিত ফিউজিলিয়র দলের লেপ্টনণ্ট নিকল ফিরোজপুরের সহকারী কমিসনর ওয়েকফিলড সাহেবের নামে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন। এক দিন ওয়েকফিলড সাহেব বলিয়াছিলেন, লেপ্টনণ্ট ফিরোজপুরের কেরিদারগাকে প্রহার করিয়াছিলেন। ওয়েকফিলড সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কিন্তু লেপ্টনণ্ট তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। দারগা লেপ্টনণ্টের নামে প্রহারের নালীশ করিয়াছেন। যেখানে দুশ্চরিত্র লোকের সংখ্যা অধিক, সেইখানেই প্রায় লাইবেলের নালীশ হয় যথার্থ দোষী এমন অনেক লোকে এই উপায়ে আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা করেন।

কাদাপা ও কামালপুরের মধ্যস্থিত মান্দ্রাজ রেলইওয়ের একটী বৃহৎ সেতু বৃষ্টিনিবন্ধন ভগ্ন হইয়াছে।

আটর্ণীদিগের গত পরীক্ষায় চারি জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের দুইজন ইউরোপীয়, দুই জন এতদ্দেশীয়। ছয় জন পরীক্ষা দিতে যান।

৮ই শ্রাবণ বুধবার।

শ্যামনগরের হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা আপনাদিগের রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। এখানি সাধারণ গোচরার্থ প্রকাশ করা না হয় কেন? হিন্দু পেট্রিয়টের বিরুদ্ধে নালীশের শেষ না দেখিয়া কি গ্রে সাহেব এখানি বর্ণযোজকদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন না? প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় কে? কোন ব্যক্তির আজ্ঞানুসারে তিনি কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন? এটী যেন সর্ব্বসাধারণকে বলা হয়।

কোন কোন স্থলে প্রধান সদর আমীনেরা মুন্সেফী আপীলী মকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের নিমিত্ত প্রেরণ করিবার সময়ে মুন্সেফকে সরে জমিনে অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন। প্রধানতম বিচারালয় বলিয়াছেন, এটী আইনবিরুদ্ধ এবং মুন্সেফদিগের সম্ভ্রমের হানিকর। স্থানীয় অনুসন্ধান করিতে গেলে সরকারী কার্য্যের ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে এরূপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

এ বার বর্ষা অতিশয় প্রবল। এ বৎসর ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৪৪.১৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব ১৪ বৎসরে এ সময়ে গড়ে ২৮০৫১ ইঞ্চ জল হয়।

সম্প্রতি সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে মহীসুরবংশীয়দিগের পেন্সনের নিয়মের পরিবর্ত্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। টিপু সুলতানের যেসকল পৌত্র ও দৌহিত্র একণে বৃত্তি পান, তাঁহারা তাহাই পাইবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদিগের বৃত্তি কমাইয়া দেওয়া হইবে। কেহই ১০০০ টাকার অধিক পাইবেন না। পৌত্রীদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের সন্তানগণকে বৃত্তি দেওয়া হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লেপ্টনান্ট ওল্ড্ অনেক খেলা খেলিলেন। ব্যাঙ্কের লোকে জাল বিলের টাকার তাগাদা করাতে ওল্ড্ নিজের নৌকা করিয়া প্রথমতঃ বালি পর্য্যন্ত গমন করেন; তৎপরে বারাকপুরের দিগে আসা হয়। পথে কিঞ্চিৎ বায়ু হওয়াতে লেপ্টনান্ট মাজিকে কয়েকখানি লৌহখণ্ড গঙ্গায় ক্ষেপণ করিতে বলিলেন। তাহার হস্তে ক্ষত থাকাতে সে তাহা পারিল না। লেপ্টনান্ট নিজে দুইখানি ফেলিলেন, কিন্তু তৃতীয়খানি "হঠাৎ" নৌকার তলায় পড়াতে তাহা ভাঙ্গিয়া জল উঠিতে লাগিল। মাজি তীরে উঠিবার কথা কহিল; কিন্তু ওলড তাহাতে সম্মত হইলেন না; বরং "আমার জ্বর হইয়াছে" বলিয়া নৌকা মধ্যে শয়ন করিলেন। ক্রমশঃ জল উঠিয়া নৌকা ডুবিয়া গেল। লেপ্টনান্ট সন্তরণ দিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে দুইটিও বেলট্ লইয়া ছিলেন। উভয়ে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। মাজি তীরে উঠিয়া এক বাঁশ বাড়াইয়া দিয়া প্রভুকে তাহা ধরিয়া উঠিতে বলিল; কিন্তু তিনি অসম্মত হইয়া তাহাকে ভৎসনা করিয়া একখানি ডিঙ্গি আনিতে বলিলেন। মাজি আসিয়া দেখে লেপ্টনান্ট অন্তর্হিত হইয়াছেন। ওলড শেষে আলাহাবাদে দেখা দিয়া কলিকাতায় আনীত হন।

সুবিধা পাইলে কেহই ছাড়েন না। নূতন ফরলো নিয়ম হওয়াতে এক চিহ্নিত কর্ম্মচারী বিদায় লইয়াছেন। যে, গবর্ণমেণ্ট অনেককে অনুগ্রহলভ্য বিদায় দিতে অসম্মত হইয়াছেন।

৯ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

গারো পর্ব্বত, জয়ন্তিয়া ও ছোটনাগপুরের কয়েদ মহলে লাইসেন্স টাক্স গৃহীত হইবে না

৩০ এ জুন পর্য্যন্ত ১০,০৩,৬৫,০৫০ টাকার নোট প্রচলিত থাকে। ইহার প্রতিভূস্বরূপ ৫,৬৬,৯০,৮৮১ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য, ১,০৯ ৬১,৭১৮ টাকার টাকার অমুদ্রিত স্বর্ণ ও ৩,২৫, ৬৪,৯১৩ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

ইংলিসমান অবগত হইয়াছেন, যেসকল বিদ্রোহী নেপালে আছে, তাহাদিগের ওলাউঠা ও অন্য অন্য রোগ হওয়াতে বেগম হজরত মহল নিজ ব্যয়ে একটী বৃহৎ বাসস্থান করিয়া দিয়াছেন। বেগম ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের অনুমতি চাহিয়াছেন। বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইবেন।

নাগপুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার দত্তক পুত্র ১৮৫৭ অব্দ অবধি বোম্বাইয়ের নিকটস্থ চুচর দ্বীপে বাস করিতেছেন। তিনি কাশীতে বাস করিবার অনুমতির প্রার্থনা করিয়াছেন। দত্তকত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে।

থিওডোরের তিনখানি স্বর্ণের মুকুট ও স্বর্ণ খচিত এক পরিচ্ছদ ইংলণ্ডেশ্বরীকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্রটী ইহার মধ্যে পিতার ধাতু প্রকাশ করিতেছেন। অধিক লোকে পুত্তলিকার ন্যায় দেখিতে আইলে শিশুটী বিরক্তিপ্রকাশ করেন এবং রাজপুত্র বলিয়া একটু গর্ব্ব প্রকাশ করিবার ত্রুটি করেন না।

রাজপুতনার দক্ষিণাংশস্থিত সিরহিতে বৈত নার ঠাকুর অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। আর কয়েকজন ঠাকুরও বিদ্রোহী হইয়াছেন। রাজপুতনায় সর্ব্বদা এইপ্রকার গোলযোগ হইয়া থাকে।

১০ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

পঞ্জাবের পার্ব্বতীয় প্রদেশের অন্তর্গত মণ্ডি বালক রাজা এক জন ইংরাজি শিক্ষকের নিকটে সুশিক্ষিত হইয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকটে পরীক্ষা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

নাগপুর ও জব্বলপুরের মধ্যস্থিত রাস্তার অবস্থা অতিশয় মন্দ হওয়াতে হাউয়ার্ড ব্রাদার্শ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, বর্ষার মধ্যে আর ডাকের গাড়ী চালাইতে পারিবেন না। এই রাস্তাটি না সর রিচার্ড টেম্পলের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ ছিল।

টঙ্কের নবাব আপনার এক জীবনবৃত্তান্তের সহিত লাওয়ার ঠাকুরের মৃত্যুর বিষয় সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নবাব বাহাই বরং আর সিংহাসন পাওয়া ভার। তিনি কেবল কয়েক জন ধূর্ত্ত ইউরোপীয়ের উদর পূর্ণ করিয়া ঋণগ্রস্ত হইতেছেন।

আলবার্ট লাইফ ইন্সুরান্স কোম্পানির নিকটে মৃত ঈশানচন্দ্র বসুর পরিবার রীতিমত চিকিৎসক ও পুলিষের সার্টিফিকেট দিয়া ১০ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া আহ্লাদসহকারে নিজের সেকেলে সুর ধরিয়াছেন। তিনি বলেন, মহীসুরের মৃত রাজার খাতা অনুসন্ধান করাতে মেজর ইবান্স বেলের নামে ১০,০০০ টাকা খরচ দেখা গিয়াছে। ফ্রেণ্ডের অভিপ্রায় এই, মেজর ইবান্স বেলপ্রভৃতি অর্থের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সপক্ষতা করেন। ফ্রেণ্ড বৃথা আহ্লাদ করিয়াছেন। বড় বড় ঘরের মুহুরীরা অনেক লোকের নামে খরচ লিখেন; মুরসিদাবাদের নবাবের খাতায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির নামে এক বার ব্যয় দেখা গিয়াছিল; তন্নিমিত্ত কি সেক্রেটারী দায়ী? প্রধানতম বিচারালয়ের অনেক মোক্তারের খাতায় প্রধান বিচারপতির সরকারের নামে খরচ লেখা আছে। কোন বিবেচক ব্যক্তি এসকল ধূর্ত্ততা বুঝিতে না পারেন?

১১ ই শ্রাবণ শনিবার।

ডেলিনিউস বলেন, বণিকসমাজ কলিকাতার উত্তর বিভাগে ড্রেণ করিবার প্রতিবাদ করিয়া যে আবেদন করেন, তাহা লেপ্টনান্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের নিকটে রিপোর্টের জন্য প্রেরণ করেন। গ্রে সাহেব স্বমত রক্ষা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। গ্রে সাহেব তদনুসারে আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও যে কিছু করিবেন, তাহা বোধ হয় না। ডেলিনিউস বলিয়াছেন, "আমরা যেসকল কাণ্ড দেখিতেছি, তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টসমূহের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের এ বোধ নাই যে, তাঁহারা এদেশে ইষ্টা নিষ্টের দায়ী। ইংলণ্ডীয় লোককে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিষয় অবগত করান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে।" গ্রে সাহেবের যেরূপ ধরণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তিনি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় উভয় সম্প্রদায়েরই বিরাগভাজন হইবেন বিলক্ষণ বোধ হইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, হিন্দু রাজাদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেবল রাজা উপাধি পাইবেন, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী নিয়ম করিয়াছেন। করাও কর্ত্তব্য। এক্ষণে রাজা ও কুমারের ছড়াছড়ি হইতেছে।

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্রপ্রেরক সর চারলস জাকসনকে কয়েকটী বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। তিনি যাবতীয় দেউলিয়াকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের জবানবন্দি গ্রহণ করুন; তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, অনেকে দেউলিয়া হইয়াও কিন্তু উত্তম বাটীতে আছেন; গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতিরও অভাব নাই। এটী জানা কথা। ইউরোপীয় দেউলিয়া এ বিষয়ে প্রাধান্য প্রদর্শন করেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

২৫ এ জুন। অদ্যকার মনিটিউর পত্র বলেন, শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নাই। প্রিন্স নেপলিয়ন বুকারেষ্ট নগরে উপনীত হইয়াছেন; তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে যাইতেছেন।

কোম্পানি ইটালীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে তমাকের ইজারা লইয়াছেন। ১৮৬৯ অব্দে

র জন্যের যে অকুলান হইবে, এই করে তাহা পরিপূর্ণ হইবে।

সুএজের খালখনকারী কোম্পানির ইংলণ্ডস্থিত ডিরেক্টর লেগু সাহেব টাইমসের এক প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরস্বরূপ এক পত্র লিখিয়া খালের কার্য ও ভাবী অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

অদ্য কতকগুলি লোক লাড ষ্টানলির সহিত সাক্ষা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, সুএজের খালনবন্ধে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সন্ধি হওয়া কর্ত্তব্য।

বেলগ্রেড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সারবিয়াতে যেসকল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হত রাজকুমার মাইকেলের জাতুষ্পুত্র মিলানের পক্ষ।

৯ ই জুলাই। গত কল্য ক্রিষ্টাল বাটীতে সর রবাট নেপিয়রকে এক ভোজ দেওয়া হয়। তিনি আপনার আফিসরদিগের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিলের দ্বিতীয় ধারাটী কমিটীতে বিবেচিত হইতেছে। লাড উইলিয়ম হে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ষ্টেটসেক্রেটারির কৌন্সিলের পূর্ব্বতন নূতন সভ্যের কার্য্যকাল একরূপ করা উচিত; কিন্তু সর ষ্টাফোড নর্থকোট আপত্তি করাতে তিনি প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন সভ্যগণ আর পাঁচ বৎসর বার্ষিক ১৫০০০ টাক বেতনে কর্ম্ম করিতে পান, এই প্রস্তাবের বিবেচনায় সর ষ্টাফোড নর্থকোট সম্মত হইয়াছেন। অটওয়ে সাহেব প্রস্তাব করেন, ১৫০০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১২০০০ বেতন করা উচিত। ৭৩ জনের মতে ও ২৬ জনের অমতে এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে।

বোম্বাই ১৮ ই জুলাই। লাড উইলিয়ম হে হাউস অব কমন্সে বলিলেন, বর্ত্তমান টেলিগ্রাফ সকল যেসকল দেশ হইয়া গমন করিয়াছে, সেই সেই দেশের সহিত রাজনীতিসংক্রান্ত কোন বিরোধ ঘটিলে টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইবার ব্যাঘাত হইবে। অতএব লোহিত সমুদ্র হইয়া এক শ্রেণি টেলিগ্রাফ করা তাঁহার অভিমত।

সর ষ্টাফোড নর্থকোট প্রত্যুত্তরে বলিলেন, দুই শ্রেণি টেলিগ্রাফ ভারতবর্ষপর্য্যন্ত গিয়াছে। প্রথমটী তুরস্ক হইতে ভারতবর্ষপর্য্যন্ত; সাইমেন্স কোম্পানি প্রুশিয়া, রুশীয়া ও পারস্য হইয়া দ্বিতীয়টী করিতেছেন। সাইমেন্স কোম্পানির টেলিগ্রাফের অতি অল্পাংশ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি অনুমান করেন, আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে এই টেলিগ্রাফ সম্পূর্ণ হইবে। সর ষ্টাফোড নর্থকোট বলিলেন, এই টেলিগ্রাফই পর্য্যাপ্ত হইবে। এই টেলিগ্রাফ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে। জিবরালটর হইয়া ভূমধ্যস্থ সমুদ্র দিয়া টেলিগ্রাফ করিবার প্রস্তাব তাঁহার মতে আবশ্যক। উপসংহারকালে সর ষ্টাফোড নর্থকোট বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট আর প্রতিভূ হইবেন না; অতএব লোহিত সমুদ্রে যদি টেলিগ্রাফ হয়, তাঁহারা তাহার কোন সাহায্য করিয়া ভারতবর্ষের রাজস্ব অপব্যয় করিবেন না।

লণ্ডন ১৪ ই জুলাই। ইষ্টইণ্ডিয়া ইউনাইটেড সার্বিস ক্লব সর রবার্ট নেপিয়রকে এক ভোজ দিয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ভোজের অধ্যক্ষতা করিয়া সর রবাট নেপিয়রের প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর রবাট নেপিয়র প্রত্যুত্তরদানসময়ে বলিয়াছেন, আবিসিনিয়ার যুদ্ধে বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষীয় ও রাজকীয় সেনাদল বরাবর একত্রিত থাকিবে। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে লাড উপাধি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবেন কি না তিনি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, এক জন ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীর স্বরূপ তিনি ইহা লইবেন।

রাজা থিওডোরের পুত্র প্লিমৌথে পহুছিয়াছেন।

১৭ ই জুলাই। সর রবাট নেপিয়র লাড উপাধি পাইয়াছেন।

রাজা থিওডোরের পুত্রকে রাজ্ঞীর নিকটে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২০ এ জুলাই। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচ দেওয়া হয়, তাহার নিবারণ করিবার বিল হাউস অব কমন্সের কমিটি গ্রাহ্য করিয়াছেন।

সেনাদলের পুনর্ব্বন্দোবস্ত বিষয় লইয়া লাডদিগের হউসে তর্ক হইয়া গিয়াছে। কেম্ব্রিজের ডিউক সর হেনরি ষ্টর্কের প্রশংসা করিয়া এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে দিবেন।

লাড ষ্টানলি বলিলেন, অন্য দেশে বাসনিবন্ধন তত্রত্য বাসী বলিয়া পরিগণিত হইবার প্রস্তাবের বিষয়ে লিওনাড সাহেব বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন

গবর্ণমেণ্ট যেসকল রেলওয়ের প্রতিভূ তাহার ইংলণ্ডীয় অছিরা অংশ ক্রয় করিতে পারেন, এবিষয়ে আয়ার্টন সাহেব আপনার অঙ্গীকৃত বিল অর্পণ করিয়াছেন।

মঙ্গলবার সর রবাট নেপিয়র রাজ্ঞীর সহিত ভোজন করিবেন।

শুক্রবার রাজকীয় ইঞ্জিনিয়রগণ তাঁহাকে চাথহামে ভোজ দিবেন।

শীঘ্র মহাসভায় নূতন সভ্য মনোনীত করা হইবে, এই আশায় অনেকে প্রার্থী লোকের আনুগত্য করিতেছেন।

আরল মালমস্বরি বলিয়াছেন, মাজটোলান ইংরাজী জাহাজ দ্বারা অবরোধ করা আইন বিরুদ্ধ; অতএব তাহা রহিত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। সেনাপতি আরবথনটের মৃত্যু হইয়াছে।

২১ এ জুলাই। গতকল্য প্রিন্স অব ওয়েলস সর রবাট নেপিয়রের স্মরণার্থ এক ভোজ দিয়াছেন।

পার্লিয়ামেণ্টের উভয় বাটী সর রবাট নেপিয়রকে ধন্যবাদ করাতে তিনি এক পত্রদ্বারা তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

কর্কের একজন বন্দুকবিক্রেতার দোকান লুট হইয়াছে

কুইন্স টৌন হইতে যেসকল লোক আমেরিকায় আগমন করিতেছেন, তাঁহাদিগের বোচকার তল্লাসী লওয়া হইতেছে।

গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে আডারলি সাহেব গরষ্ট সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সিংহলের লোকদিগের যে কষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তিনি তত্রত্য শাসনকর্ত্তার রিপোর্টের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

—:০:—

গর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩রা জুলাই। লেপ্টনান্ট ষে, জনষ্টোন কিঞ্জোড়ের দেওয়ানী কর্ম্মচারীর বিশেষ [illegible]কারী হইবেন।

৯ই জুলাই। ১৫ ই জুন অবধি সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আসরফ আলি কিছুদিনের নিমিত্ত কলিকাতা মেডিকাল কালেজর বাঙ্গালী শ্রেণির ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হইয়াছেন।

১৪ ই জুলাই। যত দিন এম, বি, রচফোড সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, এল, এচ, ফর্বস সাহেব হুগলির প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

১৫ ই জুলাই। মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী ওয়াজিউল্লা প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর আর, সি, কক্রেল সাহেব নিজ পদগুণে প্রতিনিধি শিপিঙ মাষ্টর ও হইবেন।

১৬ ই জুলাই। যতদিন জে, আর, মসগ্রাট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এচ, হাডিক সাহেব পুর্ণিয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, এফ ব্রৌণ সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৫ ই জুলাইয়ের গেজেটে তাঁহাকে দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজরূপে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

যতদিন জে, এফ, ব্রৌণ সাহেব উপনীত না হন, ততদিন মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, এ, কেলি সাহেব তত্রত্য প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যতদিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ কর্নেল সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

কর্নেল সাহেবের অনুপস্থানকালে ডবলিউ, এম, সাউটার সাহেব ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

পি, ডি, ডিকেন্স সাহেব রেজিষ্টার জেনরলের কার্য্যভিন্ন প্রেসিডেন্সিবিভাগের রেজিষ্টারের কাজ করিবেন।

জে, সি, ডজসন সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এচ, ডবলিউ. আলেকজণ্ডার সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

সি. সি. ষ্টিবেন্স সাহাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ. এচ, বার্ণার সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ কিছু দিনের নিমিত্ত শিয়ালদহে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

জে, মনরো সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

৮ই জুলাইয়ের গাজেটে এচ, এ, কক্রেল সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

জে, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, এ, হপকিন্স সাহেব নদীয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, আর হালেট সাহেব রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইয়া বাঁকুড়াতে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর বাবু দ্বারকানাথ দে কালনা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

ই, ই, লুইস সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

জে, ওকিনলে সাহেব মালদহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

সি. সি, কুইন সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, বি গডফ্ সাহেব শ্রীরামপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, সি, প্রাইস সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর হইবেন।

এচ, ক্লার্ক সাহেব ময়মনসিংহের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু শিবপ্রসাদ সান্যাল কিছুদিনের জন্য বারাসত উপবিভাগের ভার পাইবেন।

১৭ ই জুলাই, যতদিন ডবলিউ. ও, এ, বেকেট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন লেপ্টনাণ্ট ই, এন, ডি, লাটোর কামরূপ উপবিভাগের ভার পাইবেন।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, জে, বার্টন সাহেব ১৮২৯ অব্দের ১০ ও ১৮৩২ অব্দের ৬ আইনের মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

১৮ ই জুলাই। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দেবগড়ের বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

দেবগড়ের সহকারী কমিসনর পদগুণে।

ঐ সিবিল সার্জ্জন ঐ।

এচ, ডসন সাহেব।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জি, টইনবি সাহেব তদ্রূক উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

২৬ এ জুলাইয়ের মধ্যে রঙ্গপুরের সিবিল ও সেসিয়ন জজের পরাধিকারী যদি উপনীত না হন, তাহা হইলে তিনি নিজ কার্য্যভার তত্রত্য অধস্থ জজের হস্তে দিবেন।

আর, এচ, পলি সাহেব বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। ১৫ ই জুলাইয়ের গেজেটে তাঁহাকে হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টররূপে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

যতদিন আর, বি, কক্রেল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন ই, জে, বার্টন সাহেব হুগলির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এচ, এস, বীডন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, এম, রিলি সাহেব কুষ্টীয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আর ও তত্রত্য প্রধান কষ্টম কর্ম্মচারী হইবেন।

যতদিন লেপ্টনাণ্ট এ, আর, উইলকিন্সন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন পি, জি, স্কট সাহেব সাহাবাদের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

দেবগড়ের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ডাক্তর আর, সি, চন্দ্র সাঁওতাল পরগণার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২০ এ জুলাই। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন:—

প্রথম শ্রেণিতে, (ইহাতে ১৪ টী প্রতিনিধির পদ শূন্য আছে)

এচ, হাঙ্কি সাহেব।
ই. ই. লুইস "।
এচ, জে, রেনলড্‌স্ "।
এচ, বেল "।
ডবলিউ, এস. ওয়েল্‌স্ "।
জে, বি, ওয়ার্গাণ "।
এ. স্মিথ "।
সি, টি, মেটকাফ "।
টি, জে, সি, গ্রাণ্ট "।
ডবলিউ, এচ, ডিঅইলি "।
সি, বি, গারেট "।
জে, এস, পার্ক "।
পি, এ, হাঙ্কি "।
এন, এস, আলেকজণ্ডার "।
জে, মনরো "।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে (ইহাতে ১৩ টী প্রতিনিধির পদ কিছু দিনের জন্য শূন্য আছে।

ডবলিউ, ওয়েব সাহেব।
এচ, সি, সদরলাণ্ড "।
ই, এচ, হুইটফিল্ড "।
টি, এফ, বিগনলড "।
ডবলিউ, আর, লরান্স "।
আর, ডি, হাইম, এম, এ।
এচ, সি, বি, সি. বেবান "।
জে, সি. গেডিস "।
ই, জি, গ্লেজিয়র "
জি, গ্রেহাম "।
ডবলিউ, ইয়াড " এম এ।
ডবলিউ, কেম্বল "।
জে. এন, আরমষ্টঙ "।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন। (এই সকল পদ কিছু দিনের নিমিত্ত শূন্য আছে)।

এচ, ক্লার্ক সাহেব।
জে, এ, হপকিন্স "।
সি, সি, কুইন "।
ডবলিউ, এচ, বার্ণার "।
এচ, এস, বীডন " বি, এ।
ডবলিউ, এফ, মিয়াস "।
জে, আর, হালেট "।
জি, জে, এস, হজকিন্সন "।
জে, জি, চারলস্ "।
জে, এফ, ষ্টিবন্স "।
এ, মান্সন "।

২১ এ জুলাই। কিস্তোড়ের দেওয়ানী কর্ম্মচারীর বিশেষ সহকারী লেপ্টনাণ্ট ফকস্টোন কটকের করদমহলের সহকারী সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্তর্গত জগন্নাথ দীঘীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

লোহারডগার সার্টিফিকেট টাক্সের আসেসর বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র, ১৮৬৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে তথায় ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

পালামাউএর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট জে, এস, লার্ম্মিনী সাহেব যশোহরের অন্তর্গত খুলনাতে বদলী হইবেন।

এচ, টমসন সাহেব চট্টগ্রামের সহকারী কষ্টম কালেক্টর ও বন্দররক্ষক হইবেন, কিন্তু আপাততঃ প্রতিনিধি কষ্টম কালেক্টর ও বন্দররক্ষক থাকিবেন।

জে, ডবলিউ, ওয়ার্ডেন চট্টগ্রামের প্রতিনিধি সহকারী কষ্টম কালেক্টর ও বন্দররক্ষক হইবেন।

নিম্নলিখিত প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরদিগকে নিম্নতর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করা গেল:—

বাবু অমৃতলাল পাল বি, এ, ভাগলপুরে।
" যোগেশচন্দ্র মিত্র এম, এ, মালদহে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে কিছু দিনের নিমিত্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রূপে নিযুক্ত করা গেল:--

বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ। যত দিন বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন আর, সি, হামিলটন সাহেব, বাবু সীতাকান্ত ঘোষের পরিবর্ত্তে। বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে।

উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ পশ্চাল্লিখিত স্থানে থাকিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেনঃ--

বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ মেদিনীপুরে।
আর, সি, হামিলটন সাহেব ঢাকা বিভাগে।
বাবু অতুলচন্দ্র চট্টপাধ্যায় চট্টগ্রাম বিভাগে।

১০ ই জুনের গেজেটে বাবু অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এ পাটনা বিভাগের এক জন প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বলিয়া নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহা রহিত হইল।

আমাদিগের আন্দুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। কএক সপ্তাহ অতীত হইল, "আন্দুলিয়া হিতৈষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভ্যগণ এবং গ্রামস্থ কতিপয় সহৃদয় ভদ্র মহোদয় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। হিতৈষিণী সভার পূর্ব্ব নিয়োজিত এজেন্ট মহাশয়দিগের নাম ইতি পূর্ব্বে কএকবার সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছিল, এক্ষণে এই অধিবেশনে যে কএক জন নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে নাম লেখিত হইল।

বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
" বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় } বহরমপুর
" ভগচন্দ্র রায়। } বহরমপুর
" যজ্ঞেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কালেজ।

২। শান্তিপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের কতকগুলি অহিতকর সংবাদ শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। শুনিলাম উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া তথায় আর একটী স্বতন্ত্র স্কুল করিয়াছেন। বিদ্যালয়টীর এত দিনের পর চরমকাল উপস্থিত। শান্তিপুর যেরূপ প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহাতে অন্যূন ২০। ২৫ হাজার ঘর লোকের বসতি; এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন, তথাপি সাহায্য কৃত বিদ্যালয়টীর দ্বারাও অনেক উপকার হইতেছিল। প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে একপ্রকার উত্তীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে। শিক্ষক মহাশয়দিগের কার্য্য দক্ষতা গুণে বিদ্যালয়ের যশোরাশি ক্রমশ দিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু কি বিপদ!!! অকস্মাৎ কোথা হইতে ভয়ানক কলহ বাত্যা উপস্থিত হইয়া আমাদিগের আশাতরু এক কালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিল। এই বিবাদের মূল কি? কেনইবা শিক্ষক মহাশয়েরা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত কলহ করিয়া স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কেনইবা সম্পাদক মহাশয় শিক্ষক মহাশয়দিগকে এরূপ অবমাননা করেন? আমাদিগের মতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ইহার অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা ইহাতে দৃষ্টিপাত করুন, এ বিষয়ে যদ্যপি সম্পাদকের দোষ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর এক জন সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে উক্ত পদে বরণ করা বিধেয়। আর যদি শিক্ষক মহাশয়দিগের ইহাতে অপরাধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া অন্য অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করুন। নতুবা একের পাপে অপরের দণ্ড হওয়া কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে। শান্তিপুরে এই রূপ ২ টী বিদ্যালয় হইলে উভয় যে উভয়েরই অনিষ্টের মূল হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে অনু মাত্র সন্দেহ নাই।

৩। আমাদিগের রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিমচন্দ্র পাল বনগ্রাম মহকুমার ভার পাওয়াতে তাঁহার পদে কৃষ্ণনগরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুর আসিয়াছেন। ইনি বহুদিবসাবধি উক্ত কার্য্য করিয়া এক্ষণে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন। ইতি মধ্যে এখানে এক জন প্রসিদ্ধ মোক্তারকে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজত দেওয়াতে উক্ত মহকুমার যাবতীয় মোক্তার তাঁহার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়াছেন!

৪। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঙ্কোদ্ধার হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। কএক জন অযোগ্য শিক্ষককে স্কুল হইতে বিদায় দিয়া তাঁহাদিগের পদে অন্য সুশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করা হইতেছে।

৫। সম্প্রতি পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট হইতে এদেশের অনেক গুলি হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। কতকগুলি খাল কাটাইবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়া আসিয়াছে। নদীয়া জেলার মধ্যে রাণাঘাট সব ডিবিজনের অধীন বয়রা হইতে মালিদা ও কলাইঘাটা পর্য্যন্ত যে খালটী আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার করাও একান্ত আবশ্যক। এই স্থানে পূর্ব্বে ত্রিপথগামিনী অলকনন্দা প্রবল ছিলেন। এই বদ্ধনদীটীর উপর কতকগুলি প্রসিদ্ধ ভদ্র গ্রাম আছে, তথায় এরূপ জলকষ্ট হয়, যে নিদান কালে তাহাদিগের জীবন ধারণ করা সুকঠিন হইয়া উঠে।

৬। কৃষ্ণনগরের সেসন জজ্ শ্রীযুক্ত ম্যাকডনল সাহেব বিদায় লওয়াতে তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত লুইস সাহেব আসিয়াছেন। ইনি ভদ্র ও সৎ বিচারক।

৭। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কোতোয়ালি থানার অধীন কএক খানি গঙ্গা তীরস্থ পল্লী গ্রামে (প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিসনর শ্রীযুক্ত চাপমান সাহেবের প্রস্তাব মত) গবর্ণমেণ্ট হইতে বাঁধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৮। আন্দুলিয়ার ৩ মাইল পশ্চিম মালিপোতা গ্রামে কতিপয় কৃতবিদ্য যুবক মিলিত হইয়া একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। শুনিলা তাঁহারা সাহায্য প্রার্থনা করাতে উঁহার নিকট হবিবপুরের ইংরাজী স্কুলের সম্পাদক প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! মালিপোতা অপেক্ষা হবিবপুর কি প্রসিদ্ধ স্থান? মালিপোতায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার নিকট অন্যূন ১০। ১২ খানি ভদ্র গ্রাম আছে। হবিবপুরে সাহায্য হইয়াছে বলিয়া কি মালিপোতায় হইবে না?

৯। গত ১৫ ই জুলাই বুধবারে আমাদিগের লেপ্টনান্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব কৃষ্ণনগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

১০। কএক দিবস হইল আমাদিগের রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুর এ প্রদেশের ইনস্পেক্টিঙ পোষ্ট মাষ্টার বাবু দীনবন্ধু মিত্র এবং গুরুট্রেনিং স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আন্দুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বালকদিগকে পরীক্ষা করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

১১। এদেশে চাউল পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। শরৎ শস্যের লক্ষণ মন্দ নহে।

আমরা এলাহাবাদ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে ১৫ই জুন সোমবার রাত্রে যে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার

পর একালপর্য্যন্ত আর বৃষ্টি হইল না। পুনরায় গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং মড়কও একপ্রকার হইয়াছে। ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যের-সময় উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া কৃষকগণ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। মহাজনগণও অনাবৃষ্টি দেখিয়া দুর্ভিক্ষ আশঙ্কায় আপনাদিগের গোলার দ্বার দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিতেছেন, সুতরাং ক্রমশঃ দ্রব্যসকল দুর্ম্মূল্য হইতেছে।

ইহাও একটী সামান্য দুঃখের বিষয় নয়, যে এই কষ্টের সময় আবার গত পরশ্ব দুই প্রহরের সময় এখানকার একাউণ্টেণ্ট জেনরল আফিসের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

এবৎসর এখানে অন্যান্য পীড়া অপেক্ষা চক্ষুর পীড়া অধিক হইতেছে।

এখানকার মিউনিসিপাল কমিটি ইংরাজ টোলায় ময়লা ফেলিবার অসুবিধানিবারণার্থ এই নিয়ম করিয়াছেন যে, কতগুলি করিয়া দরখাস্তের ফারম সকলের নিকট পাঠাইয়া দিতেছেন। যখন ময়লা ফেলা গাড়ওয়ান কোন অন্যায় করিবে, তখন সেই ফারমেতে দরখাস্ত করিয়া ডাকযোগে মিউনিসিপাল কমিটিতে পাঠাইলে তাঁহারা ইহার বিশেষ তদারক করিবেন। মহাশয়! ইংরাজ টোলায় ত এই প্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে, এখন বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানী টোলার কি হয় বলা যায় না।

——:০:——

আমাদিগের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। বৃষ্টির অভাবে সৃষ্টিনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ হইতেছে, "ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ" এ বাক্যটী আর অন্বয় হয় না। তাপমান যন্ত্রে ১১৫ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত পারদ উঠিতেছে; ওলাউঠাপ্রভৃতির অনুগ্রহেরও ত্রুটি নাই। এখানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে সাবধান হউন। এবার বেহার বুঝি উচ্ছন্ন হয়!!!

২। এখানকার মুসলমানেরা সকলে মিলিয়া মাঠের মধ্যে নোমাজ পড়িয়া ঈশ্বরকে তুষ্ট করিয়া, বৃষ্টি করাইবে, ইহা প্রচার করিয়া ক্রমশঃ অদ্য ৪। ৫ দিবস এই রৌদ্রে মাঠের মধ্যে যুথবদ্ধ হইয়া নোমাজ পড়িতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক বিন্দুও বর্ষণ হইল না। ইহাতে মুসলমানগণ আর মুখ দেখাইতে পারে না। খোদা যদি এখনও ফোঁটা দুই চারি বৃষ্টি করেন, মোল্লাদের মান থাকে।

৩। আমরা আপনাকে লিখিয়া লিখিয়া শ্রান্ত হইলাম, আপনি একবার এখানকার "মিউনিসিপালসংক্রান্ত অরাজকতার সংশোধনের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু জগদীশ্বর আছেন, এখানকার দয়াবান্ জজ বালফোর সাহেব কিছু কিছু শুনিয়া, হাইকোর্টে এবং গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন, অনুসন্ধান হইলে অনেকেরি ভুর ভাঙ্গিয়া যাইবে।

—০—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম যে, এখানকার গ্রীষ্মের কথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এবার বুঝি সেরূপ হইল না; কিন্তু সম্প্রতি আমার সে সংস্কারও দূর হইয়াছে। অদ্য প্রায় আষাঢ় মাসের শেষ হইল, অথচ এক বিন্দু জল নাই। "লুব" প্রভাব পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। গুমটের দাপে লোকেরা ত্রস্ত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রের শস্যসকল শুষ্কপ্রায় হইতেছে। মহাশয়! অত্রস্থ লোকেরা কহে যে এখানে এরূপ অকাল (অনাবৃষ্টি) কখনই হয় নাই। বঙ্গদেশে জল ধরে না এখানে এ দিকে জলের নাম নাই। ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝে কাহার সাধ্য। এখানে একে দ্রব্যাদি অত্যন্ত মহার্ঘ, তাহাতে আবার এই অনাবৃষ্টিনিবন্ধন ব্যবসায়ীরা আরও মহার্ঘ করিতেছে।

২। গত ২৪ এ আষাঢ় সোমবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় আমাদের ইংরাজী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৩। গত ২২ এ আষাঢ় শনিবার সন্ধ্যার সময় একটী শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। মেজর কুক সাহেব ও লেপ্টনাণ্ট ইয়ং সাহেব একখানি নৌকা করিয়া মুরার নদীতে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে নৌকা জলমগ্ন হইল এবং দুই জন জলমগ্ন হইলেন। কুক সাহেব অনেক কষ্টে উদ্ধার হইয়াছেন; কিন্তু ইয়ং সাহেব আর উঠিতে পারিলেন না। অনেক অনুসন্ধানে রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত দেহ পাওয়া যায়। ২৩এ রবিবারে উপাসনা ও সম্মানের সহিত তাঁহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। মহাশয়! ইংরাজদের যেরূপ বদ্ধ পরিচ্ছদ তাহাতে সন্তরণ জানিলেও হস্ত পদ চালনা করিবায় যো নাই। শুনিলাম ইয়ং সাহেব সন্তরণ জানিতেন, মুরার নদীও তাদৃশ ভয়ানক নহে, কেবল পোষাকের দরুনই উঠিতে পারেন নাই।

৪। মহাশয়! অদ্যাপি চোরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই এই অত্যাচারের কথা শুনিয়াছেন ও নানা বিধ উপায় করিতেছেন; কিন্তু কই কিছুই ত হচ্ছে না। ইহার কারণ কি? অনেক সাহেবের বাঙ্গলাতেও চুরি হইতেছে, ইহাঁরা চতুর্দ্দিকে চৌকীদার নিযুক্ত করিতেছেন, তথাপি নিরাপদ হইতে পারিতেছেন না। একে দ্রব্যাদি মহার্ঘ, তাহাতে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন আরও মহার্ঘ হইতেছে, পুলিষের এই শ্রী; কাজেই ইহা "মগের মুলুক" হইয়াছে। "যাহার জোর তাহার রাজ্য।"

দুটী আশ্চর্য্য চোরের কথা শুনুন। এক দিন ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত হইয়া এক সাহেবের ঘরে একটী চোর প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। রক্ষকেরা ব্যাঘ্রের ভয়ে পলায়ন করিল। অবশেষে কএক জন মিলিত হইয়া লাঠি লইয়া তাড়াতাড়ী করাতে চোর ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রথমে চতুষ্পদে ভর দিবার তুল্য দৌড়িতে লাগিল; অবশেষে নিতান্ত বিপত্তিক দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বেগে দৌড়িয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

আর একটি চোর বড় চমৎকার। এক দিন কোন কৃষক মস্তকোপরি ঘাসের বোঝা স্থাপন করিয়া গরুটী এক গাছি দীর্ঘ রসিদ্বারা কোমরে বন্ধন করত যাইতেছিল। গরুটীর গলায় একটী ঘণ্টা বাঁধা ছিল। চোর গরুর গলা হইতে ঘণ্টা কাটিয়া আপনি লইল এবং গরুটীর গলার দড়ি কাটিয়া তাহার সঙ্গীর কাছে দিল, সঙ্গী গরু লইয়া প্রস্থান করিল। চোর গরুর ন্যায় ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, কৃষকের মস্তকে বোঝা, সে কোন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারে না। এইরূপ যাইতে যাইতে যখন গরু অদৃশ্য হইল, তখন চোর কৃষককে কহিল আমি তোর দাড়ি ধরিয়া তোর সঙ্গে কত দূর যাইব। এই বলিয়া সে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। কৃষক এই ব্যাপার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবাক হইয়া রহিল। চোরকে ধরিবার কোন উপায় করিতে পারিল না।

৫। শুনিলাম দিনকররাও তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন। লস্কর সহরে তাঁহার বাটী, এখানে তাঁহার জাইগির ও অন্যান্য বিষয় আছে। ইহাঁর তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ বেনারস কালেজে পড়ে। ইনি কত দিন এখানে থাকিবেন, বলিতে পারি না।

গ্রীষ্মাতিরেক এবং ভয়ঙ্কর রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে, যদি দুই চারি দিবসের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তবে নিশ্চয়ই এবার আর রক্ষা নাই।

পাঁচ দিন হইল, মজঃফরপুরের ২৩ ক্রোশ পূর্ব্ব বহেড়া গ্রামে একটী অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনা সংঘটন হইয়াছে। ঐ দিবস বেলা আনুমানিক তিন টার সময়ে সহসা নভোমণ্ডল মেঘাবরণে আচ্ছন্ন হইয়া চারি দিগ অন্ধকারময় হইয়া উঠে এবং ঘোরতর ঝড় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বারিবর্ষণের ন্যায় ভস্ম ও অঙ্গার বর্ষণ হইতে থাকে। এইরূপ প্রায় এক ঘণ্টা কাল হইয়াছিল। পরিশেষে দৃষ্ট হইল, সর্ব্বস্থান ভস্ম ও অঙ্গারে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে ভস্ম ও অঙ্গার স্তূপাকার পতিত রহিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কেহ কখন দেখেন নাই ও শুনেন নাই। কেবলমাত্র বহেড়াগ্রামে হয় নাই, উহার সান্নিধ্যে অপর তিনখানি গ্রামেও ঐরূপ ভস্ম ও অঙ্গার বৃষ্টি হইয়াছিল। কি কারণে এবম্ভূত অদ্ভুত বর্ষণ হইয়াছে, অদ্যাবধি তাহার কোন স্থিরতা হয় না। শুনিলাম বহেড়া গ্রামের সান্নিধ্যে একটী ইদেরা আছে, উহার জলে নিরন্তর গন্ধকের গন্ধ ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

এখানকার কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেট এইচ, এ, কক্রেল মহোদয় কিছু কালের জন্যে রেবিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারীর প্রতিনিধি হইয়া আমাদিগকে অনাথ করিয়া যাইতেছেন। মহাত্মা কক্রেলের ন্যায় ভদ্র, সদাশয় বিচক্ষণ ও নম্রপ্রকৃতি এবং দয়ালু রাজপুরুষদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এত দিন এখানে রহিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসুখী হই নাই। এক্ষণে প্রার্থনা করি, ইনি যেন আমাদিগকে একবারে ভুলিয়া না যান। কক্রেল সাহেবের অনুপস্থিতিকালপর্য্যন্ত এখানকার সুযোগ্য জাইন্ট মাজিস্ট্রেট এ, সি, ম্যাঙ্গল্‌স সাহেব কালেক্টর ও মাজিস্ট্রেট হইবেন। আমরা ম্যাঙ্গলস সাহেবকে যেরূপ উত্তম ও সদাশয় লোক বলিয়া জানি, তাহাতে ইহাঁর কার্য্যে কেহই অসন্তুষ্ট হইবেন না। জাইন্ট মাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি হইয়া, মধুবুনী সব ডিবিজনের বিখ্যাত বিচারপতি ডি, এম, বার্ব্বর সাহেব এখানে আসিতেছেন। ভরসা করি, ইনি আসিবার সময়ে মধুবুনীতে আপনার পূর্ব্ব স্বভাব রাখিয়া আসিবেন।

ত্রিহুত।
১৬ ই জুলাই } শ্রী
১৮৬৮।

মহাশয়! আপনার ১৩ ই জুলাইয়ের সংবাদ পত্রের বিবিধ সংবাদ পাঠ করিয়া জানিলাম, আগষ্টসর্ফিলিপ সাহেব সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন ১৭ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গ অখাতে ভয়ানক ঝড় হইবে এদেশে যদিও তত দুর হয় নাই বটে কিন্তু তিলকাঞ্চনগোছ হইয়া গিয়াছে। গত ১৭ ই জুলাই শুক্রবার অতি প্রত্যুষে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়, কিয়ৎক্ষণ বৃষ্টি হইয়া থামিয়া যায় কিন্তু আকাশ মণ্ডল ঘোরতর ঘনঘটায় আবৃত হইয়া রহিল। দিবা ১। ২ টার সময় ঘনঘটার গম্ভীর গর্জ্জন সমুদ্ভূত হইয়া বৃষ্টিপাত সহকারে দক্ষিণদিক হইতে প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া একবারে চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে সকলে ভাবিতে লাগিল আবার কি বিপদ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ততদুর না হইয়া কিয়ৎক্ষণ ঝড় ও বৃষ্টি হইয়া থামিয়া গেল।

দাতনের পূর্ব্বদিকে কুতুলচোর পরগণায় অলঙ্গুরাই গ্রামে এক ধনাঢ্য তেলির বাটীতে হত্যাসহ একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে দাতনষ্টেসনের সবইনিস্পেক্টর মুন্সী একানৎ আলী এবং ইনস্পেক্টর বাবু অমৃত লাল মুখোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রমে ৫০০ ; ৬০০ টাকার অপহৃত দ্রব্যসহ ১৩। ১৪ জন ডাকাইত ধরিয়াছেন। শুনিলাম মেদিনীপুরের অন্যতর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিচারার্থে মোকদ্দমা নীত হইয়াছে।

১৯ এ জুলাই } কস্যচিৎ পাঠকস্য।
মোং দাতুন

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন বসু	সীতাপুর	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন		৩৸০
ঐ ঐ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	বীরভূম	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে আশ্বিন		৩৸০
ঐ ঐ তারিণীশঙ্কর মজুমদার	দারজিলিং	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়		১৩
ঐ ঐ গোকুল চাঁদ দুগড়	বালুচর	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ		১৩
ঐ ঐ মদনমোহন ভট্ট	তুলাবাজার	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়		১০
ঐ ঐ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জোড়াসাঁকো	
১২৭৫ আষাঢ় হইতে ৭৬ জ্যৈষ্ঠ		১০
ঐ ঐ রামগতি ন্যায়রত্ন	হরমপুর	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়		১৩
ঐ উইলিয়ম রবসন	বৈঠকখানা	
১৮৬৮ মে হইতে ৬৯ এপ্রেল		১০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র, কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

অধুনা অস্মদ্দেশীয় জনসমাজে স্ত্রীগণের বিদ্যানুশীলনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে আমরা কয়েক জন এই কলিকাতার উত্তর বিভাগের মধ্যস্থানে একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছি। এই বিদ্যালয় স্থাপনার্থ গত রবিবারে শ্যামবাজারস্থ বিদ্যালয়ে একটী সভা হয়। ঐ সভায় কি প্রণালীতে এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে ও কি প্রকারে ইহার ব্যয়োপযোগী ধন সঞ্চিত হইবে, তাহা স্থির হইয়াছে। ঐ দিবস যেসকল বিষয় ধার্য্য হয়, তাহা এই:—

১। অধুনা সকলেই বিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হইয়া বাটীতে স্ত্রীশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আপনাদিগের স্ত্রী কন্যা ও ভগিনীগণকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুবিধা না হওয়াতে পঞ্চমাবধি নবম বর্ষীয় বালিকাদিগের শিক্ষাপ্রদানার্থ এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। কিন্তু যখন বালিকারা বয়সের আধিক্যহেতু বিদ্যালয়গমনে অসমর্থ হইবে, তখন বিদ্যালয় হইতে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া উহাদিগের বাটীতে বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করিবে।

২। ইহাতে সাহিত্য, অঙ্ক, সূচীকার্য্য, ও চিত্রপ্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষোপযোগী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

৪। উহার ব্যয়ের উপযোগী ধন সঞ্চয়ের জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান প্রার্থনা করা হইবে।

এখন আমাদিগের দেশে সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে ও সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে; অতএব আমরা ভরসা করিতেছি যে, দেশহিতৈষী মহোদয়গণ এবম্প্রকার বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্যপ্রদান করিতে ত্রুটি করিবেন না।

কলিকাতা
৩রা শ্রাবণ
১২৭৫

একান্ত বশম্বদ
শ্রীদে না বি

১। এ বৎসর এখানে কৃষিকার্য্য এক বারেই হইল না। প্রথমতঃ অতিবৃষ্টিনিবন্ধন উৎপন্ন ধান্য বীজসকল নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে অনাবৃষ্টিবশতঃ বীজ অঙ্কুরিতই হইল না। প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি আর শ্রবণ করা যায় না। এপ্রদেশে ধানই একমাত্র জীবনোপায়; উহার অভাব হইলে কেহই তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে না। একে ত এই সর্ব্বনাশ, তাহাতে আবার জমীদারগণ খাজনার জন্য উৎপীড়ন করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহাদেরই বা অপরাধ কি? কালেক্টর সাহেব তাঁহাদিগকে অব্যাহতি না দিলে তাঁহারা প্রজাগণকে কিরূপে অব্যাহতি দেন? নিজ কোষ হইতে বা ঋণদ্বারা কত নির্ব্বাহ হইবে। শুনিলাম, জমীদার মহোদয়গণ কালেক্টর সাহেবের নিকট গত জুন মাসের নিয়মিত রাজস্ব সেপ্টেম্বর মাসে দিবার প্রার্থনায় আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সাহেব মহাশয় গ্রাহ্য করেন নাই; সুতরাং প্রজার নিকট আদায় না করিয়া জমীদারেরা আর কোথা হইতে দিবেন। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" এই দৃষ্টান্তস্থল।

২। কাঁথি অঞ্চলে বন্যা হইয়া প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বস্বান্ত হইবার সংবাদে গবর্ণমেণ্ট বীজধান্য বিতরণদ্বারা তাহাদিগের সাহায্যদানে সম্মত হইয়াছেন। উক্ত ধান্য ক্রয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট মহাশয় এ স্থলে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এখানকার অন্যতর জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ গিরিজ এক হাজার মণ এবং ভূতপূর্ব্ব নায়েব শ্রীযুক্ত বাবু সুরতরাম প্রধান মহাশয় দুই শত মণ ধান্য বিনা মূল্যে দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানকার প্রজাগণের যে কিছু সাহায্য ইঁহারাই করিতেছেন। গত ১২৭২ সালের বন্যার পর এখানকার ও পার্শ্বস্থ অন্যান্য পরগণার বিপন্ন ব্যক্তিগণকে উভয়েই প্রায় ২০০০০ মণ ধান্য বিতরণ করিয়াছিলেন; বার শত মণ বিতরণ করা তাঁহাদের পক্ষে বিচিত্র কি? ধনশালী মাত্রেরই গিরি ও প্রধান মহাশয়দিগের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

দোরো
সন ১২৭৫
২৬এ আষাঢ়

অনাবৃষ্টি।

অতিবৃষ্টি যেমন দেশের একটী প্রধান দুরবস্থার কারণ, অনাবৃষ্টিও তদ্রূপ যাবতীয় বিপদের আস্পদ। যে দেশে অথবা যে রাজ্যে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে, তথাকার অবস্থা যে কিপ্রকার শোচনীয় হইয়া উঠে, বলা যায় না। ও দিকে যেমন দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ উপর্য্যুপরি দৈবদুর্ব্বিপাকনিবন্ধন বিপদপরম্পরায় পরিণত হইয়া পুনরায় আবার আরূপ অভিনব মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছে, এ দিকে জলাভাবে ত্রিহুতের অবস্থাও প্রায় ঠিক সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এবার ত্রিহুতের দশা কি হইবে বলিয়া উঠা যায় না। জল কিছুমাত্র নাই। সেই কারণে কৃষিকার্য্যের আশা সমূলে উন্মূলিত হইতে চলিল। অনবরত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঘোরতর কিরণজালে কর্ষিত ক্ষেত্রসকল দাবানল দগ্ধ অরণ্যানীর ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শ্যামা মেড়ুয়া ও জনার এক বারে জ্বলিয়া গিয়াছে। পুনরায় আর যে হইবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। শ্যামা মেড়ুয়া ও জনার, এখানকার ইতর লোকদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায়; সুতরাং তদভাবে দুঃখী লোকদিগের দশা কি হইবে ভাবিয়া স্থির করা যায় না। যেসকল ক্ষেত্রে ধান বীজ রোপণ করা হইয়াছিল জলাভাবে সে সকল একবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হস্তপরিমিত চারাগুলি নিদাঘদীধিতির প্রখর কিরণপ্রভাবে অনলে তৃণবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এবার আর নিস্তার নাই। আজি শ্রাবণ মাস, এখনও বারিবর্ষণের নামমাত্র নাই। কোথায় এ সময়ে মাঠ, ঘাট, পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হইবে, না ধরাতল তৃষ্ণাতুর মুমূর্ষু জনের ন্যায় হাঁ করিয়া রহিয়াছে। মধ্যে এক দিবস কএক বিন্দুমাত্র অশ্রুবিন্দুর ন্যায় বারিবিন্দু নিপতিত হওয়াতে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরো গ্রীষ্মের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন গ্রীষ্ম কখন দৃষ্ট হয় নাই। সহস্ররশ্মির প্রখর অংশুজাল প্রভাবে দিবাভাগ এরূপ উত্তপ্ত ও ভয়প্রদ হয় যে গৃহের বাহির হয় কাহার সাধ্য। মনে করা যায়, রাত্রি উপস্থিত হইলে একটু বাঁচা যাইবে কিন্তু সেও কেবল আশামাত্র। বস্তুতঃ প্রাণ আর বাঁচে না, এবার গেলেম। গ্রীষ্মাতিরেক নিবন্ধন রাত্রে নিদ্রা হইবার যো নাই, সুতরাং রাত্রে নিদ্রা না গেলে ক দিন জীবনরক্ষা হয়। এক দিন আমরা নিশীথসময়ে পায়ে পায়ে বেড়াইতে বেড়াইতে মজঃফরপুরের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, নগরবাসী যাবতীয় শ্রমজীবী দুঃখী লোকেরা সদর রাস্তার উপরে কেহবা খাটিয়ার উপর কেহবা অবস্থানুরূপ এক খানি সামান্য পত্রাসনে, কেহবা ধরাসনে শয়ন করিয়া অতিকষ্টে রাত্রি যাপন করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে বিজাতীয় দুঃখের উদয় হইল। ভাবিলাম, ঈশ্বর এবার কি করেন। ফলতঃ এবার এখানে যেরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৩৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

—২৫৭—

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২০এ শ্রাবণ। ১৮৬৮। ৩ রা আগষ্ট | মফস্বলে মাস্তুলসমেত বার্ষিক ১৩॥ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলাহাবাদ হইতে আমাদিগের নিকটে এই ভাবের এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনুদ্দিষ্ট ভ্রাতা তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি জানিতে পারিবেন। মহেশ বাবু যেপ্রকার কাতর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত তাঁহার অনুদ্দিষ্ট ভ্রাতার এরূপ ব্যবহার করা আর বিধেয় হয় না। অবিলম্বে তিনি আপনার অবস্থা নাদিরস্তাস্ত বিস্তারিতরূপে লিখিয়া আপনার ভ্রাতার উৎকণ্ঠা দূর ও বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ও দিল্লী রেলওয়ে।

মিরট দিয়া গতায়াত।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, এক্ষণে যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহিগণের মিরট হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেশনে গতায়াত হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ২৭এ জুলাই। } সিসিলষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড

—:০:—

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

বিধবাবিবাহ নাটক	১
রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত।	।০
সাহিত্যদর্পণ ৩ য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত	১
পূর্ব্বনৈষধ চরিত ১ ম সর্গ নারায়ণী টীকা সহিত	॥০

এক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সাহিত্য দর্পণ ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের পর আর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না। এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রেয় পুস্তক।

হেমচন্দ্র কোষ	১৩
অমর, মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী একত্র বাঁধান	৩০
মৃচ্ছকটিক নাটক	১০
মিতাক্ষরা	

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

-:০:-

গ্রাহকগণের প্রয়োজনহেতু নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকত্রয়ের কিয়দংশ প্রকাশিত হইল। গ্রাহকগণ পূর্ব্ব তদ্ব্যতীত নিয়মনির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাস্তুল লাগিবে।

মল্লিনাথের টীকা সহিত।

শিশুপাল বধ (মাঘকৃত) মূল্য	৮
রঘুবংশ (কালিদাসকৃত) "	৫॥০
কিরাতার্জ্জুনীয় (ভারবিকৃত)	৩॥০

বিদ্যার্থিগণের ক্রয়সুবিধার্থ নিম্নলিখিত কতকগুলিন সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরাক্ষরে সটীক মুদ্রণারম্ভ হইবে। প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক ভুক্ত হইলে গীতা বার পৃষ্ঠা অপর প্রতি আট পৃষ্ঠা তিন পয়সার হিসাবে খণ্ডে বা সম্পূর্ণ যেমত প্রকাশিত হইবে উক্ত নিয়মে মূল্য প্রদান করিলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। বিদেশে প্রেরণের স্বতন্ত্র ডাক মাস্তুল লাগিবে।

ঋতুসংহার। মেঘদূত। শকুন্তলা। নলোদয়। মালবিকাগ্নিমিত্র। বিক্রমোর্ব্বশী। মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলী। মালতীমাধব। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বা সাংখ্যকারিকা। মহাবীরচরিত। উত্তররামচরিত। মুগ্ধবোধ। দশকুমারচরিতের টীকা। পাণিনি। বসন্ততিলকভাণ। অমরকোষ। শাঙ্কর ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকাসহিত শ্রীমদ্ভাগবত। মহাভারত। বিষ্ণুপুরাণ। কাদম্বরী। ভট্টিকাব্য। নাগানন্দ কাব্যপ্রকাশ। চণ্ডক। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

কলিকাতা সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন। } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বার্ড থে আদার কোম্পানির দোকানে শর্ম্ম প্রণীত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূবণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৴
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৴
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা বিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ⁄১০ আনার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

	টাকা
গোল্ড স্মিথ পইটিকেল ওয়ার্ক	৩৸
আরেবিয়ান নাইট	৩৸
স্পোক টেটার	৩৸
বেলেয়ার্স লেকচার	৩৸
জোসেফস ওয়ার্ক	৩৸
ইংরাজী ভগবৎ গীতা	২
ইং কাদম্বরী	২
ইং হিষ্টরী অফ প্রগ্রেস ইন গ্রেট ব্রিটন	২॥
ইং শকুন্তলা	১
ইং হিতোপদেশ	১
পুরুষ পরীক্ষা	১
লয়লামজ্নুন	১
প্রিয়দর্শন	১
তুরকীর ইতিহাস	১
রীতিমূল	৸০
কায়স্থ দীপিকা	১
সঙ্গীতানন্দ লহরী	।০
নৈষধ চরিত	১॥
বিন্দ মুখমণ্ডল	।৵
কলিকাতার মানচিত্র (উত্তম বাঁধান)	২
তারকাকেলী কৌমুদী	১॥
রাম উপাখ্যান	॥০
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)	
মানচিত্র সহিত মূল্য	।৶০
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য	১
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য	২॥
শিক্ষাপ্রণালী	২
বালকের উপযোগিতা	৸০
জানকী নাটক	১
বীরবাক্যাবলী	।০
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা	॥০
কীচকবধ কাব্য	॥০
চরিত্র মঞ্জরী	১।০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৸
কাশীখণ্ড	৸
লক্ষ্মণখণ্ড	১।
কলীকৌতুক নাটক	১
কবিকলাপ	১

রামাভিষেক নাটক

চন্দ্রবিলাস নাটক ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ মূল্যে বিক্রেতা

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে ।৵০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥০ আট আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, ঝামাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এমস্ যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং ল.ইব্রেরিতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাশুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ ১২৭৫। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:০:—

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ সিয়ালদহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের চলাচল আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩ রা আগষ্ট সোমবার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খোলা যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে শিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ, এজেন্ট।

-:০:-

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক। এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেণ্ট পেলেসের ৯ নং ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ।⁄০ আনা মাত্র।

—:০:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্যনিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসের ১৫ ই হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত নদী হ্রাসের সর্ব্বাকম ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

নদীর নাম	ফুট	ইঞ্চ
মাথা ভাঙ্গা নদী		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০	৯
নিজ মহানায়	৮	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	৭	৯
হাট বোয়ালিয়া হইতে আনুকদিয়া	৬	৬
আনুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	৬	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদীপর্য্যন্ত ৩৪ মাইল	৮	৯
ভাগীরথী।		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২২	৯
মহানায়	১৪	৩
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭	৯
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল	১০	৯

কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল	১৩	৯
নদী জলঙ্গী		
মহানা	৩	
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল	৪	৯
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইল	৫	৬
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৬০ মাইল	৭	৯

মহানা গত ৪ ঠা জুলাই খুলিয়াছে।

সন ১৮৬৮ জুলাই মাসের ২৪ এ তারিখে বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
১৪	৫॥

বহরমপুর ২৪ জুলাই ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত টি হেন্স উইকুস সি, ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

পূর্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

হাটখোলার নিকট বাগবাজারে গঙ্গার ধারে যে রেলওয়ের আড্ডা খুলিবার কথা ছিল, অনুল্লেখনীয় কারণবশতঃ ১০ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহা হইল না।

শিয়ালদহ ১ লা আগষ্ট ১৮৬৮ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টজ এজেণ্ট

সোমপ্রকাশ।

২০এ শ্রাবণ সোমবার।

ভারতবর্ষের ভাবী অনিষ্ট।

ইউরোপখণ্ডের সভ্যতার সহিত তথাকার কতকগুলি কুসংস্কারও যে এ দেশে বদ্ধমূল হইবে, তাহার বিলক্ষণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ড এ দেশে আপনার প্রভুশক্তি বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্ব লোপ করিতেছেন বলিয়া ইহাঁদিগের অপকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিতেছেন না বটে; কিন্তু অন্য অন্য বিষয়ে যে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করিতেছেন, তন্নিমিত্ত অকৃত্রিম উচ্চ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডের গৌরবও সহস্রাংশুর সমপ্রভ হইয়া চিরশোভমান হইবে। রোমকদিগের পর অন্য কোন জেতৃজাতি পরাজিতদিগের মানসিক উন্নতিসাধন বিষয়ে ইংলণ্ডের সদৃশ যত্নপ্রকাশ করেন নাই। যে বুদ্ধিমত্তা তেজস্বিতা ও সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের পর ভারতবর্ষীয়েরা অন্য কোন বিদেশীয় জাতিকে এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে দিবেন না, ইংলণ্ড তাহা আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। তিনি আমাদিগকে ফলভোগী হইতে দিলেন না সত্য; কিন্তু যে বীজ বপন করিলেন, তাহা কালক্রমে বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া অদ্ভুত ফল উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক দল ইংরাজ স্বদেশের এই ভাবী গৌরবের বিঘ্ন জন্মাইতেছেন। যেসকল কুসংস্কার ইউরোপে পরিত্যক্ত হইতেছে, যাহা লইয়া ইউরোপে হুলস্থূল পড়িয়াছে এই দল তাহা এ দেশে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা জানিতাম, ইংলণ্ডীয় সেনাদলের পুরাতন অস্ত্রই কেবল এখানকার সৈন্যদিগের নিমিত্ত প্রেরিত হয়; কিন্তু ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত কুসংস্কারও যে এখানে চালিত হয়, তাহা জানিতাম না।

যে যে কারণে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট সাধারণে প্রজার অপ্রিয় হইয়াছেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর কৃত স্পষ্টাক্ষর অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত করিবার চেষ্টা তন্মধ্যে প্রধান। এক্ষণে এখানকার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ লোক অতি অল্প আছেন। প্রধানের অনুকরণ করা প্রায় সকলের স্বভাব দাঁড়াইয়াছে। প্রধানের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রায় যাবতীয় ইউরোপীয় কর্ম্মচারী শনিবারকেও বিশ্রামবার করিয়া তুলিয়াছেন। ধর্ম্মানুরাগ নিন্দনীয় নয়; কিন্তু যদি শাসন ও রাজকার্য্য উহাঁতে অনুস্যূত করা হয়, তাহা হইলে অনিষ্টের হইয়া উঠে। হিন্দুদিগের যাবতীয় বিষয় ধর্ম্মসম্বন্ধ বলিয়া অনেক উৎকৃষ্ট বিষয়ও একান্ত হতাদর হইয়াছে। ইউরোপে শাসনকর্ত্তৃকগণ ধর্ম্মের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন। আয়রলণ্ডে স্বতন্ত্র প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় না থাকে ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের মত। ডিসরেলি সাহেবের চেষ্টায় লার্ডেরা গ্লাডষ্টোন সাহেবের পুরোহিত নিয়োগ স্থগিত করিবার বিল এ বৎসর অগ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু নুতন মহাসভা হইলে আয়রলণ্ডে আর সরকারী বেতনভোগী এক জনও পুরোহিত থাকেন এরূপ বোধ হয় না। ইংলণ্ডের পুরোহিত নিয়োগ প্রথা রহিত করিবার এটী প্রথম সূত্র হইতেছে। ইউরোপ মহাখণ্ডের যে প্রকার মত, কিছু দিন হইল তাহা লিজ নগরে প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় ইউরোপের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক সভা করিয়া প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম বর্ত্তমান সভ্যতার অনুরূপ নহে এবং ধর্ম্মের সহিত গবর্ণমেণ্টের কোনপ্রকার সংস্রব রাখাও বিধেয় হয় না। সম্রাট নেপলিয়ন সহস্র চেষ্টা করিয়াও খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে যে মত প্রকাশিত হয়, এক্ষণে তাহা সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে। বহু অর্থ ব্যয় ও বহু আড়ম্বর করিয়া পদ্ধতিবদ্ধ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রকাশ হইল, ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় খণ্ডেরই কৃতবিদ্যমণ্ডলী এ কথা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ইটালিতে পোপের প্রতি লোকের ভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট প্রজাদিগের মতে উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বিদ্যালয়ে কাথলিক ধর্ম্ম অবশ্য শিক্ষা করিতে

হইবে, এ নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা না করিলে নয় এ মত ইউরোপে আর আদৃত হইতেছে না। ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করা আর না করা ব্যক্তিবিশেষের স্বায়ত্ত; কেহ কাহার ধর্ম্মাধর্ম্মফলভোগী হন না। গবর্ণমেণ্ট যদি সামাজিক বিষয়ের উপরে প্রভুত্ব করেন, তাহাতে যেমন অনিষ্ট হয়, ধর্ম্মবিষয়ে প্রভুত্ব করিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

আমেরিকায় কখনই গবর্ণমেণ্টের সহিত ধর্ম্মের সংস্রব নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা সকলের অগ্রসর হইয়াছেন। যত দিন কোম্পানির রাজত্ব ছিল, তত দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মসংস্রব রোগ তত বলবান্ ছিল না; কিন্তু ক্রমে উহা সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে। কেবল রাজকার্য্যে নয়, আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীমধ্যেও ক্রমে ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের "প্রমাণ" দেওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রা [illegible] উহার প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ডাক্তর ডফ দেখিলেন, মিসনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতির ছাত্রগণের সমকক্ষ হইয়া কখন পরীক্ষা দিতে পারিবেন না; যত দিন মিসনরি বিদ্যালয়সকল গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের তুল্য না হইতেছে, তত দিন গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় উঠাইয়া দিবার কথা বলিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। অতএব তিনি মিসনরি বিদ্যালয়কে উন্নত করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সমকক্ষ করিবার জন্য আপনা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়গুলিকে অধঃপাতিত করিয়া [illegible] সমকক্ষতাসম্পাদন সহজ বোধ করিলেন। [illegible] পুস্তক বদলাইবার প্রস্তাব হইল। বিশ্ববিদ্যালয়সভাও তাঁহার বাক্যে বিমোহিত হইলেন। পাঠ্য পুস্তক বদলান গেল; এই কারণেই মিসনরি বিদ্যালয় হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্র বহির্গত হইতেছেন; তদ্দ্বারা মিসনরিরা গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় উঠাইবার প্রস্তাব করিবার সুবিধাও পাইয়াছেন। সম্প্রতি একটী ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিপদ আশঙ্কিত হইতেছে। আবারক্রম্বির মনোবিজ্ঞান খৃষ্টধর্ম্মকে মূল করিয়া লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্য কালে মনোবিজ্ঞান তর্ক ও প্রকৃতির নিয়মানুসারে স্থিরীকৃত হইবে। ডাক্তর আবারক্রম্বি তর্কের স্থলে বাইবলের কতকগুলি অযৌক্তিক বাক্য প্রমাণ দিয়া স্ববাক্য সমর্থন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রহিত করিবার প্রস্তাব হয়। বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমতঃ আবারক্রম্বি রহিত করিবার কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু অপর মিসনরিগণ চীৎকার করিয়া উঠাতে, তিনি নিরস্ত হইলেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া সেই মতে মত দিলেন। কি শাসন প্রণালী কি শিক্ষাপ্রণালী যাবতীয় বিষয় এইরূপে ধর্ম্মসম্বদ্ধ হওয়াতে আমাদিগের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টেরই আশঙ্কা জন্মিতেছে। আমাদিগের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত রাজপুরুষ ও মিসনরিগণ মনে করিতেছেন, যে কোন উপায়ে হউক, খৃষ্টধর্ম্মের বহুল প্রচার করিতে পারিলেই ভারতবর্ষের মঙ্গল করা হইবে; কিন্তু এক্ষণকার সময়োন্নতি প্রতিকূলগামিনী, এখন লোকের মনের যেপ্রকার ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঐ চেষ্টা অনর্থকারিণী হইবে সন্দেহ নাই।

—৩০৩—

শিক্ষকসমাজ।

ভাগলপুরে শিক্ষকসমাজ নামে একটী সভা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণ এক্ষণে যে সমস্ত কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের বেতন ও পদবৃদ্ধির নিশ্চিত নিয়ম না থাকাতে যে অনিষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতিকার করাই সমাজের উদ্দেশ্য। এই সমাজ যাবতীয় শিক্ষকের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া বঙ্গদেশের ডিরেক্টর ডবলিউ, এস, আটকিন্সন সাহেবের নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শিক্ষকদিগের উন্নতিলাভের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। অনেক শিক্ষক এরূপ আছেন, যাঁহারা বহু কাল কর্ম্ম করিতেছেন, কিন্তু এক পদও উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই; অথচ বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা বরাবর তাঁহাদিগের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অন্যান্য বিভাগে নিকৃষ্ট ক্ষমতাশালী লোকেরা সময়ে সময়ে যেপ্রকার বর্দ্ধিত বেতন লাভ করিতেছেন, তদ্দর্শন করিয়া শিক্ষকের কার্য্য নিতান্ত কষ্টকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের পদ শূন্য হইলে প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়, অথচ অনেক শিক্ষক শিক্ষকের প্রশংসাপত্র পাইয়া কাজ করিতেছেন। গর্ডন ইয়ঙ্ সাহেব ১৮৫৭ অব্দে স্থির করিয়াছিলেন, কোন পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি নিম্নতর পদস্থ থাকিয়া সুন্দররূপে কার্য্য করিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রশংসাপত্র আছে, তাঁহাকেই উক্ত পদ দেওয়া হইবে। এস্থলে নূতন প্রার্থীর গুণ কিছু অধিক হইলেও তাহা ধর্ত্তব্য হইবে না; কিন্তু এক্ষণে কার্য্যতঃ এ নিয়ম রহিত হইয়াছে। সমাজ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অনুরোধে পূর্ব্বতন উপযুক্ত শিক্ষকদিগকে উচ্চপদ প্রদান না করা অন্যায়। এ অভিযোগের কারণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্বতন

উপযুক্ত শিক্ষকদিগকে নিরাশ করিয়া উৎসাহ দেওয়া বিধেয় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি না থাকিলে যে লোকে উপযুক্ত হন না, এ কথা অকিঞ্চিৎকর। ফ্রান্সের পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র ব্যতিরেকে প্রবেশ করিবার যো ছিল না; কিন্তু যখন নেপলিয়ন কন্সল ছিলেন, তৎকালে এক যুবক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন "আমার পিতা আমাকে গৃহে শিক্ষা দিয়াছেন; কালেজে অধ্যয়ন করি আমাদিগের এমত সঙ্গতি নাই; কিন্তু সেনাদলে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি; আমি উপযুক্ত কি না তাহা মহাশয় স্বয়ং পরীক্ষা করুন।" নেপলিয়ন দেখিবামাত্র লোক চিনিতে পারিতেন। তিনি নিজে বালকটীর পরীক্ষা লইলেন; তিনি নিজে অসামান্য অঙ্কবিদ্যাবিৎ ছিলেন, তাঁহাকেও ঐ যুবকের প্রশংসা করিতে হইল। ঐ যুবক পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন, শেষে স্পেনের যুদ্ধকালে এক জন গণনীয় সেনাপতি হইয়া বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ে গৃহ অপেক্ষা সাধারণ্যে উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয় যথার্থ; কিন্তু তাহা বলিয়া উপাধিহীন ব্যক্তিমাত্রেই অনুপযুক্ত এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শিক্ষা বিভাগে যেসকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ উপাধিধারী নহেন। ইঁহারা আপনাদিগের জীবনকাল শিক্ষকতা কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। শিক্ষকতা কার্য্যে অনেকের বিলক্ষণ দক্ষতা জন্মিয়াছে। কেবল বিদ্যা থাকিলেই উত্তম শিক্ষক হওয়া যায় না। আমেরিকা ও ইউরোপ উভয় খণ্ডেই শিক্ষকদিগের বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক হয়। সেই শিক্ষা পূর্ব্বতন শিক্ষকদিগের আছে। এসকল ব্যক্তি কার্য্যার্থী থাকিতে নূতন ও শূন্য পদ অন্য লোককে প্রদান করা আর পদস্থ ব্যক্তিকে শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিতে বলা সমান কথা। পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানগণকে যদি প্রত্যেক নূতন পদ দেওয়া হইত, যদি তিন বৎসরের এক জন কম্পিটিশনওয়ালা বিংশতি বৎসরের এক জন কালেক্টরের মস্তক লঙ্ঘন করিয়া জজ হইতেন, তাহা হইলে কি হইত? কার্য্যতঃ শিক্ষাবিভাগে তাহাই ঘটিতেছে।

শিক্ষকসমাজ একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নিয়মিতরূপে সমুদায় কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দেওয়া হয়, এ কথাটী যথার্থ নহে। তাহা হইলে ত একটা প্রণালী প্রবর্ত্তিত দৃষ্ট হইত। বস্তুতঃ শিক্ষকদিগের কোন প্রণালীই নাই। ইয়ঙ্‌ সাহেবের এক পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে যাবতীয় শিক্ষকের নাম লিখিত থাকিত। যাঁহার যে সুখ্যাতি অখ্যাতি হইত, ডিরেক্টর তাহা ঐ পুস্তকে লিখিয়া রাখিতেন। কোন পদ শূন্য হইলে তিনি প্রশংসাপত্র ও কার্য্যকালের সুখ্যাতি বিবেচনা করিয়া লোক নিযুক্ত করিতেন। দূর ও অস্বাস্থ্যকর স্থানের কর্ম্মচারিগণ উত্তম স্থানে বদলী হইতেন। ইয়ঙ্‌ সাহেব কাহারও অনুরোধ শুনিতেন না। এই নিমিত্ত সকলেই জানিতেন যে, সময় হইলেই ডিরেক্টর সুবিচার করিবেন; কিন্তু এক্ষণে সকলই বিকৃত হইয়াছে। অনুরোধবল ব্যতিরেকে আটকিন্সন সাহেবের নিকটে প্রায় কিছু হয় না। কর্ম্মার্থীর সহস্র গুণ থাকিলেও ডিরেক্টর তাহা দেখেন না। তিনি প্রায় অনুরোধবশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়া থাকেন। কোন স্থানে এক জন বি, এ, ২০ টাকা বেতনে শিক্ষকের পদে আছেন, কোন স্থানে বা এক জন নির্গুণ লোক অধ্যাপক হইয়াছেন। আটকিন্সন সাহেব কিছুই দেখেন না। তাঁহার নিকটে পূর্ব্বতন শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছাত্র বলিয়া বিচার নাই; যাঁহার সহায়বল তাঁহারই উন্নতি। অতএব সমাজ বৃথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বিষয় লইয়া ক্ষোভ করিয়াছেন। উভয় দলেরই সমান কষ্ট হইতেছে। সমাজ পব্লিকওয়ার্ক বিভাগের ন্যায় ছয় মাস অন্তর শিক্ষকদিগের এক রিপোর্ট ও তালিকা প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা উত্তম। কিন্তু তাহা করিতে পরিশ্রম ও মনোযোগ লাগিবে, আটকিন্সন সাহেব কি তাহা করিতে পারিবেন? সমাজ যে কষ্টের কথা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ, কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, আটকিন্সন সাহেব থাকিতে কোন প্রকার উন্নতিই হইবে না। ২৫০০ টাকার বেতনের পদ অচিহ্নিত কার্য্যে আর নাই; অতএব আমাদিগের বর্ত্তমান ডিরেক্টরের পেন্সনের সময়পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগ যেখানে আছেন, সেইখানেই রহিলেন। সমাজের আবেদনের প্রত্যুত্তরস্বরূপ আটকিন্সন সাহেব নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছেনঃ—

"নিম্নতর শিক্ষাকার্য্যের কর্ম্মচারিগণের উন্নতির বিষয়ে সমাজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নথির সামিল থাকিল।"

যাঁহার অধিক বুদ্ধি, তিনি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন; আমাদিগের সামান্য বুদ্ধি, ইহার কিছুই অর্থ করিতে পারিলাম না। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আর ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধন করা বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। আটকিন্সন সাহেব সেই উদ্দেশ্যসাধন করিয়া শিক্ষাবিভাগকে উৎসন্ন দিতেছেন। যদি উহাই উদ্দেশ্য হইল, তিনি

২৫০০ টাকায় যে কাজ করিতেছেন, গমেস সাহেব ৩০০ টাকায় তাহার অধিক করিতে পারেন, তবে এত টাকা ব্যয় করা কেন? এই ব্যয়ে ত আর এক দল সৈন্য হইতে পারে।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।

আমরা পরম্পরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, মুদ্রাযন্ত্রের যে স্বাধীনতা ইংরাজ জাতির কীর্ত্তিস্তম্ভ, মহত্ত্ব ও গৌরবের আকর, যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাড মেটকাফ চিরস্মরণীয় ও ভারতবর্ষীয়দিগের অকপট কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন, যে স্বাধীনতার প্রভাবে এদেশীয় সংবাদপত্রসকল দেশের প্রধান ক্ষমতা হইয়া উঠিয়াছে; যাহার গুণে প্রধান পুরুষদিগের অভিপ্রায় প্রজাদিগের এবং প্রজাদিগের অভিপ্রায় প্রধান রাজপুরুষদিগের গোচর করিয়া এত মঙ্গল সাধন করা হইতেছে; যাহার বলে এদেশীয়েরা দিন দিন সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, যে স্বাধীনতা সকলের সুবিচারপ্রণালী [illegible] উদ্ভাবন করিতেছে, যে স্বাধীনতা ক্রমশঃ ভীরু বাঙ্গালীদিগকে সাহসী করিয়া দিয়া আত্মজ্ঞতার শিক্ষা দিতেছে, যে স্বাধীনতার মহিমায় রাজকর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার প্রতিদিন সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে, যে স্বাধীনতা গুণে গবর্ণমেণ্ট সত্য কথা শুনিতে পাইতেছেন ও তাহা শুনিয়া তাঁহারা যথাসময়ে স্বদোষ ও ভ্রম সংশোধনে সমর্থ হইতেছেন এবং যে স্বাধীনতা তাঁহাদিগের এ দেশে প্রভুশক্তি স্থাপনের প্রধান উপায়স্বরূপ হইয়াছে, সেই [illegible] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাশ চেষ্টা হইতেছে। রাজপুরুষদিগের কেহ কেহ কহিতেছেন, "এদেশীয় সংবাদপত্রসমূহের অহঙ্কার ও ধৃষ্টতা আর সহ্য হয় না।" এই সমাচারটী যখন আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল, যুগপৎ নানা ভাব উদিত হইয়া চিত্তকে আবর্ত্তশীল সাগরের ন্যায় অস্থির করিয়া তুলিল; কিন্তু হৃদয় ইহাতে বিশ্বাস করিল না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা এত নিকৃষ্ট হইবেন, আমরা ভ্রমেও এরূপ বিবেচনা করি না কিরূপেই বা ইহা সাধ্যায়ত্ত হইবে? ইংলণ্ড স্বাধীনতাপ্রিয়, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা তথাকার মহত্ত্ব। ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয় ক্রমে ইংলণ্ডের তুল্য হয়, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ও তত্রত্য লোকের এই ইচ্ছা। যখন এরূপ হইতেছে, তখন তাঁহারা স্বাধীনতাভোগী থাকিয়া ভারতবর্ষকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন, ইহা ত আমাদিগের বুদ্ধিতে লয় না। ইংলণ্ডেশ্বরীর বৃদ্ধ বয়সে কি এই ইচ্ছা হইয়াছে, যে ভারতবর্ষের নবাবেরা সকলের মুখ বন্ধ করিয়া যে যথেচ্ছাচারসুখ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেই সুখের আস্বাদগ্রহণ করিবেন? যে জনের মুখ না হয়, তাহা অতিশয় অপকারক হইয়া উঠে, ইহা কি আমাদিগের প্রধান পুরুষেরা অবগত নহেন? তাঁহারা আমাদিগের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু কিছু দেখিতে দিবেন না। নানাবিধ বুঝিবার ও বলিবার ক্ষমতা করিয়া দিয়াছেন; অথচ কিছু বলিতে দিবেন না। এ কেমন কথা? আমরা অন্যায় দেখিলেই বলিব; আমাদিগের স্বত্ব ও অধিকারহরণচেষ্টা দেখিলেই চীৎকার করিব; যত ক্ষণ তাহার প্রত্যাহরণ না হইবে, বিবাদ করিব; কিন্তু কখন রাজবিপ্লাবনচেষ্টা বা অস্ত্রধারণ করিব না। যদি কাহার সে দুশ্চেষ্টা হয়, তাহার ভ্রমভঞ্জন করিয়া দিয়া নিবারণচেষ্টা পাইব, এই আমরা জানি।

দেশীয় না বিদেশীয় উপাধি মিষ্ট?

ডেলিনিউসের এক জন ইংরাজ পত্রপ্রেরক একটী উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। কোন কোন ভারতবর্ষীয় ইংরাজদিগের ন্যায় "মিষ্টার" ও "এস্কোয়ার" উপাধিলাভার্থী হইয়াছেন। পত্রপ্রেরক বলেন, "এস্কোয়ার" উপাধি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষীয়দিগের নাই। উক্ত পত্রসম্পাদক পত্রপ্রেরকের কৃত প্রতিবাদের অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হইয়া ভারতবর্ষীয় উপাধি ত্যাগ করা আমাদিগের বিবেচনায় নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয়। "বাবু" উপাধি অপেক্ষা কি "মিষ্টার" এবং "এস্কোয়ার" উপাধি অধিক মিষ্ট? এ উপাধি কি সম্মানসূচক নহে? তবে বিদেশীয় উপাধির প্রতি লোভ কেন? বোম্বাইয়ের পারসী মাত্রেই "মিষ্টার" হইয়াছেন। তত্রত্য অনেক মহারাষ্ট্রীও এই উপাধি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। মান্দ্রাজেও ইহা সম্প্রবেশ হইয়াছে। বঙ্গদেশে ভারতবর্ষীয় "মিষ্টারের" সংখ্যা অল্প; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এদেশীয়েরা বিদেশীয় উপাধিতে লালসাবান্ হইয়াছেন, শুনিলে মন অসুখিত হয়। আমাদিগের স্বদেশের প্রতি যে আজিও অনুরাগ হয় নাই, এতদ্দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানেরাই "মিষ্টার ও এস্কোয়ারের" উপাধির অধিক ভক্ত। তাঁহারা যেমন ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিয়াছেন, সেইরূপ সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তের ইচ্ছা ও ভান করিয়া থাকেন। তাহাতে লোকে তাঁহাদিগকে উপহাস করেন এইমাত্র। ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইবামাত্র অনেকেরই পরিচ্ছদ আহার ব্যবহার সকলেরই পরিবর্ত্ত হয়। অনেকে খৃষ্টীয়ান হইয়া সোজা বাঙ্গালা কথা ভুলিয়া যান।

এক জন এদেশীয় খৃষ্টীয়ান ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশীয় ভাষাই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশের জল বায়ু আর তাঁহার সহ্য হইত না; তিনি মধ্যে মধ্যে বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইবার কথা কহিতেন। ইহাঁরা হিন্দু ও মুসলমানদিগকে "বাঙ্গালী" বলিয়া ঘৃণা করেন, যেন আপনারা আর কোথা হইতে আসিয়াছেন!! দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিলে আমাদিগকে যেপ্রকার দেখায়, ইউরোপীয় বস্ত্রে তাহার বিপরীত বোধ হয়। ইহাতে ইউরোপীয়েরা ঘৃণা ও ভারতবর্ষীয়েরা হাস্য করেন। বস্ত্রপ্রভৃতির অপেক্ষা ইংরাজী উপাধি গ্রহণ অধিকতর উপহাসকর। ইহাতে যথার্থ সম্মানবৃদ্ধি হয় না, কেবল স্বদেশীয় ও বিদেশীয়দিগের নিকটে তুচ্ছ হইতে হয়। "জন মুখোপাধ্যায়" ও "মাইকেল বসু" প্রভৃতি নামগুলি কি শ্রুতিমধুর!!! এগুলি কর্ণে যেমন মধু বর্ষণ করে, মিষ্টার রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এস্কোয়ার বলিলে তেমনি মধু ঢালিয়া দিবে সন্দেহ নাই।

-:০:-

রাজকর্ম্মচারীদিগের গুণানুসারে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মধ্যে মধ্যে গেজেটে এই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়, অমুক মাজিষ্ট্রেট অমুক কালেক্টর অমুক জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট অমুক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, উচ্চ পদ লাভ করিলেন; কিন্তু কে কি গুণে ঐ পদ লাভ করিলেন, তাহার উল্লেখ থাকে না, হারিসন ও রাইলাণ্ডপ্রভৃতির যেমন উন্নতিলাভ হইতেছে, মনরো ও ওকিনলেপ্রভৃতিরও তেমনি হইতেছে। "মুড়ি মিছরির এক দর।" এ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের দান নয়, বাবু দেবনারায়ণ দেবের রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ানও নয় যে সকলেই সমান দান পাইবেন। গুণানুসারে উন্নতিলাভের ব্যবস্থা করিলে কি ভাল হয় না? এ নিয়ম হইলে আমাদিগের প্রধান পুরুষদিগের কেবল যে গুণজ্ঞতাগুণের পরিচয় হয় এরূপ নয়, যে সকল কর্ম্মচারী অপদার্থ অকর্ম্মণ্য ও অসচ্চরিত্র, তাহারাও শুধরিয়া যাইতে পারে, এবং প্রজারাও সদ্বিচারলাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বিবেচনা করিয়া মানে। তবে যদি গ্রে সাহেব এরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, যে কর্ম্মচারী অপনার অসাধু ব্যবহার, অন্যায় ও অত্যাচারদ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিবেন, গ্রে সাহেব তাঁহাকেই উচ্চ পদ প্রদান করিবেন, সে স্বতন্ত্র কথা। সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই লোক ভদ্র ও কাজের লোক হন না। কর্ম্মকালের সুখ্যাতি ধরিয়া যদি গ্রে সাহেব উচ্চ পদ দিবার নিয়ম করেন, তাহা হইলেই স্বল্পকালমধ্যে দেখিতে পাইবেন যাঁহারা এক্ষণে কণ্টকস্বরূপ হইয়া প্রজাগণকে জ্বালাতন করিতেছেন, তাঁহারাও মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছেন।

-:০:-

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। কাব্যপ্রকাশিকা। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত কাব্যগুলি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এ খণ্ডে শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদসহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

২। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা। বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকাপ্রচারকদিগের উদ্দেশ্য। উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় সকলের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে এ উদ্দেশ্য ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

৩। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর পঞ্চবিংশ (১৮৬৬। ৬৭ অব্দের) রিপোর্ট। এই সোসাইটী ১৮১৭ অব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। রিপোর্টে দৃষ্ট হইল, ক্রমশঃ কার্য্যের উন্নতি হইতেছে। বিজ্ঞাপনীপ্রচারকেরা এক স্থলে দুঃখপ্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, যে সকল পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা বড় বিক্রয় হইতেছে না। চকমকির বাক্স প্রভৃতি সামান্যপ্রকার পুস্তকের অনুবাদ চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যদি উৎকৃষ্ট লোকদ্বারা উৎকৃষ্ট পুস্তকের অনুবাদ সম্পাদন করা হয়, অধিকপরিমাণে বিক্রয় হইতে পারে।

৪। "বেনারস আসোসিয়েসন" সভার ১৮৬৭ অব্দের কার্য্যবিবরণ। এই সভাটী যে প্রকার চলিতেছে, তাহাতে ইহার দ্বারা অনেক কাজ হইবার সম্ভাবনা। সভ্যগণ সামাজিক উন্নতিসাধনবিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কাশীতে এই কার্য্য হইলেই সব জিত হয়।

—:•:—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ও বৈদেশিক বণিকগণের কার্য্যালয়সকল যেরূপ নিয়ম ও সময়ের বশীভূত হইয়া চলিতেছে, তাহাতে কর্ম্মচারিগণের শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। বিচারালয় ও সরকারী ধনাগারাদি রাজকীয় কার্য্যালয় ও বণিকগণের কার্য্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সময় এক রূপ নয়। কোথাও দশঘটিকার পূর্ব্বে কার্য্য আরম্ভ হয়, কোথাও অধিক বেলা যাইলে কার্য্যাবসান হয়। পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ দেশ অতিশয় উষ্ণ ও গ্রীষ্মপ্রধান। অতএব এরূপ সময়ে এ দেশে বিষয়কার্য্য সমাধা করা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে।

যখন সামান্য পশুপক্ষিগণ চণ্ডপ্রচণ্ড রৌদ্রের সময় স্ব স্ব আহারান্বেষণে বিমুখ হইয়া অনাতপ স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকে,

তখন মনুষ্যের কি প্রকারে এপ্রকার অসময়ে অতি শ্রমসাধ্য বিষয়কর্ম্মসাধন সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে কি তাঁহাদের ক্লেশ বোধ হয় না। তবে কি করেন, উদরের জন্য সকলই করিতে হয়। ইংরাজদিগের দেশ অতিশয় শীতপ্রধান এদেশ অতিশয় গ্রীষ্ম ও উষ্ণপ্রধান। তথাকার লোকের আহারাদির নিয়ম ও রীতি নীতির, সহিত অত্রস্থ লোকের সৌসাদৃশ্য নাই। তাঁহারা প্রতি দিন চারি বার, এখানকার লোক দুই বার আহার করেন। তথায় শীতাধিক্যহেতু প্রাতে ও অপরাহ্নে কার্য্য করা দুষ্কর হয়। তথায় অগ্নির ও সূর্য্যের উত্তাপ ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত কাল থাকিবার যো নাই। বোধ করি, এই জন্য, তথাকার যাবতীয় বিষয় কার্য্যসাধন নিমিত্ত দশটা, চারিটা সময় নির্দ্ধারিত আছে। অতএব শীতল প্রদেশের কার্য্যসাধক নিয়ম ও সময় উষ্ণ প্রদেশে নিয়োজিত করা যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়ানুগত হইতে পারে না।

রাজা ও বণিকগণ পক্ষপাত জাতিবিদ্বেষ ও জাত্যভিমানাদি নানা কারণবশতঃ এদেশীয়দিগকে প্রায় স্বল্প বেতন, সামান্য কার্য্য ও পদ প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু অসময়ে সাধ্যাতীত শ্রম করাইতে বিলক্ষণ পটু। এখানকার লোক অধিক পরিশ্রমী, সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ হইলেও তাঁহারা প্রায় অধিক বেতন ও উচ্চ পদের পাত্র হইতে পারেন না। কর্ম্মকারকদিগের অনেকেই প্রবাসী। তাঁহাদিগকে ঐ স্বল্প বেতন সাংসারিক ও প্রবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। তাঁহাদিগের অধিকাংশ সুশিক্ষিত ও সংস্কারাপন্ন নহেন বলিয়া অনেকে অনেক প্রকার কুক্রিয়ায় আসক্ত হন। তাঁহাদিগের ঐ নিন্দাসেবাতেও সেই অল্প বেতনের কিছু কিছু ব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদিগকে অতি সামান্য কুৎসিত স্থানে ও গৃহে বাস, স্বল্পমূল্যের পীড়াজনক দ্রব্য আহার ও সামান্য [illegible] পরিধান করিয়া কাল যাপন করিতে হয়। আবার কার্য্যালয়ের নিরূপিত সময়মধ্যে উপস্থিত হইতে না পারিলে প্রভুরা কুপিত হইয়া থাকেন,

বেতন কর্ত্তন, পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত ভ্রূভঙ্গী প্রদর্শন প্রভৃতি করেন, এই ভয়ে জীবন ধারণোপযোগী যৎসামান্য আহার করিয়া পদব্রজে দ্রুতবেগে দুরন্ত সূর্য্যতাপে দগ্ধ হইতে হইতে গলদ্ঘর্ম্মকলেবরে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিতির অনতিবিলম্বে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অবিশ্রান্ত বেলা চারি ঘটিকা বা সন্ধ্যা অথবা কতক রাত্রিপর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এদিগে পথক্লেশ প্রচণ্ড রৌদ্র ও গ্রীষ্ম, ও দিগে প্রভুর কোপবাক্য, তৎপর দিগে অতিরিক্ত পরিশ্রম, এ সকলে শরীর কত দিন সুস্থাবস্থায় থাকিতে পারে? বিল সরকার, বাজার সরকার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের দুরবস্থা মনে করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আহারান্তে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় গলি গলি, বাড়ী বাড়ী দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করিতে হয়। এক্ষণে কাহার প্রতি ইহা বা দোষারোপ করা যায়? আমাদের দেশস্থ লোকই যত অনর্থের মূল। ইহাঁরা সামান্য নির্লজ্জ নহেন। ইহাঁদের জাত্যভিমান অত্যন্ত প্রবল। কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন বৃত্তি, ইহাঁদের নিকট আদরণীয় হয় না। ঐগুলি আদরণীয় হইলে ইহাঁরা স্বেচ্ছামত সময় ও কার্য্যবিভাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্যব্যাঘাত হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা এই রূপ দোষার্পণ করাতে অনেকে অনেক প্রকার আপত্তিও উত্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্থিরচিত্তে এক বার ভাবিয়া দেখেন, তাহা হইলে সহজেই সকল আপত্তির খণ্ডন হইয়া যাইবে। অগ্রে শরীররক্ষা করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ বিষয় কর্ম্ম। যদি শরীরই অপটু হইল, তাহা হইলে বিষয়কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে। এইসকল অনিষ্টের আশঙ্কায় পূর্ব্ব কালের রাজা, মহাজন, দেশীয় বণিকগণ, এতাদৃশ সময়ের বশবর্ত্তী না হইয়া নিজ নিজ বিষয় কার্য্য প্রাতে ও অপরাহ্নে সম্পাদন করিতেন তাঁহারা কি এতই অবিবেচক ও অদূরদর্শী ছিলেন? তাঁহাদের বিষয় কার্য্য কি বিষয় কার্য্য নহে। তাঁহাদের কার্য্য কি সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইত না? ইংরাজেরা এদেশ অধিকার করিয়া অনেক দিবসাবধি ত প্রাতে ও বৈকালে স্ব স্ব কার্য্য নিষ্পাদন করিয়াছিলেন। দেশীয় জমিদার, মহাজন বণিক প্রভৃতি প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহাঁরাও কি এত নির্ব্বোধ ও হিতাহিতজ্ঞান শূন্য। ইহাঁদের কর্ম্মচারিগণের সহিত কেরাণী প্রভৃতি কর্ম্মকারকগণের শারীরিক বলবীর্য্যের তুলনা করিলে বহু বৈলক্ষণ্য বোধ হইবে। অতএব দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক নিয়ম ও সময় নির্দ্ধারণ করা রাজপুরুষগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

—৹:৹—

বিবিধসংবাদ।

১৩ ই শ্রাবণ সোমবার।

এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে লিখিতেছেন, সর্পদংশনে শূকরের কোন অনিষ্ট হয় না। শূকরেরা সর্পকে আহার করিয়া থাকে। আমেরিকার বন্য শূকরেরা রাটল্ সর্প ভক্ষণ করে, ইহার প্রমাণ আছে। সর্পের বিষে তাহাদিগের কিছু হয় কি না, ইহার পরীক্ষা আবশ্যক।

সম্প্রতি প্রধান সদর বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নূতন উকীলদিগকে খাস আপীলের বিষয়ে সাবধান করিয়াছেন। যেসকল খাস আপীল ভাল ভাল উকীলেরা গ্রহণ করেন না, মোক্তারেরা তাহা নূতন উকীলদিগের দ্বারা রুজু করাইয়া লন। কিন্তু আপীলের প্রায় ভাল কারণ থাকে না। প্রধান বিচারপতি বলেন, যখন তাঁহাদিগের অপেক্ষা বহুদর্শী ও উপযুক্ত বাবহারাজীবেরা মকদ্দমা লইতে অসম্মত হন, তখন তাঁহাদিগের তাহা গ্রহণ করা অনুচিত।

১০ আইনের মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হওয়াতে মফস্বলের মোক্তারেরা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে এই বলিয়া আবেদন করিতেছেন, যদি দেওয়ানী আদালত বিচার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন তথায় গিয়া প্রশ্নোত্তর করিবার অনুমতি পান, তাঁহারা বলেন ১৮৬৫ অব্দের ২০ আইন অনুসারে তাঁহারা রেবেণিউ এজেন্টের পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রাপ্ত প্রশংসা পত্রের বলে তাঁহারা করঘটিত মকদ্দমায় প্রশ্নোত্তরকার্য্যে অনুমত হইয়াছেন। আইনে বখন

পূর্ব্ব প্রদত্ত স্বত্ব লোপ করিতে পারে না। অত এব ভবিষ্যৎ রেবেনিউ এজেন্টদিগের পক্ষে না হউক, যাঁহারা আপাততঃ এইসকল মকদ্দমা চলাইতেছেন তাঁহাদিগের স্বত্ব না যায়। প্রদত্ত স্বত্ব লোপ করা অসঙ্গত সন্দেহ নাই, যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে কিন্তু মোক্তারেরা সুন্দররূপে মকদ্দমা চালাইতে পারেন না। তাঁহারা সত্যেতে মিথ্যার রঙ দিয়া প্রকৃত বিষয়টীকে বিকৃত করিয়া তুলেন।

বণিকদিগের আবেদনানুসারে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট রেবেনিউ বোর্ডের সম্মতি লইয়া সামান্য সামান্য দ্রব্যের শুল্ক কমাইয়াছেন।

পঞ্জাবী পবলিক ওপিনিয়ন সর জন লরেন্সের সিবিলসর্ব্বিসসংক্রান্ত ছাত্রবৃত্তি বিষয়ে বলিয়াছেন গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে যেসকল ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান ও চিকিৎসক প্রভৃতি হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা কর্ত্তব্য যে যাঁহারা কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা ক্রমশ এই টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন। তিনি বলেন যদি এইপ্রকার সতর্ক না হওয়া হয়, তাহা হইলে শ্বেতবর্ণ পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, এই কথা বলিয়া ইংলণ্ডে চীৎকার উঠিবে। এই প্রকার চীৎকার হওয়াই উচিত। কারণ আমাদিগের গবর্ণমেন্ট যেপ্রকার কাল্পনিক ও অমূলক দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া তাড়াতাড়ি একটা কাজ করিয়া বসেন, তাহা এতদ্দ্বারা নিবারিত হইবে। আমরা আরও প্রস্তাব করিতেছি, যেই এক ব্যক্তিভিন্ন যাবতীয় পরীক্ষার্থীর সচ্চরিত্রতার নিমিত্ত ১০০০০ টাকার জামিন লওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকেই কেবল এই জামিন দিতে হইবে। পরীক্ষার্থীকে আরও স্বাস্থ্য ও সচ্চরিত্রতার প্রমাণপত্র দিতে হইবে। এদেশের যে ব্যক্তি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার কথা মুখে আনিবেন, তাঁহার ১০০০০ টাকা দণ্ড হইবে, এককালে এই প্রকার আইন করিবার প্রস্তাব করিলে ভাল হইত না।

গবর্ণমেন্ট সাধারণ মতে উপেক্ষা না করিয়া কাপ্তেন আ[illegible]কে শিক্ষাবিভাগ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন।

এতদ্দিনের পর দিল্লীর পুরাতন নৌকার সেতু উঠিয়া যাইতেছে। এই সেতু রক্ষা করিতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে একটী প্রথম শ্রেণির লৌহসেতু হইত।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতার ছোট আদালতের জিজ্ঞাসা ক্রমে প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন মকদ্দমায় যদি তমাদিদোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে বিচারপতি নিজে সেই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে অনেকের সংস্কার ছিল, প্রত্যর্থী নিজে না করিলে তমাদির আপত্তি গ্রাহ্য হইত না। এসিদ্ধান্তটী যুক্তিসিদ্ধ।

গত শুক্রবার বিচারপতি ফিয়ারের বাটীতে সমাজিক বিজ্ঞানসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

রোজ ব্রৌণের হত্যার অনুসন্ধান অদ্যাপি হইতেছে। মাধব চন্দ্র দত্তকে পুনর্ব্বার শনিবার পুলিষে আসিতে হয়। গবর্ণমেন্টের আটর্ণী আর এক মাস সময় লইয়াছেন।

১৪ ই শ্রাবণ মঙ্গলবার।

রেলওয়ে বিভাগের কার্য্য অনেক বৃদ্ধি হওয়াতে গবর্ণমেন্ট এক জন অতিরিক্ত ডেপুটি কনসলটিং ইঞ্জিনিয়রকে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গ্রোট সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদত্যাগ করাতে সোসাইটি তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, অফির জাহাজ ৪০০ কাহার লইয়া অনেসলি আখাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে। জাহাজের লোকেরা কাহারদিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিয়াছে। আফিসরেরা তাহাদিগকে প্রহার করিতেন, তাহাদিগের রন্ধনের পাত্রসকলের চতুর্থাংশ কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহাদিগকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় সংকীর্ণ স্থানে রাখা হইত। এইসকল দুর্ব্ব্যবহারে এত কষ্ট হয় যে কলিকাতার নিকটে আসিলে প্রত্যহ ২।৩ জন করিয়া প্রাণত্যাগ করে। আর কিছু দিন জাহাজে থাকিলে সকলেই প্রাণত্যাগ করিতে হইত। সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। নাবিকদিগের পদাঘাত, আফিসরদিগের মুষ্টিপ্রহার, অনাহার ও সংকীর্ণ স্থানে বাস ইহাতে যে মৃত্যু হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহা হউক, যেমন হইয়া থাকে, গবর্ণমেন্ট অনুসন্ধানের আজ্ঞা দিয়াছেন। কয়েক জন ভারতবর্ষীয় কাহার প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার আবার অনুসন্ধান কি?

আগামী অক্টোবর অবধি কলিকাতার ছোট আদালতে ষ্টাম্প চলিবে। পূজা নিকট হওয়াতে মকদ্দমার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। জজেরা বলিয়াছেন, এ সময়ে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে বিশেষ গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

রবিবার রাত্রিতে এক দুরাত্মা ঠনঠনিয়ার এক বেশ্যার বাটীতে অবস্থিতি করে। এই ব্যক্তি স্ত্রীলোকটীর গলা কাটিয়া বধ করিয়া তাহার অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ অনুসন্ধান করিতেছেন। অনন্ত কাল অনুসন্ধান করিবেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজিম খাঁ কাবুলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আকুব আলি খাঁ গিজনির নিকটে আসিয়াছেন। উক্ত স্থানে আজিম খাঁর অল্পই সৈন্য আছে। সিয়ার আলি খাঁ কান্দাহারে আগমন করিয়াছেন। আবদুল রহমন খাঁ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। এরূপ জনশ্রুতি, তিনি শীঘ্র রুশীয় সেনাপতির নিকটে গমন করিবেন। কাবুলের লোকদিগের উপরে অত্যাচারের বাধ নাই।

মফস্বলাইট বলেন, পেসোয়ারস্থিত এক জন ইউরোপীয় সৈনিক তাঁহার নিকটে এক পত্র লিখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, এক জন আফিসর তাঁহার স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিবার চেষ্টায় আছেন। ঐ স্ত্রীলোককে পত্রদ্বারা আপনার বাটীতে আহ্বান করিতেছেন। মফস্বলাইট তন্নিমিত্ত এই আফিসরকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদি তিনি এই দুশ্চেষ্টা ত্যাগ না করেন তাহা হইলে তাঁহার নাম শুদ্ধ পত্র গুলি প্রকাশিত হইবে। আজি কালি সৈনিক শিবির বড় গুলজার।

সর উইলিয়ম মিয়র সম্প্রতি এক মিনিট লিখিয়া দেখাইয়াছেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অচিহ্নিত বিচারকার্য্যে ৯৭ জন ভারতবর্ষীয় ও ২ জন ইউরোপীয় নিযুক্ত আছেন। রাজস্ব বিভাগে ২০৬ জন ভারতবর্ষীয় ৬২৪ জন ইউরোপীয় রহিয়াছেন। বিচারবিভাগে পরীক্ষা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, অতএব অচিহ্নিত কার্য্যে যে শ্রেণির ইউরোপীয়েরা আছেন, সে পরীক্ষা দেওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে বড় সহজ নয়। রাজস্ববিভাগের ২০৬ জন ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে কত জন তহসিলদার ও কত জন ডেপুটি কালেক্টর? এই প্রভেদ করিয়া বেতনের সমষ্টি করিলে ইউরোপীয়দিগের সংখ্যা অধিক হইবে। সর উইলিয়ম মিয়র পঞ্জাবী দলে মিশ্রিত হইলেন, বড় আক্ষেপের বিষয়।

১৫ ই শ্রাবণ বুধবার।

প্লীহার পীড়িতাবস্থা হত্যাপরাধ হইতে মুক্তিলাভের যেমন উপায় হইয়াছে, ভৃত্যের অবাধ্যতা তেমনি বেতনদান হইতে নিষ্কৃতি লাভের অপদেশ হইয়াছে। অনেক ইউরোপীয় এই ছল পাইয়া ভৃত্যদিগকে বেতন দেন না। তাহারা তাহা চাহিতে আসিলে অনধিকার

প্রবেশ ও গালি দিবার অপরাধ দিয়া নালীশ করা হয়। মাজিষ্টেটেরাও দণ্ড দিতে ছাড়েন না। কিন্তু গত কল্য কলিকাতার মাজিষ্টেট রবার্টস সাহেব এক আশ্চর্য্য বিচার করিয়াছেন, তাহা সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। হারবার্ট নামক এক ইউরোপীয় তাঁহার আয়া ও তাহার স্বামীর নামে চৌর্য্যাপরাধের নালীশ করেন। চুরি প্রমাণ হইল না, কিন্তু যে ঘরে অপহৃত অলঙ্কার ছিল, আয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল প্রমাণ হওয়াতে রবার্টস সাহেব চুরির অপরাধে মুক্ত করিয়া অনধিকারপ্রবেশের অপরাধে আয়ার দশ টাকা জরিমানা করিয়াছেন!! ভৃত্যেরা ত প্রভুর সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়া থাকে। আয়ার কি সে ঘরে প্রবেশের নিষেধ ছিল?

গত কল্য কলিকাতার পুলিষে আর এক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে এক জন নাবিক তাহার কাপ্তেনের নামে নালীশ করে। এরূপ স্থলে সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিল না। মাজিষ্টেট তাহারই দণ্ড দিলেন। নাবিক ইহাতে নিঃশব্দে কাপ্তেনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে এক ভয়ানক ঘুষি মারিল। মাজিষ্টেট এনিমিত্ত তাহার ছয় মাস কারাবাসের দণ্ড দিয়া বলিলেন, তিনি যত দিন উত্তর বিভাগের মাজিষ্টেট ছিলেন, তত দিন এপ্রকার কাণ্ড আদালতে হয় নাই। দক্ষিণ বিভাগের পুলিষ কর্ম্মচারিগণ আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোযোগী নহেন; এ বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রধান। ঐ ঘুসিতে উক্ত বিভাগের প্রশংসাভিন্ন কি আর কোন বিষয়ের প্রমাণ হইল না?

ডেলিনিউসের দারজিলিঙস্থিত সংবাদদাতা আক্ষেপ করিয়াছেন, তথায় একটী গিরজা করিবার নিমিত্ত যে চাঁদা হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বাটী প্রস্তুত হইবে না। ভাবনা কি? গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে বল.

উক্ত পত্রপ্রেরক বলেন, এপর্য্যন্ত দারজিলিঙে ৬৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

কটক ও সম্বলপুরে ছটী বারিক হইতেছে।

বোম্বাইয়ের লাইসেন্স টাক্স কালেক্টর দোবাভাইয়ের প্রস্তাবানুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কর ধার্য্য করিয়া তালিকা দিবার ১৫ দিবসের মধ্যে যিনি সংবৎসরের কর এক কালে দিবেন, তাঁহার শেষার্দ্ধের বাটা বাদ দেওয়া হইবে। এ সময়ের পরে হইলে ইহা দেওয়া হইবে না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নয় সাধারণের গোচরিত করিয়াছেন। দোবাভাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া কলিকাতার হুইলার সাহেব এবং এ প্রদেশের আসেসরেরা জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারেন।

খোকন্দের খোদাইয়ার খাঁ ইয়ারখন্দের কুশবেগির বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিবেন। খোকন্দ রুশীয়ার অধীনস্থ; অতএব শীঘ্র রুশীয় সৈন্যগণ তিব্বতে প্রবেশ করিবে।

এবার ৮৫০০০ হাজারের অধিক যাত্রী মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপোলস্থিত দুত সুলতানকে ভারতবর্ষীয় যাত্রীদিগের কষ্টে বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন তদনুসারে কয়েক জন চিকিৎসক মক্কায় প্রেরিত হইয়াছেন। মক্কার রাস্তাসকল পরিষ্কৃত হইয়াছে। নগরের ভিতরে ময়লা রাখিবার যো নাই। আবশ্যক বিষয়ের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত ও পানীয় জলে স্বতন্ত্র পুষ্করিণী প্রভৃতি করাতে এবার পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হয় নাই। তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি পুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। পুরীতে যে কত কাণ্ড হয়, কত লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন, কাহার সাধ্য তাহা স্থির করেন।

১৬ ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়াতে নদীর জল অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এক দিবসের মধ্যে মৃজাপুরের নিকটে ৯ ফুট জল বাড়িয়াছে।

আসামের সীমাস্থিত সিঙ্কু, মিসমি, কুকি প্রভৃতি বন্যগণ সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্নর সিঙ্কুদিগের গ্রাম দগ্ধ ও তাহাদিগকে জব্দ করিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। পঞ্জাবের সীমায় এসকল কাণ্ড শত শত বার হইয়াছে; তথাপি বন্যেরা সুযোগ পাইলেই অত্যাচার করে। বন্যেরা দণ্ড স্মরণ করিবার লোক নহে। সুহৃদ্ভাবে তাহাদিগকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা হইলে অধিক কাজ হইতে পারে।

আরবের ওহাবিদিগের গৃহযুদ্ধ হইতেছে। মস্কাটস্থিত ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এ বিষয় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া বলিয়াছেন, ওহাবিরা পরস্পরের মস্তকচ্ছেদন করিলে মস্কাটপ্রভৃতি রাজ্যের সুবিধা হয়। এটী ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবক সেণ্ট জষ্ট প্রভৃতির মুখ হইতে বহির্গত হইলে ভাল শুনাইত। কর্ণেল ব্লড আইরিসদিগের উপরে অতিশয় চটা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বলিয়া যান, তাঁহার কবরের সময়ে যেন কতক গুলি আইরিসকে সুরাপানের নিমিত্ত ৫০ টাকা দেওয়া হয়। তাঁহার বন্ধুগণ এই বদান্যতা কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করাতে ব্লড বলিয়াছিলেন "আমি উহাদিগকে ভাল বাসি বলিয়া টাকা দিতেছি না; সুরাপান করিলে উহারা পরস্পরের মস্তক ভগ্ন করিবে। এই বীজ যত কমে"। কর্ণেল পেলিও ব্লডের ধাতু পাইয়াছেন!

সিমলার যে বাটীতে গবর্ণর জেনরল বাস করেন, তাহা বিক্রীত হইতেছে। সর জন লরেন্সের পর অন্য কোন শাসনকর্ত্তা বৎসরের অধিকাংশ আলস্যে যাপন করিতে পাইবেন না, এটী কি তাহার লক্ষণ?

পুনার অধিবাসীরা সর সাইমর ফিটজরাল্ডের নিকটে এই আবেদন করিয়াছেন যে সকল ব্যক্তি লিখন পঠন জানেন এবং যাঁহাদিগের বাৎসরিক টাকা আয় আছে, তাঁহারা যেন মিউনিসিপাল কমিসনর মনোনীত করিবার ক্ষমতা পান। বর্ত্তমান কমিসনরদিগের উপরে সকলে বিরক্ত। দেশের সকল স্থানেই মিউনিসিপালিটির উপরে লোকে সর্ব্বত্র বিরক্তিপ্রকাশ করিতেছেন। অতএব এবিষয়ে কোন সদুপায় অবলম্বন করা অতিশয় কর্ত্তব্য।

১৮৬৯ অব্দে সুয়েজের খাল দিয়া জাহাজ চলিবে। এই খালের আরম্ভ অবধি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রসকল ক্রমশ স্বীকার করিতেছেন, ফরাশী ইঞ্জিনিয়রেরা কৃতকার্য্য হইবেন।

এক জন ইউরোপীয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া মুসলমানদিগের নিকটে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। তিনি সম্প্রতি ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন। এ ব্যক্তি আপনাকে সুইজরলণ্ডীয় বলিয়া পরিচয় দেন। পুলিষ ইহাঁর উপর চক্ষু রাখিয়াছেন। এব্যক্তি ত রুশীয়ার চর নহেন? রুশীয় চরগণ যে পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়াছে, তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আগামী অক্টোবর মাসে মিস কার্পেণ্টর ভারতবর্ষে আসিবেন। তিনি বোম্বাইয়ে এক নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন। এই কারণ এক জন শিক্ষয়িত্রীকে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবেন। এই নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ব্যয় মিস কার্পেণ্টর নিজ হইতে এবং চাঁদা করিয়া দিবেন মিস কার্পেণ্টর দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে জানেন, তাঁহার বিদ্যালয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিবে না।

আলাহাবাদস্থিত ১০৭ গণিত ইউরোপীয় সেনাদলের লেপ্টনাণ্ট লিন ও তাঁহার স্ত্রী উক্ত রেজিমেণ্টের কর্ণেল পেটনের নামে ১০,০০০ টাকা দাবি দিয়া নালীশ করিয়াছেন। লেপ্টনাণ্ট

বলেন, কর্ণেল পেটন বলিয়াছেন, যে বিবি লিন হরিরামনামক এক জন কমিসরিএট কন্ট্রাক্টারের নিকটে ৫০০ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন। হরি রামও ১০০০ টাকার দাবিতে কর্ণেলের নামে নালীশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে লেপ্টনাণ্টের চরিত্রের অনুসন্ধানার্থ সৈনিক কমিসন বসিয়াছে। এই কমিসন রিপোর্ট না দিলে আলাহাবাদের অধঃস্থ জজ বিচার আরম্ভ করিবেন না। কমিসরিএট ও পবলিকওয়ার্ক বিভাগসম্বন্ধে কথা কহও দায়।

কয়েক মাস পূর্ব্বে জন মাকনাইট বোম্বাইয়ের এক জন প্রধান বণিক বলিয়া ল হন। তিনি ৫০০ টাকা বাটী ভাড়া দিতেন। গাড়ী, ঘোড়া, কুকুর ও ভৃত্যের সংখ্যা ছিল না। গত সপ্তাহে এই মাকনাইট সাহেব সুরাপানে অচৈতন্য হইয়া রাস্তায় পতিত থাকাতে তাঁহার দুই টাকা জরিমানা হয়। ঐ টাকা দিবার ক্ষমতা না থাকাতে সাহেবকে অষ্টাহের নিমিত্ত কারাবাসে যাইতে হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া নবাব হন। অল্প লোকে আপন অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে পারেন। অনেককে শেষে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হয়।

ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গদেশীয় উভয় গবর্ণমেণ্টই দারজিলিংপর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে সীমা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই টাকা ও যশো হরণীয়, জমা থাকুক। বিলাতের পর গমনাগমনের সুবিধাভিন্ন দারজিলিং রেলওয়ে করিবার আর ত কোন লাভ দেখিতে পাই না।

মহীসুরে বেজেষ্টরি আইন ও ১৮৬৮ অব্দের ১০ আইন প্রচলিত হইয়াছে।

বেশ্যাদিগকে পৃথক স্থানে রাখিয়া উপদংশ রোগাক্রান্তদিগকে এক চিকিৎসালয়ে রাখিবার ক্ষমতা মিউনিসপালিটিসমূহকে দেওয়া হইতেছে। এ নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করা হইয়াছে। চিকিৎসালয়ের ব্যয় মিউনিসপালিটি ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে। বেশ্যাদিগের নিকটে রেজিষ্টরির যে ফী লওয়া হইবে, তাহাতে ব্যয় কুলান হয় এমত বন্দোবস্ত করা উচিত।

ডাক্তর কেলি কাশ্মীর ও লাসার বাণিজ্যের এক রিপোর্ট করিয়াছেন, এই রিপোর্ট প্রীতিকর হয় নাই। ডাক্তর কেলির যেন স্মরণ থাকে, সকল বিষয়ে উপযোড়া হইতে গেলে তাঁহাকে যেথায় প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য বিফল হইবে। রাজা রণবীর সিংহ যেপ্রকার লোক হউন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজ করা কর্ত্তব্য।

মে মাসের শেষে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে ১১,৪৯,৭৩,১০৪ টাকা জমা ছিল জমা টাকা প্রতিবৎসর কমিতেছে। এবার আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ও ভর আছে।

ডেলিনিউস বলেন, নলহাটির শাখা রেলওয়ে ক্রয় করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটরির অনুমতি চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইহাতে অসম্মত হন, সর জন লরেন্স পুনর্ব্বার অনুরোধ করিয়াছেন। এসকল কাজ জন্ ইষ্টইণ্ডিক কোম্পানির, গবর্ণমেণ্টের নহে. এটী আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বোধ হয় না কেন?

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া রুশীয়দিগের এক ব্যবহার দর্শনে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। সুমার খন্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এমত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন, যেন উক্ত নগর প্রত্যর্পণ করিবেন। ফ্রেণ্ড এটীকে রুশীয় চাতুরী বলেন। এ বিষয়ে রুশীয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করিতেছেন. লার্ড ডেলহৌসি বলিতেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ বাসীদিগের নিকটে সুশাসনের অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি অযোধ্যা গ্রহণ করেন, কিন্তু লোকে দেখিলেন, রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব লোপ হইলে কোন সচ্ছন্দতাই প্রীতিদায়িনী হয় না। রুশীয়েরাও মধ্য আসিয়ায় এই মঙ্গল সাধন করিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের কিয়দংশকে নূতন রাইফল দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। সময়ের কি আশ্চর্য্য গতি এবং সত্যের কি মাহাত্ম্য! গবর্ণমেণ্টের এই চাটুকার এক্ষণে সেনাদল একত্রিত করিবার প্রণালীর প্রতি দোষারোপ পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের প্রতি অবিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়াছেন! এই ভাব এখন থাকিলে হয়

উক্ত পত্র সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের শিক্ষা প্রণালী বিস্তারিত করিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অগত্যা উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর টাকা ব্যয় করিতে হইবে, কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ইংরাজী শিক্ষাবৃদ্ধির বিরোধিনী হইয়াছে." সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সর জন লরেন্স বাঙ্গালীদিগের উপরে বাদ সাধিয়া ইংরাজী শিক্ষাই বন্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন। ভারতবর্ষ তাঁহার স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি করিবেন।

১৭ ই শ্রাবণ শুক্রবার।

দিল্লিতে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে কয়েকখানি বাটী ও কয়েকজন মনুষ্যের জীবন নষ্ট হইয়াছে। বহু দিবসের পর বৃষ্টি হইলে প্রায়ই অধিক পরিমাণে হয় এবং তাহা হইতে বহুতর অনিষ্ট ঘটে।

গত কল্য অবধি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগের বাটীতে প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মার্কবি, মাকফার্সন, লুইজাকসন ও দ্বারকানাথ মিত্র পাঁচ জন বিচারপতি একটী আপীল শ্রবণ করিতেছেন। সিবিলিয়ান ও এতদ্দেশীয় বিচারপরিগণ এবিভাগে প্রায় আগমন করেন না। কিন্তু বিচারপতি লুইজাকসন ও দ্বারকানাথ মিত্রের সদৃশ জজেরা আদিম বিভাগে আসিলে ইহার অলঙ্কার স্বরূপ হইতে পারেন।

২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের লোকদিগের অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। প্রায় ৩০০ দরিদ্র কৃষক রাজধানী বিভাগের কমিসনরের নিকটে আসিয়া বলিয়াছে, এমন কষ্টের সময়ে তাহাদিগের জমীদার মাতৃশ্রাদ্ধের নিমিত্ত চাঁদা চাহিতেছিলেন। জমীদারদিগের এইসকল ব্যবহারের নিমিত্তই আমরা কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসিতেছি।

আমেরিকায় কলে গোদোহন হইতেছে; সারি সারি গরু রাখিয়া প্রত্যেকের বাঁটে রবরের নল দেওয়া হয়। যাবতীয় নল একটী বৃহৎ পাত্র হইতে বহির্গত হওয়াতে দুগ্ধ তাহাতে গিয়া পড়ে। হস্ত অথবা বাষ্পদ্বারা দূর হইতে কল চলে এবং যেপ্রকার দুগ্ধ বাছুরে টানিয়া থাকে, সেইপ্রকার নলে আকর্ষণ করে। হস্ত দ্বারা দোহনের অর্দ্ধেক সময় মধ্যে এই কলে দোহন হয়। ইহার আর এক সুবিধা এই গাভীর স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া থাকে।

ঠনঠনিয়াতে সম্প্রতি মুক্তানামে যে বেশ্যা হত হয়, তাহার হত্যাকারীরা ধৃত হইয়াছে। দুই ব্যক্তি হত্যার রাত্রিতে ঐ বেশ্যার গৃহে শয়ন করিয়াছিল। বেশ্যার ভাগিনীকন্যা ও চার জন প্রতিবেশী এ ব্যক্তিদিগকে চিনিয়াছে।

১৮ ই শ্রাবণ শনিবার।

ডেলিনিউস বলেন, কিছু দিন হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মাসিক ১০৯৫ টাকা ব্যয়ে ৪৬টী ডাকঘর স্থাপন করি-

য়াছিলেন। ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হওয়াতে এগুলি চিরস্থায়ী হইয়াছে। ডাকঘর যেখানে হইবে, সেই খানেই প্রায় লাভ হইবে।

২৪ পরগণার যে জমীদার এই কষ্টের সময়ে প্রজাদিগের নিকটে মাতৃশ্রাদ্ধ বলিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছেন। তদুপলক্ষে ডেলিনিউস বলিয়াছেন "জমীদারগণ কবে কৃষকদিগের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিবেন, অথবা গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে বাধিত করিবেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা শীঘ্র করা উচিত। ফেলিয়া রাখা উচিত নহে।" ঐ ডেলিনিউস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি করিয়া কলঙ্কের বটিকা প্রয়োগ করিলেন না কেন?

কাশীর এক জন মিস্ত্রী মৃত্তিকার ভিতর একখানি তাম্রফলক পাইয়াছে। ইহাতে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় কিছু লেখা আছে। এই লেখার মর্ম্ম কি, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ স্থির করেন নাই। এখানি তত্রত্য চিত্রশালিকায় আছে। কাশীর নিকটে একটী স্থান আছে, তথায় সর্ব্বদা অলঙ্কার ও অস্ত্রপ্রভৃতি লাঙ্গলে উঠিয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এস্থানে বহুকালপূর্ব্বে একটী নগর ছিল। এস্থান খনন করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়েছে:—

৪	টাকার সিকা	৯৫৸৶০। ৯৬
৪	ঐ কোং	৯৭৶। ৯৫।০
৫	পবলিকওয়ার্ক	১০৫।৶০। ১০৫॥০
৫	ঐ কোং	১০৯৸০। ১১০
৫॥০	ঐ কোং	১১৪৸৶০। ১১৫

ইউরোপীয় সমাচার

লণ্ডন ২২ এ জুলাই। গত কল্য গিলডহাল বাটীতে সর রবার্ট নেপিয়রকে লণ্ডন নগরের অধিবাসীর স্বত্ব ও ২০০ গিনি মূল্যের এক তরবার প্রদান করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার সম্মানার্থ লাড মেয়রের বাটীতে ভোজ হইয়াছে।

সর রবার্ট নেপিয়রকে প্রশংসা করিয়া যে সকল বক্তৃতা করা হয়, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, তাঁহাকে অনেক লোক সাহায্য করেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণরের নিকটে তিনি বাধিত আছেন। যুদ্ধে যেসকল ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য গমন করে, তিনি তাহাদিগের সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে সর রবার্ট আনষ্টরার সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটকে জিজ্ঞাসা করেন, বিদায়ের পূর্ব্বতন নিয়মানুসারে যেসকল সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহাদিগকে নূতন নিয়মানুসারে স্বত্ব না দিলে কষ্ট হইবে। এবিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না? সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট বলিলেন, এমন স্থলে ব্যক্তিবিশেষের অবশ্য কষ্ট হইবে, ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। তিনি বলিলেন, এই কষ্টের একটী মাত্র প্রতিকার আছে। যাঁহারা প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রতিগমন করিলে ভরণ পোষণের টাকা ভিন্ন আপন আপন পদের বেতনের শতকরা ৭৫ টাকা পাইবেন। এই টাকা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলিলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে তিনি এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া মহাসভাকে তাহা জানাইবেন।

কমন্স হাউস টেলিগ্রাফসংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৪ এ জুলাই। গত রাত্রিতে কমন্স হাউসে স্মিথ সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরস্বরূপ সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট বলিয়াছেন, তিনি আগামী সোমবার ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব মহাসভায় প্রদান করিবেন। তিনি আরও বলিলেন হিসাবের সময় পরিবর্ত্ত করিবার মানস করা হয় নাই।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধন বিষয়ক যে দুই আইনের পাণ্ডুলেখ্য হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২১ এ জুলাই। মুঙ্গেরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ওয়াজি উল্লা পূর্ণিয়াতে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৩ এ জুলাই। ডি, এম, বারবর সাহেব মজঃফরপুরের মিউনিসিপালিটির সংকারী সভাপতি হইবেন।

ডি, এম, বারবর সাহেব ত্রিহুতের ফেরিফণ্ড কমিটির সেক্রেটারি হইবেন।

যত দিন জে, আর, মস্প্রাট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন জে, আর, আলেকজাণ্ডার সাহেব পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

এচ, হাঙ্কি সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২২ এ জুলাইয়ের গেজেটে হাঙ্কি সাহেবের পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজের পদে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

২৪ এ জুলাই। শিয়ালদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন অনুসারে দক্ষিণ পূর্ব্ব রেইলওয়ের সমুদায় অংশে ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, বি, বিম্‌স সাহেব রাজমহলের সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর হইয়া সাঁওতাল পরগণার দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৫ এ জুলাই। নিম্নলিখিত নূতন নিয়োজিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা পশ্চাল্লিখিত স্থানে থাকিবেন।

বাবু যাদবচন্দ্র গোস্বামী বি, এ, ময়মনসিংহে। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম বি, এ, শ্রীহট্টে। এ, মিলার সাহেব বাখরগঞ্জে। বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় ঢাকাতে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আপন আপন কার্য্যভার গ্রহণদিবসাবধি প্রথমশ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, এফ, বৌন সাহেব	মুরসিদাবাদে।
জি, এস, টি হারিস	হাবড়াতে।
এফ, জে, আলেকজাণ্ডার	রাজসাহীতে।
পি, এ, হমফ্রে ঐ	পাবনাতে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা যে দিবস পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে কার্য্যভার প্রাপ্ত হইবেন, সেই দিন অবধি প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ ওয়েল সাহেব এচ, এ, কক্রেল সাহেবের পরিবর্ত্তে।

ই, এচ, হুইনফিলড সাহেব আর, বি, কক্রেল সাহেবের পরিবর্ত্তে।

ডবলিউ, আর, লার্ম্মিনি সাহেব ই, ই লুইস সাহেবের পরিবর্ত্তে।

আর, ডি, হাইম্‌ সাহেব এম, এ, জে, মনরো সাহেবের পরিবর্ত্তে।

এচ, সি, বি, সি, রেবাস সাহেব ডবলিউ, বি, জি, টেলর সাহেবের পরিবর্ত্তে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

জে, ওকিনলে সাহেব মালদহে।
জে, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব যশোহরে।
এ. সি, মাঙ্গলস্ সাহেব ত্রিহুতে।
জে, সি. প্রাইস ঐ বাখরগঞ্জে।
সি, সি ষ্টিবেন্স ঐ সাহাবাদে।
আর, এচ. পার্সি ঐ বালেশ্বরে।
ই, জে, বার্টন ঐ হুগলীতে।

যে দিবস ডবলিউ. এচ. বার্ণার সাহেব শিয়ালদহ ত্যাগ করিয়া শাহাবাদের প্রথম শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন, সেই দিবস অবধি ডবলিউ, বি. ওলড্হাম সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২৭ এ জুলাই। বালেশ্বরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এচ. পার্সি সাহেব নিজ পদগুণে করদ মহলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী হইবেন।

ডবলিউ, ডেবি সাহেব কুমিল্লার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরেরা ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে নদীয়াতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু দিননাথ আঢ্য।

ঐ প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৮ এ জুলাই। জি, কে. ওবেষ্টর সাহেব বৰ্দ্ধমানের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি ও ডবলিউ সেপার্ড সাহেব অন্যতর সভ্য হইবেন।

আমাদিগের বীরভূমের সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। সে দিন নেয়াগ্রী আবাদ স্কুলের পারিতোষিকবিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুমান ৬০ টাকা মূল্যের পুস্তক বিতরিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে স্কুলগৃহে যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতির আসনে এখানকার মহারাজ আসীন হইয়াছিলেন।

২। গত ২১ এ জুলাই অপরাহ্ন ২ ঘটিকার সময় লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কাটোয়ায় উপনীত হইয়াছিলেন। ২০ এ এখানে তাঁহার আগমন হইবে, এরূপ গোলযোগ হইয়াছিল। কি কারণে ঐ দিন পৌঁছিতে পারেন নাই, বিশেষ জানা যায় নাই। এখানকার মহারাজ সপুত্রক হইয়া তাহার সাক্ষাৎকারলাভের আশায় উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে অতি সমাদরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। অনুমান ১ ঘটিকা কাল তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা হয়। ৩॥ ঘটিকার সময় গবর্ণর মহোদয় আপন ষ্টিমার হইতে কাটোয়ায় অবতরণ করিবেন, এরূপ শুনা গিয়াছিল; কিন্তু অবতরণ করা আর ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের মহারাজের সঙ্গে বিস্তর লোক, হস্তী, ঘোড়া গিয়াছিল। তাহাতে কাটোয়ায় হুলস্থুল পড়িয়াছিল। পর দিন প্রাতেই ষ্টিমার ছাড়িয়াছিল।

৩। রাইপুরে একটী রাত্রি ও একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রাইপুর, বীরভূমের অন্যান্য স্থান হইতে সভ্যতম জনপদ। এখানে অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক আছেন। ঈদৃশ স্থানে এই দুই বিদ্যালয়ের যে এ পর্য্যন্ত অভাব ছিল, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

৪। শুনিলাম, বীরভূমের সকল স্থানে সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হয় নাই। সকলেই সশঙ্কিত হইয়াছেন।

৫। এখানকার অতি নিকটে বহরান নামে এক গ্রাম আছে। শুনিলাম, সেখানে এক ব্যক্তি জালকার্য্যে অতিশয় নিপুণ ছিল। এই কার্য্যটী তাহার জীবনোপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু এত দিনে এ বিষয়টী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কাটোয়ার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট তাহাকে যন্ত্রসহ গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সে ব্যক্তি এখন বিচারাধীনে আছে।

৬। বেরমপুরের ডাকাইতির বিষয় সোমপ্রকাশে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানীয় পুলিষে তাহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। শুনিলাম, কান্দির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সেই দস্যুদলের কয়েক ব্যক্তিকে ধরিয়াছেন।

আমাদিগের নজঃকরপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

গত ৬ ই শ্রাবণ রাত্রি ৮ টার সময়ে মজঃফরপুর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আসোসিএসন ও বিজ্ঞান সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে অনেক দেশীয় বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক সমুপস্থিত ছিলেন। বিশেষতঃ এখানকার জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা সমাগত হন। সভার আড়ম্বরের ত কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু কার্য্য কিছুই দেখিতেছি না; কেবল জাঁকজমকই সার হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ সভাদ্বারা দেশের বিশেষ উন্নতিলাভ হইতে পারিবে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই এপর্য্যন্ত এমন কোন কার্য্য দৃষ্ট হইল না, যাহার নিমিত্ত সভাকে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতে পারে।

২। সাতিশয় বিষাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, ত্রিহুতের স্থানে স্থানে অদ্যাপি দাস ক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে। ঐ সকল দাসকে নফর কহে। নফরেরা প্রভুর সকল কার্য্যই করিয়া থাকে। তন্নিমিত্ত উহারা স্বতন্ত্র বেতন পায় না। কেবল সামান্যরূপ অন্ন ও বস্ত্র পাইয়া থাকে। তাহাতেই ঐ হতভাগ্যেরা যাবজ্জীবন কায়মনোবাক্যে স্বামীর আজ্ঞা বহন করিয়া থাকে। পালিত পশুর ন্যায় ইহাদের সন্তান সন্ততির উপরও স্বামীর স্বত্ব জন্মিয়া থাকে। কিছুতেই ঐ স্বত্ব নাশ হয় না। স্বামী মনে করিলে উহাদিগকে বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। ৭০।৮০ টাকায় অথবা তদপেক্ষা ন্যূন মূল্যেও দাসদম্পতী বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রকাশ্য স্থলে বড় ক্রয় বিক্রয় হয় না; কিন্তু গোপনে গোপনে অনেক স্থলে হইয়া থাকে। এক দিন কোন জমীদারের সহিত ঘটনাক্রমে আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত একটী শীর্ণকায় চীরধারী চাকর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, সে নফর। ঐ জমিদারের পিতা ঐ নফরের মাতাপিতাকে প্রথমে ক্রয় করেন। তদবধি ঐ দুর্ভাগ্যদম্পতী একবারে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে এবং উহাদের যে কয়েকটী সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারাও ঐ প্রভুর দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ন্যায়পরায়ণ ইংরাজরাজত্বের ভিতর এরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত আছে, ইহা অপেক্ষা লজ্জা, বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিকটে সবিনয়ে প্রার্থনা যাহাতে এরূপ লোমহর্ষণ কুৎসিত প্রথা অচিরে তিরোহিত হয়, তদ্বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান লইতে যত্নবান হউন।

কয়েক দিন হইল এখানে উত্তম বৃষ্টি হইতেছে। আপাততঃ আর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখিতেছি না। কৃষকেরা সানন্দে ধান্যচারা রোপণ করিতেছে।

কালেক্টরী আদালতে পুনরায় আর একটী নূতনপ্রকার জাল ধৃত হইয়াছে। আমরা কালেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করি, আদালতের পুরাতন কাগজ পত্র ভাল করিয়া পরীক্ষা করুন; তাহা হইলে আরো কত বাহির হইবে।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১৩ জুলাই লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর কালনায় আসিবেন এই নিশ্চয় হয়। সেদিন বেলা

৩ টার পর এখানকার সদর রাস্তায় লোকারণ্য, রাজপথে চৌকিদার কনষ্টেবল ও অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারগণের গমনাগমন, মহারাজ মহাতাপ চন্দ্র বাহাদুরের সিফাই ও কর্ম্মচারিগণের গঙ্গা তীরে অবস্থান এবং অন্যান্য দর্শকগণের বিশেষ কোলাহল ও শোভা হইয়াছিল। ষ্টীমা রের দমের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য। শেষে জানা গেল, গুপ্তিপাড়ার নিকট বগারাখালে ষ্টীমার চড়ায় লাগিয়া গিয়াছে। অনেক উপায়ের পর ১৫ জুলাই বেলা ৩ টার পর ষ্টীমার পুনরায় চলিতে আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত গ্রে বাহাদুর যখন কালনার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সম্মানের জন্য সকল রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ষ্টীমার চড়ায় লাগিয়া দুই দন বিলম্ব হওয়াতে তিনি এখানে উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং যিনি যে আশা করিয়া ছিলেন, সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল।

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য এসিষ্টান্ট মাজিষ্টেট জে, আর হেলেট মহোদয় এখান হইতে রাণীগঞ্জে বদলি হইলেন। ইনি যেপর্য্যন্ত এখানে আসিয়াছিলেন, সেপর্য্যন্ত এ সবডিবিজনে কোন গুরুতর অত্যাচার হইতে দেখা যায় নাই। পুলিস বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছিল, প্রজাগণ যথার্থ বিচারে বঞ্চিত ছিল না। কালনার উন্নতি সাধনজন্য ইনি উদ্যোগী ছিলেন। ইনি বাত্যা পীড়িত লোকের সাহায্যনিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রমসহকারে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে এখানে একটী উত্তম স্কুল হয়, বিধিমতে সে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু লোকের তাদৃশ যত্ন না থাকাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইনি এখানকার রাস্তাদির কাটুকপ্রথা রহিত করিয়া রাস্তাপ্রভৃতির ব্যয়ের বিষয়ে অনেক সুবিধা করিয়াছেন। ইঁহারই উৎসাহে ও যত্নে অত্রত্য সাহিত্যবিষয়ক সমাজটী স্থাপিত হইয়াছে। ইনি যেমন কার্য্যকুশল, তেমনি সুশিক্ষিত। ইঁহার প্রকৃতি এত নম্র যে অভিমান ইঁহার শরীরে আছে এমন বোধ হয় না। যিনি ইঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সিবিলিয়ান বিচারপতির মধ্যে এমন নিরভিমান ও সুশীল লোক অল্প দেখা যায়। আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না যে, ইনি চিরকালই এই স্থানে থাকুন; কিন্তু এমন সদাশয় বিচারপতি স্থানান্তরিত হওয়াতে এখানকার লোকের বিশেষ ক্ষতি হইল, একথা মুক্তকণ্ঠে কহা যাইতে পারে। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন সুতরাং এ ভাষায় ইঁহার অনেক অধিকার জন্মিয়াছে। বিচারকালে আমরা শুনিয়াছি, ইনি উত্তম বাঙ্গালা কহিয়া থাকেন। অল্প দিন হইল উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাবশত তাহাতে অনেক অধিকার জন্মিয়াছে। যাহা হউক ইঁহার সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে তিনিই এই লেখার যাথার্থ্য অনুভব ও স্বীকার করিবেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে এমন সদাশয় ও ন্যায়বান বিচারপতিকে আমরা যত উন্নত পদে আরোহণ করিতে দেখিব ততই আহ্লাদিত হইব। পরে শুনিলাম ইনি মাজিষ্টেট হইয়া যাইতেছেন। আহ্লাদের বিষয়। বাবু দ্বারকানাথ দে মহাশয় এখানকার বিচারপতি হইয়াছেন।

১২ ই শ্রাবণ রাত্রি ৮ টার সময়ে এখানে বিদ্যুৎ আলোকের ন্যায় একটা আলোক হইয়াছিল। আলোক টা সহসা উত্থিত হইয়া ৫ সেকেণ্ড মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। আলোকটী কোন দিক হইতে উত্থিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। অনেকেই ইহা দর্শন করিয়াছেন। বোধ হয়, উল্কাপাতনিবন্ধন এই আলোক হইয়া থাকিবে।

এখানকার অধিকাংশ লোকে একত্র হইয়া শ্রীযুক্ত লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এই ভাবে আবেদন করিয়াছেন যে, সব আসিষ্টাণ্ট সারজন বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই খানে থাকেন। তাঁহার বেতনের জন্য সকলেই চাঁদা দিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন। সেই চাঁদা আদায়ের গোলযোগ না হয়, তজ্জন্য উহা চৌকিদারি টেক্সের সহিত আদায় হয়, ইহাও সকলে প্রার্থনা করিয়াছেন। আবেদনকারীরা পূর্ণমনোরথ হইলে এখানকার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসম্ভাবনা।

বর্দ্ধমানাধিপতির প্রেরিত নূতন ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া আমরা সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইনি স্বাবলম্বনবিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এরূপ সদাশয় লোক থাকিলেই যথার্থ কাজ হইয়া থাকে। ক্রমে ইঁহার বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

যেমন অতিবৃষ্টিতে বাঙ্গালা দেশে হুলস্থুল লাগিয়াছে, সেইরূপ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন হাহাকার উঠিতেছিল। কিন্তু ২০ এ জুলাই রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় মুষলধারে এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আজ কালি প্রায় প্রতিদিনই এখানে অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। যে সকল শস্যের চারা শুষ্ক হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল, তাহা পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিতেছে। খাদ্য সামগ্রী এখানে এখনও দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য হয় নাই; বরং অনেক স্থানে সুলভ আছে। সামান্য চাউল ॥১। ॥২ সের দরে বিক্রীত হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্য ও ঐ রূপ।

গাজিপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডপুর (গাজিপুরের ৮ ক্রোশ অন্তর) গ্রাম হইতে, এখানকার মাজিষ্টেট আফিসে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় ১৬ জুলাই মুক্তকাবর্ষণ হইয়াছিল।

গাজিপুরের দেড় ক্রোশ পশ্চিমে সরাইয়া নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তাহাতে অন্যূন দুই শত লোক বাস করে। প্রায় এক পক্ষ কাল হইল তথায় ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দুই চারি জন করিয়া প্রায় প্রত্যহই কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। এপর্য্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা ত্রিশের কিছু অধিক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক জন নেটিভ ডাক্তরকে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার তথায় গমন অবধি মৃত্যুসংখ্যা দিন দিন অল্প হইতেছে। শুনিলাম, ২।৩ দিন হইল গাজিপুর সহরেও বিলক্ষণ উলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয়, এপর্য্যন্তও বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয় নাই। হইবেই বা কি প্রকারে? এখানকার অহিফেনবিভাগীয় ইউরোপীয় দিগের চিকিৎসার নিমিত্ত এক জন সিবিল সার্জ্জন আছেন। তাঁহাকে প্রতিবারে ১৬ মুদ্রা দর্শনী দিয়া চিকিৎসা করান সাধারণের পক্ষে কত দূর সম্ভাবিত, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতেছে। এতদ্ভিন্ন এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তাহার কার্য্য এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন দ্বারা নির্ব্বাহিত না হইয়া এক জন নেটিব ডাক্তর ও এক জন কম্পৌণ্ডর দ্বারা হইতেছে। গাজিপুর একটী সিবিল ষ্টেসন। ইহাতে অনেক ইউরোপীয় ও বাঙ্গালী ভদ্র লোক সপরিবারে বাস করিতেছেন। কিন্তু অতিশয় আক্ষেপের বিষয় যে এখানে এক জন সুচিকিৎসক নাই। গবর্ণমেণ্ট এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জিন নিযুক্ত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অভাব পূরণ করুন।

এখানকার খেয়াঘাটের বন্দোবস্তটী সাধারণের অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে। যাত্রিগণকে এক বার পরপারে যাইতে হইলে দুই পয়সা দিতে হয়। সময়ে সময়ে ঘাটওয়ালেরা তিন চারি

পয়সা করিয়াও লইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের এখানকার ঘাটওয়ালদের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত এবং যাহাতে তাহারা দীন দুঃখী দিগের নিকট হইতে সকল সময়ে এক পয়সার অধিক না লইতে পারে এরূপ নিয়ম করিয়া দিলে ভাল হয়।

—:০:—

আমাদিগের মেদনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গত ১৫ দিন ব্যাপী অতিবৃষ্টি নিবন্ধন এ প্রদেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু পুনরায় প্রায় তিন সপ্তাহকাল বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্যের আশা একেবারে রহিত হইয়াছে। হয় ত আবার কয়েক দিন অতিবৃষ্টি হইয়া নষ্টাবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহা গ্রাস করিবে।

২। একমাসপূর্ব্বে এখানে চাউলের মণ ১৷৹ ছিল, এক্ষণে ২ টাকা মণ হইয়াছে। ক্রমে মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। এতন্নিবন্ধন অন্যান্য দ্রব্যও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

৩। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন লোকের ত যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে আবার ১৭ ই জুলাই ঝড় ও প্লাবনের কথা শুনিয়া সকলে মহা শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাহা আর ঘটে নাই। তবুও সংবাদদাতাকে আমরা ধন্যবাদ দিই যে তিনি পূর্ব্বে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ কোন কোন মোকদ্দমায় হাইকোর্টের উকিল ও বারিষ্টরেরা এখানে আনীত হইতেন। কিন্তু এক্ষণে সচরাচর তাঁহারা আনীত হইতেছেন। ঘাটালের সুপরভাইজর বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে তমোলুক ডিবিজনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র গোপনে ঘাসবিক্রয়ের এক নালিস উপস্থাপন করেন, অত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ত হা সেশনে অর্পিত হয়। গত কল্য জজ সাহেবের সুবিচারে মাধব বাবু নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত হইয়াছেন। মাধব বাবুর উকিল ও বারিষ্টর আনিতে অনেক ব্যয় হইয়াছে।

৫। সময়বিশেষে অনেকের স্বভাব পরিবর্ত্ত হয়; কিন্তু আমাদের এখানকার মুন্সেফী কাছারির স্বভাব এপর্য্যন্ত সুধরাইল না। দুই প্রহরের কমে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয় না এবং ৬ টা ৫৷৹ টার কমে ভাঙ্গে না। ইহাতে সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়। কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

৬। বিনয় ও নম্রতাতে যত কার্য্য হয়, বল ও তেজঃপ্রকাশদ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ হওয়াও সুকঠিন। সেদিন অত্রত্য একটী তেজী স্নান বাবু আপন বেহারাদিগকে প্রহার করাতে তাহারাও তাঁহাকে উত্তমমধ্যমরূপে শি ক্ষা দিয়াছে।

৭। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত অন্যান্য শিক্ষক ও পণ্ডিতদিগের যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল, তাহা কয়েকজন ভদ্রলোক মিলিয়া ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষকদিগের পরস্পর অনৈক্য ঘটলে কেবল তাঁহাদিগের স্বভাব যে কলুষিত হয়, এরূপ নহে, বিদ্যালয়েরও উচ্ছেদদশা ঘটে।

৮। এখানকার জেলে পুনর্ব্বার অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। জেল ইনসপেক্টরের একটী আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী না হইলে জেলর হইতে পারিবে না। আমরা ক্রমাগত ৩।৪ টী ফিরিঙ্গী জেলরকে ত একরূপই দেখিলাম মধ্যে মেণ্ডি নামে এক জন ভদ্র খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী আসিয়াছিলেন, তিনি জেলের ব্যাপার দেখিয়া কর্ম্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। জেল এক পক্ষে জমীদারী ও অন্য পক্ষে যমালয়স্বরূপ। ধর্ম্মের প্রভেদ না করিয়া যত দিন উপযুক্ত লোক না নিযুক্ত হইতেছেন, তত দিন আর কারাবাসীদিগের পরিত্রাণ নাই।

———

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। জনশ্রুতি এই যে, এখানকার গুরুপাঠশালা সমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ গোপাল সেন বি, এ, স্বীয় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদে যাহাতে এক জন সুবিবেচক, এতদ্দেশীয়গণের পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নিযুক্ত হন, তজ্জন্য আমরা শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে প্রস্তাবিতপ্রকার এক জন কর্ম্মচারিদ্বারা উক্ত পদোচিত কার্য্য যেরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিদ্বারা তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা অল্প।

৩। পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, দীর্ঘকাল ব্যাপী বর্ষাতে ও প্লাবনে এ প্রদেশে বীজ ধান্য অনেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদিচ কৃষকেরা বিপুল শ্রমসহকারে কিছু কিছু বীজ উৎপন্ন করিতেছে; কিন্তু তাহাও যে বর্দ্ধিত হইয়া কৃষিকার্য্য সাধনোপযোগী হইয়া উঠে ইহার বড় সম্ভাবনা নাই। এক এক বার এরূপ মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া থাকে যে, বীজসকল তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। কৃষকেরা আবার সেই জল তুলিয়া ফেলিবার নিমিত্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করে যাহা হউক, এত শ্রম করিয়াও যদি তাহা শেষে কার্য্যকর হয় তবেই মঙ্গল, নচেৎ সম্বাদ পত্রসমূহে যেরূপ স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টিপ্রভৃতির সম্বাদ দেখিতে পাই, তাহাতে আগামী বর্ষের বিষয় ভাবিতে গেলে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তবে এই একমাত্র ভরসা হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে যে, যে মহাত্মার দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞতাগুণে গত দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যা জনশূন্যপ্রায় হইয়াছিল সেই মহাত্মা ভারতের পুণ্যবলে আর বঙ্গদেশে নাই।

——:০:-

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বৈদ্যবাটী গ্রামে একটী ভয়ানক জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে। একখানি পাটবোঝাই নৌকা রাইগঞ্জ হইতে আসিতেছিল। এক দিন প্রদোষকালে নৌকাখানি বৈদ্যবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রজনীযোগে গমন করিলে পাছে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় নাবিক তথায় সে দিবস নঙ্গর করিয়া রহিল। পর দিবস প্রাতঃকালে নাবিক কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে এক জন জুয়াচোর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "মাঝি! আমার এক শত বস্তা পাটের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ওজন করিয়া লইবার অবকাশ নাই, বিশেষতঃ তোমাকে গমনোদ্যোগী দেখিতেছি, অতএব আন্দাজ করিয়া একটা দর করা যাউক। নাবিক তাহার বাক্যে সম্মত হইলে, এক শত বস্তা পাটের মূল্য পাঁচ শত টাকা ধার্য্য হইল। অনন্তর ঐ ধূর্ত্ত ক্রেতা এক শত বস্তা পাট উঠাইয়া লইয়া নাবিককে উত্তমরূপ মুখ বন্ধ একটি তাম্র মুদ্রা (ডবল পয়সা) পরিপূর্ণ থলিয়া প্রদান করিল। নাবিক স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, ঐ ব্যক্তি তাহার সহিত ঈদৃশ ব্যবহার করিতেছে, সুতরাং তোড়াটী খুলিয়া না দেখিয়া অসন্দিহানচিত্তে নৌকায় প্রত্যাগমন করিল।

প্রবঞ্চক নাবিকের অজ্ঞতায় লুব্ধ হইয়া অধিকতর উপার্জ্জনলালসায় কিয়ৎক্ষণপরে তৎসন্নিধানে প্রতিগমন করিয়া কহিল, নাবিক!

তোমার নৌকায় যত পাট আছে, আমি সকল ক্রয় করিতে বাঞ্ছা করি। নাবিক তাহার বাক্যে অসম্মত হইলে ঐ পামর কহিল, "যদ্যপি আর অধিক পাট দিবে না, তবে আমার মুদ্রা ফিরাইয়া দিয়া তোমার পাট ফিরাইয়া লও।" তখনও ঐ হতভাগ্য নাবিক তাহার কাপট্যচক্র ভেদ করিতে পারিল না। কিপ্রকারেই বা পারিবে? একে ত অশিক্ষিত তাহাতে আবার তাহার এমত বিশ্বাস ছিল যে, গঙ্গা যাঁহাকে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা মোক্ষদাত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহার তীরে কেহ কখন কুকার্য্য করে না। যাহা হউক, নাবিক তাহার তোড়া ফিরিয়া দিয়া পাট ফিরিয়া চাহিলে ঐ নরাধম তোড় খুলিয়া কহিল, "মাঝি এ কি? আমার টাকা কোথায়? এত পয়সার তোড়"। এই শব্দ নাবিকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তাহার হৃদয়ে যুগপৎ অননুভূতপূর্ব্ব ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। এত ক্ষণের পর ঐ দুর্ভাগ্য ব্যক্তি জানিতে পারিল যে, সে এক জন শঠের হস্তে পতিত হইয়াছে। কিন্তু কি করে, একে বিদেশ তায় আবার উপায়হীন। অনেক চিন্তা করিয়া পরিশেষে শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেটসমীপে আবেদন করাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু তাহাদিগের যুক্তি, মুষিকের বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বান্ধিবার ন্যায় বিফল হইল। কাহার এমন সাহস নাই যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করে। এক্ষণে এক জন দয়ালু ভদ্র লোকের সাহায্যে আবেদন করা হইয়াছে। শুনিলাম, ঐ জুয়াচোর বহুকালাবধি এইপ্রকার অসৎ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছে। বৈদ্যবাটীতে পুলিষসত্ত্বেও যে ঐ পাপাত্মা স্বীয় বঞ্চনাব্যবসায়ের দৈনন্দিন উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হইতেছে, ইহাও অল্প বিস্ময়াবহ নহে। যাহা হউক, আমরা ভরসা করি, শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দুষ্টের দমন করিবেন। ডবলিউ. এচ. রাইলেণ্ড সাহেবের ন্যায় এক জন সুচতুর, শ্রমশীল, কার্য্যদক্ষ ও পক্ষপাতশূন্য মাজিষ্ট্রেটের হস্তে এই মকদ্দমার বিচারভার ন্যস্ত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত অভিপ্রেত। ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় প্রতিনিধি কালেক্টর হইয়া যেপ্রকার, দক্ষতা, স্থিরতা, চতুরতা ও পক্ষপাতশূন্যতার সহিত নাইসেন্স টাক্সের কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে সকলে ইহাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গত বৎসরের ন্যায় এবার উৎকোচস্রোত অধিক প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে না। ভরসা করি, স্থায়িরূপে ঐ পদে অভিষিক্ত হইলে ইহাঁর অধিকতর কার্য্যকারিতা লক্ষিত হইবে।

কলিকাতা
১২ শ্রাবণ
১২৭৫

একান্তবশম্বদ
জনৈক বাগবাজার বাসিনঃ।

—o—

ঘাটালসন্নিহিত প্রায় ২০ খানি গ্রামে জলপ্লাবনে যেসকল দরিদ্র প্রজার গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় ২১৪ টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তহবীল হইতে সাহায্য করিয়াছেন। পরে অনুসন্ধানদ্বারা জানা গেল, উক্ত ডেপুটী বাবু স্থানীয় ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া অবস্থানুসারে কতকগুলি দরিদ্র প্রজাকে ঊর্দ্ধ সংখ্য ১০।১৫ দশ পনর টাকাও প্রদান করিয়াছেন। যেসকল লোককে ১৫ পনর টাকা করিয়া গৃহ প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন তাহারা পাইবার যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই। ইহাতে অনেকেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন। ইহার পর ডেপুটী বাবু প্রায় ১০ দশ দিবস আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অজস্র ভ্রমণ পূর্ব্বক জাহানাবাদ মহকুমার যে যে গ্রামে জলপ্লাবনে যে যে প্রজার বিশেষ ক্ষতি ও গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, তাহাদের দুরবস্থা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তবে কেন এইসকল দরিদ্র প্রজা অদ্যাপি কিছু কিছু পায় নাই? ঘাটালের প্রজারা যেরূপ সাহায্য পাইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য গ্রামের প্রজারাও গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতে পারে। ইহারাও ত গবর্ণমেণ্টের প্রজা। গবর্ণমেণ্ট প্রজাবৎসল হইয়া এরূপ পক্ষপাত কেন করেন? ঘাটালের মডেলস্কুল গৃহটী সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। ইহা প্রস্তুত হইবার কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না। শুনিলাম, মুন্সেফী কাছারীবাটী পাকা হইবার কল্পনা হইতেছে। ৬০০ ছয় শত টাকায় কিরূপ পাকা হইবে। ইতি

একান্ত বশম্বদস্য।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরামোহন পাল বালিডাঙ্গা
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
„ „ শ্যামাচরণ বিশ্বাস গোবিন্দপুর ৫॥০
„ „ কালীচন্দ্র বসু নড়াইল
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে পৌষ ৭
„ „ শশিভূষণ চৌধুরী পাণ্ডুগ্রাম
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
যশোহর পবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূন অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ ৪০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২৭ এ শ্রাবণ। ১৮৬৮। ১০ ই আগষ্ট { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ যাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ১৷৷০

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে ষষ্ঠ খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—ঃ০ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আলাহাবাদ হইতে আমাদিগের নিকটে এই ভাবের এক পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার অনুদ্দিষ্ট ভ্রাতা তাঁহাকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি জানিতে পারিবেন। মহেশ বাবু যেপ্রকার কাতর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত তাঁহার অনুদ্দিষ্ট ভ্রাতার এরূপ ব্যবহার করা আর বিধেয় হয় না। অবিলম্বে তিনি আপনার অবস্থানাদিবৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিয়া আপনার ভ্রাতার উৎকণ্ঠা দূর ও বাটীতে প্রত্যাগমন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

—ঃ০ঃ—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ও দিল্লী রেলওয়ে।

মিরট দিয়া গতায়াত।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, একণে যাবতীয় বাণিজ্য দ্রব্য ও আরোহিগণের মিরট হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সমস্ত প্রধান প্রধান ষ্টেশনে গতায়াত হইবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ২৭এ জুলাই। } সিনিলষ্টিফেজন এজেন্সি বোর্ড

—ঃ০ঃ—

যন্ত্রস্থিত।

সত্বরে প্রচারিত হইবে।

বিধবাবিবাহ নাটক	১
রাজা হরিশ্চন্দ্র চরিত।	।০
সাহিত্যদর্পণ ৩ য় পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত	১
পূর্ব্বনৈষধ চরিত ১ ম সর্গ নারায়ণী টীকা সহিত	॥০

এক মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন ও অগ্রিম মূল্য দিবেন কেবল তাঁহাদিগকেই সাহিত্য দর্পণ ও নৈষধ এই দুই গ্রন্থের প্রকাশিত খণ্ড নিয়মিতরূপে দেওয়া যাইবে। এক মাসের পর আর স্বতন্ত্র খণ্ড বিক্রয় করা যাইবে না। এক বারে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিক্রয় হইবে।

বিক্রেয় পুস্তক।

হেমচন্দ্র কোষ	১৬
অমর, মেদিনী, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী একত্র বাঁধান	৩০
মৃচ্ছকটিক নাটক	১০
মিতাক্ষরা	১০

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

বিক্রয়ের নিমিত্ত।

গারডেনরীচ ২৪ নং বাটী।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—ঃ০ঃ—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছেঃ—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—ঃ০ঃ—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলমাদি নানা বিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। মফস্বলে ঘড়ী অঙ্গুরি ইত্যাদি পাঠাইয়া থাকি এবং পুস্তকাদিতে এক আনার হিসাবে কমিসন দি। যদি কেহ অধিক টাকার দ্রব্যাদি লয়েন তাহা হইলে ৴১০ আনার হিসাবে কমিসন পাইবেন।

	টাকা
গোলড স্মিথ পইটিকেল ওয়ার্ক	৩৮
আরেবিয়ান নাইট	৩৮
স্পেক্টেটার	৩৮
বেলেয়ার্স লেকচার	৩৮
জোসেফস ওয়ার্ক	৩৮
ইংরাজী ভগবৎগীতা	২
ইং কাদম্বরী	২

তাঁহাদিগের মত এই যেসকল পাঠশালায় তাঁহারা সাহায্য দিবেন সেখানে বাইবল পঠিত হইবে। ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহাতে সম্মতি দেওয়াতে ডিরেক্টর সম্মত হন; কিন্তু তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন, যেসকল বালকের কর্ত্তৃপক্ষ আপত্তি করিবেন, তাহাদিগকে বাইবল পাঠ করিতে বলা হইবে না। এই কথা রিপোর্ট মধ্যে থাকাতে গত মে মাসে ভারতবর্ষীয় সভা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে এতদ্বিষয়ে এক পত্র লিখেন। সভা বলেন, গুরুমহাশয়েরা গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী; অতএব তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এরূপ স্থলে মিসনরিদিগের কথায় বাইবল প্রচলিত করিয়া ডিরেক্টর গবর্ণমেণ্টের বারম্বার প্রকাশিত ধর্ম্মসংক্রান্ত নিরপেক্ষ রাজনীতির বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পল্লীগ্রামস্থ লোকদিগের সম্মতি গ্রহণ করা হয় নাই। যে শ্রেণির শিশুরা গুরুপাঠশালায় আইসে, তাহাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় মূর্খ; তাহাদিগের সম্মতি কাজের নহে। তাহারা আপনাদিগের স্বার্থ ও স্বত্ব এবং মিসনরিদিগের অভিপ্রায় ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কখন এ সম্মতি দিবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উদারভাবাপন্ন, প্রজাদিগের মূর্খতা ও ভীরুতারূপ উপায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপণ করা অথবা অন্যকে করিতে দেওয়া তাহার অনুরূপ নহে। ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপণ করিলে যেসকল অনিষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া সভা বলিয়াছেন, আজি যশোহরের মিসনরিগণ পুস্তক, মানচিত্র ও টাকা দিয়া বাইবল পাঠ করাইলেন; কল্য অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত যাজকগণ তদপেক্ষা অধিক দান স্বীকার করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করাইবেন। বিদ্যালয়ে তবে একপ্রকার নীলামের ডাক হইতে চলিল। টাকা দিলেই গবর্ণমেণ্ট যে সে সম্প্রদায়কে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে দিবেন। সভার পত্রের একাংশের প্রতি সর্ব্বসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষরূপে দৃষ্টিক্ষেপ কর্ত্তব্য। সভা বলেন, "মিসনরিবিদ্যালয়সমূহে যে আনুকূল্য প্রদান করা হয় তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেওয়া হয় না। তথাপি হিন্দু ও মুসলমানেরা যে রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান করেন, তাঁহাদিগের সন্তানগণকে খৃষ্টীয়ান করিবার জন্য সেই রাজস্ব ব্যয় করা উচিত কি না, এ বিষয়ে লোকে সন্দেহ করেন।"

মিসনরিদিগকে গুরুপাঠশালায় বাইবল পাঠনার অনুমতি দেওয়া যে অতিশয় অন্যায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইলাম, প্রক্রান্ত স্থলে ডিরেক্টর ও গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ দোষ নাই। দুই জন ভারতবর্ষীয় এই অনিষ্টের কারণ। জুনিয়র সেক্রেটারি হারিসন বলেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টর শিশিরকুমার ঘোষ প্রস্তাব করাতে ইনস্পেক্টর ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইহার অনুমোদন করেন। ডিরেক্টর তাহাতেই সম্মতি দেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর গুরুপাঠশালাগুলিকে গবর্ণমেণ্টের বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের পরিদর্শকগণ তত্ত্বাবধান করেন এইমাত্র। হারিসন সাহেব পত্রের উপসংহারকালে বলিয়াছেন, ডেপুটী ইনস্পেক্টর যে প্রস্তাব করেন, তদনুসারে এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যেরই আরম্ভ হয় নাই।

প্রস্তাবপর্য্যন্ত হইয়াই যে শেষ হইয়াছে এটী আহ্লাদের বিষয়। ডিরেক্টর নিজে ইহার সূত্রপাত করেন নাই, গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেন নাই, এটী অধিকতর আহ্লাদের কথা। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরের উপরেই দোষভার পতিত হইতেছে। এই কর্ম্মচারিদ্বয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি অতিভক্তিবশতঃ এ কাজ করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না, তাহা হইলে তাঁহারা এত দিন খৃষ্টীয়ান হইতেন। মিসনরিদিগের অনুরোধে যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন কারণের বশীভূত হইয়া স্বদেশীয়দিগের অনিষ্টসাধন করিলে যে দোষস্পর্শে, তাহা তাঁহাদিগের হইয়াছে। "বাইবল পাঠ করিলে ক্ষতি কি? সকলেই কিছু খৃষ্টীয়ান হইতেছে না; ১০০০ চাসার মধ্যে এক জন খৃষ্টীয়ান হইল; কিন্তু প্রতিমাসে মিসনরিগণ কত টাকা দিলেন; আর বাইবল পড়িলেই খৃষ্টীয়ান হইবে এমত কথা নাই।" তাঁহারা যদি ইহা ভাবিয়া কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মিসনরিদিগকে প্রতারণা করা হইয়াছে। বাইবলে অন্য পুস্তক অপেক্ষা অধিক ধর্ম্মনীতি আছে। এ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যদি কোন কাজ করিয়া থাকেন, সেটীও বৈধ হয় নাই। কেবল অল্পপাঠী কৃষীবল বালকদিগকে এই ধর্ম্মনীতির শিক্ষা দিয়া স্বদেশীয় অন্য সকলকে বঞ্চিত রাখা কি উচিত? অন্যত্র বাইবল পাঠ করাইবার প্রস্তাব করাও অন্ততঃ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। আমরা এইরূপে যে দিকে গেলাম, সেই দিকেই হতাশ্বাস হইলাম; কোন দিগেই উক্ত ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টরের পক্ষসমর্থনে সমর্থ হইলাম না। তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইয়া লোকের অপ্রিয় হইলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে ভ্রমে পাতিত করিলেন এইমাত্র। গুরুপাঠশালা গবর্ণমেণ্টের নহে, এ উত্তরটী বড় কৌতুককর হইয়াছে। যদি গবর্ণমেণ্টের না হইল, ডিরেক্টরের সম্মতি লইবার কি প্রয়োজন ছিল? পাঠশালাগুলি যদি গ্রামস্থ লোকদিগের হইল, ডিরেক্টর তৎকালে এ উত্তর দিলেন না কেন, "গ্রামস্থ

ইং হিষ্টরী অফ প্রশেষ ইন গ্রেট ব্রিটন ২॥
ইং শকুন্তলা ১
ইং হিতপোদেশ ১
পুরুষ পরীক্ষা ১
রঘুনাথস্তুন ১
প্রিয়দর্শন ১
ভরকীর ইতিহাস ১
নীতিমূল ৮০
কায়স্থ দীপিকা ১
সঙ্গীতানন্দ লহরী ।০
নৈষধ চরিত ১॥
বিদগ্ধ মুখমণ্ডল ।৶
কলিকাতার মানচিত্র (উত্তম বাঁধান) ২
দ্বারকাকেলী কৌমুদী ১॥
রাম উপাখ্যান ॥০
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত)
মানচিত্র সহিত মূল্য ১৷০
সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পদ্য ১
অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত পদ্য ২॥
শিক্ষাপ্রণালী ২
গোলকের উপযোগিতা ৮০
জানকী নাটক ১
বীরবাক্যাবলী ।০
বিধবা বঙ্গাঙ্গনা ॥০
কীচকবধ কাব্য ॥০
চরিত মঞ্জরী ১।০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী ৮
কাশীখণ্ড ৮
প্রভাসখণ্ড ১।
কলীকৌতুক নাটক ১
কবিকল্পাপ ১
রামাভিষেক নাটক ১
চন্দ্রবিলাস নাটক ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ মূল্যে বিক্রেতা

—:০:—

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা) সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ২৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পার্সেণ্ট টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

কাব্য প্রকাশিকা।

এই মাস হইতে প্রকাশিত হইল। ইহাতে সমুদায় কাব্য নাটকাদির দেবনাগর অক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অক্ষরে বাঙ্গলা অনুবাদ থাকিবে। নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রতি প্রতি খণ্ডে ।৶০ ছয় আনা এবং প্রত্যেক খণ্ডের ॥০ আট আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। যাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, ঝামাপুকুর লেন ১৫ নং বি, পি, এমস্ যন্ত্রে অথবা কালেজ ষ্ট্রীট ১১ নং বাটীতে আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে স্বতন্ত্র ডাক মাসুল দিতে হইবে।

৩ রা শ্রাবণ ১২৭৫। } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:০:—

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে।

রিভার টারমিনস্, অর্থাৎ শিয়াল-দহ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত রেলওয়ের চলাচল আরম্ভ।

হাটখোলার নিকটবর্ত্তী বাগবাজারে ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে কোম্পানির রিভার টারমিনস্ নামক রেলওয়ে, আগামী ৩ রা আগষ্ট সোমবার অবধি দ্রব্যাদি দেওন ও লওন জন্য, খোলা যাইবেক।

ইষ্টারণ বেঙ্গাল রেলওয়ে শিয়ালদহ টারমিনস ৯ ই জুলাই ১৮৬৮। } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ, এজেন্ট।

—:০:—

পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।

হাটখোলার নিকট বাগবাজারে গঙ্গার ধারে যে রেলওয়ের আড্ডা খুলিবার কথা ছিল, অনুল্লঙ্ঘনীয় কারণবশতঃ ১০ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহা হইল না।

শিয়ালদহ ১ লা আগষ্ট ১৮৬৮ } ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজ এজেন্ট

—:০:—

প্রবাদমালা।

বঙ্গদেশীয় বিবিধ জনপদ ব্যবহারমূলক। এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর গবর্ণমেণ্ট সেলেসের ৯ নং ভবনে প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ।৶০ আনা মাত্র।

—:০:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্যনিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দোপাধ্যায়

—:০:—

অনওয়াড ষ্টার অব স্কোটিয়া ওয়ার উইক এবং বৃটিস প্রিন্স জাহাজে সম্প্রতি আমদানী হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতেছেন যে উপরি উক্ত জাহাজসকলে তাঁহাদিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আমদানি হইবে তাঁহারা তাহার ইনভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয়, আমহষ্ট ষ্ট্রীট ২৩ নং ভবন মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল পরিমিত মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

সোমপ্রকাশ।

২৭এ শ্রাবণ সোমবার।

যশোহরের গুরুপাঠশালা, মিসনরিগণ ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, যশোহরের গুরুপাঠশালাগুলি মিসনরিদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে বলিয়া কিছু দিন হইল এক গোল উঠে। শিক্ষাবিভাগের গত রিপোর্টে ডিরেক্টর আটকিন্সন লিখিয়াছিলেন মিসনরিরা মানচিত্র, গ্লোব ও গুরু মহাশয়দিগকে কিছু কিছু পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

লোকেরা যে বিবেচনা করিবেন. তাহাই হইবে।”

পরিশেষে মিসনরিদিগকে কিছু বলাও আবশ্যক হইতেছে। লোকে তাঁহাদিগকে যেপ্রকার ভক্তি করেন, তাঁহারা তাহা অনবগত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তির মূল কি তাঁহারা তাহা জানেন না। তাঁহাদিগের উৎসাহ অধ্যবসায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও লোকহিতৈষিতা সেই কারণ। তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম কারণ নহে। তাঁহাদিগের উপরে ভক্তি আছে, অথচ তাঁহাদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, এইপ্রকার লোকের সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা নিজে বিদ্যালয় করিয়া বাইবল পাঠ করান তাহাতে আপত্তি নাই, তাঁহাদিগের বিদ্যালয়ে যাওয়া স্বাধীন ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু চক্রান্ত করিয়া বাইবল পাঠ করান অতিশয় নিন্দনীয়। উহা তাঁহাদিগের সদৃশ লোকের কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে মুসলমানেরা যেমন গোপনে খাদ্য দ্রব্যে গোরক্ত মিশ্রিত করিয়া হিন্দুদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবরক্রম্বির অধ্যাপনা ও অর্থলোভ প্রদর্শন করিয়া গুরুপাঠশালায় বাইবল পাঠনা সেইরূপ হইতেছে। ভারতবর্ষীয়েরা এই চক্রো ভেদ কার্য্যে অতিশয় পটু। মিসনরিরা এদেশকে সাধারণ্যে খৃষ্টীয়ান করিবার আশা ত্যাগ করুন। বিদ্যালয়ে না হউক, কত বিদ্যার্থীই বাইবল পাঠ করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে কত জন খৃষ্টীয়ান হইতেছেন? বিদ্যালয়ে পাঠ করিলেই খৃষ্টীয়ান হইবে, তাহার প্রমাণ কি? যদি কেহ কারণান্তরবশীভূত হইয়া খৃষ্টীয়ান হয়, তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি কি? সেনাপতি হিয়ার্সে ১৮৫৭ অব্দে ব্যারাকপুরস্থিত সিপাহীদিগকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা মিসনরিগণ বিস্মৃত হন কেন? বৃদ্ধ সেনাপতি বলেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম জাতির উপরে নয়, স্বাধীন ইচ্ছা, পাঠ ও সৎসংস্কারের উপরে নির্ভর করিতেছে। এইপ্রকার খৃষ্টীয়ান কি চাসা গ্রামের গুরুপাঠশালা হইতে বহির্গত হইতে পারে? এ দেশের কুসংস্কার দূর করাই মিসনরিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া স্থির করা উচিত। গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়সকলে বাইবল শিক্ষা না হইয়াও এই উদ্দেশ্যসাধন হইতেছে।

সোমপ্রকাশ, সর জন লরেন্স ও পত্রপ্রেরক।

সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা যে নীতিতে নীত হইতেছে, তাহা সহজে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সোমপ্রকাশ হঠাৎ যাঁহার নয়নপথে উপনীত হয়, তিনি মনে করেন, সোমপ্রকাশ লোকের নিন্দা লিখিতেই ভাল বাসেন, কেহ বা এরূপ ভাবেন, লোকের স্তব করাই সোমপ্রকাশের কর্ম্ম। কিন্তু কাহার নিন্দা বা সুখ্যাতি করা সোমপ্রকাশের অভিপ্রেত নয়, দোষ দেখিলেই বলিব, গুণ দেখিলেই তাহার বর্ণন করিব, এই আমাদিগের অবলম্বিত নীতি। আমরা যখন যাঁহার দোষোল্লেখ করি, শত্রুজ্ঞান করিয়া করি না; যখন যাঁহার গুণবর্ণন করি, মিত্রজ্ঞান করিয়া করি না। যাঁহার দোষ বলা হয়, তিনিই আমাদিগকে শত্রু, আর যাঁহার গুণ বলা হয়, তিনি আমাদিগকে মিত্র জ্ঞান করেন। যাঁহারা অপক্ষপাতিতাকে কার্য্যসাধনী যুক্তিরূপে আশ্রয় করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে লোকের প্রায়ই এইরূপ সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অতএব যদি কেহ কদাচিৎ দুই একখানি সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া বিপরীত সংস্কারাবিষ্ট হন, তাহা আমাদিগের বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় হয় না। কিন্তু যাঁহারা নিত্য সোমপ্রকাশ পাঠ করেন, তাঁহাদিগের বিপরীত সংস্কার জন্মিলেই অত্যন্ত ক্ষোভের হয়। বহু দিনের সোমপ্রকাশগ্রাহক নদীয়ার এক জন মিসনরি উল্লিখিতপ্রকার বিপরীত সংস্কারাপন্ন হইয়া আমাদিগকে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এইরূপ আত্মপরিচয়দানের হেতু হইয়াছে। উল্লিখিত মিসনরি রাজ্যব আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে আমরা সর জন লরেন্সের সাধুতা ও ন্যায়পরতার প্রশংসা করিতাম; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার নিন্দা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরক অতিশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এখন আর তখন বলিয়া নয়, সর জন লরেন্সের যে অংশে দোষ আছে, তদুল্লেখের অবসর উপস্থিত হইলে আমরা যেমন তাহার উল্লেখ করি, গুণবর্ণনাসময়েও তাহাতে বিরত হই না। সর জন লরেন্স অতিশয় সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ তাহার কোন সন্দেহ নাই। যেটী তিনি অন্যায় বলিয়া জানেন, পৃথিবী অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা করেন না; কিন্তু তাঁহার একটী বিষম অনিষ্টকর ভ্রম আছে। তিনি কয়েক বিষয়ে অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; কোনক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না। নিয়ম বহির্ভূত প্রণালীর উপরে দেশশুদ্ধ লোকে বিরক্ত; কিন্তু সর জন লরেন্স উহাকে ভারতবর্ষের পক্ষে মহোপকারক জ্ঞান করেন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাধারণ মতের উপরে নির্ভর করিতেছে। ইহার অর্থ এই ব্রিটিশ জাতির যে অসামান্য সাধুতা ও ন্যায়পরতা আছে, তাহাই তাঁহাদিগের এ দেশে স্থায়িত্বের কারণ। লাড বেণ্টিঙ্কপ্রভৃতি চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনরলেরা এই উদার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সর জন

লরেন্সের সংস্কার এই, যত গর্ব্ব ও বল প্রকাশ করিবে, ততই এ দেশে রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইবে। টমসন সাহেব এ দেশের উচ্চতর শ্রেণীর পরম শত্রু ছিলেন, সর জন লরেন্স সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের প্রায় সমুদায় লোকে বলিতেছেন, এ দেশে বিদ্যাশিক্ষা যত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইবে, তত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বদ্ধমূল ও দেশের মঙ্গল হইবে; কিন্তু সর জন লরেন্স লার্ড এলেনবরার ন্যায় বিপরীত সংস্কারগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সংস্কার এই, ইংরাজী শিক্ষার সমধিক প্রাদুর্ভাব হইলেই এ দেশ ব্রিটিশ জাতির হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে। প্রজাগণ স্বাধীনহৃদয় ও সাহসী হইয়া সকল কথা গবর্ণমেন্টকে বলিলে এবং গবর্ণমেন্টের দোষ দেখিবামাত্র তাহার প্রতিবাদ করিলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয়। ইংলণ্ডে গবর্ণমেন্টের নিয়মিত এক দল প্রতিবন্ধকতাকারী আছেন; কিন্তু সর জন লরেন্স ভারতবর্ষে ঐ প্রকার প্রতিবন্ধকতাকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ জ্ঞান করেন। ইউরোপীয় ও এদেশীয় বলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে প্রভেদ রাখা সর জন লরেন্সের রাজনীতি। সংস্কার ও মূল নিয়মের বিষয়ে এই গেল। কার্য্যেও সর জনলরেন্স কতকগুলি অন্যায় করিয়াছেন ও করিতেছেন। উহার মধ্যে বঙ্গদেশের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন সর্ব্বপ্রধান। দ্বিতীয়, গবর্ণর জেনরল এ দেশে আগমন করিয়া অবধি বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগকে প্রায় সকল উচ্চতর পদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন তৃতীয়, তিনি সৈনিক ব্যয় বিস্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন। চতুর্থ, তিনি খৃষ্টীয় গির্জ্জা ও খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগের নিমিত্ত ব্যয় বৃদ্ধি করিতেছেন। পঞ্চম, তিনি এতদ্দেশীয়দিগের সিবিলসর্ব্বিসে প্রবেশের দ্বারে কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন। ষষ্ঠ, উৎকলের দুর্ভিক্ষ দর্শন করিয়াও তিনি বঙ্গদেশকে এক জন গবর্ণরের হস্তে দিবার প্রস্তাবের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। সপ্তম, তিনি বৎসরের অধিকাংশ কাল পর্ব্বতবাস করাতে শাসনকার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। অষ্টম, তিনি প্রথম প্রথম যেপ্রকার কর্ম্মচারিদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, আর সেরূপ নাই। অধিক আঁটা আঁটির পর শৈথিল্য হইলে যে বিষম বিশৃঙ্খলা হয়, তাহা ঘটিয়াছে। নবম, তিনি লার্ড কর্ণওয়ালিসের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ভূমির কর বৃদ্ধিবিষয়ে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। কৃষকদিগের উন্নতি সাধন করা তাঁহার অভিপ্রেত বটে; কিন্তু যে কার্য্যে ব্রিটিশনামে কলঙ্ক হইবে, তাহা করিয়া কৃষকদিগের উন্নতি সাধনচেষ্টা বিধেয় নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলেই যে কৃষকদিগের সুবিধা হইবে, তাহাও প্রমাণ নহে। ঐ বন্দোবস্ত অব্যাহত রাখিয়া যদি কৃষকদিগের সহিত কোন প্রকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহাই কৃষকদিগের ইষ্ট ফলোপধায়ী হইতে পারে। তাঁহার আর একটী বিশেষ দোষ এই, এদেশীয় সংবাদপত্রসকল তাঁহার রাজনীতির দোষ দিলে তিনি ভারতবর্ষেশ্বরীর প্রতি বিদ্রোহাচরণ বিবেচনা করেন। ডিসরেলি সাহেবের কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিলে কি ইংলণ্ডেশ্বরীকে নিন্দা করা হয়? না বরং সে উইক রাজবংশ প্রজাদিগের রাজনীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উঠাইয়া দিতে বলিলে রাজবংশ লোপের চেষ্টা হয়? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমরা গবর্ণর জেনরলের সেক্রেটারির অথবা সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরদিগের কোন কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিলেই গবর্ণরজেনরল আমাদিগকে বিদ্রোহী বোধ করেন। ব্যক্তিবিশেষের রাজনীতির সহিত যে রাজবংশের কোন সংস্রব নাই, সেটা সর জন লরেন্সের বুঝা উচিত। তিনি অসাধুভাবে কোন কাজ করেন না তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু যখন কার্য্যে অনিষ্ট হইতে চলিল, তখন কেবল সৎ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কি করিব? সর জন লরেন্সের প্রতি দোষারোপ করিবার প্রকৃত তাৎপর্য্যই এই। আমরা অতিশয় দুঃখিতচিত্তে তাঁহার রাজনীতির প্রতিবাদ করিয়া থাকি।

আমাদিগের মিসনরি বন্ধু মেইন সাহেবের বিষয়ে যে কথা কহিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, তাঁহার বিষয়ে যত অধিক বাক্য ব্যয় করা না হয়, ততই ভাল। ধনুকে গুণযোগ হইলে তাহা নত হয়, কিন্তু শরে গুণযোগ হইলে উহা অপরের বক্ষঃস্থল বিদারণ করে। মেইন সাহেব বঙ্গদেশের অনিষ্ট সাধনবিষয়ে সেইগুণযুক্ত শরত্ব ধারণ করিয়াছেন।

আমাদিগের মিসনরি বন্ধু বলেন, আমরা বাঙ্গালিদিগকে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রাধান্য প্রদানের চেষ্টা পাইয়া থাকি। এটী তাঁহার ভ্রম। আমরা সাধারণ্যে ভারতবর্ষের নিমিত্ত শাসন সম্বন্ধীয় উচ্চতর ক্ষমতাপ্রার্থী হইয়াছি। ভারতবর্ষীয় হইলেই যে উচ্চতর ক্ষমতালাভে অধিকারী হইবে, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার গুণানুসারে ক্ষমতা দেওয়া হউক, এই আমাদিগের বক্তব্য। পত্রপ্রেরক বলেন, বাঙ্গালীরা প্রাধান্য লাভ করিলে আমাদিগের জাবা ও সুমাত্রা বাসীদিগের অবস্থা ঘটিবে। উচ্চতর শ্রেণি নিম্ন শ্রেণিকে পদে দলন করিবেন

ইহার উত্তর দানস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, ভারতবর্ষ জাবা নহে, যে কারণে জাবার অত্যাচার হয়, ওলন্দাজদিগের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সে কারণ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয়দিগকে দেশবহিষ্কৃত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। উভয়ে তুল্য স্বত্বভোগী হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করেন, ইহাই আমাদিগের মনের কথা।

আমাদিগের পত্রপ্রেরক বাঙ্গালীদিগের যে কতগুলি নিন্দা করিয়াছেন, সে বিষয়ে উপেক্ষা করাই তাহার প্রকৃত উত্তর। আজি কালি পরস্পরের নিন্দা করা বঙ্গভূমির একটী প্রধান অভিনেয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদিগের পত্রপ্রেরক যে আর একটী কথা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত কৌতুককর। যে দেশে ঈশ্বর যেপ্রকার গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, তাহার প্রতি ঘৃণা করা আর ঈশ্বরকে অভক্তি করা সমান। এ কথা ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক জন পাদরির মুখেও ভাল শুনায় না। রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এটী এক্ষণে রুশীয়াভিন্ন আর কোন সভ্য দেশে স্বীকৃত হয় না। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের প্রতিনিধি; প্রজার অভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেণ্টকে কাজ করিতে হইবে; এক্ষণকার মত এই। আমাদিগের মিশনরি বন্ধুর মতে কাজ করিলে কস্তুইস্কো, ওয়াশিংটন, গারিবল্ডিপ্রভৃতিকে মহাপাপী বলিতে হয় এবং সেই সেকেলে "বিধির লিখন কে করে খণ্ডন" নীতিটী শিরোধার্য্য করিয়া ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রকে জাহ্নবীজলে নিক্ষেপ করিতে হয়। মিসনরি বাবুরা নিশ্চয় জানিবেন, শাসনকর্ত্তৃপক্ষের ভ্রম প্রদর্শন করিলে তাহাকে ঘৃণা বলে না। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের অনেকে বাঙ্গালীদিগকে যেপ্রকার ভাবেন, তাঁহারা যদি বাস্তবিক সেইরূপ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাহিরে গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়া গোপনে তরবারি শাণিত করিতেন। আমরা এপ্রকার হই এই কি পত্রপ্রেরকের ইচ্ছা? সত্য কথা কহিলে কি ইংরাজেরা এক্ষণে রাগ করিতে শিখিতেছেন? যথার্থ কথা কহিলে যদি তাঁহারা রাগ করেন, আমাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখা যে ভাল ছিল। তাহা হইলে তাঁহারা সুখী হইতেন, আমরাও সুখী থাকিতাম।

রামদুলাল দে (১)।

লালা বাবু ও দুলাল সরকার প্রভৃতি কয়েকটী নাম এ দেশের আবালবৃদ্ধ বনিতার পরিচিত; কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই উদাহৃত হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, রামদুলাল এ দেশের এক জন প্রধান ও বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন। অনেকে ইহঁার নাম শুনিয়াছেন সত্য; কিন্তু অনেকে ইহঁার জীবনবৃত্তান্ত অবগত নহেন। বড় লোকের জীবনচরিত পাঠে কেবল যে মহোপকার লাভ হয়, এরূপ নয়, লোকের স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৃপায় আমাদিগের সেই কৌতূহল নিবোদনের একটী উপায় হইয়াছে। গিরিশ বাবু মার্চ্চ মাসে (১৮৬৮) রামদুলালের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া হুগলী কালেজ হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা সম্প্রতি পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা দুলাল সরকারের জীবন চরিত অবগত হইয়া যেমন প্রীত হইলাম, গিরিশ বাবুর লিপিনৈপুণ্য দর্শনেও তেমনি প্রীতিলাভ করিলাম।

(১) ইনি দুলাল সরকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

উভ। উভয়ের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে।

রামদুলালের অনেকগুলি অসামান্য গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কপর্দ্দক মূল্যেরও সম্পত্তি ছিল না; কিন্তু রামদুলাল মৃত্যুকালে কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। তিনি ঐ ধন চৌর্য্য, অপহ্নব অথবা অন্যবিধ কুক্রিয়া করিয়া উপার্জ্জন করেন নাই; আপনার অসামান্য পরিশ্রম, বুদ্ধি ও সাধুতাগুণপ্রভাবে অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পাঠকগণ ইহাতেই তাঁহার ক্ষমতা অনুমান করিয়া লইবেন।

রামদুলালের পিতার নাম বলরাম সরকার। দমদমার নিকটে রেকজানি নামে একখানি গ্রাম আছে, ঐ স্থানে তিনি বাস করিতেন। গুরুমহাশয়গিরি তাঁহার জীবনোপায় ছিল। গুরুমহাশয়গিরিতে যত লোকের সঙ্গতি ও সুখস্বচ্ছন্দ হয়, তাহা আমাদিগের পাঠকগণের অবিদিত নাই। বলরাম সে সম্প্রদায়ের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বাসার্থ এক কুটীর ছিল। তিনি ছাত্রদিগের নিকটে যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইতেন, তাহাতে কথঞ্চিৎ দিনপাত করিতেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অতিশয় উপদ্রব (বর্গির হাঙ্গাম) ছিল। ১৭৫১।৫২ অব্দে যখন উহারা বঙ্গদেশে আগমন করে, তৎকালে রামদুলালের পিতা প্রাণভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। তখন তাঁহার পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। পলায়নকালে পথিমধ্যে রামদুলালের জন্ম হইল। তাঁহার মাতা পিতা দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না; তিনি স্বল্প কাল মধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতামহাশ্রয়। তিনি সেই খানে গিয়া তাঁহার মাতামহের আশ্রয়গ্রহ হইলেন। তাঁহার মাতামহের নাম রামসুন্দর বিশ্বাস। তিনিও অতিশয় দরিদ্র

ছিলেন। তিনি মুষ্টিভিক্ষা করিয়া এবং তাঁহার স্ত্রী ধান ভানিয়া জীবন ধারণ করিতেন। কিছু দিনপরে মদনমোহন দত্তের বাটীতে তাঁহার মাতামহীর পাচিকা কর্ম্ম হইল। মদনমোহন দত্তের তখন সৌভাগ্যের সময়। তিনি পরমিটের দেওয়ান ছিলেন। শত শত লোক তাঁহার গৃহে আহার ও অবস্থান করিতেন; দ্বার অবারিত ছিল। রামদুলাল তাঁহার মাতামহীর সঙ্গে গিয়া ঐ স্থানে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নৈসর্গিক বিনয় নম্রতাদি গুণ ছিল; তিনি ক্রমে মদন দত্তের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মদনদত্তের পুত্রদিগের সঙ্গে তিনি লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বল্পকালমধ্যে বাঙ্গালা উত্তমরূপে শিখিলেন, অঙ্কে বিলক্ষণ পটু হইলেন এবং ইংরাজী কহিতে শিখিলেন। রামদুলালের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে পরিপূরিত ছিল। কিরূপে তিনি তাঁহার মাতামহের কষ্ট দূর করিবেন, তাঁহার এই চেষ্টা হইল। তখন তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম। তিনি তাঁহার সহায়ের নিকটে একটী বিলসরকারী কর্ম্মের প্রার্থী হইলেন; তাঁহার কর্ম্ম হইল। তিনি যেমন শ্রমসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি তেমনি সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। অতঃপর যেরূপে তাঁহার উপরে সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অনুকূল দৃষ্টি পতিত হইল, অতঃপর পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।

তাঁহাকে সর্ব্বদাই দ্রব্যসামগ্রীর পরীক্ষার্থ ডায়মণ্ডহারবরে যাইতে হইত। যে সকল জাহাজ জলমগ্ন হইয়া টালার নীলামে বিক্রয় হইত, তিনি তাহার অবস্থা ও মূল্যাদিবিষয়ের অনুমান করিতেন। একদা এক বৃহৎ বোম্বাই জাহাজ জলমগ্ন হয়। রামদুলাল তাহার অবস্থানাদি বিবরণ যত্নপূর্ব্বক জানিয়া আসিয়াছিলেন, উহার অব্যবহিত পরেই এক দিন তাঁহার নিয়োজয়িতা টালার নীলাম হইতে তাঁহাকে কতকগুলি দ্রব্য কিনিয়া আনিতে বলেন। যেসকল দ্রব্য ক্রয় করিতে বলা হয়, তিনি নীলামে উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া যায়। রামদুলাল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নীলামকারী একখানি জলমগ্ন জাহাজের বিক্রয়ার্থ ডাকিতেছেন। তিনি মনে করিলেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে যে জাহাজ দেখিয়া আসিয়াছেন, এ সেই খানি হইবে। তাঁহার নিকটে ১৪০০০ টাকা ছিল। তিনি উহা ক্রয় করিলেন। অব্যবহিত পরেই এক জন ইংরাজ ঐ জাহাজ ক্রয় করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন, তিনি শুনিলেন, উহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি রামদুলালকে অন্বেষণ করিয়া প্রায় লক্ষ টাকা লাভ দিয়া উহা ক্রয় করিলেন। যে টাকায় ঐ লাভ হইল তাহা রামদুলালের নিজের নয়, ঐ লাভ তাঁহার প্রভুই পাইবেন, এই স্থির করিয়া ঐ টাকা তাঁহার নিকটে নিয়া উপস্থিত করিলেন। মদন দত্তও মহানুভব ছিলেন তিনি রামদুলালের সরল ও বিশুদ্ধ ভাব দর্শনে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া ঐ টাকা তাঁহাকেই দিলেন।

—:০:—

শোণপুরের মেলা।

এই মেলাটী অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে দর্শনযোগ্য অনেক পদার্থ আইসে। ইহা অক্টোবর মাসে হইয়া থাকে। সময় সন্নিহিত হইয়াছে বলিয়া ছাপরার প্রসিদ্ধ উকীল বাবু কেশবলাল ঘোষ ইহার একটী বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া আমাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। মেলা বসিবার স্থানের এক মানচিত্রও প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য এই, তাঁহার বান্ধবগণের অনেকে ঐ মেলাদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মেলাস্থলে উপনীত হইয়া হতাশ্বাস হইতে হইবে, যদি কেহ এরূপ মনে করেন, এই নিমিত্ত তিনি অগ্রে উহার সবিস্তর বিবরণ লিখিয়া সাধারণের গোচর করিতেছেন। তিনি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তাঁহার কোন আত্মীয় ও বান্ধব ঐ মেলা দেখিতে যান এবং অগ্রে তাঁহাকে জানান, যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তিনি এপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। আমাদিগের সুবিধা না হওয়াতে মানচিত্রটী প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বিবরণটা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

১ নং। ঘোড়ার হাট। ময়দান অনুমান দুই মাইল। এই ময়দানে নানাপ্রকার পশ্চিমদেশী, হরিদ্বারী, দক্ষিণী, পঞ্জাবী, কাবুলী প্রভৃতি উত্তম উত্তম অশ্ব শ্রেণীবদ্ধরূপে অতি সুচারু শৃঙ্খলায় বদ্ধ থাকে। প্রায়ই সকলের পৃষ্ঠদেশ আস্তরণদ্বারা মণ্ডিত দৃষ্ট হয়। ক্রয়কারীরা গমন করিলে বস্ত্র উত্তোলন করিয়া সওদাগরেরা অশ্বের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করায়; এই স্থানে ভ্রমণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কোন অশ্বটী ভাল তাহার নির্ণয় করা দুরূহ হয়।

২ নং। এটীও ঘোড়ার হাট। ইহাতেও বড় বড় অশ্ব থাকে। এ ময়দানটীও তিন মাইলের ন্যূন হইবে না।

৩ নং। টাটুর বাজার। এ চড়াটি দুই মাইলের ন্যূন নহে। এই ময়দানটী টাটুতে পরিপূর্ণ থাকে; কিন্তু টাটুবিক্রেতারা আপন আপন টাটু শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় করিবার লালসায় অতি দ্রুতবেগে দিগ্বিদিক শূন্য হইয়া দৌড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। সুতরাং এ স্থানটী মনুষ্যের গমনাগমনের পক্ষে অতি কষ্টকর হয়। যেরূপ সন্ধ্যার সময় কলিকাতার গড়ের মাটের রাস্তায় এবং চৌরঙ্গিতে সাহেবদের ফেটীং ও জুড়ির আশঙ্কায় এবং দিবসে বড় রাস্তায় ছেকড়া গাড়ির ভয়ে মনুষ্যকে প্রতি নিমিষে চকিত ও সাবধান হইয়া পদনিক্ষেপ করিতে হয়, এখানে সেইরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসা ভার হয়।

৪ নং। এ ময়দানটী গবর্ণমেণ্টের নানা স্থানের সুজাতীয় অশ্বশাবকসমূহে পরিপূর্ণ। ঐসকল অশ্ব নিলামে বিক্রীত হয়। কখন কখন অতি উচ্চ মূল্যের অশ্বসকল অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের অকর্ম্মণ্য অশ্বসকল এখানে বিক্রীত হয় বটে; কিন্তু সেগুলি গাড়ী, ঘুড়িপ্রভৃতি ব্যবহারে অতি প্রশংসনীয়, ইহাদিগের কার্য্য কৌশল এবং চমৎকার সুশিক্ষা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের সুশিক্ষায় অশ্বগুলি এমনি সুশিক্ষিত থাকে যে, বিগলের শব্দে সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে থাকে। দানা খাইবার পূর্ব্বে; দানা খাওয়া শেষ হইবার পূর্ব্বে, জলপানের পূর্ব্বে, গাত্র মার্জ্জনের আরম্ভের পূর্ব্বে গাত্রমার্জ্জন শেষ হইবার পূর্ব্বে, বিগলধ্বনিদ্বারা সঙ্কেত করা হয়, অমনি অশ্বগণ সুশিক্ষিত মনুষ্যাপেক্ষাও সুশৃঙ্খলা ও সত্বর গতিতে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তৎ তৎ কালে সহস্র সহস্র অশ্বের এককালীন আহারজন্য প্রস্তুত হওয়া আহার সমাধি, জলপান, গাত্র মার্জ্জনজন্য প্রস্তুত হওয়া এবং শয়ন উপবেশন প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য কলাপ নিমিষের মধ্যে নির্ব্বাহ করিতে দেখিলে বিস্ময় কূপে নিমগ্ন হইতে হয়। ইংরাজদিগের কি চমৎকার শিক্ষাকৌশল! পশুগণকেও মনুষ্যবৎ করিয়া তুলিয়াছে। সমর ক্ষেত্রস্থ অশ্ব বলদ, হস্তি, উষ্ট্র প্রভৃতি সামরিক জন্তুগণের রণ পাণ্ডিত্য, যুদ্ধশিক্ষা এবং গতি ও কার্য্য কৌশল দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়, তাহারা শত্রুবর্গের গোলাগুলির আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য রণভূমিতে এরূপ বসিয়া ও শুইয়া পড়ে এবং কার্য্যকালে এমনি সত্বর উত্থিত ধাবিত ও চতুর্দ্দিকে চালিত হয় যে, তাহা দৃষ্টিগোচর না করিলে বর্ণন দ্বারা লোকের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

৫ নং। এ ময়দানটী টাঙ্গন এবং টাটু ঘোড়ায় পরিপূর্ণ। ভুটান, নেপাল, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, সিকিম, দারজিলিংপ্রভৃতি নানা স্থানের উত্তম উত্তম সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় অথচ শ্রমসহিষ্ণু অশ্বসকল এ স্থলে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এই দুই স্থানও দুই মাইলের ন্যূন হইবে না।

৬নং। হস্তীর বাজার। এ বাজারটী গণ্ডকী নদীর ধারে একটী আম্রের বাগানে হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক হস্তীর আমদানি হয়। এমন কি কখন কখন দুই সহস্রপর্য্যন্ত হস্তী একত্রিত হয়। মদমত্ত হস্তিসমূহের নিনাদে সে স্থান কম্পিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তিশাবকসমূহের ক্রীড়াদর্শনে অত্যন্ত আমোদ হয়।

৭ নং। এই স্থানে কলিকাতা, পাটনা, কাশী, দানাপুর এবং অন্যান্য বহুদূর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের নানা প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে। এতদ্দ্বারা ময়দানটী অতি চমৎকার শোভা ধারণ করে।

৮ নং। গরুর বাজার। এ বাজারটী এক ধারে অতি প্রশস্ত চড়ার উপর হইয়া থাকে এত গরু একত্রিত হয় যে গণনা করা দুঃসাধ্য। মহাভারতের বিরাটরাজের গোষ্ঠের বর্ণন এ স্থলে মনে পড়িয়া যায়। গরুসকল এরূপ পরস্পরস্পর্শী হইয়া দাঁড়ায় যে, মাঠটী শ্বেত বর্ণ হইয়া যায় এবং যৎকালে তাহারা পরস্পর গাত্রচালন করে, তখন অবিকল জলহিল্লোলস্বরূপ বোধ হয়। শোণপুরবাসীরা প্রকৃত ডাকাইত। ইতিপূর্ব্বে দিবা দুই প্রহরে সর্ব্বসমক্ষে ডাকাইতি করিয়া জিনিস পত্র পশু পক্ষী কাড়িয়া লইত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে সেরূপ গোল নাই; তথাপি বদমাইসি ছাড়ে না; সুযোগ পাইলেই একটী শূকরের ছানা ধরিয়া দ্রুতবেগে সেই গোমণ্ডলমধ্যে এমনি নিক্ষেপ করে যে, শূকরের ছানা গরুর মধ্যে পড়িয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে; গরুসকল তাহাতে ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করে, এই অবসরে বদমাইসেরা গরুসকল ধরিয়া নানা স্থানে গোপন করিয়া ফেলে।

৯ নং। এই ময়দানে এতদ্দেশীয় এবং বিদেশীয় রাজগণ অতি সমারোহে তাম্বু সামিয়ানাপ্রভৃতি খাটাইয়া বস্ত্রগৃহে বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁদের এক এক জনের আবাসজন্য প্রায় ২০।২৫ বিঘা ভূমি আবদ্ধ হয়। সমুদায় রাজোচিত আড়ম্বর সকলের সঙ্গেই থাকে। ইহাদের দ্বারাই মেলার অধিকাংশ শোভা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।

১০ নং। এই ক্ষুদ্র স্থানটীতে পাদরি সাহেবেরা আপন আপন দল বল লইয়া অবস্থান করেন। এখানে প্রায় ১৫ দিবসপর্য্যন্ত পৃথক পৃথক দলবদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়ান। এখানে [illegible] জনতা হইয়া থাকে, [illegible]রূপ জনতা প্রায় অন্যত্র হয় না; সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের বিলক্ষণ সুবিধা বলিতে হইবে। যাহা হউক ইংরাজদের ধর্ম্ম নিষ্ঠা ধর্ম্মচর্চ্চা ধর্ম্মচিন্তা ধর্ম্মানুরাগ লোক হিতৈষিতা ও শুভচিন্তাশীলতাপ্রভৃতির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহারা আত্মীয়, বন্ধু পরিবার স্বদেশ সুখসৌভাগ্য সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল জগদীশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ এই মহাভীষণ সমুদ্র পার হইয়া এত দূর আগমন করিয়া কেবল নিঃস্বার্থ পরহিতে বিব্রত থাকেন, কিন্তু আমাদিগকে কি আর অধিক ধিক্কার দিব, আমরা এ দেশের মনুষ্য হইয়া এ দেশের মনুষ্যবর্গের ধর্ম্মোন্নতির একবারও চিন্তা করি না। আমাদিগের দেশের অজ্ঞান তিমির বিনাশক উন্নত ব্রাহ্মসম্প্রদায়িক ভ্রাতৃবর্গ কি করিতেছেন? তাঁহাদের কি এসকল স্থানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করা কর্ত্তব্য নয়? বোম্বাইয়ের অতুল ঐশ্বর্য্যবান ধনিগণভিন্ন কি এতদ্দেশীয় সামান্য ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণের যোগ্য নহেন? আমি বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে অনুরোধ করি, তিনি আগামী মেলায় শোণপুরে শুভাগমন করিয়া কিঞ্চিৎ ধর্ম্মচর্চ্চাদ্বারা এতদ্দেশীয় ধর্ম্মান্ধগণের অজ্ঞান তিমির নাশ করেন।

১১ নং। এ স্থানটী দীর্ঘে ৩ মাইল হইবে। সমস্ত স্থান আম্রবৃক্ষে আচ্ছাদিত, দেখিতে অতিশয় রমনীয়, এই স্থানটীতে প্রায় ২০০০ হাজার ইংরাজ সপরিবারে নানা দিগ দেশ হইতে আসিয়া শৃঙ্খলপূর্ব্বক বস্ত্রগৃহসকল নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। তাঁহারা এমনি সুন্দর প্রণালীপূর্ব্বক আপন আপন বাসস্থান

প্রস্তুত করেন যে, সাহেবের বাসা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে, সকল সাহেবেরা আপন আপন আবাসের চিহ্ন অথবা নামাঙ্কিত করিয়া রাখেন এবং এক একজন ইংরাজ এরূপ সমৃদ্ধিসহকারে অবস্থান করেন যে বাগানটী অমরপুরী বলিয়া বোধ হয়। প্রায় সমুদায় বস্ত্রগৃহই সুসজ্জিত ও আলোকমালায় সুশোভিত থাকে। গান, বাদ্য, নৃত্য, আমোদ, প্রমোদ, যেন তথায় মূর্ত্তিমান হইয়া [illegible] বিরাজ করিতে থাকে, বাগানের মধ্যে কলিকাতা অপেক্ষাও প্রশস্ত একটী সদর রাস্তা এপার হইতে ওপারপর্য্যন্ত খোলা থাকে। পথটী মেলার পূর্ব্বে বিলক্ষণ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন করা হয়। সেই পথে ইংরাজদের গাড়ি, ঘোড়া, জুড়ি, ফিটান প্রভৃতি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কলিকাতার গড়ের মাঠের ন্যায় চলিতে থাকে। বলিতে কি এত ইংরাজের জনতা এ দেশের কোন মেলায় হয় না। বাঙ্গালা, আগরা, পঞ্জাব, অবধি নাগপুর প্রভৃতি প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ হাকিমেরা আগমন করিয়া থাকেন। বেহার প্রদেশের জেলাসকলের হাকিমেরা এক কালে ঝাঁটিয়া বাহির হন, জেলাতে দুই এক জন সামান্য হাকিম কেবল রক্ষণাবেক্ষণার্থ থাকেন। এক্ষণে রেলওয়ে চতুর্দ্দিকে হওয়াতে এবং দীর্ঘকাল আফিসসকল বন্ধ থাকাতে কলিকাতা আগরা লাহোর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি রাজধানীর বড় বড় সিভিলিয়ান বারিষ্টার, ইত্যাদিও আগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ক্রমে বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ হইতেও দেশ বিদেশীয় ভোগবিলাসিগণের আগমন হইবার সম্ভাবনা।

১২ নং। ঘোড়দৌড়ের ময়দান। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক বা দুই হাজার টাকা বাজী রাখিয়া তিন বার করিয়া ঘোড়দৌড় হয়। প্রায় ১৫।২০ দিন এরূপ ক্রীড়াতে যায় সুতরাং ন্যূনাধিক ৪০।৪৫ কাত সর্ব্বশুদ্ধ ঘোড়দৌড় হয়। ঘোড়দৌড়ের সময় সিগৌলি মোকামের সোওয়ারেরা এবং পুলিষ প্রহরিগণ স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া শান্তিরক্ষা করে। এক এক বার বাজি হইলেই দানাপুর মিলিটারি ক্যাম্প হইতে সমাগত গোরা বাদ্যকরেরা সুমধুর ইংরাজী বাদ্য আরম্ভ করে, আবার বাদ্য বন্ধ হইলেই ঘোড়দৌড় আরম্ভ হয়। যেদিবস ঘোড়দৌড় হয় তাহার পরদিবস ঘোড়দৌড়ের কণ্ড হইতে [illegible]রোহে ইংরাজদের খানা হয় [illegible]তে নাচ ঘরে বিবিদের নৃত্য হয়। ঘোড়দৌড়ের রাস্তাটী ৩ মাইল হইবে। এই চক্রাকার ঘোড়দৌড়ের প্রশস্ত মাঠ হরিতবর্ণ তৃণে আচ্ছাদিত। সাহেবেরা সন্ধ্যার সময় এই ঘোড়দৌড়ের রাস্তায় শকটারোহণে বায়ুসেবন করেন এবং অনেকে ৩ টার পর তৃণাচ্ছাদিত মাঠে বেটসবল ক্রীড়া করিয়া স্বাস্থ্যবৃদ্ধি করেন।

১৩ নং। এটি নাচঘর। ইহাতে সাহেব বিবিরা রাত্রি ৯ টা অবধি ১২ টা পর্য্যন্ত নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। গোরাবাদ্যকরেরা বাদ্য করিয়া থাকে। এখানে ইংরাজীভিন্ন এদেশীয়ের গমনের অধিকার নাই।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

২০এ শ্রাবণ সোমবার।

গত বৎসর দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে ১০,৬৯,২১,৮৮০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল ইংলণ্ড যেমন ধনী দানও তেমনি সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপাদিতে যে ব্যয় হয়, তাহার সমষ্টি করিলে ভাল হয়। পরিণামে তদ্দ্বারা একটী মহৎ কার্য্য সাধন সম্ভাবনা আছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একান্নভুক্ত পরিবারের সকলের আয় একত্রীভূত করিয়া লাইসেন্স টাক্স নির্দ্ধারিত করা হইবে।

সর ষ্টাফোর্ডনর্থ সম্প্রতি লিখিয়াছেন, এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ পুলিষে প্রবেশ করিলে সৈনিক পেন্সন পাইবে না। সৈন্যগণ যত আপনাদিগের কাজ ত্যাগ করিয়া অন্য কাজে না যায়, ততই ভাল।

আগামী নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনরল লাহোরে একটী দরবার করিবেন। উহা শালগ্রাম সেবার ন্যায় নিত্য হইয়া পড়িল, উহার আর চমৎকারিত্ব নাই।

গ্রে সাহেব একটী উত্তম কাজ করিতেছেন। তিনি মফস্বলে গিয়া স্বচক্ষে সকল দর্শন করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি কৃষ্ণনগরে জমীদারদিগের আহ্বান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা, নীলের চাস ও ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ঘটিত মকদ্দমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। কালেক্টরদিগের হস্ত হইতে ১০ আইনের মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে লইয়া যাওয়া উচিত কি না, তাহা তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, জমীদারেরা একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন।

গত শনিবার পোর্ট কানিঙ কোম্পানির এক অধিবেশন হয়। এই সময়ে সভাপতি সুইন হো সাহেব বলেন, শিলার সাহেবের সহিত বিবাদ করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। তিনি যখন কোম্পানির টাকায় ভূমি ক্রয় করিয়া উচ্চতর মূল্যে কোম্পানিকেই বিক্রয় করেন, তখন তিনি যে মন্দ কাজ করিতেছেন এরূপ বিবেচনা করেন নাই; কিন্তু আইন অনুসারে তাঁহাকে দোষী বলিতে হইবে। শিলার সাহেব কুপিত হইয়া ইংলণ্ড হইতে যখন প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া কঠিন হইয়াছিল। শিলার সাহেব যদি ক্ষতি পূরণ করেন, তাহা হইলে এখন অনায়াসে মীমাংসা হইতে পারে। আর বাড়াবাড়ি না করিয়া শিলার সাহেবের বন্ধুভাবে মীমাংসা করাই উচিত।

হালিসহরে "পরস্পরের শুভাকাঙ্ক্ষী" এই নাম দিয়া এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভ্যগণ পরস্পরের সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এপ্রকার সভা প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সভ্যগণ দেখিবেন শেষে যেন সভার কার্য্য দলাদলিতে পর্য্যবসিত না হয়।

এবার মধ্য ভারতবর্ষের রাস্তার নিমিত্ত অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, প্রধান রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ হইলে পর মধ্য ভারতবর্ষের আয় অনুসারে এ বিষয়ে ব্যয় করা হইবে। আয় অনুসারে ব্যয়ের বন্দোবস্ত হইলে কেবল যে অমিতব্যয়িতা দোষ নিবারণ হয় এরূপ নয়, আক্ষেপ করিবার কারণ থাকে না।

উক্ত পত্র বলেন, প্রতাপগড়ের ডেপুটী কমিসনর আর, এম, কিঙ ইংলণ্ডে গমন করাতে তত্রত্য লোকেরা এই সদাশয় কর্ম্মচারীর সম্মানার্থ সভা করিয়া এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়দিগকে তিনি যে বন্ধুভাবে সর্ব্বদা সমাদর করিতেন, তাহার উল্লেখ করিয়া কিঙ সাহেবের হিতৈষিতার বর্ণন করা হইয়াছে। কিঙ সাহেব সাধারণের উপকারার্থ রাস্তা, বাজার ও কতকগুলি উদ্যান করিয়াছেন। মদের কারখানাটী নগরের মধ্যে থাকাতে

লোকের কষ্ট হইত, তিনি তাহা দূরে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে এক জন সিবিল সর্জন আসিয়াছেন। অনেক জমীদারী নষ্টপ্রায় হওয়াতে কিড সাহেব সেগুলিকে ওয়ার্ড আদালতের হস্তে দিয়া রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত ভূমির বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক হইয়াছে। এই অভিনন্দনের যখন উত্তর দেওয়া হয়, তখন অনেক লোকে অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা ইউরোপীয়দিগের সদগুণ দর্শন করিলে যেমন কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হন, দোষ দেখিলে তেমনি বিরক্ত হন।

শনিবার অবধি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে ষ্টাম্প চলিয়াছে। সামান্য কাগজে লিখিয়া তদুপরি ষ্টাম্প বসাইয়া দেওয়া হইবে। দুই জন ষ্টাম্পবিক্রেতা নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগকে কমিসন দেওয়া হইবে। নিয়মিত বেতন দেওয়া উচিত ছিল।

গত জুলাই মাসে ১৫,২৭৩ জন লোক ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা দর্শন করিতে গমন করেন। ইহাদিগের মধ্যে ১৩,৫৬৭ জন ভারতবীয় ও ৬২৯৫ ইউরোপীয় পুরুষ এবং ১৩৪৩ জন এতদ্দেশীয় ও ৬৯ জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ছিলেন। গড়ে প্রত্যহ ৫৮৭ জন দর্শক গিয়াছিলেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, চিত্রশালিকার রক্ষকগণ রবিবারে দর্শকদিগকে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতগুলি অস্ত্রধারী গারো আমোলিতে আসিয়া লুঠ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। ত্রিপুরার রাজা ইহাদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত কয়েক জন সিপাহীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র আরো বলেন, ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, অযোধ্যায় এক কালে টাকা দিলে যে সে ভূমি নিষ্কর [illegible] হইবে না। যে স্থানে বাটী, কারখানা, উদ্যান ও ক্ষেত্র হইয়াছে, তাহার মূল্য দিলে নিষ্কর দেওয়া হইবে।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট দর্শন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি একটী সুবিচার করিয়াছেন। সংস্কৃত ও আরবির নম্বর ৩৭৫ হওয়াতে সাধারণের যে অসন্তোষ জন্মে, কমিসনরগণ তন্নিবারণার্থ পুনর্ব্বার ঐ ঐ ভাষার নম্বর ৫০০ করিয়াছেন, কমিসনরগণ আরও নিয়ম করিয়াছেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে নূতন সিবিলিয়ান ২৪ বৎসর বয়স না হইলে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থীদিগকে কিছু অধিক দিন ইংলণ্ডে রাখা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আহ্লাদের বিষয় এই, পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে ষ্টেট সেক্রেটারি প্রথম বৎসর ১০০০ ও দ্বিতীয় বৎসরে ২০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন।

২১ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গত কল্য বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অংশীদিগের সাম্বৎসরিক সভা হয়। এই সভায় স্থির হইয়াছে, বর্ত্তমান সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষ ডিকসন সাহেব পদত্যাগ করিলে তাঁহাকে মাসিক ১০০০ টাকা পেন্সন দেওয়া হইবে। বোম্বাইয়ে যে শাখা স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা উঠাইয়া দেওয়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইল। কারণ তদ্দ্বারা বোম্বাই ব্যাঙ্কের কার্য্যের প্রতি হস্তার্পণ করা হয় নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস রাত্রিতে সুরাবিক্রয়ের বিষয়ে আমাদিগের মত অবলম্বন করিয়াছেন। যখন সুরাপায়ী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তখন তাহারা অবশ্য সুরাপান করিবে। রাত্রিতে প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় করিবার যো নাই; কিন্তু শুঁড়িরা এ লাভের লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা ও মাতালেরা আইন লঙ্ঘন করে; পুলিষ প্রহরীরা উৎকোচ লয়। শুঁড়িরা পশ্চাতের দ্বার বন্ধ করাতে বেশ্যালয়ে সুরা বিক্রীত হয়। সুরাপানে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়; সুরা ও বেশ্যা এক স্থানে উভয়ের যোগ হইলে কি হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তন্নিমিত্ত ডেলিনিউস বলেন, যখন সুরাপান বন্ধ করিবার যো নাই তখন অনিষ্ট যত নিবারিত থাকে, ততই মঙ্গল। অতএব মাসুল বৃদ্ধি করিয়া রাত্রিতে মদ বিক্রয় করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইংলিশম্যান বলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে (?) অযোধ্যার রাজা আর "ওয়াজিদ আলিশাহ" বলিয়া স্বাক্ষর করিবেন না। তিনি শাহ উপাধি পরিত্যাগ করিতেছেন। এ উপাধিতে তাঁহার কি ক্ষতি ছিল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় ফিরিঙ্গিরাও গিলক্রিষ্ট ছাত্রবৃত্তি পাইতে পারিবেন। এই বার ত ডিক্রুজের বংশীয়দিগকে "নেটিব" নাম লইতে হইল। লাভের বেলা দোষ নাই!

সম্প্রতি রাজধানী বিভাগের কমিসনরের বাটীতে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের কতকগুলি জমীদার, মিসনরি ও প্রজার এক সভা হয়। মিসনরিরা বলেন, লোকের এত কষ্ট হইয়াছে যে, সাহায্য না দিলে আর চলে না। জমীদারেরাও উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চাপমান সাহেব বাহাদুরি করিয়াছেন। তিনি কৃষকদিগকে বলিয়াছেন, যতই কষ্ট হউক না কেন, কর অবশ্য দিতে হইবে। কমিসনর কি এই মধুমাখা বাক্য শুনাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এত দূর আনিয়াছিলেন?

দিল্লীরাজবংশীয়েরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবার যে আবেদন করেন, তাহা সর ষ্টাফোড নর্থ কোট এই বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, রাজনীতিসম্বন্ধে যাহাঁরা নজরবন্দিতে থাকেন, তাহাঁদিগের বাসস্থান মনোনীত করিবার সামর্থ্য নাই। এপ্রকার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা অপরামর্শসিদ্ধ হয় নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিলে রাজকুমারগণের কুলোকের মন্ত্রণাজালে বদ্ধ অথবা চক্রান্তে পতিত হইয়া বিব্রত হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

সিন্ধিয়ান বলেন, কাপ্তেন মিক্লিনের অধীনে ভাওলপুরের সবিশেষ উন্নতি হইতেছে। কাপ্তেন কয়েকটী জলসেচক খাল খনন করিবার নিমিত্ত টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। দাউদপুত্র প্রভৃতি দৌরাত্ম্যকারীরা নিরস্ত হইয়াছে। যুবক নবাব এই দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখেন এই আমাদিগের প্রার্থনা। ভোঁসলা বংশীয় শেষ রাজার অপ্রাব্যবহার কালে ব্রিটিশ রেশিডেণ্ট নাগপুরের অদ্ভুতপূর্ব্ব উন্নতিসাধন করেন, কিন্তু রাজা নিজে শাসনভার লইবামাত্র সকলই নষ্ট করিয়াছিলেন। মহীসুর ও ভাওলপুরে তাহা হইলে আর কোন ভারতবর্ষীয় এতদ্দেশীয় শাসনপ্রণালীর অনুমোদন করিতে সাহসী হইবেন না।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় হওয়াতে রাজ্ঞী সর রবার্ট নেপিয়র ও সৈন্যদিগকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন তাহা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দুঃখিত হইলাম, স্থানাভাব প্রযুক্ত উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগকে রাজ্ঞী বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নার্থকোট বলেন, ভারতবর্ষীয় (এতদ্দেশীয়) সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দিবার ভার আমার হস্তে পতিত হওয়াতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। সর্ব্বসাধারণে ইহাতে রাজ্ঞীর নিকটে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবেন। এই প্রকার এক কথায় যতকাজ হয় কেবল বল প্রকাশে তাহা হইতে পারে না।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের ন্যায় ক্ষুতার

নিয়ম করিয়াছেন। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে বোধ হয় এরূপ হইবে না।

২২ এ শ্রাবণ বুধবার।

ইণ্ডিয়ান একজামিনর অনুমান করেন, আয়ারলণ্ডের বেতনভোগী প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায় উঠিয়া যাইবার পরেই ভারতবর্ষের বেতন ভোগী পাদরিরা অন্তর্হিত হইবেন। আমাদিগের সহিত খৃষ্টীয়ানদিগের এ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগকেই বলা হয় যে আমরা সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করি।

আগামী জানুয়ারি মাসে আর্কডিকন প্রাট নিজ পদ ত্যাগ করিবেন। আর্কডিকন প্রাট বিশপ উইলসন ও কটনের পর কলিকাতার বিশপ হন ইহা সকলেরই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সে আশা পরিপূর্ণ করেন নাই। বঙ্গদেশের পাদরিরা আর্কডিকনের স্মরণার্থ এক সভা করিতেছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আজিম খাঁর অধীনে কাবুল ও গিজনি আছে। জেলেলাবাদে বিদ্রোহ হইয়াছে। আবদুল রহমন খাঁ নিজে তুর্কস্থানে বিব্রত এবং তাঁহার সহিত সয়রআলি খাঁর গোপনে সন্ধি হইয়াছে। জাফরআলি খাঁ গিজনি আক্রমণ করিতেছেন, এবং নগরবাসিগণ তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী।

বরদার রাজার অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হইতেছে। গুজরাট মিত্র বলেন, তিনি কয়েক জন সাহুকারকে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করিয়া টাকা আদায় করিয়াছেন। রেসিডেণ্টের অনুরোধও রক্ষা করেন নাই। এক ব্যক্তির গুরুতর দণ্ড হয়, কিন্তু গুইকুমার তাঁহার ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। প্রজাগণ হতসর্ব্বস্ব হইতেছেন এবং কেহ কেহ দরিদ্রতা ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছেন। গুইকুমার বাস্তবিক এইরূপ অথবা গুজরাট মিত্র অত্যুক্তি করিতেছেন, ইহার অনুসন্ধান করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিবিধান করা উচিত।

বোম্বাইয়ের নূতন ব্যাঙ্ক শতকরা পাঁচ টাকা লাভ প্রদান করিতেছেন।

২৩ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

সম্প্রতি পেইন কোম্পানি হায়দরাবাদের নিজামের এক জন কর্ম্মচারীর নামে প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ করেন, উক্ত ব্যক্তি বলেন, তিনি ফিরিঙ্গি, ৩৫ বৎসরকাল নিজামের রাজ্যে আছেন, তিনি ব্রিটিশ প্রজা নহেন। কিন্তু বিচারালয় এই আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া ডিক্রী দিয়াছেন। লার্ড ষ্টানলি পারসাস্থিত কয়েক জন ভারতবর্ষীয়ের বিষয়ে বলিয়াছেন, দুই পুরুষের অধিক বিদেশে বাস করিলে সে ব্যক্তিকে আর ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

লেপ্টেনাণ্ট মাকডনেলনামক যে আফিসর ঢুঁঢুকাতে সৈনিকদিগের তলপেটের ফ্লানেল পরীক্ষা করিতে অসম্মত হন, সামরিক বিচারালয় তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি বলেন লেপ্টেনাণ্ট প্রধানের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সৈনিকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথাচরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক যে তাকে প্রধানের আজ্ঞা অবশ্য শ্রবণ করিতে হইবে, আপত্তি থাকে আজ্ঞাপালন করিয়া করিবেন। কাপ্তেন গ্রেণ যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন সেটীও অন্যায় হয় নাই। পীড়ার সময়ে আফিসরগণের ইহা করা আবশ্যক।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট টমাস জোন্স সাহেবকে তত্রত্য ছোট আদালতের নূতন বন্দোবস্ত করিবার অনুরোধ করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন। তিনি তত্রত্য আড়কাটীদিগের বিষয়েও উৎকর্ষসাধন করিবেন। এখানকার আড়কাটীদিগের প্রতি কবে দৃষ্টিপাত করা হইবে। ইহাদিগের দোষে সিকি [illegible] নষ্ট হইয়া থাকে।

ষ্টেটসেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন বেতন অল্প বলিয়া হউক আর পুরস্কার বলিয়া হউক যখন কোন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী অতিরিক্ত টাকা পাইবেন, বিদায় লইলে বেতনের সহিত তাহারও কর্ত্তন হইবে। গবর্ণর জেনরল পুরস্কারের রূপ স্বরূপ অতিরিক্ত টাকা কর্ত্তন না হয়, এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

মধ্য ভারতবর্ষের তুলার কমিসনর রিবেট কার্ণাক সাহেব রিপোর্ট করিয়াছেন গত বর্ষে বেরার হইতে ২,০৪,০০০ বস্তা এবং মধ্যভারতবর্ষ হইতে ১৬০০০ বস্তা তুলা রপ্তানী হয়। এবার পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩৮০০০ ও ১৮০০০ বস্তা কম হইতেছে। কার্ণাক সাহেব ইহার কোন কারণ প্রদর্শন করেন না। এবার প্রথমে অতিবৃষ্টি তৎপরে অনাবৃষ্টি হওয়াতে তুলার চাসের ক্ষতি হইবার যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে বৃষ্টি হওয়াতে সে শঙ্কা দূর হইয়াছে।

২৪ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

আগষ্টস ট্রাটনামক যে আটর্ণীকে এক বিনামী বিক্রয় কবলা প্রস্তুত করিবার অপরাধে প্রধান বিচারপতি বিচারালয় হইতে বহিষ্কৃত করেন, তিনি প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিয়া পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রিবিকৌন্সিল বলেন, বিনামী দলীল করা অন্যায়। কিন্তু যখন তদ্দ্বারা অন্যের অনিষ্টের চেষ্টা পাওয়া না হয় তখন ইহা দণ্ডনীয় নহে। এতদ্দ্বারা বিনামীকে এক প্রকার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর তত্রত্য আদালত সমূহে নানাপ্রকার ভাষা ব্যবহৃত হওয়াতে গোলযোগ হয় বলিয়া আক্ষেপ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উর্দ্দু উঠাইয়া দিয়া মাহরাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলিত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন

বাজুটিয়া পুনর্ব্বার সীমা অতিক্রম করিয়া দৌরাত্ম্য করাতে কোহাট হইতে এক দল সৈন্য তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়াছে।

আগামী সূর্য্যগ্রহণদর্শনার্থ ক্রমশঃ ইউরোপের সকল দেশের জ্যোতির্ব্বিৎ আগমন করিতেছেন। তিন জন জার্ম্মেণীয় জ্যোতির্ব্বিৎ সম্প্রতি আগমন করিয়াছেন।

২৫ এ শ্রাবণ শনিবার।

ইউরোপীয় লোফারদিগের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। মফস্বলে ইহাদিগের দ্বারা গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহারা সহজে ভিক্ষা না পাইলে বলপূর্ব্বক তাহা লইয়া থাকে। এদেশের দানশীলতা প্রসিদ্ধ, তথাপি ইহাঁরা আর পারিয়া উঠেন না। অনাথ আলয়প্রভৃতি করা হইল, তাহাতে কিছুই হইল না। অনেক স্থলে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা আপনাদিগের বাটীতে লোফারদিগের দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সম্প্রতি মেইন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে একটী আলয় হইবে; অলস লোফারদিগকে তথায় খাটিয়া উদর পূর্ণ করিতে হইবে। রেলওয়ে কোম্পানি ও জাহাজী কাপ্তেনেরাই অধিকাংশ লোফার ছাড়িয়া দেন। ইহাঁরা যেসকল লোক আনিবেন, তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার ভার ইহাঁদিগের উপরে পড়িতেছে। এক বৎসরের অধিককাল হইলে গবর্ণমেণ্ট কতক ব্যয়ের সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক লোফারকে এক মাসের খোরাকী দিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। এইসকল ব্যক্তি দোষ করিলে মফস্বল আদালতে ইহাদিগের দণ্ড হইবে। দণ্ড এই, শ্রমার্থ যে আলয় হইবে উহাদিগকে তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। মেইন সাহেবের এচেষ্টাটী অতিশয় প্রশংসনীয়। লোফারদিগের বিষয়ে কোনপ্রকার সদ্বিবেচনা না করিলে কেবল যে তাহারাই কষ্ট পাইবে এরূপ নয়, অন্যের মহাকষ্টের হেতু হইবে।

ব্রহ্মদেশের রাজা আপনার সৈন্যদিগকে যুদ্ধ শিখাইবার নিমিত্ত ফ্রান্স, জার্ম্মেণী ও ইটালী হইতে কয়েকজন আফিসর আনাইতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর চারলস জাকসন মেইন সাহেবের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। এই কথা বলিয়া ফ্রেণ্ড বলেন, "আমরা ভরসা করি সর চারলস জাকসন আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সিমলাবাস করিবেন না।" আমাদিগের মিসনরি পত্রপ্রেরক দেখুন, সর জন লরেন্সের চাটুবাদীও প্রকারান্তরে তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার

২৯ এ জুলাই। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট সিবিলিয়ানদিগের নুতন বিদায়ের নিয়মাবলি গ্রাহ্য করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। সর রবার্ট নেপিয়র লার্ড হাউসে আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

আরল মালমসবারি গত রাত্রিতে লার্ড হাউসে লার্ড হান্টিটনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, আবিসিনিয়ার বন্দীদিগের বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ বিল ও মহাসভায় প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচ নিবারণের বিল লার্ডহৌসে গ্রাহ্য হইয়াছে।

কাম্বল কামেরণ ইংলণ্ডে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি অতিশয় পীড়িত। ফরাশী মহাসভা বন্ধ হইয়াছে।

সার্ভিয়ার রাজকুমার মাইকেলকে বধ করিবার অপরাধে বেলগ্রেডে ১৪ জনের প্রাণদণ্ড করা হইয়াছে।

নিউইয়র্কে ৩০০ লোক সরদি গরমিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেও এপ্রকারে অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

ইংলণ্ডের গমের ফসল অতি উত্তম হইয়াছে।

২৯ এ জুলাইয়ের এক টেলিগ্রাম গত কল্য ওয়াশিংটন হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে সেপ্টম্বর মাসপর্য্যন্ত মহাসভা বন্ধ থাকিবে।

আমেরিকার সহিত চীনের এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইতেছে। এতদ্দারা চীনের যাবতীয় বন্দর নদী ও স্থান আমেরিকার বাণিজ্যার্থ খোলা হইয়াছে।

শুক্রবার সর রবার্ট নেপিয়র সৈনিকদিগের কন্যার আলয়ে এক সভার অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। শনিবার তিনি উইম্বলডনে বলণ্টিয়রদিগে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন এবং সন্ধ্যার সময়ে রাজকীয় গোলন্দাজ আফিসরগণ তাঁহাকে ভোজ দিয়াছিলেন।

শনিবারে উইম্বলডনে যে বলণ্টিয়র প্রদর্শন হয় তাহা উত্তম হয় নাই।

সম্প্রতি যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে বলগেরিয়াতে বিদ্রোহ চলিতেছে। তুরস্ক সৈন্যেরা সীমায় গিয়াছে এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছে। লার্ড ক্রাণওয়ার্থের মৃত্যু হইয়াছে।

ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে পুনরায় বন্দোবস্ত হইবার আইনে যেসকল প্রদেশকে ইউনাইটেড ষ্টেটের চক্রবাড়ের জন্য গন্ত করা হয় নাই মহাসভা তত্রত্য লোকদিগকে সভাপতি মনোনীত করিবার নিমিত্ত মত দিতে দিবেন না।

৩০ এ জুলাই মাল্টা ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার মধ্যস্থিত সমুদ্রগর্ভস্থ টেলিগ্রাফ ছিন্ন হইয়াছে।

১ লা আগষ্ট। অনরেবল অর্থর কিনার্ডের প্রশ্নের উত্তরদানকালে গত রাত্রিতে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট কমন্স হাউসে বলিয়াছেন সীমান্থিত সৈন্যদিগকে মেডাল প্রদানের প্রস্তাবের তিনি নিজে সুত্রপাত করিতে পারেন না। এটী সর জন লরেন্সের দ্বারা হওয়া উচিত।

আবের করণের মারকুইস ডিউকের পদ পাইয়াছেন, আরও কয়েক জনকে লার্ড করা হইবে।

জেটলাণ্ড ডানবস সাহেব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের সাম্বৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে ৫,০০,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইবে।

বোম্বাইয়ে জলপূর্ণ ডক করিবার যে প্রস্তাব হয় তাহা সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ও তাঁহার কৌন্সিল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

লণ্ডন ৩১ এ জুলাই। গত কল্য মহাসভার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে: ইংলণ্ডেশ্বরী সভ্যদিগকে সম্ভাষণ করিবার সময়ে বলিয়াছেন, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার বন্ধু ভাব আছে; ইউরোপে এক্ষণে যুদ্ধ ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই এবং যাহাতে শান্তির ব্যাঘাত না হয় ইংলণ্ডের সেই রাজনীতি হইবে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জয় ও জয়ের অব্যবহিত পরেই সেনাদল উক্ত দেশ ত্যাগ করাতে আহ্লাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। মানববর্গের উপকার ও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মসাধনার্থ এই যুদ্ধ হয়, তাহা আবিসিনিয়া ত্যাগ করাতে প্রকাশ পাইতেছে।

ফেনিয়ানদিগের দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া রাজ্ঞী বলিয়াছেন. উক্ত দল আয়ারলণ্ডে গোলযোগ ও বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করাতে গবর্ণমেণ্ট যেসকল কঠিন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহারা তাহা হইতে বিরত হওয়াতে তাহা অনাবশ্যক হইয়াছে। হেবিয়স কর্পস আইন রহিত হওয়াতে কোন ব্যক্তি এক্ষণে আর হাজতে নাই, কোন ফেনিয়ান বিচারার্থ রুদ্ধ নহে। গত অধিবেশনকালে যেসকল কার্য্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া রাজ্ঞী উপসংহারকালে বলিলেন, মহাসভাকে শীঘ্র ভঙ্গ করা হইবে। রাজ্ঞী এই সম্ভাবনা করেন, যে সকল সভ্য মনোনীত হইবেন, তাঁহারা দেশের নির্দ্ধারিত আইন ও শাসনপ্রণালী অনুসারে তাঁহার প্রজাদিগের প্রাপ্ত ধর্ম্ম ও রাজনীতি সংক্রান্ত স্বত্ব রক্ষায় যত্নবান হইবেন।

টেলিগ্রাফে সংবাদ আসিয়াছে, বলগেরিয়ার বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

---:০:---

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২৫ এ জুলাই। ফরিদপুরের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট কাপ্তেন এস, এ, টি, জজ উন্নতি লাভ করিয়া তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

২৭ এ জুলাই। ৩ রা জুলাইয়ের গেজেটে এ, আর, টমসন ও জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেবকে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর বলিয়া যে নিয়োগ করা হয়, তাহা ২৩ এ মে অবধি হইয়াছে।

২৮ এ জুলাই। বেহারের অশ্বারোহী রাইফল দলের নিম্নলিখিত নিয়োগ গ্রাহ্য করা গেল:—

এডওয়ার্ড, ডনবার, অরকাহার্ট সাহেবের পলটনের কর্ণেট হইবেন।

জর্জ, উইলিয়ম, লিণ্ডইসিন সাহেব ত্রিহুতের পলটনের কর্ণেট হইবেন।

বালেশ্বরের সহকারী পুলিষসুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট এম, জি, টমাস সাহেব শিবসাগরে বদলী হইবেন।

বর্দ্ধমানের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট এচ, এন, হারিস সাহেব গয়াতে বদলী হইবেন। হারিস সাহেব যত দিন বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কার্য্যভার অন্য হস্তে না দিতে পারেন, তত দিন গয়াতে যাইবেন না।

এচ, এ, সি, রাউটন বালেশ্বরের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন।

১৫ ই জুলাইয়ের গেজেটে রাউটন সাহেবকে শিবসাগরে বদলী করিবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্দারা রহিত হইল।

৩০ এ জুলাই। যত দিন ই, টি, ট্রেবর সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সি, এচ, কাম্বেল সাহেব রেবেণিউ বোর্ডের এক জন প্রতিনিধি সভ্য হইবেন।

যত দিন সি, এফ, মণ্টেসর সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ, এ, কক্রেল সাহেব বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধি কামসনর হইবেন।

যে দিবস ডাক্তর হেস কার্য্যভার দিবেন, সেই দিন অবধি লেপ্টনাণ্ট সিসিণ্ডষ্টন সিংভূমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ও অধঃস্থ জজ হইবেন। তিনি আরও বামণঘাটিতে মাজিষ্টেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইয়া উক্ত অঞ্চলের অধঃস্থ জজ হইবেন; কিন্তু কটকের করদ মহলের সুপরিণ্টেণ্ডাণ্টের আজ্ঞাধীন থাকিবেন।

এচ, ডবলিউ, আলেকজণ্ডার সাহেব পুনর্ব্বার প্রথম শ্রেণির মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইয়া শাহাবাদের মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন।

৩১ এ জুলাই। যত দিন জে, সি ডজসন সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন জি, এস, পার্ক সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

২২ এর গেজেটে এচ, ডবলিউ, আলেকজণ্ডার সাহেবের উক্ত পদে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা ইহা দ্বারা রহিত হইল।

টি, নর্ম্মান সাহেব ফরিদপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইয়া উন্নতিলাভ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

ডবলিউ, এচ, বার্ণার সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২২এর গেজেটে বার্ব্বার সাহেবকে সাহাবাদের প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বলিয়া যে নিয়োগ করা হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

যত দিন এচ, এল, জোন্স সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, ডি গোড সাহেব শ্রীহট্টের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

অযোধ্যার রাজার নিকটস্থিত গবর্ণর জেনরলের প্রতিনিধি এজেন্ট কাপ্তেন এচ, পি, পিকক্ রাজার বাটীর মধ্যের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

কিয়ঞ্জোড়ের দেওয়ানী কর্ম্মচারীর বিশেষ সহকারী লেপ্টেনান্ট জে, জনষ্টোন যত দিন তথায় থাকিবেন, তত দিন অধস্থ জজের ক্ষমতা চালন করিবেন।

যত দিন মেজর টি, লাম্ব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেজর এ, কে. কোম্বার ছুরঙ্গের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন। মেজর লাম্ব কার্যভার অর্পণ করিলে যত দিন মেজর কোম্বার উপস্থিত না হন, তত দিন লেপ্টেনান্ট টি, বি, মিচেল ছুরঙ্গের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর থাকিবেন।

যত দিন কাপ্তেন এ, ই, কাম্বেল বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকেন, তত দিন টি, স্মিথ সাহেব গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইয়া ১৮৬২ অব্দের ১৫ আইনের ১ ধারা ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন টী, স্মিথ সাহেব স্থানান্তর থাকেন, তত দিন কাপ্তেন ডবলিউ, এচ, জে, লান্স কুচবিহারের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

১লা আগষ্ট। যত দিন এস, ওয়াকোপ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই, গ্রে সাহেব বর্দ্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইয়া হাবড়াতে সেসন্স জজের ক্ষমতা পাইবেন।

সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট এচ, মনরো সাহেব ৩রা মে অবধি ২৩এ মে পর্য্যন্ত শাহাবাদের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু আনন্দমোহন মজুমদার কিছু দিনের নিমিত্ত বারাসত উপবিভাগের ভার পাইয়া ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৩রা আগষ্ট। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা হাবড়ার চিকিৎসালয়ের সভার সভ্য হইবেন।

ডাক্তর কার্ণট।
রেবরেণ্ড টি, স্কেলটন।
কাপ্তেন বারাট।
ডাক্তর এফ, এ, ফেরিস।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা হাবড়ার বিদ্যা শিক্ষা সভার সভ্য হইবেনঃ—

এন মরিসন সাহেব।
ডাক্তর বর্গেস।
রেবরেণ্ড এ, ডবলিউ, কুইনলান।
বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য।

যত দিন লেপ্টেনান্ট আর, টি, উইবরলি বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এচ, এল, হ্যারিস সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা বাঁকীপুরের চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

জে, লাম্বার্ট সাহেব।
বাবু দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাবু বৈজনাথ প্রসাদ।
মির শ্যামসুল হুদা।

গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী আলিহোসেন কিছু দিনের নিমিত্ত লওয়াদা উপবিভাগের ভার পাইবেন

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা জিলহুতের ফেরিফণ্ড কমিটির সভ্য হইবেনঃ—

উপবিভাগীয় কর্ম্মচারী নিজপদগুণে।
জি, লিছ্‌ইমিন সাহেব।
এম, গেল।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বরিসালের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন উদিত উল্লা চট্টগ্রামের দাতব্যচিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সি, পি, ক্রাউচ সাহেব ১৪ই মে অবধি ৩০এ জুন পর্য্যন্ত কটকের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

৪ঠা আগষ্ট। কাছাড়ের সহকারী কমিসনর ও, জি, আর, মাকউইলিয়ম সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

আসামের থাকবস্তির নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ আপন আপন বিভাগে ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

কামরূপের প্রথম বিভাগের সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র লেপ্টেনাণ্ট এ, ডি, বটার। লক্ষীপুরের দ্বিতীয় বিভাগের সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র লেপ্টেনাণ্ট ডবলিউ, বারণ। শিবসাগরের পতিত ভূমি জরিপের নিমিত্ত পরীকার্য সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র এচ, বি, টালবট সাহেব

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৪৮ অব্দের ১০ আইনঅনুসারে আপন আপন বিভাগে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জি, এচ, বুইথ সাহেব দ্বিতীয় বিভাগ লক্ষীপুরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সরবেয়র।

লক্ষীপুরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সরবেয়র ডবলিউ, সিঙ্কুয়র সাহেব। প্রথম বিভাগ কামরূপের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সরবেয়র সি, ব্রাউনফিলড সাহেব।

—:০:—

আমাদিগের আমুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১ মহাশয়! কৃষ্ণনগরে ক্রমশঃ বারবিলাসিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। সুরার প্রভাব মন্দ নহে। প্রায় গলি গলি মদের দোকান স্থানে স্থানে গুলির আড্ডা দেখা যাইতেছে। বলিতে কি, ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে এখানে মাদক সেবনের অতি অল্পই প্রাদুর্ভাব ছিল। শুনিয়াছিলাম, মদের উপর গবর্ণমেন্ট বিশেষ কর নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং রজনীতে মদ্যবিক্রেতারা আপন আপন দোকান বন্ধ করিয়া আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু কৈ এখানে তার ত কিছুই দেখি না।

"উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে"। পাঠকগণ পবলিকওয়ার্কের একটী আচরণের কথা শুনুন। নদীয়া জেলার মধ্যে কোতয়ালি ও নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত কএকখানি পল্লীগ্রামে সময় সময়ে জলকষ্টনিবন্ধন প্রজাদিগের শোকাবহ আর্ত্তনাদ শ্রবণে গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক গ্রামে কূপ খনন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এক বৎসর অতীত হইল এই কার্য এখানকার পবলিক ওয়ার্ক হইতে সম্পাদিত হইয়াছে। শুনিলাম উক্ত গ্রামসমূহের মারীভয় নিবারণ নিমিত্ত এই নূতন উপায় আবিষ্কৃত হয়। কূপের বদ্ধ জলে স্নান আহার করিয়া শরীর কিরূপ সুস্থ থাকে বোধ হয় আপনাদিগের অনেকের, অবিদিত নাই। বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের প্রথানুসারে হিন্দু ও যবনজাতীয়েরা এক কূপে জল গ্রহণ করে না। গ্রীষ্মকালে অতি অল্প পরিমাণে জল থাকে। ২। ১ জনের কার্য্য শেষ হইতে না হইতে তাহা নিঃশেষিত হয়। ইহাতে সাধারণের উপকার হওয়া সম্ভাবিত নহে। প্রজারা সরোবর খনন ও পঙ্কোদ্ধার করিবার নিমিত্ত আবেদন করাতে গবর্ণমেণ্ট কূপখননের আদেশ দিয়াছিলেন, যদি তাহারা খাল কাটার প্রস্তাব করিতেন তাহা হইলে ইহাঁরা যে কি করিতেন বলিতে পারি না। যাহা হউক পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারী মহাশয়েরা এই সকল জানিয়াও যে এরূপ অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যৎকালে এই সকল কূপ খনন করা হইয়াছিল, তৎকালে প্রজারা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই বোধ হইয়াছিল যে, এ সমুদয় ব্যয় গবর্ণমেন্ট হইতে হইতেছে। তাঁহারা ইহার নিমিত্ত পরিণামে দায়ী হইবেন না। এক্ষণে বর্ষার প্রবল জলে কূপগুলি পড়িয়া যাওয়াতে গবর্ণমেন্টের আদেশ হইয়াছে, যে, ইহা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় প্রজাদিগের নিকট আদায় হইবে। যদি প্রজারা দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে জমীদারেরা উহা আদায় করিয়া দিবেন। ইহার অর্থ কি? পূর্ব্বে কি ইহার কোন প্রস্তাব হইয়াছিল?

জমীদারেরা কি জানিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে কূপখননের পরে তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে? প্রজারাই বা কেন উহার ব্যয় দিবে? গবর্ণমেণ্টের এ প্রস্তাব করাই অসঙ্গত হইয়াছে। দেশের হিতসাধনের নিমিত্ত পবলিক ওয়ার্কের সৃষ্টি। যদি বৃষ্টি কি দৈব বশতঃ কোন রাস্তার পুল ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে সাঁকোর নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা উহার ব্যয় দেয়। এদেশে জলকষ্টনিবন্ধন প্রজাদিগের হিতার্থ ইহা হইয়াছিল, তবে প্রজারা ইহার নিমিত্ত দায়ী হয় কেন? আবার প্রত্যেক কূপের প্রতি যে পরিমাণে ব্যয় ধরিয়া বিল প্রেরিত হইয়াছে, বোধ হয়, তাহার অর্দ্ধেক টাকায় জমীদারেরা উহার অপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট কূপ কাটাইতে পারিতেন। আমাদিগের পবলিকওয়ার্কের কর্ম্মচারী মহাশয়েরা ঘর ছাদ মটকা মারেন না। সুতরাং সকল কাজই ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রায় হয়। যেরূপ কূপ খনন করা হইয়াছিল, যদি তাহা ভাল করিয়া বাঁধান হইত তাহা হইলে কখনই এরূপ অপব্যয় হইত না।

সংপ্রতি এ আন্দুলিয়া গ্রামে জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনেকে জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। রাণাঘাটের সুযোগ্য ডাক্তর বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং এখানকার নেটীব ডাক্তর বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আন্তরিক যত্নসহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। অদ্যাবধি কেহই কালগ্রাসে পতিত হন নাই।

গত ১২ শ্রাবণ রবিবার রজনী ৮॥০ টার সময় কৃষ্ণনগরে একটী ভয়ানক উল্কাপাত দৃষ্ট হইয়াছে। আমরা তৎকালে কয়েক জন বন্ধুর সহিত একত্র বসিয়া আকাশ মণ্ডলে শশধরের পরম রমণীয় শোভা অবলোকন করিতেছিলাম। হঠাৎ এই অত্যুজ্জ্বল আলোক আমাদিগের সমক্ষে প্রকাশ হওয়াতে উহার কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলাম না। পর দিবস শুনা গেল ইহা বহুদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে। উল্কাপাত একটী মহৎ অমঙ্গলের চিহ্ন। বঙ্গদেশের আর ভদ্রস্থ নাই। বাকির মধ্যে রক্তবৃষ্টি।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। যে বর্ষার অনাগমনজন্য এ অঞ্চলের সকল স্থানে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, শ্রাবণ মাসের প্রথমেই সেই বর্ষার আবির্ভাব হইয়াছে। ৩ রা শ্রাবণ এখানে বর্ষা আরম্ভ হইয়া প্রত্যহই প্রায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন লোকের যেসকল কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল, এখন তাহা আর নাই; শুষ্ক প্রায় শস্যাদি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে এবং দ্রব্যাদির মূল্যও পূর্ব্ববৎ হইতেছে।

এই বর্ষার সময়ে "পবলিক ওয়ার্কের" বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ হইতেছে। এখানে যত গুলি নূতন বারিক ও পুরাতন বারিক আছে, তাহার ছাদগুলি এরূপ পরিপাটী ও মজবুৎ যে, বৃষ্টির জল প্রায় বাহিরে পড়ে না; ঘরেই পুষ্করিণী হইতেছে; সৈন্যগণ আর বারিকের ভিতর থাকিতে পারে না। সুপরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অত্রস্থ এঞ্জিনিয়ারের এই সকল কার্য্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

আগ্রা হইতে ডাকপ্রভৃতি আসিতে বড় কষ্ট হইতেছে। রাস্তার মধ্যবর্ত্তী চম্বল নদী স্ফীত হইয়াছে। স্রোতের প্রভাবে শকটপ্রভৃতি পার করাইতে বড় কষ্ট হইতেছে। চম্বলের তীরবর্ত্তী রাস্তার অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহাশয়! এই রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে এত খরচ হইয়াছে যে, যদি টাকা বিছাইয়া রাস্তা করা হইত, তবু উদ্বৃত্ত থাকিত। তথাপি রাস্তার শ্রী দেখুন। পবলিক ওয়ার্কের এইসকল ব্যাপার দেখিয়াও গবর্ণমেণ্ট যে কোন সদুপায় করিতেছেন না কেন, ইহা বলা যায় না।

২। রাজমন্ত্রী রাজা দিনকর রাও বাহাদুর এখানে তিন দিনমাত্র ছিলেন। গত ১৩ ই জুলাই দিনকর রাওয়ের পরিচিত অত্রস্থ এক ব্যক্তির (আমাদের বন্ধুর) সহিত আমরা দিনকর রাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। যে ব্যক্তির নাম জগদ্বিখ্যাত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লোকের সহজেই কৌতূহল বৃত্তি উত্তেজিত হয়

মহাশয়! যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সাক্ষাৎ করিয়া দিনকর রাওকে তদপেক্ষা সদ্‌গুণসম্পন্ন বোধ হইল। বড় লোকের মধ্যে এরূপ নম্র, মিষ্টালাপী ও নিরহঙ্কার মনুষ্য অতি বিরল। লোকটী দেখিতে খর্ব্বাকার, বয়স অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর হইবে, বর্ণ ঈষৎ শ্যামল, পরিধেয় সামান্য পরিচ্ছদ, মস্তকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় বৃহৎ পাগড়ী আছে। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি ইহার বিশেষ নিষ্ঠা আছে, ইনি বাটীর নিকটবর্ত্তী হনুমান দেবের মূর্ত্তিকে ধ্যান ধারণা ও উপাসনা করিয়া এক ঘণ্টা পরে উঠিলেন। আকৃতি দেখিলে লোকের সহজেই ভক্তি হয়।

আমাদের বোধ হইল, রেওয়ার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বিষয়ে কিছু পরামর্শ করিবার জন্য মহারাজের নিকট আসিয়াছিলেন।

৩। অদ্যাপি চোরের প্রাদুর্ভাব কমে নাই। কএক দিন হইল, এক জন গাড়োয়ানের গোয়ালের দেওয়াল কাটিয়া ৬ টী গরু চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। আর দুইটী ছিল, গরু ছুটি না যাওয়াতে লইয়া যাইতে পারে নাই। হতভাগ্য গাড়োয়ানের গরুগুলিই উপজীবিকার উপায় ছিল!! অদ্যাপি গরুর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এক দিন পুলিষের ঠিক পশ্চাদ্ভাগে আমাদের এক বন্ধুর বাটীর উপরে অতি অল্প রাত্রেই এক জন চোর উঠিয়াছিল। বাটীর লোক জানিতে পারাতে চোর লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল। পুলিষের লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ এ বিষয় বলাতে তাহারা কহিয়া উঠিল, "ও চোর নহে। বিড়াল কি কুকুর হইবে। এই অল্প রাত্রে চুরি হইবার সম্ভাবনা নাই।"

৫। কএক দিন হইল, কমিসরিএট ডিপার্টমেণ্টের মধ্য বিভাগের ডেপুটী কমিসারি জেনারেল কর্ণেল মাকবীন সাহেব অত্রত্য কমিসরিএট আফিস পরিদর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। মহাশয়! কোন বিষয়ের পরিদর্শন করিতে হইলে, তাহার অভ্যন্তর প্রদেশ সম্যক্ রূপে পরিদর্শন করিতে হয়; কিন্তু কই এ পরিদর্শন ত সেরূপ দেখিলাম না।

৬। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, আসিষ্টাণ্ট কমিসারি জেনারেলপ্রভৃতি সাহেবেরা বিশেষ সন্তোষের সহিত চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে প্রতি জেনারেল সাহেবের বড় ভক্তি। যখন তখন দেখা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

৭। মহাশয়! "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া প্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু যে সকল বিষয় প্রকাশ করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা প্রায় স্পর্শ করেন না। "হিন্দু পেট্রিয়ট" যদি স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সোমপ্রকাশপ্রভৃতি কাগজ হইতে উপকারী বিষয়সকল অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। সম্প্রতি বিক্রমপুরের বিদ্যালয়গুলি নিতান্ত হীনাবস্থ হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষকগণ (১) যথোচিত মনোযোগসহকারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন না। কোন কোন সার্কেল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পণ্ডিত উপস্থিত না থাকাতে প্রায়ই স্কুলে যাইয়া কিছু কাল খেলিয়া পুনরায় বাটীতে চলিয়া আইসে। প্রায় প্রতিনিয়তই আমরা শিক্ষকদিগের অমনোযোগ ও অনুপস্থিতিনিবন্ধন ছাত্রগণের শিক্ষার বিঘ্নের বিষয় শুনিয়া আসিতেছি। কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চরিত্রগত এমন জঘন্য দোষের কথা শুনা যায় যে, তাহা লিখিতে লেখনীও লজ্জা বোধ করে। এরূপ দোষাশ্রিত শি.কগণ শিক্ষাবিভাগের কলঙ্কস্বরূপ। ইহাঁরা ছাত্রগণের শিক্ষাবিষয়ে যত মনোযোগ করেন, (ইহাঁদের মনোযোগ কি ফলেই বা আইসে? পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। শুনা যায়, এইসকল শিক্ষক আবার প্রায়ই নিকটবর্ত্তী হাট বাজারস্থ বেশ্যালয়ে রাত্রি যাপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক বাবুদের অমনোযোগে ছাত্রগণের যথোচিত শিক্ষা হইতেছে না। এইসকল শিক্ষক কি যথোচিত পারিশ্রমিক (বেতন) পান না? রীতিমত বেতন গ্রহণপূর্ব্বক কর্ত্তব্য সম্পাদন না করা যে দোষ তাহা কি বুঝেন না? বলিতে কি, ২।৪ টী ব্যতীত বিক্রমপুরের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষকগণকে শিক্ষা বিষয়ে অমনোযোগী দেখা যায়। আমরা সাক্ষেপে জিজ্ঞাসা করি, শিক্ষা বিভাগে ইনস্পেক্টর ডেপুটী ইনস্পেক্টর কি জন্য আছেন? কোন্ বিদ্যালয়ে কিরূপ শিক্ষা হয়, তাহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কি তাঁহারা নন? বিক্রমপুরস্থ স্কুলগুলির আধুনিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয় না যে, এখানে তত্ত্বাবধানের জন্য কেহ নিযুক্ত আছেন। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের যথোচিত শাসন না থাকিলে তদধীন কর্ম্মচারিগণ যে কার্য্যে শৈথিল্য করিবে আশ্চর্য্য কি? আমরা অনুরোধ করি, বিক্রমপুর বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয় সাভিনিবেশ দৃষ্টিসহকারে তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহের অবস্থার অনুসন্ধান করুন। অন্যথা শিক্ষাসম্বন্ধে এখানে গবর্ণমেন্টের অর্থব্যয় শুদ্ধ বিড়ম্বনার হইবে।

২। কতিপয় দিবস গত হইল, মুন্সিগঞ্জ সবডিবিজনের অধীন কোন এক গ্রামে এক ধূর্ত্ত পুলিষ কর্ম্মচারীর বেশধারণপূর্ব্বক তিন জন অনুচরসহ ফৌজদারীসংক্রান্ত মকদ্দমার তদন্ত করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিল। সম্প্রতি উক্ত সব ডিবিজনের ইনস্পেক্টর ঐ ধূর্ত্তকে ধৃত করিয়া মাজিষ্ট্রেটীতে সমর্পণ করিয়াছেন। জানা গেল ঐ ব্যক্তি না কি পশ্চিম দেশীয়। ইহাকে সমধিক দণ্ড প্রদান করা কর্তৃপক্ষের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩। ইতিমধ্যে বহর মুন্সেফী আদালতের এক জন উকীল জাল অপবাধে সেসনে সমর্পিত হইয়াছিলেন, কিন্তু জুরীর বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ না হওয়াতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জুরিগণের বিচারে অধুনা অপরাধীদিগকে প্রায়ই দণ্ডভোগ করিতে হয় না।

৪। গত ৫ই শ্রাবণ রবিবার মুন্সিগঞ্জ ইংরাজী বিদ্যালয়স্থ সভায় বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, বহরের মুন্সেফপ্রভৃতি কয়েক জন প্রধান প্রধান লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, ব্যক্তিবিশেষকে না কি সাগ্রহ অনুরোধদ্বারা সভায় উপস্থিত করান হইয়াছিল।

৫। ১৭ই জুলাই অত্যন্ত ঝড় হইবে বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছিল, তাহাতে এতদঞ্চলীয় লোক বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিল। ঝড় না হওয়াতে এক্ষণে তাহারা স্থির হইয়াছে।

(১) অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সকল শিক্ষক এরূপ প্রকৃতির নন, যাঁহারা প্রকৃত দোষী, তাঁহারাই আমাদের কথার একমাত্র লক্ষ্য।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও মেমোরিয়াল ফণ্ড।"

মহাশয়! ইহা কি আমাদিগের পক্ষে দুঃখের বিষয় নহে, যে যখন যে কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় এবং যখন কোন মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় করিবার সঙ্কল্প হয়, তখন সেই সকল কার্য্য প্রায় কলিকাতা রাজধানীতেই অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এমত কথা বলি না যে, ঐ স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়াতে ব্যয় নিষ্ফল হয়; কিন্তু বিবেচনা করা আবশ্যক যে, যে স্থানে যে বস্তুর সম্পূর্ণ অভাব থাকাতে লোকের সর্ব্বদা অনিষ্ট হইয়া থাকে, যদি সেই স্থানে সেই অভাবের কিয়দংশও দূরীভূত করা হয়, তাহাও সামান্য মহৎ কার্য্য নহে। কলিকাতায় অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, অনেক সাধারণ পুস্তকালয় আছে; সুতরাং তথায় তাহাদের আরো বৃদ্ধি করা অতিরিক্তমাত্র। কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পি ৫০ পঞ্চাশ মাইল অন্তর। ইহার মধ্যে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইলে কাহার না বিশেষ উপকার হয়? আপনি কি অবগত নহেন যে, এই প্রদেশের অধিবাসিগণ পীড়াক্রান্ত হইলে কতিপয় ব্যক্তিভিন্ন অনেকেই প্রায় রীতিমত চিকিৎসা বিনা অকালে কালকবলে নিপতিত হয়। দেখুন দেখি ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদারক বিষয় আর কি আছে। এইসকল কারণে আমাদিগের এই বক্তব্য যে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের হস্তে এই ক্ষণে যেসকল মেমোরিয়াল ফণ্ড আছে, তাহার টাকায় ঐরূপ এক চিকিৎসালয় স্থাপন করুন। তাহা হইলে সাধারণের কেবল যে প্রকৃত উপকার হইবে এমত নহে, স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের নামও চিরস্মরণীয় হইবে।

বড়। ৩ই শ্রাবণ ১২৭৫। } শ্রীঃ—

—:০:—

অবগত হইয়াছি মহাত্মা গবর্ণর জেনরেলের কীর্ত্তিস্তম্ভে প্রস্তরযোজনা আরম্ভ হইয়াছে। যদি ইংরাজী শিক্ষা এ দেশ হইতে উঠিয়া যায়, বোধ করি কেহ দুঃখিত হইবেন না। আমি ত কিছুতেই হইব না। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত আধুনিক যুবকদলের বুদ্ধির সহিত তাঁহাদের ধৃষ্টতাও বৃদ্ধি পাইতেছে, একি অল্প দুঃখের বিষয়।

মহাশয়! আমরা একটু ইংরাজী জানি তাহাত ভুলিতে পারিব না, অথচ জগদীশ্বর প্রসাদে ইংরাজ রাজ্যও থাকিবে। ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে, আমাদের মত হতভাগ্যদের আর অন্নচিন্তা থাকিবে না। আমরা জন কয়েক দেশের চাকরী "মনপে লাইজ" করিয়া লইব। আহা কি সুখ! বয়ঃপ্রাপ্ত (অর্থাৎ সুপ্রাচীন) ইংরাজীজ্ঞদিগের দক্ষিণাভিমুখ করা ও বালকদলের ইংরাজী শিক্ষা বন্ধ হইলেই "লরেন্স" পেড়ে কাপড় উঠিবে সন্দেহ নাই। এটি কি আপনার পত্রিকার স্থান পাইবে?

২। দলাদলিতে কি না হয়! সুবিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিলাম, কাটোয়ার অনতিদূরবর্ত্তী

শেঁড়ী নামক গ্রামে মহাধুমধামের এক "বার ইয়ারি" পূজার আয়োজন হইতেছে। গ্রামে দলভেদ আছে। বিপক্ষ দল ঐরূপ এক পূজা করিয়াছে বলিয়া, অপর পক্ষীয়, "গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের" শ্রেণীভুক্ত কতকগুলি বালক প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র টাকা "এষ্টিমেট" করিয়া চাঁদা আদায় করিতেছেন। বারইয়ারি তলায় উক্তাধ্বনি শ্রবণমাত্র যে ব্যক্তি তথায় উপস্থিত না হন, ভদ্রই হউন আর অধমই হউন তাঁহাকে ক্লেশভোগ করিতে হয়। উদরান্নের জন্য ব্যস্ত দীন দরিদ্রদিগের ১০,১৫।২৫ টাকা পরিমাণে চাঁদা হইয়াছে। দিবার সঙ্গতি নাই, না দিলে সর্ব্বনাশ। প্রহারের ভয়ে (?) কেহ নালিশ করিতে পারে না। বিশেষ কৃষিজীবিদলের এক্ষণে এক মুহূর্ত্ত যুগ তুল্য বোধ হয়। এরূপ সময় ও নালিশ করিবার ব্যয় বিধান ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতেছে না। মহাশয়! বিনতি করিতেছি, আপনি এবিষয়ে কটাক্ষসম্পাত করিয়া উপায় করিয়া দিন। স্থানীয় বিচারপতি কি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন?

কলিকাতা
হিন্দু প্রবাসাশ্রম
তাং ৩রা আগষ্ট
কস্যচিৎ
দুঃখমোচনাকাঙ্ক্ষিণঃ

—:•:—

অদ্য আমাদের এখানে একটি বিলক্ষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দিবা ১১।৪৫ মিনিট সময়ে পূর্ব্ব উত্তরদিগ হইতে বগী অথবা অন্য কোন প্রকার অশ্বযানের গতিশব্দবৎ একপ্রকার ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫ সেকেণ্ড কাল ভূমি দোদুল্যমান হয়। আমরা ভূকম্পের পরাক্রম বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছি।

এ জিলার বহি নামক সবডিবিজনের নিকট আটকা নামক স্থানে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ঐ প্রস্রবণের অনতিদূরে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণি আছে। প্রস্রবণটির জল এত উষ্ণ যে তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে অন্ন প্রস্তুত হয়। বোধ হয় উহার নিকটস্থ কোন পর্ব্বত হইতে অদ্যকার ভূকম্পের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। যে দিগ হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেই দিগেই ঐ প্রস্রবণ। যাহা হউক এই ভূমিকম্প কত দূর ব্যাপিয়া হইয়াছে, আর ঐ প্রস্রবণের নিকটস্থ পল্লীতে কিরূপ হইয়াছিল আমি এক্ষণে উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

৩১ জুলাই
জিলা হাজারিবাগ
শ্রীচুনিলাল মুখোপাধ্যায়

জেলা মুরসিদাবাদের অন্তঃপাতী থানা দেওয়ান সরাইয়ের অধীনে লালগোলা নামে একটী অনতিবিস্তীর্ণ গ্রাম আছে। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে তথায় জল বায়ু এতদূর কদর্য্য হয় যে, সেই সময়ে স্থানপরিবর্ত্তনব্যতিরেকে সুস্থ থাকিবার উপায়ান্তর নাই। একমাত্র বাঁশই উহার মূল কারণ। গ্রামের মধ্যে মধ্যে এক একটী বিস্তীর্ণ বাঁশের বাগান। উক্ত বাঁশের নীচে এক এক গভীর গর্ত্ত। বর্ষাকালে সমুদায় দেশ জলে প্লাবিত হইলে উক্ত গর্ত্তসকলও জলপূর্ণ হয় এবং বাশের রাশি রাশি পত্র উহাতে পতিত হইয়া পচিতে থাকে। দুই এক দিন পরেই উক্ত গলিত পত্র হইতে এক প্রকার কদর্য্য বাষ্প উত্থিত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং দেশব্যাপী মহামারী উপস্থিত করে। ইহাতে গ্রামের যে প্রকার দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে অল্প দিনেই গ্রাম উচ্ছিন্ন হইবে।

ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, প্রতিবৎসর ঈদৃশ দুর্গন্ধ বাষ্পজনিত মহামারীতে অনেক লোক অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইতেছে তথাপি লোকে যত্নপূর্ব্বক ঐ বাঁশেরই আবাদ করিয়া থাকে। অন্য আবাদ করিলে লাভও হয় স্বাস্থ্যরক্ষারও ব্যাঘাত জন্মে না, কিন্তু লোকের কেমন সংস্কার দোষ সে দিকে কেহই যান না। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা একবাক্য হইয়া ইহার একটী সদুপায় করেন।

কস্যচিৎ
উল্লিখিত গ্রামবাসিনঃ

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত তমোলুক
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩
" " মহেশচন্দ্র পাল চৌধুরী কুমারটুলী
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১০
" " রাখালচন্দ্র রায় কাঁথি
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
" " উমাচরণ সেন রঙ্গপুর
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩
" " অমৃতচন্দ্র গুহ বানরীপাড়া
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে অক্টোবর ৩৸০
" " ভোলানাথ পাল সিমুলিয়া ১০
" " শিবচন্দ্র সিংহ সিলহট
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩
" " শ্যামধন মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ১০
শ্রীযুক্ত জে, ওয়েলণ্ড সাহেব সিমুলিয়া
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে জুলাই ১০
শ্রীযুক্ত ই, এফ, হারিসন সাহেব
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়

—:•:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন নাই, পরন্তু শুদ্ধ বালক বালিকাদিগের সত্যনিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

অনওয়ার্ড ষ্টার অব স্কোটিয়া ওয়ার উইক এবং বৃটিস প্রিন্স জাহাজে সম্প্রতি আমদানী হইয়াছে।

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে উপরি উক্ত জাহাজসকলে তাঁহাদিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আমদানি হইবে তাঁহার তাহার ইনভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয়, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ২৩ নং ভবন মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রিট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল পরিমিত মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

—:০—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ✓০ এক আনার হিসাবে কমিসন দে। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ✓১০ আনার হিসাবে পাইবেন। কোন বঙ্গবালা কর্ত্তৃক দশপদী কবিতা রচিত মূল্য ✓১০ আনা, ডাকে পাঠাইতে হইলে ✓১০ আনা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট ঢাকা সুলভ যন্ত্রে এবং এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ ২॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাংগদ্য ৮

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮

শ্রীমন্ত্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত ২৬

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১

চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত ১

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণী অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১॥

নীলাঞ্জন কাব্য ৸

পুরঞ্জান কাব্য ৸

মণিকুণ্ডলা কাব্য ১

অভিমন্যু বধ নাটক ॥✓

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ ৸

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য

কৌরববিয়োগ নাটক ২

সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান ৸

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ৩৸

পিশাচোদ্ধার ১

নীতিপ্রভা ॥

এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত ৩

ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭

নীতিশিক্ষা ৸

অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য ১॥

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২.

মনস্তত্ত্বসারসংগ্রহ ১

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১

ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক ১

চরিত্রমঞ্জরী ১

শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ১৫

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ১ লা হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হায়ের সর্ব্বকম ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ	মন্তব্য কথা
নদী মাথা ভাঙ্গা			
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৩৪	৪	
মহানায়	১৮	৬	
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	১৮	৬	
হাট বোয়ালিয়া হইতে আম্লুকদিয়া	১৬	৯	
আম্লুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	১৬	৯	
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল	২০	৯	
ভাগীরথী নদী।			
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২৫	৬	
মহানায়	১৮	৬	
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০	৬	
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল	১৭	৩	
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল	২১	৩	
জলঙ্গী নদী			
মহানা	৯	৫	
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল	১০	৬	
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	১১	৯	
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল	১২	৫	

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ১০ ই তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
২২	৪॥

বহরমপুর ১০ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি, হেন্স উইকুস সি, ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নশ্রেণিকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং ভূম্যধিকারীদিগের স্কন্ধে সেই করভার নিক্ষেপ করিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই কর যাহাতে সহজে ও ন্যায়ানুসারে ধার্য্য এবং পরিমিতরূপে আদায় হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। গত ১৩ ই মে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:—

"স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্নের উপরে কর ধার্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে। জমীদার, লাখেরাজদার, পত্তনীদার, ইজারদার, নানাবিধ

মধ্যবর্ত্তী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের ভূমির উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা উটবন্দী প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উটবন্দী প্রজার ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা ভূমির উপস্বত্বের যে অংশ পান, তদুপরি ও তৎপরিমাণে করধার্য্য ও আদায় করাই ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।" উটবন্দী প্রজা ব্যতীত ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের যে কোন সম্বন্ধ ও স্বার্থ আছে, এই প্রস্তাব তাঁহাদিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্ণমেণ্টের এই পত্রের উত্তরদানের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের মত জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন, ১৮৬৮ অব্দের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা বেলা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে লার্কিন্স লেনের ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটী প্রকাশ্য সভা হইবে। সর্ব্বসাধারণে ঐ সময়ে ঐ স্থানে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আনরক্ত, মূল্য চারি
আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে [illegible] ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রে [illegible] লালবাজারে বেরিণী [illegible] পেথিক ফারমেসীতে পাওয়া [illegible]

সোমপ্রকাশ।

২ রা ভাদ্র সোমবার।

——:০:——

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া সর্ব্ব[illegible] গোচর করিতেছি, ২ রা সেপ্টেম্বর [illegible] ৪ ঘটিকার সময়ে ভারতবর্ষীয়সভাগৃহে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত শিক্ষা ও রথ্যা-সংক্রান্ত করের বিষয়ে সাধারণের মত গ্রহণার্থ এক প্রকাশ্য সভা হইবে। জমীদার তালুকদার, ইজারদার, পত্তনদার এবং দখলী ও মৌরসী স্বত্ববান্ প্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তির তথায় উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রস্তাবিত কর প্রসারিত হইয়া উঠবন্দী প্রজাভিন্ন অন্য সকলকেই গ্রহণ করিবে।

—:০:—

ডেপুটী বাবু।

মফস্বলের প্রতি মহকুমায় এক অথবা কয়েক জন করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আছেন। সিবিলিয়ান মাজিষ্ট্রেটেরা সকল কাজ করিবার অবসর পান না বলিয়া বিচারপতি সুলভ করিবার নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সৃষ্টি হয়। এ দেশের কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সকলের উৎসাহবর্দ্ধন করাও গবর্ণমেণ্টের আর এক উদ্দেশ্য ছিল। তন্নিমিত্ত অনেক দেব, রায়, ঘোষালপ্রভৃতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। প্রথম কয়েক জন উপযুক্ত লোক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, এখনও অনেক উপযুক্ত লোক এ পদে আছেন। কিন্তু কয়েক জন অপদার্থ লোক এ পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এ পদ সাধারণের নিকটে হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। ডেপুটী বাবু বলিলে যেন একটী অবতার আমাদিগের সম্মুখে বসিয়া আছেন, এইরূপ বোধ হয়। এ শ্রেণির এরূপ দুর্দ্দশার তিনটী কারণ আছে। প্রথমতঃ [illegible] সাহেবের প্রসাদে বিস্তর খান[illegible] ও দপ্তরির পুত্র, আমলা, কেরাণী ও [illegible] এক কালে ডেপুটি হইয়া উঠেন। [illegible] দিগকে পরের মাথা কাটিয়া [illegible] শিখিতে হয়। অন্য অন্য [illegible] পরীক্ষা দিয়া স্বযোগ্যতা [illegible] কর্ম্মচারী নিয়োগ [illegible] এখানে অগ্রে নিয়োগ [illegible] বিধি। এ পদ ও এ কাজটি [illegible] সামান্য? তৃতীয়তঃ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের স্কন্ধে বহুতর কার্য্যভার [illegible] থাকাতে যাঁহার যে কিছু বুদ্ধি থাকে, তাহা লোপ পাইয়া যায়। সিবিলিয়ানেরা বিস্তর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কঠিন পরীক্ষা দিয়া কর্ম্ম পান, আমাদিগের অভিষিক্ত বিচারপতিদিগেরও বিস্তর শিখিতে ও কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়। উকীলদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। চিকিৎসাপ্রভৃতি অন্য অন্য বিভাগ দর্শন কর, সেখানেও পূর্ব্বে পরীক্ষা হইয়া থাকে, কেবল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা বিনা পরীক্ষায় "গাঙ পার" হইয়া থাকেন।

আমরা উপরে কহিয়াছি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে অনেক উপযুক্ত লোক আছেন; কিন্তু তাঁহারা উল্লিখিত ডেপুটি বাবুদিগের সঙ্গে পড়িয়া মারা যাইতেছেন। ঐ গুণান্বিত মহাপুরুষদিগের একটি মানচিত্র পাঠকগণের অগ্রে উপনীত হইতেছে, পাঠকগণ এক বার নেত্র উন্মীলন করিয়া দর্শন করুন। ঐ দেখ, চোস্ত পেণ্টুলন, রঙ্গিন চাপকান, তদুপরি জোব্বা, মাথায় শালের পাগড়ী (কেহ কেহ এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের ন্যায় বিবর টুপি পরিধান ও শ্যামল চসমা ব্যবহার করিয়া থাকেন।) এবং চাপ্ পাই গোঁপ কেমন শোভা পাইতেছে! কেবল এইমাত্র শোভা নয়, দেখ, আমলা ও মোক্তারদিগকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কেমন কপোতদিগের নিকট হইতে নয়নহিল্লোল ঋণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। সামুদ্রিক শাস্ত্রকারেরা বলেন, যেখানে আকৃতি, সেই খানেই গুণ। আমরাও তেমনি বলিতেছি, যেমন পরিচ্ছদশোভা, কাজের শোভাও তেমনি। উহাঁরা ধমকাইয়া প্রায় অনেক কাজ সারিয়া লন। উহাঁদিগের অনেকে পীযূষ বর্ষণ করিয়া সাক্ষী অর্থী ও প্রত্যর্থীর শরীর শীতল করিয়া দেন। যদি খাতা দেখা যায় "আদালতের প্রতি অবজ্ঞা" এই শিরেই অধিক জরিমানা আদায় দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণ ইহা-

উই ঐ মহামতিদিগের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইলেন এরূপ বিবেচনা করিবেন না। উহাঁদিগের অনেকে মকদ্দমার অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়কেই সেসিয়নে সমর্পণ করিতে উদ্যত হন। ও দিকে পার্শ্বে মোক্তারেরা "খেয়োখেয়ি" আরম্ভ করেন। ডেপুটী বাবু মধ্যে মধ্যে গোল থামাইতে বলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার কার্য্যদক্ষ আরদালিও পাখাওয়ালার পার্শ্বস্থ ভিত্তি আলম্বন করিয়া ঈষন্মুদ্রিতনয়নে অভ্যাসগুণে মধ্যে মধ্যে "চুপ! চুপ!" করিতে থাকে; কিন্তু কে চুপ করে? ডেপুটী বাবু নিজেই একা এক সহস্র। তিনি স্বয়ংই আসর গরম করিয়া রাখেন। এই সকল মহামতির নিকটে ১০ আইনের মকদ্দমা উপনীত হইলেই মোল্লার বাড়ীর কাণ্ড উপস্থিত হয়। অর্থী প্রত্যর্থীরা জীবন্ত জবাই হইতে থাকে। কোন স্থলে অর্থী ৪ টাকা বাকী করের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন, দয়ালু হাকিম তাঁহাকে ধানের অংশের ডিক্রি দিতেছেন! কোন স্থানে অর্থীকে বলা হইতেছে, তোমার "বড় বেআদবী" হইয়াছে, তাহার পর তিনি সহস্র প্রমাণ দিয়াও জয়লাভ করিতে পারিতেছেন না। জেলার জজের নিকটে যেসকল মকদ্দমার আপীল হয়, সেগুলির বিচার কতক সাবধান হইয়া করা হয়; কিন্তু কালেক্টর পর্য্যন্ত যাহার সীমা, উক্ত "ঘটিরাম" ডেপুটি বাবুরা সেগুলি ত সিরাজদ্দৌলার রাজত্ব পান, যা ইচ্ছা সেই আজ্ঞা দেন। আইন অনুসারে যথার্থ বিচার হইবে ইহা ভাবিয়া কোন ব্যক্তি উক্ত গুণধরদিগের নিকটে যান না; যাহাঁর চতুরতা অধিক, তিনিই জয়লাভ করেন। ফৌজদারি মকদ্দমার যেগুলির সেসিয়নে যাইবার অথবা যাহার আপীল জজের নিকটে হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই গুলির বেলা যে কিছু চিন্তা; কিন্তু যাহাতে সেচিন্তা নাই, তাহাতে প্রায় এক মাস মেয়াদ ও ৫০ টাকার অধিক দণ্ড দেওয়া হয় না। কারণ তাহার আপীল নাই। অনেক স্থলে মোক্তারেরা কোন সাক্ষীর বিশেষ কথা অথবা বিশেষ আপত্তি লিপিবদ্ধ করিতে বলিলেও অনেকে তাহা করেন না। যিনি উকীল লইয়া যান, উক্ত মহামতিরা তাঁহার উপরে জ্বলিয়া উঠেন। "আমি তবে মকদ্দমা বুঝি না; আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত উকীল আনয়ন করা হইয়াছে; দেখি কি প্রকারে এ মকদ্দমায় জয়লাভ করা হয়।" এই ভাবিয়া ঐ ব্যক্তিকে হারাইবার যার পর নাই চেষ্টা করা হয়। উকীলের সম্মুখে প্রায় আজ্ঞা দেওয়া হয় না। বাসায় গিয়া অনেক বিবেচনা ও পরামর্শ করিয়া যদি কোন ছিদ্র না পান, তাহা হইলেই তাঁহার জয় লাভ। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ এতদ্দেশীয় উপযুক্ত মুন্সেফ সদরআমীনপ্রভৃতি বিচারপতিগণ উকীলের সহিত তর্ক করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করেন; কিন্তু উক্ত অভিমানী ডেপুটী মাজিস্ট্রেটেরা তর্ককে "আদালতকে অবজ্ঞা" জ্ঞান করেন। এক্ষণে আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি যাহারা ওকালতির পরীক্ষা দেন নাই, এমন লোককে যেন আর ডেপুটি মাজিস্ট্রেটী পদ প্রদান করা না হয়, এত দিন যাহা হইবার হইয়াছে, এখন উপযুক্ত লোক সুলভ হইয়াছেন। ফৌজদারি বিচার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; ইহাতে লোকের স্বাধীনতার উপরে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হয়। যেসকল লোকে আইনের কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে বিচারপতিপদে নিয়োজিত করা আর অবিচার করিতে বলা তুল্য কথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটী চিরস্থায়ী বিবাদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই বন্দোবস্ত ভ্রমমূলক, এই ভ্রম কেবল কয়েক জন সমাচারপত্র সম্পাদকের নয়, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রধান রাজপুরুষদিগের অনেকেরও হইয়াছে। আপদ একটী প্রধান উপদেশক। সর চারলস উড, লার্ড কানিঙ ও কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ দুর্ভিক্ষ আপদ হইতে যে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং যন্নিবন্ধন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার আদেশ হয়, টমাসনের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সেটীকে নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়া স্থির করিতেছেন। এ সম্প্রদায়ের সংস্কার এই, আকর্ষণ করিলেই যাহার রস বহির্গত হয়, চিরকালের মত সেই ভূমির একবিধ কর স্থাপন করিয়া আকর্ষণের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া নিতান্ত অবিবিচ্যকারীর কার্য্য। ইহাতে যে কি উপাদেয় ফল লাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা তদ্বোধে সমর্থ নহেন। জমীদারেরা যেরূপ কৃষকদিগের নিকটে লন, সেইরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহারা জমীদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব বাড়াইয়া লইবেন, বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের এই উদ্দেশ্য। ফলতঃ ইহাঁদিগের মতে সরকারী আয়ের একটী পথ এক কালে বন্ধ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ যুক্তি সারবতী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোধ কর, এক ব্যক্তি একটী বৃক্ষ অর্জ্জন করিল; যাহাতে বৃক্ষটী সতেজ হইয়া উঠে, সতত তাহার এই চেষ্টা রহিল; তাহার মনে মনে আশা এই, বৃক্ষটি বলবান ও ফলবান হইলে তাহার শাখা পল্লবে তাহার রন্ধনের কাষ্ঠ এবং ফল বিক্রয় দ্বারা অন্য অন্য উপকরণ সংগ্রহ হইবে। আর এক ব্যক্তি ঐরূপ একটী বৃক্ষ রোপণ

করিল ; ইতি মধ্যে তাহার কাষ্ঠের প্রয়োজন হইল, সে সমুদায় শাখাপল্লব ছেদন করিয়া বৃক্ষটীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ? ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছাটী বৃক্ষকে সতেজ রাখিয়া তাহার শাখাপল্লব ও ফলদ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছার তুল্য। পক্ষান্তরে মধ্যে মধ্যে ভূমির রাজস্ববৃদ্ধি করা এক কালে সমুদায় শাখাছেদন করিয়া বৃক্ষকে নিস্তেজ করিবার তুল্য হয়। ফলতঃ ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে যে আয় হয়, সাময়িক রাজস্ববৃদ্ধিতে তাহা কখন হয় না। বোম্বাইয়ে কৃষকদিগের ৩০ বৎসর মেয়াদী জোত ৩০ গুণ পণে বিক্রীত হইতেছে। সত্য ; কিন্তু কি কারণে যে এরূপ হইতেছে, কেহ সেই প্রকৃত কারণের উল্লেখ করেন নাই। কোন স্থলে মেলা অথবা উৎসব হইলে তৎকালে মাঠের মধ্যস্থিত অর্দ্ধকাঠা ভূমির [illegible] দিবসের নিমিত্ত দশ বার টাকা [illegible] কিন্তু মেলার পর ঐ ভূমির বিঘা দশ টাকায় পাওয়া যায়। বোম্বাইয়ে তুলার বাণিজ্যে একরূপ উহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকার তুলা প্রচুর পরিমাণে মাঞ্চেষ্টরে রপ্তানী হইলে এই মূল্য কদাপি থাকিবে না। ভূমির উৎপন্ন অধিক ও তাহার অধিক মূল্য না হইলে কখন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় না। এক বিঘা তুলার চাস করিতে গড়ে ১২ টাকা ব্যয় পড়ে। কিন্তু কৃষক ব্যয় বাদে প্রায় ৩০ টাকা পায়, আরও অধিক পাইবার আশা আছে ; সেই নিমিত্ত তাহারা অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়া বোম্বাইয়ে জোত ক্রয় করিতেছে। তুলায় বোম্বাইয়ের চাষাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। যত দিন লাভ তত দিন মূল্য ; তাহার পরে ঐসকল ভূমি দুই বৎসরের করের পণেও বিক্রীত হইবে না। আমরা শুনিয়াছি, তুলার ভূমির যেরূপ মূল্য থাকা ও অন্য অন্য শস্যের ভূমির সেপ্রকার মূল্য নহে। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশে ধান্যাদি শস্য দশ সহস্রের মধ্যে ৯৯৯৯ বিঘাতে উৎপাদিত হয়। ভারতবর্ষের কোন স্থানেই এইসকল ভূমির ৩০ গুণ মূল্য নাই। কলিকাতার নিকটস্থ অতি উর্ব্বর ভূমির বিঘাও বার্ষিক করের ২০ গুণের অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির একটী প্রধান উপায়। উহার গুণে ভূমির বহুগুণ মূল্যবৃদ্ধি হয়। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন, প্রতি বৎসর যে ভূমির কর বৃদ্ধি হয়, লোকে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত ভূমি ক্রয় করিয়া থাকেন। বর্দ্ধিত কর দিলে কি উৎপন্ন অধিক হয় ? জমীদার সর্ব্বদা শোষণ করিলে কি প্রজার ধনবৃদ্ধি হইতে পারে ? যেসকল স্থানের জমীদারিতে মিয়াদি বন্দোবস্ত আছে, তত্রত্য জমীদারগণ রাজস্ববৃদ্ধির ভয়ে নূতন বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব অবধি অনেক ভূমি অকৃষ্ট ফেলিয়া রাখেন। ভূমি পতিত থাকিলে কি কৃষি, বাণিজ্য, রাজস্ব, প্রজার জীবিকা ও দেশের ধন হানি হয় না ? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিবন্ধন সম্পত্তির মূল্য এবং তাহার সহিত বাণিজ্য ও ষ্টাম্পপ্রভৃতির মূল্য যে অধিক হইয়াছে, একথা বলা বাহুল্য। দেশের বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইয়াছে [illegible] কৃষিজাত দ্রব্য এখন পড়িতে পায় না। তথাপি কৃষকদিগের যেরূপ সচ্ছল হওয়া উচিত, তাহারা সেরূপ হইতে পারিতেছে না। তাহার কারণ কি ? তাহার কারণ জমীদার ও মহাজন। জমীদার সর্ব্বদাই শোষণ করিয়া কর লন বলিয়া কৃষকগণের অসঙ্গতি দূর হয় না ; সুতরাং তাহাদিগকে মহাজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। পুরুষানুক্রম[illegible] এই দুর্দ্দশা হইয়া আসিয়াছে। [illegible]বন্দোবস্ত অবধি উহার কতক [illegible] য়াছে। ১৮১২ অব্দের ৫ আইন যখন মৌরসী পাট্টা দিবার [illegible] সেই অবধি কৃষকদিগের মঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। সর্ব্বদা করবৃদ্ধি কি চাসে তেমন মন লাগে ? না তাহাতে মঙ্গল হয় ? জোতের স্থি[রতা] থাকিলে কৃষক অর্থ ও শ্রম করিতে উৎসাহী হয় না ; একথা [illegible] স্বীকার করবেন ? তাহা ব্যয় না করি[illegible] তাহার দুর্দ্দশা ঘুচিবার সম্ভাবনা [illegible] অতএব কৃষকের উপর করবৃদ্ধি না এটী কাহার অভিপ্রেত না হইবে ? [illegible] যদি জমীদারের মধ্যে মধ্যে করবৃ[illegible] হয়, তিনি কি প্রজার নিকটে কর বৃ[illegible] করিতে বিমুখ হইবেন ? জমীদার কৃষকে[র] করবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, অথ[চ] জমীদারের রাজস্ববৃদ্ধি হইবে, এটী ন্যা[য়] সঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের সৃষ্টিকর্ত্তারা এব[ং] যুদ্ধ করিয়া যে অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার প[থ] পাতিত করিয়াছেন, তাহা রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ। যাহাতে এখা[নে] কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে গ[ব]র্ণমেণ্টের সেই রাজনীতি অবলম্বন কর্ত্তব্য। আমরা পুনরায় বলিতেছি, কৃ[ষি]কার্য্যের উপর ভূমির রাজস্ব ও ব[াণি]জ্যের শুল্ক নির্ভর করিতেছে। [illegible] কৃষকগণ সঙ্গতিশূন্য হইলে এ অভীষ্ট হওয়া দুর্ঘট হইবে। কৃষকদিগের এ[খন] যে অবস্থা, অত্যন্ত সচ্ছল হইলেও এক বৎসরের অধিক খাদ্য সংগ্রহ [করিতে পারে] না। যদি স্থিরতর কর থাকে, [তা]হইলে দশ বৎসরের মধ্যে যাহার [এক] গোলা তাহার দুই গোলা ধান্য

অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য
তাহারা অনায়াসে আত্ম
চ সমর্থ হয়। যাহার শয়ন
াই সে বৈঠকখানা বরিতে
কৃষকদিগের দিনের অন্ন
কঠিন, তখন উৎকৃষ্ট কৃষি
নূতনবিধ শস্য উৎপাদন করি
কিরূপে ফলোপধায়ী হইবে?
ৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধিনিবন্ধন
, সেই লাভই লাভ। ক্ষেত্রে
য়া শোষণ করিয়া কর লইলে
কি না তাহা মুসলমান সম্রাটেরা
খিয়াছেন। আসিয়া মাইনরে
াটেরা সে পরীক্ষা করিতেছেন।
কা শক্তি বৃদ্ধি হইবামাত্র কর
তে উক্ত দেশ উৎসন্ন হইতেছে।
বন্ধে কৃষিকার্য্যের উপরে কর
কৃষক জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট সক
রই ক্ষতি হয়। প্রজার উৎপাদিত শস্য
রা বাণিজ্যের যে শ্রীবৃদ্ধি এবং সম্প
ত্তর মূল্যবৃদ্ধিনিবন্ধন সরকারী আয়ের
বৃদ্ধি হয় তাহাই প্রকৃত লাভ। ফলতঃ
প্রধান দেশের গবর্ণমেণ্টের কৃষিকা
উৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। কৃষক-
র সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না
ল এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার
না নাই। কৃষকদিগের কর একবিধ
চ গেলে কার্য্যতঃ জমীদারের সহিত
য়ী বন্দোবস্ত হইয়া উঠিবে। মধ্যে
ভূমির কর বৃদ্ধি করিলে আশু লাভ
পারে বটে; কিন্তু পরিশেষে
ক দরিদ্র ও গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত
হইবে সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত
। জমীদারদিগকে মধ্যে রাখিয়া
গের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
। নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে মধ্যে মধ্যে
ত করিয়া থাকি।

—:০:—

রামদুলাল সরকার।

টাকা যেরূপে রামদুলাল সরকারের হস্তগত হয়, পাঠকগণ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। ঐ লক্ষমুদ্রাই তাঁহার ভাবী অতুল সম্পত্তির মূল ভিত্তি হয়। বাণিজ্যকার্য্যে তাঁহার সাতিশয় দক্ষতা জন্মিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার বাজার সম্ভ্রম হইয়া উঠিল। তিনি কখন কাহার সহিত অসাধু ব্যবহার করিতেন না। সকলেই তাঁহাকে স্নেহ ও বিশ্বাস করিত, সকলেই তাঁহার প্রতি কার্য্যভার সমর্পণ করিত? ভারদাতা যাহাতে লাভবান্ হন, এরূপে তিনি তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেন। ঐ বাণিজ্যসম্বন্ধে আমেরিকার বণিক্‌দিগের সহিতই তাঁহার অধিক সংস্রব হয়। ১৭৮৩ অব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। তাহার পর তত্রত্য অধিকসংখ্য লোকে বাঙ্গলাদেশে বাণিজ্য করিতে আইসেন। রামদুলাল সরকারের এমন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে সকলেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেন। তিনিও তাঁহাদিগের কার্য্যসম্পাদন-বিষয়ে অণুমাত্রও বৈমুখ্যপ্রদর্শন করিতেন না। তৎকালের পামর কোম্পানিপ্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকগণও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রামদুলাল স্বয়ং একটী হাউস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার দৌহিত্র বাবু শ্যামচাঁদ, অনুপচাঁদ ও অতুলচাঁদ মিত্র ঐ হাউসের কার্য্যসম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার ৪ খান জাহাজ ছিল, ঐ জাহাজে তাঁহার দ্রব্য সামগ্রী ইংলণ্ড চীন মাল্টাপ্রভৃতি স্থানে নীত হইত। এই রূপে রামদুলালের শত শত আয়দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তিনি ধূলিমুষ্টি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, স্বর্ণমুষ্টি হইতে লাগিল।

রামদুলালের অন্যান্য গুণ যেমন অসাধারণ, ভদ্রতা ও কৃতজ্ঞতাও তেমনি অলোকসামান্য ছিল। একদা তিনি অনেক মরীচ ক্রয় করেন, আর এক জন ইংরাজও কতক ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ ইংরাজের অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে তিনি মরীচ বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা কর্জ্জ চান। রামদুলাল বন্ধক রাখিতে সম্মত না হইয়া এক কালে ক্রয় করিতে চাহিলেন। ইংরাজ বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবেন কহিলেন। শেষে তিনি বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। এ দিকে মরীচের প্রায় চারিগুণ মূল্য বৃদ্ধি হইল রামদুলাল আপনার ও ঐ ইংরাজের মরীচের ক্রেতা স্থির করিয়া যে চতুর্গুণ লাভ হইল, তাহা আপনি না লইয়া, ইংরাজকে তাঁহার মরীচের সম্পূর্ণ লাভ প্রদান করিলেন। বাজারে যে উহার মূল্য তত হইয়াছে, উক্ত ইংরাজ তাহার কিছুই জানিতেন না। রামদুলাল অনায়াসে তাঁহার সহিত যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা দিয়া আপনি সমুদায় লাভ লইতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তাঁহার তুল্য কৃতজ্ঞ ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার অশরণ অবস্থায় যিনি তাঁহার কোন প্রকার উপকার করিয়াছিলেন, তিনি সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহার আশাতীত প্রত্যুপকার করেন। এই উপকারসম্বন্ধে তিনি অনেককে পেন্সন দেন। মদনমোহন দত্ত তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুট না হইয়া তাঁহার আবাসে কখন প্রবেশ করেন নাই। ঐ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কালীপ্রসাদ দত্তের সমন্বয় করেন।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অধিকতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা প্রায় ব্যয়কুণ্ঠ হন, কিন্তু রামদুলাল মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কোন দায় জানাইলে তিনি তাহার উদ্ধার করিতেন। তাঁহার নিত্যব্যয় ১৫০০০ টাকা ছিল।

তদ্ভিন্ন প্রতিবেশিদিগের অনেককে বৃত্তি দিতেন। মান্দ্রাজে এক বার দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি নগদ লক্ষ টাকা এবং কুরুপাণ্ডি লক্ষ টাকার চাউল দেন। তিনি হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠাকালে ৩০০০০ টাকা দিয়াছিলেন। ৪। ৫ শত টাকা তাঁহার সচরাচর দান ছিল। তিনি এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু কখন গর্ব্বোদ্ধত হন নাই। তিনি অতিশয় বিনয় নম্র ছিলেন; তাঁহার অশন বসন সামান্য রূপ ছিল. বরাবর পরিশ্রম অভ্যাস ছিল। তিনি ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১৮২৫ অব্দের ১ লা এপ্রিল) পক্ষাঘাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন।

—:o:—

কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষা
ও শিক্ষার্থ
কর.

নিম্নশ্রেণির বিদ্যাশিক্ষা হয়, এ বিষয়ে কৃতবিদ্য ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই একমত হইয়া মত প্রদান করিবেন; অতএব গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের যে চেষ্টা পাইতেছেন, তদ্বিষয়ে সাহায্যদানে কেহই বিমুখ হইবেন না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে উপায় অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রায় কাহারই ঐকমত্য দৃষ্ট হইতেছে না। প্রথমতঃ প্রজারা যেসকল বিষয় স্বেচ্ছাকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছে, বলপূর্ব্বক তাহাতে নিয়োজিত করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি বলপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করান আবশ্যক হয়, তাহা হইলেও বঙ্গদেশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর করা বিধেয় হয় না। সর্ব্ব প্রকার ব্যয় করিয়া তথাপি বঙ্গদেশের প্রায় ছয় কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এক কোটি টাকা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লবণ ও অহিফেনের অঙ্কে বাদ দিলেও পাঁচ কোটির বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। এত উদ্বৃত্ত টাকা হইয়াছে; এ টাকা অন্য অন্য প্রদেশে থাকে না, অতএব তথায় স্বতন্ত্র শিক্ষাকর হয় হউক; কিন্তু আমাদিগের স্কন্ধে কি নিমিত্ত শিক্ষাকরভার নিহিত হইবে? ইহার এই এক উত্তর আছে, ভারতবর্ষ একটী অখণ্ড সাম্রাজ্য; ইহার মধ্যস্থলে এক সর্ব্বস্ব প্রভুশক্তি বিদ্যমান আছে। অতএব যখন স্বতন্ত্র প্রদেশীয় রাজস্বপ্রণালী স্থাপিত হয় নাই, তখন সাম্রাজ্যের একাংশের উদ্বৃত্ত টাকা অপরাংশে ব্যয় করা অবৈধ হইতেছে না। মূল নিয়ম যেরূপ হউক, এ তর্ক আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ একত্রীভূত হইয়া বন্ধুভাবে পরস্পরের শুভ চিন্তা করে এটী প্রার্থনীয়। কিন্তু কার্য্যে একভাব হওয়া কঠিন। একবিধ ভাষা ব্যতিরেকে প্রকৃত জাতীয় একতা হয় না। জাতীয় ভাষা সমান হইলেও সকল সময়ে একতা হওয়া কঠিন হয়। আয়রলণ্ড কিছুতেই ইংলণ্ডের সহিত একভাবাপন্ন হইল না। এখানে প্রদেশ বিশেষে অবস্থাভেদ এবং অবস্থাভেদে শাসনপ্রণালীর ভেদ রহিয়াছে। তবে যে রাজস্বসম্বন্ধে একতা দৃষ্ট হয়, সেটী কেবল অনিষ্টের মূল। যত আয় হইতেছে, কিছুতেই কুলাইতেছে না। এতদ্দ্বারাই অনিষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী স্থাপন করা উচিত। সেই উৎকৃষ্ট প্রণালী নাই বলিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষা কর করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত হইতেছে না.

গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টকে রাজস্বসম্বন্ধে নিবারণ করা বৃথা; এপর্য্যন্ত কোন আপত্তি শ্রবণ করা হয় নাই। তদুপরি যখন বিদ্যাদানের গন্ধ রহিয়াছে, তখন ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কখন বিদ্যাশিক্ষার্থ স্থানীয় কর স্থাপন করিবার বিষয়ে অমত করিবেন না। যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায়, তথাপি গবর্ণর জেনরল জমীদারির তহসিল ধরিয়া শতকরা যে কর স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। প্রতিবৎসর সমান আয় হয় না; মৃত্যু, পলায়ন, অসঙ্গতি, দুর্ভিক্ষপ্রভৃতি কারণবশতঃ সকল বৎসর জমীদারের সমান আয়দেখা যায় না। এ বিবেচনা না করিয়াও যদি কর করা হয়, ইনকমটাক্সের কষ্ট ও অসন্তোষকর অনুসন্ধানের সহিত যথেচ্ছাচার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভঙ্গের দোষ স্পর্শ করিবে। জমীদারদিগের আর যে দোষ থাকুক, তাঁহারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্বের নিরন্তর প্রার্থী। এই প্রকারে কর লইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামমাত্রসার হইবে। ভারতবর্ষীয়েরা করের বিষয়ে ন্যূনাতিরেক বুঝিতে পারেন না; যাঁহা দিতে হইবে তাহা এক কালে লওয়া হউক এ কথাই সকলে বলেন। ইনকম টাক্সের দৃষ্টান্ত দেখ। এই করস্থাপনসময়ে অনেক লোকে এক কালে প্রয়োজনমত টাকা দিয়া কর হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন রাজগণ এই প্রকারে আবশ্যকমত টাকা লইতেন; তাঁহারা অনেক লইতেন বটে, কিন্তু এক্ষণে নিরন্তর কর আদায় হওয়াতে যত অসন্তোষ হইতেছে, তাঁহাদিগের সময়ে তত ছিল না। অর্থের প্রয়োজন হইলে বাদসাহ জমীদারদিগকে ডাকিয়া টাকা চাহিতেন; তাঁহারা চাঁদা করিয়া তাহা দিতেন। ঐ পর্য্যন্ত শেষ হইত। বর্ত্তমান বার্ত্তাশাস্ত্রে যাহা বলুন না কেন, এইপ্রকার করই এ দেশের লোকের বুদ্ধি গম্য। বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কর প্রদান আমাদিগের পক্ষে অতিশয় কর। অতএব তহশীলের উপর

স্থাপন করিলে জমীদারগণকে গবর্ণমেণ্টের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করা হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক দল ক্ষমতাশালী প্রভু ভক্ত লোককে বিপক্ষ করা বিশুদ্ধ রাজনীতির অনুমোদিত নহে।

জমীদারের নিকটে শিক্ষাকর গ্রহণ করিলে যাহাদিগের ইষ্টের নিমিত্ত এই চেষ্টা হইতেছে, তাহাদিগেরও অনিষ্ট করা হইবে। জমীদারেরা এমন পাত্র নন যে নিজ তহবিল হইতে এক কপর্দ্দক দেন। যে কোন উপায়ে হউক, প্রজার স্কন্ধেই স্বব্যয় ভারক্ষেপ করিবেন। ইনকম টাক্সই নিদর্শন। উহাতে প্রদর্শন করিয়াছে, জমীদার নিজের লাভ কিছুতেই ছাড়েন না। অদ্যাপিও মেদনীপুর বর্দ্ধমান ও মুরসিদাবাদের কোন কোন জমীদারিতে ইনকম টাক্সের নাম করিয়া জমীদারেরা টাকা লইতেছেন। জমীদারী ডাক জমীদারদিগের উপার্জ্জনের একটী প্রশস্ত পথ হইয়াছে। জমীদারেরা ঐ নামে প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়া লইতেছেন। যতই কর স্থাপিত করা না কেন, জমীদারকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারিবে [illegible] যেসকল জমীদার [illegible] স্থাপন করিয়া বাহবা [illegible]তেছেন, তাঁহারা কোথা হইতে এই [illegible] চালান? [illegible] ভার কৃষকের স্কন্ধে, [illegible] জমীদারের। ফলতঃ বর্ত্তমান [illegible] গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই জমীদারকে [illegible] ফেলিতে পারিবেন না। গবর্ণ[illegible] ভাবিতেছেন কৃষকেরা শিক্ষিত [illegible] আপন আপন স্বত্ব বুঝিবে এবং [illegible]দারের অত্যাচার থাকিবে না। এটী [illegible]তে যেমন, কাজে তেমন নয়। কৃষী[illegible] প্রতি দৃষ্টিপাত কর; [illegible]দিগের [illegible] দূরে থাকুক, যেসকল কৃষী[illegible]হীন ও কৃতবিদ্য, তাহাদিগকেও [illegible]দিগের অত্যাচারের নিকট [illegible]নত করিতে হইত। অন্য কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশের কৃতবিদ্যদিগের যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জমীদারের এলাকায় জমী জমা রাখেন, তাঁহারাও মকদ্দমার ভয়ে মস্তক উত্তোলন করিতে সাহস হন না। কৃষকদিগের এরূপ অবস্থাও নয় যে তাহারা আপন আপন সন্তানকে লেখা পড়া শিখাইতে পারে। এ দিগে জমীদারের পাইক বসিয়া খাজনার তাগাদা করিতেছে, ও দিগে ঘরে অন্ন নাই; পুত্রকে ধান কাটিতে পাঠাইলে দুই আনা উপার্জ্জন হয়। এমন অবস্থায় কোন্ কৃষক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবে? হামডেনের ন্যায় লোক সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন না এবং গবর্ণমেণ্ট এমন শিক্ষাও দিতেছেন না যে কৃষকেরা আপনাদিগের স্বত্ব বুঝিয়া জমীদারের অত্যাচার নিবারণে সমর্থ হইবে। এ স্থলে কি কর্ত্তব্য? জমীদারের তহসিলের উপরে কর ধার্য্য কর, আর প্রদত্ত রাজস্বের উপরে কর লও, শেষ ভার কৃষকের স্কন্ধে পতিত হইবে সন্দেহ নাই। ভার পড়িলেই বিদ্যাশিক্ষা তাহাদিগের কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান হইবে। এইমাত্র নয়, জমীদারের অত্যাচারের আর একটী [illegible] পরিষ্কৃত হইবে। তখন কৃষকেরা এই ভাবিবে, ইহার অপেক্ষা আমাদিগের মূর্খ থাকা ভাল ছিল। আমরা ত শিক্ষার্থ কর গ্রহণের এই অনিষ্ট দেখিতেছি, রাজপুরুষেরা অন্ধ হইয়া যদি এ অনিষ্ট দেখিতে না পান, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষকদিগের নিকটে করগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। যখন পরম্পরাসম্বন্ধে তাহারা অব্যাহতি পাইতেছে না, তখন মধ্য হইতে জমীদারদিগকে অসন্তুষ্ট করা কেন? তাহাদিগের উপকারার্থ এই আরম্ভ হইতেছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাদিগের নিকটে কর গ্রহণই ন্যায্য হয়। জমীদারকে মধ্যস্থলে রাখিয়া এই সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে লার্ড কর্ণওয়ালসের কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইবে। প্রজাদিগের জোত স্থিরতর হইলে তাহারা আনন্দসহকারে এক টাকার স্থানে আঠার আনা দিতে কাতর হইবে না। যথেষ্ট টাকা উঠিবে, বিদ্যাশিক্ষা হইবে; কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবে না। প্রতি বৎসর কর বৃদ্ধির ভয় না থাকিলে কৃষক মনোযোগ দিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিয়া শীঘ্র আপন আপন মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবে। এক্ষণে এক পরগণার মধ্যে যেমন কেবল একমাত্র জমীদার ধনী আছেন, তখন আর সেরূপ থাকিবে না; অর্থ চারিয়া পড়িবে। জমীদারের এখনকার মত আড়ম্বর থাকিবে না বটে; কিন্তু পতিত ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করিয়া তাঁহারা নিজের জমীদারির উন্নতি সাধনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে শিক্ষা করিবেন। তখন জমীদার ও প্রজা উভয়ের সৌহার্দ্দ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত।

শোণপুরের মেলা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

১৪ নং। এটী অতি মনোহর ময়দান, বৃক্ষাদিতে আচ্ছাদিত। ইহার মধ্যে নানাদিক দেশীয় উত্তম মধ্যম ও অধম ত্রিবিধ লোক অবস্থিতি করেন। বড় বড় ধনীরা তাম্বু সামীয়ানা খাটান মধ্যবর্ত্তী লোকেরা অন্য প্রকারে অবস্থান করেন এবং নিকৃষ্টেরা বৃক্ষতলায় অবস্থান করে। স্থানটী অতি বিশাল আম্রবৃক্ষে পরিপূর্ণ, অতিশয় মনোহর, পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। পাটনা হইতে বড় বড় নবাব, রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আসিয়া ভারি ধূম ধাম করেন। প্রত্যেক বড় লোকের আবাসে প্রতি নিয়তই মহা জাঁক জমক হইতে থাকে। বড় বড় লোকের পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থানে গেট, নহবৎ, পাহারা, দারবান, সেপাই, সান্ত্রী প্রভৃতি সুসজ্জিত থাকে। রজনীতে বস্ত্রগৃহের

সম্মুখে হাতার ভিতর মহা সরগরম মজলিস হয়। ঝাড় লাণ্ঠন, দেয়ালগিরিপ্রভৃতিতে নামী নানা ঝকমক ঝকমক করিতে থাকে। বাইরা বিশুদ্ধ তান, মান লয়সংযোগে দর্শকগণের চিত্তহরণ করে। বড় বড় মজলিসে বড় বড় সাহেব পর্য্যন্ত গিয়া আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকেন; কিন্তু ঘোঁড় দৌড়ের নাচ ঘরে এ দেশীয়েরা যাইতে পান না।

১৫। মিনা বাজার। এ বাজারটী হরিহর ছত্র মেলার ভূষণস্বরূপ। হরিহর নাথের মন্দিরের নিকটপর্য্যন্ত প্রায় দুই মাইল পথ এই বাজারটী দোসারি বসিয়া যায়। ইহাতে যেরূপ [illegible] বস্ত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। [illegible] [illegible] এরূপ পরি পাটীর বাজার হয়, যে রজনীতে দেখিলে চমৎকার বোধ হয়। [illegible] [illegible], চীনের, কাচের, সোণার, রূপার, নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের দোকান বসে। বস্ত্র বনাত, সাল, দোসালা, কিংখাপ, জরি, জরদোজীপ্রভৃতি কোন বস্তুরই অভাব থাকে না। এমন কি এক একটী দোকানে ২০০০।২০ ০০ হাজার, কোন কোন দোকানে ৫০০০০ হাজার টাকার সামান সামান্য জিনিস সাজান থাকে। দিবা রাত্রি লোকের এরূপ জনতা হয় যে, পাদবিক্ষেপ কঠিন হইয়া উঠে। ঠেলা ঠেলি করিয়া যাইতে হয়। বড় বড় সাহেব মেম এবং বাবু ভেয়েরা হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিবা রজনী মিনা বাজারের শোভা সন্দর্শন করিয়া তৃপ্ত হন। ক্রয় বিক্রয়ের কথা কি বলিব।

১৬। এই স্থলে শ্রেণীবদ্ধরূপে ঘোড়ার আসবাবের দোকান সাজান থাকে। ইংরাজী হিন্দুস্থানী, লাহরী, দক্ষিণী, নানা দেশের জিন, জিনাপোষ সাজ, লাগাম, চাবুক, কোড়া আদি করিয়া সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়।

১৭। এখানে হস্তীর নানারূপ পরিচ্ছদ পৃষ্ঠাস্তরণ ও গিলটি করা কাঁচের, কাষ্ঠের, রূপার ও অন্যান্য বস্তুর নানাপ্রকার হাওদা বিক্রয় হইয়া থাকে।

১৮। এই স্থানে মুদিরা সারি সারি শত শত খাদ্য দ্রব্যের দোকান খুলিয়া বসে চাউল, ডাউল, লবণ, আটা, ঘৃত, ছাতু, বুট যব গম, কাষ্ঠ ও তরিতরকারিপ্রভৃতি যাব তীয় বস্তু বিক্রয় হইয়া থাকে।

১৯। এ স্থলে এক ধারে মিষ্টান্নবিক্রেতা হালুইকারের শত শত দোকান এবং পাটনা কাশীপ্রভৃতি স্থানের হিন্দুস্থানী শিখ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি মিঠাইকরেরা নানাবিধ মিষ্টান্নদ্বারা দোকানসকল পরিপূরিত করিয়া রাখে। রাজনীতে ঝাড় লাণ্ঠন দেওয়ালগিরিদ্বারা এমনি দোকানসকল সুসজ্জীভূত করিয়া দেয়, যে, আলোক ও মিষ্টান্ন দেখিয়াই অনেক লোকের উদর পূর্ণ হইয়া যায়। উহার এক দিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে মালাকারদের দোকান বসে। নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পদ্বারা ঐ স্থানটী অতি শয় আমোদিত হয়। ভক্তি না থাকিলেও লোকে ঐ গন্ধ প্রাপ্তির আশয়ে হরিহরনাথের মন্দিরপর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া থাকেন।

২০। এই ময়দানটীর মধ্য দিয়া একটী পথ গিয়াছে। সেই পথের কতক দূর পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আচার, সন্দেশ, মিঠাই, পুরী, কচুরি, তরকারিপ্রভৃতি হিন্দুদিগের ভোজ্য বস্তুর দোকান সকল সুসজ্জীভূত থাকে। এক এক দোকানে ১০০ এক শত কিম্বা তদধিক প্রকারের আচার পাওয়া যায়। এ প্রদেশে আলু, সিম বেগুন, ওল, পটোল আম্র, লেবু, শাক, পুঁইখাঁড়া, কলা মুলাপ্রভৃতি এমন বস্তু নাই যাহার আচার হয় না।

২১। এই পথের কতক দূর যেমন হিন্দু দের খাদ্য দ্রব্যের দোকান সুসজ্জীভূত থাকে, সেইরূপ মুসলমান পাচকদেরও দোকানসকল শোভা থাকে। এইসকল দোকানে মুসলমান পাচকেরা রুটী বিস্কীট পোলাও কালিয়াপ্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। দিনমানে না হউক, রজনীতে এইসকল দোকান উইলসন সাহেবের হোটেলের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়।

২২। এটী গোরাবাজার। দানাপুর হইতে আগত সৈনিক ও বাদ্যকরদিগের আরাম এবং মল্লক্রীড়া স্থল।

২৩। এটী সোয়ারদের থাকিবার কুঁড়ি। এস্থলে গবর্ণমেণ্টের ইরেগুলার ক্যাভেল রির সওয়ারেরা আড্ডা করে। ইহারা ঘোড় দৌড়ের মাঠের শোভাসম্পাদন করে, এবং শান্তিরক্ষার্থ নেপালের নিকটস্থ সিগলিনা মকছা নি হইতে ২০০ জোয়ান প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকে। ইহারা এক এক দিন আপনাদের রণপাণ্ডিত্য ও যুদ্ধকৌশল অস্ত্র ও অশ্বশিক্ষা প্রদর্শন করে। ইহারা যেরূপ কৌশলে দ্রুতগামী অশ্বকে বসায় শোয়ায় এবং খোঁটা ভূমিতে পুতিয়া বল্লমদ্বারা দ্রুতগামী অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া লয় এবং ছোট ছোট লেবু রুমালে বাঁধিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ঠিক দুই ভাগে কাটিয়া ফেলে, সেসকল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

২৪। সাহেবদিগের গমনাগমনজন্য যে একটী প্রকাণ্ড পথ প্রস্তুত করা হয়, তাহার দুই পার্শ্বে ইংরাজ সওদাগরদের নানা প্রকার দোকান সুসজ্জীভূত থাকে। খাওয়া পরা ও বিলাসের যাবতীয় বস্তু এইসকল দোকানে পাওয়া যায়। দেশবিদেশীয় ইংরাজ দোকানদারেরা আগমন করিয়া থাকেন।

নং ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। এখানে গঙ্গা দক্ষিণে প্রবাহিতা, গণ্ডকী পূর্ব্বদিকে প্রবহমাণা, আর সরযু এবং শোণভদ্র গঙ্গার সহিত মিলিতম ন্দিরের নিম্নে মহাসঙ্গম বলিয়া এস্থানের অতিশয় মাহাত্ম্য হইয়াছে। এখানে লক্ষ লক্ষ হিন্দু অবগাহন করিয়া আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

অদ্য মাদকসেবনের দোষবর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। অতি পূর্ব্ব কালে এ দেশে মাদক সেবনপ্রথা অপ্রচলিত ছিল। তখনকার শাস্ত্রকারকেরা এবং ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক ও উপদেশকেরা ইহার ভূরি ভূরি নিন্দা ও নিষেধ করিতেন। ইহা সেবন করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেন; সুতরাং এই ভয়ে অনেকেই ইহাতে বিরত হইতেন। তখন কেহ কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে জনসমাজে নিন্দিত, ঘৃণিত ও অনাদৃত হইতেন। এমন কি অস্পৃশ্যবোধে তাঁহাকে কেহ [illegible]

করিতেন না। এই জন্য তখন মাদক দ্রব্য সেবীর সংখ্যা স্বল্পমাত্র ছিল। এখন তেমনি বিপরীত হইয়াছে; মাদকসেবীর সংখ্যাই অধিক। যে দিন ইংরাজেরা এ দেশের রাজা হইয়াছেন ও ইংরাজী বিদ্যার আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন অবধি এ দেশে বিলাতী ধরণের সভ্যতাও চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। যে পরিমাণে ইংরাজী বিদ্যার আলোচনা বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে সুরাদি মাদক দ্রব্য ব্যবহারও বাড়িতেছে। এখন প্রায় প্রতিপল্লীগ্রামেই শৌণ্ডিকালয়, তাড়িখানা, গাঁজা গুলির আড্ডা ও আফিনপ্রভৃতি মাদক দ্রব্যের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের ত কথাই নাই। তথায় প্রতি গলিতে ও প্রতি পথপার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত আড্ডা ও দোকান সকল বিরাজমান রহিয়াছে। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, কি মূর্খ, কি বিদ্বান্ প্রায় অনেকেই ইহার সেবক হইয়াছেন। দুঃখের ও লজ্জার কথা কি কহিব, এ দেশের অনেক অবলারাও এই পথের পথিক হইয়াছেন। অন্যান্য মাদক দ্রব্যের অপেক্ষা সুরাই অধিক প্রচলিত. অনেক ভদ্র নামধারী মহাত্মারা এই পথের প্রদর্শক ও আদর্শস্বরূপ হইয়াছেন। মাদক দ্রব্যের এমনি গুণ যে, অল্প পরিমাণে সেবন করিলে চিত্তসন্তোষ হয় না। ইহার পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যায়; ইহার স্পৃহা ও আশা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার এমনি মোহিনী শক্তি যে, এক বার ইহার রসাস্বাদন করিলে প্রায় যাবজ্জীবন ভুলিতে পারা যায় না। ইহা এক প্রকার মায়াজাল; ইহাতে এক বার পতিত ও লিপ্ত হইলে উদ্ধার হওয়া কঠিন। অনেক বিজ্ঞতম পণ্ডিত ও সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসক স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন, মাদক দ্রব্য সেবনে বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও কলুষিত হয়; হিতাহিত বিবেচনা থাকে না; নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে; স্মরণশক্তিপ্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হইতে থাকে; নানা প্রকার উৎকট পীড়া জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, [illegible]র দিন দিন শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইতে থাকে; পরমায়ুর হ্রাস হয়; কোনপ্রকার পীড়া জন্মিলে সত্বর আরোগ্য লাভ করা দুরূহ হয়; বরং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবারই সমধিক সম্ভবনা। কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কহিয়াছেন, সুরাদি মাদক দ্রব্য সেবন করা ও স্বহস্তে স্বীয় কবর খনন করা উভয়ই তুল্য। কোন শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, অগ্নিপ্রবেশ, জলমজ্জন, বিষপান ও উদ্বন্ধনদ্বারা প্রাণত্যাগ করা যেরূপ পাপ ও দোষের হেতু, মদ্যাদিসেবনও সেইরূপ পাপ ও দোষাবহ। উভয়ই ধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেহ কেহ কহেন, মাদকসেবনে মনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দবৃদ্ধি এবং কল্পনা ও বক্তৃতাশক্তির প্রবলতা হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আমোদাদি অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অল্পকালমাত্রস্থায়ী আমোদাদির জন্য ঈশ্বরদত্ত অমূল্য ধন যে জ্ঞান তাহাকে বিষতুল্য মাদক দ্বারা বিনষ্ট করা কি বিজ্ঞোচিত কার্য্য? অনেকেই জানেন, মাদক সেবন করিয়া মানুষ পশুবৎ ব্যবহারে রত হয়। কখন কখন রোগবিশেষে অল্প পরিমাণে মাদকসেবনে উপকার হয় সত্য; তাহা বলিয়া মাদক সেবন প্রশংসনীয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে না। রোগবিশেষে সর্প বিষেও উপকার দর্শে, তাহা বলিয়া কি সর্পবিষ সেবনীয় হইবে? কি পরিতাপের বিষয়! এ দেশে অনেকেই এই গরলতুল্য মাদকসেবনে রত হইয়াছেন। এখন বঙ্গদেশে সুরানদী প্রবল বেগে প্রবাহিত। ইহার স্রোতে কত শত লোকের ঘর বাটী ভাসিয়া যাইতেছে ও কত ধনীলোক নির্ধন ও নানাপ্রকার বিপদগ্রস্ত হইতেছেন!!!

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

২৭ শ্রাবণ সোমবার।

ডবটন কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এল, এ, মেণ্ডিস সাহেব লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভার নিকট ডি, সি, এল উপাধি পাইয়াছেন। মেণ্ডিস সাহেব এক জন বারিষ্টর। ইনি জাতিতে ফিরিঙ্গি এবং কসাইটোলায় নীলামকারী মেণ্ডিস সাহেবের পুত্র। তাঁহার এক ভ্রাতা সিবিলিয়ান হইয়াছেন।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ে ধর্ম্মপরিবর্ত্তের সহিত পত্ন্যন্তর গ্রহণবিষয়ের এক মকদ্দমার বিচার হইয়াছে। এক ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয়ান হইয়া এক জন খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। পরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুপত্নী গ্রহণ করাতে [illegible] বিচারকর্ত্তা তাঁহাকে দণ্ড দেন। কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় বলিয়াছেন, হিন্দু ধর্ম্মে যখন বহু বিবাহের নিষেধ নাই এবং যখন ঐ ব্যক্তি হিন্দু ধর্ম্ম পুনরায় গ্রহণ করিয়া এক স্ত্রী থাকিতে অন্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার দণ্ড হইতে পারে না। মেইন সাহেবের খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহবিষয়ক আইন দুর্মুখ তলবারি হইল।

মালবে অহিফেনের চাস এত লাভকর হইয়াছে যে, অনেক লোকে অন্য চাস ত্যাগ করিয়াছে।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেইলওয়ের হিসাবে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দেওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত না লইয়া এই ব্যয় করা অন্যায় হইয়াছে। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বলেন, তাঁহার এ কাজ করিবার ক্ষমতা আছে বিবাদ এখনও চলিতেছে। এটী প্রদেশীয় স্বতন্ত্র রাজস্বপ্রণালী করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছে।

কাশীর কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ আজ্ঞা দিয়াছেন, তত্রত্য শিক্ষকদিগের সন্তানগণ বিনা বেতনে তথায় পাঠ করিতে পারিবেন। যথালাভ।

অযোধ্যার করসংক্রান্ত বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এটীতে দখলী স্বত্ব স্বীকার করা হয় নাই। করবৃদ্ধির যসকল দ্বার মুক্ত রাখা হইয়াছে, তাহাতে কোন ব্যক্তিরই নিজ বাস্তুর স্থায়িত্বের উপরে বিশ্বাস নাই। সর জন লরেন্স কৃষকদিগের বন্ধু, কিন্তু তিনি শেষে সেই কৃষকদিগেরই শত্রু হইয়া দাড়াইলেন।

দেওয়ানী আদালত সমূহের ন্যায় রেজিষ্টরি আফিসসকল পূজার সময়ে বন্ধ করা উচিত কি না, এতন্নিমিত্ত রেজিষ্টার জেনরল যাবতীয় রেজিষ্টার ও সবরেজিষ্টারের মত চাহিয়াছেন। রেজিষ্টরির সময় অল্প, অতএব আমরা এইসকল আফিস ১০।১২ দিনের অধিক বন্ধ রাখা অনুচিত বিবেচনা করি।

দমদমার পুলিসের সহিত গাড়োয়ানদিগের বিবাদ চলিতেছে। গাড়োয়ানেরা একবাক্যে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পুলিষ কর্ম্মচারীদিগকে কখন গাড়িতে লইবে না। বোধ হয় কিছু নিগূঢ় আছে।

আমরা ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও রাজধানী বিভাগের কমিসনরকে জানাইতেছি গোপাল ও সুখময় রক্ষক নামক দুই ব্যক্তি পাঁচ মাসের অধিক কাল হইল দমদমার জেলে হাজতে আছে। একটী হত্যা হওয়াতে এই দুই ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হয়, কিন্তু পুলিষ এপর্য্যন্ত কোন বিশেষ প্রমাণ বাহির করিতে পারেন নাই। এত কাল হাজতে রাখা অতিশয় অন্যায়।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন সম্প্রতি রাজধানী বিভাগের কমিসনরের বাটীতে ২৪ পরগণার জমীদার কৃষক ও মিশনরিদিগের যে সভা হয় তাহাতে কৃষকেরা জমীদারদিগের অত্যাচারের কোন কথাই বলে নাই, তাহারা এবৎসর কর ভার হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করে, কিন্তু পূর্ব্বে জমীদারগণ মুক্ত না হইলে তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হইতে পারে না চাপম্যান সাহেব এই আশা দেন নাই।

উক্ত পত্রে বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি কমিসনর সি, এচ, কাবেল সাহেবের এক পত্র প্রকাশিত

হইয়াছে। এই পত্র দ্বারা কাবেল সাহেব গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ভূমির কর বৃদ্ধি করা বিধেয় নহে। কাশী প্রভৃতি স্থানে জমীদারেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই কর দিতেছেন বটে, কিন্তু তথায় জমীদারদিগের অতি সামান্য সামান্য জমীদারী আছে মাত্র; বিদ্যালয়ের দ্বারা তাঁহাদিগেরই উপকার হইয়াছে। সদর জমায় না লইয়া হস্ত বুদের উপরে কর লওয়া তাঁহার মতে অতিশয় অন্যায়। তিনি বলিয়াছেন সকল স্থানে লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। এগুলির উৎসাহ দিলেই যথেষ্ট হইবে। সাধারণ মতই এই। ভূমির উপর কর স্থাপন করিলে প্রুশিয়ার ন্যায় বিদ্যা শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য এমত আইন না করিলে চলিবে না। ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক হইবে; জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইবেন, কৃষকদিগের কষ্ট বাড়িবে, অথচ বিদ্যা শিক্ষা হইবে না। সর জন লরেন্স এ চেষ্টা ত্যাগ করুন।

২৮ এ শ্রাবণ মঙ্গলবার।

গত বৎসর ৬৯ খানি জাহাজ কলিকাতায় আসিবার সময়ে ভূমিতে লাগে, গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কলিকাতা বন্দর থাকিতে এ ঘটনা ঘুনি বার।

গতকল্য একশেচঞ্জগৃহে নিম্নলিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	প্রতিসিন্দুক	সিন্দুক	মোট টাকা
বেহারের	২,৩০০	১৪০৮৮১৫	৩২,৪০,২৫০
কাশীর	১৭০০	১৩৮১৮৫	২৩৪৯৩০০

মাসি সাহেব যে অনুমান করেন, তদপেক্ষা অধিক অহিফেন বিক্রীত হইতেছে। ইহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি কাজের হন, অগ্রে ব্যয় করিয়া বসিয়া থাকিবেন।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারলয়ের আদিমবিভাগের যে আপীলের বিচার প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মাকফাসন, মার্কবি, লুই, জাকসন ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিকটে হইতেছিল, তাহাতে একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দের ২৪০ ধারা লইয়া এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে যদি এক জন ডিক্রীদার কোন সম্পত্তি ক্রোক করেন, আর অধিকারী সেই সম্পত্তি অন্যকে বিক্রয় করেন, বিক্রয় এক কালে সকল মহাজনের পক্ষে অথবা কেবল ক্রোককারী ডিক্রীদারের পক্ষে অসিদ্ধ হইবে? বিচারপতিগণ মীমাংসা করিয়াছেন; ইহাতে কেবল ক্রোককারীর স্বত্বহানি হইবে না। অতঃপর অন্য কেহ ক্রোক করিলে ক্রেতা সে টাকা দিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে বাধিত নহেন। ইহাতে ধূর্ত্ততার প্রশ্রয় দেওয়া হইল। দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষার্থ এক জন আপনার এক আত্মীয়ের ১০,০০০ টাকার এক ডিক্রী জারি করাইয়া সম্পত্তি ক্রোক দিয়া বিনামীতে বিক্রয় করিবেন। ক্রোককারীর টাকা দিলেই অন্য কোন মহাজন আর ঐ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন না।

দিল্লীগেজেট বলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, একান্নভুক্ত পরিবারের সকলের আয়সমষ্টি করিয়া তদুপরি লাইসেন্স কর লওয়া হইবে। চুণাপুঁটি না এড়ায়।

সম্প্রতি আগরায় এক জন দুশ্চরিত্র ধন স্ত্রীলোক হত হওয়াতে এক ব্যক্তি এই বলিয়া পুলিষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, আমি হত্যা করি নাই; কিন্তু আমাকে অবশ্যই সন্দেহ করা হইবে বলিয়া অগ্রে ধরা দিলাম। এ লোকটী কাজের বটে।

জব্বলপুরের নিকটস্থ ব্রজরাজ গড়ের এক স্থানে উত্তম লৌহের খনি বাহির হইয়াছে।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের সপ্তম ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মাণ। লেপ্টনাণ্ট ওল্ড আত্মদোষ স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহার বারিষ্টর ব্রাণ্সন সাহেব তাঁহার জাতি, পদ ও চরিত্রপ্রভৃতির উল্লেখ করিয় বিচারালয়ের নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করাতে বিচারপতি তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। হিসাব করিলে যথেষ্ট হইয়াছে।

ডেলিনিউস বলেন সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে একটী দুর্ঘটনা হইয়া ৬ জন হত হইয়াছেন, দুই জনের জীবনসংশয়। নারায়ণগঞ্জের নিকটে পর্ব্বত উড়াইয়া দিবার সময়ে এই শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। হত ও আহত দিগের সকলেই ভারতবর্ষীয়। বম ভারতবর্ষীয় দিগকে লইবার নিমিত্ত নানা দ্বার খুলিয়াছেন।

কলিকাতা ও উপনগরে হত্যার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠনঠনিয়ার মুক্তা বেশ্যার হত্যাকারিগণ ধৃত হইল না। ডেলিনিউসে দৃষ্ট হইল, চিৎপুরের এক ব্যক্তি এক বৃদ্ধ বেশ্যার অলঙ্কারের লোভে তাহাকে মাতৃসম্বোধন করিত। কিন্তু বেশ্যাটী শীঘ্র প্রাণ ত্যাগ না করাতে সে গত শুক্রবার রাত্রিতে তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা পায়। বেশ্যা যোগ করাতে এই দুরাত্মা পলায়ন ক কিন্তু পুলিষ শীঘ্র তাহাকে ধৃত করি। বেশ্যাটীর গলার কিয়দংশ কাটিয়াছে মাত্র।

২৯ এ শ্রাবণ বুধবার।

১৩ ই আগষ্ট লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মুঙ্গে উপনীত হইবেন। তৎপরে পাটনা, ভুরুই এবং মান হইয়া ২৯ এ অথবা ৩০ এ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

জানুয়ারি অবধি ৭ ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫২.৬৬ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সময় মধ্যে গড়ে ৩৯.৯১ ইঞ্চ জল হইয়াছিল। কল্য রাত্রি অবধি নিরন্তর বৃষ্টি পড়িতেছে; কলিকাতার অধিকাংশ রাস্তায় দেড়হস্ত জল দাঁড়াইয়াছিল। মফস্বলে পুনরায় বন্যা হইবার বিলক্ষণ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

আগামী সেপ্টম্বর মাসে সর হেনরি ডুরাণ্ড পীড়ানিবন্ধন তিন মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সৈনিক সেক্রেটারি কর্ণেল নর্ম্মাণ তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন। সর জন লরেন্স নিজে ১ লা জানুয়ারিতে এ দেশ ত্যাগ করিবেন।

সর রবার্ট নেপিয়র "লার্ড নেপিয়র অব মাগ-দালা" উপাধি পাইয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি তিনি সর উইলিয়ম মানসফিলডের পদে প্রধান সেনাপতি হইবেন। কেহ কেহ তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের পদ দিতেছেন। প্রধান সেনাপতি হউন, তাহাতে আমরা নিরানন্দ নহি; কিন্তু কোন ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারী যেন গবর্ণর জেনরল না হন।

সোমবার রাত্রিতে কাপ্তেন হেনরি ক্রোসের জেলে মৃত্যু হইয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে, আলবার্ট হেগার নামক এক ব্যক্তিকে বধ করিবার চেষ্টা পাওয়াতে এ ব্যক্তির চয়ম মেয়াদ হইয়াছিল। এ ব্যক্তি এক জন ভয়া মনুষ্য ছিল। যেমন আকৃতি, প্রকৃতিও তেম করণারের অনুসন্ধানে উদরাময় মৃত্যুর কারণ স্থির হইয়াছে। এই অনুস একটী অতিশয় সুখকর বিষয় প্রকাশিত য়াছে। প্রেসিডেন্সি জেলের ৯৯০ জন এ শীয় ও ১৩৮ জন ইউরোপীয় কয়েদির মধে তিন মাসের মধ্যে এই এক জনের মৃত্যু হই

ইণ্ডিয়া টাইমস বলেন, সিন্ধুর রা হায়দরাবাদে একটী বাতুলালয়ের জন্য কৌয়াসজি জাহাঙ্গির ৫০,০০০ টাকা করিয়াছেন।

এক জন বেশ্যার একটী কন্যা হওয়াতে রীতিমত রেজিষ্টরকে সংবাদ দেয় নাই। ...মবক্স পাহারাওয়ালা তাহাকে পুলিষের ভয় প্রদর্শন করিয়া ৪ টাকা উৎকোচ লওয়াতে বিচারপতি নর্ম্মান তাহার দুই বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। টাকার পরিমাণে আর দুই বৎসর অধিক হইলে ভাল হইত।

চোর ও দস্যুপ্রভৃতি ধরিবার নিমিত্ত কলিকাতার পুলিষে এক দল প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে। এটী আনন্দের বিষয়; কিন্তু ঐ দলের মধ্যে উপযুক্ত এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক। এই দলের শীর্ষস্থানে যেন ইণ্ডিয়ানপ্রকৃতির লোককে নিযুক্ত করা না হয়।

মান্দ্রাজের ডাক্তর শর্ট সর্পদষ্ট ব্যক্তিদিগের একটী তালিকা করিয়া বলিয়াছেন, ১৮৬৬ অব্দে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১৮৯০ জন লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে এক মান্দ্রাজেই ৫৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তর শর্ট বলেন, অন্য অন্য রোগের ন্যায় সর্পাঘাতে বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করেন, কেবল হিসাব সংগ্রহ করা হয় না বলিয়াই সর্ব্বসাধারণে তত মনোযোগী হন না। সিন্ধুতে প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০ লোকের ইহাতে মৃত্যু হয়। ওলাউঠার ন্যায় এ রোগের প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে না, এটী অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

রাজকুমার আলফ্রেড নিশ্চয় এ দেশ দর্শন করিতেছেন; কয়েক বৎসরাবধি ইউরোপীয় দর্শকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। রাজবংশের কেহ এ দেশ দর্শন করেন, এটি প্রার্থনীয়।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ২৪ পরগণার ডিপুটী সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু নারায়ণদীন তেওয়ারীকে প্রথম শ্রেণির ইনস্পেক্টরের পদে নিয়োজিত করিয়াছেন। ইহাঁর তুল্য পুলিষ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এপ্রকার লোকের উন্নতি হইলে সকলেই আনন্দিত হন।

প্রধান বিচারপতির সহিত বিচারপতি জাক... ও অন্য অন্য জজের পূজার ছুটি লইয়া পুন মতভেদ হইয়াছে। সর বার্নেস পিকক দুই ...দ পরিবর্ত্তে এক মাস বন্ধ দিতেছেন। অন্য বিচারপতি ইহাতে আপত্তি করিতেছেন। ...ত অল্প হয় সেই ভাল।

...ায় প্রতিবারের কলিকাতা গেজেটে ...ত পাওয়া যায়. পূর্ব্ব সপ্তাহে কাহাকে ...স্থানে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বর্ত্তমান আবার সেই নিয়োগ রহিত করা হইল। ...রের ...কোপাধ্যায়ের বিচারের মত না কি? এক বার ডিক্রী, আবার প্রত্যর্থীর অনুরোধে ডিস্‌মিস হইতেছে!

গত বৎসর সমুদায় ভারতবর্ষের নয় কোটি টাকার নোটের মধ্যে এক খানিও জাল হয় নাই। আহ্লাদের কথা।

৩০ এ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার।

নূতন ষ্টাম্প আইনে সুবিধা অথবা অসুবিধা হইয়াছে এবিষয়ে গবর্ণর জেনরল স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, বিভাগীয় কমিসনর এবং যাবতীয় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বিচারপতির মত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা অবগত হইলাম কয়েক জন নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারিভিন্ন আর প্রায় সকলেই ইহাকে দরিদ্রপীড়নকারী আইন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক জন প্রধান সদর আমীন বলেন, এ আইন হওয়াতে মকদ্দমাপ্রিয় ধনবান ধূর্ত্তদিগের মকদ্দমা বন্ধ হয় নাই, তাহারা আরো সুবিধা পাইয়াছে। দরিদ্রেরাই ষ্টাম্পের মূল্য সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ন্যায় হইতে বঞ্চিত হইতেছে সুবিধার মধ্যে মকদ্দমার সংখ্যা কমাতে বিচারপতিদিগের অনেক অবসর হইয়াছে।

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় লইয়া মান্দ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত গবর্ণরের মতভেদ হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, অন্য জাতিকে ভদ্র বংশীয় স্ত্রীলোকের সহিত অধ্যয়ন করিতে দিলে ছাত্রী পাওয়া যাইবে না; কিন্তু গবর্ণর জাতিভেদ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সময় ও সমাজের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করাই কর্ত্তব্য।

সর রিচার্ড টেম্পল একটী উত্তম কাজ করিতেছেন। প্রতি জেলায় এক একটী সেবিঙ ব্যাঙ্ক হইতেছে। এইসকল ব্যাঙ্কের অছি স্বরূপ কয়েক জন ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোককে নিযুক্ত করা হইবে। যাঁহারা জমা দিবেন, তাঁহাদিগকে শতকরা ৫ টাকা সুদ দেওয়া হইবে। এক বৎসর ১০০০ এবং সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০ টাকার অধিক কাহাকেও জমা দিতে দেওয়া হইবে না। এই টাকা মধ্যে মধ্যে কৃষকদিগকে অল্প সুদে ধার দেওয়া হইবে। ক্রমশঃ যাবতীয় উপবিভাগে এইপ্রকার সেবিঙ ব্যাঙ্ক হইবে। যেখানে ব্যাঙ্কের শাখা আছে সেখানে তাহাকেই সেবিঙব্যাঙ্ক করা হইবে। আমরা এই বন্দোবস্তে অতিশয় মঙ্গল দেখিতেছি। মহাজনদিগের সর্ব্বগ্রাস বন্ধ হইলে কৃষকদিগের যথার্থ উন্নতি হইবে।

কিস্তোড় হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য অধিকাংশ বিদ্রোহী শাসিত হইয়াছে। বিদ্রোহীরা দেওয়ানকে বধ করিয়া বনে পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ ও মান্দ্রাজী সিপাহীরা ক্রমশঃ যাবতীয় পল্লী গ্রামে গিয়া দুষ্টচেষ্টিত ব্যক্তিদিগকে দমন করিতেছে। যেসকল সর্দ্দার বনে পলায়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইয়াছেন।

যে দুই ব্যক্তি ঠনঠনিয়ার মুক্তা বেশ্যার হত্যাকারী বলিয়া ধৃত হয়, করণার তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি উভয়ের যে নূতন প্রতিপত্তি হইয়াছে, তাহার যে রক্ষা হইল এই আমাদিগের আহ্লাদের বিষয়।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিস্তর লোফার জাপানে গিয়াছে। তত্রত্য ইংরাজ অধিবাসীরা ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা দেখিতেছি, লোফারদিগকে বলপূর্ব্বক ক্রীত দাসদিগের ন্যায় খাটাইয়া আহার দিতে হইবে।

৩১ এ শ্রাবণ শুক্রবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, প্রসিদ্ধ আটর্ণী বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি এক জন উপযুক্ত লোক ছিলেন; ইহাঁর নিত্য অনেক সৎ ব্যয় ছিল। অনেককে অন্নদান করিতেন।

গিজনি জাকুব আলি খাঁর হস্তগত হইয়াছে। নগরের লোকেরা তাঁহাকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। বোখারার রাজা বণিকদিগের নিকটে ৫০,০০০ মোহর কর্জ্জ করিয়া পুনর্ব্বার রুশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছেন। রুশীয়েরা বোখারার নিকটে আসিয়াছে; যুদ্ধের পর অবধি রাজার দেখা নাই।

গণ্ডকী নদী প্লাবিত হইয়া রেওয়া ঘাট অবধি লালগঞ্জপর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়াছে।

সিরনিয়র বলেন, নবেম্বরের প্রারম্ভে আগরার প্রধানতম বিচারালয় আলাহাবাদে উঠিয়া আসিবে। সকল বন্দোবস্ত না হইলে প্রধান বিচারপতি আসিবেন না। তিনি ও আর দুই জন বিচারপতি আরও ৩।৪ মাস থাকিবেন।

গেজেটে পাদরিদিগের পাথেয়ের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা নিজের আড্ডা হইতে ৭॥ ক্রোশ দূরে গেলে সামান্য রাস্তায় প্রতি মাইলে বার আনা এবং রেলওয়েতে প্রতি মাইলে তিন আনা পাথেয় পাইবেন। চাপলেনদিগকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া সিবিলিয়ানদিগের ন্যায় বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য। যাবতীয় জেলা ও উপবিভাগে এক একটী গিরজা হউক। ইংরাজেরা আমাদিগের পূর্ব্বতন রাজাদিগকে এই বলিয়া নিন্দা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর টাকা দিতেন। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণ

মেন্ট স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন ও দান দিয়া সে নিন্দার পথ বন্ধ করিয়া দিলেন।

নাশনাল পেপার বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছেন। তিনি মূলাজোড়ে একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় করিবার নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। এই টাকায় বাটী হইবে। মূলাজোড় তালুকের উপস্বত্ব হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় চলিবে।

৩২ এ শ্রাবণ শনিবার।

মুরগিহাটাতে ভারতবর্ষীয় সভাগৃহ ক্রয়করা হইয়াছে। মূল্য ৪০,০০০ টাকা। বাটীর নীচের তালায় হরিশ পুস্তকালয় এবং উপরে ভারতবর্ষীয় সভা হইবে। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামনাথ ঠাকুর ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাটীর অছি হইতেছেন। যদি কখন ভারতবর্ষীয় সভা উঠিয়া যায়, আর ঐ প্রকার উদ্দেশ্যে কোন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভাকে এই বাটী দেওয়া হইবে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে এ সভা না হইলে অছিরা বাটী ভাড়া দিয়া সেই টাকা সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিবেন। হরিশ পুস্তকালয় বরাবর থাকিবে। ভারতবর্ষীয় সভা চিরস্থায়ী হয়, ইহাই সকলের প্রার্থনীয়।

৫ ই আগষ্ট বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনের সম্মুখে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জবানবন্দি হইয়াছে। এই দালালের জবানবন্দিতে বোম্বাই ব্যাঙ্কের কয়েকজন ডিরেক্টরের অনেক গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেমচাঁদ প্রায় যাবতীয় ব্যাঙ্ক ও জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন স্বীকার করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ সামান্য খতে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিবার প্রথা প্রচারিত করেন। ডিরেক্টর বেল্যার অংশ ক্রয় বিক্রয় করিতেন। প্রেমচাঁদের নামে টাকা দিয়া সেই টাকা আপনারা নিয়ে লইতেন। সর চারলস জাক্সন প্রেমচাঁদকে আপাততঃ বোম্বাই ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এবার যদি দুশ্চরিত্র ধূর্ত্তদিগের দণ্ড না হয়, তাহা হইলে কমিসন বসাইবার উদ্দেশ্য বৃথা হইবে। বেল্যার, স্কট ও ট্রেসি সাহেব কোথায়?

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ই আগষ্ট। গতকল্য আলডরশটে সৈন্যদিগের রণকৌশল দর্শন করিবার সময়ে সর রবার্ট নেপিয়র উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্ঞী সুইট্জরলণ্ডে যাইতেছেন। তিনি পারিসে উপনীত হইয়াছেন। ফরাশী রাজধানীতে অবস্থানকালে রাজ্ঞী ইউজিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

বারণ বন বিউষ্ট সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ইউরোপ মহাখণ্ডের ভাব শান্তিসূচক।

মালটা ও আলেকজণ্ড্রিয়ার মধ্যস্থিত সমুদ্র গর্ভস্থিত টেলিগ্রাফ সংস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার সংবাদ গমনাগমন করিতেছে।

আগরাব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ "এ" চিহ্নিত অংশের শতকরা ৮ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন।

৮ ই আগষ্ট। সর জন লরেন্সের পর আরল মেয় ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন, এই জনরব ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

মাডষ্টোন সাহেব লাঙ্কেশয়ারের দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনীতকারীদিগের নিকটে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। রাডিকাল দলের মতানুসারে কাজ করিবেন তিনি এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৩ রা আগষ্ট। ডবলিউ, কর্ণেল সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ই, ই, লুইস সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২২ এ জুলাইয়ের গেজেটে কর্ণেল সাহেবের দিনাজপুরে ও লুইস সাহেবের রঙ্গপুরে নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল এ, এচ, পাটর্সন বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন অপরাধী ধৃত করিবার বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জে, এচ, রেলি সাহেব আপনার কার্য্য ভিন্ন চতুর্থ চক্রবাড়ের পুলিষের প্রতিনিধি ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট এল, লুইস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি, জে, বি, টি ডালটন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইবেন।

৫ ই আগষ্ট। ই, এচ, রডক সাহেব দ্বারভাঙ্গার মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা মালদহের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

বাবু রাজকৃষ্ণ সেন।

„ যোগেশচন্দ্র মিত্র বি, এ।

২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এফ, ডবলিউ, জে, রিজ সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ১৮৬২ অব্দের (বংবাং) ৬ আইনের অনুসারী মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন ডি, লেসি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, আর, ব্রাণ সাহেব পুরীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

টি, এচ, উইকস্ সাহেব বহরমপুরের বিদ্যা শিক্ষা সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

জে, সি, উইলিয়মসন সাহেব সম্প্রতি বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি ডেপুটি ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ৯ ই জুলাই হুগলীতে যাইবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত নসিরাবাদের অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র বি, এ, মাদারগঞ্জের অতিরিক্ত মুন্সেফ হইবেন।

৭ ই আগষ্ট কালনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে বর্দ্ধমানে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১০ ই আগষ্ট। মুন্সি বনয়ারিলাল চাপরার মিউনিসিপাল কমিটির অন্যতর সভ্য হইবেন।

যত দিন এস, ডবলিউ, ফালান সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন পাটনা কালেজের অধ্যাপক এ, ইউহাক্স, সাহেব এম এ, নিজের কার্য্য ভিন্ন উত্তর পশ্চিম বিভাগের প্রতিনিধি স্কুল ইনস্পেক্টর হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

পুনরায় অদ্য কয়েক দিবস অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সুচারুরূপে বৃষ্টি না হওয়াতে কৃষিকার্য্যের সুবিধা ঘটিতেছে না।

২। এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র মাধব বাবুর নামে ফৌজদারিতে আবার তহবিলঘাটির এক নালিস উত্থাপিত হইয়াছে। দেখা যাউক এবারে কি হয়। শুনিতে পাই ইহাতে যদি কিছু না হয়, আরও এক নম্বর রুজু হইবে।

৩। আমলাদিগের বেতনবৃদ্ধি লইয়া এখানে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। অত্রত্য জজের ও মুন্সেফের আমলাদিগের ৩০ টাকার স্থলে ৩৫ ও ৪০ টাকার স্থলে ৪৫ এবং ১০ টাকা বেতনভোগীদিগের ২০ টাকা হইয়াছে। আবার দুই বৎসরান্তর ২ টাকা করিয়া বাড়িতে থাকিবে। যদি গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যালয়ে এইরূপ বেতনের নিয়ম হয়, তবে বর্ত্তমান সময়ে লোকের এক প্রকার চলিতে পারে।

৪। আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিখ্যাত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রায় ২ বৎসরের অধিক কাল পীড়িত; এখনও ভুগিতেছেন। কিন্তু শুনিলাম ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব তাঁহাকে কটক হাই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহাশয়! রাজনারায়ণ বাবুর তুল্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং সৎশীল লোক আমরা অল্প দেখিতে পাই। তিনি যদিও ১৫০ টাকা বেতনে মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তথাপি ইহা তাঁহার

গৌরবের পদ ছিল। কয়েক বার তাঁহার বৃদ্ধির সহিত স্থানান্তরে উন্নতিও হইয়া ; কিন্তু তিনি এখানকার জল বায়ুর উৎ- তা জন্য সে উন্নতিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। পূর্বে এখানে এক এক জন ইংরাজ হেড মাষ্টার থাকিতেন এবং তাঁহারা ৩০০ টাকা বেতন পাই তেন। শিংক্লিয়ার সাহেবের পর রাজনারায়ণ বাবু সেই পদে নিযুক্ত হন। কটকের হাই স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকতা ইহাঁর পক্ষে যে অপমানকর তাহার আর সন্দেহ নাই। উনি যেরূপ বিদ্বান ইহাঁর পক্ষে তথাকার প্রধান শিক্ষকতাই উপ যুক্ত পদ। তাঁহার এরূপ নিয়োগে আমরা ডাইরে ক্টরের ভ্রমভিন্ন আর কি বলিতে পারি। বালে শ্বরের হেড মাষ্টার বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য (যিনি এখানে আফিসিএটিং ছিলেন, তিনিই) মেদিনী পুর ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইলেন।

৫। এখানকার হাই স্কুলের কথা, কথামাত্র হইল ; কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ও অনরেবল হব হাউস সাহেবকে মনে রাখিয়া আমরা ক্ষান্ত হইয়াছি।

৬। মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টে ণ্ডেণ্ট আডাম সাহেব কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করাতে কাঁথি বিভাগের আসিষ্টাণ্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট জনষ্টন সাহেব তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পুলিষ কর্ম্মচারিগণ ! এ বার সাবধান।

—:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

গত পরশ্বঃ অত্রত্য সেখঘাট ও নওয়াসড়ক মিসন ইংরাজী বিদ্যালয়দ্বয়ের একটী নূতন বন্দো বস্ত হইয়া গিয়াছে। স্কুলের ব্যয়সংক্ষেপকরণই এই বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য। এতদ্দ্বারা দুই স্কুল এক করা হইয়াছে, কিন্তু সমুদায় শ্রেণি এক স্থানে নীত হয় নাই। প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণি সেখঘাট স্কুলে এবং তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণী নওয়া সড়ক স্কুলে রহিল। এতদুপলক্ষে তিন জন অতি পরিশ্রমী ও সুযোগ্য শিক্ষক পদচ্যুত হইয়াছেন।

২। অত্রত্য নবাগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সিরাজ ইসলাম বি, এ, ভবিষ্যতে এক জন উত্তম বিচারক হইবেন, বোধ হয়। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই এই স্থানে আগমন করি য়াছেন ; সুতরাং এক্ষণপর্য্যন্ত তাঁহার সকল বিষয়ে তদনুরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আমলাগণের নিকট কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হয় ; কিন্তু সকলের নিকটেই যে তিনি সৎ পরামর্শ পাইবেন, বোধ হয় না। অতএব আমরা তাঁহাকে সাবধান করি তেছি, তিনি যেন তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই গ্রহণ না করেন।

৩। কিছু দিন হইল, অত্রত্য কালেক্টরীর রিকাডবুকের কোন অংশ জাল করা অপরাধে দুই জন নকল নবিস ও এক জন মুহুরের কর্ম্ম- চ্যুত হইয়াছেন।

৪। গত পূর্ব্ব শনিবার একটী উল্কাপাত হইতে দেখা গিয়াছে।

৫। এখানে ঝুলানের বিলক্ষণ ধূম ধাম আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক গান বাদ্যের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং প্রতি রাত্রিতেই দেবালয় ও বৈঠকখানা সকল দীপমালায় আলোকিত হইতেছে।

৬। অত্রত্য সাধারণ পুস্তকালয়টীর কার্য্য- ভার এখানকার নবাবতালার বঙ্গবিদ্যালয়ের পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে পতিত হইলে আমরা ভাবিয়াছিলাম, বুঝি ইহার দুর্দ্দশা অন্তর্হিত হইয়া সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইল ; কিন্তু ক্ষুব্ধচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, আমাদিগের সে আশা ফলবতী হয় নাই। তিনি প্রথম কয়েক দিবসমাত্র উৎসাহপ্রদর্শন করিয়াছিলেন ; সম্প্রতি নিরুৎসাহ হইয়াছেন। না হইয়াই বা কি করি- বেন, পুস্তকালয়ে ভাল পত্র বা ভাল পুস্তক নাই ; সুতরাং কেবল তাঁহার উৎসাহে কি হইতে পারে ? যাঁহারা দেশের সম্ভ্রান্ত লোক যাঁহাদিগের হস্তে লাইব্রেরির জীবন মরণের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারাই সঙ্কীর্ণহস্ত। সকল বিষয়েই যদি তাঁহাদিগকে এইরূপ ব্যয় কুণ্ঠ দেখিতাম, আমরা তাদৃশ ক্ষুব্ধ হইতাম না। যাত্রা গান কি বাইয়ের নাচের সময়ে ত অনেকেই দৃঢ় মুষ্টি খুলিয়া দেন ; কিন্তু ইহার নামে এক পয়সাও হাতে উঠে না। ইহা লাই ব্রেরিরই দুর্ভাগ্য। আমাদিগের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, শ্রীযুক্ত আবদুল কাদের সাহেবের ন্যায় এক জন শ্রেষ্ঠ জমীদার ও প্রধান ধনী সেক্রেটারি থাকিতেও ইহাকে অকালে কাল- গ্রাসে পতিত হইতে হইল।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

পত্রবাহকের অজ্ঞানিবন্ধন কাঁচাড়িয়া পোষ্টআপিসের পত্রাদি বিলি করার পক্ষে যে অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে, তদ্বিষয় আমরা পুনঃ পুনঃ সংবাদপত্রে লিখিয়া আসিতেছি ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্ত্তৃপক্ষ তৎপ্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। কারণ কি, বলিতে পারি না। নিকটবর্ত্তী জনগণের পত্রাদি প্রাপ্তি ও প্রদানবিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট গ্রামে গ্রামে পোষ্ট আপীস সংস্থাপ নের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ; কিন্তু আংশিক ত্রুটিবশতঃ যদি লোকে সে সুবিধা ভোগ করিতে অক্ষম হইল, তবে সম্মুখে ডাকঘর স্থাপ নের ফল কি ? এই আফিস হইতে মাসে মাসে যে আয় হয়, তদ্দ্বারাই উল্লিখিত অভাবের পূরণ করা যাইতে পারে। অতএব কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই, তাঁহারা সত্বর পত্রবাহকের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া লোকের যথাসময়ে পত্রাদিপ্রাপ্তিবিষয়ে সুবিধাবিধান করুন।

২। নবাবগঞ্জ ষ্টেসনের অধীন এক গ্রামের এক ব্যক্তি সমাজসংক্রান্ত বিবাদে আর এক ব্যক্তিকে এরূপ প্রহার করে যে, ঐ ব্যক্তির মাথার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। এই প্রহারের ৫ দিন পরে সে জন্মের মত সমাজ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। শুনিলাম, প্রহারক পুলিষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মাজিষ্ট্রেটীতে প্রেরিত হইয়াছে।

৩। অবগত হইলাম, বিক্রমপুরের এক জন বিচারক যথাসময়ে বিচারাগারে উপস্থিত হইয়া কার্য্যাদি করেন না। কোন দিন ১। ২ টার সময় কাছারিতে আসিয়া ২। ১ টী মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া চলিয়া যান, কোন কোন দিন এক কালেই কাছারীতে পদার্পণ করেন না। এই বিচারক মহাশয়ের আর আর দোষের বিষয় যেরূপ শুনিতে পাই, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে বড়ই খেদের বিষয়। যাহা হউক, ইহাঁর সাবধান হওয়া উচিত।

৪। ইতিপূর্ব্বে যে অনবরত কয়েক দিন বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে জলের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া এতদঞ্চলের শস্যের অতিশয় ক্ষতি করিয়াছে।

—————

আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী মগরা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। এত দিনের পর মগরার সৌভাগ্যের উদয় হইবার সম্ভাবনা। ডায়মণ্ডহারবরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হেম- চন্দ্র কর মহাশয় মফস্বল ভ্রমণকালে মগরায় আসি য়াছিলেন। এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় নাই দেখিয়া উক্ত মহোদয় বহু যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে

প্রায় ৪০০ টাকা চাঁদায় সংগ্রহ করিয়া মগরা হটের সন্নিহিত এক স্থানে স্কুল ঘরটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এ বৎসর বর্ষা প্রযুক্ত ঘরটী যে সম্পূর্ণ হয় এ ত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। যদি ছাত্রের অভাবে বিদ্যালয়ের কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে, তাহা হইলে এপ্রদেশে হেমবাবুর যে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

২। এ অঞ্চলে বসন্ত রোগে বহুসংখ্য গরুর মৃত্যু হইতেছে।

৩। ১৫ দিবস এনাগত বৃষ্টি হইয়া অকস্মাৎ মাঠ জলে প্লাবিত হওয়াতে গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর সর্পের ভয় অধিক হইয়াছে। এ সময়ে যদি দেশহিতৈষী প্রজাপালক গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ প্রদেশের প্রত্যেক পুলিষ ষ্টেসনে কিছু কিছু সর্প-দংশের উত্তম ঔষধ পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে।

৪। এ প্রদেশে কৃষকেরা ধান্যের যেসকল বীজ বপন করিয়াছিল, তৎসমুদায় জ্যৈষ্ঠ মাসের মহাবৃষ্টিতে এক কালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যেসকল নূতন বীজ রোপণ হইতেছে, শামুক ও কাঁকড়াতে কাটিয়া তাহার বিলক্ষণ অনিষ্ট করিতেছে। এ বৎসর কৃষকের কিছুতেই সুবিধা নাই।

৫। দক্ষিণ রাজার হাট ও নূতন হাট লইয়া সদা বিবাদ হইতেছে। যদি পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কিয়দ্দিবসের জন্য এক জন হেড কনষ্টেবল ও কয়েক জন কনষ্টেবলকে বিবাদস্থানে নিযুক্ত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষের কোন পক্ষই কাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারে না।

৬। গত ৫ ই আগষ্ট বৈকালে বৃষ্টির সময় বাজার বেড়িয়া গ্রামের এক ব্যক্তি বাদায় জাল টানিতেছিল. দৈবাৎ বজ্রাঘাত হইয়া তাহার ও একটী গরুর প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ২১এ শ্রাবণ মঙ্গলবার বেলা অনুমান ৪ টার সময় শ্রীরামপুরের সন্নিকটস্থ মাহেশ গ্রামে একটী শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। যেখানে জগন্নাথ দেবের রথ আছে, তাহার নিকটে বসু মহাশয়দিগের বাটীতে চৌধুরী মহাশয়দের পরিবার সকলে ছিলেন। বৃষ্টি হওয়াতে অন্তঃপুরের যেখানে পরিবার সকলে ছিলেন, তাহার কতকটা বারাণ্ডা ভাঙ্গিয়া পড়াতে ৫ জন লোক চাপা পড়িয়াছিলেন। ঐ বারাণ্ডা পড়িবার শব্দ সম্মুখ বাটীর লোকদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া দেখেন, যে সকলেই চাপা পড়িয়াছে। পরে ঐ পতিত "বারাণ্ডা" খুঁড়িয়া ঐ ৫ জনকে বাহির করা হইল। দুই জনের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তিন জন জীবিত আছেন, কিন্তু আর কিয়ৎ কাল বাহির করিতে বিলম্ব হইলে তাঁহারাও বাঁচিতেন না; অত্যন্ত আহত হইয়াছেন।

শ্রীরামপুর
২৩ শ্রাবণ
১২৭৫। } শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়।

—০—

মহাশয়! প্রায় সাত আট বৎসর গত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে এই গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তদবধি ইহার কার্য্যপ্রণালী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। গত বৎসর একটী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রবৃত্তি সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে। এবারেও স্কুলের হেড মাষ্টার পরিশ্রমসহকারে নিজ কর্ত্তব্যসাধন করিতেছেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাধিকা বাবু ভিন্ন আর কাহাকেও এই দেশহিতকর কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করিতে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি, আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে আইসে না। তাঁহারা বড় লোক, তাঁহাদের বড় বুদ্ধি।

মহাশয়! এই খানে উপরি উক্ত মহাশয়ের প্রযত্নাতিশয়ে একটী বালিকাবিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিদিন ২৭। ২৮ টী করিয়া বালিকা পড়িতে আসিয়া থাকে। শিক্ষকটী অতি সচ্চরিত্র; কিন্তু অল্পবয়স্ক। যাহা হউক, তাঁহার দ্বারা কার্য্য উত্তম রূপে চলিতেছে। গ্রামবাসী কতকগুলি ভণ্ড তপস্বী বিদ্যালয়টীর উন্নতির পক্ষে নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মাইতে ত্রুটি করেন না। তাঁহাদিগের কি আশ্চর্য্য বিবেচনা!!

মহাশয়! এখানকার রাস্তাটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে গ্রামবাসীদিগকে শত শত বার ধিক্কার প্রদান করিতে হয়। পথটী বর্ষার কয়েক মাস সর্ব্বদাই পঙ্কিল থাকে। ইহাতে পথিকদিগের যে কত কষ্ট হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহাঁদিগের যাত্রাশ্রবণে ও বারইয়ারিতে যে রাশি রাশি ধন বৃথা ব্যয়িত হইতেছে, তাহার কিয়দংশ এই শুভকর কার্য্যে (রাস্তাটীর পুনঃ সংস্করণে) ব্যয় করিলে অনায়াসে হইতে পারে।

মহাশয়! পরিশেষে আর একটী বিষয় আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। এই খানে কতকগুলি নীচ শ্রেণির লোক অর্থাৎ গয়লা, যোগী, পাটুনী, বারুই ও জেলেপ্রভৃতি মিলিয়া রাত্রিতে গৌরভজন করিয়া থাকে। ইহারা রাত্রিতে অপরিশ্রান্ত থাকিয়া গৌর গৌর বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে থাকে। ইহাতে প্রতিবেশীদিগের যে কত কষ্ট হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। মহাশয়! বুঝিতে পারিতেছেন, নিদ্রার সময় বিঘ্ন হইলে কত কষ্ট বোধ হয়। ইহাদের গৌরভজনের সময় কতকগুলি স্ত্রীলোকও উপস্থিত থাকে। কৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত লীলা করিয়াছিলেন, এই সাধুরাও তদ্রূপ ঐসকল স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া বস্ত্রহরণ প্রভৃতি করিয়া ধর্ম্মোপাসনা করিয়া থাকে। কি ভয়ানক ব্যাপার! ধর্ম্ম! তোমার কি এত দিনে এই দশা ঘটিল!!!

গোস্বামী
দুর্গাপুর
৮ ই আগষ্ট
১৮৬৮। } আপনার অনুগৃহীত।
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! মনুষ্যদিগের প্রাণনাশক বিকারমধ্যে সর্পদংশবিকার যেরূপ ভয়ানক ও আশুপ্রাণঘাতী, বুঝি এমন আর দৃষ্ট হয় না। প্রথমাবধি সুচিকিৎসা না হইলে বীর্য্যবান ঔষধও নিস্ফল হইয়া যায়। আমি ও আমার কয়েক জন বন্ধু সর্পাঘাতের চিকিৎসক। আমাদের পরীক্ষায় যেসকল ঔষধ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং যে অবস্থায় যেরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে ক্রমশঃ প্রকাশ করিব এরূপ বাসনা করিয়াছি। তন্মধ্যে অদ্যকার লিখিত কয়েকটী ঔষধের বিষয় আপনকার বিশ্বব্যাপিনী পত্রিকার উপান্তভাগে প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন. পাঠকবর্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই চরিতার্থ হইব।

প্রথমাবস্থায় চিকিৎসার অচিন্ত্য প্রভাব।

দষ্টস্থানের চারি পাঁচ অঙ্গুলি উর্দ্ধভাগে দৃঢ় রজ্জু বন্ধনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা ক্ষত স্থানের মাংস খণ্ডকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কতকটা রক্ত নির্গত করিতে পারিলে রক্তের সঙ্গেই বিষ বাহির হইয়া যায়, আর ৪।৫ টী কদলী ফল অথবা কদলী বৃক্ষের ডাঁটা এক দণ্ড কাল চর্ব্বণ করিয়া

এ সর্পবিষে কোন বিকার জন্মায় না বিষ হইয়া যায়।

মুখ ও নাসা হইতে কফ বা কর্ণ হইতে মলা স্থির করিয়া বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলিদ্বারা ক্ষতস্থানে লেপন করিলে বিষের বিষত্ব থাকে না। ইহা দংশনের পর দুই এক দণ্ডমধ্যেই ব্যবহার্য্য।

দংশনস্থানে মনুষ্যের মূত্র একঘণ্টাকাল সেচন করিলে কিম্বা ক্ষত স্থানে স্বয়ং প্রস্রাব করিয়া দিলে অথবা এক বস্ত্রখণ্ড নরমূত্রে ভিজাইয়া জলপটীর মত বন্ধন করিয়া রাখিলে সর্পবিষ জল হইয়া যায়।

অচৈতন্য হইলে

মাসাচই ফটিকারি জলে ঘষিয়া পান করাইলে সর্পবিষ থাকে না। শীঘ্র চৈতন্য হইয়া আরোগ্য হয়।

৯ চারি তোলা আতব তণ্ডুল এক পোয়া জলে মর্দ্দন করিয়া সেই জল দুগ্ধবর্ণ হইলে তাহা হইতে অর্দ্ধপোয়া জল লইয়া তণ্ডুলীয়শাক অর্থাৎ ক্ষুদ্রনটীয়া, বা চামলাই, কিম্বা খুদে নটীয়া শাকের মূল ২ তোলা ঐ অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত পিষিয়া পান করাইলে সর্পদংশন জন্য যেসকল বিকার জন্মে তাহা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এক ঘন্টামধ্যে আরোগ্য না হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। তাহা হইলে অবশ্যই আরোগ্য লাভ হয় সন্দেহ নাই।

জেলা মুরসিদাবাদ
আজীমগঞ্জ।
২৩এ শ্রাবণ
১২৭৫। } শ্রীরামমোহন কবিরাজ

মহাশয়! আমি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে নিম্নলিখিত গল্পটী শ্রবণ করিলাম, এটী কতক পুরাতন হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার কৌতুকাংশ কিছু মাত্র পুরাতন হয় নাই। বঙ্গদেশের এক জেলার প্রধান সদর আমীন ভট্টাচার্য্য শ্রেণির অন্তর্গত এবং অনেক ভট্টাচার্য্যের ন্যায় প্রকৃত রসিক ছিলেন। জজ সাহেবের নিকটে একটী মকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনকে সাক্ষী মান্য হয়। তাঁহাকে আদালতে না আহ্বান করিয়া কয়েকটী লিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কিন্তু জজ সাহেব রীতিমত যথা সম্মানের সহিত মকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রশ্ন প্রেরণ না করাতে প্রধান সদর আমীন নিম্নলিখিত প্রশ্নের পশ্চাল্লিখিত উত্তর প্রেরণ করেন:—

প্রথম প্রশ্ন। তুমি কি জান?

প্রথম উত্তর। আমি ব্যাকরণ, মাঘ, ভারবি প্রভৃতি জানি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। তুমি কি দেখিয়াছ?

দ্বিতীয় উত্তর। আমি উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, কাশ্মীর, পঞ্জাবপ্রভৃতি দেশ ও নানা প্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছি

তৃতীয় প্রশ্ন। তুমি কি শুনিয়াছ?

তৃতীয় উত্তর। আমি নানাবিধ গল্প শুনিয়াছি। আর শুনিয়াছি মৌলবী সাহেব (এক জন উচ্চতর কর্ম্মচারী) আপনার শ্যালকের হস্তে উৎকোচ লইয়া থাকেন!! এই উত্তর অর্পিত হইলে জজ সাহেব আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। পরে আপনার পূর্ব্ব ভ্রম জানিতে পারিয়া প্রধান সদর আমীনকে রীতিমত তালিকা প্রেরণ করিয়া পূর্ব্বকার উত্তর গুলি ফিরাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সেগুলি "নথির সামিল" হওয়াতে ভট্টাচার্য্য সদরআলা তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে জজ ভালমানুষ বলিয়া আর কিছু উচ্চবাচ্য করিলেন না কিন্তু এমত কর্ম্মচারির পেন্সন লওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া জজ তাঁহার বার্দ্ধক্যপ্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়া প্রধানতম বিচারালয়কে বলেন, "প্রধান সদর আমীনের লেখা এত মন্দ যে তাহা পাঠ করা যায় না।" ভট্টাচার্য্য অন্য অন্য প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন "যদি লেখা অপরিষ্কৃত বলিয়া পদত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে অনেকের "জজিয়তি" ছাড়িতে হয়। আমাদিগের জজ সাহেবের ত অগ্র হয় না।" প্রধান সদর আমীনের রহস্যের স্বভাবে জজ হাস্য সম্বরণ করিতে পরিলেন না এবং কোন মতে তাঁহার ক্ষতি করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ভট্টাচার্য্য এক্ষণে পেন্সন লইয়াছেন, এবং এই জজ এক্ষণে এক জন উপযুক্ত সিবিলিয়ান বিচারপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন

শ্রীবিঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় গোঃ
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৬৹
" " শ্যামাচরণ রায় চৌধুরী বেড়বল্লভপুর
১২৭৫ ভাদ্র হইতে মাঘ ৭
হিতৈষিণী সভা জনার্দ্দন পুর
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩
" শিবচন্দ্র পাল গোয়াড়ি
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জানুয়ারি
" " ক্ষেত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ —
১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ শ্রাবণ ১৩

—১০১—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷৷০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

—৬০৫—

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৯ই ভাদ্র। ১৮৬৮। ২৪এ আগষ্ট { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সম্প্রতি অনওয়াড, ষ্টার অব কোলিম্বিয়া, ওয়ারউইক এবং ব্রিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ সকল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে উক্ত কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেণ্টগণ হইতে যেসকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে তাহার ইনভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ২৩নং ভবন মুজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরিমিত মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক পরিমানে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
১৮ই আগষ্ট
১৮৬৮।

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হাবড়া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ষ্টেশনে তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ লা অক্টোবর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেসনে পূর্ব্বতন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

তাম্র	৩য় শ্রেণী
দস্তা	২য় ঐ

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৭ই আগষ্ট। } সিনিয়ারিকেশন এজেন্সি বোর্ড ২০৯১

—:০:—

উৎকৃষ্টরূপে সংগৃহীত দেওয়ানী কার্য্যবিধান।

উক্ত গ্রন্থে ওকালতী পরিক্ষার্থীদের পাঠ ও সধারণের উপকারার্থে ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্তের প্রকাশিত বাঙ্গালী দেওয়ানী সমুদায় আইন সাকুলর অর্ডর, কনষ্ট্রকসন, এবং নজীর, (ব্যাখ্যাসহ) ও নিদর্শনতত্ত্ব, মর্টগেজ কন্ট্রাক্টের সার ও হিন্দু মহম্মদীয় ও ইংরাজ দিগের ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত শাসন প্রণালী সংগৃহীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক সংশোধনানন্তর বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য ডাক মাসুলব্যতীত ১০ টাকা। কিন্তু যাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নামে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট (মনি অডর কি এক আনা মূল্যের ডাক টিকেট দ্বারা অথবা অন্য গতিকে) ৮ টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পুস্তকের প্রথম ভাগ ২০এ ভাদ্র, ২য় ভাগ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ২৫এ কার্ত্তিক প্রচারিত হইবে। ডাকে গ্রহণ করিলে আট আনা মাসুল দিতে হইবে। ওকালতী পরীক্ষার্থিগণ সম্প্রতি অন্যান্য আইন শিক্ষা করুন। এই দেওয়ানী আইন ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

———

পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

	সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ
এ ৫৮	৮৬৬৩৮	১০০	অর্দ্ধ নোট
এ ৫৫	৮৯৪৪৪	৫০	»
এ ৫২	৬৪৬৯০	২০	»
এ ২৬	১০২৯৬	২০	»
এ ৩২	৪৬৪৫২	২০	»
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	»
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	»
এ ৪৩	৯৯৬৬২	২০	»
বি ২২	০১৭৫৫	২০	» } ভিজিগাপেটাম নোট স।
বি ২২	০১৭৫৪	২০	»
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	»
এ ৪৯	০৩৪৬১	১০	»
এ ৪১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
এ ৪৯	৪৮৭২৯	১০	অর্দ্ধ নোট
এ ৫০	১৬৮৫৫	১০	»
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	»
এ ৪২	০৮২৬৯	১০	»
এ ১৯	৩৫৪০১	১০	»
এ ১৯	৪৮৮৩২	১০	»
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	»
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	»
এ ৩১	৯২১০৩	১০	»
এ ৩১	৯২১০১	১০	»
এ ৩১	৯২১০২	১০	»
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	»

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, [illegible]

পোষ্ট মাষ্টার।

হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারীনামক এক খানি নাটক জনৈক ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বাক্ষরকারীর জন্য ।০ আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর জন্য ।৶ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে. স্বাক্ষরকারী শ্রেণীভুক্ত হইতে যাঁহারা বাসনা করেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।

—:০:—

লক্ষ্মণমালা।

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, কাব্যচন্দ্রিকা, এবং দশরূপপ্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ করিয়া "লক্ষণ মালা" নামে এক খানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রহণার্থিগণ কলিকাতা পটোলডাঙ্গাস্থ বাড়ুর্য্যাদের্শ কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও কে, সি, রায়দাসের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য দ৹ আনা মাত্র।

১৫ ই আগষ্ট। ১৮৬৮। } প্রকাশক শ্রী গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ।৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহার্ষ্টষ্ট্রীট ৩৩।১ নং ভবনে বাধা প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৭ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

বঙ্গকামিনী নাটক (মূল্য এক টাকা)

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, চীনেবাজারে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের ৬৮ নম্বর দোকানে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্য। ক্রেতৃগণকে ২৫ পঁচিশ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া যায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নুতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

হরিশ্চন্দ্র চরিত মূল্য ।০

হরিশ্চন্দ্র চরিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে পৌরাণিক অলৌকিক বর্ণন নাই, পরন্তু ক্ষুদ্র বালক বালিকাদিগের সত্যনিষ্ঠা শিখাইবার নিমিত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান যতদূর আবশ্যক, তাহাই আছে।

কলিকাতা ঠনঠনে ১৭৭ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন। কোন বঙ্গবালা কর্ত্তৃক দশপদী কবিতা রচিত মূল্য ৴১০ আনা; ডাকে পাঠাইতে হইলে ৴১০ আনা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভায় শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্রের নিকট ঢাকা সুলভ যন্ত্রে এবং এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ	২॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাং গদ্য	৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ	৮
শ্রীমদ্রামরসায়ন ছই খণ্ডে সম্পূর্ণ	৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরিয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত	২৬
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক	৩
কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে	১
চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত	১
ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ণয়	১॥
নীলাঞ্জন কাব্য	৸
পুরঞ্জন কাব্য	৸
মাণিকুন্তলা কাব্য	১
অভিমন্যুবধ নাটক	॥৶
দ্বাদশ শিশুর বিবরণ	৸
রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
সিভিল গাইড মার্সমেন সাহেব কৃত	২০
পদ্মাগন্ধা উপাখ্যান	৸
সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৸
পিশাচোদ্ধার	১
গীতিপ্রভা	॥
এটলাস বাং ৮খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মা রকৃত	৩
ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র	৫
ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে	৭
নীতিশিক্ষা	৸
অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য	১॥
কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ	১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত	১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত	২
মনস্তত্ত্বসারসংগ্রহ	১
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়	১
ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত ছই খণ্ড	২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক	১

চরিতমঞ্জরী		১।
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট		২৫
কলিকাতা জোড়া-সাঁকো ৬৪ নং	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।	

ভারতবর্ষীয় সভা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণিকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং ভূম্যধিকারীদিগের স্কন্ধে সেই করভার নিক্ষেপ করিবার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই কর যাহাতে সহজে ও ন্যায়ানুসারে ধার্য্য এবং পরিমিতরূপে আদায় হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। গত ১৩ই মে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:—"স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্নের উপরে কর ধার্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে। জমীদার, লাখেরাজদার, পত্তনীদার, ইজারদার ও নানাবিধ মধ্যবর্ত্তী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের ভূমির উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা উটবন্দী প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উটবন্দী প্রজার ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা মির উপস্বত্বের যে অংশ পান, তদুপরি ও তৎপরিমাণে করধার্য্য ও আদায় করাই ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।" উটবন্দী প্রজা ব্যতীত ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের যে কোন সম্বন্ধ ও স্বত্ব আছে, এই প্রস্তাব তাঁহাদিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে। তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্ণমেণ্টের এই পত্রের উত্তরদানের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের মত জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন, ১৮৬৮ অব্দের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২রা বেলা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে লার্কিন্স লেনের ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটী প্রকাশ্য সভা হইবে। সর্ব্বসাধারণে ঐ সময়ে ঐ স্থানে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা, আমরক্ত, মূল্য চারি আনামাত্র।
কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রে পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিওপেথিক ফারমেসীতে পাওয়া যায়।

পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন। তিনি নিয়মাক্ষর কারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এ ৫৮	৮৯০০৭ নং	১০০ টাকার
এ ৫৮	৮৩৮৫৯ নং	১০০ ঐ

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

গদ্য সংগ্রহ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্কলন করিয়া "গদ্যসংগ্রহ" নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পটোলডাঙ্গা ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বাক্‌ষ্যাবাদর্শ এবং কোং

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ৮ই হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হায়ের সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
নদী মাথাভাঙ্গা		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৩৮	৯
মহানায়	২১	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	২২	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া	১৯	৬
আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	১৯	৬
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল	১৯	৯
ভাগীরথী নদী।		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২৫	৩
মহানায়	১৮	৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল মধ্যে	২৩	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২৪	৯
জলঙ্গী নদী		
মহানায়	৯	১১
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল	১১	৯
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	১১	৯
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল	১৩	৯

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ১৭ই তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
২৩	৩

বহরমপুর ১৭ই আগষ্ট ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি. কেম্প উইকস সি. ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৯ই ভাদ্র সোমবার।

এবার বঙ্গদেশে অতিবৃষ্টির বৎসর। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে ১৫দিন ব্যাপিয়া বৃষ্টি হওয়াতে যে অনিষ্ট হইয়াছিল, লোকে তাহা হইতে মস্তক উত্তোলন করিতে না করিতে শ্রাবণ মাসে আবার দশ দিন ব্যাপিয়া অতিবৃষ্টি হইয়া গেল। এটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস বর্ষার প্রথম আরম্ভকাল, অতএব তখন সুবৃষ্টিযোগে শস্য জন্মিবার বিলক্ষণ আশা ছিল; কিন্তু শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে সে আশা উন্মূলিত করিয়াছে। বহুল পরিমাণে শস্যের অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, লোকেরও ঘরদ্বার পতিত হইয়া যারপর নাই কষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের পত্রপ্রেরকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া চতুর্দিক হইতে পত্র লিখিতেছেন, এবার সোমপ্রকাশে সমুদায় পত্রের স্থান সমাবেশ হইল না।

শান্তিপুর, জনাই, জাহানাবাদ প্রভৃতি স্থানে অনেক ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, গৃহপাতাদিকারণে অনেক লোকের মৃত্যুও হইয়াছে। আগামী বারে ঐ পত্রগুলি পাঠকগণের নয়নপথে অবতারিত হইবে।

—:০:—

সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা।

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ ভারতবর্ষের চীৎকারশ্রবণে নিতান্ত বধির হন নাই। ইংলণ্ডে গিয়া পরীক্ষা দেওয়াই ত কঠিন, তাহাতে আবার কমিসনরগণ আরবি ও সংস্কৃতের যে নম্বর কমাইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয় পরীক্ষার্থীদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল; কিন্তু আমরা আহ্লাদিত হইয়া পাঠকগণের গোচর করিতেছি, তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম কতক অংশে সংশোধন করিয়াছেন। ১৮৬৯ অব্দে যে পরীক্ষা হইবে, তাহার নিয়মাবলি প্রকাশিত হইয়াছে। রাজ্ঞীর সকল শ্রেণির প্রজাই এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। উক্ত ১৮৬৯ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি অথবা তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরদিগের নিকটে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি লিখিয়া পাঠাইতে হইবেঃ—

প্রথম, ১৮৬৯ অব্দের ১ লা ফেব্রুয়ারি পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের ন্যূন নয়, ২১ বৎসরেরও অধিক হয় নাই। দ্বিতীয়, এই বলিয়া এক জন চিকিৎসকের এক লিপি প্রেরণ করিতে হইবে যে, পরীক্ষার্থীর কোন বিশেষ পীড়া নাই এবং শরীরের অবস্থাও এরূপ নয় যে, তিনি সিবিল সর্ব্বিসের অযোগ্য হইতে পারেন। তৃতীয়, পরীক্ষার্থীর সচ্চরিত্রতার প্রমাণপত্র। যখন কোন পরীক্ষার্থীর বয়ঃক্রম, স্বাস্থ্য অথবা সচ্চরিত্রতার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিবে, তখন কমিসনরগণ আপনারা তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। চতুর্থ, নিম্নলিখিত বিষয়ের কোন্ কোন্ শাখায় পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিবেন।

বিষয়	নম্বর
ইংরাজী রচনা ০ ০ ০	৫০০
ইংলণ্ডের ইতিহাস; (ইংলণ্ডের আইন ও শাসনপ্রণালী ইহার অন্তর্গত থাকিবে) ০ ০ ০ ০ ০ ০	৫০০
ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য ০	৫০০
গ্রীসের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০	৭৫০
রোমের ঐ ০ ঐ ০ ০	৭৫০
ফ্রান্সের ঐ ০ ঐ ০ ০	৩৭৫
জার্ম্মেণির ঐ ০ ঐ ০ ০	৩৭৫
ইটালির ঐ ০ ঐ ০ ০	৩৭৫
অঙ্ক (বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র)	১২৫০
(১) রসায়ন; (২) ইলেক্ট্রিসিটি ও মাগনেটিজম; (৩) ভূতত্ত্ব ও ধাতুতত্ত্ব; (৪) পশ্বাদির ইতিহাস এবং (৫) উদ্ভিদ বিদ্যা ০ ০	১০০০ (ক)
ন্যায়, ও ধর্ম্মনীতিতত্ত্ব ০	৫০০
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ০	৫০০
আরবি ভাষা ও সাহিত্য ০ ০	৫০০

পরীক্ষার্থিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের যেটী ইচ্ছা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু পরীক্ষিতব্য বিষয়ে পরীক্ষার্থীর বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এটী কথার কথামাত্র হইবে। ২১ বৎসরের মধ্যে এসকল বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হওয়া অধিকাংশের সম্ভাবিত নহে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র কে কোন্ প্রেসিডেন্সিতে যাইবেন, তাহা কমিসনরদিগকে জানাইতে হইবে। এই পরীক্ষার পরে পরীক্ষার্থীকে আর দুই বৎসর ইংলণ্ডে থাকিতে হইবে। এই কালের মধ্যে সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবেঃ—

বিষয়	নম্বর
১। সংস্কৃত	৫০০
যিনি যে প্রেসিডেন্সিতে যাইবেন, তাহার চলিত ভাষা ০ ০ ০ ০ ০	৪০০
২। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল ০ ০ ০ ০ ০ ০	৩৫০
৩। আইন ০ ০ ০	১২৫০
৪। বার্ত্তাশাস্ত্র ০ ০ ০	৩৫০

সাময়িক পরীক্ষা তিন বার গৃহীত হইবে। ইহাতে উত্তীর্ণ হইলে সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ পুনর্ব্বার পরীক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ও সচ্চরিত্রতার অনুসন্ধান করিয়া শেষে প্রশংসাপত্র দিবেন। তখন নূতন সিবিলিয়ান ভারতবর্ষে আসিতে পারিবেন। ২৪ বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইলে কেহ সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থী ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে ১০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বৎসরে ২০০০ টাকা পাইবেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ৩৫ টাকার এক ষ্টাম্পে দুই জন জামীনদার লইয়া ১০,০০০ টাকার এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ভারতবর্ষে যাইবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। শেষ পরীক্ষায় যিনি অকৃতকার্য্য হইবেন, তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ সংস্কৃত ও আরবির নম্বর বৃদ্ধি করিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল ও ভাষা অপেক্ষা গ্রীক ও লাটিনের প্রাধান্য প্রদান করা

(ক) শেষোক্ত শাখার দুটী প্রশাখা মাত্র জানিলে যথেষ্ট হইবে। পরীক্ষার্থী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইহা মনোনীত করিতে সমর্থ হইবেন।

অনুচিত। গ্রীক ও লাটিন জানিলে ইংরাজীতে উত্তম ব্যুৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু উহার সহিত ভারতবর্ষের আইন ও বিচারপ্রণালীর কি সংস্রব আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বোধ কর, এক জন গ্রীক, লাটিন, ফরাশী ও ইটালীয় ভাসা উত্তম জানেন; কিন্তু তিনি উর্দ্দূ ও বাঙ্গলা জানেন না, তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া কি করিবেন? অত এব ভারতবর্ষের চলিত ভাষার নম্বর অধিক করা উচিত ছিল। অঙ্কের ১২৫০ না হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগো লের নম্বর বৃদ্ধি করিলে ভাল হইত। আইনের ১২৫০ নম্বর করা অতি উত্তম হইয়াছে। পরীক্ষার পর ইংলণ্ডে দুই বৎসর থাকিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে, সেটীও উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষে পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম না করিলে এদে শের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা হইবে না, তাহা আমরা বারম্বার বলিয়াছি ও বলিতেছি; কিন্তু যত দিন এ নিয়ম না হইতেছে, তত দিন ইংলণ্ডে যাইতে হইবে। ইংলণ্ডে গমন করিয়া কয়েক মাস মাত্র অবস্থান করিলে বিশেষ ফলো দয় হইবার সম্ভাবনা নাই। পরী- ক্ষার যোগ্য বয়স আর এক বৎসর বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়। ২১ বৎসরের পূর্ব্বে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধি পাওয়া যায় না। এই উপাধি লইতে গেলে সিবিল সর্ব্বিসের বয়ঃক্রম অতীত হয়। অতএব বর্ত্তমান নিয়ম থাকিলে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারেন না। বি, এ, পরীক্ষার বয়স ২০ বৎসর করিয়া সিবিল সর্ব্বিসের পরী ক্ষার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর করাই কর্ত্তব্য। যে সে ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ান হইলেই যে আমরা আনন্দিত হইলাম, এ কথা যেন কেহ মনে করেন না। উপযুক্ত ভার তবর্ষীয়েরা এই পদ পান, ইহাই আমাদি গের অভিপ্রেত।

—:০:—

কোর্ট ইনস্পেক্টর।

প্রতি নিম্নতর ফৌজদারি আদালতে কোর্ট ইনস্পেক্টর বলিয়া এক এক জন পুলিষ কর্ম্মচারী আছেন। ইহাঁরা যাব- তীয় ফৌজদারি মকদ্দমা চালাইবেন, এই অভিপ্রায়ে ইহাঁদিগের প্রথম সৃষ্টি হয়; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাঁরা সেই সেকেলে নাজিরের পদে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। হাজতের কয়েদিদিগের হিসাব, ও ফৌজ দারির প্রত্যর্থীদিগের হাজিরি করা ইহাঁ- দিগের কাজ হইয়াছে, রাজ্জী ও প্রত্য- র্থির পক্ষের সাক্ষীর বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও ইহাদিগের একটী কর্ম্ম। তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তির জামীন লইতে হইলে কোর্ট ইনস্পেক্টরেরা সে কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঐ দলের মধ্যে যাঁহারা অসৎ ঐ ব্যাপারটী তাহাঁদিগের উপার্জ্জনের একটী প্রশস্ত পথ। উহাঁদিগের অসা ধুতানিবন্ধন অনেক অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। বোধ কর, ১লা মকদ্দমার দিন স্থির হইয়াছে; কিন্তু অসৎ ইনস্পে ক্টরের গুণে ২১ হইয়া উঠিল। জামীনে টাকা, সাক্ষীর হাজিরিতে টাকা, জবান বন্দিতে টাকা। নাজিরগণ সেকেলে দলস্থ ছিলেন; তাঁহাদিগের চক্ষুলজ্জা ছিল, অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন এবং ভয় ছিল। একণকার যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত অসৎ কোর্ট ইনস্পেক্টর তাঁহারা ভয়ঙ্কর লোক। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ইংরাজী জানেন, তন্নিবন্ধন কতক সাহস আছে, কেহ কিছু বলিলে "হুরমতের দাবি" দিতে যান ও দণ্ডবিধি প্রদর্শন করেন। ইহাঁদিগের অল্পে পেট ভরে না। চক্ষুলজ্জা কাহাকে বলে তাহা ইহাঁরা জানেন না। স্বকর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে হইলে এটী অবশ্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু ইহাঁদের এই লজ্জাহীনতা কেবল পয়- সার বেলা।

যখন অনিষ্টের নিমিত্ত হইতেছে, তখন এই সকল কর্ম্মচারীর পদ উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি আদালতে এক এক জন পুলিষ কর্ম্মচারী থাকুন; কিন্তু তাঁহা দিগের কার্য্যের সীমা করিয়া দেওয়া উচিত। জামীনেই অধিক টাকা উপার্জ্জন হয়। প্রায় আদালতের মোক্তারেরা জামীন হন; যাঁহার টাকা আছে, নগদ টাকা জমা দেন। এ স্থলে মাজিষ্ট্রেট নিজে অনায়াসে জামীন লইতে পারেন, অন্য কোন ব্যক্তি জামীন হইলে কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিদ্বারা তাঁহার অর্থ- সঙ্গতি জানা যাইতে পারে। মকদ্দমা চালাইবার ভার কোন পুলিস কর্ম্মচারীর হস্তে দেওয়া উচিত নহে। প্রতি আদা লতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এক জন উকীল নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অল্পব্যয় হইবে। তাহাতে ফৌজদারী মকদ্দমার যথার্থ বিচার হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন পুলিষ কর্ম্মচারীকে কোন স্থানের আদালতে দুই বৎসরের অধিক রাখা উচিত নহে। আদালতে অধিক কাল থাকিলে যেসকল গুণ পুলিষ কর্ম্মচারীর আবশ্যক তাহা থাকে না। এইরূপে আদালতের কার্য্য সম্পাদন করিয়া যদি কোর্ট ইনস্পেক্টরের পদ রহিত করা হয়, তাহাতে ইষ্ট বিনা অনিষ্টের অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

—:০:—

রাজনীতির সহিত ধর্ম্মসংস্রব পরিত্যাগ।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও মহাসভা শিক্ষা- প্রণালীর সহিত বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষার সংস্রব ত্যাগ করাতে ইংলিসম্যান বলেন, গবর্ণমেণ্টের সহিত যে ধর্ম্মের কোন সংস্রব থাকিবে না, অষ্ট্রিয়া তাহার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন। ইংলিস মান আরও ভঙ্গীক্রমে এরূপ অভিপ্রায়

ব্যক্ত করেন, ক্রমশঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি লোকের যে অবিশ্বাস হইতেছে তাহাতে অচিরকালমধ্যে খৃষ্টীয় গিরজাসকল ভূমিকে আলিঙ্গন করিবে। ইহাতে ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, নাস্তিকেরা আপনা দিগের মত সাধারণগ্রাহ্য বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে যত কৃতবিদ্য লোকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, এত লোকে কোন কালে বিশ্বাস করে নাই।" বিশ্বাস ও অবিশ্বাস যেরূপ হউক, অষ্ট্রিয়াতে যেরূপ হইয়াছে এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব আয়ারলণ্ডের নামে যেরূপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, গবর্ণমেন্টের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সংস্রব রাখিবার কাল অতীত হইয়াছে। ফরাশী বিপ্লবঘটিত অত্যাচার না হইলে বল্‌টেয়রের বাণ এত দিন খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত। সেপাহী বিদ্রোহ এখানকার ইউরোপীয়দিগের নির্ব্বাণোন্মুখ খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুরাগ প্রজ্বলিত করিয়াছে; কিন্তু উহা যে দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টীয়ানেরা অনেক সহ্য করিয়াছেন। ধর্ম্মের উপরে লোকের যত ভক্তি কমিতেছে ততই পাদরিরা অসহিষ্ণু হইতেছেন আমাদিগের নদীয়াস্থিত মিসনরি বন্ধুর পত্র তাহার দৃষ্টান্ত। অসহিষ্ণুতা হইলেই ধর্ম্মের হ্রাস হইল স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহকারিতাব্যতিরেকে রাজনীতি ও সমাজসংস্কারে উন্নতি সাধিত হইবে না, একথা ইতিহাসসিদ্ধ সঙ্গত বাক্য নহে। রোমকেরা যে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন; খৃষ্টধর্ম্ম তাহার কারণ নহে। জুপিটরের প্রতি ভক্তির কালেই রোমকদিগের ঐ মহত্ত্ব লাভ হয়। কোন্ সময়ে রোমকদিগের পূর্ব্বদিগের সাম্রাজ্য তুরস্কদিগের হস্তে পতিত হয়? নূতন বাইবেল অনেক পরে হইয়াছে বলিয়া ইহাতে বড় অধিক অসম্ভব কাণ্ড লিখিত হয় নাই বটে; কিন্তু যিশুখৃষ্ট ইহাদিগকে ভজাইবার নিমিত্ত পুরাতন টেষ্টমেন্ট গ্রহণ এবং তাঁহার ভক্ত মান্দ শিষ্যগণ তাঁহার অদ্ভুত কার্য্যের কীর্ত্তন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মনাশের যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, সেই বীজ এক্ষণে বৃহৎ বৃক্ষ হইয়া কোলেঞ্জোপ্রভৃতিকে প্রসব করিতেছে। যতই মার্জ্জিত হউক না কেন, উপধর্ম্মকে সত্যের নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

—:•:—

কন্‌ট্রাক্ট আইন।

কন্‌ট্রাক্ট আইনটী অমৃতবিলক্ষণ পদার্থ হইয়া উঠিল, মহাকবি ভারতচন্দ্র বলেন, "দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব অমৃত লাগিয়া" অমৃতের নিমিত্ত দেবাসুরেই কেবল বিরোধ হইয়াছিল; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই এক কন্‌ট্রাক্ট আইন লইয়া দেবতায় দেবতায় অসুরে অসুরে এবং দেবতায় অসুরে সর্ব্বদা বিরোধ হইতেছে। নীলকরেরা ইহাকে এমনি মোহন মন্ত্রপূত করিয়া দিয়াছেন যে, আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা বিমোহিত হইয়া ইহাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না। বহু দিন অবধি মেইন সাহেব ইহাকে বিধিবদ্ধ করিয়া কৃষকদিগকে নীলকরের ক্রীতদাস করিয়া দিবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমাদিগের অহ্লাদের বিষয় এই, আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল সর জন লরেন্স, ষ্টেটসেক্রেটারি ও নীল কমিসনরগণ ইহার বিরোধী হইয়াছেন। আমরা সর জন লরেন্সের যে ন্যায়পরতার এত প্রশংসা করিয়া থাকি, কন্‌ট্রাক্ট আইনের বিপক্ষতা তাহার অন্যতর ফল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমধিক প্রবল। তিনি ন্যায়পরতাবারা উঁহাকে সকল সময়ে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিতে পারেন না। এই নিমিত্ত আমরা সময়ে সময়ে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তির নিকটে ন্যায়পরতাকে পরাস্ত দেখিতে পাই। এ বিষয়ে আমাদিগের পুনরায় হস্তক্ষেপের ইচ্ছা রহিল।

—:•:—

নূতন পুস্তক।

১। গদ্যসংগ্রহ। এখানি সংস্কৃত। কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রায় যাবতীয় বিদ্যালয়ে সংস্কৃতচর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃতে পদ্যগ্রন্থই অধিক, গদ্য গ্রন্থ বিরল বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। এ সময়ে ন্যায়রত্নের সঙ্কলিত গদ্যগ্রন্থ যে সমধিক সমাদৃত হইবে তাহার সংশয় নাই।

২। বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমখণ্ড। এখানিও সংস্কৃত। ইহাতে বাঙ্গলা অনুবাদ ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা আছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসাকের যত্নে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। এখানি লোকের পক্ষে মহোপকারক হইবে।

৩। হরিশ্চন্দ্রচরিত। প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের চরিত লইয়া শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও ধর্ম্মানুরাগের আদর্শস্বরূপ। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে বালকদিগের সবিশেষ উপকারলাভের সম্ভাবনা আছে।

৪। অবোধবন্ধু। এইনামে যে মাসিক পত্র প্রচারিত হয়, তাহার কতগুলি একত্র বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। বঙ্গবালা। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে লিখিত আছে, "কোন বঙ্গবালাকর্ত্তৃক বিরচিত।" ইহাতে কতকগুলি বাঙ্গলা কবিতা রচিত হইয়াছে। এ দেশের স্ত্রী লোকেরা যে এরূপ কবিতা লিখিতে শিখিতেছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের কৃত সাক্ষ্যের আইন। ১৮৫৫ অব্দের ২ আইন, ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইন এবং প্রধান মে বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীরামবাবু এই পুস্তক খানি সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সমুদায় আ নসঙ্গত; তাঁহার দৃষ্টান্তগুলি যথাযোগ্য হইয়াছে। খাতা তজদিগ লইয়া মফস্বলের আদালতে বিশেষ গোলযোগ হয়; যে সে ব্যক্তি খাতা, জমাওয়াসীল বাকীর কাগজ-প্রভৃতি প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করান। শ্রীরাম বাবুর পুস্তক পাঠ করিলে অনেক মোক্তারের এ বিষয়ে শিক্ষা হইবে। আমরা বোধ করি, এই পুস্তকখানি মোক্তারি পরীক্ষার নিমিত্ত স্থির করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। মোক্তার মাত্রেরই এই পুস্তকখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

—:০:—

প্রাপ্ত।

শোণপুরের মেলা।
(গত প্রকাশিতের পর।)

২৬। এটী হরিহর নাথের মন্দির। এই মন্দিরে হরিহরনাথনামক প্রকাণ্ড প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনিই শোণপুরের মেলার কারণ। প্রবাদআছে ত্রেতা যুগে দশরথাত্মজ মহারাজ রামচন্দ্র জানকীলাভার্থ যৎকালে অযোধ্যা হইতে জনকপুরে যান, সেই সময়ে পথিমধ্যে নানা স্থানে শিবপূজা করেন, এটী সেই সময়ের শিবলিঙ্গ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ইহাঁর মহাসমারোহে অর্চনা হয়. সেই সূত্রে মেলা হয়। শিবলিঙ্গটী হরিহরনাথনামে প্রসিদ্ধ। এই জন্যই এই মেলাকে "হরিহরছত্র" বলিয়া থাকে; কিন্তু ইংরাজ মহলে ইহা শোণপুরের মেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার কারণ এই, যে গ্রামে এ মেলাটী হয় তাহার নাম শোণপুর। যাহা হউক, এই মেলা উপলক্ষে ভূরি ভূরি অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী হরিহরনাথের শ্রীচরণে সমর্পিত হয় এই মেলা ছাপরা অথবা সারণ জেলায় হইয়া থাকে। সারণ জেলার পূর্ব্ব দিগের শেষ সীমায় এই শোণপুর; সুতরাং মেলার পূর্ব্বসীমা ত্রিহুত, দক্ষিণ সীমা পাটনা এবং আরা পশ্চিম সীমা সারণ জেলা হও য়াতে সকল জেলা হইতেই আফিসরগণ ও পুলিষ প্রহরী মেলার শান্তিরক্ষার্থে নিযুক্ত হন; কিন্তু মেলাটী সারণ জেলাতে হওয়াতে সারণ জেলার পুলিষ ও মাজিষ্ট্রেটই ইহার কান্তি ও সৌন্দর্য্যের অধিনায়ক হন। "রিজর্ভ কোর্" ও "মিউনিসিপাল কোর্" হইতেও ২০০। ২৫০ কনষ্টেবল তথায় গিয়া দণ্ডায়মান থাকে।

২৭। এস্থলে তাম্বু ও সামীয়ানা বিক্রয় হয়। এস্থলের শোভা দেখিলে বোধ হয়, যেন লক্ষ্ণৌ কি আগরায় সর জন লরেন্স মহোদয়ের ভাইসরয়েল এবং তালুকদারি দরবার হইতেছে।

২৮। এ স্থলে কসাইদের দোকান। এখানে অনবরত জবাই হয়, রক্তের স্রোত বহিতে থাকে।

২৯। গঙ্গা ও গণ্ডকীর গর্ভ। এ স্থানটী নৌকাময় দেখিতে পাওয়া যায়। স্থল ভাগে যেরূপ মনুষ্য, গো, অশ্ব, পশুপক্ষপ্রভৃতির নিমিত্ত পাদবিক্ষেপের স্থান থাকে না, জলেও সেইরূপ নৌকার হুড়াহুড়িতে স্নান করিবার স্থান পাওয়া কঠিন হয়। রজনীতে যেরূপ ময়দানে তাম্বু ও সামিয়ানাপ্রভৃতিতে বাবুরা আলো জ্বালিয়া নৃত্য গীতাদি আমোদ করিয়া থাকেন, নৌকাবাসীরাও সেইরূপ আমোদে মত্ত থাকেন।

৩০। এই পথটী এদেশীয়দিগের গমনাগমন জন্য প্রস্তুত হয়। এটী বড় রাস্তা বলিয়া পরিচিত হয়। এ পথের দুই ধারে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী পশ্চিমে ইহুদিপ্রভৃতি নানা জাতীয় দেশ বিদেশীয় বণিক্‌গণ নানা দেশদেশীয় সুখসেব্য দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করেন।

৩১। চিড়িয়াখানা কিম্বা পক্ষীর বাজার। এটীও অতিশয় মনোহর স্থান। এখানে নানাবিধ পক্ষী ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এক এক স্থানে এক এক প্রকার পক্ষী রাখা হয়। পক্ষিগণের সুমধুর শব্দে মন প্রফুল্ল হইতে থাকে।

৩২। এটী কালীদেবীর মন্দির। ইহা পাটনার সুবিখ্যাত দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র মহোদয়ের কীর্ত্তি। দেওয়ানজী মহোদয় বাঙ্গালিদিগের মধ্যে একটী রত্ন ছিলেন। লক্ষ লক্ষ লোককে অন্ন ও বস্ত্র দান করিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্য লোককে চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন।

৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯ ৪০। ৪১। ৪২ এগুলি দেশীয় মদের ভাঁটী, অনর্থের বীজ ও সর্ব্বনাশের মূল। গবর্ণমেন্ট প্রজাপুঞ্জের মাতা পিতাস্থানীয় হইয়া প্রজার মহৎ অনিষ্ট করিয়া এই সামান্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন! এক দিগে চৌর্য্যের ও দস্যুতা প্রভৃতির নিবারণজন্য পুলিষ স্থাপন করিয়াছেন, অন্য দিগে চোরের ও বদমাইসদিগের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিবার জন্য ভাটী খুলিয়াছেন!!

—:০:—

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

(গত প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে শিক্ষাপ্রণালী, রাজকীয় ও ইংরাজাদি ভিন্নজাতীয় বণিকগণের কার্য্যালয়ের কার্য্যপ্রথা, মাদক সেবন এবং নারীগণের মূঢ়তার বিষয় লিখিত হইয়াছে। অদ্য জলের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

অনেকেই জলকে বিমিশ্র, বিস্বাদ, গন্ধ ও বর্ণহীন স্বচ্ছতরল পদার্থ বলিয়া জানেন। বাস্তবিক ইহা বিমিশ্র নহে, রসায়ন বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ইহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুই পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। স্বভাবতঃ ইহা নির্ম্মল নহে। ইহাতে অরগ্যানিক এবং ইনঅরগ্যানিক দ্বিবিধ পদার্থ

স্থানে [illegible] সমুদ্রাদির জলে ক্লোরাইড অফ সোডিয়ম অর্থাৎ লবণের অংশ থাকাতে লবণাস্বাদ হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঝরণার জলেও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখা যায়। কাহাতেও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস কাহাতেও হাইড্রো সালফিউরেটেড গ্যাস ইত্যাদি নানা বস্তু পাওয়া যায়। বৃষ্টির জল স্বভাবতঃ নির্ম্মল বটে; কিন্তু ইহা পৃথিবীতে নিপতিত হইলে নানাবিধ দ্রব্যের সংযোগে এবং বহুবিধ কারণে অল্পক্ষণমধ্যে ইহার নির্ম্মলতা বিনষ্ট হয়। ফলতঃ [illegible] পরিষ্কার ও স্বচ্ছ জল পাওয়া [illegible] সহজ নহে। চিকিৎসকেরা কহেন, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জলই ব্যবহারের উপযুক্ত ও শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কিন্তু কয় জন লোক এরূপ জল ব্যবহার করেন? অথচ জল ই আমাদের সর্ব্বদাই প্রয়োজন। জলদ্বারা দেহ [illegible] ও ধৌত হয়, জল পান করা যায়, রন্ধন [illegible] অধিকাংশ গৃহকার্য্য জলদ্বারা নিষ্পাদিত হয়। [illegible] আমাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়, বোধ করি, এই জন্য [illegible] একটী নাম জীবন হইয়াছে। আর জগদীশ্বরও সেই জন্য [illegible] জলের ভাগ কিছু অধিক করিয়া দিয়াছেন। ইহার [illegible] আবশ্যকতা ও উপকারিতা গুণ দেখিয়া বিবেচনা হয়, পূর্ব্ব কালের শাস্ত্রকারেরা ইহাকে নারায়ণস্বরূপ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। জল যদিও বিশেষ উপকারী ও নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু ইহা আবার দূষিত হইলে এবং ইহার মধ্যে কোন অনিষ্ট ঘটে [illegible] চিকিৎসকেরা [illegible] বলিয়া থাকেন, [illegible] উদ্ভিজ্জ ও পাশব দ্রব্য জলে পচিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে জল দূষিত হইলে তাহা হইতে মেলেরিয়ানামক এক প্রকার গ্যাস জন্মে, সেই গ্যাস বিষতুল্য; [illegible] পক্ষে বিশেষ অপকারী। [illegible] বলেন [illegible] ইহাতে দেশে যাহারা উপস্থিত [illegible] লোক সকল নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইতে পারে। কেহ কেহ বা অবশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। অনেকে চিররুগ্ন বলহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। [illegible] এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে কোন কোন দেশের জল বিকৃত ও দূষিত হওয়াতে সেই সেই দেশে নানা প্রকার [illegible] উৎকট পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং বহু সংখ্যক লোক কালসদনের অতিথি হইয়া দেশ [illegible] প্রায় জনশূন্য করিয়া যায়। যাঁহারা [illegible] হইতে [illegible] পাইয়া [illegible] ও চিররুগ্ন ও জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। অবশেষে নানাবিধ উপায়ে ও বহুবিধ যত্নে জল পরিষ্কৃত হওয়াতে দেশগুলির একপ্রকার রক্ষা হইয়াছিল। কোন কারণে জল দূষিত হইলে পাছে দেশের বিশেষতঃ শরীরের পক্ষে অপকার ঘটে, এই ভয়ে পূর্ব্বকালে ধর্ম্মব্যবস্থাপকেরা ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, যিনি কোন প্রকারে জল বিকৃত করিবেন, তাঁহার পাপ হইবে এবং পাপের শাস্তিস্বরূপ নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণকার লোকদিগের ধর্ম্মভয় শিথিল হওয়াতে জলের উৎকর্ষ রক্ষাবিষয়ে অনাদর হইয়াছে; তজ্জন্য দেশে নানা প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিতেছে এবং বহুবিধ পীড়ারও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এ দেশ অতিশয় নিম্ন; সুতরাং এখানে নদ, নদী, বিল খাল, খানা, ডোবা পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলাশয়ই অসংখ্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন [illegible] ও অন্যান্য নিম্ন স্থান সকল প্রতিবৎসর বর্ষার জলে প্লাবিত হওয়াতে সাগর ও সরোবরাকার ধারণ করে।

প্রথম পুষ্করিণী। পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্মবুদ্ধিতে হউক বা লোকের জলকষ্ট নিবারণ জন্য হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশত হউক, নিজ নিজ দেশের নানা স্থানে ছোট বড় নানাপ্রকার পুষ্করিণী খনন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় অধিকাংশ পল্লী গ্রামের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পথপার্শ্বে, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের খিড়কি ও সদরে এবং গ্রামের মধ্য স্থলে ও প্রান্ত ভাগ প্রভৃতি স্থানে বহুবিধ অসংখ্য ও অনাবশ্যক জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের উপকারার্থে এইসকল খাত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এক্ষণে তেমনি অপকারকারী হইয়াছে। এক সময়ে ইহারা জীবনরক্ষক ছিল; এক্ষণে জীবননাশক হইয়াছে। অধিকাংশ জলাশয়ে বার মাস জল থাকে না, অনেকগুলিতে অল্প পরিমাণে জল থাকে। বর্ষাকালের জলে ইহারা পরিপূরিত হইয়া প্রকৃত জলাশয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। অনেক অনেক পুষ্করিণী পানাপ্রভৃতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পুষ্করিণী এরূপ আচ্ছাদিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে জলাশয় বলিয়া কোন প্রকারেই উপলব্ধি হয় না। প্রায় অধিকাংশ জলাশয়ের তীরে নানাপ্রকার বৃক্ষাদি হওয়াতে এক প্রকার জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছে; বোধ করি ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ অনায়াসেই লুকাইয়া থাকিতে পারে। ঐ বৃক্ষাদির গলিত পত্রাদি জলে নিপতিত হইয়া জলকে বিকৃত করে। বহুবিধ জীব জন্তু জলে পচিয়া জল দূষিত হয়। নির্ব্বুদ্ধি কৃষকেরা অজ্ঞতা বশতঃ আপনাদের কৃষিজাত পাট ও শোণ প্রভৃতি জলে পচাইয়া উহাকে বিকৃত করিয়া তুলে। এইসকল কারণে কেবল জল বিনষ্ট হয় এমন নহে, দেশের লোকেও অনভিজ্ঞতাবশতঃ বা আলস্যহেতু জল দূষিত করিয়া থাকেন। মল মূত্রাদি ও আহারাবশিষ্ট বা পরিত্যক্ত দ্রব্যসকল জলেই নিক্ষিপ্ত হয়। জলপাত্র ও ভোজনপাত্রপ্রভৃতি প্রায় যাবতীয় গৃহসজ্জা ও সামগ্রী জলেই ধৌত ও মার্জ্জিত হইয়া থাকে। তাহাদের কলঙ্কে জলও কলঙ্কিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় নদী। প্রায় প্রতি পল্লীগ্রামে ও প্রতি নগরে এক একটী নদী দৃষ্ট হয়। এদেশটি কিছু পুরাতন; সুতরাং অধিকসংখ্য নদনদীও পুরাতন অর্থাৎ অপ্রবল হইয়াছে। অনেক নদী মজিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন নদী ক্রমশঃ মজিয়া আসিতেছে। অধিকন্তু স্রোতস্বতীর স্রোত বন্দ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের জল গমনাগমনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন নদী এরূপ মজিয়া গিয়াছে যে, লোকে স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া পুষ্করিণীর ন্যায় করিয়া অংশ করিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে তাহাদিগকে নদী বলিয়া কোন প্রকারেই বোধ হয় না। যেন পুষ্করিণীর শ্রেণি হইয়াছে। অনেক নদীতে বার মাস জল থাকে না, কাহার কাহার গর্ভে ও অভ্যন্তরে লতা গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য জন্মিবাতে জঙ্গলময় হইয়াছে। কোন কোন নদীর ধারে ধারে বৃক্ষাদি জন্মিয়াতে জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। চিকিৎসকেরা কহেন, স্রোতের জল শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী; কিন্তু নির্ম্মল স্রোতের জল পাওয়া সুকঠিন। যেসকল স্রোতস্বতীতে বার মাস জল থাকে এবং জোয়ার ভাঁটা হয়, তাহাদের জল নানা কারণে অপরিষ্কৃত ও দূষিত হইয়া থাকে। মলমূত্রাদি এবং মনুষ্যের মৃত দেহ ও নানাবিধ মৃত পশু পক্ষী ইহাদের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। যেগুলি বর্ষার জলে নদী বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, তাহাদের জলের কথাই নাই। নানাবিধ পশু পক্ষী ও তাহাদের তটস্থ বৃক্ষাদির পত্রাদি ও স্বভাবজাত লতা গুল্মপ্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পচিয়া জলকে এরূপ দুর্গন্ধময় করে যে, তাহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। এইত দেশের জলের অবস্থা, এ অবস্থায় দেশস্থ লোকের শরীরের অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীরা
সাং জনাই

বিবিধসংবাদ।

২রা ভাদ্র সোমবার।

যাঁহারা কোন উত্তম কাজ করেন, প্রধান পুরুষেরা অবসর উপস্থিত হইলেই যদি সস্নেহ ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগের সম্মানবর্দ্ধন করেন সৎকার্য্যে তাঁহাদিগের উৎসাহ অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, বাঙ্গালা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর যখন মুরসিদাবাদে গমন করেন, সর্ব্বাগ্রে আজীমগঞ্জের রায় মেঘরাজ কোটারি বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই রায় বাহাদুর ভুটানের যুদ্ধকালে গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। আজীমগঞ্জে শ্রীযুক্ত হরকচাঁদ গুলেচাপ্রভৃতি উহাদের অনেকগুলি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা ঐপ্রকার রাজদ্বারে বিশেষ সম্মানভাজন হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে।

লক্ষ্ণৌ টাইমসে বলেন শিবমঙ্গল সিংহ ভূত পূর্ব্ব ৪৮ সংখ্যক সিপাহী দলের এক জন সৈনিক ছিলেন। বিদ্রোহকালে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহ শান্তির পর শিব মঙ্গল সিংহ পুলিসে প্রবেশ করিয়া ভূতপূর্ব্ব অনেক বিদ্রোহীকে ধৃত করাতে অযোধ্যার প্রধান কমিসনর সম্প্রতি তাঁহাকে ১০০ টাকা মূল্যের এক তলবার প্রদান করিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই, এটী কমিসনর নিজ হইতে দিতেছেন।

উক্ত পত্রের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত যত্নগড়ের রাইট নামক এক জন ইঞ্জিনিয়র সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া তাহার বন্ধু গর্টসকে গুলি করিয়া বধ করিয়াছে। গর্টস ও রাইট এক বাটীতে থাকিত। গর্টস কিছু টাকা কর্জ্জ করিয়া শেষে তাহা অস্বীকার করে। উভয়ের মনোভঙ্গ হইয়া স্বতন্ত্র [illegible] করে। এক দিবস গর্টস কোন কার্য্যে [illegible] রাইটের বাটীতে আসিয়া এক খানি কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করাতে সুরোন্মত্ত রাইট তাহাকে বলে, হয় তুমি এস্থান ত্যাগ কর, নচেৎ এক খত লিখিয়া দাও। গর্টস দুইয়ের কিছু না করাতে রাইট তাহাকে বধ করিয়াছে। প্রত্যাকরিবামাত্র রাইটের চৈতন্য হইল। তখন সে নিজে কেরানীদ্বারা পুলিসে হত্যার সংবাদ প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। [illegible] ইউরোপীয়েরা কেমন ভয়ানক লোক তাহার এই এক দৃষ্টান্ত।

কাপ্তান হেনরি রাইট নামক এক জন ইউরোপীয় জুয়াচোর আপনাকে এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া দুই জন এতদ্দেশীয় দুগ্ধপীড়াকারীকে ধৃত করিয়া ৩ টাকা উৎকোচ লইয়া ছাড়িয়া দেয়। বিচারপতি নর্ম্মান এ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাস মেয়াদ দিয়াছেন। বৈজনাথ গোয়ালা নামক এক জন পাহারাওয়ালা রাইটের সাহায্য করাতে তাহার পনর মাস মেয়াদ হইয়াছে। ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বলিয়া আইন ভেদ হয় নাই. উহা দেখিয়া কোন ব্যক্তি এ কথা বলিতে সাহসী হইবেন?

হাজরার পর্ব্বতবাসীদিগকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। পবলিক ওপিনিয়ম বলেন, কোহাটের সীমান্থিত একটী পল্লীগ্রাম কিছু দিন হইল লুণ্ঠিত হওয়াতে তথায়ও এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই সকল সীমান্থিত যুদ্ধ অমঙ্গলের কারণ। অম্বালার যুদ্ধ হওয়াতে দেশের অনেক অমঙ্গল হইয়াছে।

৩ রা ভাদ্র মঙ্গলবার।

রাজা থিওডোরের পুত্র আলামেয় ইংলণ্ড দর্শন করিয়া এত আহ্লাদিত হইয়াছেন যে, তিনি উক্ত দেশ ত্যাগ করিতে চাহেন না। রাজকুমার ইংলণ্ডীয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম শিক্ষা পাইবেন।

আগামী মার্চ্চমাসে ভরতপুরের রাজা প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া স্বীয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিবেন।

বিচারপতি নর্ম্মান সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যদি কুলাচার না থাকে তাহা হইলে সন্তানহীন বিধবা স্ত্রীলোক দেবসেবার ভার পাইবেন না।

সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় মীমাংসা করিয়াছেন, জজ যদি জুরির নিকটে মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতে না পারেন এবং তন্নিমিত্ত জুরি যদি সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে মত দেন, তাহা হইলেও প্রধানতম বিচারালয় জুরির মত রহিত করিয়া পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দিতে সমর্থ নহেন। এটী পূর্ব্বকার এক মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে। যেখানে বাস্তবিক অবিচার হয়, সেখানে প্রধানতম বিচারালয়ের পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।

১৮৬৭।৬৮ অব্দে বঙ্গদেশে ১,৮৭,৮৫০ খানি দলীল রেজিষ্টরি করা হইয়াছে। ৩৩৯,৬৮১ টাকা কী আদায় ও ২৫০১৮১ টাকা বিভাগীয় ব্যয় এবং ৮৯,৩০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। রেজিষ্টারি করিতে লোকের কত সময় গিয়াছে, তাহার একটী তালিকা দিলে ভাল হইত।

২৪ পরগণার দক্ষিণ অঞ্চলের উপরে ঈশ্বরের কোপবৃষ্টি পড়িয়াছে। গত বারের ১৫ দিবসের বৃষ্টির পরও যাহারা পুনর্ব্বার ধান্য রোপণ করিয়াছিল, এই বৃষ্টিতে তাহা পুনর্ব্বার জলমগ্ন হওয়াতে তাহাদিগের দ্বিতীয় বারের পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। এই বেলা এইসকল দরিদ্র লোকের সাহায্য করিবার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসংক্রান্ত দুইখানি বিল পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহাসভা আগামী দুই বৎসর ইংলণ্ডের অভ্যন্তরীণ বিষয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। মহাসভার অবসর না হইলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে না এটী আশ্চর্য্য কথা। এ নিয়মের পরিবর্ত্ত হইবার কি কোন উপায় নাই?

বোখারার রাজার মৃত্যুসংবাদ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। রুশীয়েরা বোখারার নিকটে আসিয়াছে। বোখারাতে একটী দুর্গ ও বাণিজ্যসংক্রান্ত কতকগুলি স্বত্ব পাইলে তাহারা সন্ধি করিবে বলিয়াছে। যাহা হউক উহার ভয় নাই।

দিল্লীগেজেট শ্রবণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট এই বন্দোবস্ত করিবার মানস করিয়াছেন, অতঃপর কোন হিন্দুস্থানী রেজিমেণ্ট দিল্লীর উত্তরে যাইবে না; আর কোন পঞ্জাবী রেজিমেণ্ট দিল্লীর দক্ষিণে আসিবে না। উক্ত পত্র যথার্থই বলিয়াছেন এটী নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।

উক্ত পত্র বলেন, মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর আজ্ঞা দিয়াছেন, সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নীচের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে যখন কোন মাজিষ্ট্রেট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত, স্থগিত অথবা ফৌজদারিতে অর্পিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তখন ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার সহিত এক মত হউন আর না হউন, উক্ত কর্ম্মচারীকে স্থগিত রাখিবেন।

কিছু দিন হইল, আগরার প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করেন, লক্ষ্ণৌএর অক্টরই কর আইন বিরুদ্ধ। গবর্ণর জেনরল তন্নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা সদ্য এক আইন করাইয়া এই করকে আইনসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। এ ব্যাপারটী অতিশয় কৌতুককর।

৪ ঠা ভাদ্র বুধবার।

এবার ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্ম হইয়াছে। ছায়াতে তাপমান যন্ত্রে ৯০ ডিগ্রি এবং রৌদ্রে ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত পারা উঠিতেছে। অনেক লোকে সর্দ্দি গরমিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তৃণ ও বৃক্ষপল্লব শুষ্ক হইতেছে। লোকে গবাক্ষ না খুলিয়া থাকিতে পারেন না। সকলকে অতি লঘু বস্ত্র পরিধান করিতে হইতেছে। অনেক সেকেলে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ খস খস ও পাখার নিমিত্ত চিৎকার করিতেছেন বরফ না হইলে এককাল চলে না। ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ সেকেলে ব্যবহারের অতিশয় গোঁড়া, কিন্তু এমনি ভয়ানক গ্রীষ্ম যে বিচারপতি ওয়াইলড নিজে পরচুলা খুলিয়া বারিষ্টর দিগকে আপন আপন পরচুলা খুলাইয়াছেন। লণ্ডনের দোকান সকল ক্ষুদ্র, এবং হিম প্রধান স্থান বলিয়া প্রায় কোন ঘরের বারাণ্ডা নাই। তন্নিবন্ধন এবার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। আমরা দেখিতেছি, ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়া ইহার বাণিজ্যের সহিত উষ্ণতার অধিকারী হইলেন। দুই বৎসরাবধি ইংলণ্ডে গ্রীষ্মাতিশয্য হইয়াছে।

গতকল্য বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে সূর্য্য গ্রহণ হয়। অর্দ্ধেকেরও অধিক গ্রাস হইয়াছিল। মেঘ থাকাতে অনেকে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বিখ্যাত হোমিওপেথীর চিকিৎসক ডাক্তর টি, বেরিনী

পীড়া নিবন্ধন ফ্রান্সে যাইবার সময়ে এডেনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন ৩৫ গণিত্ত এতদ্দেশীয় রেজিমেণ্টের বাদ্যকর জোসেফ আন্টিয়কের স্ত্রী ব্যভিচারিণী হওয়াতে বাদ্যকর উপপতির নামে নালীস করিয়া তাহাকে জেলে দেয়। প্রধানতম বিচারালয়ে এই দণ্ড হইবার অনতি পরে বাদ্যকর প্রধান বিচারপতির নিকটে গিয়া বলিল, মহাশয় আমার স্ত্রীর ত এই দশা হইল। আমার একটী সন্তান আছে, ইহাকে লালনপালন করিবার লোক চাই। অতএব আমি দারান্তর গ্রহণ করিতে পারি কি না? যদি তাহা না হয় ত ঠিকা স্ত্রী রাখিতে আমার ক্ষমতা আছে কি না? প্রধান বিচারপতি বলিলেন তাহা নাই। ইহাতে বাদ্যকর অতি দুঃখে বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। মেইন সাহেবের বিল বিধিবদ্ধ হইলে বাদ্যকরের দলের লোকেরা কুলটা স্ত্রীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবেন।

১২ ই আগষ্ট কর্ণেল রথনী হাজরার বন্যদিগকে আক্রমন করিয়া পরাজিত ও আগড় উপত্যকা হইতে দূরীভূত করিয়াছেন; বন্যদিগের ৩০ জন হত হইয়াছে। কর্ণেল রথনী ও চারি জন সিপাহী সামান্য আঘাত পাইয়াছেন। হাজরাতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

কুইন সলাণ্ডের ইঙ্ক ও তুলর্করেরা চীন সমুদ্রের দ্বীপবাসীদিগকে ধৃত করিয়া লইয়া ক্রীতদাস করিতেছে। এইসরলহৃদয় বন্যদিগকে প্রথমতঃ এক বৎসরের নিমিত্ত আনয়ন করা হয়, কিন্তু একবার আনিতে পারিলে আর ছাড়া হয় না। আবাদকরেরা এইসকল হতভাগ্য ব্যক্তিকে ধৃত করিবার নিমিত্ত জাহাজ প্রেরণ করে। কুইনসলাণ্ডে পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কুলি প্রেরণের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হন নাই। কুইন সলাণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ইহার নিবারণচেষ্টা পাইতেছেন। আবাদকরদিগের স্বভাব সকল স্থানেই সমান ভারতবর্ষীয় কৃষকদিগকে কার্য্যতঃ ক্রীতদাস করিবার নিমিত্ত কণ্ট্রাক্ট আইনের নিমিত্ত কতই চেষ্টা হইয়াছে।

বঙ্গদেশের ন্যায় বোম্বাইয়েও অতিবৃষ্টি হইয়াছে। বোম্বাই ও বরদার রেলওয়ের দুটী সেতু ভগ্ন হইয়াছে এবং বোম্বাই রেলওয়ের কিয়দংশ নর্ম্মদা ও তাপ্তীর প্লাবনে এক কালে জলমগ্ন হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার কোন হানি হয় নাই। এক স্থানে প্রায় চারি ফুট জল দাঁড়াইয়াছিল।

কলিকাতার কতকগুলি বাটী বৃষ্টিতে ভগ্ন হইয়া কয়েকজন মনুষ্য হত হইয়াছে।

ওয়ালটর, জেমিসন মেয়ারনামক এক জন ধূর্ত্ত আমেরিকান লণ্ডনের ডাকঘরের কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচয় দিয়া বলে সে ইংলণ্ডীয় পোষ্ট মাষ্টর জেনরলের আজ্ঞানুসারে একখানি ডিরেক্টরি প্রস্তুত করিতেছে। অনেক বণিক বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত ইহাকে টাকা দেন। এ ব্যক্তিকে বোম্বাইয়ের সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে। মেয়ার কলিকাতা ও মাক্সাজেও জুয়াচুরি করিয়াছে। মেইন সাহেব কৃত লোফার বিল ঠিক সময়েই হইয়াছে।

সর হেনরি ডুরাণ্ড ছয়মাসের বিদায় পাইয়াছেন।

ভাগলপুরের সর্ব্বপ্রধান জমীদার রাজা লীলানন্দ সিংহ ভাগলপুর স্কুলের নিমিত্ত ১৫ টাকা প্রদান করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন

১লা জানুয়ারি অবধি ১৪ ই আগষ্টপর্য্যন্ত ৬৭ ৮৭ ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে, প্রায় সম্বৎসরের বৃষ্টি দুই মাসের মধ্যে হইল।

বোম্বাইয়ের বারিষ্টর হাউয়াড সাহেব রেলওয়ের দুর্ঘটনায় হত হওয়াতে রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহার স্ত্রীকে ৯৭,৫০০ টাকা প্রদান করিতে বাধিত হইয়াছেন।

৫ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

ইংলিসমান বলেন, ভুটানের গবর্ণমেণ্ট অসম্মান প্রদর্শন করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে যে টাকা দিতেন তাহা আর দিবেন না। এই টাকা ভোটেরা "কর" বলিয়া লইত ইহা লইয়া তাহাদিগের গৃহ বিবাদ হইতেছে।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, সিয়ারআলি খাঁর সৈন্যগণ কাবুলে প্রবেশ করিয়াছে।

মান্দ্রাজের প্রধান জেলে আলিপুরের ন্যায় একটী মুদ্রাযন্ত্র হইতেছে। এইপ্রকার একটী ছাপাখানা হইবে। আলিপুরের জেলে গবর্ণমেণ্ট চট প্রস্তুত করিতেছেন। এই সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট কি একটী বস্ত্রের কল করিয়া সকলকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতে পারেন না?

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জবানবন্দী আপাততঃ শেষ হইল। সর চারলস জাক্সন এ ব্যক্তির পুনরায় জবানবন্দী লইবেন। এই জবানবন্দীতে প্রকাশ পাইয়াছে ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ অব্দে প্রেমচাঁদই বোম্বাইয়ের টাকার বাজারের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার ব্যাঙ্ক ও কোম্পানি করিয়া তাহার অংশসকল বিক্রয় করেন। তিনি ৫০০ টাকার অংশ ১৫০০০ টাকায় বিক্রয় করিতেন; ক্রেতার টাকা না থাকিলে তাঁহাকে "বিশ্বাসী" পাত্র বলিয়া বোম্বাই ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ্জ দেওয়াইতেন। প্রেমচাঁদের পরামর্শে বোম্বাই ব্যাঙ্ক কেবল খত লেখাইয়া লইয়া টাকা ধার দিতে আরম্ভ করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী বেলেয়ার তাঁহার সহচর ছিলেন; দুই জনে সকল কাজ করেন। প্রেমচাঁদ অনুরোধ করিতেন এবং বেলেয়ার যাহাকে তাহাকে টাকা কর্জ্জ দিতেন। যাহা হউক, এক্ষণে কথা হইতেছে যেসকল ধূর্ত্ত বোম্বাই ব্যাঙ্কের সহিত অনেক দরিদ্র লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদিগের দণ্ড হইবে কি না?

যশোহরের অমৃত বাজারপত্রিকার নামে তত্রত্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাইট সাহেব যে নালীশ করিয়াছেন, সেই মকদ্দমাটীর বিচার ভার, হয় কোন বারিষ্টর বিচারপতি নচেৎ জজ ঝোকোর্টের ন্যায় কোন সিবিলিয়ানের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। এই মকদ্দমা উপলক্ষে যশোহরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট অতিশয় গর্হিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। লাইবেলের মকদ্দমায় কবে কোন ব্যক্তিকে গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে? এক জন প্রতর্থী সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন, মাজিষ্ট্রেট ইহাকে স্থগিত করিয়াছেন। এসকল মকদ্দমার দণ্ডের পূর্ব্বে স্থগিত অথবা পদচ্যুত করা অন্যায়। সিবিল সর্ব্বিসের প্রণালীকে ধন্যবাদ! যিনি এই সকল কাজ করিয়াছেন, কোন এতদ্দেশীয় যদি তাঁহারা অর্দ্ধেক গুণ ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এত দিন পাতাল দেখিতে হইত।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, স্কটলণ্ডের সম্প্রদায়ভুক্ত জুনিয়র ও সিনিয়র চাপলেনদিগের বেতন সর্ব্বত্র একবিধ করা হইবে

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের প্রধান ইঞ্জিনিয়রকে বলিয়াছেন, আর্ম্মাণ অথবা যে ঘাটে তিনি ভাল বুঝেন, সেতু প্রস্তুত করিতে পারেন। পদ্মা ও গোরাই পারের নিমিত্ত দুইখানি বাষ্পীয় জাহাজ রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এটী করা অতিশয় আবশ্যক। প্রতিবৎসর পদ্মায় যে কত লোক মারা যায় বলা যায় না।

বোখারার রাজার সহিত রুশীয়দিগের যে যে নিয়মে সন্ধি হইয়াছে, তাহা বোম্বাইগেজেট প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা প্রতিবৎসর দেড় লক্ষ স্বর্ণ টিলা করস্বরূপ দিবেন। চারিজুয়ী,

কার্শি এবং কারমাণতে একটী রুশীয় শিবির হইবে। সুমারকন্দের উ র জের ফিতে একটী রুশীয় দুর্গ হইবে। সুমারকন্দ হইতে বোখারাপর্য্যন্ত রাস্তা ...বায়ে একটী রাস্তা করিয়া দিবেন। যেসকল বোখারীয় রুশীয় সেনা পতির হস্তে বন্দীর ন্যায় আছে, তাহাদিগের প্রত্যেকের মুক্তির নিমিত্ত ১০০০ স্বর্ণ টিল্লা দিতে হইতেছে। ওরেণবর্গ হইতে যে সকল বণিক আসিবেন তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি না হয় তাহা রাজাকে দেখিতে হইবে। রাজা যত দিন এই নিয়মানুসারে কাজ করিবেন, তত দিন তাঁহাকে বোখারা শাসন করিতে দেওয়া হইবে। রাজা ইহাতে সম্মত হওয়াতে রুশীয় সেনাপতি আপন সৈন্যদিগকে লইয়া তাসখন্দ ও জিজাকে গমন করিয়াছেন। সুমারকন্দ গোয়ালিয়রের ন্যায় এক দল রুশীয় সৈন্যদ্বারা রক্ষিত হইবে।

ব্রোচের মুন্সেফ যাদুরাম মতিরাম সরকারী টাকা তছরূপ করিয়া তৎ পরে তাহা মিলাইয়া না দিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাঁহার এক বৎসর মেয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগ ১২ ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। মফস্বলে এক মাস ছুটী হইতেছে। প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ এত বিদায় পান কেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন সম্প্রতি পঞ্জাবের সীমার ৬০ ব্যক্তি গবর্ণর জেনেরলের নিকটে আবেদন করিবার নিমিত্ত সিমলায় গমন করে। সর জন লরেন্স বাহির হইয়াছেন, এমত সময় তাহারা দৌড়িয়া আসিল; কিন্তু প্রহরীরা তাহাদিগকে গোঁড়া হত্যাকারী স্থির করিয়া প্রহার দ্বারা ভূমিসাৎ করিল। পরে তাহাদিগের হস্তে আবেদন পত্র দৃষ্ট হইল। এ ব্যক্তিদিগকে কি ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে দেওয়া বিধেয় হ..? কলিকাতার এক ব্যক্তি এ প্রকার করিয়া এক মাস হরিণ বাটীতে বাস করিয়াছিল।

কয়েক দিবসাবধি গঙ্গায় অতিশয় বান ডাকিতেছে। তিন দিবস হইল দুইখানি গাদা বোট জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

আমরা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আর্কডিকন প্রাট বন্ধুগণের অনুরোধে আর কিছু দিন ভারতবর্ষে থাকিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে ষ্টেট সেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, কন্ট্রাক্ট আইন না হইলে কৃষকদিগের মঙ্গল হইবে না। যাহার অনিষ্ট করা হইতেছে তাহাকেই আবার কৃতজ্ঞ হইতে বলা এটী কেবল ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও মেইন সাহেবের বুদ্ধিতেই আইসে।

উক্ত পত্র বঙ্গদেশের জমীদারদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন তাঁহারা এই বেলা গবর্ণর জেনরলের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক শিক্ষাকর প্রদান করুন, নচেৎ আরও মন্দ হইবে। এমন ফ্রেণ্ড যাহাদিগের সহায় তাহাদিগের ভাল হইবার সম্ভাবনা কি।

৬ ই ভাদ্র শুক্রবার।

গেজেটে পাটনা ও মেদনীপুরের বৃষ্টি ও শস্যের অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্যতঃ পাটনাবিভাগে দশ আনা শস্য হইবে; কিন্তু মেদনীপুরের অধিকাংশ স্থানে জলপ্লাবন হওয়াতে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। গড়বেতায় কেবল তত বৃষ্টি হয় নাই। মেদনীপুরের কালেক্টর জমীদারদিগের ঔদাসীন্যের নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন। বাধ রক্ষার নিমিত্ত অনেক জমীদার রাজস্ব হইতে অব্যাহতি পান; কিন্তু কেহই স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন না।

রেঙ্গুণ টাইমস বলেন, ব্রিটিশ ব্রহ্মের বিদ্যাশিক্ষার ডিরেক্টর হডারণ সাহেব লিখিয়াছেন, সম্প্রতি আকাবের গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়সমুদায় আসবাব ও পুস্তকের সহিত ভস্মীভূত হইয়াছে। কোন দুশ্চেষ্টিত লোক একাজ করিয়াছে; কিন্তু এব্যক্তি ধৃত হয় নাই।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মহীসুরের সৈন্য সংখ্যা কমাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। গবর্ণমেন্টের কণ্টিঞ্জেন্ট ভিন্ন এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহে সৈন্য রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গত শুক্রবার নড়াইলের জমীদার বাবু হরনাথ রায় ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীপুরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হরনাথ রায় সেকেলে জমীদারের এক জন আদর্শ ছিলেন। ইহাঁর দ্বারা অনেক সৎ কর্ম্ম হইয়াছিল।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতির পদে আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত পত্র ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতির হিসাব দর্শন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও এই কথা বলি। হালডেন সাহেবের বিষয়ে অনেক জনরব প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মফস্বলের মিউনিসিপালিটির সুবিধা ও সুনামের নিমিত্ত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি।

উপনগরের পুলিষ এত সতর্ক যে গত বাহির মৃজাপুরগ্রামে সম্প্রতি ৬ টী সি দ হইয়াছে কিন্তু এক বারও পুলিষ অনুসন্ধান করিতে আইসেন নাই। এস্থানটীতে কৃষ্ণপক্ষে প্রায় পাহারাওয়ালাকে দেখা যায় না। এখানকার যেমত রাস্তা সেই প্রকার পুলিষ। গত ঝড়ের সময়ে সর্ব্বত্র সাহায্য দেওয়া হয়, কিন্তু এখানে এক ব্যক্তি এক পয়সা পান নাই। এই সঙ্গে যদি করসংগ্রহ প্রস্তাবটী বিস্মৃত হন তবেই কতক সন্তোষ।

৭ ই ভাদ্র শনিবার।

গবর্ণমেন্ট আইনসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশের যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহার প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণকে বার্ষিক ৪৫ ও ডাকমাসুল সমু য় ৪৯ টাকা দিতে হইবে। এত টাকা দেওয়া অল্প লোকের সাধ্যায়ত্ত হইবে।

প্রেসিডেন্সিকালেজের ছাত্রদিগের এখন ১২ টাকা বেতন দিতে হইতেছে, ১৫ টাকা করিবার অভিপ্রায়ে ছাত্রদিগের রক্ষকগণের আয়ের এক তালিকা করা হইতেছে। যদি অধিকাংশ ছাত্র ধনিসন্তান হয়, তাহা হইলে বেতনবৃদ্ধি হইবে। তার যত দূর ইচ্ছা টানা যায় না।

মফস্বলের যাবতীয় কালেজে দুই জন করিয়া ইউনীয় আইনের অধ্যাপক হইবেন। আপাততঃ এক জনকে নিযুক্ত করা হইতেছে। তিনটী আইন শ্রেণি হইবে। তিন বৎসর উপদেশ শ্রবণ না করিলে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। এক্ষণে যেমন ৯॥ ঘটিকা অবধি ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপদেশ শ্রবণ করিবার প্রথা আছে, তাহা থাকিতে কিছুই হইবে না। উপদেশশ্রবণের সময় অধিক হউক এবং তিন মাস অন্তর পরীক্ষা হইতে থাকুক। নচেৎ এত ব্যয় বৃথা হইবে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় ছাত্রেরা আগে কিছু করেন না, শেষে তাড়াতাড়ি করিয়া যা কিছু করেন এই মাত্র।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সভা রাজস্বসম্বন্ধে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত যে সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্য অন্য সভার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে প্রতিনিধি সভা করিবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য।

উক্ত পত্র বলেন, বেহারের জলসেচন খালের নিমিত্ত ভূমি লইবার জন্য এক জন ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। এটী শুভ লক্ষণ।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিক্কা	৯৪৮৴.৯৫
৪	" কোং	৯৫॥ । ৯৫॥৶
৫	পবলিকওয়ার্ক	১০৬ । ১০৬৶
৫	" কোং	১০৯৮০ । ১১০
৫॥০	" কোং	১১৫ । ১১৫।০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

১৩ ই আগষ্ট। সর জন লরেন্সের পর আরলমেয়র ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবেন, সংবাদপত্রসমূহ এই জনরব লইয়া আন্দোলন করিতেছেন। প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, তিনি এ পদের উপযুক্ত নহেন। ষ্টাণ্ডার্ড পত্র বলেন, তাঁহার নিয়োগের প্রতি আপত্তির নিগূঢ় কারণ এই, যে তিনি কনসারবেটিব দলভুক্ত। এক্সপ্রেস পত্র বলেন, শেষ জনরব এই যে আরলমেয়র ভারতবর্ষে যাইবেন না। উক্ত পত্র আরও বলেন, আরলমেয়র নিজে এপদের নিমিত্ত আবেদন করেন নাই, তিনি উহা গ্রহণ করেন, এ নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সাধারণ মত সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের অনুকূলে আছে।

১৫ ই আগষ্ট। সম্রাট নেপলিয়ন পারিসে মহাসমারোহে বিস্তর সৈন্যের যুদ্ধ কৌশল দর্শন করিয়াছেন। লার্ড নেপিয়র ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। লার্ড নেপিয়র অতঃপর সালন্সের শিবির দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

আয়ারলণ্ডের অন্তর্গত টিপারেরিতে একটী ভয়ানক ও ঘৃণাকর অত্যাচার হইয়াছে। এক জন বেলিফ ও কনষ্টাবলকে বধ এবং জমীদার ও আর চারি জনকে আহত করা হইয়াছে।

গত কল্যের গেজেটে আবিসিনিয়ার সেনাদলের কতকগুলি আফিসরকে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহার ঘোষণা হইয়াছে।

১৭ ই আগষ্ট। লণ্ডনস্থিত আমেরিকান নূতন দূত রেবার্ডি জনসন সাহেব লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে কর্জ্জ চাহিয়াছিলেন, তাহার টাকা আদায় হইয়াছে।

আয়ারলণ্ডের অন্তর্গত ওয়ার্টলের এক জন পাদরির বাটী আক্রান্ত হয়, কিন্তু আক্রমণকারীরা দূরীকৃত হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তথায় বৃষ্টি হওয়াতে জর্জ্জিয়া, ফ্লোরিডা ও মিসিসিপির তুলা নষ্ট হইয়াছে।

১৯ এ আগষ্ট। অদ্যকার প্রাতঃকালের টাইমসের এক প্রস্তাবে আবিসিনিয়ার সেনাদলের আফিসরদিগকে পুরস্কার দিবার প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। সেনাপতি রসেল ও মেজর বেবিলের নাম কেন উল্লিখিত হয় নাই টাইমস তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারেন না, কর্ণেল মেয়ার ওয়েদার কিজন্য রেবেট কর্ণেল ও কাপ্তেন হলাণ্ড কেবল মেজর হইয়াছেন, তাহাও টাইমসের বোধগম্য নহে। সর ষ্টাফোর্ড নর্থ কোট ভারতবর্ষীয় ষ্টার গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া ঐ প্রস্তাবে বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। টাইমস বলেন, এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য না করিলে এই চিহ্ন পাওয়া যায় না।

প্রোটেষ্টাণ্টেরা আপনাদিগের পক্ষসমর্থনার্থ লিভরপুলে যে সভা করিতে চাহিয়াছিলেন, বৃষ্টি হওয়াতে সে উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে।

মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে উৎকোচগ্রহণের মকদ্দমা স্বীকার করিবার নিমিত্ত সালিসিটির জেনরল সার্জ্জেণ্ট জর্জ্জহেম এবং আসলি ক্লিসবি সাহেব কিউ, সি, নূতন জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৪ ই আগষ্ট—ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের পুলিসের প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল লেপ্টনণ্ট এচ, এম, রামসে উক্ত রেলওয়ের বঙ্গদেশের মধ্যস্থিত অংশের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানির ভৃত্যদিগের রেজিষ্টরিভিন্ন লেপ্টনণ্ট রামসে মাজিষ্ট্রেটের অন্য কোন ক্ষমতা চালন করিতে পারিবেন না।

২৮ এ জুলাই অবধি ই, ডি, গডফ্রি সাহেব শ্রীরামপুর ও উত্তর পাড়ার মিউনিসিপাল কমিসনর হইয়াছেন।

সি, এচ, কাবেল সাহেব পরীক্ষক সমাজের সভাপতি হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পরীক্ষকসমাজের সভ্য হইবেন:—

জে, মনরো সাহেব।

ডবলিউ, এম, স্কুটার।

১৫ ই আগষ্ট। ১৫ ই জুন অবধি বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজের এক জন প্রতিনিধি সহকারী অধ্যাপক হইয়াছেন।

২৪ এ জুলাই অবধি বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষাবিভাগের চতুর্থশ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

যত দিন এফ, আডাম্‌স্‌ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, এচ, জনষ্টোন সাহেব মেদিনীপুরের প্রতিনিধি পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

—:০:—

মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গত ৭ই আগষ্ট ডায়মণ্ডহারবরের কাছারির মালখানার এক সিন্দুক ভগ্ন করিয়া কতকগুলি টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিস নানা বিধ অনুসন্ধান করিতেছেন, কিছুই করিতে পারিতেছেন না।

আজি চারি দিবস ক্রমাগত ঝড় ও বৃষ্টি হওয়াতে এপ্রদেশের মাঠ ও ক্ষেত্রসকল এক কালে জলে প্লাবিত হইয়া নষ্টাবশিষ্ট ধান্যের গাছ সকল জলমগ্ন হইয়াছে, এ বৎসর শস্যের পক্ষে পূর্ব্বে অনিষ্ট হইতেছে। প্রাচীন লোকের মুখে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা শুনিয়াছিলাম, বুঝি আমাদিগের ভাগ্যক্রমে তাহাই আগামী বৎসরে ঘটে।

এপ্রদেশে একে ত রাস্তা ঘাট ভাল নাই যাহা আছে তাহা বর্ষাকালে এরূপ কর্দ্দম হয় যে বাটীর বাহির হয় কাহার সাধ্য; বিশেষতঃ বর্ষায় জলে অনেকাংশ ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে সাধারণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ও ডাক গমনাগমনের অতিশয় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইতিপূর্ব্বে থানা সুলতানপুরের এলাকায় এক ডাকাইতি হয়, পুলিসকার্য্যদক্ষ সব ইনস্পেক্টর চাঁদ চৌধুরী মহাশয় নানাবিধ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া জেলা মেদিনীপুর হইতে মাল সমেত দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া ডায়মণ্ডহারবারের বিচারালয়ে পাঠাইয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানে জন্মাষ্টমীর দিন অবধি এরূপ বৃষ্টি হইতেছে যে, তাহাতে জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে, অনবরত পশ্চিম দিগ হইতে হুঃ হুঃ শব্দে বাতাস আসিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি। বৃষ্টিধারার বেগেরই সীমা কি। কালনার নিকটস্থ প্রায় সকল গ্রামই জলে পরিপূর্ণ। অনেক গ্রাম একবারে লোকশূন্য। নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা গোবৎস ও অন্যান্য সামগ্রী সমস্ত লইয়া এখানে লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অনেকের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। মাঠে প্রায় ৩। ৪ হাত কোথায় বা ততোধিক জল দাঁড়াইয়াছে। ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অধিক কি এ অঞ্চলে ধান্য হইবে এরূপ বোধ হয় না। আরো দুঃখের বিষয় এই যে, আউস ধান্য প্রায় পাকিয়া উঠিয়াছিল, ভয়ানক জলপ্লাবনে সমস্ত নষ্ট হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ধান্যের ত এই, আবার লোকের বাসগৃহেরও ভয়ানক অনিষ্ট দেখা যাইতেছে। জীর্ণ গৃহ ত প্রায় মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে, অনেক উত্তম উত্তম অট্টালিকারও দুর্দ্দশার শেষ দেখা যাইতেছে। এখনও বৃষ্টি হইতেছে। এদিগে গঙ্গা, নদী পুষ্করিণী সকলই পরিপূর্ণ!! এখন যাহা হইতেছে তাহাই অধিক। যাহা হউক, এবার যে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না। আউস ধান্য নষ্ট হওয়াতে ইহার মধ্যেই চাউলের

দর বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে জমিদারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রজাদিগের সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে স্থায়ী করেন

—:—

আমাদিগের মজঃফরপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গত ২৯ এ জুলাই বুধবার এখানে একটী ব্রাহ্মণ যুবার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। ঐ ব্যক্তি কোন রজঃপুত রমনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়। এক দিন রাত্রিতে ঐ যুবতীকে প্রলোভন দেখাইয়া উহার পিত্রালয় হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায় এবং একটী বিজনস্থানে ঐ প্রণয়বিমোহিতা স্ত্রীর জীবনসংহার করিয়া উহার বস্ত্রালঙ্কার সমুদায় আত্মসাৎ করে।

এক নবপ্রসূতা নারী প্রসবের কতিপয় দিবস পরে, এক দিন তাহার প্রতিবাসীদিগের বাটীতে গিয়া কহিল, বোধ হইতেছে আমি আর বাঁচিব না, অতএব এ জন্মের নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। উহার প্রতিবাসিগণ প্রথমে তদ্বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া বরং উহার সহিত নানাপ্রকার কৌতুক করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ রমণী যেমন স্বীয় বাটীতে আসিয়া প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইল অমনি উহার প্রাণবায়ু অসার দেহাধার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বায়ুর সহিত সংমিলিত হইল। ইহাকেই বলে ইচ্ছামৃত্যু।

শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, এবারেও গণ্ডকী নদীর বাঁধ পুনরায় ভগ্ন হইয়াছে। গত বৎসর ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া কত গ্রাম উৎসন্ন গিয়াছে বলা যায় না। এ বারেও যদি আবার তাহাই ঘটিল, তবে আর ভদ্রতা নাই। বিপদের উপর বিপৎপাত অসহ্য। যাহাদের যাইবার তাহাদেরই যাইবে, অন্যের বল। বাঁদের ওভরসিয়র কি করেন? টাকা ত কম ব্যয় হয় না।

মজঃফরপুর হইতে হাজিপুরপর্য্যন্ত একখানি ডাকের গাড়ি হইলে এখানকার লোকের বিশেষ উপকার দর্শে। আমরা ভারতবর্ষস্থ কোন ডাককোম্পানিরে অনুরোধ করি, এখানে এক খানি ডাকের গাড়ি খুলুন, যথেষ্ট লাভ হইতে পারিবে।

পুনরায় এখানে গ্রীষ্মাতিশয় ও প্রচণ্ড রৌদ্র অনুভূত হইতেছে; কএক দিন বৃষ্টি না হওয়াই ইহার প্রকৃত কারণ। ফলতঃ এ বার এখানে বৃষ্টির ভাগ অল্প; কিন্তু এখনও যেরূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে তাহাতে রবিশস্যের বড় হানি হইবে না। ধান্যের পক্ষে কিছু গোলযোগ।

৪।৫ দিনের মধ্যে এখানকার নদীসকল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। উহাতে তীরস্থিত শস্যাদির অপকার হইবার সম্ভাবনা।

—:০:—

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন

১। গত ৬ই বৃহস্পতিবার এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে

২। মহাশয়কে পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছিলাম, এখানকার সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি, বি, থরনহিল সাহেব পীড়িত হইয়া কেপে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার মৃত্যুর কথা শুনিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইলাম। মনুষ্যের গুণেতেই সকলে বাধ্য হন, তাহার সন্দেহ নাই। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে ব্যক্তি উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিতেছেন, তিনিই দুঃখিত হইতেছেন। উক্ত গুণাল কৃত মহোদয় এতৎপ্রদেশের সদর বোর্ডের প্রধান মেম্বর ও একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন বলিয়া এখানকার বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানীরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিস্থাপন অথবা অন্য কোন প্রকার কার্য্য তাঁহার স্মরণার্থের চিহ্নস্বরূপ করিবার মানস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মিত্র ও শ্রীযুক্ত লালা গয়াপ্রসাদ ১০০০ এক হাজার করিয়া টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং যাহাতে এ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তদর্থ তাঁহারা চাঁদাসংগ্রহে অতিশয় যত্নবান আছেন।

৩। আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে যে, এ প্রদেশে কএক দিবসাবধি ক্রমাগত বৃষ্টি হইতেছে।

এখানে বৃষ্টি হওয়াতে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব তত নাই এবং চক্ষুর পীড়া ও ওলাউঠা রোগের অনেক হ্রাস হইয়াছে

৪। এখানকার বর্ত্তমান পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ক্লার্ক সাহেব ও কোতয়াল নারায়ণ সিং এখানে আগমন করিয়া অবধি পুলিষের বন্দোবস্তের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। পুলিষ প্রহরীরাও এখন স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৫। অনকবেনেণ্টেড সারভিস ব্যাঙ্কের এজেণ্ট দুই জন হিন্দুস্থানীর প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিয়া আপনারা স্ত্রী পুরুষ দুই জনে তামাসা দেখেন। কুকুর যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে দন্তের দ্বারা আঘাত করে। আমাদিগের দয়ালু মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট এই মকদ্দমাটী উপস্থিত হইলে তিনি এজেণ্টের ১০ দশ টাকা জরিমানা করিয়া ৫ পাঁচ টাকা ঐ দুই ব্যক্তিকে দেন এবং বাকি পাঁচ টাকা গবর্ণমেণ্টের খাতায় জমা দেন।

-:০:-

আমাদিগের মজীলপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর থানার এলাকার মধ্যে অত্যন্ত চুরি হইতে আরম্ভ হইয়াছে; রাত্রি বাদ যায় না। প্রতিরাত্রেই দুই এক বাটীতে সিঁদ হইতেছে; তস্করেরা সিঁধ দিয়া চুরি করিতেছে। কাহার বা গোলা হইতে ধান্য লইয়া যাইতেছে, থানার চতুঃপার্শ্বেই চুরির বড় বাড়াবাড়ি, কেবল চুরিও নয়, কোন কোন বাটীতে অর্দ্ধ ডাকাইতির ন্যায় হইতেছে, অনেকে পুলিষ দমুর্দ্ধরদিগের হেঙ্গামায় ও আদালতে যাইবার ভয়ে ক্ষতি অস্বীকার করিতেছে। মজীলপুর জয়নগর ও তৎসন্নিহিত গ্রামসমূহেই চুরির অধিক প্রাদুর্ভাব। এদিগে চুরির এই শ্রীবৃদ্ধি, ও দিকে চৌকীদারী ট্যাক্সের কেমন কড়া কড়ি, প্রজাদিগের কি খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবে পার হওয়া হইতেছে না? একে ত পুলিষের অনবধানতা, তাহাতে আবার পুলিষের অনেক মহাপুরুষের হাতপাতা রোগ আছে, সুতরাং প্রজালোকের নিরাপদে থাকিবার দস্তুর বলা নাই। অধিকাংশ স্থলে যথার্থ বিষয় গোপনে থাকে। যাহা হউক পুলিষ সত্বর এ দৌরাত্ম্যনিবারণে যত্নবান হউন।

এ প্রদেশে অত্যন্ত বর্ষা হওয়াতে ধান্যের গাছ সকল জলে ডুবিয়া পচিয়া যাইতেছে, চাষের অতি অসুবিধা; কৃষকেরা হা হতোস্মি করিতেছে।

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, অত্রত্য জজ শ্রীযুক্ত জে, এইচ, বি, আইরণ সাইড মহোদয় এখান হইতে আগরায় বদলি হইলেন। ইনি এখানে আসিয়া যেপর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেপর্য্যন্ত এখানে কোন গুরুতর অত্যাচার হইতে শুনা যায় নাই। ইনি সদ্বিচারবিতরণ ও দেশের উন্নতিসাধন করিয়া প্রজার মনোরঞ্জক হইয়াছিলেন। ইনিই অত্রত্য হোমিওপেথিক চিকিৎসালয়ের জন্মদাতা। এমন সুবিচারক ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্থানা-

স্তরিত হওয়াতে এখানকার লোকের বিলক্ষণ ক্ষতি বটে ; কিন্তু এমন ব্যক্তিকে আমরা যতই উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে দেখিব, ততই আমাদিগের আহ্লাদ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

২। গত ৭ই আগষ্ট শুক্রবার এখানে " আঁধেরার পুলের " নিকট একটী সপ্তবর্ষীয় বালক সর্পদংশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

৩। গত ৩০ এ জুলাই অবধি ৮। ৯ দিবস মধ্যে এখানে ৩। ৪ টী হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর আর কয়েক স্থানে দাঙ্গা হইয়া ১০। ১২ জন আহত হইয়াছে।

খালিসপুরের হত্যাকাণ্ডটী দেখিয়া আমাদিগের এবং সমুদায় কাশীবাসীর হৃৎকম্প হইয়াছে আজি কালি রাত্রি ৮ ঘটিকার পর প্রায় পথ দিয়া গমনাগমন করিতে শঙ্কিত হন না, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল। হত্যাকাণ্ডটী প্রায় রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সম্পাদিত হয় ; কিন্তু পুলিষ এরূপ গুরু পরিশ্রম ও সতর্কতার সহিত কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন যে, সমুদায় রাত্রি এবং পর দিবস দিবা ২ দণ্ড পর্য্যন্ত যেখানকার মৃত দেহ সেই স্থানেই পতিত ছিল।

—:০:—

গোস্বামী দুর্গাপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

নিরুপায় কৃষকদিগের আর কিছুতেই ভদ্র দেখিতেছি না। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন এ বার এখানে ইহাদিগের সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। প্রায় সমস্ত মাঠই ধান্যশূন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে যে ক্ষেত্রে ধান্য আছে, তাহাও কোন কার্য্যকর নহে। কৃষকগণ দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। এ বৎসর কি প্রকারে পরিবারদিগকে প্রতিপালন করিবে এবং কি বলিয়াই বা মহাজনদিগকে বুঝাইবে ইহাই কেবল তাহাদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছে, এইপ্রকার আর্ত্তনাদসংযুক্ত কাতরোক্তিভিন্ন আর কিছুই তাহাদিগের নিকট হইতে শ্রুতিগোচর হয় না।

আমরা বহুকালাবধি এই আশা করিয়া আসিতেছি যে, এখানে একটী পোষ্ট আপীস সংস্থাপিত হয়। সম্প্রতি এক দেশহিতৈষী মহাশয়ের যত্ন তৎপরতায় আমাদিগের সেই আশা ফলবতী হইয়াছে। তিন মাস হইল, এখানে একটী শাখা পোষ্ট আপীস সংস্থাপিত হয়। ইহার কার্য্যপ্রণালীও এক্ষণে উত্তমরূপ চলিতেছে। অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য করিতেছেন। এখানে পোষ্ট আপীস না থাকাতে যে আমাদিগের কিপর্য্যন্ত কষ্ট হইত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে এটী স্থায়ী হইলেই পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে আমরা যে কিপর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই মহাত্মা হইতে আমাদের গ্রামখানির ভবিষ্যৎ উন্নতি হইবে আমরা এরূপ আশা করিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু দুর্দ্দান্ত ওলাউঠা আমাদিগকে সে আশা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছে। মহাশয়! আমরা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুতেই শোক সন্তপ্ত হইয়াছি এমত নহে, এবারকার ওলাউঠা আমাদিগের অনেক আত্মীয়কে বিনষ্ট করিয়াছে।

মহাশয়! এখানে একটী হোমিওপেথি ঔষধালয় আছে। পূর্ব্বে অনেকেই এই ঔষধ সেবন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ দেখা যায় না। ইহা কারণ কেবল উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবভিন্ন আর কিছুই নহে। এখানে অনেকগুলি হাতুড়িয়া আছে ; ইহারা যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের এক খানিও পুস্তক পড়িত, কিংবা লেখা পড়াও যদি জানিত তাহা হইলে আমরা কিছু বলিতাম না। মহাশয়! এই সমস্ত মূর্খ চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদিগের নিকট হইতে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে কি, চিকিৎসক আসিবার কথা শুনিলেও প্রাণ বায়ু উড়িয়া যায় (১)। অতএব আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন যে তিনি এখানে এক জন উপযুক্ত ডাক্তার প্রেরণ করিয়া প্রজাপুঞ্জকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করুন।

(১) মূর্খ চিকিৎসকদিগের নিন্দা না করিয়া আমাদিগের আপনাদিগকে ধিক্কার দেওয়াই উচিত। আমরা যদি তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা না করাই, তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কি? কাপুরুষের মত কেবল বৃথা আক্ষেপ ও গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজিত না করিয়া গ্রামের ভাল চিকিৎসক ও ভাল রাস্তা ঘাটাদির নিমিত্ত আমাদিগেরই যত্নবান হওয়া উচিত। স।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! কলিকাতা মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের কার্য্যদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে নগরের রাজপথাদি সুশৃঙ্খলে রাখিবার নিমিত্ত যেসকল কর সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহার সমুদায় ইউরোপীয় পল্লীসকলের সংস্কারার্থে পর্য্যবসিত করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের এই স্বদেশপক্ষপাতিতার বিষয় আধুনিক এক ঘটনাদ্বারা আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

জানবাজারষ্ট্রীটনামক প্রধান রাজপথের নেউগীপুকুর ওয়েষ্টলেননামক এক শাখা আছে। প্রায় এক বৎসর গত হইল, ইহার পশ্চিম পার্শ্বস্থ ইষ্টক নির্ম্মিত সীমার কিয়দংশ ও তন্নিকটস্থ এক সাঁকো ভগ্ন হওয়াতে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। সাঁকো ভগ্ন হওয়াতে রাত্রিতে হস্তপদাদি ভঙ্গের সবিশেষ আশঙ্কা। পূর্ব্বে আমাদিগের সংস্কার ছিল যে, রাজপথাদি ভগ্ন হইলে তাহা অবিলম্বে সংস্কৃত হয় ; কিন্তু যখন এত দিনেও পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে কমিসনরদিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ হইল না, তখন আমাদিগের সেই ভ্রম দূর হইল। বহুদিবসপরে রাজপথ সংস্কারার্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, " সাহেবেরা মনোযোগ না করিলে আমরা কি করিব।" ইহা শুনিয়া পল্লীস্থ ভদ্র লোকেরা সেক্রেটারী সাহেবের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গজদিগের প্রতি কোন দ্বারই উদ্ঘাটিত নাই। তিনিও প্রধান বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ না করিয়া গলির ভিতর কেবল কিঞ্চিৎ খোয়া প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। কমিসনরদিগের অমনোযোগিতার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই গলির দুই পার্শ্বে অনেকগুলি ভদ্র লোক বাস করেন। নগরসংস্কারার্থ করের অধিকাংশই অস্মদ্দেশীয়দিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়। অতএব তাঁহাদিগের সুবিধার উপর কিঞ্চিৎ মনোযোগ করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কলিকাতা
৬ ই ভাদ্র } নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীকেদারনাথ দেবশর্ম্মণঃ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সম্পাদক মহাশয়! আমি কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতেছি যে, রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা প্রথম খণ্ড (দেওয়ানী কার্য্যবিধান) মুদ্রাঙ্কনার্থ জেলা ময়মনসিংহের অধীন আটিয়ার জমীদার মান্যবর শ্রীযুক্ত ছাদত আলী খাঁ সাহেব ৫০০

টাকা ও নাগরপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী মহাশয় ২০০ টাকা এবং কলিকাতার হাইকোর্টের নজীর অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াদাস বসু মহাশয় ১৮৬৭ সালের জুলাই হইতে ১৮৬৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্তের প্রকাশিত হাইকোর্টের বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট বহি বিনা মূল্যে আমাকে প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে অটিয়ার মান্যতম জমীদার এবং ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর (ঢাকার) শ্রীযুক্ত খাজে আবদুলগণি সাহেব সমীপে সানুনয় প্রার্থনা এই, তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (রেবেনিউ ও ফৌজদারি বিষয়ক আইনাদি) মুদ্রাঙ্কনার্থ ১৫০ টাকা প্রদান করিলে ঐ খণ্ডদ্বয় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া যার পর নাই সাধারণের উপকার সম্পাদিত হইতে পারে। এবম্বিধ মহৎ কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে সাহায্য করা দেশীয় ব্যবস্থাপক ও প্রসিদ্ধ এবং কৃতবিদ্য জমীদারদিগের নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই খাজে সাহেবের সমীপে এই প্রার্থনা করিলাম, যদি তিনি এতদ্বিষয়ে কৃপা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে আমার নিকট পত্র লিখিলেই আমি প্রাপ্ত হইতে পারিব।

একান্ত বাধ্য

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক।

এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী স্কুল আছে। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর হইল, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে ৫ জন ইংরাজী শিক্ষক ২ জন মৌলবী ও ১ জন মুন্সীদ্বারা ইহার অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। একটী স্থানীয় কমিটী আছে। ঐ কমিটি ইহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল সম্প্রদায়ের দুই এক জন করিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বিশেষতঃ এখানকার প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা ঐ কমিটীর সভ্যমধ্যে পরিগণিত। স্কুলের জন্য একটী পুস্তকাগার আছে। পুস্তকাগারটি অতি সুন্দর ও প্রশস্ত। উহাতে ইংরাজী, উর্দ্দু ও পারসী প্রভৃতি নানাপ্রকার পুস্তক এবং খগোল ভূগোল রসায়নপ্রভৃতি বিদ্যাসম্বন্ধীয় নানাবিধ যন্ত্র ও নানা দেশের উর্দ্দু ও ইংরাজী মানচিত্র আছে। ফলতঃ বিদ্যালয়টীর কোনপ্রকার অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। তথাপি আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি স্কুলটীর অবস্থা প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে। কখন এই হতভাগ্য বিদ্যালয়টীকে আশানুরূপ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে দেখা গেল না।

বিধাতা যাহার উপর রুষ্ট, হাজার করিলেও কস্মিনকালে তাহার ভাল হয় না। যেমন জন্মকালে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে যতই কেন শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা যাউক না, যতই কেন শুভাকাঙ্ক্ষা করা যাউক না, কিছুতেই কিছু হয় না, তদ্রূপ মজঃফরপুরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলটী কেমন কুলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে এপর্য্যন্ত ইহার কিছুতেই গ্রহশান্তি হইতেছে না। কোন্ পাপগ্রহ যে রুষ্ট হইয়া ইহার উন্নতির পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলা যায় না। মজঃফরপুরের স্কুল কিছু নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুল নহে; কিন্তু কেমন বিধাতার বিড়ম্বনা, কোন কালে স্কুলটী ভালরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিল না। আমরা এ বিদ্যালয়টীর অন্যায় দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সহৃদয় পাঠকবর্গ এমন বিবেচনা করিবেন না। পাঠকগণ ইউনিভরসিটির আদ্যোপান্ত ক্যালেণ্ডর একবার দেখুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, এই গবর্ণমেণ্ট স্কুলটির কিরূপ উন্নতি হইয়াছে! যদি ক্যালেণ্ডর সংগ্রহ করিতে না পারেন তবে আমরা বলিতেছি ইউনিভরসিটির সৃষ্টি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত ৮টী মাত্র বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাও আবার ভালরূপে নয়। আক্ষেপের কথা আর কি বলিব, গত বৎসর এখান হইতে ৯ জন বালক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যান, তন্মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালী, ২ জন মুসলমান ও ৩ জন হিন্দুস্থানী বালক ছিলেন; কিন্তু এক জন মাত্র বাঙ্গালী অতি কায় ক্লেশে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রথম শিক্ষককে আমরা যেরূপ কৃতবিদ্য ও বহুদর্শী বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার প্রথম আগমনে আমাদের এরূপ আশা জন্মিয়াছিল, যে এ বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ ভাল হইতে পারিবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এপর্য্যন্ত আমাদের সে আশা ফলোন্মুখ হইতেছে না। আমরা এ বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদিগের উপর বৃথা কেন দোষভার অর্পণ করিব? সকলই আমাদের অদৃষ্টের দোষ। আমাদিগের সন্তানেরা কৃতবিদ্য হইবে এ সৌভাগ্য গর্ব্ব বুঝি ঈশ্বর আমাদিগকে করিতে দিলেন না। স্কুলে ভালরূপ বিদ্যাদান হয় না, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা নিশ্চয় জানি, বাঙ্গলা ও বেহারের কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের অবস্থা এরূপ অপকৃষ্ট নহে। যাহা হউক, ত্রিহুতের মধ্যে ইহা প্রধান স্কুল। ইহার এরূপ অবস্থা থাকা অতিশয় পরিতাপের কারণ। এক্ষণে শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের সস্নেহ দৃষ্টি নিপতিত হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীঃ—

—০ঃ০—

মহাশয়! গত ১৬ই শ্রাবণের অমৃতবাজার পত্রিকায় কলিকাতাস্থ সংবাদদাতা মহাশয় হিন্দু হষ্টেলসম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গবিশুদ্ধ হয় নাই। আমরা সংবাদদাতাকে বিশেষরূপে জানাইবার নিমিত্ত প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম।

সংবাদদাতা হষ্টেলের চার্জ্জ বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "হিন্দু হষ্টেলকে শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।" এটী অদ্ভুত বাক্য। প্রায় ৮ বৎসর হইল হষ্টেল স্থাপিত হইয়াছে; ক্রমেই ইহার উন্নতি হইতেছে। পূর্ব্বে যেখানে ২৭ জনমাত্র বোডার ছিলেন, এক্ষণে সেইখানে ৪৫ জন হইয়াছেন। পূর্ব্বে ডাকিয়া আনিয়া বোডার করা হইত; কিন্তু এক্ষণে অনেকে যত্নবান হইয়া প্রাবেশিক ফী দিয়া স্বয়ংই প্রবিষ্ট হইতেছেন। হষ্টেলের চার্জ্জ বৃদ্ধি হওয়াতে মধ্যবিধ ছাত্রগণের কিছু কষ্ট হইয়াছে বটে; কিন্তু চার্জ্জ বৃদ্ধি অসাময়িক হয় নাই। সংবাদদাতা বাটীভাড়াঘটিত একটীমাত্র কারণের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে আরো গুটী কত বলিতেছি। প্রথমতঃ নীচের ঘরে গুদাম থাকাতে তাহার ভাড়াস্বরূপ মাসিক ৩০ টাকা পাওয়া যাইত; এ গুদাম উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে বোডারদিগের পড়িবার জন্য লণ্ঠনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল; কিন্তু তাহাতে পড়ার অসুবিধা হয় বলিয়া রিডিং ল্যাম্প ও সেজের ব্যবহার হইয়াছে; ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা জ্বালাইবার তৈলের ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বাসকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে চাকরের সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। তদ্ভিন্ন রন্ধন পূর্ব্বাপেক্ষা বেশি টাকা ব্যয় হইতেছে। চার্জ্জ বৃদ্ধি না করিলে এ সমস্ত ব্যয়ভার কে বহন করিবে? সংবাদদাতা সমুদায় ব্যয় গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে চান; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সহিত এরূপ কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই যে তাঁহাকে ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ছাত্রদিগের থাকার অসুবিধা ও চরিত্র দোষ জন্মে বলিয়া শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে হষ্টেল স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই টাকা

লওয়া হইয়াছিল বটে ; কিন্তু উত্তর কালে হিন্দু হষ্টেলের অবস্থা উন্নত হইলে চার্জ্জ বৃদ্ধি করিয়া তাহা হইতেই ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে এইরূপ কথা হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট অধিক টাকা দিবেন কেন ? গত এপ্রেল ও মে মাসে আয়ের উপরেও প্রায় ৩০।৩৫ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছিল, এ মাসের ব্যয়ের যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতেও বোধ হয় অনটন হইবে। এসমস্ত টাকা গবর্ণমেণ্টই দিয়াথাকেন, ইহার উপর তাঁহাকে অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে অনুরোধ করা কি ধৃষ্টতার কার্য্য নহে ? মাসিক এক টাকা করিয়া চার্জ্জ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতেই হিন্দুহষ্টেল উচ্ছিন্ন হইবে, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা। আমরা সম্বাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করি, পূর্ব্বে যে মেডিকেল কালেজে ছাত্রবৃত্তি দিয়াও ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট হইত, এক্ষণে সেইখানে ছাত্রদিগকে বেতন দিয়া পড়িবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়াতে, তাহা কি উচ্ছিন্ন হইতেছে ?

[illegible]ন্তরে যেদিন বাঙ্গালিরা প্রথম মৃতদেহ [illegible]বচ্ছেদ করেন, সেদিন ইংরেজেরা কত আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন, দুর্গ হইতে আনন্দসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সকলে মড়া কাটিয়া হাত ক্ষয় করিতেছেন, ইহাতে কি ছাত্র পাওয়া যাইতেছে না ? না মেডিকেল কালেজের অবনতি হইতেছে ?

সম্বাদদাতা মহাশয় দরিদ্র বালকগণের অবস্থানের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে উপেক্ষা করাই উচিত। পূর্ব্বে যে পরিমাণে চার্জ্জ ছিল, তাহাতেও নিতান্ত দরিদ্র বালকগণ থাকিতে পারিত না। সম্বাদদাতার লিখনভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি হিন্দু হষ্টেলের বিষয় কিছুই জানেন না। শুদ্ধ জনরবের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন।

সম্বাদদাতা বাজারের অবস্থা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও বিশুদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা হষ্টেলে চাউল, ডাউল, কাষ্ঠ ইত্যাদিতে অধিক টাকা ব্যয় হইতেছে।

হিন্দুহষ্টেল } শ্রীঃ—
২রা ভাদ্র }

—:•:—

গঙ্গাটিকুরী গ্রাম।

মহাশয়! উল্লিখিত গ্রাম কাটোয়ার অতি নিকটবর্ত্তী। গ্রামটি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে দেখিয়া বড় আহ্লাদ জন্মিতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে গ্রামমধ্যবর্ত্তী রাজ মার্গ "ফেরী ফণ্ডের" হস্তে ন্যস্ত থাকাতে অত্রত্য জনগণ ও শকটবাহিপ্রভৃতি অপরাপর সকলেই সমধিক ক্লেশ পাইতেছেন। বৎসরাধিক কাল অতীত হইল, উক্ত পথের সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু গ্রামের মধ্যে এখনও জানু পর্য্যন্ত কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এরূপ স্থানই অধিক। "কান্দর" নামে একটি ক্ষুদ্র নদী গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বহিয়া থাকে। এখানকার "ওবরাসয়ার" বাবু একটি পুল নির্ম্মাণদ্বারা "কান্দরের" বেগ কথঞ্চিৎ অবরোধ করিয়াছেন। ভয় হইতেছে, পাছে জলোচ্ছ্বাসে আমাদের শস্যক্ষেত্রসমূহ প্লাবিত হইয়া আমাদের দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত বন্ধ করে। বর্ষে বর্ষে "কান্দরের" বেগ দেখিয়া আসিতেছি, নির্ম্মিত পুলেরও দার্ঢ্য পরীক্ষা করা গেল ; এক্ষণে স্রোতস্বতী স্বয়ং আমাদের ভাবনা দুর করিবেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রামে একটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং মে মাস অবধি, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মাসিক ১৩ তের টাকা সাহায্যদান করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই "উৎসাহ" ভিন্ন বিদ্যালয়ের অধিক কিছু "পুঁজি" নাই। ভরসা করি, গ্রামস্বামী বনয়ারী আবাদের মহারাজ এবং নিকটস্থ ভদ্রমণ্ডলী বিদ্যালয়টির চিরস্থায়িত্বের দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া জগদীশ্বরের প্রসাদলাভ করিবেন। মহাশয়! গরিবের কি বিদ্যালাভ হইবে না ? অবশ্য হইবে! দেখুন "দশের লাঠি একের বোঝা"। ইতি।

হাটখোলা } একান্তানুগৃহীত
তাং ১৬ ই আগষ্ট } গ্রামবাসী
শ্রীশ্রীনারায়ণ ঘোষাল

—:•:—

মুল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু সুর্য্যকুমার রায় মিরচিতলা
১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ শ্রাবণ ১৩
" " কানাইলাল বসু রায়না
১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ শ্রাবণ ১৩
" নতিরাম গৌহাটী
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
" " রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দামুন্হুদা
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই ১৩
" " গণেশচন্দ্র সিংহ সুরুল
১২৭৫ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ৩৸
" " অন্নদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী বড়িশা
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে অক্টোবর ৩৸
" " কেদারনাথ রায় শ্রীপুর
১২৭৫ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ৩৸
শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত কলিকাতা ৫॥
" " কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫॥

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মুল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

# সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ | ৪৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

—৩২১—

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ১৬ ই ভাদ্র। ১৮৬৮। ৩১ এ আগষ্ট { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সম্প্রতি অনওয়াড, ষ্টার অব স্কোসিয়া ওয়ারউইক এবং ব্রিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ সকল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে উক্ত কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেণ্টগণ হইতে যেসকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে তাহার ইন্‌ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহরষ্ট ষ্ট্রীট ২৩নং ভবন মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরিমিত মূল্যে খুজরা বা এককালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
১৮ই আগষ্ট
১৮৬৮।

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হাবড়া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ষ্টেসনে তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ লা অক্টোবর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেসনে পূর্ব্বতন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

তাম্র	৩ য় শ্রেণী
দস্তা	২ য় ঐ

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৭ ই আগষ্ট। } সিনিয়রডিপুটিএজেন্ট এজেন্সি বোর্ড ২০০৯৭

—:০:—

উৎকৃষ্টরূপে সংগৃহীত দেওয়ানী কার্য্যবিধান।

উক্ত গ্রন্থে ওকালতী পরিক্ষার্থীদের পাঠ ও সধারণের উপকারার্থে ১৭৯৩ সাল হইতে ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্তের প্রকাশিত বাঙ্গালী দেওয়ানী সমুদায় আইন সাকুলর অর্ডর, কনষ্ট্রক্সন, এবং নজীর, (ব্যাখ্যাসহ) ও নিদর্শনতত্ত্ব, মটগেজ কন্ট্রাক্টের সার ও হিন্দু সম্বন্ধীয় ও ইংরাজ দিগের ব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সংক্ষিপ্ত শাসন প্রণালী সংগৃহীত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকর্ত্তৃক সংশোধনানন্তর বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইতেছে। মূল্য ডাক মাসুলব্যতীত ১০ টাকা। কিন্তু যাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নামে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট (মনি অডর কি এক আনা মূল্যের ডাক টিকেট দ্বারা অথবা অন্য গতিকে) ৮ টাকা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। পুস্তকের প্রথম ভাগ ২০এ ভাদ্র, ২ য় ভাগ ৩০এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ২৫এ কার্ত্তিক প্রচারিত হইবে। ডাকে গ্রহণ করিলে আট আনা মাসুল দিতে হইবে। ওকালতী পরীক্ষার্থিগণ সম্প্রতি অন্যান্য আইন শিক্ষা করুন। এই দেওয়ানী আইন ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে শিক্ষা করিতে পারিবেন।

পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

	সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ	
এ ৫৪	৮৬৬৩৮	১০০	অর্দ্ধ নোট	
এ ৫৫	৮৯৪৪৪	৫০	ঐ	
এ ৫২	৬৪৬৯০	২০	ঐ	
এ ২৬	১০২৯৬	২০	ঐ	
এ ৩২	৪৬৪৫২	২০	ঐ	
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	ঐ	
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	ঐ	
এ ৪৩	৯৯২৬২	২০	ঐ	
বি ১২	০১৭৫৫	২০	ঐ	ভিক্টোরিয়া-পেটার্ণ নোট স।
বি ২২	০১৭৫৪	২০	ঐ	
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	ঐ	
এ ৪৯	০৩৪৬১	১০	ঐ	
এ ৪১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ	
এ ৪৯	৪৮৭২৯	১০	অর্দ্ধ নোট	
এ ৫০	১৬৮৫৫	১০	ঐ	
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	ঐ	
এ ৩২	০৮২৬৯	১০	ঐ	
এ ১৯	৩১৪০১	১০	ঐ	
এ ১৯	৪৮৮৪২	১০	ঐ	
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	ঐ	
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০৩	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০১	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০২	১০	ঐ	
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	ঐ	
এ ৫৮	৮১১০৭	১০০		
এ ৫৮	৮৪৮৬৯	১০০		

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান

পোষ্ট মাষ্টার।

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবাজার, পটোলডাঙ্গা ও যোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বাগ বাজার।

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোর্সের নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, টে্রনিং আকাডেমির ভূতপূর্ব হেড মাষ্টার এইচ, দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা।

—:০:—

হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারীনামক এক খানি নাটক কোনেক ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে, স্বাক্ষরকারীর জন্য ।০ আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর জন্য ।৶ আনা মূল্য নিৰ্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষরকারী শ্রেণীভুক্ত হইতে যাঁহারা বাসনা করেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।

কলিকাতা নৰ্ম্মাল স্কুল। } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত

—:০:—

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, কাব্যচন্দ্রিকা, এবং দশরূপকপ্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ করিয়া "লক্ষণ মালা" নামে এক খানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ কলিকাতা পটোলডাঙ্গাস্থ বাড়ুয্যে-ব্রাদর্শ কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ এ কে, সি, ব্রাদার্শের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ৸০ আনা মাত্র।

১০ ই আগষ্ট। ১৮৬৮। } প্রকাশক শ্রী গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ১॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহরষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে পুরাণ প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸

শ্রীদ্বারকানাথ শৰ্ম্মা।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মৰ্ম্মানুবাদ	২॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাং গদ্য	৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ	৮
শ্রীমন্ত্রামরসায়ন দুই খণ্ড সম্পূর্ণ	৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত	২৬
নিত্যধৰ্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক	৩
কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে	১
চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত	১
ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয়	১॥
নীলাঞ্জন কাব্য	৸
পুরঞ্জন কাব্য	৸
মণিকুণ্ডলা কাব্য	১
অভিমন্যু বধ নাটক	॥৶
দ্বাদশ শিশুর বিবরণ	৸
রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত	২০
পদ্মগন্ধা উপাখ্যান	৸
সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৸
পিশাচোদ্ধার	১
নীতিপ্রভা	॥
এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শৰ্ম্মারকৃত	৩
ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র	৫
ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে	৭
নীতিশিক্ষা	৸
অনবর সোহেলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য	১॥
কুমারসম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ	১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত	১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত	২
মনতত্ত্বসারসংগ্রহ	১
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়	১
ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড	২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক	১
চারত্তমঞ্জরী	১।
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট	২৫

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

ভারতবর্ষীয় সভা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট নিম্নশ্রেণিকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার এবং রাস্তা প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে কর করিবার এবং ভূম্যধিকারীদিগের স্কন্ধে সেই করভার নিক্ষেপ করি-

বার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। এই কর যাহাতে সহজে ও ন্যায়ানুসারে ধার্য্য এবং পরিমিতরূপে আদায় হয়, তদ্বিষয়ে মত দিবার নিমিত্ত উক্ত গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। গত ১৩ ই মে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলা হইয়াছে:— "স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ভূমির উৎপন্নের উপরে কর ধার্য্য করাই ন্যায়সিদ্ধ হইতেছে। জমীদার, লাখেরাজদার, পত্তনীদার, ইজারদার ও নানাবিধ মধ্যবর্ত্তী লোক এবং বাস্তবিক যেসকল কৃষকের ভূমির উপরে স্থায়ী স্বার্থ আছে, অর্থাৎ যাঁহারা উটবন্দী প্রজা নহেন এবং যাঁহারা উটবন্দী প্রজার ন্যায় বাজার দরে কর দেন না, তাঁহারা ভূমির উপস্বত্বের যে অংশ পান, তদুপরি ও তৎ পরিমাণে কর ধার্য্য ও আদায় করাই ন্যায় ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।" উটবন্দী প্রজা ব্যতীত ভূমির সহিত আর যেসকল লোকের যেকোন সম্বন্ধ ও স্বত্ব আছে, এই প্রস্তাব তাঁহাদিগের সকলকেই স্পর্শ করিতেছে তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় সভার কমিটী গবর্ণমেণ্টের এই পত্রের উত্তরদানের পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের মত জানিবার অভিলাষী হইয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা বিজ্ঞাপন দিয়া অনুরোধ করিতেছেন, ১৮৬৮ অব্দের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ২ রা বেলা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে লার্কিন্স লেনের ১ নং ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে একটী প্রকাশ্য সভা হইবে। সর্ব্বসাধারণে ঐ সময়ে ঐ স্থানে গিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
ভারতবর্ষীয় সভার অবৈতনিক সম্পাদক।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা, আসিয়াছে, মূল্য চারি আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিওপেথিক ফারমেসীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

পুনঃপ্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন। তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এ/৫৮	৮৯০০৭ নং	১০	টাকার
ঐ/৫৮	৮৪৮২৯ নং	১০০	ঐ

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

গদ্য সংগ্রহ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্কলন করিয়া "গদ্যসংগ্রহ" নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পটোলডাঙ্গা ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বাড়ুয্যা ব্রাদর্শ এবং কোং

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ১৫ ই হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী চয়ের সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৪৩	৯
মহানায়	২৭	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	১৯	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া	২৩	৯
আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	২৩	০
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল	২৭	৯
ভাগীরথী নদী।		
মহানার উপর	২৫	৩
মহানার নীচে	১৮	৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৯	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৭০ মাইল মধ্যে	২২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২৫	৯
জলঙ্গী নদী		
মহানায়	২৯	১১
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল	২১	১০
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	১৩	৯
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল	১২	১

সন ১৮৬৮ আগষ্ট মাসের ২৪ এ তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
২১	৭

বহরমপুর ২৪ এ আগষ্ট ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত টি কেল উইকস সি. ই. এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বাকিপুর রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে তিন খানি করেন্সি নোট পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য ২০ টাকা।

যদি কেহ উহার কোন প্রকার সমাচার দিতে পারেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকটে জানাইবেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস এজেন্সি বোর্ড কলিকাতা ২৬ এ আগষ্ট ১৮৬৮। } সি সল ষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই ভাদ্র সোমবার।

এবার সোমপ্রকাশের অধিকাংশ স্থান অতিবৃষ্টিঘটিত অনিষ্টের সমাচারে পরিপূরিত হইল। প্রধানপুরুষেরা ঐগুলির প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিবেন। গত দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহারা যেমন স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর করিয়া প্রজাক্ষয় করিয়াছিলেন এবং আপনারাও তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন, এ বার যেন সেরূপ না হয়। অগ্রে সাবধান হওয়া উচিত। কোথায় কি ক্ষতি হইল, প্রজাগণের কি দুরবস্থা ঘটিল, তাহার প্রতিবিধানের উপায় বা কি? কর্ত্তৃপক্ষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্বয়ং অনুসন্ধান ও প্রতিবিধানের উপায় অবলম্বন করুন।

বিষবিক্রয়বিষয়ে এত শঙ্কাশক্তি কেন? মানুষ ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, আলস্য দূষিত ও রাগদ্বেষাদিকলুষিত। সেই মানুষের যেখানে প্রাদুর্ভাব, সেখানে যে যে বস্তুর সামান্যমাত্র সংসর্গে মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই সেই বস্তুর ব্যবহারবিষয়ে অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু আমরা চমৎকার দেখিতে পাই, যাবতীয় মারত্মক পদার্থের ব্যবহারকালে যথোচিত সাবধান হওয়া হয় না। রেলওয়ে একটী বিষবৎ মারত্মক পদার্থ; কিন্তু অনেক সময়ে এতৎসংক্রান্ত কার্য্যকালে বিলক্ষণ অনবধানতা দৃষ্ট হয়। গত সোমবারে দৃষ্ট হইল, দুই জন ইউরোপীয় এক ঘোড়ার গাড়িতে পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের শিয়ালদহের ষ্টেসনের গেটে প্রবেশ করিতেছেন, এমত সময়ে দক্ষিণ হইতে সহসা মিউনিসিপাল রেলগাড়ি আসিয়া সেই গাড়ির উপরে পড়িল। ঘোড়ার গাড়িখানি চূর্ণ হইল, রেলের গাড়ি রেলের বাহিরে পড়িল। অশ্বশকটারোহী দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে অতিশয় আঘাত লাগিল; আহ্লাদের বিষয় এই, তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। যখন চতুর্দ্দিকে রেলগাড়ি আরম্ভ হইল, তখন অগ্রে প্রাণিহত্যা নিবারণের উপায় করিয়া তাহার কার্য্য আরম্ভ করা কি উচিত নয়? যে যে পথ পার হইয়া মিউনিসিপাল রেলের গাড়ি যাইতেছে, সেই সেই স্থানে গাড়ির গমনকালে মানুষ ও অশ্বাদির শকট চলিতে না পারে এ ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? যদি বল পথিকেরা আপনারা সাবধান হইবেন, এটী কাজের কথা নয়। আমরা উপরেই কহিয়াছি, মানুষের মন ভ্রমপ্রমাদাদিতে পূর্ণ। আমরা পূর্ব্বে যে দুর্ঘটনাটীর প্রসঙ্গ করিলাম, তাহা অশ্বশকটস্থ ইউরোপীয় দ্বয়ের ভ্রমনিবন্ধনই ঘটিয়াছিল। তখন বেলা ঠিক ৫ টা। তখন পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের গাড়ি ছাড়িবার একটী সময়। যে ইউরোপীয় আহত হন, তাঁহার চাণকে যাইবার প্রয়োজন ছিল। বিলম্ব হইলে গাড়ি চলিয়া যাইবে এই ভাবিয়া তিনি আপনার কোচমানকে গাড়ি চালাইতে কহেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, মিউনিসিপাল রেলগাড়ি আসিতে আসিতে তাঁহার গাড়ি গেট পার হইবে; কিন্তু বিপরীত ঘটনা হইয়া গেল। এইরূপ ভ্রমপ্রমাদাদিনিবন্ধন অনর্থ ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা। অতএব আমরা পুনরায় বলিতেছি ইহার নিবারণের আশু সদুপায় করা উচিত।

—:o:—

কণ্ট্রাক্ট আইন।

এই আইনটী মেইন সাহেবেরই অধিক ভাল লাগিয়াছে। তিনি যখন প্রথম এ দেশে আসেন, তৎকালে বলিয়াছিলেন, চুক্তিভঙ্গ হইলে বলপূর্ব্বক তদনুসারে কাজ করাইয়া লওয়া ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থার মূল নিয়মের বিরুদ্ধ; কিন্তু জানি না কি কারণে কিছু দিনপরে তাঁহার মতের পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তিনি এক্ষণে সকলের সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে এ কথা বলিতে পারিতেছেন না যে এ আইনটী ইংলণ্ডের ব্যবস্থার মূল নিয়মানুগত; কিন্তু বলিতেছেন ইংলণ্ডের আইনের মূলগত দোষ আছে; এ বিষয়ে ফ্রান্সপ্রভৃতি ইংলণ্ড অপেক্ষা প্রধান এবং ইংলণ্ডকে শীঘ্র ব্যবস্থাবিষয়ে ভারতবর্ষকে আদর্শ জ্ঞান করিতে হইবে। তিনি দুঃখিত হইয়া নীলকরদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে কণ্ট্রাক্ট আইনের নিমিত্ত এত গোলযোগ যদি না করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসে বিধিবদ্ধ হইয়া যাইত; কেহই ইহার বাধা দিতে পারিতেন না। এমন সৎ মন্ত্রী অগ্রে এ দেশে আইসেন নাই। এটী নীলকরদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

মেইন সাহেব আপনার প্রস্তাবিত এতৎসংক্রান্ত ধারাগুলির সমর্থনার্থ যে তর্ক অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। তিনি বলেন, এ দেশে মধ্যে মধ্যে জারি করিয়া পুরুষানুক্রমে দেওয়ানী ডিক্রী জীবিত করিয়া রাখা হয়। ডিক্রী বিক্রীত হইয়াও থাকে; যাঁহারা ডিক্রী করেন অথবা ক্রয় করেন, তাঁহারা বরাবর কৃষকদিগের উপরে তাহা খড়্গস্বরূপ উত্তোলিত করিয়া রাখেন। ইহাতে তাহাদিগকে সর্ব্বদা শঙ্কিত ও ডিক্রীদারের পদানত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু চুক্তি অনুসারে কাজ করাইয়া লইলে এই দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এটী মেইন সাহেবের প্রধান তর্ক। ইহার উত্তরস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশভিন্ন অন্য স্থানে পুরুষানুক্রমে ডিক্রী জীবিত রাখা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন হওয়াতে বঙ্গদেশে ত উহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কণ্ট্রাক্ট আইন করিয়া এক শ্রেণির মহৎ অনিষ্টসাধন না করিয়া ডিক্রী জারির নিয়ম পরিবর্ত্তন কি শ্রেয়ঃকল্প নয়? পুরুষানুক্রমে লোকে ডিক্রীজারির যে সুবিধা পায়, আইনের দোষ কি তাহার কারণ নয়?

আইন কমিসনরগণ ও সর জন লরেন্স স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, নীলকরগণ যে প্রকার অত্যাচার করেন, তাহাতে আদালত যদি চুক্তি অনুসারে কাজ করান, তাহা হইলে অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিবে। মেইন সাহেব বলেন, রেজিষ্টরি না করিয়া যে কণ্ট্রাক্ট করা হইবে, তাহা অসিদ্ধ হইবে এবং যে চুক্তিপত্রে কাল ও অন্যান্য নিয়মের স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ

না থাকিবে, তদনুসারে কার্য্য করিতে বলা হইবে না। সর জন লরেন্স ইহার সৎ উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন এত বাঁধাবাঁধি করিবার চেষ্টা হই তেছে, তখন প্রকারান্তরে মেইন সাহেবের নিজেই স্বীকার করা হইতেছে, আদালত সচরাচর চুক্তি অনুসারে কাহাকে কাজ করাইতে বাধিত করিবেন না। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে এনত আইনের আবশ্যকতা কি? এতদ্দ্বারা কেবল নীল করপ্রভৃতিকে কষ্ট দেওয়া হইবেমাত্র। তাঁহারা বলিবেন, " চুক্তি অনুসারে যে কাজ করান উচিত, তাহা গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপকগণ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু কার্য্যে তাহা হইতেছে না, অতএব আইন পরিবর্ত্ত কর।" উল্লিখিতপ্রকার কণ্ট্রাক্ট আইন হইলে নীলকরেরাই উৎপাতে পড়িবেন, সর জন লরেন্স এই যে কথাটী কহিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তিনি স্বদেশীয়দিগের গুণ ভাল জানেন না। পক্ষান্তরে মেইন সাহেব স্বদেশীয়দিগকে ভালরূপ চিনিয়াছেন। নীলকরেরা ভাবিতেছেন, সহস্র বন্ধন থাকুক না কেন, একবার চুক্তি অনুসারে কাজ করাইবার বিধি হইলে হয়, তাহার পর আদালতের জজেরা আছেন।

মেইন সাহেব এই আর এক তর্ক করিয়াছেন. এ দেশে প্রায় সকল লোকেই বিনামীতে সম্পত্তি অর্জ্জন করেন, অতএব ডিক্রী হইলে তাহা জারি করিয়া টাকা আদায় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। কেন নয়? বিনামী স্থলে কাহার না কাহার নামে সম্পত্তি থাকে। বিনামদারের নামে কি ডিক্রী হয় না? সেই ডিক্রী ত বিনামী সম্পত্তিকে স্পর্শ করিতে পারে? কণ্ট্রাক্টসম্বন্ধে যে শ্রেণির অধিকতর সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা আছে, সে শ্রেণীর একে ত সম্পত্তি অল্প; তাহারা তাহা প্রায় বিনামী করে না; করিলেও তাহাদিগের বিনামী প্রমাণ হওয়া কঠিন নয়। যাহা হউক, আমাদিগের এই একটী আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কৃষক ও আবাদ কর, এ উভয়ের মধ্যে কাহার অসাধুতা অধিক, মেইন সাহেব এক বার সে বিবেচনা করেন নাই। ইউরোপীয় আবাদকরগণ কি ধাতুর লোক, তাহা এখন আর অনেকের অবিদিত নাই। আবাদকরগণ বিশেষতঃ নীলকরগণ বলব্যতিরেকে কাজ করাইতে জানেন না, এ কথা অনেকেই জানেন। ইহাঁরা ইউরোপখণ্ড হইতে মূল ধন আনয়ন করেন, এ বাক্য অকিঞ্চিৎকর। এইখানে কর্জ্জ করিয়া সেই টাকায় লাভ করাই প্রায় সকলের চেষ্টা। টাকার সুদ, কর্ম্মচারীদিগের চুরি, আপনাদিগের বাবুগিরি এ সমুদায় সদুপায়ে উপার্জ্জন করিয়া সম্পন্ন করা ভার; সুতরাং বলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কণ্ট্রাক্ট আইন বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবার উৎকৃষ্ট উপায়। নীলের দাদন এক বার লইলে যে তাহার পরিশোধ হয় না, মেইন সাহেব কি ইহার অস্বীকারে সাহসী হইবেন? খাটিয়া দিলেই কি কৃষকেরা পরিত্রাণ পাইবে? পুরুষানুক্রমে নীল করিয়াও যখন দুই টাকা শোধ যায় নাই, তখন এক জন খাটিয়া দিলেই যে নীলকরেরা তৃপ্ত হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? এক্ষণে পলায়ন করিলে নিস্তার আছে; খাতার লিখিত দাদনের টাকা এক কালে দিলে রক্ষা আছে, কিন্তু মেইন সাহেবের প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে ধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য নীলকরের হস্তে কৃষকের কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। নীলকরেরা আপনারা যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে চান, তাহা বৈধ হইয়া উঠিবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে কৃষক প্রজাগণকে কয়েক জন উদাসীনের ক্রীতদাস করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। "আদালত যদি আবাদকরের প্রার্থনা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে কখনই চুক্তি অনুসারে কাজ করিতে বলিবেন না।" এটী কথার কথামাত্র হইবে সন্দেহ নাই। কোন্ আদালত ইউরোপীয় নীলকরের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে সাহসী হইবেন? এপর্য্যন্ত কত জন নীলকর জালখাতা দাখিল করিয়াও দণ্ড পাইয়াছেন? সাধারণে দেওয়ানী আদালত বিলম্ব করিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন এবং সুবিচার করেন না, এ কথা নীলকরদিগের সহিত মেইন সাহেবও বারম্বার বলিতেছেন। দেওয়ানী আদালতসকল যেন মন্দ, আমরা তর্কমুখে স্বীকার করিলাম; কিন্তু যে আদালত অর্থীর পক্ষে মন্দ, সে যে প্রত্যর্থীর পক্ষে মন্দ হইবে না, এ কিরূপ কথা! যে বিচারপতি সামান্য ক্ষতি পূরণের বিচার করিতে পারেন না, তিনি কি কোন্ চুক্তি অনুসারে কাজ করা উচিত এবং কোন্ চুক্তি অনুসারে কাজ করা অনুচিত বুঝিয়া সুবিচার করিতে সমর্থ হইবেন? সামান্য বিষয়ে যাঁহার বুদ্ধি খেলে না, তিনি কি সুক্ষ্ম ও কঠিন আইনের তর্ক বুঝিতে পারিবেন? " নীলকরের পক্ষে যে আদালত ডিক্রী দেন, তাহাই ভাল, আর যে আদালত তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবারণ করেন, তাহা মন্দ" মেইন সাহেবের তর্কের কি এই তাৎপর্য্য? মেইন সাহেব বলেন, কণ্ট্রাক্ট আইন না হইলে ইউরোপীয় সমাজকে অপমান করা হয়। এ বার এ তর্কের নিকটে আমরা হারিলাম। এ দেশীয় সমাজ সাত সেলাম না করিয়া ইউরোপীয় সমাজের সম্মুখে গমনাগমন করিলে তাহাতে ইউরোপীয় সমাজ যদি অপমান বোধ করেন তখন মেইন সাহেব কি করিবেন? যাহা হউক, মেইন সাহেবের সহিত তর্ক করা বৃথা; রাজ নীতিজ্ঞকে সকল বিষয় প্রসারিত নয়নে দর্শন করিতে হয়। আমরা এ স্থলে

একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। বোধ কর এক ব্যক্তি চুক্তি অনুসারে এক বিঘা ভূমিতে নীল বপন করিল; তাহাকে বন্দ করা নীলকরের অভিপ্রেত হইল; অতএব এক বিতস্তি পরিমাণে চারা হইয়াছে এমত সময়ে নীলকরের ভৃত্যেরা গাছ গরুদ্বারা খাওয়াইল; হয় পুনর্ব্বার বীজ ক্রয় করা কৃষকের অসাধ্য হইল, অথবা নীলবপনের সময় অতীত হইয়া গেল। নীলকর আদালতে চুক্তির অনুসারে কাজ করাইবার নালীশ করিলেন, কৃষক নীলকরের দৌরাত্ম্য সপ্রমাণ করিতে পারিল না, সুতরাং তাহাকে এক বৎসরের নিমিত্ত ক্রীতদাস হইতে হইল। মেইন সাহেবের মতানুসারে কন্ট্রাক্ট আইন যদি বিধিবদ্ধ হইত, এই প্রকার কাণ্ড হইত সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের সাহায্য করিতেন না, তাহাতেই প্রতি নীলকুঠিতে করাগার ছিল এবং কৃষকদিগকে বল পূর্ব্বক খাটাইয়া লওয়া হইত। যদি আইনে বলপূর্ব্বক সেই খাটাইয়া লইবার সাহায্য করা হইত, তাহা হইলে দেশের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ [illegible] প্রজারা ক্রমশঃ সভ্য ও স্বাধীনতাবসক্ত হইতেছেন; স্পেনদেশীয়েরা আমেরিকায় যে কাণ্ড করিয়াছিল, এখন তাহা ভারতবর্ষে করা শোভা পায় না। যাহা হউক, সর জন লারেন্স সুবুদ্ধির কাজ করিয়াছেন। কয়েক জন ছিন্নপক্ষ আবাদকরের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া যদি তিনি মেইন সাহেবের মতে অনুমোদন করিতেন ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট চিরনিন্দনীয় হইতেন সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডীয় একটিটি আইনের মূল নিয়ম এই, যেসকল ক্ষতি টাকাদ্বারা পূরণ হয়, তাহাতে বিশেষ কাজ করিতে বলা হইবে না। এক ব্যক্তি অপরের ভূমি লইয়া প্রত্যর্পণ করিতেছেন না। এই ভূমির অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, ঐ প্রকার ভূমি অন্যত্র পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আদালত অর্থীকে তাহার মূল্য না দিয় ঐ ভূমিই দেওয়াইবেন। এক ব্যক্তি অপরের কিঞ্চিৎ অলঙ্কার লইলেন। ঐপ্রকার অলঙ্কার যখন তখন বাজারে পাওয়া যাইতে পারে। অতএব এ স্থলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকাই দেওয়ান হইবে। এই নিয়মানুসারে যদি বিবেচনা করা যায় চুক্তিভঙ্গে খাটাইয়া লওয়া ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। আমি যেরূপ বস্তু লইব, তদনুরূপ বস্তু প্রত্যর্পণ করিব, ইহাই ন্যায্য। আমি টাকা দাদন লইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, সেই টাকার অনুরূপ নীল দিব। নীলকর নীল লইয়া বিক্রয় করিবেন, তাহাতে তাঁহার টাকা লাভ হইবে। এস্থলে টাকাভিন্ন অন্য কোনপ্রকার ক্ষতি পূরণ প্রদান করিলে আইনের মূল নিয়মের অনুমোদিত হয় না। দিলাম এক, লইব আর এক, ইহা কখন ন্যায়সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধে এক প্রকার চুক্তি করিয়া অন্য প্রকার (খাটাইয়া) লওয়া অতিশয় অন্যায় হইতেছে। ইংলণ্ডে যদি এই আইন করা হয়, জমীদার ও কৃষকগণ কি বলেন?

কন্ট্রাক্ট আইন লইয়া বিস্তর তর্ক হইয়া গিয়াছে। আর ইহার পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিয়া লোককে বিরক্ত করা কেন? এ দেশে ইহার আবশ্যকতা নাই। নীলকরভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় আবাদকর ইহার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন নাই। এতদ্দেশীয়দিগের পরস্পরের ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার বিনা চুক্তিপত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেসকল ভারতবর্ষীয় ইক্ষু, ধান্য প্রভৃতি উৎপাদন করেন, তাঁহারা কৃষকদিগকে তন্নিমিত্ত যত টাকা দেন, প্রায় তাহার কোন লেখাপড়া থাকে না। মুখে মুখেই কার্য্যনির্ব্বাহ হয়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক ব্যক্তি অনায়াসে দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার এক জন অল্প দিনের পরিচিত লোকের নিকটে বিনা রসিদে বন্ধক দিয়া আইসেন; মধ্যে মধ্যে যে টাকা দেন, তাহারও রসিদ লওয়া হয় না; কিন্তু কোন ব্যক্তিকে ঠকিতে হয় না। বোম্বাইয়ের সাহকারেরা পরস্পরের খাতায় এরূপ বিশ্বাস করেন যে, খাতায় যাহা লেখা থাকে তাহাই প্রমাণ হয়। ইহাঁরাও রসিদ লন না। আমাদিগের ভৃত্যগণ কখন রসিদ লয় না ও রসিদ দেয় না; অথচ ছোট আদালতে কত জন ভৃত্য বেতনের নিমিত্ত নালীশ করিয়া থাকে? যে ডিক্রীর জন্য তিনি এত আক্ষেপ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, কোন ভারতবর্ষীয় ডিক্রী জারি করিয়া সকল টাকা পান না। সমাজের অনুরোধে সকলকেই প্রায় বাদ দিয়া টাকা লইতে হয়। কৃষকগণ জমীদারের গোলা হইতে বিনা লেখাপড়ায় ধান্য লয়; কিন্তু যথা সময়ে তাহা প্রত্যর্পণ করে। এ দেশে চুক্তি পত্রের উৎপাত নাই; মেইন সাহেব এ রোগ আনিবার কেন চেষ্টা পাইতেছেন? এ রোগ এ দেশে এক বার প্রবিষ্ট হইলে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে।

মফস্বলে সেবিং ব্যাঙ্ক।

সর রিচার্ড টেম্পল এদেশের একটী বিশেষ উপকার করিলেন। পূর্ব্বে প্রতি কালেক্টরিতে এক একটী সেবিংব্যাঙ্ক ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট সেগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক

ঐ সকল সেবিং ব্যাঙ্কের কাজ যে প্রণালীতে সম্পাদিত হইত, তাহাতে ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ উপকার অথবা গবর্ণমেণ্টের লাভ ইহার অন্যতর কিছু হইত না। কালেক্টরের হস্তে এইসকল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতাভার সমর্পিত ছিল; কিন্তু কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আপনার জমা টাকা ফিরিয়া পাইতেন না। এ বন্দোবস্তে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় হইত এবং টাকা বাহির করিবার অসুবিধা হওয়াতে লোকেও বড় জমা দিতেন না। কালেক্টরের উপরে উহার অধ্যক্ষতা ভার ছিল, তাঁহারা নানা কার্য্যে ব্যস্ত; সুতরাং যথোচিত যত্নসহকারে উহার তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না। এইসকল কারণে ঐগুলি উঠিয়া যায়। উঠিয়া যাওয়াতে কাহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে কিন্তু যাহাতে প্রজাগণ বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণী মিতব্যয়ী হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারেন, প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। রাজধানীভিন্ন অন্য কোন স্থানে টাকা জমা রাখিবার উপায় নাই। অতএব সর রিচার্ড টেম্পল মফস্বলের যাবতীয় মহকুমায় এক একটী সেবিংব্যাঙ্ক করিবার প্রস্তাব করিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ হইবেন। তাঁহারা জমা টাকা অল্প সুদে কৃষকদিগকে কর্জ্জ দিবেন। এইপ্রকারে টাকা খাটাইয়া যে লাভ হইবে, যাঁহাদিগের টাকা তাঁহারা তাহা অংশক্রমে লইবেন।

আমরা কায়মনোবাক্যে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি; কিন্তু এক বিষয়ে আমরা রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রীকে সাবধান হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে সকল লোকের হস্তে অধ্যক্ষতাভার সমর্পণ করিবার বাসনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে সম্পূর্ণ ভার হয়, এটী আমাদিগের অনুমোদিত নহে। ইংলণ্ডের অনেক সেবিং ব্যাঙ্ক কতকগুলি দুষ্টাশয়ের দোষে উৎসন্ন হওয়াতে বিস্তর দরিদ্র লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। বোম্বাই ব্যাঙ্কের কমিসনের সম্মুখে যে সমস্ত নিগূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে বিলক্ষণ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। অধ্যক্ষগণ কোনপ্রকার লোভে পড়িয়া ব্যাঙ্কের টাকা নিজের কার্য্যে বিনিয়োজিত করিতে না পারেন, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কালেক্টরদিগের অনুমতিব্যতিরেকে যেন এক পয়সা কাহাকে কর্জ্জ দেওয়া না হয়। আমাদিগের আর একটী বক্তব্য এই, প্রস্তাবিত সেবিঙ ব্যাঙ্কগুলিকে যেন কলিকাতার প্রধান সেবিঙ ব্যাঙ্কের শাখাস্বরূপ করা হয়। যাঁহারা টাকা জমা দিবেন, তাঁহারা যখন মনে করিবেন, তখনই টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন, এ সুবিধা করা আবশ্যক। সকল ব্যাঙ্কেরই মূলধন একপ্রকার হওয়া উচিত। তাহা না হইলে যে স্থানে জমা অল্প, অথচ কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত অনেকে কর্জ্জ লইবে, সেখানে অসুবিধা ঘটিবে। সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবানুসারে যদি রীতিমত কাজ হয়, আমাদিগের কৃষকগণের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যেসকল মহাজন এখন অসঙ্গত সুদ লইয়া কৃষকদিগকে উৎসন্ন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে হয় অন্তর্হিত হইতে হইবে, নতুবা সঙ্গত সুদ লইতে হইবে। যদি এইপ্রকার বন্দোবস্ত করা হয়, সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাবিত সেবিংব্যাঙ্কগুলি ফলোপধায়ী হইবে সন্দেহ নাই। তিনি সেবিংব্যাঙ্ক করিয়া কৃষকদিগের সবিশেষ উপকার করিতে চলিলেন। যদি তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া জাতীয় শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অবিনশ্বর যশোলাভ করিয়া অকপট কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

বেশ্যারোগ নিবারণ।

এদেশের ব্যবস্থাপকগণের বহু বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহারা ইংলণ্ডের আদর্শ হইতেছেন। এ দেশের আইনসংগ্রহ ও সাক্ষ্যের আইন যে ইংলণ্ডের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে সংশয় নাই। উপদংশ রোগ নিবারণের আইন ভারতবর্ষেই প্রথমে হইয়াছে, তৎপরে ইংলণ্ডে ইহা হয়। কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখিতেছি, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডে কাজ অধিক হইতেছে। ইংলণ্ডে প্রথমতঃ কয়েকটী বন্দরে এই আইন প্রচলিত হয়। এইসকল স্থানে বিস্তর উপকার দর্শিয়াছে। মালটাদ্বীপে উপদংশ রোগ আর নাই বলিলে হয়। মহাসভা ক্রমশঃ এই আইন ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচলিত করিবার মানস করিয়াছেন। ঐ পীড়া যে কেমন ভয়ঙ্কর তাহা চিকিৎসকগণই জানেন। যে ব্যক্তি ইহাতে আক্রান্ত হন, কেবল তিনি নহেন, তাঁহার তিন চারি পুরুষপর্য্যন্ত ইহার ফলভোগী হন। অনেক পীড়া এরূপ আছে তাহাতে লোকের মৃত্যু হয়; কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার নিদান নির্ণীত হয় নাই। সম্প্রতি ইউরোপের কতকগুলি চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পিতা অথবা পিতামহের উপদংশ রোগ এ সকল পীড়া ও মৃত্যুর কারণ। ইহাতে শরীর যেমন নিস্তেজ হয়, এমন কিছুতেই হয় না। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা আবশ্যক। এখানে অনেকের ধাতুর পীড়া

হয়। আমরা শুনিয়াছি এটীও উপদংশ রোগের ন্যায় বেশ্যাসংযোগ ব্যতিরেকে হয় না। এই পীড়ায় শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া যায়। অতএব গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য যাহাতে আইনটী সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উপদংশনিবারণের সবিশেষ চেষ্টা হয়, তাহা করেন। মিউনিসিপালিটিসমূহ এ বিষয়ের ব্যয় ভারবহনে অসম্মত হইবেন বোধ হয় না। ইহাকে ব্যয় বলা নয়, ব্যয় বাঁচান বলাই উচিত। কত রোগ উপদংশ ও ধাতুর পীড়া হইতে উৎপাদিত না হয়? এতন্নিবন্ধন লোকে কি ব্যয় না করেন? উপদংশ রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসালয়ে বলপূর্ব্বক আনয়ন করাতে ইংলণ্ডের অনেক বেশ্যা আপনাদিগের লজ্জাকর ব্যবসায় ত্যাগ করিতেছে। আমাদিগের মতে রক্ষিতারক্ষিত বিচার না করিয়া যাবতীয় বেশ্যার পরীক্ষার নিয়ম করা উচিত।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

৯ই ভাদ্র সোমবার।

দিল্লী গেজেট বলেন, অযোধ্যার কৃষক দগের বিষয়ে যে আইন হইয়াছে, তাহাতে তালুকদারেরা বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের সনন্দের বিপরীত কাজ করিয়াছেন। অথবা তাঁহারা কেবল অন্যের উপকারার্থ কাজ করা ভারতবর্ষের জমীদারদিগের স্বভাবসিদ্ধ নহে। যেমন বঙ্গদেশে ১০ আইন করা হইয়াছে, সেইপ্রকার তালুকদারদিগের মুখাপেক্ষা না করিয়া কৃষকদিগের দখলী স্বত্ব স্বীকার করা উচিত ছিল। কৃষকগণ সহায় থাকিলে কোন গবর্ণমেন্টের চিন্তা থাকে না। সম্রাট নেপোলিয়নকে দর্শন কর।

পদ্মা, ভাগিরথী, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্লাবিত হইয়াছে। অনেক স্থানে এক জল দাঁড়াইয়াছে যে, লোকে গমনাগমন করিতে পারিতেছেন না। আমরা এক্ষণে সতর্ক হইতে বলিতেছি। পাটনার দরবার এ আড়ম্বর না করিয়া, গ্রে সাহেব অতিবৃষ্টিনিবন্ধন বঙ্গদেশের অনিষ্টের অনুসন্ধান করুন।

পঞ্জাবের সীমার নিকটে যে ক্ষুদ্র যুদ্ধটী হইতেছে, তাহাতে কাশ্মীরের রাজা গোপনে বাতাস দিতেছেন, এ কথা দুই এক মহামতি বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ দিগে শুনা যাইতেছে গোলযোগের সংবাদ পাইবামাত্র রাজা রণবীর সিংহ বন্যদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত চারি রেজিমেন্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট নিশ্চয় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাগ্রহণ করিতেছেন। তিনি আপাততঃ বোম্বাইয়ের বিদ্যাশিক্ষার ডিরেক্টর ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য আছেন বটে, কিন্তু অক্টোবর মাসে এ দেশ ত্যাগ করিবেন। সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট গমন করিলে শিক্ষাবিভাগে আর প্রকৃত উপযুক্ত লোক রহিলেন না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আকুব আলি খাঁ গিজনি অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া আজিম খাঁ নিজে ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন এবং সিয়ারআলি খাঁ পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। আবদুর রহমন খাঁ মিরটের দিগে যাইতেছেন। হিরাট তাঁহাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করা হইয়াছে। এ বার যেন সিয়ারআলীকে যথোচিত উৎসাহ দেওয়া হয়।

বোখারার রাজার সহিত রুশীয়দিগের শেষ সন্ধি হইয়াছে। বোখারা রুশীয়দের করদ রাজ্য হইল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র আরও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাকে রুশীয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় পুত্রকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রুশীয় সম্রাটের জাহাজ কাস্পিয় হ্রদে ভ্রমণ করিতেছেন। তথায় এক জাহাজের উপরে তাঁহার সহিত পারস্যের রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

মহীসুরের কতগুল সর্দ্দার গবর্ণর জেনরলের নিকটে এই ভাবে আবেদন করিয়াছিলেন, যখন ইংলণ্ডেশ্বরী মহীসুর প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তখন বর্ত্তমান অপ্রাপ্তব্যবহার রাজাকে আড়ম্বরে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, যত দিন রাজা প্রাপ্ত ব্যবহার না হইবেন এবং তাঁহাকে শাসনকার্য্যের যোগ্য দেখা না যাইবে, তত দিন এপ্রকার অভিষেক হইবে না। রাজপুত্রের লেখা পড়ার প্রতি কিরূপ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে?

১০ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

মধ্য ভারতবর্ষে ও রাজপুতনায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দোরে এত বৃষ্টি হইয়াছে যে, রাস্তাসকল প্লাবিত এবং একটী বৃহৎ সেতু ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। কলিকাতায় এত বাটী পতিত হইয়াছে যে, ইটের মূল্য হাজার করা বার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

হাজরাতে যুদ্ধ হওয়াতে যেপর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ করিবার প্রয়োজন বোধে দিল্লী হইতে তার প্রেরণ করিবার আজ্ঞা হয়; কিন্তু তার লইয়া যাইবার গাড়ী ছিল না। ডেপুটী কমিসনর ফিটজ পেট্রিক সাহেব এই অবস্থায় বলপূর্ব্বক কতকগুলি ডাকের গাড়ীতে তার লইয়া গিয়াছেন। অনেক আরোহীকে ভাড়া দিয়া পদব্রজে গমন করিতে হইয়াছে!! সেনাপতি এন্সন ১৮৫৭ অব্দে খাদ্য দ্রব্যের অভাবে দিল্লী আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না; পঞ্জাবী শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে দেশবাসীদিগের যাহা কিছু থাকে, তাহা লুঠ করিতে করিতে যাইতে বলিয়াছিলেন!!

আর এক জন ইউরোপীয় জুয়াচোর ধরা পড়িয়াছে। মার্শলনামক এক জন ধূর্ত্ত সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া এক জন নীলকুঠির অধ্যক্ষ চাহিয়াছিল। স্মিথনামক ভুপালের এক জন দোকানদার নীলকুঠির অধ্যক্ষ হইবেন বলিয়া আবেদন করেন। মার্শল তাঁহাকে নিয়োগ পত্র দেয়। ইতিমধ্যে সে বলিয়া পাঠাইল নীলকুঠির কতক অংশ বিক্রীত হইবে। স্মিথ এই লোভে পড়িয়া ক্রমশঃ ৩০০০ টাকা প্রদান করেন। ধূর্ত্ত অনেক দিন নানা কৌশলে স্মিথকে ভুলাইয়া ভুপালে রাখিয়াছিল। মার্শল তাঁহাকে ৮০০ টাকা পাথেয় দিবে বলিয়া তথায় রাখে; কিন্তু পাথেয় অথবা নীলকুঠির অংশের কবলা না আসাতে স্মিথ ব্যস্ত হইয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। মার্শল তখন আগরায় পলায়ন করিয়াছিল স্মিথ তখন জানিতে পারিলেন, নীলকুঠির কথা সকলই মিথ্যা। জুয়াচোর মার্শল ধৃত হওয়াতে পঞ্জাবের প্রধান বিচারালয় তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত আড়াই বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। এ দেশের ইউরোপীয়েরা সতর্ক হউন।

আমরা হিন্দুপেট্রিয়টে দেখিলাম লালাবাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নীর ৯০ বৎসর বয়সে মুরসিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছে।

১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

বাবু গোপীনাথ সেন বলেন, বর্ত্তমান বর্ষের ১ লা জানুয়ারি অবধি ২১ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৭৩·৩৪ ইঞ্চ বৃষ্টি পতিত হইয়াছে। সম্বৎসরে গড়ে ৬৯ ইঞ্চবৃষ্টি হইয়া

থাকে। পূর্ব্ব ১৪ বৎসরে এই সময়ের মধ্যে গড়ে, ৪৫·৮৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে।

অদ্যকার কলিকাতা গেজেটে যশোহরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর জে, মনরো সাহেবের লিখিত শেঁকো পোকার বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই কীট পল্লবমধ্যে থাকে। স্পর্শ করিলে মৃতবৎ হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। মনরো সাহেব বলেন, সদর উপবিভাগের প্রায় চারি বা ছয় আনা অংশের আউস ধান্য এই পোকায় নষ্ট করিয়াছে। নড়াইলে শেঁকো ও ময়রা বলিয়া একপ্রকার কীট লাগিয়াছে। চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ বলেন, শস্যের শীষ কাটিয়া লইয়া বিচালি দগ্ধ করিলে এই কীট নষ্ট হইতে পারে। বর্ষাধিক্য হইলেই এইসকল কীটের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

সিংহলের লোকেরা উক্ত দ্বীপের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা সর হেনরি ওয়ার্ডের এক প্রস্তর ময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে শাসনকর্ত্তাদিগের সদ্গুণের পরিচয় হয়।

আগামী অক্টোবর মাসে সর সাইমর ফিট জারলড মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগের সভাজন নিমিত্ত এক দরবার করিবেন বলিয়া উদ্যোগ করিতেছেন।

১২ ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

উৎকলে বিস্তর পুরাতন বাটী ও দুর্গ আছে। এপর্য্যন্ত এগুলির কেহ ইতিহাস লেখেন নাই। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে জানাইয়াছেন, পূজার বন্ধের সময়ে তিনি তথায় যাইবার অভিলাষী হইয়াছেন। তদর্থ তিনি মাসিক ১২০০ মাত্র টাকা প্রার্থনা করিয়াছেন দুই জন চিত্রকর তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন; তাঁহাদিগের নিমিত্ত আর ১৫০ টাকা ব্যয় পড়িবে। লেপ্টনান্ট গবর্ণর এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করাতে গবর্ণর জেনরল আহ্লাদ সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

গ্রহণের দিবস দিনাজপুরের নিকটে একটি বৃহৎ জলস্তম্ভ উঠিয়াছিল। যেসকল স্থান হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, এক কালে সর্ব্বগ্রাস কোথায়ও হয় নাই।

নিজামের রাজ্যে লোফারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

মধ্য ভারতবর্ষের কমিসনর জর্জ্জ কাম্বেল সাহেব মহাসভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টায় আছেন। কাম্বেল সাহেবের চেষ্টা সফল হইলে ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে।

কানুদাস নারায়ণদাসনামক বোম্বাইয়ের এক জন বণিক্ দেউলিয়া হইতে গিয়া অপনার সম্পত্তি গোপন করাতে তাঁহার দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এ দণ্ড শোচনীয় নয়।

পবলিক ওপিনিয়ন হাজরা হইতে সংবাদ পাইয়াছেনঃ— "এরূপ জনশ্রুতি, পুনর্ব্বার তথায় যুদ্ধ হইয়াছে। সেনাপতি ওয়ালড আহত হইয়াছেন। ১৯ গণিত পদাতিকের বিস্তর লোক নষ্ট হইয়াছে।"

এত সিবিলিয়ান নূতন বিদায়ের নিয়মানুসারে আবেদন করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট নূতন নিয়ম করিতে বাধিত হইতেছেন।

পারস্যের রাজা ইংলণ্ডের নিকটে কয়েক খানি বাষ্পীয় যুদ্ধজাহাজ চাহিয়াছেন। ইংরাজ অফিসরেরা এইসকল জাহাজের অধ্যক্ষতা করিবেন। পারস্যের উপকূলের বাণিজ্য রক্ষা করা রাজার অভিপ্রেত। জাহাজের অধ্যক্ষদিগকে তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে হইবে বর্ষে বর্ষে কিস্তিবন্দিতে জাহাজের মূল্য দেওয়া হইবে। শেষে যেন এটী মস্কাটের ইমামের প্রতি বলপ্রকাশার্থ না হয়।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের কতগুলি অংশী সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, উক্ত ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার কিয়দংশের ভারবহন করেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ষ্টেট সেক্রেটারি এই অসঙ্গত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পাঁচ দিনের বিচারের পর জুরিরা মণিমাধব সেনকে নির্দ্দোষ করিয়াছেন।

আগামী শনিবার লেপ্টনান্ট গবর্ণর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। বিবি গ্রে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, সোয়াদের আখুন্দ ওহাবিদিগকে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন সীমাস্থিত বন্যেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছে।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, গত সপ্তাহে মুলমিন হইতে বাহাদুর কাষ্ঠ লইয়া সুলতাননামক এক খানি জাহাজ মাতলা নদীতে প্রবেশ করে। জাহাজের তলায় এক বৃহৎ ছিদ্র হওয়াতে জল উঠিতে লাগিল। একখানি বাষ্পীয় জাহাজ ঐ সময়ে যাইতেছিল; তাহার কাপ্তেন মগ্নোন্মুখ জাহাজকে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু সুলতানের কাপ্তেন ভাড়া অধিক বিবেচনা করিয়া অসম্মত হইলেন। এক জন গোলন্দাজ ও ছয় জনমাত্র লস্কার রক্ষা পাইয়াছে। কাপ্তেন নিজে কোথায়, ইহার অনুসন্ধান করা উচিত।

১৩ ই ভাদ্র শুক্রবার।

১ লা নবেম্বর অবধি ১০ আইনের মকদ্দমা সকল দেওয়ানী আদালতে যাইবে। মোক্তারেরা তথায় এই মকদ্দমা চালাইবার যে ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

গত গ্রহণ উপলক্ষে অযোধ্যার বিস্তর লোক কাণপুরে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। দিল্লীগেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, থানেশ্বরে প্রায় ৩,৫০,০০০ যাত্রী সমাগত হইয়াছিলেন।

সেনাদলের আর এক লজ্জাকর কার্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। দিল্লীগেজেট বলেন সুলতানের এক জন সৈনিক চিকিৎসক সৈন্যদিগের স্ত্রীলোকদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার করাতে তাহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন বসিয়াছেন।

সর উইলিয়ম মুর একটী অতিশয় প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় ইতিহাস, জীবন চরিত, ভ্রমণ, বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ধর্ম্মসংক্রান্ত অথবা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কোন গ্রন্থ গৃহীত হইবে না। সংগ্রহ গদ্য অথবা পদ্যে লিখিত হইবে, ভাষা উত্তম চাই।

১৪ই ভাদ্র শনিবার।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কাথিড্রাল মিসন কালেজের অনতের অধ্যাপক উইলিয়ম ড্রপর সাহেব একটী ছাত্রকে অতিশয় অবমাননা করিয়াছেন। ছাত্রটীর অপরাধ এই ড্রপর যে ঘরে পড়াইতেছিলেন, ছাত্রটী তাহার ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। অন্যান্য ছাত্র ও অধ্যাপকও সেই স্থান দিয়া অগ্রে গিয়াছিলেন। শিক্ষকের কোপকল অবমানিত ছাত্রটীর উপর দিয়া ফালয়া গেল। মিশনরির অধীরত্ব অতিশয় নিন্দার নিমিত্ত হয়।

—:•:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ আগষ্ট। ব্রেজিল হইতে শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, দলবদ্ধ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ হুমেটা আক্রমণ করিয়াছে। পারওয়ার সৈন্যগণ তাহাদিগের প্রতিবন্ধকতা করিয়াছেন। মুরা সভাপতির পদের প্রার্থী আছেন।

মসুর রচফোর্টের এক বৎসর মেয়াদ ও ১০,০০০ ফ্রাঙ্ক জরিমানা হইয়াছে।

নর্দ্দাম্বরলাণ্ড বাটীতে অগ্নি লাগিয়া অতিশয় অনিষ্ট করিয়াছে।

২১ এ আগষ্ট। গত কল্য চেষ্টার ও হোলি হেড রেইলওয়েতে একখানি মেইল ট্রেনের সহিত মাট টৈতল বোঝাই এক শকট শ্রেণির ধাক্কা লাগিয়াছে। ২৩ আরোহী দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

গত কল্য নিউইয়র্ক হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, লুধিয়ান প্রদেশটীতে গোলযোগ হইতেছে। কেণ্টকী প্রদেশে নীচতন্ত্রপ্রবর্ত্তকদলের প্রতিনিধির জয় লাভ হইয়াছে। এই দলের সংখ্যা ৮৫০০।

২২এ আগষ্ট। অদ্যকার প্রাতঃকালের সংবাদপত্রসমূহ বলেন, রাজ্ঞী বিক্টোরিয়াকে বধ করিবার উদ্দেশে এক দল ফেনিয়ান সুইট জরলাণ্ডে গমন করিয়াছে।

ওয়েলসের রাজকুমার রাইফল ব্রিগেডের কর্ণেল হইয়াছেন।

চেলসিয়াতে হাঁসপাতালের অধ্যক্ষ সর আলেকজাণ্ডার উডফোর্ড বলিয়াছেন, সেনাপতি রসেল ও কর্ণেল মেয়ারওয়েদার ভারতবর্ষীয় ষ্টারনাইট হইবেন।

লার্ড ফারণহাম ও তাঁহার স্ত্রী চেষ্টার ও হোলিহেড রেলওয়ের দুর্ঘটনায় হত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৬ ই আগষ্ট। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা চট্টগ্রাম আলিখাঁর মসজিদের কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত সভ্যস্বরূপ নিযুক্ত হইবেন।

মৌলবী হামিদুল্লা খাঁ।

মুন্সি মবারক আলী।

" বসিরুল্লা।

" চয়ার আলি খাঁ।

১১ ই আগষ্ট। সবডেপুটি আফিমেন এজেণ্ট এ, এচ, টরণবুল সাহেব কাশীর প্রধান সহকারী আফিমেন এজেণ্টের কার্য্যালয়ের ভার পাইবেন।

১৯ এ আগষ্ট। এচ, আর, বেলি সাহেব (যিনি সম্প্রতি রাজসাহী বিভাগে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি) রাজশাহীতে থাকিবেন। বেলিসাহেব ১০ ই আগষ্ট উক্ত স্থানে উপনীত হইয়াছেন।

২১ এ আগষ্ট। যত দিন জে আর হালেট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর, এচ. বেলিসাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন। তিনি প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়া প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমায় প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

সার্জ্জন জে, মাকডোনাল্ড্ কটকের সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা গয়ার বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

টি, এস. পিপ সাহেব।

বাবু অনন্তরাম ঘোষ বি, এল.।

বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান তমোলুকের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

২২এ আগষ্ট। বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র (যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন) ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

বর্দ্ধমানের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের নিমিত্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার বি, এ, যশোহরে প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথমশ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ আগষ্ট। দেবগড়ের সহকারী কমিসনর জি, সি, স্মিথ সাহেব মুঙ্গেরের প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি সাঁওতাল পরগণা ও ভাগলপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও মাজিষ্ট্রেটের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া এক কালে নালীশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

যত দিন মেজর এ, টলক বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কিজোড়ে থাকিবেন, তত দিন জে, পাচ সাহেব কামরূপের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

পাচ সাহেব যতদিন কামরূপে উপনীত না হন, ততদিন জি, এচ, ক্রেঞ্চ সাহেব প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিবেন।

এ, বেমার সাহেব বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে কিজোড়ে যাইতেছেন বলিয়া ডি, ডবলিউ. ক্লিচ সাহেব যে দিবস তাঁহার কার্য্যভার লইবেন, সেই দিবস অবধি সিংহভূমের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন

যত দিন বাবু ব্রজকিশোর সেন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মাদারিপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন। পূজার বন্ধের পর এই নিয়োগটি আরম্ভ হইবে।

২৫ এ আগষ্ট। সাঁওতালপরগণার অন্তর্গত দুমকার, সহকারী কমিসনর ডবলিউ, এস স্মিথ সাহেব নিম্নতর শাসনকার্য্যের তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া ১১ই আগষ্ট তথায় উপনীত হইয়াছেন।

বাগের হাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, সদর মহকুমা যশোহরে বদলী হইবেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাগের হাট উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বসিরহাট উপবিভাগের ভার পাইয়া ২৪ পরগণার প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন; তিনি আরও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

মৌলবী ইয়াদত আলি বাকুড়ার অধঃস্থ জজ হইবেন।

বাবু রামতারক রায় বরিসালের ছোট আদালতের জজ ও বাখরগঞ্জের অধঃস্থ জজ হইবেন।

এস, ডাকষ্ট সাহেব সাহাবাদের অধঃস্থ জজ হইয়া আরাতে ছোট আদালতের জজের ক্ষমতা পাইবেন।

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

অত্রত্য সেখঘাট মিসন স্কুলে বিদ্যোৎসাহিনীনাম্নী একটী সভা আছে। প্রতি শনিবারে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই, যদবধি রেবেরেণ্ড ডবলিউ প্রাইস মহোদয় উক্ত স্কুলের সম্পাদকতা এবং শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ সোম এম. এ. প্রধান শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই অবধি ইহা (সভা) অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। এক্ষণে আর নিয়মিতরূপে সভার অধিবেশন হইতেছে না, অথবা হইলেও অতি অল্প লোকই উপস্থিত হইতেছেন। কোন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত

হইলে তাহার আর বড় বিশেষ মীমাংসা হয় না ; সুতরাং সভ্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া যাইতেছেন। প্রাইজ সাহেব ও জয় বাবুর বিদ্যালয়পরিত্যাগের সঙ্গে যে কেবল সভারই সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইয়াছে এমত নহে, স্কুলের আরো অনেক বিষয়ে বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছে।

গত সপ্তাহে আমাদিগের কমিসনর শ্রীযুক্ত সিমসন সাহেব এখানে আগত হইয়াছিলেন অত্রত্য জজ আদালতের উকিলেরা তাঁহার নিকট শ্রীহট্টে একটী গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, আপনারা গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপনসম্বন্ধে আর কখন কোন কথা বলিতে হইলে কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন, তাহা হইলেই আমি জানিতে পারিব। ফলতঃ শ্রীহট্টে একটি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব্বাবধিই তাঁহার (কমিশনর সাহেবের) ইচ্ছা ছিল। তিনি ইতঃপূর্ব্বে তত্রত্য অফিসিয়েটিং কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেবল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীহট্টে গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপনোপযোগী গৃহ আছে কি না। এতদ্বিষয়ে এক্ষণপর্য্যন্ত কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। আমাদিগের বিবেচনায় পূর্ব্বের গবর্ণমেণ্ট স্কুল গৃহ এতদর্থে প্রদান করা উচিত। যখন সেই গৃহ * কেবল গবর্ণমেণ্ট স্কুলের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে কাছারি রাখা কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত নহে। আর যদি কাছারির স্থান পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অসাধ্য হয়, তাহা হইলে একটী নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হউক। একে ত অত্রত্য ভদ্র লোকেরা আপনাদিগের সন্তানগণকে মিসনরি স্কুলে দিতে ভাল বাসেন না, তাহাতে আবার মিসন বিদ্যালয় অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়স্থাপনে কোন কারণে বিলম্ব করা বিধেয় নহে।

কয়েক দিন হইল অত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজের ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

কিছু দিন হইল, এক ব্যক্তি কোন কারণে রাগান্বিত হইয়া দাত্রাঘাতে স্বীয় স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল। অত্রত্য জজ দায়রার বিচারে তাহার ফাঁসি স্থির করিয়া হাইকোর্টে লিখিয়াছেন। এক্ষণপর্য্যন্ত কোন উত্তর আইসে নাই।

২ রা ভাদ্র।
১২৭৫ সাল।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। মহাশয়! এখানকার কালের (ঋতুর) অবস্থা আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। লিখিবার সময় ইহা যেরূপ থাকে, সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইবার সময় প্রায় তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। গত বারে লিখিয়াছিলাম, এখানে বর্ষার সমাগম হইয়াছে। তখন শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ। উক্ত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ অবধি অদ্য ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এখানে এক বিন্দুমাত্র জল নাই বলিলেও হয়। কখন শরৎ কালের ন্যায় নাতিশীতল আর্দ্র উষ্ণ বায়ু অনুভূত হইতেছে, কখন প্রবল গ্রীষ্মের ন্যায় অগ্নিবৎ বায়ু অনুভূত হইতেছে। এবার বোধ হয়, এ অঞ্চলে মন্বন্তর হইবে। এখানে বর্ষাকাল পড়ে নাই বলিলেও হয়।

২। ঋতু পরিবর্ত্তনেই হউক বা বর্ষা না হওয়াতেই হউক, এখানে সংপ্রতি জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ শুনিতে পাই অন্যান্য বৎসরে এমত সময়ে এখানে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সৌভাগ্যক্রমে এবার তাহার কোন চিহ্ন দর্শন বা শ্রবণ করা যায় না।

৩। গত ২১ এ শ্রাবণ, তানসানের সমাধির নিকটবর্ত্তী মহম্মদ গৌজ খাঁর যে সমাধি মন্দিরের কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, উক্ত স্থানে "চাকিয়ার মেলা" নামে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের একটী উচ্চ চূড়া লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র সুদীর্ঘ সূত্র বদ্ধ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করাই এই মেলার উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি চূড়ার উপর নিক্ষেপ করিতে পারে, সে ব্যক্তি নাকি রাজকর্ত্তৃক পুরস্কৃত হয়; কিন্তু এবার কেহ ইহাতে কৃতকার্য্য হয় নাই। এই মেলাক্ষেত্রে মহারাজের পোষ্য পুত্র উপপত্নীপুত্র ও জামাতা বিবিধ সজ্জায় সজ্জীকৃত ও বৃহৎ বৃহৎ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন; সঙ্গে অনেক সভাসদ ও অশ্বারোহী পদাতিক লোক ছিল এবং অপর সাধারণ প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। অশ্বের ও লোকের ভিড়ে অনেক লোক আহত হইয়াছে। স্থানে স্থানে লাঠিখেলা মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে বেশ্যা ও অপরাপর স্ত্রীলোকের ভিড়ের মধ্যে এমন এমন কুৎসিত ঘৃণাকর ও লজ্জাজনক কৌতুক হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় শয়তান বা দৈত্যেরাও কুণ্ঠিত হয়; অথচ নির্ব্বিকারচিত্তে স্ত্রী পুরুষে উহাতে আমোদ করিতেছে। এ অঞ্চলে অসভ্যতার ও মুখতার কত দূর প্রভাব রহিয়াছে, তাহা এই মেলা দেখিয়া অনেক অংশে অনুভূত হইল। এই মেলার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিতে পারি নাই।

৪। মহারাজ প্রমেহ, উদরাময়প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসিত হইবার জন্য কতক দিন হইল, পলিটিকেল এজেণ্টের বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। যখন সন্ধ্যার সময়ে বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হন তখন তাঁহাকে দেখা যায়। শুনিয়াছি তাঁহার রোগের অনেক উপশম হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেছেন এবং পলিটিকেল এজেণ্ট একান্তঃকরণে সৎকার করিতেছেন।

৫। চোরের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ কএকদিন হইল, মুরার ছাউনীস্থ অধিবাসীরা একত্র হইয়া ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিষের উপর কঠিন কঠিন নিয়ম করাতে আর চুরির কথা শুনা যায় না। এক এক গলির ভার এক এক কনষ্টেবলের উপর অর্পিত হইয়াছে। সেই গলির শান্তিরক্ষার জন্য সেই সেই ব্যক্তি দায়ী হইবে। শুনিতে পাই দুই একটী চোর ধরা পড়িতেছে।

৬। এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্ কালে এক জন গাড়োয়ান ছাউনি হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছিল। এক জন চোর প্রথমতঃ বন্ধুভাবে তাহার গাড়ীতে উঠিয়া, যখন জন শূন্য স্থানে পৌঁছিল, তখন গাড়োয়ানকে ঐ গাড়ীর চক্রে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া তাহার নিকট হইতে টাকা পয়সা যা ছিল, তাহা এবং গরু দুটী খুলিয়া লইয়া গেল। গাড়োয়ান সমস্ত রাত্রি সেই মাঠের মধ্যে ঐ ভাবে ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহার প্রাণ বধ করে নাই এই লাভ।

৭। সম্প্রতি এখানে দুটী বলাৎকাররূপ ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। প্রথমটী পুলিষের এক জন কনষ্টেবল একটী দশম বর্ষীয় বালিকাকে বলাৎকার করাতে বালিকার মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় পুলিষে এই বিষয় জানাইল; কিন্তু শুনিলাম তাহার কিছুই হইল না। দ্বিতীয়টী বড় ভয়ানক। এক জন সব্ ওভরসিয়ার একটী বারইয়ের (পাণবিক্রেতার) অবিবাহিত বালিকা কন্যাকে তাহার (সবওভরসিয়ারের) দুই তিন জন সঙ্গীর দ্বারা বাড়ীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার উপর চারি পাঁচ জনে এরূপ অত্যাচার করিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশয় হই

য়াছে বলিলেও হয়। কন্যার পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা উক্ত ওস্তরসিরারের নামে মাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিয়াছে। এখন এ ব্যক্তি হাজতে আছে। শুনিতে পাই, আমলাগণ এ ব্যক্তির হাতধরা এবং ইহার টাকা খরচ করিবারও ক্ষমতা আছে। মাজিস্ট্রেট যেরূপ তাহাও আপনাকে পূর্ব্বে লিখিয়াছি। এখনও মকদ্দমাটীর অবস্থা, শেষে কি হয় বলিতে পারি না।

৭। ব্রিগেডিয়ার জেনরেল ও ক্যাণ্টনমেন্ট মাজিস্ট্রেট দুই জনে দুই দিন এখানকার সকলের বাড়ী কিরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবার জন্য প্রত্যেকের অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শনপূর্ব্বক বিরক্ত হইয়াছিলেন। কারণ, প্রায় অনেক বাড়ীতেই দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা ও পয়ঃপ্রণালী আছে। আমাদের নবীন বাবুকে ও অন্যান্য বাঙ্গালা ও এতদ্দেশীয় মহোদয়দিগকে আহ্বানপূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া একটী "মিউনিসিপাল কমিটী" স্থাপন করিয়াছেন। এস্থান যেরূপ অস্বাস্থ্যকর তাহাতে এইরূপ একটি মিউনিসিপাল কমিটি নিতান্ত আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। যেরূপ নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই ছাউনী পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া অনেক অংশে এস্থানকে পীড়াশূন্য করিতে পারিবেন। মহারাজ রাজধানীর মধ্যে যদি এরূপ করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

৮। অদ্য গ্রহণোপলক্ষে মহারাজ "তুলা" করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রায় দশ সহস্র মুদ্রার সহিত ওজন হইয়াছেন। উক্ত অর্থ ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হইয়াছে।

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। ডাকবিষয়ে আজি কালি বিক্রমপুরবাসিগণ বিলক্ষণ সুবিধাভোগ করিতেছেন। বহর, মৈনসার, কাঁচাদিয়া, সোণারঙ্গ, শ্রীনগর, রাজাবাড়ী, মুনশীগঞ্জপ্রভৃতি স্থানে পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হওয়াতে তত্রত্য লোকের পত্র পত্রিকাদি প্রাপ্তি ও প্রেরণসম্বন্ধে অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে রঙ্গপুর, আসাম, কাছাড়প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পত্রাদি আসিতে প্রায় দেড় মাস দুই মাসের কম লাগিত না; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। সংপ্রতি ঐ সকল স্থানবাসী ব্যক্তিরা পত্র পাঠাইলে ১০। ১২ দিন পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহাতে বিক্রমপুরীয়েরা যে কেমন সুখ ভোগ করিতেছেন, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু দুঃখ এই যে, কোন কোন ডাকঘরের পত্রাদি বিতরণবিষয়ে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ও নিরূপিত মাসুল অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক পয়সা গ্রহণের রীতি দৃষ্ট হয়। তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল বলিতে হইবে। পূর্ব্বে পাঁচ ছয় পয়সার স্থানে একখানা পত্র হস্তগত হইত না। এখন চারি পয়সার বড় অধিক দিতে হয় না।

২। কয়েক দিবস হইল, শ্রীনগরের হাটে এক কৈবর্ত্ত মৎস্য কাটিতেছিল, এমন সময়ে কতকগুলি লোকের জনতা হইয়া তাহার উপরে পড়াতে, সে সম্মুখস্থ অস্ত্রের উপর পতিত হয়, তাহার গ্রীবাদেশের কতক অংশ এমন ভাবে কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহার জীবনসংশয় হইয়া উঠিয়াছে

৩। বিক্রমপুরে মালদহনামে এক গ্রাম আছে। তাহাতে এমন ভয়ানক জঙ্গল যে, তত্রত্য অধিবাসীরা প্রায় বার মাসই ঐ জঙ্গলস্থ ব্যাঘ্র, শূকরপ্রভৃতি হিংস্র জন্তুসকলের উপদ্রবে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত থাকে। স্থানীয় শান্তিরক্ষক মহাশয়ের এতৎপ্রতি একটু দৃষ্টি করা উচিত।

৪। ৩। ৪ দিন হইল, চড় কোরহাটীবাসী এক চণ্ডাল ও ৯। ১০ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা সর্পদংশনে হত হইয়াছে। এবার এ অঞ্চলে সর্পদংশনের কিছু প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে শুনিলাম এক সপ্তাহেই শ্রীনগর ষ্টেসনে ২০ টী সর্প দষ্ট শব আনীত হইয়াছিল।

৫। মহাশয়! গত বৈশাখ মাসে আমরা বিক্রমপুরের পুলিষকৃত একটী অত্যাচারের বৃত্তান্ত সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম; সংপ্রতি ইনস্পেক্টর জেনরলের আদেশানুসারে গত পরশ্বঃ এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর, তাহার অনুসন্ধানের জন্য এখানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া আমাদের লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য একপ্রকার অবগত হইয়া গিয়াছেন। বোধ করি উক্ত অত্যাচারে সংসৃষ্ট মহামতিগণ এ যাত্রা এড়াইতে পারিবেন না।

৬। গত শুক্রবার বানীগাঁনামক স্থানে একটী বালক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

১৩ই ভাদ্র
১২৭৫।

—:০:—

আমরা শান্তিপুর হইতে এই সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

সম্পাদক মহাশয়, গত ১০ই অগষ্ট সোমবার রাত্রি হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত ১৭ই আগষ্ট রাত্রিপর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে শান্তিপুর গ্রামে ৩০০০ দালান পড়িয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা প্রায় আংশিক ভগ্ন এবং কোন কোনটা ফাটিয়া গিয়াছে। দালানসকল পতিত হওয়াতে ১ জন লোকের জীবন নাশ হইয়াছে এবং কত ক্ষতি হইয়াছে তাহার অনুমান করা কঠিন। অধিকাংশ লোক পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাশ্য পথসকলে মনুষ্যসমান জলের স্রোত যাইতেছে। বৃদ্ধগণ বলিতেছেন, তাঁহারা এপ্রকার বৃষ্টি দেখেন নাই। একটী লোক জলে হাঁটিয়া যাইতেছিল, সর্পে দংশন করাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অধিকাংশ লোক অন্নাভাবে ক্লেশ পাইতেছে। বাজারে চাউলের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। অধিকন্তু চোরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; সকলেরই ভগ্ন বাটী, তাহাদিগকে আর ক্লেশ পাইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে গুলিখোরের সংখ্যা অধিক। পুলিষ সতর্ক হইলে অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

২। ১৮ই আগষ্ট যে সূর্য্য গ্রহণ হয়, মধ্যে মধ্যে তাহা দেখা গিয়াছিল, হিন্দু মহাশয়েরা গঙ্গাতীরে আপনাদের তপ জপ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিয়াছেন।

৩। গঙ্গাতে অধিক পরিমাণে জলবৃদ্ধি হওয়াতে অতিশয় ক্ষতি হইতেছে। বিশেষতঃ আশুধান্য জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কৃষকেরা হাহাকার শব্দে রোদন করিতেছে, তাহাদের এক বৎসরের পরিশ্রম এক জলপ্লাবনে ধৌত করিয়া দিল।

৪। গত ১৪ই আগষ্ট আমাদের স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো মহোদয়, শান্তিপুর স্কুলের বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। স্কুলের কাগজ পত্রদর্শনে সন্তোষলাভ করিতে পারেন নাই। কাগজ পত্রে অনেক গোল দেখিয়া, তিনি আপন সঙ্গে সকল লইয়া গিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, কাগজ পত্রের গোল দেখিয়া সেক্রেটারি মহোদয় নিজ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

৫। রাণাঘাট ও শান্তিপুর সব ডিবিজনের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের আগমনে সাধারণ লোকে তাঁহার ব্যবহারে এবং চরিত্রে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি অতি উচ্চ প্রকৃতির লোক ধার্ম্মিক এবং ভদ্র; কার্য্য সম্বন্ধেও তাঁহার অতিশয় সুখ্যাতি। আমরা প্রার্থনা করি

যেন তিনি স্থায়ী হইয়া এই প্রকার সাধারণের মনোরঞ্জন করেন।

৫ ই ভাদ্র }
১২৭৫। }

—:•:—

আমাদিগের গড়বেতার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ২২ এ জুন পুলিষ ষ্টেশন বিসনপুরের অন্তর্গত আমচুড়া গ্রামে যে স্ত্রীলোকটী হত হয় তাহার স্বামী ও শ্বশুরকে হত্যাকারী বলিয়া সেসনে স র্পণ করা হইয়াছে।

২। ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে বাকুণ্ডায় যে হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন হইবার কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাতে অনুন ২০ টী বালিকা রীতিমত অধ্যয়ন করিতেছে।

৩। গত ১৯ এ জুলাই বাকুণ্ডার পুলিষষ্টেশনের নিকটস্থ মুসলমানজাতীয় একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক সরোবর হইতে জল আনিবার সময় হঠাৎ পথিমধ্যে পতিত হইয়া শমনসদনের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে।

৪। দুঃখের বিষয় পুলিসষ্টেসন বিসনপুরের প্রসংশিত ইনিস্পেক্টর মৌলবি আবদুল আলির হুগলি জেলায় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিষ্ণুপুরে শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়নামক জনৈক ইনস্পেক্টর শিউড়িজেলা হইতে আসিয়াছেন।

৫। সংপ্রতি বিষ্ণুপুরের অবস্থা কিছু ভাল বোধ হইতেছে। গড়বেতার ডেপুটী মাজিষ্টেট বাবু রত্নলাল ঘোষ মহোদয় বিষ্ণুপুরের বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতি শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সহরবিষ্ণুপুরের মধ্যে অনেক স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি ময়লা দ্রব্যে পরিপূরিত থাকাতে সাধারণের অনিষ্ট হইতেছে। এখানকার প্রজাগণ প্রায় সকলেই নিতান্ত দরিদ্র। ইহাদের দ্বারা জঙ্গলাদি পরিষ্কৃত হওয়া কঠিন। এরূপ স্থানে এসকল কার্য্যে আপাততঃ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

৬। গড়বেতার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহোদয়ের দ্বারা এখানকার প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি মন্দিরাদি সংস্করণ বিষয়ে যে চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল, এক্ষণে বর্ত্তমান ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রত্নলাল ঘোষ মহাশয়ের যত্নে তদ্দ্বারা সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির সংস্কৃত হইতেছে। রত্নলাল বাবু যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে ঐ কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

৭। গড়বেতার দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য সংপ্রতি এখানকার জেলহসপিটলের নেটিব ডাক্তরদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। দুঃখের বিষয় দাতব্য চিকিৎসালয় গৃহটীর ইহার মধ্যেই ছাদ ফাটিয়া জল পড়িতেছে। সংস্কার না হইলে ত্বরায় বাটীটী পতিত হইবার সম্ভাবনা। গৃহনির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত অধ্যক্ষের অনবধানতাদোষে এরূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

৮। গত ১৪ ই জুলাই গড়বেতাপুলিষষ্টেশনের অন্তর্গত বলদঘাটা গ্রামনিবাসী আনন্দ মাইতিনামক এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে একটী ভারি ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতের সংখ্যা অন্যুন ৫০।৬০ জন হইবে। সমুদায়ে ৫০০ টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার পুলিষকর্ম্মচারিগণ এমনি ক্ষমতাবান যে এতবড় ডাকাইতীকে পুলিষের (সি) ফারম রূপ হজমিগুলি দিয়া এক বাঁরে জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন, আর তাহার কিছুই হইল না!!

—:০:—

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

২। এবৎসর বর্ষাবিক্যপ্রযুক্ত সহরের রাস্তাগুলি এপ্রকার কদর্য্য হইয়াছে যে বৃষ্টি হইলে যাওয়া আসা দুষ্কর হইয়া উঠে। শুনিলাম মিউনিসিপল ফণ্ডে অধিক টাকা নাই বলিয়া রাস্তাগুলির সংস্করণ হইতেছে না। কিন্তু ইংরাজটোলা, থানাগোড়া ও কর্ণেলগোলার রাস্তাগুলি এ নিয়মের বহির্ভূত। মিউনিসিপালিটির দশা কি সর্ব্বত্রই সমান?

৩। মাধব বাবু তহবিল ঘাটির মকদ্দমাতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। না হইবেই বা কেন? সত্যেরই জয়! মিছামিছি এক জনকে ফাঁদে ফেলা বড় সহজ নহে। ইহার পর আরও এক নম্বর রুজু করিবার কথা ছিল; কি হয় বলা যায় না।

৪। এখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির বিষয় ত ইতিপূর্ব্বে মহাশয়কে জানাইয়াছি অল্পদিন হইল অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়েরও বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। দুই টাকার পরিবর্ত্তে ২॥০ টাকা ও ১॥০ টাকার পরিবর্ত্তে দুই টাকা এবং এক টাকার পরিবর্ত্তে ১॥০ টাকা হইয়াছে যখন এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন পুস্তকও শ্লেটাদি লইয়া বিনা বেতনে ছাত্রেরা পড়িতে পাইত। ক্রমে লোকের রুচির সহিত ।০ ॥০ ৸০ ১ টাকা বেতন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে যখন এন্ট্রান্সের ২ টা ক্লাশ খোলা হইল, তখন ১ম শ্রেণীতে ২ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১॥ এবং নিম্ন শ্রেণীসকলেতে এক টাকা মাত্র হয়। তাহাতেই অনেকে উচ্চশ্রেণীর বেতনদানে অসমর্থ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে ২ দুই টাকা আট আনা তাহার পরের শ্রেণীতে ২ টাকা এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীতে ১॥০ হইয়াছে। ফণ্ডে টাকা অধিক জমিয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি এবং স্থানবিশেষে তাহা করিতেও হয় কিন্তু মেদনীপুর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের ন্যায় উন্নতিশীল নহে এখানকার অধিবাসিগণ তাদৃশ সঙ্গতিমান্ ও বিদ্যানুরাগী নহে যে অধিক বেতন হইলেও তাহারা বিরত হইবে না। সরকারি কার্য্যোপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের যেসকল ব্যক্তি এখানে আছেন, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহাদিগের সন্তান। তাহাদেরই শিক্ষার দ্বার উদঘাটিত থাকিয়া নিম্ন ও মধ্যবিধ শ্রেণীর সন্তানদের দ্বাররুদ্ধ হইতেছে। বিশেষতঃ অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারিগণের ত আরও বিপদ। এখন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ক্রমে শিক্ষারও দর বৃদ্ধি হইতে চলিল! স্থানীয় লোকেরা এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া কমিটিতে এক আবেদন প্রদান করিয়াছেন।

৫। ইহার মধ্যেই পুলিষের হেড কেরাণী ডিশানিশ ও সহরের সবইনস্পেক্টর সসপেণ্ড হইয়াছেন! আমরা পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে আরও বিশেষ অনুসন্ধানের অনুরোধ করি। পুলিষে অনেক গোঁজা দেওয়া লোক আছে। কিন্তু নির্দ্দোষ অপেক্ষা অপরাধীর দণ্ড হইলে আমরা অধিকতর সুখী হইব।

—:•:—

আমাদিগের মজঃফরপুরের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানে বেলা ৯৷০ টার সময়ে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হয়। আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত না থাকাতে প্রথমে ভালরূপ দৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু পরিশেষে কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধাবশিষ্ট সূর্য্যদেব গগনমার্গে স্পষ্ট লক্ষিত হন। পূর্ব্বে এখানকার এক জন সুযোগ্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতকে গ্রহণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিয়াছিলেন, ৩ রা ভাদ্রের গ্রহণে সূর্য্যের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ গ্রাস হইবে এবং উহার বিশেষ প্রমাণও দেখাইয়াছিলেন। অদ্য আমরা তদ্বাক্যের সফলতা দর্শন করিলাম। গ্রহণকালে গণ্ডক নদীতে স্নান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক জেলিবোটে নৌকায় খেয়া ঘাটে পার হইতেছিল, সেই সময়ে

এখানকার পুলিষের মহাপুরুষেরা সবান্ধবে ঐ নৌকায় উঠিয়া বলপূর্ব্বক মাজিকে পার করিতে কহে। বহুলোকের ভরে নৌকাখানি মগ্নপ্রায় হওয়াতে মাজি প্রথমে পার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে; কিন্তু কি করে, পুলিষের প্রতাপে ভীত হইয়া অগত্যা পারে যাইতে সম্মত হয়। ধর্ম্মে ধর্ম্মে নৌকাখানি কিনারায় আসিয়া জল মগ্ন হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হয় নাই।

গত ১ লা ভাদ্র অবধি এখানে সুচারু বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে বর্ষাকাল বলিয়া বোধ হয়।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি এখানকার আদালতসমূহের উর্দ্ধ বিভাগের কর্ম্মচারিগণের পদানুরূপ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু শঙ্কা হইতেছে যে উদ্দেশে গবর্ণমেণ্ট বেতনবৃদ্ধি করিলেন, তাহা সফল হয় কি না? এক জন মাসিক ১০ টাকা বেতনে যখন দশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তখন ২০ টাকা বেতনে এক্ষণে যে তিনি বিশ হাজার টাকা উপার্জ্জন না করিবেন কেমন করিয়াই বা সম্ভব হয়। পূর্ব্বে আট আনায় মন উঠিত কিন্তু এক্ষণে এক টাকার কমে আর কখনই ইহাঁরা ঘাড় পাতিবেন না। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমলার পদে নিয়োজিত না করিলে এ কষ্ট দূর হইবে না। মজঃফরপুরে সুচিকিৎসকের অভাবনিবন্ধন মধ্যে মধ্যে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি এখানকার সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে স্থানান্তরে বদলী করুন এবং এখানে এক জন সুযোগ্য সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রেরণ করিয়া আমাদিগের শঙ্কা দূর করুন।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত আষাঢ় মাসের জলপ্লাবনে জাহানাবাদ সবডিবিজনের অন্তঃপাতী শত শত গ্রামের প্রজাগণের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা মহাশয় বিশেষরূপ বিদিত আছেন। প্রজাগণের সেই সময় প্রকার দুরবস্থা দেখিয়া স্থানীয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কতকগুলি গ্রামের অন্তঃস্থ দরিদ্র প্রজার ভগ্ন গৃহ পুনর্নির্ম্মাণার্থ যথা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন। অপরাপর গ্রামেও মাসাবধি ভ্রমণ করিয়া তাহাদের দুঃখ বিমোচনের উপায় ভাবিতেছেন। ইতি মধ্যে ২৬ এ শ্রাবণ হইতে অনবরত ১০ দিবস মুসলধারায় বৃষ্টি হইয়া শিলাবতী দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী ও দামোদরের জল প্রচণ্ড বেগে প্রবহমান হইয়া পুনর্ব্বার এখানকার প্রজাবর্গের যেরূপ দুরবস্থা ঘটাইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা দুষ্কর। একে ত গত আষাঢ় মাসের জলপ্লাবনে যেসমস্ত গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, অনেকেই অদ্যাপি তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই তাহাতে আবার হতভাগ্য প্রজারা পরিশ্রম সহকারে আউস ও হৈমন্তিক ধান্য রোপণ করিয়া জীবিকা সংস্থানের এবং আপাততঃ আউস ধান্য ছেদন করিয়া সংসারনির্ব্বাহ ও কতক ধান্য বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজনা দিবার যে আশা করিয়াছিল, শ্রাবণের ভয়ানক বর্ষায় তাহাদের সে সকল আশা উচ্ছিন্ন করিয়াছে আর এমত বীজধান্য নাই যে, পুনর্ব্বার জমীতে রোপণ করে, অসময়ে রোপণ করিলেও আর ধান্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইক্ষু ও হরিদ্রারও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। গত বন্যায় যেসকল গৃহ কথঞ্চিৎ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাও শ্রাবণের বর্ষায় সম্পূর্ণরূপ ভগ্ন হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! যাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন, এ বৎসর তাহাদের কি গতি হইবে! কি উপায়েই বা তাহারা জমীদারের খাজনা আদায় দিবে, এবারের বন্যা গত বন্যা অপেক্ষা ন্যূন নহে। সমভাবেই বলিতে হইবে, তবে বিশেষ এই, পূর্ব্বে জলপ্লাবনে যেরূপ বহুসংখ্য গরু ও মনুষ্যের বিনাশের কথা শুনা গিয়াছিল, এ বার সেরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানার পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু শীতলপ্রসাদ মিত্র মহাশয় এবার বন্যার সময় প্রজাগণের অনেক কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। শীতল বাবুর কৌশলেই অনেকে জলমজ্জনরূপ বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। ভূয়োভূয়ঃ এরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে প্রজাগণ কিরূপে বাঁচে? গবর্ণমেণ্ট উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া নদীসকলের সেতু নির্ম্মাণ করুন। শিলাবতী নদীর পরিসর অতি অল্প, এই কারণেই জল সেতু অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভগ্ন হইয়া দেশ ভাসিয়া যায়। ঘাটালের দক্ষিণ নিমতলা হইতে শিলাবতী নদীর শাখা নির্ম্মাণ করিয়া রূপনারায়ণের সহিত যোগ করিয়া দিলে, তাহা হইলে জল অক্লেশে নির্গত হইবে। ইহা করিলে প্রজাগণ এরূপ কষ্টে পড়িবে না। গবর্ণমেণ্ট কার্য্যদক্ষ ওভরসিয়র নিযুক্ত করুন। এমত বিপদের সময় ঘাটালে চৌকীদারী টাক্স আদায়ের আদেশ হইয়াছে। প্রজারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার সমুদ্রের মধ্যে বাস করিতেছে। চৌকীদারেরা ইহাদের কি করিবে? এমত সময়ে গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র প্রজার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপাততঃ কিছুদিনের জন্য ইহাদের টাক্স মাপ করুন। ঘাটাল হইতে যে রাজপথটী চন্দ্রকোণা পর্য্যন্ত গিয়াছে, ঐ পথে টোলগেটে পয়সা আদায় হয়। পথটী যেরূপ কদর্য্য ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার কথা কি বলিব। প্রত্যহ দশ পনরটী করিয়া গরুর পা ভাঙ্গিয়া যায়; অনেক মনুষ্যকেও পতিত হইতে হয় এবং পায়েও আঘাত লাগে। রাস্তার ত অবস্থা এই, কিন্তু টোলগেটে পয়সা আদায়ের বিলক্ষণ কড়াকড়ি। গবর্ণমেণ্ট অগ্রে পথটীকে ইষ্টকনির্ম্মিত করুন পশ্চাৎ পয়সা আদায় করিলে ভাল দেখাইবে।

৫ ই ভাদ্র } একান্তানুগত।
১২৭৫। } শ্রীশঃ।

—:০:—

মহাশয়! গত ১৮ ই আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা অনুমান ৬৷০ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় দামুরহুদার নিকটস্থ কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে একটী শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। কার্পাসডাঙ্গার পশ্চিমদিগে ফকিরাখালিনামক একটী ক্ষুদ্র খাল আছে। তথায় চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক একটী কায়স্থবালক মৎস্য ধরিতে গমন করিয়াছিল। অকস্মাৎ মৃগী রোগাক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হওয়াতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

কার্পাসডাঙ্গা. } শ্রী প্রাঃ বিঃ।
২১ এ আগষ্ট। }

—:০:—

কিয়দ্দিবস হইল সোমপ্রকাশের প্রেরিত পত্র স্তম্ভে আমাদিগের বাসগ্রাম জিলা হাবড়ার অন্তর্গত গড়ভবানীপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের ডাকঘরের অভাবনিবন্ধন কষ্টের বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল। বোধ হয়, তৎপাঠেই পোষ্টমাষ্টার জেনরল সাহেব মহোদয় হাওড়ার পোষ্টমাষ্টার বাবুকে উক্ত গ্রামটী ডাকঘর স্থাপনের উপযুক্ত স্থান কি না তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার রিপোর্ট করিতে আদেশ করেন। পোষ্টমাষ্টার বাবু এমনি কার্য্যদক্ষ যে তিনি আপনকার্য্যালয়ে বসিয়াই রিপোর্ট লিখিয়া দিয়া তদীয় প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঐ গ্রামে একটীমাত্র ধনাঢ্য লোকের বাস আছে এবং ভদ্র অধিবাসীর সংখ্যা

ও অধিক নাই। মহাশয়! ইনি জ্যোতিষে কি অসামান্য ব্যুৎপত্তিই লাভ করিয়াছেন! যে হেতু ইনি দ্বাদশ ক্রোশ দূরে থাকিয়াও এখানকার অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারিলেন। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যদি এই গ্রামে ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে অনেক ভদ্র লোকের বাসই নাই তবে ত তাঁহার মতে এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান অন্যায় হইয়াছে। এ জিলার বিদ্যালয়সমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নেত্রদ্বয়ের কি ভিন্ন প্রকার দর্শন শক্তি? না গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করাই ইহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য?

এক্ষণে পোষ্টমাষ্টার জেনারল সাহেব মহোদয়ের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই, যদি আমাদিগের চীৎকারে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চারই হইয়া থাকে, তবে এখন একটী লোকের প্রতি এ বিষয়ের ভার দিন যে, তিনি স্বচক্ষে এই গ্রামটী দেখিয়া রিপোর্ট করিবেন। অথবা শিক্ষাবিভাগ হইতে ডিপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ের প্রদত্ত রিপোর্ট আনাইয়া দেখিলেই আমাদিগের বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। পোষ্টমাষ্টর জেনরল যদি ইহার অন্যতর উপায় অবলম্বন করিতে অনিচ্ছু হন, আপাততঃ কছু দিনের নিমিত্ত একটী ডাকঘর স্থাপন করিয়া দেখুন, যদি গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয়, উঠাইয়া দিবেন।

৬ ই ভাদ্র ১২৭৫ সাল } গড় ভবানীপুর নিবাসিনঃ—

১। গত রজনীতে আমি নিদ্রিত অবস্থায় আছি, অকস্মাৎ রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকার সময় অদূরবর্ত্তী মহিলাগণের ক্রন্দনধ্বনি ও পুরুষের কোলাহল আমাকে জাগরিত করিল। তখন বাসার আর কয়েক জনের সহিত ছাদে আরোহণপূর্ব্বক কোলাহলপূর্ণ বাটীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। একটী স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে শুনিয়া, সেই বাটীর এক জনকে জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইলাম যে, চারিজন তস্কর তাহাদিগের বাটী প্রবেশপূর্ব্বক একটী কুঠরির দ্বার খুলিয়া তন্মধ্যে যাইবার চেষ্টা করে। সেই ঘরে যাহারা ছিল, তাহারা দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে জাগরিত হইয়া এবং আলো জ্বালিয়া বাহিরে আসিল। তস্করেরা পলাইয়া বাটীর পশ্চাদ্ভাগে গেল এবং তথা হইতে ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। একটা ঢিল এক জন বিধবা রমণীর মুখে লাগিল সে তজ্জন্য ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিল।

২। ২৮ শ্রাবণাবধি কয়দিন এদিকে ভারি বৃষ্টি হয়; কিন্তু ৩২ শ্রাবণ রাত্রির ঘোরতর বর্ষায় কৃষ্ণনগর জলে প্রায় প্লাবিত হইয়াছিল। ইংরাজ টোলায় গুটীকতক রাস্তাভিন্ন প্রায় সমুদায় রাস্তা জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। কত শত ঘর পতিত হইয়াছে, আউস এবং আমন ধান্যও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব জল বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কতক কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কল্য রৌদ্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু দ্বারকানাথ সরকার প্রভৃতি কয়েক জন ওভারসীয়ার এবং মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব বৃষ্টিতে ভিজিয়াও জল বাহির করিতে নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। এরূপ বৃষ্টি কখন দেখা যায় নাই। জল শুকাইয়া যাইলে একটী মড়ক হইবার সম্ভাবনা।

হাট গোয়াড়ী ৫ ই ভাদ্র } শ্রীপ্র :—

—:•:—

মহাশয়! অনেক রোগের অনেক ঔষধ আছে, কিন্তু সর্পদংশনের ও ওলাউঠা রোগের ভাল ঔষধ দৃষ্ট হয় না সময়ে সময়ে কতপ্রকার নূতন নূতন ঔষধ উঠিতেছে, কত যাইতেছে তাহার পরিসীমা নাই। ভাল ভাল ইংরাজী চিকিৎসকগণও এমত ঔষধ নাই যে উক্ত রোগে এক এক বার ব্যবস্থা না করিয়াছেন; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ঔষধ প্রকৃতরূপে স্থির করিতে পারেন নাই। সম্পাদক মহাশয়! বড় মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে যে আপনকার গত ১৭ ই আগষ্টের সোমপ্রকাশে এক জন কবিরাজ বহু যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ কতকগুলি সর্পদংশনের নূতন ঔষধ প্রেরিত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম; কিন্তু ঔষধগুলি সর্পদংশনের যথার্থ ঔষধ কি না পরীক্ষা বিনা বলিতে পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন "মুখ ও নাসা হইতে কফ বা কর্ণ হইতে মল বাহির করিয়া বাম হস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষতস্থানে লেপন করিলে বিষের বিষত্ব থাকে না। এস্থলে বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলির উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কি? কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যদি বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি না দিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অথবা অন্য অঙ্গুলি দ্বারা ক্ষত স্থানে ঔষধ লেপন করা হয়, তাহা হইলে কি বিষের বিষত্ব নষ্ট হইবে না।

যেসকল গ্রামে বসন্ত রোগে গরু মরিতেছে, সে সকল গ্রামের প্রজাগণকে অন্য গ্রামে বসন্ত রোগগ্রস্ত গরু লইয়া যাইবার নিষেধ সরকার হইতে হইয়াছে। এটি যুক্তিসিদ্ধ কাজ হইয়াছে।

মগরা ২০ এ আগষ্ট } গ্রাহক

—:•:—

পাঠকগণ! আপনারা নানা স্থানের অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সংবাদ সোমপ্রকাশে পাঠ করিয়া থাকেন, অদ্য আমাদের দেশটির দুরবস্থার বৃত্তান্ত পাঠ করুন। এ গ্রামটির নাম জনাই। এটি একটি প্রধান পল্লীগ্রাম। বোধ করি আপনারা অনেকেই ইহার নাম শুনিয়া থাকিবেন। এখানে অন্যূন পাঁচ ছয় শত ঘর লোকের বাস। ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কুলীন; কায়স্থ প্রায় নাই। তেলি মালি প্রভৃতি নবশাক বিস্তর আছে। অনেকগুলি বড় মানুষ আছেন। তাহার মধ্যে তিনঘর প্রধান বড় মানুষ। ইহারা জমিদার। এখানকার অধিকাংশ লোক চাকর। কৃষকের সংখ্যা অতি অল্প। অবশিষ্ট প্রায় যাবতীয় লোক পণ্যজীবী। গ্রামটির এক্ষণে উন্নত অবস্থা বলিতে হইবে। একটি ইংরেজী ও একটী বঙ্গবিদ্যালয় এবং একটি পুস্তকালয় আছে। সম্প্রতি নূতন একটি পোষ্ট আফিস হইয়াছে। একজন সব এসিষ্টেণ্ট সারজন আসিয়াছেন। একটি বাজার আছে। গোলদার মুদিখানা, ময়রা, হালুইকর প্রভৃতির দোকান অনেক আছে। অনেকগুলি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পথ আছে। তন্মধ্যে দুটিমাত্র ইষ্টকনির্ম্মিত: এই গ্রামটি অন্যান্য সময়ে সামান্য সহরের ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু বর্ষাকালে এটিকে নরক বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। এই বর্ষায় দেশটির যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহার বিষয় কিছু অবগত হউন। গত ২৫এ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার অবধি একাদিক্রমে পনর দিবস বৃষ্টি হওয়াতে দেশটি এক প্রকার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। লোকের কষ্টের সীমা ছিল না। তাঁহাদের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি ও দুরবস্থা হইয়াছিল। পরিশেষে কিছু দিবস ধরণ করাতে তাঁহারা আপন আপন দুর্দ্দশার সংশোধনের উপায় চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ২৫ শ্রাবণ মঙ্গলবারাবধি অবিশ্রামে মুষলধারে অষ্টাহ বারিবর্ষণ হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশটি ভাসিয়া

গিয়াছে। লোকের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছিল। এমন কি গৃহ হইতে গৃহান্তরে এবং এক বাটী হইতে অন্য বাটী যাওয়া অসাধ্য প্রায় হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের বাটীর ভিতর জল জমিয়াছিল। কোন পথে তিনহাত কোথাও চারি হাত কোথায় বা ততোধিক জল সঞ্চিত হয়। জলাগুলি সাগরাকার হইয়াছে, অধিক কি যে দিগে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল জলই দেখিতে পাওয়া যায়। জলযান ভিন্ন গমনাগমনের উপায় নাই। লোকের ক্ষতির ও ক্লেশের অবধি নাই। অনেকের গৃহ ও প্রাচীরাদি পতিত হইয়া গিয়াছে। গৃহাভাবে অনেককে অন্যের বাটীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। তাহাদের কষ্ট দেখিয়া মন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়। একটি বিশেষ শোচনীয় ঘটনা হইয়াছে। এক ঘর বৈষ্ণবের বাটীতে তিনজন বিদেশীয় লোক আসিয়া আশ্রয় লয়। তাহারা এক দিবস রজনীতে দেয়া লচাপা পড়ে। প্রান্তবাসীরা অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। এক জনের পদ ভগ্ন হয়, তাহার জীবন সংশয়; এক জনের বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগে। একজনের সর্ব্বশরীরে আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা সকলেই এখনও বাঁচিয়া আছে, পরে কি হয় বলা যায় না! যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়! এবৎসরের গতিক কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কিছু দিবস পূর্ব্বে এখানে একটি উল্কাপাত হইয়া গিয়াছে। এবৎসর বিশেষ দুর্ব্বৎসর, কৃষিকার্য্যের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত কৃষকদিগের আশা ভরসা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। দেশে ইতিমধ্যেই হাহাকার রব উঠিয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ও এপিডেমিক এবং সেনিটারি কমিসনর মহোদয়েরা এখন কি করিতেছেন? তাঁহাদিগকে গৃহের বাহির হইয়া এক বার চারি দিকে চাহিয়া দেখিতে বলুন না; সহজেই এখন এপিডেমিকের কারণ স্থির করিতে পারিবেন। এখন টুরে বাহির হওয়ার পরিশ্রম ও ব্যয় স্বল্প হইতে পারে গাড়ি ঘোড়ার আবশ্যকতা নাই। ঘরের দ্বারে নৌকায় চাপুন, এখনি সমুদয় বঙ্গদেশ জলে জলে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

তাং ১৯ আগষ্ট সন ১৮৬৮ সালে জনাই	একান্ত অনুগত শ্রীরা

মহাশয়! আর রক্ষা নাই! গত ২৫এ জ্যৈষ্ঠ অবধি ৫ ই আষাঢ়ব্যাপী অতি বৃষ্টিতে বিল মাঠ ঘাট সকল সমান ও তৎপরে কেলেঘাই প্রভৃতি নদীর জল একেবারে দেশকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল। যদিও হিজলির একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র উক্ত নদীর হানাসকল কতক পরিমাণে বন্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহা নামমাত্র হইয়াছিল এবং মাঠের জলও তদবস্থায় ছিল। পুনরায় ৩রা এ শ্রাবণের অতিবৃষ্টিতে কেলেঘাইর জল [illegible]ত হইয়া সেই সকল অর্দ্ধবদ্ধ হানাযোগে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্ববৎ দেশকে প্লাবিত করিয়াছে। নৌকাভিন্ন বাটী হইতে এক পদও অগ্রসর হইবার যো নাই গত বারেই অনেক গৃহ ভূমসাৎ হইয়াছিল। যেগুলি জল লাগিয়াও পড়ে নাই এবং যেগুলির দেওয়াল বসিয়া গিয়াছিল, তাহা এবারে জলসাৎ হইয়াছে। লোকে বহু আয়াসসঞ্চিত গৃহ সামগ্রী ও পরিবারবর্গ লইয়া কোথায় গিয়া যে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার উপায় নাই। উচ্চ নীচ প্রায় সকল ভূমিথণ্ডই জলে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রতিবেশীর বাটীতে যাইতে হইলে সন্তরণ অথবা ডোঙ্গা ভিন্ন গতি নাই। অনেকের ঘরে ত অন্ন নাই। যদিও কেহ কেহ অনেক কষ্টে কিছু কিছু ধান্য রক্ষা করিয়া বাঁচিবার উপায় করিয়াছে, তাহারা আবার তরি তরকারি এবং লবণ না পাইয়া শুদ্ধ ভাত খাইয়া দিন যাপন করিতেছে। তৈল তামাকের ত কথাই নাই। পল্লীগ্রামবাসীদিগের বিশেষতঃ কৃষকগণের গরুই একমাত্র জীবনোপায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার অধিকাংশই গত বারে হত হইয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাও এবারে আহারাভাবে মরিতে বসিয়াছে। এক গাছী তৃণ বা এক আটি খড় পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। আবার ভীষণদংষ্ট্র নক্রসকল গো ও মনুষ্যশোণিতের আস্বাদ পাইয়া আপন আপন নৃশংসবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্থানে স্থানে জলোপরি বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ধান্যক্ষেত্রে কোথাও ৫ কোথাও বা ৭ সাত হস্ত জল আপন আপন হিল্লোল ও বেগ বিস্তার করিতেছে। যাহা হউক এক্ষণে এদেশের লোকরক্ষার উপায় কি? ধান্য ত গিয়াছে। এখন প্রাণ লইয়া টানা টানি। এদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারী ও তালুকদারিতে বিভক্ত; তন্নিবন্ধন এদেশের কোন উন্নতিই নাই। আবার ঝড় ও দুর্ভিক্ষে এবং পুনঃ পুনঃ প্লাবনে জমীদারেরাও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। প্রজাদিগের সাহায্য করা দূরে থাকুক, এবারে তাঁহাদিগকেও বা আড়ডার ভাত খাইতে হয়। কয়েকটী পরগণা জলে যেরূপ ডুবিয়া আছে, ইঞ্জিনিয়রেরা দূরে থাকুন, স্বয়ং দেবতা আসিলেও তাহার আর কোন প্রতীকার হইবে না। সেই বাঁধ কাটিয়া না হইলে আর জল শুকাইবে না। জল নির্গমনের পরিষ্কৃত ও প্রয়োজনোপযোগী পথ না থাকাতেই এত অনিষ্ট ঘটিতেছে। অনাথবন্ধু দয়াবান্ রাট্রে সাহেব কাঁথিডিবিজনে না থাকিলে হিজলী অঞ্চলের লোকের ধন প্রাণ রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিত। তিনি আপন সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত দুই জন ডেপুটি কালেক্টর আনাইয়াছেন। চাউল ও ধান্য এবং টাকা সাধ্যমত উপযুক্ত পাত্রে দিয়া প্লাবনাক্রান্তদের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। ধান্যের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এবং কোন স্থানে চাউল কি ধান্যের ইতরবিশেষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান করেন। শুনিলাম তাঁহার সহিত বোর্ড ও কমিসনরের এ বিষয়ের লেখা পড়া চলিতেছে। হিজলির জন্য তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। যদিও তিনি বিবিধ উপায়ে এপর্য্যন্ত এ প্রদেশের রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু বোধ হয় এবারে হতাশ হইয়া পড়িবেন। প্রকৃতির পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বনা হইলে তাহাতে কাহারও হাত নাই। যাহা হউক আমরা তাঁহাকে অমরশী বজরপুর জলামুঠা ও ভুঞ্যামুঠার অবস্থা এক বার দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি দেখিতে পাইবেন কাঁথি অপেক্ষা এ অঞ্চলের অবস্থা এত মন্দ যে, দেখিলে চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতেছে যে, এপ্রদেশের প্রজারক্ষার উপায় কি? খাজানা দেওয়া দূরে থাকুক, প্রজারা এযাত্রা বাঁচিলে জমীদারদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আর ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণেরই বা উপায় কি? জলামুঠাভিন্ন অমরশীপ্রভৃতি চিরবন্দোবস্তী পরগণায় গবর্ণমেণ্ট ত কড়া কড়ি ছাড়িবেন না, ওদিগে জমীদার ও প্রজা উপায় হীন হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে মহাত্মা হার্শেল সাহেবের ন্যায় বর্ত্তমান জেলার কালেক্টরের তাদৃশ মনোযোগ দেখিতেছি না।

বীডন সাহেব ত অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষে অমনোযোগ দিয়া চিরকলঙ্ক ক্রয় করিয়া গিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান কনিষ্ঠ শাসনকর্ত্তা গ্রে সাহেব কি অতিবৃষ্টিহেতু ভাবী দুর্ভিক্ষের নিবারণোপায়াবলম্বনে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন? লোকে অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ আবাদ করিয়াছিল, তাহা ত গেল, আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছে না। ক্রমে হতাশ ও অবসন্ন হইতেছে। এই বেলা ইহার উপায় না করিলে শেষে বিপদ ঘটিবে।

বাল্যগোবিন্দপুর ৪ ঠা ভাদ্র	অনুগত শ্রীউঃ—

বেহাগ রাগে কোন সুর বাদী।

বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ। সম্প্রতি পটোলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস মিত্র ও জোড়াসাঁকো হালসাকিন রামবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের মধ্যে বেহাগ উপরাগের কোন সুর বাদী, অর্থাৎ প্রধান সুর এই প্রস্তাবে, বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে মিত্র বাবু গান্ধার ও মুখোপাধ্যায় বাবু নিষাদকে প্রধান সুর বলিয়া তর্ক বিতর্ক করেন; কিন্তু কোন মীমাংসা না হওয়াতে তাঁহারা উভয়েই সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাবু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সঙ্গীতবিদ্যাব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত দ্বোয়াল প্রসাদ দীক্ষিৎ মহাশয়দিগকে শালিসী নিযুক্ত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি উক্ত মহোদয়গণসমীপে প্রস্তাবের মীমাংসার্থ নিবেদন করাতে তাঁহারা বহুবিধ প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়াছেন। তাহাতে বেহাগ উপরাগের বাদী অর্থাৎ প্রধান সুর গান্ধার সিদ্ধান্ত হইল। সঙ্গীতপ্রিয় সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ আমি উক্ত মীমাংসাপত্র মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আপনকার দেশবিখ্যাত পত্রিকাতে প্রচার করিলে চিরবাধিত হইব।

কলিকাতা ৬ ই ভাদ্র ১২৭৫। | নিতান্তানুগত। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাং বাগবাজার।

—:•:—

"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং।"
ইতি মহাভারতং।

প্রশ্ন। বেহাগ রাগে কোন সুর বাদী?

উত্তর। পক্ষপাতশূন্য হইয়া লিখিতে গেলে গান্ধার সুরকেই বেহাগ উপরাগের যথার্থ বাদী সুর বলিতে হইবে। কারণ সংস্কৃতশাস্ত্রে লিখিত আছে বাদী, সংবাদী অনুবাদী, বিবাদী চেতি।

"স্বামিবদ্বদনাদ্বাদী স রাগ প্রতিপাদকঃ।
বাদিনা সহ সংবাদাৎ সংবাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ।
মুখে তস্যানুবদনাদনুবাদী চ ভৃত্যবৎ।
তথা বিবাদাৎতেনৈব বিবাদী বৈরিবল্লবেৎ।"

অস্যার্থঃ। যে সুর অন্যান্য সুর অপেক্ষা কোন রাগে প্রধান অর্থাৎ স্বামিবৎ আবশ্যক তাহার নাম বাদী। রাগে মন্ত্রিবৎ যে সুর ব্যবহার হয়, তাহার নাম সম্বাদী সম্বাদী। পরে অবশিষ্ট যে সুর সচরাচর ব্যবহার হয় তাহার নাম অনুবাদী, রাগভ্রষ্টকর সুরের নাম বিবাদী। এসিয়াটিক, রিসার্চেস তৃতীয় বালমে সর উইলিয়ম জোন্স সাহেব হিন্দু সঙ্গীতবিষয়ক প্রস্তাব যাহা সোমেশ্বর প্রণীত রাগবিবোধ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও বাদী বিবাদীর বিষয় উপরি লিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্থের পোষকতা দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকর নামক গ্রন্থে লেখা আছে।

রাগাদৌ স্থাপিতোযস্তু স গ্রহস্বরউচ্যতে
ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়োযস্তু রাগসমাপকঃ।
বহুলংযঃ প্রয়োগেষু স অংশস্বরউচ্যতে।

অস্যার্থঃ। কোন রাগারম্ভে যে সুর ব্যবহার হয় তাহার নাম গ্রহ। রাগের বিশ্রামক যে সুর তাহার নাম ন্যাস, আর যে সুর কোন রাগের মধ্যে বহুল প্রয়োগ হয় তাহার নাম অংশ। এসিয়াটিক রিসার্চেস নবম বালমে জে, ডি, প্যাটরসন সাহেব হিন্দুসঙ্গীতবিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহাতে গ্রহ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় উপরি লিখিত সংস্কৃত শ্লোকার্থের বিশেষ সমতা দেখা যায়। (১) প্যাটরসন্ সাহেবের প্রস্তাবে বাদী এবং অংশ এই উভয় শব্দই একার্থবোধক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, রত্নাবলীর মতে রাগের মধ্যে যে সুর স্বামী অর্থাৎ প্রধান বলিয়া গণ্য তাহাকেই বাদী বলে এবং রত্নাকরকর্ত্তার মতে যে সুর রাগমধ্যে বহু প্রয়োগ হয় অর্থাৎ যে সুর সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম অংশ; সুতরাং যে সুরের প্রাধান্য আছে সেই সুরই বহু প্রয়োগ অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বহু প্রয়োগ না হইলে কোন সুর প্রধান বলিয়া গণ্য হয় না; প্রাধান্য থাকিতে গেলেই সেই সুরের বহুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন রাগিণী কেদারী এবং মালকোশ রাগ এই দুইয়েতেই মধ্যম সুরের প্রাধান্যপ্রযুক্ত উভয় রাগ রাগিণীতে মধ্যম সুরের বহুপ্রয়োগ হইয়া থাকে; মধ্যমের বহু প্রয়োগ না হইলে কেদারী অথবা মালকোশ ইত্যাদির রূপ সংস্থাপন করা কঠিন এই কারণ বশতঃ মধ্যমকে রাগিণী কেদারী ও মালকোশ রাগ ইত্যাদির বাদী অথবা অংশ (১) বলিয়া বিজ্ঞেরা ব্যবহার করেন। তাহা হইলে প্যাটরসন সাহেবের প্রস্তাবে বাদী এবং অংশ এই উভয় শব্দই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া আমরাও অযথাজ্ঞান করি না।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, বেহাগ উপরাগে কোন সুর প্রধান অর্থাৎ বেহাগে কোন সুরের বহুল প্রয়োগ হয়। বেহাগ উপরাগ আলাপ করিতে গেলে গান্ধারের যত ব্যবহার নিষাদের তত ব্যবহার নাই। যদি কেহ বলেন, গান্ধার অপেক্ষা নিষাদের ব্যবহার অধিক, তাহার সদুত্তর এই, প্রথমতঃ নিষাদের স্বতঃসিদ্ধত্ব বেহাগে বড় অধিক দেখা যায় না, যখন নিষাদের প্রয়োজন হয় তখনই ষড়্জযোগে তাহা ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সুরের স্বামিত্ব আছে অর্থাৎ বাদী সুর সে অন্য সুরের সাহায্যে কি প্রকাশ পায়? কখনই নহে, সে সর্ব্বদাই স্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাধ্যাপক বীণকর ৺ লছমীপ্রসাদ (ওস্তাদজীর) নিকট আমাদের বেহাগ উপরাগের ক্রিয়া যেরূপ শিক্ষা এবং তজ্জ্যেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় সঙ্গীতবিৎ শ্রীযুক্ত সারদাসহায় ওস্তাদজী মহাশয়কে ও অপরাপর সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ মহাশয়দিগকে বেহাগ বাজাইতে যে প্রকার দেখা যায় তাহাতে স্পষ্ট লক্ষিত হয়, বেহাগের প্রথম আরম্ভ ষড়্জযোগে নিষাদ অথবা শুদ্ধ নিষাদ হইতে হইয়া থাকে। নিষাদ হইতে বেহাগের আরম্ভ জন্য পূর্ব্বলিখিত সঙ্গীতগ্রন্থমতে নিষাদকে গ্রহস্বর

(১) যস্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং বাদ্যাংশোপি উপোত্তম। ইতি সঙ্গীতনারায়ণে।

(১) অনল্পত্বং প্রধানত্বং অংশোজীবতরঃ স্বরঃ। ইতি সোমেশ্বরঃ।

বলা কর্ত্তব্য, যেহেতু রত্নাকরকর্ত্তা বলেন।
"রাগাদৌ স্থাপিতোযস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে।"

অস্যার্থঃ রাগের আদিতে যে স্বরের ব্যবহার হয় তাহার নাম গ্রহস্বর, গ্রহস্বর এবং বাদী স্বর এই উভয় একার্থপ্রতিপাদক নহে, বাদী স্বর এবং অ শস্বর এক বলিয়া শাস্ত্রকারেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তবে নিষাদের বাদিত্ব কোথায়? যদি কেহ নিষাদের গ্রহত্ব অস্বীকারে বাদিরূপেই গণ্য করেন, তবে শাস্ত্রোক্ত যুক্তিদ্বারা বেহাগের গ্রহস্বর কোন্‌টী তাহা প্রতিপন্ন করুন।

তৃতীয়তঃ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতগ্রন্থকার ভরত এবং অন্যান্য সঙ্গীতকর্ত্তারা রাগের লক্ষণ নিরূপণে করিয়াছেন, যে ধ্বনিবিশেষ দ্বারা লোকের চিত্তরঞ্জন হয় তাহাকেই রাগ কহে। ফলতঃ কার্য্যেতেও দেখা যাইতেছে, রাগাদির মিষ্টতা হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। সামান্যতঃ বীণা অথবা সেতার যন্ত্রে কোন উত্তম বাদক কর্ত্তৃক একবার নিখাদ চিকারি অপর বার গান্ধার চীকারিযোগে বেহাগ বাদিত হইলে বিজ্ঞেরা সকলেই বুঝিবেন, গান্ধার বাদী এবং প্রাধান্যহেতু গন্ধারের টিকারিই মিষ্ট লাগিবে, নিষাদের টিকারি আমরা বোধ করি গান্ধার অপেক্ষা কখনই সুশ্রাব্য হইবে না; তবে গান্ধারব্যতীত নিষাদের বাদিত্ব কিরূপে স্বীকার করিব? যদি নিষাদের বাদিত্বরূপ ক্ষমতা থাকিত, তবে গান্ধারের পরিবর্ত্তে নিষাদের প্রাধান্য এবং তদযোগে বেহাগ সুশ্রাব্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যখন রাগিণী কেদারীর ঝারা অথবা ছেড় বাজান যায়, তখন জান অথবা বাদী মধ্যম সুরবশতঃ সুশ্রাব্যের নিমিত্ত চিকারিও মধ্যম করিয়া লওয়া ব্যবহার আছে; কিন্তু কেদারীপ্রভৃতিতে গান্ধার কিম্বা ধৈবত সুর যদ্যপি চিকারি করিয়া বাঁধা যায় তাহা হইলে শ্রুতি কঠোর বোধ হইবে সন্দেহ নাই। চিকারি পঞ্চম করিলেও কেদারিতে মধ্যমের ন্যায় তত সুমিষ্ট হইবে না। যে হেতু কেদারী রাগিণীর মধ্যম সুরই বাদী, বেহাগসম্বন্ধেও গান্ধারের যোগ সেই রূপ জ্ঞান করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ ভরত বলেন।
"বাদিস্বরসমাযোগে আস্থায়ী প্রতিপদ্যতে।
যস্য প্রয়োগবাহুল্যং স বাদী চাভিধীয়তে।"

অস্যার্থঃ। বাদিস্বরযোগে আস্থায়ীটী প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য এবং যে সুর বহুল ব্যবহার হয় তাহারই নাম বাদী। উপরি লিখিত শ্লোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদী সুর সর্ব্বত্র ব্যবহার্য্য। বিশেষতঃ আস্থায়ীতে অতি প্রয়োজনীয়। যদ্যপি নিষাদ একেবারেই পরিত্যাগপূর্ব্বক ষড়জ হইতে উত্থাপনপূর্ব্বক গান্ধার মধ্যম এবং পঞ্চম যোগে বেহাগের আস্থায়ী সম্পন্ন করা যায় তাহা হইলে কি বেহাগের রূপ সাধারণের বোধগম্য হইবে না? বোধ করি অবশ্যই হইবে, কিন্তু যদি ষড়্‌জযোগে নিষাদ অথবা কেবল নিষাদ হইতে উত্থাপন করিয়া গান্ধার একেবারে পরিত্যাগে মধ্যম এবং পঞ্চম যোগে ঐ রাগের আস্থায়ী বাজান যায়, তবে সেই আস্থায়ী কি বিজ্ঞেরা বেহাগের আস্থায়ী বলিয়া বুঝিতে পারিবেন? কখনই নয়। ইহাতেই সঙ্গীতনিপুণ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, বেহাগে গান্ধারের বাদিত্ব কি নিষাদের বাদিত্ব। নিষাদপরিত্যাগে বেহাগের আস্থায়ী এবং রূপসংস্থাপন অনায়াসসাধ্য; কিন্তু গান্ধার পরিত্যাগ করিলে তাহা কোন ক্রমেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আস্থায়ীটী রাগের মুখবন্ধরূপ (১) যদি প্রথমেই শুনিবামাত্র নিষাদ ব্যতীত প্রকৃত রাগটী বোধ হইয়া যায়, তবে আর বাকী কি? সুতরাং গান্ধারকেই বেহাগের বাদী সুর বলা অবশ্যই কর্ত্তব্য। যদি কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন, তবে উপরিউক্ত প্রমাণাদি খণ্ডাইয়া নিষাদের বাদিত্ব সপ্রমাণ করুন।

পাথুরিয়াঘাটা
২৬ এ শ্রাবণ
১২৭৫ সাল

স্বাক্ষরকারী।
শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর
শ্রীজোয়ালাপ্রসাদ দীচ্ছিৎ

নকল।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:•:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর শান্ন্যাল কুলবাড়িয়া
১২৭৫ ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক ৩৫০

(১) যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থায়্যতে হি সঃ। সঙ্গীতদর্পণে।

" " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাতক্ষীরা
১২৭৫ ভাদ্র হইতে মাঘ ৭
" " বাণীকান্ত মজুমদার ওসমানপুর
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩
" " জ্ঞানানন্দ মিত্র মুলতান
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জানুয়ারি ৭
" " হারাধন কবিরাজ কলিকাতা ৫॥
" " রামগোপাল ঘোষ গোবিন্দপুর ৫॥

—:•:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৫০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

—৩৩৭—

১০ ম ভাগ। ৪৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২৩ এ ভাদ্র। ১৮৬৮। ৭ ই সেপ্টেম্বর | মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

	সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ	
এ ৫৮	৮২৬২৮	১০০	অর্দ্ধ নোট	
এ ৫৭	৮৯৫৪৪	৫০	ঐ	
এ ৫১	৩৫২৯০	২০	ঐ	
এ ২৬	১০২৯৬	২০	ঐ	
এ ৫২	৪৬৪৫১	২০	ঐ	
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	ঐ	
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	ঐ	
এ ৪৩	৯৯৬৬২	২০	ঐ	
বি ২২	০১৭৫৫	২০	ঐ	ভিজিগাপেটাম নোট স
বি ২২	০১৭৫৪	২০	ঐ	
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	ঐ	
এ ৪৯	০৩৪৩১	১০	ঐ	
এ ৪৯	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ	
এ ৪৯	৪৮৭২৯	১০	অর্দ্ধ নোট	
এ ৫০	১৩৮৫৫	১০	ঐ	
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	ঐ	
এ ৪২	০৮২৬৯	১০	ঐ	
এ ১৯	৩৫৪০১	১০	ঐ	
এ ১৯	৪৮৮৪২	১০	ঐ	
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	ঐ	
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০৩	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০১	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০২	১০	ঐ	
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	ঐ	
এ ৫৮	৮৯০০৭	১০০		
এ ৫৮	৮৪৮৬৯	১০০		

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ. ম্যাগোয়ান

পোষ্ট মাষ্টার।

বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সম্প্রতি অনওয়ার্ড, ষ্টার অব স্কোসিয়া ওয়ারউইক এবং ব্রিটিশপ্রিন্স জাহাজে ঔষধ সকল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে উক্ত কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে যেসকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে তাহার ইন ভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহরষ্ট ষ্ট্রীট ২৩ নং ভবন মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধসকল পরিমিত মূল্যে খুজরা বা এককালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা ১৮ই আগষ্ট ১৮৬৮।

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, হাবড়া হইতে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন ষ্টেসনে তাম্র ও দস্তা লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে বিশেষ ভাড়ার নিয়ম আছে, আগামী ১ লা অক্টোবর অবধি তাহা রহিত হইয়া সকল ষ্টেসনে পূর্ব্বতন ভাড়া প্রচলিত হইবে।

তাম্র	৩ য় শ্রেণী
দস্তা	২ য় ঐ

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৭ ই আগষ্ট। } সিলিকটিফেক্সন এজেন্সি বোর্ড ২০০৯৭

—:০:—

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যান হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবাজার, পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বাগ্‌বাজার।

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোর্সের নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, ট্রেনিং আকাডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার এইচ, দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা।

হেমন্তকুমারী।

হেমন্তকুমারীনামক এক খানি নাটক অনৈক ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া নড়াইলের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়কে উপহার প্রদান করিয়াছেন, তাহা মুদ্রিত হইতেছে. স্বাক্ষরকারীর জন্য ।০ আনা, বিনা স্বাক্ষর কারীর জন্য ।৵ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, স্বাক্ষরকারী শ্রেণীভুক্ত হইতে যাঁহারা বাসনা করেন তাঁহারা

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিবেন।
কলিকাতা } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
নর্ম্মাল স্কুল।

—:০:—

কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যাদর্শ, কাব্যচন্দ্রিকা, এবং দশরূপকপ্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সমুদায় গ্রহণ করিয়া "লক্ষণ মালা" নামে এক খানি সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ কলিকাতা পটোলডাঙ্গায় বাড়্যাদর্শ কোং নিকট এবং ঢাকা নন্দকুমার গুহ ও কে. সি, রায়দাসের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

১৫ ই আগষ্ট। } প্রকাশক
১৮৬৮। } শ্রীগোবিন্দচন্দ্রচক্রবর্ত্তী

——:০:——

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ✓৹ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ✓১৹ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ ১॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাগদা ৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮
শ্রীমন্ত্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সেন্দুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লকের এখানে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত ২৬
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩
কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপাল ভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১
চন্দ্রহংস, জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত ১
ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্ণয় ১॥
নীলাঞ্জন কাব্য ৸
পুরঞ্জন কাব্য ৸
মন্দাকিনী কাব্য ১
অভিমন্যু বধ নাটক ॥৶
চন্দ্রশেখর বিলাপ ৸
রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য ১
কৌরববিয়োগ নাটক ২
সিভিল গাইড মার্সমেন সাহেব কৃত ২০
পদ্মগন্ধা উপাখ্যান ৸
সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ৩৸
পিশাচোদ্ধার ১
নীতিপ্রভা ॥
এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত ৩
ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫
ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭
নীতিশিক্ষা ৸
অনবর শোহেলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য ১॥
কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২
মনতত্ত্বসারসংগ্রহ ১
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১
ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক ১
চরিতমঞ্জরী ১
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ২৫

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য ৷৷৹।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা,
আমরক্ত, মূল্য চারি
আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে ঠনঠনিয়ার সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিওপেথিক ফারমেসীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষর কারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

ঐ ৫৮ ৮৯০০৭ নং ১০০ টাকার
ঐ ১৮ ৮৪৮৬৯ নং ১০০ ঐ

ডবলিউ, এইচ, মাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

——

গদ্য সংগ্রহ।

অল্পপাঠী ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী কোন সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থ না থাকায়, সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের আদেশানুসারে উক্ত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে কতকগুলি নীতিগর্ভ গল্প সঙ্কলন করিয়া "গদ্যসংগ্রহ" নামক এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পটোলডাঙ্গা ৮৬ নং আমাদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

বাড়্যাদর্শ এবং কোং

—:০:—

সাবিত্রীচরিত
কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:০:—

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা।"

অর্থাৎ।

ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতার, বেহালা, এসরাজ, বংশী, হার্ম্মোনিয়ম ও গান প্রভৃতি শিখিবার সহজ উপায়, মূল্য ৩ তিন টাকা। লালদীঘীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দে কোম্পানির ও ... নিয়াস্থ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

কলিকাতা। ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পটোলডাঙ্গা পোটোটোলা লেন।

—:০:—

৯ ই ভাদ্র ও ১৬ ই তারিখের সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপনের লিখিত দেওয়ানী কার্য্যবিধান গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ ৩০ এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ৩০ এ কার্ত্তিক প্রচারিত হইবে। সমুদায় পুস্তকের মূল্য ডাকমাসুল ব্যতীত ১০ টাকা। প্রথম ভাগের মূল্য ডাকমাসুলসহ ৪৷০ অপর দুই ভাগের মূল্য ৬৷০ টাকা; কিন্তু যাঁহারা ডাকমাসুলসহ ৮৷৷০ টাকা অগ্রিম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্পণ পাঠাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠাইলেই হইবে।

—:০:—

কলিকাতার মানবিক মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (উত্তম বাঁধাই) মূল্য ২ টাকা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসের ২৫ এ হইতে ৩১ এ পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী সকলের সর্ব্বকনিষ্ঠ জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকনিষ্ঠ জল ফুট	ইঞ্চ
নদী মাথাভাঙ্গা।		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৪৩	৯
মহানায়	২৭	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৬২ মাইল	১৯	৬
হাট বোয়ালিয়া হইতে আন্দুলকাদিয়া	২৩	৯
আন্দুলকাদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	২৩	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী পর্য্যন্ত ৩৪ মাইল	২৭	৯
ভাগীরথী নদী।		
মহানার উপর	২৫	৩
মহানায়	১৮	৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০	
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল মধ্যে	১৭	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে		৬
জলঙ্গী নদী।		
মহানায়		৬
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল		
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	১২	১
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল	২১	১

সন ১৮৬৮ সেপ্টেম্বর মাসের ৩ রা তারিখে বহরমপুর গঙ্গা ঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
১০	৮

বহরমপুর ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। শ্রীযুক্ত টি, জেমস্ উইকস্ সি, ই একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

আমাদিগের নদীয়াস্থিত মিসনরি বান্ধব আমাদিগকে যে দ্বিতীয়পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। এ বিষয়ে আমাদিগের যে কিছু বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে, আগামী বারে তাহা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

—:০:—

বহুজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যে উপেক্ষা করিলে কেবল যে আপনার অনাশ্রবতা দোষ ঘটনা হয় এরূপ নয়, ইষ্টানিষ্টেরও বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র অনুমান করেন, এদেশে রেলওয়ে হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দররূপে জলনির্গম হয় না; সুতরাং গ্রামগুলি ক্রমে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে, উহাই বঙ্গদেশের মারীভয়ের প্রধান কারণ। রাজপুরুষেরা বাঙ্গালির কথা বলিয়া হউক, রেলওয়ের ব্যয় বৃদ্ধির শঙ্কাতেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হউক, এ বাক্যে আস্থা করিতেছেন না; কিন্তু এ বাক্য যে উপেক্ষণীয় নয়, আমরা মধ্যে মধ্যে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের শেষে যে বর্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহা উহার একটী দৃষ্টান্ত আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপনীত করিয়াছে। শিয়ালদহের ষ্টেসন হইতে শোণাপুর দিয়া মাতলার দিগে যে রেলের পথ গিয়াছে, তাহার দুই ধারে ধান্য জন্মিয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের অতিবৃষ্টিতে উভয়দিগেরই ধান্য জলমগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু দৃষ্ট হইল, রাস্তার উত্তরধারের জল শীঘ্র নির্গত হইয়া খালে গিয়া পড়িল, তাহাতে ধান্যের অল্প মাত্র অনিষ্ট হইল; কিন্তু দক্ষিণ ধারের জল নিঃসৃত হইতে বহুবিলম্ব হইল, ধান্য পচিয়া গেল। যখন এরূপ হইল, তখন জল বসিয়া ক্রমে গ্রামকে যে আর্দ্র ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে, তাহা বিচিত্র নহে। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই রেলের রাস্তার মধ্যে মধ্যে যে সেতু আছে, তাহার পরিমাণ, সংখ্যা ও অবসরাদি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক।

বিদ্যাশিক্ষার্থ কর।

শিক্ষাসংক্রান্ত কর করা বিধেয় কি না, ইহার বিবেচনার্থ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে যে সভা হইবার কথা ছিল, গত ২ রা সেপ্টেম্বর বুধবার তাহা হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ জমীদারই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবু রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি হয়।

প্রথম প্রস্তাব, সভা বলেন, এক্ষণে

সাহায্যদানের যে প্রণালী আছে, তাঁহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বলপূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিয়া শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করা ন্যায়ানুগত নহে। দ্বিতীয়, শিক্ষা ও রাস্তার নিমিত্ত কর করিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে অঙ্গীকার আছে, তাহার ভঙ্গ হইবে। তৃতীয়, বঙ্গদেশের জমীদার ও কৃতবিদ্যগণ সাম্রাজ্যের অন্য অন্য অংশের জমীদার ও কৃতবিদ্য অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহদানে শ্লথাদর, এটী প্রামাণিক বাক্য নহে। চতুর্থ, রাস্তাপ্রভৃতির উন্নতিসাধন করা সভ্য গবর্ণমেণ্টমাত্রের কর্ত্তব্য, এ নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর করা বিধেয় নয়।

দুঃখের বিষয় আমরা উপরে সভার কৃত যে কয়টী প্রস্তাবের উল্লেখ করিলাম, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, আমাদিগের গবর্ণর জেনরল ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব যে সৎ উদ্দেশ্যের বশম্বদ হইয়া সভার নিকটে শিক্ষাসংক্রান্ত করের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, সভা তৎসম্পাদনে যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন নাই, কেবল আপনার স্বার্থপরতার পরিচয় প্রদান ও অনৌদার্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষকেরা জমীদারদিগের সন্তানতুল্য। অন্যের বলিবার পূর্ব্বে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের শিক্ষার সদুপায় করা জমীদারদিগেরই কর্ত্তব্য। ক্ষোভের বিষয় এই, তাঁহারা ভ্রম ও অনৌদার্য নিবন্ধন সেই কর্ত্তব্যের অন্যথাচরণ করিলেন। তাঁহাদিগের ভ্রম এই, তাঁহারা ভাবিতেছেন, কৃষকেরা কৃতবিদ্য হইলে তাঁহাদিগের স্বার্থের ব্যাঘাত জন্মিবে; কিন্তু তাঁহারা শুচি মনে যদি চিন্তা করিয়া দেখেন, দেখিতে পাইবেন, সন্তান মূর্খ হইলে পিতার যে কষ্ট হয়, প্রজা মূর্খ হইলে জমীদার ও রাজা উভয়েরই সেই কষ্ট। তবে তাঁহারা বলিবেন, গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্যদান প্রণালী আছে, তাহাতেই কৃষকদিগের শিক্ষা হইবে; কিন্তু দেখা যাইতেছে, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না; হইবার সম্ভাবনাও নাই। কৃষকদিগের কথা দূরে থাকুক, এ প্রণালীতে অনেক ভদ্রবংশীয় দরিদ্র সন্তানেরও শিক্ষা হইতেছে না। সুতরাং কৃষকদিগের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র শিক্ষাপ্রণালীর প্রয়োজন হইতেছে। সেই প্রণালীর সদুপায় করা জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই তুল্য কর্ত্তব্য।

আমাদিগের গবর্ণর জেনরল যে বলেন "বিদ্যাদান করিবার বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন অঙ্গীকার করেন নাই এবং তাহা করিতেও বাধিত নহেন" কোন ব্যক্তি এ অনুদার বাক্যেরও অনুমোদন করিবেন না। যাবতীয় রাজ্যের স্থায়িতা ও উন্নতি প্রজার বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধিনী। অতএব গবর্ণমেণ্টের কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এক কথা আছে গবর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন, কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ টাকা তাঁহারা কোথায় পাইবেন? বঙ্গদেশে যেমন টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তেমন স্থানীয় স্বতন্ত্র আয়ব্যয়প্রণালী না থাকাতে ঐ উদ্বৃত্ত টাকা অন্যত্র ব্যয় হইয়া যায়। অতএব যত দিন স্বতন্ত্র আয়ব্যয়প্রণালী ও যাবতীয় দেশীয় ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া সচ্ছল না হইতেছে, তাবৎ কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়সংগ্রহের একটী উপায় করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, শিক্ষাকর করিয়া জমীদারদিগের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা পাইলে সে ভার কৃষকদিগের স্কন্ধেই নিক্ষিপ্ত হইবে, লাভের মধ্যে ইহা জমীদারদিগের একটী উপার্জ্জনের ও অত্যাচারের পথ হইয়া উঠিবে। এতদ্ভিন্ন এই একটী কথা আছে, যাবৎ কৃষকদিগের অন্নসংস্থান হইয়া সচ্ছল না হইবে, তাবৎ যে কোনপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত কর, কৃষকদিগের শিক্ষালাভের সুবিধা হইবে না; তাহারা কোনরূপেই নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে শক্ত হইবে না। অতএব জমীদারকে মধ্যে রাখিয়া কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হউক এবং তাহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের এরূপ ব্যবস্থা করা হউক যে, তাহারা জমীদারদিগের প্রাপ্য সঙ্গতমত খাজনা জমীদারদিগকে এবং আপনাদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টকে কিছু কিছু দেয়।

সীমার উপদ্রব ও গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, "স্থানীয় (পঞ্জাবের) কর্ত্তৃপক্ষ সীমার নিকটে ২০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম, প্রধান সেনাপতি ও কৌন্সিলের সৈনিক সভ্য সর হেনরি ডুরাণ্ড ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। সীতানার যুদ্ধে যত সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহার চতুর্গুণ সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।" পঞ্জাবের উত্তর পশ্চিম সীমার নিকটে যেসকল পাঠান জাতি আছে, তাহারা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করে। সম্প্রতি হাজরার পাঠানেরা ব্রিটিশ সীমায় প্রবেশ করিয়া একটী থানা আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কোন সংবাদই প্রকাশ করেন না। মধ্যে মধ্যে পঞ্জাবের সংবাদপত্রসমূহে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৮ অব্দ অবধি সীমার নিকটে এইপ্রকার গোলযোগ চলিতেছে। বিস্তর সৈন্য সর্ব্বদা এই স্থানে থাকে। নিকলসনপ্রভৃতি সেনানায়কেরা এইসকল সৈন্যের

অধিনায়কতা করিয়াছেন। পাঠানেরা যখন যেমন দৌরাত্ম্য করে, পঞ্জাবের সৈন্যগণ অমনি তাহাদিগের গ্রাম দগ্ধ ও বিস্তর লোককে বধ করে; তথাপি শান্তি হইতেছে না। বিংশতিবৎসরপর্য্যন্ত দৌরাত্ম্য, বৈরনির্য্যাতন ও বলপ্রকাশ চলিয়া আসিতেছে; এত দিনেও যখন পাঠানদিগের চৈতন্যোদয় হইল না, তখন আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজনীতির পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। বিংশতি বৎসর অল্প সময় নহে, এত দিনে এত দণ্ডেও যখন দৌরাত্ম্য কমিতেছে না, তখন উপায়ান্তর গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সে উপায় কি? তাহা নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে একদল স্বতন্ত্র সৈন্য রাখা হইয়াছে, তাহা হইতে উপকার অথবা অপকার হইতেছে, তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে অবস্থায় সর হেনরি লরেন্স এই পৃথক সৈন্যদলের সৃষ্টি করেন, তাহা আর নাই। মধ্য কালের ইউরোপীয় বারনগণের পরস্পর যে সম্বন্ধ ছিল, রাজপুতনার ঠাকুর ও অযোধ্যার তালুকদারদিগের পরস্পর যে সম্বন্ধ হইয়াছে, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্যদিগের সেই সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধে পরাজয় করিয়া গ্রাম দগ্ধ করা দণ্ড বটে; কিন্তু পাঠানেরা বহুকাল অবধি এই দণ্ড দেখিয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহা তাহাদিগের পক্ষে সামান্য বোধ হয়। এইমাত্র দোষ নয়। উল্লিখিত সৈন্যগণের সহিত বন্যদিগের একপ্রকার প্রতিযোগিতা হইয়া উঠিয়াছে। বন্যেরা অবসর পাই লেই বৈরনির্য্যাতন করে, সুতরাং সৈন্যেরা যে দণ্ড দেয়, বন্যেরা তাহা বৈরসাধন জ্ঞান করে। যখন কোন প্রভাবশালী গবর্ণমেণ্ট দৌরাত্ম্যকারী শত্রুকে দণ্ড দেন, তাহা বিচারকর্ত্তার দণ্ডের ন্যায় মনে করে, সেই দণ্ডের সঞ্চার করিয়া দেয়; কিন্তু পঞ্জাবের স্থানীয় সৈন্যগণ যে দণ্ড দেয়, তাহাতে তাহা হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বন্যদিগের অপেক্ষা কেবল বলে নয়, ভদ্রতা ও ধর্ম্মনীতিসম্বন্ধেও যে সহস্র গুণে প্রধান, বন্যদিগের যত দিন এ সংস্কার না জন্মিতেছে, তত দিন যত দণ্ড দাওনা কেন, কিছুতেই তাহাদিগের দৌরাত্ম্য দূর হইবে না। পঞ্জাবের স্থানীয় সৈন্যগণ হইতে ঐ সংস্কারের উদয় হইবার সম্ভাব না নাই। আর এক কথা এই, পঞ্জাবের কর্ত্তৃপক্ষের এই সংস্কার আছে, মধ্যে মধ্যে সহস্র সহস্র সৈন্য একত্রিত করিয়া বলপ্রদর্শন করিলে বন্যগণ ভীত হইবে। সে সময়ে তাহারা ভীত হইতে পারে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ভয় স্থায়ী হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কত বল তাহা তাহারা জানে, পর্ব্বতভিন্ন অন্যত্র তাহারা কখনই সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসী হয় না। তাহারা এটী যেমন জানে ইহাও তেমনি জানে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা ২০,০০০ সৈন্য একত্রিত করিয়া রাখিতে পারেন না এবং যত দিন তাহাদিগের পর্ব্বত থাকিবে, তত দিন তাহারা নিরাপদে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, উহাদিগের দেশ আত্মসাৎ করা। বর্ত্তমান অবস্থায় এটী করা অতিশয় অবিবেচনার কাজ হইবে। রুশীয়েরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এ সময়ে আফগানদিগের সহিত সুহৃদ্ভাবই কর্ত্তব্য। তাহারা যদি জানিতে পারে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের স্বাধীনতাহরণে উদ্যত হইয়াছেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ রুশীয়ার অনুগত হইবার চেষ্টা পাইবে। তাহারা যে রুশীয়ার অধীনতা স্বীকার করিবে, তাহার বিশেষ কারণ এই, আফগান ও পাঠানেরা স্বভাবতঃ লুঠ ভাল বাসে। ভারতবর্ষকে তাহারা বরাবর লুণ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষ নিকটে আছে। লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানকে আফগানেরা স্বর্ণপরিপূর্ণ জ্ঞান করে। অতএব রুশীয়া আপনার ক্ষমতা স্থাপিত করিয়া এই লুঠের লোভ প্রদর্শন করিলেই আফগান ও পাঠানেরা মোহিত হইবে। ইংলণ্ডের ন্যায় রুশীয়াও পরাজিত জাতির মধ্য হইতে সৈন সংগ্রহ করিতেছেন। এ দেশের সিপাহীরা পাঠান ও তাতার সৈন্যদিগকে ভয় করে। এক্ষণেই ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণ সেই সেকেলে বন্দুক লইয়া পাঠানদিগের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জিজ্ঞালের নিকটে যাইতে সাহসী হয় না; যখন রুশীয়ার সেনাপতিগণ ঐ সৈন্যদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রসহ রণক্ষেত্রে আনয়ন করিবেন, তখন কি আফগান ও পাঠানেরা সমধিক উৎসাহসহকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিবে না?

তবে কি কর্ত্তব্য? আমীর সিয়ারআলি সিংহাসনস্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়া পাঠানদিগকে তাঁহার অধীন করিয়া দিবার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। সিয়ার আলি সপক্ষ থাকিলে রুশীয়েরা কখন হিরাটের এ দিকে আসিতে সাহসী হইবে না। এই সীমাস্থিত দৌরাত্ম্যেরও ক্রমে লোপ হইবে। সিয়ারআলি স্বয়ংই সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

—:০:—

শ্যামনগরের দুর্ঘটনাসংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে শ্যামনগরের দুর্ঘটনাসংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা যে শঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। কমিটি যথোচিত অনুসন্ধান ও সাক্ষীদিগের রীতিমত জবানবন্দী গ্রহণ করেন নাই। রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের অনেকের নিকট হইতে লিখিত প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্দেশীয়

সাক্ষীদিগের কেহ কেহ কুষ্টিয়াতে মৃত দেহ লইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু কমিটি তাঁহাদিগের কথায় বিশ্বাস করেন নাই। এ সম্বন্ধে কাহাকেও একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনা ও লেখা হইয়াছে, এই মাত্র। গবর্ণমেণ্টের পুলিষ কর্ম্মচারীরা ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে পান নাই বলিয়াছেন; কিন্তু রেলওয়ে পুলিসের অধ্যক্ষ সে বাক্য অস্বীকার করাতে কমিটি তাঁহার কথাই প্রমাণ করিয়াছেন। ইউরোপীয় সাক্ষীদিগের কাহার প্রতি একটীও জেরা করা হয় নাই; অথচ তাঁহাদিগের বাক্যের পূর্ব্বাপর বিলক্ষণ বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে কি কারণে এদেশীয় সমাজমধ্যে তুমুল আন্দোলন হয়, কমিটি তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিস্ময়সহকারে কহিয়াছেন, কতকগুলি কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয় কি জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের প্রদত্ত সাক্ষ্য কিসে মিথ্যা হইল, তাহার কারণ নির্দ্দেশিত হয় নাই। কুষ্টিয়া হইতে শ্যামনগর পর্য্যন্ত ২৪ খানি শকট আইসে; কমিটি রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগের এক প্রেরিত তালিকার উপরে নির্ভর করিয়া তাহাতে ২৭২ জনমাত্র আরোহী ছিল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক ষ্টেসন মাষ্টারকে আহ্বান করিয়া জবানবন্দী গ্রহণ করা যে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা করা হয় নাই। প্রস্তাবিত রিপোর্টের যে এইপ্রকার পরিণাম হইবে, আমরা প্রারম্ভেই তাহা অনুমান করিয়াছিলাম। অতএব ইহাতে আমাদিগের বিস্ময় জন্মিতেছে না।

—১০১—

৺ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

বঙ্গদেশ আর একটী উপযুক্ত লোক হারা হইলেন। গত ১৫ ই ভাদ্র রবিবার বেলা ১০ টার সময়ে প্রসিদ্ধ বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সংসারলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, তেমনি গুণও অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি যে কেবল এদেশীয়দিগের নিকটে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন এরূপ নয়, রাজদ্বারেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার গুণের সম্মানার্থ তাঁহাকে সম্মানচিহ্নদ্বারা অলঙ্কৃত করেন। তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ প্রদান করা হইয়াছিল।

সংস্কৃতের প্রতি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি মূলাজোড়ে একটী সংস্কৃত পাঠশালা করিবার নিমিত্ত যে দেড় লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। আইনেও তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি স্বয়ং ওকালতী করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেন, অন্য অন্য লোককেও আইনসংক্রান্ত বিষয়ের উপদেশ দান করিতেন। এবিষয়েও তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ইহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তিনি প্রেসিডেন্সি কালেজে আইন শিক্ষার্থ তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আইন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমধিক অনুরাগ থাকিবার অপর প্রমাণ এই, তিনি সংস্কৃত দায়ভাগাদি সম্মত ব্যবস্থা সঙ্কলন ও দায়ভাগাদি কয়েকখানি গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচারণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্য অন্য ব্যক্তিকৃত গ্রন্থপ্রচারণবিষয়েও উৎসাহদানে বিমুখ ছিলেন না।

তিনি আশ্রিতপ্রতিপালক ছিলেন, মৃত্যু কালে তিনি আপনার কর্ম্মচারীদিগকে আপন আপন দশ বৎসরের প্রাপ্য বেতন এক কালে পুরস্কার দিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্য সপ্রমাণ হইতেছে।

তাঁহার আকৃতি খর্ব্ব ছিল। আকৃতি দেখিলে এরূপ বোধ হইত, বুদ্ধি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি তাদৃশ বুদ্ধিমান্ হইয়াও চিত্তদৌর্ব্বল্য বিনির্ম্মুক্ত ছিলেন না। প্রথম চিত্তদৌর্ব্বল্য এই, তিনি আচার ব্যবহার ও কার্য্যদ্বারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয় জাতিরই মনোরঞ্জনের চেষ্টা পাইতেন। দ্বিতীয়, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও একদা ব্যবস্থাপক সভার এক জন সহকারী কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়, তিনি যে উপধর্ম্মের মস্তকে চরণাঘাত করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাহার নিকটে মস্তক নত করিয়া যশোলাভের চেষ্টা করিতেন।

—১০১—

ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন।

লণ্ডনস্থ ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের ক্রমশঃ যে উন্নতি হইতেছে, এবারের রিপোর্টদ্বারা তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। এবারকার রিপোর্টে দৃষ্ট হইল, এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ৫১৪ জন সভ্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে ৩১০ জন ভারতবর্ষীয় এবং ২০৪ জন ইউরোপীয়। ভারতবর্ষীয় সভ্যের মধ্যে বোম্বাইয়ের সভ্য সর্ব্বাধিক, তৎপরে বঙ্গদেশ, তৎপরে মান্দ্রাজ ও দাক্ষিণাত্য। ভারতবর্ষীয় সভ্যের যত পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, ততই ভারতবর্ষের উন্নতিদ্বার [illegible] ঘাটিত হইবে।

এই রিপোর্টের মধ্যে কয়েকটী পঠিত প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, [illegible] প্রবন্ধে বাবু উমেশচন্দ্র [illegible] হিন্দুবিবাহের [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের প্রস্তাবের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই, যখন কোন হিন্দু কোন বিদ্যাবতী ইউরোপীয় যুবতীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহার প্রথম বিবাহ

ভঙ্গ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহের রীতি থাকাতে স্বাধীন ইচ্ছা চলে না। শেষে পত্নীর সহিত প্রণয় হয় না। এপ্রকার শৃঙ্খলে পুরুষকে বদ্ধ রাখা অনুচিত। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে তাঁহার মনোমত এক কামিনীর সহিত পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু প্রথম স্ত্রী কন্টক স্বরূপ হওয়াতে ইংরাজী রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। স্ত্রীলোকও যদি মনোমত স্বামিলাভ নিমিত্ত এই বিবাহ নিয়ম পরিবর্ত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সমাজের কি অবস্থা ঘটিবে? স্বদেশীয় স্ত্রীগণের উন্নতিসাধন করিবার চেষ্টা কি অধিক প্রশংসনীয় নহে? যে পুরুষ " মনোমত " স্ত্রীর লোভে প্রথম পরিণীতাকে ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি কি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী পাইলে দ্বিতীয় পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারেন না? উমেশ বাবু নিশ্চয় জানিবেন তাঁহার এপ্রকার অভিপ্রায়ের বিষয় অবগত হইলে কোন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় রমণী তাঁহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইবেন না।

দ্বিতীয় পত্রে দাদাভাই নারোজি ভারতবর্ষের স্কন্ধে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ভারের কিয়দংশ নিক্ষেপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি সে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যদি ভারতবর্ষ ব্যয় দিলেন কানাডা প্রভৃতি না দেন কেন? যখন ইংলণ্ড এক জন সৈনিক দিলে তাহার ব্যয় লন, আমরাও না লইব কেন? যদি এত সৈন্য অন্যদেশে প্রেরণ করিলে ক্ষতি না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে রাখা হইতেছে কেন? দাদাভাই এক কথায় স্বদেশীয়দিগের প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; "অর্থ বাঁচাইতে পারিলেও যদি বাঁচান না হয়, তদপেক্ষা অপব্যয় আর কি আছে?" লো সাহেব এতদুপলক্ষে বলেন, অল্প টাকা বলিয়া মহাসভা কিছু বলিলেন না। অধিক হইলে তাঁহারা লইতেন না। লো সাহেবের বাক্যের কি এই অর্থ নয় যে, ভারতবর্ষের হইয়া প্রতিবাদ করেন, এমন লোক মহাসভায় নাই বলিয়াই এইরূপ হইতেছে?

তৃতীয়, কাঠিওয়ারের রাজগণ সর বার্টল ফ্রিয়ারকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া সকলে সর বার্টল ফ্রিয়ারকে ধন্যবাদ দিলে তিনি প্রত্যুত্তরদানের সময়ে সে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে, প্রজার প্রতিনিধি হইয়া শাসন করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, এই শাসনপ্রণালীই ভারতবর্ষের পক্ষে প্রকৃত প্রণালী।

চতুর্থ পত্রে সর আর্থর কটন গোদাবরী খনন করিবার বিষয় লইয়া বক্তৃতা করেন। সর আর্থর কটন মান্দ্রাজে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কথা এই হইতেছে, গোদাবরীতে যে সুবিধা হইয়াছে সর্ব্বত্র যে তাহাই হইবে তাহার প্রমাণ কি? ইঞ্জিনিয়রগণের এ বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের শিক্ষাপ্রণালীর প্রস্তাবটী অতি উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষের পর্ব্বতসমূহের উপযোগিতার বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ করিবার চেষ্টা পাওয়া বৃথা।

—:•:—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক প্রকৃতি।

জলপ্রণালী।

পূর্ব্বপ্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, এদেশ অতিশয় নিম্ন। সামান্য বর্ষার জলে জলা, বিল, খাল পুষ্করিণীপ্রভৃতি জলাশয়গুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আবার বর্ষারাজ মধ্যে মধ্যে কিছু বিশেষ অনুকূল হন। কোন কোন বৎসর এত বারি বর্ষণ করেন, যে তাহাতে দেশ ভাসিয়া যায়। অন্যান্য সুসভ্য দেশে জল নিঃসরণের যেরূপ পথাদি আছে, হতভাগ্য বঙ্গদেশের প্রায় কোন প্রদেশেই সেরূপ নাই। পগার ও নদনদীগুলিই এদেশের প্রধান জলপ্রণালী। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেগুলিতেও গোলযোগ ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে ও ভিতরে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানাবিধ পথ আছে। প্রায় প্রতি পথের উভয়পার্শ্বে ছোট বড় নানাকারের নর্দ্দামা (পগার) দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উদ্যানাদির চারি ধারে উক্তপ্রকার পগার থাকে। এইগুলিই এখানকার গ্রামের অভ্যন্তরস্থ জলপ্রণালী। পূর্ব্বকালের লোকে প্রায় প্রতিবৎসর ঐ পয়ঃপ্রণালীগুলির সংস্কার (মেরামত) করিতেন। এক্ষণে ভাগের ও সাধারণের মা হওয়াতে প্রায় সংস্কার হয় না; সুতরাং অশেষবিধ অসংখ্য লতাগুল্মাদি জন্মিয়া থাকে। এই জন্য এগুলি একপ্রকার অরণ্যবৎ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার অধিকাংশ জল ইহাদের মধ্যেই থাকিয়া যায়। এই জলে উক্ত উদ্ভিজ্জাদির পত্রাদি এবং অশেষবিধ মৃত জীব জন্তু পচিয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় ও এমন ভীষণাকার ধারণ করে যে, নিকট দিয়া যাইতে ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কহিয়া থাকেন, যে পুরাতন নর্দ্দামা হইতে হাইড্রো সালফরেডেটপ্রভৃতি নানাপ্রকার গ্যাস উত্থিত হয়। সেই বাষ্প মনুষ্যশরীরের পক্ষে বিশেষ অহিতকারী। মনুষ্য কি, সামান্য পশুপক্ষিদিগের শরীরে যদি কোনপ্রকারে তাহাদের স্বল্প অংশ প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মৃত্যু ঘটে। অতএব এদেশীয়দিগের স্বাস্থ্যব্যাঘাত হইবে বিচিত্র কি?

দ্বিতীয়। নদ নদী ও খালগুলিই এদেশের প্রধান জলপ্রণালী। পূর্ব্বে গ্রামের প্রায় যাবতীয় জল নানাবিধ আবর্জ্জনাসহ উহার মধ্যে পতিত হইত. পরিশেষে তাহাদের

স্রোতপ্রভাবে নানাস্থানে যাইত, এক্ষণে বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিয়াছে। কেদার মতি, দামোদর অজয়, মাতাভাঙ্গা, সরস্বতী এবং কাণানদী ও মগরা এবং বালিপ্রভৃতির খালগুলি নানাকারণে অপ্রবল হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের সুবিধাজন্য কৃষকেরা এবং জমীদারেরা স্থানে স্থানে বাঁধ বন্ধন করিয়া কতকগুলি স্রোতাদি বন্ধন করিয়াছেন। কতক গুলি স্বভাবতঃ মজিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট কতকগুলির স্রোত রেলওয়েপ্রভৃতির সেতু-দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছে। জলপ্রণালীগুলির বিশৃঙ্খলতা ঘটাতে পল্লীগ্রামগুলি বর্ষাকালে যমালয় স্বরূপ হইয়া উঠে। প্রায় যাবতীয় গৃহস্থের বাটীর ভিতর কোথাও এক কোথাও বা ততোধিক হস্তপরিমিত কর্দ্দম হইয়া থাকে; স্থানে স্থানে রাশি রাশি জলও দেখা যায়; পথ ঘাটগুলির কথা কি বলিব, বোধ করি, তাহাদের অবস্থালিখনে লেখনী নিতান্তই অক্ষম। এ দেশে ইষ্টকাদিনির্ম্মিত পথ অপেক্ষা মৃত্তিকানির্ম্মিত পথই অধিক। কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য উভয়বিধ পথের স্থানে স্থানে নৌকাদি জলযানসকল অনায়াসে গতিবিধি করিয়া থাকে। কোথাও বা মনুষ্যাদি জীবজন্তুগণ সন্তরণদ্বারা পারাপার হয়। নানাকারণে বাটীর এবং পথের কর্দ্দম এবং জল পচিয়া এরূপ বিকৃত ও পূতিগন্ধি হয় যে তাহা স্পর্শ করিতে এবং তাহাতে পদার্পণ করিতে মনোমধ্যে বিষম শঙ্কা এবং ঘৃণার উদয় হয়। তবে এদেশীয়দিগের সহিষ্ণুতাগুণ কিছু অধিক, সেই গুণে এবং অভ্যাসবলে এ রূপ স্থানে বাস ও এ রূপ পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। যিনি বর্ষাকালে পল্লীগ্রামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই আমার লেখায় বিশ্বাস করিবেন। এ দেশ স্বভাবতঃ আর্দ্র, তাহাতে প্রতিবৎসর জল জমিয়া থাকাতে আরো অধিক আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসকে বলেন, আর্দ্র স্থান হইতে এবং পাশব ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পচিয়া মেলিরিয়া নামক এক প্রকার গ্যাস উত্থিত হয়। এই মেলিরিয়ার প্রভাবে দ্বারবাসিনী, দায়ারহাটা, বারাসত, নৈহাটী... লুবেড়ে, হুগলিপ্রভৃতি দেশগুলি একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের দুরবস্থার কথা মনে পড়িলেও মন ব্যথিত হইয়া যায়। আজি কালি প্রায় প্রতি এ দেশেই বৎসর বৎসর মারীভয় উপস্থিত হইতেছে। প্রতি বৎসর যে দেশের কত শত লোক নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত কঠিন। আর যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের কথাই নাই। এরূপ ভগ্নশরীরে জীবিত থাকা আর না থাকা উভয় তুল্য, সে কেবল বিড়ম্বনামাত্র। দেশের এই দুর্ঘটনা নিবারণের অনেক দিবসাবধি অনেকপ্রকার উপায় হইতেছে। স্থানে স্থানে এপিডেমিক ও সেনিটারি কমিসন নিযুক্ত হইতেছেন। তাঁহারাও সময়ে সময়ে জঙ্গল পরিষ্কারের ও কদলীবৃক্ষকর্ত্তনের পরোয়ানা বাহির করিতেছেন; অথচ অভিপ্রেত কার্য্যের কিছু হইতেছে না। ভয় এই পাছে গবর্ণমেণ্টের লবণের গোলায় আগুন লাগার ন্যায়ই বা হয়; দেশের লোক সকল মরিয়া যাউক, পশ্চাৎ একটা সদুপায় হইবে। ভাল পূর্ব্বেও ত এ দেশে জঙ্গল ছিল এবং কলাগাছও ছিল, তখন এরূপ পীড়ার ও মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল কি? যদি তাহা না থাকে, তবে জল পথ ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? প্রাচীন ব্যক্তিরাও কহিয়া থাকেন যে জলনির্গমন পথ না থাকাতেই দেশের এরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্ট ও দেশস্থ রাজা জমিদার, বণিক্ এবং অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিরা যদি জলপ্রণালীগুলির প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে দেশ সুখের স্থান হয়, কৃষি বাণিজ্যপ্রভৃতি কার্য্যগুলিরও সুবিধা হয়; বৎসর বৎসর অনেকসংখ্য জীবনও রক্ষা হইতে পারে। অতএব গবর্ণমেণ্ট জলপ্রণালীগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন। এগুলি যেমন ব্যয়সাধ্য তেমনি স্বার্থজনক; বৎসর বৎসর অনেক অর্থলাভ হইতে পারিবে। দেশের লোকের নিকট কোন কথা বলা অরণ্যে রোদন করার ন্যায় নিষ্ফল। ইহাঁদের যদি দেশের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা থাকিবে, তাহা হইলে দেশের দুর্দ্দশা এ রূপ থাকিবে কেন? এক ব্যক্তি মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া নর্দ্দামায় পতিত হইল। একটা কুকুর আসিয়া মৃত দেহ বিবেচনা করিয়া তাহাকে দংশন করিতে লাগিল। মাতাল দংশনের জ্বালায় অস্থির হইল, নিবারণের কোন উপায় করিতে পারিল না। কেবল মধ্যে মধ্যে কালীকে স্মরণ করিতে লাগিল এবং কুকুরটাকে গালি দিতে লাগিল। আমাদের দেশের লোকের প্রায় অবিকল এই অবস্থা ঘটিয়াছে! জলপ্রণালীর অভাবে দেশ ছার খার হইয়া যাইতেছে। ইহাঁরা ভিতে ঘরের মেজেতে পড়িয়া পড়িয়া কেবল গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া থাকেন। অধিক সদুপায় করেন ত কষ্ট সৃষ্টে রক্ষাকালী পূজা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের হস্ত, পদ, বুদ্ধি এবং অর্থ আছে, অথচ কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদের উঠান, পথ, ঘাট জলপ্রণালীগুলি পরিষ্কার করিয়া দিন, আর ইহাঁরা নিশ্চেষ্ট জড় পদার্থের ন্যায় বসিয়া থাকুন; ইহাই ইহাঁদিগের গৌরবের কর্ম্ম।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১৬ই ভাদ্র সোমবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের নামে নালীশ করিয়া জেলার জজের নিকটে ৫০০০ টাকা ক্ষতিপূরণের ডিক্রী পাইয়াছিলেন। আপীল করা উচিত ছিল। কিন্তু কমিসনর জনরেল জর্জ ড্রমণ্ড এ বিষয়ে এমনি আলস্য ও উদাসীনতা করিয়াছেন যে, আপীলের সময় অতীত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এ টাকা কমিসনরকে দিতে বলিয়াছেন। এপ্রকার দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন আবশ্যক।

ভাগলপুরের নিকটে চন্দননদী প্লাবিত হইয়া অনেক অনিষ্ট করিয়াছে, অনেক বাটী ও কয়েক ব্যক্তির জীবন নষ্ট করিয়াছে। অমরপুরেরও অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। একটী উত্তম সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার পুলিষ সম্প্রতি কয়েক দল দ্যূতক্রীড়াকারীকে ধৃত করিয়া উত্তম কাজ করিয়াছেন। ইহাদিগের সকলের জরিমানা ও ক্রীড়ার টাকাপ্রভৃতি বাজেআপ্ত হইয়াছে।

১০ই ভাদ্র শোলাপুরে সূর্য্যের প্রায় সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল। ঐ স্থানে অনেকগুলি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। জীবজন্তুসকল ভয় পাইয়া লুকাইবার চেষ্টা পায়। বিজয়পুরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়াছিল। এমন কি কেহ কাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। এ সকল স্থানে গ্রহণের সময়ে মেঘের সম্পাত ছিল না।

ডাক্তার কাম্বেল সাহেব স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ঘার্ডিনের প্রতিনিধি হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেব আয়র্লণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবের সপক্ষতা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় মিসনরিগণ এক্ষণে কি বলেন? খ্রীষ্টীয় গিরজা ও পাদরির সংখ্যা কি আরো বৃদ্ধি করিতে হইবে?

গত বৎসর মান্দ্রাজের রেজিষ্টারি বিভাগ হইতে ২,৮৪,৩৮১ টাকা আদায় ও ২২২৫৩৭ টাকা ব্যয় হয়। সর্ব্বত্র রেজিষ্টারিতে লাভ হইতেছে। পত্রাদি রেজিষ্টারির ফী কমান উচিত কি না, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত।

হাজরাজাতির সহিত যুদ্ধে সেনাপতি ওয়াইল্ড আহত হইয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা অমূলক। বন্যগণ পলায়ন করিয়াছে।

এডিনবরার ডিউক আগামী শীতকালে ভারতবর্ষে আসিবেন, নিশ্চয় হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল তন্নিমিত্ত শেষ দরবারটী স্থগিত রাখিলেন। ডিউক আসিলে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় ত দরবার হইবে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ছোট নাগপুরের জমীদারের সহিত প্রজার যে বিবাদ হইতেছে, তাহার মীমাংসা করা হইবে। শেষ মীমাংসা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিনা হইবে না।

বিবি সুইনহো নামে এক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক এক জন মালিকে চোর বলিয়া পুলিসে দেন। বিচারের সময়ে প্রকাশ পাইল, মালী যে বিবি সুইনহোর ভৃত্য ছিল। তিনি তাহাকে এক টাকার তৈলে ১৫ দিন আলোক দিতে বলেন। সে বলে তাহা হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত তাহাকে পদচ্যুত করিয়া বিবি আপন মেথরকে মালির ঘর অনুসন্ধান করিতে বলেন। মেথর অনুসন্ধান করিয়া তাহার ঘর হইতে এক খণ্ড সাবান বাহির করে। বস্তুতঃ সে মালিকে অপদস্থ করিবে বলিয়া এখনি তথায় গোপনে রাখিয়া দেয়। মাজিষ্ট্রেট রবার্টস প্রত্যর্থীকে মুক্ত করিয়া বলিলেন, এপ্রকার চক্রান্ত করিয়া চোর বলা অন্যায়। এই নালীশ কেবল রাগক্রমেই হইয়াছে। এরূপ মিথ্যাপবাদকারীদিগের দণ্ড না হইলে এ রোগের শান্তি হইবে না।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অধস্থ জজদিগকে ফৌজদারি বিচারের ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপীয় ও আমেরিকানদিগের বিচার করিতে পারিবেন না। অন্য অন্য বিষয়ে সেসিয়ন জজের অধীন হইয়া তাঁহারা বিচার করিবেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদিগের অপরাধের কি বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে? যার তার কাছে কি সে বিচার হইবার যো নাই?

সম্প্রতি মুসুরিতে অত্যন্ত ভূমিকম্প হইয়াছিল। কম্পের সময়ে কামানের গোলার ন্যায় শব্দ হয়। কোন ক্ষতির সংবাদ আইসে নাই।

পিয়নিয়র বলেন, ডাকমাসুলের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট একবিধ মূল্যে সর্ব্বত্র টেলিগ্রাম প্রেরণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। আপাততঃ দশটী কথায় মাত্র একবিধ মূল্য লওয়া হইবে।

এখানে চতুর্দ্দিগে জল। কিন্তু উক্ত পত্র আক্ষেপ করিয়াছেন, আলাহাবাদ বিভাগে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যসকল নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

লক্ষৌটাইমস বলেন, গত বর্ষে অযোধ্যায় ১১২৭ জন সর্পদংশনে ও ১৫৯ জন ব্যাঘ্রগ্রাসে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর্পদষ্টদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। অনেক শিশু ব্যাঘ্র দ্বারা হত হইয়াছে। গণ্ডাবিভাগে নেকড়িয়ার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু লক্ষৌ, উনাও, হরদই, ফয়জাবাদ ও সুলতানপুরেও দৌরাত্ম্য বড় কম নাই।

পবলিকওপিনিয়ন বলেন ৬ ই আগষ্ট পঞ্জাবের প্রায় সকল স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছিল।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন তত্রত্য লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর বৎসরের মধ্যে তিন মাসের অধিক পর্য্যন্ত বাস করিতে পারিবেন না। নানাসাহেবের ন্যায় এ জনরবে আর বিশ্বাস হয় না।

তালতলায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কলিকাতার পুলিষ কমিসনর ডেপুটী কমিসনর ও স্বাস্থ্যরক্ষক তথায় গিয়া একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। দরিদ্র লোকেরা তথায় বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবে।

গিরীশচন্দ্র মিত্র ও কেদারনাথ মিত্র নামক যে দুই ভ্রাতা হারিসন সাহেবের নামে ১০০০ টাকার এক হুণ্ডি জাল করে, আলাহাবাদের সেসিয়নে তাহাদিগের প্রথমের সাত ও দ্বিতীয়ের পাঁচ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। কেদারনাথ দে নামক যে ব্যক্তি হুণ্ডি ভাঙ্গাইতে যায়, তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকাতে সে মুক্ত হইয়াছে।

লক্ষৌ ও শাখাবেলওয়েতে গত গ্রহণ উপলক্ষে ২৭০০০ আরোহী কানপুরে গমনাগমন করিয়াছিলেন।

১৭ ই ভাদ্র মঙ্গলবার।

লক্ষৌ টাইমস শ্রবণ করিয়াছেন, এডিনবরার ডিউক তথায় ১৫ ই নবেম্বরের মধ্যে গমন করিবেন। কিন্তু রাজকুমার এক দিবসের অধিক লক্ষৌয়ে থাকিবেন না।

উৎকলদীপিকা কটকের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কার্কউড সাহেবের বিরুদ্ধে দুটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। প্রথম, কার্কউড সাহেব বিলাতী জেরেণ্ডা গাছ কাটিতেছেন, দ্বিতীয় তিনি সরকারী নর্দ্দমায় কাহারও জল আসিতে দিতেছেন না। সকলকে বলা হইতেছে, আপন আপন বাটীতে গর্ত্ত কাটিয়া ময়লা রাখেন। আমরা কার্কউড সাহেবকে এক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী বলিয়া জানি। তাঁহার নামে এপ্রকার অভিযোগশ্রবণ দুঃখের নিমিত্ত হয়।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, টমাস-ফ্রেঞ্জ সাহেব মান্দ্রাজের যাবতীয় আদালতের কার্য্যপ্রণালীর বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ১৮৬০ অব্দ অবধি ১৮৬৮ অব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কতগুলি উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেআপ্ত হইয়াছে এবং তাহা হইতে কত টাকা উঠিয়াছে, গবর্ণর জেনরল স্থানীয় গবর্ণমেণ্টসমূহকে তাহার এক এক তালিকা দিতে বলিয়াছেন।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে, আরল মেয়ো ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদ পাইবেন।

১৮ ই ভাদ্র বুধবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এদেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সর জন লরেন্স ষ্টাম্প আইন সংশোধন করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মকদ্দমার ষ্টাম্প কমান হইবে, কিন্তু অধিক টাকার মকদ্দমার ষ্টাম্প সমান থাকিবে। ১৮৬২ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যে পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহাই বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

অযোধ্যার দুই জন তালুকদার দাঙ্গা ও জমায়তবস্তি করাতে তাঁহাদিগকে সেসিয়নে দেওয়া হইতেছে।

দিল্লীতে কয়েক জন মোল্লা সরকারী রাস্তায় বক্তৃতা করিয়া ভ্রমণ করাতে মফস্বলাইট পুলিষ

কর্ম্মচারীদিগকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। এ প্রকার কাল্পনিক ভয় আর কত দিন থাকিবে?

কলিকাতার পরিশ্রমালয়ের অধ্যক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, উক্ত বাটিতে যেসকল লোক থাকে তাহারা অল্প মূল্যে বিশুদ্ধ পাঁউরুটী বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। অনেক ইউরোপীয় এটীকে উপকার জ্ঞান করিবেন।

সম্প্রতি সর ষ্টাফোড নর্থকোট গবর্ণর জেনরলকে লিখিয়াছেন, সিবিলিয়ানদিগের যেসকল পরীক্ষা এদেশে হইয়া থাকে তাহা এক্ষণ অপেক্ষা অধিক কঠিন হওয়া কর্ত্তব্য। যেসকল লোক পরীক্ষা দিতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের নাম ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে পাঠাইতে হইবে। তাঁহাকে না জানাইয়া কোন ব্যক্তিকে উচ্চতর পদ দেওয়া হইবে না। দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা নামমাত্র হইয়া থাকে। সকল বিষয়ের উন্নতি ও উৎকর্ষ হইতেছে; কিন্তু দেশীয় ভাষায় সেই সেকেলে পরীক্ষক, সেই সেকেলে পুস্তক এবং সেই সেকেলে প্রণালী রহিয়াছে। অনেক নূতন সিবিলিয়ানের বাঙ্গালা ও উর্দ্দু কথা শুনিলে লোকের হাস্য আইসে।

শিক্ষাকর জমীদারদিগের উপরে করিলে কৃষকদিগেরই কষ্ট হইবে, এ বিষয়ে ডেলিনিউস বলিয়াছেন, জমীদারেরা যদি উন্নতির প্রতি বদ্ধকতা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিবেন এ প্রণালী এক্ষণে অসহ্য হইয়াছে। সকলে একবাক্য হইয়া কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে জমীদারগণের কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। ডেলিনিউস জমীদারি প্রণালীর বিষয়ে এক কমিসন নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি; কপটবেশীদিগের ইহ আছাড় খাইতে হইবে।

যেসকল পুলিশ প্রহরী স্বকর্ত্তব্যসাধনে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন, মরিসসের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রথমতঃ কাঁশার মেডাল, পরে রৌপ্যের মেডাল প্রদান করিয়া থাকেন। এই প্রণালী আমাদিগের এখানে প্রচারিত করা অতিশয় কর্ত্তব্য।

অদ্যকার গেজেটে আর চারি জন এতদ্দেশীয় সহকারী কমিসনরের নিয়োগ দেখা গেল। ইহারা ধৃতকারী বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি নারায়ণদিন তেওয়ারির ন্যায় দুই এক জন লোককে গ্রহণ করা হইবে।

জন ওয়াটসন রটারনামক এক জন ইউরোপীয় তাহার নিকা স্ত্রীর কন্যার প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করাতে বালিকাটির মাতামহ তাহাকে আপনার অধীনে আনিবার নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করেন। বিচারপতি মার্কবি এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, এপ্রকার নালীশ করিয়া প্রমাণ দিলেই তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন। দুর্ভিক্ষনিবন্ধন রটারের ন্যায় ইবোপীয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৪ পরগণার মাজিস্ট্রেটকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শিক্ষাকর করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু এই কর চৌকিদারি টাক্স বৃদ্ধি করিয়া আদায় করা উচিত। পঞ্চায়তগণ তত্ত্বাবধায়ক হন ইহা তাঁহার ইচ্ছা। কালক্রমে মিউনিসিপাল বিদ্যালয় অবশ্যই হইবে। কিন্তু জাতিসাধারণ শিক্ষাপ্রণালী মিউনিসিপালিটির হস্তে রাখা অনুচিত।

ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের বিবাহসিদ্ধি নিমিত্ত ব্যবস্থাপকসভায় আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা অল্পসংখ্যক বলিয়া আপত্তি করা উচিত নহে। যদি পাঁচ জনও এক ধর্ম্মে থাকেন, তথাপি ঐ পাঁচ জনের সন্তানদিগকে আইনের সম্মুখে বিজাতক হইতে দেওয়া অনুচিত। অতএব আমরা কায়মনোবাক্যে আবেদনকারীদিগের প্রার্থনায় অনুমোদন করিতেছি।

আগামী সোমবার প্রধানতম বিচারালয়ের অষ্টম সেসিয়ন আরম্ভ হইবে। আদিম বিভাগে যেপ্রকার কার্য্যের ভার তাহাতে আপীল বিভাগ হইতে এক জন বিচারপতিকে সেসিয়নের বিচার করিতে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

পারস্য গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের নিকটে যে কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ চাহিয়াছেন, গবর্ণর জেনেরল তাহা প্রদান করা হয় বলিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। পারস্যকে মস্কাটের ন্যায় বন্ধু করা কর্ত্তব্য।

২০ এ ভাদ্র বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া একটী নূতন ধুয়া ধরিয়াছেন। যে কোন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী দণ্ড পাইতেছেন তাহা ধরিয়াই তিনি সমুদায় এতদ্দেশীয়দিগকে গালী দিতেছেন। দুই জন কেরাণী সম্প্রতি দণ্ড পাওয়াতে ফ্রেণ্ড বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, যাঁহারা সামাজিক বিজ্ঞানসভায় ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের এত সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাঁহারা এক্ষণে কি বলিবেন? আমলাদিগের সুখ্যাতি কে কবে করিয়াছেন? এতদ্দেশীয় বিচারপতিগণকে লইয়াই কথা হইয়াছে। লোফারদিগের দৃষ্টান্ত ধরিয়া কি ইউরোপীয় [illegible]র কাপ্তেনদিগের চরিত্র স্থির করা কর্ত্তব্য?

উক্ত পত্র বলেন, "দেশীয় ভাষার শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে যত তর্ক হইয়াছে, তন্মধ্যে সোমপ্রকাশ যে একটী আপত্তি করিয়াছেন, তাহাই কেবল গুরুতর। তিনি বলেন, জমীদারদিগের উপরে কর স্থাপিত করিলে যে কৃষকদিগের উপকারের চেষ্টা পাইতেছ তাহাদিগেরই অপকার করা হইবে। এমন নীচ উদ্দেশ্যনিবন্ধন যে আপত্তি হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট শ্রবণ করেন কি না দেখা যাইবে"। ফ্রেণ্ড আমাদিগের যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। আমরা বিশেষ করস্থাপনের প্রতিবাদী নহি; আমরা বলি জমীদারদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কৃষকদিগের উপরে কর স্থাপিত কর। ইহার প্রত্যুপকারের ন্যায় তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হউক।

বৃষ্টিনিবন্ধন শান্তিপুরে প্রায় ৩০০ বাটী পড়িয়া গিয়াছে। লোকের কষ্টের সীমা নাই। কিন্তু এখানে এত জল, পাটনার লোকে বৃষ্টির প্রার্থনা করিতেছেন।

আমরা পিয়নিয়র দর্শনে আহ্লাদিত হইলাম, উইন সাহেব আরোগ্যলাভ করিতেছেন। মহারাজ সিন্ধিয়া অরোগ হইয়াছেন, কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল আছেন মাত্র। দেওয়ান ও রেসিডেণ্টের উপরে কার্য্যভার দিয়া রাজা কিছুদিনের নিমিত্ত পাকুড়ে বায়ুসেবনার্থ গমন করিবেন।

হরিরামনামক যে কামসরিএট কণ্ট্রাক্টর কর্ণেল পাটনের নামে লাইবেলের নালীশ করিয়াছেন, তাহার উকীল সন্দেহ করাতে আলাহাবাদের অধস্থ জজ উলাষ্টন সাহেব মকদ্দমাটী জজের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। এ প্রকার সন্দেহ করা অতিশয় কষ্টকর; কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয়ের সহিত যখন মকদ্দমা হয়, তখন ইউরোপীয়গণ এত জয়লাভ করেন যে সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এটী সাধারণ মত।

গত জুলাই মাসে কলিকাতার টাঁকশালে ১৫,৬৫,২২৭ টাকা, মান্দ্রাজে ৬৬,৯১৫ টাকা ও বোম্বাইয়ের টাঁকশালে ৩২,৯৮,৯৮ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে।

গত কল্য এক্সচেঞ্জ বাটীতে নিম্নলিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	সিন্দুক	প্রতিসিন্দুক	মোট
বেহারের	২২০০	১৪০২৮৫	৩০,৮৬,০৭৫
কাশীর	১৭০০	১৩৭৪।১৫	২৩,৩৬,৩২৫

কপূরতলার রাজার সম্পত্তিবিভাগের যে

আজ্ঞা হইয়াছে, তাহার আপীল করিবার নিমিত্ত রাজা ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে আর ছয় মাস সময় চাহিয়াছেন। রাজা এক লক্ষ টাকা জামীন স্বরূপ রাখিয়াছেন; আর এক লক্ষ টাকা বিক্রম সিংহকে দেওয়া হইয়াছে। কপূরতলার রাজার প্রতি বড় সুব্যবহার হইতেছে না।

মন্নু মাণিকনামক মধ্য ভারতবর্ষের বিখ্যাত দস্যু চারিজন সহচরের সহিত হত হইয়াছে। সিরন্দি সৈনিকগণ এই কাজ করাতে গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, কোন ইউরোপীয় গুরুতর অপরাধে ফৌজদারি দণ্ড পাইলে তাহাকে কোন পদ দেওয়া উচিত কি না, তাহা গবর্ণর জেনরলকে না জানাইয়া স্থির করা হইবে না। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় দণ্ড পাইয়া সরকারী কাজ পাওয়াতে গবর্ণর জেনরল সে বিষয়ের রিপোর্ট চাহিয়াছেন।

প্রয়াগদূত বলেন, "বিলাতে একটী বড় কৌতুকাবহ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। মাডাম রেচাল নাম্নী এক জন ইহুদী স্ত্রীলোক, বণ্ড ষ্ট্রিটে একটি দোকান খুলিয়া, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের যৌবন ও সৌন্দর্য্য পুনরুদ্দীপন এবং বিবাহের বন্দোবস্ত করিত। তাহার বিলক্ষণ পসার ও লভ্য হইতেছিল। সম্প্রতি বরডেল নাম্নী এক জন ধনী বিবী বয়স ৫০ বৎসর, তাহার দোকানে সুন্দরী হইতে যান। সে তাঁহাকে তাহার প্রকরণ দ্বারা সুন্দরী করিয়া এক জন সুন্দর পুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহের বন্দোবস্ত করে। লাড রণিল্যাগ তাঁহার নায়ক হইয়াছেন বলিয়া, চাতুরী পূর্ব্বক তাঁহার মত অপর এক ব্যক্তিকে বেরাডেলের নিকট উপস্থিত করে। বিবাহের সমুদয় স্থির হইলে বিবীর নিকট হইতে বিবাহার্থী নায়ক ৩০০০০ টাকা চাহেন. বিবীও তাহা প্রদান করেন। পরে উক্ত ইহুদী স্ত্রীলোক বিবাহের সময় এক চাসাকে তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উপস্থিত করাতে তখন তাঁহার চৈতন্য হয়। তিনি মালবোরা ষ্ট্রিটে, মষ্টার নক্স সাহেবের নিকটে গিয়া আবদ্ধৃত্তান্ত অবগত করেন। নক্স সাহেব উক্ত প্রবঞ্চক ইহুদী স্ত্রীলোককে ফৌজদারী আদালতে সমর্পণ করিয়াছেন। লাড রাণিলেগ উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন যে, তাহার সহিত বরডেল বিবীর উক্ত ইহুদী স্ত্রীলোকের দোকানে এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি এ সকল বৃত্তান্ত জানিতেন না।"

বিজ্ঞাপনী বলেন, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা একটী মহৎ কার্য্য করিতেছেন। সভায় মহৎ মহৎ গ্রন্থসকল সংগ্রহ করা হইতেছে। এপর্য্যন্ত কাব্য নাটক ব্যাকরণ অভিধান পুরাণাদিতে প্রায় ২০০। খণ্ড পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে সভার এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। ময়মনসিংহস্থ সভা কি করেন?"

২০ এ ভাদ্র শুক্রবার।

ব্রহ্মদেশের রাজকুমার মেঙ্গুণ মেওমা ধৃত হইয়াছেন। এ ব্যক্তি বিদ্রোহী হইয়া এপর্য্যন্ত রাজাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছিলেন। কর্ণেল ফিচি ইহাঁকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতেছেন।

পঞ্জাবের দুই জন তহসিলদার উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে ফৌজদারিতে অর্পিত হইয়াছেন। পঞ্জাবের কর্ম্মচারীদিগের এক বার পঙ্কোদ্ধার করা উচিত।

গবর্ণমেন্ট হাজরাতে একটী সৈনিক আড্ডা করিতেছেন। এটী ভবিষ্যৎ গোলযোগের হেতু হইবে। অন্য অন্য পাঠান জাতি স্থির করিবে ক্রমশঃ তাহাদিগকে জয় করা গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য।

জর্জ্জ সিমণ্ড নামক কলিকাতার জষ্টিসদিগের এক জন করসংগ্রাহক বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর নিকটে টাক্সের বিলের খরচস্বরূপ আট আনা মিথ্যা করিয়া গ্রহণ করে। পরে প্রকাশ পায় কোন প্রকার খরচ হয় নাই এবং সংগ্রাহক এই আট আনা আত্মসাৎ করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট রবর্টস সাহেব এই জুয়াচোরের তিন মাস মেয়াদ দিয়াছেন। জষ্টিসদিগের করসংগ্রহের প্রণালীর প্রতি মাজিষ্ট্রেট দোষারোপ করিয়াছেন। এ প্রকার মিথ্যা করিয়া লওয়া কেবল কলিকাতায় নহে, অন্যান্য স্থানের করসংগ্রাহকগণও এপ্রকার জুয়াচুরি করে। অল্প পয়সার নিমিত্ত লোকে নালীশ করেন না।

২১এ ভাদ্র শনিবার।

লক্ষ্ণৌটাইমস বলেন, গোয়ালিয়রে কতকগুলি বারিক ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

আমরা ডেলিনিউস দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেন্ট তাজমহলের ভিতরের দেয়ালের প্রস্তরের পুষ্পময় চিত্রগুলির সংস্কারার্থ ৫৯০০ টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন এই বাটীর রক্ষার্থ গবর্ণমেন্ট বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। এত দিন ইহা না করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিক্কা	৯৪৸৶। ৯৫
৪	কোং	৯৫।৶। ৯৫॥
৫	পবলিকওয়ার্ক	১০৬॥০। ১০৭
৫	ঐ কোং	১০৯৸০। ১০৯৸৶
৫॥০	ঐ কোং	১১৫। ১১৫৶০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৭ এ আগষ্ট। সর রাউণ্ডেল পামর বলিয়াছেন আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার মতবিরুদ্ধ।

লণ্ডন ২৯এ আগষ্ট। আরল মেয় ককার মৌথের প্রতিনিধি। তিনি সম্প্রতি তত্রত্য লোকদিগের নিকটে বক্তৃতা করিবার সময়ে বলিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরলের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহ এ উপলক্ষে অদ্যাপি তর্ক করিতেছেন। পালমাল গেজেট এই নিয়োগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে গ্লোবপত্র একটী দীর্ঘ প্রস্তাবে ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

এমন জনশ্রুতি রাজা থিওডোরের পুত্র যাহাতে ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশ করিতে পারেন, সেইপ্রকার তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

মিসরের পাশা ভারতবর্ষীয় ষ্টারের নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার উপাধি পাইয়াছেন।

ব্রেজল হইতে শেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, পারাগুইয়েরা হুমেটা ত্যাগ করাতে ব্রেজলীয়েরা তাহা অধিকার করিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

দেশের উন্নতিসাধন ও প্রজার মঙ্গলসাধন করা রাজপ্রতিনিধিদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও অনেকে তাহা সম্যক প্রতিপালন করেন না। দুর্ভিক্ষে তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সেরূপ স্বার্থসাধনতৎপর ও বিলাসী বিচারপতির অধীনে থাকা কেবল যন্ত্রণামাত্র। আহ্লাদের বিষয় যে, এখানকার নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দে বাহাদুর সেরূপ আমোদপ্রিয় বিচারপতি নহেন। আমরা প্রথমেই ইহাঁর একটী মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহা অবগত হইয়াছি। গত জলপ্লাবনে এখানকার নিকটবর্ত্তী সর্ব্বমঙ্গল রামেশ্বরপুর প্রভৃতি অনেক গ্রাম প্লাবিত হওয়াতে ইনি পুলিষ ইনেস্পেক্টর ও সব ইনেস্পেক্টর বাবুদ্বয়কে নৌকাযোগে কতকগুলি চাউল লইয়া

ঐ সকল স্থানে যাইতে আদেশ দেন এবং অভুক্তদিগকে তণ্ডুলবিতরণ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগকে নৌকা করিয়া আনয়ন করিয়া আশ্রয় দিতে আজ্ঞা করেন। যদিও এসাহায্য অধিক করিতে হয় নাই, তথাচ বিচারপতির এ কাজটী অবশ্যই প্রশংসার কার্য্য। এদেশের কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল বিষয়েই বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি থাকিলে প্রজাগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমরা দ্বারকনাথ বাবুর যেরূপ সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ অনুভব হইয়াছে, ইহাঁর শাসনপ্রণালী বিশুদ্ধ। প্রতাপও বিলক্ষণ প্রবল। ইঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধূর্ত্তদিগের নিস্তার নাই, কিন্তু ভদ্রলোকের শঙ্কার বিষয় নাই।

অত্রত্য ডেপুটী কলেক্টর বাবুর দ্বারা লাইসেন্স টাক্সের (শুনিলাম ইহার নাম আবার সার্টিফিকেট টেক্স) পুনর্ব্বন্দোবস্ত হইতেছে। কালনা গঞ্জের বাহ্য শোভা দেখিয়া অনেকে মোহিত হন বটে, কিন্তু বাস্তবিক গঞ্জের সেরূপ অন্তঃসার নাই। পূর্ব্বে এখানে যেরূপ ধনী লোকের কারবার ছিল, সেরূপ আর দেখা যায় না। উত্তম মহাজন না থাকাতে ব্যবসায়ও বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়াছে, এখন সামান্য দোকানদারের সংখ্যাই অধিক। অতএব আমরা প্রার্থনা করি ডেপুটী কালেক্টর বাবু যেন বিশেষরূপে লোকের খাতাপত্র দেখিয়া টেক্স ধার্য্য করেন। ব্যক্তিবিশেষের কথায় নির্ভর করা ইহাঁর ন্যায় বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বিচারপতির উচিত নহে।

এখানকার অনেক লোকে মিলিত হইয়া শাখারেলওয়ে কোম্পানির নিকট এই বলিয়া আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়া পাণ্ডুয়া হইতে কালনা পর্য্যন্ত একটী শাখারেলওয়ে প্রস্তুত করুন। আমরা প্রার্থনা করি যদি আবেদনকারীরা পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন, কালনাগঞ্জের পুনরভ্যুদয় হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং শাখারেলওয়ে কোম্পানিকেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। এ প্রদেশের এত লোক পাণ্ডুয়ায় গমন করে যে তাহাদিগের দ্বারাই বিশেষ লাভ হইতে পারে। অধিকন্তু কালনায় ষ্টেশন হইলে অনেক মহাজন পুনর্ব্বার কারবার করিতে পারেন, অন্যান্য দেশের আরোহীর সংখ্যাও অধিক হইতে পারে। যখন শাখারেলওয়ে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন কালনাগঞ্জপর্য্যন্ত এ রাস্তা নির্ম্মাণ করা যে অলাভকর ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারিবেন না।

বাবু প্রাণনাথ চক্রবর্ত্তীর যত্নে এখানে একটী ইংরাজি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। মিশনরি স্কুলে বালক প্রেরণ করিতে যাঁহাদের শঙ্কা আছে তাঁহারা এই স্কুলে বিশেষ যত্ন করুন। নতুবা স্কুলটী স্থায়ী হইবে না। কারণ অনেকগুলি বিঘ্ন দেখা যাইতেছে। কেবল প্রাণনাথ বাবুর যত্নে ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

—:০:—

আমাদিগের নগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

২৬এ আগষ্ট সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ দিকে বৃহৎ একটী কাল মেঘ উঠিয়া অকস্মাৎ একটী প্রচণ্ড ঝটিকা দক্ষিণদিক হইতে প্রবলবেগে নগরার পশ্চিম এক রসি ব্যাপিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করে। ইহাতে বিশেষ কাহারো অনিষ্ট ঘটে নাই, কিন্তু সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন আমরা কেবল শব্দমাত্র শুনিতে পাইয়াছিলাম।

২। গত ৭ ই আগষ্ট ডায়মণ্ডহারবরের কাচারির মালখানার একটী সিন্দুক হইতে টাকা চুরি গিয়াছিল। ডিভিজান ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দেবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া একজন কনেষ্টেবলকে টাকার থলি ও একখানি নোট সমেত ধৃত করিয়া চালান দিয়াছেন।

৩। এদেশে কৃষকেরা যেসকল আউসধান্য কর্ত্তন করিতেছে, তাহার অধিকাংশ চিটা (চাউল বিহীন ধান্য) দৃষ্ট হইতেছে।

৪। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বসন্ত রোগে অল্প সংখ্য গরুর জীবন নাশ হইতেছে, শুনিলাম গবর্ণমেন্টের প্রেরিত এক জন ডাক্তর আসিয়া গোচিকিৎসা করিতেছেন।

৫। মফস্বল রাজার হাটের হাজত গারদ হইতে দুই বৎসর মেয়াদি এক গরু চুরির আসামি পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ অনুসন্ধান করিতেছেন।

২৮ এ আগষ্ট }
১৮৬৮। }

—:০:—

আমাদিগের মজঃফরপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

যে রাস্তাটী মজঃফরপুর হইতে হাজীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে, প্রতিদিন তাহার উপর দিয়া বহু লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে। এইটী পাটনা হইতে ত্রিহুতে আসিবার এক মাত্র প্রধান রাজপথ। সুতরাং এই পথে কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিমপ্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ী লোকেরা এবং দেশীয় ও বিদেশীয় তাবৎলোকেই সর্ব্বদা যাতায়াত করে। কিন্তু এ রাস্তাটীর অবস্থা বড় ভাল নহে। পূর্ব্বে এই রাস্তায় দস্যু তস্করাদির বিলক্ষণ উপদ্রব ছিল। সম্প্রতি পুলিষের কৃপায় স্থানে স্থানে ফাঁড়ি হওয়াতে আপাততঃ শঙ্কার বিষয় দেখিতেছি না বটে; কিন্তু রাস্তাটী কাঁচা বলিয়া লোকের গমনাগমনের পক্ষে বিলক্ষণ কষ্টদায়ক হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে মাটির রাস্তায় কিরূপ কষ্ট তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ত্রিহুত একটী প্রসিদ্ধ জেলা। এ জেলায় রাজপথ কাঁচা থাকা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। আমরা গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি, এই রাস্তাটী পাকা করিয়া প্রজালোকের কষ্ট দূর করুন।

২। পাটনা হইতে ত্রিহুতে আসিতে হইলে গঙ্গা ও গণ্ডকী নদী পার হইতে হয়। পারের নিমিত্ত কএকখানি খেয়া নৌকা আছে। নৌকাগুলি এরূপ জঘন্য যে, তাহার উপর সহসা উঠিতে কাহারও সাহস হয় না। আবার ঘাটোয়ালদিগের এরূপ দৌরাত্ম্য যে, তাহা বলিবার নহে। তাহারা সুযোগ পাইলে সময়ে সময়ে আরোহীদিগের নিকট হইতে গবর্ণমেন্ট নির্দ্দিষ্ট পারানী অপেক্ষা দ্বিগুণ কখন বা চতুর্গুণ লইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে অনেককে পার হইবার সময়ে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। আজি কালি গঙ্গা ও গণ্ডকী নদী যেরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, উহা দেখিলে সাহসীদের শোণিত শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং জীর্ণ জঘন্য নৌকায় পার হওয়া কতদূর অসমসাহসিকের কাজ বলা যায় না। আমরা গবর্ণমেন্টের নিকট বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, অন্ততঃ বর্ষাকালের নিমিত্ত এক খান ষ্টীমার পাটনার ঘাটে পারাপারের নিমিত্ত রাখিয়া সাধারণের কষ্ট দূর করুন।

সম্প্রতি ৪ জন কনষ্টে এক জন ব্রাহ্মণের সম্মুখে গোবধ করাতে ব্রাহ্মণ অত্রত্য সুযোগ্য জাইন্টমাজিষ্ট্রেটের গোচর করেন। জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ঐ মানুষরাক্ষসদিগের দণ্ড করিয়াছেন। আমরা মহোদয় বাক্লর সাহেবের সুবিচারের কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। বস্তুতঃ ইনি এক জন ন্যায়পরায়ণ বিচারপতি।

৪। মালিনগরে রামবল্লভ মাহতো নামে এক

এক জন বিখ্যাত জমীদার আছেন। ইনি অতিশয় দয়ালু ও সরলস্বভাব। সম্প্রতি কোন ভদ্রলোক ইহাঁর নিকটে ৪০০০ হাজার টাকা ঋণ করিয়া ক্রমশঃ অবস্থা মন্দ হওয়াতে উহা পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে উক্ত জমীদার ঐ চারি হাজার টাকা দুরবস্থাপন্ন ভদ্রলোককে দান করিয়া স্বীয় বদান্যতাগুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৫। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এখানকার কি ভদ্রবংশীয় কি নীচবংশীয় সকল স্ত্রীলোকই দিবসের অধিকাংশ সময় দোলায় দুলিয়া অতি বাহন করে। দোলায় দুলিতে ইহাদের বড় আমোদ। কৃষ্ণের লীলাকে ধন্য!!

আমরা শুনিয়া সাতিশয় সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি, এখানকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টরের বেতন ২০০ শত টাকা হইয়াছে। বিবেচনা করি এবার স্কুলটীর অবস্থা ভাল হইতে পারে। পেটে ক্ষুধা থাকিলে কার্য্য করিতে কাহারই ভাল লাগে না। ভরসা করি এক্ষণে যেন অসঙ্গত ক্ষুধা না হয়!!!

৬। যেরূপ সমাচার পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বলা যাইতে পারে। এবারে ত্রিহুত জেলার অবস্থা বড় ভাল নয়। ও দিকে গণ্ডকীনদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বহু সংখ্যক গ্রাম এক বারে উৎসন্ন গিয়াছে। এ দিকে ত্রিহুতস্থ ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ নদীতে ভয়ানক বন্যা আসিয়া তীরসন্নিহিত শস্যক্ষেত্র সকল প্লাবিত করিয়াছে। প্রচুর বৃষ্টিপাত না হওয়াতে সম্যক শস্য হইবারও এপর্য্যন্ত সম্ভাবনা দেখিতেছি না। আবার বেগবতীনদীর স্রোত উচ্ছ্বলিত হইয়া পুশার বাধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। যখন এপর্য্যন্ত জল কমিতেছে না, তখন ভাল লক্ষণ বোধ হইতেছে না।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়! গত ১লা জুলাই এখানকার স্কুল গৃহে পারিতোষিকপ্রদান উপলক্ষে এক সভার অধিবেশন হয়। সে সভায় অনেকগুলি ভদ্র লোক সমাগত হইয়াছিলন। এখানকার মহারাজ ও রাজকুমার উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল দত্ত মহাশয় প্রথমতঃ আয়ব্যয়ঘটিত আমূলবৃত্তান্ত আপন করিলেন। তৎপরে সকল শিক্ষকেই এক এক বক্তৃতা পাঠ করেন। অনন্তর অন্যূন ৬০ টাকা মূল্যের পুস্তক বিতরিত হয়। এই সমস্ত টাকা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

প্রধান শিক্ষক যে বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা মহাশয়ের নিকট পাঠাইলাম। (১)

স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষকে ফলোন্মুখ দেখিলে যে অপরিমেয় প্রীতিরসের সঞ্চার হয়, সেই আনন্দ উপভোগের অবসর আজি আমাদের মহারাজের উপস্থিত হইয়াছে। কত স্থানে কত ঝড়, কত প্রলয় হইয়া যাইতেছে, এমন কি, অনেক স্থানে মূলও উৎপাটিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের এই বিদ্যালয়টী মহারাজের যথোচিত করুণাবারিবর্ষণে বদ্ধমূল হইয়া বরং সতেজেই বাড়িতেছে। এ বিদ্যালয়টির তিনিই কেবল এক মাত্র নিদান। এই বিদ্যালয়টী স্থাপিত করিয়া এ প্রদেশের যে কতদূর উপকার করিতেছেন, তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। এই যে ছাত্রগণ আমাদের সম্মুখে আসীন রহিয়াছে, তাহাদের শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ কি ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকিত? তাহাদের হৃদয়মন্দির বিমল বিভায় কি উজ্জলপ্রভ হইতে পারিত?

বিদ্যাশিক্ষায় যে সুধাময় ফল প্রসব করে, কতদূর যে পরিবর্ত্ত সংঘটিত করে, উদাহরণ স্থলে আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগকে গ্রহণ করিলে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। যখন রোমপতি বীর জুলিয়স সিজর খৃ অব্দের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে আপন জয়পতাকা উড্ডীনকরণমানসে ইংলণ্ডে অবতরণ করেন, তখন তিনি যে তদ্দেশবাসীদের অবস্থা অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশীয় পর্ব্বতবাসী সাঁওতাল জাতির অবস্থা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। তাঁহারা বিবস্ত্রবেশে পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করিতেন, মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রঞ্জিত করিয়া বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, তাঁহারা কি উপায়ে এই ১৯০০ শত বৎসর মধ্যে পৃথিবীতলে এক মাত্র সভ্যতম জাতি হইয়া উঠিলেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এই জানা যায় যে যত্নসহকৃত বিদ্যাশিক্ষাই তাহার মূল। আমাদের দেশ এখন যে হীনাবস্থ রহিয়াছে, তাহার কারণ, বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই। এখন আমাদের দেশে যাহাতে শিক্ষার বহুল বিস্তার হয়, তাহারই উপায় দেখা শ্রেয়স্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই উপায়টী ভাগ্যবান ব্যক্তিদের হস্তে নিহিত রহিয়াছে।

প্রিয় ছাত্রগণ! তোমরা যে সমস্ত বৎসর পরিশ্রম করিয়াছিলে, তাহার জন্য আজি পুরস্কার পাইতে চলিলে। তোমাদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষায় পারদর্শিতাপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদিগকেই পুস্তক বিতরিত হইবে। অপরের আমরা পুরস্কৃত হইলাম না বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া বিধেয় নহে। পরিশ্রম কর, আগামী বৎসরে তোমাদের আশালতা ফলবতী হইবে। অথবা বিবেচনা করিতে গেলে এ পুরস্কার অতি অকিঞ্চিৎকর। উত্তর উত্তর শিক্ষিত হও বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হও, রাজসমীপে আদৃত হও, এই তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার। আরো দেখ আমাদের দেশের অবস্থা যে এত মন্দ হইয়া রহিয়াছে, কুসংস্কারস্রোত যে অনবরত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধানের উপায়স্বরূপ তোমরা একমাত্র লক্ষ্য স্থল যখন তোমাদের প্রগাঢ় প্রযত্নে অজ্ঞান তিমির তিরোহিত হইয়া বিদ্যালোকে দেশ উজ্জ্বল হইবে, তখনই তোমরা আপনাদিগকে যথার্থ পুরস্কৃত জ্ঞান করিবে।

বনয়ারী আবাদ
স্কুল।
জেলাবীরভূম।

শ্রীঃ—

(১) দীর্ঘ বলিয়া আমরা উহার সমুদায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। স।

—:০:—

নদীয়ার মিসনরির দ্বিতীয় পত্র।

আপনি আমার পত্রের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কিন্তু আমি দুঃখিত হইলাম, আপনি অদ্যাপি ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস ও ঔদাস্য করিতেছেন। * * * * জর্ম্মনী কি এমন নির্ব্বোধ যে, গবর্ণমেণ্টকে প্রজার প্রতিনিধি জ্ঞান করেন? সেখানে এসংস্কারের যে লোক আছেন, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু এই সকল লোকের চরিত্রের অনুসন্ধান করুন। ইহাঁরা কে? যত অলস এবং মানসিক ও শারীরিক দোষসম্পন্ন লোক এই দলস্থ, ইহাঁরা ধনীদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি লইবার অভিলাষী হইয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ নয় আপনাদিগের স্বার্থ সম্ভূত সুখার্থ দেশশাসন করিবার বাসনা করেন। আমেরিকা ও ইউরোপের রাজনীতি বিবেচনা পূর্ব্বক দর্শন করুন, তাহা করিলে জানিতে পারিবেন আপনার মত যেখানে যত গ্রাহ্য হয়, সেই খানেই সেই পরিমাণে শান্তিভঙ্গ, দস্যুতা, হত্যা ও বিপ্লব ঘটে। আপনি ফরাশী বিপ্লবের উল্লেখ করিয়াছেন! কিন্তু হায়! উক্ত দুর্ঘটনা অপেক্ষা আর একটী যে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া ইষ্ট সত্য ও পবিত্র

ধর্ম্ম নষ্ট করিবে তাহা সত্য। ইহার কারণ কি? ঈশ্বর যে সত্য নিজে প্রকাশ করিয়াছেন এবং বাইবলে যেসকল নীতি আছে, তৎপ্রতি অবিশ্বাস এই দুর্ঘটনার কারণ হইবে। সত্য ধর্ম্মনাশ হইতে যে বসিয়াছে বর্ত্তমান কালের চাঞ্চল্য ও অবাধ্যতা, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করা হইতেছে, তাহাই এই অনিষ্টের কারণ হইবে। আপনার স্বদেশীয়দিগকে ঈশুখৃষ্টকে আশ্রয় করিতে শিক্ষা দিন এবং তন্নিমিত্ত উত্তেজনা করুন, অনেক অনিষ্ট এতদ্দ্বারা নিবারিত হইবে।

আপনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের স্বকর্ত্তব্য হীনতা ও অযোগ্যতার কথা বলিয়াছেন। ইহা সত্য। বিচারালয় ও পুলিষের এই দুশ্চরিত্রতার কারণ কি? পাপের আনুগত্যই ইহার প্রকৃত কারণ। অতএব বঙ্গদেশ অকপট হৃদয়ে ঈশুখৃষ্টের প্রতি ভক্তি করুন, তাহা হইলে এই সকল অনিষ্ট দূরগত হইবে।

আপনি বলেন, সর্পাঘাতে অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে। ইতিহাস পাঠ করিলে আপনি জানিতে পারিবেন, পনর শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মনীর বনসকল সর্প ও হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে জর্ম্মনীতে গমন করিলে আপনি একটী বিষাক্ত সর্পও দেখিতে পাইবেন না। মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত শীতের সময়ে একটী দুটী নেক[illegible] জর্ম্মণীতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুলিষ প্রহরী ও শীকারীরা একত্রিত হইয়া কয়েক ঘটিকার মধ্যে এই পশুকে বধ করেন। আপনি আরও দেখিবেন, জর্ম্মনীর প্রায় অঙ্গলী ভূমি কর্ষিত হইতেছে। কোন স্থানে জঙ্গল নাই, কোথায়ও হিংস্র পশু ও সর্প থাকিতে পায় না। এসকল কি হইতে হইয়াছে? গবর্ণমেন্টের সুবিচার লোকের সাধুতা ও পরিশ্রম। এই সুবিচার সাধুতা ও পরিশ্রমের আবার কারণ কি? ঈশ্বরের অমূল্য পবিত্র বাণী (খৃষ্টিয়ধর্ম্ম) এই কারণ। পূর্ব্বে জর্ম্মণীয়েরা বন্য অসভ্য ও মূর্খ ছিলেন; কিন্তু বাইবলে তাঁহাদিগকে সভ্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান যশস্বী জাতি হইয়াছেন। আপনারাও এইপ্রকার করুন। ইহার নিমিত্তই-আপনার স্বদেশীয়দিগের এই উপকার নিমিত্তই-আমি এতদেশে পরিশ্রম করিতেছি। ইতি।

—:০:—

মহাশয়! আপনার জগদ্বিখ্যাত পত্রিকাতে কয়েক বার গুপ্তিপাড়ার দুরবস্থার বিষয় প্রেরিত স্থলে পাঠ করিয়া বোধ করি অনেকেই দুঃখিত হইয়া থাকিবেন। সম্প্রতি একটী উন্নতির বিষয় আপনার পাঠকগণের গোচর করিতেছি। গুপ্তিপাড়া যে বহুজনসমাকীর্ণ ইহা কাহারও অবিদিত নাই; কিন্তু এপর্য্যন্ত তথায় পোষ্ট আপিস ছিল না। দিগড়া গুপ্তিপাড়া হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। তথায় সকলকে পত্র দিয়া আসিতে হইত এবং সেই পোষ্ট আপিস হইতে এক জন হরকরা আসিয়া গুপ্তিপাড়ায় চিঠি বিলি করিত, তাহাতে প্রত্যেক পত্রে /০ এক আনা করিয়া পয়সা লাগিত। ইহাতে সাধারণের যে কত কষ্ট হইত তাহা বলা বাহুল্য। বিবেচনা করুন, কলিকাতা হইতে কোন ব্যক্তি বাটীতে প্রতিসপ্তাহে দুইখানি করিয়া পত্র লিখিলেন, তাঁহার ডাক মাসুল ছাড়া হরকরাকে মাসে ॥০ আনা দিতে হইল, এরূপ অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাটীতে কেহ পত্র লিখিতেন না। মহাশয় গুপ্তিপাড়াবাসীদিগের এ কষ্ট দূর হইয়াছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে গুপ্তিপাড়ায় একটী পোষ্ট আপিস হইয়াছে। উহার জন্মতিথি ১৫ ই আগষ্ট। আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ মল্লিকপ্রভৃতি উক্ত গ্রামবাসী ভদ্র মহাশয়েরা আমাদিগের এই মহোপকারক বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ায় এক্ষণে অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন, ইহাঁরা যত্ন করিলে ইহার অনেকাংশে মঙ্গল হইতে পারে। মহাশয়! এ স্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। গুপ্তিপাড়ার স্কুলের অবস্থা হীনাবস্থা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতএব শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস সেন ও বেণীমাধব মজুমদারপ্রভৃতি স্কুলের মেম্বর মহাশয়দিগকে এবং উহার সেক্রেটরি শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রমোহন রায় মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করিতেছি তাহাঁরা যেমন পোষ্ট আপিসের বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ স্কুলের প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিয়া গ্রামস্থ সকলের ভাবী সুখের সোপান করুন।

২৫ এ আগষ্ট
১৮৬৮ } গুপ্তিপাড়ানিবাসিনঃ।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! এখানে ২০ এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার একটী বঙ্গীয় ভদ্র বংশজ কুলকামিনীর হঠাৎ জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ, হইয়াছে। ইহাঁর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশবর্ষ হইয়াছিল।

২৪ এ আগষ্ট সোমবার আর একটী এতদ্দেশীয় ইতরবংশীয় রমণীর উক্ত প্রকারে প্রাণত্যাগ হইয়াছে। ইহার বয়স প্রায় ১২। ১৩ বৎসর হইবে। স্ত্রীলোকটী কূপ হইতে জল উঠাইতে ছিল এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এখানে বৃষ্টি না হওয়াতে দিন দিন লোকের (বিশেষতঃ কৃষকদিগের) অতিশয় জলকষ্ট হইতেছে। যদ্যপি দুই এক সপ্তাহের মধ্যে আর বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ধান্য ও রবিখন্দের পক্ষে বিশেষ হানি হইবে।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর ১৬ ই এখানে আসিয়া এখানকার সকল আপিস, পাটনাকালেজ, নর্ম্মাল স্কুলপ্রভৃতি দেখিয়াছেন। এখানে গত নবেম্বর মাসে পাটনাস্থ ভদ্রলোকদিগের আনুকূল্যে বালকদিগের একটী ও বালিকাদিগের একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয় ২টীতে উক্ত মহামান্য মহোদয় আসিয়া পাঠ শ্রবণ ও বালিকাদিগের শিল্পকার্য্যপ্রভৃতি দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পাটনা
২৫ আগষ্ট
১৮৬৮ } একান্তানুগত
শ্রীঅঃ—

—:০:—

মহাশয়! সম্প্রতি ভবানীপুরে চুরির অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। চোরের দৌরাত্ম্যে আমাদিগের অবস্থান করাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি রাত্রিতেই ২। ৩টী করিয়া চুরি হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইবার নিমিত্ত কয়েকটী চুরির বিষয় নিম্নে লিখিত হইলঃ—

গত ১৬ ই আগষ্ট নোয়াপাড়া রোডে দুটী চুরি হয়। প্রথমটী রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়া অনেকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ও তৈজসাদি অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী দাতারাম ঘোষের বাটীতে। ইহাতে চোরেরা অলঙ্কারাদিতে প্রায় সহস্র টাকা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পর রাত্রিতে (১৭ ই তারিখে) চারিটী চুরি হয়। তন্মধ্যে উক্ত নোয়াপাড়া রোডেই তিনটী। প্রথমটী অক্ষয় কুণ্ডুর বাটীতে হইয়া প্রায় ৫০ টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইহাতে চোরেরা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বাড়ীর লোক জাগরিত হওয়াতে তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। তৃতীয়টী [illegible] মিস্ত্রীর বাটীতে। ইহাতে টাকা, কাপড়প্রভৃতিতে অনেকগুলি জিনিস চুরি গিয়াছে। চতুর্থটী নারিকেলবাগানের কাঁসারিপাড়া রোডে উজ্জ্বলী বেশ্যার

বাটীতে হয়। ইহার পর উল্লিখিত স্থলে আরও একটী হয়। ১৮ ই আগষ্ট তেলিপাড়া রোডে নটি বেশ্যার বাটীতে। ইহাতেও অলঙ্কারাদিতে প্রায় ৭০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভবানীপুরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে প্রতি রাত্রিতেই উক্তপ্রকার চুরি হইতেছে। উপরি উক্ত চুরির প্রায় সমস্ত বিষয়ই পুলিসের শ্রুতি গোচর হইয়াছিল। কেবল দাতারাম ঘোষ পুলিষকে জানায় নাই। কিন্তু পুলিষ চোরের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। মহাশয়! ভবানীপুর কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান। ইহাতে এইরূপ অরাজক কাণ্ড হওয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য ও ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। ইহার ১০। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে এরূপ চুরির নাম গন্ধও ছিল না।

১২ ই ভাদ্র ১২৭৫ } কেষাঞ্চিৎ ভবানীপুর বাসিনাং

-:০:-

বিদ্যার্থি যুবকগণের নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা ও উপায়।

অধুনা অস্মদ্দেশের বিদ্যালয়সমূহে নীতি বিষয়ক সাহিত্যাদি শাস্ত্রের ভূরি আলোচনা হইতেছে। যেমন অনেক ছাত্র নীতিবিষয়ক উৎকর্ষ লাভ করিতেছেন, তেমনি অনেকে নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আপনাদিগকে হীনপ্রকৃতি করিয়া তুলিতেছেন। এ দিগে ছাত্রগন যেমন বিদ্যালয়ের নিয়ামতকাল শান্তভাবে অতিবাহিত করেন, ওদিগে তেমনি বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই নানাবিধ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইতে থাকেন। এই কারণেই সুরাপান বেশ্যাসক্তি চৌর্য্য প্রভৃতি ঘৃণিত পাপস্রোত নব্যদলের অনেককে দূষিত করিতেছে। বালকদিগের পিতামাতা বা তৎসদৃশ অভিভাবকগণ যদি তাহাদিগের চরিত্রসংশোধনার্থ সচেষ্ট হন, তাহা হইলে এরূপ জঘন্য কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না। যুবকদিগের মন স্বভাবতই তরল থাকে, এত নিবন্ধন তাহারা প্রলোভনকারী বস্তু সম্মুখে দেখিতে পাইলেই তদাসক্ত হইয়া বিচলিত হইয়া পড়ে। অতএব অভিভাবকদিগের উচিত যে, বালকগণকে বিলাসসুলভ প্রলোভক বস্তু হইতে সর্ব্বদা দূরবর্ত্তী রাখেন। এক্ষণে অভিভাবকগন বালকদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু তাহারা চরিত্র ও নীতিবিষয়িণী উন্নতি সাধন করে কি না তদ্বিষয় ভ্রমেও একবার পরীক্ষা করেন না। এরূপও দেখা যায় যে, পিতামাতা সন্তানের দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইলেও অনুচিত অপত্যস্নেহ পরবশ হইয়া তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ যত্নবান হন না, ইহাতে সন্তানগণ প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত গর্হিত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে থাকে।

অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকদিগকে যে পথে লইয়া যাওয়া যায়, তাহারা সেই পথেই যাইয়া থাকে। এই সময়ে চরিত্রগত দোষ সংশোধন করিয়া সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য

শ্রীরঃ—
হিন্দুহষ্টেল।

—:০:—

"বঙ্গভক্তিভাজন।
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিচরণ সরকার
মহাশয় সমীপেষু।

১। ওগো! সরকার মহাশয়!
যথার্থ নির্দ্দেশ করি, শঙ্কাভয় পরিহরি,
গবর্ণর সাহেবের পড়িলে কোপেতে।
সাধু বর অকাতর তোমায় নিন্দিতে!!

২। তাহে বোধ করি অপমান,
প্রচুর লাভের পথে, কাঁটা দিলে নিজ হাতে
তেজস্বিতা মনোমাঝে করিলে ধারণ।
অর্থলিপ্সা হৃদি হইতে করি বিসর্জ্জন।

৩। আমরা তোমার ছোট ভাই।
আমাদের ক্ষুদ্র মনে, বোধ মান অপমানে,
সুপ্রকৃত তেজস্বিতা শিখাও এরূপে,
ভক্তি উপহার দিব ছোট ভাই সবে!

৪। ধন্য ওহে বঙ্গের ভূষণ!
তোমার চরণ ধূলি, দাও করি কৃতাঞ্জলি,
চিরভক্তিমান তব থাকিব চরণে,
করিব তোমার ধ্যান হৃদিনিকেতনে।

৮ই ভাদ্র ১২৭৫ মেদিনীপুর } ভবদীয় ভক্তিমান ভ্রাতৃগণ

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস	শ্রীহট্ট	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ আষাঢ়		১৩
ঐ ঐ প্রসন্নকুমার দাস	দিল্লী	
১৮৬৮ জুলাই হইতে ৬৯ জুন		১৩
ঐ ঐ ভজগোবিন্দ চাকী	বেলিয়া গ্রাম	
১৮৬৮ আগষ্ট হইতে ৬৯ জুলাই		১৩
ঐ ঐ রসিকলাল রায়	নলহাটী	
১২৭৫ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ		৩৮
ঐ ঐ কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ডুবিডহর	
১২৭৫ শ্রাবণ হইতে ৭৬ ভাদ্র		১৩
ঐ ঐ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	চট্টগ্রাম	
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর		৩৮০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ — ৪৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৩০ এ ভাদ্র। ১৮৬৮। ১৪ ই সেপ্টেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

বাল্মীকি রামায়ণ।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত প্রথম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ ১২৭৫ ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবনস্থ সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে সাহিত্যদর্পণ মুদ্রিত হইতেছে। গ্রহণার্থিগণ পত্রাদি লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে ১ এক টাকা মূল্যে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

কুমুদ্বতী নাটক।
অভিনয়োপযোগী।

কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীট ১৫ নং ভবনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্তের নিকট ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য বার আনা।

—:০:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

	সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ
এ ৫৮	৮৬৬৩৮	১০০	অর্দ্ধ নোট
এ ৫৫	৮৯৪৪৪	৫০	ঐ
এ ৫২	৬৪৬৯০	২০	ঐ
এ ২৬	১০২৯৬	২০	ঐ
এ ৩২	৪৬৪৫২	২০	ঐ
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	ঐ
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	ঐ
এ ৪৩	৯৯৬৬২	২০	ঐ
বি ২২	০১৭৫৫	২০	ঐ } ডিপ্লিকা- পেটাম নোট্‌স।
বি ২২	০১৭৫৪	২০	ঐ
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	ঐ
এ ৪৯	০৩৪৬১	১০	ঐ
এ ৪১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
এ ৪৯	৪৮১২৯	১০	অর্দ্ধ নোট
এ ৫০	১৬৮৫৫	১০	ঐ
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	ঐ
এ ৪২	০৮২৬৯	১০	ঐ
এ ১৯	৩৫৪০১	১০	ঐ
এ ১৯	৪৮৮৪২	১০	ঐ
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	ঐ
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	ঐ
এ ৩১	৯২১০৩	১০	ঐ
এ ৩১	৯২১০১	১০	ঐ
এ ৩১	৯২১০২	১০	ঐ
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	ঐ
এ ৫৮	৮৯০০৭	১০০	
এ ৫৮	৮৪৮৬৯	১০০	

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান পোষ্ট মাষ্টার।

—:০:—

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবাজার, পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বাগ্‌বাজার।

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোর্সের নোটবুক্, প্রথম ভাগ পোইট্রী, ট্রেনিং আকাডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার এইচ, দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা।

——:০:——

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ	২॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাং গদ্য	৮
শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ	৮
শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ	৫
চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত	২৬
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক	৩
কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে	১
চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত	১
ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয়	১॥
নীলাঞ্জন কাব্য	৸
পুরঞ্জন কাব্য	৸
মণিকুণ্ডলা কাব্য	১
অভিমন্যু বধ নাটক	॥৵
দ্বাদশ শিশুর বিবরণ	৸
রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত	২০
পদ্মগন্ধা উপাখ্যান	৸
সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৸
পিশাচোদ্ধার	
নীতিপ্রভা	
এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত	৩
ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র	৫
ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে	৭
নীতিশিক্ষা	
অনবর শোহীলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য	১॥
কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ	১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত	১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত	২
মনতত্ত্বসারসংগ্রহ	১
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়	১
ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড	২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক	১
চরিত্রমঞ্জরী	১।
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট	২৫

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং | শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া যাইবে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের ষ্টিমার থাকিবে তখন ঐ ষ্টিমারে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনুসারে ভাড়া লওয়া হইবে। কেবল ষ্টিমার হইতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বোঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে। যে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেসনে সমুদায় দিলেও চলিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস এজেন্সি বোর্ড কলিকাতা ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। (অগ্রিম মূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহরষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

———

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

—০—

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা, আমরক্ত, মূল্য চারি আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিওপেথিক ফারমেশীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এ/৫৮	৮৯০০৭ নং	১০০ টাকার
এ/৫৮	৮৪৮৬৯ নং	১০০ ঐ

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়াম।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

—:০:—

সাবিত্রীচরিত কাব্য।

শ্রীভোলানাথ বক্রবর্ত্তি প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

———

৯ ই ভাদ্র ও ১৬ ই তারিখের সোমপ্রকাশের বিজ্ঞাপনের লিখিত দেওয়ানী কার্য্যবিধান গ্রন্থের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগ ৩০ এ আশ্বিন ও শেষ ভাগ ২০ এ কার্ত্তিক প্রচারিত হইবে। সমুদায় পুস্তকের মূল্য ডাকমাসুল ব্যতীত ১০ টাকা। প্রথম ভাগের মূল্য ডাকমাসুলসহ ৪।০ অপর দুই ভাগের মূল্য ৬।০ টাকা ; কিন্তু যাঁহারা ডাকমাসুলসহ ৮॥০ টাকা অগ্রিম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় ত্বরায় পাঠাইবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ পুস্তক ক্রমে প্রাপ্ত হইবেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিকের নিকট অগ্রিম মূল্য পাঠাইলেই হইবে।

—:০:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

—:০:——:০:—

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তদবধি ২০ হনড্রেড্ ওয়েট মোট ওজনের এক টন হারে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পরিমান অনুসারে তুলা আমদানী করা হইবে।

নিম্নলিখিত টেবেলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ায় আনিবার ভাড়া দর্শান যাইতেছে।

হাওড়া হইতে কত মাইল	যে ষ্টেসন হইতে আমদানী হইবে		ক — যে তুলার ২০ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাঁইট কসিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।			খ — যে তুলার ২৪ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাঁইট কসিয়া সাড়ে বার কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।			গ — যে তুলার ৩০ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাঁইট কসিয়া ১০ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।			ঘ — যে তুলার ৩৬ পাউণ্ড কসিয়া এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাঁইট কসিয়া ৮ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে।			ঙ — যে তুলা কস্ করিয়া ২০ পাউণ্ড এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাঁইট কসিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। ওজন ১৩৫০০ পাউণ্ডের অনধিক হইলে গাড়ি প্রতি ভাড়া।		
			টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.
১০১৮ ১০০৬	দিল্লী ও গাজিয়াবাদ।	প্রত্যেক টনে	৬০	০	০	৫৭	০	০	৫৪	০	০	৪৮	০	০	৩৬০	০	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৮	৶	০	৭	৸৵	০	৭	৷৵	০	৬	॥৴	০			
৯৬৭	খুরজা	প্রত্যেক টনে	৫৭	॥৶	”	৫৪	৸৵	”	৫১	৸৶	”	৪৬	৶	”	৩৪৬	৴	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৭	৸৵	”	৭	॥০	”	৭	৵	”	৬	৷৴	”			
৯৪০	আলিগড়	প্রত্যেক টনে	৫৬	৴	”	৫৩	৷৴	”	৫০	॥০	”	৪৪	৸৵	”	৩৩৬	৷৵	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৭	৷৶	”	৭	৷৴	”	৬	৸৵	”	৬	৵	”			
৯২১	হাত্রাস	প্রত্যেক টনে	৫৪	৸৶	”	৫২		”	৪৯	৷৶	”	৪৩	০	”	৩২৯	॥৵	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৭	॥	”	৭	৵	”	৬	৸	”	৬	০	”			
৯০৫	আগরা	প্রত্যেক টনে	৫৪	০	”	৫১	৷৴	”	৪৮	॥৵	”	৪৩	৶	”	৩২৩	৸৵	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৭	৷৵	”	৭	০	”	৬	॥৵	”	৫	৷৶	”			
৮৮১	ফিরোজাবাদ	প্রত্যেক টনে	৫২	॥৴	”	৪৯	৸৶	”	৪৭	৷৴	”	৪২	৴	”	৩১৫	৷৴	”
		প্রত্যেক গাঁইটে	৭	৶	”	৬	৸৴	”	৬	॥	”	৫	৸	”			
৮৬৯	শেকোয়াবাদ	প্রত্যেক টনে	৫১	৸৵	”	৪৯	৷০	”	৪৬	॥৶	”	৪১	॥	”	৩১১	০	”
		প্রত্যেক গাঁইটে	৭	৴	”	৬	৸০	”	৬	৷৵	”	৫	॥৶	”			
৮৩৫	ইটোয়া	প্রত্যেক টনে	৪৯	৸৴	”	৪৭	৷৴	”	৪৪	৸৴	”	৩৯	৸৵	”	২৯৮	৸৴	”
		প্রত্যেক গাঁইটে	৬	৸৴	”	৬	॥০	”	৬	৵	”	৫	৷৶	”			
৭৪৮	কানপুর	প্রত্যেক টনে	৪৪	॥৵	”	৪২	৷৵	”	৪০	৶	”	৩৫	॥৶	”	২৬৭	৷৶	”
		প্রত্যেক গাঁইটে	৬	৵	”	৫	৸৴	”	৫	॥	”	৪	৸৵	”			
৬২৯	আলাহাবাদ	প্রত্যেক টনে	৩৭	॥৴	”	৩৫	॥৶	”	৩৩	৸৴	”	৩০	৴	”	২২৫	৵	”
		প্রত্যেক গাঁইটে	৫	৵	”	৪	৸৵	”	৪	॥৵	”	৪	৵	”			
৫৭৩	মৃর্জাপুর	প্রত্যেক টনে	৩৪	৶	”	৩২	॥০	”	৩০	৸	”	২৭	৷৵	”	২০৭	১	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৪	॥৶	”	৪	৷৶	”	৪	৶	”	৩	৸	”			
৫৪০	বারাণসী	প্রত্যেক টনে	৩২	৷০	”	৩০	৷৵	”	২৯	০	”	২৫	৸৴	”	১৯৩	৷	”
		প্রত্যেক গাঁইটে	৪	৷৶	”	৪	৶	”	৪	০	”	৩	॥৴	”			
৫০৬	জুমানিয়া	প্রত্যেক টনে	৩০	৶	”	২৮	॥৶	”	২৭	৶	”	২৪	৶	”	১৮১	৵	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৪	৵	”	৩	৸৶	”	৩	৸	”	৩	৷৴	”			
৩৯৬	পাটনা	প্রত্যেক টনে	২৩	॥৵	”	২২	৷৶	”	২১	৷৴	”	১৮	৸৶	”	১৪১	৸	০
		প্রত্যেক গাঁইটে	৩	৷০	”	৩	১	”	২	৷৶	”	২	॥৵	”			

১। প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গাঁইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাঁইটের মোট ওজন ৩০০ পাউণ্ডের অনধিক হয়।

২। খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণির দ্রব্যের ভাড়ার সমান ধরা হইবে, কিন্তু এক খানি গাড়ির নিম্নতম ভাড়া প্রত্যেক মাইলে [illegible] ধরা যাইবে।

৩। তুলার প্রত্যেক টনে ।৶ আনা অথবা গাঁইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টারমিনাল রেট দিতে হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
২৮ এ আগষ্ট ১৮৬৮।

সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি।

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা।"

অর্থাৎ।

ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতার, বেহালা, এসরাজ, বংশী, হার্ম্মোনিয়ম ও গান প্রভৃতি শিখিবার সহজ উপায়, মূল্য ৩ তিন টাকা। লালদীঘীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দে কোম্পানির ও ঠনঠনিয়াস্থ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

কলিকাতা ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } শ্রী[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায় পটোলডাঙ্গা পোটোটোলা লেন।

—:০:—

কলিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল

—:০:—

তত্ত্ববিদ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথোচিত সংশোধন ও আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ও সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ১॥ টাকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, অনেক বিচারপতির এরূপ স্বভাব আছে, মকদ্দমানিষ্পত্তির অব্যবহিত পরে আপনাদিগের রায় প্রকাশ করেন না। তাহাতে অর্থী ও প্রত্যর্থীর অতিশয় কষ্ট হয়। দুরস্থদিগের ক্ষতিও হইয়া থাকে। আমরা পত্রপ্রেরকের এই বাক্যের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। ৬। ৭ মাসপরে রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এমন বিচারপতিও আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছেন। রায় প্রকাশ করিতে অসঙ্গত বিলম্ব হইলে বিচারপতিদিগের মকদ্দমার অবস্থা বিস্মৃত হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, পত্রপ্রেরক এই যে কথা কহিয়াছেন, এটীও যথার্থ। এ বিষয়ে প্রধানতম আদালতের সবিশেষ দৃষ্টিপাত আবশ্যক। জটিল মকদ্দমাগুলির সহসা রায় প্রকাশ করিতে গেলে ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া মাস, পক্ষ, সপ্তাহ ও বৎসর অতীত করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। কোন্ দিনে উকীলদিগের তর্ক বিতর্ক হয়, তাহার পর কত দিন অন্তর রায় প্রকাশ হয়, প্রধানতম বিচারালয় যদি তাহার অনুসন্ধান করিবার একটী নিয়ম করেন, তাহা হইলে আর রায়প্রকাশে অসঙ্গত বিলম্ব হইতে পারে না।

—:০:—

গ্লানির মকদ্দমার বিচার।

এক্ষণে ফৌজদারি আইনের সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে। অতএব এই সুযোগে আমরা দণ্ডবিধির একটী ধারার পরিবর্ত্ত করিবার অনুরোধ করিতেছি। ১৮৬০ অব্দের ৪৫ আইনের ৫০১.৫০২ ও ৫০৩ ধারানুসারে অভিযোগ হইলে তাহার শেষ বিচার এক জন মাজিষ্ট্রেট অথবা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা হইবার বিধি আছে; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এটী আমাদিগের আইনের একটী প্রধান দোষ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। গ্লানির মকদ্দমা করিতে গেলে বিশেষ আইনজ্ঞতা আবশ্যক। ইউরোপ ও আমেরিকায় অতিশয় উপযুক্ত বিচারপতিগণও এই সকল মকদ্দমা করিতে গিয়া অনেক সময়ে অবিচার করিয়া বসেন। এমত স্থলে আমাদিগের অল্পশিক্ষিত মাজিষ্ট্রেট, সহকারী ও জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট, বা ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের নিকটে যে ইহার সুন্দর বিচার হইবে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আমাদিগের দেশে ক্রমশঃ সর্ব্বত্র জুরিদ্বারা বিচার হইতেছে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি গ্লানির মকদ্দমার বিচার জুরির দ্বারা করাই কর্ত্তব্য। এক জন ইংরাজ ব্যবহারাজীব বলেন, "বিচারপতিগণ যদি বিনা জুরিতে গ্লানির মকদ্দমা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দুই দিবসের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ পাইত। তাঁহারা যতই বিশুদ্ধান্তঃকরণ হউন না কেন, তথাপি গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী; গবর্ণমেন্টের দিগে টান হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এক্ষণে ভূয়োদর্শনে সপ্রমাণ করিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ অনেক সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের উপরে বিরক্ত হন।" যখন ইংলণ্ডে প্রবল সাধারণ মতের সম্মুখে এবং অপক্ষপাতী বিচারপতিদিগের নিকটে অবিচারের সম্ভাবনা, তখন ভারতবর্ষে যে মাজিষ্ট্রেটগণ সুবিচার করিবেন, তাহা সম্ভাবিত নহে। মফস্বলের বিচারপতিগণ সদরের বিচারকদিগের ন্যায় স্থিরচিত্ত ও সহিষ্ণু নহেন। সংবাদপত্রের নামে নালীশ হইলে যে তাঁহাদিগের অনেকে দণ্ড দিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হন, যাঁহারা অমৃতবাজার পত্রিকার নামে নালীশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। আমরা তন্নিমিত্ত পুনরায় কহিতেছি, দণ্ডবিধির ৫০১.৫০২ ও ৫০৩ ধারার মকদ্দমাসকলের বিচার জেলার জজ ও জুরির হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ সর্ব্বত্র সংবাদপত্র স্থাপিত হইতেছে। সম্পাদকগণ সাহসসহকারে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিতেছেন। যাঁহারা বাস্তবিক অপরাধী, তাঁহাদিগের দণ্ড হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কিন্তু হাতুড়িয়া বিচারপতিদিগের হস্তে যেন মৃত্যু না হয়। অতএব এই সময়ে ফৌজদারি কার্য্যবিধির সহিত দণ্ডবিধির পূর্ব্বোক্ত ধারাগুলির সংশোধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

—:০:—

প্রতিজ্ঞান প্রত্যুত্তর দান।

আমরা গতবারের প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্য আমাদিগের নদীয়াস্থিত মিসনরি বান্ধবের দ্বিতীয়পত্রের প্রত্যুত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা যে সর জন লরেন্সের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোন বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করি নাই, তাহা মিসনরি বান্ধবের দ্বিতীয়পত্রের ভাবে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা হউক, আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, কোন গবর্ণর জেনরল অথবা ব্যক্তিবিশেষের রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিলে রাজা বা রাজ্ঞীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ অথবা বিপক্ষতাচরণ করা হয় না, এটী যেন তিনি যাবতীয় ইউরোপীয়কে বুঝাইয়া দেন। এক্ষণে অনেক ইউরোপীয়ের একটী রোগ দাঁড়াইয়াছে, কোন বিষয় অনভিমত হইলেই ভারতবর্ষীয়দিগকে বিশেষতঃ সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ ও রাজদ্রোহী বলিয়া গালি দিয়া থাকেন;

আমরা দুঃখিত হইলাম, মিসনরি বন্ধুর সহিত এখনও দুটী বিষয়ে আমাদিগের মতভেদ হইতেছে। প্রথম, তিনি বলেন, "গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতিনিধির এ সংস্কার যেখানে আছে, সেই খানেই হত্যা, দস্যুতা, বিপ্লবপ্রভৃতি নানা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। তিনি আমাদিগের ভ্রমসংশোধনার্থ আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইউরোপে যে, এ সংস্কার বলবান্, আমরা তাহা পশ্চাৎ সপ্রমাণ করিতেছি। আমেরিকায় কেবল এই সংস্কারের প্রাবল্য নয়, তথায় তদনুসারী কাজও হইতেছে। প্রজারাই আমেরিকার শাসনকর্তৃগণকে মনোনীত করেন, এ কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? অন্য কোন্ দেশে প্রজার এত ক্ষমতা আছে? অন্য কোন দেশে শাসনকর্তৃগণকে এরূপ সাধারণমতানুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হয় না। কিন্তু আমেরিকায় কি নিরন্তর দস্যুবৃত্তি, হত্যা ও বিপ্লব ঘটিতেছে? ইংলণ্ডে রাজার মৃত্যুর পর লোকে নূতন রাজাকে মনোনীত করেন না বটে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে সেখানেও রাজার রাজ্যলাভ প্রজার ইচ্ছাকৃত হইয়াছে। বরণসউইক রাজবংশ উত্তরাধিকারক্রমে না জয়প্রভাবে ইংলণ্ডে লব্ধাধিকার হইয়াছেন? তাঁহাদিগের প্রথম পুরুষ কি সর্ব্বসাধারণের মতানুসারে আগমন করেন নাই? সম্রাট নেপলিয়ন সর্ব্বদাই বলিয়া ও লিখিয়া থাকেন, "আমি তৃতীয় নেপলিয়ন ঈশ্বরের কৃপায় ও লোকের ইচ্ছায় শাসন করিতেছি ইত্যাদি।" ফ্রান্সে একনায়কতন্ত্র প্রচলিত সত্য; কিন্তু তৃতীয় নেপলিয়নের ন্যায় লোকে যে মুল নিয়ম স্বীকার করেন, তাহা কোনক্রমেই উপহাস বা উপেক্ষাযোগ্য নহে। মিসনরি বান্ধব যে প্রাচীন জর্ম্মণীয়দিগকে অসভ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অসভ্যগণ হইতেই কি ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান স্বাধীনতা শাসনপ্রণালীর মুল পত্তন হয় নাই? কোন্ ইতিহাসবেত্তা এ জন্য এই অসভ্যদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করেন? যে দিন আর্কবিশপ লডের শিরশ্ছেদন হয়, সেই দিনই "রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি" এই মতটী ইংলণ্ডে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৬৮৮ অব্দের বিপ্লবদ্বারা "রাজা প্রজার প্রতিনিধি" এই মতটী বলবৎ হয়। দুর্ভাগ্যনিবন্ধন এক্ষণে জর্ম্মণীতে ইহার তাদৃশ প্রাবল্য নাই। প্রুশিয়াতে কাউণ্ট বিসমার্কের প্রভাবে প্রতিনিধিসভাই সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়াছেন। জর্ম্মণী ইউরোপখণ্ডের মস্তক—বুদ্ধি ও চিন্তার স্থান; ফ্রান্স হস্ত—কার্য্য করিবার উপায়; ইংলণ্ড পদ—দাঁড়াইবার স্থান। ইংলণ্ডে যে মত বদ্ধমুল হইয়াছে, তাহা যে দীর্ঘকাল ফ্রান্সে ও জর্ম্মণীতে অলব্ধপদ থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধেয় বিষয় কি? প্রজার মঙ্গল ত? আমার কষ্ট আমি নিজে যেমন জানি ও বুঝি অন্য কেহ তেমন জানেন ও বুঝেন না। যে গবর্ণমেণ্ট সাধারণ মত অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদিগের পদে পদে ভ্রম হয়, এটী কি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? তৃতীয় নেপলিয়নের সদৃশ লোক সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করেন না; তাদৃশ অলোক সামান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, এক অথবা কয়েক ব্যক্তির বুদ্ধিদ্বারা যাহা উদ্ভাবিত হয়, তাহা সচরাচর লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গলকর হয় না। প্রজার মত, প্রজার অবস্থা ও প্রজার অভাব বুঝিয়া ও জানিয়া কাজ করাই প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এটী যখন স্থিরতর হইল, তখন গবর্ণমেণ্টকে প্রজার প্রতিনিধিভিন্ন আর কি বলা সঙ্গত হইতে পারে? আমরা দুঃখিত হইলাম, আমাদিগের মিসনরি বান্ধব এই সংস্কারের লোকদিগকে ফরাশী জাকবিন ও সোসিয়ালিষ্টদিগের দলে গণ্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতিনিধি হইলেই যে সম্পত্তির প্রভেদ রহিত করিতে হয়, এটি প্রামাণিক বাক্য নহে। সমুদায় সম্পত্তি সকলকে সমান অংশে ভোগ করিতে দিলে সমাজ এক দিনও চলে না। প্রতিনিধিগবর্ণমেণ্টের অধীনে এরূপ হওয়াও সম্ভাবিত নহে। আমরা স্বীকার করি, প্রাচীন কালের জর্ম্মণীয় নৃপতিরা রোমের অধিকৃত প্রদেশসকল জয় করিয়া যাবতীয় ভূমি ও সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া লইতেন; কিন্তু সেটী প্রতিনিধি প্রণালীর দোষ নহে; তদানীন্তন ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ববিষয়ক সংস্কারের দোষই সে প্রকার

সচিত। যে ক্ষণে অসভ্যেরা রোমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থায়ী হইয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিল, সেই ক্ষণেই পুনর্ব্বার সম্পত্তির প্রভেদ আরম্ভ হইল।

শারলমনের পরপর্য্যন্তও রাজা মনোনীত করিবার প্রথা ছিল। তাহা হইতেই বর্ত্তমান প্রতিনিধিপ্রণালীর উৎপত্তি হইয়াছে। প্রজার প্রতিনিধি হইয়া শাসন করাই যবগে বলের কারণ; এ অবস্থায় কোনপ্রকার করস্থাপন করা কষ্টকর হয় না; যখন গবর্ণমেন্টের স্বার্থকে প্রজারা আপনার স্বার্থ বলিয়া বোধ হয়, তখন সেই গবর্ণমেন্টের রক্ষার্থ প্রজারা কোন ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করেন না।

মিসনরি বান্ধব জানিবেন, আমরা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ঘৃণা কিম্বা বিদ্বেষ করি না। খৃষ্টধর্ম্ম কেন, কোন ধর্ম্মের বিদ্বেষ করা আমাদিগের অভ্যস্ত নহে। আমরা খৃষ্টীয়ান নহি এবং স্বদেশীয়েরা খৃষ্টীয়ান হইলেই যে তাঁহাদিগের উন্নতির পরা কাষ্ঠা হইবে, এ সংস্কার নাই বলিয়াই যে, আমরা নাস্তিক হইলাম, এটিও অবিমৃষ্যকর বাক্য। গবর্ণর জেনরলের অবলম্বিত রাজনীতির প্রতি দোষারোপ করিলে তাহাকে বিদ্রোহের চেষ্টা বলা যেমন অন্যায়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাদকে নাস্তিকতা বলাও তেমনি অন্যায়। মিসনরি বান্ধব প্রত্যক্ষের অপলাপে সাহসী হন নাই। ইউরোপে এক্ষণে সাধারণ মত যেপ্রকার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে যে শীঘ্র খৃষ্ট ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ হইবে, তাহার সবিশেষ সম্ভাবনা এবং আমাদিগের বন্ধু তাহা [illegible] স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আমাদিগকে বলিতেছেন "যে অনিষ্ট [illegible] ইউরোপে হইতে চলিল তোমরা [illegible] [illegible] করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাও।" এতদ্দ্বারা আমাদিগের মিসনরি বান্ধবের ধর্ম্মানুরাগের সবিশেষ পরিচয় হইতেছে, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহার প্রশংসাও করিতেছি; কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মই যে যাবতীয় জাতির উন্নতির কারণ, তৎস্বীকারে আমরা সম্মত নহি। সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় সকল জাতির উন্নতি ও হ্রাসের সময় আছে। প্রাচীন কালের গ্রীক ও রোমকেরা জুপিটরকে পূজা করিয়া কি না করিয়াছিলেন? ইউরোপে এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উন্নতি নয়নগোচর হইতেছে বটে; কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস যে সেই উন্নতির একমাত্র কারণ, তাহার প্রমাণ কি? তবে কেন পূর্ব্বদিগস্থ রোমক রাজ্য তুরস্কদিগের হস্তগত হইয়াছিল? স্পেন কি খৃষ্টীয়ান দেশ নহে? মেকসিকোতে কি অধিকাংশ লোক খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই? মিসনরি বন্ধু যে ইতিহাসকে প্রমাণ মানিয়াছেন, সেই ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে, খৃষ্টীধর্ম্ম হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানব মণ্ডলীর অনেক অপকার হইয়াছে। পঞ্চম চারলসের সদৃশ মহৎ লোকদিগের এক গোঁড়ামীতে তাঁহাদিগের অতি মহৎ উদ্দেশ্যও বিসময় ফল প্রসব করিয়াছে। খৃষ্টীয়ান না হইলে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবেন না, এ বাক্য শ্রদ্ধেয় নহে।

—২০১—

মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
ও তাঁহার কৃত উইল।

আমরা মৃত বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কৃত উইলের মর্ম্ম অবগত হইয়া দুটী বিষয়ে অধিকতর প্রীতিলাভ করিয়াছি। প্রথম, তিনি নিজ জমীদারীর প্রজাদিগের বিষয়ে যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহ যে কখন তাহাদিগের উপরে কোনপ্রকার পীড়ন করিবেন, সে সম্ভাবনা নাই। জমীদারী ইজারা ও পত্তনপ্রভৃতি দেওয়া দূরে থাকুক ২০ বৎসরের অধিক কাল কাহাকে পাট্টা দিবার নিষেধ করা হইয়াছে। সেলামীপ্রভৃতি কোন বাব করিয়া কেহ প্রজার নিকট হইতে নিয়মাতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এরূপ ব্যবস্থা করিবার হেতুবাদ স্থলে লিখিত হইয়াছে, জমীদারেরা সচরাচর ঐসকল বাব করিয়া প্রজা পীড়ন করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার জমীদারীমধ্যে ঐ রূপ না হয়। এত দ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার আশ্রিতবাৎসল্যের ন্যায় প্রজা প্রতিপালকতা গুণ বিলক্ষণ ছিল।

দ্বিতীয়, তিনি নিজ বিষয়ের যেরূপ উত্তরাধিকারক্রম নিরূপণও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যেন চিরজীবিত রহিলেন এইরূপ বোধ হইবে। তাঁহার বিষয় কখন গোত্রান্তর গত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজদুহিতা ও দৌহিত্রদিগকে অধিকারী না করিয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবুর পুত্র পৌত্রাদি জ্যৈষ্ঠানুসারে অধিকারী হইবেন। যতীন্দ্রবাবুর পুত্রপৌত্রাদির অভাবে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রপৌত্রাদি জ্যেষ্ঠক্রমে অধিকারী হইবেন। ইঁহাদিগের অভাবে প্রসন্নবাবুর পিতামহভ্রাতৃ সন্ততিরা ঐরূপ জৈষ্ঠানুসারে অধিকারী হইবেন। আমরা যে উত্তরাধিকারীদিগের কথা কহিলাম, তাঁহাদিগের যথেচ্ছ উপভোগ বা বিষয়ের যথেচ্ছ বিনিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে না। তাঁহারা কেবল উইলের লিখিত নিয়মানুসারী উপস্বত্ব ভোগী হইবেন এই মাত্র। যিনি যখন অধিকারী হইবেন, তিনি তখন প্রসন্ন বাবুর ব্যবহৃত বৈঠকখানায় উপবেশনাদি করিবেন।

আমরা উইলের এব্যবস্থায় যে এত

কলাপ উপস্থিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণপত্র ও বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত রাজদত্ত উষ্ণীষই এখানকার পণ্ডিতদিগের প্রধান সম্মান চিহ্ন। যিনি দ্বারভাঙ্গার রাজবাটীর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন, তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে অথবা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অপর কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত বিদায় অল্প পাইয়া থাকেন। আজিও যে এখানে বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইয়া থাকে, রাজা ও এখানে প্রধান জমীদারদিগের উৎসাহদানই ইহার মূল।

মহারাজ রুদ্রসিংহের সময়েই বর্ত্তমান রাজবাটী এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রমণীয় উদ্যানসকল প্রস্তুত হয়। ইহাঁর ৫।৬ সহস্র সৈন্য ৩।৪ শত হস্তী ৩।৪ শত অশ্ব ও অসংখ্য দাস দাসী ছিল। ইনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহাঁর সময়ে ষোড়শ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় ছিল। মহারাজ রুদ্রসিংহ এরূপ দানশীল ছিলেন, যে, ১৭ বৎসরের মধ্যে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং পিতৃদত্ত ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও সন্তোষলাভ করেন নাই। পুনরায় ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। ইনি অনেক স্থাবর সম্পত্তিও অনেককে দান করিয়া যান।

মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় মহারাজ মহেশ্বর সিংহ রাজা হন। ইনি পিতৃ ঋণে বিলক্ষণ জড়ীভূত হইয়া ছিলেন। ঐ ঋণ সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। ইনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা এবং ধ্যান ধারণায় তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইত। ইনি ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৬১ অব্দের আশ্বিন মাসে দুটী শিশু কুমার রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমান অপ্রাপ্তব্যবহার রাজকুমার মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ উহাঁর জ্যেষ্ঠ তনয়। আজি কালি রাজকুমারের বয়ঃক্রম প্রায় ১০ বৎসর। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উত্তর কালে পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

মহারাজ মহেশ্বর সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির পর রাজকুমার অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে এবং রাজসংসারের অধিকতর ঋণ হওয়াতে, আমাদের পরহিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট দ্বারভাঙ্গার রাজ্যসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন করিয়াছেন। ফরলঙ সাহেব ঐ বিষয়ের জেনেরল ম্যানেজার। ইনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু দাশয় ও কার্য্যদক্ষ এবং যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। ইনি এত দূর উদারচরিত্র কোন ব্যক্তি বিধিমতে ইহাঁর অপকার চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট হন না; বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারের চেষ্টা পান। কেহ কেহ উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া মহোদয় ফরলং সাহেবের আংশিক চরিত্রগত দোষো দেঘাষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাহার প্রতিবাদে বলি, বৃদ্ধ হইলে মানুষের স্বভাব কখনই অবিকৃত থাকে না। ইহাঁর কিঞ্চিৎ রাগের বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাবৎ গুণরাশির সহিত তুলনা করিলে সে দোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ফরলং সাহেব আপনার অধীন লোকদিগকে সন্তানবৎ দেখিয়া থাকেন।

যৎকালে বিষয়বিভব কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়, তৎকালে রাজসংসারের ন্যূনাধিক এক কোটি টাকা দেনা ছিল। ফরলং সাহেব উত্তমর্ণদিগের সহিত ৭৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি করিয়া ৮ বৎসরের মধ্যে ঐ সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গার রাজাদিগের কোন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা ছিল না সুতরাং যেরূপ বিভব তদ্রূপ আয় হইত না। অনেক অপরিমিত ব্যয়ও হইত এবং রাজসংসারে এমন কতকগুলি অসৎ লোক ছিল, তাহারা নিয়তই কেবল আপন আপন উদর পরিপূরণের এবং রাজসংসারকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় থাকিত অর্থ আত্মসাৎ করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হওয়াতে আর রাজসংসারের কপর্দ্দকমাত্র ঋণ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে ব্যয় বাদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতেছে। আজি কালি গবর্ণমেণ্টকে ভূমির রাজস্ব দিয়া সমুদায়ে বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ ১৮।৯৫৭৭ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।

এ দিকে আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যয়ও নিতান্ত কম হইতেছে না। এক্ষণে বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১৬ ল ৪০ হাজার টাকারও অধিক হইতেছে। আজি প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। এক্ষণে ফরলং সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিলাম।

—০—

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমেরিকায় পূর্ব্বের ন্যায় তুলা জন্মিয়াছে। আমেরিকার তুলা ভারতবর্ষের তুলা অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষে যে প্রকার চেষ্টা হইতেছে যদি উহার ব্যতিক্রম না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কোন শঙ্কা থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষের তুলা উৎকর্ষ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ও উপনগরের মিউনিসিপালিটি একত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রেলওয়ে ও তৎপরিপোষক রাস্তাসকল দ্বারা জলপথ বন্ধ হইয়াছে, এ কথা গবর্ণমেণ্ট অপ্রমাণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি বারাসতের মাজিষ্ট্রেট কয়েকটী রাস্তার মধ্য খনন করিয়া জল বাহির করিয়াছেন। হালিসহরে ফেরিফণ্ড রাস্তার অনেক স্থান খনন করিতে হইয়াছে। আমরা অন্য অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইতেছি, জল শীঘ্র বাহির না হওয়াতে বিস্তর বাটী পড়িয়া গিয়াছে। জলপথ বন্ধের একটী বিশেষ প্রমাণ এই, গত কয়েক বৎসরে সর্ব্বত্র যেমন জল হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই।

গত শনিবার উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এক সভা করা হয়। আপাততঃ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, এস, বীডন সাহেব সহকারী সভাপতি হইয়াছেন। হালডেন সাহেবের হিসাব দর্শনার্থ একটী সব কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। কেবল হিসাব দেখিয়া কমিটি যেন সন্তুষ্ট না হন; কর প্রদাতাদিগের কয়েকজনের জবানবন্দি গ্রহণ করা উচিত।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আগড়ের বিখ্যাত দৌরাত্ম্যকারী সর্দ্দার আতামহম্মদ খাঁ ধৃত হইয়া লাহোরে আনীত হইতেছেন। এই ব্যক্তির মন্ত্রণা হইতেই সম্প্রতি হাজরাতে এত গোলযোগ হইয়াছে।

পুনর্ব্বার জনরব উঠিয়াছে, নিজামের সহিত মন্ত্রী সালারজঙ্গের মনোমালিন্য জন্মিয়াছে। সালারজঙ্গ যেপ্রকার আধিপত্য করেন, তাহাতে মনোভঙ্গ না হওয়াই আশ্চর্য্য। মন্ত্রী নিরস্ত্র করিবার আইন করাতে বিস্তর লোকে তাঁহার শত্রু হইয়াছেন।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, পঞ্জাবের অন্তর্গত মালিরব কোটার নবাব লাহোরের দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কয়েক বৎসরপর্য্যন্ত বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা দিবেন। বাৎসরিক ৩৫০০০ টাকা সুদ হয় এত টাকা জমিলে তবে তিনি ক্ষান্ত হইবেন। নবাব নিজে ইংলণ্ডে যাইবেন এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তথায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিবেন।

রেন, মাতলার উন্নতি হইয়া লাভ হইবে সন্দেহ নাই। শাবর্বোর্গ ও সুয়েজ খাল প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পরিকর ন্ধন ক।৷ বিধেয় হয়।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার সম্ভব, মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত, দ্বিতীয় সর্গের কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। প্রচারকের উদ্দেশ্য এই, ভাগ ক্রমে প্রকাশ করিবেন। মল্লিনাথ যে যে স্থানে সমাসাদিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, ক্ষেত্রমোহন ছাত্রদিগের সুবিধার্থ সেগুলি পূরণ করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি সুন্দররূপে পরিশোধিত হইতেছে।

২। বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকা, রঘুবংশ। শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ইহার প্রকাশক। বহুদিনপূর্ব্বে যে রঘুবংশ আরম্ভ হয়, এই সংখ্যায় (৮ সংখ্যা) তাহা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ মূলানুযায়ী ও বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রীতির অনুগত হইয়াছে।

৩। এ খানিও বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকার অন্যতর খণ্ড, কিরাতার্জ্জুনীয়। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহারও অনুবাদ করিয়াছেন।

৪। পদমঞ্জরী। সংস্কৃত ঢাকা কালেজের বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। যাহারা প্রথমে সংস্কৃত আরম্ভ করিবে, তাহাদিগের সংস্কৃত শব্দার্থ ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত ক্য সঙ্কলিত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রবে শার্থীদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারী হইবে।

৫। ভ্রান্তিরহস্য এখানি। নাটক। লক্ষহীরার যে একটী প্রসিদ্ধ উপন্যাস আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে।

৬। নীতিরত্নাকর। শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত ইহার রচয়িতা। একটী গল্প অবলম্বন করিয়া ইহাতে কতকগুলি নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার যে কয় ফরমা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর স্বরূপাদি বর্ণিত দৃষ্ট হইল। দেওয়ানীসংক্রান্ত প্রচারিত আবশ্যক আইনসকল ইহাতে সংগৃহীত হইতেছে। এখানি ইংরাজীর অনভিজ্ঞ উকীলপ্রভৃতি ও বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৮। মনোরঞ্জক রত্ন। এখানি সাময়িক পত্রিকা। ইহাতে গুজরাটী ইংরাজী হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৯। ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্য বিবরণ।

———

প্রাপ্ত।

দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ।

আজি কালি বাঙ্গালা ও বিহারে যত প্রধান ভূম্যধিকারী আছেন, দ্বারভাঙ্গার রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহেশঠাকুর এই রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি সদ্বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের সন্তান। প্রবাদ আছে, যৎকালে তিনি স্বীয় অধ্যাপক মহেশচন্দ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে তদীয় গুরু দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করাতে সম্রাট সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক তাম্রফলকে সনন্দপত্র লিখিয়া তাঁহাকে জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত হাটী পরগণা এবং উহার দক্ষিণাস্বরূপ অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তামালা প্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান করেন। মহেশচন্দ্রের বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; সুতরাং তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্রের হীনাবস্থাদর্শনে কৃপালু হইয়া মহেশঠাকুরকে ঐ লব্ধ বিভব সমুদায় দান করেন। তদবধি মহেশঠাকুর সমুদায়ের অধিকারী হন।

মহেশঠাকুরের পর ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ পুরুষ গত হইলে মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হন। এপর্য্যন্ত দ্বাদশপুরুষ মধুবনী গ্রামে (দ্বারভাঙ্গার ১০ ক্রোশ নৈঋতকোণে) অবস্থান করেন। যদিও ঐ দ্বাদশ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপবিষয়ে তেমন বিশেষ কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, ইহাঁরা যেমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও অনবহিত ছিলেন না। সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা শাস্ত্রালাপন প্রভৃতি সাধুজনোচিত কার্য্যে রত থাকিতেন এবং আপনাদিগের বিষয়বিভবের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান।

মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হইয়া কোন কারণ বশতঃ মধুবনী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি মধুবনীতে এই বংশীয়েরা অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ ছত্রসিংহ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর লোক প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চনবতি লক্ষ টাকা নগদ তদ্ভিন্ন বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রুদ্রসিংহ অতুল পৈতৃক বিভবের উত্তরাধিকারী হন। মহারাজ রুদ্রসিংহ অতিশয় দাতা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। ইহাঁর অবারিত দ্বার ছিল। ইনি নানা স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলশূন্য স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন, বপথ পথিক জনের নিমিত্ত পান্থশালা সংস্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সৎক্রিয়ার কার্য্য করেন। ইনি মিথিলার পণ্ডিতগণের এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষানুসারে অনেক লোককে বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াযান। অদ্যাপি রাজসংসারে কোনপ্রকার ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে মিথিলার তাবৎ পণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়। রাজসভায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত আছেন, তাঁহারাই পরীক্ষক। যে ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাকে প্রশংসাপত্র স্বরূপ এক উষ্ণীষ প্রদত্ত হয়। ঐ দিবসে খাতায় তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কোন ক্রিয়

কলাপ উপস্থিত হইলে তিনি নিমন্ত্রণপত্র ও বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত রাজদত্ত উষ্ণীষই এখানকার পণ্ডিতদিগের প্রধান সম্মান চিহ্ন। যিনি দ্বারভাঙ্গার রাজবাটীর পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন, তিনি অধ্যাপনা কার্য্য করিতে অথবা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অপর কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত বিদায় অল্প পাইয়া থাকেন। আজিও যে এখানে বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইয়া থাকে, রাজা ও প্রধান প্রধান জমীদারদিগের উৎসাহদানই ইহার মূল।

মহারাজ রুদ্রসিংহের সময়েই বর্ত্তমান রাজবাটী এবং অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও রমণীয় উদ্যানসকল প্রস্তুত হয়। ইহার ৫।৬ সহস্র সৈন্য ৩।৪ শত হস্তী ৩।৪ শত অশ্ব ও অসংখ্য দাস দাসী ছিল। ইনি ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ইহার সময়ে ষোড়শ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় ছিল। মহারাজ রুদ্রসিংহ এরূপ দানশীল ছিলেন, যে, ১৭ বৎসরের মধ্যে ২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং পিতৃদত্ত ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াও সন্তোষলাভ করেন নাই। পুনরায় ৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। ইনি অনেক স্থাবর সম্পত্তিও অনেককে দান করিয়া যান।

মহারাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় মহারাজ মহেশ্বর সিংহ রাজা হন। ইনি পিতৃ ঋণে বিলক্ষণ জড়ীভূত হইয়া ছিলেন। ঐ ঋণ সমুদায় পরিশোধ করিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই। ইনি পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা এবং ধ্যান ধারণায় তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইত। ইনি ১০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৬১ অব্দের আশ্বিন মাসে দুটী শিশু কুমার রাখিয়া পরলোক গমন করেন। বর্ত্তমান অপ্রাপ্তব্যবহার রাজকুমার মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ উহার জ্যেষ্ঠ তনয়। আজি কালি রাজকুমারের বয়ঃক্রম প্রায় ১০ বৎসর। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উত্তর কালে পৈতৃক রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

মহারাজ মহেশ্বর সিংহের পরলোকপ্রাপ্তির পর রাজকুমার অপ্রাপ্তব্যবহার থাকাতে এবং রাজসংসারের অধিকতর ঋণ হওয়াতে, আমাদিগের পরমহিতৈষী প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট দ্বারভাঙ্গার রাজ্যসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন করিয়াছেন। ফরলঙ সাহেব ঐ বিষয়ের জেনেরল ম্যানেজার। ইনি ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু সদাশয় ও কার্য্যদক্ষ এবং যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। ইনি এত দূর উদারচরিত্র কোন ব্যক্তি বিধিমতে ইহাঁর অপকার চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতি রুষ্ট হন না; বরং যথাসাধ্য তাহার উপকারের চেষ্টা পান। কেহ কেহ উগ্রপ্রকৃতি বলিয়া মহোদয় ফরলং সাহেবের আংশিক চরিত্রগত দোষোদ্ঘোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা তাঁহার প্রতিবাদে বলি, বৃদ্ধ হইলে মানুষের স্বভাব কখনই অবিকৃত থাকে না। ইহাঁর কিঞ্চিৎ রাগের বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য বটে; কিন্তু তাবৎ গুণরাশির সহিত তুলনা করিলে সে দোষ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ফরলং সাহেব আপনার অধীন লোকদিগকে সন্তানবৎ দেখিয়া থাকেন।

যৎকালে বিষয়বিভব কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হয়, তৎকালে রাজসংসারের ন্যূনাধিক এক কোটি টাকা দেনা ছিল। ফরলং সাহেব উত্তমর্ণদিগের সহিত ৭৭ লক্ষ টাকায় চুক্তি করিয়া ৮ বৎসরের মধ্যে ঐ সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন কোর্ট অব ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গার রাজাদিগের কোন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা ছিল না সুতরাং যেরূপ বিভব তদ্রূপ আয় হইত না। অনেক অপরিমিত ব্যয়ও হইত এবং রাজসংসারে এমন কতকগুলি অসৎ লোক ছিল, তাহারা নিয়তই কেবল আপন আপন উদর পরিপূরণের এবং রাজসংসারকে উৎসন্ন দিবার চেষ্টায় থাকিত অর্থ আত্মসাৎ করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন হওয়াতে আর রাজসংসারের কপর্দ্দকমাত্র ঋণ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের সম্যক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বর্ষে বর্ষে ব্যয় বাদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হইতেছে। আজি কালি গবর্ণমেণ্টকে ভূমির রাজস্ব দিয়া সমুদায়ে বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং কোম্পানির কাগজ ১৮১৯৫৭৭ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে।

এ দিকে আয়ের যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, ব্যয়ও নিতান্ত কম হইতেছে না। এক্ষণে বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ১৩ ল ৪০ হাজার টাকারও অধিক হইতেছে। আজি প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না; এক্ষণে ফরলং সাহেবকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিলাম।

—০—

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ ভাদ্র সোমবার।

এবার আমেরিকায় পূর্ব্বের ন্যায় তুলা জন্মিয়াছে। আমেরিকার তুলা ভারতবর্ষের তুলা অপেক্ষা উত্তম এবং অধিক পরিমাণে উৎপাদিত হয়; কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষে যে প্রকার চেষ্টা হইতেছে যদি উহার ব্যতিক্রম না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কোন শঙ্কা থাকিবে না। ক্রমে ভারতবর্ষের তুলা উৎকর্ষ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা ও উপনগরের মিউনিসিপালিটি একত্র করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

রেলওয়ে ও তৎপরিপোষক রাস্তাসকল দ্বারা জলপথ বদ্ধ হইয়াছে, এ কথা গবর্ণমেণ্ট অপ্রমাণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি বারাসতের মাজিষ্ট্রেট কয়েকটী রাস্তার মধ্য খনন করিয়া জল বাহির করিয়াছেন। হালিসহরে ফেরিফণ্ড রাস্তার অনেক স্থান খনন করিতে হইয়াছে। আমরা অন্য অন্য স্থান হইতেও সংবাদ পাইতেছি, জল শীঘ্র বাহির না হওয়াতে বিস্তর বাটী পড়িয়া গিয়াছে। জলপথ বন্ধের একটী বিশেষ প্রমাণ এই, গত কয়েক বৎসরে সর্ব্বত্র যেমন জ্বর হইতেছে, এমন আর কখন হয় নাই।

গত শনিবার উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতির পদে এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এক সভা করা হয়। আপাততঃ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এচ, এল, বীডন সাহেব সহকারী সভাপতি হইয়াছেন। হালডেন সাহেবের হিসাব দর্শনার্থে একটী সব কমিটি নিযুক্ত হইয়াছেন। কেবল হিসাব দেখিয়া কমিটি যেন সন্তুষ্ট না হন; কর প্রদায়ীদিগের কয়েকজনের জবানবন্দি গ্রহণ করা উচিত।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, আগড়ের বিখ্যাত দৌরাত্ম্যকারী সর্দ্দার আতামহম্মদ খাঁ ধৃত হইয়া লাহোরে আনীত হইতেছেন। এই ব্যক্তির মন্ত্রণা হইতেই সম্প্রতি হাজরাতে এত গোলযোগ হইয়াছে।

পুনর্ব্বার জনরব উঠিয়াছে, নিজামের সহিত মন্ত্রী সালারজঙ্গের মনোমালিন্য জন্মিয়াছে। সালারজঙ্গ যেপ্রকার আধিপত্য করেন, তাহাতে মনোভঙ্গ না হওয়াই আশ্চর্য্য। মন্ত্রী নিরস্ত্র করিবার আইন করাতে বিস্তর লোকে তাঁহার শত্রু হইয়াছেন।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, পঞ্জাবের অন্তর্গত মালিরব কোটার নবাব লাহোরের দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়ের নিমিত্ত কয়েক বৎসরপর্য্যন্ত বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা দিবেন। বাৎসরিক ৩৫০০০ টাকা সুদ হয় এত টাকা জমিলে তবে তিনি ক্ষান্ত হইবেন। নবাব নিজে ইংলণ্ডে যাইবেন এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তথায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিবেন।

রেন, ম ভলার উন্নতি হইয়া লাভ হইবে ন্দেহ নাই। শাববোর্গ ও সুয়েজ খাল ভৃতির দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া পরিকর ার্য ক। বিধেয় হয়।

—ঃ০ঃ—

নূতন পুস্তক।

১। মহাকবি কালিদাসকৃত কুমার ম্ভব, মল্লিনাথকৃত টীকা সহিত, তীয় সর্গের কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত বু হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের নূতন স্কৃত যন্ত্রে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ারকের উদ্দেশ্য এই, ভাগ ক্রমে শ করিবেন। মল্লিনাথ যে যে া সমাসাদিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, মোহন ছাত্রদিগের সুবিধার্থ সেগুলি করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি রূপে পরিশোধিত হইতেছে।

। বিবিধ পুস্তকপ্রকাশিকা, রঘু । শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত প্রকাশক। বহুদিনপূর্ব্বে যে রঘু আরম্ভ হয়, এই সংখ্যায় (৮ সং তাহা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ ণী ও বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রীতির হইয়াছে।

এ খানিও বিবিধ পুস্তক প্রকা অন্যতর খণ্ড, কিরাতার্জ্জুনীয়। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইহারও অনু রিয়াছেন।

পদমঞ্জরী। সংস্কৃত টাকা র বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ণেতা। যাহারা প্রথমে সংস্কৃত করিবে, তাহাদিগের সংস্কৃত ইহাতে কতকগুলি সংস্কৃত াত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রবে শার্থীদিগের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারী হইবে।

৫। ভ্রান্তিরহস্য এখানি। নাটক। লক্ষহীরার যে একটী প্রসিদ্ধ উপন্যাস আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিত হইয়াছে।

৬। নীতিরত্নাকর। শ্রীশ্রীনাথ গুপ্ত ইহার রচয়িতা। একটী গল্প অবলম্বন করিয়া ইহাতে কতকগুলি নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার যে কয় ফরমা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর স্বরূপাদি বর্ণিত দৃষ্ট হইল। দেওয়ানীসংক্রান্ত প্রচারিত আবশ্যক আইনসকল ইহাতে সংগৃহীত হইতেছে। এখানি ইংরাজীর অনভিজ্ঞ উকীলপ্রভৃতি ও বিষয়ী লোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৮। মনোরঞ্জক রত্ন। এখানি সাময়িক পত্রিকা। ইহাতে গুজরাটী ইংরাজী হিন্দুস্থানী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৯। ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্য বিবরণ।

প্রাপ্ত।

দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ।

আজ কাল বাঙ্গালা ও বিহারে যত প্রধান ভূম্যধিকারী আছেন, দ্বারভাঙ্গার রাজাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মহেশঠাকুর এই রাজবংশের আদিপুরুষ। তিনি সদ্বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণের সন্তান। প্রবাদ আছে, যৎকালে তিনি স্বীয় অধ্যাপক মহেশচন্দ্রের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, সেই সময়ে তদীয় গুরু দিল্লীশ্বর সম্রাট আকবরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করাতে সম্রাট সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এক তাম্রফলকে সনন্দপত্র লিখিয়া তাঁহাকে জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত হাটি পরগণা এবং উহার দক্ষিণাস্বরূপ অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তামালাপ্রভৃতি পারিতোষিক প্রদান করেন। মহেশচন্দ্রের বিষয়ের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; সুতরাং তিনি স্বীয় প্রিয় ছাত্রের দীনাবস্থাদর্শনে কৃপালু হইয়া মহেশঠাকুরকে ঐ লব্ধ বিভব সমুদায় দান করেন। তদবধি মহেশঠাকুর সমুদায়ের অধিকারী হন।

মহেশঠাকুরের পর ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ পুরুষ গত হইলে মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হন। এপর্য্যন্ত দ্বাদশপুরুষ মধুবনী গ্রামে (দ্বারভাঙ্গার ১০ ক্রোশ নৈঋতকোণে) অবস্থান করেন। যদিও ঐ দ্বাদশ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপবিষয়ে তেমন বিশেষ কিছু শুনিতে পাওয়া যায় না, তথাপি স্পষ্টই বলা যাইতে পারে, ইঁহারা যেমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে এক মুহূর্ত্তের জন্য ও অনবহিত ছিলেন না। সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্মচিন্তা শাস্ত্রালাপনপ্রভৃতি সাধুজনোচিত কার্য্যে রত থাকিতেন এবং আপনাদের বিষয়বিভবের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান।

মহারাজ ছত্রসিংহ রাজা হইয়া কোন কারণ বশতঃ মধুবনী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। অদ্যাপি মধুবনীতে এই বংশীয়েরা অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ ছত্রসিংহ ত্রিংশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পর লোক প্রাপ্ত হন। তিনি মৃত্যুকালে পঞ্চনবতি লক্ষ টাকা নগদ ও তদ্ভিন্ন বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ রুদ্রসিংহ অতুল পৈতৃক বিভবের উত্তরাধিকারী হন। মহারাজ রুদ্রসিংহ অতিশয় দাতা, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। ইঁহার অবারিত দ্বার ছিল। ইনি নানা স্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা, জলশূন্য স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন, রাজপথ পথিক জনের নিমিত্ত পান্থশালা সংস্থাপন প্রভৃতি বহুবিধ সৎক্রিয়ার কার্য্য করেন। ইনি মিথিলার পণ্ডিতগণের এক জন প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন এবং পণ্ডিতদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষানুসারে অনেক লোককে বিস্তর স্থাবর সম্পত্তি দান করিয়াযান। অদ্যাপি রাজসংসারে কোনপ্রকার ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে মিথিলার তাবৎ পণ্ডিতের সমাগম হইয়া থাকে। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়। রাজসভায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত আছেন, তাঁহারাই পরীক্ষক। যে ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাকে প্রশংসাপত্র স্বরূপ এক উষ্ণীষ প্রদত্ত হয়। ঐ দিবসে খাতায় তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। কোন ক্রিয়

লাম্বাট বাটী প্রস্তুত করিবার দ্রব্যাদি আনয়ন করিলে রাণী চুক্তিভঙ্গ করেন. এই নিমিত্ত দুই খানি ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ তাঁহার রাজধানীকে ভস্মসাৎ করিয়াছে। রাণী ফরাসী সম্রাটের নিকটে ক্ষতিপূরণ লইবার নিমিত্ত পারিসে গমন করিয়াছেন। দুর্ব্বলেরা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ ভয় ও দৈবত্রে প্রবলের সংসর্গে আইসে, শেষে বিপাকে পড়ে। বর্ণিত ব্যাপারটী বোধ হয় এই বাক্যের অন্যতর উদাহরণ হইবে।

পঞ্জাব সীমার যুদ্ধ ক্রমশঃ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। সোয়াতের আখুন্দ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জিহাদ (ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে, তিনি দুই লক্ষ সৈন্যের অস্ত্র ও খাদ্য দ্রব্য যোগাইবেন। বন্য জাতিসমূহ অস্ত্রধারণ করিতেছেন। সেনাপতি ওয়াইল্ড সসৈন্যে সিন্ধুর এ পারে আছেন, বন্যেরা অপর পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনানুসারে সম্প্রতি গবর্ণর জেনরল ষ্টেটসেক্রেটারিকে এই অনুরোধ করিয়াছেন, যদি কোন অচিহ্নিত কর্ম্মচারী বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ৩০ বৎসরের অধিক কাল কাজ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও নিরাশ্রয় সন্তানদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃত্তি দেওয়া হউক। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের দয়াগুণের পরিচয় হইয়াছে তদর্থে প্রশংসা করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু করুণা বারি সকলের সমভাবে বর্ষণ না হইলে তাহা সকলের আনন্দনীয় হয় না। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বৃত্তিদান বিষয়েও এইরূপ কোন সদুপায় করা উচিত। অনেকে পাইবার পথ পাইবেন, কিন্তু অন্যে নিজেও পাইতেছেন না।

৯ ই আগষ্ট আমেদাবাদে ১৮ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। তৎপরে আর দুই দিবসে ২৪ ইঞ্চ জল পড়ে। এতন্নিবন্ধন প্লাবন হইয়া প্রায় ১০,০০০ বাটী ও ২৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে. বহুকাল গুজরাটে এমত জলপ্লাবন হয় নাই। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ লোকের সাহায্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। গুজরাটী বণিকগণ ইহার মধ্যে অনেক টাকা দিয়াছেন।

১লা জানুয়ারি অবধি ২১ এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৭৭ ইঞ্চ জল হইয়াছে। ওদিকে অযোধ্যায় অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে।

হাজরার গোলযোগ সংক্রামক রোগের ন্যায় সমুদায় সীমাব্যাপী হইয়া উঠিতেছে। সিভিলিয়ান বলেন, মধুন কোট ও কলমারির মধ্যে পর্ব্বতীয়েরা বন্দুক হস্তে ভ্রমণ করিতেছে. সিন্ধুর বাস্পীয় জাহাজসকল আক্রান্ত হইবে এই আশঙ্কা করা হইতেছে। ইহারা কষ্ট শত্রু হইয়া উঠিল।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মাতলা বন্দর ও রেল ওয়ে ত্যাগ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল সাধারণ মত জানিবার নিমিত্ত আর ১২ মাস অপেক্ষা করিবার মানস করিয়াছেন। গত বৎসর কানিঙে ৯খানি মাত্র জাহাজ আইসে। গঙ্গা অপেক্ষা মাতলাতে অধিকসংখ্যক জাহাজ নষ্ট হইতেছে। এগুলি শোচনীয় বটে, কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যদি তৃতীয় নেপলিয়নের অর্দ্ধেক তেজস্বিতা থাকিত তাহা হইলে কানিঙবন্দর ভিন্নাকৃতি প্রদর্শন করিত। শারবোর্গকে দৃষ্টান্ত স্থানে রাখিয়া কর্ত্তব্য কাজ কর।

ইংলিসমান বলেন, সম্প্রতি ষ্টেটসেক্রেটারির কৌন্সিলে রাজধানী স্থানান্তর করিবার প্রস্তাবের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইয়া কলিকাতাই রাজধানী হইবে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নগরের উন্নতিসাধনার্থ প্রতিবৎসর রাজকোষ হইতে আটলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এটী করা অতিশয় কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের যে আয় তাহার কিয়দংশও রাজধানীর উন্নতিসাধনার্থ ব্যয় করিলে কলিকাতা নগরটী পরম সুখের স্থান হইতে পারে। নগরবাসিরা আর মিউনিসিপাল কর দিয়া উঠিতে পারেন না।

২৬ এ ভাদ্র বৃহস্পতি বার।

আর একটী স্ত্রীলোক কলিকাতায় হত হইয়াছে। বামনবস্তির নিকটে একটী এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান যুবতী এক জন হিন্দুর উপপত্নীস্বরূপ ছিল। পূর্ব্বে এক জন খৃষ্টীয়ান তাহার উপপতি হয়, এব্যক্তি তাহার সহিত এক বাটীতে থাকিত। সম্প্রতি গৃহ হইতে শোণিত বাহির হইতেছে দেখিয়া পুলিষ তালা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাহার গলদেশ ছেদন করিয়া তাহাকে এক সিন্দুকের মধ্যে রাখা হইয়াছে। শরীর স্ফীত হওয়াতে সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর খৃষ্টিয়ান উপপতি ধৃত হইয়াছে। এবারও যদি পুলিষ হত্যাকারীকে ধৃত করিতে না পারেন তাহা হইলে কলিকাতার পুলিস প্রণালীর সংশোধন বিষয়ে আর তিল বিলম্ব করা উচিত নয়।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম সুখময় ও গোপাল রক্ষক নামে যে দুই ব্যক্তিকে পাঁচমাসের অধিক কাল দমদমার জেলে হাজতে রাখা হয়, ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন। সৈনিক মাজিষ্ট্রেটেরা যখন কলিকাতার এত নিকটে এ প্রকার আইনবিরুদ্ধ কাজ করেন, তখন নিয়মবহির্ভূত প্রদেশে যে কি কাণ্ড হয়, তাহা সকলে অনুমান করুন। ইংলণ্ডে সামরিক বিচারালয়ের ভার বারিষ্টরদিগের হস্তে দেওয়া হইতেছে। এখানে কি সৈনিকের হস্তে মাজিষ্ট্রেটি ভার দেওয়া আর উচিত হইতেছে?

গত বৎসরের বাত্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ-সংগৃহীত টাকার মধ্যে ১,৫০,৪৫২)৫ টাকা ব্যয় হয় এবং ২৭,৩০৮৮/১৫ টাকা জমা আছে। এই টাকার কিরূপ ব্যয় করা উচিত, তাহার বিবেচনার্থ গত কল্য এক সভা হয়। সভ্যগণ উহার দ্বারা প্রদেশীয় দাতব্য সভার বাটিসকল সংস্কার করিবার প্রস্তাব করেন। আমাদিগের বিবেচনায় এ টাকা এক্ষণে জমা রাখা উচিত। ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের কৃষকদিগের সাহায্যদান অতিশয় আবশ্যক হইতেছে।

২৭ এ ভাদ্র শুক্রবার।

বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারিঅবধি জুনপর্য্যন্ত মধ্য ভারতবর্ষে ১,৯৮৩ টী বন্য জন্তু বধ হইয়াছে. এ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ২৮,২৭৩ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

প্রধানতম বিচারালয়ে তিন জন রিপোর্টার নিযুক্ত হইবেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের ৫০০ টাকা বেতন হইবে। রেপোর্টের এত সুবিধা হইল, তথাপি নজির বহিগুলির অসঙ্গত মূল্য রহিল, এটি অতিশয় অন্যায়। মফস্বলে উকীল ও মোক্তারেরা ক্রয় করিতে না পারিলে এগুলির তত ফল হইবে না।

রাজপুতনার অনেক স্থানে অনাবৃষ্টি হওয়াতে সকলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছেন। কোথায় অনাবৃষ্টি কোথায় অতিবৃষ্টি। উভয়ই শঙ্কার কারণ।

ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক উপনগরের মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতির হিসাব অনুসন্ধানকারী কমিটিকে এই কয়েকটী বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন:- ক্যালডেন সাহেব কন্ট্রাক্টদারদিগের নিকটে দস্তুরি লইতেন কি না? রাস্তাসংস্কারের সময়ে যথেষ্ট খোয়া পড়িত কি না? নিঃতর কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে উপঢৌকন দিতেন

কি না? পদ শূন্য হইলে তাহা বিক্রয় হইত কি না? পত্রপ্রেরক বলেন, বর্ত্তমান নিম্নতর কর্ম্মচারিগণ হালডেনের দোষের অংশী; অতএব ইহাঁরা যথার্থ বিষয় গোপন করিবেন। ইহাদিগকে কর্ম্মে স্থগিত না করিলে যথার্থ বিষয় বাহির হইবে না। আমাদিগেরও এই মত। উপনগরের মিউনিসিপালিটির নিম্নতর কর্ম্মচারিগণের যে গুণ তাহা করপ্রদায়ীরাই ভাল জানেন।

২৮ এ ভাদ্র শনিবার।

২৫ এ আগষ্টপর্য্যন্ত পঞ্জাবে বৃষ্টি হয় নাই।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতাঞ্চলের অধ্যক্ষ কাপ্তেন লিউইন কুকিদিগকে টাকা দিয়া দৌরাত্ম্য বিরত করিবার যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, লেপ্টনান্ট গবর্ণর তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এ বন্দোবস্তটী ইষ্টফলোপধায়ী হইবে না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪	টাকার সিক্কা	৯৪৸৶—৯৫
৪	" কোং	৯৫৶—৯৫৷৹
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০৬৷৹—১০৬৷৷৹
৫	" কোং	১০৯৷৹—১০৯৷৶
৫৷৷৹	" কোং	১১৫——

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২ রা সেপ্টেম্বর। টোরি মন্ত্রিবর্গ যে বাহুবুদ্ধি করিয়াছেন, তদুপলক্ষে সংবাদপত্রে তর্ক বিতর্ক হইতেছে। সেনাপতি পিল এবং ওয়াডহেট সাহেব টাইমস পত্রে এক এক পত্র লিখিয়া মন্ত্রিবর্গের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। রুশীয়েরা আসিয়াতে যে যে দেশ জয় করিতেছে, সংবাদপত্রে তদ্বিষয়ের পুনরান্দোলন হইতেছে।

ফরাশী রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী মস্তুরমান সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, শান্তিরক্ষার সম্পূর্ণ আশা আছে।

যাহারা ১৩ ও ১০ বৎসর কাজ করিয়াছে তৎপ্রকার যাবতীয় সৈন্যকে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট বিদায় দিয়াছেন।

লার্ড হাউয়ার্ড ডি ওয়াল্ডেনের মৃত্যু হইয়াছে।

উপদেশক মরফিকে ধৃত করিয়া জামীন দিতে বলা হইয়াছে।

আরবালডি দেশের লোকে অধিনায়কত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মেয়াসাটের প্রতিনিধিকে সাধারণতন্ত্রপ্রিয় বক্তার লোকে মনোনীত করিয়াছেন। তথায় ঐ দলের সংখ্যা অধিক।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর। গত কল্য শেফলড নগরে কর্ম্মকারদিগের ভোজ হইয়াছে। নূতন আমেরিকান দূত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ যে সুরাপান হয়, তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তিনি শান্তির বরযাত্রী হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছেন। আমেরিকার লোকেরা ইংরাজদিগকে বন্ধু জ্ঞান করেন, এক্ষণে বন্ধুভাব উভয় জাতির হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন উভয় জাতির এক্ষণে আর কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই। তাঁহারা এক্ষণে একজাতীয় বলিয়া পরস্পরকে জ্ঞান করিতেছেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। চেষ্টার ও হোলিহেড রেলওয়েতে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে, তাহাতে করনারের জুরি মালগাড়ীর ব্রেক ধারীকে মনুষ্যনাশের অপরাধে অপরাধী বলিয়াছেন।

আমেরিকার নূতন দূত রেবার্ডি জনসন সাহেব শেফলডে আর এক বক্তৃতা করিয়া কহিয়াছেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সদ্ভাব থাকে, আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যথাসাধ্য সে চেষ্টা পাইতে অনুমতি করিয়াছেন। সংবাদপত্র সম্পাদকেরা অনুমান করিতেছেন, এক্ষণে মনের মালিন্যের যে কারণ আছে, জনসন সাহেবের বক্তৃতা দ্বারা তাহা অন্তরিত হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া মেইল কোম্পানির সৌদামটনের কুঠিসকল অগ্নি লাগিয়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

এডিনবরার ডিউকের জীবনরক্ষানিবন্ধন কলিকাতা, মান্দ্রাজ, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা ও ঢাকা হইতে রাজ্ঞীকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে, রাজ্ঞী তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯ ই সেপ্টেম্বর। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পরস্পরের দোষে পরস্পরের হস্তে অপরাধীদিগকে অর্পণ করিবার যে আইন আছে, তদ্বিষয়ের বিবেচনার্থ যে কমিটি নিযুক্ত হন, তাঁহারা আইনকে আরও প্রশস্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

৮ ই সেপ্টেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেনাপতি গ্রাণ্ট দক্ষিণ বিভাগের দেওয়ানী কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যার্থ সৈন্যদিগকে অনুমতি দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৬এ আগষ্ট। পালামাউএর সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট টি, জি, চারলস্ কিছু দিনের নিমিত্ত ২৪ পরগণায় বদলী হইবেন।

২৭ এ আগষ্ট। যত দিন কাপ্তেন ডবলিউ, গর্ডন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত্দিন এচ, এন, হারিস সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৮ এ আগষ্ট। বাবু শ্যামাচরণ সান্যাল ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ফরিদপুরের আসেসর হইয়া তথায় উক্ত আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

গত ১০ ই জুনের গেজেটে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেনের উক্ত স্থানে আসেসর নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

বাবু দিননাথ বড়ুয়া তেজপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়া (যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়াছেন,) বড়পেটার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু রাধাকান্ত বড়ুয়ার অনুপস্থানপর্য্যন্ত বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ বড়পেটার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৯ এ আগষ্ট। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা পুলিষের ধৃতকারী বিভাগের অতিরিক্ত সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রথম চক্রবাড়ে ১৮৬৭ অব্দের ১ লা মে অবধি।

মুন্সি বকাউল্লা চতুর্থ চক্রবাড়ে ১৮৬৭ অব্দের ১ লা মে অবধি।

বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় পঞ্চম চক্রবাড়ে ১৮৬৭ অব্দের ১ লা মে অবধি।

মৌলবী এলাহি বকস তৃতীয় চক্রবাড়ে ১৮৬৮ অব্দের ১ লা সেপ্টেম্বর অবধি।

বাবু রামচরণ বসু সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতর প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন। তাঁহাকে নওয়াখালিতে স্থিত করা গেল এবং তিনি তথায় ৬ ই জুলাই উপনীত হইয়াছেন।

বি, এস, রবার্টসন সাহেব গত ২৪এ জুন অবধি ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত হাজারিবাগের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ই, এচ, রডক সাহেব ১৮৬৭ অব্দের ২১ এ অক্টোবর অবধি ২৯ এ নবেম্বরপর্য্যন্ত চম্পারণে ১৮৬৭ অব্দের ২১ আইনানুসারে লাইসেন্স টাকস আসেসরের ক্ষমতা চালন করিয়াছেন।

৩১ এ আগষ্ট। ডবলিউ, এফ, মিয়ার্স সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী গোলামহোসেন ঢাকাবিভাগে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই আগষ্ট। এন, মরসন সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৬৬ অব্দের ৫ আইন অনুসারে হাবড়ার ঠিকাগাড়ী ও পাল্কির রেজিষ্ট্রার হইবেন।

২১ এ আগষ্ট। ডবলিউ, এচ, ওকলি সাহেব সহকারী বনরক্ষক হইয়া সিকিমে অবস্থান করিবেন।

২৮ আগষ্ট। বাবু আনন্দময় মৈত্র শান্তিপুরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

১ লা সেপ্টেম্বর। এচ, এস, বীডন সাহেব কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি সহকারী সভাপতি হইবেন।

৩ রা সেপ্টেম্বর। সি, সি, কুইন সাহেব যশোহরের একজন মিউনিসিপাল কমিসনর এবং মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

ডবলিউ, কে, ক্লিমেণ্টসন সাহেব শিলচরের সবরেজিষ্টার হইয়া উপবিভাগ কাছাড়ের সদর মহকুমায় অবস্থিতি করিবেন।

মুঙ্গেরের মিউনিসিপালিটির সভাপতি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৬ অব্দের ৫ আইন অনুসারে ঠিকা গাড়ী ও পাল্কির রেজিষ্টার হইবেন। ১৮৬৭ অব্দের ১ লা জুলাই অবধি এই নিয়োগ হইয়াছে।

৪ সেপ্টেম্বর। ২৪ পরগণার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন পুনর্ব্বার বর্দ্ধমানে বদলি হইয়া তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৫ ই সেপ্টেম্বর। টি, এ, ডনো সাহেব জামালপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া ময়মনসিংহে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত সবডেপুটি অহিফেন এজেণ্টদিগকে বদলী করা গেল:—

জে, কসারাট সাহেব মতিহারী হইতে পাটনাতে।

এস, কুপার সাহেব ছাপরা হইতে মতিহারীতে।

জি, ফেলড সাহেব পাটনা হইতে ছাপরাতে।

সিংহভূমের চিকিৎসা কর্ম্মচারী ডাক্তর এস জে মানুক নিজ কার্য্য ও কিছু দিনের জন্য তত্রত্য প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনরের কার্য্য করিবেন।

৭ ই সেপ্টেম্বর। বাবু ভুবনমোহন রায় (যিনি সম্প্রতি এক জন প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন) হাবড়াতে অবস্থিতি করিবেন। ২৬ এ আগষ্ট তিনি উক্ত স্থানে আসিয়াছেন।

এম, ডবলিউ, আর, কাউলি সাহেব চট্টগ্রামের স্থানীয় বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাটের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর ও তত্রত্য মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

যতদিন কাপ্তেন পি, সি, ডালমেহর বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ, সি, টমাস সাহেব বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সীমান্বিত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে অংশের পুলিষের প্রতিনিধি সহকারী ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

১৮৬৮ অব্দের ১ লা জুন অবধি নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিরা তৃতীয় শ্রেণি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণির সহকারী কমিসনরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন:-

এ, সি, কাম্বেল সাহেব।

পি, টি, কার্ণেগি।

লেপ্টেনাণ্ট টি, বি, থিবেল।

এম, ও, বাইড সাহেব।

কাপ্তেন এল্ ব থনওয়েট।

লেপ্টেনাণ্ট জে, বটলার।

যতদিন সি, ই, লান্স সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর টি, এচ, এচ, শর্ট সাহেব আপনার কার্য্য ও তত্রত্য সিবিল ও সেসিয়ন জজের চলিত কার্য্য সকল করিবেন।

৮ ই সেপ্টেম্বর। মুঙ্গেরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর জে, এ, ক্রেবন সাহেব ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইনের ৩৩ ধারানুসারে জামালপুরে রেইলওয়ে ঘটিত মকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এচ, বি, এচ, রবার্টস সাহেব পুর্ণিয়াতে বদলী হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রথমে নিজ পরিবারের তৎপরে সাধ্যানুসারে স্বকীয় গ্রামের উন্নতিবিধানে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ইহার পর পর কীয় দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনও কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু স্বীয় পরিবার ও স্বীয় গ্রামবাসী ভ্রাতৃবর্গের কোন উন্নতি সাধন না করিয়া দূরবর্ত্তী অপর স্থানের উপকার ও মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিলে জন্মভূমির নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে হয়। অদ্য আমরা এতৎসম্বন্ধে একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। অত্রত্য দত্ত পরিবারসম্ভূত বাবু শশিভূষণ দত্ত ও বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় দ্বয় শিক্ষিত হইয়া অনেক দিন যাবৎ বিদেশে থাকিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। শশি বাবু নিম্ন আসামের ডিপুটী ইনস্পেক্টরের এবং দ্বারিক বাবু উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের ইনস্পেক্টরী আফিসের হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত আছেন। লোকপরম্পরায় শুনা যায়, তাঁহারা আসাম অঞ্চলে বিদ্যালয়স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ হিতকর কার্য্যে যে প্রকারেই হউক উৎসাহিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ পর্য্যন্ত আমরা ইহাদিগকে নিজ গ্রামের হিতোদ্দেশে একটী পয়সাও ব্যয় করিতে দেখিলাম না।

২। এবার ঢাকাতে ৮ ব্যক্তি মোক্তারি পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন।

৩। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কসবাগ্রাম নিবাসী কতকগুলি অর্ব্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট লোক তত্রত্য স্কুলটীর উচ্ছেদ পক্ষে চেষ্টা করিতেছে। ঐ গ্রামস্থ স্কুলের পণ্ডিত বাবু নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বলি, তিনি এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করুন।

৪। প্রায় মাসেক কাল যাবৎ নবাবগঞ্জ ষ্টেশনের অন্তর্গত স্থানসমূহে চৌর্য্যের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রায় প্রতি দিনই দুই একটী চুরি হইয়া থাকে। এপর্য্যন্ত আমরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুরির সংবাদ অবগত হইয়াছি, নিতান্ত বাহুল্যবিবেচনায় এ স্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখে বিরত রহিলাম। কেবল একটী চুরির বিষয় লিখিলাম। ও দিন পারাগাঁ নামক গ্রামে এক ব্যক্তির বাটীতে রাত্রিযোগে কয়েক চোর প্রবেশপূর্ব্বক একটী স্ত্রীলোকের উপর সমধিক অত্যাচার করিয়া নগদ ও জিনিষে প্রায় ২৫০ শত টাকা অপহরণ করিয়া লইয়াছে। শুনিলাম পুলিশ অনুসন্ধানে যাইয়া মালসহ এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

২১ এ আগষ্ট শুক্রবার বেলা দুইপ্রহরের সময়ে গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী পিথাপুর নামক গ্রামে মৃত্তিকা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে। ঐ মৃত্তিকা দর্শনার্থ এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে আনীত হইয়াছিল। অবগত হইলাম, মৃত্তিকা শুভ্র ও ঈষৎ লাল। প্রায় এক মাস হইল, আমরা কুতবপুরের ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমরা এখান হইতেও কাশীমবাজারস্থ রাণী স্বর্ণময়ীর যশঃসৌরভ আঘ্রাণ করিতেছি। তিনি সম্প্রতি এখানকার ভিক্টোরিয়া স্কুলে এক বারে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন। দয়াময়ী রাণী স্বর্ণময়ী এক বারে চারিশত টাকা না দিয়া, যদি কিছু মাসিক চাঁদা দিতেন, তাহা হইলে বিদ্যালয়টীর অপেক্ষাকৃত উপকার হইত। কাশীস্থ বিদ্যোৎসাহী রাজা দেবনারায়ণ সিংহ একণে উপরি উক্ত বিদ্যালয়টীতে মাসিক ৫০ টাকা চাঁদা দিতেছেন। অস্মদ্দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ এরূপ শুভকর কার্য্যে রাজা দেবনারায়ণ সিংহ এবং রাণী স্বর্ণময়ীর অনুসরণ কেন না করেন?

এখানকার অধিবাসিগণের স্কন্ধে চুঙ্গী ও মিউনিসিপাল কর ভার নিক্ষেপ করিবার অনুষ্ঠান হইতেছে। গত কল্য উক্ত করদ্বয় প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে এক সভা হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যগণ নানা কারণবশতঃ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। শুনিতেছি, আগামী সোমবার

আর এক সভা হইবে। তাহাতে যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, পরে জানাইব।

গাজিপুরের ৭ ক্রোশ দক্ষিণ জমনিয়া গ্রামে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির একটী আড্ডা আছে। তথায় রেলওয়ের যাত্রিগণের গমনাগমনের নিমিত্ত কতকগুলি একা ও ডাক গাড়ি প্রস্তুত থাকে। তদ্দ্বারা তাঁহাদের যাতায়াতে অধিক কষ্ট ও ব্যয় হয়। গবর্ণমেণ্ট এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত এখান হইতে জমনিয়াপর্য্যন্ত ট্রাকসন ইঞ্জিন চালাইবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। তদনুসারে রাস্তা এবং অন্যান্য উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয়, আর এক বৎসরের মধ্যে গাড়ি চলিবে। তাহা হইলে যাত্রিগণ একা আরোহণরূপ দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।

অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এ প্রদেশের শস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। দ্রব্যাদি ক্রমশঃ এখানে মহার্ঘ্য হইয়া উঠিতেছে। এক মাস পূর্ব্বে যে চাউল ॥১ সের দরে বিক্রীত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে ।০ সের করিয়া লইতে হইতেছে। যদ্যপি আর কিছু দিন দ্রব্যাদি এই অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে যে সাধারণের অত্যন্ত কষ্ট হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

৬ ই আগষ্ট
১৮৬৮

—:০:—

আমাদিগের কাশীস্থ সংবাদদাতা-লিখিয়াছেন।

অত্রত্য কালেক্টর আফিসের একজন কর্ম্মচারী কয়েক খানি জাল "ভাউচার" প্রস্তুত করিয়া জজ সাহেবের আমানত টাকা হইতে ১৪০০০ টাকা বাহির করিয়া লয়। সেশনে বিচার হইয়া তাহার ১২ বৎসর কারাবাস ও ৬ সহস্র টাকা জরিমানার আজ্ঞা হইয়াছে।

রাজঘাট ষ্টেশনে অমৃতলাল ঘোষ নামক ১৬।১৭ বৎসরবয়স্ক একটি বালক কয়েক জন যাত্রীর নিকট "তোমরা ভিড়ের ভিতরে গিয়া টিকিট আনতে পারিবে না, আমি বড় বাবুর শালা, আমাকে টাকা দাও তোমাদিগকে টিকিট আনিয়া দিতেছি" এই বলিয়া টাকা লইয়া পলায়ন করে। পশ্চাৎ ২৮ এ আগষ্ট শুক্রবার বাঙ্গালিটোলাস্থ কোন বারাঙ্গনালয়ে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ফৌজদারিতে নীত হয়। ২ রা সেপ্টেম্বর বুধবারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারে তাহার ৪ মাস মিয়াদ হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম যে, খলিসপুরের হত্যাকারীরা ধৃত হইয়াছে। হত্যাকারীদিগের মধ্যে এক জন এতদ্দেশীয় মুসলমান আর দুই জন নাবিক আছে। পুলিষ যে দুই ব্যক্তিরে পূর্ব্বে হত্যাকারী বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মকদ্দমা সেশনে অর্পিত হইয়াছে।

৪ ঠা সেপ্টেম্বর } বারাণসী।
১৮৬৮

—:০:—

আমাদিগের মজঃফরপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কয়েক দিবস হইল, এখানে কিছুমাত্র বৃষ্টিপাত হয় নাই। অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে। ফলতঃ এবার এখানে বৃষ্টির ভাগ অল্প। সকল জলই বাঙ্গালাদেশে বর্ষিত হইল।!!

২। সাতিশয় সন্তোষের সহিত প্রকাশ করিতেছি, মজঃফরপুরের বিজ্ঞানসভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সভাটীর প্রতি এতদঞ্চলের প্রায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সানুরাগ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; তন্নিমিত্ত আমরা সভার সেক্রেটারি মহানুভব ইমদাদালী খাঁ বাহাদুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।

৩। গত ৩রা আগষ্টের পত্রিকায় জেলা ত্রিহুতের দাসক্রয়প্রথা প্রচলিত থাকার বিষয়ে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, উহা সম্যকরূপে জ্ঞাত হইয়া লিখিত হয় নাই। এক্ষণে অনুসন্ধান দ্বারা সে সংবাদের সত্যতার বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

৪। অল্পদিন হইল, এখানে একটী লিথোগ্রাফিক প্রেস আসিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় উহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(গ্রাম্য পাঠশালা ও পণ্ডিতগণ)।

মহাশয়। আজ কাল গ্রাম্য পাঠশালাসমূহের দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়া উঠিতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সাহায্যপ্রদান করিতেছেন, তাহা করা না করা উভয়ই তুল্য। পণ্ডিত মহাশয়েরা মাসিক ৫ টাকা করিয়া বেতন পান এবং কাহার কাহার ঐ উপজীবিকা হইতে ৫।৬ টী পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। সুতরাং এই স্বল্প বেতনদ্বারা হতভাগ্য পণ্ডিতদিগের সংসার নির্ব্বাহ করা কিরূপ দুষ্কর পাঠকগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্কুলের ছাত্রদিগের বেতন বৎসরান্তে "ধানে চালে" আদায় হওয়াও দুষ্কর। শুনিলাম অনেক গ্রামে তাহাও পণ্ডিতদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অন্য কোন নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না, ইহাতেই এক প্রকার (না করিলে নয় বলিয়া) প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিয়া থাকেন। শিক্ষক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই স্কুলে গমন করিয়া ঘরে চাউল নাই, তেল বাড়ন্ত, ময়রার টাকা, রজকের বেতন ইত্যাদি ভাবিয়াই অধিক সময় অতিবাহিত করেন। বালকদিগের নিকট এক এক বার পাঠ গ্রহণ করিয়া সত্বর তাহাদিগকে বিদায় দেন। এরূপ করিলে কি প্রকারে বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট সকল ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের উৎসাহার্থ বেতনবৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু এই গোবেচারাদিগের উপর এত নির্দ্দয় কেন? এই বিষয় আন্দোলন করিয়া কতবার কত সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয় চীৎকার করিলেন, কতবার উক্ত হতভাগ্য পণ্ডিতবর্গের আক্ষেপধ্বনি শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, কখন শুনিলাম ইহাদিগের বেতনবৃদ্ধি হইবে, কখন শুনিলাম হইবে না। মধ্যে শুনিয়াছিলাম এই বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইতেছে, বাদানুবাদই সার। যত না হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। শিক্ষাবিভাগে এতটাকা অপব্যয় কেন? আমরা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি যে, যাহাতে বিদ্যালয়গুলি থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হউন। উপযুক্ত দক্ষিণা না পাইলে কেহই সন্তুষ্ট হন না, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

—:০:—

কৃষ্ণনগর কালেজ ও তাহার নিয়ম।

কৃষ্ণনগর কালেজের কার্য্য যেরূপে সম্পাদিত হইতেছে, তাহার অন্য অন্য কলেজের সহিত তুলনা করিতে হইলে অনেকাংশে প্রভেদ বোধ হয়। যদিও উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব মহাশয়েরা এই নিয়ম বিদ্যালয়ের উপকারার্থে করিয়া আসিতেছেন এবং তদ্দ্বারা কলেজের কার্য্য সুন্দররূপ সম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু বালকদিগের ইহা প্রতিপালন করা সময়ে সময়ে

নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। অন্য অন্য কলেজ অপেক্ষা এখানে ছাত্রদিগের বেতন আদায়ের নিয়মটি অপেক্ষাকৃত শক্ত। মাসের প্রথম দিবসেই বালকদিগের নিকট বেতন লওয়া হয়, যদি কেহ কোন গতিকে দিতে না পারেন, তাহা হইলে প্রত্যেক দিবস দুই আনা করিয়া জরিমানার সহিত বেতন দিতে হইবে। এই দণ্ড কি ছাত্রদিগের পক্ষে উচিত? না ইহা যথাসময়ে আদায় করা কলেজের ন্যায়সঙ্গত? বিবেচনা করিয়া দেখিলে দূরস্থ বিদেশীয় ছাত্রদিগের সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগের স্ব স্ব আলয় হইতে মাস মাস আবশ্যক খরচ আসিয়া থাকে। তাঁহারা মাসান্তে প্রাপ্য টাকার আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, যদি কোন গতিকে টাকা না আসে তাহা হইলে লাটের খাজনার মত কলেজের বেতন ধার করিয়া দিতে হয়। এ তাহাও অনেকের ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং অগত্যা নিয়মানুসারে ৵ দুই আনা করিয়া দিয়া থাকেন। অনেক কলেজে মাসের ১৫ ই পর্য্যন্ত বেতন আদায়ের নিয়ম আছে. এখানে তত দূর না হউক অন্ততঃ ১০ ই পর্য্যন্ত করিলেও বালকেরা সুস্থির হইয়া স্ব স্ব বেতন দিতে পারে এবং তাহাতে অধিক কষ্ট করিতে হয় না। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি দেখি না; তবে ইহা করিবার আপত্তি কি?

৩। কএক দিবস এরূপ প্রবলবেগে বৃষ্টি হইয়াছে, যে তাহাতে কার্ত্তিকের ঝড়ের অপেক্ষা নিরাশ্রয়ের সংখ্যা অধিক হইয়াছে। আমুলিয়ার মধ্যে কয়েকটী বৃহৎ বাটী অবনিসাৎ হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই, কাহার প্রাণত্যাগ হয় নাই।

শ্রীঃ—

বোধ করি, আপনার পাঠকবর্গের অনেকেই ডিরেক্টর এটকিন্সন সাহেবের ১৮৬৬। ৬৭ অব্দের রিপোর্টের উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব যে স্বমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন। উহা ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর ও বর্ত্তমান জুনিয়র সেক্রেটারি হারিসন সাহেবের উদ্ভাবিত। হারিসন সাহেবের শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক বিষয় জানা আছে। অতএব তিনি ডিরেক্টরের কার্য্যপ্রণালীর যে দোষ গুণপ্রকাশে সমর্থ হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার ভ্রমও দৃষ্ট হইল। আমি তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি।

হারিসন সাহেব প্রত্যেক স্থানেরই ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কারণ কি তাহার ভাল অনুসন্ধান করেন নাই। প্রথমতঃ কালেজের অধ্যাপকদিগের বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে যে প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ অধ্যাপনার কোন সুপ্রণালী হয় নাই, তাহা অনেকেরই বিলক্ষণ জানা আছে বটে; কিন্তু কেহই তাহা ধর্ত্তব্য করেন না। শিক্ষকদিগের যে বেতনবৃদ্ধি হয়, তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু "গাধা পিটিয়া ঘোড়া করা" আমাদিগের অনুমোদনীয় নয়। যে স্কুলে শিক্ষক ৩০০। ৪০০ টাকায় বিলক্ষণ তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে চতুর্গুণ বেতন দেওয়া হইতেছে। এ বিষয়ে গ্রে সাহেব যে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের হাস্য আইসে। অধিক "মূল্যে গরদা মাল কিনিলে পরে পস্তাইতে হয়।"

হারিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীস্থ স্কুল ও তাহার ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ স্কুল ও তাহার বালকসংখ্যার হ্রাস হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছেন যে, কেবল বাঙ্গলা শিক্ষোপযোগী স্কুলের প্রতি মনোযোগ না করিয়া এবং উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষোপযোগী স্কুলের প্রতি অনাদর করিয়া মধ্যবিধ শিক্ষা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণী স্কুলের উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। এটি নিতান্ত ভ্রম। পল্লীগ্রামস্থ দরিদ্র বালকদিগের পক্ষে এই প্রকার স্কুল অতিশয় হিতকর। প্রথমতঃ তাহাদিগকে নগরে বহু ব্যয় এবং পিতা মাতার চক্ষুর অগোচরে থাকিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলে অধ্যয়ন করিলে মাইনর স্কলাসিপ পাইবার ভরসা থাকে। এইসকল বিবেচনা করিলে হারিসন সাহেব বিলক্ষণ বুঝিবেন যে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলের উৎসাহ দিলে দেশের মঙ্গল।

বালিকাবিদ্যালয় উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন যে, যদিচ ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি এ বিষয়ে কোনপ্রকার উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বালিকাবিদ্যালয় যত অধিক হয় ততই ভাল; কিন্তু যে যে স্থলে বালক বিদ্যালয় নাই অথবা উৎকৃষ্টরূপে পুরুষের শিক্ষা হয় না, তথায় বালিকাদিগের নিমিত্ত ব্যয় করা বিফল। আমি আসামে যেপ্রকার বালিকা বিদ্যালয় দেখিতেছি, তাহার অবস্থা মনে করিলে বোধ হয় যে, অন্য স্থানে যাহাই হউক, এস্থলে বালিকা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ব্যয় না করিয়া বালকদিগের উন্নতিসাধন করাই কর্ত্তব্য।

আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যে, দেশীয় দরিদ্রসন্তানেরা কোন প্রকারে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেহই বিবেচনা করেন না যে, ইহা তাহাদিগের সাধ্যাধীন কি না। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার অবসর সবিশেষ আবশ্যক। কিন্তু ধন না থাকিলে অবসর কি প্রকারে হইতে পারে। যাহারা কোন প্রকারে কার্য্যক্ষম হইলেই গৃহকর্ম্ম করিতে বাধিত হয়, তাহারা যে লেখা পড়া শিখিবার সময় পাইবে, তাহা কোন প্রকারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইংরাজেরা বিবেচনা করেন না যে, তাঁহাদিগের দেশে যে উন্নতি ৪। ৫ শত বৎসরে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা এদেশে এক বারে কিরূপে হইবে। রাজার চেষ্টাতেই যদি দেশের উন্নতি হইত, তাহা হইলে এত দিন পৃথিবী স্বর্গতুল্য হইত। কোন কোন অদূরদর্শী সাহেব বিবেচনা করেন যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকে শিক্ষা পাইলেই দেশের উন্নতি হইবে; কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত কোন দেশের এরূপ কথা শুনি নাই যে, ঐ উপায়ে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে।

৫। গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, ব্যয়সংক্ষেপ করিবার তিনটি উপায় আছে। (১) ধনীদিগকে এই প্রকার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম্ম পাইবেন, অতএব তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যয় তাঁহারাই নির্ব্বাহ করুন। (২) তাহার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকেও ঐ প্রকার পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য। (৩) কেবল দরিদ্রদিগকে রাজকোষ হইতে ব্যয়দ্বারা শিক্ষা দেওয়া উচিত। এটি শুনিতে মিষ্ট বটে; কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা সহজ নয়। অনেকেই বিবেচনা করেন যে, মিত্র ঘোষ মুখোপাধ্যায় নামধারীমাত্রেই বুঝি ধনী। ইহারা "ভদ্র" কুলোদ্ভব বটেন; কিন্তু অনেকে যার পর নাই নির্দ্ধন। কেবল জাত্যনুরোধে ইহাঁরা নীচ ব্যবসায় করেন না। নচেৎ অন্যান্য দেশে এই অবস্থায় মনুষ্যেরা ইতর কর্ম্ম করিয়া থাকে। এদেশে যদি প্রকৃত ধনীর সংখ্যা করা হয়, অতি অল্পমাত্র প্রকৃত ধনী নয়নগোচর হন।

গোহাটী
৩০ এ আগষ্ট
১৮৬৮। } শ্রীঃ

—:০:—

মহাশয়! জেলা আদালতের অধুনাতন বিচারপতিগণের অনেকেরি একটী মহৎ রোগ দৃষ্ট হয়। মকদ্দমার দোষ গুণের প্রমাণাদি গ্রহণ ও

উভয় পক্ষের উকীলগণের তর্ক বিতর্ক শেষ হইয়া গেলে সেই দিবস বা তাহার পর দিবসও বিচারপতির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। কখন কখন দশ বার দিন কখন বা অধিক বিলম্ব হইয়া যায়। এতন্নিবন্ধন অর্থী ও প্রত্যর্থীকে কতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কোন কোন মকদ্দমায় এমনও ঘটিয়া থাকে যে, মকদ্দমা শ্রবনকালে বিচারকের তর্কের ভাব ভঙ্গীতে অর্থীর উকীল মনে করিলেন যে অর্থীর জয় হইবে; কিন্তু এক সপ্তাহ পরে হউক, বা দুই সপ্তাহ পরে হউক, রায় প্রকাশ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার (উকীলের) আশালতা ফলবতী হয় নাই। তাঁহার অধিকতর ক্ষোভের বিষয় এই যে, রায়ের বিরুদ্ধে একটীও তর্ক করিবার সময় পাইলেন না। নীরব থাকিতে না পারিয়া যদি কোন কথা কহিয়া ফেলেন তৎক্ষণাৎ আপীল করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হন। আমি স্বীকার করি, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৮৩ ধারানুসারে বিচারপতিগণ মকদ্দমার প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া "অবিলম্বে কিংবা অন্য কোন দিন" আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু "অন্য কোন দিন" বলিলে পক্ষান্ত বা মাসান্ত ভিন্ন কি আর কিছু বুঝায় না? এক বা দুই দিনের অবসর কি পর্য্যাপ্ত নয়? যেসকল মকদ্দমা সহজে বোধগম্য না হয়, তাহারই মীমাংসাতে ঐরূপ বিলম্বের আবশ্যকতা হয়। সামান্য মকদ্দমাগুলির যে কেন "অবিলম্বে" নিষ্পত্তি না হয়, তাহা আমার অল্পায়তন বুদ্ধিতে আসিল না। মকদ্দমা শ্রবণানন্তর স্বকীয় অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ না করিলে বিচারপতির পক্ষেও অনেক অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। উভয়পক্ষীয় উকীলগণের তর্ক শ্রবণকালে অভিযোগসংক্রান্ত আমূল বৃত্তান্ত তাঁহার মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হয়; সুতরাং তিনি অর্থীর দোষ কি প্রত্যর্থীর দোষ বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিতে পারেন। দুই চারি দিন পরে নিষ্পত্তিপত্র লিখিতে হইলে প্রথমতঃ মকদ্দমার অবস্থা স্মরণ করিবার চেষ্টাজন্য ক্লেশ লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এইরূপে স্মরণ করিতে পারিলেও বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষের অনুকূল কোন কারণ তাঁহার স্মৃতিপথের দূরবর্ত্তী থাকিতে পারে। অতএব এ অবস্থায় যে বিচার হয়, তাহা কত দূর ন্যায়সঙ্গত পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিয়া লইবেন। ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা ৮ আইনে মকদ্দমা নিষ্পত্তির দিন নির্দিষ্ট করিবার নিয়ম করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়ের ক্লেশের অনেক শান্তি হইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বিচারপতি মহাশয়দিগের প্রসাদে উত্তরোত্তর ঐ ক্লেশের বৃদ্ধি হইতেছে।

২৩ এ ভাদ্র ১২৭৫ } কস্যচিৎ ভ্রমণকারিণঃ।

—:০:—

মহাশয়! কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকাতে দিন দিন যে, কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইতিমধ্যে আমাদিগের এখানে একটী বিংশতিবর্ষীয় যুবতীর সহিত এক জন সপ্ততিবর্ষীয় পাত্রের উদ্বাহবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে। পাত্রীটী অতিশয় রূপলাবণ্যবতী; কিন্তু তাঁহার পিতামহসমবয়স্ক ভর্ত্তার সৌন্দর্য্য এবং গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সমস্ত গাত্র দদ্রু এবং শ্বেতবর্ণ লোমপরিব্যাপ্ত। মুখখানি দেখিলে হরিভক্তি উড়িয়া যায়। আমরা শুনিলাম, যেসমস্ত স্ত্রীলোক আপনাদিগের শিশু সন্তানদিগকে ক্রোড়ে লইয়া বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রোড়স্থিত সে শিশুগণ বরপাত্রকে দেখিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। বরপাত্রকে বরযাত্রীর জন্য অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দৌহিত্র, পৌত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ঘটকগণ সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হায় কি পরিতাপ!!! এই অবলার কি দুরদৃষ্ট! অথবা তাহার অদৃষ্টেরই বা দোষ কি? কেবল একমাত্র কৌলীন্যপ্রথা যে এই সমস্ত অনিষ্টের আকর তাহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন?

এবার এখানে বর্ষার অতিশয় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আউস ধান্য একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। আমন ধান্যও যে হইবে সে আশাও নাই। আবার বুঝি দুর্ভিক্ষ দেখা দেন। তাহা হইলে এ বার দরিদ্র প্রজাদিগের নিশ্চয় মৃত্যু।

গোস্বামী দুর্গাপুর
২ রা সেপ্টেম্বর
১৮৬৮ } আপনার বশম্বদ
শ্রীঃ—

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় ডিহিরি
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর ৩৮০

„ „ গুরুদাস ধর গণকর
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট ১৩

„ „ গৌরীবল্লভ শর্ম্মা দিব্রুগড়
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ ফেব্রুয়ারি ৭

„ „ চন্দ্রকুমার রায় নড়াইল
১২৭৫ ভাদ্র হইতে ৭৬ আষাঢ় ১৩

শ্রীযুক্ত মুন্সিমন্তিউল্লা রঙ্গপুর (২ কাগজ) ২৬

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিটি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵৹ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪৬ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৬ই আশ্বিন। ১৮৬৮। ২১এ সেপ্টেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

[illegible] কি রা [illegible]

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত প্রথম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ ১২৭৫ ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৬২ সংখ্যক ভবনস্থ সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে সাহিত্যদর্পণ মুদ্রিত হইতেছে। গ্রহণার্থিগণ পত্রাদি লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে ১ এক টাকা মূল্যে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

	সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ	
এ ৫৮	৮৬৬৩৮	১০০	অর্দ্ধ নোট	
এ ৫৫	৮৯৪৪৪	৫০	ঐ	
এ ৫২	৬৪৬৯০	২০	ঐ	
এ ২৬	১০২৯৬	২০	ঐ	
এ ৩২	৪৬৪৫২	২০	ঐ	
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	ঐ	
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	ঐ	
এ ৪৩	৯৯৬৬২	২০	ঐ	
বি ২২	০১৭৫৫	২০	ঐ	ভিজিগা-পেটাম নোট্স।
বি ২২	০১৭৫৪	১০	ঐ	
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	ঐ	
এ ৪৯	০৩৪৬১	১০	ঐ	
এ ৪১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ	
এ ৪৯	৪৮৭২৯	১০	অর্দ্ধ নোট	
এ ৫০	১৬৮৫৫	১০	ঐ	
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	ঐ	
এ ৩২	০৮২৬৯	১০	ঐ	
এ ১৯	৩৫৪০১	১০	ঐ	
এ ১৯	৪৮৮৪২	১০	ঐ	
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	ঐ	
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০৩	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০১	১০	ঐ	
এ ৩১	৯২১০২	১০	ঐ	
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	ঐ	
এ ৫৮	৮৯০০৭	১০০		
এ ৫৮	৮৪৮৬৯	১০০		

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান পোষ্ট মাষ্টার।

—:০:—

ইন্দুপ্রভা নাটক।

ষ্টান্হোপ যন্ত্রালয়ে এবং চীনাবাজার, পটোলডাঙ্গা ও জোড়াসাঁকোর পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বাগ্‌বাজার।

—:০:—

১৮৬৯ অব্দের ইংরাজী এণ্ট্রান্স কোর্সের নোটবুক, প্রথম ভাগ পোইট্রী, ট্রেনিং আকাডেমির ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার এইচ, দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রণীত, ৫৮। ৫ গিরিশবিদ্যারত্ন যন্ত্রে এবং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা।

——:০:——

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিশন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ ২॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাংগদ্য ৮

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮

শ্রীমদ্দানরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত ২৬

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুককুশল সম্পূর্ণ আছে ১

চন্দ্রহংস, জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত ১

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১॥

নীলাঞ্জন কাব্য ৮

পুষ্পাঞ্জন কাব্য ৮

মণিকুণ্ডলা কাব্য ১

অভিমন্যু বধ নাটক ॥৶

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ ৮

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য ১

কৌরববিয়োগ নাটক ২

সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ১০

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান ৮

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ১৮

পিশাচোদ্ধার ১

নীতিপ্রভা ॥

এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত ৩

ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭

নীতিশিক্ষা ৷৷

অনবর সোহেলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য ১॥

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২

মনতত্ত্বসারসংগ্রহ ১

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১

ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক ১

চরিতমঞ্জরী ১৷

শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ২৫

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া যাইবে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের ষ্টিমার থাকিবে তখন ঐ ষ্টিমারে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনুসারে ভাড়া লওয়া হইবে। কেবল ষ্টিমার হইতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বেঝাই খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে। যে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেসনে সমুদায় দিলেও চলিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কাউন্ এজেন্সি বোর্ড কালকাতা ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য)॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মির্জ্জাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ড ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্ত বাগীশ।

———

হোমিওপেথিক চিকিৎসা, প্রথম সংখ্যা, আমরক্ত, মূল্য চারি আনামাত্র।

কলিকাতার চোরবাগানে স্কুলবুক প্রেসে ঠনঠনিয়ার সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং লালবাজারে বেরিণী কোম্পানির হোমিওপেথিক ফারমেশীতে পাওয়া যায়।

—:০:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এ ৫৮	৮৯০০৭ নং	১০০ টাকার
এ ৫৮	৮৪৮৬৯ নং	১০০ ঐ

ডবলিউ. এইচ. ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

—:০:—

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা অর্থাৎ।

ইউরোপীয় স্বরলিপি সম্বলিত সেতার, বেহালা, এস্রাজ, বংশী, হার্ম্মোনিয়ম ও গান প্রভৃতি শিখিবার সহজ উপায়; মূল্য ৩ তিন টাকা। লালদীঘীর পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দে কোম্পানির ও ঠনঠনিয়াস্থ সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে।

কলিকাতা ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পটোলডাঙ্গা পোটোটোলা লেন।

—:০:—

বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের অধীন হাইকোর্ট অব জুডিকেচরের টেষ্টেমেণ্টারি ও ইনটেসটেট বহুরিশ ডিকসন হইতে কালকাতানিবাসী জমীদার মৃত অনরেবল প্রসন্নকুমার ঠাকুর সি, এস, আই, মহাশয়ের লাষ্ট উইল ও টেষ্টমেন্টের ও দুই কডিসিলের প্রবেট, উক্ত মৃত ব্যক্তির লাষ্ট উইল ও টেষ্টমেন্টের লিখিত তিন জন একজিকিউটর কলিকাতা নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অদ্য দেওয়া হইল। অতএব যাঁহারা উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার দাবি রাখেন, তাঁহারা উক্ত একজিকিউটারদিগের নিকট তাহা সত্বর জানাইবেন এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট ঋণী থাকেন, তাঁহারা উক্ত একজিকিউটারদিগের নিকট অবিলম্বে আপন আপন ঋণ পরিশোধ করিবেন।

কলিকাতা ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } হ্যাচ এবং হাইল প্রকটারস।

—:০:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

—:•:——:•:—

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৮ সালের ১ লা অক্টোবর তারিখে এবং তদবধি ২০ হনড্রেড ওএট মোট ওজনের এক টন হারে অথবা প্রত্যেক গাড়ির ওজন পরিমান অনুসারে তুলা আমদানী করা হইবে।

নিম্নলিখিত টেবেলে শ্রেণী বিভাগ অনুসারে হাওড়ায় আনিবার ভাড়া দর্শান যাইতেছে।

হাওড়া হইতে মাইল	যে ষ্টেশন হইতে আমদানী হইবে		ক [illegible]			খ [illegible]			গ [illegible]			ঘ [illegible]			ঙ যে তুলা স্ক্রু করিয়া ২০ পাউণ্ড এক কিউবিক ফুট পরিমিত হইয়াছে, অথবা যাহার ৩০০ পাউণ্ড পরিমিত এক গাইট কসিয়া ১৫ কিউবিক ফিটের অনধিক হইয়াছে। ওজন ১৩,৫০০ পাউণ্ডের অনধিক হইলে গাড়ি প্রতি ভাড়া।		
			টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.	টা.	আ.	পা.
১০১৪ / ১০০৬	দিল্লী ও গাজিয়াবাদ।	প্রত্যেক টনে	৬০	•	•	৫৭	•	•	৫৪	•	•	৪৮	•	•	৩৬০	•	•
		প্রত্যেক গাইটে	৮	৷৴	•	৭	৸/	•	৭	।৶	•	৬	॥/	•			
৯৬৭	খুরজা	প্রত্যেক টনে	৫৭	॥৴	৯	৫৪	৸/	৯	৫১	৸৴	৯	৪৬	৴	৯	৩৪৬	/	•
		প্রত্যেক গাইটে	৭	৸৶	৯	৭	॥•	৯	৭	৶	৯	৬	।/	৯			
৯৪০	আলিগড়	প্রত্যেক টনে	৫৬	/	৯	৫৩	।/	৯	৫০	॥•	৯	৪৪	৸৶	৯	৩৩৬	।৶	•
		প্রত্যেক গাইটে	৭	।৴	৯	৭	।/	৯	৬	৸৶	৯	৬	৶	৯			
৯২১	হাত্রাস	প্রত্যেক টনে	৫৪	৸৴	৯	৫২	৴	৯	৪৯	৴	৯	৪৪	•	৯	৩২৯	॥৶	•
		প্রত্যেক গাইটে	৭	॥	৯	৭	৶	৯	৬	৸	৯	৬	•	৯			
৯০৫	আগরা	প্রত্যেক টনে	৫৪	•	৯	৫১	।/	৯	৪৮	॥৶	৯	৪৩	৴	৯	৩২৩	৸৶	•
		প্রত্যেক গাইটে	৭	।৶	৯	৭	•	৯	৬	॥৶	৯	৫	৸৴	৯			
৮৮১	ফিরোজাবাদ	প্রত্যেক টনে	৫২	॥/	৯	৪৯	৸৴	৯	৪৭	[illegible]	৯	৪১	/	৯	৩১৫	।/	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৭	৴	৯	৬	৸/	৯	৬	॥	৯	৫	৸	৯			
৮৬৯	শেকোয়াবাদ	প্রত্যেক টনে	৫১	৸৶	৯	৪৯	।•	৯	৪৬	॥৴	৯	৪১	॥	৯	৩১১	•	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৭	/	৯	৬	৸•	৯	৬	।৶	৯	৫	॥৴	৯			
৮৩৫	ইটোয়া	প্রত্যেক টনে	৪৯	৸/	৯	৪৭	।/	৯	৪৪	৸/	৯	৩৯	৸৶	৯	২৯৮	৸/	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৬	৸/	৯	৬	॥•	৯	৬	৶	৯	৫	।৴	৯			
৭৪৮	কানপুর	প্রত্যেক টনে	৪৪	॥৶	৯	৪২	।৶	৯	৪০	৴	৯	৩৫	॥৴	৯	২৬৭	॥৴	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৬	৶	৯	৫	৸/	৯	৫	॥	৯	৪	৸৶	৯			
৬২৯	আলাহাবাদ	প্রত্যেক টনে	৩৭	॥/	৯	৩৫	॥৴	৯	৩৩	৸/	৯	৩০	/	৯	২২৫	৶	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৫	৶	৯	৪	৸৶	৯	৪	॥৶	৯	৪	৶	৯			
৫৭৩	মৃজাপুর	প্রত্যেক টনে	৩৪	৴	৯	৩২	॥•	৯	৩০	৸	৯	২৭	।৶	৯	২০৫	১	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৪	॥৴	৯	৪	।৴	৯	৪	৴	৯	৩	৸	৯			
৫৪০	বারাণসী	প্রত্যেক টনে	৩২	।•	৯	৩০	॥৶	৯	২৯	•	৯	২৫	৸/	৯	১৯২	।	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৪	।৴	৯	৪	৴	৯	৪	•	৯	৩	॥/	৯			
৫০৬	জমানিয়া	প্রত্যেক টনে	৩০	৴	৯	২৮	॥৴	৯	২৭	৴	৯	২৪	৴	৯	১৮১	৶	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৪	৶	৯	৩	৸৴	৯	৩	৸	৯	৩	।/	৯			
৩৯৬	পাটনা	প্রত্যেক টনে	২৩	॥৶	৯	২২	।৴	৯	২১	।/	৯	১৮	৸৴	৯	১৪১	৸	৯
		প্রত্যেক গাইটে	৩	।•	৯	৩	১	৯	২	৸৴	৯	২	॥৶	৯			

১। প্রত্যেক টনের ভাড়ার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গাইটের ভাড়া লওয়া যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক গাইটের মোট ওজন ৩২০ পাউণ্ডের অনধিক হয়।

২। খোলা তুলার ভাড়া চতুর্থ শ্রেণির দ্রব্যের ভাড়ার সমান ধরা হইবে। কিন্তু এক খানি গাড়ির নিম্নতম ভাড়া প্রত্যেক মাইলে ১০ ধরা যাইবে।

৩। তুলার প্রত্যেক টনে ।৴ আনা অথবা গাইট করা এক আনা হিসাবে হাওড়ার টার্মিন্যাল রেট দিতে হইবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
২৮ এ আগষ্ট ১৮৬৮।

সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্স।

সাবিত্রীচরিত
কাব্য।
শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।
মূল্য ১ এক টাকা।
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

কলিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

সোমপ্রকাশ।

৬ ই আশ্বিন সোমবার।

দুর্গোৎসব উপলক্ষে আগামী বার অবধি দুই সপ্তাহ সোমপ্রকাশ বন্ধ থাকিবে। ইহার জন্ম অবধি এই রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে।

কলিকাতা গেজেটে হুগলী কৃষ্ণনগর ও গৌহাটির মিউনিসিপালিটির সাম্বৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিসনরগণ এক কালে সর্ব্বত্র ৭।০ টাকা বাটীর টাক্স লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। করস্থাপন ও অত্যাচার যদি না থাকিত তাহা হইলে আমরা রিপোর্টগুলিতে সন্তুষ্ট হইতাম। হুগলির রিপোর্টটী কাগজে পাঠ করিতে ভাল; সভাপতি আক্ষেপ করিয়াছেন, কমিসনরগণ সভাপ্রভৃতির নিমিত্ত সামান্য জনসমাগম মাত্র করেন!! সর্ব্বত্র পুলিষ ও কর্ম্মচারীদিগের বেতনেই অধিকাংশ টাকা নিঃশেষিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে (মাজিষ্ট্রেটের কাছারির নিকটে) রাস্তা ও রেলওয়েপ্রভৃতি হইতেছে। কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর। কমিসনরগণ কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। পুষ্করিণীর জল শুদ্ধ ও মলাপূর্ণ হও যাতে কমিসনরগণ খড়েনদী হইতে একটী ক্ষুদ্র খাল করিয়া সহর পুষ্করিণীর সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। সভাপতি বেল সাহেব গৌরব করিয়া কহিয়াছেন, "যখন সভ্য ও বিদ্বান কমিসনরগণ আছেন তখন আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।" কৃতবিদ্যদিগের হস্তে ভারার্পণ করলে যদি শ্রীবৃদ্ধি না হয়, কাহার হস্তে হইবে? দুঃখের বিষয় এই সকল স্থানে কৃতবিদ্যের অন্বেষণ করা হয় না। হুগলিঅপেক্ষা গৌহাটির কমিসনরগণ অধিক কাজ করিয়াছেন। সভাপতি জে এফ, শেরার বলেন পুষ্করিণীসকলের পঙ্কোদ্ধার ও পানা পরিষ্কার করাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক মঙ্গল হইয়াছে। আমরা অন্য অন্য স্থানের মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলগ্রস্ত হইয়া রহিলাম। উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারী, অসঙ্গত কর, ভগ্ন ও অপরিষ্কৃত রাস্তা এবং চৌকিদারহীন পাড়া এইসকলেই কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটির গুণ প্রকাশ করিতেছে। দেশের মধ্যে এই মিউনিসিপালিটির সমকক্ষ নাই!!

জমীদার ও কৃষক।

আয়ারলণ্ড ও বঙ্গদেশের জমীদার ও কৃষকদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এখানকার জমীদারেরা যেমন স্থানান্তরে থাকিয়া নায়েব ও গমস্তাদিগের উপরে সমুদায় ভার অর্পণ করেন, আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও সেই প্রকার করিয়া থাকেন। এখানকার জমীদারেরা যেমন কোন ভূমিতে প্রজার কোন প্রকার স্বত্বস্বীকার ও স্বত্বদানে অনিচ্ছু, ইহাঁরা যেমন যত ইচ্ছা করবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান, প্রজারা তাহাতে সম্মত না হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া দেন, আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও সেইরূপ করিয়া থাকেন। জমীদার কখন উঠাইয়া দেন, এই ভয় থাকাতে যেমন এখানকার কৃষকেরা ব্যয় করিয়া ভূমির কোনপ্রকার স্থির উন্নতি সাধন করে না আয়ারলণ্ডেও সেইপ্রকার কৃষকেরা ভূমির উন্নতিসাধনে পরাঙ্মুখ। এখানে আইনে যেমন জমীদারের যথেচ্ছাচারের প্রতিরোধ না করিয়া প্রত্যুত সপক্ষতা করে, আয়ারলণ্ডেও সেইরূপ করিয়া থাকে। এখানকার ন্যায় আয়ারলণ্ডের জমীদারেরাও প্রজার বিদ্যাশিক্ষা সভ্যতা ও উন্নতিলাভের প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে প্রভেদ এই, আয়ারলণ্ডে বলপূর্ব্বক চূণের গুদামে বদ্ধ করিবার যো নাই এবং মিথ্যা মকদ্দমা করিয়া জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। অপর, তথাকার কৃষকেরা অধিকতর সাহসী, তাহারা মধ্যে মধ্যে অবাধ্য হইয়া অত্যাচারকারীর উপরে অত্যাচার করিয়া থাকে, এখানকার কৃষকেরা তত দূর করিতে পারে না। উভয় দেশের কৃষকেরই দারিদ্র্য সমান, উহারা দিন আনে দিন খায়; অতঃপর উভয় দেশের কৃষকেরই অবস্থার উন্নতিসাধন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা যে কারণে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহা এই, আয়ারলণ্ডের টিপারেরি বিভাগে উইলিয়ম স্কলিনামক এক জন জমীদার আছেন। এক জন পত্রপ্রেরক তাঁহার চরিত্র বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "ইনি কটুভাষী, একগুঁয়ে, ধূর্ত্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কেবল স্বার্থসাধন করাই তাঁহার জমীদারী কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য।" এ দেশে স্কলির সমানধর্ম্মা অনেক জমীদার আছেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যাহা ধরেন তাহা ছাড়েন না; যাহাকে জব্দ করা অভিপ্রেত হয়, লক্ষ টাকা ব্যয় হইলেও তাহাতে নিরস্ত হন না আইনে তাঁহাদিগের বিলক্ষণ দক্ষতা ও প্রজার প্রতি অত্যাচারকার্য্যে সবিশেষ পটুতা আছে। অতএব স্কলির সহিত যদি এ দেশের এক জন রায়, চৌধুরী অথবা মুখোপাধ্যায়ের তুলনা করা যায়, অসঙ্গত হয় না। স্কলি সম্প্রতি একটী নূতন

জমীদারি ক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বতন জমীদার অতিশয় ভদ্র ও দয়ালুস্বভাব ছিলেন, কৃষকগণ কখন তাঁহার এক পয়সা খাজনা বাকী রাখিত না। তিনি যখন জমীদারি বিক্রয় করেন, কৃষকেরা তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু অবস্থা মন্দ হওয়াতে তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। স্কলি জমীদার হইয়াই কৃষকদিগকে বলিলেন, "তোমরা নূতন কবুলতি দাও এবং এই স্বীকার কর যে বৎসর বৎসর নূতন পাট্টা লইবে। কেহ কোন ভূমির কোন প্রকার উন্নতিসাধন করিলে যদি আমি সেই ভূমি হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করি, তিনি ক্ষতিপূরণ পাইবেন না এবং ২১ দিন পূর্ব্বে সংবাদ দিলে ভূমি ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।" অনেক কৃষকের পুরুষানুক্রমে ঐ স্থানে বাস ছিল, তাহারা ভদ্রাসনের মায়ায় এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। স্কলি দুই জন পেয়াদা ও কয়েক জন পুলিষ প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজাকে উঠিয়া যাইবার সংবাদ দিতে গেলেন গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র লোকে তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। যে বাটীতে গেলেন, সেই বাটী শূন্য দেখিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা যেমন ডয়ারনামক এক কৃষকের বাটীর নিকটস্থ হইয়াছেন, অমনি কয়েকটী বন্দুক হইল। দুই ব্যক্তি হত হইল; স্কলি নিজে গুরুতর আঘাত পাইলেন; হত্যাকরীরা প্রস্থান করিল।

এই ঘটনা লইয়া ইংলণ্ডে তুমুল আন্দোলন হইতেছে। করণারের জুরি হত ব্যক্তিদিগের মৃত্যুর কারণের অনুসন্ধানের সময়ে জমীদারের নিষ্ঠুর ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া ঘৃণাপ্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও ঘৃণা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কৃষকেরা যে কাজ করিয়াছে, সেটাও অতিশয় গর্হিত হইয়াছে; কিন্তু কথা এই হইতেছে, কেন তাহারা এপ্রকার করিল? আয়ারলণ্ডে কি জন্য সচরাচর এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে? বঙ্গদেশের কৃষকেরা যে এত ভীরু ও শান্তস্বভাব তাহারাও নীলকরদিগের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নীলকুঠি দাহ ও কুঠির লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। প্রধান ব্যক্তি যদি বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ না করেন, কৃষকের ধৈর্য্যসীমা অতিক্রান্ত হয়। ইংলণ্ডের বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকেরা আয়ারলণ্ডের কৃষকদিগকে সমধিক স্বত্ব প্রদান করা হয়, এই প্রস্তাব করিতেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সদৃশ সদাশয় লোকেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই জমীদারের অত্যাচারনিবারণের এক মাত্র ঔষধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে ভূমিতে ৭। ৮ পুরুষ বাস করিতেছে, তথা হইতে উঠিয়া যাওয়া যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগিভিন্ন অন্যে বলিতে পারেন না। বোধ কর, এক ব্যক্তি আপনার অর্থ ব্যয় করিয়া একটী পাকা বাটী করিলেন। জমীদার যদি স্বেচ্ছানুসারে তাহার করবৃদ্ধি করিতে অথবা প্রার্থিত কর না দিলে প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারেন, তাহার অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? আক্ষেপের বিষয় এই, আয়ারলণ্ডে ও ভারতবর্ষে উভয় স্থানেই আইনে জমীদারকে এই ক্ষমতা দিয়াছে। আইনের ন্যায় বিচারপতিরাও সময়ে সময়ে জমীদারদিগের অত্যাচারের সুবিধা করিয়া দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান প্রধান বিচারপতি দাখিলা তজদিগ করিবার যে কঠিন নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারার বৈফল্য সম্পাদিত হইয়াছে। এইসকল অনিষ্টের নিবারণ একান্ত আবশ্যক। আমরা অহরহঃ স্বচক্ষে এই অনিষ্ট দর্শন করিতেছি। মফস্বলের ত কথাই নাই, কলিকাতার উপনগরের এক জন জমীদার কয়েক শত প্রজাকে এক কালে উৎসন্ন দিতেছেন। কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষ ও আয়ারলণ্ড উভয় স্থানেরই গবর্ণমেণ্ট অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। কিন্তু কি খাইয়া তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিবে, এক বার বিবেচনা করা উচিত। অগ্রে জমীদারদিগের ব্যয়বৃদ্ধির ক্ষমতা সঙ্কুচিত কর; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগের জীবিকার স্বচ্ছল করিয়া দাও, তাহার পর তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিও। বাটীর নিকটে অতিথিশালা থাকিলেও বিবস্ত্র ব্যক্তি অন্নছত্রে আসিতে পারে না। যাহার পদে পক্ষাঘাত, সে কিরূপে সেখানে যাইবে, বোধ কর, এক জন কৃষক সংবৎসর পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপাদন করিল; বিস্তর শস্য জন্মিল। কৃষক হর্ষোৎফুল্ল নয়নে ভাবিতে লাগিল, এ বৎসর সুখে অতিবাহিত করিবে; এমত সময়ে জমীদারের নায়েব কর বৃদ্ধির ডিক্রীজারি করিয়া সকল বিক্রয় করিয়া লইলেন!! ইহার পর কষ্ট আর কি আছে? পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে না পারা কি সামান্য ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়! আজি কালি আদালতের সাহায্যে যে প্রকার কর বৃদ্ধি ও লোককে বাস্তুহীন করা হইতেছে, তাহাতে দুঃখিত না হইতেছেন। এমত লোক নাই। ভদ্র জমীদারেরা যে কিছু অনুগ্রহ করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প।

যাঁহারা কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন, তাঁহারা বলেন, তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তির মূল্য হ্রাস হওয়া ভার হইবে। লোকে ক্রয় করিতে উন্মুখ হইবে না। করবৃদ্ধি করিতে পাওয়া যায় বলিয়াই জমীদারির আদর ও মূল্য হইয়া থাকে। ইহার উত্তর

স্থানস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে সকল দ্রব্যের উপস্বত্ব ও লাভের বিশেষ ন্যূনাতিরেক না হয়, কিরূপে তাহার ক্রয় বিক্রয় হইতেছে ? জমীদারেরা আপনারাই স্বীকার করেন, জমীদারির ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায়স্বরূপ। যেমন লোকে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার জমীদারি কিনিয়া থাকেন। যখন টাকা বিনিয়োজিত করাই উদ্দেশ্য হইল, তখন কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইলেই যে সে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত জন্মিবে, তাহার কারণ কি? গবর্ণমেণ্টের কাগজের সুদ ত বৃদ্ধি হয় না, তথাপি লোকে ইহা ক্রয় করেন কেন? জমীদারির আয় স্থির হইলেও যে এই প্রকার লোকে ক্রয় করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বরং এক্ষণে অনেকে মকদ্দমার ভয়ে জমীদারি ক্রয় করেন না; স্থিরতর আয় ও সুন্দর বন্দোবস্ত থাকিলে সে ভয় থাকিবে না। অতএ এক্ষণে যাঁহারা মোহরপ্রভৃতি ক্রয় করিয়া টাকা আটকাইয়া রাখেন, তাঁহারা কি জমীদারি ক্রয়ে বিমুখ হইবেন?

এই প্রস্তাবের লিখন সাঙ্গ হইলে ২৭ই সেপ্টেম্বরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। আমরা বহুদিনপর্য্যন্ত যে বিষয়টী সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছিলাম, ফ্রেণ্ডও সেই বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনিও কহিতেছেন, কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। তৎকৃত প্রস্তাবের কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"রেলওয়ে ও খাল প্রভৃতি হওয়াতে যে সকল স্থান উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, তত্রত্য কৃষকদিগের সহিত যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে এই প্রশ্ন (ভূমির কি প্রকার বন্দোবস্ত করা উচিত ?) ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। দ্রব্যের ও ধাতুর মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে কর বৃদ্ধির ক্ষমতামাত্র গবর্ণমেণ্টকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই যৎসামান্য ক্ষমতা ত্যাগে বিলক্ষণ লাভবান্ হইবেন। লোকে সৌভাগ্যশালী হইবেন এবং সমাজের উন্নতি হইবে; অথচ কোন বিষয়ে হস্তার্পণের প্রয়োজন রাখিবে না। লোকে সন্তুষ্ট থাকিবেন, বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবে, মূলধন জমিবে এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধে করবৃদ্ধি হইবে। কেবল এই সকল উপকারমাত্র নহে; এতদপেক্ষা একটি গুরুতর উপকার এই হইবে যে, আমরা (ইংরাজেরা) লক্ষ লক্ষ বিদেশীয় লোকের শাসনকর্ত্তা হইয়া সেই লক্ষ লক্ষ লোকের মন এরূপে হরণ করিব যে আমাদিগের বিপদ্ কালে তাঁহারা যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। কারণ অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট কৃষকদিগের এই স্বত্ব স্বীকার করিবেন না। ১৮৫৭ অব্দে আমীর ও সিপাহীরা যথাসাধ্য আমাদিগকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু লোকে তাঁহাদিগের সাহায্য না করাতে সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। অতএব আমরা এই স্পষ্ট উপদেশ পাইয়াছি, অযোধ্যার ন্যায় আমরা স্বত্বের উপরে হস্তক্ষেপণ করিব না; পক্ষান্তরে অনিয়মও আমাদিগের অনুমোদনীয় হইবে না। আমাদিগের সভ্য ও সহজ শাসন প্রণালীর যদি পুনর্ব্বার কেহ উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পান, সে চেষ্টা বিফল হইবে। কৃষকশ্রেণি সাধারণ্যে বিদ্রোহী না হইলে আমাদিগের প্রভুত্ব লোপ হইবে না। অতএব এই কৃষকগণ ভূমির যে বন্দোবস্তপ্রার্থী হইয়াছে, তাহা প্রদান কর; তাহারা তাহা পাইলে অবশ্যই আপনাদিগের সৌভাগ্য ইংরাজরাজত্বের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে জানিবে। এটী কখন ঘটে নাই; পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে, যদি ভবিষ্যতে কৃষকদিগের চিরন্তন সর্দ্দারগণও আমাদিগের বিপক্ষ হন, তথাপি তাহারা আমাদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সাহায্য করিবে। যাঁহারা মেয়াদি বন্দোবস্তের অনুমোদন করেন, তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া বৃহৎ জমীদারদিগকে বহিষ্কৃত করা উচিত নয়। আবার বঙ্গদেশের জমীদারগণ যাহা বলেন, তদনুসারে অপামর সাধারণকে পদদ্বারা দলন করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। যেখানে কৃষকদের ভূমির উপর স্বত্ব আছে, সেখানে সুবিধামত ও সর্ব্বদিগ রক্ষা পায় এমত করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর। নিশ্চয় জানিবে প্রতি মেয়াদি বন্দোবস্তের শেষে আমরা যেমন সকল বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান করি যদি তাহা হইতে বিরত হই সমাজ আপনা আপনি উন্নত হইবে।" ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার প্রস্তাবের শেষাংশটী ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় গবর্ণমেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান করা উচিত। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন, "এক আদর্শে সকল স্থানের সমাজকে প্রস্তুত করা কাহারও সাধ্য নহে। টমাসনের মতাবলম্বীরা যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষী, তাহা ত হইতেই পারে না। ইষ্টই হউক, আর অনিষ্টই হউক, ঘটনাটি এই হইতেছে যে, বঙ্গদেশ ও অযোধ্যায় বৃহৎ বৃহৎ জমীদার আছেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত এই যে জমীদারেরা যাহাতে স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন এবং তাঁহাদিগের অস্তিত্ব যাহাতে সাধারণ উপকারের নিমিত্ত হয়, সেই চেষ্টা পান। ভারতবর্ষের অন্য অন্য অংশে কৃষক ভূম্যধিকারীরা আছে। তত্তৎ স্থানের গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শিক্ষিত

ও ভূমির অবস্থা ভাল করিয়া শতকরা ৮০ টাকা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করুন। ইহাতে ধনাগারের কখন ক্ষতি হইবে না। সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা ইতিমধ্যে কৃষকদিগের দুই এক জনকে স্থানে স্থানে অতিশয় উপযুক্ত দর্শন করিতেছেন। এটী পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তচিহ্ন সন্দেহ নাই। এই পরিবর্ত্তপুষ্প কালে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিবে। এতদ্দ্বারা আপামর সাধারণ বুদ্ধিমান, সৌভাগ্য শালী, প্রভুভক্ত এবং বোধ হইতেছে ধর্ম্ম ভীত হইবেন। যদি কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না কর, তাহা হইলে যে পরিবর্ত্ত হইবে, তাহা সেই সেকেলে মূর্ত্তি ধারণ করিবে। স্তম্ভের মূল (নিম্ন শ্রেণী) স্ফীত (বিপ্লবপরতন্ত্র) হইয়া চূড়াকে (উচ্চ শ্রেণিকে) ভূতল শায়ী করিবে।"

--:০:--

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও সোমপ্রকাশ।

আমরা জমীদারদিগের উপরে শিক্ষা কর করিবার প্রস্তাবের প্রতিকূলে যে সমস্ত আপত্তি করি, তাহার অন্যতর কারণ এই, জমীদারেরা এরূপ লোক নন যে, তাঁহারা কোন নূতন কর সহজে নিজ তহবিল হইতে প্রদান করেন, তাঁহারা যে কোন উপায়ে হউক, তাহা প্রজার নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন। আমরা জমীদারী ডাকের বিষয়টী উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া স্বপক্ষসমর্থন করিয়াছিলাম। ১৭ ই সেপ্টেম্বরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় দৃষ্ট হইল, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, আমরা (সম্পাদক) যে কথা কহিয়াছিলাম, তাহা অমূলক। তিনি বলেন, তিনি নিজে এবং বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী চকদীঘী ও ভাস্তাড়াপ্রভৃতির জমীদারেরাও ইনকম টাক্স ও জমীদারী ডাক বলিয়া এক পয়সা লন নাই। ইহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, আমরা আপাততঃ বর্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানের জমীদারের কথা বলিতে পারিতেছি না বটে কিন্তু যাঁহার অধিকারে আমাদিগের নিজের কতকগুলি জমি আছে, তাঁহাকে প্রতি টাকায় আধ পয়সা করিয়া জমীদারী ডাকের ব্যয় দিতে হয়। আমাদিগের পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারেরাও ঐরূপ লইয়া থাকেন। জমীদার প্রজার নিকট হইতে প্রতি টাকায় আধ পয়সা করিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহাকে ঐ আধ পয়সার অনেক কম দিতে হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য, জমীদারী ডাক জমীদারের উপার্জ্জনের একটা পথ হইয়াছে কি না? যে জমীদার ঔদার্য্য গুণসম্পন্ন ও প্রজার প্রতি দয়াবান্ হইবেন, তিনি না লইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ গুণসম্পন্ন নন, তাঁহাদিগের লইবার বাধা কি? যখন পথ মুক্ত রহিয়াছে, তখন লইবার সময়ে কে আসিয়া হস্তধারণ করিবে?

আমরা আর একটী উদাহরণ দিতেছি, ইহাতেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন প্রজার নিকট হইতে অর্থদোহনপটু জমীদারের সদৃশ দ্বিতীয় নাই। এক জন জমীদার একদা একটী স্কুল করিলেন। তখন সাহায্যদানের এই নিয়ম ছিল, বিদ্যালয়স্থাপয়িতারা যত টাকা দিতেন, গবর্ণমেণ্ট সেই পরিমাণে সাহায্য করিতেন; ছাত্র দত্ত বেতন তন্মধ্যে পরিগণিত হইত না। উক্ত জমীদার বিদ্যালয়ে নিজ দেয় অর্থের সংগ্রহার্থ নিজ জমীদারীতে গেলেন এবং প্রজাদিগকে এই কথা বলিলেন, তাঁহার পুত্রের অধ্যয়নার্থ তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। অতএব তাহার ব্যয় সমাধানার্থ তিনি পাঁচ বৎ বৎসরের নিমিত্ত প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু প্রার্থনা করেন; পাঁচ বৎসরের পর তাঁহার পুত্র কলিকাতায় থাকিবেন, তখন আর দিতে হইবে না। প্রজারা তাঁহার প্রীত্যর্থ একটী বৈঠক করিয়া একবাক্য হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পরিপূরণ করিল; কিন্তু জমীদার পাঁচবৎসরপরে স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুরূপ অব্যাহতি দান দূরে থাকুক, প্রজারা কয় বৎসর ভিক্ষাস্বরূপ যাহা দিয়াছিলেন, তাহাই জমাভুক্ত করিয়া লইলেন। এটী আমাদিগের সাক্ষাৎ বিদিত বিষয়। আমরা কেবল নয় আমাদিগের নিজ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অনেকেও এ বিষয় জানেন। বোধ হয়, এক জন স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরও ইহা অবিদিত নহে।

—:০:—

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব এ দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে অধিকতর পরিস্ফুটরূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের একখানি পত্রে ভারতবর্ষের ১৮৬৮ অব্দের নিম্ন লিখিত আয় ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে:-

আয়।

ভূমির ও অধীন রাজদত্ত কর	২০,৪৯,৭৭,০০০
শুল্ক	২,৫৪,৫২,০০০
লবণ	৬,০২,৪৩,০০০
অহিফেন	৮,৮১,৪২,০০০
ষ্টাম্প	২,৩৯,৩৯,০০০
ডাকঘর	৬৫,২৩,০০০
টেলিগ্রাফ	২৯,৮৯,১৬০
লাইসেন্স কর	৬৪,৮০,০০০
মোট	৪৮,৬৬,৩২,১৯০

ব্যয়।

সেনাদল	১৬,৩৯,০১,৫৭০
ঋণ ও সুদ	৬,৯২,৮৭,১১০
পবলিকওয়ার্ক	৩,৭৯,৭৮,৮৮০
বিশেষ ঐ (বার্ষিক)	২,৭৬,১২,০০০
রণতরির জন্য	৮৮,২৫,৩৫০
বিদ্যাশিক্ষা	৭৮,৬২,০০০
খৃষ্টীয় গির্জ্জা ও পাদরির নিমিত্ত	১৫,৫৫,০০০

পুলিস	২,৩৮,৩২,০০০
শাসনকার্য্য	১,২৫,০৪,৪১০
বিচার	২.৪৮,৮৯,০০০
পেন্সন রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয় প্রভৃতি	২,৪২,০২,৮৩০
মোট	৪০,২৪.২০,১৫০

বাকী আট কোটি টাকা ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া গণনা করিতে হইবে। বিচার বিভাগে ৭২,৭১,১১০ টাকা, পুলিবে ২৬,১৭,০০০ টাকা, রণতরিতে ২৫,২২,০০০ টাকা এবং শিক্ষাবিভাগে ৭,৩৪,০০০ টাকা আয় দেখা যাইতেছে; অতএব স্থির হইতেছে প্রায় ৯ কোটি টাকার হিসাব স্পষ্টরূপ দেওয়া হয় নাই। এই হিসাব দেখিয়া আমাদিগের দুটি ভ্রমের সংশোধন হইল। আমরা জানিতাম, খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়; কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ১৫,৫৫.০০০ টাকামাত্র ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা সেনাদলের ব্যয় ১২ কোটি জানিতাম; কিন্তু এক্ষণে ১৬ কোটি (অর্থাৎ বিদ্রোহের সময়ে যে ব্যয় পড়িত) ব্যয় হইতেছে। আমরা আরও জানিতাম, রণতরি উঠিয়া যাওয়াতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এ ভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু উল্লিখিত হিসাবে দেখিতে পাইলাম, আমাদিগকে প্রায় এক কোটি টাকা দিতে হইতেছে। কি কারণে আমাদিগের স্কন্ধে এ ব্যয়ভার নিক্ষেপ করা হইয়াছে? কয়েকখানি জাহাজ চীন ও আরব সমুদ্রে থাকিয়া ইংলণ্ডের বাণিজ্যরক্ষা করিতেছে এবং আফ্রিকার ক্রীতদাসব্যবসায় নিবারণার্থ কয়েকখানি আছে। ইহার অন্যতর কোন জাহাজদ্বারাই আমাদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে না; তথাপি আমাদিগকে ৮৮ লক্ষ টাকা দিতে হইতেছে কেন? আমরা বিস্ময়ান্বিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট এখানে যে হিসাব প্রদান করেন, তন্মধ্যে এসকল ব্যয়ের স্পষ্ট হিসাব দেন না। ইহারাই বা কারণ কি? এক সৈনিক ব্যয়ে প্রায় অর্দ্ধেক রাজস্বের ক্ষয় হইতেছে। ১৬ কোটি টাকা ত বেতন ও জাহাজভাড়াতে যায়; তদ্ভিন্ন বারিকের ব্যয় আছে। এ অংশে মিতব্যয়িতা না হইলে আমাদিগের নিস্তার নাই। চির কালই আমাদিগের স্কন্ধে নূতন নূতন করভার নিক্ষেপের চেষ্টা হইবে। রাজস্বসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কবে ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিতে শিখিবেন? ফ্রান্স ও প্রশিয়া অপেক্ষাও ভারতবর্ষের সৈনিক ব্যয় অধিক; অথচ সৈন্যসংখ্যাগত বহু বৈলক্ষণ্য আছে। রাজস্ব বিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা এই অস্পষ্ট হিসাবদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ভারতবর্ষের পৃথক্ সেনাদল, পৃথক্ রণতরি করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ষ্টেট সেক্রেটারি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ব্যয় করিতে না পারেন, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার হস্তে যত দিন না আয়ব্যয়দর্শনের ভার আসিতেছে, তত দিন সহস্রবিধ কর দিলেও আমাদিগের মঙ্গল নাই। অশুভ ক্ষণে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সেনাদলের একতা হইয়াছিল।

—:০:—

অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালী।

এ দেশে যেসমস্ত বিষয়ের উন্নতি এক্ষণে নয়নগোচর হইতেছে, মিসনরিরা তাহার অধিকাংশের সূত্রপাত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ আজি কালি যে শিক্ষানুরাগী হইয়াছেন, মিসনরিদিগের যত্নই তাহার প্রথম কারণ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, কয়েক জন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রমণী এ দেশের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েক বৎসরকাল বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন। তাহার কি ফল ফলিল, বোধ হয় পাঠকগণ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। মৃত বিবি মলেন্স প্রথমতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অন্তঃপুরশিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তাঁহার পর বিবি মরে নামে এক গুণবতী মিসনরিপত্নী এই প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। বিবি মরে কতগুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করেন; তাঁহারা লিখন পঠন ও সূচির কাজের শিক্ষা দিতেন। বিবি মরে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ গুণবতী রমণী ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তাঁহার বিদ্যালয়সকল মিস ব্রিটনের হস্তে পতিত হয়। ইনি আমেরিকাবাসিনী। ডাক্তর জারবোর সাহায্যে তিনি অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য্যের ভারগ্রহণ করেন। তাঁহার অধীনে ১৭ জন ইউরোপীয় এবং ১৩ জন এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। তাঁহার প্রযত্নে স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মিস ব্রিটন এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও অভাব প্রকৃতরূপে অবগত হইয়াছেন। অনেক ইউরোপীয়, অন্য কি বিচারপতি ফিয়ারপর্য্যন্ত আমাদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করেন যে, এ দেশের পুরুষেরা এত কৃতবিদ্য হইয়াও স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে বাহির হইতে দেন না; কিন্তু মিস ব্রিটনই আমাদিগের এরূপ ব্যবহারের কিঞ্চিৎ মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। তিনি বলেন, সহসা ওরূপ হওয়া সাধ্যায়ত্ত নয়। তাঁহার মত এই, এক্ষণে যেসকল বালিকা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদিগকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়া প্রাচীন কালের হিন্দুসমাজের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান

করিতে হইবে। যাঁহারা পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় দীর্ঘকাল অন্তঃপুরে রুদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহাদিগকে সহসা স্বাধীনতা প্রদান করিলে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত মিস কার্পেন্টেরের মত ভেদ হয়; কিন্তু যাঁহারা এ দেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব জানেন, তাঁহারা মিস ব্রিটনের বাক্যকেই প্রামাণিক বলিয়া আদর করিবেন সন্দেহ নাই। মিস ব্রিটন এইপ্রকার সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালীও তদনুরূপ হইয়াছে। যাঁহারা শিক্ষা করিবার অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের বাটীতে এক এক জন এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত হইয়া থাকেন। আপাততঃ সামান্য সাহিত্য পুস্তক, অঙ্ক, ও বিদ্যাসাগরের বঙ্গদেশীয় ইতিহাস পাঠ করান হয়। ছাত্রীগণ সূচির কাজও শিক্ষা করেন। প্রতিসপ্তাহে এক জন ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদিগের উন্নতির পরীক্ষা করেন। মিস ব্রিটন নিজে মধ্যে মধ্যে গিয়া সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ছাত্রীরা প্রায় ২ টাকার অধিক বেতন দেন না। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা হয়, তথায় ৪ টাকাই ঊর্দ্ধসংখ্য বেতন। বিধবাদিগের নিকটে এক পয়সাও লওয়া হয় না, বরং অনেকে মিস ব্রিটনের নিকটে সাহায্য পান। তিনি বিধবাদিগকে নিজের বাটীতে আনিয়া সংগীত ও অন্য অন্য বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রায় ৮০০ শত এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও বালিকা মিস ব্রিটনের যত্নে শিক্ষালাভ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিছাত্রীতে এক টাকা সাহায্য দান করেন। আমেরিকার মিসনরিরা মাসিক ১২০০ টাকা দিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যয় হয়, তাহাতে শিক্ষয়িত্রী ও মিস ব্রিটনকে নিজে অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান করিয়া কাল হরণ করিতে হয়। যিনি লণ্ড সাহেবকে নিজের বাটীতে দর্শন করিয়াছেন, তিনি মিস ব্রিটনের বাটীতে গমন করিলে দেখিবেন, মিসনরিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের স্ত্রীগণও অতি সামান্য আহার ও পরিচ্ছদ পাইয়া জগতের হিতসাধন করিতেছেন।

মিস ব্রিটনের বিদ্যালয়সকলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্রী আছেন। ডাক্তর রবসনের স্ত্রী প্রায় ১৫০ স্ত্রীলোক ও বালিকাকে শিক্ষা দিতেছেন; কিন্তু বিবি রবসনের শিক্ষয়িত্রীগণ ইউরোপীয় বলিয়া অনেকে উচ্চ বেতনের ভয়ে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন না। ডাক্তর রবসন নিজে অনেক সাহায্য করেন। ডাক্তর রবসন এক জন মিসনরি, ইহা বলিলেই তাঁহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় হয়। তিনি এ দেশকে এত ভাল বাসেন যে, তাঁহাকে এক জন বাঙ্গালী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, আমরা বিবি রবসনকে পরামর্শ দিতেছি, তিনি কতগুলি এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী রাখুন, অন্যথা সম্যকরূপে কৃতার্থতালাভ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয় মিসন মজাপুরের মিস নিকলসনের অধীনস্থ। এই মিসনে বিস্তর এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। উহাঁদিগের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতানিবন্ধন অনেক উপকার হইতেছে। বিবি লুইস নিজের ব্যয়ে প্রায় ১৫০ ছাত্রীকে শিক্ষা দিতেছেন।

এই প্রকারে বিনা আড়ম্বরে কতগুলি খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোক আমাদিগের অন্তঃপুরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছেন। আপাততঃ এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত হইল। বিবি রবসন ভিন্ন আর সকল শিক্ষয়িত্রীই খৃষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করা শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং মিস ব্রিটনপ্রভৃতি নিজেই বলেন, খৃষ্টীয়ান করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি যে এত ভক্তি তন্নিমিত্ত তাঁহারা প্রশংসনীয় হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শিক্ষাদান কার্য্যটী সম্পূর্ণ ফলোপধায়ী হইতেছে না। তাঁহারা ধর্ম্মবোধে আদম ও ইবপ্রভৃতির উপাখ্যানের যে শিক্ষা দেন, বাটীর পুরুষেরা তাহা সামান্য গল্প এই কথা বলিয়া দিয়া তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়া থাকেন। পরস্পরের সংস্কার ও অভ্যাসের বিষয় বিবেচনা করিলে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। খৃষ্টীয় শিক্ষয়িত্রী হিন্দুধর্ম্মকে মিথ্যা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া তদনুরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিবার যেমন চেষ্টা করিতেছেন, হিন্দু স্বামীও তেমনি আপন স্ত্রীকে তাহার বিপরীত বুঝাইয়া দেন। যখন এদেশীয়েরা স্ব স্ব পুত্রদিগের বাইবল শিক্ষাদানে সম্মত নহেন, তখন যে স্ত্রীলোকেরা তাহা পাঠ করিবেন তাহা কাহার অভিপ্রেত হইতে পারে? আমরা এ স্থলে মিস ব্রিটনপ্রভৃতিকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি এক জন স্ত্রীলোক খৃষ্টীয়ান হইয়া মেইন সাহেবের আইন অনুসারে জেলার জজের নিকটে আবেদন করিয়া স্বামীকে সমন দিয়া বলেন, "হয় ছয় মাসের মধ্যে আপনি আমার সহবাস করিতে আসুন, নচেৎ আমি বিবাহভঙ্গের নালীশ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিব।" তখন সমাজের কি ভাব হইবে? যে দিন এইরূপ একটী দৃষ্টান্ত ঘটিবে, সেই দিনই কি অন্তঃপুর মিসনের শেষ হইবে না? অতএব বিবি রবসন বাইবল পাঠ করা আর না করা স্বেচ্ছাধীন এই যে প্রণালী অব-

লম্বন করিয়াছেন, তাহাই সকলের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অবস্থা বুঝিয়া সকল কাজ করাই উচিত। কেবল অন্তঃপুর প্রণালী বলিয়া কেন? ডাক্তর মাকলিয়ড যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা মিসনরি বান্ধবগণের অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শিক্ষা দাও এবং কুসংস্কার দুর কর; নেত্র রোগের শান্তি হইলে লোকে কোন্‌টা স্বর্ণ আর কোন্‌টা গিল্‌টি করা পিত্তল তাহা আপনারা বাছিয়া লইবেন। মিসনরিরা যদি এ দেশের কুসংস্কার দুর করিতে পারেন, কি উপকার করা না হইল?

--:*:--

নূতন পুস্তক।

১। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গ। এখানি রামানুজকৃত টীকা ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহার মুদ্রা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য এই, খণ্ড খণ্ডক্রমে ইহার প্রচার করিবেন। আমরা এখানি পাঠ করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। ইহার অনুবাদ অক্ষর কাগজ ও মুদ্রাকার্য্য প্রভৃতি সকলই সুন্দর হইয়াছে।

২। কাশীর কুইন্স কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আর গ্রিফিথ সাহেব রামায়ণকে আশ্রয় করিয়া অযোধ্যাবর্ণন অবধি সীতা হরণ ও রামের বিলাপপর্য্যন্ত ইংরাজী পদ্যে প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও অতি মনোহর হইয়াছে। ইহাতে মহাকবি কালিদাসকৃত মেঘদূতের অনুবাদ এবং মহাভারতের কপোতবৃত্তান্ত ও আরো দুই একটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সমুদায় গুলিই সুন্দর হইয়াছে।

৩। কবিতা কুসুমাঞ্জলি। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পনা ও প্রভাতপ্রভৃতি কতকগুলি বিষয় লইয়া বাঙ্গলা পদ্যে এই গ্রন্থখানির প্রণয়ন করিয়াছেন। কৃষ্ণকিশোরকে প্রথম শ্রেণির কবি সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করা ন্যায়ানুগত হয় না বটে; কিন্তু তৎকৃত কবিতাগুলি যে বালকদিগের পদ্যশিক্ষোপযোগী হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪। সাবিত্রীচরিত। মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রীচরিত অবলম্বন করিয়া এখানি পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী ইহার রচয়িতা। এখানিও উত্তম হইয়াছে।

৫। তত্ত্ববিদ্যা। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর প্রণীত। ইহাতে জ্ঞানকাণ্ড ভোগকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় বিস্তারিত করিয়া লিখিত হইয়াছে। এখানি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এতৎপাঠে তত্ত্ববুভুৎসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৬। দুঃখদর্পণ। শ্রীযুক্ত অভয়কুমার সেনগুপ্ত ইহার রচনা করিয়াছেন। ইহাতে পাপাত্মার খেদ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাটী মধুর হইয়াছে।

৭। নিদানপরিশিষ্ট। এখানি সংস্কৃত। শ্রীযুক্ত হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ নানা গ্রন্থ হইতে ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

৮। বসন্ত রোগের নিদান ও চিকিৎসা। উক্ত হারাধন কবিরাজ ইহারও সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানি বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রে গো ও মনুষ্য উভয়েরই বসন্তের বীজে টীকা দিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সংগ্রহকার, মনুষ্যবীজে টীকা দেওয়া শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বিবেচনা করেন। মনুষ্য বীজে টীকা দিবার যে দোষ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহার তিনি এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, টীকাদারেরা সুবসম্ভ বিবেচনা করিয়া প্রায় গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাতেই অনিষ্ট হয়।

৯। ইউরোপের বিবরণ। শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ মল্লিক ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

—:*:—

বিবিধসংবাদ।

৩০ এ ভাদ্র সোমবার।

ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে আপীল করিবার নিমিত্ত কর্পূরতলার রাজা দুই জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেছেন। ১৮৫৭ অব্দের দিন মনে করিলে কর্পূরতলার রাজার প্রতি অধিকতর উদার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ষ্টেটসেক্রেটারি হাবড়াকে আপাততঃ একটী স্বতন্ত্র জেলা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট এ বিষয়ে পুনর্ব্বার রিপোর্ট চাহিয়াছেন। হাবড়া ও শিবপুরপ্রভৃতির দিন দিন যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে হয় পৃথক জেলা, নচেৎ হুগলি হইতে হাবড়াতে কাছারিগুলি আনয়ন করা আবশ্যক হইতেছে।

এরূপ জনশ্রুতি, ষ্টেটসেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরল ও লেপ্টেনন্ট গবর্ণরদিগের মফস্বলভ্রমণের ব্যয়ের সীমা করিয়া দিতেছেন। গবর্ণর জেনরল এনিমিত্ত ২৮০০০ ও লেপ্টেনন্ট গবর্ণরেরা ১২,০০০ টাকা প্রতিবৎসর পাইবেন। সিমলা গমন মফস্বল ভ্রমণ বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না?

এরূপ জনশ্রুতি, আগামী জনুয়ারি অবধি পাঁচ টাকার নোট প্রচলিত হইবে। ইহার সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করা কর্ত্তব্য। আর যাহাতে বিভাগীয় ধনাগারে নোট ভাঙ্গান যায়, এমত বন্দোবস্ত করা অতিশয় আবশ্যক।

কানিঙবন্দর ত্যাগ করা না হয় এই প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কয়েক জন লোকে গত শুক্রবার লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এত ব্যয় করিয়া পরিত্যাগ করা কোনরূপেই বিধেয় হয় না।

হাজারার যুদ্ধের কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্যগণ শুল্ক না দিয়া গোপনে বাণিজ্য করিত। পঞ্জাবগবর্ণমেণ্ট তাহার নিষেধ করাতে আগড়ুর সর্দ্দার আত্তামহম্মদ খাঁ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আত্তামহম্মদ লাহোরের জেলে আছেন, কিন্তু বন্যগণ এক্ষণ পর্য্যন্তও শান্ত হয় নাই।

মান্দ্রাজে পুনর্ব্বার নীলের চাস বৃদ্ধি হইতেছে। ক্যাডাপা, নেলোর, বেলারি ও মান্দ্রাজ বিভাগে বিস্তর ভূমিতে নীল হইতেছে। দক্ষিণ আরকাটে এই চাস কমিতেছে। নীলের নামে আমাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমাদিগের প্রার্থনা এই মান্দ্রাজে যেন নীল নাটকের অভিনয় না হয়।

এক্ষণ জন প্রভৃতি সববিচাড় টেম্পল নিজের বাজেট উদ্বৃত্ত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এপ্রকার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেবেনিউ বোর্ড আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যখন কোন ডিক্রী হইবে, তখন অবিলম্বে যেন মকদ্দমায় দায় প্রভৃতি দেওয়া হয়। বিলম্ব হওয়াতে অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টকে সুদের হিসাবে অনেক টাকা দিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮,০০০ সিন্দুক অহিফেন বিক্রীত হইবে। বণিকদিগের অনুরোধে স্থানীয় ব্যবহারের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৬০০০ সিন্দুক পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন।

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, কেবল ভাজরা জাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরিত হইবে। যাবতীয় বন্যদিগকে আক্রমণ করিবার যে কল্পনা হয়, তাহা পরিত্যাগ করা হইতেছে। সেনাদল সিন্ধুপার হইবে না।

উক্ত পত্র ষ্টাম্প আইনের সংশোধনের প্রস্তাব উপলক্ষে বলিয়াছেন, বাকী খাজনার নালিশের রসুম কমান আবশ্যক। প্রজাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা থাকিলে জমীদার কয়েকটী নালিশ করিয়া উহার ব্যয়ে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের এই একটী দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, উঁহারা মনে নিরন্নের উপকার করিতে চাহেন, কিন্তু বাস্তবে যেসকল উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে প্রজাদিগের প্রতি পরম শত্রুতা প্রকাশ পাইতেছে। বিদ্যাশিক্ষার কর জমীদারদিগের উপরে হইলে কৃষকদিগের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

দিল্লীগেজেট বলেন আযোধ্যায় দুর্ভিক্ষ হইবার হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে প্রত্যাবক্ষার উপায় অবলম্বন করিবেন। খাল বিল ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দরিদ্রদিগকে কর্ম্ম দেওয়া হইবে। অযোধ্যা ও রহিলখণ্ডের রেইলওয়ের কাজ দ্রুত সম্পাদিত হয় এ নিমিত্ত প্রধান কমিসনর রেইলওয়ে কোম্পানিকে উত্তেজিত করিতেছেন। কেবল অযোধ্যায় কেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থানেও দুর্ভিক্ষের লক্ষণ আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

নর্টন সাহেব নামক বোম্বাইয়ের এক জন ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান পুনরায় বোম্বাই ব্যাঙ্কে ১,৫০,০০০ টাকা জমা রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন নষ্ট হওয়াতে ষ্টাফোর্ড নর্থকোট রাজকোষ হইতে এই টাকা দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তি ভারতবর্ষের কার্য্যে জীবনযাপন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহায্য দানে কেহই অনাস্থা প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু যে সকল ধর্ত্ত এপ্রকার ব্যক্তিবিশেষের ও গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি করিল, তাহাদিগের দণ্ড হইবে কি না?

তুলার কমিসনর রিবেট কার্ণাক সাহেব ভারতবর্ষে আমেরিকার তমাক চাসের চেষ্টায় আছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে এই বীজ বপন করা হয়। তাদৃশ ফল হয় নাই বটে, কিন্তু কার্ণাক সাহেব অনুমান করেন, ক্রমশঃ আমেরিকার তমাক এদেশে হইতে পারিবে। রীতিমত চাস হইলে কেন না হইবে আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। বঙ্গদেশে পরীক্ষা করা উচিত।

৩১ এ ভাদ্র মঙ্গলবার।

রাজপুতনার কোন কোন সর্দ্দার কতকগুলি দস্যুকে আশ্রয় দেওয়াতে ষ্টেট সেক্রেটারি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। রাজপুতনার এজেণ্টকে সতর্ক হইতে বলা হইয়াছে।

১ লা সেপ্টম্বর অবধি দলীল ও আদালত ব্যবহার্য্য ষ্টাম্প পৃথক হইয়াছে। দলীলের ষ্টাম্প গুলি অতি জঘন্য।

পিয়নিয়র বলেন, ভাজরাজাতিকে দমন করিবার নিমিত্ত ৬,৫০০ মাত্র সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে ২০,০০০ সৈন্যের কথা বলিয়াছেন, তাহা অমূলক। ১০০০ সৈন্য রাজত্বে থাকিবে।

ডাক্তর ভাউদাজি কুষ্ঠের যে চিকিৎসা করিতেছেন, ইউরোপে তন্নিমিত্ত সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিতেছেন। টাইমস অব ইণ্ডিয়া শীঘ্র ডাক্তরের চিকিৎসা প্রণালী সাধারণ গোচর করিবেন। এপর্য্যন্ত এই চিকিৎসক যত কুষ্ঠ রোগীকে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ৬ ৭ মাসের পূর্ব্বে আরোগ্যলাভ হয় না। উৎকট রোগ হইলে এক বৎসর লাগে। ডাক্তর ভাউদাজি যথার্থই "মানব মণ্ডলীর উপকারক" এই উপাধি পাইতে পারেন।

পবলিক ওপিনিয়ন কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আকুব খাঁ পুনর্ব্বার আজিম খাঁকে পরাজিত করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত আজিমের সৈন্যগণ গিজনির দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পর তাহারা তাহা ত্যাগ করিয়াছে। আজিম খাঁ কোরমে পলায়ন করিয়াছেন। ইসমাইল খাঁ ঐ প্রকার সমসুদ্দিন খাকে পরাজিত করিয়া কাবুলের দুর্গ বালাহিসার কাড়িয়া লইয়াছেন। সিয়র আলি খাঁ পুনর্ব্বার গিজনিতে গমন করিয়াছেন। সমসুদ্দিনকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা হইবে। বৃদ্ধ নাসরুল্লা খাঁ অদ্যাপি আজিম খাঁর হইয়া জেলেলাবাদ অধিকার করিয়া আছেন। এই স্থান লইবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরিত হইবে। আবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁকে কোনপ্রকার সাহায্য করেন নাই। আজিম খাঁর রাজত্বের শেষ হইলে একবার সিয়র আলির আবদুলরহমনের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইবে।

উক্ত পত্র বলেন, সৈদ আহাম্মদ জুথীনামক একজন ধূর্ত্ত আরব লাহোরে আসিয়া কতকগুলি বস্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন। এই জুয়াচোর এগুলিকে মহম্মদের বস্ত্র বলাতে বিস্তর লোকে পয়সা দিয়া তাহা দর্শন করিতে যাইতেছেন।

আমেদাবাদের কালেক্টর এলিয়টসাহেব গত প্লাবনের এক রিপোর্ট করিয়াছেন। রাস্তার উপরে প্রায় ৮ হাত জল দাঁড়াইয়াছিল। এলিয়ট সাহেব এই কষ্টের সময় যথোচিত সাহায্য করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট গৃহহীন লোকদিগের সাহায্যার্থে ৩০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

১ আশ্বিন বুধ বার।

নবীন ও কৈলাসনামক যে দুইব্যক্তির নামে মনোমোহিনী বেশ্যার বধের অপরাধ দেওয়া হয় তাহাদিগকে সেশিয়নে সমর্পণ করা হইয়াছে। হত স্ত্রীলোকের গৃহে অপরাধীদিগের এক জনের জুতা ও আর এক জনের পাজামা বাহির হইয়াছে। সেসিয়নে অর্পণ করিলে নবীন মাজিষ্ট্রেটকে বলিল, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা যেন আমার পুত্র ও পিতাকে দেওয়া হয়। হত স্ত্রীলোকটীকে কৈলাস ব্যভিচারিণী করে। সে এক্ষণে নবীনের ভগিনীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মনোমোহিনী তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করে। পুলিষ এবার যেপ্রকার চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, শীঘ্র এমত দেখা যায় নাই। সেকেলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণ যত দিন বিদায় না পাইতেছেন তত দিন কলিকাতার পুলিষের যথার্থ উন্নতি হইবে না।

২ রা আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয় এই নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধীনে যত আদালত আছে, তাহার মুহুরিদিগকে প্রতিদিন জমা টাকার হিসাব পাঠাইতে হইবে, ঐ সঙ্গে ট্রেজরির হিসাব থাকিবে। মধ্যে মধ্যে প্রধানতম বিচারালয় এই সকল হিসাব দর্শন করিবেন। সর্ব্বত্র এই নিয়ম করা উচিত।

কাশ্মীরের রাজা জম্বু নগরে আগামী অক্টোবরে একটী মেলা করিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। জম্বু ও কাশ্মীরেও এই প্রকার মেলা হইবে। রাজা ব্রিটিশ ভারতবর্ষ ও তুর্কিস্থানের বণিক্‌দিগকে পুরস্কার দিবেন বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। রাজা যেমন এইসকল উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তেমনি নিজ প্রজাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, লেপ্টনণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমান, ভাগলপুর, কটক, ছোটনাগপুর, চম্পারণ, সাহরণ, ত্রিহুত, রাজসাহী, মালদহ, পাবনার স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে এই কথা [illegible] য়াছেন, এইসকল স্থানের লোকেরা [illegible] রাখিবেন ও তাহার কার্য্য করিতে পারিবেন [illegible] চারীরা এইমাত্র দেখিবেন তাহারা সহিত ন [illegible] না করেন। ফলতঃ এসকল স্থানে নিরস্ত্র আইন উঠিয়া যাইতেছে। কুচবিহার, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুরসিদাবাদ, গয়া, পাটনা, রঙ্গপুর, বগুড়া, ও দিনাজপুরে অনুমতিপত্রব্যতিরেকে কেহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন না। আমাদিগের মতে এ আইনটী অনাবশ্যক। অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া কোন গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রজাকে নিস্তেজ ও ভীরু

করিয়া তাহার শাসন কর্ত্তা হইলে গৌরব নাই।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এত দিনের পর আবদুল রহমন খাঁ আজিম খাঁর সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। বামিয়েনে তাঁহার বিস্তর সৈন্য আসিয়াছে। সিয়ার আলি খাঁ সর্ব্বত্র সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। সিয়ার আলি খাঁ যদি আবদুল রহমনকে শীঘ্র দমন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার শান্তিলাভ দুরূহ হইবে।

৩ রা আশ্বিন শুক্রবার।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হইতে যত কুলি ভিন্ন ভিন্ন উপনগরে প্রেরিত হইবে তাহাদিগের মধ্যে শত করা অন্ততঃ ৪০ জন স্ত্রীলোক থাকিবে।

কুমার রাজকুমার রায় তাঁহার জ্ঞাতি (রাজা বৈদ্যনাথের পৌত্র) জয়গোবিন্দ রায়ের নামে এই বলিয়া কলিকাতার পুলিষে নালীশ করেন যে ঝুলনের দিবস জয়গোবিন্দ তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হন; কিন্তু সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে গালী দিয়া বলিয়াছিলেন, সরকারী সম্পত্তি হইতে দেবসেবা হয়, তাহার উপস্বত্ব তিনি রীতিমত ব্যয় না করিয়া সামান্য ব্যয়ে অতি জঘন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। রাজকুমার রায় এই নিমিত্ত সম্মানের হানি বলিয়া নালীশ করিয়া ব্রাক্সন সাহেবকে বারিষ্টর নিযুক্ত করেন। মাজিষ্ট্রেট নালীশ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন এ সকল বিষয়ের গৃহে মীমাংসা করা উচিত; এ নিমিত্ত আদালতের সাহায্য গ্রহণ অতিশয় হাস্যকর হয়। মাজিষ্ট্রেট যথার্থ কথাই কহিয়াছেন; অন্যান্য বিচারপতিরও এপ্রকার বিবাদে অনুৎসাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য।

মফস্বলের আর এক বাহাদুর আপনার গুণ গরিমা প্রকাশ করিয়াছেন। নেটিব ওপিনিয়ন বলেন, বোম্বাই ও বরদা রেলওয়ে বরার ষ্টেসনে এক জন ভিক্ষুক দশ টাকা মূল্যের তৈজস চুরি করাতে তাহাকে ফৌজদারিতে দেওয়া হয়। টানার মাজিষ্ট্রেট টেলর সাহেব বিচার করেন। ষ্টেসনমাষ্টর নিজে সাক্ষী হন। কিন্তু এই বিচারপতি বলিলেন যখন গুদামের চাবি ষ্টেসন মাষ্টরের নিকট ছিল, তখন তিনি অবশ্যই এ চুরির সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার উপরিপদস্থেরা বলিলেন, তিনি সঙ্কেতে প্রমাণ হইল এই চাবি যে সে ভৃত্য লইতে পারিত। তথাপি এই বৃহস্পতি ষ্টেসন মাষ্টরের দুই মাস কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন। আপীল করিবামাত্র সেসিয়ন জজ মুক্তির আজ্ঞা দিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে ১৫ দিন জেলে থাকিতে হয়। এই কর্ম্মচারীর নামে অকারণ কারাবাসের নালীশ করা কর্ত্তব্য। এই গুণপুরুষদিগের হস্ত হইতে কবে বিচারের ভার লওয়া হইবে?

৪ ঠা আশ্বিন শনিবার।

পাইওনিয়র এপি নয়ন বলেন, "মিথ্যাকথা প্রতারণা জুয়াচুরি ও হাতচুরির শেষ করিয়া পঞ্জাব রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব এজেণ্ট কর্ণেল বি, এল, কেক্রীন একণে লণ্ডনের জুয়াচোরদিগের দলে মিশ্রিত হইয়া ভদ্র লোক সাজিয়া বেড়াইতেছেন।" এপ্রকার লোককে বিনা দণ্ডে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে দিয়া গবর্ণমেণ্ট ভাল কাজ করেন নাই।

ইউরোপীয়েরা দণ্ড পাইলেও যে সম্পূর্ণ কাল জেলে থাকে না, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। স্কটনামক পঞ্জাবের যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীর ১৮ মাস মেয়াদ হয়, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ছয় মাস পূর্ব্বে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে এব্যক্তি অনুমতিপত্র লইয়া জেলের বাহিরে ছিল। যাবৎ এই সপক্ষপাত ব্যবহার পরিত্যক্ত না হইবে, তাবৎ ইউরোপীয়দিগের অত্যাচারের ন্যুনতা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই সেপ্টম্বর। লণ্ডনের ঠিকাগাড়োয়ানেরা যে ধর্ম্মঘট করিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ভাড়া লইয়া গাড়ী চালাইতেছে।

পিটরসবর্গ হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বোখারার আমীরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

মাগদালার লার্ড নেপিয়র এডিনবরাতে আছেন।

১২ ই সেপ্টম্বর। রাজ্ঞী স্কুইটজারলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে উইণ্ডসর দুর্গে আছেন।

রেবরেণ্ড ডগলাস বোম্বাইয়ের বিশপের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রেবরেণ্ড হিউ নীল রাইপনের ডিন হইয়াছেন বলিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন হইয়াছে। রিচার্ড বাগালে সাহেব কিউ, সি, ও এম, পি, সালাসটর জেনরল হইয়াছেন।

ফোরেন্স হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট ফরাশী গবর্ণমেণ্টকে রোম হইতে আপনাদিগের সৈন্য লইয়া যাইবার অনুরোধ করেন, কিন্তু ফরাশী গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

সেনাপতি গারিবালডি এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, শারীরিক দৌর্ব্বল্যই কেবল তাঁহার মহাসভার সভ্যের পদত্যাগের একমাত্র কারণ।

আমেরিকান দূত রেবর্ডি জনসন সাহেব আপনার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতা পাইয়াছেন আলাবামা ঘটিত বিবাদে তিনি নিজে যাহা বিবেচনা করেন তদনুসারে বিবাদের মীমাংসা করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৭ ই সেপ্টম্বর। নিম্নলিখিত সহকারী কমিসনরগণ আসামে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন:—

লেপ্টেনাণ্ট এম, ও, বইড কামরূপে।

কাপ্তেন এল, বথওয়েট শিবসাগরের অন্তর্গত গোলাঘাট উপবিভাগে।

আসামের কমিসনরের নিজ সহকারী লেপ্টেনাণ্ট জে, বটলার।

৯ ই সেপ্টম্বর। বাবু বলরাম মল্লিক পূর্ব্ববর্দ্ধমানের অন্তর্গত পথনার মুন্সেফ হইবেন।

১১ ই সেপ্টম্বর। এচ, এ, সি, রাউটন সাহেব কিছু দিনের জন্য কামরূপের প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। ২৬ এ আগষ্টের গেজেটে জে, পাচ সাহেবকে কামরূপে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

১৪ ই সেপ্টম্বর। যতদিন বাবু ব্রজকান্ত রায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাখরগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ বি, এ, পিরুজপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

কামরূপের অধস্থ জজ বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কামরূপের সহকারী কমিসনর লেপ্টেনাণ্ট এম, ও, বইড ১৮৫৯ অব্দের ১৩ আইন অনুসারী মকদ্দমা করিতে পারিবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন:—

জে, এ, হপকিন্স সাহেব।

রেভেরেণ্ড জি, এ, সারল।

ডাক্তর আর, মাকলিয়ড।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়।

হপকিন্স সাহেব আরও কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

২৬ এ আগষ্টের গেজেটে ১১ ই আগষ্টের যে আজ্ঞা প্রকাশিত হয়, তাহা পরিবর্ত্ত করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, যে দিবস অবধি এ, এচ, টরনবুল সাহেব ডাক্তর ক্রিষ্টিসনের নিকটে ভার পাইয়াছেন সেই দিবস অবধি তিনি কাশীর অহিফেন এজেণ্টের প্রতিনিধি প্রধান নিজ সহকারী হইয়াছেন।

যতদিন বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, ততদিন বাবু যামিনীকুমুদ মুখোপাধ্যায় পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণগঞ্জের প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

দিনাজপুরের অবস্থ জজ এস, রাইট সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নত হইয়াছেন।

বাবু ভূপতি রায় রঙ্গপুরের অধস্থ জজ হইবেন; কিন্তু অন্য কোন আজ্ঞা না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিহুতের প্রতিনিধি অধস্থ জজ থাকিবেন।

বাবু মহেশচন্দ্র সেন চতুর্থ শ্রেণির অধস্থ জজ হইয়া শ্রীহট্টে থাকিবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু চতুর্থ শ্রেণির অধস্থ জজ হইয়া ঢাকার অতিরিক্ত অধস্থ জজ হইবেন।

বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় চতুর্থ শ্রেণির অধস্থ জজ হইয়া কামরূপে থাকিবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ফৌজদারি আইনের ৩৮ ধারানুসারে সেসিয়নে ও প্রধানতম বিচারালয়ে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন:—

নদীয়ার সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হেনরি লটমান জনসন সাহেব।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর সি, এচ, বাউএল সাহেব।

বীরভূমের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর ডবলিউ, বি, পাউয়ার সাহেব।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা বরিসালের স্থানীয় বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন:—

ই, ব্রৌন সাহেব।

মৌলবী দিলদার হোসেন আহম্মদ বি, এ।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ ই সেপ্টেম্বর। যতদিন ডবলিউ, কেম্বল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ, লিবেন সাহেব শ্রীহট্টের প্রতিনিধি মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইবেন। ই, জে, কোবরণ সাহেব যে দিবস লিবেন সাহেবের নিকটে শ্রীহট্টের সিবিল ও সেসিয়ন জজের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, সেই দিবসাবধি লিবেন সাহেব পূর্ব্বোক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন।

যতদিন বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোলকচন্দ্র রায় নাসির নগর ডিবিজাগের ভার পাইবেন।

সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এ, বেয়ার সাহেব (যিনি কিজোড়ে বিশেষ কার্য্যে আছেন) পালামাউয়ে থাকিবেন। ২২ এ জুলাইয়ের গেজেটে পালামাউয়ে টি, জি, চারলস সাহেবের নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল। চারলস সাহেব ২৪ পরগণায় অবস্থিতি করিবেন।

আর, পচ সাহেব পূর্ণিয়ার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্টেট ও ডেপুটিকালেক্টর হইবেন।

—০—

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৫ ই আগষ্ট এখানকার সভাগৃহে মৃত থরণহিল সাহেবের স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপনের উপায় অবলম্বনের জন্য এক সভা হয়। অত্রস্থ ও অন্যত্রস্থ বহুসংখ্য ইউরোপীয় ও দেশীয় লোকের সমাগম হইয়াছিল। এখানকার কমিসনর এম, এইচ, কোট সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। চাঁদার বহিতে দেশীয় লোকেরা প্রায় ৭০ [illegible] হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

থরণহিল সাহেবের পদে জন ইংলিস সাহেব, ইংলিস সাহেবের পদে এইচ, এস, রিড সাহেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ঈশ্বর ইংলিস সাহেবের ক্রমশঃ পদবৃদ্ধি করুন, আমরা যেন তাঁহার দ্বারা উপকৃত হই।

হোমিওপেথিক ডাক্তর বেরিনী সাহেবের মৃত্যুতে, তাঁহার পরিবারের সাহায্যার্থ এখানকার হোমিয়পেথিক ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ বসু চাঁদাসংগ্রহ করিতেছেন।

এখানে অনাবৃষ্টিবশতঃ দিন দিন দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে যে গমের মণ ২০ ছিল, তাহার ৩ টাকা এবং যে চাউলের মণ ৩ টাকা ছিল, তাহার মূল্য প্রায় ৪ টাকা হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত দ্রব্যই ক্রমশঃ মহার্ঘ হইতেছে। ভারতভূমির যে কি দশা ঘটিবে বলিতে পারি না।

অদ্য পাঁচ দিবস গত হইল এখানে আতর সুইয়াবস্তির নিকটে একটী পুষ্করিণীতে এক ব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

গত কল্য অত্রত্য রেলওয়ের এক বাবুর এখানকার মাজিষ্টেট সাহেবের বিচারে এক বৎসর পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের অনুমতি হইয়াছে। বাবুজী এখানকার রেলওয়ে বুকিং আফিসের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন।

এলাহাবাদ ৮ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।

——

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মহাশয়! আশার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! আশা না থাকিলে কেহই জীবনধারণ করিতে পারিত না। দেখুন এদেশের কৃষকগণ নানারূপ প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও আশা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। এখনও কোন কোন স্থানে আশা প্রযুক্ত কৃষকেরা ধান্যের বীজ বপন করিতেছে, অন্য বৎসর এমন সময় কেহই বীজবপন করে না।

অন্য বৎসর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এখানে যেরূপ ভয়ানক জ্বর ও বিকার হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে, এবৎসর সেরূপ হয় নাই; অনেকে অধিক বৃষ্টিপাতকেই উহার কারণ অনুমান করেন। শুনিতেছি ডেপুটী মাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় পুনরায় মগরায় আসিয়া কাছারি করিবেন।

৪ ঠা ৫ ই ও ৬ ই সেপ্টেম্বর মগরার এলেকার মধ্যে দুটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

মগরা ১০ সেপ্টেম্বর সন ১৮৬৮।

——

ধুবড়ীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। কয়েক দিন এখানে অতিশয় বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে; দিবারাত্রি বিরতি নাই, ঘরের বাহির হওয়া কঠিন। ইহাতে শস্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি এখানে মোটাচাউল গড়ে দুই টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছিল, বৃষ্টির আধিক্যহেতু ২॥০ টাকা ২৸০ টাকা হইয়াছে।

এখানে একটী মহকুমা সংস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু আজিও কাছারিঘর প্রভৃতির স্থান নির্ম্মাপিত না হওয়াতে নিয়মিত কার্য্যাদি হইতেছে না।

এই মহকুমার অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু গুনাভিরাম বড়ুয়া রায় বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় স্ব স্ব ঐকান্তিক পরিশ্রমের সহিত সদ্বিচার বিতরণ ও ন্যায়পরতাদি দ্বারা প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতেছেন। সম্প্রতি ঐ মহাত্মাদ্বয়ের যত্নে ধুবড়ীর জঙ্গলাদি পরিষ্কার হইতেছে এবং তাঁহাদের অধ্যবসায়ে গত ১৮৬৭ অব্দের ৯ই সেপ্টেম্বরে এখানে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টীর উন্নতি ও স্থায়িত্ব পক্ষে উঁহাদের একান্ত যত্ন আছে।

আজি কালি আমাদিগের গোয়ালপাড়া জেলার আমলাগণের বেতনবৃদ্ধি লইয়া ধুমধাম পড়িয়াছে। সম্প্রতি কালেকটারির ও দেওয়ানীর কয়েক জন মাত্রের এবং সদর আমিনী ও মুনসেফির নাজির ভিন্ন আর সকলেরই নুতন নিয়মে বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য নাজির বেচারারা কি অপরাধ করিল?

——:০:——

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। অদ্য ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ, এখনও এক বিন্দু বৃষ্টি হয় নাই, শীঘ্র যে বৃষ্টি হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। এবার এখানে বর্ষাকাল পড়িল না। শ্রাবণ মাসে প্রথম সপ্তাহে কয়েক বিন্দু বৃষ্টি হইয়া এ বৎসরের বর্ষাকালের নিয়ম রক্ষা হইয়াছে। সূর্য্যের প্রখর কিরণ কলিকাতার প্রচণ্ড গ্রীষ্মকে পরাস্ত করিতেছে। ক্ষেত্রের তৃণ পত্র শস্য ঘা

প্রভৃতি সকলি শুষ্ক হইল; ঘোটক, উষ্ট, গরু প্রভৃতি আর ঘাস পায় না। গবর্ণমেন্টর হস্তী বলদপ্রভৃতিকে স্থানান্তরে পাঠাইতে অনুমতি হইয়াছে; পুরাতন ঘাস অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে; গম ছোলা চাউল প্রভৃতি ত সহজেই মহার্ঘ; তাহাতে এই অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় দুর্ভিক্ষের মূল্যে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ঝাঁসি হইতে সংবাদ আসিয়াছে সেখানে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন মন্বন্তর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। মহাশয়! নিকটস্থ কোন কোন গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাইতি ও লুঠ হইবার কথা শুনা যাইতেছে। অনেক লোক মুরার ছাউনিতে উপস্থিত হইতেছে, এ বার বোধ হয় ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রব্যাপী ভয়ানক মন্বন্তর হইল। এখনও বৃষ্টি হইলে অনেক রক্ষা হয়; কিন্তু কৈ আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইতেছে না। সৌভাগ্যক্রমে ওলাউঠাপ্রভৃতির পরাক্রম প্রকাশ হয় নাই। মুসলমান ও হিন্দুরা নানাবিধ দৈবানুষ্ঠান করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। যদি বঙ্গদেশের কএক ইঞ্চ জল এখানে হইত, তবু অনেক উপকার হইত। দিল্লী গেজেটের ও এ অঞ্চলের অন্যান্য সংবাদপত্রের নানা স্থানের সংবাদ দাতৃগণের পত্রে চতুর্দ্দিকের অনাবৃষ্টির কথা শুনিয়া মনোমধ্যে নানা আশঙ্কা হইতেছে।

২। মহারাজ সিন্ধিয়া পীড়া হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছেন, এখন ফুলবাগে অবস্থিতি করিতেছেন। এখানকার যে নেটিভ ডাক্তর মহারাজকে ঔষধ পথ্য প্রদান করিতেছেন তিনি কহিলেন, গোলন্দাজ সৈন্যের ডাক্তর ম্যাক্‌বেথ সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করাতে মহারাজের পীড়ার শীঘ্র শান্তি হইতেছে। মহারাজ ডাক্তর সাহেবকে দুই সহস্র টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। তিন পূজার পরে হউক, বা মধ্যেই হউক, বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ এখান হইতে যাত্রা করিবেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পলিটিকেল এজেন্ট কর্ণেল সাওয়ার সাহেব ও প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। গবর্ণর জেনরেল সাহেব সর্ব্বদা মহারাজের স্বাস্থ্যের সংবাদ লইতেছেন। শুনিলাম, মহারাজের প্রধান পীড়া বহুমূত্র মহারাজের নিয়োজিত অনেক হাকিম ও বৈদ্য আছেন; কিন্তু ইংরাজের প্রতি ইহাঁর যেরূপ বিশ্বাস আছে আপনার পরিবারে প্রতিও তাদৃশ নাই।

৩। অত্রত্য পুরাতন রাজধানীতে অনেক পুরাতন ও ভগ্নাবশিষ্ট ঝুড়ী থাকাতে এই সময়ে সর্পের দৌরাত্ম্য হয়, কয়েক দিনের মধ্যে অনেকগুলি লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সম্প্রতি মুরার ছাউনিতে দুই জনকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, আমরা জানিতে পারিয়া সংবাদপত্রের লিখিত ব্যবস্থানুসারে উক্ত দুই ব্যক্তিকে ডিম্বপ্রমাণ ফট কিরি এক গ্লাস জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে বলি। সৌভাগ্যক্রমে দুটী রোগীরই ভেদ বমি হইয়া আরোগ্য লাভ হইয়াছে, একটী রোগী অচেতনপ্রায় হইয়াছিল।

৪। যে বলাৎকারের মকদ্দমাটী মাজিষ্ট্রেট আফিসে লম্বমান ছিল, দোষী ব্যক্তি তাহাতে সংপ্রতি বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এই মকদ্দমা সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্ত নানা কারণে লিখিতে নিরস্ত হইলাম।

৫। এত দিন পরে বোধ হয়, মুরার ছাউনীতে একটী উত্তম বিদ্যালয় হইল। গত ২১ এ ভাদ্র ওবরসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরীর বিশেষ যত্নে একটী সভা হইয়াছিল। সভায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, পলিটিকেল এজেণ্ট, ক্যাণ্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট, পাদরী রবিনসন সাহেব ও অত্রত্য প্রায় সমস্ত ধনী মহাজন ও বণিক ও ৩।৪ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে যে একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আছে, পাদরী সাহেব প্রথমে তাহার একটী রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তৎপরে যদুবাবু উর্দ্দূ ভাষাতে বিদ্যার মাহাত্ম্য ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যবিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন। বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উর্দ্দূ ভাষাতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন গৌরবের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া অত্রত্য বালকদিগকে উত্তেজিত করিলেন। তৎপরে জেনারেল সাহেব উর্দ্দূ ভাষাতে বিদ্যাদানের ও বিদ্যালয়স্থাপনের কিঞ্চিৎ ফল বর্ণন করিলেন। অবশেষে ইংরাজীতে জেনেরল সাহেব কহিলেন যে, বাঙ্গালিরাই ভারতবর্ষের প্রধান গৌরবস্বরূপ, বিদ্যাবিষয়ে, ধর্ম্মবিষয়ে, রাজনীতিবিষয়ে বাঙ্গালিরাই শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। এই দূরদেশে সামান্য জীবনোপায়ার্থ অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী আসিয়াও সভাস্থাপন করিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা ও সাধারণের উন্নতির জন্য অবকাশ সময় অতিবাহিত করিতেছেন। বাঙ্গালিরাই বিশেষ যত্নশীল। এইরূপে বাঙ্গালীদিগকে নানা সুখ্যাতি করিয়া উপবেশন করিলে পলিটিকেল এজেন্ট সাহেব কিঞ্চিৎ বলিলেন। অবশেষে চাঁদা সংগ্রহ হইল, অন্যূন সহস্র মুদ্রা এককালীন চাঁদা হইল। জেনারেলপ্রভৃতি সাহেবেরাও চাঁদায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মাসিক প্রায় ১২৫ টাকা চাঁদা হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট নিয়মমত সাহায্য করিলেই একটী বড় স্কুল হয়।

৬। এখানে একজন সব্ আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কয়েক দিন হইল নবীন বাবুর উদ্যোগে প্রায় ১০০ লোকের স্বাক্ষর করিয়া গবর্ণর জেনরেলের এজেন্ট কর্ণেল সাহেবের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহেব বিশেষরূপে উহার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন। শুনিয়াছি, মীড সাহেব যাহাতে দরখাস্ত মঞ্জুর হয় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

৭। নবীন বাবু তিন মাসের অবকাশ লইয়া কলিকাতায় যাইতেছেন। তিনি এই স্থানে দশ মাস আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে এখানকার যে সকল উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহার অনেক ক্ষতি হইবে। ইহাঁর গমনে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। বোধ হয় ইনি এখান হইতে বদলি হইবার চেষ্টা করিবেন। জল বায়ু মন্দ বলিয়া বোধ হয় এখানে আর আসিবেন না। তাহা হইলে এখানকার বড় অনিষ্ট হইবে। আমাদের সকলের ইচ্ছা যে তিনি এখানে আরও কিছু দিন থাকেন।

—:•:—

আমাদিগের ছাপরাস্থ সংবাদদাতা-লিখিয়াছেন।

১। গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় ও কার্য্য দর্শনে অতিশয় বিস্ময় ও কৌতূহলাক্রান্ত হইতে হয়। এ দিগে এক বিষয়ে এক প্রকার বন্দোবস্ত করা হইতেছে, ও দিগে আবার তাহারই ভঙ্গ করা হইতেছে। আমলাদের পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি এবং স্থানান্তরকরণ, এই তিনটী উপায় উৎকোচস্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য প্রচারিত হয়; কিন্তু জেলাতে যে কি চমৎকার কাণ্ড হইতেছে, তাহা এক বার দেখিলে অবাক হইতে হয়। পূর্ব্বে এখানকার এক জন মুসলমান জমীদার এ জেলার জজ আদালতের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লক সাহেব জেলার অবস্থা দর্শনার্থ আসিয়া এরূপ ক্ষমতাপন্ন জমীদারকে জেলার জজের সেরেস্তাদারের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা অবৈধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে গয়ায় পাঠান; কিন্তু তিনি কি গয়া কাশী যাইবার লোক, তৎক্ষণাৎ পদ ত্যাগ করিলেন। এক্ষণে

তাঁহার পদে তাঁহারি এক জন আত্মীয় কুটুম্ব ভাগ্যবান জমীদার নিযুক্ত হইয়াছেন। বিবেচনা করুন, এরূপ বন্দোবস্তে কি ইষ্ট লাভ হইল?

২। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেই সকল আফিসের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল প্রভৃতিরও প্রাতঃকালে কার্য্য হয়। আবার আফিসগুলির নিয়মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকালেরও পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। কিন্তু এখানকার স্কুলের সকল কাণ্ডই অদ্ভুত! গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, শরৎকালও যায়, কিন্তু এপর্য্যন্ত প্রাতঃকালেই স্কুলের কার্য্য হইতেছে। ইহাতে যে বালকদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কেহই দেখে না।

৩। এ দেশ ত অনাবৃষ্টিতে গেল, আর বৃষ্টি হইবার আশা নাই এবং হইলেও কিছুই হইবার নহে, ধান্যের শেষ হইল, কেবল মরুায় কত করিবে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ করাল মুখব্যাদান করিয়া বিহার ও অন্যান্য অনেক প্রদেশকে একেবারে গ্রাস করিতে ধাবমান হইয়াছে। বেহারের অবস্থা যেন উড়িষ্যার ন্যায় না হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এই বেলা সাবধান হউন। বিডনী হঙ্গামা যেন আবার না হয়। গত বার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে দোষারোপ করিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এবার আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে এখানে আতপ চাউল ১ এক টাকায় /॥৫ সের করিয়া বিক্রয় হইত, এক্ষণে ১ এক টাকায় /।৩ সের পাওয়া ভার এবং উসনা চাউল ১ এক টাকায় /৮ সের বিক্রয় হইত, এক্ষণে টাকায় /।৮ সের পাওয়া কঠিন হইতেছে। গম টাকায় /৮ সের বিক্রয় হইত, এক্ষণে টাকায় /।৯ সের পাওয়া যায় না। এই রূপ সকল দ্রব্যই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। আবার নিত্য নিত্য বাজারের যেরূপ গতিক তাহাতে দুর্ভিক্ষ সম্মুখাগত বোধ হইতেছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। রাজার প্রজাপালনই প্রধান ধর্ম্ম। পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না করিয়া পরে চাঁদার দ্বারা প্রজাপালনের চেষ্টা করা বিফল।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমরা দুঃখিত হইয়া লিখিতেছি, যে রসাপাগ্‌লা রাস্তা হইতে কালীঘাটরাস্তা নামে যে একটী শাখা রাস্তা বহির্গত হইয়াছে, তাহাতে অনেক গাড়ী ও অনেক লোক গমনাগমন করে, তাহা কাহারাও অবিদিত নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই রাস্তার এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, শকটাদির যাতায়াত করা কঠিন। সে পথ দিয়া যেসকল শকটাদি গমনাগমন করে, তাহার আরোহীদিগের গাত্রবেদনা হয়, অধিক কি সেই অর্দ্ধক্রোশ পথ আসিতে শকটাদিরও এক ঘণ্টার চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ কর সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন না; বিলে না হয় সমনে, তাতে না হয় নিলামে, বিক্রয় করিয়া কর আদায় করেন; কিন্তু তাঁহারা কিনিমিত্ত রথ্যাসংস্কারে অবহেলা করেন, তাহা বুঝা ভার।

ভবদীয় অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅঃ—
কালীঘাট

—:০:—

মহাশয়! যে ষ্টাম্প কাগজে দলিল রেজিষ্টরি হইত, তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া একপ্রকার নূতন ষ্টাম্প হইয়াছে। মহাশয়! ষ্টাম্পের পরিবর্ত্ত হওয়াতে এখানকার অনেকের ক্ষতি হইয়াছে। যাঁহারা নূতন নিয়মের বিষয় জানিতে না পারিয়া পূর্ব্বের ষ্টাম্প খরিদ করিয়া দলিল লিখিয়া ২।৪ দিবসের মধ্যে রেজিষ্টরি করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেসকল দলিল অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহাতে অনেক লোকের অনেক টাকা নষ্ট হইল, অতএব কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য যেসকল পুরাতন ষ্টাম্প লোকে ক্রয় করিয়াছে, তাহা ৪।৫ দিনের মধ্যে ফিরাইয়া লইবেন, এইরূপ একটী ঘোষণা করেন এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া টাকা দেন।

গত ১১ ই সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের "রেজিষ্টরি আদালতে" ইহা প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই। যদি ৩।৪ সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেহই এমন কর্ম্ম করিতেন না।

২৮ এ ভাদ্র } শ্রীঃ—
১২৭৫ সাল } শ্রীরামপুর।

—:০:—

মহাশয়! গত ৬ ই ভাদ্রের এডুকেশন গেজেট পাঠে অবগত হইলাম, উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় স্বীয় সম্পাদকীয় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদিগের অন্তঃকরণে এক কালে হর্ষ বিষাদ ও বিস্ময়ের উদয় হইয়াছে। হর্ষের কারণ এই, তিনি যে কার্য্যভার অবলম্বন করিয়াছিলেন, পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহা সম্পাদন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; বাস্তবিক তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। যখন তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষ জন্মিয়াছে, তখন তাহা পরিত্যাগ করাতে তাঁহার সমধিক তেজস্বিতা ও সদাশয়তা প্রকাশ হইয়াছে।

যে মহাত্মার যত্নে এডুকেশন গেজেটের পূর্ব্ব আকার ও পূর্ব্ব ভাব (এক প্রকার পক্ষোদ্ধার বলিলেই হয়) পরিবর্ত্তিত হইয়া দেশের অশেষবিধ উন্নতি সাধিত ও পাঠকবর্গের আশালতা ফলবতী হইয়া আসিতেছিল, সহসা তাঁহার পদত্যাগ যে অত্যন্ত দুঃখের কারণ তাহার সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়! অর্থের কি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! কিন্তু প্যারী বাবু যে অকুণ্ঠচিত্তে তাহার আকর্ষণ অতিক্রম করিলেন, ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় (!!!) যাহা হউক, উক্ত মহোদয় যে এক জন উন্নতাত্মা তাহা এই উপলক্ষে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।

অবশেষে, শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই, কর্ত্তৃপক্ষের যে পত্রখানি তাঁহার সম্পাদকীয়ত্বা পরিত্যাগের কারণ, সেইখানি এবং তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার অনুবাদ, সাধারণের গোচরার্থ অনুগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক সোমপ্রকাশে প্রকাশ করেন। তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগসম্বন্ধে দুষ্ট অনভিজ্ঞেরা যে নানাপ্রকার জনরব তুলিয়াছে, তাহা অপনীত হইবে এবং যাঁহারা তাঁহার কর্ম্মত্যাগের প্রকৃত হেতু জানিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদেরও আশা সফল হইবে।

১৭ ই ভাদ্র } কস্যচিৎ এডুকেশন
১২৭৫ সাল } গেজেট পাঠকস্য।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! গত শনিবার কলিকাতাস্থ মহামান্য হাইকোর্টের সাত জন বিচারপতির ঐকমত্যে হিন্দুশাস্ত্রসংক্রান্ত একটী মকদ্দমার চমৎকার বিচার হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রমণি দাসী, ভবানীপুরনিবাসী কাশীনাথ দাসের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ। সন ১২৬০ সালে কাশীনাথের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ এবং ১২৬৩ সালের ১০ ই আশ্বিনে তাহার স্বামীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তরুণাবস্থাতেই বৈধব্যদশাসম্পন্ন হইয়া ক্ষেত্রমণি তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর দু চারি বৎসর আপন পিতৃগৃহে বাস করিয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার হীনাবস্থাহেতু তিনি শ্বশুরের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদনাদি পাইবার প্রার্থনায় নালিশ করেন। জেলায় মকদ্দমাটীর ডিক্রী হইল, কাশী নাথ তদ্বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে আপীল করিলেন। ১৮৬৭ অব্দের ২২। ২৩ মার্চ্চ পাঁচ জন বিচারক একত্র হইয়া ঐ মকদ্দমা করেন, তৎসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হয়। ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ রায় প্রকাশ করিবার সময়ে ঐ পাঁচ জন বিচারপতির মধ্যে অনরেবল টেবর সাহেব বিচারাসন হইতে পূর্ব্বেই অপসৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং অবশিষ্ট চারি জন বিচারক আপন আপন মত প্রকাশ করেন। অনরেবল সর বার্নেস পিকক জে, পি ম্যাকফরসন একমতাবলম্বী হইয়া ক্ষেত্রমণির বিরুদ্ধে এইরূপ নিষ্পত্তি করিলেন যে, যদিও শ্বশুর পুত্রবধূকে প্রতিপালন করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তথাপি তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার অবিভক্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থানুসারে বিধবাপুত্রবধূকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে বাধ্য নহেন। পক্ষান্তরে অনরেবল জি. লক ও এফ, বি, কেম্প উঁহাদিগের মতে মত না দিয়া ক্ষেত্রমণির অনুকূলে এইরূপ নিষ্পত্তি করিলেন, যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পুত্রবধূ আপন শ্বশুরের নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী বটে; কিন্তু পীড়নাদি কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে পুত্রবধূকে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে হইবে। এইরূপ চারি জন বিচারপতির তুল্যাংশে মতের অনৈক্য হওয়াতে ক্ষেত্রমণি হাইকোর্টসংক্রান্ত চার্টারের ১৫ ধারার বিধানানুসারে হাইকোর্টের সকল বিচারকের সমীপে পুনর্ব্বার আপীল করিলেন। শ্রীযুক্ত অনরেবল এইচ. ভি, বেলি জে, পি, নর্ম্মান, এল. এস জাক্‌সন, জে. বি, ফিয়র, এফ. এ গ্লোবর, ডি. মাকফাসন ও সি. পি. হবহাউস এই সাত জন বিচারপতি ২৯ এ আষাঢ় বাঙ্গলা ১৪ ই ভাদ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপীলান্টের উকীলের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া সকলে একবাক্যে প্রধান বিচারপতির মতে মত দেলেন এবং স্ব স্ব লিখিত রায় পরে দিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অদ্যাপি বিচারপতিদিগের স্ব স্ব লিখিত রায় প্রকাশ হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়! সাত জন বিচারপতির কৃত এই বিচার ও হিন্দুশাস্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যাটী যে কতদূর শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে, তাহা মহাশয় ও মহাশয়ের সদৃশ সুবজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিতে পারেন। কিন্তু বিচারটী যে দেশাচার লোকাচার ও কুলাচারবিরুদ্ধ হইয়াছে এ কথা কেন না বলিবে? সংসারকার্য্যলিপ্ত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এপর্য্যন্ত পুত্রবধূকে অবশ্য পোষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এত কালের পর মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতিগণের এই অভিনব শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহাদিগের বহু কালের ভ্রান্তি এক্ষণে দূরীকৃত হইল। এক্ষণকার ধর্ম্মাবতারেরা এইরূপ কহেন যে, শ্বশুর, বৈধব্যযন্ত্রণানলদগ্ধা পুত্রবধূকে প্রতিপালন করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য; কিন্তু ঐ পুত্রবধূকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে অস্বীকার করিলে পুত্রবধূ রাজার নিকট নালীশ করিয়া আপন শ্বশুরের নিকট হইতে যে তাহা পাইতে পারেন এরূপ কোন বিধি বঙ্গদেশপ্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয় না; সুতরাং বৃদ্ধ পিতা, মাতা, অনধিকারিণী পত্নী, পুত্রবধূ ও অন্যান্যদিগণের কলত্র পুত্র কন্যাদির জীবিকা পাইবার যে ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ মকদ্দমাতে খাটিতে পারে না। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে পত্রবাহুল্য হয়; আমার এইমাত্র বক্তব্য যে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ এই গুরুতর বিষয়সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

১৮৬৮ ৯ ই সেপ্টেম্বর } কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায়	রামপুরহাট
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন	৭
ঐ „ দিননাথচরণ ভট্টাচার্য্য	ঢাকা
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট	১৩
ঐ „ শ্রীহরি রায়	শান্তিপুর
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র	১৩
ঐ „ ক্ষেত্রনাথ চৌধুরী	ভাণ্ডারহাটী
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন	৭
ঐ „ মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জেলা বেতিয়া পাথুরিয়াঘাটা
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র	১৩
ঐ „ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	কৃষ্ণনগর
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন	৭
ঐ „ দ্বারকানাথ ঘোষ	গোবিন্দগঞ্জ
১২৭৫ আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ন	৩৮
ঐ „ বনমালী গঙ্গোপাধ্যায় সিমুলিয়া	৫॥
ঐ „ মহেন্দ্রনাথ সরকার সাঁকারিটোলা	৫॥
ঐ „ মহিমচন্দ্র বসু ওয়েলিংটনষ্ট্রীট	১০
ঐ „ হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আলীপুর	৫॥
ঐ „ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শাসন	৫॥
শ্রীযুক্ত আর, গ্রিফিথ সাহেব	বারাণসী
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট	১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৶১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ ম ভাগ। ৪৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫ । ২৭ আশ্বিন । ১৮৬৮ । ১২ ই অক্টোবর | মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

ভারবী কিরাতার্জু ৭/

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত প্রথম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর-তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ ১২৭৫ ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নংজোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-থনট এবং কোং

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

নিম্নলিখিত অপহৃত অর্দ্ধ ও পূর্ণ নোটগুলি পাওয়া গিয়াছে। নোটের অধিকারিগণকে জানান যাইতেছে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

	সংখ্যা	মূল্য	পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ
এ ৫৮	৮৬৬৩৮	১০০	অর্দ্ধ নোট
এ ৫৫	৮৯৪৪৪	৫০	ঐ
এ ৫২	৬৪৬৯০	২০	ঐ
এ ২৬	১০২৯৬	২০	ঐ
এ ৩২	৪৬৪৫২	২০	ঐ
এ ৪৪	৮৯৯৩৭	২০	ঐ
এ ৪৫	৩৫০৭৪	২০	ঐ
এ ৪৩	৯৯৬৬২	২০	ঐ
বি ১২	০১৭৫৫	২০	ঐ } ভিজিগাপেটাম
বি ২২	০১৭৫৪	২০	ঐ } নোট্স।
এ ৪৯	০৭৭৭৩	১০	ঐ
এ ৪৯	০৩৪৬১	১০	ঐ
এ ৪১	৬০৪৬৬	১০	পূর্ণ
এ ৪৯	৪৮৭২৯	১০	অর্দ্ধ নোট
এ ৫০	১৬৮৫৫	১০	ঐ
এ ৪৯	৮২৮২১	১০	ঐ
এ ৪২	০৮২৬৯	১০	ঐ
এ ১৯	৩৫৪০১	১০	ঐ
এ ১৯	৪৮৮৪২	১০	ঐ
এ ১৮	৩৭৮৯৬	১০	ঐ
এ ১৮	৩৯৮৫৭	১০	ঐ
এ ৩১	৯২১০৩	১০	ঐ
এ ৩১	৯২১০১	১০	ঐ
এ ৩১	৯২১০২	১০	ঐ
এ ৩১	৫৪১১৫	১০	ঐ
এ ৫৮	৮৯০০৭	১০০	
এ ৫৮	৮৪৮৬৯	১০০	

কলিকাতা পোষ্ট আফিস ১৩ ই আগষ্ট ১৮৬৮। } ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান পোষ্ট মাষ্টার।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্সপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ ২॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাংগদ্য ৮

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮

শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ [illegible] পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের [illegible] উত্তম পণ্ডিতদ্বারা [illegible] ২৬

নিত্যধর্ম্ম [illegible] পত্রিকা বা[illegible]ক ৩

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১

চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত ১

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১॥

নীলাঞ্জন কাব্য ৳

পুরান কাব্য	৸
মালঞ্চমালা কাব্য	১
অভিমন্যু বধ নাটক	৷৶
দ্বাদশ শিশুর বিবরণ	৸
রত্ন দুর্গা পদ্য কাব্য	১
পৌরবিয়োগ নাটক	২
সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত	২০
পদ্মলেখা উপাখ্যান	৸
সঙ্গীতাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত	৩৸
শিলোদ্ধার	১
নীতিপ্রভা	॥
এটলাস বাং ১ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত	৩
ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র	৫
ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে	৭
নীতিশিক্ষা	৸
আনবর শোহেলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য	১॥
কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্যে অনুবাদ	১
ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত	১
ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত	২
মনতত্ত্বসারসংগ্রহ	১
প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়	১
ঐ মার্শমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড	২
নাট্য পরিশিষ্ট নাটক	১
চরিত্রমঞ্জরী	১৷
শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট	২৫

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৩৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

সাবিত্রীচরিত্র
কাব্য।
শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তি প্রণীত।
মূল্য ১ এক টাকা।
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:০:—

কলিকাতার মানচিত্র মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। (উত্তম বাধাই) মূল্য ২ টাকা।
শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

কারাগোলা ঘাটে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত মাল লওয়া যাইবে।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যখন কারাগোলা ঘাটে পারাপারের ষ্টিমার থাকিবে তখন ঐ ষ্টিমারে রেলওয়ের সর্ব্বত্র রপ্তানির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি লইতে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং প্রস্তুত আছেন।

রেলওয়ে দ্রব্যাদি পাঠাইবার ভাড়া অনুসারে ভাড়া লওয়া হইবে। কেবল ষ্টিমার হইতে সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বেবাক খরচা ও ভাড়া প্রতি মণে এক আনার হিসাবে অধিক লওয়া যাইবে। যে ষ্টেসনে দ্রব্যাদি রপ্তানি হইবে সেই ষ্টেসনে সমুদায় দিলেও চলিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে হাউস এজেন্সি বোর্ড কলিকাতা ৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } সিসিল ষ্টিফেন্সন এজেন্সি বোর্ড।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। (অগ্রিম মূল্য) ৷৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে স্বত স্বস্তের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

পুনঃ প্রাপ্ত নোট।

যে ব্যক্তি ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট পত্র মধ্যে পাটনার ডাকযোগে নিম্নলিখিত নোট সকল পাঠাইয়াছেন, তিনি নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইবেন।

এ ৫৮	৮৯০০৭ নং	১০০ টাকার
এ ৫৮	৮৪৮৬৯ নং	১০০ ঐ

ডবলিউ, এইচ, ম্যাগোয়ান।
কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার।

—:০:—

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা।"

"শিক্ষক ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা" বলিয়া যে বিজ্ঞাপনটী ইতিপূর্ব্বে সোমপ্রকাশে প্রকাশ হয়, তাহার স্বাক্ষর স্থলে "শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়" এই নামটী অনবধানতাবশতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেকে মহেন্দ্রনাথকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক মহেন্দ্রনাথ গ্রন্থকর্ত্তা নহেন।

—:০:—

মহামহোপাধ্যায় বরদাচার্য্যকৃত বসন্ততিলক ভাণ নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডমরুবল্লভ পন্ত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা। কলিকাতা, সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ১২ সংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮ ই হইতে ১৪ ই পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী হায়ের সর্ব্বাংশতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকনিষ্ঠ জল ফুট	ইঞ্চি
নদীয়া মাথাভাঙ্গা		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৩৪	৯
নীজ মহানায়	১৬	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	১৬	৯
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া	৮	৭
আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	১৪	৭
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী ৩৪ মাইল	১৮	৭
ভাগীরথী নদী।		
মহানার উপর	১৬	৩
নীজ মহানায়	১৮	৯
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	১০	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল	১৫	১১
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল	১৯	৯
জলঙ্গী নদী।		
নীজ মহানায়	৫	১১
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল	৬	৬
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	১১	৯
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		

৬০ মাইল	১০	১০

সন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ ই তারিখের গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গঘাটের উপর	১৮	৬

বহরমপুর ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি ই, উইক একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

স্থানীয় কর।

অনেক পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তা, ভাল পুষ্করিণী ও বিদ্যালয়প্রভৃতি নাই। তত্তৎ স্থানে এগুলি করা আবশ্যক। ব্যয় বিনা এতন্নির্ব্বাহ সম্ভাবিত নয়। সে অর্থ কোথা হইতে আইসে। যে যে স্থানে সেইগুলির আবশ্যকতা, সেই সেই স্থানে কর করিয়া তৎসংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। আজি কালি অধিকাংশ ইংরাজের এই মত হইয়াছে। অনেকে এই উপায়টীকেই মুখ্য ও একান্ত অবলম্বনীয় জ্ঞান করিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এ উপায়ের অবলম্বন কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। এটী যে কেবল অত্যাচারের মূল হইবে এরূপ নয়, এ কার্য্যটী স্বরূপতই অত্যাচার। যাহার যে বিষয়ের মর্ম্মগ্রহ ও ইচ্ছা নাই, তাহাকে যদি বলপূর্ব্বক সেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা যায়, সেটী অত্যাচার সন্দেহ নাই। কোন জমীদার নিজ প্রজাগণের উপকারের উদ্দেশে একটী রাস্তা বা বিদ্যালয় করিবার নিমিত্ত যদি সেই সেই প্রজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থগ্রহণ করেন, অত্যাচার বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার উত্থিত হইবে সন্দেহ নাই। জমীদারে যে কাজ করিলে আমরা অত্যাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করি, গবর্ণমেণ্ট করিলে সেটী যে অত্যাচার হইবে না, তাহা কখন হইতে পারে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলির নিমিত্ত যে সকল স্থান হইতে কর লইবার কল্পনা করা হইতেছে, তত্রত্য অধিকাংশ লোক উহার মর্ম্মজ্ঞ নহেন; সুতরাং তাঁহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে এক কপর্দ্দকও দান করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। আমরা উহার অন্যতর কোন কোন কার্য্যে চাঁদা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, এসকল বিষয়ে দান করিতে আজিও অধিকাংশ লোকের ইচ্ছা জন্মে নাই। তাহা জন্মিলে তাহারা চাঁদায় অর্থদানে কোনক্রমে বিমুখ হইত না। তাহারা অনিচ্ছু যখন এটী স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তখন তাহাদিগের নিকট হইতে যে কিছু গ্রহণ করা যাউক, সেটী যে অত্যাচার হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদিগের মতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সদৃশ গবর্ণমেণ্টের রোগীর নিয়ন্তৃগণের ন্যায় বলপূর্ব্বক উপকার প্রজার গলে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া বিধেয় হয় না। পূর্ব্বকার যে সকল রাজা বলপূর্ব্বক প্রজাদিগের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন, তাঁহারা অত্যাচারকারী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

এ স্থলে আর একটী বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তাপ্রভৃতি না হইলে চলিতেছে না, এ কথা পল্লীগ্রামবাসী অধিকাংশ লোকে কহিতেছে, কি যাঁহারা স্থানীয় করসৃষ্টির প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারা কহিতেছেন? নূতনবিধ করসৃষ্টির প্রস্তাবকারীদিগের দৃষ্টিতে যত কষ্ট লক্ষিত হইতেছে, যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহারা তত কষ্ট অনুভব করিতেছেন না। একের অনুমিত কষ্ট শান্তির নিমিত্ত অপরকে বাস্তবিক কষ্টে নিপাতিত করিয়া উদ্বেজিত ও অসুখিত করা বিবেচক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য হয় না।

তবে কি পল্লীগ্রামের যে অবস্থা আছে, তাহাই থাকিবে? আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কিরূপে চিত্তসন্তোষ বিধান করেন? এ এক কথা আছে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট রথ্যানির্ম্মাণ ও বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাবিষয়ে যে সাহায্য দানপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে ও সচ্ছলে প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করুন, উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে। যাবৎ প্রজারা স্বয়ং উৎকৃষ্ট রাস্তা ও বিদ্যালয়প্রভৃতির মর্ম্মজ্ঞ না হইতেছে, তাবৎ গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়াও যথোচিতরূপে অভীষ্টসাধনে সমর্থ হইতেছেন না। কলিকাতায় নানাবিধ টাক্স ও স্বাস্থ্যরক্ষার নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু যে যে স্থানের প্রজারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা যে কি উপকারের ও সুখের বিষয় তাহা বুঝিতে না পারে, সেই সেই গলির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণবিয়োগ ও পূতিগন্ধে ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। পল্লীগ্রামেও যে এরূপ হইবে না, তাহার প্রমাণ কি?

—:০:—

কৃষকের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত।

যদি কৃষকদিগকে জমীদারের অত্যাচারমুক্ত, শিক্ষিত ও সৌভাগ্যশালী দেখিবার ইচ্ছা থাকে, ভূমিতে তাহাদিগকে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করিয়া একটী পাকা বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। জমীদারের অত্যাচারনিবারণের যত উপায় করা হউক, এখন প্রজা ও জমীদারে যে সম্বন্ধ আছে, তাহাতে জমীদার অত্যাচার করিব মনে করিলে প্রজা কোন

ক্রমেই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। স্থায়ী বন্দোবস্তই ঐ অত্যাচারের দ্বার রুদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়। প্রজাকে বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু যত চেষ্টা করা হউক; যাবৎ তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রে সচ্ছল করা না হইবে, তাহারা কোন ক্রমে শিক্ষাকার্য্যে মনোযোগী হইবে না। সেই সচ্ছল করিবার উপায় তাহাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহাদিগের শিক্ষার উপযোগী সমুদায় উপকরণের যদি সংযোজন করিয়া দেওয়া হয়, তথাপি তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে অনুরাগী হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা এখন অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত সতত ব্যাকুল। এ অবস্থায় তাহারা যে ক্ষেত্রের কার্য্যে উপেক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। জ্ঞানার্জ্জন ও জীবিকার অর্জ্জন এ উভয়ের মধ্যে জীবিকার্জ্জনের প্রাধান্য কে না স্বীকার করিবেন?

এ অবস্থায় কৃষকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয় করিলে তাহা বিড়ম্বনাস্বরূপ হইবে। কৃষকদিগের কোন উপকার হইবে না, লাভের মধ্যে করসংগ্রহের ধূম ধাম পড়িয়া যাইবে; তাহাতে যে কোন পক্ষের হউক, এক পক্ষের পীড়ন হইবে এই মাত্র। পীড়ন করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কয়েক জন ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও অর্দ্ধশিক্ষিত গুরু মহাশয়ের উদরসাৎ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে সচ্ছল করিয়া তুলা যায়, এ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তখন তাহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যালয়ে গমন করিবে, ক্রমে তাহাদিগের বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, তখন আর নূতন বিধ কর গ্রহণ প্রণালী করিবার প্রয়োজন হইবে না; তখন বর্ত্তমান সাহায্যদানপ্রণালীই তাহাদিগের ইষ্টফলোধায়িনী হইবে। আমরা কেবল অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া এই বাক্য কহিতেছি না।

বর্ত্তমান সাহায্যদানপ্রণালী হইতেই ইহার প্রমাণ হইতেছে। দিন দিন লোকে যত বিদ্যার মর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন, ততই অধিক ব্যয়দান স্বীকার করিয়াও আপন আপন সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রবেশিত করিতেছেন। ১৮৫৪ অব্দে লোকে যেখানে চারি আনা দিয়া সন্তানকে পড়াইতে কাতর হইতেন, এখন সেখানে অম্লানবদনে এক টাকা দিতেছেন। যদি এরূপ হইল, কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া অগ্রে তাহাদিগকে সচ্ছল করিয়া তুলাই কর্ত্তব্য।

পাঁচ ছয় বৎসর কাল ক্রমিক এই সোমপ্রকাশে এই বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে; কিন্তু আমরা আজি কালি দেখিতেছি, অনেকেরই ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আয়ার লণ্ডের প্রসঙ্গে ইংলণ্ডেও ইহার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। যখন অধিকাংশ লোকে ইহার পক্ষপাতী হইলেন, তখন এটী যে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহার প্রতি যে কেহ কেহ আপত্তি করিতেছেন, তদ্দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে, এটী অগ্রাহ্য বিষয় নয়।

সম্প্রতি ইহার প্রতি দুটী আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম, এখন বাঙ্গালা দেশের জমীদারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে জমীদারেরা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গবর্ণমেণ্টকে খাজনা দিয়া থাকেন, লাভ ও ক্ষতির ভাগী তাঁহারাই হন। যদি প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, আর কোন স্থান ভগ্ন হইয়া নদীর উদরমধ্যগত অথবা বালুকারাশি পতিত হইয়া উর্ব্বরশক্তিহীন ও কৃষিকার্য্যের অযোগ্য হয়, তাহা হইলে উহার খাজনা কিরূপে সংগৃহীত হইবে? দ্বিতীয়, যে যে স্থানে বাঁধ, খাল ও পুলপ্রভৃতি করা আবশ্যক হইবে, তাহারই বা কি উপায় হইবে?

এ আপত্তির উত্তর এই, আমরা কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রসঙ্গ করিতেছি, জমীদারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহা করি নাই। তাঁহারা মধ্য স্থলে থাকিবেন। তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবার উপায় নাই। তাহা হইলে অন্যায় অত্যাচার ও গবর্ণমেণ্টের স্বকৃত প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা হইবে। জমীদারী বিক্রয়াদিদ্বারা বহুহস্তান্তর হইয়াছে। এখন তাহা ফিরিয়া লইতে গেলে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেও হইবে। অতএব জমীদারেরা যদি মধ্য স্থলে রহিলেন, এখন খাল পুলপ্রভৃতি যে নিয়মে চলিতেছে, তখনও সেই নিয়মে চলিবে, জমীদারেরাই তাহা করিবেন। যেখানে বাঁধপ্রভৃতি করা আবশ্যক, অগ্রেই প্রায় তাহা জানিতে পারা যায়; প্রজার সহিত বন্দোবস্তকালে অনুমানে তাহার কিছু ব্যয় ধরিয়া লইলে চলিতে পারিবে; আর যেগুলি আগন্তুক হইবে, তাহার ব্যয় সমাধানার্থ প্রজার নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা লইলে চলিবে। যে ভূমি নদীগর্ভগত অথবা বালুকারাশিদ্বারা পরিপূরিত হইবে, সে ক্ষতি গবর্ণমেণ্টকেই সহ্য করিতে হইবে। যেমন এক স্থানে গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তেমন অন্য স্থানে চর পড়িয়া গবর্ণমেণ্টের লাভ হইবে। ফলতঃ ক্ষতি ও লাভ পুষিয়া যাইবে; বরং কোন কোন স্থানে লাভই অধিক হইবে। পরগণার ভূমির পরিমাণ ও গবর্ণমেণ্টে দেয় করের নিরূ

পথ আছে। যে জমীদারীর যত ভূমি নষ্ট হইবে, হারানুসারে কর স্থির করিয়া তাহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া কঠিন কর্ম্ম হইবে না। প্রজার ইষ্টসাধনার্থ এই অল্পমাত্র কষ্ট স্বীকার কর্ত্তব্য।

———

ভারতবর্ষের ভাবী গবর্ণর জেনরল।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল সরজন লরেন্স পদত্যাগ করিলে লার্ড মেয় তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন স্থির হইয়াছে। ওদিকে ইংলণ্ডের ও এখানকার অনেক ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পাদক এ নিয়োগে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। এই গুরুতর প্রতিবাদ দর্শন করিয়া আমাদিগের কি প্রকার সিদ্ধান্ত করা ন্যায়ানুগত হয়? আমরা কি এক জন অযোগ্য শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ হইয়া বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইতে অথবা এক জন উপযুক্ত শাসনকর্ত্তার শাসনসুখ অনুভব করিতে চলিলাম? যদি লার্ড কানিঙের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, লার্ড মেয় ভারতবর্ষের যোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেন সন্দেহ নাই। এখানকার একখানি ইংরাজী পত্রে এই কথা বলিয়া লার্ডমেয়ের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে যে তিনি পরিশ্রমী লোক বটেন; কিন্তু তাঁহার নূতন রাজনীতি উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা নাই; তাঁহাকে ষ্টেটসেক্রেটারির আজ্ঞাবহ থাকিয়া কাজ করিতে হইবে, তিনি স্বাধীনবৃত্তি হইয়া কোন কাজ করিতে পারিবেন না।

এক্ষণে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের যেপ্রকার সম্বন্ধ ও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির দ্বারা নৈকট্য হইয়াছে, তাহাতে আর ভারতবর্ষের নিমিত্ত স্বাধীনবৃত্তি গবর্ণর জেনরলের প্রয়োজন নাই। ইংলণ্ড স্বয়ংই দিন দিন আমাদিগের শুভাশুভ চিন্তাশীল হইতেছেন। ষ্টেটসেক্রেটারি এখন তন্ন তন্ন করিয়া ভারতবর্ষের সকল বিষয় দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ অবস্থায় স্বাধীনবৃত্তি গবর্ণর জেনরলের অণুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। জগদীশ্বর করুন, লার্ড ডেলহাউসির ন্যায় স্বাধীনবৃত্তি গবর্ণর জেনরল যেন ভারতবর্ষে আর কখন না আইসেন। তিনি ভারতবর্ষের যে হিত করিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ আজিও তাহার ধাক্কা সামলাইতে পারেন নাই।

লার্ডমেয় ভারতবর্ষীয় ও ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় উভয়ের ভেদ না করিয়া তুল্যরূপে উভয়ের শাসন ও পালনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন, এই আশঙ্কা করিয়া ইংরাজী সমাচারপত্রসম্পাদকেরা কি তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন? লার্ড ডেলহাউসি যেরূপ করিয়াছিলেন, যিনি সেইরূপ ভারতবর্ষের অনিষ্ট করিয়া ইংলণ্ড ও ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ইষ্টসাধন করিতে পারেন, তিনিই কি যোগ্য ব্যক্তি?

ইংলণ্ডের সহিত দিন দিন ভারতবর্ষের যেপ্রকার সম্বন্ধ হইতেছে, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষে আর স্বতন্ত্র গবর্ণর জেনরল নিয়োগ আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক এক জন গবর্ণর আছেন। বাঙ্গালাদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর উপাধি রহিত হইয়া এক এক জন গবর্ণর নিয়োজিত হউন। ঐ উভয় দেশের সীমার পরিবর্ত্ত ও বৃদ্ধি করিয়া অযোধ্যাপ্রভৃতিকে উহার অন্তর্গত করা হউক। নূতন গবর্ণরদিগকে কতকগুলি বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করা হউক। তাঁহারা এক কালে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে গুরুতর বিষয়সকলের রিপোর্ট করিবেন। ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিল সভা আছে, সভ্যদিগের এক এক জনের উপরে এক এক বিষয় দর্শনের ও গুরুতর বিষয়ের কমিটি করিয়া মীমাংসা করিবার নিয়ম থাকিলে সত্বর ও সুন্দররূপে কার্য্যসম্পাদন হইবে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র গবর্ণর জেনরল নিয়োগপ্রথা রহিত হইলে কেবল যে ব্যয়সংক্ষেপরূপ লাভ হইবে এরূপ নয়, সময় সংক্ষেপরূপ আর একটী মহালাভ হইবে। এখন ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে কোন বিষয় প্রেরণ করিতে হইলে গবর্ণর জেনরলের হস্ত দিয়া পাঠাইতে হয়, তাহাতে অনেক সময়াতিপাত হইয়া থাকে।

বহুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নয়, যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই, যদি দারজিলিঙ হইতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইংলণ্ডের সহিত আজি কালি ভারতবর্ষের যেরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড হইতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ না হইবার বিষয় কি? পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বহুদূরতা ছিল। এক্ষণকার ন্যায় টেলিগ্রাফ ও জাহাজপ্রভৃতির গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। তখন ইংলণ্ড হইতে অনুমতি আনাইয়া কোন কার্য্য করিতে হইলে সে কার্য্য ধ্বংস হইয়া যাইত, সুতরাং এক জন স্বতন্ত্র গবর্ণর জেনরল নিয়োগ ও তাঁহাকে সমধিক স্বাধীনতাপ্রদানের আবশ্যকতা হইয়াছিল। এখন সে সমুদায়ের পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, এখন আর কেন? এখন পূর্ব্ববৎ স্বাধীনতা প্রদানের ফল কেবল অনিষ্ট। অত্রত্য গবর্ণর জেনরলের যদি ষ্টেটসেক্রেটারির অধীনতা না থাকিত, তাহা হইলে কৃষকদিগকে নীলকরের ক্রীতদাসী করণের মহৌষধস্বরূপ কণ্ট্রাক্ট আইন

করে বাধবদ্ধ হইয়া যাইত। স্বাধীনরাজ্য গবর্ণর জেনরলেরাই ভারতবর্ষের অর্থ কৃচ্ছ্রের কারণ। তাঁহারা অকারণে অথবা সামান্য কারণে নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া ভারতবর্ষকে ঋণজালে জড়িত করিয়াছেন। কাবুলের যুদ্ধ উহার অন্যতর উদাহরণ।

চৌকীদারী টাক্স ও গ্রাম্য চৌকীদার।

আমরা প্রস্তাবান্তরে স্থানীয় করের প্রতিবাদ করিলাম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর এ দেশীয় প্রজাদিগের একান্ত বিদ্বিষ্ট। উহা করসংগ্রাহক কর্ম্মচারীদিগের দোষে কেবল যে অত্যাচারের নিদান হয় এরূপ নয়, তদ্দানে অনেকের সামর্থ্যও নাই। চৌকিদারী টাক্সকেই আজি আমাদিগের বাক্যের প্রমাণ স্থলে গ্রহণ করিলাম। যাঁহারা চৌকিদারী টাক্সের যোগ্য পাত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক অযোগ্য পাত্রও উহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কত ব্যক্তির গৃহের কপাট ও গো মেষপ্রভৃতি বিক্রয় করিয়া টাক্স আদায় করিতে হয় যদি তাহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান হয়, তাহা হইলেই প্রমাণ হইবে, কত লোক দিতে অসমর্থ।

এ টাক্সে আমরা প্রজার অণুমাত্র ইষ্টও দেখিতে পাই না। যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়, প্রায়ই তাহা সংগ্রাহক কর্ম্মচারী ও প্রহরীদিগের বেতনে পর্য্যাপ্ত হয়। যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা রাজকোষগত হয়; তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। যে যে স্থানে চৌকিদারী টাক্স হইয়াছে, আর যেখানে হয় নাই, উভয়ের অবস্থাগত কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। উভয় স্থলেরই রাস্তা ঘাটপ্রভৃতির অবস্থা তুল্য। রক্ষাকার্য্যও তুল্যরূপে সম্পাদিত হইতেছে। বরং স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে চৌকিদারী টাক্স নাই, এরূপ গ্রামে চৌর্য্যের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প।

যখন প্রমাণ হইল, চৌকিদারী টাক্স প্রভৃতি অপরোক্ষ করের প্রতি প্রজার নিতান্ত বিদ্বেষ, তাহাতে অনেকের অসামর্থ্য এবং যেখানে চৌকিদারী টাক্স আছে, আর যেখানে নাই, উভয় গ্রামের অবস্থা সমান, তখন চৌকিদারী টাক্স উঠাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। উহা প্রজার হৃদয়শূলের ন্যায় হইয়া অনর্থক তাহাদিগকে উদ্বেজিত ও অসুখিত করিতেছে। যদি পুলিষ কর্ম্মচারীরা রাত্রিতে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া চৌকিদারদিগকে সতর্ক করেন, চৌর্য্যাদি হইলে তাহা গোপন না করিয়া তাহা লইয়া ধুম ধাম করা ও চৌকিদারের দণ্ড করা হয়, এবং এরূপ একটী নিয়ম করা হয়, যিনি নিয়মিতরূপে মাসে মাসে চৌকিদারের বেতন না দিবেন, তাঁহাকে ঐ বেতনের ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ দণ্ড দিতে হইবে, তাহা হইলে গ্রাম্য চৌকীদার দ্বারাই সুন্দররূপে গ্রাম শাসন হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, সেখানে অধিকতর কড়াকড় আছে, সে গ্রামের রক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতেছে। এখন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রাম্য লোকদিগের একটী অভূতপূর্ব্ব গুণ আবির্ভূত হইয়াছে। উহার দ্বারাও রক্ষাকার্য্যের সবিশেষ আনুকূল্য হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যে চৌর্য্যাদি হইলে গ্রামের লোকে পুলিষের উপদ্রব ভয়ে তাহা গোপন করিতেন এখন আর প্রায় সেরূপ করেন না, এখন গ্রামের অধিকাংশ লোকে সাহসী হইয়াছেন এবং এসকল বিষয় যত প্রকাশ হয় ততই মঙ্গলের বিষয় ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ যাবৎ গ্রামস্থ লোকদিগের এই সকল গুণের হ্রাস হইয়া গ্রামের রক্ষার ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত না হইতেছে, তাবৎ সম্পূর্ণরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতাই ইহার প্রমাণ। সেখানে পুলিষের বন্দোবস্তের ন্যূনতা নাই, প্রহরী অসংখ্য, ইনস্পেক্টর ও ইনস্পেক্টর জেনেরল প্রভৃতি অবস্থান ও বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু হত্যাদি গুরুতর দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে উহা ধৃত হইতেছে না, পরেও উহার অনুসন্ধান হইতেছে না। অতএব স্থির হইতেছে, চৌকীদারী টাক্স করিয়া প্রহরীর সংখ্যা অধিক করিতে পারিলেই গ্রামের সুন্দররূপ রক্ষা হয় না। তবে চৌকিদারী টাক্স লইয়া প্রজাদিগকে জ্বালাতন করিবার আবশ্যকতা কি?

এদেশীয়দিগের ইংলণ্ডগমনে কি উপকার হইতেছে?

বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বারিস্টর হইয়া কয়েক দিন হইল ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আরো কয়েক জন ইংলণ্ডে গিয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে আশা করিয়াছিলাম, এদেশীয়েরা ইংলণ্ডে পদ পাতিত করিলে এদেশের বিশিষ্ট উপকার দর্শিবে। কিন্তু কার্য্যে ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। "যিনি লঙ্কায় যাইতেছেন, তিনিই রাক্ষস হইতেছেন।" যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদিগের আর এ দেশের কোন বিষয় ভাল লাগিতেছে না। অন্য কথা কি, ইহাঁদিগের অধিকাংশ পূর্ব্বপরিণীত পত্নী পরিত্যাগেও উন্মুখ হইতেছেন। যাঁহাদিগের এ দেশের কোন বিষয়ই ভাল লাগিল না, তাঁহাদিগের হইতে দেশের উপকারপ্রত্যাশা মরীচিকায় জললাভপ্রত্যাশার ন্যায়

নিষ্কল সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিলাত হইতে কেবল আত্মসুখাভিলাষী হইবার স্বভাবটি শিখিয়া আসিতেছেন। বোম্বাইয়ের বিলাতপ্রত্যাগত পারশীর স্ত্রী পরিত্যাগের মকদ্দমায় বিচারকর্ত্তা বলিয়াছিলেন, পারশীর স্ত্রী পরিত্যাগ যদি ইংলণ্ড গমনের ফল হয়, তাহা হইলে এদেশীয়েরা যেন তথায় গমন না করেন। আমরা আরো কিছু অধিক বলিতেছি, এদেশ যদি তাঁহাদিগের ভাল না লাগে তাঁহারা যেন আর ইংলণ্ডে না যান।

—ঃ০ঃ—

প্রাপ্ত।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অমুন্নতি।

বায়ু।

(গতপ্রকাশিতের পর)

বায়ু অতি লঘু এবং তরল পদার্থ। মৎস্যে যেরূপ জলমধ্যে নিমগ্ন থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুসাগরে নিমগ্ন আছি। নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রভৃতি জীবন রক্ষণোপযোগী কার্য্য গুলি বায়ুদ্বারা সম্পাদিত হয়। ফলতঃ বায়ুই জীবনধারণের এক মাত্র উপায়। বায়ুর বিশুদ্ধতা অল্পেই বিনষ্ট হইতে পারে। ইহা যদি অন্য কোন দূষিত গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয় কিংবা ইহার স্বাভাবিক অংশের কিছু ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে ইহার নির্ম্মলত্ব গুণ বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্ম্মল বায়ু শরীরের পক্ষে যেরূপ উপকারী, দূষিত বায়ু সেই রূপ অপকারী। এক্ষণে নানা কারণে এ দেশের বায়ু দূষিত হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য দূষিত বায়ুর মধ্যে মেলিরিয়াটি অধুনা এখানে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে ইহার নাম ও কতক দোষোল্লেখ করা হইয়াছিল। অদ্য তাহার সংক্ষেপ বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। ইহা শরীরের পক্ষে মহানিষ্টকর। ইহার গুণ মনুষ্য মাত্রেরই অবগত থাকা কর্ত্তব্য। মেলিরিয়াটি যে কি পদার্থ, তাহার নিরূপণজন্য অনেক রসায়নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত মেলিরিয়াপ্রধান প্রদেশস্থ জল বায়ুকে রাসায়নিক পদার্থ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বাস্তবিক ইহা আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে নানা প্রকার মত দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই বলেন ইহা স্বভাবতঃ ভূগর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। পরে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। উষ্ণতাতে ইহা উৎপন্ন হয়। শীত কটিবন্ধে ইহা জন্মে না। অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কেন্দ্র নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার প্রবল প্রাদুর্ভাব এবং অনিষ্টকারিতাগুণ প্রধান রূপে লক্ষিত হয়। কেহ কেহ কহেন, আর্দ্রতা ইহার উৎপত্তির একটি কারণ। আর্দ্র ও জলপ্লাবিত প্রদেশগুলির মধ্যে মেলিরিয়ার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র আর্দ্রতা ও উষ্ণতাতে ইহা জন্মে না। মৃত্তিকা জল, তেজ এবং বায়ু এই চারিটি ভূতই ইহার উৎপত্তির হেতু। পরন্তু পচা পাশব ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য হইতেও ইহা উৎপন্ন হয়। যে দেশ অধিক উষ্ণ ও আর্দ্র, তথায় অসংখ্য পরিমাণে উদ্ভিজ্জ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে এবং সেই দ্রব্যগুলি যে পরিমাণে পচিতে থাকে, মেলিরিয়াও সেই পরিমাণে জন্মে। অনেক পণ্ডিত বলেন, এমন অনেক দেশ আছে যে তথায় পাশব ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য পচিতেছে না অথচ মেলিরিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই স্থানের মৃত্তিকার কেমন শোষণশক্তি ও গুণ যে ইহা জলপ্লাবিত হইলে অমনি সমুদয় জল শোষণ করিয়া লয়। পরে সূর্য্যকিরণ খরতর হই। ঐ সকল স্থান যত শুষ্ক হইতে থাকে ততই মেলিরিয়া উত্থিত হয়। ইহা গরল তুল্য পদার্থ। মানবদেহের পক্ষে বিশেষ অপকারী। নগরস্থ কলুষিত বায়ু যদিও অস্বাস্থ্যকর ও রোগমূলক কিন্তু তাহা মেলিরিয়া নহে। মেলিরিয়াতে একজ্বর পালাজ্বর প্রভৃতি জ্বর উৎপন্ন হয়। আর্দ্র ও জলপ্লাবিত স্থানবাসীরা সর্ব্বদাই মেলিরিয়াঘটিত জ্বর ভোগ করিয়া থাকেন। ভূগর্ভনিঃসৃত উক্ত সংহারক বায়ু অবস্থাভেদে মানব দেহোপরি নানা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেখানে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহার অহিতকারিতা গুণ আশু লক্ষিত হয়। কোন কোন অর্ণবপোতের নাবিকেরা কোন স্থানের ভূমিতে অবতরণ করিয়া এক রজনী অতিবাহিত করিয়া পোতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। যথায় ইহা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় ইহার অশুভ ফল বিলম্বে ফলিয়া থাকে। উক্ত বায়ু সেবনের সপ্তাহ, পক্ষ, অথবা মাসান্তে, অনেকেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে পীড়াটি শরীরের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, পরে কোনপ্রকার উত্তেজক কারণ পাইলেই পরিবর্দ্ধিত হয়। সর্ব্ব সময়ে মেলিরিয়ার সমান প্রাদুর্ভাব থাকে না। যে সময় স্থানসকল জলমগ্ন থাকে, তখন ইহার তেজের কিছু খর্ব্বতা দেখা যায়। পরে যখন ঐ স্থানগুলি শুষ্ক হইতে থাকে, তখন ইহা সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া চারি দিগে বিস্তৃত হয়। মৃত মহাত্মা বিসপ হিবার আপন লিখিত উত্তর প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্তে তৎ তৎ স্থানের মেলিরিয়ার প্রাদুর্ভাবের বিবরণ লিখিবার সময়ে লিখিয়াছেন যে, "আমি পোষ্টমাষ্টার বুল ডারসনকে জিজ্ঞাসা করিলাম মেলিরিয়ার উত্থান সময়ে বানরেরা অরণ্য পরিত্যাগ করে কি না? তিনি উত্তর করিলেন বানর কি প্রাণিমাত্রেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে উক্ত স্থান সকল পরিত্যাগ করে। ব্যাঘ্রেরা পর্ব্বতোপরি পলায়ন করে। কালসার ও বন্য বরাহসকল কর্ষিত ক্ষেত্রে গমন করিয়া উপদ্রব করে। ডাকবাহক ও সৈনিক পুরুষদিগকে ঐ অরণ্য দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া বলেন, ঐ সময়ে ঐ প্রাণিশূন্য ভয়ানক স্থানে একটী পক্ষীর রবও শুনিতে পাওয়া যায় না। বর্ষাকালে সর্ব্বদা বারিবর্ষণ হয় ও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে। তখন বাষ্পোদগম বন্ধ থাকে বলিয়া ঐ অরণ্য দিয়া কথঞ্চিৎ রূপ নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে ও বর্ষার অব্যবহিত পরে অর্থাৎ মে এবং আগষ্ট মাসের শেষে ও সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে ইহা অতিশয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে; পলায়িত প্রাণিসকল অকটোবর মাসে পুনরাগমন

করে। ঐ মাসের শেষে কাঠুরিয়া ও গোপালকেরা সাবধান হইয়া তথায় গমন করে নবেম্বরের অর্দ্ধেকের পর মার্চ্চ মাসপর্য্যন্ত সেনাগন তাহার ভিতর দিয় গমনাগমন করে। স্থানের উষ্ণতা ও উচ্চতাভেদে মেলিরিয়াঘটিত জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন আকার দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার কএকটি বিশেষ গুণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১ ম। ইহা জলোপরি দিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে না। বোধ হয় জল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

২ য়। ক্ষুধার্ত্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা ইহা দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হন।

৩। যে দেশে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তথাকার লোক অপেক্ষা ভিন্নস্থান বাসীদিগকে সহসা ভীষণরূপে আক্রমণ করে। মেলিরিয়াপ্রধান প্রদেশবাসীরা সর্ব্বদাই ঐ বায়ু সেবন করিয়া থাকেন বলিয়া উহা তাঁহাদের এক প্রকার সহ্য হইয়া গিয়াছে। অভ্যাসের কেমন মহিমা যে, মেলেরিয়াটী তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না।

৪ র্থ। মেলিরিয়াপ্রধান প্রদেশসকল দিবস অপেক্ষা রজনীতে ভীষণ আকার ধারণ করে। ঐ সকল প্রদেশের অনাবৃত স্থানে যদি নিশা যাপিত হয়, তাহা হইলে জ্বর হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহার কারণ হয় ত পূর্ব্ব নিঃসৃত মেলিরিয়া সকল রজনীতে ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে; কিম্বা রাত্রিতে উহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়; অথবা লোকের ধাতুর গুণেই হউক, এই কারণ গুলির মধ্যে কোন না কোন কারণে জ্বর হইয়া থাকে। কোন অর্ণব যানের ২৯৬ জন নাবিক কোন একটী মেলিরিয়াপ্রধান প্রদেশে গমন করিয়াছিল। তন্মধ্যে ২৮০ জন দিবসেই জাহাজে প্রত্যাগমন করে। অবশিষ্ট ১৬ জন তথায় রজনী অতিবাহিত করে বলিয়া জ্বরাক্রান্ত হয়। তাহাদের মধ্যে ১৩ জন মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হয়। কিন্তু যাহারা দিবসে প্রত্যাগমন করে তাহাদের এক জনও পীড়িত হয় নাই।

৫ ম। ইহা নিম্নস্থানপ্রিয়। বায়ু অপেক্ষা গুরুতা প্রযুক্ত হউক বা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির গুণেই হউক, অথবা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বায়ুসকল বাষ্পপরিপূরিত হয় বলিয়া তাহার সহিত মিশ্রিত হয়। যে কোন কারণে হউক ইহা নিম্ন স্থানে থাকে। অনেক মেলিরিয়াপ্রবল প্রদেশস্থ সৈন্যদিগের বাসস্থানের তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেসকল সৈন্য দুই বা তিন তালা গৃহে বাস করে তাহাদের অপেক্ষা এক তালা গৃহবাসীরা অধিক পীড়িত হয়।

৬ ষ্ঠ। ইহা বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থানসকলে গমন করিয়া তাহাদিগকে পীড়াজনক করিয়া তুলে। বাদার সন্নিহিত নগরগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে, যখন বাদার দিক হইতে বায়ু আইসে তখন নগরবাসীরা পীড়িত হন। যখন অন্যান্য দিক হইতে বায়ু বহিতে থাকে তখন নগরগুলি স্বাস্থ্যকর থাকে।

৭ ম। সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল ইহাকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং উহা সেই বৃক্ষসমূহে আবদ্ধ থাকে যদি কেহ সেই পাদপসমূহের তল দিয়া গমনাগমন করে, কিম্বা তাহাদের তলে নিদ্রা যায় তাহা হইলে মেলিরিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা মেলিরিয়ার উক্ত গুণ বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহারা সেই সেই গাছের তল দিয়া গমনাগমন করে; সুতরাং পীড়িত হয়। গাছগুলি এক পক্ষে যেমন অপকারক পক্ষান্তরে তেমনি উপকারক। ইহা শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ গুলিকে অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে না।

মেলিরিয়াটি কেবলমাত্র জ্বরোৎপাদক নহে, ইহা সাধারণের স্বাস্থ্যনাশক। ডাক্তর ওয়াটসন সাহেব বলিয়াছেন, যেখানে মেলিরিয়া অধিক পরিমাণে জন্মে এবং যথায় ইহা বহুকাল ব্যাপিয়া থাকে। তথাকার লোকেরা মলিন ও পাংশুবর্ণ হয়। তাহাদের শরীর ভগ্ন ও রুগ্ন হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহারা কর্ম্মকাতর হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের অল্পবয়স্ক তনয় তনয়াদিগের আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাদের বয়সের আধিক্য হইয়াছে। যে পরিমাণে তাহাদের শারীরিক বল বীর্য্যের হ্রাস হয় সেই পরিমাণে মানসিক বৃত্তিগুলিও নিস্তেজ হইয়া আইসে। পাঠকবর্গ একবার এখানকার লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার দুর্দশাগ্রস্ত হইতেছেন কি না, দেখিতে পাইবেন। এখানে দিন দিন যেরূপ মেলিরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে ও অত্রত্য লোকের যেরূপ দৈহিক অবস্থা হইয়া আসিতেছে; বোধ হয় যেন দেশটি শীঘ্রই লয়প্রাপ্ত হইবে। কৃষিকার্য্য ও জলপ্রণালী অর্থাৎ জল নির্গমনের উপায় হইলে মেলিরিয়া উৎপত্তির নিবারণ হইতে পারে। বাণিজ্যের ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে এখানে কৃষিকার্য্য এক প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু জল প্রাণালীগত বিলক্ষণ দোষ আছে। জল প্রণালীর বর্ণনা সময়ে বলিয়াছি এবং অদ্য বলিতেছি যে, উহার প্রতি দয়াবান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোক মনোযোগী হউন, অবশ্যই শুভ ফল ফলিবে।

—:•:—

বিবিধ সংবাদ।

৬ ই আশ্বিন সোমবার।

কাশ্মীরেও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছে। এদিগে বৃষ্টি আর ধরে না উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রখর সূর্য্যোত্তাপে সকলই দগ্ধ হইতেছে।

সম্প্রতি আলাহাবাদে প্রবল বাত্যা হইয়া বস্তুর বাটী নষ্ট করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ছাপাখানার দুই জন লোক হত হইয়াছে। এই বাত্যা অতি অল্প স্থানে হইয়াছে। ইহা ক্ষুদ্র নদীর স্রোতের ন্যায় যে দিগে বহিয়া গিয়াছে সেই দিগের বৃক্ষ ও বাটী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ভুজবল সিংহনামক এক জন রজপুত ঠাকুর গান্দাপরগণার নিকটস্থ বাদল সিংহ নামক এক জন জমীদারকে বধ করিবার কার্য্যে লিপ্ত থাকাতে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্যক্তি ভুজবলকে ধৃত করিবেন, তিনি ৫০০ টাকা নগদ ও কিঞ্চিৎ ভূমি নিজের জীবনপর্য্যন্ত নিষ্করে পাইবেন; তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারীকে নিয়মিত করের তৃতীয়াংশ মাত্র দিতে হইবে। রাজপুতনার ঠাকুরদিগকে শাসন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। মধ্য কালে ব্যারনেরা ইউরোপে যেরূপ করিতেন, নবাব আমলে অযোধ্যার তালুকদারদিগের দ্বারা যে কার্য্য হইত তাহা এক্ষণে রাজপুতনায় হইতেছে।

৭ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

বোম্বাইয়ের টেলিগ্রাফ বিভাগের আর এক জন কর্ম্মচারীর দণ্ড হইয়াছে। লরেন্স বাস নামক

এক জন পর্টুগিজ এক জাল টেলিগ্রাম করিয়া এক বণিকের নিকট হইতে ৩১০০ টাকা লওয়াতে তাহার তিন বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এক আর স্লো নামক এক জন ইংরাজ কেরাণী এই বিচারের সময়ে পূর্ব্বাপর এরূপ বিপরীত জবান বন্দী দিয়াছিল যে বিচারপতি অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আজিম খাঁর সকল সৈন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করাতে তিনি পলায়ন করিতে বাধিত হইয়াছেন। জেলেলাবাদ সিয়ার আলির হস্তগত হইয়াছে। আবদুল রহমন খাঁ রুশীয় সেনাপতির নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

যে ইউরোপীয় আপনাকে লণ্ডনের ডাক ঘরের এক জন ইনস্পেক্টর বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেককে ঠক ইয়া টাকা লয়, তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত আট মাস মেয়াদ হইয়াছে।

৮ ই আশ্বিন বুধবার।

সোমবার রাত্রিতে বেচুয়ানামক এক জন মালাই কয়েক ব্যক্তিকে এক ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিয়া ধৃত হইয়াছে। এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। মালাই উন্মত্ততার ভাণ করিতেছে। মালাইরা আফিনের নেশায় মধ্যে মধ্যে অকারণ লোকদিগকে বধ করে। জাবাতে এপ্রকার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা হয়। তথায় এমত লোককে যে সে ব্যক্তি বধ করিতে পারেন।

৯ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর পিতার সম্পত্তি পাইবার নিমিত্ত প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ করিয়াছেন।

উক্ত পত্র আক্ষেপ করেন বর্ত্তমান পঞ্জাবী রেজিমেণ্টসমূহে আর পূর্ব্বকার ন্যায় শীক সৈন্য নাই। এক্ষণে কেবল নিম্নশ্রেণির শীক ও পাঠানের সংখ্যাই অধিক। ফ্রেণ্ড বলেন বেতন অল্প হওয়াতে উচ্চতর শ্রেণির লোকেরা প্রবেশ করেন না। ইহা একটী কারণ বটে, কিন্তু যতদিন এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকদিগকে কমিসন দেওয়া না হইবে, ততদিন সিপাহী সেনাদলের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইবে।

গত জুলাই মাসে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে ১১০০,৯২,৩৮০ টাকা জমা ছিল। পূর্ব্ববৎসরে এসময়ে ১২,৩৩,৪১,৩১৫,ও ১৮৬৬ অব্দের জুলাইয়ের শেষে ১৩,০২,৮৫,৮০৯ টাকা ছিল। জমা টাকা কমিবার কারণ কি?

১০ ই আশ্বিন শুক্রবার।

আগষ্ট মাসের শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ১০ ১২,৫০,৮১০ টাকার নোট প্রচারিত ছিল। ইহার প্রতিভূস্বরূপ নগদ ৬,২৮,৭৬ ৬৩১ টাকা অমুদ্রিত রৌপ্য ৫৬,৬১,৭১৮ টাকা, ১৪,৭৪. ৯৫০ টাকার অমুদ্রিত স্বর্ণ এবং ৩,২৫,৬৪,৯৫৬ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

১১ ই আশ্বিন শনিবার।

গত কল্যের গেজেটে সহকারী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির পরীক্ষার নূতন নিয়মাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম পূর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিনতর পরীক্ষা হইবে। কিন্তু পরীক্ষক পরিবর্ত্ত করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা আপনারা দেশীয় ভাষা জানেন না, তাঁহাদিগকে পরীক্ষক করিলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হইবে না।

১৩ ই আশ্বিন সোমবার।

এক জন আগড় হইতে লিখিয়াছেন, বন্যেরা সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের দূতগণ বলিতেছেন যেসকল সর্দ্দারকে রুদ্ধ করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া না দিলে সন্ধির কথা হইবে না। প্রায় ১২০০০ সৈন্য সমবেত হইয়াছে। সোয়াতের আখুন্দ অদ্যাপিও বক্তৃতার প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার তাড়নায় হিন্দুস্থানী বিদ্রোহীরা পলায়ন করিতেছে। এই হতভাগ্যদিগকে সাধারণ্যে ক্ষমা করা উচিত; যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে।

রাজকুমার নেওন মেওয়া কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন।

ডাক্তর রস্তমজি বাইরামজি একটী সিপাহী রেজিমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন অবধি তিনি আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করাতে পারসী বিবাহের আইন অনুসারে সম্প্রতি তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহবাসের নিমিত্ত নালীশ করেন। ডাক্তর এই আপত্তি করেন, প্রথমতঃ তিনি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগের অধীনস্থ নহেন এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্ত্রী এমন মূর্খ যে তাঁহার সহবাস তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হয়। প্রথম আপত্তিতে মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইয়াছে। বিচারপতি টাকার দ্বিতীয় আপত্তি উপলক্ষে বলিয়াছেন, যদি বিবাহিতা স্ত্রী ত্যাগ ইংলণ্ডে যাইবার ফল হয় তবে তথায় গমন না করাই কর্ত্তব্য।

১৪ ই আশ্বিন মঙ্গলবার।

২১ এ সেপ্টেম্বর সিমলাতে এক শিল্পপ্রদর্শন হইয়াছে। কতকগুলি সখের চিত্রকর চিত্রপট ও ফটগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই ইউরোপীয়। বিশপ কটনের বিদ্যালয়ে প্রদর্শন হয়। সর রিচার্ড টেম্পল এই উপলক্ষে এক বক্তৃতা করেন এবং গবর্ণর জেনরল নিজে প্রদর্শন খুলিয়াছিলেন।

বেরারে বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের পক্ষে কতক সুবিধা হইয়াছে। পঞ্জাবেও কতক বৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু হিসার বিভাগটী অনাবৃষ্টিতে উৎসন্ন হইল। বিস্তর লোকে গৃহ ত্যাগ করিয়া গুজরাটের দিকে পলায়ন করিতেছে। ময়দানে তৃণ নাই; এক ঘড়া জল দুই আনায় বিক্রীত হইতেছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ার আলি খাঁ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন। আমীর এক দিবস দরবারে বলিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাহাকেও বিপদের সময়ে সাহায্য করেন না। তাঁহারা বলবান বটেন; কিন্তু অতিশয় স্বার্থপর সিয়ার আলি যে একথা বলিবেন, তাহা পূর্ব্বেই জানা আছে।

১৫ ই আশ্বিন বুধবার।

কোলনিষ্টস অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ক্রমশঃ উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে যাবতীয় আদালতে প্রদেশীয় ভাষা প্রচলিত করা হইবে। এটী বুদ্ধির কাজ।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, ষ্টেটসেক্রেটারির আজ্ঞানুসারে প্রতি প্রেসিডেন্সিতে এরূপ এক এক তালিকা থাকিবে যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের কোথায় কত ভূমি আছে তাহাতে তাহার হিসাব থাকিবে। চিহ্নিত কর্ম্মচারিগণ কোনরূপে আপন আপন প্রেসিডেন্সিতে ভূমি রাখিতে পারিবেন না।

১৬ ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

গবর্ণর জেনরলের অনুরোধানুসারে ষ্টেটসেক্রেটারি বঙ্গদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কারণ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ১২০০০ করিয়া টাকা ব্যয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

১৭ ই আশ্বিন শুক্রবার।

ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়াতে টোনসেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন, সর জন লরেন্সকে লার্ড উপাধি দেওয়া হইবে।

১৮ ই আশ্বিন শনিবার।

সীতানা হইতে বিস্তর ওহাবি ব্রিটিশ সীমায় পলায়ন করিয়া আসিতেছে। সোয়াতের আখুন্দ ও অম্বের নবাব তাহাদিগকে বিব্রত করিতেছেন। উহারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে সীমায় শান্তি বিরাজমান হইবে সন্দেহ নাই।

২০ এ আশ্বিন সোমবার।

আমির সিয়ার আলী খাঁ ভারতবর্ষীয় দূতকে বলিয়াছেন, তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্ব করিতে অনিচ্ছু নহেন। শুনা যাইতেছে, গবর্ণর জেনরল নাকি আহ্লাদসহকারে এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন।

আজমিরে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন তৃণপর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়াছে। মাড়োয়ার হইতে বিস্তর লোক স্থানান্তরে পলায়ন করিতেছে।

২১ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

লাহোর ক্রনিকেলে লিখিত হইয়াছে, এক জন কুলি এক জন ইউরোপীয়ের নিকটে বেতন পাইত। ঐ বেতন আদায় করিতে যাওয়াতে ইউরোপীয় তাহাকে গুলি করে। সৌভাগ্যক্রমে গুলি লাগে নাই। পুলিষ ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিতে গিয়া দূরীভূত হন। পরশেষে অনেক কষ্টে এই ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। মুলতানের সহকারী কমিসনর ৪০০০ টাকা জামিনিতে এই ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন।

২২ এ আশ্বিন বুধবার।

এরূপ জনশ্রুতি, হাইদরাবাদের নিজাম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে টাকা ধারিতেন তাহা শোধ দিয়া বেরার প্রত্যর্পণ করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

২৩ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় সেনাগণ উত্তর পশ্চিম সীমা পার হইয়া বন্য দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছে। বন্যগণ এক্ষণে সন্ধিপ্রার্থনা করিতেছে।

২৪ এ আশ্বিন শুক্রবার।

ফ্রেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া অনুমান করেন, আগামী বর্ষে কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী সম্পূর্ণ হইবে।

৩০ এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৭৯.৯৬

ইঞ্চ বৃষ্টি পড়িয়াছে। গত চৌদ্দ বৎসরে ৬১.৫১ ইঞ্চ জল হইয়াছিল।

২৫ এ আশ্বিন শনিবার

রাজাদেবনারায়ণ সিংহ, কর্পূরতলার কাশী ও চোলপুরের রাজগণ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক ভদ্র লোক একত্র হইয়া টাকা চাঁদা করিয়া তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি এডওয়ার্ডস সাহেবকে স্মরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ ৮০০০ টাকার প্রদান করিয়াছেন। নগদ টাকার অপেক্ষা বিচারপতির স্মরণার্থ সাধারণের হিতকর কোন কাজ করিলে ভাল হইত।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৬ ই সেপ্টেম্বর। ২৪ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত মহাসভা স্থগিত থাকিবে।

আবিসিনিয়ার সেনাদলের অন্তর্গত বেলুচি রেজিমেণ্টের মেজর বেবিল কম্প্যানিয়ন অব দি বাথ উপাধি পাইয়াছেন।

পিরু ও ইকুয়েডরের ভূমিকম্পের প্রকৃত সংবাদ টেলিগ্রাফে আসিয়াছে।

প্রুশীয়ার রাজা সম্প্রতি এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ইউরোপীয় শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, শান্তি রক্ষা যে হইবে তাহার আর এক লক্ষণ এই প্রুশীয় সৈন্য ও নাবিকগণ সুসজ্জ রহিয়াছে। বাধিত হইলে তাহারা যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা স্থির করিবার নিমিত্ত যেসকল বারিষ্টর মফস্বলে গিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে এ ক্ষমতা দিতে অসম্মত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অদ্যকার প্রাতঃকালের টাইমসের এক প্রস্তাবে দার্জিলিঙকে ভারতবর্ষের ভাবিষ্যৎ রাজধানী করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

১৭ ই সেপ্টেম্বর। মাগদালার লার্ড নেপিয়রকে এডিনবরাবাসীদিগের স্বত্ব ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি বলিয়াছেন এটী তাঁহার নিজের ও সহযোগী যোদ্ধাদিগের সম্মানচিহ্নের স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। উপসংহারে তিনি স্কচদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ধর্ম্মাচারণ হওয়াতে তাঁহারা এত সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকেন।

গত কল্য যুদ্ধের জনরব হওয়াতে পারিসের সকলে অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া চলেন; কিন্তু ফরাশী গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছে, প্রুশীয়ার রাজার বক্তৃতা শান্তিসূচক। সম্রাট নেপোলিয়ন এক্ষণে ব্যারিবিটজে আছেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর। লর্ড মঙ্ক। ইয়ং কানাডার গবর্ণর জেনরল হইয়াছেন। অদ্যকার প্রাতঃকালের টাইমসের এক প্রস্তাবে পুনর্ব্বার আক্ষেপ করা হইয়াছে আবিসিনিয়ার যোদ্ধাগকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। কাপ্তেন হালাম, ফ্রসেট, ওহক এবং মেজর ষ্টানফিন ডের নাম করা হইয়াছে।

ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট ফরাশী গবর্ণমেণ্টকে রোম হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন করিবার অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব হয়, তাহা কর্তৃপক্ষ অলীক বলিয়াছেন।

তুর্কিস্থানে সাহায্যকারী রুশীয় সৈন্য প্রেরিত হইবে। সেনাপতি কফমান সেণ্ট পিটার্স বর্গে যাইবার কল্পনা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াছেন।

ওরিএণ্টল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ শত করা ১২ টা করিয়া লাভ দিয়াছেন। নাশনাল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ শতকরা ৬ টাকা ও এক টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বরে। কর্ণেল উইলসন পাটেন আরল মেয়ের পরিবর্ত্তে আয়ারলণ্ডের প্রধান সেক্রেটারি হইয়াছেন।

গত কল্য সম্রাট নেপলিয়নের সহিত স্পেনের রাজ্ঞী ইসাবেলার সাক্ষাৎ হইয়াছে।

২১ এ সেপ্টেম্বর। স্পেনের বর্ত্তমান রাজবংশের বিপক্ষ হইয়া কাডিজের সৈন্যগণ ও রণতরির নাবিকগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। দুর্গের সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়াছে। মণ্টোপেনের ডিউক বিদ্রোহীদিগের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। যেসকল সেনাপতি দেশবহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মাদ্রিদে শান্তি আছে। ক্যাসেব অন্তর্গত নিবার বিভাগে গবর্ণমেণ্টের পক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। বার বিভাগেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক মনোনীত হইয়াছে।

আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় সংক্রান্ত কমিসনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিসনরগণ কাশেল, কিলালো, কিলমোর ও মিথের বিশপের পদ উঠাইয়া অন্য অন্য বিশপের এলাকার অন্তর্বর্ত্তী করিতে বলিয়াছেন। ডবলিনের আর্চ বিশপের পদ ও আর্টটী ব্যতীত আর সকল ডীনের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যেখানে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের সংখ্যা ৪০ জনের কম সেখানে ধর্ম্মযাজক রাখিবার আবশ্যকতা নাই, এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, আগামী অক্টোবর মাসে রুশীয়ার সহিত বোখারার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।

২২ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে বিদ্রোহীরা সেবিলত ও আণ্ডালুসিয়ার সমুদয় অংশ অধিকার করিয়াছে। সেনাপতি প্রিম মাড্রিড আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতেছেন। মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়াছেন। সিনোর কঞ্চা কৌন্সিলের সভাপতি ও প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন।

প্রুশিয়ার রাজা সম্প্রতি আর এক শান্তিসূচক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বকার বক্তৃতার অভিপ্রায় কেন করা হইয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ফ্রান্সে মোসিলিতে গবর্ণমেণ্টের পক্ষের লোক প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছে।

২১ এ সেপ্টেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, ঐ দিবস মহাসভা বসিয়া অক্টোবর পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছে।

২৩ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, বিদ্রোহ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। ভূত মন্ত্রিগণ ফ্রান্সে পলায়ন করিয়াছেন। আপাততঃ শাসন করিবার নিমিত্ত প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনাপতি এসপার্টেরো সভাপতি হইয়াছেন। রাজ্ঞী ইসেবেলা সান সিবাষ্টিনে আছেন।

এরূপ জনশ্রুতি ফরাশী গবর্ণমেণ্ট ৮০০০০ সৈন্যকে আপন আপন গৃহে যাইবার অনুমতি দিবার মানস করিয়াছেন।

কাপ্তেন হেক পদত্যাগ করাতে গত রাত্রির গেজেটে দেখা গেল, সর রবার্ট মণ্টগমারি ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। সার্জ্জন লম্সডেন ও লন আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ পদ দেওয়া হইয়াছে।

গত কল্যের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে, জর্জিয়া প্রদেশে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া ৩৫ জন কাফ্রি হত হইয়াছে।

এবার মিসরে ৪ লক্ষ বস্তা তুলা হইয়াছে স্থির হইয়াছে।

২৪ এ সেপ্টেম্বর। লিডসের লোকেরা যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তরদানের সময়ে রেবার্ডি জনসন সাহেব বলিয়াছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ড উভয়ের স্বার্থগত ভেদ নাই।

স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে বিদ্রোহের পরস্পর বিরোধী সংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা স্পষ্ট জয় লাভ করিতেছে। তাহারা বোরবণ রাজবংশকে দূরীকৃত করিয়া জাতিসাধারণ প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিবার কথা কহিয়াছে। রাজ্ঞী ইসেবেলা সানসিবাষ্টিনে আছেন।

২৫ এ সেপ্টেম্বর। চারলস মিলস সাহেব বারনেট হইয়াছেন।

স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে, বিদ্রোহীরা দুর্গ গুলি অধিকৃত করিয়াছে। তাহারা আরও আণ্ডালুসিয়া, এষ্ট্রিমাডুরা, করুনা গালিসিয়া ও সাণ্টাণ্ডার প্রদেশগুলি অধিকার করিয়াছে। তাহাদিগের প্রধান দল সেবিলে আছে। তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈন্য যাইতেছে।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে করডোবার নিকটে সেনাপতি নবালিকসের ও সারাণ্ডের সহিত শীঘ্র যুদ্ধ হইবে। সেনাপতি নবালিকস সেনাদলের অগ্রভাগ লইয়া সরাণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সেনাপতি প্রিম তিনখানি ফ্রাইগেট লইয়া কার্থেজিনা আক্রমণ করিতেছেন। তত্রত্য শাসনকর্ত্তা আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। যুদ্ধ শীঘ্রই হইবে। বালেন্সিয়া এবং পুরাতন ও নূতন কাষ্টিলের অধিকাংশ লোকে বিদ্রোহী হইয়াছে। রুশীয় সম্রাট

প্রুশিয়ার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছেন।

৩১ এ অক্টোবর মাগদালার লার্ড নেপিয়র বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিবেন। মাডাম রাচেলের দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে তাহার পাঁচ বৎসর মেয়াদের আজ্ঞা হইয়াছে।

২৯ এ সেপ্টম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে, কার্থেজিনা ও গ্রানেডা নগরের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়াছে। রাজকীয় সৈন্যগণ উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়াছে। বিদ্রোহী দল এক ঘোষণাদ্বারা আপনাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা সকলকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম্মের ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা দিবার অভিলাষী হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজবংশকে দূর করিয়া দেওয়া তাঁহাদিগের অভিপ্রেত।

—•—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৬ ই সেপ্টেম্বর—যত দিন ডবলিউ. ওয়েবেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ই. এস, মোমাল সাহেব বগুড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর. সি. হামিলটন সাহেব (তিনি সম্প্রতি ঢাকাবিভাগে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়াছেন) ২৯ এ আগষ্ট বাখরগঞ্জে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফগণ প্রথম শ্রেণিস্থ হইয়াছেন:—

বাবু জয়গোপাল সেন, সাহাবাদের অন্তর্গত বকসায়।

" বৈষ্ণবচরণ দাস ঢাকাতে।

" গুরুপ্রসাদ সেন, রঙ্গপুরে।

মৌলবী নুরুলহোসেন চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানিয়াতে।

বাবু উমাচরণ কাস্তগিরি ত্রিপুরার অন্তর্গত আমীর গ্রামে।

মৌলবী হসমতুল্লা ত্রিপুরার অন্তর্গত বেগমগঞ্জে।

বাবু বৈষ্ণবচরণ দাস ঢাকার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন, মালদহের মুন্সেফ হইবেন, কিন্তু যত দিন আর এক জন কর্ম্মচারী রঙ্গপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফের কার্য্যের ভার না লন তত দিন তিনি তথায় থাকিবেন।

নিম্নলিখিত মুন্সেফেরা দ্বিতীয় শ্রেণিস্থ হইয়াছেন।

মৌলবী গজফর আলী হাজারী বাগের অন্তর্গত খড়্গদহে।

" করিদবক্স গয়ার অন্তর্গত বেহারে।

" তমিজুদ্দিন ভাগলপুরের অন্তর্গত তেগড়াতে।

বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বামনাড়াতে।

" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় চট্টগ্রামের অন্তর্গত দিয়াঙে।

" হরপ্রসাদ সেন, রঙ্গপুরের অন্তর্গত অলিপুরে।

" ভগবানচন্দ্র সেন, ময়মনসিংহের অন্তর্গত নিকলিতে।

" হরিশ্চন্দ্র মিত্র বর্দ্ধমানের মুন্সেফ হইবেন।

" মহেশচন্দ্র রায় কাউখালিতে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন।

" পার্ব্বতীকুমার রায় হাজারিবাগে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, বি, এল, রাজসাহীর অন্তর্গত বেল মাড়িয়ার মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর রামকুমার বসু তমোলুক উপবিভাগের ভার পাইয়া মেদিনীপুরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

যত দিন লেপ্টনণ্ট কর্ণেল ই. এ, রাউলাট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এফ, গ্রাণ্ট সাহেব পশ্চিম দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

১৮ ই সেপ্টেম্বর—জে, জি, এন পোগস সাহেব ইংলণ্ডীয় বিক্টোরিয়ার ১৪ ও ১৫ অব্দের ৪০ আইন ও ভারতবর্ষের ১৮১২ অব্দের ৫ আইন অনুসারে ঢাকায় বিবাহের রেজিষ্ট্রার হইবেন।

ডবলিউ, এচ, ওকলি সাহেব দারজিলিঙের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বালেশ্বরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

রেবেরেণ্ড ই, সি, বি, হালাম।
বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু।

জে, ওয়েষ্টলাণ্ড সাহেব যশোহরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাসরহাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় বারুইপুর উপবিভাগের ভার পাইবেন।

বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর. টি. সিবেষ্টার সাহেব তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

১৯ এ সেপ্টেম্বর। মৌলবী ইরাদত আলী বীরভুমের অধস্থ জজ হইবেন। ২৬ এ আগষ্টের গেজেটে তাঁহার বাঁকুড়ার নিয়োগের যে বিজ্ঞাপন হয় তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

২৬ এ আগষ্টের গেজেটে বাবু রামতারক বসুকে বাখরগঞ্জের অধঃস্থ জজের পদে নিযুক্ত করিবার যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহা রহিত হইল।

বাবু নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বরিশালের ছোট আদালতের জজ ও বাখরগঞ্জের অধঃস্থ জজ হইবেন।

যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ জি. এস, পার্ক সাহেব আপনার কার্য্যাতিরিক্ত কিছু দিনের জন্য তত্রত্য প্রতিনিধি সিবিল ও সেসন জজের কার্য্য করিবেন।

যত দিন ডাক্তর এস, এল, শারকোর বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডা. কর জে, ফকস ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ধুবড়িতে সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় হইয়াছে, তাহা চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের এক সভা হইবে।

গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিসনর।
সিবিল সার্জ্জন।
বাবু প্রতাপচন্দ্রবড়ুয়া রায় বাহাদুর।
ধুবড়ির মুন্সেফ।
বাবু কার্ত্তিকনারায়ণ চৌধুরী।
" কাশীনারায়ণ সিংহ বড়ুয়া।
" পদ্মলোচন গোস্বামী।
" গোলোকনাথ গোস্বামী।

ধুবড়ির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর উক্ত সভার সম্পাদক হইবেন।

২১ এ সেপ্টেম্বর। যত দিন ডবলিউ, এচ, ডি, অইলি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, ই, ওয়াড সাহেব এম, এ, ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী গোলাম হোসেন (যাঁহাকে ঢাকা বিভাগে বদলী করা হয়) ময়মনসিংহে অবস্থিত করিবেন।

যত দিন এ, রাটে, সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, জে, জে, কাম্বেল সাহেব কাঁথি উপবিভাগের ভার পাইয়া মেদিনীপুরে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২২ এ সেপ্টেম্বর। এচ, ক্লার্ক সাহেব ময়মনসিংহের বিদ্যাশিক্ষাসভার সম্পাদক হইবেন।

যত দিন এচ, সি, বি, সি, বেবাণ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, বক্‌ওয়েল সাহেব পুরীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং পদগুণে কটকের করদ মহলের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নবীনচন্দ্র গুপ্ত পালামাউ সদর মহকুমায় দেওয়ানী চিকিৎসার ভার পাইবেন।

যত দিন এফ, টি, প্রাটস সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে মাষ্টাস সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৮ এ সেপ্টেম্বর। এফ, গ্রেবস সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৯ এ সেপ্টেম্বর। কটকের করদমহলের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট আপাততঃ যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন উক্ত মহলসমূহে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

মহাশয়! গত ২৬এ আগষ্ট এলাহাবাদ গবর্ণমেন্টস্কুলের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইয়াছে। ২৬২ জনের মধ্যে ৬০ জন ছাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে গত ১২ ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রিতে গগন মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রবিবার অবধি এখানে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সোমবার প্রাতঃ কাল অবধি রাত্রি প্রায় ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত এরূপ বৃষ্টি হইয়াছে যে বড় বড় পুষ্করিণী, নালা ডোবা প্রভৃতি সমুদয় ভাসিয়া গিয়াছে। জলের অভাবে যে সকল শস্য শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, তাহাদের আর হানিসম্ভাবনা নাই এবং রবিশস্যের আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি সমুদায় দ্রব্য টাকায় দুই তিন সের শস্তা হইয়াছে।

বৃষ্টি হওয়াতে দেশের সম্পূর্ণ উপকার হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদ্বারা এখানে যে কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। গত সোমবার বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার নিকট হইতে হঠাৎ একটি প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া অনেক বড় বড় বৃক্ষ ও গৃহাদি একে বারে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়াছে। এখানকার গবর্ণমেন্ট চাপাখানা বাটীটি পড়িয়া যাওয়াতে দুই ব্যক্তি চাপা পড়ে। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি একেবারে জীবন হারাইয়াছে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃত প্রায় হইয়া হাসপাতালে আছে।

গত সোমবারের বৃষ্টিতে এখানকার আতর সুইয়া বসতির নিকটে একটি পুষ্করিণীর নিকট একটি দহ পড়িয়াছে। ইহা ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ২০।২৫ হস্ত পরিমাণে প্রশস্ত এবং ৭।৮ হস্ত গভীর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানে কোন জলনিকাশী রাস্তা ছিল না। উচ্চতর পগার তোলা আবাদি জমী ছিল। কেবল বৃষ্টির জলের স্রোতে কি প্রকারে এত মাটি স্থানান্তরিত করিল বলিতে পারি না।

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কিছু দিন হইল, অত্রত্য ভদ্র লোকেরা এখানে একটী গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় হইবার প্রার্থনায় আমাদিগের প্রতিনিধি কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কেম্বল সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার (কেম্বল সাহেবের) নিকট কর্তৃপক্ষ "শ্রীহট্টের পূর্ব্বের গবর্ণমেন্টস্কুল উঠিয়া যাইবার কারণ কি? শ্রীহট্টবাসীরা তথায় গবর্ণমেন্ট স্কুল সংস্থাপনের উদ্যোগে আছেন কি না? এবং তথায় স্কুল স্থাপনের উপযোগী ভাল গৃহ আছে কি না? এই তিন বিষয় জানিয়া রিপোর্ট করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই কারণে সে দিন কেম্বল সাহেব এক সভা করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছে, আপাততঃ স্থানীয় চাঁদা দ্বারা একটী গৃহ নির্ম্মিত হইবে। তজ্জন্য এপর্য্যন্ত ৭০০ অপেক্ষা অধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

কএক দিন অজস্র বৃষ্টি হওয়াতে অকস্মাৎ জল বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

প্রায় দেড় মাস কাল বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, তন্নিবন্ধন পুনরায় ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত সপ্তাহে ৩০ জন লোক উক্ত রোগাক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ১৪ জন ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করে অবশিষ্ট হতভাগ্যেরা অচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখনও পীর নগরে (যে অংশে ইউরোপীয়দিগের বাস) প্রতি দিন দুই তিনটীর প্রতি ওলাউঠার প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত নিবারণের কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই, হইবেই বা কি প্রকারে? পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এখানে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। তখন এখানকার গবর্ণমেন্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য ও সৈন্যদিগের চিকিৎসা এক জন বিচক্ষণ সব আসিষ্টান্ট সর্জ্জনদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ সৈন্যগণের আড্ডা এখান হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই সব আসিষ্টান্ট সর্জ্জনের পদ উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে এক জন নেটিব ডাক্তর নিযুক্ত হন। এক্ষণে ইনিই সব আসিষ্টান্ট সর্জ্জনের বেশ ধারণ করিয়াছেন, প্রতিবারে সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের ন্যায় দর্শনী না পাইলে তিনি প্রায় কাহার বাটীতে পদার্পণ করেন না, সুতরাং তাঁহার দ্বারা সকলপ্রকার লোকের চিকিৎসা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। পরন্তু গত জুলাই মাসে গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী সরাই নামক গ্রামে যখন ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হয়, তখন ইনি (নেটিব ডাক্তর) তথায় চিকিৎসার্থে প্রেরিত হন এবং এখানে ইঁহার কর্ম্ম এক জন কম্পাউণ্ডার করেন। তদ্দ্বারা যে ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল, তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সদয় গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা যে সব আসিষ্টান্ট সর্জ্জনের পদ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অভাব পূরণ করেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর
১৮৬৮

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার যেসকল সংবাদ সোমপ্রকাশে লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ সম্বাদই অন্যতর রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতেও দেখা যায়। কিছু দিন হইল পাণ্ডুয়া হইতে কালনা পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী হইয়াছে, উপযুক্ত স্থানে অর্থাৎ কালনার উত্তর দিকে জীবধারার মাঠে একটী সাঁকো করা নিতান্ত আবশ্যক প্রতিপন্ন করিয়া সোমপ্রকাশে যে লেখা হয়, কৈ এপর্য্যন্ত ত তাহার কোন প্রতীকার হইল না। বর্দ্ধমানের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেব কেন ইহাতে মনোযোগী হইতেছেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। শানবাঁদি পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকে, সাঁকো না থাকায় অনাবৃষ্টির বৎসরে জলসেচনে যেরূপ ক্লেশ তাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, আবার অতিবৃষ্টিতেও এই সকল মাঠের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়া থাকে। জলে মাঠ সকল পরিপূর্ণ হইলে জল নির্গমনের সুবিধা না থাকায় শস্যসকল পচিয়া উঠে। এই বর্ত্তমান বৎসরে অতিবৃষ্টিনিবন্ধন জীবধারার সর্ব্বমঙ্গলাপ্রভৃতি গ্রাম ও মাঠসকল প্লাবিত হইয়া যায়, জল নির্গমের উপায় না থাকায় ঐ সকল স্থানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যদি শানবাধের পশ্চিমে একটী সাঁকো থাকিত তাহা হইলে ঐ মাঠসকলের এ ক্ষতি হইত না। ঐ স্থানের লোকসকল অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেন্টের রাস্তা কে কাটিয়া জল বাহির করিতে পারে? যাহা হউক, গত কর্ম্মের আর অনুতাপ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন আমরা অবগত হইলাম যে পবলিকওয়ার্কের সুপরভাইজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের উপর এ রাস্তা মেরামত করিবার ভার হইয়াছে। অমৃত বাবু যেরূপ ভদ্র, কার্য্য কুশল ও পরিশ্রমী তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ইনি নিজ সাধুতায় ও অধ্যবসায় গুণে ক্রমে এত দূর উন্নত হইয়াছেন, আমরা ভরসা করি ইনি এই সাঁকোর বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। ইহার জন্য সমূহ লোকের অনিষ্ট হ তেছে।

প্রায় এক বৎসরেরও অধিক হইবে এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। সমাজটীর স্থায়িত্বের বিষয়ে সন্দিহান হইয়া এ পর্য্যন্ত আমরা ইহাতে বাক্যব্যয় করি নাই; এক্ষণে ইহার স্থায়িত্বের পক্ষে অনেক ভরসা হইয়াছে। রাজবাটীর পূর্ব্বতন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু শশি ভূষণ লাহিড়ির যত্নে সমাজটী স্থাপিত হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর ইহার সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এখনও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সভ্যগণ অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া সমাজটী রক্ষা করিয়াছেন। সভ্যগণ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটী গৃহ করিবার উদ্যোগে আছেন। যদিও সভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ইহাতে যত্ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অনেকের তাহা নাই। কেহ বলেন, সমাজের অবস্থা অগ্রে ভাল হউক, কেহ বলেন ইহাতে ভাল লোক নাই। ভাবিয়া দেখিলে এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর মাত্র। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে অভিমান থাকিলে কিছুই হইবে না। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা কি, আর অর্থশালী ব্যক্তিরা কি, ঈশ্বর প্রতি যাঁহার দৃঢ়ভক্তি আছে, তিনিই ভাল লোক। কিন্তু কেমন যে কতগুলি লোক আছেন তাঁহাদের সকল বিষয়েই কৌশল চলিতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে বর্ত্তমান সভ্য মহাশয়দিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আন্তরিক যত্ন করিয়া সমাজটী রক্ষা করুন। সদৃষ্টান্ত দেখিলেও লোকের সৎ প্রবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুর এখানে একটী বালিকা ও একটী বালকবিদ্যালয় স্থাপিত করিবার বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সঙ্কল্প উত্তম এবং দেশহিতৈষী বিচারপতিদিগের ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানকার গঞ্জপ্রভৃতি স্থানের লোকের চাঁদার উপর নির্ভর না করা হয়। আমরা বিশেষ অবগত আছি যে স্থানীয় চাঁদার উপর নির্ভর করা বিড়ম্বনামাত্র। যে স্থানে সাধারণ চাঁদার উপর নির্ভর, সেই স্থানের বিদ্যালয়েরই অশেষ দুর্দ্দশা। বিশেষতঃ এখানকার চাঁদার উপর আমাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টীর জন্য পূর্ব্বতন মাজিষ্ট্রেট হগ সাহেব যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই আমাদের বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সেই সাধারণ চাঁদার উপর নির্ভর হইলে কোন কালে চিকিৎসালয়টীর শেষ দশা উপস্থিত হইত। কেবল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর সম্পূর্ণ ভার লইয়াই ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। অম্বিকার বাহ্য শোভা যাহা থাকুক; কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালনার নিকটবর্ত্তী যেসকল গ্রামে দুই এক জন ঐশ্বর্য্যশালী লোক আছেন, তাঁহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। বাস্তবিকও এসকল বিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন নাই। আমরা ডেপুটী বাবুকে এই অনুরোধ করি, তিনি নিম্নলিখিত উপায়টী অবলম্বন করিলেই বিদ্যালয়টী হইবার কোন বাধা থাকে না। সেই উপায় বর্দ্ধমানাধিপতির সাহায্য। মহারাজ সাহায্য করিলেই এখানে বিদ্যালয় হইতে পারে এবং স্থায়িত্বের পক্ষে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। স্থানীয় লোকের নিকট হইতে এককালীন কিছু কিছু অর্থ লইলে কেহই তাহাতে কাতর হইবে না। অথচ অধিক টাকা সংগ্রহ হইয়া স্কুল গৃহের বিশেষ আনুকূল্য হইবে। আমরা ভরসা করি দ্বারকানাথ বাবু উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া এ স্থানের মহোপকার করিবেন। তিনি যত্ন ও চেষ্টা করিলে বর্দ্ধমানাধিপতি ইহাতে মনোযোগ করিতে পারেন। বিশেষ বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছু বলিলে উহা সিদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে। তাহা ক্রমে লিখিতে ইচ্ছা রহিল।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। ৮ই আশ্বিন দিবসের রাত্রিতে এই ভাজনঘাট গ্রামে, এক বারে চারিটী সিঁদ চুরি হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটীতে তস্করেরা বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই, কিন্তু অপর টীতে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ইহাতে, একটী নিদ্রিত কন্যার পরিহিত প্রায় ১০০ একশত টাকার অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে। এই চুরির সংবাদ যাইলে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার, জমাদার দুইজন কনষ্টাবলের সহিত আসিয়া তদারক মাত্র করিয়া গিয়াছেন। অনুসন্ধানকালে, তত্রস্থ চৌকীদারেরা, কয়েক ব্যক্তির উপর সন্দেহ খ্যাপন করে। এই পর্য্যন্ত করিয়াই পুলিস প্রস্থান করিয়াছেন। পরে কিরূপ হয়, বলিতে পারি না।

২। ১২৭৩ সালে, অনাবৃষ্টির জন্য, দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে তাহার বিপরীত ঈতি উপস্থিত হইয়াছে। শরৎকাল শেষ প্রায় হইল তথাপি মুষলধারে অবিশ্রামে বারি বর্ষণ নিবৃত্ত হইল না। এই ভূয়োবর্ষায় এই প্রদেশের খাল বিল প্রভৃতি সমুদায় জলাশয় একবারে পরিপূর্ণ হওয়াতে, অনেক ভূমি শস্য সহিত জলমগ্ন হইয়াছে এবং তীরস্থ তৃণ পত্রাদিদ্বারা উহাদের জল দূষিত হওয়াতে, পরে চতুর্দ্দিকে মারী বিকীর্ণ করিবে, তাহারও সম্ভাবনা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশ, কিজন্য যে পুনঃ পুনঃ বিপৎ সঙ্কুল হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

৩। গত ১লা অক্টোবর হইতে, কয়েকজন অধিবাসীর যত্নে ও অধ্যবসায়গুণে, এই ভাজন ঘাট গ্রামে, একটী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয় কিছু দিন আপনারা চালাইয়া পরে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন। এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এখানে একটী অর্দ্ধ আদর্শ বিদ্যালয়ও আছে। ভাজনঘাট এরূপ বৃহৎগ্রাম নয় যে, ইহাতে এক বারে সচ্ছন্দে দুইটী বিদ্যালয় চলিতে পারে। সুতরাং উহাদের অন্যতরের অস্থানই এই উদ্যোগের অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহার সন্দেহ নাই।

৪। গত ২৭এ ভাদ্র প্রাতঃকালে, "ভাজন ঘাটের সন্নিহিত "টুঙ্গি" নামক গ্রামের গোষ্ঠে রজ্জু বদ্ধ এক মৃতদেহ বৃক্ষে লম্বমান দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরিধান একখানি জীর্ণ ছিন্ন কম্বল মাত্র ছিল। পরে সংবাদ পাইলে পুলিসের অনুসন্ধানে এই স্থির হইলে যে মৃতব্যক্তি একটী সাংসারিক সামান্য বিবাদে স্বয়ং ঐ রূপে আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছে।

৫। এই বর্ষায় পল্লীগ্রামের যেরূপ দুরবস্থা হয়, তাহা পল্লীগ্রামবাসিভিন্ন আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। নগরে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ হইলেও সচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গতিবিধি করা যায় এবং জলনির্গমের পথ সুপ্রশস্ত হওয়াতে, জল তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থা-

গমন করিতে পারে। কিন্তু পল্লীগ্রামের ভাব, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে একবার বর্ষণ হইলেই একবারে সমুদায় কর্দ্দমময় হওয়াতে গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং বারিনিঃসরণ পথ না থাকাতে তৃণলতাদিপূর্ণ আবাস গৃহ প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র গর্ত্তে, অথবা তদভাবে, গৃহ প্রাঙ্গণেই জল সঞ্চিত হয়। বর্ষাকালে পুনঃপুনঃ বৃষ্টি হওয়াতে উক্ত জলাশয়সকলের জল, তাদৃশ দূষিত হইতে পারে না; কিন্তু বর্ষাবিগমে (শরৎ শেষে ও হেমন্তে) উহার অন্তর্গত তৃণ পত্রাদি পচিয়া চতুর্দ্দিকে মেলিরিয়া বিকীর্ণ করিতে থাকে। সুতরাং ঐ সময়েই পল্লীগ্রামে রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই অনিষ্ট প্রত্যেক গৃহস্থের যত্নেই নিবারিত হইতে পারে। স্ব স্ব আলয়ের জল, যাহাতে সচ্ছন্দে বিদূরিত হয়, সকলে তাহার উপায় করিলেই এই অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে। উচ্চ ভূমিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেও জল বায়ু প্রভৃতির সুবিধা হয় এবং সকলে স্ব স্ব গৃহসন্নিহিত বর্ত্ম ভাগ পরিষ্কৃত ও মৃত্তিকা বদ্ধ করিয়া রাখিলে গতায়াতের ক্লেশ আর হয় না।

৬। বেঙ্গল রেলওয়ে সর্ব্ব প্রথমে সদ্ব্যবহার করিয়া লোকের সুখ্যাতির ভাজন হইয়াছিল। কিন্তু সদ্যোজাত দধির ন্যায় যতই পুরাতন হইতেছে, ততই উহা বিরস হইয়া আরোহীদিগকে পীড়া প্রদান করিতেছে। গত পূজার পূর্ব্বে আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া উক্ত রেলওয়ে যোগে গমন করিতেছিলাম। ২য় শ্রেণীর টিকিট লইয়াও আমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্থ শ্রেণীর শকটে আরোহণ করিতে হইল জাহাজে যেরূপে দ্রব্য ঘনসন্নিবেশে বোঝাই হয়, তাহাতেও আমাদিগকে সেই রূপে প্রবেশিত হইতে হইয়াছিল। সে দিন, এইরূপ জনতার মধ্যে ভয়ানক কষ্টে পড়িয়া আমাদিগের অন্যতমের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত হওয়াতে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া আমাদিগের স্কন্ধধারণ পূর্ব্বক তথায়ই দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইলেন। মহাশয়! সে দিবস আমাদিগের যেরূপ ক্লেশভোগ হইয়াছিল, তাহা লেখনীদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আমাদের বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, বন্দোবস্ত একটু ভাল করিলেই, আরোহীদিগের ক্লেশ নিবারণ হইতে পারে। অধিকসংখ্যক শকট যোজনা, অথবা অতিরিক্ত শকট শ্রেণি চালনা করিলেই ত এই কষ্ট নিবারণ হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান এজেন্ট সাহেব এদেশীয়দিগের সুবিধার জন্য তাদৃশ যত্নশীল নন বলিয়াই এইরূপ অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার অব্যাহত ভাবে ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। তিনি এদেশীয়দিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, স্বচ্ছন্দ, জীবন প্রভৃতিকে সামান্য জ্ঞান করেন। তাঁহার এইসকল গুণে রেলওয়ের কোন কর্ম্মচারীকেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত দেখা যায় না।

জেলা নদীয়া। } ভবদীয় বশম্বদ
২২ এ আশ্বিন } লেখক।
১২৭৫।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! ২৩ এ ভাদ্রের প্রভাকর পাঠে অবগতি হইল যে, বেহাগ উপরাগের বিতর্কের এ পর্য্যন্ত উপসংহার হয় নাই। কিন্তু আমরা সকলেই জ্ঞাত আছি যে, এই তর্কের মীমাংসা করণাশয়ে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহাঁরা উভয়েই পাথুরিয়াঘাটানিবাসী সঙ্গীতোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতিকে ইহার মীমাংসক নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও উপযুক্ত সময়ে একখানি মীমাংসাপত্র স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা সেই সিদ্ধান্তপত্র বিশেষ করিয়া পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে অতি সুন্দররূপে মীমাংসকগণ শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ও যুক্তিযুক্ত বাক্যদ্বারা অংশ, গ্রহ, ন্যাস, বাদী, অনুবাদী, সম্বাদী, বিবাদীর বিশেষ মীমাংসা করিয়া গান্ধার স্বরই ঐ উপরাগের অংশ বা বাদী স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই ভারত ভূমে এমন কেহই নাই যে সত্যের অন্যায়াচরণ করিতে সক্ষম। যদি কেহ ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যে বাকস্ফূর্ত্তি করেন, গুণিগণে তাহা উন্মত্তের প্রলাপ বাক্যবৎ বোধ করিবেন সন্দেহ নাই। পত্রপ্রেরক মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রে নিরেট পণ্ডিত অনুমান করি, য হেতু তিনি বাদী স্বর ও গ্রহ স্বর এক স্বর বলিয়া প্রতিপাদন করেন। আবার মীমাংসাপত্র বেহাগকে উপরাগমধ্যে পরিগণিত করাতে তাহাতেও একটু পত্রপ্রেরক কটাক্ষ করিয়াছেন। ফলতঃ সে কটাক্ষ কটক্ষাক্ষ মাত্র। শাস্ত্রসিদ্ধ যেসকল রাগ নহে, প্রায় তৎসমুদায়কেই উপরাগমধ্যে পরিগণিত করা যায়। সঙ্গীতপ্রিয় মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছেন, মূলে যাহার অস্তিত্ব না থাকে, তাহাই উপশব্দে কথিত হয়। প্রেরিত পত্রখানিতে যতগুলি শব্দার্থ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপ শব্দার্থটী স্বরূপ লেখা হইয়াছে। যখন কোন প্রাচীন সঙ্গীত মতাদিতে বেহাগের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন বেহাগকে উপরাগ নয় ত কি বলিব? সঙ্গীতপ্রিয় লিখিয়াছেন, প্রাণকৃষ্ণ বাবু অনেক গুণির সহবাসে সেতার বাজাইতে শিক্ষা করেন, সে কথা অলীক নহে। শাস্ত্রাদি ত তাঁহার কিছু বোধ নাই তখন সহবাসে ক্রিয়াঙ্গশিক্ষা বিশেষ দোষ বোধ হয় না। পত্রপ্রেরকের লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয় হনুমন্তমতে যেন বেহাগ লিখিত আছে। হনুমন্ত মতের গ্রন্থ প্রাণকৃষ্ণ বাবুর কথা দূরে থাক, শারদাসহায় নিজে দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। তবে যদি শারদাসহায়ের মতই উক্ত মত হয়, তবে হানি নাই। নতুবা হনুমন্ত মতের সেই বচনটী (যাহাতে বেহাগ রাগ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে) প্রচার করিলে বড় বাধিত হইব। সঙ্গীতপ্রিয় বলেন, হিন্দুস্থানে হনুমন্ত মতই প্রচলিত। কিন্তু তাহার প্রমাণ আমরা এ পর্য্যন্ত ত কোথায় পাই নাই এবং হনুমন্ত মতের গ্রন্থও বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে শারদাসহায়ের মত অথবা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর মতই যদি উক্ত মত বলিয়া আপাততঃ গণ্য হয়, হউক ক্ষতি নাই। এ বার অবধি উক্ত মতদ্বয়কে উক্ত মত বলিয়াই আমরা ব্যবহার করিব। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ক্রিয়াঙ্গ কতকগুলি লছমীপ্রসাদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা যথার্থ বটে, কিন্তু স্বরূপ বলুন দেখি, শারদাসহায়প্রভৃতি উহাঁরা সংস্কৃত মতানুযায়িক সঙ্গীতশাস্ত্রে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও শিক্ষা দিয়াছেন কি না? এসকলের শাস্ত্রবিষয়ে অনধিকারচর্চ্চার প্রয়োজন কি? দেখিলাম, ইমনও সংস্কৃত মতান্তর্গত রাগমধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইমন যে সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত রাগ নহে, তাহা সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। ইমন শব্দই যে সংস্কৃত শব্দ নহে, তাহাতে ত লেখক মহাশয়ের চৈতন্য নাই। তবে যদি অধুনাতন হিন্দি দোহাযুক্ত হনুমন্ত মতে থাকে বলা যায় না। বেলোয়াল এই শব্দ কি কোন মূল সংস্কৃতে আছে? না সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা উহাকে বেলাবলী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? মূলে থাকিলে বোধ করি বেলোয়াল এই যাবনিক শব্দটী প্রয়োগ করিতেন না, অবশ্যই বেলাবলী বলিয়া লিখিতেন। অতএব হে পাঠকগণ! এইরূপ আধুনিক হনুমন্ত মতের প্রমাণ দিয়া আনুপূর্ব্বিক পত্রখানি লেখা হইয়াছে। সংস্কৃত

মতের নাম গন্ধও নাই। আমাদের গোস্বামীজির সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন স্মৃতির মতে প্রমাণাদি দেখা আছে, তিনি নাকি আধুনিক স্মৃতির মত দেখেন নাই এবং দেখিতে ইচ্ছা করেন নাই। সুতরাং সঙ্গীতপ্রিয় মহাশয়কে তাঁহার পত্রে যথোচিত উত্তর দিতে গোস্বামীজি অক্ষম। আশ্চর্য্যের বিষয়! পত্রপ্রেরক মহাশয়ের প্রাণকৃষ্ণ বাবুর জন্য এত অনর্থক রাগ কেন? তিনি কি প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নিকট অধুনাতন স্মৃতির মত শিক্ষা করিয়াছেন? প্রাণকৃষ্ণ বাবু কি তাঁহার গুরু অথবা তিনি স্বয়ংই প্রাণকৃষ্ণ বাবু? যদি তিনি স্বয়ংই প্রাণকৃষ্ণ বাবু হয়েন, তবে রাগ হইবার এবং বেহাগকে রাগ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। যেহেতু পঞ্চাশটি টাকা বাজিতে ক্ষতি হওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিই বলিতে হইবে এবং গাত্রজ্বালা হওয়াও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। তা রাখাল বাবুর নিকট চাহিলেও বোধ করি, তিনি উক্ত টাকা খয়রাৎ দিতে পারিতেন। তাহাতে যদি অপমান বোধ করেন, তবে উপরাগ প্রাপ্ত হইয়া নিরপরাধ মহামনা গোস্বামীজিকে কটূক্তিপ্রদানে বিরত হউন।

৩রা আশ্বিন ১২৭৫। } অতঃপরং কসা চিন্ত্য কসা।

সম্পাদক মহাশয়! আপনি কি নিরীহ কৃষক দিগের অবস্থা দেখিয়াছেন? আমি স্বয়ং তাহাদিগের অসীম কায়ক্লেশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি পল্লীগ্রামনিবাসী। তাহারা প্রথমে ভীষণ রবিকরে দগ্ধকলেবর হইয়া ভূমিকর্ষণ করে। পরে ঘোর বর্ষাসময়ে অনাবৃত মস্তকে ধান্য চারা হস্তে লইয়া কর্দ্দমময় ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া রোপণ করিতে থাকে, মস্তকে অনবরত ধারা সম্পাত। আবার রোপণকালে এরূপ কুব্জের ন্যায় দাঁড়াইতে হয় যে অত্যল্প কালমধ্যেই শরীর ও মন নিরুৎসাহ এবং একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

মহাশয়! যাহারা এইরূপ এবং অন্যবিধ বহু প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে ভূমিকর্ষণ অনন্তর শস্যরোপণ করে, যাহারা ধান্যের চারা হইলে তদবধি নানা উৎপাত হইতে রক্ষা করিয়া যথাসময়ে শস্য দ্বারা মনুষ্যের অসীম কল্যাণ সাধন করে, তাহাদের পুরস্কারস্বরূপ ভূমিতে একমাত্র দখলী স্বত্ব আছে। সে স্বত্বও ভূস্বামীদিগের কুটিল হস্ত হইতে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। যদিও কোনরূপে রক্ষিত হয় তথাপি করবৃদ্ধির অধীন হওয়াতে তাহার উচ্চতর লাভ, কদাচিৎ প্রজাদিগের ভাগ্যে ঘটে! কোথায় কৃষিজীবী সামান্য প্রজা, কোথায় বিপুল বিভবশালী ভূস্বামী; অর্থ ও সামর্থ্য বিবিধ উপায়দ্বারা প্রজাদিগকে হীনবল করিয়া তাহারদিগের শ্রমের ফল অনায়াসে কাড়িয়া লন, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়?

অতএব আমরা ন্যায়পর গবর্ণমেণ্টকে সাধু নয় অনুরোধ করিতেছি, প্রজাকে ভূমির একটি স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করুন, সে স্বত্ব যেন ভূস্বামীদিগের কুটিল কৌশলের অধীন না হয়। মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগকে যে স্বত্ব দান করিয়া গিয়াছেন, সে স্বত্ব প্রকৃত পক্ষে কৃষকদিগেরই প্রাপ্য, তাহারা ঐ স্বত্বে অধিকারী হইলে ভূমির যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধি হইত, তৎপক্ষে বোধ হয় মতদ্বৈধ না হইতে পারে। উপসংহারকালে পুনর্ব্বার অনুরোধ করি, গবর্ণমেণ্ট অচিরাৎ এতদ্বিষয়ে সুবিধান করিয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করুন। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরো কিছু লেখার ইচ্ছা রহিল।

১২৭৫ ১৮ ই আশ্বিন } শ্রীকৈলাসনাথ বসু।

সম্পাদক মহাশয়! বঙ্গদেশে কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকাতে যে কতপ্রকার অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আধুনিক বিদ্বান সভ্যগণ বিশেষ রূপে জানিতে পারিয়াছেন এবং তাহাদিগের যত্নে কৌলীন্যাভিমানের অনেক হ্রাসও হইয়াছে, কিন্তু কুলীনসন্তানদিগের কুলকলঙ্ক অদ্যাপি তিরোহিত হয় নাই। কৌলীন্যপ্রথা এখনও অনেক অহিতকর ফল প্রসব করিতেছে। যেসকল স্থানে বিদ্যার নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় নাই, সেই সকল স্থানের কুলীন মহাত্মারা কুলাভিমানের দাস হইয়া বিবিধ অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া, আমার বাকুণ্ডাস্থ কতিপয় কুলীন বন্ধু "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটকের অভিনয় করিতে বাসনা করেন এবং তাঁহাদিগের যত্নে ও এই জেলার মাজিষ্ট্রেট শ্রীল শ্রীযুক্ত জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবের সাহায্যে ও গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বনাথ সিংহ ও গবর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে তাঁহারা গত ৭ ই সেপ্টেম্বর উক্ত অভিনয় শেষ করিয়াছেন। মহাশয়! নাটকখানি যেমন উৎকৃষ্ট, ইহাঁদিগের অভিনয়ও তদ্রূপ হইয়াছে। অভিনয়সভায় এদেশীয় প্রধান প্রধান কুলীনসন্তান ও কতিপয় রাজপুরুষ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পর সকলেই একবাক্যে অভিনায়কদিগের সুখ্যাতি করিয়া কদর্য্য কুলকার্য্যের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

সুরাপাননিবারণোদ্দেশে উক্ত অভিনায়ক মহাশয়েরা পূর্ব্বোল্লিখিত মহোদয়দিগের উৎসাহে ১৩ ই সেপ্টেম্বর "বুঝলে কি না" নামক নাটকের অভিনয় করিয়াও সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন। ইহাতেও অনেকানেক দেশীয় ভদ্রসন্তান ও কতিপয় রাজপুরুষ নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন।

১৭ ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ } বাকুণ্ডাস্থ কোন দর্শক

সুবর্ণরেখার দ্বিতীয় বন্যা।

ঈশ্বরের যে কি অভিপ্রায়, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু যেরূপ উপর্য্যুপরি দৈববিপদ আগত হইতেছে তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, এ দেশের ভাগ্যে দারুণ দুঃখানল দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত থাকিবে। ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনাদি যেসকল দুর্ঘটনা দুই তিন বৎসর পুর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে, সেসকলের কথা দূরে থাকুক, দ্বাদশ মাস গত না হইতে হইতেই চারিটী উপদ্রব সংঘটিত হইল। কার্ত্তিক মাসে ঝড়, ফাল্গুন মাসে শিলাবৃষ্টি, আষাঢ় মাসে ভীষণ জলপ্লাবন এবং বর্ত্তমান মাসে পুনরায় এক ভয়ঙ্কর বন্যা উপস্থিত হইয়া মনুষ্যগণকে দুঃখ, ক্লেশ ও বিপদ রাশিতে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আষাঢ়ের বন্যার বিবরণ ২৩এ আষাঢ়ের সোমপ্রকাশে প্রকটিত হইয়াছে, এক্ষণে শেষোক্ত বন্যার বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করিতেছি, দয়ালু পাঠকবর্গ ও প্রজাহিতৈষী রাজপুরুষগণ মনোনিবেশপূর্ব্বক এ দেশের দুঃখবিমোচনে মনোযোগী হউন।

গত ভাদ্র মাসের দ্বিতীয় পক্ষ অবধি প্রায় প্রতিদিনই বারিবর্ষণ হইতেছিল। তন্মধ্যে শেষ দুই দিবসের (২৮ এ, ২৯ এর) বৃষ্টি অবশ্রান্ত ও ঘোরতর। ১ লা আশ্বিন বুধবার মধ্যাহ্ন কালে লাহিতাভ জলরাশি আমাদিগের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকের বিস্তীর্ণ মাঠে প্রবেশ করিল। এ সময়ে আবার ঘোরতর বৃষ্টি, চতুর্দ্দিক বন্যাবারিতে বেষ্টিত হইয়াছে, নভোমণ্ডলে বিদ্যুদগ্নি ঘন ঘন নৃত্য করিতেছে, জলদজাল ঘোরতর গভীর নির্ঘোষে মেদিনীমণ্ডল কম্পমান করিয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ

করিতেছে। আহা! এ সময়ে গৃহহীন ভগ্ন কুটীর বাসীদিগের কি কষ্ট!!! একে তাহাদের বাসস্থান অতি অপ্রশস্ত, তাহাতে আবার গোবৎসাদির সঙ্গে একত্রে অবস্থান, সেই আর্দ্র দুর্গন্ধ দূষিত স্থান টুকু আবার বর্ষাজলে আপ্লুত হইতে লাগিল!! চতুর্দ্দিকে ভীষণ জলরাশি পথ ঘাট সকলি জলময়। বন্যাপীড়িত আশ্রয়হীন লোকদিগের অসহ্য ক্লেশ স্মরণ করিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

প্রস্তাবিত বন্যা প্রথমতঃ দুই তিন দিবস বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তাহার পর কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যায়। তৎপরে পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া প্রায় সপ্তাহকাল স্থিতি করে। বন্যার সময় উচ্চ প্রদেশ হইতে নূতন জল প্রবাহ সুবর্ণ রেখা নদীতে পতিত হইলেই ঐ রূপ পুনর্ব্বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এরূপ বৃদ্ধিকে এদেশে "জাউনী পড়া" কহে।

বর্ণিত বন্যায় পুর্ব্বপ্লাবনপ্রপীড়িত শ্রীহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনপদগুলি পুনর্ব্বার ঘোরতররূপে উপদ্রুত হইয়াছে। এবারের বন্যা আকারে ইহার অগ্রজার তুল্য না হউক, অনিষ্টকারিতায় ন্যূন বলিতে পারা যায় না। ইহা অন্ধের যষ্টি হরণ করিয়াছে, দরিদ্রের ধন আত্মসাৎ করিয়াছে, বুভুক্ষিতের প্রস্তুতান্নে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়াছে, বিস্তারিত বিকট ক্ষতোপরি বিষম জ্বালাকর ক্ষার সমর্পণ করিয়াছে। গত ভয়ানক বন্যায় গৃহহীন ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও প্রজারা বহু কায়ক্লেশে যে ধান্য জন্মাইয়াছিল, প্রস্তাবিত বন্যা সে সকলি বিনষ্ট করিয়াছে। সুপক্ক ও অর্দ্ধপক্ক আউস ধান্য, ইক্ষু, কলায়প্রভৃতি নানা প্রকার শস্যের যার পর নাই অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

গত বন্যার পর রাজপুরুষেরা প্রজার ক্লেশ নিবারণ ও কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবপ্রতিকূলতায় সকলি বৃথা হইল। ইতিমধ্যেই এ দেশের ধান্য ও চাউলের দর দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমশ মহার্ঘতার আতিশয্যই সম্ভাবিত। প্রজাদিগের অধিকাংশই নিঃস্ব। প্রায় সকলেই হতাশ হইয়াছে। অন্নহীন লোকের সংখ্যাও অল্প হইবে না। তাহাদিগকে নিঃসম্বল দেখিয়া মহাজনেরাও ঋণদান বন্ধ করিয়াছে। এ দেশে হানাসমুদায় বন্ধ করণোপলক্ষে যে কার্য্য হইতেছিল তাহাও স্থগিত হইয়াছে। এখন নিরন্ন লোকদিগের চারিদিক শূন্য দেখিতেছি। দয়ালু রাজপুরুষগণ সত্বর এ দেশের প্রতি শুভ দৃষ্টি নিপাতিত করুন নতুবা ইহা উৎসন্ন হইয়া যাইবে। এক্ষণে অন্ততঃ এক মাসকাল বন্যাপীড়িত গ্রামসকলে তণ্ডুল বিতরণ করা আবশ্যক। যদি সকল প্রজাকে বিতরণ করা না হয়, তাহা হইলে যাহাদের চাস ও বাস উভয়ই গিয়াছে তাহাদিগকে বিতরণ আর যাহাদের একপ্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহাদিগকে প্রচলিত দরের অর্দ্ধেক দরে চাউল বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। গৃহহীন প্রজাদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ সুবিবেচনাপূর্ব্বক অর্থসাহায্য করা উচিত। ঈদৃশ ভয়ঙ্কর বিপদের পুনঃসংঘটন না হয় তজ্জন্য সুকৌশলসহকারে দৃঢ়তর ও উচ্চতর বাঁধ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত আবশ্যক। শেষোক্ত কার্য্যত রাজপুরুষেরা করিবেনই, অন্যান্য কার্য্যগুলি ধনাঢ্যবর্গ রাজপুরুষগণ উভয়েরই মিলিত হইয়া সম্পন্ন করা উচিত। গত কার্ত্তিকের বাত্যাপীড়িত লোকদিগের আনুকূল্যার্থ আমাদের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর বাহাদুর অর্থপ্রদান করিয়াছিলেন এবং বণিকসম্প্রদায় ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকেরাও বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা এক বার এ দেশের প্রতি এই শ্রীহীন দরিদ্র ঘোরতর বিপদগ্রস্ত দেশের প্রতি সেই কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন। অনাথা দীন হীন লোকের আর কোন মতেই পরিত্রাণ নাই। এখন এ দেশ দানশীল দয়ালু মহাত্মাদিগের মহিমাপ্রকাশের উপযুক্ত স্থান হইয়াছে।

উপসংহারকালে আমরা কাঁথির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট অনাথ বন্ধু রাট্রে সাহেব ও বালেশ্বরের আফিসিয়েটিং কালেক্টর উদ্যমশীল পর্ণী সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আপন আপন এলাকার বন্যাপীড়িত গ্রামগুলি পুনরায় দর্শন করুন। আষাঢ়ের বন্যার পর যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এখন অনেক স্থানে তদপেক্ষা সমধিক নৈরাশ্য ও দুর্দ্দশা দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে গৃহহীন ও নিরন্ন লোকদিগের রক্ষার্থ আশু কোন উপায় অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

দেহুড়দা
১২৭৫
১৩ আশ্বিন } শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায়

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণা
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ফাল্গুন ৭
ঐ ঐ উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষীসরাই ৭
ঐ ঐ ধর্ম্মদাস হালদার কলিকাতা ১৫
ঐ ঐ চন্দ্রকুমার মিত্র রঙ্গপুর ৭
ঐ ঐ দুতিরাম বড়ভাণ্ডার বড়ুয়া ৭
ঐ ঐ রাজকৃষ্ণদাস নবদ্বীপ
১৮৬৮ সেপ্টেম্বর হইতে ৬৯ আগষ্ট ১৩
শ্রীযুক্ত হারিসন সাহেব বারুইপুর ৫॥

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪৮ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৩রা কার্ত্তিক। ১৮৬৮। ১৯এ অক্টোবর

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

কি রা
প্রামী ... প্র ... ৭ /

ব

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত প্রথম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

অপূর্ব্ব উপাখ্যান অর্থাৎ সেক্ষপিয়রকৃত নাটকের মর্ম্মানুবাদ ২॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম অবধি ১২ স্কন্ধ বাং গদ্য ৮

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস সম্পূর্ণ ৮

শ্রীমদ্রামরসায়ন দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ ৫

চক্রপাণিচিকিৎসা গ্রন্থ সিন্দুরীয়া পটী নিবাসী বাবু কাশীনাথ মল্লিকের প্রযত্নে উত্তম পণ্ডিতদ্বারা হস্তের লিখিত ২৬

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা বার্ষিক ৩

কৌতুক বিলাস যাহাতে গোপালভাঁড়ের কৌতুকগুলি সম্পূর্ণ আছে ১

চন্দ্রহংস ; জৈমিনি ভারত হইতে উদ্ধৃত ১

ব্রহ্মতত্ত্ব চূড়ামণি অর্থাৎ ব্রহ্মনির্ণয় ১৷৷

নীলাঞ্জন কাব্য ৸

পুরঞ্জন কাব্য ৸

মণিকুণ্ডলা কাব্য ১

অভিমন্যুবধ নাটক ॥৵

দ্বাদশ শিশুর বিবরণ ৸

রত্নোত্তমা গদ্য কাব্য ১

কৌরববিয়োগ নাটক ২

সিভিল গাইড মার্শমেন সাহেব কৃত ২০

পদ্মগন্ধা উপাখ্যান ৸

সন্দেশাবলী স্বরূপচন্দ্র দাসকৃত ৩৸

শিশুচোদ্ধার ১

নীতিপ্রভা ॥

এটলাস বাং ৮ খানি ম্যাপ গণেশচন্দ্র শর্ম্মারকৃত ৩

ভূতত্ত্বদর্শন পৃথিবীর মানচিত্র ৫

ভারতবর্ষের ম্যাপ দেবনাগর অক্ষরে ৭

নীতিশিক্ষা ৸

অনবর সোহীলী গদ্যপদ্য পারসীক কাব্য ১॥

কুমার সম্ভব সংস্কৃত হইতে পদ্য অনুবাদ ১

ভারতবর্ষের ইতিহাস কেদারনাথ দত্তকৃত ১

ঐ গোবিন্দচন্দ্র সেন কৃত ২

মনস্তত্ত্বসারসংগ্রহ ১

প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয় ১

ঐ মার্সমেন সাহেবকৃত দুই খণ্ড ২

নাট্য পরিশিষ্ট নাটক ১

চরিত্তমঞ্জরী ১

শব্দকল্পদ্রুম পরিশিষ্ট ২৫

কলিকাতা জোড়া-
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

সাবিত্রীচরিত কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তিপ্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ; সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ

—:০:—

মহামহোপাধ্যায় বরদাচার্য্য কৃত বসন্ততিলক ভাণ নেপালস্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভনরুবল্লভ পন্থ কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ॥০ আট আনা। কলিকাতা,

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—০—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিম মূল্য) ॥০ ।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্তাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—০—

হিন্দী পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

রাম, রঘুপ্রভৃতি কবির বিরচিত দোহা চৌপাই আদিতে মানবের ২৬২ প্রকার লক্ষণ কবি নল্লুজি লালের রচিত মাধব সুলোচনার গদ্যের সহিত মাধববিলাসনামক পুস্তক দেব নাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মূল্য ॥০ আট আনা ডাক মাসুল ৵০ আনা, কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—০—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ ই হইতে ৭ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী কয়ের সর্ব্বাকম্ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকম্ত জল ফুট	ইঞ্চি
নদীয়া মাথাভাঙ্গা		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	৭	৯
নিজ মহানায়	৮	৬
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া ৪৪ মাইল	৭	৩
হাট বোয়ালিয়া হইতে আলুকদিয়া	১৩	৯
আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ ৩৮ মাইল	১৭	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে চূর্ণি নদী ৩৪ মাইল	১৮	৯
ভাগীরথী নদী।		
মহানার উপর	২৬	৬
উহার নীচে নিজ মহানায়	১৮	৩
তথা হইতে জিয়াগঞ্জ	৭	৬
জিয়াগঞ্জ হইতে কাটোয়া ৬০ মাইল	১৮	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল	১৬	৯
জলঙ্গী নদী।		
নিজ মহানায়	৪	৯
তথা হইতে করিমপুর ১৯ মাইল	৪	৪
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা ৩৫ মাইল	৭	৪
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া ৬০ মাইল	৮	৮

সন ১৮৬৮ সালের ১০ ই অক্টোবর তারিখের বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গাঘাটের উপর	১৫	৯

বহরমপুর ১০ ই অক্টোবর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি ই, উইক্‌স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৩রা কার্ত্তিক সোমবার।

আমাদিগের পরিচিত এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি কহিলেন, মজঃফরপুরে লোকে দাস রাখেন কি না, ইহার অনুসন্ধান হইতেছে। তাঁহার মুখে যেপ্রকার শুনা গেল, তাহাতে যে সুক্ষ্ম অনুসন্ধান হয়, এরূপ বোধ হয় না। "যে সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়ান হইবে, তাহার ভিতরেই ভূত রহিয়াছে।" যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়া দিবেন, তাঁহাদিগের অনেকে ঐ দোষে অলিপ্ত নহেন। আমাদিগের পরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, গবর্ণমেণ্ট যদি নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির অনুসন্ধান করেন, কৃতার্থতালাভে সমর্থ হইতে পারেন।

১। "নফর" এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়, মজঃফরপুরে এমন লোক আছে কি না।

২। নফর শব্দের অর্থ কি?

৩। যাহারা নফর শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের অবস্থা কিরূপ? তাহাদিগের কাজই বা কি?

৪। যে সকল লোকে মজঃফরপুরে সচরাচর সাক্ষ্য দেয়, তাহার মধ্যে নফর বলিয়া পরিচয় দিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, এমন লোক আছে কি না?

আমাদিগের বিবেচনায় এই উপায় অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা মন্দ হইতেছে না।

—০—

গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে সমুদায় ডিপার্টমেণ্টের ব্যয় সংক্ষেপ, অপব্যয় নিবারণ ও সুপ্রণালী স্থাপন করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিবার সদুপায় বিধান করিতেছেন; কিন্তু পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট ও রেলওয়ের কিছুই করিতে পারিতেছেন না। আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক "পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট ও বহরমপুর কালেজ" এই শীর্ষাঙ্কিত একখানি প্রেরিতপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, প্রধানপুরুষেরা তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পারিবেন, ঐ ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে।

এ ডিপার্টমেণ্ট এরূপ জঘন্য অবস্থায় রহিয়াছে, কারণ কি? এ বিভাগে কি ভদ্রলোক প্রবেশ করেন না? ইঞ্জিনিয়ার দলে প্রবিষ্ট হইলে কি লোকের ধর্ম্মজ্ঞান ও সচ্চরিত্রতাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়? যাঁহারা পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করেন, তাঁহারা রাতারাতি ভাগ্যবন্ত হন, গবর্ণমেণ্ট কি এটী জানেন? এই বাক্যটী প্রায় একপ্রকার

প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, পবলিক ওয়ার্কের কর্ম্মচারীরা পুনরায় আসিবার পথ না রাখিয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন না, সুতরাং কাজ শক্ত হয় না; দুদিন যাইতে না যাইতে মেরামত করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পুনরাহ্বান করিতে হয়।

এই দৌরাত্ম্যের নিবারণার্থ আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত উপায়ের অবলম্বন বিধেয় হয়। যখন যে নির্ম্মাণাদি কার্য্য উপস্থিত হইবে, ইঞ্জিনিয়ারেরা তাহার নক্সা ও ব্যয়ের অনুমান করিয়া এক একটী হিসাব দিবেন এবং রীতিমত কার্য্য হইতেছে কি না, মধ্যে মধ্যে তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কার্য্য শেষ হইলে তাহা দেখিয়া লইবেন। কিন্তু ব্যয়ের ভার অনিঞ্জিনিয়র সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক লোকের হস্তে দিতে হইবে। এক ব্যক্তির হস্তে এষ্টিমেট ও ব্যয়ভার উভয় কার্য্য সমর্পিত হইলে পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের চৌর্য্য নিবারণ হইয়া যে সুন্দররূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে, কোনক্রমেই তাহার সম্ভাবনা নাই। আমরা যে লোকের হস্তে ব্যয়ভার সমর্পণের কথা কহিতেছি, তাহার নিয়োগ কালে বিশেষরূপে সাবধান হইতে হইবে। এরূপ ধার্ম্মিক লোক নিয়োগ আবশ্যক যে সম্মুখাগত অর্থরাশিতে তাঁহাদিগের মতিভ্রম জন্মাইতে না পারে। আমরা শুনিয়াছি, অনেক সাধুশীল ব্যক্তিও পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টে প্রবেশ করিয়া হতচরিত্র হইয়াছেন। আমরা যখন উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতেছি, তখন গবর্ণমেন্ট জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইঞ্জিনিয়রদলে কি এক জনও ভাল লোক নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই, ঐ দলে কেহই ভাল লোক নাই, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। অল্প হউক, অধিক হউক, ভাল লোক থাকিতে পারেন; কিন্তু যখন তাঁহাদিগের দ্বারা চৌর্য্যের নিবারণ হইতেছে না, তখন আমাদিগের নির্দ্দেশিত উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য হয়।

মফস্বলে ন্যায্য ব্যবহার দুর্লভ।

নগরে সমুদায় বিষয়ই দুর্লভ ও মহার্ঘ্য এবং মফস্বলে সুলভ ও অল্পমূল্য। নগরে গিয়া বাস কর, কত ব্যয় পড়িবে, জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা পাও, কত ব্যয় পড়িবে, পীড়া হইলে চিকিৎসা করাও, কত ব্যয় পড়িবে; কিন্তু মফস্বলে এ সমুদায়ই স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। মফস্বলে কেবল এক ন্যায্য ব্যবহার দুর্লভ। ত্রিহুত হইতে এক ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি কহিলেন, মফস্বলের অবস্থা অতি শোচনীয়, তথায় বিচারপতি পর্য্যন্ত ন্যায় ও আইনসিদ্ধ ব্যবহারে অনুরাগী নহেন। তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিলে কোন রূপেই এরূপ বোধ হয় না যে তাঁহাদিগের উপরে কেহ আছেন। তথায় সদ্বিচার ও ন্যায্য ব্যবহার নিতান্ত দুর্লভ। এরূপ হইবার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথম, উপরের লোকেরা তাঁহাদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন না; তাঁহারা অন্যায় করিলে নীচের লোকেরা আপনাদিগের অনিষ্ট শঙ্কায় কিছু বলিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারা স্বৈরাচারপরায়ণ হইয়া উঠেন। মফস্বলে অনেক বিধিবিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিহুত হইতে আগত ব্যক্তি বলিলেন, তথাকার অধিকাংশ হাকিম নীলকরদিগের সবিশেষ সংসর্গ করিয়া থাকেন; সুতরাং তত্রত্য প্রজাদিগের সহিত নীলকরের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রজার জয়লাভ দুর্ঘট হয়। এরূপ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। একে ইউরোপীয় বিচারপতির ইউরোপীয় নীলকরের প্রতি স্বদেশীয় বলিয়া স্বভাবতঃ স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তাহাতে আবার ঘনিষ্ঠতানিবন্ধন সুহৃদ্ভাব হয়। কাজে কাজেই বিচারকালে বিচারপতির ইচ্ছা না থাকিলেও চিত্ত নীলকরপক্ষপাতী হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে সদ্বিচারের সম্ভাবনা কি? মফস্বলের প্রবল ব্যক্তিরা আপনা আপনি অত্যাচার হইতে বিনিবৃত্ত হইবেন, সে সম্ভাবনাও নাই। সচরাচর তাঁহাদিগের এই সংস্কার আছে, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে দমনে রাখাই উচিত; কোনরূপে তাহাদিগকে বাড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। দুর্ব্বলেরা আপনাদিগের ন্যায্য প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইবার চেষ্টা পাইলেই তাহাদিগের বৃদ্ধি হইল, প্রবলেরা এইরূপ মনে করেন।

আমরা মফস্বলের বিচাপতিদিগের রোগের বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতীকারচেষ্টা করুন।

দুর্ভিক্ষশঙ্কা।

এবার অনেক স্থানেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা জন্মিয়াছে; দুর্ভিক্ষের যে দুটী প্রধান হেতু অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি; এ বর্ষে তাহা ঘটিয়াছে বঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি। বঙ্গদেশের অধিকাংশ নিম্ন ভূমির শস্য অতিবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়াছে। গত বর্ষেও ঐ সকল স্থানের লোকে ভালরূপ শস্য পায় নাই। তাহাতে ঐ সকল স্থানের লোকের সবিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের কতক স্থানের লোকের কষ্ট অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। পক্ষান্তরে উচ্চ ভূমিতে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। যদি আর একটু বৃষ্টি হয়, সম্পূর্ণ শস্য লাভের সম্ভাবনা।

তমোলুক, ঘাটাল ও কাঁথিপ্রভৃতি স্থানেও সুবিধা নাই। গতবারে ও সুবর্ণ

প্রথার দ্বিতীয় বন্যা।” এই শিরস্কযুক্ত যে প্রেরিত পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারা উহা সপ্রমাণ হইতেছে। আমাদের অঞ্চল হইতে এবার যে একখানি ক্ষুদ্র পত্র আসিয়াছে, তদ্দ্বারা তথায় দুর্ভিক্ষ শঙ্কার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। উক্ত পশ্চিমাঞ্চলে যেপ্রকার বৃষ্টির গতি শুনা যাইতেছে, তথায় এখনি দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে বলিলে বলা যায়। অনেক স্থলে দুর্ভিক্ষমূল্যে শস্য বিক্রীত হইতেছে।

এখন উপায় কি? বিপদাপন্ন স্থানের সাহায্যদান একান্ত আবশ্যক; কিন্তু কি প্রকার সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য? ১২৭৩ সালের ১৬ ই কার্ত্তিকের ঝড়ে যাহাদিগের গৃহাদি ভগ্ন হয়, তাহাদিগের যে সাহায্য দান করা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমাদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে, ওপ্রকার সাহায্যদান করা আর না করা তুল্য। টাকাগুলি বৃথা নষ্ট হয়। যাহার একখানিও বাসগৃহ ছিল না, সে ৪।৫ টাকামাত্র সাহায্য পায়। তাহাতে তাহার কি উপকার দর্শে? পক্ষান্তরে একখানি গৃহ ২৫ টাকার ন্যূনে হয় না। অতএব উল্লিখিত সাহায্যদানপ্রথা প্রবর্ত্তিত না হয় এই আমাদিগের ইচ্ছা। যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষসম্ভাবনা হইয়াছে, তথায় এই সময়ে প্রয়োজনানুসারে বাঁধ খাল ও রাস্তাপ্রভৃতি আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক এবং যে স্থানে ভালরূপ শস্য জন্মিয়াছে তথা হইতে যে স্থানে শস্য নাই, সেই খানে শস্যের আমদানী করা হউক। গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করুন। যে মূল্যে শস্য ক্রয় করা হইবে এবং শস্য লইয়া যাইবার যে ব্যয় লাগিবে তাহার গণনা করিয়া লাভ না লইয়া মস্তানি ও দুর্ভিক্ষ অথবা দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে বিক্রয় করিতে হইবে। এ উপায় অবলম্বিত হইলে তত্রত্য লোকেরা দুর্ভিক্ষের তাদৃশ প্রকোপ জানিতে পারিবেন না, গবর্ণমেণ্টেরও সাহায্য করিয়া যথার্থ উপকার করা হইবে।

—:০:—

“১৮৬৮ অব্দের এদেশীয়দিগের বিবাহের আইন।”

ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের বিবাহের একটী স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঐ পদ্ধতির অনুসৃত বিবাহ যদি রাজার অনুমোদিত না হয়, তাহা হইলে উহা অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে এবং তদ্বিবাহজাত সন্তানেরা ধনাধিকারবঞ্চিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া ব্রাহ্মেরা ঐ বিবাহের বৈধতাসম্পাদনার্থ আবেদন করেন। আমরা এতৎসংক্রান্ত একটী আইনের পাণ্ডুলেখ্য ১ লা সেপ্টেম্বর ব্যবস্থাপকসভায় প্রবেশিত দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলাম। উহার শিরস্থানে লেখা আছে, “খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নয়, এরূপ কতকগুলি ভারতবর্ষীয়ের বিবাহের বৈধতাসম্পাদনার্থ আইনের পাণ্ডুলেখ্য”। পরে আছে, “যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী নন এবং হিন্দু, মুসলমান বৌদ্ধ, পার্সী, ইহুদীদিগের প্রণীত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিবার আপত্তি করে।” এরূপ লেখার উদ্দেশ্য কি? খৃষ্ট ধর্ম্মের বেলা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নন, এই কথাটী স্পষ্টরূপে লেখা হইল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাদির প্রসঙ্গে লেখা হইল, তত্তৎ পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিতে আপত্তি করে। বোধ কর এক ব্যক্তি আর সমুদায় কার্য্য হিন্দু প্রথানুসারে অনুষ্ঠান করিতেছে, কেবল বিবাহের সময়ে ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রথা অবলম্বন করিল, তাহার বিবাহ এই আইনের অনুসারে বৈধ হইবে কি না? যদি হয়, এটী সমাজের উপকারক না হইয়া অপকারক হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। যদি কোন হিন্দু দুই টাকা রেজিষ্টরী ফী দিয়া এবং তিন জন সাক্ষী রাখিয়া কোন বেশ্যার পাণিগ্রহণ করে এবং সেই বেশ্যাকে লইয়া আপনার পৈতৃক বাস ভূমিতে অবস্থিতি করে, সেটী সমাজের উপকারের না অপকারের হইবে?

ব্রাহ্মেরা যখন বিবাহের স্বতন্ত্র পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সেই পদ্ধতির অনুসারে যিনি বিবাহ করিবেন, তাঁহার বিবাহ সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আইন করিলে কি সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইত না? তাহা করিলে হিন্দুধর্ম্মাদির ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিয়া উহার গৌরব বৃদ্ধি করা হইত সন্দেহ নাই। আমরা যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছি, তাহাও থাকিত না। ব্রাহ্মের স্বরূপনিরূপণ করা কঠিন বিবেচনা করিয়া পাণ্ডুলেখ্যকর্ত্তা উক্তপ্রকার পাণ্ডুলেখ্য করিয়াছেন, কেহ কেহ এইরূপ বলেন; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এটী অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। ব্রাহ্মদিগের অবলম্বিত নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ হইবে, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ। যদি এ লক্ষণ না হয়, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিবাহেরও স্বতন্ত্র লক্ষণ করতে হয়। হিন্দুধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিয়া তাহার অপহ্নব করা যদি সহজ না হয় ব্রাহ্মবিবাহের অপহ্নব করাই বা কিরূপে সহজ হইবে?

পাণ্ডুলেখ্যে বরের ১৮ বৎসর এবং কন্যার ১৪ বৎসর বিবাহের যে বয়স নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, এটী অতি উত্তম হইয়াছে। কন্যার ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে সে যদি বিবাহার্থিনী হয়, পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণের এবং বহুবিবাহকারির দণ্ডের যে বিধি করা হইয়াছে, সেটী ও উত্তম কল্প। এই পাণ্ডুলেখ্যে একটী অসম্পূর্ণতা দোষও লক্ষিত হইল। স্ত্রী অথবা স্বামী পরিত্যাগের একটী

ধারা ইহাতে প্রবেশিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কলিকাতা রাজধানীর যোগ্য স্থান কি না?

যখন কলিকাতায় মিউনিসিপালিটীর এত ধুম ছিল না, ড্রেণ ও পয়ঃপ্রণালীর নাম গন্ধও ছিল না, তখনকার গবর্ণর জেনেরলেরা কলিকাতাকে অস্বাস্থ্যকর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, তাঁহারা সিমলা অথবা দারজিলিঙকে কলিকাতার রাজধানী করিবার কখন স্বপ্নও দেখেন নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শত বৎসরের পর কলিকাতা হঠাৎ এমনি অস্বাস্থ্যকর ও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিল, যে এক্ষণকার প্রধান পুরুষেরা নিমেষকাল আর এখানে থাকিতে সাহসী হন না! অথবা এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বকার প্রধান রাজপুরুষেরা সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ে সতত লিপ্ত ছিলেন তখন নূতন নূতন রাজনীতি ও কার্য্যপ্রণালীর উদ্ভাবনের আবশ্যকতা ছিল; সুতরাং তাঁহারা পরের অর্থে আপনাদিগের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া কালাতিপাত করিয়া যান, এরূপ অবসর পাইতেন না; কাজে কাজেই কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর, এখানে বাস করিলে জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে, এপ্রকার আতঙ্ক তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। এখনকার গবর্ণর জেনরলদিগের সে উৎপাত নাই; সন্ধি বিগ্রহাদির তাদৃশ চিন্তা নাই; এখন আর কোন বিষয়ে প্রায় দুরবগাহ চিন্তায় মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতে হয় না; এখন কোন জটিল বিষয় উপস্থিত হইলে ষ্টেটসেক্রেটারিই তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়া থাকেন; কাজে কাজেই এক্ষণকার গবর্ণর জেনরলেরা ভোগাভিলাষী হইয়া উঠিয়াছেন। যে পুত্র পিতার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া অর্জ্জনক্লেশ হইতে মুক্ত হয়, তাহাকে ভোগের উপাসক্তিতেই বিলক্ষণ পটু দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এক্ষণকার গবর্ণর জেনরলেরা বিলাসী হইয়া যে শৈলবাসের অন্বেষণে তৎপর হইবেন, সেটী বিস্ময়ের বিষয় নহে।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তাহাতে এই স্থির হইতেছে, ইদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলদিগের ভোগপ্রিয়তা ও অলীক শঙ্কা স্থানান্তরে রাজধানী করিবার প্রস্তাবের প্রধান কারণ। অন্যের অথবা অন্য সুবিধা অসুবিধা পরিগণিত হইতেছে না। এক্ষণে আমরা যে অনেককে শৈলবিহারী দেখিতে পাই, সেটী প্রধানের অনুকরণমাত্র। শত বৎসরে কলিকাতা যে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, গবর্ণর জেনরল ইহাকে পরিত্যাগ করিলে ইহা যে ক্রমে সেই শ্রীভ্রষ্ট হইবে, এ অনিষ্টটীর বিষয় কেহ চিন্তা করিতেছেন না। পর্ব্বতবাস করিয়া শাসন কার্য্যের যে কি সুবিধা হইবে, তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা অস্বাস্থ্যকর, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত লার্ড কানিঙ, উইলসন ও রিচিসাহেব প্রভৃতি কয়েক প্রধান ব্যক্তির মৃত্যুকে উদাহরণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় এ আপত্তি যুক্তিসহ নহে। এক শত বৎসরের মধ্যে কত প্রধান লোক কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং সুস্থ শরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। কলিকাতা যদি যমের পঞ্চম দ্বার হইত, আমরা কাহাকেই স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত দেখিতে পাইতাম না। পক্ষান্তরে যাঁহারা কলিকাতাতেই রাজধানী থাকুক, এই মতের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা উইলসন প্রভৃতির মৃত্যুর বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

কলিকাতা পরিত্যক্ত হইলে রাজধানী কোথায় হয়, ইহা লইয়াও বিলক্ষণ মতভেদ হইতেছে। কেহ কহিতেছেন সিমলায় রাজধানী হউক, কেহ কহিতেছেন দারজিলিঙে, কেহ বোম্বাইয়ে। যখন এ বিষয়ে মতের ঐক্য হইতেছে না, একটী স্থান সর্ব্ববাদিসম্মত হইতেছে না, তখন রাজধানী যেখানে আছে, সেই স্থানেই থাকুক, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত হয়।

এপ্রকার দ্বন্দ্বস্থলে আমরা গতবারে যে সদুপায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তদবলম্বনই শ্রেয়ঃকল্প। গবর্ণর জেনরলের স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্য লইয়াই প্রধান কথা। কিন্তু যদি ভারতবর্ষের প্রতি প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন গবর্ণর রাখিয়া গবর্ণর জেনরলের পদটী উঠাইয়া দেওয়া হয়, সমুদায় আপত্তি দূর হইয়া যায়। যিনি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির গবর্ণর হইবেন, তাঁহার যদি কলিকাতা সহ্য না হয়, তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিবেন। ইংলণ্ডই আমাদিগের রাজধানী হউক। এখন সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়াছে, এখন ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ শাসন দুরূহ হইবে না। ইংলণ্ড ভারতবর্ষের রাজধানী হইলে ভারতবর্ষীয়েরা অধিকতর উৎসাহসমন্বিত হইবেন। এদেশীয়দিগের ব্রিটিশ রাজ্যের প্রতি ক্রমে মমতাভিমান জন্মিবে। ইংলণ্ডে স্বাধীন শাসনপ্রণালী, এখানে তাহা নাই। এখানে ব্যবস্থাপক সভাপ্রভৃতিতে স্বাধীন লোকদিগের প্রবেশানুমতি প্রদান করিয়া স্বাধীন শাসনপ্রণালীর বীজ বপন করা হইয়াছে। ইংলণ্ড রাজধানী হইয়া সবিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ হইলে সেই বীজ অঙ্কুরিত ও বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সত্বর তাহার উপাদেয় ফলভোগী করিবে সন্দেহ নাই।

—:○:—

মাতলা রেলওয়ে।

আরদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন না করিয়া বিঘ্ন ভয়ে পরিত্যাগ করা ইংরাজ জাতির স্বভাবসিদ্ধ নহে। এ স্বভাবের যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, বঙ্গদেশের বর্ত্তমান লেপ্টেনণ্ট মাতলা রেলওয়ের পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আর কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে উহার গতি হইতে পারে, এ সম্ভাবনা থাকিতে উহা ত্যাগ করিয়া আসা কাপুরুষের লক্ষণ সন্দেহ নাই। অন্তরের সহিত যদি চেষ্টা পাওয়া হয় বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। শিয়ালদহ হইতে সোণাপুর পর্য্যন্ত আরোহীর খাটে বেশ লাভ আছে। মধ্যে মধ্যে দ্রব্যাদিদ্বারাও লাভ হয়। মাতলা হইতে আজি কালি কাষ্ঠের অতিশয় আমদানী হইতেছে। সুন্দর বন কোম্পানিকে গবর্ণমেণ্ট যদি অনুৎসাহিত না করিতেন, তাহা হইলে উহার অধিকতর আমদানী হইত। এখনও গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য আপনাদিগের অনুদারভাব পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। মাতলায় চাউল প্রস্তুত হইবার কয়েকটী কলও প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে। ঐগুলি হইলে উহাও একটী আয়ের উৎকৃষ্ট উপায় হইবে। আর যদি গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়া মাতলায় জাহাজাদি আসিবার উপায় করিয়া দেন, ক্ষতি হইবার কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকিবে না।

অপর, মাতলায় আর অর্থব্যয় করা ও তথায় জাহাজাদি গমনাগমনের ব্যবস্থা করা যদি গবর্ণমেণ্টের একান্ত অনভিমত হয়, সোণাপুর হইতে কুল্পিপর্য্যন্ত একটী লাইন খুলুন। তাহা খুলিলে কেবল যে জাহাজ গমনাগমনে লাভ হইবে এরূপ নয় ঐ লাইনে অধিকসংখ্য লোকের গমনাগমন এবং কাষ্ঠ ও আতব তণ্ডুলের ব্যবসায় দ্বারাও অধিকতর লাভ হইবার সম্ভাবনা। দক্ষিণ অঞ্চলে তণ্ডুলের একটী বিলক্ষণ ব্যবসায় আছে, অনেক টাকার ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

—:০:—

সিয়ার আলি খাঁ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

সিয়ার আলি পুনরায় পিতৃদত্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দুরাত্মা আজিম খাঁ দূরীভূত হইয়া আবদুল রহমনের শরণাগত হইয়াছেন আজিম যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, সিয়ার আলি তাহার প্রতীকারচেষ্টায় আছেন। তিনি বলপূর্ব্বক যেসকল লোকের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, সিয়ারআলি তাহাদিগের কোন উপায় করিয়া দিবেন, এইরূপ আশ্বাসপ্রদান করিতেছেন। যেসকল সরদার সিয়ার আলির বিপক্ষ হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। এইরূপ তিনি আপনার ঔদার্য্যাদি গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় এইসকল বিশেষ গুণ দেখিয়াই তাঁহার পিতা দোস্ত মহম্মদ তাঁহাকে সিংহাসনের অধিকারী করিয়া যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ঐ সকল গুণ গ্রহণে সমর্থ হন নাই। আমরা প্রথমাবধিই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার সহিত মৈত্রী বিধানের অনুরোধ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু কি বুঝিয়া বলিতে পারি না, গবর্ণমেণ্ট তখন তাঁহার সহিত সৎ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে রুশিয়াকে অগ্রসর দেখিয়া অনেকেই ঐ অনুরোধ করিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় এই, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টেরও ভাবপরিবর্ত্ত হইয়াছে। সিয়ার আলি ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েই পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে উৎসুক হইয়াছেন।

রুশিয়েরা মধ্য আসিয়ায় যেপ্রকার জাল বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে কোন রূপে এরূপ বোধ হয় না যে, উহারা ঐ স্থানেই জয়লাভ করিয়া রণকণ্ডূ বিনোদন ও রাজ্যবর্দ্ধনলালসাকে চরিতার্থ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষ জয়লোভ পরিত্যাগ করা সহজ নয়। মহাবীর আলেকজাণ্ডরের ভারতবর্ষ একান্ত লোভনীয় হইয়াছিল। ইংরাজেরাও ভারতবর্ষে অধিকারলাভকে গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটশোভা যে এত উজ্জ্বল হইয়াছে, ভারতবর্ষে আধিপত্যলাভ তাহার অন্যতর কারণ। এরূপ লোভনীয় বিষয়ের লোভ পরিত্যাগ করা রুশীয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে উহারা বহু দিন অবধি ভারতবর্ষের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

যাঁহাদিগের মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আত্যন্তিক বিদ্বেষ আছে, তাঁহারা ভাবিতেছেন, রুশিয়েরা যদি মধ্য আসিয়ার জয় কার্য্যে প্রভু হয়, মুসলমান ধর্ম্ম উন্মূলিত হইবে। তাঁহাদিগের মতে এটী একটী পরম লাভ সন্দেহ নাই; অতএব রুশিয়ার জয়কার্য্য তাঁহাদিগের অনভিপ্রেত নহে। তাঁহারা যে ক্ষণে এই চিন্তা করিতেছেন, সেই ক্ষণেই ভারতবর্ষের বিষয়ে ভাবিতেছেন, রুশিয়েরা খৃষ্টধর্ম্মবলম্বী, ইংরাজেরাও খৃষ্টপরায়ণ, অতএব উভয়ের বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেন ঐ ভ্রমে পতিত না হন। উভয়ের সীমা পরস্পর স্পর্শী হইলে স্বভাবতই বিবাদের নানা কারণ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা বিষয়ানন্তর রাজাকে শত্রু বলিয়া গণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যে রাজা জিগীষু হন, তাঁহার বিবাদ ঘটাইবার কারণের অসদ্ভাব হয় না। ধর্ম্মের একতা বিষয় ঘটিত বিরোধের নিবারণে সমর্থ হয়

না। ধর্ম্মের সে সামর্থ্য থাকিলে কুরুপাণ্ডবে, আমেরিক ইংরাজে এবং আমেরিকে ও আমেরিকে যুদ্ধ হইত না। ঐ যুদ্ধগুলি সামান্যও নহে।

যখন কোন বেগবান নদস্রোতো বাহী হইয়া আসিতে থাকে, পর্ব্বত অথবা তৎসদৃশ কোন বস্তু তাহার সম্মুখে পাতিত করিতে না পারিলে তাহার গতি রোধ হয় না। রুশিয়েরা বেগবান নদের তুল্য, উহাদিগের ভারতবর্ষাভিমুখে গতি রোধ করিবার প্রধান উপায় শিরায়ালি। ইনি উহাদিগের গতিরোধবিষয়ে শৈলরূপ ধারণ করিবেন। অতএব আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য যে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সপক্ষতা করেন।

নূতন পুস্তক।

১। প্রদ্যুম্নবিজয়। এখানি সংস্কৃত নাটক। শ্রীযুক্ত রামতারণ শিরোমণি ইহার রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে গদ্য পদ্য ও প্রাকৃত যেপ্রকার ভিনই থাকে, ইহাতে তাহা আছে। আজি কালি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের চর্চা যেরূপ বিরল হইয়াছে, এ প্রকার নাটক রচনা প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে বজ্রনাভ দৈত্যের জয়ার্থ প্রেরণ করেন। তথায় ঐ দৈত্যের কন্যা প্রভাবতীর সহিত প্রদ্যুম্নের পরিণয় হয়, ইহাই এ নাটকের বর্ণনীয় ইতিবৃত্তের সারাংশ। নাটকখানি সাত অঙ্কে প্রণীত হইয়াছে। শিরোমণি প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণী কবি নহেন; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলি গদ্য ও প্রাকৃতের অপেক্ষা সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। প্রাকৃতগুলি গদ্য অপেক্ষাও অধিকতর নীরস হইয়াছে। এরূপ হইবার কারণ এই, প্রাকৃতের বহু প্রকার ভেদ আছে। প্রাচীনকালের নাটক রচয়িতারা ভদ্র লোক ও ইতর লোকের পরস্পর কথোপকথনকালে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাকৃতের প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু শিরোমণি তাহা করিতে পারেন নাই। গৌড়ীয় রীতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। শিরোমণি গৌড়ীয় কবিদিগের ন্যায় অনল্প আড়ম্বরপ্রিয়। পাঠকগণ তাহাতে এরূপ অনুমান করিবেন না যে, তাঁহার সমুদয় কবিতাই আড়ম্বরপূর্ণ। কতকগুলি কবিতা বিলক্ষণ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, প্রাঞ্জল, সুতরাং সমধিক মনোহর হইয়াছে। ফলতঃ অনেকগুলি কবিতার রচনা প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় হইয়াছে।

২। অরণ্যযাত্রা। এখানি বাঙ্গালা। কলিকাতা সংস্কৃত পাঠশালার অন্যতর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন বালকবালিকাদিগের উপকারার্থ রামচন্দ্রের অরণ্যযাত্রা অবলম্বন করিয়া এখানি লিখিয়াছেন। আদি কবি বাল্মীকি এই অংশে রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির যেপ্রকার চরিত্রবর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে এতৎপাঠে বালক বালিকাদিগের মহোপকারলাভ সম্ভাবনা, অনুবাদক লিখিয়াছেন, "কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা, দশরথের সত্যপালন, রামের বাক্যনিষ্ঠা, পিতৃভক্তি, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, লক্ষ্মণের সরলতা, বীরভাব ও গুণানুরাগ কৌশল্যার পুত্রবাৎসল্য, সীতার পতিপরায়ণতা ও মহানুভাবতা এবং ভরতের মহীয়ান্ ঔদার্য্য, গুণানুরাগ ও ধর্ম্মপরতা, এগুলি ভগবান্ বাল্মীকি এই অংশে অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।" অনুবাদ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৩। কাব্যমঞ্জরী। এখানি শ্রীযুক্ত বলদেবপালিতপ্রণীত। ইহাতে নানাবিধ পদ্যে কবিতার জন্ম, কামবন, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ ও রজনীপ্রভৃতি কবি বর্ণনীয় কয়েকটী বিষয়ের বর্ণনা করা হইয়াছে। এগুলি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের যে বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি আছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল।

৪। কুমুদ্বতী নাটক। বনোয়ারিলাল রায় ইহার প্রণয়নকর্ত্তা। অবন্তীপুরের রাজা কিশোরকেতন এই গ্রন্থের নায়ক ও বিদর্ভনাথের কন্যা কুমুদ্বতী নায়িকা। কিশোরকেতন এক দিবস স্বপ্নে দেখেন যেন এক তাপসকুমারী তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার পাণি গ্রহণের অনুরোধ করিতেছেন। পশ্চাৎ কিশোরকেতন দুর্ব্বাসা মুনির প্রার্থনানুসারে তপোবনে গমন করেন। সেই খানে সত্যব্রত মুনির আশ্রমে কুমুদ্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হইয়া পশ্চাৎ বিবাহ হয়। বিদর্ভনাথ স্বীয় কন্যার বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত সত্যব্রতের আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নাটকখানি অভিনয়যোগ্য হইয়াছে। লেখাটী সুন্দর হইয়াছে।

৫। ইন্দুপ্রভা। এখানিও বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রশংসা করা যায়, ইহাতে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া গেল না। গ্রন্থকার নানা গ্রন্থের কিছু কিছু লইয়া রচনা করিয়াছেন। রচনা অংশেও বিশেষ চমৎকারিতা নাই।

৬। যশো ধর্ম্মস্য গতিঃ। এখানিও নাটক। জমীদারের অত্যাচার বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। জগদীশপুরের জমীদার বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের হত্যার চেষ্টা পান। ধর্ম্মে তাঁহার রক্ষা করেন এবং ধর্ম্মের প্রভাবে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দারোগা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া গোপনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মের এমনি কথা, মাজিষ্ট্রেট সরকিটে গিয়া উহাদিগের কৌশল জানিতে পারিয়া সকলকে বন্দী

যে অর্থ রক্ষা করিতে ভাল বাসে, তাহারা গবর্ণমেন্ট মহাজনের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া প্রায়শ শতকরা বার্ষিক ১৮ টাকা ও কোন কোন স্থলে ১২ টাকা ও স্থল বিশেষে অধিক টাকা রাখিলে ন্যূন কল্পে ৯ টাকা সুদ পাইয়া থাকে। যাহারা মহাজনের নিকটে টাকা গচ্ছিত রাখিতে অল্প লাভ বিবেচনা করে, অথচ অল্প টাকা খাটাইয়া নানাবিধ কৌশলে নিজ ব্যয় পোষাইয়া লইতে চায়; তাহারাই কৃষকদিগের নিকটে উক্ত নিয়মে সুদ লইয়া টাকা ও ধান্য কর্জ্জ দিয়া থাকে। ইহারা কৃষকভিন্ন অন্যান্য লোককেও সোণা রূপা বন্ধক রাখিয়া আবশ্যকমতে প্রতি টাকায় মাসিক আধ আনা অথবা তিনপাই সুদে টাকা কর্জ দেয়। মফস্বলের একপ অবস্থায় ৪॥০ টাকা সুদে গচ্ছিত টাকা রাখিয়া ৫ টাকা সুদে কৃষকদিগকে টাকা কর্জ দিলে ব্যাঙ্কের কার্য্য সুবিধামত চলিবে কি না ও ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে কি না, তাহা ব্যাঙ্ক স্থাপনকর্ত্তাদিগের পূর্ব্বেই বিবেচনা করা উচিত।

কৃষকদিগের সম্পত্তির মধ্যে কেবল কয়েকটী বলদগরু; মূল্যবান বস্তু আর কিছুই থাকে না। সেই গরু উত্তম হইলে তাহার মূল্য ১৫ ও অধম হইলে ৫ টাকা হইতে পারে। প্রত্যেক কৃষকের প্রতি লাঙ্গলে দুই অথবা তিনটী করিয়া বলদ থাকে শস্য না জন্মিলে তাহাই বিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

কৃষকদিগের এখনও একপ সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে যে ইংরেজেরা ফাঁকি দিয়া লোকের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। কাগজ (নোট) দিয়া টাকা লওয়া তাহার প্রমাণ দেখায়। এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের নিয়মকর্ত্তা বহুচিন্তাশীল হওয়া আবশ্যক এবং ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণের একপ ভদ্রতা আবশ্যক যে কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া কৃষকেরা গবর্ণমেন্টের সদভিপ্রায় ও আপনাদের ভবিষ্যদুন্নতি এবং আশু উপকার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।

---:•:---

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুন্নতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাসকলে পরিণয় ও শিক্ষা প্রণালী, রাজকীয় এবং ইংরেজাদি ভিন্ন জাতীয় বণিকদিগের কার্য্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী ও মাদকসেবনপ্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে। অদ্য দেশীয় নারীগণের মূঢ়তা বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যায় অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট হয়; হিতাহিত বিবেচনা হয়; বিদ্যা লোকদিগকে নম্র বিনীত সরল ও সৎস্বভাবাপন্ন করে। বিদ্যার রসাস্বাদনে কোমল রসনাও অধিক কোমলস্বভাব প্রাপ্ত হয়। সুধাসম বাক্য বারি বর্ষণ করিয়া শোকসন্তপ্ত লোকদিগের তাপিতান্তঃকরণ শীতল করে। বিদ্যায় সুখসচ্ছন্দতা ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হইতে পারে। বিদ্যারূপ কল্পবৃক্ষে নানাবিধ সুখ ও শুভকর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! এমন অমূল্য বিদ্যাধনে এদেশীয় প্রায় যাবতীয় অঙ্গনা নিতান্ত বঞ্চিত। এদেশীয়েরা আপন আপন পুত্রদিগকে বিদ্যাভূষণে ভূষিত করিবার জন্য, সাতিশয় যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু কন্যাগণের বিদ্যোপার্জ্জননিমিত্ত কিছুমাত্র যত্ন ও কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন না। চেষ্টা অন্তরে থাকুক, তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা আবশ্যক কি না বোধ করি অনেকেই তাহা ভ্রমেও এক বার ভাবেন না। অঙ্গনাগণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকিয়া যাবজ্জীবন দাসীর ন্যায় গৃহকার্য্যসকল নির্ব্বাহ করেন বোধ করি ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। পুরুষেরা বিদ্যাবান হইলে যেরূপ দেশের ও সংসারের উপকার হইতে পারে, স্ত্রীগণ বিদ্যাবতী হইলে সেইরূপ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেশের ও সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়া অসম্ভব নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সুন্দর শিক্ষিত হইলে সংসার কি অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় সুখাস্পদই হয়। কোন সুখের অসদ্ভাব থাকে না। গৃহকার্য্য গুলি কেমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। শিশুগণও কেমন সুন্দররূপে প্রতিপালিত ও সৎস্বভাবাপন্ন হইতে পারে। অবলাগণ চির কাল মূর্খ থাকিবে, ইহা যদি জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি নারীগণকে পুরুষদিগের ন্যায় বুদ্ধি ও স্মরণশক্তিপ্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি প্রদান করিতেন না। অধুনা অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন এবং অনেক দেশহিতৈষী ভদ্রসন্তান স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এগুলি দেশের শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। সাংসারিক অধিকাংশ কার্য্য ও সুখ দুঃখ স্ত্রীগণের প্রতি নির্ভর করে; তবে স্ত্রীগণকে অজ্ঞানাবৃত রাখা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারা যায়। ভ্রাতৃবিরোধ, গৃহবিচ্ছেদ, প্রতিবাসী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বিবাদ বিসম্বাদাদি প্রায় যাবতীয় সাংসারিক বিশৃঙ্খলতা স্ত্রীগণের মূর্খতানিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীজাতি দ্বেষ, হিংসা ও পরনিন্দাপ্রভৃতি গুণের কিছু অধিক বশীভূতা। অনভিজ্ঞ অবলাগণ শিশুপালনাদি কার্য্যে নিতান্ত অজ্ঞ ইহারা পশুপক্ষীর ন্যায় স্বাভাবিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত কার্য্যসকল সমাধা করিয়াথাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমরা তাহাদেরই হস্তে এরূপ গুরুতর বিষয়ের ভার দিয়া সম্পূর্ণরূপ নিশ্চিন্ত থাকি। মূর্খ কি কখন সুশিক্ষক হইতে পারে? অন্ধ কি কখন পথপ্রদর্শক হইতে পারে? শিশুগণকে প্রতিপালনার্থে হিতাহিতজ্ঞানান্ধ মূঢ় স্ত্রীগণের করে অর্পণ করা ডাইনের হাতে পো সমর্পণের ন্যায় হয়। অবোধ অবলাগণ শিশুসন্তানগণকে সর্ব্বদা ভূতাদির ভয়প্রদর্শন প্রহার ও তাড়না করিয়া থাকেন। বালক বালিকাগণ এই খান হইতেই ভয় শিক্ষা করে ও ভীরুস্বভাব হয় অনেক মূর্খ মাতার দোষে অনেক বালকের চৌর্য্যের অভ্যাস হয়। বালকগণ অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেক মূর্খ মাতা স্নেহ বা বাৎসল্যবশতঃ তাহাদিগকে নিষেধ করেন না। ক্রমে ক্রমে তাহাদের সেই গর্হিত কার্য্য গুলি এমনি অভ্যাস হইয়া যায় যে, অধিক বয়সেও তাহারা তাহা ভুলিতে পারে না।

শিশুগণ মাতার যত্নে ও স্নেহে প্রতিপালিত বলিয়া পিতার অপেক্ষা মাতার কিছু বিশেষ সন্নিষ্ঠ ও অনুগত হয় এবং মাতার নিকট সর্ব্বদা থাকিতে ভাল বাসে। শাস্ত্রকারেরা কহেন সঙ্গদোষে স্বভাব নষ্ট হয়। যাহার যেমন সহবাস তাহার তেমনি স্বভাব হয়; সুতরাং বালকেরা মাতাদিগের সমস্ত দোষ অধিকার করিয়া বসে। এই রূপে অজ্ঞ মাতারা বালক বালিকাদিগের বিশুদ্ধ কোমল স্বভাব বিনষ্ট ও দূষিত করিয়া ক্ষান্ত হন এরূপ নহে, নানাবিধ কারণে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গও করিয়া থাকেন। এদেশীয় স্ত্রীগণ পুরুষের অপেক্ষা কিছু ধর্ম্মভীরু। তাঁহারা দেবতা, উপদেবতা ও ভূতপ্রেতাদিতে ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এতন্নিবন্ধন বহুতর অনিষ্ট ঘটিয়াথাকে। সন্তানের পীড়া হইলে অনেক মূর্খ মাতা উপদেবের আবির্ভাব জ্ঞান করিয়া রোজা আনাইয়া ঝাড়াইবার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে অনেক বালক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক মূর্খ মাতা সন্তানের যথারীতি আহারের ব্যবস্থা করিতে পারেন না। তাহাতে অনেক বালক উদরাময় ও অজীর্ণতাদি নানাবিধ রোগাক্রান্ত হন। কেহ কেহ বা চিররুগ্ন হইয়া থাকেন ও সাংসারিক কার্য্যের বাহির হন। কেহ কেহ বা অচিরেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া মূর্খ মাতাদিগকে স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসীর প্রতিপালক দুরাশাগ্রস্ত গৃহস্থের ন্যায় হতাশ ও শোকার্ত্ত করিয়া যায়।

বিবিধ সংবাদ।

২৭ এ আশ্বিন সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতাবাসীদিগের একটী বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জষ্টিসেরা সকলের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া এতদ্দেশীয় এককালে ড্রেণ করিবার মানস করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্থানীয় ফণ্ড হইতে অর্থব্যয় করিয়া শেষে আপনাদের গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য চাহিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল বলিয়াছেন তিনি এ সাহায্য দিতে সম্মত নহেন। ড্রেণের যে অংশ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কি উপকার হইল, ইহা যত দিন না জানা যাইবে, তত দিন আর ড্রেণ করা কর্ত্তব্য নহে। জষ্টিস দিগের পক্ষে এটি এক শিক্ষা।

আজমীরের রামাৎ মহান্তদিগের যে আবসথ আছে তাহার অধ্যক্ষ মহান্ত খৃষ্টীয়ান হইয়া মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা পান। এ নিমিত্ত মকদ্দমা হওয়াতে তত্রত্য ডেপুটী কমিসনর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিমিত্ত যে সম্পত্তি থাকে, তাহা ব্যক্তি বিশেষের নহে। অতএব খৃষ্টীয়ান মহান্তকে মঠ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। উত্তম হইয়াছে।

সর বার্ণস পিককের ন্যায় ব্যবহারাজীব এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি এক্ষণে প্রধান বিচারপতির অনেক সিদ্ধান্ত যুক্তি ও চিরাগত ব্যবহারের বিরুদ্ধ হইতেছে। তিনি সম্প্রতি নিষ্পত্তি করিয়াছেন কোন ডিক্রী মিথ্যা বলিয়া রহিত হইবে না ও তদনুসারে যে ব্যক্তি কাল্পনিক ঋণীর সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। পুত্রবধূকে ভরণ পোষণ না করিবার বিষয়ের সিদ্ধান্তও এইপ্রকার। বার্দ্ধক্য ক্রমশঃ আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে কি?

কমিসরিএটের এক জন কেরাণী ৭০০০ টাকা জালের অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। পূজার সময়ে জাল জুয়াচুরির একটী মরশুম।

পোর্টব্লেয়ার বন্দরে নিয়মিত দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একখানি স্বতন্ত্র জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। আপাততঃ ব্রহ্মদেশে গমনশীল জাহাজে খাদ্য ও বস্ত্রপ্রভৃতি যাওয়াতে আণ্ডামানস্থ লোকদিগের কষ্ট হওয়াতে এই উপায় অবলম্বন করা হইতেছে।

আসাম ও বাহলখণ্ডের শাখা রেলওয়ে কোম্পানি নলহাটী শাখা রেলওয়ে চালাইবার ভারগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন। তাঁহারা আর দুটী ষ্টেসন ও [illegible] ভাড়া বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। উঠিয়া যাওয়া অপেক্ষা এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

মফস্বলাইট বলেন, দিল্লীর লোকদিগের সংস্কার হইয়াছে, কাবুলে যাইবার নিমিত্ত হাজারায় সৈন্যসংগ্রহ করা হইয়াছে। কাবুল ও রুশীয়া লইয়া সকল লোকের মন চঞ্চল হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে সংবাদপত্রে লিখিতে নিষেধ করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ অল্প লোকেই এই নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন। পাইওনিয়র বলেন, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে আজ্ঞা দিয়াছেন, লেখাতে বাধা নাই, কিন্তু কেহ প্রকাশ্য সম্পাদকতা করিতে পারিবেন না। একটু খোঁচ তথাপি চাই।

উক্ত পত্র বলেন, এক দল পাঠান ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতেছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ভ্রমণ নিষেধ করিয়াছেন। ইহাদিগের সংখ্যা স্ত্রী, পুরুষ ও বালক ১৭০ জন। ইহাদিগের বন্দুক বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় ইহাদিগের পাথেয় দেওয়া হয়। সুলতানপুরে উপনীত হইয়া পাঠানেরা আপনাদিগের বন্দুক চাহে। তাহা না পাইয়া তাহারা লগুড় হস্তে পুলিসকে আক্রমণ করিয়া কয়েক জনকে আহত করে। অনেক কষ্টে ইহারা পরাজিত ও রুদ্ধ হইয়াছিল। এই অসভ্যদিগকে খাইবার প্রভৃতি স্থান দিয়া যাইতে হইবে। অস্ত্র না থাকিলে ইহারা কোন ক্রমে স্বদেশে যাইতে পারিবে না। অতএব ইহাদিগের বন্দুক কাড়িয়া লওয়া নিতান্ত অপরামর্শসিদ্ধ হইয়াছে।

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, হীরালাল মিশ্রনামক এক জন সুবেদার বিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে বীরত্ব প্রকাশ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ১৮২ টাকা আয়ের এক জাগীর দিয়াছেন।

বোম্বে গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁ যদি আজিম খাঁকে অর্পণ না করেন, তাহা হইলে সেরাব আলি খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাইবেন। সিয়ার আলি সিংহাসনে পুনর্ব্বার আরোহণ করিয়া কয়েকটী যথার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করিয়াছেন। আজিম খাঁর পরিবারকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করা হইয়াছে। যেসকল সর্দ্দার পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করেন, তাঁহারা ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজম খাঁ বলপূর্ব্বক বণিকদিগের নিকটে যে সকল টাকা লন, আমীর সে টাকা দিতে চাহিয়াছেন। সিয়ার আলির বিশেষ গুণ না থাকিলে দোস্ত মহম্মদ তাঁহাকে মনোনীত করিতেন না। জনশ্রুতি আছে ৪০০০০ সৈন্যাদি লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন।

২৮ এ আশ্বিন মঙ্গলবার।

কয়েক জন ক্ষুদ্র রাজা আপন আপন সীমার ফৌজদারি বিচার করিবার হুকুম চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসম্মত হইয়াছেন।

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌবিভাগের কমিসনর তত্রত্য

বলণ্টিয়রদিগের বস্ত্র ও অস্ত্রের নিমিত্ত স্থানীয় ফণ্ড হইতে ব্যয় করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, অযোধ্যার প্রধান কমিসনর বলিয়াছেন, এ সকল চাঁদা দ্বারা হওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে কখনই বলণ্টিয়র হইবে না। এখানকার " শীত কালের বীরগণ " কেবল সরকারী বারুদ ও গুলি নষ্ট করিতে আছেন।

আগরায় আম্রবৃক্ষসমূহ ইহার মধ্যে মুকুলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

লক্ষৌ টাইমস অবগত হইয়াছেন, তত্রত্য ২০ জন অধিবাসীকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, কাশ্মীরের রাজার সহিত, শালের তন্তুবায়গণের বিবাদ হওয়াতে কয়েক জন এতদ্দেশীয় রাজা আপন আপন রাজ্যে শালের কারখানা করিতেছেন। অনেকের সংস্কার আছে কাশ্মীরের জলবায়ুর গুণে তথায় এত উত্তম শাল হয়, কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, উত্তম পশম ও উপযুক্ত তন্তুবায় হইলে কাশ্মীরের প্রাধান্য লুপ্ত হইতে পারে।

বাঙ্গালোর হেরাল্ডের এক জন পত্রপ্রেরক মহিসুরের এক জন সহকারী কমিসনরের অত্যাচারের এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সহকারী কমিসনর এক জন লেপ্টনেণ্ট। ইনি মধ্যে মধ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া কৃষকদিগকে বলপূর্ব্বক আপনার শীকারী করিয়া লন, পর্য্যায়ক্রমে গৃহে যাইয়া ইহাদিগকে কাজ করিতে হয়। লেপ্টনাণ্ট এমত সাহসী যে একটী ব্যাঘ্র আসাতে নিজে এক বৃক্ষে পলায়ন করিলেন। ব্যাঘ্র তিন জন হতভাগ্য অস্ত্রহীন কৃষককে ছিন্ন ভিন্ন করিল এবং ঐ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক লোকের নিকট হইতে আপনার খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করে। এই দুরাত্মা কে? তাহার বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

২৯ এ আশ্বিন বুধবার।

বোম্বাই গেজেটের ভুতপূর্ব্ব সম্পাদক জে, এম, মার্কলিন সাহেব লণ্ডন হইতে উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভঙ্গ করিলে লোকে এতদ্দেশীয় রাজ্যগ্রহণ অপেক্ষাও গবর্ণমেণ্টের উপরে অধিক অসন্তুষ্ট হইবেন। মার্কলিন সাহেব বলেন কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই তাঁহার অভিমত। বোম্বাইবাসিগণ সর্ব্বদা আক্ষেপ করেন, বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যের ব্যয়ার্থ যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায় না কিন্তু মার্কলিন সাহেব বলিয়াছেন, বঙ্গদেশের টাকায় বোম্বাইপ্রভৃতি স্থান রক্ষা হইতেছে। বোম্বাইয়ের ভূমির কর অধিক বলিয়া তত্রত্য লোকে মনে করেন অধিক দেন, কিন্তু যদি প্রদেশীয় রাজস্বপ্রণালী হয়, বোম্বাই জানিতে পারেন বঙ্গদেশ অথবা বোম্বাই ইহার কে অধিক টাকা প্রদান করে।

গত মাসে ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকায় ১৬,৬৫৭ জন গমন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ১৪,৭২৩ জন এতদ্দেশীয় পুরুষ ও ১২৩৩ জন স্ত্রীলোক; ৪২৩ জন ইউরোপীয় পুরুষ ও ১৬৮ জন স্ত্রীলোক ছিলেন। প্রত্যহ গড়ে ৬৩০ জন গমন করিয়াছিলেন। শুক্রবার ছাত্র ভিন্ন আর কেহ এখানে যাইতে পারেন না। রবিবার যাইবার নিষেধ নাই।

১ লা জানুয়ারি অবধি ৭ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৯১.৪৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরে এই সময়ের মধ্যে গড়ে ৬৩.৬৪ জল হইয়াছিল।

সম্প্রতি নৈহাটির ষ্টেসনের নিকটে কয়েক জন দস্যু রাত্রিকালে রেলওয়ের যাত্রিদিগকে প্রহার করিয়া লুঠ করিয়াছে। ঐ স্থানে একটী থানা আছে, কিন্তু আমরা যেপ্রকার শুনিতে পাই, তাহাতে সব ইনস্পেক্টর ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি কোন কাজের নহে।

৩০ এ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

সকল থানায় বদমাইশদিগের এক এক তালিকা আছে। কিছু দিন হইল আলাহাবাদের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয়ের এক তালিকাতে বাবুলালনামক এক ব্যক্তির নাম থাকে। পুলিষকর্ম্মচারিগণ এই ব্যক্তির নাম যথায় তথায় প্রকাশ করাতে বাবুলাল নালীশ করেন আপীলে ক্রমশঃ মকদ্দমা প্রধানতম বিচারালয়ে যায়। বিচারপতিগণ বলিয়াছেন, সমাজের শিক্ষার্থ সকল দেশে বদমাইশের তালিকা রাখা হয়; কিন্তু এগুলি অতি গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে শত্রুতানিবন্ধন অনেকের নাম এই খাতায় উঠে। এতদনুসারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনেরল যাবতীয় কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিয়াছেন, বদমাইশের তালিকা কোন মতে যেন প্রকাশিত না হয়। আমরা অহ্লাদিত হইলাম কর্ণেল পিউ এই প্রকার বঙ্গদেশে এক সরকুলর দিয়াছেন।

বিভাগীয় ট্রেজুরিরক্ষার্থ প্রহরীদিগের নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। দিনের বেলা প্রহরীরা শূন্য বন্দুক লইয়া চৌকি দিবে, কিন্তু রাত্রিতে সকলের বন্দুক বারুদ পূর্ণ থাকিবে। ট্রেজুরির নিকটে সকল প্রহরীকে থাকিতে হইবে। পুলিষের হস্তে ধনাগার আসা অবধি এক রিক্তাকার্য্যে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে।

কয়েক জন ইউরোপীয় লোক্কার মান্দ্রাজে মাজিগিরি করিতেছে। সম্প্রতি কয়েক ব্যক্তি জাহাজ হইতে তটে লোক আনিবার সময়ে অস্ত্র প্রদর্শন করিয়া প্রত্যেক আরোহীর নিকট ১৭ টাকা করিয়া ভাড়া লইয়াছে। ধানচোরের এই এক নূতন লীলা।

সম্প্রতি বিচারপতি লক এক ডিক্রীজারি মকদ্দমা উপলক্ষে আজ্ঞা দিয়াছেন, দেউলিয়া হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তির সম্পত্তি নীলামে বিক্রীত হয়, তথাপি আফিসিয়াল আসাইনি ঐ টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন। এক ব্যক্তি দেউলিয়া হন; দিনাজপুরে তাঁহার সম্পত্তি থাকাতে আফিসিয়াল আসাইনি তত্রত্য জজকে উক্ত সম্পত্তি দিতে বলেন। ইতিপূর্ব্বে এক জন ডিক্রীদার তাহা নীলাম করিয়াছিলেন, তৎপরে ৩০ দিন গতও হইয়াছিল। তথাপি ডিক্রীদার আপন টাকা পাইলেন না। এ সিদ্ধান্তের সহিত বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের ঐক্য নাই। আমাদিগের মতে এটী অনিষ্টের মূল হইবে।

১ লা কার্ত্তিক শুক্রবার।

ফ্রেণ্ডঅবইণ্ডিয়া বলেন, ত্রিহুত চম্পারণ ও তন্নিকটস্থ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবর্ষে উক্ত প্রদেশে অর্দ্ধ পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। যদি বর্ষা ঋতুর শেষে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে শীত কালে শস্যের বিলক্ষণ হানি হইবে। এ দিকে হুগলি জেলায় বর্ষার আধিক্য হেতু দুইবার চাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাকার লোকের তৃতীয় বার বপন করিয়াছে। জ্বরোগ্রাও রোগ ভীষণাকারে দর্শন দিয়াছে।

কলিকাতায় এক জন ব্রাহ্মণ দ্বারবান পিরুণ নামে এক মেথরাণীকে ভয়ানক রূপে অস্ত্রাহত করিয়াছে। উক্ত দ্বারবান ঐ মেথরাণীর প্রতি আসক্ত হয় কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক তাহার ইচ্ছার বশবর্ত্তী না হওয়াতে সে তাহাকে গুরুতর রূপে আহত করে, তৎপরে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক দূর হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপ শস্যের মূল্য কমে নাই।

বন্দীদিগের মোচনার্থ কনষ্টাণ্টিনোপলে

বাজপ্রেরিত ধর্ম্মাধ্যক্ষকে আবিসিনিয়ার রাজপুত্র তথায় থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

২ রা কার্ত্তিক শনিবার।

লার্ড মেওকে আনিবার নিমিত্ত অদ্য কলিকাতা হইতে ফিরোজনামক বাষ্পীয় পোত সুয়েজে গমন করিয়াছে।

ইণ্ডো ইউরোপীয়ান করসপণ্ডেণ্ট বলেন, কতিপয় ফরাসি মিসনরি উত্তর আফ্রিকায় এক আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। নলজিবিরা ও সেনিগালের মধ্যস্থিত ভূমিতে কতিপয় খৃষ্টিয়ানের বসবাস আছে, ইহাদিগকে পূর্ব্বে কেহ জানিতেন না। মুসলমানেরা ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে আফ্রিকা জয় কালে তাড়াইয়াছিল, তদবধি ইহারা এইখানে আছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় সম্প্রতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। বিস্তর প্রাণিহত্যা হইয়াছে। এই কম্পটী অনেক স্থান ব্যাপিয়া হইয়াছিল।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে সেনাপতি সেবানো মহাসমারোহে মাডরিডে প্রবেশ করিয়াছেন। সেনাপতি প্রিম বার্সেলোনাতে প্রবেশ করিয়া সাতিশয় সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন। রাজ্ঞী ইসেবেলা তাঁহার রাজত্বনাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পোপ আপন রাজ্যে রাজ্ঞীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইয়াছেন।

সেনাপতি কফমান তুর্কিস্থান হইতে পিটর্স বর্গে আসিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সুলতানের যে বিপক্ষেরা ষড়যন্ত্র করে, তাহারা ধরা পড়িয়াছে।

মালটা ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার সমুদ্রগর্ভে টেলিগ্রাফ সুন্দররূপে পাতা হইয়াছে।

৭ ই অক্টোবর। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় করিবার কারণ পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত ১২,০০০ টাকা করিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

চারলস মিল্স সাহেবের পদে সর হেনরি মেন কলিকাতা ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছেন, মার্টিন ফেলিডে সাহেব নহেন।

কর্কের ডিন পিটরবরোর বিশপ হইয়াছেন।

৯ ই অক্টোবর। মত জনরব সেনাপতি প্রিম এডিনবরার ডিউককে স্পেনের রাজা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

১০ ই অক্টোবর। গতকল্য গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহার মনোনীতকারীদিগের অগ্রে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, করপ্রদান না করিলে কেহ প্রতিনিধি মনোনীত করিবার মত দিতে পারিবেন না, এ নিয়ম রহিত করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট যে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করিতেছেন তাহা অন্যায় এবং সবিশেষ মিতব্যয়িতা আবশ্যক। তিনি আপামর সাধারণের শিক্ষাবিষয়ের সপক্ষতা করিলেন। আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় উপলক্ষে তিনি বলিলেন, তাঁহার মত অপরিবর্ত্তিত আছে। আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায় অত্যাচারের স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছে এবং ইহা রহিত করা অতি কর্ত্তব্য। একধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগের টাকায় অন্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁহার মতে অতিশয় অন্যায়।

গত রাত্রির গেজেটে বান্দা ও কড়াইয়ের জুয়ের টাকা পুনরায় বিভাগ করিবার আজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে।

পালমাল গেজেটে ভূতপূর্ব্ব এক জন গবর্ণর জেনরলের সেক্রেটারির পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, বোম্বাইকে ভারতবর্ষের রাজধানী করা অতিশয় আবশ্যক।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৮ ই অক্টোবর। আর, এচ, হেনি সাহেব চম্পারণে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র সেন কিছু দিনের জন্য মানভূমে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮২২ অব্দের ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে হুগলী, বাকুড়া, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এফ, জোন্স সাহেব সি, এস।

বাবু তারকনাথ ঘোষ।

" গোবিন্দচন্দ্র বসু।

৯ ই অক্টোবর। এফ, এচ, মাকলিন সাহেব হাবড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, এল, হারিসন সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

তাঁহার অনুপস্থানকালে এ, মেকেঞ্জি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

১০ ই অক্টোবর। জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেব প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ থাকিবেন।

জে, এফ, ব্রৌণ শ্রীহট্টে দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ মুরসিদাবাদে প্রতিনিধি প্রথম শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর থাকিবেন।

যে দিবস জে, সি, ডজসন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি পূর্ব্বোক্ত নিয়োগদ্বয় হইবে।

কলিকাতার কালেক্টর জে, মেকেঞ্জি সাহেব ১৮৪৮ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হুগলিতে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন এচ, ডবলিউ, বাম্বার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন সি, জেনিঙস সাহেব বগুড়ার প্রতিনিধি পুলিশ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এ, ইয়াডল সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত বাঁকুড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন এ জে, আর, বেণব্রিজ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি, কে, ওয়েবষ্টর সাহেব বর্দ্ধমানের দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১ লা অক্টোবর অবধি নিম্নতর শাসনকার্য্যের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ পঞ্চম হইতে চতুর্থ শ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন।

বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ডবলিউ, এম, স্মিথ সাহেবের পরিবর্ত্তে। (যিনি উচ্চ পদ পাইয়াছেন)

আর, টি, সিলেষ্টর সাহেব, বাবু রামনারায়ণ মজুমদারের পরিবর্ত্তে। (যিনি পদত্যাগ করিয়াছেন)

জে, আর, বি, রস সাহেবের মৃত্যু হইবাতে নিম্নতর শাসনকার্য্যের পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ ২রা অক্টোবর অবধি উচ্চ পদ পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

টি, টুইডি সাহেব।

তৃতীয় শ্রেণিতে।

বাবু হেমচন্দ্র রায়।

চতুর্থ শ্রেণীতে।

বাবু লক্ষ্মীকান্ত রায়।

১৩ ই অক্টোবর। যত দিন মেজর জে, এফ, শেরার বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন লেপ্টেনেন্ট এম. ও. বইড কামরূপের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র থাকবস্ত বিভাগে বদলী হইয়া হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:— —:০:—

আমাদিগের আনুলিয়াস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ১২ ই আশ্বিন ইংরাজী ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গল বার দিবা ৩ ঘটিকার সময় আনুলিয়াস্থ হিতৈষিণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে গ্রামস্থ সমুদয় ভদ্র লোক এবং সভার সভ্যগণ উপস্থিত থাকিয়া মহাসমারোহে সভার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাণাঘাটের বর্ত্তমান সুযোগ্য সাধুসঙ্কল্পসম্পন্ন সুবিজ্ঞ হিতৈষী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারি আগ্রহ বশতঃ উক্ত দিবস সভার অধিবেশন হয়, প্রথমতঃ সম্পাদক শরৎ বাবু গত বর্ষের এবং বর্ত্তমান অব্দের সভার সমুদয় আয়ব্যয় বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তৎপরে রামশঙ্কর বাবুর প্রস্তাবক্রমে, হিতৈষিণী সভা হইতে সমাজের নিমিত্ত যে ইষ্টকনির্ম্মিত আটচালা গৃহ প্রস্তুত হইতেছে উহার অবশিষ্টাংশ সমাধা করিবার ব্যয় এবং সমাজাধীন বিদ্যালয়ের আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার ব্যয় সর্ব্ব সমেত ১০৫ টাকার একটী হিসাব হইল। উহার মধ্যে গ্রামস্থ মহোদয়গণের নিকট হইতে ৫০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে অবশিষ্ট কয়েক টাকা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে রামশঙ্কর বাবু স্থানীয় জমীদার মহাশয়গণকে পত্র লিখিয়াছেন। পরিশেষে দিবা ৫ টার সময় সভাপতি বাবু ক্ষেত্রগোপাল রায় মহাশয় একটী সুললিত বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাটী অতিশয় মধুর হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইয়া অনেকপরেই সভাভঙ্গ হয়।

উপসংহারকালে আমরা রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্টেট অশেষ গুণান্বিত রামশঙ্কর বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। তাঁহার এই হিতৈষিণী সভার প্রতি যেরূপ যত্ন দেখিতেছি, তাহাতে ইহা যে শীঘ্র উন্নতির সোপানে আরোহিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ইনি এই সভার এক জন প্রধান সভ্য হইয়াছেন। আনুলিয়ার মধ্যস্থিত রাজবর্ত্মগুলির প্রতিও ইহার বিশেষ যত্ন আছে এবং শুনিলাম স্বয়ং উহার প্রতিবিধান করিবেন। রামশঙ্কর বাবুর ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পত্রে সুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছি। ইনি যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে কোন ব্যক্তি ইহার কার্য্য দেখিয়া ধন্যবাদ প্রদান না করিবেন?

২। এখানকার ডাকঘরটী সুন্দররূপ চলিতেছে। গবর্ণমেন্ট যে এতদিনের পরে ইহার প্রতি নেত্রপাত করিয়াছেন সেও সুখের বিষয়। পূর্ব্বে ইহার আবশ্যক দ্রব্যাদি সমুদয় প্রদত্ত হইয়াছিল এবং কএক সপ্তাহ অতীত হইল আপিসের ব্যবহারোপযোগী মোহর প্রভৃতি আসিয়াছে এক্ষণে গৃহ প্রস্তুত করিবার বিষয়ে একটু যত্নবান হউন আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কিছু দিন হইল এখানকার এক জন নীচ জাতীয় পীড়িত ব্যক্তি রাণাঘাটের সবডিবিজনের সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাগানের মধ্যে গমনপূর্ব্বক গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিয়া বৃক্ষোপরি মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে এই ব্যক্তি ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিত। হঠাৎ এই দুর্গতি হইবার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। পুলিষ নিয়মমত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কষ্ট পরিশেষে আত্মহত্যারই প্রমাণ পান।

৪। অতিশয় আহ্লাদের বিষয় এই যে সংপ্রতি রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি কয়েকজন বিদেশবাসী ব্রাহ্মের যত্নে তথায় একটী উপাসনা সমাজ সংস্থাপনের সংকল্প হইতেছে। উদ্যোগটী উত্তম বটে, কিন্তু সাধন হওয়াই সুকঠিন। শুনিলাম তথাকার কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহার সম্পূর্ণ প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠিয়াছেন। উক্ত সভা হইতে দেশের যে অমঙ্গল হইবে ইহাতেই তাঁহাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত রাগ করিতেই পারেন, কারণ সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিতে শিখিলে তাঁহাদিগের অন্ন মারা যায়।

৫। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কএক দিন হইল গোয়াড়ির জজ আদালতের নিকটস্থ রাণী স্বর্ণময়ীর পুষ্করিণীতে উক্ত নগরস্থ জনৈক পতিবিহীনা রমণী ঘোর তিমিরাবৃত রজনীকে স্বীয় হস্তপদ পরিধেয় বসনদ্বারা বন্ধন করিয়া জীবনে জীবন সমর্পণ করিয়াছে; প্রভাতে পুলিষ কর্ত্তৃক শব তোলা হয়।

৬। এবার এদিগে বন্য বরাহেরি উপদ্রব অধিক। এমন গ্রাম নাই যেখানে ১০৫ টী বিরাজ না করে। ইহারা নিশাকালে দলবদ্ধ হইয়া জনাকীর্ণ স্থলে এবং প্রান্তরে গমন করিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তির অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। ইহাদিগের অবয়ব ভয়ানক। দন্ত দুটী দেখিলে কৃতান্তের অঙ্কুশ বলিয়া বোধ হয়। আনুলিয়ার মধ্যে কএকটীর আগমন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২ টী কএক ব্যক্তিকর্ত্তৃক হত হইয়াছে অপর কএকটী গতিক মন্দ দেখিয়া অন্য স্থানে গমন করিয়াছে। প্রথম বরাহটি মরিবার পূর্ব্বে একটী অবলার প্রাণহত্যা করিয়া বরাহ অবতারের ন্যায় নাম রাখিয়া গিয়াছে।

———

আমাদিগের নগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! আমরা গত ৮ ই সেপ্টেম্বরের বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট গেজেটে প্রথম চক্রে শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ, তৃতীয় চক্রে শ্রীযুক্ত মৌলবী এলাহি বকস, চতুর্থ চক্রে শ্রীযুক্ত মুন্সী বরকতুল্লা ও পঞ্চম চক্রে শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ডিটেকটিব ডিপার্টমেন্টে পুলিসের অতিরিক্ত আসিষ্টান্ট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট হইয়াছেন দর্শন করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম; কিন্তু শ্রীযুক্ত গণিফ খাঁ (যিনি জেলা ২৪ পরগণার ডিটেকটিব ইনেস্পেক্টর ছিলেন) কি কারণে ডিটেকটিব পুলিস হইতে খারিজ হইলেন, তাহা জানিতে পারিলাম না। ইহার মত পুলিষ কার্য্যদক্ষ এ জেলায় আর কেহই নাই। উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদ না দিলে অনেকের মনে ক্ষোভ জন্মে।

১। পুরাতন সময় উচ্ছিষ্ট খাল দিয়া কএক জন ডোঙ্গায় যাইতেছিল, দৈবগতিকে ডোঙ্গাটি জলমগ্ন হওয়াতে দুই ব্যক্তি জলে ডুবিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার নির্ণয় হয় নাই। অবশিষ্ট আট জনের প্রাণরক্ষা হয়।

২। এ প্রদেশে বারবার দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শস্য এক কালে নষ্ট হওয়াতে প্রজাগণ যার পর নাই কষ্টসহকারে [illegible] ত করিতেছে। এমন কি কোন কোন ব[illegible] দুই এক দিন অনাহারে থাকিতে হয়, এই [illegible] তারা

গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্যের আকাঙ্ক্ষায় চাতকের ন্যায় ছিল, অদৃষ্ট ক্রমে আগেনার মহাশয়েরা ১ লা অক্টোবর মগরায় আগমন হইয়াছে। আদায়ের বিষয় কি করেন বলা যায় না, প্রজার অবস্থা বিবেচনা করিয়া টাক্স ধার্য্য করিলে ভাল হয়, যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা না হয়।

৩। বর্ষা শেষ না হইতে হইতে প্রজাগণের উপকারার্থে স্থানে স্থানে সরকারি রাস্তা সকলের গবর্ণমেণ্ট হইতে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে আবাল বৃদ্ধ অনেকেই মজুরি খাটিতেছে বটে; কিন্তু কষ্ট যাইতেছে না। কিছু সাহায্য দিলে ভাল হয়, অধিক কষ্টে পড়িলে নানা উপায়েও সে কষ্ট শীঘ্র যায় না।

৪। ইতিমধ্যে থানা দেবীপুরের এলেকা আবাসবেড়িয়া গ্রামে দুটী স্ত্রীলোক পরস্পর বাগ্বিবাদ করে, সেই সূত্রে একটীর প্রাণ নষ্ট হয়, কর্ত্তাকারী পুলিসের দ্বারা ধৃত হইয়া প্রেরিত হইয়াছে।

৫। ডায়মণ্ড হারবরের সন্নিহিত কাঁড়ায় গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বোধ হয়, এটী সমুদ্রপথ রক্ষার জন্য হইতেছে।

৬। এখানকার বাদা ও মাঠসকল এ বৎসর জলে এরূপ পরিপূর্ণ যে সূর্য্যের প্রখরতা হইলে চতুর্দ্দিক হইতে কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় বাষ্প উঠিতে দেখা যায়।

৭। ৬ই অক্টোবরের মধ্যে এখানে একটী বালিকার ও একটী স্ত্রীলোকের সর্পদংশনে জীবন নষ্ট হইয়াছে।

মগরা।
৭ ই অক্টোবর
১৮৮৮।

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এখানকার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দুই মাসের বিদায় লইয়া বাটী যাইতেছেন। তাঁহার এই দীর্ঘ কালের বিচ্ছেদ এ দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের হইয়েছে। তিনি যেরূপ বাগ্র এ অনন্য ভাবে এদেশের হিতসাধনে দৃঢ় ব্রতী ছিলেন, তজ্জন্য তিনি সাধারণের ভক্তি ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। [illegible] করি, তাঁহার অবসর কাল নিঃশেষ [illegible] তিনি পুনরায় এস্থানে আগমন করিয়া [illegible] মঙ্গলসাধন করিতে থাকিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু মহাশয় এই অবসরকালের নিমিত্ত তদীয় স্থলে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন যাদব বাবুর ন্যায় দেশের হিত সাধনে কায়মনে যত্নবান্ হন।

২। আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এখানকার অন্যতর জমীদার কলিকাতানিবাসী বাবু মন্মথনাথ দে মহাশয় এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয় নির্ম্মাণের নিমিত্ত শত মুদ্রা দান করিয়াছেন এবং কিছু কিছু মাসিক সাহায্য করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। মন্মথ বাবুর এই দানকার্য্যটী প্রশংসার সন্দেহ নাই; তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রার্থনা করি, যেন তিনি স্বীয় অধিকারস্থ দুস্থ প্রজাবর্গের মানসিক ও সাংসারিক উভয়বিধ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়া অতুল যশোভাজন হইতে থাকেন।

৩। দেভোগ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ প্রধান এখানকার বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেম্বর পদে মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

৪। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের নেটিভ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রায় পাঁচ বৎসরপরে তিন মাসের বিদায় লইয়া বাটী গমন করিয়াছেন। এখানকার পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ডাক্তার বাবু অম্বিকাচরণ রক্ষিতের উপর উক্ত কার্য্যালয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে।

৫। মহাশয়! এখানকার মিউনিসিপাল রাস্তাগুলির কোন কোন স্থান নদীজলদ্বারা ভগ্ন হইয়া সাধারণের গতিবিধির অসুবিধা ঘটিয়াছে এবং গলিরাস্তার কোন কোন স্থলে ময়লা পতিত থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মিউনিসিপাল কমিটীর স্বকর্ত্তব্যসাধনে বিশেষ মনোযোগ নাই। কমিটীর এ সকল বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক।

৬। জনশ্রুতি এইরূপ যে, মফস্বলের কোন প্লাবনজলপূর্ণ ক্ষেত্রে একটী বোয়াল মৎস্য একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবককে অর্দ্ধগ্রাস করিয়াছিল। উভয়কেই মৃত ভাসিতে দেখিয়া তত্রত্য লোকে এই অদ্ভুতপূর্ব্ব পদার্থটী কাঁথির মাজিষ্টেট রাটে সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সত্য হইলে অতি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। মৎস্যটী নাকি নয় হস্ত দীর্ঘ।

৭। এখানকার কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গড়বেতায় ও তথাকার কোর্ট ইং এখানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং এখানকার প্রতিষ্ঠাবান পুলিষ ইন্‌স্পেক্টর বাবু ভগবান চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরে বদলি হইতেছেন। শুনিলাম, ইহাঁর স্থলে বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় আসিতেছেন। ইনিও আমাদের পূর্ব্বপরিচিত। ইনি শমসহিষ্ণু, উৎসাহপূর্ণ, কার্য্যদক্ষ যুবক। জনষ্টন সাহেব এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া কেবল পুলিষের লোকদিগকে এখানে ওখানে ঘুরাইয়াই মারিতেছেন কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

৯ ই অক্টোবর
১৮৮৮।

—:•:—

আমাদিগের বীরভূমস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! কান্দড়া গ্রামের পশ্চিম হইতে টিকুরী, বনয়ারীগঞ্জ দিয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা গিয়াছে। এটী নূতন প্রস্তুত হইয়াছে। "ফেরি" আয় হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। পাকা রাস্তা কেবল পথিকদের গমনাগমনের সুগমহেতু; কিন্তু এই রাস্তাটী পথিকগণের বিড়ম্বনার হেতু মাত্র হইয়াছে। এই রাস্তার কোন কোন স্থান এমন কর্দ্দমময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে গরু বাছুরের ত কথাই নাই, বলবান হস্তীও দৈবাৎ প্রোথিত হইয়া গেলে উত্তোলিত করা অল্প কষ্টসাধ্য হয় না। পথিকগণ এ রাস্তা ত্যাগ করিয়া আলি পথে গমনকে অল্প ক্লেশকর জ্ঞান করেন। দেখুন, এমন অবস্থায় পাকা রাস্তা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য কি বিফল হইল না? আমরা কাটোয়ার ডিঃ মাজিষ্ট্রেট কালিদাস বাবুকে বিলক্ষণ জানি। এ শ্রেণীর মধ্যে তিনি এক জন কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী। তিনি যে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করেন না, ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে।

২। মহাশয়! এখন স্কুলের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় প্রতিগ্রামেই শাখা পোষ্ট আফিস স্থাপিত হইতে দেখা যাইতেছে। কোন গ্রামে বা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকগণ এই নূতন ডাকঘরের কার্য্য করিতেছেন, কোন স্থানে আবার স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত হইতেছেন। ফলে এ সংস্থাপন কিছু অল্প সুবিধাবিধায়ক হইতেছে না; কিন্তু কোন কোন স্থানের লোকেরা এই ডাকঘরগুলি স্থায়ী করিবার জন্য যে অসৎ উপায় অবলম্বন করিতেছেন, ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে। সে দিন

দেখিলাম, কোন এক শাখা পোষ্ট আফিস হইতে রাইপুরের কতিপয় ব্যক্তির নামে কতক গুলি "ব্যারিং" পত্র আইসে। শিরোনামায় "দরকারী" "প্রাইভেট" প্রভৃতি কথাগুলি লিখিত থাকে। যাঁহাদের নামে ছিল, তাঁহারা পত্রগ্রহণ করিয়া দেখেন অভ্যন্তরে কিছুই লেখা নাই। এখন "ব্যারিং" পত্র আইলে সহসা কেহ গ্রহণে সম্মত হইতেছেন না। অদ্য এই মাত্র ইঙ্গিত করিলাম। এই কুরীতিস্রোত রুদ্ধ না হইলে সেই শাখা পোষ্ট আপিসের নাম উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হইব না।

৩। দেখিলাম, রাইপুরের রাত্রিবিদ্যালয়টী অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। ৩৭ জন ছাত্রের নাম হাজিরা পুস্তকে দেখা গেল। ছাত্রগুলিকে অতি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম, বস্তুতঃ এরূপ স্কুল স্থানে স্থানে স্থাপিত হওয়া এখন ভাবী প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর লোকমধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা সমধিক বলবতী দেখা যাইতেছে।

৪। ধূমকেতুর ন্যায় বীরভূম স্কুলের "বোর্ডিংহাউস" নির্ম্মাণের কথা মধ্যে মধ্যে উঠিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই গৃহখানি কাঁচা হইবে স্থির হইয়াছিল, এখন শুনিলাম, কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে পাকা করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়াস বান হইয়াছেন ও ব্যয়স্বরূপ আয় সংগৃহীত হইতেছে। মূল কথা এ শুভ কার্য্য সম্পাদনে আর দীর্ঘসূত্রী হওয়া ভাল দেখায় না।

৫। সে দিন রাইপুরে এক শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অনেক ব্রাহ্মণ আগামী কালীপূজার জন্য কাষ্ঠসংগ্রহমানসে এক বৃক্ষ ছেদনে কয়েক জন মজুরকে নিযুক্ত করেন এবং সেই বৃক্ষটী হইতে কিছু দুরে উপবেশন করেন। তাঁহার পুত্র সঙ্গে ছিল। বৃক্ষটী তাদৃশ বড় নয়, কিন্তু বিধির লিখন কে খণ্ডন করে? বৃক্ষটী পতনোন্মুখ হইলে সকলেই তথা হইতে প্রস্থান করে, কিন্তু হতভাগ্য ব্রাহ্মণের পলায়ন সাধ্যায়ত্ত হইয়া উঠিল না। বৃক্ষটী ঘাড়ে পড়িয়া গেল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিল।

৬। বনয়ারী আবাদ রাজ সংসারের অন্যতর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকার মহাশয়ের বাটীতে পূজার সময় "নলদময়ন্তী" নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয়কার্য্য অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হয়। অভিনেতৃগণ যেরূপে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহাতে তাঁহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

২৫এ আশ্বিন
১২৭৫।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

থানা নাকাশীপাড়ার অন্তর্গত সুলতানপুর, আড়পাড়া, নারায়ণপুরপ্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের নিকট দিয়া বহুদূর ব্যাপী একটী বৃহৎ বিল আছে। কাটাখাল নামে উহার একটি প্রসিদ্ধ খাল নিশ্চিন্তপুরের কুটীর পূর্ব্ব দিয়া ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত থাকাতে বৎসর বৎসর তথায় বন্যা আসিত, কিন্তু ভাগীরথী দূরস্থ থাকাতে বন্যা তাদৃশ প্রবল বেগে আসিতে পারিত না। ইহাতে বিলের স্থানে স্থানে পূর্ব্বে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হইত। এক্ষণে গঙ্গা নদী অতিশয় নিকটস্থ হওয়াতে বন্যা প্রবলরূপে আসিতেছে। তিন চার বৎসর কাল সমুদয় শস্য জলমজ্জনহেতু নষ্ট হওয়াতে ক্রমান্বয়ে ১৬। ১৭ খানি গ্রামের প্রজা সকল একে বারে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। এমন কি এ প্রদেশে তিয়াত্তরে দুর্ভিক্ষ মধ্যে ক্রমে ক্রমে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। এ বৎসর আমাদিগের ক্লেশনিবারণজন্য প্রজাবৎসল ঐশ্রীমতী মহারাণীর অনুগ্রহে তথায় একটি মৃত্তিকার বাঁধ দেওয়া হয়। উহাতে এ প্রদেশের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা বটে, কিন্তু অভাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও নাই, সে কথা মিথ্যা নহে। যে হেতু ঐ খালের উত্তর পার্শ্বের সমতল ভূমির স্থানবিশেষে বাধ ভগ্ন হইয়া অনেক হৈমন্তিক ধান্য জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। যে স্থানে বাঁধটি ভগ্ন হয়, উচ্চতাপ্রযুক্ত ঐ স্থান দিয়া আর জল বহির্গত হইবার উপায় নাই। বর্ষার জলে বিল পরিপূর্ণ এবং নিম্ন ভূমি সকল জলমগ্ন রহিয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্যের ও কৃষিকার্য্যের বিস্তর ক্ষতি ও তীরস্থিত তৃণ ও কুগাছা প্রভৃতি পচিয়া দুর্গন্ধময় বাষ্পে বায়ু ক্রমে দূষিত হইতেছে। লোকসকল পীড়িত হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে এ প্রদেশে অদ্যাপি ভালরূপ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় নাই, এ দিকে আশ্বিন মাস উপস্থিত। নিম্নভূমিমাত্রেই জলমগ্ন রহিল, রবিশস্য বপনের উপায় নাই। এক্ষণে ঐ খালের মধ্যে কোন নিম্ন স্থানে বাধ কাটিয়া জল বহির্গত করিয়া না দিলে কোনরূপে শস্য হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে এ প্রদেশের এক প্রকার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর দীন হীন প্রজাগণের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া ঐ বাধটি কাটিয়া সম্প্রতি জল বহির্গত ও পশ্চাৎ তথায় একটী কপাটিয়া পুল প্রস্তুত করাইয়া এ প্রদেশের মঙ্গল সাধন করুন। যদ্যপি বিলের জল বহির্গত না হইয়া বদ্ধ থাকে, তাহা হইলে অন্যূন ২০ দুই হাজার বিঘা উর্ব্বরা ভূমি পতিত রহিবে এবং প্রজাগণ একেবারে উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

২৬ ভাদ্র } শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।
সাং আড় পাড়া।

জেলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতী থানা ভূষণার অধীনস্থ গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং তদ্দ্বারা তত্রত্য লোকদিগের অনেক পরিমাণে অনিষ্ট হইতেছিল দেখিয়া কিয়দ্দিন হইল, তথাকার পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ উহার প্রতিবিধানার্থ মনোযোগী হন। তদনুসারে তথাকার পুলিষ হইতে এক পেয়াদা একখানি পরয়ানা লইয়া কাপাসাটীয়া নামক গ্রামে উপস্থিত হওয়াতে তথাকার লোকেরা উক্ত পেয়াদার নিকট স্ব স্ব ভূমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেলেন, কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কারে প্রচুর অর্থব্যয় হইবে দেখিয়া উহা কিয়ৎ পরিমাণে পরিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। মহাশয়! সম্পূর্ণ জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে সর্ব্বসাধারণের যেরূপ মঙ্গল হইত, কিয়দংশ পরিষ্কারে তাহার কিছুই হয় নাই। তথাকার লোকেরা এরূপ জঙ্গল যে জঙ্গল সম্ভূত নানাপ্রকার অনিষ্ট সহ্য করিতে এবং জ্বরমূলক পীড়াদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে সম্মত, তথাপি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে সম্মত নহেন; অতএব পুলিস হইতে পুনর্ব্বার এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইলে ভাল হয়।

গবর্ণমেণ্ট প্রায় সকল স্থানেই দুই একটী বিদ্যালয় স্থাপনপূর্ব্বক তথাকার সৌভাগ্যের সোপান করিয়া দিতেছেন, কিন্তু ঐ থানার অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ স্থানেই ভাল বিদ্যালয় নাই। যদিও কোন কোন স্থানে দুই একটী সামান্য বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কিছু হয় না। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত কাপাসাটীয়া গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রায় ১০। ১২ খানি গ্রামে একটীমাত্র বিদ্যালয় নাই। ঐসকল স্থানে যেসকল ভদ্র লোক আছেন তাঁহাদিগের

মধ্যে অধিকাংশই প্রদেশস্থ জেলা সমূহের উকীল মোক্তার এবং তালুকদার ও জোতদার বলিয়া পরিগণিত। এইসকল ব্যক্তির এবং তথাকার সর্ব্বসাধারণের সন্তান সন্ততির শিক্ষার নিমিত্ত যদি গবর্ণমেন্ট হইতে তথায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় তথাকার লোকদিগের নিকটেও কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

৭ ই অক্টোবর } ত্রুাণ নিবাসী।
১৮৬৮।

—:০:—

গোয়ালপাড়া আসামে অধিকতর বৃষ্টি হওয়াতে ধান্য অনেক নষ্ট হইয়াছে। যে কিছু ছিল, তাহাও এক প্রকার কীটে বিনষ্ট করিতেছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষলক্ষণ এ দেশে লক্ষিত হইতেছে

শ্রীঃ—

—:০:——:০:—

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট ও
বহরমপুর কালেজ বাটী।

পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের লোকেরা যেরূপ ন্যায়পরতা ও দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বহরমপুরকালেজ বাটী নির্ম্মাণে তাঁহাদের ঐ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৮৫২ সালে হালিডে সাহেবের সময় ঐ বাটী নির্ম্মাণের উদ্যোগ হয়। গ্রাণ্ট সাহেবের সময় প্লান প্রস্তুত করিতেই পর্য্যবসিত হয়। বীডন সাহেবের প্রথম আমলেই অর্থাৎ ১৮৬৩ সালের ২৯ এ জুলাই উহার ভিত্তিপ্রস্তর নিখাত হইয়াছিল। তৎপরে অজগরের গতির ন্যায় উহার কার্য্য অল্পে অল্পে চলিতে থাকে। গত সংবৎ ৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে ঐ বাটী সম্পন্ন হইবে, ইহা সকলেরই বোধ হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যে আগষ্টমাসে বাটীর আগা গোড়া ফাটিয়া যায়। সকলে বলে, ইহা দেখিয়াই সুপ্রধান একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার [illegible] সাহেব স্বদেশ প্রস্থান করেন পরে ইনি [illegible] অনেক [illegible] ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়া বাটী পরিদর্শন করিলেন। যদি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইত তাহা হইলে বোধ হয় [illegible] কাটা যাইত; যিনি প্লান করিয়াছেন, [illegible] সাহেব এবং যিনি গাঁথাইয়াছেন [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] গায়ে আর [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া গেল ফাটা [illegible] [illegible] সারা হয়। তাহাই হইতে হইতে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত। ছাদের জল ঘরের বাহিরে কিছুই পড়ে না, সমুদায়ই ঘরে পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে আবার লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেব এখানে আসিবেন জনরব উঠিল। কর্ম্মচারীরা বড় বিব্রত হইলেন ছাদের উপর তৈল সিন্দূরপ্রভৃতিদ্বারা রঙ করিয়া দিলেন। গবর্ণর সাহেব তাহাতেই ভুলিয়া গেলেন। কর্ম্মচারীরাও " বামন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর " হইলেন। ছয় মাসে যে কর্ম্ম না হইতে পারিত গবর্ণর সাহেব আসিবেন বলিয়া প্রায় ২০ দিনের মধ্যে সেই কাজ হইয়াছিল। তিনি যৎকালে আইসেন, তৎকালে ঐ বাটীর গ্যালারির আসনগুলি নির্ম্মাণ করা ছাড়া আর কোন কার্য্য বাকী ছিল না। কিন্তু প্রায় ২ মাস হইতে চলিল, তিনি এখান হইতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে আর কিছুমাত্র কার্য্য হয় নাই। বিবিয়ান সাহেবের দোষেই হউক, অথবা প্লানকর্ত্তা গ্রাণ্ডিল সাহেবের দোষেই হউক, গত বর্ষে বাটী ফাটিয়া গিয়াছিল সত্য বটে। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বিবিয়ান সাহেব বিশেষ কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। তিনি এই বাটীর কার্য্যদর্শনার্থ প্রতিদিন অবাধে দুই বার করিয়া আগমন করিতেন; কিন্তু তাঁহার পদে যে উইকস সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন, ইনি শাদা কি কাল কি রাঙা লোক, তাহা বোধ হয় তাঁহার আফিসের লোক ছাড়া অন্য কেহই দেখিতে পায় না। তিনি এই স্থানে আসিয়া অবধি কয় দিন কালেজ বাটী দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, ইহা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ফল কথা, আমরা লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সাহেবকে অনুরোধ করি যে, তিনি এক বার উইলসন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে তাঁহার গমনের পর বহরমপুর কালেজবাটীর কত দূর কার্য্য হইয়াছে এবং ঐ বাটী কালেজ আফিসরদিগের হস্তে অর্পণ করিবার আর কত বিলম্ব আছে? ইহা হইলেই তিনি সমুদায় জানিতে পারিবেন। আমাদিগকে আর অধিক লিখিয়া কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। এই বাটীর বিষয়ে আমাদের আরও কিছু বক্তব্য রহিল।

শ্রীঃ—

———

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় পুরী
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন ১৩
„ „ রাধামোহন গোস্বামী খণ্ডপুবড়ী
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন ১৩
„ „ অমৃতনারায়ণ আচার্য্য মুক্তাগাছা ১৩
„ „ নীলমণি ঘোষাল কলিকাতা ১০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা, তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৪৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ১১ই কার্ত্তিক। ১৮৬৮। ২৬এ অক্টোবর | মফস্বলে মাস্থলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

কিরাতার্জ্জুনীয়ং কাব্যং।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত প্রথম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে পত্র লিখিবেন।

শ্রাবণ ১২৭৫ ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৭ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৵০ এক আনার হিসাবে কমিশন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ⁄১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক	১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১
পদ্মাবতী নাটক	৸৵০
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১
নবীনতপস্বিনী নাটক	১
চন্দ্রবিলাস নাটক	১
রামাভিষেক নাটক	১
দলভঞ্জন নাটক	॥০
জানকী নাটক	১
প্রেমাধিনী নাটক	॥৵০
ইন্দুপ্রভা নাটক	১
নলদময়ন্তী নাটক	১
ভ্রান্তিরহস্য নাটক	১
কীচক বধ নাটক	৸০
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক	॥৵০
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক	১
কলিকৌতুক নাটক	॥৵০
লীলাবতী নাটক	১॥০
কুসুমকুমারী নাটক	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
শিববিবাহ নাটক	।৵০
মহাশ্বেতা সমাধি নাটক	১
সপত্নী নাটক	১
পুনর্ব্বিবাহ নাটক	॥০
রমণী নাটক	⁄০
প্রেমকরা বিষমদায় নাটক	।০
শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক	॥০
নবনাটক বহুবিবাহ নিষেধ	১
কাদম্বরী নাটক	১
মুক্তাবলী নাটক	১॥০
নবরমণী নাটক	॥০
ম্যনাটক	॥০
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১
প্রাণেশ্বর নাটক	১।০
বঙ্গব্যবহার নাটক	॥৵০
বাল্যবিবাহ নাটক	।৵
বালোদ্বাহ নাটক	।৵০
বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক	১
বিধবামনোরঞ্জন নাটক	॥০
উর্ব্বশী নাটক	১
এরাই আবার বড়লোক নাটক	৸০
কিছু কিছু বুঝি নাটক	॥৵০
বিক্রম নাটক	॥০

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নকদ বিক্রেতা।

—:০:—

সাবিত্রীচরিত
কাব্য।

শ্রীভোলানাথ চক্রবর্ত্তিপ্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা।

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নুতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ॥০

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—০—

হিন্দী পুস্তকের বিজ্ঞাপন।

রাম, রঘুপ্রভৃতি কবির বিরচিত দোহা চৌপাই আদিতে মানবের ২৬২ প্রকার লক্ষণ কবি নন্দজি লালের রচিত মাধব সুলোচনার পদ্যের সহিত মাধববিলাসনামক পুস্তক দেব নাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মূল্য ৷৷০ আট আনা, ডাক মাসুল ৵০ আনা ; কলিকাতা সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্র নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট ৩২ সংখ্যক ভবন।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

—:০:—

বন্দ্যোপাধ্যায় কোং।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সম্প্রতি অনওয়ার্ডষ্টার অব কোসিয়া ওয়ারউইক এবং ব্রিটিশ প্রিন্স জাহাজে ঔষধ সকল আমদানী হইয়াছে। ঐসকল জাহাজে উক্ত কোং দিগের লণ্ডনস্থ এজেন্টগণ হইতে যেসকল ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছে এবং যেসকল দ্রব্যাদি আমদানী হইবে তাহার ইনভয়েস প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত কোম্পানির প্রধান ঔষধালয় আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ২৩ নং ভবনে মৃজাপুর মেডিকেল হলে এবং সভাবাজার ষ্ট্রীট ৩৯ নং ভবন শাখা ঔষধালয়ে টাটকা, বিশুদ্ধ, এবং উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল পরিমিত মূল্যে খুচরা বা এক কালীন অধিক পরিমাণে বিক্রয়ার্থ নিয়ত প্রস্তুত আছে।

কলিকাতা
১৮ ই আগষ্ট
১৮৬৮

———

নূতন পুস্তক।

আসমানের নক্সা।

বাবুদের দুর্গোৎসব।

(হুতোমি ভাষা।)

কলিকাতা পটোলডাঙ্গাস্থ ট্রেনীং ইনষ্টিটিউসন বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যের নিকটে অথবা শ্রীযুক্ত বরদা-প্রসাদ মজুমদারের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য। মূল্য [illegible] মাত্র।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ৮ ই অক্টোবর মাস হইতে ১৪ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত নদীয়ার নদী সমূহের সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
নদীয়া মাথাভাঙ্গা		
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১২	৮
মহানায়	৮	৮
তথা হইতে হাট বোয়ালিয়া		
৪৪ মাইল	৬	৮
হাট বোয়ালিয়া হইতে		
আলুকদিয়া	১৩	৯
আলুকদিয়া হইতে কৃষ্ণগঞ্জ		
৩৮ মাইল	১৭	৯
কৃষ্ণগঞ্জ হইতে হুগলি নদী		
৩৪ মাইল	১৮	৯
ভাগীরথী নদী।		
মহানার ধার	২৩	৯
মহানার নীচে	১৫	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর	৫	৯
জঙ্গিপুর হইতে কাটোয়া		
৬০ মাইল	১১	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া		
৪৬ মাইল	১৪	৬
জলঙ্গী নদী।		
মহানা	১০	
তথা হইতে করিমপুর		
১৯ মাইল	১	৯
করিমপুর হইতে টিয়াকাটা		
৩৫ মাইল	৪	৯
টিয়াকাটা হইতে নদীয়া		
৮০ মাইল	৪	৩

সন ১৮৬৮ সালের ১৯ এ তারিখের বহরমপুর গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গাঘাটের উপর	৮	৬

বহরমপুর
১৯ এ অক্টোবর
১৮৬৮।

শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল্স
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১১ই কার্ত্তিক সোমবার।

উপনগর ও তাহার অবস্থা।

কলিকাতার উপনগরবাসিদিগের সুখ ও সস্বচ্ছন্দতার সম্পাদনার্থ তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হইয়াছে, অথবা তাঁহাদিগের নিকটে কর প্রদানার্থ উপনগরবাসিদিগের সৃষ্টি হইয়াছে, আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এক মাত্র কর দান বিষয় ব্যতিরেকে পুলিষ প্রভৃতি অনেক বিষয় আছে, তাহার সত্তা দেখিয়া গবর্ণমেন্টসত্তা অনায়াসে অনুমান করা যায় ; কিন্তু এক কর দান সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলে উপনগরের মিউনিসিপালিটির এমন কিছুই থাকে না যে তদ্দ্বারা ইহার সত্তা অনুমিত হয়। রাস্তা প্রস্তুত করা ও তাহার সংস্কার করা, নর্দ্দমা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির পরিষ্করণ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা, এ সকল ক্ষুদ্রকার্য্য। মহামহিম মিউনিসিপালিটির এ সকল বিষয় লক্ষ্য হয় না! কন্ট্রাক্টদারেরা যে পরিমাণে টাকা লন, তৎপরিমাণে কাজ করিলেন কি না? যথোচিত খোয়া দিলেন, কি পুরাতন রাস্তা খনন করিয়া কেবল স্থানে স্থানে কতগুলি খোয়া দিয়া কাজ শেষ করিলেন? কোন্ ব্যক্তি তাহা দেখিয়া লন? প্রতিবৎসর রাস্তার কন্ট্রাক্ট লইবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কিন্তু কমিসরিএট ও পবলিক ওয়ার্ক কন্ট্রাক্টের ন্যায় চিরকালের কন্ট্রাক্টদারের হস্তেই কন্ট্রাক্টের ভার পতিত হয়। ইহাঁরা বহুকালের পাকা লোক! ইহাঁদিগের কৃত কার্য্য যে মন্দ হয়, এ কথা বলিতে ত আমাদিগের সাহস হয় না! রাত্রিতে ও বর্ষাকালে লোকের পদ ও শকটের চক্র রাস্তার মধ্যগত গর্ত্তে পতিত হইয়া যে ভগ্ন হয়, তাহাতে কন্ট্রাক্টদারের দোষই বা কি! যে পথ চলে ও যে শকট চালায়, তাহারই দোষ। দেখিয়া পথ চলিলে গর্ত্তের মধ্যে পড়িতে হয় না।

কলিকাতা ও উপনগর এ উভয়ের

মধ্যে শরফুলার রোড নামে একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। আমরা এক বার ইহার অবস্থাবর্ণনা করিয়াছি। ইহার সংস্কার করিবার ভার কলিকাতার মিউনিসিপালটির হস্তে দেওয়া হইয়াছে। বার মাস মজুর খাটিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এক দিনের নিমিত্ত রাস্তাটীর উত্তম অবস্থা দর্শন করিতে পারিলাম না। রাস্তার পূর্ব্ব দিগে মিউনিসিপাল রেলওয়ে। ইহাতে রাস্তার জলনির্গমের পথ এক দিকে বন্ধ হইয়াছে। গলির মুখ অপেক্ষা রেলওয়ের এত উচ্চতা যে অতিকষ্টে শকটাদির গমনাগমন সম্পন্ন হয়। এই মাত্র নয়, মিউনিসিপাল রেলওয়ের এক পার্শ্ব ছাড়িয়া কলিকাতার দিগে তারের বেড়া দেওয়া হইতেছে। এতদ্দ্বারা কত লোকের যে বাটীর ও গলির বাহিরে আসিবার পথ রুদ্ধ হইতেছে, তাহা বলা যায় না। মধ্যে মধ্যে দ্বার আছে সত্য; কিন্তু সেটী লোকের সুবিধা বুঝিয়া রাখা হইতেছে না। ইহাতে বোধ হইতেছে, অনেক ভাড়াটিয়া ভূমির প্রজা পলায়ন করিবে এবং তন্নিবন্ধন সেই সেই ভূমির মূল্যও কমিয়া যাইবে। উপনগরের আর একটী কষ্ট এই, দিনের বেলা থানাভিন্ন অন্যত্র চৌকীদারকে দেখিবার যো নাই। অন্ধকার ও বর্ষার রজনীতেও পাহারাওয়ালা বড় দর্শন দেন না। গড়পার গ্রামে এক দিবস যিনি বাস করেন, তাঁহারই এই সংস্কার জন্মে। ব্রিটিশ সম্রাজ্যের মধ্যে এই অংশটীকে আজিম খাঁর অধীনস্থ বলিয়া বোধ হয়। যেমন রাস্তা, সেইপ্রকার শান্তিরক্ষার কার্য্য। স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্তের ত কথাই নাই।

মিউনিসিপালিটি স্বকর্ত্তব্যসাধন করিতেছেন না বলিয়া আমরা আক্ষেপ করিলাম বটে; কিন্তু যত দিন এ প্রকার মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত থাকিবে, তত দিন রাস্তাপ্রভৃতির উৎকর্ষসাধন ও স্বাস্থ্যরক্ষার সদুপায় বিধান হইবার সম্ভাবনা অল্প। আপনারা আপনাদিগের কাজ আপনারা না করিলে ভাল হয় না। আমরা যে স্থানে বাস করি, তথাকার রাস্তাপ্রভৃতি উৎকৃষ্ট হইলে আমরা ভিন্ন কে তাহার ফলভোগী হইবে? অতএব ঐ গুলির উৎকর্ষসাধনবিষয়ে আমাদিগেরই সবিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু আমরা স্বয়ং যত্নবান্ না হইয়া অপরের হস্তে সেই ভার সমর্পণ করিয়াছি। এপ্রকার কার্য্যের ফল যে আশানুরূপ হইবে না, তাহার এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। যে পিতা ভৃতিভুক্ ভৃত্যের হস্তে পুত্রের স্বাস্থ্যরক্ষাদির ভারসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহার মনোবাঞ্ছা প্রায় পূর্ণ হয় না। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য, আমরা ঐসকল বিষয়ের উৎকর্ষসাধনে স্বয়ং যত্নবান হই এবং গবর্ণমেণ্টেরও কর্ত্তব্য, ক্রমে পঞ্চায়েতের বন্দোবস্ত করিয়া আমাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তুলেন। অন্যথা গবর্ণমেণ্টের যত্ন সফল হইবে না; আমরাও কাজের লোক হইব না

---:০:---

তরলমতি যুবকগণ।

নবযুবকদিগের চতুরতা, দক্ষতা, অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দর্শন করিলে মানবমাত্রেরই আহ্লাদ জন্মে। ডিসরেলি সাহেব গর্ব্ব করিয়াছিলেন, যুবকদিগের দ্বারা যে দেশ রক্ষা পায় ও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহার গৌরব রাখিবার স্থান হয় না। তাঁহার সে গর্ব্ব অশোভমান নয়। কিন্তু যখন চতুরতা কেবল বৃথা আড়ম্বরে পরিণত হয়, অধ্যবসায় আপনার বাহ্য সম্মানলাভচেষ্টায় পর্য্যবসিত হয় এবং অমূলক ও অসম্ভাবিত প্রস্তাব লইয়া দেশের কল্যাণসাধন দাঁড়ায়, তখন অতিশয় আক্ষেপের বিষয় হইয়া উঠে। যুবকদিগের মন অতিশয় তরল; তাঁহাদিগের অনুমানশক্তি অত্যন্ত প্রবল; অতএব মধ্যে মধ্যে তাঁহারা যে অদ্ভুত প্রস্তাব করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলি যদি দেশের কল্যাণবিরোধী হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। আমাদিগের যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে একপ্রকার একদল লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা অতিশয় আড়ম্বরপ্রিয়। কাজ যত হউক না হউক, ধুমধাম হইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। রাজার বিরোধী হউক, সমাজের বিরোধী হউক, আর দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধক হউক, কিছু নূতন হইলেই তাঁহারা মনে করিলেন, দেশের উন্নতি, সমাজসংস্কার ও কুরীতিসংশোধন হইল। তাঁহারা যদি একটী পুস্তকালয় অথবা তর্কবিতর্কের সভাস্থাপন করেন, যাবৎ লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণর অথবা বিচারপতি ফিয়ার প্রতিপোষক অথবা দর্শক না হইলেন তাবৎ তাহা সার্থক ও পরিশ্রম সফল বোধ করেন না। যদি কেহ একটী সামান্য প্রবন্ধ পাঠ করিবার অভিলাষী হন, তৎশ্রবণার্থ অন্ততঃ দশ জন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে আহ্বান করা হয়; কিন্তু ইউরোপীয় ভদ্র লোকেরা উপস্থিত হইয়া কি শ্রবণ করেন? কোন নূতন বিষয়? তাহা নহে প্রগাঢ় চিন্তা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা বিজ্ঞান, সাহিত্য অথবা ইতিহাসসংক্রান্ত কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন, ইউরোপীয়েরা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কি তাহা দেখিতে পান? তাহা নহে। "আমি কত দূর শিক্ষা করিয়াছি," তাহা প্রদর্শন করা হয় এই মাত্র। ইউরোপীয়েরা স্বাভাবিক ভদ্রতানিবন্ধন প্রকাশ্যরূপে কি

বলেন না ; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে সেইরূপ করেন। যাঁহারা এ দেশের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহারা দুঃখিত হন ; কিন্তু অনেক স্থলে অনেক ইউরোপীয় এইসকল তরলমতি বালককে বর্ত্তমান বঙ্গীয়দিগের প্রতিনিধি জ্ঞান করিয়া থাকেন। এইটীই অনিষ্টের হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আপন আপন জনয়গত ভাব ব্যক্ত করিবার অধিকার ও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু যখন সেই ভাব দেশের যাবতীয় লোকের মনের ভাব বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তাহার প্রতিবাদ একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

আমরা যেদলের প্রসঙ্গ করিতেছি তাঁহারা এক কালে যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্ত্ত দর্শনেচ্ছু হইয়াছেন। দেশের বিবাহপ্রথা উঠিয়া যাউক, বর্ত্তমান সমাজের শ্রেণিবিভাগ রহিত হউক, ইচ্ছামত যুবকেরা আপন আপন পরিণীত পত্নী পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর গ্রহণ করুন, ইঁহাদিগের এই অভিলাষ। এই স্বৈরাচার দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। এই দল রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিমুখ হন না। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ইঁহাদিগের কেহ কেহ ফরাশী সেনাদলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সৈনিকের কাজ অতিশয় সম্মানের কাজ সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ ও আত্মপোষণের আশয়ে বিদেশীয় রাজার হইয়া তরবারিধারণ করেন, তাঁহার তাহা সম্মানের না হইয়া অগৌরবের নিমিত্ত হয়। এই নব্য দল স্থির করিয়াছেন, যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ না করেন, কোন বিদেশীয় রাজার সেনাদলে প্রবেশ করিয়া রণশিক্ষা ও স্বপৌরুষপ্রকাশ করিবেন। কতকগুলি উষ্ণশোণিত অপরিণামদর্শী যুবক এইপ্রকার আড়ম্বর করিতেছেন। ইহাঁদিগের সংস্কার এই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইলেই বিদ্যার ও কর্ত্তব্যসম্পাদনের শেষ হইল, তৎপরে তাঁহারা না পারেন এমত কাজ নাই। আমরা রাজপুরুষেতর ইউরোপীয় ভদ্র লোক ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন এই সকল লোককে দেশের অথবা কৃতবিদ্যমণ্ডলীর প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান না করেন। ইহাঁরা এক বিজাতীয় দল। দেশে ইহাঁদিগের কোন ক্ষমতা নাই এবং ইহাঁদিগের সহচরভিন্ন ইহাঁদিগের কথা আর কেহ শ্রবণ করেন না। এ স্থলে গবর্ণমেণ্টের প্রতিও আমাদিগের বক্তব্য এই, তাঁহারা বিহিত বিবেচনা করিয়া নব যুবকদিগের সেনাদলে প্রবেশ করিবার বাসনা চরিতার্থ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্যসম্পাদন করেন।

লার্ড নেপিয়র, শারীরিক দণ্ড ও বালক অপরাধিগণ।

মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লার্ড নেপিয়র যথার্থ তত্ত্বজ্ঞের ন্যায় এ দেশের সমাজ ও শাসনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া এদেশীয়দিগের হিতচিন্তা করেন। অপক্ষপাতী বলিয়া তিনি সকল সময়ে স্বদেশীয়দিগের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন না। যে যে কারণে তিনি ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছেন, উদারভাবে সকল বিষয়ে স্বাভিপ্রায় প্রকটন করা তাহার অন্যতর কারণ। যে দল বিবেচনা করেন, ভারতবর্ষীয়দিগের উপরে যত ক্ষমতা প্রকাশ করিবে, যত তাঁহাদিগের প্রাপ্য লাভের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে, ততই ব্রিটিশ রাজ্য বদ্ধমূল হইবে, লার্ড নেপিয়র সে দলস্থ নহেন। তাঁহার সংস্কার এই, প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া শাসন করাই গুণপনা, "তোমরা আমাদিগের অধীনস্থ, আমরা যাহা মনে করি করিতে পারি;" এটী সর্ব্বদা ভারতবর্ষীয়দিগের স্মৃতিপথে উদিত করিয়া শাসন করা এক্ষণে অনেকের মত ; কিন্তু লার্ড নেপিয়রের কার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, পরাজিতদিগকে তাঁহাদিগের হীনাবস্থা বিস্মৃত করাইয়া শাসন করাই তাঁহার মতে শাসনকর্ত্তার প্রকৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই নিমিত্ত তিনি যেসকল প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে প্রায়ই মহেচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না বটে; কিন্তু তাঁহার প্রতি ভারতবর্ষীয়দিগের ভক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

কিছু দিন হইল, লার্ড নেপিয়র একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে বলেন, অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ কারাগার স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দশটী নূতন ব্যাঙ্কের নিমিত্ত ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা অন্যায় জ্ঞান করেন না ; কিন্তু এ বিষয়ে অর্থের অসঙ্গতির আপত্তি করিয়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। লার্ড নেপিয়র তন্নিমিত্ত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকটে পত্র লিখেন। এক্ষণে অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে প্রায় বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। লার্ড নেপিয়র বলেন, এখানকার সমাজের যে অবস্থা এবং লোকদিগের আত্মসম্মানের যেপ্রকার সংস্কার আছে, তাহাতে যে ব্যক্তিকে এক বার শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়, চির কালের নিমিত্ত তাঁহার সম্মান বিনষ্ট হইয়া যায়। বালকগণের পক্ষে চির কালের নিমিত্ত না হউক, বহুকালপর্য্যন্ত এই কলঙ্ক

থাকে। সর জাকোভ নর্থকোট ইহার উত্তর দিয়া বলিয়াছেন, চির কালের নিমিত্ত কলঙ্ক থাকে কি না, ইহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

শারীরিক দণ্ডের বিষয়ে এদেশীয়দিগের যে মত, তাহা সমাচারপত্রে বারম্বার প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখানকার কয়েক জন কুসংস্কারাবিষ্ট ইউরোপীয়ের মতকে সমস্ত ভারতবর্ষীয়ের মত অপেক্ষা গুরুতর ও অধিকতর আদরণীয় জ্ঞান করেন। দশ বেত অপেক্ষা তিন বৎসর মেয়াদ খাটিতে অথবা সর্ব্বস্ব জরিমানা দিতে প্রস্তুত, এরূপ লোকের সংখ্যাই এ দেশে অধিক। একবার শারীরিক দণ্ড হইলে সে ব্যক্তিকে চিরকাল নতমস্তক থাকিতে হয়, এ কথা যে সে ভারতবর্ষীয় বলিবেন। আইনকারেরা অগত্যা দণ্ডদানব্যবস্থা করেন। অপরাধীর চরিত্রদোষসংশোধনই দণ্ডের উদ্দেশ, বৈরনির্য্যাতন ও চিরকালের নিমিত্ত হেয় ও অপমানিত করিয়া রাখা আইনের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু শারীরিক দণ্ডে উহাই আইনের উদ্দেশ্য ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদিগের আত্মসম্মানের সংস্কার এত অগ্রাহ্য করেন যে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ আমাদিগের মনোগত ভাবও জানিতে পারেন নাই, গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করিয়াছেন, প্রধানতম বিচারালয় বারম্বার নিয়ম করিয়াছেন, তথাপি মাজিষ্ট্রেটেরা যে বিবেচনাপূর্ব্বক শারীরিক দণ্ড দেন না তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন? এদেশস্থ ইউরোপীয়েরা ১৮৬৪ অব্দের ৬ আইনের বন্ধন হইতে কার্য্যত মুক্ত। ইংলণ্ডে এই দণ্ড নাই; সেনাদলে এ দণ্ড উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই অসভ্যকালোচিত আইন আমাদিগের ব্যবস্থাপুস্তককে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এতদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? লার্ড নেপিয়র এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের যথার্থ হৃদয়গত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্ত হইলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, কিছুতেই যেন তিনি ইহা হইতে বিরত না হন।

—:০:—

সীমাস্থিত বন্যজাতগণ।

রোমরাজ্যের শেষাবস্থায় সম্রাটগণ বন্যজাতিদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হন এবং অর্থদ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া নিরস্ত করিয়া রাখেন। ইহাতে তাহারা কিছু দিন নিবৃত্ত হইত বটে, কিন্তু অর্থলোভ পুনর্ব্বার বলবান হইত, এবং পুনর্ব্বার অত্যাচার করিত। পরিশেষে এই বন্যগণই রাজ্য নষ্ট করে। ব্রিটিশসিংহ কোন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। এরূপ প্রতাপশালী হইয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে রোমক সম্রাটের ন্যায় অর্থদ্বারা সীমাস্থিত বন্যদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে হইতেছে। বন্যগণ পালাজ্বরের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সীমায় আসিয়া দেখা দিতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। বন্যগণ সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা সন্ধিপ্রার্থনা করিবামাত্র গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইতেছেন। ইহাতে কি ফল হইতেছে? পীড়াপীড়ি দেখিবামাত্র পর্ব্বতীয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করে; কিন্তু যেইমাত্র ব্রিটিশ সৈন্যগণ পশ্চাদ্গমন করে, সেই ক্ষণেই অসভ্য শত্রুগণ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিবার চেষ্টা পায়। ধনক্ষয়, সৈন্যক্ষয় ও সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের সম্মানক্ষয়ও হইয়া থাকে। এ অবস্থা কত দিন থাকিবে?

বন্যেরা ইটালির শস্যশালী ক্ষেত্রের প্রতি যেপ্রকার সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিত, সীমাস্থিত বন্যেরাও সেইপ্রকারে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। আগন্তুক আক্রমণকারীর সঙ্গে তাহারা চির কাল ভারতবর্ষ লুঠ করিয়াছে। চিরকাল আমাদিগের বণিক্গণ মধ্য আসিয়াতে বাণিজ্য করিবার পথ মুক্ত করিবার নিমিত্ত বন্যদিগকে কর দিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহা হয় না। স্কটলণ্ডের হাইলণ্ডারেরা যেরূপ লুঠ ত্যাগ করিয়া কৃষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, অলস ইসকজায়ী ও সোয়াতীপ্রভৃতি সেরূপ করিতে অনিচ্ছু। পরস্বলুণ্ঠন তাহাদিগের কুলক্রমাগত ব্যবসায়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করিয়াছেন। অপর গোঁড়া মুসলমানদিগের ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই দ্বিবিধ কারণে শত্রুতা ঘটিয়াছে। যে সে ব্যক্তি ধর্ম্মের নাম করিয়া শত শত বন্যের ভারতবর্ষের আক্রমণে প্রবৃত্তিবিধান করিতে পারেন। অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থলোভ আক্রমণপ্রবৃত্তির প্রধান কারণ নয়। ইহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সৌহৃদ্য করিবে, তাহা বোধ হয় না।

বন্যজাতিদিগকে নিঃশেষিত করা হউক, আমরা এমন নিষ্ঠুর প্রস্তাব করিতেছি না; কিন্তু তাহারা যাহাতে আর অত্যাচার করিতে না পারে তাহা করা নিতান্ত আবশ্যক। সিন্ধুর অপর পারে আর সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা আমাদিগের অভিমত নহে। সীতানা, সোয়াত প্রভৃতি স্থান শাসন করিতে গিয়া ভারতবর্ষকে আর বিব্রত ও বিপন্ন করা বিধেয় নয়। তবে কি উপায়ে উহাদিগকে দমনে রাখা হইবে, এক্ষণকার প্রশ্ন এই। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম, এখনও কহিতেছি, একটী সদুপায়

আছে। আমীর সিয়ার আলি খাঁ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত সৌহৃদ্যবন্ধনে সাতি শয় সমুৎসুক হইয়াছেন, তাঁহার অভি লাষ পূর্ণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারস্যের বিরুদ্ধে দোস্ত মহম্মদ খাঁ যে সাহায্য পাইতেন, রুশিয়ার বিরুদ্ধে সেই সাহায্য দিয়া সিয়ার আলির সহিত আর এক বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। পিণ্ডারিদিগকে যে প্রকার দমন করা হয়, সেইপ্রকার আমীরের ও ভারতবর্ষের সৈন্যগণ এক এক করিয়া প্রত্যেক বন্য জাতিকে আক্র মণ করুক। সোয়াড়ের আখুন্দের সদৃশ দুষ্ট লোকদিগকে বন্দীভূত করিয়া ভারতবর্ষে আনয়ন করা হউক। হিন্দু স্থানীদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হউক। ইহাদিগের হইতে অল্প অনিষ্ট হইতেছে না। প্রত্যেক জাতিকে পরাজিত করিয়া আমীরের অধীনস্থ কর হউক। এইপ্রকারে যাবতীয় বন্য জাতিকে নায়কহীন করিয়া আমীরের হস্তে সমর্পণ করিলে আর উপদ্রব থাকিবে না। এইরূপ করিলে বনের ক্রমে লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কৃষি বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। দুই বৎসর অন্তে ১০,০০০ সৈন্য প্রেরণ অপেক্ষা এক কালে ৫০,০০০ সৈন্যদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করা অতিশয় আবশ্যক।

গঙ্গাযাত্রা ও ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার।

"পান ও ভোজন কর এবং আনন্দে কালাতিপাত কর" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনার্থ ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তরী শিক্ষা করেন নাই। যখন উঁহার পাঠদ্দশা তৎকালে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছি- লেন, "ডাক্তরী শিখিলে যদি আমা হইতে দেশের কিছু উপকার হয়, এই নিমিত্ত আমি শিখিতেছি।" তাঁহার এক্ষণকার কার্য্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি সেই পূর্ব্বমনোরথটী বিস্মৃত হন নাই। চিকিৎসাকার্য্যেই যে হিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে এরূপ নহে তিনি জর্ণাল অব মেডিসিন নামে যে পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দারাও তাহার সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। তাঁহার পত্রখানি কেবল চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয় লইয়া পরিপূরিত করা হয় না। তিনি মধ্যে মধ্যে এ দেশের আচার ব্যব- হারাদি বিষয় লইয়া তাহার দোষ গুণ বর্ণন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা যা কিছু করিয়াছেন, সে সমুদায়ই মন্দ, যে দলের এই প্রকার সংস্কার, তিনি তৎপ্রবিষ্ট নহেন। সমাজ সংস্কার দর্শনোৎসুক হিতৈষী ব্যক্তিরা সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকেন, মহেন্দ্র বাবু সেইরূপ লোক। মেডিসিন জর্ণালের অষ্টম সংখ্যায় তিনি গঙ্গাযাত্রা প্রসঙ্গে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া উহার যে গুণ দোষ বিচার করিয়াছেন, তদ্দারা তাহা সপ্র মাণ হইতেছে। লোকে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে গঙ্গায় হত্যা করিতে লইয়া যায়, তিনি একথা বলেন না। তিনি বলেন, অনেক স্থলে গঙ্গাযাত্রায় বিশেষ উপকার দর্শে, তিনি স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ইহার যে দোষ আছে, তিনি তদুল্লেখেও বিরত হন নাই। তিনি স্বদেশীয়দিগকে উহার সংশোধন বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিয়া ছেন। আমাদিগের সমাজের এক্ষণে যে রূপ অবস্থা তাহাতে এই প্রণালী অবল ম্বনই আবশ্যক। যে বিষয়ের আংশিক দোষ আছে তাহা এককালে পরিত্যাগ না করিয়া তৎসংশোধনচেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমাদিগের সমা জের যথার্থ মঙ্গল হইবে।

মহারাজ সিন্ধিয়া।

রাজার যুদ্ধাদি আপদ উপস্থিত হইলে প্রজা অনুরক্ত কি না তাহার যেমন পরিচয় হয়, প্রজার বিপদ হইলে রাজা প্রজার প্রতি স্নেহবান কি না তাহা রও তেমনি পরিচয় হইয়া থাকে। বিপ দকালই গুণের নিকষস্বরূপ। যে রাজা প্রজাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তাহার উদ্ধার চেষ্টা না পান, তিনি রাজাসনের যোগ্য নহেন। আমরা প্রজার বিপদকালে রাজাকে উদাসীন দেখিলে যেরূপ দুঃ খিত হই, রাজাকে প্রজার বিপদুদ্ধার চেষ্টা পাইতে দেখিলে সেইরূপ আনন্দিত হইয়া থাকি। মহারাজ সিন্ধিয়া স্বরাজ্যে দুর্ভিক্ষপ্রাদুর্ভাব দর্শন করিয়া প্রজারক্ষার্থ যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা যে কেবল আমাদিগের আনন্দের নিমিত্ত হইয়াছে এরূপ নহে, তাহা অনেকের শিক্ষার আদর্শ স্বরূপ হইবে। পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা তাঁহার ঘোষণা পত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এ বৎসর অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য জন্মে নাই এবং দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ সংবাদ পাওয়া গেল, অনেক প্রজা গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। প্রজাদিগের পলায়ন রাজ্যের পক্ষে অতিশয় বিপদজনক বলিতে হইবে। লোকে বাসস্থান ত্যাগ করাতে পল্লীগ্রামসকল শূন্য হই তেছে। অন্নাভাবে লোকে চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্মে সহজেই প্রবৃত্ত হইতেছে রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ দস্যুদল বৃদ্ধি হইতেছে। অতএব মহারাজ সিন্ধিয়া এই বিপত্তির সময়ে প্রজা দিগের সাহায্যের নিমিত্ত এমন অসাধারণ উপায় ও সতর্কতা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন, যাহা হইতে তাহারা এই দুঃস- ময়ে প্রচুর উপকার লাভ করিতে পারে।

তদনুসারে সাধারণের বিশেষতঃ জমির দার, পাটেদার, জমীদার, চৌধুরী প্রভৃতির অবগতির নিমিত্ত বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময়ে প্রজাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত এবং তাহাদিগের উপর

কোন রূপ পীড়াপীড়ি না হয়, এতন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের প্রথম কিস্তি রেহাই দেওয়া গেল।

আরও বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই অক্রেয়তার সময়ে আদালতের অর্থী প্রত্যর্থীর সকাশে সমনাদির খরচা বাবে অধিক গ্রহণ করা যাইবে না। নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন অনাবশ্যক ব্যয় কাহারও যেন না হয়।

যাহাতে প্রজারা স্ব স্ব গ্রামে অন্নকষ্ট না পাইয়া কুশলে এবং নিরুপদ্রবে থাকিতে পারে, এতন্নিমিত্ত গ্রামের জমিদার প্রভৃতি প্রধান লোকেরা বিশেষ যত্ন পাইবেন। এতদর্থ যাহা ব্যয় হইবে তাহা তাঁহারা রাজকীয় ধনাগার হইতে প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা নিঃস্ব প্রজাদিগকে জীবিকাপ্রদানে কার্পণ্য করিবেন না। যদি তাঁহাদের নিকট অর্থ না থাকে তাঁহারা স্ব স্ব মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া এ কার্য্য সমাধা করিবেন। যত দিন গবর্ণমেণ্ট সরকারি কার্য্য বিস্তার করিয়া অথবা অন্য প্রকারে দরিদ্র প্রজাদিগের জীবনোপায়ের কোন বিশেষ উপায় না করিতেছেন, তত দিন উপরি উক্ত পন্থা অবলম্বনীয়।

যাহাতে প্রজারা আহারাভাবে দেশ হইতে অন্যত্র পলায়ন না করে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। তন্নিমিত্ত রাজ্যের সীমাও এ সময়ে সতর্করূপে রক্ষণীয়। এতন্নিমিত্ত যাহা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা রাজকোষ হইতে প্রদান করা যাইবে।

এই ঘোষণার অনুসারে কতদূর কার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সতর্কতা রাখিবেন। মহারাজের বংশপরম্পরায় যেরূপ প্রজারঞ্জনবৃত্তি ও বদান্যতার আদর আছে মহারাজ এ সময়ে তাহা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিবেন না। মহারাজ এ বিষয়ে রাজ্যের প্রধান ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এবং ভূস্বামীদিগের উপর বিশ্বাস পূর্ব্বক অধিক নির্ভর করিতেছেন, অতএব তাঁহারা সকলেই অন্তরের সহিত চেষ্টা করিবেন।"

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। পার্থজ বিয়োগ, অর্থাৎ অভিমন্যুবধ কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মুখোপাধ্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপন স্থলে লিখিয়াছেন "অমিত্রাক্ষর ছন্দ এখনও অনেকের অপ্রীতিকর আছে, তাহাতে আবার গ্রন্থকার কবিত্বশক্তিহীন।" "অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনেকের অপ্রীতিকর" এ বাক্যটী যেমন স্বরূপবাচক হইয়াছে, "গ্রন্থকার কবিত্বশক্তিহীন" এ বাক্যটী সেরূপ হয় নাই। আমরা এই গ্রন্থের বহু স্থলে গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিলাম। পাঠকগণের প্রীত্যর্থ কয়েকটী কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

"হেন দ্বৈতবনে, কত মুনি জন যত
করেছিল পাণ্ডবাগ্রজ, ত্যজি রাজভূ,
বাঁধিয়া কুটীর, হরি, বিশ্বম্ভর,
বিজনে সেবিলা কাল নিশ্চিন্তে হায়
কেকা মাগধ তথা, শ্বাপদ প্রভৃতি
ভুজঙ্গ ব্যজন করে সুগন্ধ মারুত
[illegible] বন, ভ্রমে ভ্রমরা পাণ্ডব
নিবিড় অরণ্যে এবে করিয়া মৃগয়া
পোষিলা উদর মুনি স্ব স্ব সহবাসে
কভু উপদিষ্ট, কাটাইলা কাল নৃপ
শিষ্ট আলাপনে, কিম্বা দেব-দ্বিজ-কার্য্যে।

২। বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতেও প্রথম খণ্ডের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা অনুবাদ ও শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা আছে।

৩। বোধবিকাশিনী। এখানি অর্দ্ধ মাসিক পত্রিকা। ইহাতে ঈশ্বরস্তব, ভূমিকা, স্ত্রীশিক্ষা, বিজ্ঞান ঘটিত প্রশ্নোত্তর ও জড় পদার্থের স্বরূপ এই কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল।

৪। উত্তর পাড়া মাসিক পত্রিকা সংগ্রহ। ক্রমশঃ ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।

—:০:—

প্রাপ্ত।

বন্দীদিগের দৈহিক

অনুবাদ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকায় পরিশ্রম শিক্ষা প্রণালী গবর্ণমেণ্ট ও ইংরেজাদি ভিন্ন জাতীয় বন্দিকগণের কার্য্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী, মাদকসেবন, জল ও জলপ্রণালী, বায়ু, স্ত্রীগণের সুখ স্বাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। অদ্য সূতিকাগারের প্রথার বর্ণন করা যাইতেছে।

এখানে পৃথক স্থানে ও পৃথক গৃহে প্রসব হইবার ও এক স্থানে একাদিক্রমে কয়েক দিবস আবদ্ধ থাকিবার এবং অন্যান্য কতিপয় নিয়ম প্রতিপালনের প্রথা প্রচলিত আছে। কোন্ সময়ে এই প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু প্রথাটি যে পুরাতন তাহা বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে। যেন না পুরুষ পুরুষানুক্রমে উক্ত প্রথানুসারে কার্য্য হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথাটী বহু অংশে উৎকৃষ্ট। প্রসবসময়ে ও প্রসবান্তে প্রসূতিদিগের শরীর হইতে সর্ব্বদা শোণিতাদি নির্গত হইতে থাকে বলিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন গৃহে বাস করাইতে হয়। গর্ভমোচনান্তে নানা কারণে উহাদিগের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসকল বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন ও শ্লথ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে কিছু দিবস এক স্থানে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এ সময়ে শরীরচালনা করিলে অপরিমিত শোণিতপাতের সম্ভাবনা থাকে। প্রসবিত্রীদিগের শরীর ও পাকস্থলী প্রভৃতি বেদনাযুক্ত, অবশ ও দুর্ব্বল হয়। এই জন্য তাহাদিগকে উষ্ণ ঔষধ (ঝাল, ঝাল, মধু) ও বলকর আহার দিবার প্রথা আছে, কিন্তু অত্রস্থ আধুনিক লোকেরা অজ্ঞতা বা আলস্যবশতঃ কিম্বা ব্যয়বাহুল্যভয়ে এই প্রথাকে নিতান্ত অপথ্য এবং দূষিত করিয়া তুলিয়াছেন। এতদ্দেশের লোকেরা শরীররক্ষোপযোগী নিয়মবিষয়ে একরূপ অনভিজ্ঞ।

সকলে যে [illegible] শয়নের কুটীর অপেক্ষাও নিকৃষ্টরূপে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। সেরূপ স্থান [illegible] অপকৃষ্ট এবং সেগুলি [illegible] লোকের [illegible] লোকন করে নাই, [illegible] এবম্বিধ স্থানেই গৃহগুলি নির্ম্মিত হয়। অধিকাংশ [illegible] নীচে প্রায় চারি পাঁচ হাত ও উপরে প্রায় [illegible] ও হাত। তাহার মেজে অন্যান্য অপেক্ষা অপরিমিত উচ্চ হইয়া থাকে। [illegible] গৃহের আঁতুড়ঘর ছোট [illegible]

হয়না, নারিকেল বা তাল পত্র দ্বারা ছাওয়া ও ঘেরা সেগুলিকে এ প্রকারে আবৃত করা হয় যে, বায়ু গমনাগমন ও আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। এদেশীয়েরা ধাত্রীবিদ্যায় যে কিরূপ পারদর্শী তাহা নব প্রসূতি ও নবপ্রসূত বালক বালিকাগণের লালন পালনের রীতি নীতি দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভব হইতে পারে। এই খানেই তাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধিতাগুণের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। নব প্রসূতিরা অবিকল কয়েদী আসামী শয়নাগার, শয্যা এবং অশন বসনাদি বিষয়ে কয়েদিদিগের অপেক্ষা বরঞ্চ ইঁহাদিগের কিছু অধিক দুর্দ্দশা দেখা যায়। কয়েদিদিগের দোষের ন্যূনাধিক্যানুসারে মেয়াদের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহাদের মেয়াদের কাল একবারে নির্দ্ধারিত করা আছে। সে এক প্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অধিকাংশ প্রসবিত্রীকে প্রায় এক মাস কাল বন্দীর অবস্থায় থাকিতে হয়। ইঁহাদিগের আহারের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। এক বেলা এক মুষ্টি অন্ন মাত্র, উপবাসও সেইরূপ, আর এক বেলা জলযোগে কাটাইতে হয়। শয্যা এরূপ জঘন্য যে, তাহার কথা লিখিতেও ঘৃণা হয়। একটা ছেঁড়া মাদুর বা চটা একটা ছেঁড়া বালিশ। পরিচ্ছদ [illegible] কাপড় নাই একখানি জীর্ণ ও মলিন বসন [illegible] কতকগুলি ছেঁড়া কানি ঘরের দুর্গন্ধ [illegible] শয্যা ও [illegible] প্রাবাসনায় [illegible] যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রাখেন। [illegible] দিগকে [illegible] ও [illegible] করিতে হয় [illegible] বীচালি কতকগুলি [illegible] সামগ্রী মাত্র ইহাকে [illegible] ঘরে দুই দ্বার, খাটিতে হয় তাপ দিবার জন্য সূতিকাগারে এক বা দুটি [illegible] অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করা হয়। এদেশীয়েরা আলস্যের বিশেষ বশীভূত। কোন কার্য্যেই তৎপর নহেন। প্রসবের অতি অল্প দিবস পূর্ব্বে বা [illegible] সময়ে প্রসব গৃহের কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। সুতরাং কাষ্ঠ [illegible] প্রায় [illegible] উক্ত আর্দ্র কাষ্ঠের ধূমে গৃহটী পরিপূরিত হয়। ইহাতে প্রসূতি [illegible] থাকে এবং বালক বালিকাদিগের গলমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া তুলে। প্রসূতিদিগের দুরবস্থার কথা অধিক কি বলিব, তাহাদিগকে অশুচি জ্ঞানে কেহ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। একটী নীচজাতীয় স্ত্রীলোক উঁহাদিগের সেবা সুশ্রূষা করিয়া থাকে। প্রসূতিদিগের যে দুর্দ্দশা, শিশুদিগেরও সেই দুর্দ্দশা দেখা যায়। সম্প্রতি নূতন একটি মত প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে হরির লুঠ বলে। ইহার নিয়ম অতি বিস্ময়কর। প্রসবান্তে প্রসূতিদিগকে ও সদ্যঃ প্রসূত বালক বালিকাদিগকে স্নান করিতে হয়। বিশেষ কোন নিয়ম নাই, যথেচ্ছাচারী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক ধাত্রীবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যে গৃহে নির্ম্মল বায়ু গমনাগমন ও আলোক প্রবেশ করিতে থাকে ও যাহার মেজে শুষ্ক এমত গৃহই প্রসূতি ও বালক বালিকাদিগের বাসের উপযুক্ত। তাহাদিগের শয়নার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুকোমল শয্যা দেওয়া বিধেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করান আবশ্যক। প্রসবান্তে কএক দিবস স্থির ভাবে এক স্থানে আবদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। লঘু ও পুষ্টিজনক আহার দেওয়া উচিত। লঘু পরিষ্কৃত বস্ত্রাদিদ্বারা শিশুদিগের গাত্র সর্ব্বদা আবৃত রাখা আবশ্যক। তাহাদিগকে ছাগ এবং গর্দ্দভ দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য। তাঁহারা বলেন যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে প্রসূতি ও শিশুগণের শরীরের বিশেষতঃ জীবনের পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত স্বরচিত শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক সময়ে লণ্ডন নগরস্থ সূতিকাগারের দোষ থাকাতে প্রতি বৎসর তথায় সহস্র বালক ভূমিষ্ঠ হইত, তাহার অধিকাংশই যমসদনের অতিথি হইত; আর যাহারা জীবিত থাকিত, তাহারা প্রায় চিররুগ্ন হইয়া থাকিত। প্রসূতিদিগেরও উক্তরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। অতএব এদেশীয় প্রসূতি ও শিশুগণের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে, বিচিত্র কি! এখানকার সূতিকাগৃহের প্রথার দোষে অধিকাংশ শিশু ও প্রসূতি প্রসবগৃহেই জীবনবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। অনেকেই চিররুগ্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু অত্রত্য সূতিকাগৃহের প্রথার যে পরিবর্ত্ত হয় এরূপ সম্ভাবনা দেখি না। এখানকার অধিকাংশ লোকেই অশিক্ষিত; সুতরাং তাহারা সকল বিষয়েই অনভিজ্ঞ। অতি অল্প সংখ্যামাত্র যে সুশিক্ষিত লোক আছেন, তাঁহারাও অশিক্ষিতদিগের দলে পড়িয়া মারা যাইতেছেন। দেশের কুপ্রথাস্রোত শিক্ষাবাঁধ ভিন্ন রুদ্ধ হইতে পারে না। সেই শিক্ষা তার গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় ধনাঢ্যদিগের প্রতি নির্ভর করে। দয়াবান প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম এক প্রকার নির্ব্বাহ করিতেছেন। দেশীয় ভাগ্যবান ব্যক্তিরা হস্ত গুটাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা অলীক ও অনর্থক আমোদাদিতে ও নিজ নিজ ইন্দ্রিয় সেবাতে প্রতিবৎসর যে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন যদি তাহার অল্প অংশমাত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য প্রদান করেন, তাহা হইলে এদেশ অন্যান্য সুসভ্য দেশের সহিত সকল বিষয়ে সমকক্ষ হইতে পারে।

বিবিধসংবাদ।

৪ ঠা কার্ত্তিক সোমবার।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, দ্বারভাঙ্গার রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক জেনরল করলণ্ড সাহেব ইংলণ্ডে যাইবার সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। করলণ্ড সাহেব নীলকরদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক ছিলেন। নীল কমিসনের পর তিনি নীলের কার্য পরিত্যাগ করিয়া ইনকম টাক্স কমিসনর হন। অনন্তর তিনি দ্বারভাঙ্গায় গমন করেন। তাঁহার যত্নে ভূতপূর্ব্ব রাজার ঋণ দিয়া প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা জমিয়াছে। করলণ্ড সাহেব কৃষকদিগের যথার্থ মিত্র ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বেহারের নীলকরদিগের সহিত কৃষকদিগের পুনর্ব্বার সৌহার্দ্দ হইয়াছে। এ প্রকার সদ্গুণান্বিত লোক অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি দ্বারভাঙ্গার রাজার অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও অনেক অপব্যয় আছে। তাহার নিবারণ হইলে আরো অধিক টাকা সঞ্চয় হইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন অবগত হইয়াছেন, গবর্ণর জেনরল ও প্রধান সেনাপতি শীঘ্র পেসোয়ারে গমন করিবেন। তথায় আমীর

সিন্ধার আলি খাঁ গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব রাজনীতির যে পরিবর্ত্ত হইয়াছে, এটী আমাদিগের অনল্প আহ্লাদের বিষয়।

মহারাজ সিন্ধিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগকে অন্নদান করিতেছেন। জয়পুরের রাজা শস্যের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজপুতানার রাজগণ এই অসময়ে বিলক্ষণ সাহায্য করিতেছেন। আমরা প্রামাণিক লোকমুখে শুনিলাম, যাবৎ বর্ষাকাল জয়পুরপ্রভৃতি স্থানে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পাত হয় নাই।

দিল্লী অঞ্চলে অনাবৃষ্টির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে (মকদলাইট বলেন,) যমুনার মধ্য দিয়া গরুর গাড়ী যাইতেছে।

সর আলেক জণ্ডার গ্রাণ্ট পদত্যাগ করাতে বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার মহৎ কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের কৃতবিদ্যমণ্ডলী তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট একদিকে সরকারী রাজকোষের শত করা ৩৫।৫০ টাকা সেনাদলের নিমিত্ত ব্যয় করেন, অন্যদিকে শিক্ষাকার্য্যের নিমিত্ত এক টাকামাত্র দিতেছেন। এটী অমূলক কথা নয়।

গত শনিবার কলিকাতার জষ্টিসদিগের এক সভা হয়। সভাপতির প্রস্তাবানুসারে পুনর্ব্বার বাটীর কর শতকরা ১০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জষ্টিসদিগের আয়বৃদ্ধির বিষয়ে যেরূপ যত্ন, ব্যয় সংক্ষেপের বিষয়ে সেরূপ নহেন।

ইংলণ্ডদেশীয় এক যুবতী স্ত্রী ডাক্তার এক যুবক জাক্তারের নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহার সহিত বিবাহপ্রার্থিনী হইয়াছেন। ওয়েলসীয় সম্প্রদায়ের এক পুরোহিত এক পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যুবতীগণ সকলেই এখন স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার কাল, এই নিমিত্ত পুরুষ প্রস্তাব না করিয়া স্ত্রীলোকেরা নিজে বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার গোপনীয় হিসাবের অনুসন্ধান করাতে ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মেজর ইবান্স বেলের নামে ১০ টাকা খরচ লিখিত আছে। কিন্তু মেজর বেল যেসকল পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত এই টাকা লইয়াছিলেন, নিজের পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ লন নাই। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা পাওয়া গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতিশয় লজ্জাকর।

গবর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন, বেরার ও অযোধ্যায় কোন কোন কর্ম্মচারী নজর লইয়া থাকেন। হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট ও অযোধ্যার প্রধান কমিসনর এই অন্যায় ব্যবহারের নিবারণার্থ এক এক সরকুলার করিয়াছেন। দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ও নিয়ম বহির্ভূত প্রণালী থাকিতে এইসকল ব্যবহার যাইবে না।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিবর্ত্তে বলরামপুরের রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

কলিকাতার মিউনিসিপাল বেলগেছের বাজার দিগে তারের বেড়া দেওয়া হইতেছে। যেখানে অল্পে লোকের প্রাণবিয়োগসম্ভাবনা সেখানে সাবধান হওয়া অতিশয় আবশ্যক।

অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন, "সংপ্রতি নড়াইল বাবুদিগের একটী বৃহৎ ইষ্টক নির্ম্মিত চাঁদনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই চাঁদনীর নীচে নাচ গান ভোজন ইত্যাদি দেওয়া হইত। যে সময় চাঁদনীটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন তাহার তলে ৬ জন ব্রাহ্মণ আহার করিতেছিল। ইহাদিগের ২ জন সৌভাগ্য ক্রমে চাঁদনী ভূতলশায়ী হইতে না হইতে পলায়ন করে। অপর তিন জনের মধ্যে এক জন অন্ধ আর এক জন অত্যন্ত আহত হইয়াছে। আর এক জন ইট চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সময় নড়াইলে প্রায় হাজার আমলা উপস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের কেহ প্রাণে নষ্ট হন নাই। এক জন আমলা এই ঘটনাটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলিলেন, যখন চাঁদনীটী ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন কয়েকটী কামানে আগুন দিলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ ধড় ধড় করিয়া একটী ভয়ানক শব্দ হইল এবং তার পর ধূলিরাশি উড়িয়া একবারে অন্ধকারময় করিয়া ফেলিল বাবুদের তাবৎ কোটাগুলি কাঁপিয়া উঠিল। যেখানে চাঁদনীটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে এখন পর্য্যন্ত পচা গন্ধ বহির্গত হইতেছে। এই জন্য অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, হয় ত আরো মানুষ চাপা পড়িয়া মরিয়াছে। বাবুদের আর কয়েকটি পুরাণ কোটা আছে। আমরা অনুরোধ করি, সেগুলি তাঁহারা সত্বর ভাঙ্গিয়া ফেলেন

প্রয়াগদূত বলেন, "সম্প্রতি এখানে একটী বড় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এক জন কৃষক এক গাড়ী গম লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। সমস্ত দিনে ৩০ টাকার গম বিক্রয় করিয়া বাকী গাড়িতে বোঝাই করিয়া তাহার উপর মস্তক দিয়া রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিল। ইতিমধ্যে এক জন দস্যু তাহার প্রাণসংহার করিয়া পলায়ন করে। যেমন সে এই কাণ্ড করিয়া পলায়ন করিবে অমনি সেই গাড়ী হইতে নিকটবর্ত্তী আর একখানি গাড়ীতে পতিত হওয়ায় গাড়য়ান চিৎকার করিয়া উঠে। পুলিশ ইহার কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই। আমরা তাহার পর দিন প্রাতঃকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হত ব্যক্তির গলার অল্প অংশমাত্র দেহে সংলগ্ন আছে।

"রাত্রিকালে শহরে মেলা দেখিয়া একটী বালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, পথিমধ্যে এক জন দস্যু তাহার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়াছে।"

৪ ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অনেকের সংস্কার আছে, মালীশের পর লাইসেন্স লইলে আর দণ্ড হয় না। কিন্তু সম্প্রতি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আলকক সাহেব কুক কোম্পানির এই অপরাধে ১৫০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। কিন্তু কুক কোম্পানির বাটীতে যে পেয়াদা জরিমানার টাকা আদায় করিতে যায় সে প্রহৃত হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। বিচারালয়সকল ইউরোপীয়দিগকে যে প্রশ্রয় দেয় ইহা তাহার ফলমাত্র।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন গত সপ্তাহের এক রাত্রিতে ভাগলপুরে দুইখানি বাষ্পীয় শকটে ধাক্কা লাগিয়া কয়েক জন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। খুনত হয় নাই তবে আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি।

পঞ্জাবের সীমা হইতে সংবাদ আসিয়াছে সেনারা পশ্চাৎ গমন করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় শত্রুদলের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সেনাদলের অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। বস্তুতঃ জেনারেল ওয়াইল্ড যেপ্রকার যুদ্ধ করিতেছেন তাহা গৌরবকর নহে।

পঞ্জাবে বায়ুসেবন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মহারাজ সিন্ধিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ তিন লক্ষ টাকা দিয়াছেন। গোয়ালিয়রের নিকটে দুটী বৃহৎ পুষ্করিণী হইতেছে। দীন হীন লোকেরা তথায় পরিশ্রম করিয়া অন্ন পাইতেছে। হোলকারের রাজ্যে কতক বৃষ্টি হইয়াছে

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ প্রধান কেরাণী বাবু গণপতরাও ইংলণ্ডেশ্বরী কৃত "আমাদিগের হাইলণ্ড বাসের বৃত্তান্ত" নামক পুস্তক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। গুজরাটি

অনুবাদ হইবে। মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষের অনেক সর্দ্দার এই অনুবাদের নিমিত্ত বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় ইহার অনুবাদ করা উচিত হইতেছে।

সম্প্রতি যখন একখানি বাষ্পীয় শকট শ্রেণি শোণ নদের সেতু পার হইতেছিল, তখন এক জন রেইলওয়ে ইঞ্জিনিয়র বিপদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া শকটের গতি বন্ধ করেন। শকট চালক, প্রহরী ও আরোহিগণ ভাবিলেন সেতুর কোনস্থান বা ভগ্ন হইয়াছে, কিন্তু অনতি বিলম্বে ইঞ্জিনিয়র একটী ইউরোপীয় স্ত্রী লোকের সহিত শকটে উঠিয়া তাহা চালাইতে বলিলেন। সেতু হইতে ষ্টেসনপর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে না হয় বলিয়া তিনি এতৎকৌশলদ্বারা শকট স্থগিত করিয়াছিলেন। এ ব্যক্তিকে কোম্পানির কার্য্য হইতে অবিলম্বে দূর করা কর্ত্তব্য।

৬ ই কার্ত্তিক বুধবার।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, গঙ্গার সেতুর নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আর এক কমিসন নিযুক্ত করিবেন। এ বিষয়ের তর্কের শেষ কবে হইবে? কেহ আর্ম্মেণী ঘাটে কেহ হাটখোলায়, কেহ কাশীপুরে সেতু করিবার কথা বলিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চাকদহের নিকটে সেতু করিবার অভিলাষ করেন। কয়েক ব্যক্তি আর্ম্মেণী ঘাটে একটী নৌকার সেতু করিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। হাটখোলার ঘাটে সেতু করাই পরামর্শ এ ভার এক স্বতন্ত্র কোম্পানির হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও নাবার রাজগণ সিমলাতে গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী জোয়ালাপ্রসাদ ও দেওয়ান কৃপারাম অম্বালায় সাক্ষাৎ করিবেন ২রা নবেম্বর সর জন লরেন্স অম্বালাপর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিবেন।

কুর্গের এক জন ইউরোপীয় শিক্ষক হিন্দু ছাত্রদিগকে চা পান করাইবাতে প্রামস্থ লোকের তাঁহার বিরুদ্ধে নালীশ করিয়াছেন। সুপারিণ্টেণ্ডাণ্ট ও পঞ্চায়তেরা এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন।

রবার্ট মণ্টগমারি মার্টিন সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় রণতরির বিভাগে ছিলেন। মার্টিন সাহেব ভারতবর্ষের বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পক্ষপাত কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। ভারতবর্ষের অনেক প্রধান কর্ম্মচারীর অবলম্বিত রাজনীতির প্রকৃত বর্ণনা করাতে অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়াছিলেন। তাঁহার শেষ পুস্তকে তিনি পঞ্জাবী মহামতিদিগের কার্য্যসকলের প্রতি অতিশয় দোষারোপ করেন। সর জন লরেন্স সর রবার্ট মণ্টগমরি বিপক্ষ হইলেও মার্টিন সাহেবের পক্ষপাতশূন্য বর্ণনা হইতে রক্ষা পান নাই।

সম্প্রতি ব্রিটিশবর্ম্মে এক ব্যক্তির প্রকাশ্য স্থানে না হইয়া জেলের মধ্যে ফাঁসী হইয়াছে। ইংলণ্ডে এই নিয়ম হইয়াছে। মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লার্ড নেপিয়র এ নিয়ম এখানেও করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

৬ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে মস্কাটে একটী ধনাগার স্থাপন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। পারস্য অখাতের ও আফ্রিকার রণতরিসমূহের সমুদায় ব্যয় ভারতবর্ষের স্কন্ধে ক্ষেপণের এই পূর্ব্ব লক্ষণ।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত মাদুরা জেলার শার্প সাহেবনামক এক জন সিবিলিয়ান ছইমাস মাত্র ঐ জেলার কার্য্য করেন। তিনি স্থানান্তরিত হইলে তত্রত্য এক জন উকীল তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। ইহাতে শার্প সাহেবের পূর্ব্বাধিকারীর প্রতি কতক নিন্দা ছিল। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রে এই বিষয় অবগত হইয়া শার্প সাহেবের নিকটে কৈফিয়াত চান। শার্প সাহেব বলেন, তিনি অভিনন্দন লইতে চান নাই। মাদুরা ত্যাগ করিয়া দেড়ক্রোশ আসিয়াছেন, এমত সময়ে পূর্ব্বোক্ত উকীল তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিয়া যান। কিন্তু তিনি তাহা পাঠও করেন নাই। যাহা হউক এই অভিনন্দন দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই গৌরব প্রকাশ করিতেছে।

ডবলিউ. ক্রো সাহেবনামক বোম্বাইয়ের এক জন যুবক সিবিলিয়ান উক্ত প্রেসিডেন্সির ভূগোল ও যাবতীয় স্থানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার ভার পাইয়াছেন। হণ্টার সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গদেশের এই প্রকার ভূগোল ও ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সর উইলিয়ম মিয়র উত্তর পশ্চিম স্কুলের ইউরোপীয় অধ্যাপকদিগের এদেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। যাঁহাদিগের এদেশে কার্য্য করিবার বাসনা থাকে, তাদৃশ শিক্ষকমাত্রেরই এদেশের ভাষা জানা আবশ্যক।

গুজরাটমিত্র বলেন, সম্প্রতি পুনাতে যে দরবার হয়, তাহাতে অনেক সর্দ্দার বায়ের ভয়ে যাইতে চান নাই। পোলিটিকাল এজেণ্ট মেজর, ল তাঁহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পথে কেহ পাছে পলায়ন করেন এই নিমিত্ত মেজর, ল তাঁহাদিগের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা যে দরবারে আপত্তি করি কেন, পাঠকগণ দেখুন।

কাশ্মীরের রাজার ঘোষণানুসারে সে নগরে মেলা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, কাবুল, বদকসান, খোকন্দপ্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর বণিক আসিয়াছিলেন। রাজা ২২টি পুরস্কার দিয়াছিলেন। টোপী, গলাবন্দ ও শাল বিক্রীত হইয়াছে। বিস্তর অশ্ব আসিয়াছিল, কিন্তু ইয়ারকন্দের সেনাদলে বিস্তর অশ্বের প্রয়োজন হওয়াতে অশ্বের মূল্য অধিক হইয়াছে। বণিকগণ বস্ত্র, চা ও রেসমের শুল্ক কমাইবার আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজা যদি বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলে কাশ্মীরের বাণিজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

রাজকুমার ফিরোজশাহ সীমাস্থিত বন্য প্রদেশ হইতে কাবুলে গমন করিয়াছিলেন। আমীর সিয়ার আলি খাঁ তাঁহাকে অবিলম্বে উক্ত স্থান ত্যাগ করিতে বলেন। ফিরোজ শাহ অর্থের অসঙ্গতির ছল করাতে আমীর তাঁহাকে কিছু টাকা ও কতকগুলি অশ্ব দিয়া বিদায় করিয়াছেন। কয়েক দিবস ফিরোজশাহ কাবুলে ছিলেন, কাহারও সহিত আলাপ করিবার অনুমতি পান নাই। সিয়ার আলি মিত্রের কার্য্য করিতেছেন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেন অবিমৃষ্যকারী [illegible] তাঁহাকে শত্রু করিয়া না তুলেন।

সোয়াতের আখুন্দ সিয়ার আলির সহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমীর তাঁহার পত্রের কোন উত্তর দেন নাই। এতদ্দ্বারা তাঁহার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি সুহৃদ্ভাব [illegible] প্রমাণ।

কলিকাতার [illegible] সম্প্রতি এক দল দস্যুকে ধৃত করিয়াছেন। ইহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অবধি কলিকাতাপর্য্যন্ত ভ্রমণ করিত। দস্যুদিগের সর্দ্দার চিৎপুরে ধরা পড়িয়াছে। ইহাদিগের নিকটে অনেক অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। ডাকাইতি কমিসনর উঠিয়া যাওয়া অবধি এই সকল লোক পুনর্ব্বার প্রশ্রয় পাইয়াছে।

ডেলি নিউসের লক্ষ্ণৌস্থিত সংবাদদাতা অযোধ্যার পুলিসের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইউরোপীয় ইনস্পেক্টরেরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝেন না। এতদ্দেশীয় প্রজাগণ প্রধানদিগের অনুসরণ করে। আলস্য ও অত্যাচার ইহাদিগের স্বভাব সিদ্ধ। সে দিবস আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এক জন চৌকিদার প্রকাশ্য রাস্তায় মাতাল হইয়া আপনার পদ ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিসের দশা সর্ব্বত্র সমান। কনষ্টেবলেরা অত্যাচার করে ইনস্পেক্টরগণ চোর ডাকাইত ধরিবার কেহ নহেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, এবার ১৮০০ ছাত্র প্রবেশিকা ও ৪৫০ জন এল এ পরীক্ষা দিতেছেন। এত ছাত্র এক স্থানে সমবেত হন এমত বাটী কলিকাতায় না থাকাতে জেনরল আসেম্বলি চর্চ ও প্রেসিডেন্সি কালেজে পরীক্ষা হইবে। এবার দেখা শুনার বড়ই অসুবিধা হইবে।

গত শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, সৈনিক ও সিবিলিয়ানগণের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের চাপলেনগণও এতদ্দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিলে পুরস্কার পাইবেন। গবর্ণর জেনরল আরো আজ্ঞা দিয়াছেন, চাপলেনেরা বদলী হইলে তাঁহাদিগের পরিবারের পাথেয় দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টের চাপলেনগণের পক্ষে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা কিসে এত প্রয়োজনীয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পরিবারের পাথেয় প্রদানও অতিশয় অন্যায়। মাডষ্টোন সাহেব যাহা আয়ারলণ্ডের নিমিত্ত করিতেছেন তাহা ভারতবর্ষের নিমিত্ত করেন, মহাসভায় কি এমত এক জনও লোক নাই?

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রেসিডেন্সির সবরেজিষ্টারদিগকে বেতন ভিন্ন রেজিষ্টরির ফীর কমিসনর লইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ফী দিবার ব্যবস্থা না করিয়া পর্য্যাপ্ত বেতন দিবার ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

সম্প্রতি ওয়োলডোক জেলের এক জন কয়েদির মৃত্যুর অনুসন্ধান করিবার সময়ে করণারের জুরি বলিয়াছেন, জেলের হাঁস পাতালের গবাক্ষ দিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গৃহমধ্যে বায়ু প্রবেশ করে না এবং তাহার বন্দোবস্ত ভাল নহে। সব্‌ডিবিজনেল জেলে এক জন ডাক্তর তত্ত্বাবধারক আছেন। যিনি রাগ করুন, যথার্থ কথা বলা কর্ত্তব্য। আমাদিগের বিশ্বাস এই আছে, ডাক্তর নিযুক্ত থাকিতে এই জেলের প্রকৃত উন্নতি কখনই হইবে না।

অযোধ্যায় কত জন স্ত্রীলোক পেন্সন ভোগ করেন তাহার নির্ণয় করিবার জন্য এক জন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ডেলি নিউস বলেন, পাঞ্জাবের রাজা মান সিংহ তাঁতিয়াতোপিকে ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে পেন্সন দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ ব্যক্তি নিজে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁতিয়াতোপি বধ দণ্ডের যোগ্য কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, এক প্রধান গবর্ণমেণ্টের তাহাকে পুরস্কার দেওয়া আত্মপদোচিত কর্ম্ম হয় নাই।

উক্ত পত্র বলেন বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ভোজনার্থ বার্ষিক যে ৬০০০ টাকা দেওয়া হয় গবর্ণর জেনরল তদুপরি লাইসেন্স টাক্স লইতে চাহিয়াছিলেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই আপত্তি করেন, এই টাকা এত অল্প যে তাঁহার গোপনীয় সেক্রেটারির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে দেওয়া হয়, অতএব ইহার উপরে করস্থাপন অন্যায়। গবর্ণর জেনরল তন্নিমিত্ত করত্যাগ করিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তি ১০০ টাকার উপর সপরিবারে নির্ভর করেন, তাঁহাদিগের নিকটে করগ্রহণ কষ্টকর নহে!।

৭ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

৯০,০০০ টাকা ব্যয়ে গঙ্গা ও মাতলার মুখে দুইখানি আলোক জাহাজ হইতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে হিন্দু ব্রাহ্ম স্বাক্ষরকারী এক ব্যক্তি নূতন বিবাহের বিলের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, বিবাহভঙ্গের সুবিধার নিমিত্ত কয়েকটী ধারা করা উচিত। পত্রপ্রেরক বলেন ব্যভিচার, রতিশক্তিহীনতা, গুরুতর পাপাচরণ ও পরস্পরের সম্মতিকে বিবাহভঙ্গের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত করা কর্ত্তব্য। যিনি যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুন। রক্ষিত বেশ্যা বিবাহিতা স্ত্রী হউক। যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের বিধবা স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিতেছেন, আইনে তাহা সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করুক; স্বামী স্থানান্তরিত হইলে স্ত্রী বিধবা বিলাপ না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করুন; কিছু কাল সহবাসের পর স্বামী অন্য পত্নী ও পতি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করুন, উভয়ে সম্মত হইলে এ কাজ হইতে থাকুক। সমাজের কি সুখের অবস্থা হইবে! সোনা গাজি ও মেছুয়া বাজারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণও অতঃপর গৃহস্থ হইতে চলিলেন, ইহা কি অল্প আনন্দের খবর

গবর্ণর জেনরল জয়পুরের রাজার দুর্ভিক্ষনিবন্ধ ঘোষণা ভারতবর্ষীয় গেজেটে প্রকাশ করিয়া এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, অন্য অন্য রাজারাও যেন এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন আমরা বলি সর জন লরেন্স আপনার বিষয়ও না ভুলেন।

ষ্টেটসেক্রেটারী সংপ্রতি চাপলেনদিগের বেতনবৃদ্ধির আজ্ঞা দিয়াছেন। স্কটলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যেসকল চাপলেন ৭০০ টাকা পাইতেন, তাঁহারা ৮০০ টাকা পাইবেন। চাপলেনেরা শিক্ষা ও বিচারবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় পেন্সন পান গবর্ণর জেনরল এই অনুরোধ করিয়াছেন। টোরি মন্ত্রিবর্গ এক্ষণে গ্লাডষ্টোন সাহেবের তাড়নায় গোঁড়া খৃষ্টিয়ান হইয়াছেন, অতএব আমাদিগের পাদরি গবর্ণর জেনরল যে প্রস্তাব করেন, ইংলণ্ডে তাহা যে গ্রাহ্য হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ এবং বিস্তর ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টের ধর্ম্মসংক্রান্ত রাজনীতির প্রতিবাদ করিতেছেন। আয়রলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উচ্ছেদের পর এখানকার ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যয় লইয়া হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইবে সন্দেহ নাই।

৮ ই কার্ত্তিক শনিবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদপত্রসমূহ বলেন, আগরা ও মিরাটের কালেক্টরেরা বাজারের নিরিখ করিয়া দিয়াছেন। একখানি সংবাদ পত্র বলেন আগরার কালেক্টর কয়েক জন বণিককে জুতা মারিয়া আজ্ঞা দিয়াছেন, প্রতি টাকায় ॥২ সেরের ন্যূন আটা বিক্রয় করিলে দণ্ড হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে সকলই শোভা পায়। আপদকালে সকলনিয়ম রক্ষা করা চলে না সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়া জুতা মারিতে হয়, আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক, জুতা মারা কাজটী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাকিমের অনুরূপ হইয়াছে।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, নিজাম আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে পারসী ও মান্দ্রাজী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইবে না। মান্দ্রাজীদিগকে তিনি জুয়াচোর বলেন। সালারজঙ্গ নিজামের অমতে উৎকোচগ্রাহী মৌলবীদিগের হস্তে বিচারের ভার দেওয়াতে তাঁহাকে ১০০০ টাকা জরিমানা দিতে হইয়াছে। উকীলগণ গিয়াছেন, কুতবিদ; পারসী ও মান্দ্রাজীগণ গেলেন মৌলবীগণও রহিলেন না। কাহার দ্বারা বিচার হইবে।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, গবর্ণমেণ্টের নিয়ম আছে, রাজকীয় কর্ম্মচারীরা এক বৎসরে এক মাস করিয়া ছুটী পাইবে। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন রাজকীয় কার্য্যকারকেরা যে অনুগ্রহের ছুটী পাইয়া থাকেন, তাহা ভাগ (অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে ২ বার) করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু তৎপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা তৃতীয় ভাগ বলিয়া গ্রহণ করিতে পাইবেন না। কিন্তু সেই অবশিষ্ট ছুটী পুনরায় যখন অনুগ্রহের ছুটী পাইবেন, তখন তাহার সহিত একত্র করিয়া ২ ভাগে ভোগ করিতে পারিবেন।

—:০:— —:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সেনাপতি সেরানো মহাসমারোহে মাড্রিডে প্রবেশ করিয়াছেন। সেনাপতি প্রিম বার্সিলোনাতে প্রবেশ করিয়া অতিশয় সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন। রাজ্ঞী ইসেবেলা তাহার রাজ্যনাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পোপ আপন রাজ্যে রাজ্ঞীকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইয়াছেন।

সেনাপতি কফমান তুর্কিস্থান হইতে পিটর্স বর্গে আসিয়াছেন।

কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে সংবাদ আসিয়াছে সুলতানের বিপক্ষেরা যে ষড়যন্ত্র করে, তাহা ধরা পড়িয়াছে।

মালটা ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার সমুদ্রগর্ভে টেলিগ্রাফ সুন্দররূপে পাতা হইয়াছে।

৭ ই অক্টোবর। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটী ট্রেনিঙ্গ বিদ্যালয় করিবার কারণ পাঁচবৎসরের নিমিত্ত ১৫০০০ টাকা করিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

চারলস সিলস সাহেবের পদে সর ফ্রেডরিক হেলিডে ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্য হইয়াছেন। মার্টিন হেলিডে সাহেব নহেন।

লণ্ডন ১৩ ই অক্টোবর। গ্লাডষ্টোন সাহেব ওয়ারিঙটনে এক বক্তৃতা করিয়া আপনার রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতির সমর্থন করিয়া কনসারবেটিব দলের অমিতব্যয়িতার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তিনি এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টের দোষ দিয়াছেন, আপনাদিগের দলের প্রতিনিধি মনোনীত করিবার নিমিত্ত

তাঁহারা সরকারী টাকা ব্যয় করিতেছেন। আয়ারলণ্ডের ধর্ম্ম সম্প্রদায় রহিত করিবার বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছে।

অদ্যকার প্রাতঃকালের টাইমস বলেন, পঞ্জাবের সীমায় যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ৬৫০০ মাত্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

১৫ ই অক্টোবর। অদ্যকার প্রাতঃকালের মর্ণিংহেরালডে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে আফগানস্থানের আমীর সিয়ার আলি খাঁর সহিত পুনর্ব্বার বন্ধুতা করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

মেমরিয়াল ডিপ্লমেটিক পত্র বলেন ৩০,০০০ ফরাশী সৈন্য গৃহে যাইবার আদেশ পাইয়াছে।

১৬ ই অক্টোবর। স্থির হইয়াছে বরোর (নগর সমূহের) প্রতিনিধিগণকে ১৬ ই ও ১৭ ই নবেম্বরে মনোনীত করা হইবে। ১৮ ই অবধি ২০ এ পর্য্যন্ত কাউন্টির (জেলার) প্রতিনিধিগণ মনোনীত হইবেন।

১৭ ই অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সকলে অনুমান করিতেছেন, পর্টুগালের রাজারলিতাকে সিংহাসন দিবার প্রস্তাব হইবে।

নিউইয়র্ক হইতে শেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল, ইণ্ডিয়ানপ্রদেশের প্রতিনিধি মনোনীতকারীদিগের সংখ্যা অধিক প্রকাশ পাইয়াছে [illegible] রিপব্লিকদলের সংখ্যা নীচতন্ত্র অপেক্ষা ১০ [illegible] মাত্র অধিক হইয়াছে। নীচতন্ত্রপ্রিয়দল ঐ [illegible] জন আপনাদিগের করতলস্থ বলিয়া দাওয়া করিতেছেন এমত জনশ্রুতি সাইমরের পরিবর্ত্তে [illegible]টিকে সভাপতি করিবার চেষ্টা হইবে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৩ ই অক্টোবর—ডবলিউ. ডবলিউ. কিয়া-দাওর সাহেব শালিকার লবণের গোলাসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

১৪ ই অক্টোবর। টি. এম. মাচেল সাহেব কিছু দিনের জন্য কলিকাতার প্রতিনিধি দ্বিতীয় ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টর হইবেন।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের অন্তর্গত রাধানগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন মনোহর মুখোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন দানাপুরস্থিত ১১ গণিত এতদ্দেশীয় রেজিমেণ্টের নেটিব ডাক্তর সেখ সাহাদত্ ছাপরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

যত দিন ডবলিউ, রাইট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার কটকের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ ও অধঃস্থ জজ হইবেন। তিনি আরও কটকে মুন্সেফের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকারের অনুপস্থানকালে বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৫ ই অক্টোবর—লেপ্টনণ্ট জি, এম, এস, কারমার কিছু দিনের জন্য লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের এক জন এডিকং হইবেন।

রেজিষ্টার জেনরল এচ, বেবরলি সাহেব নিজের কার্য্যের উপর রাজধানী বিভাগের রেজিষ্টারের কার্য্যের ভার পাইবেন।

পি, ডি, ডিকেন্স সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি জঞ্জর সেক্রেটারি হইবেন।

মৌলবী আশারফ আহম্মদ বাঁকুড়ায় এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন

নওগাঁর রেবরেণ্ড এডওয়ার্ড পেসনস্কট বিবাহের রেজিষ্টার হইবেন।

যত দিন ডাক্তর এ. জে, শেরিডান বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কাশীকিঙ্কর মিত্র হুরুইয়ের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১৬ ই অক্টোবর—নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরগণ নিম্নতর শাসনকার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হইবেনঃ—

শ্রীযুক্ত মৌলবী আনয়ার উদ্দিন আহম্মদ

। নওয়াখালিতে

এচ বি, বিমস সাহেব ষষ্ঠ শ্রেণির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন

এ. সি, গ্রেট সাহেব মুঙ্গেরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর ও কেরিকণ্ড কমিটির সভ্য হইবেন।

বাঁকুড়াকলের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা সভ্য হইবেন

এচ, বি, বিমস সাহেব।

জে, এফ, মাক্সওয়েল সাহেব।

বাবু সদাশিবলাল।

আর, সি, ষ্টারণডেল সাহেব কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

১৭ ই অক্টোবর—যে দিবস এচ, হাজি সাহেব ভারার্পণ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি ই, গ্রে সাহেব মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন জি, জি, মরিস সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন এচ, বালফোর সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

জে, এফ, ব্রৌণ সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

বাবু গঙ্গানারায়ণ সোম বরিসালের ছোট আদালতের জজ ও বাখরগঞ্জের অধঃস্থ জজ হইবেন।

১৯ এ অক্টোবর—জে, এফ ব্রাডবরি সাহেব মুরসিদাবাদের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ই. এ. ব্রাডবরি সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন ডবলিউ, এচ, ডিয়ইল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, এস, ওয়েলস সাহেব ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২০ এ অক্টোবর—চিরাপুঞ্জির ৬ নং টপগ্রাফিকাল সরবের কাপ্তেন জি, অষ্টেন কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

আর, এচ, পসি সাহেব চট্টগ্রামে প্রতিনিধি দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু উদয়চাঁদ দত্ত বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডাক্তর ডবলিউ, ডি, ষ্টিওয়ার্ট পুরীর প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

মেজর রিবলির মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয় পুলিসের দ্বিতীয় শ্রেণির ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল ই, বি, বেকার সাহেব প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

ডবলিউ, আর, গডন সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

৩০ এ আগষ্ট অবধি পূর্ব্বোক্ত নিয়োগদ্বয়ের কার্য্য হইবে।

চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকানায় মুন্সেফ মৌলবী মুরুল হোসেন বীরভূম মর অন্তর্গত রাম পুর হাটে বদলী হইবেন।

জি. ই. পোটার সাহেব রঙ্গপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ; কিন্তু আপাততঃ কিছু দিনের জন্য তত্রত্য প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

প্রায় দেড় মাস কাল বৃষ্টি না হওয়াতে এখানে ভয়ানক গ্রীষ্ম বোধ হইতেছে, তন্নিবন্ধন পুনরায় ওলাউঠার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে. গত সপ্তাহে ৩০ জন লোক উক্তরোগাক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ১৪ জন ঈশ্বরের কৃপায় আরোগ্য লাভ করে; অবশিষ্ট লোকেরা অচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে; এখনও পীর নগরে (যে অংশে ইউরোপীয়দিগের বাস) প্রতিদিন দুই তিনটীর প্রতি ওলাউঠার প্রকোপ দৃষ্ট হইতেছে। দেখিতেছি এপর্য্যন্ত নিবারণের কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই, হইবেই বা কিপ্রকারে? ৫। ৬ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এখানে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। তখন এখানকার গবর্ণমেন্টের দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য ও সৈন্যদিগের চিকিৎসা এক জন বিচক্ষণ সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। কোন বিশেষ কারণবশতঃ সৈন্যগণের আড্ডা এখান হইতে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের পদ উঠিয়া গিয়া তৎস্থলে এক জন নেটিব ডাক্তর নিযুক্ত হন। এক্ষণে ইনিই সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের বেশ ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। প্রতিবারে সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের ন্যায় দর্শনী না পাইলে তিনি প্রায় কাহার বাটীতে পদার্পণ করেন না; সুতরাং তাঁহার দ্বারা সকল প্রকার লোকের চিকিৎসা হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পরন্তু গত জুলাই মাসের গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী সরাই নামক গ্রামে যখন ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হয়, তখন ইনি (নেটিব ডাক্তর) তথায় চিকিৎসার্থ প্রেরিত হন এবং এখানে ইহার কর্ম্ম এক দিন কম্পোণ্ডর করেন। তদ্দ্বারা যে ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটন হইয়াছিল তাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের সবিনয় গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা যে সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জনের পদ পুনঃ স্থাপিত করিয়া গাজিপুরের একটী প্রধান অভাব পূরণ করেন।

১৫ ই সেপ্টেম্বর }
১৮৭৪ }

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। কয়েক মাস গত হইল, ইদল পুরের অন্তর্গত গোষাইর হাটে একটী পোষ্ট আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে কেবল এক জন ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টার নিয়োজিত আছেন ; কিন্তু পত্রবাহক নিযুক্ত করা হয় নাই। থানার এলাকাভুক্ত চৌকিদারদিগের দ্বারা পত্রাদি বিলি করা হয়। পত্রবন্টনার্থ চৌকীদারেরা স্বতন্ত্র বেতন পায় না। অতএব তাহারা নির্দ্ধারিত মাশুল অপেক্ষা যে অতিরিক্ত পয়সা লইবে আশ্চর্য্য কি? শুনিতে পাই তাহারা নাকি প্রতিপত্রে অতিরিক্ত দুই তিন পয়সা না পাইলে ঠিকঠিক ব্যক্তিকে পত্র দিতে চাহে না, ফিরাইয়া লইয়া যায়। ইহা কি অত্যাচার নয়? আমরা অবগত হইয়াছি, ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টারের বেতন দিয়া এই আফিসে ৬।৭ টাকা মাসিক উদ্বৃত্ত থাকে এতদ্দ্বারা কি এক জন পদাতিক নিযুক্ত করা যায় না? যদিও এক জনদ্বারা বন্টন করাইলে কিছু বিলম্বে পত্রাদি লোকের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি অতিরিক্ত পয়সা দিতে যত কষ্ট হয়, তাহাতে তত বোধ হইবে না। অতএব ইনস্পেক্টার পোষ্টমাষ্টরের সমীপে আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, অবিলম্বে পত্রবাহক নিযুক্ত করিয়া লোকের অসুবিধা দূর করুন।

২। বিক্রমপুরের গ্রাম্য নৌকাপথ ঘোর জঙ্গলাবৃত, সুতরাং লোকের গমনাগমনের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয় বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় শান্তিরক্ষকগণ. আবিরপাড়া, বাহের ঘাটা, ছুটফটীয়া ও মোরাদাবাদপ্রভৃতি খাল গুলির জঙ্গলপরিষ্কারার্থ কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে রিপোর্ট করেন, তদনুসারে উল্লিখিত খালগুলির তটস্থ স্থানের অধিকারীদিগের নিকটে পরোয়ানা হইয়া রাস্তা পরিষ্কৃত হইয়াছে। শুনিলাম চামারদি, বজ্রাইল ও চৌরমদ্দন এই তিন খালের বিষয়েও উক্তরূপ রিপোর্ট করা হইয়াছে। এই সকল নৌপথ পরিষ্কৃত হইলে লোকের যে কত উপকার ও সুবিধা সাধন করিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শান্তিরক্ষকগণের ইহাই উচিত কার্য্য।

৩। "লাইসেন্স (পাস) ব্যতীত কেহ বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার করিলে তাঁহারা শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে,, এই বলিয়া গবর্ণমেন্ট হইতে সাধারণের জ্ঞাপনার্থ এক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিনা পাশে অনেককেই বন্দুকাদি ব্যবহার করিয়া অসংখ্য জীবের হত্যা সম্পাদন করিতে দেখিয়াথাকি।

৪। ১৫ ই আগষ্টের ঢাকাপ্রকাশে দেখিলাম এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, "কেহ কেহ যোগ্য পাত্রের প্রশংসা শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণে নিরতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে" আমরা পত্রপ্রেরককে বলি এমন বিদ্বেষাবিষ্ট নরাধম কে, যে যোগ্য লোকের কৃত যোগ্য কার্য্যের যথোচিত প্রশংসা শুনিয়া কাতর হয়? কিন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয় ইহাও যেন মনে রাখেন যে, ব্যক্তিবিশেষের কেবল প্রশংসা কীর্ত্তন করিলেই হয় না, তাহার ত্রুটি থাকিলে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করাও উচিত। মানুষের স্বভাবসিদ্ধ এই যে, যে যাহাদ্বারা কোনবিষয়ে উপকৃত হয় সে তাহার গুণের বিষয়ই বলিয়া থাকে, তৎ বিপরীত দিকে বড় একটা দৃষ্টি করে না।

৫। প্রায় দুই মাস যাবৎ এ অঞ্চলে নৌকা চুরির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। থানার কর্ম্মচারীদিগের মুখে অবগত হওয়া গেল, তাঁহারা ১ সপ্তাহ কালের মধ্যেই ৬.৭ জন নৌকা চোরকে মেজিষ্ট্রেটীতে প্রেরণ করিয়াছেন। বোধ হয়, কাঠের দুর্ম্মূল্যতাই ইহার কারণ।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত ২ রা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্নে জমীদার মৃত রাধামোহন দত্ত বাবুর উদ্যানের বৈঠকখানায় এতদ্দেশের দুরবস্থার সমালোচনা এবং তৎপ্রতীকারের উপায়বিধাননিমিত্ত মজিলপুর হিতৈষিণী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে দেশস্থ অনেক ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমনে সভাস্থল অতিশয় উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছিল। সভারম্ভে সভাপতি জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ মনোহর বক্তৃতা করেন; তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।—

ইতি পূর্ব্বে মজিলপুরে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সম্পূর্ণ লোপাপত্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে

দককে সে সাহায্য দেওয়া এবং অল্পবয়স্ক সম্পাদকের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা হইবে।

আপনার বীরভূমস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন " বনয়ারী আবাদে * * * শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল সরকারের বাটীতে পুজার সময় " নল দময়ন্তী " নাটকের অভিনয় হয় ইত্যাদি " আমরা কলিকাতায় থাকি, নাটকাভিনয়ও দেখিয়াছি। পুজার সময় বনয়ারী আবাদে গিয়াছিলাম। ঐ সরকার বাবুজীর বাটীতে নাটকের ত কিছুই দেখিলাম না। "নলদময়ন্তীর" পালা " যাত্রা গান ও হইয়াছিল, বটে। তাহাও বিলক্ষণ সুশ্রাব্য বোধ না হওয়াতে আমাদিগকে স্থানান্তরে রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল। সংবাদদাতা মহাশয়কে এক খানি " শুদ্ধি পত্র " করিতে অনুনয় করিয়া বাধিত করিবেন।

২৯ এ অক্টোবর } শ্রী শ্রীনারায়ণ ঘোষাল।
সন ১৮৬৮ } নিবাস গঙ্গাটিকুরী।

মহাশয়! পুর্ব্বে সোমপ্রকাশে হিন্দুহষ্টেলের প্রাবেশিক ফী বিষয়ক প্রতিবাদে আমরা বলিয়াছিলাম যে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রাবেশিক ফী রাখিতে হইলে অন্ততঃ ৫ টাকা করা উচিত। এক্ষণে আহ্লাদের সহিত আপনাকে জানাইতেছি, আমাদের সেই প্রস্তাবটী ফলোপধায়ী হইয়াছে। অল্পদিন হইল শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ও ডাইরেক্টর মহোদয় প্রাবেশিক ফী ৫ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন।

নিতান্ত দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, হষ্টেলের প্রস্তাবিত লাইব্রেরি এক্ষণপর্য্যন্তও সংস্থাপিত হয় নাই। প্যারী বাবু ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট গোপাল বাবু কি জন্য এতদ্বিষয়ে উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছেন বলিতে পারি না। এতাদৃশ হিতকর বিষয়ে তাঁহাদিগের এরূপ শিথিলপ্রযত্ন হওয়া উচিত নয়। প্রথম প্রথম লাইব্রেরীর জন্য কতই আড়ম্বর করা হইয়াছিল, কিন্তু শেষে পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় সকলই নিস্ফল হইল।

আমরা আগ্রহসহকারে প্যারী বাবু ও গোপালবাবুকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সমীহিত সাধনে তৎপর হউন। তাহারা সচেষ্ট না হইলে আমরা আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব?

আমাদিগের পুর্ব্ব প্রস্তাবিত সভা দুইটীর বিষয়েও যেন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় মনোযোগী হন।

হষ্টেলের চার্জ্জবৃদ্ধি ঘটিত বিষয় লইয়া আমরা অমৃতবাজার পত্রিকায় কলিকাতাস্থ সম্বাদদাতার বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, গত ২৩ এ আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় সংবাদদাতা মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লিখিত কথাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম, সংবাদদাতা আমাদের প্রধান প্রতিবাদটী হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কতকগুলি নিরর্থক কথা লইয়া আড়ম্বর করিয়াছেন। সংবাদদাতা একস্থলে বলিয়াছেন, কেবল বাবুগিরির জন্য রিডিংল্যাম্প প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত করা হইয়াছে। সংবাদদাতার এইরূপ লিখন ভঙ্গীতে প্রকারান্তরে প্যারীবাবুকে দোষী করা হইতেছে। আমরা সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা করি প্যারীবাবুর ন্যায় এক জন সুধীবর হিতৈষী মহাশয় কি বিদ্যার্থি বালকদিগকে সৌখীনতা শিক্ষা করাইতে ভাল বাসেন? পাঠ করিবার নিমিত্ত পুর্ব্বে যেরূপ আলো দিবার নিয়ম ছিল তাহাতে পড়ার অসুবিধা, বিশেষতঃ হষ্টেলের স্থানসকল অপরিষ্কৃত থাকে বলিয়া প্যারীবাবু তাহা রহিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বোডারগণ অবস্থানুসারে রিডিংল্যাম্প ও সেজ ক্রয় করিয়াছেন। ইহাতেই কি বাবুগিরি করা হইল? অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এক জন মান্যবর সদাশয় ব্যক্তির স্কন্ধে দোষভার নিক্ষেপ করিয়া চাপল্য প্রকাশ করা কি সংবাদদাতার উচিত কাজ হইয়াছে? না ইহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ আছে? এরূপ করিলে কি নিন্দুকতাদোষে দুষিত হইতে হয় না? আমরা পুর্ব্বে যে কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলাম, সংবাদদাতা তৎসম্বন্ধে একটী কথাও বলেন নাই, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে চার্জ্জবৃদ্ধি অসাময়িক হয় নাই। অন্যথা তিনি ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। সংবাদদাতা বোডারদিগের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। হষ্টেলে বোডারের সংখ্যা চিরকাল সমান থাকে না। অনেকে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাড়িয়া যান, পক্ষান্তরে অনেকে পরীক্ষা সময়ে আসিয়া থাকেন। সংবাদদাতা এখন এক বার হষ্টেলে আগমন করুন, দেখিতে পাইবেন আরও ৫।৬ জন প্রাবেশিক ফী দিয়া বোডার হইয়াছেন। আমরা সংবাদদাতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি, যে ৬ জন বোডার হষ্টেল ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫ জনই অন্যবিধ অসুবিধা নিরাকরণার্থ গিয়াছেন, চার্জ্জবৃদ্ধির জন্য নহে।

সংবাদদাতা হষ্টেলে থাকিবার সুবিধা ও প্রাবেশিক ফী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদিগের প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং অনধিকার চর্চ্চার আবশ্যকতা নাই বলিয়া নিরস্ত হইলাম।

সংবাদদাতা মহাশয় আমাদের প্রতিবাদের মর্ম্মগ্রহণ না করিয়া যেরূপ চাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা প্রকৃত দুঃখিত হইয়াছি।

গত পরশ্বঃ পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার (যিনি ইংলণ্ড ফ্রান্স মিশর প্রভৃতি দেশ সকল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন) মহাশয় হষ্টেলে আসিয়াছিলেন। তিনি গত দুই দিবস রাত্রিকালে স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বোডারগণকে সুশিক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। রাখালদাস বাবু এক জন উদারচেতা লোক। তাঁহার সহবাসে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

হিন্দুহষ্টেল
৬ ই [illegible]
১২৭৫ সাল } শ্রীঃ—

—:•:—

মহাশয়! গুপ্তিপাড়া গ্রামে যে ইংরাজি বিদ্যালয়টী আছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নাই; কেবল ছাত্রবেতন ও গ্রামস্থ কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে প্রায় চারি বৎসর হইল চলিতেছে। সম্প্রতি বর্ত্তমান বর্ষে উহার আয় ব্যয় অপেক্ষা অনেক ন্যূন হওয়াতে উহার স্থায়িত্বের প্রতি অনেকের সংশয় জন্মিয়াছে। স্কুলটী থাকাতে উক্ত গ্রামের যে কত উপকার তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক ঐ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতির গোচর করাতে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে গুপ্তিপাড়া গ্রামটী মহারাজের অধিকারভুক্ত নহে। অতএব তিনি যে উহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পরহিতৈষিতা গুণের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এরূপ দান যথার্থ হিতকর তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, মহারাজই আমাদিগের লুপ্তপ্রায় বিদ্যালয় বৃক্ষটীকে পুনঃ পল্লবিত করিলেন। বলি কি, যদি স্বদেশীয় ধনাঢ্য মহোদয়গণ সকল এই প্রকার সৎকার্য্যে উৎসাহিত হন, তবে হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয় আমাদিগের বিদ্যালয় বৃক্ষটীও ফলবান হইতে পারে সন্দেহ নাই ইতি

গুপ্তিপাড়া স্কুল } শ্রীনরেন্দ্রমোহন
৪ কার্ত্তিক ১২৭৫

সোমপ্রকাশ

১০ম ভাগ। ৫০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৮ই কার্ত্তিক। ১৮৬৮। ২রা নবেম্বর

মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কি রা
শ্রী ... (শ্রী)

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত প্রথম সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজেপত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রাবণ
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী শুভঙ্করমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইতেছে। হাবড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট এক পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, " এরূপ একখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তির শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্যাল স্কুলের যোগ্যবর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিষয়ের একটী অভাব পূরণ করিয়াছে "

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস আর্ব
থনট এণ্ড কো

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি, অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক	১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১
পদ্মাবতী নাটক	৸৵০
শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১
নবীনতপস্বিনী নাটক	১
চন্দ্রবিলাস নাটক	১
রামাভিষেক নাটক	১
মনরঞ্জন নাটক	॥০
জানকী নাটক	১
প্রেমাধিনী নাটক	॥৵০
ইন্দুপ্রভা নাটক	১
নলদময়ন্তী নাটক	১
ভ্রান্তিরহস্য নাটক	১
কীচক বধ নাটক	৸০
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক	॥৴০
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক	১
কলিকৌতুক নাকট	॥৴০
লীলাবতী নাটক	১॥০
কুসুমকুমারী নাটক	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
শিববিবাহ নাটক	।৵০
সত্যভ সমাধি নাটক	১
সপত্নী নাটক	১
পুনর্ব্বিবাহ নাটক	॥০
রমণী নাটক	৷০
প্রেমকরা বিষমদায় নাটক	।০
শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক	॥০
নবনাটক বহুবিবাহ নিষেধ	১
কাদম্বরী নাটক	১
মুক্তাবলী নাটক	॥০
নবরমণী নাটক	॥০
মহানাটক	॥০
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১
প্রাণেশ্বর নাটক	১।০
বঙ্গব্যবহার নাটক	॥৴০
বাল্যবিবাহ নাটক	।৴
বালোদ্বাহ নাটক	।৵০
বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক	১
বিধবামনোরঞ্জন নাটক	॥০
উর্ব্বশী নাটক	১
একেই আবার বড়লোক নাটক	৸০
কিছু কিছু বুঝি নাটক	॥৴০
বিক্রম নাটক	॥০

কলিকাতা জোড়া সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

কেশবের অনুচর ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে পরি ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার চরণে পতিত হইয়া প্রণিপাত ও চরণরেণু লেহন করিতেছে/। তিনিও এই কুসংস্কার ও দুর্ব্যবহারের অপনয়ন চেষ্টা পাইতেছেন না; শুনিলাম, বরং উহাতে অনুমোদন করিতেছেন। এখন কেবল দুই চারিটী উৎকট পীড়া আরোগ্য করা কার্য্যটী অবশিষ্ট আছে, তাহা হইলেই তিনি পূর্ণ অবতার হন। এখন আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে কোন্ অবতার বলিয়া গণনা করিবেন? তিনি চৈতন্যের মৃদঙ্গসঙ্কীর্ত্তন লইয়াছেন এবং খৃষ্টের ত্রাণকর্তৃত্ব লইলেন, নৃসিংহাবতারের ন্যায় তাঁহাতে উভয় গুণই দৃষ্ট হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া কি ঈশ্বর তাঁহাকে এই অদ্ভুত অবতার করিয়া ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন?

—০—

ইউরোপীয়দিগের পরিচয়।

যাঁহারা কতকগুলি অসৎ ও অপদার্থ বাঙ্গালিকে আদর্শ করিয়া যাবতীয় বাঙ্গালির উপরে আপনাদিগের ঈর্ষা বৃত্তি চরিতার্থ করেন, তাঁহাদিগকে কিছু বলা আমাদিগের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে, যখন ইহাঁরা দুর্ব্বল ও সাহসহীন হইয়াছেন তখন যত দিন এই অবস্থায় থাকিবেন, তত দিন গালিভাজন হইবেন। দুর্ব্বলকে যিনি যা বলেন, তাই শোভা পায়। দুর্ব্বলকে অনায়াসে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন, প্রবঞ্চ প্রভৃতি যা ইচ্ছা বলা যায়, তাহার এমন সাধ্য নাই যে প্রতিবাদ করে, প্রতিবাদ করিলেই বা কে তাহা কর্ণগোচর করে? অতএব ঐ সকল ব্যক্তি আমাদিগকে যে গালি দেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি। আমাদিগের দুঃখের বিষয় এই, যেসকল লোকের উপরে আমাদিগের ধন প্রাণ ও জাতি মানরক্ষার ভার সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অনেকের উল্লিখিত বিপরীত সংস্কার আছে। "বাঙ্গালি" এই শব্দটী শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিচলিত হয়। এতন্নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেক অনর্থ ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে স্থলে ইউরোপীয় ও বাঙ্গালি লইয়া কার্য্যসম্বন্ধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে অধিকতর অনিষ্টঘটনা হয়। বিচারপতিরা মনে করেন, মানুষ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলেই সকল সদ্‌গুণের আকর, দয়ার আধার, সত্যের আশ্রয় ও ধর্ম্মের আলয় হয় এবং বঙ্গদেশে জন্মিলে সকল দোষ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন; সুতরাং আইন ও ন্যায় সকলই উপহত হইয়া যায়। তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জনার্থ ডিউক অব ওয়েলিঙটনের পত্রের কিয়দংশ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। যখন আরাকান জয় করা হয়, তৎকালে তথায় ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ইহাতে ওয়েলিঙটন বলিয়াছিলেন:—"ইউরোপীয় বিশেষতঃ ব্রিটিশ চরিত্র কার্য্যকালে কত নিকৃষ্ট ভাব প্রকাশ করে, তাহা বোধ হয়, মহাশয় (বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি) অবগত নহেন। যেসকল ব্রিটিশ প্রজা (ইহারা কোম্পানির ভৃত্য নহে) নীল বপন ও প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাদিগের চরিত্র ও কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তথাপি ইহারা উপনিবেশী নহে। কোম্পানির অনুমতিব্যতিরেকে এইসকল লোক ভারতবর্ষে আসিতে পারিত না; কোম্পানি মনে করিলে ইহাদিগকে দূরীভূত করিতে পারিতেন, তথাপি ইহারা লুঠ ও অত্যাচারের একশেষ করিয়াছে, এ সকল লোককে কিছু আফ্রিকার মরুভূমি অথবা আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় লোকহীন স্থানে প্রেরণ করা হইবে না। ইহাদিগকে যেখানে প্রেরণ করিবার কথা হইতেছে, তথায় বিস্তর লোকের বাস আছে এবং তাহারা অসভ্য নহে। আমিও ব্রিটিশ জাতির অন্তর্গত এই গর্ব্বে ইহারা যে সে পাপ ও অত্যাচার করিবে। তাহাদিগের কামাদি রিপু যত আছে, তাহার সকলই চরিতার্থ হইবে, অথচ আইনে ইহাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। ইহাদিগের দোষে লোকের ব্রিটিশ জাতির উপরে অশ্রদ্ধা জন্মিবে; ইহা হইলেই আমরা উপনিবেশ হইতে বঞ্চিত হইব এটী নিশ্চয় জানিবেন। আমরা যতই সভ্য হই না কেন, আইন ও প্রবল গবর্ণমেণ্টদ্বারা শাসিত না হইলে আমরা সর্ব্বপ্রকার কুকর্ম্ম করিয়া থাকি। আমাদিগের মত নিয়মভঙ্গকারী জাতি ইউরোপের মধ্যে আর নাই।"

—০—

ক্যানিঙ্গলাইন।

কলিকাতার গঙ্গার দিকে ক্রমশঃ চড়া পড়িতেছে জাহাজ আসিবার সুবিধা নাই; মাতলাও সহজে বন্দর হইতেছে না, অথচ ভাল একটী বন্দর না হইলে চলিতেছে না। ক্যান্নিংলাইন হইলে এ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট মাতলা রেলপথের একাংশ হইতে কুল্পি পর্য্যন্ত একটী রেলের রাস্তা করিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। সত্বর কার্য্য আরম্ভ হইবে এরূপ বোধ হইতেছে, তাহার উপক্রম দেখা যাইতেছে।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর মাতলাকে বন্দর করিবার চেষ্টা পরিত্যাগের অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ক্যানিঙপোর্ট কোম্পানির যত্ন দেখিয়া ও সহসা একটী আরব্ধ বিষয়

পরিত্যাগ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া আপাততঃ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, কুল্পি লাইন হইলে লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণরের অনুরুদ্ধ কার্য্যই প্রকারান্তরে সম্পাদিত হইয়া উঠিবে। কুল্পি বন্দর হইলে আর মাত লায় জাহাজাদি যাইবে না। তাহা হইলে আর মাতলার কোন প্রকারে উন্নতি সম্ভাবনা থাকিবে না। কেবল কাঠে আর চাউলে কত লাভ হইবে। কাজে কাজেই উহা পরিত্যক্ত হইবে। ইষ্টসাধনজ্ঞানব্যতি রেকে কোন বিষয়েই কাহারো দীর্ঘ কাল দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় থাকে না।

কুল্পি লাইনের বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, এটী যেন লোকালয় দূরে রাখিয়া কেবল মাঠ দিয়া করা না হয়। রাস্তাটী গ্রামের নিকট দিয়া গেলে কেবল যে মানুষে লাভ হইবে এরূপ নয় দ্রব্য সামগ্রীতেও লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।

জুয়া খেলা।

আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক কাশী হইতে লিখিয়াছেন, তথায় দেওয়ালীর সময়ে জুয়া খেলার অতিশয় ধুম হয়। উহাতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। কিন্তু রাজপুরুষেরা উহার নিবারণচেষ্টা করেন না। পত্রপ্রেরক বলেন, কোন কোন রাজপুরুষের এরূপ ভ্রম আছে যে, উহার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তন্নিমিত্ত তাঁহারা উহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। যদি একথাটী বাস্তবিক হয়, বড় দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়। খেলিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, হিন্দু শাস্ত্রে কুত্রাপি এরূপ বিধি নাই। যে ব্যবস্থাপক এপ্রকার ব্যবস্থা দেন, তিনি কখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন না। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, রাজা স্বরাজ্য হইতে দ্যূত (অপ্রাণিদ্বারা ক্রিয়মান পাশক্রীড়াদি) ও সমাহ্বয় (প্রাণিদ্বারা ক্রিয়মাণ পশ্বাদিযুদ্ধ) দূর করিয়া দিবেন, উহাতে রাজার সর্ব্বনাশ হয় (১) তবে দ্যূত প্রতিপদ তিথিতে ক্রীড়া করিবার বিধি আছে সত্য (২) কিন্তু পণ রাখিয়া অবশ্য ক্রীড়া করিতে হইবে, কুত্রাপি এরূপ বিধি নাই। ঐ দিবসে আমোদের নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে হয়, এইমাত্র শাস্ত্রে আছে; এইনিমিত্ত দ্যূতপ্রতিপদের একটী নাম কৌমুদী হইয়াছে। (৩) মাদকাদি সেবন যেমন অনর্থকর দ্যূত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। ইহা বহুদোষের আকর ও চৌর্য্যের আশ্রয়। (৪) অতএব গবর্ণমেন্টের ইহার নিবারণে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। কোন ক্রমে এ বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন বিধেয় হয় না। সম্প্রতি জুয়া খেলা মূল হইতে যে একটী অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, আমরা তদ্‌বৃত্তান্ত এডুকেশনগেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গত শনিবার পুলিসের ডেপুটী কমিসনরের নিকট একটী আশ্চর্য্য জুয়া খেলা ও জুয়াচুরির রিপোর্ট আসিয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার মহানন্দ রায় নামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের করেন্সী ডিপার্টমেন্টের এক জন কর্ম্মচারী অকস্মাৎ আফিস হইতে বাহির হইয়া গিয়া সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আফিসে প্রত্যাগমন করে। যেসকল নোট বদলাইয়া লোকে ঐ আফিস হইতে টাকা লয়, সেই সমস্ত নোট গুছাইয়া রাখা মহানন্দের কর্ম্ম। সপ্তাহপূর্ব্বে মহানন্দের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলে, "কত হাজার টাকার নোট তোমার হাতে প্রত্যহ পড়ে, আর তোমার এমন দুর্দ্দশা! তুমি উহার কিয়দংশ লইয়া জুয়া খেলিলে অল্পকাল মধ্যে এমন ধনাঢ্য হইতে পার যে, ৩০ টাকা বেতনের প্রত্যাশায় থাকিতে হয় না।" মহানন্দ বলেন "আমি জুয়া খেলিতে জানি না।" আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে কহিল, "অল্প কালমধ্যেই আমি তোমাকে উত্তমরূপে খেলা শিখাইতে পারি, কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেই হয়।" মহানন্দ এই প্রলোভনে পতিত হইয়া স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া ঐ কপট বন্ধুর সহিত কয়েক বার জুয়া খেলিলে পর ঐ কপট বন্ধু তাঁহাকে নিশ্চয় করিয়া বলিল "তুমি অত্যল্পকালমধ্যেই উত্তমরূপ খেলিতে শিখিয়াছ।" ইহার পর তিনি মহানন্দকে এক জন ধনাঢ্য বাবুর সহিত খেলিতে লইয়া যান। মহানন্দ তাঁহার

(১) দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবর্ত্তয়েৎ।
রাজান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং।
প্রকাশমেতত্তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ।
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।
দ্যূতমেতৎ পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান্।
মনুঃ।

(২) শঙ্করশ্চ পুরা দ্যূতং সসর্জ্জ সুমনোহরং।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেঽহনি ভূপতে।
জিতশ্চ শঙ্করস্তত্র জয়ং লেভে চ পার্ব্বতী।
অতোঽর্থাচ্ছঙ্করো দুঃখী গৌরী নিত্যং সুখোষিত।
তস্মাদ্দ্যূতং প্রকর্ত্তব্যং প্রভাতে তত্র মানবৈঃ
তস্মিন্ যুদ্ধে জয়ো যস্য তস্য সংবৎসরঃ শুভঃ
পরাজয়ো বিরুদ্ধশ্চ লব্ধনাশকরো ভবেৎ।
ব্রহ্মপুরাণ।

যো যেন ভাবেন তিষ্ঠেৎ তস্যাং যুধিষ্ঠির।
হর্ষদৈন্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রয়াতি হি।
ভবিষ্যোত্তর।

(৩) ভূতাথো কার্ত্তিকে তস্য শুক্লা যা প্রতিপৎ তিথিঃ
বিক্ষোভিতা মহী যত্র কৌমুদী সা স্মৃতা বুধৈঃ।
কুশদ্বেন মহী জ্ঞেয়া মুদা হর্ষে চ বৈ দ্বিজ।
ধাতুভিস্তৈঃ সকলৈস্তৈঃ সা চ বৈ কৌমুদী স্মৃতা।
পাদ্মোত্তর খণ্ড।

(৪) কিন্তে দ্যূতেন রাজেন্দ্র বহুদোষেণ মানদ।
দেবনে বহবো দোষাস্তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ।
শ্রুতস্তে যদি বা দৃষ্টঃ পাণ্ডবো হি যুধিষ্ঠিরঃ।
স রাজ্যং সুমহৎ স্ফীতং ভ্রাতৄংশ্চ ত্রিদশোপমান্
দ্যূতে হারিতবান্ সর্ব্বং তস্মাৎ দ্যূতং ন রোচয়ে।
ইতি মহাভারতে বিরাটপর্ব্ব।

নিকট ১৯ টাকা জেতেন। তাহার পর ধনাঢ্য বাবু মহানন্দকে বলেন, "আমি তোমার সহিত আর খেলিব না, তুমি যে পাকা খেলোয়াড় দেখিতে পাই।" মহানন্দ অতি হর্ষযুক্ত হইয়া বাটী গমন করেন। তাহার পর দিবস ঐ কপট বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "ঐ ধনাঢ্য বাবু বালকের নিকট পরাজিত হইয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া রহিয়াছেন এবং তোমার সহিত অনেক টাকা লইয়া খেলিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বড় মানুষ হইবার এই সময়। ১৫০০ কিম্বা ২০০০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া বংসালের ঘাটে নৌকার উপর ঐ বাবুর সহিত কয়েক ঘন্টা খেলিলে পরই তুমি নিশ্চয় জয়ী হইয়া, ব্যাঙ্কের টাকা পুনর্ব্বার ব্যাঙ্কে রাখিয়া বাকি আত্মসাৎ করিতে পার।" মহানন্দ ইহাতে সম্মত হইলে উল্লিখিত বৃহস্পতিবার বংসালের ঘাটে ঐ কপট বন্ধু ও বাবু এবং তাঁহার ভৃত্য কয়েক জন এক নৌকায় থাকে এবং মহানন্দ ব্যাঙ্ক হইতে যেসকল নোট গুছাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা হইতে ৫০ টাকার ৩০ কেতা নোট লইয়া নৌকায় উপস্থিত হইয়া জুয়া খেলেন। প্রথমে মহানন্দ ৫০ টাকা জেতেন, তাহার পর ১০০ টাকা হারেন। শেষে কপট বাবু কহেন "আমি ৫০ বা ১০০ টাকার দানে সম্মত নহি। আমার নিকট ২০০০ টাকা আছে, আমি এক বারে সব ধরিব।" মহানন্দ সম্মত হইলে খেলা হইল এবং তাঁহারই হার হইল। তখন ঐ ১৫০০ টাকা দিয়া বাকি ৫০০ টাকার দায়ী হইলেন। অনন্তর উক্ত বাবুর কপট গোমস্তা মহানন্দকে একটী আফিস হইতে ৫০০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়াইবেন বলিয়া লইয়া যান। মহানন্দ এইরূপে কমিসরিয়েট গুদামের নিকট আনীত হইয়া ক্ষণেক কাল গাড়িতে অপেক্ষা করেন এবং তাহার পর ঐ কপট গোমস্তা তাঁহাকে বলে যে আফিস বন্ধ হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে টাকা পাওয়া যাইবে না। মহানন্দ আস্তে আস্তে ৯ টার সময় ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আইসেন। আফিসের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ঐ ৩০ কেতা নোটের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। তখন পুলিসের ইনস্পেক্টর মোরিয়াটী মহানন্দের সঙ্গে বাটীতে গিয়া নানা কৌশলদ্বারা ঐ কপট বাবুকে তাঁহার বাটী হইতে গ্রেপ্তার করেন এবং তৎপরে ঐ জুয়া খেলোয়াড়কেও গ্রেপ্তার করেন ও তথা হইতে ৬ মাইল দূরে গিয়া ঐ নোটগুলি বাহির করেন। যে ব্যক্তি মহানন্দকে ৫০০০ টাকা কর্জ্জ দেওয়াইতে চাহিয়াছিল, তাহার বাটীতে গিয়া একখানি ৫০ টাকার নোট পাওয়া যায়, তাহাতে আর এক খানা নোটের (০) বসাইয়া ৫০০ টাকা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।"

—:০:—

বিদ্যালয়ে সাহায্য গ্রহণের

নূতন নিয়ম।

আমাদিগের শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ডবলিউ এস, আটকিন্সন সাহেব দারজিলিঙ হইতে ৪ ঠা সেপ্টেম্বর ইনস্পেক্টরকে যে একপত্র লিখেন এবং তাহার সহিত যে একখানি ফরম পাঠাইয়া দেন, তাহা দর্শন করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। চিঠিতে লিখিত আছে, ১৮৬৭ অব্দের আগষ্ট মাসে সাহায্য দানের যে পরিবর্ত্তিত নিয়ম করা হইয়াছে, তদনুসারে যাঁহারা সাহায্যগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা অতঃপর করিবেন, তাঁহাদিগকে এক্ষণকার নির্দ্দেশিত ফরমের নিয়মানুসারে আবেদন করিতে ও তাহাতে এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প লাগাইয়া দিতে হইবে। ফরমে লিখিত আছে, যাঁহারা আবেদন করিবেন, তাঁহাদিগকে লিখিয়া দিতে হইবে যে, "আমরা প্রত্যেকে স্কুলের যথাবিধি কার্য্যসম্পাদন ও অর্থের যথাবিধ বিনিয়োগবিষয়ে দায়ী হইতে সম্মত আছি;" এত কঠিন নিয়ম করিবার কারণ কি? বোধ হয় কোন সাহায্যপ্রার্থী প্রতারণা করিয়াছেন। ইনস্পেক্টর তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া কিছু করিতে পারেন নাই; কিন্তু উল্লিখিত ষ্টাম্পযুক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইলে আর কেহ প্রতারণা করিতে পারিবেন না, আদালতে অনায়াসে অভিযোগ চলিবে। এতদ্ভিন্ন আর একটী লাভ এই, এ উপায়ে কিঞ্চিৎ অর্থাগমও হইবে। লোকের যত বিদ্যালয় করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবে, তত অধিক মূল্যের ষ্টাম্প দিবার নিয়ম করিলে ক্রমে আয়বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

ডিরেক্টর অন্য অন্য বিষয়কর্ম্মের ন্যায় এটীকেও একটী চুক্তিকার্য্য করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু এটী সেরূপ বিষয় কি না, এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বিষয়কর্ম্মমাত্রেই পরস্পরের স্বার্থসম্বন্ধ থাকে, যাঁহারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের কোন স্বার্থসম্বন্ধ আছে কি না? তাঁহারা কি কেবল পরোপকার উদ্দেশ করিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হন না? যদি পরোপকারই বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হইল, যে ব্যক্তি তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং নিজের অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়া তাহার উন্নতিসাধনচেষ্টা করিবেন, তাঁহার নিকট হইতে উল্লিখিত প্রকার চুক্তিপত্র লিখাইয়া লওয়া কি ভদ্রোচিত ব্যবহার হইতেছে? যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, যাঁহারা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থদান করেন,

তাঁহারা দানাংশে সাহায্যদাতা গবর্ণমেণ্টের সমকক্ষ। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদিগকে অবিশ্বাস করিয়া চুক্তিপত্র লিখাইয়া লন, তাঁহারাও অনায়াসে বলিবেন, গবর্ণমেণ্টেরও ইনস্পেক্টরদ্বারা এইপ্রকার একখানি চুক্তিপত্র লিখাইয়া দেওয়া উচিত, মাস গেলে স্কুলের বিল আইলে ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন, স্কুল কমিটির দোষ দেখাইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদান বন্ধ করিতে পারিবেন না এবং কোন প্রকার আপত্তি করিয়া কালবিলম্ব করিবেন না। কমিটি যদি আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠাননিয়মের অন্যথাচরণ করিয়া থাকেন, ইনস্পেক্টর তাঁহার নামে নালীশ করিবেন; কিন্তু সে আপত্তিতে শিক্ষকদিগের বেতন বন্ধ থাকিতে পারে না। কোন কোন স্থলে এরূপ ঘটিয়া থাকে, কমিটির সহিত ইনস্পেক্টরের গোলযোগ হওয়া শিক্ষকদিগকে অকারণ বেতন ক্ষতি ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

অনেকে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া প্রস্তাবিত ফরমে স্বাক্ষর করিতে সাহসী হইবেন না, অনেকে অপমান জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইবেন এবং যাঁহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান অধিক তাঁহারা ধর্ম্মলোপভয়ে স্বাক্ষর করিবেন না। ফরমে লিখিয়া দিতে হইবে "আমি বিদ্যালয়ের যথাবিধি কার্য্যসম্পাদনবিষয়ে দা[illegible] হইলাম" কিন্তু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকেন, প্রধান শিক্ষকের উপরে তত্ত্বাবধান আদি করিয়া অনেক কার্য্যের ভার সমর্পিত হয়, অধ্যক্ষের সেসকল কার্য্য করিবার অবসর হয় না। অনেক অধ্যক্ষ বিদেশে থাকেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, বিদ্যালয়ের যথোচিত তত্ত্বাবধানাদি হইল কি না, তিনি কিরূপে তাহার নির্ণয় করিবেন? যে অধ্যক্ষ সমস্ত দিন স্বয়ং বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান না করেন, তিনি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কখনই লিখিয়া দিতে পারেন না যে আমি বিদ্যালয়ের যথাবিধি কার্য্যসম্পাদনের দায়ী হইব।"

ডিরেক্টর সাহেব প্রস্তাবিত ফরম তাহার পাঠ ও তাহাতে ষ্টাম্প বসাইবার রীতি কি ইংলণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন? অথবা স্ববুদ্ধিদ্বারা কল্পনা করিয়াছেন? যাহা কারণ হউক, আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, একবার নিয়ম হইয়াছিল, যে গ্রামের পশুতে কোন ক্ষেত্রে উপদ্রব করিবে, সেই গ্রামের যাবতীয় লোকের দণ্ড হইবে। প্রস্তাবিত ফরম ও ষ্টাম্প দিবার নিয়মটী ইহারই সহোদর। এক জন অবিশ্বস্তের কাজ করিল, ইনস্পেক্টর বা ডেপুটী ইনস্পেক্টর আলস্যদোষে অথবা অন্য কোন কারণে তাহার দণ্ডদানে সমর্থ হইলেন না, শেষে রাজ্যশুদ্ধ লোকের দণ্ডদান করিয়া বসিলেন। যে দুই চারি জন অবিশ্বস্তের কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাও স্ব ইচ্ছায় করেন নাই; যিনি অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, হয় ত তিনি চাঁদা আদায় করিতে পারেন নাই, অবশেষে তাঁহার স্কন্ধে যাবতীয় ব্যয়ভার পতিত হইয়াছে। তাঁহার এমন সঙ্গতি নাই যে তিনি নিজে সমুদায় দিয়া উঠেন। পক্ষান্তরে তাঁহার ধর্ম্মনীতি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান এত প্রবল ও বিশুদ্ধ নয় যে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয় ইনস্পেক্টরের কর্ণগোচর করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। পাঁচ জনের অনুরোধে পড়িয়া শেষে প্রবঞ্চক হইয়া দাঁড়ান।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। খৃষ্টধর্ম্মের সহিত অন্য অন্য ধর্ম্মের বিরোধ। এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, মরে মিচেল এম, এ, ডি, এখানি লিখিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই, অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দর্শন করিয়া মনে করিতেছেন, জগতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবল হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন করিবে। কিন্তু মিচেল সাহেব বলেন, এটী লোকের ভ্রমাত্মক জ্ঞান। খৃষ্টধর্ম্ম যে ভারতবর্ষব্যাপী হইবে, এটী তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ। এধর্ম্মের স্বাধিকার বিস্তার হইবার পূর্ব্বে এইরূপ লক্ষণই হইয়া থাকে। লেখক ইতিহাস অবলম্বন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, রোম ও গ্রীসেও এইপ্রকার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিয়াছিল। ঐ ঐ রাজ্যেও সামান্য লোকে উপধর্ম্মবিমোহিত ছিল এবং বিদ্বান ব্যক্তিরা তদানীন্তন দর্শন শাস্ত্রের ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে খৃষ্ট ধর্ম্মই দেশের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। আমাদিগের নব যুবক ব্রাহ্ম সম্প্রদায় (বাবু কেশব সেনের দল) যেপ্রকার ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে মিচেল সাহেবের অনুমান বড় অসঙ্গত হইতেছে না। কিন্তু আমাদিগের মতে মিচেল সাহেবের একটী ভ্রম হইয়াছে। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের যে সাদৃশ্য দিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হয় নাই। রোম ও গ্রীসে তৎকালে যে দর্শনশাস্ত্র ছিল, তাহার মূল ঈশ্বরানুস্যূত নহে। সুতরাং আধুনিক বলিয়া লোকের তাহাতে তাদৃশ আস্থা ছিল না, কাজে কাজেই তাহা উপেক্ষিত হইয়া ক্রমে উন্মূলিত হয় এবং খৃষ্ট ধর্ম্ম তৎ স্থল অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু ভারতবর্ষে যে এক বেদ প্রচলিত আছে, তাহার সংবাদ এই, ঈশ্বর মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া বেদ কহিয়াছিলেন। লোকের উহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস আছে, অতএব উহার উন্মূলন সহজ নহে। আমরা

দেখিতে পাই, বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয় বিধ ব্যক্তিরই এক এক প্রকারে উহাতে সবিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এস্থলে এ বিবেচনা করাও আবশ্যক, খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা বেদোদিত ধর্ম্মের এক অংশে প্রাধান্য আছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম এক জন মনুষ্যকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, এই কথা বলেন। কিন্তু বেদ তাহা বলেন না, বেদের প্রধান প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে অন্যকে মধ্যবর্ত্তী করিতে হয় না। অপর, যে জাতি খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সেই জাতিই যে উন্নতিশালী হয়, তাহাও সপ্রমাণ নহে। মিচেল সাহেব রোম ও গ্রীসের যে উদাহরণ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা বৈপরীত্যই প্রমাণ হইতেছে। যৎকালে রোম ও গ্রীসে খৃষ্ট ধর্ম্মের নাম গন্ধ ছিল না, সেই সময়েই উহা অসামান্য উন্নতি সম্পন্ন হয়। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের অধিকারের পর আর সে রোম ও সে গ্রীস নাই।

২। সমাসদর্পণ। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদ্যানাথ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও সুপদ্মপ্রভৃতি ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া এখানির সঙ্কলন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় যতগুলি ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমাসপ্রকরণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত, এই প্রকরণটি বিস্তারিত করিয়া লেখাই সমাসদর্পণকারের উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

৩। কবিতাকদম্ব। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রব্য কাব্য আবার গদ্য ও পদ্য এই উভয় ভাগে বিভক্ত। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায় এই ত্রিবিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইতেছে। সোমপ্রকাশের একটি বিজ্ঞাপন দেখিলে কত যে নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে দেখি। পাঠকগণ চমৎকৃত হইবেন। যাহা হউক এই তিনের মধ্যে পদ্যময় কাব্যগুলি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এবারেও একখানি উত্তম কাব্য আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্রপ্রণীত, নাম কবিতা কদম্ব। আমরা ইহার উৎকর্ষপরীক্ষার্থ পাঠকগণের অগ্রে কয়েকটী কবিতা উপস্থিত করিয়া দিলাম।

॥ কুম্ভকর্ণ যুদ্ধযাত্রাকালে ক্রোধে হতচেতনপ্রায় হইয়া এইরূপ বাক্য বলিয়াছিল।

চটকের পালে যথা বজ্র নিক্ষেপণ,
কিম্বা মেষপালে যথা অগ্নিশৃঙ্গপাত,
সেই রূপ যুদ্ধে মোরে পাঠালে রাবণ,
কি পৌরুষ? তক্ষ্যজীবী করিলে নিপাত।

লঙ্কেশের শত্রু আছে, কলঙ্ক আমার,
তাহাও দু এক নহে অসংখ্য গণনে,
তাহাতে জলধি লঙ্ঘি রোধিয়াছে দ্বার,
তাও যে বানর নর, সহিব কেমনে।

কি আশ্চর্য, এত বীর সিংহের সংহার,
কেহ কি নারিল নর বানর বধিতে,
ধিক ধিক লঙ্কা তোরে ধিক শতবার,
নির্জ্জীরা কি হলি তুই নৈকষ থাকিতে।

এই আমি চলিলাম সমর মাঝারে,
ধরিয়া আয়স দণ্ড অগ্নিশৃঙ্গোপম,
শঙ্কায় সঘনে কাঁপে অবলোকি যারে,
ভীষণ মহিষারূঢ় দণ্ডধর যম।

কেনা জানে এ দোর্দ্দণ্ডবীর্য্য এ সংসারে,
পারি উৎপাটিতে গিরি শুষিতে সাগর,
ভ্রূকুটিকুটিলানন দেখিলে আমারে,
বজ্রধর বজ্র ফেলে পলায় সত্বর।

তাড়িত সমান বেগে যথা ঝঞ্ঝা বাত,
কিম্বা যথা গজরাজ মদিরাবিহ্বল,
প্রবেশি কদলীবন করে বিনিপাত,
সেইরূপ যুদ্ধে পশি প্রকাশিব বল।

ধরি সুগ্রীবের তুণ্ড ভূমিতে ঘর্ষিব,
সে দরাশ দুর্দ্দণ্ড উপাড়িব টানে,
অঙ্গদ ও রাম লক্ষ্মণে বাঁধিয়া আনিব,
ডুবাইব সিন্ধুগর্ভে ঋক্ষ বানরগণে।

আরগুলি দূরে দূর করি তাড়াইব,
যদি কোন রূপে নারি রামে ধরিবারে,
দিবা রাত্র হস্তিনাশে উদ্যত হইব,
অকালে প্রলয়কাল হবে একেবারে।

পর্ব্বতেশ হিমালয়ে উৎপাটিব রোষে,
ফেলিব সাগরে করি হুহুঙ্কার ধ্বনি,
উথলিবে জলনিধি গম্ভীর নির্ঘোষে,
থর থর থর থর কাঁপিবে ধরণী।

জলধি অধীর হয়ে উগারিবে জল,
মুহূর্ত্তেকে ধরাপৃষ্ঠ হইবে প্লাবিত,
যেরূপ মহীরে দিতেছিল রসাতল
সমরে মহিষাসুর প্রতিভ-মোহিত।

আতঙ্ক ত্রিলোক লোক হবে মূর্চ্ছাকুল,
টানিবে কৈলাসধাম শঙ্কর আসন,
গর্জ্জিবে উদয় কাল নড়িবে ত্রিশূল,
যে দেখায় বীর্য্য তার সফল জীবন।

—শ্মশান তুমি দর্শন করিয়া—

কে হে তুমি তত্ত্বগুরু ভীষণ মুরতি।
অঙ্গে শব ভস্মলেপ নরহাড়মালী,
নীরবে দিতেছ শিক্ষা সংসারে বিরতি,
কোম নাহি কভু বন্ধু যদি কুণ্ড জ্বালি?

পরিহিত প্রেতবাস নৃকপালধারী,
প্রেতকুম্ভকমণ্ডলুজলে অভিষেক,
তব সহচর মৃত্যু সর্ব্বগর্ব্বহারী,
প্রচারিছ প্রেতাসনে বসিয়া বিবেক।
শুনিয়াছি ভূতনাথ যোগী তত্ত্বজ্ঞানী,
বড় ভাল বাসে নাকি তব সহবাস,
কি বাহে তোমার নাম? অহো জানি জানি,
কভু কভু দরশন করি অভিলাষ।

শিখরে তুষাররাশি হয়ে বিগলিত,
অবশেষে করে যথা সাগরে বসতি,
সেরূপ জীবন হতে হইলে স্খলিত,
অনেকের তব সঙ্গ বিনা নাই গতি।

রাজা, প্রজা, চোর, সাধু কাল সহকারে,
লক্ষ লক্ষ লইয়াছে আশ্রয় তোমার,
শুনি না একটী রব দেখি না কাহারে,
বৈরীদের পরস্পর বৈর নাই আর।

বালকে ভ্রূকুটি করি দেখাইছ ভীতি,
ভাবুক স্থবিরে কর তত্ত্বমন্ত্রদান,
ধনপদগর্ব্বিতেরে শিখাইছ নীতি,
উদাসীন বরণীয় তুমি হে শ্মশান।

৪। কলিকাতার ছোট আদালতের ১৮৬৭। ৬৮ অব্দের রিপোর্ট। গতবর্ষে ৩০,২১৪ টী মকদ্দমা অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬৯৯০ টী মকদ্দমা কম রুজু হইয়াছিল। প্রত্যহ ১১১ ৯৫ টী মকদ্দমার আবেদন করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের বাকী ১৬৬৬ টী মকদ্দমা লইয়া ৩১৮৮০ মকদ্দমা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়। ইহার মধ্যে ১৩,০০০ টীতে অর্থীর জয় হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৬৩৬৮ টী এক তরফা হয়। ১৫৬৫ টী অগ্রাহ্য ৩৬৯৮ টী ননশুট; ৯৫৫২ রফা ও অর্থীর অনুপস্থানহেতু ৩০১৮ টী খারিজ করা হয়। বৎসরের শেষে ১,০৩৯ টী বাকী ছিল। এই সকলের মধ্যে ৩৯ টী ১০০০ টাকার উপরের মকদ্দমায় ৪০০ অবধি ১০০ টাকা ছাড়িয়া দিয়া রুজু করা হইয়াছিল। মকদ্দমার মূল্য ১৬,৪৫,৭০৪।১০ ছিল। ইহার মধ্যে ৩,০৪,৩৫১৵/১৫ আদালতে দেওয়া হয় এবং অর্থিগণ ৩,০২,৩২০ টাকা স্বহস্তে পাইয়া রাজিনামা দিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরে ১৯,১১,৩৮৪৵৫ টাকার মকদ্দমা হইয়াছিল। ১৮৬৭। ৬৮ অব্দের মকদ্দমার ফী স্বরূপ ২,১৬,৫৯৫ ৵/১০ টাকা পাওয়া হয়। জজদিগের বেতন, বাটীভাড়া, আমলাদিগের বেতনপ্রভৃতিতে ১,৫৬,২৭৭।৫ টাকা ব্যয় করিয়া ৬০,৩১৮৷৷/ টাকা লাভ হইয়াছে। এ বৎসর মকদ্দমা কমিবার কারণ এই, পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিস্তর জুয়াচোর দালাল ও মোক্তার মিথ্যা মকদ্দমা করিত। ইহাদিগকে দূরীভূত করাতে অল্প টাকায় জুয়াচুরিপূর্ণ মকদ্দমা কমিয়াছে; কিন্তু অধিক টাকার মকদ্দমা বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছেন এবং সংখ্যা লইয়া যত দূর কথা তাহাতে আমাদিগেরও অসন্তোষের কারণ নাই; কিন্তু ছোট আদালতের অপক্ষপাতিতা ও সুবিচারের উপরে লোকের দিন দিন বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতেছে এ কথাতে আমরা সম্মত হইতে পারিলাম না। ইউরোপীয়গণের এ সংস্কার থাকিতে পারে। কারণ বিচারপতিগণ মকদ্দমার কাল ও সংখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগের মকদ্দমা অগ্রে করেন এবং এ স্থলে অধিক মনোযোগও দেওয়া হয়; কিন্তু এতদ্দেশীয় মকদ্দমা কালীঘাটের পাঁটাকাটার ন্যায় হইয়া থাকে। প্রত্যর্থীর সহিত অর্থী রফার কথা কহিতেছেন এমত সময়ে অর্থির উকীল মকদ্দমা তুলিয়া এক তরফা ডিক্রী করিলেন; প্রত্যর্থী এই জুয়াচুরির সহস্র প্রতিবাদ করিলেও তাহা গ্রাহ্য হয় না। এতদ্দেশীয়মাত্রেই জানেন ও বলিয়াথাকেন, ছোট আদালতের মকদ্দমা পাসিট খেলার ন্যায়, যথার্থ বিচার নাই। তবে ব্যয়ের ভয়ে লোকে অন্যত্র যান না; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এক মুন্সেফে কাছারি করিয়া যদি লোককে স্বেচ্ছানুসারে ছোট আদালতে অথবা মুন্সেফের নিকটে যাইতে বলেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কোন এতদ্দেশীয় ছোট আদালতে যাইবেন না। যত দিনপর্য্যন্ত প্রধান তম বিচারালয়ের একজন বিচারপতি ছোট আদালতের মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে নিযুক্ত না হইতেছেন, তত দিন কাগজে সুখ্যাতি হইতে পারে; কিন্তু লোকের ভক্তি কিছুতেই হইবে না।

৫। ভারতবর্ষীয় সভার ষোড়শ বার্ষিক রিপোর্ট। সভা আপনাদিগের বিখ্যাত সদাশয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা হেতু যেপ্রকার কাজ করেন এ বারের রিপোর্টেও তাহা প্রকাশ করিতেছে।

২ রা সেপ্টেম্বর জমীদারগণ ভারতবর্ষীয় সভার শিক্ষা ও রাস্তার করের বিরুদ্ধে যে সভা করেন, তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট। এই সভার বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নূতন কিছু বলিবার নাই। আমরা জমীদারদিগের সহিত যে একমত হইতে পারি না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বর্ত্তমান আনুকুল্য দানপ্রণালী কৃষক শ্রেণিকে স্পর্শ করিতেছে না ও করিবে না। তাহাদিগের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয় আবশ্যক। জমীদারদিগের উপর করস্থাপন ও কৃষকপীড়ন সমান। কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া শিক্ষাকর তাহাদিগের নিকটে লওয়াই পরামর্শ। সিদ্ধ জমীদারগণ যাহা বলুন, তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি যত বিদ্যালয় করিয়াছেন, তাহার প্রায় সমুদায় ব্যয় কৃষকদিগের নিকট লওয়া হইতেছে বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্ব বৎসরের জমা ওয়াসিল বাকী কাগজের সহিত বর্ত্তমান হিসাবের কাগজের তুলনা করিলে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। জমীদারদিগের দ্বারা কৃষকদিগের শিক্ষা হইবে এ আশা ত এক শত বর্ষের মধ্যে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারত বর্ষীয় সভা জমীদারদিগের স্বার্থপর প্রস্তাবের অনুমোদন করাতে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এই এক বিষয়ে আমরা সভার প্রতি দোষারোপ করিতে বাধিত হইলাম। সভায় জমীদারের সংখ্যা অধিক বলিয়াই ইহা হইয়াছে। কবে স্বাধীন দলের লোক সভার সভ্য হইতে আরম্ভ করিবেন? আমাদিগের উকীলগণের ইহা করা অতিশয় আবশ্যক। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় ইহাঁরা ইউরোপের ব্যবহারাজীবদিগের ন্যায় রাজনীতির উপরে হস্তক্ষেপ করেন না।

—:০:—

প্রাপ্ত ।

বঙ্গীয়দিগের দৈহিক অনুবৃত্তি।

(গতপ্রকাশিতের পর)

বাসগৃহ।

অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত আপন আপন শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানবিষয়ক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাসগৃহের তল উচ্চ ও পরিশুষ্ক হইবে। তাহা আর্দ্র হইলে গৃহস্থিত বায়ু আর্দ্র হইতে পারে এবং সেই বায়ু সেবন করিলে নানাপ্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। বায়ু ও আলোক প্রবেশ জন্য বাতায়ন থাকিবে। যেসকল দূষিত বায়ু প্রশ্বাস দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত হয়, তাহা পুনরায় সেবন করিলে শরীরের পক্ষে মহানিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু বায়ু গমনাগমনের পথ থাকিলে উক্ত দূষিত বায়ু গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়, সুতরাং দেহের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। নয়ন ও মনের তৃপ্তিজন্য নানাবিধ মনোহর বস্তুদ্বারা গৃহগুলি সুসজ্জীভূত রাখা কর্ত্তব্য। গৃহ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসকল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দূষিত জলাশয়াদির নিকটে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা অনুচিত। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন গৃহে বাস করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এদেশের কয় জন লোক এ প্রকার ঘরে বাস করেন? কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিয়া থাকেন। অবশিষ্ট লোকেরা যেরূপ স্থানে ও গৃহে বাস করেন, বিবেচনা হয়, অন্যান্য সুসভ্য দেশের হীন অবস্থাপন্ন লোকেরাও সেরূপ স্থানে ও গৃহে বাস করে না। অধিকাংশ বাসগৃহ একতালা কোঠা ও খড়ো। দেশটি কিছু নিম্ন ও আর্দ্র বলিয়া গৃহতল প্রায় আর্দ্র হইয়া থাকে। বায়ু ও আলোক প্রবেশার্থ বাতায়নাদি প্রায় থাকে না। যদি বা কোন গৃহে থাকে, তাহাও আবার নানাবিধ বস্তুদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কোন কালেই উদ্‌ঘাটিত হয় না। গৃহগুলিকে কারাগার বা অন্ধ কূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অনেকে গৃহের সুসজ্জা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে একান্ত উদাসীন। তাঁহাদিগের গৃহের দেয়ালগুলি প্রায় পানের পিক ও গয়ারাদিদ্বারা চিত্র বিচিত্র করা হয়। তাম্রা পেঁটরা ও বাক্স হাঁড়ি কলসী প্রভৃতিতে গৃহগুলি সুসজ্জীভূত হইয়া থাকে। এই রূপে গৃহগুলি এমত অপরিষ্কার করিয়া রাখা হয় যে, তাহাতে প্রবেশ করিতেও ঘৃণা বোধ হয়। অঙ্গন ও বাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানসকল গৃহ অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও কদর্য্য। এ বিষয়ে ধনী, নির্ধন ইতর, ভদ্র, প্রায় সমান। এস্থানগুলির একরূপ দুরবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেও লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়। অধিকাংশ বাটীর উঠানে নানাপ্রকার আবর্জ্জনা রাশিপ্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য লোকদিগের গরুর প্রতি কেমন প্রগাঢ় ভক্তি বলা যায় না। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর ভিতর বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে গোশালা দৃষ্ট হয়। প্রায় অনেকেই গরু বাছুর ও ছাগ সহ এক গৃহেই বাস করিয়া থাকেন। বাড়ীগুলি প্রায় জঙ্গলে আবৃত থাকে। কোন কোন বাটী এরূপ ভাবে আবৃত আছে যে প্রায় সহসা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। বাটীর চারি ধারের যে কোন পার্শ্বে হউক প্রায় একটী করিয়া পুষ্করিণী থাকে। ইহাকে খিড়কি বলে। যাঁহারা বড় মানুষ ও যাহাদের বড় পরিবার তাহাদের খিড়কিরও বড় দুর্দ্দশা। ইহার বর্ণনায় উপেক্ষা করাই ভাল। নানাপ্রকার জঞ্জাল ও অপরিষ্কৃত বস্তু ঐ পুষ্করিণী ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। পুষ্করিণীর জলের কথা অধিক কি বলিব তাহাকে বিষ বলিলেও হয়। এই ত আমাদের দেশের বাসগৃহের ও স্থানের অবস্থা, ইহাতে যে এদেশীয়দিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে, বিচিত্র কি?

বিবিধ সংবাদ।

১১ ই কার্ত্তিক সোমবার।

প্রেসিডেন্সি জেলের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তরদিগের সতর্কতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। জোসনায়ক এক জন যুবক সৈনিক কারারুদ্ধ হয়। কারাপ্রবেশের সময়ে সে সবল কায় ও সুস্থ ছিল। কিছু দিনের পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। শরীরচ্ছেদন করিয়া দেখা গেল তাহার প্লীহা ও যকৃৎপ্রভৃতি অতিশয় পীড়িত হইয়াছিল। এক বার তাহার পীড়া হয় কিন্তু অল্প দিনের পর তাহাকে পুনর্ব্বার পরিশ্রম করান হয়। অতিরিক্তপরিশ্রমে পীড়া হইল। এই প্রকারে এই হতভাগের মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তর লক্ষ চিকিৎসক; পীড়াশান্তি হইয়াছে কি না. এবং আরোগ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে পারে কি না? তাহা তাঁহার জানা উচিত ছিল। যখন কলিকাতার মধ্যে এই সকল হইতে লাগিল তখন মফস্বলে কি হয় বলা যায় না।

লিয়নার্ড, কার্ণেল ও রোম সাহেব পুনর্ব্বার গঙ্গার সেতুনির্ম্মাণের বিষয়ে কমিসন স্বরূপ নিযুক্ত হইবেন। কমিসনের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে কাজ চাই।

সর জন লরেন্স আপনার শাসনকালে কি কি কাজ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এক মিনেট লিখিতেছেন। সেক্রেটারিগণ সকল বিষয় সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন। সর জন লরেন্স ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে মিনেটটী প্রকাশিত হইবে।

এবার সীমান্তিত যুদ্ধসম্বন্ধে সৈনিকগণ অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃত যুদ্ধ কিছুই হয় নাই। এক দিবস সৈন্যগণ একটী ঝোপকে শত্রুসেনাদলজ্ঞানে সমস্ত রাত্রি গোলা বর্ষণ করিয়াছিল!! কেবল বারুদ ও গোলা গুলি সার হইয়াছে। যখন সৈন্য ও আফিসরগণ তাঁবু ও জলবিরহে কষ্ট পাইয়াছেন, তখন দেশস্থানী কর্ম্মচারিগণ রাজার ন্যায় বিলাসসম্ভোগ করিয়াছেন। কমিসনর মেজর পলসনের উপরে সৈনিকগণের বিরক্ত। সৈন্যগণ বলিতেছে, ইনি বন্যগণকে বিনয় করিয়া সন্ধি করাইতেছেন। এপ্রকার লজ্জাকর ব্যাপার কুত্রাপিও হয় নাই. সর জন লরেন্স ভারতবর্ষত্যাগের পূর্ব্বে শান্তি স্থাপিত করিতে চাহেন বলিয়াই বোধ হয় বন্যদলের এত খোসামোদ করা হইয়াছে। যাহা হউক, এবারের সীমার যুদ্ধে অপকলঙ্ক ভিন্ন আর কোন কাজ হয় নাই। বন্যগণ অতঃপর যদি ব্রিটিশ ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তবে তাহা বড় অমূলক হইবে না।

কলিকাতার গর্ণমেণ্ট পীড়ার চিকিৎসালয়ের বার্ষিক ব্যয় ৭২,০০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে মান্দ্রাজে ইহার চতুর্থাংশও হইবে না। এখানে যে সে বিষয়ে অসংখ্য কেরাণী, ফিরিঙ্গি তত্ত্বাবধায়ক, পেয়াদাপ্রভৃতি না রাখিলে কোন কাজ হয় না।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মরণার্থ শুক্রবার ভারতবর্ষীয় গৃহে এক সভা হইবে।

আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের জামালপুরস্থিত লোকমোটিব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কারক সাহেবের যত্নে তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি এক্ষণে মাসিক ১০০ টাকা আনুকূল্য প্রদান করেন। রেলওয়ের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণও চাঁদা দিতেছেন। ইহার মধ্যে ৮০ জন ছাত্র হইয়াছে। কারক সাহেব এতদ্দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উৎসাহ দিয়া থাকেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, মধ্য ভারতবর্ষ হইতে যেসকল লোক দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিয়াছে তাহারা রেইলওয়ে ও পবলিক ওয়ার্ক বিভাগে কর্ম্ম পাইতেছে। কতকগুলি বোম্বাই ও হায়দ্রাবাদে গমন করিতেছে, খান্দেশ ও নর্ম্মদা হইতে অনেক শস্য আসিতেছে।

লক্ষ্ণৌটাইমস বলেন, সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় ভদ্র লোক ভ্রমণ করিতে করিতে এক মসজিদে একখানি পারস্য ঘোষণা দর্শন করিলেন। ইহাদ্বারা রাজকুমার ফিরোজ শাহ তাঁহার প্রজাদিগকে এ বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্র রুশীয়দিগের সাহায্যে ইংরাজদিগের হস্ত হইতে ভারতবর্ষ কাড়িয়া লইবেন। পর দিবস সম্পাদক নিজে গিয়া দেখিলেন ঘোষণাখানি তথায় আর নাই। এপ্রকার ঘোষণা মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু সুখের বিষয় এই এ সকলে কেহই চঞ্চল হইবেন না।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, এপর্য্যন্ত স্বাধীন রাজগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিব্যতীত দেওয়ানদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। কিন্তু সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, রাজগণের অনভিমত কাজ করিলে তাঁহারা মন্ত্রিদিগকে ছাড়াইতে পারিবেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম বোধ হয় এই স্বত্ব সর্ব্বাগ্রে চালন করিবেন।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন লাহোরের দেশীয় লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিবার জন্য [illegible] পরীক্ষার্থী পঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ ও কাবুল হইতে আগমন করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত ইংরাজী জানা আবশ্যক হইবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফল এক্ষণে জানা যাইবে।

মহানন্দ রায়নামক এক জন কেরাণী নোট বিভাগে কর্ম্ম করিত। এ ব্যক্তি সম্প্রতি প্রেমারা খেলিতে শিখিয়া এক দিবস ১৯ টাকা লাভ করিয়াছিল। নৌকার উপরে এক জন "বড় মানুষের" সহিত ক্রীড়া হয়। গত বৃহস্পতিবার এ ব্যক্তির হস্তে ১৫০০ টাকার নোট দেওয়া হয়। দুই এক ঘটিকা ক্রীড়া করিয়া টাকা লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের টাকা পুনর্ব্বার প্রত্যর্পণ করিবার আশায় এই ব্যক্তি গত বৃহস্পতিবার ঐ নোট লইয়া ক্রীড়া করিতে গমন করে। কিন্তু সমুদায় টাকা হারিয়া আইসে। এ ব্যক্তিকে পুলিশে দেওয়া হইয়াছে। ক্রীড়াকারী "বাবু ও তাঁহার সহচরগণ ধৃত হইয়াছেন। এই দুরাত্মারা শিবপুর ও বালিতে থাকে। শিবপুরে বিস্তর দ্যূতক্রীড়াকারী আছে। বস্তুতঃ এই ক্রীড়া ক্রমশঃ বাড়িতেছে। পুলিষ জানিয়াও কিছু বলেন না। মফস্বলেও দ্যূত ক্রীড়ার দণ্ড নাই, অতএব প্রকাশ্য রূপে ইহা হইতেছে।

১২ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

বোম্বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, সিয়ার আলি খাঁ ও আবদুল রহমন খাঁ উভয়েই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। আজিম খাঁ আবদুল রহমনের নিকটে সাহায্য না পাইয়া তাঁহার শ্বশুর বদকসানের রাজার নিকটে সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েকজন রুশীয় আফিসর বদকসান জরিপ করিতেছেন।

গত শুক্রবার লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই চিকিৎসালয়ের আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে। এই নিমিত্ত দাক্ষিণাংশে ভূমি ক্রয় করা হইবে। গলির রাস্তাপর্য্যন্ত সমুদায় ভূমি লওয়া উচিত। পশ্চিম দিগে কতকগুলি নিম্নশ্রেণির মুসলমানের বাস আছে। ইহাদিগের বাসস্থানের সম্মুখে একটী ভয়ানক নর্দ্দামা রহিয়াছে। মুসলমানদিগের বাসস্থানের পূতিগন্ধ এই নর্দ্দামার অপেক্ষা ন্যূন নহে। চিকিৎসালয়ের নিকট হইতে এই বালাই দূর করা অতিশয় আবশ্যক।

চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমা উত্তমরূপে নির্দ্ধারিত না থাকাতে তত্রত্য কমিসনরের অনুরোধে কয়েকজন কর্ম্মচারী জরিপ করিতে প্রেরিত হইয়াছেন।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে এচ্ ব্লকমান সাহেব টিপু সুলতানের পৌত্র রাজকুমার আজিমুদ্দীন সংগৃহীত একখানি কাব্য প্রদান করিয়াছেন। টিপুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সকর উল্লা তাঁহার পিতা ছিলেন। আজিমুদ্দিন গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যখানি টিপপায় পরিপূর্ণ।

মস্কাটে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ হইয়াছে। পিতৃঘাতক সৈদ সলিম পরাজিত হইয়া এক দুর্গমধ্যে আছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ জাহাজে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহিগণ কোনপ্রকার অত্যাচার করিতেছে না, সলিমকে দূরীভূত করা তাহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। জানজিবরের সুলতান আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে মস্কাটের ইমামকে যে কর দিতেন তাহা বন্ধ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া রেসিডেণ্ট কর্ণেল পেলি অবিলম্বে করাচি হইতে পারস্য অখাতে গমন করিয়াছেন।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন প্রয়োজনানুরূপ ষ্টাম্প না থাকাতে কলিকাতার ছোট আদালতে ষ্টাম্প প্রচলিত হওয়া আরও কিছু দিন স্থগিত রহিল।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, অচিহ্নিত বিচারপতিগণ কর্ম্মহীন হইলে তাঁহাদিগকে ভরণ পোষণের ব্যয় দিবার যে আজ্ঞা হয়, তাহা এক্ষণে ডেপুটি কালেক্টরদিগের পক্ষেও প্রচলিত করা হইল। তাঁহারা ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পাইবেন। এটী একটী বিশেষ স্বত্ব সন্দেহ নাই।

১৩ ই কার্ত্তিক বুধবার।

কিছু দিন হইল, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করেন, গিরজাপ্রভৃতির নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষ ইউরোপ হইতে যেসকল দ্রব্য আনাইবেন, তাহার উপরে শুল্ক গ্রহণ করা হইবে কি না? গবর্ণর জেনরল এতদুত্তরে বলিয়াছেন, শুল্ক গ্রহণ করা হইবে। যদি কোন বিশেষ স্থলে শুল্ক না লওয়া উচিত হয়, তথায়ও পূর্ব্বে তাহা দিয়া সেই টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে লওয়া হইবে।

আসাম যে ক্রমশঃ অযোধ্যাপ্রভৃতির ন্যায় এক জন প্রধান কমিসনরের অধীনস্থ হইবে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, তত্রত্য সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র কমিসনরের পবলিক ওয়ার্ক সেক্রেটারির ন্যায় তাঁহার আজ্ঞানুসারে কাজ করিবেন।

প্রধানতম বিচারালয় সম্প্রতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, দেওয়ানী অথবা ফৌজদারি

জেলের কোন কয়েদির আদেশের প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ আদালতে আবেদন করিতে হইবে। ঐ আবেদন জেলার জজের দ্বারা জেলে প্রেরিত হইবে। যদি অন্য জেলায় কয়েদী থাকে, তাহা হইলে প্রধানতম বিচারালয় সংবাদ প্রেরণ করিবেন। যে আদালতে সাক্ষ্য দিবার প্রয়োজন হইবে, তাহার ৫০ ক্রোশ দূরে যদি কোন কয়েদী থাকে, কমিসনর্‌দ্বারা তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইবে। জেল হইতে কয়েদিকে আনিতে যে ব্যয় হইবে, যে সাক্ষী মানিবে তাহাকে দিতে হইবে। বিশেষ কারণ প্রদর্শন না করিলে কোন ব্যক্তি কোন কয়েদিকে আদালতে আনয়ন করিতে পারিবেন না। জেলার জজ ও প্রধানতম বিচারালয়ের অনুমতি লইবার বিধিটীতে কেবল কালহরণ করা হইবে। যে আদালতে বিচার হইবে, তত্রত্য বিচারপতিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

সরকারী কার্য্যের সবিশেষ বৃদ্ধি হওয়াতে বোম্বাইয়ে অল্প কয়েকজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত করা হইবে।

পিয়নিয়র বলেন, ফতেপুরের মনিঅডর এজেন্ট ৩০০০ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া ধরা পড়াতে প্রথমতঃ পরিবারবর্গকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া এক পিস্তলদ্বারা আত্মহত্যা করিয়াছেন।

দিল্লীগেজেট বলেন, সিয়র আলি খাঁ অত্যাচার করিয়া অনেক টাকা গ্রহণ করাতে লোকে তাঁহার উপরে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি ছয় মাসের মধ্যে পুনর্ব্বার সিংহাসনচ্যুত হইবেন। কাবুলের সহিত মৈত্রী না হয় এটী দিল্লী গেজেটের ইচ্ছা।

মহারাজ সিন্ধিয়া ও জয়পুরের রাজার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া রেওয়ার রাজাও শস্যের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট কি করিবেন?

পূর্ব্বকার সিপাহীদিগের যে ভদ্রতা ছিল, এক্ষণকার এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের তাহা আর নাই। শীক, পাঠান ও নীচজাতীয় সিপাহী গবর্ণমেন্টের আদরণীয় হইয়াছে। বারাকপুরস্থ শীক সৈন্যদিগের কয়েক জন দুই তিন বার ডাকাইতি করিয়া ধৃত হয়। সম্প্রতি ২৬ সংখ্যক পঞ্জাব পদাতিকদলের কয়েক জন সৈনিক ইন্দোর হইতে মেহিদিপুরে ধন লইয়া যাইতেছিল, এমত সময়ে পথিমধ্যে দুই জন সৈনিক ৫০০০ টাকা লইয়া পলায়ন করে। ইহারা ধৃত হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমানপ্রভৃতি স্থানে অতিশয় জ্বর হইতেছে। এত বর্ষের পর জ্বর হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বীরভূম এত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, তথায়ও বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করিতেছেন।

মস্কাটের সলিদ রাজ্যচ্যুত হইয়া আব্বাস বন্দরে পলায়ন করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার সাহায্য করিবেন আশা ছিল, কিন্তু গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। সৈদ তুরকী মস্কাটে যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।

১৪ ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, লাহোরের বিস্তর মুসলমান প্রত্যহ নগরের বাহিরে গিয়া ঈশ্বরের নিকটে জলের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে দরিদ্র লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। এ বার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা।

৩০ এ সেপ্টেম্বর সমুদায় ভারতবর্ষে ১০,৪১১৭,০৩০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল।

সুরাটের সাধারণ উদ্যান ও পশ্বালয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট ২০,০০০ টাকা দিয়াছেন। চাঁদা দ্বারা ৫০০০ টাকা উঠিয়াছে এবং মিউনিসপালিটি ৫০০০ টাকা দিয়াছেন, আরও চাঁদা সংগৃহীত হইবে। লাহোরে এপ্রকার উদ্যান ও পশ্বালয় হইয়াছে। কলিকাতায় ইহা হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

মহীসুরের প্রধান কমিসনর মান্দ্রাজ এথিনিয়মকে লিখিয়াছেন, উক্ত পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রাজার সপক্ষতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে প্রায় ১৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়। ইহাতে অবোধ্য আকবর বলেন, যতদিন ইংরাজী সম্পাদকগণ এতদ্দেশীয় রাজাদিগের নিকটে কিছু না পান, ততদিন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে লিখেন। একথা বড় মিথ্যা নয়।

ব্রহ্মদেশের রাজা নিজের ব্যয়ে একটী গির্জ্জা ও ১০০০ বালক পাঠ করিতে পারে এমত এক বিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। রাজা নিজের ৯ জন পুত্রকে মিসনরি মার্কেলের নিকটে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

টেলিগ্রাফদ্বারা ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের মনিঅডর প্রণালী হয়, এই প্রস্তাব হইতেছে।

প্রধান সেনাপতি এতদ্দেশীয় প্রত্যেক রেজিমেন্টের অধ্যক্ষকে ঐ ঐ রেজিমেন্টের ইতিবৃত্ত লিখিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কখন প্রথমতঃ রেজিমেন্টটী সংগৃহীত হয়, কখন তজ্জ সৈন্য বৃদ্ধি করা বা কমান হইয়াছে, কোন কোন যুদ্ধে রেজিমেন্ট ছিল এবং কোন কোন অফিসর ও সৈনিক সাহস প্রকাশ করিয়া মরেন বা হত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম লিখিতে হইবে। কর্ণেল ক্রম সিপাহিদিগের যে ইতিহাস লিখিতেছিলেন, তাহার কি হইল?

আলাহাবাদের প্রধানতম বিচারালয়বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। ২ রা নবেম্বর বিচারপতিগণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আমাদিগের বিচারালয় ১৯৬৮ অব্দে প্রস্তুত হইলেও হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাটীর আরও কিছু বিলম্ব হইবে।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট যাবতীয় জেলাজজের আরদালিদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। এ আজ্ঞাটী যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিতান্ত অপব্যয়ের কারণ হইয়াছে। আরদালিরা কিছুই করে না; জজের খানসামার কাজ করে। আদালতে কাজের মধ্যে যে পক্ষের জয় হয়, ইহারা তাহার নিকটে বকসিস লয়। ইহাদিগের উপার্জ্জন অধিক অথচ কিছুই পরিশ্রম নাই।

রামপুরের নবাব শস্যের শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন।

১৫ ই কার্ত্তিক শুক্রবার।

টমাস ক্লোজ সাহেব মান্দ্রাজের ছোট আদালতের কার্য্যপ্রণালীর যে পরিবর্ত্তের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তত্রত্য গবর্ণমেন্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন। ক্লোজ সাহেব আরও কিছু দিন মান্দ্রাজে বিশেষ কমিসনরের স্বরূপ থাকিয়া তত্রত্য আফিসসমূহের বন্দোবস্ত করিবেন। বঙ্গদেশের এক জন কর্ম্মচারী এই কাজ করাতে মান্দ্রাজের সংবাদপত্র সকল বিরক্ত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের মিউনিসপালিটি কর্জ্জ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ৬ টাকা সুদে আট লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইবেন মানস করিয়াছেন। মিউনিসপালিটির কয়েকজন কর্ম্মচারী নগরবাসীদিগের টাকা আত্মসাৎ করাতে তাঁহাদিগের দণ্ড হইয়াছে। এটী আমাদিগের এ দিগে হইবার যো নাই।

মেজর লিজ মহাসভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টায় আছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, আবিসিনিয়াতে যেপ্রকার নলদ্বারা কূপ করিয়া

জল বাহির করা হইয়াছিল, রাজপুতনাপ্রভৃতি স্থানে সেই সকল নল আনয়ন করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এই প্রকার নল থাকিলে লোকের অন্ততঃ পানীয় জলের কষ্ট হয় না। ইহা দ্বারা প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন " স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবের স্কুলের শিক্ষকদিগের উন্নতি সম্বন্ধে এক বিপরীত সংস্কার রহিয়াছে। তিনি অল্প বেতনে বি এ, এম, এ, পান বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষকদিগের উন্নতি অনাবশ্যক বোধ করেন। তিনি বলেন, ৫০ টাকা বেতনে জেলা স্কুলের হেড মাষ্টর পাওয়া যায়।" আমরা বলি ৩০০ টাকা বেতনের এক জন শিক্ষিত লোক হইলেই স্কুল পরিদর্শনকার্য্য সুন্দররূপে চলিতে পারে, তবে গবর্ণমেণ্ট ক্লার্ক সাহেবকে অনর্থক এত বেতন দিতেছেন কেন?"

"এক জন বিশ্বস্ত লোক এক জন উচ্চপদস্থ লোকের আহারসম্বন্ধীয় চমৎকার ব্যভিচারের কথা আমাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন। কিন্তু এক দিন জাত্যভিমানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বহুদিনপর্য্যন্ত সমাজের পদাঘাত সহ্য করা কি সুখের বিষয়? আর যাঁহারা উচ্চ জাতিকে লইয়া গোপনে একত্র ভোজন করেন তাঁহারা কতদূর উন্নতগামী হইতেছেন? লাভের মধ্যে এই যে, পিতা মাতা হইতে অতিনিম্ন ভৃত্যের নিকটপর্য্যন্ত ঘৃণিত হন।"

ঢাকা প্রকাশ বলেন, "কার্ত্তিক বারুণীর মেলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এই মেলার সাথীকে ঢাকা অঞ্চলে ওলাউঠা রোগের আরম্ভ হয় কি না, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিসের প্রতি আদেশ করিয়াছেন। এই কার্য্যটী আমাদের বিবেচনায় পুলিসের সাহায্যে সিবিল সার্জ্জনের প্রতি অর্পণ করা উচিত ছিল।"

১৬ই কার্ত্তিক শনিবার।

এডুকেশন গেজেট বলেন, "আমরা গুরুতর দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি, গত কল্য বুধবারে কলিকাতার ঠনঠনিয়ানিবাসী বাবু গোবর্দ্ধন দত্তের গঙ্গাপ্রাপ্তি হইয়াছে। গোবর্দ্ধন বাবু অতি বদান্য ও হিন্দুসমাজপ্রিয় পরোপকারী লোক ছিলেন। তিনি অনেক গরীব দুঃখী ও বালকদিগকে অকাতরে দান করিয়া ইহলোক আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরও বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, অতি হীনাবস্থা হইতে স্বীয় অবস্থাকে এত দূর উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, তাহা প্রশংসনীয় ক্ষমতার অতীত।

পঞ্জাবের জমীদার ও কৃষকের বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সাত ঘটিকাপর্য্যন্ত ইহা লইয়া তর্ক হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী যখন কোন আদালতে দণ্ড পাইবেন, তখন বিচারপতি নিজের আজ্ঞার এক নকল লইয়া ঐ কর্ম্মচারী যেখানে কর্ম্ম করেন, তথাকার কর্ত্তার নিকটে প্রেরণ করিবেন। কর্ত্তা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

দেউলিয়া আইন সংশোধন করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা ধূর্ত্ত ও মূলধনহীন ব্যবসায়ীদিগের সাহসদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। তিন মাস হইল কসাইটোলার উইনধর ও অক্রিয়ুরনামক দুই ব্যক্তি এক নিলামঘাটী করে। তাহারা ইহার মধ্যে দেউলিয়া হইবার আবেদন করিয়াছে। কেহ কেহ গচ্ছিত দ্রব্য না পাইয়া নীলামকারীদিগের নামে নালিশ করিয়াছেন। এসকল লোকের গুরুতর দণ্ড না হইলে দেউলিয়া হইয়া কিছু লাভ করিব এই আশায় অনেক জুয়াচোর ব্যবসায় আরম্ভ করিবে।

সম্প্রতি প্রধানতম আদালত মীমাংসা করিয়াছেন কোন স্ত্রীলোকের নামে ডিক্রী জারি হইলে পর্দ্দানশীন বলিয়া তাঁহার অব্যাহতিলাভ হইবে না, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইবে। এ নিয়মটী এক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এতদ্দ্বারা অনেকের প্রতারণার পথ বন্ধ হইবে। কিন্তু অপর অংশে নিয়মটী অনিষ্টকর হইয়াছে। যেসকল স্ত্রীলোক বাস্তবিক দারিদ্র্যনিবন্ধন ঋণপরিশোধে অসমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিলে চরিত্রভ্রংশ হইয়া সবিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, "আমেরিকায় একটি নূতন নগর নির্ম্মাণ হইলে উহা যত শীঘ্র জনাকীর্ণ হয় এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে লুইবেলীর বাসন্দা সংখ্যা ৮০ হাজার মাত্র ছিল। ১৮৭১ অব্দে তথাকার বাসন্দার সংখ্যা ১৪৫০০০ নির্ণীত হয়। পাঁচ বৎসরের মধ্যে ৬৫০০০ হাজার বৃদ্ধি।

মেধাশক্তির উন্নতিসাধন বোধ হয় যত দূর ইচ্ছা তত দূর করা যাইতে পারে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তদ্বারা এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে। ফিকার ফেগেলের নিকট এক ব্যক্তি তাঁহার মেধাশক্তির পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হন। তাঁহাকে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় কথাগুলি পুনরুক্তি করিতে বলা হয়। তিনি অবলীলাক্রমে ঐরূপ করিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার একটি কথাও ভুল হইল না। ফেগেল ইহাতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করায় ঐ ব্যক্তি বলিলেন, "এ ত অল্প কথা, ঐ পত্রিকাখানির শেষের শেষপংক্তির শেষ কথা হইতে আরম্ভ করিয়া গোড়ার প্রথম কথা পর্য্যন্ত আমি পুনরুক্তি করিতে পারি" এবং সত্যই তিনি অতিশয় সহজ ভাবে ও কিছুমাত্র ভুল না করিয়া তাহার কথানুযায়ী কার্য্য করিলেন।

এডিন বরার উইলিয়াম লাইয়ুজনামক এক জন যাত্রাওয়ালারও অসাধারণতর মেধা ছিল: তিনি ডেলি য্যাডভাইসর নামক সংবাদপত্র এক বার পাঠ করিয়া তাহার সমুদায় বিজ্ঞাপন, সংবাদাবলী ইত্যাদি বলিতে পারিতেন। ফল স্মরণশক্তি যে এইরূপ অসাধারণ পরিমাণে উৎকর্ষিত হইতে পারে তাহার বিস্তর দৃষ্টান্ত স্থল আছে। কেহ বলেন, পদ্য ও গদ্য প্রতিদিন মুখস্থ করিলে, মেধাশক্তির বিস্তর উৎকর্ষ করা যাইতে পারে। ৯

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৩ টাকার সিক্কা			৯৪৹০ । ৯৪৸০
৪	"	কোং	৯৪॥ । ৯৪৸০
৫	"	পবলকওয়ার্ক	১০৫০ । ১০৫॥০
৫	"	কোং	১০৮॥০ । ১০৮৸০
৫	"	কোং	১১৩॥০ । ১১৩৸০

---:०:-----:०:---

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, আপাততঃ শাসন করিবার নিমিত্ত যে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এক আজ্ঞাদ্বারা মনাষ্টারি ও ধর্ম্মালয়সকল বন্ধ করিয়া সেসমুদায়ের ভূমিসকল বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। ১৮৩৭ অব্দ অবধি যেসকল ধর্ম্মবাটী হইয়াছে সেইসকলের প্রতি কেবল এই আজ্ঞা বর্ত্তিতেছে।

মসুর অলজাগা ও রণতরির অধ্যক্ষ টপিটী বলিয়াছেন, এক জন রাজা মনোনীত করা উচিত। নীচতন্ত্রপ্রিয়গণ সাধারণ তন্ত্র চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বলেন, যদি দেশের সকলে রাজকীয় শাসনপ্রণালী চাহেন ত তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন।

নিউ ইয়র্ক হইতে ১৯এ তারিখের যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা গেল, ইণ্ডিয়ানার প্রতিনিধি সাধারণতন্ত্রপ্রিয়দলস্থ হইয়াছেন।

১১ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত আমেরিকার মহাসভা বন্ধ থাকিবে।

২১ এ অক্টোবর। স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, মাডরিডস্থিত জাতিসাধারণ সভা আপনা আপনি ভঙ্গ হইয়াছে। আপাততঃ শাসনকারী গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় জানিয়াছেন, রাজনীতি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে স্পেনে স্থাপিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা আশা করেন, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ তাঁহাদিগকে স্বীকার করিবেন।

আমেরিকা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, নীচতন্ত্রপ্রিয় দল বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের রাজনীতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে।

২২ এ অক্টোবর। এমত জনশ্রুতি, স্পেনের রাজ্ঞী ইসেবেলা ব্রাইটনে বাস করিবেন।

নিউইয়র্ক হইতে ২১ এ তারিখের টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, নীচতন্ত্রপ্রিয় দল নিরুৎসাহিত হইয়াছেন এবং সেনাপতি গ্রাণ্ট যে সভাপতি হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে।

সানফ্রান্সিস্কোতে অতিশয় ভূমিকম্প হইয়াছে, কিন্তু কোন জীব নষ্ট হয় নাই

২৩ এ অক্টোবর। গত কল্য লিবরপুলে রেবার্ড জনসন সাহেব ও লার্ড ষ্টানলিকে এক ভোজ দেওয়া হইয়াছে। উভয়ে বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মনান্তরের অনেক কারণ গিয়াছে। আলাবামা সম্বন্ধীয় প্রশ্নেরও মীমাংসা হইবে, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। লার্ড ষ্টানলী বক্তৃতাকালীন আরও বলিয়াছেন, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সকল যেসকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সভ্যতার কলঙ্কস্বরূপ। সব জন বরগাইন লণ্ডনবাসীর ন্যায় স্বত্ব ও স্বাধীনতা পাইয়াছেন।

কর্ণেল টেলর লাঙ্কষ্টার ডচির চান্সেলর হইয়াছেন।

---:০:---

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১০ এ অক্টোবর—৩০ এ আগষ্ট অবধি নিম্নলিখিত পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টগণ উন্নত হইলেনঃ—

প্রথম শ্রেণিতে।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল সি, ব্রিয়া।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

আর, ডবলিউ, কিড সাহেব।

তৃতীয় শ্রেণিতে।

এফ, টি, প্রাটস সাহেব।

চতুর্থ শ্রেণিতে।

এ, এচ, আইল ন সাহেব।

ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেব গত ৩০ এ আগষ্ট অবধি পঞ্চম শ্রেণির পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২১ এ অক্টোবর—জে, কলেট সাহেব আরার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বাবু সরূপচন্দ্র মিত্র যশোহরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

জি, কে, মিয়ার্স সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২২ এ অক্টোবর—বাবু রাধাগোবিন্দ রায় দিনাজপুরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বেণীমাধব ঠাকুর পশ্চিম দুয়ারের অন্তর্গত ময়নাগড়ি মহকুমার দেওয়ানী চিকিৎসার ভার পাইবেন।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কালীকুমার দাস ত্রিহুতের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

২৩ এ অক্টোবর মৌলবী ইয়াজত আলি গয়ায় অধস্থ জজ হইবেন।

২৭ এ অক্টোবর—জি, জে, বি, ডালটন সাহেব মুঙ্গেরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন

সি, জি, বেকার সাহেব বি, সি, (যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন) পঞ্চম চক্রবাড়ের পুলিষের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

মেজর ডবলিউ, আর, গডন প্রথম চক্রবাড়ের পুলিষের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল সি, ব্রিয়া হাজারিবাগের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

মেজর ডবলিউ, টি, ফেগান রাজসাহীর পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন; কিন্তু আপাততঃ পঞ্চম চক্রবাড়ের প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল থাকিবেন।

মেজর এ, ফ্রান্সিস (যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন) মানভূমের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন এচ, পি, ডবলিউ, উইক ত্রিহুতের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

কাপ্তেন জে, সি, সি, ডব্ ব্রি, সি, (যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন) পাটনার পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ, ই, চেম্বার্স ভাগলপুরের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এম, এম, বেলি সাহেব (যিনি একণে বিদায় লইয়া আছেন) রঙ্গপুরের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, ডি, প্রাট সাহেব শাহাবাদের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

জে মাষ্টাস সাহেব কামরূপের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

জে, পাচ সাহেব শ্রীহট্টের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টগণ বদলী হইবেন।

এচ, এম, হারিস সাহেব গয়া হইতে রাজসাহীতে।

জে, বি মাচ সাহেব যশোহর হইতে গয়াতে।

সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জে, জি, ফারকোহারসন সাহেব হাজারিবাগ হইতে যশোহরে।

---:০:---

আমাদিগের আন্দুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

আন্দুলিয়া যে অতি প্রাচীন কালের গ্রাম, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। গ্রামটী দীর্ঘে যেরূপ প্রশস্তে সেরূপ নহে। তাহার কারণ গ্রামের নিম্নে চূর্ণী নদীতে প্রতিবৎসর অনেক ভূমি ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ত্তমান বর্ষে নদীর সাতিশয় প্রবল বেগে অনেক নিরীহ প্রজার বসত বাটী নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে। এক স্থানে ঐ রূপ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে প্রায় ১০। ১২ হস্ত মাটির নিম্নে একটী প্রকাণ্ড কোটার ভিত্তি বাহির হইয়াছে! যে স্থলে উহা দৃষ্ট হয়, তাহার উপরে অন্ততঃ ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত অপর লোকের বাস ছিল। তাহারা ইহার কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। ইটগুলি পূর্ব্বকালের ছোট ছোট ইটের ন্যায়। সম্প্রতি একজন গ্রামস্থ ভদ্র মহোদয়গণের আদেশমত অত্রস্থ "হিতৈষিণী সভা হইতে এই ভিত্তি খুঁড়িবার কল্পনা হইতেছে।

২। ইতিপূর্ব্বে এই আন্দুলিয়া গ্রামের ৭ মাইল পশ্চিম মালিপোতা ইংরাজী স্কুলে সাহায্যদানের বিষয়ে লেখা হইয়াছিল। এক

দিন পরে গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের অভীষ্টসাধন হই য়াছে। গবর্ণমেণ্ট কএক মাস হইতে সাহায্যপ্রদান করিতেছেন। বিদ্যালয়টী স্থায়ী হউক ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

কুষ্ঠিয়াস্থ এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন

সম্প্রতি কুষ্টিয়া সব ডিবিজনের পুলিষ কর্ম্ম চারিগণ গাড় নিদ্রায় অভিভূত থাকাতে কোন রাত্রে ১ টা কোন রাত্রে ৫।৭ টা সিঁদ হইতেছে। অ মলায় ১ রাত্রে ৩ টা সিঁদ হইয়াছে। তন্মধ্যে আমার বাসায় সিঁদ দিয়া নগদ ৪০ টাকা ও বস্ত্রা দিতে ৩০।৩৫ টাকা একুনে ৭০।৭৫ টাকা লইয়া গিয়াছে। ৩।৪ দিন হইল থানায় এজাহার দেওয়া হইয়াছে। একাল পর্য্যন্ত দারগা আসিয়া তদারক করেন নাই।

সম্প্রতি আমলার নিকটে ছুট্‌রপাড়া গ্রামে ১ কৃষকের স্ত্রী এক কালে কন্যা ও পুত্রে ৪ টী সন্তান প্রসব করে। এক ফুলে ২ কন্যা ১ পুত্র আর ১ ফুলে ১ কন্যা। তন্মধ্যে ১ টী কন্যার সেই দিন মৃত্যু হয়। এক দিনে ৪ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ৩ জন জীবিত আছে। দেখিতে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে।

—:০:—

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! ইতিমধ্যে আমাদিগের এখানে একটী অতিশয় শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে গোস্বামী দুর্গাপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁপাগাছি নামক গ্রামে ঐ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। কয়েক দিবস গত হইল, এক জন গৃহস্থের একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সন্তান হারায়। হতভাগ্য গৃহস্থ সমস্ত রাত্রি নিজ সন্তানের অনুসন্ধান করে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয় পর দিবস এক বৃহৎ গর্ত্তের অভ্যন্তরে উক্ত শিশুর ছিন্ন মস্তক ও মৃত দেহ দৃষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিষ সব ইনস্পেক্টর [illegible] একপ্রকার অনুসন্ধান করেন [illegible] ক্তের নিকটবর্ত্তী গৃহ স্থের বাটীতে [illegible] যা কারণজিজ্ঞাসু হওয়াতে গৃহস্থ [illegible] একটী বিধবা যুবতী স্ত্রী বহির্গত হইয়া [illegible] ত্তর করিল, আমিই উহাকে কাটিয়াছি। সবইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন কি জন্য তুমি উহাকে কাটিলে? সে প্রত্যুত্তর করিল "কোন কারণ নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমি উহাকে যখনই দেখিতাম তখনই উহাকে কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইত। কল্য সন্ধ্যাকালে যেমন আমাদিগের বাটীতে আসিয়াছিল, অমনি উহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছি। উহার গায়ের অলঙ্কারাদি আমার নিকটে আছে।" এই বলিয়া সমস্ত আনয়ন করিয়া সব ইনস্পেক্টরের সমীপে রাখিল। পুলিষ তদনন্তর তাহাকে কৃষ্ণনগরে বিচারার্থ প্রেরণ করেন। দায়রার বিচারে ফাঁশ হইবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এখানে চৌকীদারেরা প্রায়ই রাত্রিতে দেখা দেয় না। মাসের মধ্যে এক বার দেখা হইলেই বড় ভাল। পুলিষ ইনস্পেক্টর কি করেন? তাঁহারা এখন এ বিষয়ে যত্ন করিবেন কেন?

এ বার এখানে অতিবৃষ্টিনিবন্ধন গ্রামখানি এত অপরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখা যায় না। প্রায় সমস্ত গৃহই দুর্গন্ধময় স্থলে পরিপূর্ণ। অনেক ভদ্র মহাশয় এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদিগের বাটীতে যাওয়াও দুষ্কর। অতএব আমরা সকলকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা এ বিষয়ে যত্নবান হউন।

গোস্বামী দুর্গাপুর
২৭ এ অক্টোবর
১৮৬৮

আপনার বশম্বদ
শ্রীঃ—

—:০:—

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও পেনকলম।

কয়েক দিন হইল সিভিলসার্ভিস ডিপার্টমেণ্ট বেঙ্গল একাউণ্টেণ্টস, জেনারাল আফিসে কতক গুলি রাইটার আবশ্যক হওয়াতে ন্যূনাধিক দুই শত আবেদনকারী আবেদন করেন। আবেদন কারীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা, এল এ, ও বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণ কেহ কেহ ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষোত্তীর্ণ বলিয়া কেহই পান নাই; সকলেই পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্রশ্নগুলির দুই একটা নমুনা দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিয়া লউন। ১৮৫৫ সালের কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা তাহার সংক্ষিপ্ত রচনা এবং লাটিন গ্রীক ও জর্ম্মণ শব্দ কতকগুলির ডিকটেশন মাত্র ছিল। প্রাণের ভয়ে অস্নানমাত্র কতগুলি আবেদনকারী স্ব স্ব গৃহ হইতে দিনকতক বাহির হয়েন নাই; অপর কতকগুলি অপার্থ্যমানে প্রশ্নোত্তর করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি রক্ষের এই ফল। চিরকালটা পরীক্ষা দিয়া আবার পরীক্ষা না দিলে কর্ম্মের দফা নিশ্চিন্ত। প্রাবেশিক ফি এত দিয়াও কী বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে? এবার অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে নূতন আইন হইয়াছে, ঐ আইন অনু যায়ী দায়গ্রস্ত পরীক্ষার্থিগণকে স্ব স্ব গৃহ হইতে পেনকলম লইয়া যাইতে হইবে। যাহা হউক আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে যে হেতু কাগজ কালী ও দোয়াত লইয়া যাইতে হইবে না।

২৮ এ অক্টোবর
১৮৬৮
শাঁখারিটোলা

একান্ত বশম্বদ
কোন গবর্ণমেণ্ট স্কুলের
ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি শিক্ষক

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! ভদ্র লোক কাহাকে বলে? উত্তম বেশ ভূষা, সুগন্ধি দ্রব্য অঙ্গে লেপন, গাড়ী ঘোড়ায় আরোহণপ্রভৃতি করিলেই কি ভদ্র হয়? ভদ্র লোক ত ব্যবহারেই জানা যায়। যিনি ন্যায়পথে চলিয়া ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করেন, তিনিই ভদ্র। সম্প্রতি এক জন ভদ্র লোকের আচার ব্যবহারের কথা আপনাকে শ্রবণ করাই। ৯ ই কার্ত্তিক জগদ্ধাত্রী পূজোপলক্ষে আমাদিগের এই মহানগরীর মধ্যে * * * * কোন সম্ভ্রান্ত * * * * মহাশয়ের বাটীতে বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় হয়। সাধারণতঃ যেপ্রকার গীতাভিনয়ের কথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং যেসকল গীতাভিনয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এ সেপ্রকার নহে। এই অভিনয়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় আছে। কি প্রকার স্ত্রীলোক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন? সকলেই বেশ্যা। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দর্শনেচ্ছায় গমন করিয়াছিলাম, গিয়া দেখি, বাটী প্রায় বেশ্যা ও মাতালে পরিপূর্ণ। একে ত বিদ্যাসুন্দর, সকলই আদিরস ঘটিত, তাহাতে আবার বেশ্যাগণ অভিনেত্রী, অভিনয়কার্য, যত সভ্যরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহাদিগের আচরণ দেখিলে অবাক হইতে হয়। বিশেষতঃ মাতালদিগের অশ্লীল বাক্যোচ্চারণ, নব্য বাবুদিগের উত্তেজনা চ্ছলে পদে পদে সভ্যতাবিনাশ, ছকু বাবুর (ছকু বাবু একটী সং) কুৎসিত ব্যবহার ও বেশ্যাগণের সহিত একত্রে নৃত্য, সুন্দরের ধরা পড়িবার কালে বেশ্যার সহিত কুৎসিত ব্যবহার উপহাসচ্ছলে রাণীর বীরসিংহের প্রতি নিন্দনীয় আচরণপ্রভৃতি এতদূর গর্হিত হইয়াছে যে, সেসকল আচরণ দেখিয়া কোন ভদ্র লোক না সঙ্কুচিত হইয়াছেন? মহাশয়! ভদ্রলোকের সন্তানগণ কি প্রকারে যে ঐ প্রকার ব্যবহার করিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ গৃহস্থের বাটীতে গৃহস্থ কুলাঙ্গনাদিগের সম্মুখে! অনেক কুলনারীনিমন্ত্রিত হইয়া দর্শনচ্ছলে আসিয়াছি

লেন) ঐপ্রকার নিন্দনীয় আচরণ ও অশ্লীল বাক্যগুলি কতদূর সঙ্গত ও সভ্যতাপ্রকাশক হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। বাবুজী মহাশয় যে উক্ত ব্যাপার নিজ বাটীতে সম্পন্ন করাইলেন কোনপ্রকার লজ্জা বোধ করিলেন না, তাহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার যদি যাত্রা দিবার এতই ইচ্ছা ছিল, এক দল পেশাদারের যাত্রা দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না কেন? তাহা হইলে সকল দিক রক্ষা পাইত এবং তিনি এত দূর নিন্দনীয় হইতেন না। অবশেষে শ্রবণ করিলাম, এক জন বৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান। বৃদ্ধ বয়সে এই সকল কি প্রকারে করিতেছেন, তাহা বুঝা ভার। যাহা হউক, বাবুজী সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া বিলক্ষণ সভ্যতা ও ভদ্রতার পরিচয় প্রদান করিলেন। ধন্য বঙ্গবাসিগণ! তোমরা দিন দিন বিলক্ষণ সভ্য হইতেছ!!

কলিকাতা নিমতলাষ্ট্রীট } কস্যচিৎ দর্শকস্য।

—:০:—

আমরা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যে, কতিপয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে ঈশ্বরপ্রেরিত মুক্তিদাতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া তাঁহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন এবং কেহ কেহ তাঁহার চরণধূলি লেহন করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে একণে এই ভারতবর্ষে তাঁহার চরণাশ্রয়ব্যতীত কাহার মুক্তি হইবে না, তিনি এক জন ঈশ্বরাবতার। ঐসকল ব্রাহ্মের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের পত্রে কেশব বাবুকে "দয়াল প্রভু" "পাপীর গতি" প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কখন কখন তাঁহারা কেশব বাবুকে লইয়া কোন বিশেষ সঙ্গীত করিতে করিতে রাজপথে পরিভ্রমণ করেন। ব্রাহ্মোপাসনাকেও তাঁহারা এমনি সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহার আদ্যোপান্ত যোগদান করা সুকঠিন হইয়াছে। কেশব বাবুকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা ব্রাহ্মোপাসনার এক অঙ্গস্বরূপ করা হইয়াছে। আমরা এক দিবস এক জন ব্রাহ্মকে এই রূপ প্রার্থনা করিতে শ্রবণ করিলাম, "হে দয়াল-প্রভু! আমি অত্যন্ত পাপী, ঈশ্বর আমার বাক্য শ্রবণ করিবেন না, অতএব আপনি আমার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন।" পত্রেতেও কেহ কেহ এই ভাবে তাঁহাকে লিখিয়া থাকেন "আপনার দয়াল পিতাকে এই কথা বলিবেন।"

কেশব বাবুকে এইরূপ অযথা অধিকার প্রদান করা, তাঁহাকে পরিত্রাতা বলা, তাঁহার নিকট পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা, তাঁহার চরণ লেহন করা, তাঁহার নামে বিশেষ সঙ্গীত রচনা করিয়া পথে পথে অথবা সমাজে প্রচার করা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কার্য্য। যেসকল ব্রাহ্ম এইরূপ আচরণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে সত্যের ও ভ্রাতৃভাবের অনুরোধে সানুনয় বাক্যে কহিতেছি যে তাঁহারা তদ্রূপ আচরণ করিয়া আপনাদের ও কেশব বাবুর মঙ্গলের পথে কণ্টকারোপ না করেন। যাঁহার নিকট আমরা উপকার লাভ করিতেছি, তাঁহাকে মনুষ্যোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহাকে "পরিত্রাতা" "ঈশ্বরাবতার" বলা অথবা নীচভাবে তাঁহার চরণলেহন করা ঈশ্বর এবং সত্যের অবমাননা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পবিত্র পরমেশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন। মনুষ্যের উপাসনা করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অননুমোদিত কার্য্য। যে ব্যক্তি অনন্য-গতি হইয়া ভক্তির সহিত সেই সত্যস্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, পবিত্র করুণাময় পাপীর গতি ও আশ্রয় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইবেন এবং তাঁহার নিকট ক্রন্দন ও প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ে তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মনুষ্য বা পুস্তককে তিনি ঈশ্বর ও মুক্তিলাভের জন্য নিয়োগ করেন নাই।

উপসংহারকালে কেশব বাবুর নিকট আমাদের নিবেদন যে উক্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করিতেছেন, তাহা যদি তাঁহার গর্হিত বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ স্রোত বন্ধ করিবার কোন উপায় অবলম্বন করিবেন; নতুবা সাধারণের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবে যে, তিনি উক্ত কার্য্যে অনুমোদন করেন।

শান্তিপুর, ১৭৯০ শক, ৬ কার্ত্তিক } শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীনীলকমল দেব

—:০:—

মহাশয়! আপনার ১৯ এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে ফুলিয়ানিবাসী এক ব্যক্তির প্রেরিত পত্রের শেষ ভাগ পাঠ করিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্রপ্রেরক মহাশয় কাপাসটীয়া ও তাহার নিকবর্ত্তী ১০। ১২ খানি গ্রামে একটীও বিদ্যালয় না থাকাতে তথাকার ভদ্র লোকের ও উকীল, মোক্তার, তালুকদার ও জোতদার মহাশয়গণের সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করিতেছেন। এ তাঁহার কেমন আশা বলিতে পারি না। যে গ্রাম এত ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ ও যাহার অধিকাংশ জমীদার, জোতদার, মোক্তার ও উকীল, তথাকার বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার ভাবনা কি? লেখার ভাবে বোধ হইতেছে তাহারা নির্ধন নহেন, তবে কেন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চাঁদা দিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন না? গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্যগ্রহণের আবশ্যকতা কি? যে স্থলে প্রজাগণ মনে করিলে বিদ্যালয় হইতে পারে, সে স্থলে বিদ্যালয় সংস্থাপন করা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য নহে।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, "[illegible] অসময়ে বৃষ্টি হওয়াতে নষ্টাবশিষ্ট ধান্যসকল এক প্রকার কীটে বিনষ্ট করিতেছে। যদি কৃষকগণ গুঁড়া চূণ ধান্য গাছের উপর ছড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে অনায়াসে কীটসকল নষ্ট হইয়া অনেক ধান্য রক্ষা হইতে পারে। এ প্রদেশের কৃষকগণ এরূপ করিয়া স্থানে স্থানে অনেক ধান্য রক্ষা করিয়াছে, আর যখন ধান্যকর্ত্তন করা হইবে, তখন ধান্যের গোড়াসমেত না কাটিয়া কেবল শীষ কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ অগ্নিদ্বারা জ্বালাইয়া দিলে কীটসকল এক কালে বিনষ্ট হইবে, পর বৎসর কীটের উৎপাতের আর আশঙ্কা থাকিবে না।"

থানা গোবিন্দপুরের এলাকা, [illegible] গ্রাম নিবাসী এক জন কায়স্থ ইতিমধ্যে নিজ জননীর সহিত বিবাহ করিয়া একত্র বাস করিয়া [illegible] কালক্ষেপ করিতেছেন।

সম্প্রতি পাথুরিয়া [illegible] গ্রামে এক ব্যক্তির বাটীতে ডাকাইতি হয়। দস্যুগণ দুই ব্যক্তিকে আহত করিয়া [illegible] বাটীর বৌকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। কোথায় লইয়া গেল তাহার কিছু অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, পরে বারাকপুরের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নফর চাঁদ চট্টোপাধ্যায় ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে অনুসন্ধানদ্বারা বৌটিকে হস্তগত করিয়া ৯ জন আসামীকে ধৃত করিয়া চালান দিয়াছেন। বিচার এখনও হয় নাই। সম্পাদক মহাশয়! অনেক ডাকাইতির কথা শুনা আছে, কিন্তু বৌ লইবার

নিমিত্ত ডাকাইতির কথা এই প্রথম শুনিলাম।

বর্ত্তমান সপ্তাহের মধ্যে একটি বালক সর্পদংশে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

২২ এ অক্টোবর
১৮৬৮ সাল

শ্রীঃ

—:০:—

অনেক দিনের পর কাশীধামে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রকাশ্যরূপে আগমন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই এক বার তিনি এখানে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অবলম্বিত ধর্ম্মপ্রচারের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া নৈরাশ্যের সহিত প্রস্থান করেন। ব্রাহ্মগণ কাশীবাসীদিগের হিন্দু ধর্ম্মে ভক্তি দৃষ্টে করিয়া স্থির করিয়া ছিলেন যে, কাশীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্কুরিত হইবার অনেক বিলম্ব আছে। এই প্রবোধে তাঁহারা এত দিন ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। গত দশহরার কিছু দিন পরে কয়েক জন ব্রাহ্ম এখানে উপস্থিত হন এবং এখানকার হোমিওপাথী চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মৈত্র তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। উপস্থিত ব্রাহ্মগণ লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তিদ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে এখানে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রতিগমন করেন। ২৮ এ আশ্বিন মঙ্গলবার কেশব বাবু দলবল লইয়া এখানে উপস্থিত হন এবং দুই দিবস অবস্থিতি করিয়া শুক্রবার রাত্রি আটটার সময় এখানকার নর্ম্মাল বিদ্যালয় গৃহে পৌত্তলিক ও বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করেন। অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক বক্তৃতা শুনিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন; বক্তৃতাটী যে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে হইয়াছিল বোধ হয়, অনেক ইউরোপীয় তাহা স্বীকার করিবেন। উপসংহারকালে কেশব বাবু বলিলেন, হিন্দুধর্ম্মে যেমন কতকগুলি ভ্রম ও দোষ আছে, আমরা সেইরূপ উহাতে সত্য ও পবিত্র ভাব দেখিতে পাই। অতএব হিন্দুধর্ম্মের অপকৃষ্ট ভাগ বাদ দিয়া, উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করিলে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ধর্ম্ম (বোধ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম) লাভ হইবে। যে দিবস ভারতভূমির সর্ব্বত্র পবিত্র ধর্ম্ম বিস্তারিত হইবে, সেই দিবস আমরা উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিব। অনন্তর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। পরদিন (২ কার্ত্তিক) প্রাতঃকালে লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে কেশব বাবু সহযোগিদের সহিত ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া অপরাহ্ণ তিনটার সময় এখান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন।

দেওয়ালী উপলক্ষে এখানে একপ্রকার অনিষ্টকর আমোদ হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে কি ধনী, কি নির্ধন, কি বালক, কি বৃদ্ধ শ্যামাপূজার পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে ক্রমাগত তিন রাত্রি জুয়া খেলিয়া কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হন, কেহ বা প্রচুর অর্থলাভ করেন। দেশের এই মহৎ অনর্থ নিবারণ করিবার উদ্দেশে এখানকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব গত বৎসর ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি দেওয়ালীতে জুয়া খেলিতে পাইবে না। তথাচ গুপ্ত খেলার দ্বারা যে কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশেষ অবগত আছি। গত বৎসর ত জুয়া খেলিতে পাইবে না বলিয়া কিছু কিছু বাহাড়ম্বর হইয়াছিল, এবার তাহার কিছুই শুনিতে পাইলাম না। জুয়াখেলা যে এদেশীয়দিগের সর্ব্বনাশের এক প্রধান কারণ, বোধ হয় সকল রাজপুরুষ তাহা অবগত নহেন। যদি তাঁহারা এই ভাবিয়া ক্ষান্ত হইয়া থাকেন যে, জুয়া খেলা নিবারণ করিতে গেলে ধর্ম্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। রাজপুরুষগণ নিশ্চয় জানিবেন, জুয়া খেলার সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। দ্যূত প্রতিপদে ক্রীড়া করিবে শাস্ত্রে এই মাত্র আছে, কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত করিয়া জুয়াখেলা খেলিবে, এরূপ বিধি নাই। রাজা যুধিষ্ঠির নির্ব্বুদ্ধিতা করিয়া পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল। অতএব জুয়াখেলা যাহাতে এদেশ হইতে একবারে অপনীত হয়, সদয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের তাহা একান্ত প্রার্থনীয়।

১৯ এ অক্টোবর
১৮৬৮।
বারাণসী

শ্রীবদুনাথ ভট্টাচার্য্য

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল শীল ক্লিয়াগঞ্জ ৭

" লাইব্রেরি রাচি ছোটনাগপুর

১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন ১৩

" " গোপীবিনোদ দাস দিনাজপুর

১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র ১৩

" " জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫॥

" " চন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভবানীপুর ৫॥

" " উমাচরণ রায় কানপুর

১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর ১৩।

" " রামদাস সেন ছাপরা

১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ এপ্রেল ৭

" " যোগেন্দ্রনাথ রায় খানপুর ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনি-অর্ডার, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২রা অগ্রহায়ণ ১৮৬৮। ১৬ ই নবেম্বর { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় টীকাসম্বলিত বঙ্গাক্ষরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১॥০ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করিবেন না।

পাথুরিয়া ঘাটা } ২১ এ কার্ত্তিক } শ্রী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
অব্দ ১২৭৫

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ।

প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা মূল্য (নগদ) ॥০

এই পুস্তক প্রথম অবধি দ্বিতীয় সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতিমাসে ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ১০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

শ্রাবণ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১২৭৫ }
ব্রাহ্মসমাজ }

—:০:—

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী শুভঙ্করমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইতেছে। হাবড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট এক পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, " এরূপ একখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তির শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের যোগ্যবর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিদ্যার একটী অভাব পূরণ করিয়াছে। "

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	১০	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	১০	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮০	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে খণ্ড খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণালি দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ১৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৬ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছুক, ব রিত্ত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস আরবো থনট এবং কোং

—:০:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাংলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ১০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি, অধিক টাকার পুস্তক লইলে ১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক	১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১
পদ্মাবতী নাটক	

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১
নবীনতপস্বিনী নাটক	১
চন্দ্রবিলাস নাটক	১
রামাভিষেক নাটক	১
দলভঞ্জন নাটক	॥০
জানকী নাটক	১
প্রেমাধিনী নাটক	॥৵০
ইন্দুপ্রভা নাটক	১
নলদময়ন্তী নাটক	১
ভ্রান্তিরহস্য নাটক	১
কীচক বধ নাটক	৸০
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক	॥৵০
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক	১
কলিকৌতুক নাকট	॥৵০
লীলাবতী নাটক	১॥০
কুসুমকুমারী নাটক	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
শিববিবাহ নাটক	।৵০
সম্বন্ধ সমাধি নাটক	১
সপত্নী নাটক	১
পুনর্ব্বিবাহ নাটক	॥০
রমণী নাটক	৷০
প্রেমকলা বিষমদায় নাটক	॥০
শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান নাটক	॥০
নবনাটক বহুবিবাহ নিষেধ	১
কাদম্বরী নাটক	১
মুক্তাবলী নাটক	॥০
নবরমণী নাটক	।০
মহানাটক	॥০
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১
লোকেশ্বর নাটক	১।০
বঙ্গবাবুর নাটক	॥৵০
বাল্যবিবাহ নাটক	।০
বাল্যোদ্বাহ নাটক	৷৵০
বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক	১
বিদ্যামনোরঞ্জন নাটক	॥০
উর্ব্বশী নাটক	১
এরাই আবার বড়লোক নাটক	৸০
কিছু কিছু বুঝি নাটক	॥৵০
বিক্রম নাটক	॥০

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৩ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগর বিক্রেতা।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে মূল্য স্বাক্ষর কারীর প্রতি ॥০ এবং বিনা স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৸০ বার আনা যদি ইহার মধ্যে কেহ স্বাক্ষর করিতে চাহেন, সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

১২৭৫ } শ্রীশি
২১ কার্ত্তিক }

-:০:-

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন লিখিত অবয়ব বিশিষ্ট আমার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কটক হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যিনি তাহাকে আবদ্ধ করিয়া বিনা ক্লেশে রাখিয়া আমাকে সংবাদ দিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার দিতে সম্মত আছি। আর যদি আহারাদির ক্লেশ না দিয়া আমার নিকট পহুঁছাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সমুদায় পথের ব্যয় ও পুরস্কার ৫০ টাকা পাইবেন।

অবয়বাদি যথা।

নাম গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাকিন চাল্কি ডাঙ্গা জেলা যশোহর, হাল সাকিন কটক স্কুল, জেলা নারকবগঞ্জ, বয়স ১৮। ১৯ বৎসর, উত্তম শ্যামবর্ণ, কৃশ শরীর, মুখে দাড়ি গোঁপের রেখা হইয়াছে, কিঞ্চিৎ উচ্চ দন্ত, মাথায় খাট চুল, থুথনীর নীচে এক কিঞ্চিৎ ও এক চক্ষের ভ্রূকুতে এক ও দক্ষিণ হস্তের বা হাতে এক অস্ত্রাঘাতের এবং কবজায় টীকার দাগ আছে। পিছের চুল ক্রমশঃ গ্রীবার উপর লম্বা হইয়া নামিয়াছে ইংরেজী ও বাঙ্গলা জানে, লোকের সহিত কথা কহিতে ভীরুতা প্রকাশ পায় না।

ষ্টেসন জামালপুর জেলা ময়মনসিংহ ৬ ই নবেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীগোলোকচন্দ্র রায়। সব ইনস্পেক্টর।

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ১ লা নবেম্বর মাস হইতে ৭ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০	৭
মহানায়	৫	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	২	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	৩	৩

সন ১৮৬৮ সালের ১০ই নবেম্বরে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গাঘাটের উপর	২	৬॥

বহরমপুর ১০ ই নবেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি ই উইক এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সংস্কৃত মেঘদূত।

মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীনামক উৎকৃষ্ট টীকা এবং উইলসন সাহেবেরকৃত ইংরাজী পদ্যানুবাদ এবং নোট (টীকা) সমেত মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১॥ টাকা কলিকাতা সকল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়।

সোমপ্রকাশ।

২রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

ইউরোপীয় সৈনিক বারিক ও সিপাহী কুটীর।

যে যে কারণে সর জন লরেন্স প্রতি ঠালাতে অসমর্থ হইলেন, অকারণ সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি করা তাহার প্রধান। সৈনিকদিগের নিকটে তাঁহার প্রশংসালাভের অধিকতর ইচ্ছানিবন্ধন সরকারী রাজস্ব হইতে ১১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইল। পূর্ব্বতন বারিকগুলি অস্বাস্থ্যকর নহে। দোষের মধ্যে এই লার্ড ডেলহাউসি সর চারলস নেপিয়রের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া স্থানে স্থানে উপরের ঘরগুলি বড় অধিক উচ্চ করান নাই। স্থানের যে দোষ দেওয়া হয়, সেটী প্রকৃত কথা নয়। প্রকৃত কথা এই, প্রত্যেক শিবিরকে এক একটী দুর্গ স্বরূপ করা হইবে। সর জন লরেন্সের আশঙ্কা এই, পাছে সকল লোকে বিদ্রোহী হইয়া ইউরোপীয়দিগের শিরশ্ছেদন করেন। এই নিমিত্ত এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগকে নিকৃষ্ট অস্ত্র,

নিকৃষ্ট বস্ত্র ও নিকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার বাক্যকে ভূয়োদর্শনসমুত্থিত বোধ করিয়া বেদবাক্য তুল্য জ্ঞান করেন; কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষরে এই অনুদার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতেছি। কোন শাসন কর্ত্তা প্রকাশ্যরূপে লোককে এত অবিশ্বাস করিয়া শাসন করেন নাই। সর জন লরেন্স হইতে জাতিবৈর আরও বৃদ্ধি হইল। যাবতীয় ভারতবর্ষীয় কি গুপ্ত বিদ্রোহী? এক লক্ষ সিপাহী বিদ্রোহী হয়; কিন্তু তাহাদিগের দমনার্থ সহস্র সহস্র ভারতবর্ষীয় অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কাহাদিগের সাহায্যে পঞ্জাব রক্ষা পায়? কাহারা দিল্লী জয় করিয়া দেয়? ইহাতেও এত অবিশ্বাস প্রকাশ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে। কয়েক বৎসরপরে ইংরাজেরা দেখিতে পাইবেন, সর জন লরেন্সের এ রাজনীতি ইষ্ট ফল বিধায়িনী নয়। কত অর্থ অনর্থ ব্যয়িত হইল। এক্ষণকার সৈনিক ব্যয় বিদ্রোহের সময়ের ব্যয়ের প্রায় তুল্য হইয়াছে। লেগু সাহেব অধিকতর চেষ্টা করিয়া যাহা কমাইয়াছিলেন, তাহার বহুগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এই কারণে লোককে এত করভার বহন করিতে হইতেছে। এত টাকা ত গেল; কিন্তু সকল সৈন্যের প্রতি কি সমান বিবেচনা করা হইতেছে? এতদ্দেশীয় সৈন্যগণের আর্দ্র ও ক্ষুদ্র কুটীর কি ঘুচিয়াছে? ইউরোপীয় সৈন্যগণ যে শ্রেণি হইতে মনোনীত হয়, তাহারা জন্মাবচ্ছিন্নে ভারতবর্ষের বারিকের ন্যায় বাটীতে থাকে না; কিন্তু যে শ্রেণি হইতে সিপাহীরা আইসে, তাহারা গবর্ণমেন্টের পর্ণকুটীর অপেক্ষা উত্তম গৃহে বাস করে। লোকে যদি এরূপ মনে করেন, যে গবর্ণমেন্ট মনে করিলে সহস্র সহস্র দেশীয় সৈনিক পান বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে তত মনোযোগ দেন না। সেটী কি অমূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে? ফলতঃ এইরূপ বোধ হয়, যেন এক জন সিপাহীর জীবন অপেক্ষা গবর্ণমেন্ট একটী বন্দুকের উপর অধিক মায়া করিয়া থাকেন। এত টাকা যখন ব্যয় করা হইল, তখন সকল সৈন্যের উত্তম বাসস্থান করা হইল না কেন? ইংলণ্ডে সৈন্য পাওয়া কঠিন হইয়াছে। এ দেশে পরিশ্রমের মূল্য এত বৃদ্ধি হইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট যদি এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের প্রতি অধিক বিশ্বাস ও স্নেহপ্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে দশ বৎসর পরে আর সৈন্য পাওয়া ভার হইবে।

—:০:—

ভারতবর্ষের সাক্ষ্যের আইন।

ভারতবর্ষের আইনসংক্রান্ত কমিসনরগণ রাজ্ঞীর নিকটে এ দেশের সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ও কমিসনরদিগের মত গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কমিসনরদিগের এ বিষয়ে যে সময় অভিবাহিত হইয়াছে, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের পাণ্ডুলেখ্যের প্রশংসা করা যায় না। ডাক্তর লশিংটন প্রিবিকৌন্সিলের এক আজ্ঞা প্রচার করিবার সময়ে আক্ষেপ করিয়া ছিলেন, ভারতবর্ষের নিম্নতর আদালতসমূহে অনেক অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য ও দলীল প্রমাণরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে আইন কমিসনরগণদ্বারা এবিষয়ের অল্পমাত্র উৎকর্ষ সাধিত দৃষ্ট হইল। ডাক্তর লশিংটনের মতানুসারে তাঁহারা কেবল নথি লঘু করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, এই মাত্র। এপর্য্যন্ত যেসকল সাক্ষ্য ও দলীল প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইত তাঁহারা তাহার অধিকাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে প্রমাণগ্রহণের বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই।

উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যের প্রথম ধারাতে আছে, আদালত শব্দে দেওয়ানী ও ফৌজদারি উভয়বিধ বিচারালয় অর্থাৎ আইন অথবা অর্থী প্রত্যর্থীর সম্মতিক্রমে যাঁহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তাঁহাদিগকে বুঝাইবে। ফৌজদারি আইনের ১৪৪ ধারানুসারে এক্ষণে পুলিষ কর্ম্মচারীদিগেরও বিশেষ ঘটনার অনুসন্ধানার্থ সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারাও আদালত শব্দে অভিহিত হইবেন কি না, বিশেষ করিয়া লেখা উচিত ছিল। ফৌজদারি আইন অনুসারে পুলিষের রিপোর্ট সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না, এটীও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল ভবিষ্যতে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা।

যখন যে বিষয় লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা তাহার প্রমাণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদায় প্রকার সাক্ষ্য হইতে লইবে, কিন্তু বিচারপতিগণ সাক্ষ্য লইলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিবেন না। এক ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে যে বিষয় বলিতে শুনিয়াছেন, অথবা লিখিতে দেখিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য হইবে না; কিন্তু যে স্থলে এটীই মূল বিচার্য্য হইবে, অর্থাৎ যখন গ্লানির মকদ্দমা উপস্থিত হইবে, সে সময়ে এই সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। এই দুটী ধারা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৫৫ অব্দের দুই আইনে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি নাই, এই দুটী ধারা হওয়াতে অনেক অসঙ্গত ও অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইবে।

কমিসনরগণ বলেন, খাতায় কাহার নামে দেনা লিখিত থাকিলেই যে তাহা গ্রাহ্য হইবে তাহা নহে। এটী ভাল হয় নাই। অনেক স্থলে এতদ্দেশীয় মহা-

রেলওয়ে ও খালপ্রভৃতি সামান্যতঃ দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের প্রধান উপায়। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা নদীহীন দেশকে বাসের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। খাল নদীর প্রতিনিধি। আমরা যে খালটীর প্রসঙ্গ করিতেছি, এটী হইলে কেবল যে বাণিজ্যের সুবিধা হইয়া দেশের উন্নতি সাধিত হইবে তাহা নহে, কৃষিকার্য্যেরও বিলক্ষণ উপকার দর্শিবে। সুন্দররূপ জলনির্গমের পথ ও ক্ষেত্রে জল দানের উপায় না থাকাতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়েতেই শস্যের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। খাল হইলে উভয়েরই সদুপায় হইবে।

দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি সময়ে সময়ে যম ও বরুণ উভয়েরই কোপদৃষ্টি নিপতিত হয়। তন্নিবন্ধন তত্রত্য লোকদিগকে যার পর নাই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কষ্ট ভোগ ব্যতিরেকে সৌভাগ্যের উদয় হয় না। দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এত দিন যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার ফল স্বরূপ এককালে দ্বিগুণ সৌভাগ্য লাভ করিলেন। এক দিকে কুল্পি যাইবার রেলওয়ে অপর দিকে খাল হইল।

এসময়ে ঐ দুটী মহোপকারক শুভকার্য্য আরম্ভ করাতে রাজপুরুষেরা ধন্যবাদের যোগ্য পাত্র হইয়াছেন। অতিবৃষ্টিনিবন্ধন দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। এসময়ে তাঁহাদিগের কষ্টনিবারণের উপায় বিধান একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। রেলওয়ে ও খাল এ দুটীই সেই সদুপায় হইতেছে। ক্লেশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থদান আমাদিগের অভিমত নহে; তাহাতে লোকের ক্লেশনিবৃত্তি হয় না। খাটাইয়া দিলে তাহাদিগের প্রতিদিনের একটী আয় নির্দ্দিষ্ট থাকে, ঐ সঙ্গে চির কালের মহোপকারক কার্য্যগুলিও সাধিত হইয়া যায়। তবে একটু বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, সচ্ছলের সময়ের নির্দ্দিষ্ট মজুরী দিবার নিয়ম না করিয়া যাহাতে লোকের সংসার নির্ব্বাহ হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মজুরী দেওয়া উচিত।

আমরা অনেক বার যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা অবৈধ হইতেছে না। বারাসতে ও নদীয়া জিলায় যে কয়েকটী নদীর স্রোত বদ্ধ হইয়া যাওয়াতে জলনির্গমের পথ বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেগুলি কাটিয়া তাহার স্রোত প্রবল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঐ স্থানগুলি কেবল যে স্বাস্থ্যকর হইবে এরূপ নয়, তদ্দ্বারা বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যাদিরও সবিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণ।

এবারও বাবু কেশবচন্দ্র সেনের অনুচরগণের ব্যবহারবিষয়ক প্রেরিত পত্র দ্বারা সোমপ্রকাশের অনেক স্থান পরিপূরিত হইয়াছে। অনুচরেরা কেশব বাবুর আশ্রয়ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায় নাই ভাবিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে (পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা নয়) আরম্ভ করিয়াছেন, দেখিয়া পত্রপ্রেরকেরা বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে যেগুলি ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত, অবলম্বিত ও আদৃত হইতেছে, কুসংস্কারশূন্যচিত্ত হইয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দেখিলে বিস্ময় জন্মিবার অণুমাত্র কারণ থাকে না। প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত হইয়াছে। যেগুলি বাস্তবিক ধর্ম্ম নয় সেই গুলিই ধর্ম্ম বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্ম যদি জগতে প্রচলিত হইত, সকল লোকেই একধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিগণিত হইতেন, কখন ধর্ম্মভেদ হইত না। মনুষ্যের ভ্রমপ্রমাদাদিনিবন্ধন জগতে প্রকৃত ধর্ম্মের প্রচার দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কি খৃষ্ট কি মুসলমান, কি হিন্দু, কি নবরচিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহার অবয়বরচনার বিষয় যদি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, কতকগুলি প্রণালী ও পদ্ধতিবদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠানই ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হইয়াছে। খৃষ্টিয়ানেরা বলেন, বাইবল প্রমাণক ধর্ম্ম, হিন্দুরা বলেন বেদপ্রমাণক এবং মুসলমানেরা বলেন কোরাণপ্রমাণক ধর্ম্ম। বাইবলে জলসংস্কারাদি মুসলমানধর্ম্মে ত্বকচ্ছেদাদি এবং হিন্দুধর্ম্মে উপনয়নাদি কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে। সকলের সারসংগ্রহ করিয়া যে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরচিত হইয়াছে, তাহাতেও অমন্ত্রক অন্নপ্রাশনাদি এবং উপাসনাকালে একত্র সমবেত হইয়া নয়নমুদ্রণাদি কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মানুষের যেমন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে, তেমনি প্রবল ক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তিও দৃষ্ট হইতেছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির প্রাবল্যনিবন্ধন এক ঈশ্বরের উপাসনা যাবতীয় ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য হইলেও উহা মেঘদ্বারা দিবাকরের ন্যায় উহাদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অভ্যাসবশতঃ ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলির প্রতি লোকের এমনি দৃঢভক্তি জন্মিয়া গিয়াছে যে, উহার অণুমাত্র অন্যথাচরণ হইলেই লোকে মনে করে, অধর্ম্মস্পর্শ হইল এবং ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান হইলেই মনে করে, ধর্ম্ম রক্ষিত ও পুণ্য উপার্জ্জিত হইল। কাজে কাজেই প্রকৃত ধর্ম্ম যে ঈশ্বরোপাসনা তাহার বলক্ষয় হইয়া যায়; সে দিকে লোকের তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না। পদ্ধতিবদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠান ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হওয়াতে ধর্ম্মের যে কতদূর অপকর্ষ হয়, তাহা রোমান কাথলিক ধর্ম্মদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রটেষ্টান্টদিগের যে খৃষ্টধর্ম্ম, উহাদিগে

রও সেই খৃষ্টধর্ম্ম; কিন্তু উহাঁদিগের নীরা জনাদি অসংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। প্রটেষ্টাণ্টেরা ঐগুলির অনুষ্ঠান করেন বলিয়া কাথলিকেরা উহাঁদিগকে অধার্ম্মিক বোধ করেন।

বোধ হয়, এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন, কোন পদার্থ জগতে ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হইয়াছে। এক ঈশ্বরের উপাসনা সমুদায় ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য হইলেও ক কারণে যে মতভেদ হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিলেন। ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ক্রিয়ানুষ্ঠান নিয়ামক গ্রন্থ এ সমুদায়ই মনুষ্যকল্পিত। মনুষ্যকৃত বলিয়াই ধর্ম্মবিষয়ে এত ভেদ হইয়া উঠিয়াছে। একের কৃত অনুষ্ঠানপদ্ধতীতে অপরে শ্রদ্ধা করে না। সুতরাং সকলে একপথাবলম্বী হইতেছে না। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম যে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাতে মতদ্বৈধ নাই।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কেশব বাবুর কতকগুলি অনুচর যে তাঁহার পূজা করিবেন, আর কতকগুলি যে তাহাতে বিপ্রতিপত্তি করিবেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি না? ক্রিয়ানুষ্ঠান পদ্ধতি হইতেই মনুষ্যের পূজা ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপদ্ধতিতে মনুষ্যের মনকে এমন দুর্ব্বল করিয়া তুলে যে, কিঞ্চিদধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পূজা দূষিত বলিয়া বোধ হয় না। অন্য অন্য অনুষ্ঠানের সহিত এ অনুষ্ঠানটীও আদৃত হইয়া উঠে।

সমাজবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে গেলেই অনুষ্ঠানের ও অনুষ্ঠান হইতে মনুষ্যপূজা ও উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইবে, যদি এরূপ হইল, তবে কিরূপে জগতে ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত না হইলে কিরূপে বা নাস্তিকতাপ্রাদুর্ভাব নিবারণ হইবে, এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। ইহার উত্তর এই, ধর্ম্মনীতির ন্যায় বাল্যাবধি ধর্ম্মের আলোচনা না হইলে তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। বদ্ধমূল না হইলেও তাহাতে দৃঢ়তর আস্থা জন্মে না। দৃঢ়তর আস্থা না জন্মিলেই কার্য্যকালে ধর্ম্মবন্ধন শ্লথ হইয়া যায়। অতএব কর্ত্তব্য, বাল্যকালে যখন বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, সেই সময় অবধি মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি পরিত্যাগ উপদেশের ন্যায় ঈশ্বর বিষয়ক উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা। পাপ কর্ম্ম করিলে তিনি পর কালে তাহার দণ্ড বিধান করিবেন, এইরূপ উপদেশ সাধারণ্যে প্রদান করিলে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় ভক্তি জন্মিতে থাকিবে এবং পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভয় ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া উঠিবে। এপ্রকার সাধারণ উপদেশে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী কাহারই বৈমত্য ও আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ কোন ধর্ম্মাবলম্বী নাই যে তিনি ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও পাপের দণ্ডদাতা না বলেন। তবে এক কথা আছে, কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, বালকেরা ঈশ্বরের বিষয় বুঝিবে কেন? এবং কোন একখানি ধর্ম্মপুস্তক অবলম্বিত না হইলেই বা কিপ্রকারে তাহাতে তাহাদিগের সংস্কার জন্মিবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, ঈশ্বরের বিষয় বুঝা বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই সমান। যাঁহার সৃষ্ট একটী পদার্থ সুন্দররূপে বুঝা যায় না, মানুষ যে তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ ও তাঁহার বিষয় বুঝিবার চেষ্টা পান সেটী তাঁহার অহঙ্কারের কর্ম্ম। আমরা যে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিনা তাহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা যদি তাঁহাকে জানিতে পারিতাম তাহা হইলে সময় বিশেষে তাঁহার প্রতি অভক্তি জন্মিত। তাঁহার প্রতি ভক্তি করা এবং পাপকার্য্যে ঘৃণা কর, বাল্যাবধি আমাদিগের অভ্যাস করিতে হইবে। যখন অবসর পাইব তখনই তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাতে দেশ কাল বিবেচনা ও একত্র সমবেত হইবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার মহিমা ও সৃষ্টিকৌশলজ্ঞানার্থ কোন গ্রন্থ অবলম্বনের আবশ্যকতা নাই। জগতের প্রত্যেক পদার্থই সেই গ্রন্থ। তাহা দেখিয়াই নিয়ত কাল তাঁহার প্রতি ভক্তি শিক্ষা করিব।

পোষ্ট আফিস ও তাহার অন্যায় নিয়ম।

অনেক ডাকহরকরা যথাসময়ে পত্র দেয় না, অনেকে পত্র ফেলিয়া দেয়, অনেকের নিকট হইতে কৌশলে অতিরিক্ত পয়সা লয়। যথাসময়ে পত্র না পাওয়াতে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। লোকে ও সমাচারপত্রসম্পাদকেরা পোষ্ট আফিসের প্রতি উল্লিখিতপ্রকার দোষারোপ করিয়া সচরাচর যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন, আমরা আজ সে আক্ষেপ করিতেছি না। আমাদিগের আক্ষেপ এই, বিনা মাসুলে অথবা অপর্য্যাপ্ত মাসুলে যেসকল পত্র প্রেরিত হয়, পোষ্ট আফিস তাহার মাসুলগ্রহণের যে নিয়ম করিয়াছেন, সেটী অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এ নিয়ম দ্বারা পরের অপরাধে পরের দণ্ড করা হইতেছে। এক ব্যক্তি মাসুল না দিয়া চিঠি পাঠাইল, অন্য ব্যক্তির দণ্ড হইল। আমরা দ্বিগুণ মাসুল লইবার কোন যুক্তিই দেখিতে পাইতেছি না। হয় সমাচারপত্রের ন্যায় অগ্রে টিকিট দেওয়া না হইলে চিঠি ডাকঘরে লওয়া হইবে না এই নিয়ম হউক অথবা যদি চিঠি লওয়া হয় দ্বিগুণ মাসুল লওয়া হইবে না। যে বিনা মাসুলে পত্রগ্রহণ করে, তাহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। যাহারা মাসুল না দিয়া পত্র প্রেরণ করে, তাহাদিগেরও ইচ্ছাজনিত একার্য্যটী হয় না। অনেক স্থানে টিকিট পাওয়া যায় না, চিঠি না পাঠাইলেও কার্য্যক্ষতি হয়। অগত্যা তাহারা বিনা মাসুলে পত্র পাঠাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে কি পত্রগ্রহীতার দ্বিগুণ মাসুল গ্রহণরূপ দণ্ডবিধান বিধেয় হয়? যাহারা পর্য্যাপ্তরূপ মাসুল না দিয়া পত্রপ্রেরণ করে, সেটীও তাহাদের অনিচ্ছাসম্ভূত হয়। তাহারা পত্রের ওজন বুঝিতে পারে না। পত্র ওজন করিয়া যে পত্রপ্রেরণ করেন এ সুবিধা সকলের নাই। ডাকঘরে এরূপ পত্র গ্রহণ করাই অনুচিত। যাহার দোষে হউক, একের অপরাধে অপরের দণ্ড হওয়াইত প্রথমতঃ অন্যায়, তাহা পরে আবার সেই দণ্ড দ্বিগুণরূপ গুরু হয়। অতএব এই নিয়মটীর সংশোধন করা অতিশয় উচিত।

বিবিধসংবাদ।

২৫এ কার্ত্তিক সোমবার।

১৮৫৩ অব্দে প্রথমতঃ ২২ মাইল রেইলওয়ে খোলা হয়, একণে ৩৯৪৩ মাইল হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১১ টী কোম্পানী আছেন। ইহাঁদিগের সর্ব্বশুদ্ধ ৯৩১ খানি কল, ২৭৩৩ খানি আরোহী শকট ও ২৫ ৯১৯ খানি মালগাড়ী আছে। গবর্ণমেণ্ট ৫,৬০৯ মাইল রেলওয়ে করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, এখনও ১৬৬৬ মাইল বাকী আছে। এইসকল রেইলওয়ে করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৮৩ কোটি টাকা তুলিতে আজ্ঞা দেন; ইহার মধ্যে ৭৬.৫৭,৯০,০০০ টাকা উঠিয়াছে এবং ৭৫ কোটি ব্যয় করা হইয়াছে। অংশীরা ৭০,০৩,৯০০০০ টাকা দিয়াছেন, আর ৬,৫৩,০০,০০০ টাকা ঋণ দিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। ৪৯৬৯০ অংশে এই টাকা উঠিয়াছে ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ৪০,২২১ ও ভারতবর্ষে ৪১৯ অংশী গৃহীত হইয়াছে। যত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কল, শকটপ্রভৃতির নিমিত্ত ইংলণ্ডে ৩০ কোটি ও ভারতবর্ষে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৫.. অব্দ অবধি ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত রেইলপ্রভৃতি আনয়নার্থ ৫,৩৩৯ খানি জাহাজ নিয়োজিত হয়। রেইল কোম্পানিরা বলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৯১,১১,৬০০০০ টাকা না হইলে সমুদায় রেইলওয়ে প্রস্তুত হইবে না।

ভিন্ন ভিন্ন রেইলওয়ে কোম্পানির নিয়ম ও নির্দ্ধারিত মূল ধন সংগৃহীত হইয়াছে।

নাম	গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত	আদায়	ব্যয়
ভারতবর্ষীয়	২৮ ৬৫,০০,০০০	২৮,৪৩,৭৫,১৮০	২৮,৩৬,২৫৯৭০
গ্রেট ইণ্ডিয়ান	১৯ ০০,০০,০০০	১৮,২৪,৮১,৮০০	১৭,৩১,৪৭ ৮৬০
মান্দ্রাজ	১০,০০,০০,০০০	৯,৫৫,০৪,৪১০	৮,৭৮,৫৯ ৬২০
সিন্ধু	২,২৫,০০,০০০	২,০৯,৭৪ ৯৬০	২,১১ ১০,৭৫০
সিন্ধুর জাহাজ সমূহের	৬২,৪০,০০০	৫৩,১৪,০৫০	৫৭ ৭০,৫২০
পঞ্জাব	২,৭৫,০০,০০০	২,০৫ ০৮ ৭৩০	২,৬২ ৮৫৯১০
দিল্লী	৫ — —	৫ ৪৫ ১১ ৯৬	৫ ১২ ৯১ ৪৫
বোম্বাই ও বরদা	৭,৫০,০০,০০০	৭ ১৬ ৯১,৬৪০	৭,২০,৬১,২৬০
পূর্ব্ববাঙ্গালার	২,৬৬,২০,০০০	২,৭১ ৯৪,৯৮০	২,৩৩,৬২,৮৬০
মাতলা	৬০,০০,০০০	৪২ ১৩,৫০০	৬১,৫২,৪০০
অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড	৪,০০,০০,০০০	৭৪,২৫,৪৯০	৩৬,১৩১১৯০
গ্রেটসাউদারণ	১,৩৪,০০,০০০	১,৩৩,০০,০০০	১ ৩৫ ৪০ ৭৭০
মোট	৮৩ ৩৮ ৬০ ০০০	[illegible]	৭৫ ০০ ১৬ ৫৬০

সকল রেইলওয়ের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় রেইলওয়ের মূল ধন অধিক। ভিন্ন ভিন্ন রেইলওয়ের যতদূর খোলা হইয়াছে তাহা এই:— ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ১,৩৫৬ গ্রেট ইণ্ডিয়ান ৮৭৭ মান্দ্রাজ ৬৩৫ বোম্বাই ও বরদা ৩০৬, সিন্ধু ১১৯ পঞ্জাব ২৪৫ দিল্লী ৫০ পূর্ব্ববাঙ্গালা ১১৪ গ্রেট সাদরণ ১২৮ মাতলা ২৯ এবং অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেইলওয়ে ৪২ মাইলে শকট চলিতেছে।

রেলওয়ে হওয়া অবধি বিস্তর লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের আফিসের ন্যায় রেলওয়ের কর্ম্মচারীর সংখ্যা। সমুদায় রেলওয়েতে ৩১০৯৯ জন কর্ম্মচারী আছেন; ইহাঁদিগের ৩৬০৪৮ জন এতদ্দেশীয় ও ৩০৫১ জন ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গি। কিন্তু উৎকৃষ্ট গুরুতর কার্য্যের ভার ইউরোপীয়দিগের উপর আছে। শকটচালক ও রক্ষকমাত্রই ইউরোপীয়। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শকটচালকদিগের যে পরিমাণে হিমপ্রধান ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ হয় এখানে সেরূপ হয় না। অতি অল্পকালে আমাদিগের রেলওয়েসমূহের উন্নতি হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমানের রাজার সম্মানার্থ তোপের ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা যদি স্বদেশের উপকারব্রতে দীক্ষিত হইয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে এমত ক্ষোভ পাইতে হইত না।

গত ১৬ ই কার্ত্তিক শুক্রবার ভুপালের বেগম প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেকন্দ্রা বেগম একজন প্রধান শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিলেন, যে সাম্রাজ্ঞীতে এলিজেবেথ দ্বিতীয় কাথেরিণ লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি নির্ম্মিত হন তিনিও তাহাতে নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধীনে ভুপালের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসন একটী কন্যার প্রাপ্য হইতেছে।

যোধপুরে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। তথা হইতে বিস্তর লোকে স্থানান্তর পলায়ন করিয়াছে, তথাপি টাকায় চারি সের গম বিক্রীত হইতেছে। তৃণ দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য হওয়াতে বহুতর পশু প্রাণত্যাগ করিতেছে। রাজার অশ্ব সকল গুজরাটে প্রেরিত হইয়াছে। জল পাওয়া ভার হইয়াছে। অতিশয় দুঃখের বিষয় রাজা কোন সাহায্য করিতেছেন না।

মান্দ্রাজের রেবেনিউ বোর্ডের কনিষ্ঠ সভ্য ই, এস, ফর্ব্বস সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। ফর্ব্বস সাহেব এক জন উপযুক্ত মান্দ্রাজী সিবিলিয়ান।

মান্দ্রাজের উপকূলে প্রায়ই প্রবল বাত্যা হইতেছে, তন্নিবন্ধন মাঝিরা জাহাজ হইতে কূলে আরোহীর আনয়নার্থ প্রতিবারে ৪০ টাকা করিয়া ভাড়া চাহিতেছে।

এবার পালমপুরের মেলা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিবে। সর রিচার্ড টেম্পল ঐ সময় উপস্থিত থাকিবেন।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, চম্বার রাজা অকারণ তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি বাজেআপ্ত করাতে তাঁহার পিতা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিযোগ করিয়াছেন।

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট বলেন, গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি আর্কডিকন প্রাটকে ১৮৭২ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিতে বলিয়াছেন।

ইংলণ্ডের যাবতীয় রেলওয়ে কোম্পানি তমাক খাইবার নিমিত্ত পৃথক শকট করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন।

২৬ এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

গত কল্য এক্সচেঞ্জ গৃহে নিম্নলিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।

	সিন্দুক	প্রতিসিন্দুক	মোট
বেহারের	২,৩০০	১৩৫০৸৫	৩১,০৫,৩২৫
কাশীর	১,৭০০	১৩৬০।১০	২৩,৩১,৪৭৫

৯০ সংখ্যক ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের পেমাষ্টর কাপ্তেন লস ৭২০১ টাকা অপহরণ করাতে সামরিক বিচারালয়ের আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সৈন্যদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দুইবৎসর কারারুদ্ধ করা হইবে। তাঁহাকে আরও ৭২০১ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। মেয়াদ খাটা যেন কাপ্তেন কানিংহামের ন্যায় না হয়।

লক্ষৌটাইম্‌স অনুমান করেন, কানপুরের গঙ্গার উপরে যে রেইলওয়ে সেতু হইতেছে, তাহা প্রস্তুত হইতে দুই বৎসর লাগিবে।

গত তিন বৎসরে মধ্যভারতবর্ষে ১৬০৪ টী কেঁদো বাঘ, ২৬৩৭ টী চুমো বাঘ, ১৪৩৯ টী ভল্লুক, ৭৪২ টী নেকড়িয়া ও ১২৯৫ টী সাপ ধ্বংস করা হইয়াছে। এই কালমধ্যে ১৭৫১ জন মনুষ বন্য পশুদ্বারা ও ১৮৭৪ জন সর্পদংশনে হত হইয়াছেন। প্রায় সমান সমান।

দিল্লীগেজেট বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে বিস্তর জাল ষ্টাম্প প্রস্তুত হইতেছে। কয়েক ব্যক্তি দিল্লীতে ধৃত হইয়াছে। তত্রত্য ছোট আদালতের জজ বারিষ্টর কার্ণিফেন সাহেব ইহাদিগের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাইবার ভার পাইয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, দিল্লীব্যাঙ্ক সেনাপতি হসিস ও সর ডোনাল্ড মাকলিয়ডের নামে যে নালীশ করেন, তাহার মধ্যে সর ডোনাল্ডের ১৫০০০ টাকার দাবি ত্যাগ করা হইয়াছে। দাবির অবশিষ্টাংশের বিষয়ে বিচারপতি এপর্য্যন্ত কোন আজ্ঞা দেন নাই।

লেপ্টনেণ্ট চাটার্টননামক এক জন আফিসর তাঁহার বালক ভৃত্যকে দুর্গ হইতে ১৯১ টাকা আনিতে বলেন। এই টাকা আসিলে লেপ্টনেণ্ট অন্য অন্য ব্যয় করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন ২৪ টাকা কম হইতেছে। সে ব্যক্তি প্রথমতঃ আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু উগ্রস্বভাব সৈনিকের তাড়নায় ... [illegible] ... দোষ স্বীকার

করে। তথাপি উহাকে পুলিসে দেওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে হিসাব দেওয়াতে লেপ্টনন্ট বলেন, হিসাব ঠিক হইয়াছে। তদনুসারে কোন টাকাই পাওনা থাকে না। তথাপি সৈনিক বলিলেন, বালক দোষ স্বীকার করিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব বলিলেন, এরূপ অবস্থায় অপরাধী প্রায় দোষ স্বীকার করে, কারণ তাড়না করিয়া দোষ স্বীকার করান হয়। বালক মুক্ত হইয়াছে। পুলিষ ইনস্পেক্টর সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহার সম্মুখে লেপ্টনন্ট বালকটীকে তিনবার প্রহার করিয়াছিলেন। লেপ্টনন্ট একজন ইউরোপীয়, সুতরাং মাজিষ্ট্রেট এ দোষের কোন অনুসন্ধান করিলেন না। এই সকল ব্যক্তির দোষেই লোকের ক্রমশঃ ইংরাজ চরিত্রের উপরে অভক্তি জন্মিতেছে।

আমেরিকার এক ব্যক্তি এক চক্রের এক শকট করিয়াছেন চক্রের দুই পার্শ্বে আরোহীদিগের বসিবার স্থান। তাহার মধ্যদেশ আবৃত। অশ্ব ও চালক শকটের মধ্যে থাকে। অশ্ব রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কষ্ট না পায় এমন শকট হইলে অনেক উপকার হইবে।

মফস্বলাইট জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট আমীর সিয়ার আলিকে টাকা ও অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

কাটিওয়ারে অতিশয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। লোকে সিন্ধুর অন্তর্গত হায়দরাবাদ হইতে শস্য লইয়া যাইতেছেন। অনেকে বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন।

ডেলিনিউস বলেন, মান্দ্রাজের উপকূলে প্রবল বাত্যা হওয়াতে পেনিনসুলার কোম্পানির মেইল জাহাজ ভিড়িতে পারিতেছে না। আরোহীদিগের কোন আশঙ্কা নাই, তবে জাহাজ আসিতে বিলম্ব হইবে।

উক্ত পত্র জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন জানুয়ারি অবধি রেবেনিউবোর্ড উঠিয়া গিয়া বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের একটী বিভাগমাত্র হইবে। এতদনুসারে পবলিক ওয়ার্কের ন্যায় রাজস্ব বিভাগের এক জন পৃথক সেক্রেটারি হইবেন। ডিসেম্বর মাসে ইডেন সাহেব আসিতেছেন তিনি আগমন করিলে প্রধান সেক্রেটারী ও ডাম্পিয়র সাহেব রাজস্বসংক্রান্ত সেক্রেটারি হইবেন। অতিরিক্ত সেক্রেটারি বেলি সাহেবকে স্থানান্তর যাইতে হইবে। রেবেনিউ বোর্ডের আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা হইতে বরং কার্য্য ব্যাঘাতই হইতেছে। তবে কতকগুলি কেরানীর অন্ন মারা যাইবে। বোধ করি গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রতি বিশেষ বিবেচনা করিবেন

হিন্দুহিতৈষিণী পত্র বলেন, কয়েক দিন যাবৎ এখানে ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

২৭ এ কার্ত্তিক বুধবার।

গত রবিবার এক জন জুয়াচোর হাটখোলায় এক জন মহাজনের নিকটে গিয়া বলে দেবেন্দ্রনাথ ঘোষনামক এক ব্যক্তি ৮০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া ৬০০০ টাকা কর্জ্জ লইবেন। অধিক সুদ দিবার লোভ দেখাইবাতে মহাজন নিজের এক জন সরকারের হস্তে ৬০০০ টাকা প্রেরণ করিলেন। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াতে জুয়াচোর সরকারকে বলিল যদি তুমি প্রেমারা খেল, দ্বিগুণ টাকা পাইতে পারিবে। হতভাগ্য সরকার তাহাতে সম্মত হওয়াতে এক রাত্রিতে ৫৯০০ টাকা হারিল। তাহাকে নেশা করাইয়া সেদিবস তথায় রাখা হয়। পর দিবসে পুনর্ব্বার লোভে পড়িয়া অবশিষ্ট ১০০ টাকা হারে। জুয়াচোরেরা এপর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়ে নাই। ১০ টা বাজিবামাত্র তাহাদিগের এক ব্যক্তি নোটগুলি কারেন্সি আফিসে ভাঙ্গাইতে গেল; কিন্তু মহাজন ইতিপূর্ব্বে সংবাদ দেওয়াতে সে ধৃত হইল। সাতজন ধূর্ত্ত পুলিষে অর্পিত হইয়াছে, প্রথম দুরাত্মা অদ্যাপি লুক্কায়িত আছে। দ্যূতক্রীড়ার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ও গুরু দণ্ড বিধান আবশ্যক

বুসায়ার ও সিরাজের মধ্যবর্ত্তী পারস্য টেলিগ্রাফ পুনর্ব্বার ছিন্ন হইয়াছে। বন্য আরবগণ এই কাজ করিতেছে।

১৮ ই নবেম্বর গবর্ণর জেনরল কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

পিয়নিয়র বলেন নিজাম সালারজঙ্গের ১০,০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন বলিয়া যে জনরব ইংলিসম্যানে প্রকাশিত হয়, তাহা অমূলক।

ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরে মর্ম্মনদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। লণ্ডনে প্রায় ১০০০ মর্ম্মন পরিবার আছে। মর্ম্মনেরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে। যেসকল ইংরাজ মর্ম্মন হইতেছে, তাহারা প্রায় আমেরিকার অন্তর্গত ইউটানগরে বাস করিতেছে। এই নগরটী মর্ম্মনদিগের বৃন্দাবন। মর্ম্মননামে ক্রমশঃ অনেকে বহুবিবাহ করিবেন। খৃষ্টিয় ধর্ম্মের এই আর এক উপসর্গ হইয়াছে।

এক্ষণে ৯৪ জন বঙ্গদেশীয় (ইহার মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবকে ধরিতে হইবে) সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে আছেন। বিদায়ের নূতন নিয়ম হওয়াতে অনেকে বিদায় লইতেছেন। এই আর একটি ব্যয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার সবরেণ মুদ্রা ১০৷ টাকা মূল্যে এদেশে প্রচলিত হইবে। অর্দ্ধসবরেণ ও থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট নিজে এই দরে লইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন সিবিলিয়ান বিদায় লইয়া যদি সরকারী কার্য্যানুরোধে প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হন, তাহা হইলে বিদায়ের অবশিষ্ট ভাগ ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করিলে পাইবেন।

গবর্ণমেণ্ট আরও স্থির করিয়াছেন, বহু কাল কাজ করিয়া যাঁহারা পেন্সন লন, তাঁহারা পুনর্ব্বার সরকারী কার্য্য করিলে বেতন ও পেন্সন উভয় পাইবেন। পীড়ানিবন্ধন যাঁহারা পেন্সন লইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম খাটিবে না।

২৮ এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার।

১লা অক্টোবর শ্যামের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। গত গ্রহণ দর্শন করিবার নিমিত্ত রাজা জঙ্গলে যাইয়া পীড়িত হইয়াছিলেন। ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল, ইহার মধ্যে তিনি ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজা ইংরাজী, ফরাসী প্রভৃতি অনেক ভাষা জানিতেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার চেষ্টায় শ্যাম দেশের বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোন দেশে এত বাণিজ্য জাহাজ নাই। ইউরোপীয়দিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ সমাদর ছিল এবং যাহাতে অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় তাঁহার রাজধানীতে বাস করিয়া ব্যবসায় করেন, তিনি সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিতেন। ব্রিটিশ দূত সর জন বৌরিঙ শ্যামের বিষয়ে যে দুইখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে রাজার সদাশয়তা ও মহত্ত্বের বিষয় জানা যাইতে পারে।

বোম্বাইয়ের কাথিড্রাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের যে টাকা গ্রহণ করা হয়, তাহা প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। এটী বুদ্ধির কাজ।

ক্ষেত্রনাথ মিত্রনামক এক জন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এক বেশ্যার বাটীতে গিয়া তাহার দ্বারবানকে প্রহার করাতে তাঁহার এক মাস মেয়াদ হইয়াছে। অধিকাংশ সব আসিষ্টাণ্ট

সার্জ্জন আবকারী একচেটিয়া করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর বেশ্যালয়ে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কালাতিপাত করা ইহাঁদিগের পক্ষে লজ্জাকর নহে। সম্রাজ্ঞ কবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিবেন? ইউরোপে মাতাল চিকিৎসককে কেহই বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন না, এখানে মাতাল নামী ডাক্তরের আদর হইয়াছে।

মহারাজ হোলকর শস্যের শুল্ক রহিত করিয়াছেন।

মিরজি নওরজি মিয়ানওয়ালা পঞ্জাব ব্যাঙ্কে পোদ্দার ছিলেন। ইনি জুয়াচুরি ও জাল করাতে ইহার সাত বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

মান্দ্রাজের টীকশালের বার্ষিক ১৬৭১ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

আগামী শনিবার বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে।

আগামী বর্ষে পূর্ত্তকার্য্যের (পবলিক ওয়ার্কের) নিমিত্ত আট কোটি টাকা ব্যয় স্বীকারের আজ্ঞা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এবার ৮৯ লক্ষ টাকা অধিক দেখা যাইতেছে। এই আট কোটির মধ্যে ২,২৪০০,০০০ টাকা সৈনিক বারিকে ব্যয় করা হইবে। ২ কোটি খালপ্রভৃতি কৃষিকার্য্যে এবং ৩২০ লক্ষ অন্য অন্য বিষয়ে নিযুক্ত হইবে। অবশিষ্ট নূতন রেল হইবে। এবার বোম্বাই ৫০ লক্ষ টাকা অধিক পাইলেন। তথাপি বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রসম্পাদকেরা আক্ষেপ করেন বঙ্গদেশের নিমিত্ত ভারতবর্ষের আর সকল স্থান নষ্ট পায়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে শস্য জন্মিবার আর আশা নাই। এবারও সাধারণের দুর্ভিক্ষ হইল। সৎকল লবেন্সের অধিকার কালটি কেবল দুঃখে কষ্টে গেল।

২৯ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

ডিডিনগঞ্জ উপনগরের মিউনিসিপালিটির একটী অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভুবনমোহন রায় মিউনিসিপালিটির এক জন কেরাণী ছিলেন। কালডেন সাহেবের অধীনে সেসকল অসৎ ব্যবহার হইত, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া দোষী ব্যক্তিদিগকে দণ্ড দিতে বলেন কিন্তু কালডেন [illegible] কর্ণপাতও করেন নাই তিনি [illegible] মিউনিসিপালিটির কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হয়। সভাপতি ভুবনমোহনকে বলেন, তিনি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন, অতএব উহাঁকে পদচ্যুত করা হউক এ বিষয়ে আপীল হইল। কমিসনরগণ সভাপতির হস্তে আপীল শ্রবণের ভার দিয়াছেন! এস্থলে সুবিচার হইবার যে সম্ভাবনা তাহা সহজে বুঝা যাইতেছে। এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ডেলিনিউস বলিয়াছেন কিছু কাল আমরা এদেশের লোককে বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। এই চেষ্টা কতক সফলও হইয়াছে। এক্ষণে যেসকল লোকের সহিত আমাদিগের ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাঁহারা ইংরাজদিগের ন্যায় সৎ ও ভদ্র লোক। তাহাদিগের সম্বন্ধে এপ্রকার ব্যবহার করা অতিশয় অন্যায়। দুঃখের বিষয় এই সিবিলিয়নদিগের অনেকের সংস্কার আছে ভারতবর্ষীয়েরা সেই সেকেলে আছেন। এই নিমিত্ত সচ্চরিত্র নব্যদলের সহিত তাঁহাদিগের সতত বিবাদ হইতেছে। স্বাধীন ব্যবহার না থাকিলে সাধুতা থাকা ভার. কিন্তু স্বাধীন ব্যবহার অনেক কর্ম্মচারীর চক্ষুঃশূল। গবর্ণমেণ্ট কি মিউনিসিপালিটির কার্য্যপ্রণালীর অনুসন্ধানার্থ স্বাধীনবৃত্তি কমিসন নিযুক্ত করিতে সাহসী হইবেন?

ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মরীচের শুল্ক কমাইয়াছেন। প্রতি পাঁচমণি বস্তায় ৯ টাকা ছিল ৫ টাকা করিয়াছেন

ভুপালের বেগমের মৃত্যু হওয়াতে গবর্ণর জেনরল ভারতবর্ষীয় গেজেটে শোকসূচক ঘোষণা করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব মন্ত্রী হইলে আর্গিলের ডিউক ভারতবর্ষীয় মন্ত্রী হইবেন। আমরা যদি লার্ড হালিফাক্সকে পাই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব। লার্ড আর্গিল ডেলহৌসির এক জন গোঁড়া, কিন্তু ডেলহৌসির দশমাংশ ক্ষমতাও ধারণ করেন না। তিনি পদস্থ হইলে পুনর্ব্বার পররাজ্য গ্রহণ ও অন্য অন্য অত্যাচার আরম্ভ হইবে।

৩০ এ কার্ত্তিক শনিবার।

বঙ্গদেশের পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরল কর্ণেল পেউ বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করাতে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, পুলিষের যথার্থ উন্নতি চাহিলে ঢাকার কমিসনর সিমসন সাহেব অথবা যশোহরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মনরো অথবা মণ্টিন সাহেবকে এই পদে নিযুক্ত করা উচিত। তাহা হইলেই প্রকৃত।

কয়েক দিবস কাল কলিকাতার নিম্ন শ্রেণি এই জনরব তুলিয়াছে, খিদিরপুরের সেতুর নিকটে নরহত্যা হইতেছে। এই নিমিত্ত সন্ধ্যার পর আর কেহ ঐ স্থান দিয়া যান না। এই ভয়ের কতক কারণ আছে। কয়েক জন নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া সাংঘাতিক আঘাত করে। তাহাতেই এই ভয় দাঁড়াইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।
বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী
নিয়োগ

২২ এ অক্টোবর। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন জানরঞ্জন পাল সাঁওতাল পরগণায় গোবীজের টীকার ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৯ এ অক্টোবর। যত দিন বাবু তিলকচন্দ্র গুপ্ত বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু হরিরাম দাস হুগলীর অন্তর্গত মঙ্গলকোটের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৩ রা নবেম্বর। তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় সিরাজগঞ্জ উপবিভাগের চিকিৎসার ও তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

যত দিন বাবু ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় উপনীত না হন, তত দিন তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হরনাথ রায় সিরাজগঞ্জের চিকিৎসার ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৪ ঠা নবেম্বর। আর, এফ, রাম্পিস সাহেব বালেশ্বরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

৫ ই নবেম্বর। নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা দুমকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভার সভ্য হইবেন:—

মির সাহদর আলি।
বাবু সারদাপ্রসাদ ঘোষ।
„ তারাণচন্দ্র বসু।

দুমকার সহকারী কমিসনর উক্ত সভার সম্পাদক হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বীরেশ্বর পালিত কুচবিহারের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন [illegible] দাস দাস গুপ্ত পাবনার অন্তর্গত দুলাইয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৬ ই নবেম্বর। আর পচ সাহেব পূর্ণিয়ার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন

করদমহলের অন্তর্গত কিয়োঞ্জড়ের বিশেষ সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট লেপ্টনণ্ট কে,

জন্‌ষ্টোন সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা পাইবেন।

উত্তরপূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের ইন স্পেক্টর জি, বেলেট সাহেব এম, এ, তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

নিম্ন লিখিত ভদ্রলোকেরা ষ্টেট সেক্রেটারি দ্বারা বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হওয়াতে পশ্চাল্লিখিত কালেজস্থিত হইলেন।

এ. ডবলিউ, গারেট সাহেব ঢাকা কালেজ।

এ, লেথব্রিজ সাহেব কৃষ্ণনগরকালেজ।

আর, এস, মাঙ্গেলস সাহেব রেবেনিউবোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন।

জে. মনরো সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি জুনিয়র সেক্রেটারি হইবেন।

এ, জে, আর বেনব্রিজ সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসন্‌স জজ হইবেন।

এচ, এল, হারিসন সাহেব বৰ্দ্ধমানে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন জে. এস, আরমষ্টঙ সাহেব মফস্বলে থাকিবেন তত দিন কটকের শিবিরে ১৮৬৪ অব্দের ২২ আইনের ১৯ ধারানুযায়ী দোষের বিচার করিবার ভার কটকের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট টি, কার্কউড সাহেবের হস্তে দেওয়া গেল।

যতদিন বাবু লক্ষ্মীনাথ বড়ুয়া বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন মৌলবী আহম্মদ আলী শিবসাগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন বাবু রাজরাজেশ্বর ভট্টাচার্য্য সর কারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু রামদয়াল ঘোষ ডায়মণ্ড হারবরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কানাইলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল, চট্টগ্রামের অন্তর্গত সাতকনিয়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৯ই নবেম্বর। ডবলিউ. এফ. ম্যিয়াস সাহেব বরিশালের বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

যশোহরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আজারল হক অধীনস্থ শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা পুরীর বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন—

চৌধুরী কাশীনাথ দাস।

বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

„ চিন্তামণি যাচক।

„ নন্দকিশোর দাস।

১০ই নবেম্বর। সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতাচালন করিবেন। তিনি আরও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদস্থ থাকিবেন।

আমাদিগের এলাহাবাদস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানে আজি কালি ধর্ম্মালোচনার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, এখানকার চকের রাস্তার ধারে প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় একদিকে পাদরিরা বাইবেল ঘোষণা করেন, ওদিকে মুসলমানেরা কোরাণ অন্য দিকে হিন্দু পণ্ডিতেরা হিন্দুশাস্ত্রঘোষণা করেন, সকল স্থানেই লোকের এত জনতা হয় যে এক এক দিন রাস্তায় যাতায়াত করা কঠিন হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন এখানে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

২। এখানকার দুটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষীয় শাখাসমাজটির উপর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশেষ যত্ন আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেশব বাবু আপন শিষ্যদলসমভিব্যাহারে সিমলা পাহাড় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এখানকার ভারতবর্ষীয় শাখা সমাজের সভ্যগণকে লইয়া এক দিবস প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকাপর্য্যন্ত ব্রাহ্মোৎসব করেন এবং তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ দেন। শিষ্যদলসহ ভবনেতে কেশব বাবুর উৎসবপ্রণালী অর্থাৎ প্রার্থনা, পাঠ আলোচনা, সঙ্কীর্ত্তন ও খোল করতালের সঙ্গ প্রভৃতি উত্তম বটে; কিন্তু বৈকালে উৎসব ভঙ্গের সময় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া কেশব বাবুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করা ও তাঁহার চরণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়! যদি আপনকার অনুরোধে কেশব বাবু আমাদিগকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে অত্যন্ত বাধিত হই।

৩। যেরূপ দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশের লোকসকল আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ এদেশের লোকসকল রামলীলা উপলক্ষে নানাপ্রকার আমোদ করিয়া থাকে। পঞ্চমীর দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বিজয়া দশমীর দিনপর্য্যন্ত রামলীলার আড়ম্বর হয়। দশমীর দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে রণক্ষেত্রের এক দিকে আপন দলবলসমভিব্যাহারে রাম লক্ষ্মণ অন্য দিকে সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে রাবণ উপস্থিত হন। তৎপরে উভয় দলে ঘোরসংগ্রাম হয়। রাম (ব্রাহ্মণ বালকে সাজে) জয় লাভ করিয়া সীতার উদ্ধারপূর্ব্বক মহা আড়ম্বরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কাগজনির্ম্মিত রাবণ রণে পরাভূত হইয়া রণস্থলে আত্মসবাজির সহিত ভস্মসাৎ হইলেন। এই সকল দেখিয়া ত্রেতাযুগের ইতিহাস স্মরণপথারূঢ় হইয়া মনে করুণার উদয় হয়। মেলাস্থানে লোকের ও হাতি ঘোড়ার এত ভিড় হয় যে তাহার সংখ্যা করা অতি কঠিন।

৪। পূর্ব্বাবধি দেওয়ালির সময় (শ্যামাপূজার সময়) এদেশে দীপদান ও জুয়াখেলার বড় ধুম হইয়া থাকে। এমন কি আমরা এখানে চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এই দুই দিবস রাস্তায় পর্য্যন্ত এরূপ জুয়া খেলার ধুম দেখিয়াছি যে খেলার ভিড়ে ও লোকের কলরবে রাস্তাচলা ভার হইত, কিন্তু এবৎসর সেরূপ দেখি নাই।

৫। কয়েক দিবস গত হইল এখানে একটি বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এক তামলির দুই মাসের একটি সন্তানকে ঘরের দ্বার হইতে একটি বানরে উঠাইয়া লইয়া গিয়া এক খোলার চালের উপর বালকটির সহিত খেলা করিতেছিল, এমন সময় ঐ বালকের মাতা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠাতে বানর পলাইয়া যায়। তৎপরে অন্যান্য লোক আসিয়া বালকটিকে চাল হইতে নামাইয়া লয়। যাহা হউক সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে বানর পাছে যায় নাই।

৬। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের (বকসর হইতে দল্লীপর্য্যন্ত) গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিসের ইনস্পেক্টর তিন মাসের অবকাশ লওয়াতে নন্দলাল সিং নামক এক ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭। কয়েকদিবসাবধি মহারাজ সিন্ধিয়া বাহাদুর এখানে রাজা বাইয়ের শিবালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। এ দেবালয়টি মহারাজের পৈতৃক।

৮। আগরা হইতে হাইকোর্টের এক জন বিচারপতি এলাহাবাদে আসিয়াছেন এবং অদ্য হইতে এখানে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা হাইকোর্টের বাটীটি ও বিচারাসন প্রভৃতি দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহে এখানকার অনাবৃষ্টির কথা লিখিয়াছিলাম এবং তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের আভাসও ব্যক্ত করিয়াছি। আশ্বিন মাস পড়িবামাত্র এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে সৌভাগ্যক্রমে ঐ মাসের প্রথম সপ্তাহে এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে শস্য সকল সম্পূর্ণ ধ্বংসমুখে পতিত না হইয়া এক আনা দেড় আনা রকমের ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতেই এপর্য্যন্ত প্রকৃত দুর্ভিক্ষ এখানে অদ্যাপি দেখা যায় নাই। যখন খাদ্য দ্রব্য অসম্ভব মহার্ঘ্য হইতে আরম্ভ হয়, তখন মহারাজের অনেক প্রজা রাজধানী ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইয়া ছয় মাসের করগ্রহণ স্থগিত করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং রাজ্যমধ্যে নিরাশ্রয় লোকদের জন্য সাহায্যের উপায় করেন এবং সামান্য লোকে যাহাতে অল্প অল্প উপার্জ্জন করিতে পারে, এই জন্য স্থানে স্থানে কূপখননাদি কর্ম্ম আরম্ভ হইবার আয়োজন হইতেছে। মহারাজের এই ঘোষণাপত্র অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আপনিও এ সংবাদ অবগত হইয়া দেশীয় রাজার বদান্যতা ও উদার ভাবের পরিচয় পাইয়াছেন।

এখানে ঘাস বড় মহার্ঘ্য হইয়াছে। ২।৩ টাকা মণের মণ, তাহাও পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের হস্তী ও বলদ স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছে। গোধূমপ্রভৃতি শস্যও অসম্ভব মহার্ঘ্য। দীন দরিদ্র লোকদের যেরূপ কষ্ট হইতেছে তাহা লিখিয়া কি জানাইব। [illegible] এখানে পর লক্ষ্ণৌয়ার্দের প্রসাদে সামান্য লোক কার্য্য পাইতেছে এই রক্ষা। [illegible] সব অবস্থা বড় শোচনীয়, দিল্লী গেজেট প্রভৃতি কাগজে [illegible] অবগত হইয়া থাকিবেন।

২। মহারাজ পূজার পূর্ব্বেই [illegible] হইতে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ গিয়াছেন। কিছু দিন [illegible] ছিলেন। [illegible] নিকটস্থ নানা সাহেবের [illegible] মেলা দেখিতে গিয়াছেন। শুনিলাম এখন তাঁহার পীড়ার শান্তি হইয়াছে, এবং [illegible] স্ফূর্ত্তি হইতেছে।

৩। মহারাজ রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আর একটী শুভ কার্য্যের কল্পনা করিতেছেন, অর্থাৎ খাল খনন করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারের নিকট একটী নকসা ও আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা চাহিয়াছেন। এই কার্য্যটি করিলে ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যাইবে ও প্রজাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই; অত্রত্য মহারাজ এতদিন সাধারণ কার্য্যে বড় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখন তাঁহার এইসকল কার্য্য দেখিয়া সকলেই সুখী হইতেছেন। রাজধানীতে বিদ্যা চর্চ্চার সুবিধা করিলেই ভাল হয়।

৪। এখানে বাঙ্গালী বাবুদের যে কালীবাড়ী আছে, পূজার তিন দিন ঐ স্থানে ধুম ধামে বাবরা আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। এক দিন নর্ত্তকীদের নাচ ও অত্রত্য কোন বিখ্যাত গায়কের গান হইয়াছিল, তাহারাদিরও মন্দ আয়োজন হয় নাই।

৫। বিজয়া দশমীর দিন (যাহাকে এদেশে দশেরা কহে) মহারাজের রাজধানীতে মহাসমারোহে সৈন্যদিগের পরিদর্শন (রিবিউ) হইয়া গিয়াছে। মহারাজের সৈন্যদল ও মুরার ছাউনী হইতে ইংরাজদের অনেক সৈন্য একত্র হইয়া বিবিধ কৌশল ও ক্রীড়া করিয়াছিল। বিজয়া দশমীর দিন পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে মহাসমারোহ হইয়া থাকে।

৬। আসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত সেপ্টেম্বর হইতে ৪০০ টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীতে উন্নতি পাইয়াছেন। ইনি রাস্তা নির্ম্মাণবিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি পাইয়াছেন। ইংরাজ হইলে এই কর্ম্মের জন্য একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইয়া যাইতেন।

৭। বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অনুপস্থিতিতে অত্রত্য সভাসকলের অনেক দুরবস্থা হইয়াছে। নবীন বাবু এখান হইতে বদলি হইয়া অন্যত্র যাইবেন, এইরূপ জনরব শুনা যাইতেছে। ইহাতে অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু নবীন বাবু শীঘ্র এখানে আসিবেন, এমন আভাসে চিঠি লিখিয়াছেন।

৮। আশ্বিন মাসের মধ্যে এখানে কএকটী ভয়ানক হত্যা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ঘটনাটী বড় ভয়ানক।

এক দিন প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে শস্যাদির অনেক গুলি গাড়ি একত্রিত হইয়া রাত্রিযাপন করিতেছিল। তন্মধ্যে এক জনের গলদেশে অস্ত্রাঘাত করাতে সে মৃত হয়। ঐ হত্যার কিছু পরেই অর্থাৎ প্রাতঃকালে পুলিষ ও অনেক লোক একত্র হয়। ক্যান্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ২।৪ জন গাড়োয়ানকে ধৃত করিয়া হাজতে রাখেন। কিন্তু নানা অনুসন্ধানে প্রকৃত হত্যাকারীর সন্ধান না হওয়াতে গাড়োয়ানদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘটনাটী প্রকাশ্য স্থানে পুলিষের সম্মুখে অনেক লোকের মধ্যে হয়, অথচ কিছুই হইয়া উঠিল না। এইরূপ অসভ্য ও ভয়ানক স্থানে যে বিচক্ষণ ও দক্ষ পুলিষ চাই, এবিষয় অনেকবার সোমপ্রকাশে ও অন্যান্য কাগজে লেখা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেই হয়। মধ্যে দস্যুর ও ডাকাইতের দৌরাত্ম্যের কথা শুনা যায়। বোধ হয়, দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ।

৯। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের জন্য গবর্ণর জেনরলের এজেণ্ট কর্ণেল মীড্ সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল, শুনিলাম তাহার উত্তরে হাস্পাটালের ইনস্পেক্টর জেনরেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, লস্কর ছাউনিতে যে "লক হস্পিটাল" আছে, দেশীয় ডাক্তারের হাতে তাহার ভার দেওয়া যাইতে পারে না। তবে ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে যেমন এক জন নেটিব ডাক্তর আছে, আর এক জন ভাল নেটিব ডাক্তর দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয় শেষ কি হয় বলিতে পারি না। আমাদের নেটিব ডাক্তরের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই।

১০। এখানে শীত অনুভূত হইতেছে। ঋতু পরিবর্ত্তন নিমিত্ত যেমন সর্ব্বত্র জ্বরাদি হইতেছে, এখানে সেইরূপ হইতেছে।

প্রেরিত

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

অদ্য প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, মুঙ্গেরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে সমাজটী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের যত্নে ক্রমশঃ উন্নতসোপানে পদার্পণ করিতেছে। আমি অগ্রে মনে করিতাম, ভারতভূমি এত দিনে একটী সুসন্তান প্রসব করিয়াছেন ইহাঁর দ্বারা মহাত্মা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রচারিত ধর্ম্ম ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইবে। ইহাঁর উপদেশগুণে অনেকের মন হইতে ঘৃণা দ্বেষ অহঙ্কারপ্রভৃতি পশুবৎ ব্যবহার একেবারে চূর্ণ

হইয়া ধর্ম্মের প্রভা প্রকাশিত হইবে ও হীনবল ভারতভূমির সন্তানগণ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া তাঁহার বহুকালের অপহৃত স্বাধীনতারত্নকে প্রত্যর্পণ করিয়া সুখী করিবে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়। যখন আমি তাঁহার শিষ্যগণমধ্যে নয়ন নিক্ষেপ করি, তখন তাঁহাদের অধিকাংশ সময় বাহ্যাড়ম্বরে ক্ষেপণ করেন দেখিতে পাই। যখন খোল করতাল শঙ্খাদির বাদ্যে সমাজমন্দির পরিপূরিত হয়, যখন বৈষ্ণব তন্ত্রের দুই চারি জন লোক লইয়া একতারাসহিত গীতারম্ভ করেন, যখন তাঁহারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তি সমূহমধ্যে দিয়া নগরকীর্ত্তন করিতে বহির্গত হন, তখন আর আমার উক্ত আশা ক্ষণমাত্রও হৃদয়ে স্থান পায় না। কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য এত বাহ্যাড়ম্বর ও শঙ্খাদিধ্বনির যে কি আবশ্যকতা হইয়াছে তাহা জানি না। যাহা হউক এখানকার প্রিয় ব্রাহ্ম ভ্রাতৃবর্গকে জিজ্ঞাসা করি যে পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ যোড়াসাঁকোর ব্রাহ্মসমাজকে কি এই আড়ম্বর জন্য উপহাস করা হইত না? তবে কেন তাঁহারা সেই প্রথাতে একণে এত আদর করিতেছেন? না তখনকার চক্ষু অন্ধ ছিল, একণে তাহা খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া ভাল লাগিতেছে, কেনই বা ধীমান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঝুলি স্কন্ধে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কলিকাতায় একটী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন?

কেশব বাবু শিষ্যদিগের আপনার চরণধূলি লেহন কার্য্য কেন অনুমোদন করেন? কেন ঈশ্বরসেবকদিগের নিকট হইতে অযথা ভক্তি গ্রহণ করিয়া মনকে নিকৃষ্ট করেন? কেন তাঁহাদিগকে চরণতলে নিপতিত দেখিয়া স্বয়ং দেবের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকেন? ভাল বলুন দেখি, এগুলি কি পরম পিতার অভিপ্রেত কার্য্য? কেশব সেন! আপনি জানেন যে, নিজে মনুষ্য মাত্র; আপনি ঈশ্বরপ্রসাদে অনেক গুণ পাইয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধনজন্য; কিন্তু প্রণাম লইবার জন্য নহে। গত মাসে আপনার যে বিনয় দেখা গিয়াছে [illegible] নিজে সকলকে দাস মত [illegible] চাহিয়াছিলেন ও অনেকক্ষণ ভূমিতে পড়িয়া সকলের চরণধূলি লইবারও বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এখন সে বিনয় কোথায় গেল? আপনার শিষ্যগণ যতদিন আপনাকে অবতার তুল্য জ্ঞান করিবে এবং চরণধূলি লেহন করিবে ততদিন আমরা আপনার উক্ত বিনয়কে নিজ গৌরববৃদ্ধির জন্য, স্বীকার করিব সন্দেহ নাই।

একান্ত বশম্বদ
জামালপুর } শ্রীতঃ

-:০:-

মহাশয়! গত বারের সোমপ্রকাশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীপ্রভৃতি স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রকটিত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া উত্তরস্থলে আমি কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া সোমপ্রকাশের পাঠকবর্গের গোচর করিলে চিরবাধিত হইব।

কোন কোন ব্রাহ্ম ব্রহ্মানন্দ শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে "প্রভো" পরিত্রাতঃ, "ও পাপীর গতি" প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করিতেছেন এ কথা সত্য। তাঁহারা যে কেন এরূপ করেন, তদ্বিষয়ে আমি যুক্তিপ্রদর্শন বা বিচার করিতে চাহি না। আমার এইমাত্র জিজ্ঞাস্য, উক্ত মহাত্মা এরূপ ব্যবহার চাহেন কি না, ইহা তাঁহার অনুমোদনীয় কি না, তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট কি বিরক্ত, আমি যত দূর জানি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম যখন মুঙ্গেরে এ বিষয়ে মহা আন্দোলন হয় যখন মুঙ্গের ব্রহ্মসমাজে ইহা লইয়া ব্রাহ্মদের মধ্যে মতভেদ হয়, সেই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন সিমলা হইতে মুঙ্গেরে আগমন করিলেন; সকল বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি ১০ই কার্ত্তিক রবিবারের প্রাতে মুঙ্গেরসমাজে উপাসনার পর মতভেদ বিষয়ে উপদেশ দিবার ছলে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আমি স্বয়ং সমাজমন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া যত দূর শুনিয়াছি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি তিনি এরূপ ব্যবহার চাহেন না, বরং ইহাতে তিনি বিরক্ত; বক্তৃতার মধ্যে দুই তিন স্থানে বলিয়াছেন "আমি তোমাদিগকে যেসকল উপদেশ দিয়া থাকি, তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই আমার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে বাহিরের সম্মান প্রকাশ করিয়া কেন আমার অনিষ্টসাধন কর? আমি এ সম্মান চাহি না, আমি ইহাতে লজ্জিত হই। আমি জগতে প্রভু হইতে আসি নাই, জগতের লোকদিগের চরণ সেবা করিতে আসিয়াছি, আমাকে তোমরা সেই কার্য্যে নিযুক্ত কর। তোমরা যদি আমাকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ না কর, আমি স্থানান্তরে যাইব। আমার এ চাকুরির অভাব নাই; যেখানে যাইব সেই খানেই ত চাকুরি জুটিবে।" এসকল কথাতে কি বোধ হয়? যদি গোস্বামী মহাশয় সে দিন মুঙ্গের সমাজে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বোধ করি তিনি তাঁহার পত্রের উপসংহারকালে ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের উত্তর চাহিতেন না। অতঃপর আমার বিনীত ভাবে প্রার্থনা এই যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ মহাশয়কে অবতার বলে স্বীকার করিতেছেন তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এসকল গোলযোগ তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ, বিনা কারণে তাঁহাকে কেহ অন্যায় কহিলে আমাদের সহ্য হয় না। আপনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যখন ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তখনই জানিয়াছি কেশব বাবু অবতার হইবার বাসনায় ব্যগ্র হইয়াছেন। কীর্ত্তনের সুরটী কিছু মধুর, ইহাতে শীঘ্র চিত্ত আকর্ষণ করে, খেয়াল কি ধ্রুপদ ভাঙ্গা ব্রহ্মসঙ্গীত সকলে গাইতে কি বুঝিতে পারেন না; কীর্ত্তনে কি চাসা কি ভদ্র কি স্ত্রীলোক সকলেই যোগ দিতে পারেন। এই জন্য সরল কীর্ত্তনের সুরে গীত প্রস্তুত হয় এবং সেই সুরের অনুরোধে মৃদঙ্গ ব্যবহার করা হয়। ইহার কোন স্থানে কেশব বাবুর অবতার হইবার ব্যগ্রতা প্রকাশ পাই-তেছে? এই উপলক্ষে আপনি উক্ত মহাত্মাকে "অদ্ভুত অবতার" প্রভৃতি বাক্যে বিদ্রূপ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিষয়ে তাঁহার মত কি, বিশেষরূপে না জানিয়া যাহা মনে আইল তাহাই লেখা আপনার ন্যায় সুবিজ্ঞ ও দূরদর্শী সম্পাদকের কখনই উচিত হয় নাই। একণে আপনার ও আপনার পাঠকবর্গের মনে কেশব বাবুর প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছে, তাহা দূর হইলেই আমরা কৃতার্থ হই।

২৩এ কার্ত্তিক
১৭৯০ শক। } শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।

মহাশয়! শুনিতে পাই, কলিকাতা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে, এইরূপ আপত্তি করিয়া গবর্ণর জেনরেল এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা শৈলবাস করিয়া থাকেন, ভাল উক্ত রাজধানী যেন অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বাসোপযুক্ত হইল না, কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা কোন আপত্তিতে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রায় শৈলবিহারেই পাঁচ বৎসর কাটাইয়া যান তাহা জানিতে পারা যায় না। বোধ হয় এ প্রদেশের অসহ্য গ্রীষ্মই তাঁহার

প্রধান কারণ। সত্য বটে ঐ ঋতু আমাদিগের ন্যায় দুঃখী লোকের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর; কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রভবনসম অট্টালিকার মধ্যে খস্ খসের টাটির বায়ু সেবন করিতে থাকেন; তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ ঋতু সুখকর হয় তাহার সন্দেহ নাই।

এই অঞ্চলের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত অনরেবল ড্রমণ্ড সাহেব যে পাঁচ বৎসর কাল শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তাঁহাকে ৬ মাস কালও রাজধানীমধ্যে থাকিতে দেখা যায় নাই; বৎসরের আটমাসের অধিক কাল পর্ব্বতে বাস করিতেন।

শুনা যাইতেছে, এ প্রদেশের বর্ত্তমান লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার উইলম মীয়র সাহেব ড্রমণ্ড সাহেবের ন্যায় ভোগাভিলাষী নহেন; কিন্তু কৈ তাহার প্রমাণ ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; ইনও কার্য্যভার গ্রহণের অনতিকালবিলম্বেই নাইনীতালের পাহাড়ে যাত্রা করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! যদি এপ্রদেশের শাসনকর্ত্তাদিগের বৎসরের তিন ভাগ কাল পর্ব্বতে থাকাই নিশ্চিত হইল, তবে কি নিমিত্ত অনর্থক ... লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এলাহাবাদে গবর্ণমেণ্ট হউস্ এবং আর আর সরকারি গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে?

গবর্ণমেণ্ট যৎকালে আয় ব্যয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেন, চাপরাসি প্রভৃতি মারা যায় কিন্তু এক ব্যক্তির ভোগাভিলাষহেতু বাজে যে কত নষ্ট হয়, তাহা এক বার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন না। প্রধানের অনুকরণ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দেখাদেখি অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীরাও তৎপথবর্ত্তী হইতে থাকেন, তজ্জন্য সরকারী ধনাগার হইতে প্রতিবৎসর যে কত অপব্যয় হয় তাহা শুনিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়!

এ বৎসর রোহিলখণ্ড, মিরাট আগরা প্রভৃতি স্থানে অনাবৃষ্টিহেতু এখানে দুর্ভিক্ষমূল্যে শস্য বিক্রীত হইতেছে লোকের যার পর নাই কষ্ট হইয়াছে। রবিশস্য যে উত্তমরূপ জন্মিবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

আবার মড়ার উপর খাড়ার ঘা! কোথায় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ প্রাদুর্ভাব দমন করিয়া প্রজারক্ষার উপায় অবলম্বন করিবেন, না যাহাতে প্রজার আর কষ্টবৃদ্ধি হয় তাহার উদ্যোগ হইতেছে! সংবাদ পাওয়া যাইতেছে সার উইলম মীয়র সাহেব শৈলবিহার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্যে কিপ্রকার শাসন হইতেছে তাহা দর্শন করিবার মানস করিয়াছেন। সেটী তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে; কিন্তু যে আড়ম্বর করিয়া যাইতেছেন তাহাতে প্রজাদিগের এ সময়ে কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিবিরমধ্যে আনুমানিক ৫০।৫৫ টা হস্তী, ১০০।১৫০ অশ্ব ২০০।২৫০ বলদ, ৩০০।৪০০ উষ্ট্র, তদ্ভিন্ন সৈন্য সামন্ত এবং তিন চারি হাজার লোক থাকে মোরাদাবাদের প্রজারা এখানে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, তথায় আবার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সোদল লইয়া প্রায় এক মাস কাল থাকিবেন সম্পাদক মহাশয়! এইরূপ আড়ম্বর করিয়া বিপদাপন্ন স্থানে যাওয়া কি এক জন সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তার সমুচিত কার্য্য হইতেছে?

উপসংহারকালে মীয়র সাহেবের নিকট এই প্রার্থনা যে, এক্ষণে রাজধানীতে উত্তম রাজবাটী প্রস্তুত হইল, আর যেন পাহাড়ে থাকিয়া অনর্থক ধনাগার খালি না করেন এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানগুলি যদি দেখিবার মানস থাকে, তাহা হইলে যেন অনেক ধুম ধাম করিয়া না যান।

কস্যচিৎ
মোরাদাবাদ বাসিনঃ

—০—

মুরসিদাবাদের অন্তঃপাতী জিয়াগঞ্জ, বালুচর, মহিমাপুরপ্রভৃতি স্থানে অতিশয় জ্বর হইয়া অনেকে কষ্ট পাইতেছে। জ্বরের এরূপ প্রাদুর্ভাব কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে, এরূপ স্থানে একটি উত্তম চিকিৎসালয় নাই। এখানে অনেক ধনবান লোক আছেন, তাঁহারা কেবল মন্তর মালার এবং উত্তম আভরণসংগ্রহেই ব্যস্ত; কিন্তু একটী ভাল ডাক্তরখানা করিবার কাহার চেষ্টাও নাই। শ্রীগোঃ

—:০:—

মহাশয়! গত আষাঢ় ও শ্রাবণের বন্যার বিষয় ত আপনাকে জানাইয়াছি, কিন্তু ৩০এ ভাদ্র তদ্রূপ একটী বন্যা হইয়া দেশকে পুনরায় প্লাবিত করিয়াছে। গত দুই বারের নষ্টাবশিষ্ট যাহা ছিল, এ বারে আর তাহার কিছুই নাই। অধিক পথ ঘাট ও মাঠে জল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে প্রজাদিগের ধান্য ইক্ষু তুত কাপাস ইত্যাদি সমুদায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তরি তরকারি কিছুই পাওয়া যায় না। কলিকাতা অঞ্চলের ন্যায় এ দেশে প্রত্যহ তরি তরকারি ও অন্যান্য দ্রব্যের বাজার বসে না। শনি রবি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট বারে ২।৩ ক্রোশ অন্তরে একটী একটী হাট বসিয়া থাকে। লোককে তৈল লবণ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি ৭। ৮ দিনের পরিমাণে কিনিয়া রাখিতে হয়। এ দুরবস্থার সময়ে সে হাটও সকল স্থানে এবং সকল বারে বসে না। যদ্যপি কোন স্থানে বসে; তাহার দ্রব্যাদি দেখিতে দেখিতে কে কোন দিগে যে লইয়া যায়, তাহার স্থিরতা থাকে না। ধান্য ও পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই যে, দেশের এত দুরবস্থাতেও আমাদিগের রাজপুরুষদিগকে এ অঞ্চলের প্রজারক্ষার কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতেছি না। প্রথম বন্যার পর আবাদ ও বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ যে ধান্য ও চাউল আসিয়াছিল, তাহা ভিন্ন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্যাতে আর কিছুই আইসে নাই। তাহাও সব ডিবিজনের নিকটবর্ত্তী স্থানসকলেই বিতরিত হইয়াছিল; দূরবর্ত্তী স্থানে হয় নাই। আমরা এরূপ সাহায্যের কোন অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না। কাঁথি অঞ্চলে যদিও বন্যা হইয়াছিল, তথাপি সে দিগে আবাদ হইয়াছে। কিন্তু অমরশী, বরজপুর, ভুঞ্যামুঠা, সুজামুঠা ও জলামুঠাপ্রভৃতি যেসকল পরগণায় কেলেঘাইর জল প্রবেশ করিয়াছিল, তথায় একটী তৃণও নাই। মাঠসমুদয় শূন্যাকার হইয়া রহিয়াছে; অধিবাসীদিগের অধিকাংশ গৃহ পতিত হইয়া দুরবস্থার এক শেষ হইয়াছে। লোকে এক বৎসর কাল কি খাইয়া যে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না। খাজনা, পরিবার প্রতিপালন ও আগামী চাসের ব্যয় যে কিসে নির্ব্বাহ হইবে, লোকে তাহা ভাবিয়াই অস্থির হইয়াছে। কাঁথির ডেপুটী কালেক্টরের এই সকল পরগণার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিত।

উল্লিখিত পরগণাসকলে আবাদ না হওয়াতে আমরা অন্য অন্য স্থানের ধান্যের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু পূজার পর অবধি প্রায় ১ মাসের অধিক কাল বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে। ইহার মধ্যেই চতুর্দ্দিগ হইতে হাহাকার রব উঠিয়াছে। ধান্য ও চাউলের দর দিন দিন বাড়িতেছে। লোকে পুনরায় দুর্ভিক্ষাশঙ্কা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এই বেলা সাবধান হওয়া ও উপায়বিধান করা উচিত। আমাদের জেলার কালেক্টরের এখনও গা ঘামিতেছে না।

পরিশেষে সাতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ

করিতেছি যে, আমাদের পরম বন্ধু মহাত্মা এ, রাটে্, সাহেব ডেপুটী কমিসনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসাম অঞ্চলে যাইতেছেন। তাঁহার উন্নতি সকলেরই প্রার্থনীয়; কিন্তু তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর ন্যায়বান্ মৃদুস্বভাব মহামনা লোক বোধ হয় আমরা আর পাইব না।

বাল্য গোবিন্দপুর
১৫ ই কার্ত্তিক
১২৭৫। } শ্রীঃ—

কুল্পী লাইন।

দয়ালু গবর্ণমেণ্ট মাতলা রেলওয়ের একাংশ হইতে কুল্পী লাইন হইবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। এ প্রদেশবাসিগণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেছে, তাহা লেখনীদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কেহ কেহ বলিতেছে, এত দিনের পর দক্ষিণ দেশের সৌভাগ্যের উদয় হইল। কেহ কেহ কহিতেছে, জগদীশ্বর আমাদিগের প্রাণরক্ষার আর এক উপায় উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, আরও কেহ কেহ প্রকাশ করিতেছে যে, এতাবৎকালপর্য্যন্ত মাতলা রেলওয়ে কোম্পানি যে ক্ষতি সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, এই বারেই তাহার নিঃসন্দেহ পূরণ হইবে। ইতিপূর্ব্বে আমরা ২। ৩ বার ঐরূপ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহার পর কোন কার্য্যানুষ্ঠান না হওয়াতে সে আনন্দ অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হয়। কিন্তু গত ১৮ ই কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে ঐ কার্য্য আরম্ভ হইবার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া পুনরায় আমাদিগের অন্তঃকরণে বহুল আনন্দের সঞ্চার হইল। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, যাহাতে ষ্টেসনগুলি পল্লিগ্রামের সন্নিকটে হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হউন এবং অতি সত্বর উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিউন।

এ বৎসর দেবতার অত্যাচারে জেলা ২৪ পরগনার দক্ষিণ প্রদেশের শস্যের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়াছে। ঐ কার্য্য আরম্ভ হইলে দীন হীন প্রজাগণ পরিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিতে সক্ষম হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য... বিশেষ রূপে সাহায্য করিবার আবশ্যক হইবে না।

বহড়ু।
২২ এ কার্ত্তিক
১২৭৫। } শ্রীঃ——

—ঃ০ঃ—

এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বিদ্যা, সভ্যতা ও সদনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের উপরে প্রাধান্য রাখিয়া আসিতেছেন যেখানে এক জন বাঙ্গালী আছেন, সেই খানেই উন্নতি, সেই খানেই সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্ত; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, বাঙ্গালীদিগের সকল কার্য্যের একটী সীমা আছে, সে সীমা কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছেন না; আমাদিগের উন্নতির এই কয়েকটী পদার্প ... যাইতেছে। প্রথমতঃ এক ব্যক্তি বহু পরিশ্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লইলেন; তৎপরে নিজ গ্রামে একটী বিদ্যালয়, তৎপরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিলেন। অনন্তর একটী সাহিত্য সভা হইল। সেখানে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধপাঠ ও তর্ক বিতর্ক হয়। কেহ কেহ রাজনীতিসংক্রান্ত দুই একটী বিষয়ের তর্ক করেন; কিন্তু উন্নতির এই শেষ সীমা। কলিকাতা অবধি লাহোরপর্য্যন্ত যে খানে যত বাঙ্গালী আছেন, সকলেরই উন্নতির এই পরা কাষ্ঠা। বিদ্যালয় ত্যাগ করিবামাত্র অধ্যয়নের শেষ হইল। ওকালতি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি, কেরাণীগিরি অথবা অন্য কোন কাজ লইবামাত্র বিলাস আসিয়া জুটিল। বেলা আট টার পূর্ব্বে নিদ্রা ভঙ্গ হয় না। উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ সটকায় তমাক খাওয়া ও খোস গল্প করা এই অভ্যাস দাঁড়ায়। ইউরোপে বিদ্যালয় ত্যাগের পর যেপ্রকার যাথার্থ শিক্ষা হয়, বাঙ্গালীদিগের তাহা নাই, বরং অনেকে যাহা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন, সংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা ক্রমশঃ ভোলানাথকে উৎসর্গ করিয়া দিতে থাকেন। কোন বিষয়ে আমাদিগের প্রগাঢ় মনোযোগ হয় না, কোন বিষয় আমরা আপনারা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করি না। আমাদিগের শিক্ষা পরের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করে। কোন উপযুক্ত গ্রন্থকার যাহা বলেন, কোন দেশমান্য ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই আমাদিগের গ্রাহ্য ও অনুমোদনীয় হয়। আমরা যে জনরবের উপরে এত বিশ্বাস করি, তাহার কারণই এই। যিনি যাহা বলিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম, কথা কত দূর সত্য, তাহা স্বাভাবিক আলস্যনিবন্ধন আমরা অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে পারি না। এই নিমিত্ত স্বভাবতঃ সত্যপ্রিয় হইয়াও কার্য্যতঃ আমরা বিদেশীয়দিগের নিকটে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইতেছি। আমরা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি; বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা আইন কোন জাতিই শিক্ষা করিতে পারেন না। তথাপি এই আলস্য নিবন্ধন আমারদিগের বিচারপতিগণ ফৌজদারি অপেক্ষা দেওয়ানী মকদ্দমা ভাল করিতে পারেন। দেওয়ানী মকদ্দমা দলীলের উপরে নির্ভর করে। অল্পায়াসে দলীলের সাক্ষ্য ও যাথার্থ্য স্থির করা যায়। উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ শপথপূর্ব্বক অপন দিগ্ রাখিবার চেষ্টা পায়; বাঙ্গালী বিচারপতি সত্যাসত্য ভাল বুঝিতে পারেন না; সুতরাং অনেক সময়ে অবিচার করেন। এই স্বাভাবিক আলস্যনিবন্ধন আমরা এপর্য্যন্ত একটী প্রকৃত নূতন কর্ত্তা গ্রন্থকার দেখিতে পাইতেছি না। যেসকল গ্রন্থ লিখিতে পরিশ্রম ও অবিচল বিবেচনাশক্তি চালন করিতে হয়, আমরা সেসকলের ধার ধারি না। নাটক, গল্প, অনুবাদপ্রভৃতি আমাদিগের প্রধান গ্রন্থ হইতেছে। সকল কাজেই আমাদিগের গাধত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আমরা কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য করিবার সময়ে যথার্থ কাজ অপেক্ষা শত গুণ আড়ম্বর করি। আমরা সভা করিলাম, দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা হইল, দাতব্যের বিষয়ে বক্তৃগণ পাদরিদিগের ন্যায় দুই ঘটিকা কালস্থায়ী উপদেশ দিলেন; কিন্তু চাঁদা বহিতে স্বাক্ষরের বেলাই কান্না হাটী। ইহার কারণ কি? আমরা কি স্বভাবতঃ কৃপণ জাতি? তাহা নয়। আমাদিগের আলস্য প্রবল ও বুদ্ধির প্রগাঢ়তা নাই, ইহাই আমাদিগের যাবতীয় অনর্থের মূল। আমরা এক ঘটিকাকালের কষ্ট লইয়া এক জন দুঃখীর উপকার করিতে পারি না; ইউরোপে দানশীল লোকেরা স্বচক্ষে দরিদ্র ও পীড়িত লোকদিগকে দর্শন করেন। স্বচক্ষে কষ্ট দেখিলে পরের দুঃখ যত জানা যায়, জনশ্রুতিতে তাহা হয় না। আমরা নিকটস্থ প্রতিবেশীর দোষ দর্শন করিতে পারি না; সুতরাং যথার্থ দানের সময়ে ইউরোপীয়গণ আমাদিগের অপেক্ষা এত বদান্যতা প্রকাশ করেন। সম্রাট্ তৃতীয় নেপলিয়ন সিজরের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার সময়ে স্বচক্ষে শিবির ও রণক্ষেত্রসকল দর্শন করিয়া আইসেন। কোন বাঙ্গালী তাহা পারেন? অতএব আমরা যে দেশে গমন করি, সেই দিগেই দেখিতে পাই আবশ্যক মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের অভাব নিবন্ধন আমরা একটী নির্দ্দিষ্ট সীমার পার হইতে পারি না।

কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থানের লোকেরা ক্রমশঃ আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমাদিগের প্রাচীন কালের গ্রন্থকার, রাজকুমার ও বীরগণ আপন আপন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঐ ঐ ব্যবসায়ের লোকদিগে। কার্য্যদর্শন ও তাঁহাদিগের বাসস্থানে ভ্রমণ করিতেন। কত দূর হইতে ঋষিগণের শিষ্য আসিতেন। রাজকুমারগণ যে দেশের

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ ২ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ৯ ই অগ্রহায়ণ ১৮৬৮। ২৩ এ নবেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় টীকাসম্বলিত বঙ্গাক্ষরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১॥০ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করিবেন না।

পাথুরিয়া ঘাটা
২১ এ কার্ত্তিক
অব্দ ১২৭৫ } শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ৷৷০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ৴০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠোপযোগী শুভঙ্করমূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইতেছে। হাবড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট এক পত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, " এরূপ একখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তির শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্ম্যাল স্কুলের যোগ্যবর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক আমি দেখিতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসমূহের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিষয়ের একটী অভাব পূরণ করিয়াছে।"

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸	ঐ

শ্রী [illegible] শর্ম্মা

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য ৷৷০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি, মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া নূতন বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং কোম্পা বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গলা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

বিদ্যাসুন্দর নাটক	১
কৃষ্ণকুমারী নাটক	১
পদ্মাবতী নাটক	৸৶০

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক	১
নবীনতপস্বিনী নাটক	১
চন্দ্রবিলাস নাটক	১
রামাভিষেক নাটক	১
দলভঞ্জন নাটক	॥
জানকী নাটক	১
প্রেমাপিনী নাটক	॥৵
চন্দ্রপ্রভা নাটক	১
নলদময়ন্তী নাটক	১
[illegible] নাটক	১
কীচক বধ নাটক	৸
স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক	॥৵
বেশ্যাসক্তি নিবর্ত্তক নাটক	১
কলিকৌতুক নাটক	॥৵
লীলাবতী নাটক	১॥
কুসুমকুমারী নাটক	১
কৌরববিয়োগ নাটক	২
শিববিবাহ নাটক	।৵
সম্বন্ধ সমাধি নাটক	১
সপত্নী নাটক	১
পুনর্ব্বিবাহ নাটক	॥
রমণী নাটক	৵
প্রেমকলা বিষমদায় নাটক	।
শ্রী[illegible] রাজার উপাখ্যান নাটক	।
নবনাটক বহুবিবাহ [illegible]	১
কাদম্বরী নাটক	১
মুক্তাবলী নাটক	॥
নবরত্নী নাটক	॥
মহানাটক	॥
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১
[illegible] নাটক	১।
বঙ্গাধিকার নাটক	॥৵
বাল্যবিবাহ নাটক	।০
[illegible] নাটক	।৵
বিধবা পরিণয়োৎসব নাটক	১
বিদ্যামনোরঞ্জন নাটক	॥
উর্ব্বশী নাটক	১
[illegible] আবার বড়লোক নাটক	৸
কিছু কিছু বুঝি নাটক	॥৵
বিক্রম নাটক	॥

কলিকাতা জোড়া- সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:•:—

[illegible] মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হই[illegible] স্বাক্ষর কারীর [illegible] এবং বিনা স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৸০ বার আনা যদি ইতি মধ্যে কেহ স্বাক্ষর করিতে চাহেন, সোম প্রকাশ যন্ত্রালয়ে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

১২৭৫ }
২১ কার্ত্তিক } শ্রীপ্র

---•••---

সংস্কৃত মেঘদূত।

মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনীনামক উৎকৃষ্ট টীকা এবং উইলসন সাহেবেরকৃত ইংরাজী পদ্যানুবাদ এবং নোট (টীকা) সমেত মুদ্রিত হইয়াছে মূল্য ১॥ টাকা কলিকাতা সকল [illegible] বিতে পাওয়া যায়।

——

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ৯ ই নবেম্বর মাস হইতে ১৪ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকম ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চ
মহানার সহিত পদ্মানদীর জোগেরস্থান	২০	৭
মহানায়	১০	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	৩	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৬
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	৩	৯

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বরে ১৭ ই বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
১	১০

বহরমপুর ১৭ ই নবেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি ই. উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

—:•:——:•:—

সাধারণের সুবিধার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোর পেপার করেন্সি আফিসে কলিকাতা চক্রবাড়ের নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যে আফিসে কলিকাতা চক্রবাড়ের নোট যে পরিমাণে থাকিবে সেই পরিমাণে টাকার নোট সেই আফিসে ভাঙ্গান যাইবে। সম্প্রতি যে এডভার্টাইস পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে ও কলিকাতা আফিসের জমাখরচ দৃষ্টে প্রকাশ যে নিম্ন লিখিত আফিসে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকার কলিকাতা চক্রবাড়ের নোট আছে।

এলাহাবাদ আফিসে	১১,৯২,১৪০
লাহোর আফিসে	১৪,৪৭,২৪০

কলিকাতা আফিসে নিম্নলিখিত টাকার পরিমাণ নোট আছে।

এলাহাবাদ চক্রবাড়ের নোট	[illegible]১০,২৪০
লাহোর চক্রবাড়ের নোট	৮০,৫৫০

[illegible] একশেঞ্জ [illegible] কলিকাতা ১৪ নবেম্বর [illegible]৬৮ } আফিসএটিং কমিশনর অফ পেপার করেন্সি ডিপার্টমেণ্ট ইন চার্জ্জ একশেঞ্জ ডিপার্টমেণ্ট

সোমপ্রকাশ।

৯ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা "বীরভূম" এই শীর্ষকাঙ্কিত পত্রখানির প্রতি রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিক্ষেপের সবিশেষ অনুরোধ করিতেছি। উহাতে ঐ স্থানের দুটী অনিষ্ট বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিপাতে তাহার প্রতীকার সম্ভাবনা আছে।

—:•:—

এবারের ইউরোপীয় সমাচারে দৃষ্ট হইল, আমাদিগের ভাবী গবর্ণর জেনরল লার্ড মেয় ইংলণ্ড হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি পত্রলেখার আড়ম্বর না করিয়া যাহাতে কাজ হয়, সেই বিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত হইবেন। তাঁহার বিষয়ে ইংরাজী সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এতদ্দ্বারা তাহার বৈপরীত্যই সপ্রমাণ হইতেছে। বঙ্গদেশের নবযুবক সম্প্রদায়ের ন্যায় আমাদিগের রাজপুরুষেরাও আড়ম্বরপ্রিয় হইয়াছেন। তাঁহারা দীর্ঘাকার রিপোর্ট ও মিনিট লিখিয়াই চিত্ত নির্ব্বৃতি করেন। যাঁহারা কার্য্যের অঙ্কুর দর্শন না করিয়া সেই রিপোর্ট পাঠ

করেন, তাঁহারা চমৎকৃত হন। তাঁহারা মনে করেন, কতই কাজ ও কতই দেশের উন্নতি হইতেছে; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যের অন্তর দর্শন করেন, তাঁহারা হতাশ হন। লার্ড মেয় যদি এই বাহ্য আড়ম্বরে উপেক্ষমাণ হইয়া কার্য্যসম্পাদনে ব্যগ্রমনা হন, তাহা হইলে তিনি যে এক জন সারবান্ কার্য্যদক্ষ লোক, ইহাই সপ্রমাণ হইবে। এখন সন্ধি বিগ্রহের সময় নয়। এখন এইরূপ কাজের লোকই আমাদিগের প্রার্থনীয়। আমাদিগের দেশের কল্যাণকর কার্য্য এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। শূন্যগর্ভ রিপোর্ট লিখিবার ক্ষমতাদ্বারা তৎপরিপূরণ সম্ভাবিত নয়। কোন্ প্রদেশে কোন্ বিষয়ের অসঙ্গতি আছে, কোন্ বিষয়ে বিশৃঙ্খলা আছে, এ দেশের লোকে কোন্ বিষয়ের নিমিত্ত খিদ্যমান আছেন, ইহাঁরা কোন্ প্রার্থনা পূরিত না হওয়াতে কষ্ট অনুভব করিতেছেন, এ গুলির সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যিনি ঐ সকলের প্রতীকার করিতে পারিবেন, তিনিই এক্ষণকার যোগ্য গবর্ণর জেনরল। এখন লার্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেষ্টিংস, লার্ড ডেলহাউসিপ্রভৃতির সদৃশ লোকে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। তবে আমাদিগের এক সন্দেহ আছে, পাছে তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে গিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের বিরোধী স্বার্থের অনুষ্ঠান করিয়া ইউরোপীয়দিগের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হন। যাবতীয় বিষয় ষ্টেটসেক্রেটারির গোচর করিয়া করিতে হইবে, এ নিয়ম থাকিলে যেমন কিঞ্চিৎ কার্য্যক্ষতি হয় বটে; কিন্তু মহান অনর্থ সম্পাদিত হয় না।

—:০:—

গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্ট।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক্সচেঞ্জগেজেট ও সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যের নিমিত্ত কণ্ট্রাক্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়া থাকে। পবলিকওয়ার্ক ও কমিসরিএট বিভাগে অধিকতর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। লোকে ভাবেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দর দেন ও উত্তমরূপে কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন, তিনিই কণ্ট্রাক্ট প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহার তুল্য ভ্রম আর নাই। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় সত্য; অনেকে আবেদন করেন তাহাও সত্য, কিন্তু প্রত্যেক বিভাগে কয়েক জন করিয়া কণ্ট্রাক্টদার আছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ কণ্ট্রাক্ট পান না। কমিসরিএট বিভাগে আলু অথবা অন্য দ্রব্যের কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হইবে, যখন এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বতন কণ্ট্রাক্টদার সহস্র সহস্র টাকায় সেই সেই দ্রব্য ক্রয় করেন। তাহার অর্থ কি? তাঁহারা জানেন,—ফলতঃ তাহাই হয়,—বিজ্ঞাপন হউক, আর সহস্র লোকে আবেদন করুন, তাঁহাদিগের কণ্ট্রাক্ট কিছুতেই হাতছাড়া হইবে না। যাঁহারা গূঢ় বৃত্তান্ত জানেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। গবর্ণমেণ্ট অল্প মূল্যে উত্তম দ্রব্য পাইবেন কি না, এই অভিপ্রায়ে বিজ্ঞাপন হয় না। বিভাগীয় মহামতিগণকে যিনি পূজা করিতে পারেন, তিনিই কণ্ট্রাক্ট পান। নিয়মিত কণ্ট্রাক্টদারেরা কোন্ দেবতার কিরূপ পূজা করিতে হয়, তাহা জানেন। তাঁহাদিগের কৃত কোন কাজই দূষিত চক্ষে দৃষ্ট হয় না। সর্ব্বসাধারণে সচরাচর দেখিতে পান, এক জন রাস্তার কণ্ট্রাক্ট লইয়া প্রতিবৎসর দেশের ঝামা ইট দেন এবং সম্পূর্ণ সংস্কার না করিয়া স্থানে স্থানে খনন করিয়া কেবল দুই চারি ঝুড়ি খোয়া ফেলিয়া দেন; কিন্তু ইঞ্জিনিয়রগণ প্রতি বৎসর কণ্ট্রাক্টদারের কার্য্যের প্রশংসা করিয়া রিপোর্ট করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতেই সন্তুষ্ট হন। সরকারী টাকা যায়; রাস্তা ঘাট জঘন্য হয়; দ্রব্যাদির ত কথাই নাই। কেবল এক দল চোরের উদর পূর্ণ হয় মাত্র। সে দিবস কণ্ট্রাক্ট দিবার কয়েক ঘটিকামাত্র পূর্ব্বে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। বাহিরের কণ্ট্রাক্টদারকে দিবার যথার্থ ইচ্ছা থাকিলে কি এ প্রকার হইত?

এই অনিষ্ট নিবারণ করা উচিত। কণ্ট্রাক্টের কাজ যে ভাল হয় না, তাহা সকলে স্বীকার করেন, অথচ কণ্ট্রাক্ট না দিয়া কোন কাজ করান হয় না। এক্ষণকার কণ্ট্রাক্ট প্রণালীকে লুঠের অপর নাম বলিলে হয়। ইঞ্জিনিয়রদিগের কেরাণীরা পর্য্যন্ত বড় মানুষ হইতেছেন। কণ্ট্রাক্টদারকে প্রথমতঃ বিভাগের প্রধানের পূজা করিতে হয়, তৎপরে খাতাঞ্চির, তৎপরে কেরাণীদিগের। এইরূপে শতকরা প্রায় ৪০ টাকা উৎকোচদানে উৎসৃষ্ট হয়। কণ্ট্রাক্টরের নিজের লাভ সর্ব্বাগ্রে চাই। ইহাতে কাজ ভাল হইবার সম্ভাবনা কি? স্থানীয় প্রধান ব্যক্তি যখন টাকা লইয়াছেন, তখন তাঁহার কাজের নিন্দা করা সাধ্যায়ত্ত নয়। গবর্ণমেণ্ট ভাবেন, ইউরোপীয় হইলেই ভদ্র ও সচ্চরিত্র হন; কিন্তু কার্য্যে অনেকের ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়রদলের অধিকাংশের উপরে লোকের অণুমাত্র বিশ্বাস নাই। এইসকল ব্যক্তি স্বদেশীয়দিগের প্রসিদ্ধ সাধুতাকবচে আবৃত হইয়া আপনারা যাবতীয় অকার্য্য করিতেছেন। এ দেশে ইউরোপীয়ের দণ্ড নাই; সুতরাং সকলেই নির্ভয়ে স্বকার্য্যসাধন করিতেছেন। পবলিকওয়ার্ক ও কমিসরিএটের এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণের প্রায় শতকরা ৯৫ জন যে চোর, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহাঁরা প্রধানদিগের অনুসরণ করেন

মাত্র। চুরি না করিলেও চলে না। আমরা অনেক ওভরসিয়রের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, যথার্থ হিসাব দিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। অতএব হয় ২ টাকার স্থানে ৫ টাকা করিয়া চুরির অংশ লও, নচেৎ দূর হও, এই রীতি দাঁড়াইয়াছে; কয়েক জন ভদ্র কর্ম্মচারী ইহা করিতে না পারিয়া পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

যাঁহারা কণ্ট্রাক্টরদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন তাঁহারা নিজেই এখন মন্দ তখন যথার্থ কাজ হইবার সঙ্গে সম্পর্ক কি? চারি দিগে চুরি, চারি দিগে লুঠ। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট কাগজে "ভাল" দেখিলেই ভাল জ্ঞান করেন। প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মচারীরা ফ্রিমেসনদিগের ন্যায় পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া আত্মোদর পূরণ করিতেছেন। ইহার নিবারণের কি কোন উপায় নাই?

— ১০১ —

ক্রিয়ানুষ্ঠানের আতিশয্য।

আমরা গত বারে প্রতিপন্ন করিয়াছি, জন্মসংস্কার উপনয়নাদি কতগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত ও সেবিত হইয়া থাকে; তাহাতেই জগতে এত মতভেদ হইয়াছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি পরিত্যক্ত হইয়া একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হইলে এক বিনা দ্বিতীয় ধর্ম্ম জগতে প্রবর্ত্তিত হইত না। আমরা সকলকেই এক ধর্ম্মাবলম্বী দেখিতে পাইতাম। ক্রিয়ানুষ্ঠানভেদে মতভেদ হওয়াতে কেবল যে এক ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত অপর ধর্ম্মাবলম্বীর অকপট সৌহার্দ্দ ও সমসুখদুঃখতা জন্মিতেছে না, এইমাত্র নয়, আরো একটি মহৎ অনর্থ ঘটিতেছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তি প্রবলা হওয়াতে ধর্ম্মনীতি একান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। জগতে অধিকাংশ লোক অদূরদর্শী। তাঁহারা মনে করেন, স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কতগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিলেই ধর্ম্মরক্ষা করা হইল; তাহার পর মিথ্যা প্রবঞ্চনা পরদারগমনাদি যা কর কিছুতেই ক্ষতি নাই। তাঁহারা ধর্ম্মনীতিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন না। এই নিমিত্ত জগতে মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির এত প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহাতে দৃঢ় ভক্তিমান্ হইলে বস্তুতে এইরূপ অনাদর হইয়া থাকে। এই কারণেই যে ধর্ম্মে অধিকসংখ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি আছে, সেই খানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনাদির সমধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীর নিকটে ধর্ম্মনীতিঘটিত উপদেশবাক্যগুলি একান্ত অনাদরোপহত হইয়া রহিয়াছে। যে উদার উপদেশ প্রদান করিয়া খৃষ্ট দেবত্বলাভ করিয়া গিয়াছেন, যে উপদেশগুণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা আপনাদিগকে এত গৌরবান্বিত জ্ঞান করেন, হিন্দুধর্ম্মে তৎসদৃশ অনেক মহার্ঘ উপদেশ আছে; কিন্তু হিন্দুদিগের ক্রিয়ানুষ্ঠানবাহুল্য এবং দীর্ঘকালীন পরাধীনতা ও মূর্খতার প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন সেগুলি একান্ত অনাদৃত হইয়া আছে। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ তাহার কয়েকটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ন পাপং প্রতি পাপঃ স্যাৎ
সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো
যঃ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি। ১।

অনিষ্টকারীর প্রতি অনিষ্টকারী হইবে না, নিয়ত কাল সাধুভাবাপন্ন থাকিবে। যে পাপাত্মা অন্যের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করে, সে আপনিই হত হয়।

"তে সাধবঃ সুজন্মান-
স্তৈরিয়ং ভূষিতা চ ভূঃ।
অপকারিষু ভূতেষু
যে ভবন্ত্যুপকারিণঃ। ২।

যেসকল ব্যক্তি অপকারকারী প্রাণির উপকার করে, তাহারাই সুজন্মা সাধু, তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পৃথিবী ভূষিতা হইয়াছেন।

উপকারিষু যঃ সাধুঃ
সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ
স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে।

যে ব্যক্তি উপকারকারী ব্যক্তির প্রতি সাধুভাবাপন্ন হন, তাঁহার গুণ কি? যে ব্যক্তি অপকারকারী ব্যক্তিতে সাধুভাবাপন্ন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

দুঃখিতেভ্যোহপি ভূতেভ্যো-
মৃত্যুরোগজরাদিভিঃ
ভূয়ঃ যো দুঃখমপর
মঘৃণো দাতুমর্হতি।

প্রাণিসকল মৃত্যু রোগ ও জরাদিহেতুক স্বভাবতই দুঃখগ্রস্ত হইয়া আছে, নিষ্ঠুর হইয়া তাহাদিগকে অন্য দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু
সন্তোষঃ সত্যমার্জ্জবং।
সর্ব্বেন্দ্রিয়জয়ঃ ক্ষান্তি-
স্তপশ্চ স্বর্গসাধনং।

কোন প্রাণির অনিষ্টচেষ্টা না করা, সদা সন্তোষ, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয়, ক্ষমা এগুলি স্বর্গসাধন।

দ্বিষামপি হি যে দোষান্
ন বদন্তি কদাচন।
কীর্ত্তয়ন্তি গুণাংশ্চৈব
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।

যেসকল ব্যক্তি শত্রুরও দোষ বলেন না, গুণই কেবল কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

যে পরেষাং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা
ন তপন্তি বিমৎসরাঃ।

প্রহৃষ্টাশ্চাভিনন্দন্তি
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।

যেসকল ব্যক্তি পরের সম্পত্তি দর্শন করিয়া তাপিত না হন, প্রত্যুত মৎসর-শূন্য ও আনন্দিত হইয়া তাহাতে অভিনন্দন করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

আক্রোশস্তং স্তবন্তঞ্চ
তুল্যং পশ্যন্তি যে নরাঃ।
শান্তাত্মানো জিতাত্মান
স্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।

যেসকল মনুষ্য স্তবকারী ও নিন্দাকারী উভয়কেই তুল্যরূপে দর্শন করেন, সেই শান্তাত্মা ও জিতাত্মা মানবগণ স্বর্গগামী হন।

পরৈঃ পরিগৃহীতং যৎ
তৃণমপ্যটবীগতং।
মনসাপি ন হিংসন্তি
তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।

যেসকল ব্যক্তি পরপরিগৃহীত অরণ্যস্থ তৃণেরও মনে মনে হিংসা করেন না, তাঁহারা স্বর্গগামী হন।

কর্ম্মণা মনসা বাচা
নোপতাপয়তে পরং।
সর্ব্বথা শুদ্ধভাবো যঃ
স যাতি ত্রিদিবং নরঃ।

যে ব্যক্তি কার্য বাক্য ও মনে অন্যকে তাপিত না করেন এবং সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধভাবাপন্ন হন তিনি স্বর্গে গমন করেন।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা ধর্ম্মবোধে অনিষ্টফলক ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত না হইয়া যদি উপরিলিখিত উপদেশগুলির অনুরূপ কার্য্যের আচরণে যত্নবান্ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতেন, সংসার স্বর্গসম সুখময় স্থান হইত সন্দেহ নাই। যে যে ধর্ম্মাবলম্বীর যে ঈশ্বর প্রতিমাপূজা দেখিতে পারেন না, সেই ঈশ্বর সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীর বিফল ক্রিয়ানুষ্ঠানে যে কিরূপে অনুমোদন করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

মফস্বলে ফৌজদারী আদালত
থাকিয়া লাভ কি?

মফস্বল ফৌজদারী আদালতের সচরাচর যেরূপ বিচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমরা অলাভ বিনা কিছুমাত্র লাভ দেখিতে পাই না। ঐসকল আদালতে প্রায় সদ্বিচার হয় না, অথচ ঐ আদালতগুলি থাকাতে গবর্নমেন্ট ও প্রজা উভয়েরই বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। গবর্ণমেন্টের ক্ষতি এই, মাজিষ্ট্রেট, আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট, জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের বেতন ও ইহাঁদিগের প্রত্যেকের আমলার বেতন ও অন্য ব্যয়ে গবর্ণমেন্টের অল্প অর্থ ভস্মীভূত হইতেছে না। প্রজার অনিষ্ট এই, তাঁহারা অন্যকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া ন্যায়ার্থ আদালতে যান, কিন্তু সেখানে ন্যায় হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের কেবল অর্থ ও সময় নষ্ট ও যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়। একটী অতি সামান্য মারপিটের মকদ্দমায় কেহ ন্যূনকল্পে ৫০ টাকা ব্যয় না করিয়া পার পান না। শেষে অপ্রতিভ হইয়া আসিয়া বিপক্ষের নিকটে লজ্জিত ও ধিক্কৃত হন।

ফৌজদারী মকদ্দমার ন্যায্য বিচার হইবার অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথম, ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার সাক্ষির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু যে সাক্ষীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া মীমাংসা করিলে ন্যায্য বিনা অন্যায্য হইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ সত্যবাদী ভদ্র সাক্ষী সহজে ফৌজদারী আদালতে যান না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া জীবিকা অর্জ্জন যাহাদিগের ব্যবসায়, ঐসকল আদালত সেই সকল সাক্ষীতেই পরিপূরিত। অর্থী বা প্রত্যর্থী কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলেই তাহাদিগকে অনায়াসে আদালতে লইয়া যাইতে পারেন। তাদৃশ সাক্ষিবাক্যে নির্ভর করিলে যত ন্যায্য বিচার হয়, তদনুমান কষ্টসাধ্য হইতেছে না। আমরা একটী উদাহরণ দিতেছি, এতদ্দ্বারা আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত, ডিত্থ, ডবিত্থ প্রভৃতি ৪।৫ জন মৈত্রেয়ের (১) বাটীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রহার করিল। উহারা যখন প্রহার করে, তৎকালে সেখানে কেহই ছিল না। মৈত্রেয় প্রহার বেদনায় চীৎকার করিয়া উঠিলে পর অন্য অন্য লোক আর্ত্তনাদশ্রবণে তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা যখন মৈত্রেয়ের বাটীর মধ্যে যায়, তখন দেখিল, দেবদত্তপ্রভৃতি প্রহার করিয়া নিবৃত্ত হইতেছে। পশ্চাৎ মৈত্রেয় আদালতে অভিযোগ করিল এবং যে সকল ব্যক্তি দেবদত্তাদিকে তাহার বাটীর মধ্যে দেখিয়াছিল, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিল। সাক্ষীরা আদালতে গিয়া যাথার্থ কথা বলিল। পক্ষান্তরে প্রতিবাদী দেবদত্তাদি কতকগুলি সাক্ষী সাজাইয়া নিয়া এই প্রমাণ করিল যে তাহারা মৈত্রেয়ের বাটীতে যায় নাই এবং তাহাকে প্রহার করে নাই। বিচারপতি তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া মৈত্রেয়ের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাতে কেবল যে অবিচাররূপ অনিষ্ট হইল এরূপ নয়, দেবদত্তাদির কুক্রিয়ায় প্রশ্রয়ও দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়, কোন সাক্ষী সত্য কহিতেছে, আর কোন সাক্ষী মিথ্যা কহিতেছে, সকল বিচারপতি সে সূক্ষ্ম ভেদ বুঝিতে পারেন না, বুঝিতে পারিলেও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা

(১) নামগুলি কল্পিত ... [illegible] নয়।

পান না। অধিকাংশ বিচারপতিই আইনের বিরুদ্ধ না হয় এইরূপে কাজ করিয়া থান। যে সকল সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ব্যবসায়, তাহারা অভ্রান্তরূপে সাক্ষ্য দেয়, কোন অংশে স্খলন হয় না। আর যাহাদিগের সে অভ্যাস নয়, কখন আদালতে যায় না, ভয়প্রমাদাদিনিবন্ধন তাহাদিগের বাক্যের অনেক ব্যতিক্রম ঘটে। যাঁহারা অলস স্বভাব অসূক্ষ্মদর্শী বিচারপতি, তাঁহারা শিক্ষিত মিথ্যাবাদী সাক্ষীদিগের বাক্য সত্য ও সত্যবাদী অশিক্ষিত সাক্ষীর বাক্য মিথ্যা জ্ঞান করিয়া থাকেন; সুতরাং যথার্থ বিচার হয় না।

তৃতীয়, আইনের ভয় বিচারপতিরা তত্ত্বোদ্ভেদে সমর্থ হইলেও আইনলঙ্ঘনের ভয়ে অনেক সময়ে ন্যায্য বিচার করিতে পারেন না। বোধ কর, যাহার ন্যায্য পক্ষ, তাহার সাক্ষিগণের পরস্পরের বাক্যে আংশিক বিরোধ ঘটিল; কিন্তু যাহার পক্ষ মিথ্যা, তাহার সাক্ষিবাক্যের অনৈক্য হইল না বিচারপতি তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু পাছে আইনলঙ্ঘনদোষে তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত হয়, এই শঙ্কায় যথার্থ বিচার করিতে শক্ত হইলেন না।

চতুর্থ, পূর্ব্বে পুলিস মাজিষ্ট্রেটদিগের অধীনে ছিল; দস্যু তস্করাদি ধরিবার ও তাহার বিচার করিবার ভার তাঁহাদিগের উপরেই ছিল; সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে দায়ী ছিলেন। পুলিস স্বতন্ত্র হওয়াতে এখন আর তাঁহারা দায়ী নন। ইহাও বিচারকার্য্যে শৈথিল্য ও সদ্বিচারব্যাঘাত জন্মিবার একটি কারণ হইয়াছে।

যে কারণে হউক, যখন সদ্বিচার ব্যাঘাত জন্মিতেছে, ফৌজদারী আদালত ধর্ম্মাধিকরণের বিড়ম্বনাস্বরূপ হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যয় ও প্রজার অর্থনাশ, সময়নাশ ও কষ্ট হইতেছে, অথচ উহার অনুরূপ ফললাভ হইতেছে না, তখন ফৌজদারী আদালতের লোপ করাই বিধেয় হইতেছে। আদালত লোপের কথা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। অনেকে ভাবিবেন আমরা অরাজক কাণ্ড প্রস্তুত হইবার পরামর্শ দিতেছি। যাহার যে ইচ্ছা সে তাই করিবে, প্রবলেরা দুর্ব্বলকে পীড়ন করিবে, দস্যু তস্করেরা দিবাভাগেই অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিবে, লম্পটেরা পরস্ত্রীর সতীত্ব নাশ করিবে, ইহার বিচার ও প্রতীকার হইবে না। পুলিসের উৎকর্ষসাধন করিয়া উহার উপরে প্রতীকারভার সমর্পণ করিলেই এ শঙ্কা দূর হইবে। এখন চৌর্য্যাদি ঘটনা হইলে পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করেন, মাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহার বিচার হয়। পুলিসের হস্তে অনুসন্ধান ও বিচার উভয়ভার সমর্পিত হইলে কেবল যে কার্য্যলাঘব হইবে এরূপ নয়, একজন দায়ী হইলে কার্য্যও সুন্দররূপ সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। তবে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ও বিধান করিতে হইবে। ফৌজদারী সংক্রান্ত যে কোন ঘটনা হউক, পুলিসকে ঘটনাস্থলে গিয়া তাহার অনুসন্ধানকালে প্রতিবেশী সচ্চরিত্র লোকদিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এস্থলে এরূপ একটী আইন করিতে হইবে যে, পুলিসকর্ম্মচারী যথার্থবাদী ও সচ্চরিত্র জানিয়া যাঁহাকে আহ্বান করিবেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইতে হইবে। যিনি সে বিষয়ে উপেক্ষা করিবেন, তাঁহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এরূপ হইলে প্রকৃত বৃত্তান্ত নিঃসন্দেহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এইরূপ অনুসন্ধানের পর তিনি যে রিপোর্ট করিবেন, তদনুসারে কাজ হইবে। যদি কেহ তাহাতে বিপ্রতিপত্তি করেন, উপরিপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীর নিকটে তাহার আপীল হইবে। এপ্রকারে কাজ হইলে কেবল যে মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইয়া ন্যায্য বিচার হইবে এরূপ নয়, গবর্ণমেণ্টের ব্যয়লাঘব ও অর্থী প্রত্যর্থীরও বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠিবে। তবে পুলিস কর্ম্মচারীগুলির সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে পুলিস কর্ম্মচারীরা নির্ভয়ে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া যেমন কার্য্য ধ্বংস করিতেন, এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন কালের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন পুলিস কর্ম্মচারীরা উৎকোচগ্রহণ করিলে গ্রামের লোকেরা প্রায় মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন না। এ উপায় অবলম্বিত হইলে কেবল যে পুলিসের সংশোধন হইবে এরূপ নয়, এক্ষণে মাজিষ্ট্রেটেরা মিথ্যাসাক্ষিবাক্যে নির্ভর করিয়া অন্ধবৎ বিচার করিয়া যে অযথা বিচার করিতেছেন, তাহার নিবারণ, কার্য্যলাঘব ও ব্যয়লাঘবপ্রভৃতি অনেকগুলি বিশেষ লাভ হইবে।

—:০:—

বহরমপুর।

সমধিক প্রয়োজনীয় বোধে এ পত্রখানি এই স্থানেই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

"ঘাট অঘাট হয় অঘাট ঘাট হয়" এই একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে। কয়েক বৎসর হুগলি, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বাঙ্গালার অত্যুৎকৃষ্ট স্থানসকল যখন সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন হইয়া যায় তখন চিরপ্রসিদ্ধ অস্বাস্থ্যকর মুরশীদাবাদে পীড়ার প্রাদুর্ভাব কিছুই ছিল না বলিতে হইবে, সুতরাং ইহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ বাক্য সর্ব্বদাই আমাদের মনে হইত, কিন্তু এবৎসর এস্থান সেই প্রাচীন কালের মুরশিদাবাদ হইয়া উঠিয়াছে। গত পূজার পূর্ব্বে অত্রত্য নিবাসী ও প্রবাসীদিগের মধ্যে

এমন লোক অতি অল্পই ছিল যাহাদের জ্বর হয় নাই। জ্বরাক্রান্তদিগের মধ্যে যাহাদের

লোক চিকিৎসার অভাবে যে কত মারা পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। বহরমপুরের কান্টনমেন্টটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু ঐ সময়ে ইউরোপীয় হাঁস পাতালে রোগী রাখিবার স্থান ছিল না। কয়েক জন সৈনিক মারাও পড়িয়াছিল (ইউরোপীয় বিশেষতঃ সৈনিকদিগের পীড়া হইলে গবর্ণমেন্টের যেরূপ যত্নাদি হইয়াথাকে তাহা হইতে ত্রুটি হয় নাই। এক জন স্বাস্থ্যানুসন্ধায়ী হেলথ অফিসর আগমন করিলেন শুনা গেল তিনি এখানকার বিল খাল প্রভৃতি মাপিয়া গেলেন। ঐ গুলি পূর্ণ করিয়া প্রকৃত পয়ঃপ্রণালী করিবারও নাকি প্রস্তাব হইল (এ প্রস্তাব অনেক দিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্তু কাজে যে কি দাঁড়াইল তাহার কিছুই আমরা বুঝিতে পারিলাম না)। ঐ জ্বরের প্রাদুর্ভাব কিছু কমিতে না কমিতেই আর এক রোগ ভয়ঙ্কর রোগ ওলাউঠা দেখা দিয়াছে। ইহার প্রভাবে খাগড়া বহরমপুর কাশাই গোরা বাজার প্রভৃতি স্থানসকলে একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এখানকার প্রবাসী নিবাসী নহি সুতরাং আমাদের পরিচিত প্রবাসীদিগের মধ্যেই যাহার পীড়া হইতেছে আমরা তাহারই সংবাদ পাই; নিবাসীদিগের সংবাদ অধিক পাই না। যখন আমাদের প্রবাসীদিগের মধ্যেই এত পীড়া ও এত প্রাণ হানি হইতেছে তখন নিবাসীদিগের ইহাদের অধিকাংশই সামান্যাবস্থ যে কিরূপ কাণ্ড হইতেছে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। এই পীড়ার উপস্থিতিতে বহরমপুর ট্রেনিং স্কুল অদ্য ৪ ঠা অগ্রহায়ণ হইতে তিন সপ্তাহের জন্য বন্ধ হইয়াছে। বহরমপুর কালেজের ছাত্র সকল (যাহাদের অধিকাংশই বিদেশস্থ) অভিভাবকদিগের কর্ত্তৃক নিজ নিজ দেশে প্রেরিত হইয়াছে; কালেজে ছাত্র নাই বলিলেই হয়। কেবল যাহারা আগামি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইতেছে তাহারা এবং গবর্ণমেন্টের বেতন

ভুক্ত শিক্ষকেরাই পলাইতে পারেন নাই। এখানকার বারিকে পাঁচ কোম্পানি ইউরো-

তেছে। দেশীয় সৈন্যেরা স্থানান্তরে প্রেরিত হয় কি না তাহা এখন স্থির বলা যায় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ইউরোপীয়দিগের পীড়া হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সাবধান হইয়াছেন; কিন্তু দেশীয়দিগের এই পীড়া তাঁহাদের কর্ণগোচর হইয়াছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। অতএব আমাদের এই পত্র লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর হয় এবং অতি সত্বরে ইহার কোন প্রতীকার চেষ্টা করা হয়। আমাদের বিবেচনায় গঙ্গার জল এবারে বড় দূষিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরে ফাল্গুনে যেরূপ জল কমিয়া যাইত এবার ইতি মধ্যেই সেইরূপ কমিয়াছে, তাহাতেই আবার সর্ব্বদাই শব প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। অতএব আমাদের বিবেচনায় গঙ্গার মোহানা করিয়া জলস্রোত কিছু প্রবল করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শবক্ষেপ এক বারে নিবিদ্ধ হয় এবং চেরিটেবেল ডিস্পেন্সারিস ফণ্ড আর দুই জন নেটিব ডাক্তর কিয়ৎ দিনের জন্য নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়; তাঁহারা গমনাগমনাসমর্থ লোকদিগের বাসাতে গিয়া ঔষধ প্রদান দিপূর্ব্বক চিকিৎসা করেন। আমাদের নিতান্ত প্রার্থনা এই যে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে এই তিন উপায় অবলম্বন করিয়া পরে যাহা কিছু অন্য উপায় থাকে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করেন।

দেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

এ দেশের কৃষকদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উপরিলিখিত শ্লোকটীর অর্থ অনুগত হয় না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই প্রতীয়মান হইবে, চারিপ্রকার ব্যবসায়ীর মধ্যে কৃষিজীবীরাই অধিকতর দুর্দ্দশাপন্ন। এখানকার কৃষকদিগের যেরূপ দুরবস্থা, বোধ করি এরূপ আর কুত্রাপি নাই।

ইহারা প্রকৃত দীন হীন। অন্নবস্ত্রে সচ্ছল এরূপ কৃষক এ দেশে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়।

কৃষকেরই কুটীরসদৃশ এক বা দুইখানি ঘর। দুঃখের কথা কি বলিব সকলকার সকল ঘরের চালে খড়ও নাই। অনেক কৃষকই অর্দ্ধাশন বা অনশনে দিনাতিপাত করিয়া থাকে। অনেকের একটিভিন্ন দ্বিতীয় পরিধানবস্ত্র নাই। অধিক কি, অনেকের ভোজনপাত্র ও জলপাত্র পর্য্যন্তও নাই। শাস্ত্রকারেরা বলেন যাহারা পরিশ্রমী, তাহারা কখন কষ্ট পায় না; কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা দর্শন করিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য রক্ষা হয় না। কৃষকেরা অতিশয় শ্রমপরায়ণ ক্লেশসহনশীল ও নিরীহ; কিন্তু উহাদেরই অধিকতর দুর্দ্দশা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকেই ইহাদের পরিশ্রম দেখিয়া থাকিবেন। উহারা গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া এবং বর্ষকালের মুষলধার বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের কষ্ট দেখিলে বোধ করি পাষাণও দ্রবীভূত হয়। যদি কেহ কৃষকদিগের দুরবস্থার কারণজিজ্ঞাসু হন, তাহার উত্তর এই, দৈব বিড়ম্বনা এবং জমীদার ও মহাজনের অত্যাচারই ইহার কারণ। ইহার প্রত্যেকের বিবরণ নিম্নে বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

প্রথম। দৈববিড়ম্বনা। এখানকার কৃষিকার্য্য দৈবের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। দৈব অনুকূল হন, তাহা হইলেই শস্য প্রাপ্তির কিছু আশা থাকে, প্রতিকূল হইলে একবারে হতাশ হইতে হয়। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিপ্রভৃতি দৈব বাধাতবশতঃ প্রায় প্রতিবৎসরই শস্যের হানি হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন কৃষকেরাও বিপদগ্রস্ত হয়। অন্যান্য সুসভ্য দেশে কৃষিকার্য্যের যেরূপ সুশৃঙ্খলা আছে, এখানে যদি সেইরূপ সুশৃঙ্খলায় কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। এ দেশের ভূমির যেরূপ উর্ব্বরতাশক্তি, উহাতে যে শস্যের ব্যাঘাত হয়, বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

দ্বিতীয়। জমীদার। এখানকার জমীদারেরা যে কিরূপ দয়াশীল ও প্রজাবৎসল তাহার বর্ণনার অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই। পাঠকগণ একবার এ দেশের কৃষকদিগের

বেন। কৃষকদিগকে পীড়ন ও তাহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবার জন্যই বোধ করি জমীদারেরা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা একপ্রকার রক্তশোষক। কৃষকেরা পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, জমীদারদিগের উদর পূর্ণ করিতেই প্রায় সমস্ত নিঃশেষিত হয়। প্রথমতঃ বাৎসরিক কর আছে। তৎপরে পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ পুত্র কন্যাদির পরিণয়াদির উপলক্ষ কি বা অন্য কোন বাব করিয়া প্রায় প্রতিবৎসর নিরীহ কৃষকদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে জমীদারীতে গমন করা আছে। কৃষকদিগের নিকট হইতে নজরস্বরূপ কিছু লওয়া হয়। জমীদারীর মধ্যে বাঁধবন্ধন বা অন্য কোন কার্য্য করিলে কৃষকদিগের নিকট হইতে ব্যয়ের অতিরিক্ত আদায় করিয়া লন। বাবুদের পারিষদবর্গের বা অন্য কোন আত্মীয় অথবা অনুগত ব্যক্তি কোনপ্রকার দায়ে বা শুভকর্ম্ম উপস্থিত হইলে কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও জমীদারীতে বরাত দেন। গোমস্তা কৃষকদিগকে পীড়ন করিয়া আদায় করে। দিকে এ ভাবে যথাসর্ব্বস্ব লইতেছেন; কিন্তু প্রজারা যদি এক বৎসর খাজনা দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অমনি তাহার সুদ ধরিয়া বসেন। জমীদারের সুদের রীতি এক প্রকার নহে; জমীদারের ইচ্ছার উপর নির্ভর। কেহ কেহ বৎসরে টাকায় চারি আনা কেহ বা সাত আনাপর্য্যন্ত লইয়া থাকেন। প্রজারা যদি খাজনা দিতে বিলম্ব করে, তাহা হইলে দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। কাছারিতে ধরিয়া আনান হয়। অনাহারে রৌদ্রে বসাইয়া বন্ধন ও প্রহার করেন। তাতেও যদি আদায় না হয় পরে পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া দেন। পেয়াদারা উহাদিগের নিকট হইতে কেহ চারি আনা কেহ বা আট আনা করিয়া লইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাকী খাজনা ও নিরিখপ্রভৃতির নালিশ আছে। প্রায় দুই তিন বৎসর অন্তর জমীর করবৃদ্ধি করা হয়। কৃষকেরা যদি দিতে অসম্মত হয় অমনি নিরিখের নালিস রুজু করিয়া বসেন। এই করবৃদ্ধির উপলক্ষে জমীদার ও কৃষকে প্রায় দাঙ্গা হেঙ্গাম হইয়া থাকে উভয় পক্ষের দুই একটা হত আহত হইতেও দেখা যায়। এইরূপ বিবিধ অত্যাচারে কৃষকেরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। অনেকে দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করে। এই ত জমীদারের অত্যাচার, এতদ্ভিন্ন উহাঁদিগের আমলাবর্গের অত্যাচার আছে। ইহারাও হিসাবআনা, পার্ব্বণীপ্রভৃতি বাব করিয়া বৎসরের মধ্যে তিন চারি বার কৃষকদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া থাকে। কৃষকেরা যদি দিতে অক্ষম বা অসম্মত হয়, তাহা হইলে খাজনার টাকা হইতে কর্ত্তন করিয়া লয়।

তৃতীয়। মহাজন। কৃষকদিগের কাহারই প্রায় মূলধন নাই। তাহারা প্রতিবৎসর মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া খাজনা ও আবাদপ্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরে শস্য বিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। মহাজনদিগের নিকট ধান্যও কর্জ্জ পাওয়া যায় ইহাকে বাড়ী বলে। বাড়ীর নিয়ম এই, কৃষকদিগের ঘরের ধান্য ফুরাইলে মহাজনদিগের নিকট হইতে ধান্য লইয়া থাকে। পরে নূতন ধান্য হইলে প্রত্যর্পণ করে মহাজনেরা সুদস্বরূপ কেহ শলী প্রতি পাঁচ কেহ বা আট পালি করিয়া ধান্য লন। কৃষকেরা ধান্য দিতে অক্ষম হইলে বাজার দরে ধান্যের মূল্য স্থির করিয়া যত টাকা ধার্য্য হয়, সেই টাকার খত লিখিয়া লন। টাকা কর্জ্জ লইবার বিবিধ রীতি আছে। খত লিখিয়া লওয়া হয়, স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য বা জমী বন্ধক রাখা হয় এবং কিস্তী ও চোটা দেওয়া হয়। খতের এই, ইহার সুদের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। মহাজনেরা ইচ্ছামত সুদ লইয়া থাকেন। সাধারণতঃ খাতার এক দফা বা দুই পয়সার হিসাবে লেখা থাকে, কিন্তু মৌখিক একটী বন্দোবস্ত থাকে। সেই বন্দোবস্তের অনুসারে কেহ প্রতিমাসে টাকায় তিন কেহ বা চারি পয়সাপর্য্যন্ত সুদ লইয়া থাকেন।

চোটার নিয়মটী বড় সহজ নয়। মহাজনের যত ইচ্ছা ততই সুদ লইয়া থাকেন। কেহ মাসে টাকায় এক, কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চারি আনা, কেহ বা আরও অধিক সুদ গ্রহণ করেন।

কিস্তী। ইহার নিয়ম কিছু অধিকতর পীড়াকারী। ইহা একপ্রকার নীলের দাদন। পুরুষানুক্রমে প্রায় শোধ যায় না। কোন ব্যক্তি যদি এক টাকা কিস্তী লয়, তাহার নামে খাতায় এক টাকা খরচ লিখিয়া এক মাসের অগ্রিম সুদ দুই আনা হিসাবআনা এক পয়সা এবং তাগিদদারের এক পয়সা মোট দশ পয়সা কর্ত্তন করিয়া লইয়া অবশিষ্ট সাড়ে তের আনা প্রদান করা হয়। যিনি যত টাকা লন এইরূপ নিয়মে প্রদান করা হইয়া থাকে। সুদসমেত উক্ত টাকা এক মাস কয়েক দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয়, কিন্তু নিরূপিত সময়মধ্যে পরিশোধ না করিলে কিস্তী খেলাপী সুদ ধরিয়া তাহার নামে কিস্তীখরচ লেখা হয়। স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্রব্য ও ভূমিবন্ধকের নিয়ম এই স্বর্ণদ্রব্যের মাসে টাকায় এক পয়সা, রৌপ্যের দেড় পয়সা, পিত্তল ও কাঁসার দুই পয়সা করিয়া সুদ দিতে হয়। ভূমিবন্ধকের ও খতের নিয়ম প্রায় এক প্রকার। কৃষকেরা একপে টাকা প্রায় কর্জ্জ লয় না। কারণ তাহাদের নিজ জমীও নাই ও স্বর্ণ রৌপ্যাদির সামগ্রীও প্রায় নাই। কৃষকেরা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, জমীদার ও মহাজনদিগের পূজাতে সমুদয় শেষ হইয়া যায়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষকেরা শস্যবিক্রয় করিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করে। কিন্তু দৈবব্যাঘাত বশতঃ যদি শস্য না জন্মে তাহা হইলে কৃষকদিগের দুরবস্থার পরিসীমা থাকে না। মহাজনেরা উহাদিগকে ধরিয়া আনাইয়া জমিদারদিগের ন্যায় পীড়ন ও প্রহার করেন। পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া

দেন। অবশেষে বলদ গরু বেচিয়া ঋণ ও সর্ব্বস্বান্ত করেন। সুবিধা এই, মহাজনেরা নালিশ বড় ভাল বাসেন না। বলে, কলে, কৌশলে টাকা আদায় করেন। কেহ কেহ কৃষকদিগের নিকট হইতে তাহার জোত জমি ক্রয় করিয়া জমীদার সংসার হইতে আপন নামে খারিজ করিয়া লইয়া উহাকে ভিটেছাড়া করেন। কৃষকেরা জমীদার ও মহাজনের নিকট ক্রীতদাসের ন্যায় থাকে। কৃষক [illegible] সাধারণের কল্যাণবর্দ্ধক ও জীবন [illegible] তাহাদের পরিশ্রম প্রসূত কৃষিজাত [illegible] ভক্ষণ ও ব্যবহার করিয়া আমরা জীবন ধারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছি। কিন্তু তাহাদের প্রতি এরূপ অত্যাচার ও তাহাদিগকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করা কি মানবোচিত কর্ম্ম ?

আমি এক জন পল্লীগ্রামনিবাসী এবং যে ব্যবসায় করি, তাহাতে আমাকে নানা স্থানে ও অনেক গৃহস্থের বাটীতে যাইতে হয়। আমি কৃষক, জমীদার ও মহাজনদিগের বাটী ও জমীদারের কাছারিতে যাইয়া থাকি। কৃষকদিগের পরিজনগণের দুর্দ্দশা ও কৃষকদিগের প্রতি জমীদার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ এবং মহাজনেরা যেরূপ অত্যাচার করেন, তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়া থাকি এই হতভাগা নিরীহ কৃষকদিগের অবস্থা কি চিরকালই একরূপ থাকিবে ? কখন কি তাহার উন্নতি হইবে না ? দয়াবান গবর্ণমেণ্ট কি ইহাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিবেন না ? গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে বিদ্যা ভূষণে ভূষিত করিবার জন্য বিশেষ উদযোগী ও যত্নশীল হইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে ; কিন্তু কৃষকদিগের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাতে যে উহারা আপন সন্তানদিগকে জ্ঞানার্জ্জন করাইতে শক্ত হয়, কোন মতেই এরূপ বিবেচনা হয় না। যাহারা অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত সদাই লালায়িত ও যাহারা জমীদার ও মহাজনের অহরহ অত্যাচারে দগ্ধ হইতেছে, তাহারা সন্তানদিগকে কিপ্রকারে শিক্ষাদান করিবে। অগ্রে তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্রে সচ্ছল করুন ; জমীদার ও মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত করুন। লার্ড কর্ণওয়ালিস জমীদারদিগকে যে স্বত্ব দিয়া গিয়াছেন, সেই স্বত্ব কৃষকদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীন করুন। এবং তাহারা যাহাতে অল্প সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পায় এমত উপায় করুন, তাহা হইলে যদি গবর্ণমেণ্টের মনোরথ কথঞ্চিৎ সফল হয়। কৃষকদিগের শিক্ষা দিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে কেবল কৃষকদিগের দুর্দ্দশা ও ক্লেশ বৃদ্ধি করা হইতেছে। কারণ জমীদার পত্তনদার, ইজেরদার ও লাখেরাজদার তোমারা আপন ঘর হইতে কখন নির্দ্ধারিত কর দিবেন না ; কৃষকদিগকে পীড়ন করিয়া আদায় করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নূতন কোন প্রকার উপায় করিবার আবশ্যকতা নাই। কৃষকদিগের মধ্যে যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল, তাহারা আপন অবস্থানুসারে নিজ নিজ সন্তানদিগকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কৃত বঙ্গ ও ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া থাকে। উহাদিগের অবস্থার উন্নতি হইলে উহারা তাহা করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

জনাই ৯ ই নবেম্বর ১৮৬৮।	}	অবদীয় নিতান্ত বশম্বদ।

বিবিধসংবাদ।

২রা অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা গত বারে টালির খালের এ[illegible] গড়িয়া হইতে যে খাল হইবার কথা লিখিয়াছিলাম, সংবাদদাতার দোষে তাহাতে আংশিক ভ্রম হইয়াছে। ঐ খালখনন আপাততঃ আরম্ভ হইতেছে না। আপাততঃ কাওরা পুকুর হইতে আরম্ভ হইবে।

আমরা অধিকাংশ স্থান হইতেই জ্বরের প্রাদুর্ভাবসংবাদ পাইতেছি। ইহা পাছে মহামারির জ্বরের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়, এই শঙ্কা আছে। স্থানে স্থানে গবর্ণমেণ্টের ঔষধালয় হইতে সাহায্য দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ের সেসিয়নে এক জন এতদ্দেশীয় উকীল এক ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করিতে আইসেন। বারিষ্টরেরা এই বলিয়া আপত্তি করেন, উকীলেরা আদিম বিভাগে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতে পারেন না ; কিন্তু বিচারপতি সর আডাম বিটল্‌স্টোন এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বারিষ্টরদিগকে সকলে টাকা দিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় উকীলদিগের দ্বারা অধিক কাজ হইবারও সম্ভাবনা আছে। কলিকাতার প্রধানতম বিচারালয়েরও এই উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর্ত্তব্য।

মান্দ্রাজের উপকূলে অদ্যাপি প্রবল বাত্যা হইতেছে। ফরাশী মেইল জাহাজ আরোহীদিগকে নামাইতে ও নূতন আরোহী ও ডাক লইতে অসমর্থ হইয়া পণ্ডিচারিতে গমন করিয়াছে।

আবদুল্লানামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭ অব্দে দিল্লীতে কাপ্তেন ডগলাসকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ধৃত হইয়াছেন, তাঁহাকে সেসিয়নে অর্পণ করা হইয়াছে।

মফস্বলাইট শ্রবণ করিয়াছেন, লাহোর অবধি পেসোয়ার পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইবে, তাহার ভূমিপরিমাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। লাহোর অবধি রাওল পিণ্ডিপর্য্যন্ত শীঘ্র রেলওয়ে আরম্ভ হইবে।

পঞ্জাবের খোকাদলের হ্রাস হইতেছে। রামসিংহের এক্ষণে কয়েক শতমাত্র শিষ্য আছে। তাঁহার কন্যার দুশ্চরিত্রতানিবন্ধন তাঁহার উপরে লোকের অভক্তি জন্মিয়াছে।

বারিষ্টরদিগের দ্বারা মকদ্দমা করান কত সহজ বিষয় তাহার এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। গত শনিবার টার্নারনামক এক জন ইউরোপীয় দেউলিয়া আদালতে এই বলিয়া আবেদন করেন যে তিনি পূর্ব্বে সালিকার লবণের গোলায় এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে কোন অপরাধে ফৌজদারি সেসিয়নে অর্পণ করা হয়। ইহাতে তিনি রক্ষা পান ; কিন্তু এত টাকা বারিষ্টরদিগকে দিতে হইয়াছে যে দেউলিয়া আইনের আশ্রয় না লইলে তিনি আর নিষ্কৃতি পান না। তথাপি সর বার্ণেস পীকক প্রধানতম বিচারালয়ের উকীলদিগকে আদিম বিভাগে উপস্থিত হইতে দিতে চান না।

পঞ্জাবের শস্য এক কালে নষ্ট হইল। পেসোয়ার ভিন্ন আর সমুদায় স্থানের শস্য জ্বলিয়া গিয়াছে। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রবিশস্যের বীজও বপন করা হইল না। মাড়োয়ার, বিকানীর ও রাজপুতনা হইতে দিল্লী অঞ্চলে বিস্তর লোক আসিতেছে। শস্য অগ্নিমূল্য ; গম গড়ে ১২ সের বিক্রীত হইতেছে।

লেপ্টনান্ট আর, টি, বার্চনামক মিরাটের

এক জন আফিসর বিস্তর ঋণ করিয়া তৎপরিশোধে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান ও বেশ্যাসক্তি যুবক সেনিকদিগের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে এক্ষণকার অপেক্ষা অধিক সৈন্য রাখিবার মানস করিয়াছেন। কয়েকটী পরিত্যক্ত শিবির পুনর্ব্বার সৈন্যদ্বারা পরিপূরিত হইতেছে।

মিস মেরি কার্পেণ্টর বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত একটী বালিকা আসিয়াছেন। ইনি মিস কার্পেণ্টরের পালিত কন্যা। বোম্বাইয়ের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মাজেগন বন্দরে গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। কয়েক জন শিক্ষয়িত্রীও এই সঙ্গে আসিয়াছেন। স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয়সম্বন্ধে ষ্টেট সেক্রেটারি মিস কার্পেণ্টরকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি আপাততঃ আমেদাবাদে গমন করিবেন। মিস কার্পেণ্টর যদি অবস্থা বুঝিয়া চলিতে পারেন তাঁহা হইতে অনেক কাজ হইতে পারে।

৩রা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

ইংলণ্ড হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, কমিসনের সম্মুখে বোম্বাই ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, ব্যাঙ্কের সমস্তশুদ্ধ ১৮৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু কত জন ইহাতে বড়মানুষ হইয়াছেন, কত নিম্ন ইংরাজ ইংলণ্ডে গিয়া নবাবী করিতেছেন, তাহা কমিসনের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

ফ্রেডারিক রবণ ক্রুকষ্টনামক এক জন জুয়াচোর ইউরোপীয় রেবরেণ্ড হারিসনের নামে এক চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়া চাঁদা আদায় করিতেছিল। সিমসন কোম্পানির অংশী সদরলাণ্ড সাহেব এ ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া পুলিষে দিয়াছেন এক জন মুসলমান এ ব্যক্তির সহকারী ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব ইউরোপীয়ের ছয় মাস ও মুসলমানের দুই মাস কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। এ ব্যক্তিকে জালে অপরাধে সেসিয়নে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল।

পঞ্জাব ব্যাঙ্কের [illegible] জুয়াচুরিতে অনেকের সর্ব্বনাশ হইল। সিভিলিয়ান বলেন এক জন পারসী বণিক ঋণগ্রস্ত হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন। আর এক জন মহাজনদিগের কষ্ট [illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া গলদেশ ছেদন করিবার চেষ্টা পান। ব্যাঙ্কসকলের মধ্যে যে সকল জুয়াচুরি হয় তাহার শেষ ফল প্রায় এই প্রকার দাঁড়ায় অধিকতর আক্ষে[illegible] বিষয় এই কর্ম্মচারী ও ডিরেক্টর মনোনীত করিবার সময়ে সাবধান হওয়া হয় না।

কলিকাতার জষ্টিসদিগের হাইকোর্ট নম্বর ক্লার্ক [illegible] কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। [illegible] ভাগের ডেপুটির পরীক্ষার পূর্ব্বে উত্তর বিভাগে ডেপুট হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। অতএব ক্লার্ক সাহেব আর তিন বৎসর কলিকাতায় [illegible]। কিন্তু তিনি এত দিন মিউনিসিপালিটির বেতন খাইয়া ইংলণ্ডে কি করিলেন, তাহা [illegible] সীরা জানিতে চান।

বোম্বাইয়ের জষ্টিসেরা ডেপুট করিবার মানস করিয়াছেন। মাদ্রাজের মিউনিসিপালিটি পয়ঃপ্রণালী করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে ১২ ৮০,০০০ টাকা কর্জ্জ চাহিয়াছেন। মাদ্রাজ [illegible] এই নগরকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান দেখা যাইতেছে।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৭৩৪ জন ও এল, এ, নিমিত্ত ৪২৪ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছেন। এই সকলের মধ্যে ১৭৬২ হিন্দু, ২০১ জন ব্রাহ্ম ১১৩ জন খৃষ্টীয়ান এবং ৮১৯ জন মুসলমান ৮৪ জন লাটিন, ১ জন গ্রিক, ৪১ জন আরাব, ৩২২ জন সংস্কৃত, ১২ জন পারসী, ২৫২ জন উর্দ্দু, ২৮ জন হিন্দি, ১৩ জন উড়ীয়া ও ১০৯৫ জন বঙ্গভাষায় পরীক্ষা দিবেন। ৬০৮ জন প্রবেশিকা এবং ২১৫ জন এল এ. পরীক্ষার্থী কলিকাতায় পরীক্ষা দিবেন। বোম্বাইয়ে ৬৫০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন।

সম্প্রতি পেসোয়ারে দুটী অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্রথম অগ্নিতে দুটী স্ত্রীলোক ও সত্তর আশী হাজার টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে দ্বিতীয়টীতে ৮০ মণ বারুদ জ্বলিয়া গিয়াছে, একটী স্ত্রীলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং প্রায় এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

৪ ঠা অগ্রহায়ণ বুধবার।

গাঞ্জামে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন সর্ব্বপ্রকার শস্যই নষ্ট হইয়াছে। এবার যখন সর্ব্বত্র অন্নকষ্ট তখন গবর্ণর জেনরল দরবার না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় রাজগণ তাহা হইলে এই বলিয়া ভয় করিতেন যে, এত কষ্টের সময়ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন ভয় করেন না।

ডালিনিউস অবসৃত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লবণের মাশুল সর্ব্বত্র একবিধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এটী অতিশয় আবশ্যক।

উক্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বিস্তর কলিকাতাবাসী এই বলিয়া আবেদন করিতেছেন যে, চৌরঙ্গিতে না হইয়া কলিকাতার মধ্যস্থানে ছোট আদালত স্থাপিত হয়। এই আবেদন গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয় অর্থি প্রত্যর্থির সংখ্যাই অধিক। চৌরাঙ্গিতে আদালত থাকাতে বিশেষ অসুবিধা হয়।

ফিরোজসাহ এক্ষণে কাবুলে আছেন। আমীর সিয়ারআলি খাঁ তাঁহাকে বালাহিসার দুর্গে বাসস্থান দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহী নিজ ব্যয়ও আমীরের নিকটে পাইতেছেন। সোয়াতের আখুন্দ যুদ্ধ সজ্জা করিতেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিলে তিনি গোলযোগ করিবেন না।

বোম্বাইয়ের পারসীরা মেইন সাহেবের নূতন বিবাহের বিলের প্রতিবাদ করিতেছেন।

শিয়ালকোটের এক জন স্বর্ণকার এক মহাজনের নিকটে ৩০০ মহম্মদ শাহী মুদ্রা বন্ধক রাখিয়া ১০০০ চলিত টাকা কর্জ্জ করে। যথা সময়ে সে প্রত্যাগমন করাতে মহাজন আসিয়া থলিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সকল টাকাই মেকী। ধূর্ত্ত স্বর্ণকার ধৃত হইয়াছে। পুলিষ তাহার বাটী হইতে ১১৭০ টী মেকী টাকা বাহির করিয়াছেন। কলিকাতায়ও অনেক মেকি টাকা প্রস্তুত হয়।

আমীর সিয়ারআলি খাঁর [illegible] পেসোয়ারে আসিয়াছিল। অবদুল রহমন কেবল অগ্রসর হওয়াতে তিনি গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে পারিলেন না।

৫ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফৌজদারি আইনের সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থাপিত হয়, তাহা আপাততঃ স্থগিত রহিল। পাণ্ডুলেখ্যখানি আইন কমিসনরদিগের দর্শনার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

এ বার মধ্যভারতবর্ষে উত্তম তুলা জন্মিয়াছে। অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা এবার এক মাস পূর্ব্বে অমরাবতীর বাজারে তুলা প্রেরিত হইয়াছে। এখানকার তুলার আঁস আরও উত্তম না হইলে আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা সম্ভাবনা নাই।

নিউজিলাণ্ডে পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। আদিমবাসীরা সম্প্রতি এক যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যদলের অনেক ক্ষতি করিয়াছে। উপনিবেশে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে। জয়ই হউক আর পরাজয় হউক, আদিম বাসিগণকে

পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইবে। ইউরোপীয় সভ্যতা অন্য জাতির অবস্থান বড় সহিতে পারে না।

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাল্টির খাজাঞ্চি যশবন্ত রাও ৭০,০০০ টাকা তহরূপ করায় জষ্টিসেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ফৌজদারিতে নালিশ করিয়াছেন; কিন্তু নালিশের পূর্ব্বে যশবন্ত পলায়ন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের জষ্টিসদিগের প্রশংসা করা আবশ্যক। এখানে হালডেন সাহেবকে কিছু বলা কাহারও মত হয় নাই। বস্তুতঃ ভৃত্যদিগের ক্ষতি কর এখানকার মিউনিসিপালিটির অভিমত নহে। কলিকাতার জষ্টিসদিগের এক জন এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান ওবরসিয়ার কুলিগণনার ব্যতিক্রম করিয়া পদচ্যুত হন; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার কর্ম্ম পাইয়াছেন।

আগামী সোমবার প্রধানতম বিচারালয়ের শেষ সেসিয়ন বসিতেছে। বোধ হয়, বিচারপতি ফিয়ার আসনগ্রহণ করিবেন। এবার অনেক গুরুতর অপবাদের মকদ্দমা আছে।

গত কল্যের গেজেটে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এক ঘোষণাদ্বারা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ ও বড়হাটে দ্যূতক্রীড়া নিষেধক আইন জারি করিয়াছেন।

গত কল্য সর জন লরেন্স কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

সর রিচার্ড টেম্পল বোম্বাইয়ে গমন করিয়াছেন। তত্রত্য রাজস্বসংক্রান্ত বিষয় দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত।

মিস কার্পেণ্টর এদেশের জেল প্রণালীর প্রতি দোষারোপ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্বপক্ষসমর্থনার্থ এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন। এই ত রোগ, আমাদিগের শাসন প্রণালীর কেবল কাগজের উপরে নির্ভর। আটঘাট বাঁধিয়া রিপোর্টটী লিখিতে পারিলেই কাজ হইয়া গেল। অভ্যন্তরদর্শনের আবশ্যকতা থাকে না।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ভারতবর্ষ হইতে অধিক পরিমাণে বিলাতী বস্ত্র ও চা প্রভৃতি মধ্য আসিয়াতে যাইতে না পারে এই উদ্দেশ্যে রুশীয় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ২৫ টাকা শুল্ক করিয়াছেন। রুশীয়ার অধিকৃত আসিয়ায় ইংরাজ কন্সল্‌প্রেরণের সময় আসিয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ডাক্তর মৌএট প্রত্যেক জেলে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্বতন্ত্র স্থান করিতেছেন। দেওয়ানী বন্দিদিগেরও থাকিবার স্থান স্বতন্ত্র হইবে।

এবার আসামে যথেষ্ট চা ও ধান্য জন্মিয়াছে। শিবসাগরে চা ভাল হয় নাই

নাগপুর অবজারবর নিশ্চয় বলিয়াছেন, মধ্য ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই। সকলের প্রার্থনা ত তাহাই; কিন্তু আমাদিগের আশা যে পরিপূর্ণ হয় বোধ হয় না।

পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর অদ্যাপি সীমার নিকটে আছেন। সিয়ারআলি খাঁ পেসোয়ারে আসিবেন এখন ও সে সম্ভাবনা আছে। আবদুল রহমনের সহিত যুদ্ধ শেষ না হইলে ইহা হইতেছে না। আবদুল রহমন যে জয়ী হন বোধ হইতেছে না তিনি যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছেন, তথাকার লোকেরা বিদ্রোহী হইতেছে, তাঁহার সৈন্যগণও বড় অনুরক্ত নহে।

৬ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সেকন্দ্রা বেগমের কন্যা সাজিহান বেগম ভূপালের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ তুর্কিস্থানের বিদ্রোহশান্তি করিয়া বামিয়ান উপত্যকায় আসিয়াছেন। তথায় সিয়ারআলি খাঁর যেসকল সৈন্য ছিল তাহারা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে। কতকগুলি সর্দ্দারের দলে জুটিয়াছে। ক্রমে কাবুলে আসা তাঁহার অভিপ্রেত। সিয়ারআলি খাঁ আপন পুত্র য়াকুব আলি ও সর্দ্দার ইসমাইল খাঁকে বামিয়ানের দিগে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু সৈন্যগণ বেতন না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি কাবুলের অনেক সর্দ্দার গোপনে আবদুল রহমনের সাহায্য করিতেছেন। বোধ হয় সিয়ারআলি খাঁ কাবুলে অধিক কাল থাকিতে পারিলেন না।

৭ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

লাহোরের বিখ্যাত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শাস্ত্রী যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল এই কার্য্যের নিমিত্ত বার্ষিক ২৪,০০০ টাকা দিবার মানস করিয়াছেন। হুইটলি ষ্টোক্স সাহেবের যত্নে এই মহৎ কার্য্য হইতেছে।

আর এক জন এতদ্দেশীয় বারিষ্টর বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাস শেষ হয়, তাহাতে মধ্যভারতবর্ষে ১৮ টী মেলা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নর্ম্মদা বিভাগে ১৪ টী হয়। সর্ব্বাপেক্ষা চাঁদার মেলাতে অধিক অর্থাৎ ১৪০০০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন। এই স্থানে ১,৭৬ টাকার দ্রব্য বিক্রীত হয়। অন্য অন্য স্থানে গড়ে ৫০০০ লোক হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪	টাকার	সিক্কা	৯৪॥০ । ৯৪৸০
৪	ঐ	কোং	৯৪॥৵ । ৯৪৸৵
৫	ঐ	পবলিকওয়ার্ক	১০৪৸ । ১০৫
৫	ঐ	কোং	১০৯ । ১০৯৵
৫॥	ঐ	কোং	১১৩।০ । ১১৩॥০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর। প্রুশিয়ার রাজা নিজে মহাসভার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। রাজা কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি উৎকর্ষসাধনের অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছেন বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে। তিনি স্পেনের বিপ্লবের বিষয়ে অনুমোদন করিয়াছেন।

গতকল্য ব্রাইট সাহেবকে এডিন্‌বরা নগরের স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে।

যে যে প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি লিপ্ত হইয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার সময়ে ব্রাইট সাহেব বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সকলেই ঐ দেশের প্রতি অমনোযোগী দেখা যায়। তিনি আরও বলিলেন, প্রুশীয়া ও অষ্ট্রিয়ার শেষ যুদ্ধই ইউরোপীয় রাজগণের দ্বেষবৃদ্ধি করিবার প্রধান কারণ।

নিউইয়র্ক হইতে ৪ ঠা নবেম্বরের যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, নীচতন্ত্রপ্রিয়দল নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি প্রদেশে আপনাদিগের পক্ষের প্রতিনিধি মনোনীত করাইয়াছেন।

৬ ই নবেম্বর। ৫ ই নবেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করে, ২৫ টী প্রদেশের লোকের সেনাপতি গ্রাণ্টের সভাপতি হইবার বিষয়ে ২০৬ টী মত ও সাইমর সাহেবের অনুকূলে নয় প্রদেশের ৮৮টী মত হইয়াছে। নীচতন্ত্রপ্রিয় দলের ২৭ জন প্রতিনিধি মহাসভায় প্রবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দলের সংখ্যা অন্য দল অপেক্ষা তিন অংশের দুই অংশ অধিক ছিল, ইহা কমিয়াছে।

৭ ই নবেম্বর। ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত টাইমস অব ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডের প্রতিনিধি মনোনীতকারীদিগের নিকটে যে আবেদন

করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে অদ্যকার টাইমস পত্রে একটী দীর্ঘ প্রস্তাব আছে। সম্প্রতি লার্ড সালিসবরি মাঞ্চেষ্টরে যে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া টাইমস ভারতবর্ষে তুলার চাসের নিমিত্ত চেষ্টা পাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গত [illegible] ষ্টাফোড নর্থকোট লার্ড মেয়রকে [illegible] দিয়াছেন। ৫০০ পটু গিজ যোজ [illegible]কের মধ্যে আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত ও দূরীভূত হইয়াছে।

৯ ই নবেম্বর। সর ষ্টাফোড নর্থকোট ভারতবর্ষীয় খালকাটা কোম্পানির উৎকর্ষিত খাল সকল ক্রয় করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের এক অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিবার সময়ে লার্ড মেয় বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত খাল করা অতিশয় আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে যে প্রণালী অবলম্বন করায় ভারতবর্ষেও তাহা সহজে করা যাইতে পারিবে। এক্ষণে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য করিতে যে প্রকার বিস্তর পত্র লেখালেখি হইয়া থাকে, তৎপ্রতি লার্ড মেয় দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, পত্র লেখার পরিবর্ত্তে কার্য করা তাঁহার অভিপ্রেত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের স্বায়ত্তশাসনদ্বারা যাহাতে উপকার হয়, সেই উদ্দেশে শাসন করিবার জন্য প্রতি বিভাগে পৃথক প্রণালী করা কর্ত্তব্য।

সেনাপতি প্রিম স্পেনীয় সেনাদলের মার্শেল ও প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি যাবতীয় সৈনিককে সাধারণ সভাসমূহে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী ইসাবেলা পারিসে উপনীত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

১০ ই নবেম্বর। টি, জে, সি, প্লাউডেন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া তৃতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা রাঁচির দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল জে, এস, ডেবিস।

এচ, ষ্টেনফোর্ড সাহেব।

আর, ডবলিউ, কিণ্ড সাহেব।

বাবু গিরিশচন্দ্র মিত্র।

মুন্সি সদানন্দ সহায়।

জে, কেলি সাহেব কলিকাতার মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের ধাত্রী বিভাগের হাউস সার্জ্জন হইবেন।

১১ ই নবেম্বর। দেবগড়ের মুন্সেফ বাবু শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আপাততঃ যে ক্ষমতা আছে, তদ্ভিন্ন ভাগলপুরের নিম্নলিখিত স্থানের রেলওয়ের কর্ড লাইনের মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

(১) সুর্য্যগড়ের মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত পরগণা চকাই, গিরিধো, খড়্গবোকা, ও সালিমাবাদ।

(২) মুঙ্গেরের মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত পরগণা পর্ব্বতপাড়া।

(৩) ভাগলপুরে মুন্সেফের সীমার মধ্যস্থিত পরগণা খড়্গনে।

কক্সবাজের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ, ক্রেবেণ সাহেব ১৮৬৪ অব্দের ৭ আইন অনুসারে মকদ্দমা করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন মৌলবী গোলাম মকদুম বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু সূর্য্যকান্ত চৌধুরী নওগাঁর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১২ ই নবেম্বর। ডবলিউ, বি, ওলডহাম সাহেব দারজিলিঙের প্রতিনিধি সহকারী কমিসনর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যত দিন ডবলিউ, বি, ডি, মটন সাহেব মফস্বলে থাকেন, তত দিন তিনি তত্রত্য ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

জে, টুইডি সাহেব কৃষ্ণনগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর ও মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট এম, টি, সেল (যিনি ক্ষণে ছোট নাগপুরের করদ মহলের থাকবস্তি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তিনি) যত দিন ছোট নাগপুরে থাকিবেন তত দিন নিজপদপ্রভাবে তত্রত্য কমিসনরের সহকারী হইবেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ত্রিপুরার বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এ, ডবলিউ, কক্রেন সাহেব।

ডবলিউ, ডেব সাহেব।

বাবু মোহিনীমোহন বর্দ্ধন।

কাছাড়ের সহকারী কমিসনর ও, জি, আর, মাকউইলিয়ম কুলিরক্ষকের ক্ষমতা পাইবেন, কিন্তু তিনি তত্রত্য প্রতিনিধি কমিসনর জে, ডবলিউ, এডগার সাহেবের অধীনস্থ হইয়া এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডবলিউ, হেলাম সাহেব পাটনা, গয়া ও সাহাবাদে ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৪ ই নবেম্বর। যত দিন বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কালেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষতা করিবেন।

১৬ ই নবেম্বর। ডাক্তর জে, জে, মণ্টিথ এম, বি, কাছাড়ের প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

বাবু টমাস, মহেন্দ্রলাল বসু বর্দ্ধমান ও হুগলির প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

১৭ ই নবেম্বর। নিম্নতর শাসনকার্য্যের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ষষ্ঠ হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন।

মৌলবী মহম্মদ।

বাবু সীতাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

" আনন্দচন্দ্র সেন।

গবর্ণর জেনরলের সম্মতিক্রমে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালকে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

যত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল জে, এস, ডেবিস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল ই, এ, রাউলাট ছোট নাগপুরের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল রাউলাটের অনুপস্থান কালে ডবলিউ, ও, এ, বেকেট সাহেব পশ্চিম দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

জে, ডবলিউ, এডগার সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের আন্দুলিয়াস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

১। গবর্ণমেণ্ট আজি কালি দেশের উন্নতি সাধনার্থ পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে অর্থ বৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু উহার কর্ম্ম সকল স্থানে সমান হয় না। সম্প্রতি নদীয়া জিলায়

এতৎসংক্রান্ত অনেক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এখানে ৪। ৫ জন ইঞ্জিনিয়র আসিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ইহাতে মাস মাস যেরূপ ব্যয় হইতেছে, তাহার অনুরূপ কর্ম্ম কৈ? এরূপ জনশ্রুতি যে কএকটী খাল কাটান হইবে, কিন্তু তাহাও যে কবে আরম্ভ হইবে, তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমাদিগের এতৎসংক্রান্ত একটী বক্তব্য আছে, এই অবসরে তাহা গবর্ণমেণ্টের গোচর করা কর্ত্তব্য।

সোমপ্রকাশপাঠকবর্গের অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা হইতে আরম্ভ হইয়া একটী সুবিস্তীর্ণ রাজপথ বারাসত, আড়ংঘাটা, রাণাঘাট, উলা, কৃষ্ণনগর, দেবগ্রাম, কালিগঞ্জ, লাখুরীয়াপ্রভৃতি গ্রামসমূহের মধ্য দিয়া জেলা বহরমপুরের কাসিমবাজারপর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ঐ রাজপথটীকে সচরাচর লোকে "কোম্পানির রাস্তা" কহিয়া থাকে। ঐ রাস্তাটী থাকায় এ দেশের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। উহার স্থানে স্থানে সাঁকো এবং আবশ্যক মত বৃহৎ বৃহৎ পুলও আছে। খড়ে পার হইয়া বহরমপুরপর্য্যন্ত এই সীমার মধ্যে অনেকগুলি পুল প্রস্তুত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর ও মায়াকোলের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে গবর্ণমেণ্ট কএক বৎসর হইল, তাল বৃক্ষের একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা পথিকদিগের অনেক কষ্টনিবারণ হইয়াছে বটে, কিন্তু পুলটী সুবিধাজনক নহে। প্রতিবৎসর উহার সংস্কার করিতে হয়, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যয় হইয়া থাকে। উহার নিমিত্ত এ প্রদেশ তালবৃক্ষশূন্য হইল। যাহা হউক, আমাদিগের মতে এই পুলটী পাকা করা প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। কএক দিবস হইল আমি কার্য্যোপলক্ষে ঐ সেতুর উপর দিয়া গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম, উহা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া গাড়িপ্রভৃতি চলিতে পারে না। পথিকদিগকেও অতি সাবধানে গমনাগমন করিতে হয়। এটী পাকা হইলে আর এ উপদ্রব থাকে না।

২। সোমপ্রকাশে শান্তিপুর হইতে ছোট আদালত ও মুনসেফি আদালত রাণাঘাটে উঠিয়া যাইবার প্রসঙ্গ লইয়া যে দুইখানি পত্র প্রকাশ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের আর কিছু বলা বাহুল্য। মহাশয় উহাতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। শান্তিপুর অপেক্ষা রাণাঘাট আজি কালি সহস্রগুণে সুবিধার স্থান হইয়াছে। এখানে আদালতদ্বয় দুটী স্থাপিত হওয়া বিধেয়। শান্তিপুরের পত্রপ্রেরক যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা কোন কার্য্যের নহে। শান্তিপুরে অধিক লোকের বাস বলিয়াই কি তথায় আদালত থাকিবে? তিনি লিখিতেছেন যে যদি এখানকার বিচারালয়দ্বয় রাণাঘাটে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে তথায় দস্যু তস্করের প্রাদুর্ভাব অধিক হইবে। ইহার সহিত আদালতের কি সংস্রব আছে? যদি মাজিষ্ট্রেটের কাছারিই উঠিয়া গেল, এ দুই আদালত থাকায় ফল কি? কেবল গবর্ণমেণ্টের পুলিষ থাকিলেই তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। আর একটী বিষয় এ স্থলে ব্যক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাণাঘাট সবডিবিজন পূর্ব্ব দিগেই অধিক বিস্তৃত এবং অনেক ভদ্র ভদ্র গ্রাম আছে। তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিকে মকদ্দমা উপলক্ষে শান্তিপুরে উপস্থিত হইতে হইলে তীর্থযাত্রার ন্যায় পাথেয় লইতে হয়। কষ্টেরও পরিসীমা থাকে না। এ বিষয় গতবারের পত্রিকায় সুবর্ণপল্লীর এক মহাশয় বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন। উপসংহারকালে আমরা পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, যাহাতে বিচারালয় দুটী রাণাঘাটে হয়, তাহা করেন।

৩। গত বারের পত্রিকায় বনগ্রাম মহকুমা হইতে যে ১১ জন ডাকাইত গেরেপ্তার হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছে লেখা হইয়াছিল। কএক দিন হইল তাহার সেসনে বিচার হইয়া গিয়াছে। ১১ জনের মধ্যে ১ জনের ৪ চারি বৎসর কারাবাস অপর ১০ জন অব্যাহতি পাইয়াছে।

৪। সম্প্রতি আড়ংঘাটা [illegible] ডাক ঘরে প্রতি দিন এত পত্র আসিতেছে যে, এক জন লোক দ্বারা উহার বণ্টন করিতে হইলে স্থানান্তরের লোকেরা নিয়মিত সময়ে পত্র পাইতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে অনিষ্ট বলিতে হইবে। আমরা কএকবার এ বিষয় সোমপ্রকাশে ও অন্য অন্য পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি এক্ষণে লিখিতেছি, গবর্ণমেণ্ট যেরূপ দয়াপরতন্ত্র হইয়া উহার আবশ্যক দ্রব্যাদি অর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ উহার নিমিত্ত এক জন স্বতন্ত্র হরকরা নিযুক্ত করিয়া আফিসের অভাব দূর করুন।

৫। এ প্রদেশের শস্যের গতিক বড় মন্দ। চাউল ত ক্রমশই দুর্ম্মূল্য হইতেছে। হৈমন্তিক ধান্যের লক্ষণ ভাল নহে। গবর্ণমেণ্ট রপ্তানী বন্ধ করুন, নতুবা দেশের কষ্টের সীমা থাকিবে না।

আমাদিগের মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

মহাশয়! প্রায় দুই মাস হইল জল না হওয়াতে কৃষকেরা ধান্যের আশায় এক প্রকার নিরাশ হইয়াছে এবং দিন দিন শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে দুর্ভিক্ষাশঙ্কা ও হাহাকার রব উঠিয়াছে। বর্ষাতে নিম্নপ্রদেশসকল ত হাজিয়া গিয়াছিল, আবার অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যশালী স্থানগুলিও নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সুতরাং ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যে পুনরায় উপস্থিত হইবে তাহার সমুদয় লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই বেলা সাবধান না হইলে শেষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

২। গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব তৃতীয় শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ দাস চাইবাসা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় এখানকার দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি যেরূপ বিদ্বান তেমনি সচ্চরিত্র ও নম্র এখন আমাদের স্কুলের প্রতি শ্রেয় আসিবে।

৩। এখানকার পুলিষে ডিগ্রেড, ডিসমিস টান সাফর ও সস্পেণ্ড ইত্যাদি নানা হাঙ্গাম চলিতেছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হইলেই সুখের বিষয়; শাকচোরের মাথা কাটা না হয়।

৪। আমাদিগের সদরআমিন বাবুর পূর্ব্ব দোষটী ক্রমে শুধরাইতেছে; কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার একটী কার্য্যদর্শনে আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি।

৫। এখানে ও মফস্বলে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। রাজপুরুষদিগের এবিষয়ে মনোযোগ করা উচিত, নতুবা কেবল মিউনিসিপালিটির ড্রেন সাফ ও জরিমানায় কিছুই হইবে না।

মেদিনীপুর }
১লা অগ্রহায়ণ }

—০—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

ইতিমধ্যে বিক্রমপুরে দুটী বৃহৎ চুরি হইয়া গিয়াছে। তাহার একটী শ্রীনগর ষ্টেসনের অধীন কুশাইল গ্রামনিবাসী এক ভদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে হইয়াছে। এই চুরিতে [illegible], বনাত, ও সোণা রূপার অলঙ্কারপ্রভৃতিতে প্রায় ১০। ১১ হাজার টাকার দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। অপরটী বাজবাড়ী থানার অন্তর্গত লোহজঙ্গ বন্দরস্থ কোন বস্ত্রব্যবসায়ী মহাজনের গৃহে হইয়া নগদ

ও দ্রব্যাদিতে প্রায় ৫। ৬ হাজার টাকা অপহৃত হইয়াছে। উভয় চুরিরই স্থানীয় পুলিষ মনোযোগসহকারে অনুসন্ধান করিতেছেন ; কিন্তু এখনপর্য্যন্ত কিছু করিতে পারেন নাই। শেষোক্ত চৌর্য্যটী যে অনেকসংখ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। উক্ত মহাজনের দোকান গৃহের পশ্চাৎ দিকে অনধিক স্থান ব্যাপিয়া কতক জঙ্গল আছে, তথায় লোকের বড় যাতায়াত নাই। যে রাত্রিতে চুরি হয়, তৎপর দিন প্রাতে দৃষ্ট হইল, ঐ জঙ্গলের মধ্যে এমন একটী প্রশস্ত রাস্তা হইয়াছে যেন তাহা দিয়া অনেক লোক গমনাগমন করিয়াছে। এতদ্দ্বারাই অনুমান হয়, এই চৌর্য্য অল্পসংখ্য লোককর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় নাই। বোধ হয় বিক্রমপুরস্থ দলবদ্ধ দস্যুদিগের দ্বারা ইহা হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, পুলিষ মনোযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে দুরাত্মারা এড়াইতে পারিবে না।

২। গত ১১ ই চৈত্রের সোমপ্রকাশে মদারীপুর মহকুমার নিকটবর্ত্তী কুলপদ্দীনামক স্থানের দস্যুতার বিষয় যে প্রকাশিত হয়, অবগতি হইল, বরিশালের এক জন পুলিষ ইনস্পেক্টর কর্ত্তৃক আশ্বিন মাসে উক্ত দস্যুতাসংলিপ্ত দুরাত্মারা ধৃত হইয়া বিচারাধীনে নীত আছে। এই দস্যুতাসম্পর্কে জেলার কর্ত্তৃপক্ষদিগের যে অভিপ্রায় হইয়াছিল, আমরা বিশ্বস্তরূপে অবগত হইয়া তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি। প্রথম বরিশালের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট সাহেব অনুমান করেন যে, ইহা দস্যুতা নয়, অত্যাচরিত মহাজনের সহিত কোন ব্যক্তির শক্রতা থাকাতে সে নৌকালুণ্ঠন পূর্ব্বক টাকা ও দ্রব্যাদি লইয়া গিয়াছে। অতএব ডাকাইতি না বলিয়া লুঠ অভিযোগ যদি কোন দরখাস্ত পড়ে, তাহা হইলে তদনুযায়ী অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়সহ তিনি ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের সমীপে এক রিপোর্ট পাঠান। ইনস্পেক্টর জেনরল মহোদয় এতৎ সম্বন্ধে কোন আদেশ না করিয়া তাহাতেই এখন এক প্রকার নিরস্ত থাকেন। কতিপয় দিন পরে জেলার কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে এই বলিয়া আদেশ আইসে যে সোমপ্রকাশে জানা গেল, মাদারীপুরের নিকটে বাস্তবিকই ডাকাইতি হইয়াছে। অতএব সবিশেষ মনোযোগ সহ অনুসন্ধান করিয়া ডাকাইতগণকে ধৃত করা পুলিষের অবশ্য কর্ত্তব্য। তদনুসারে বরিশালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আইবন খাঁ নামীতে এক জন ইনস্পেক্টরকে নিয়োজিত করেন। ইনস্পেক্টর বাবুও সুন্দর কৌশলসহকারে দুরাত্মাদিগকে ধৃত করিয়াছেন।

৩। কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিলাম, বাইশ কোদালিয়ার নিকটস্থ পদ্মাতে ঘূর্ণ জলে একখানা নৌকা ডুবিয়া ৩ তিন জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। খেদের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমাদিগের নগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

৩০ এ অক্টোবর সন্ধ্যার সময় নগরার সন্নিহিত এক ব্যক্তি শূলবেদনার যন্ত্রণায় একটী বৃক্ষে উদ্বন্ধনদ্বারা মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

২। এখানকার রাস্তাসকলের সংস্কার ও মজুরদিগকে খাটাইবার নিমিত্ত এক জন অতিরিক্ত ইংরাজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আসিয়াছেন।

৩। কার্ত্তিক মাস শেষ হইল, এপর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র বৃষ্টি না হওয়াতে ডেঙ্গা জমীর ধান্য সকলের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে।

৪। যদি ইতিমধ্যে আর কোন দৈব প্রতিবন্ধক না হয়, তাহা হইলে নষ্টাবশিষ্ট ধান্যের মধ্যে দুই কি তিন আনা ফসল হইবে, সকলে এইরূপ অনুমান করিতেছেন।

৫ ই নবেম্বর }
১৮৬৮ }

—:•:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

বীরভূম।

মহাশয়! দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে চারি দিকে হুল স্থূল পড়িয়া যায়? কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে, তাহা পুনঃ উপস্থিত হইতে না পারে পূর্ব্ব হইতে তৎপ্রতি কাহাকেও যত্নবান দেখা যায় না। এ বৎসর কোন স্থলে বা অতিবৃষ্টিনিবন্ধন যার পর নাই লোকের ক্লেশ হইয়া গিয়াছে, আবার কোন স্থলে বা বৃষ্টি অল্প হইয়াছে। ফলে সমষ্টি ধরিতে গেলে এ বৎসর ফসল সুচারুরূপে জন্মে নাই। প্রকৃত দুর্ভিক্ষ না হউক, চাউলের দুর্ম্মূল্যতানিবন্ধন সাধারণতঃ অন্নকষ্ট যে অনিবার্য্য হইবে, তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। নিম্ন ভূমিতে জল নির্গমনের পথ প্রস্তুত ও উচ্চ স্থানে কূপখনন করিয়া দিলে, এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যে পুনঃ সংঘটিত হয় না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। অদ্য যে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম তাহার উদ্দেশ্য এই।

বীরভূম প্রদেশ দিয়া যে নদীগুলি বহিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ময়ূরাক্ষী অধিকতর বেগবতী। যে যে স্থান দিয়া ইহা বহমান আছে, বর্ষা কালে প্লাবন হইলে, তত্তৎ স্থানের অল্প অনিষ্ট সাধন করে না। থানা ময়ূরেশ্বরের অন্তর্গত খড়ুদ, ছাতিয়া, উদানপুরপ্রভৃতি গ্রামের ধার দিয়া বহু কাল হইতে একটী বাঁধ ছিল। কয়েক বৎসর অতীত হইল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেই অবধি বর্ষাকালে উক্ত গ্রামবাসীদের ক্লেশের একশেষ হইতেছে। বন্যা আইলে চারি দিকে জলভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। অধিবাসীরা কষ্ট সৃষ্টে প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহাদের গৃহগুলি এক বারে ধরাশায়ী হয়, যার পর ফসলের ক্ষতি হইয়া যায়। আর তাহারা সমস্ত বৎসর হা অন্ন যো অন্ন করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ রাত্রে অতর্কিতরূপে বন্যা আইলে যে প্রাণহানি হয় না, তাহারই বা নিশ্চয় কি? হায়! তাহারা কি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে!!! তাহাদিগকে হস্তাবলম্বদান করেন এমন কি কেহই নাই? শুনিলাম, অধিবাসীরা কোন উপায় করিয়া দিবার জন্য স্থানীয় বিচারপতি মহাশয়দের সমীপে পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিদানের যোগ্য বিষয় হইয়া উঠে নাই। তাঁহারা সেই আবেদনপ্রতি কিছুমাত্র মনোনিবেশ করেন নাই। এখন এ বিষয়ের যথাযথ অনুসন্ধান হইয়া কিছু উপায় করিয়া দেওয়া হয়, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

২। বীরভূমের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, আজি কালি তাহার ভাবান্তর দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি জনপদ নানা পীড়ার আকর স্থল হইয়াছে বলিলে বোধ করি, অত্যুক্তি হয় না। রাইপুর, সুরুলপ্রভৃতি গ্রামে যকৃৎ রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পূর্ব্বে আমাদের এই সংস্কার ছিল যে, যাঁহারা পানদোষে আপনাদের শরীরকে নবীর্য্য করিয়া তুলেন কেবল তাঁহারাই এই পীড়ায় অভিভূত হন। কিন্তু এখন আমরা দেখিতেছি যে অল্পবয়স্ক শিশুগণও এ পীড়া হইতে মুক্ত নহে। অধিকাংশ স্থলেই বালকদের এই পীড়া হইতেছে। আবার দেখুন, কাটোয়া হইতে [illegible] অনেকগুলি গ্রাম আছে। সেখানে [illegible] জ্বর অতি ভীষণ [illegible] ধারণ করিয়াছে। [illegible] দেখিয়া বোধ হইতেছে, [illegible] ইহা এপিডেমিক জ্বর। এমন একখানি গৃহ দেখিতে [illegible] যাইবে না যেখানে [illegible] জন গৃহবাসী

এই রোগের কঠোর যন্ত্রণা ভোগ না করিতেছে। অন্যস্থানের কথা বলিতে পারি না, বনয়ারী আবাদে ১৫ দিন মধ্যে ন্যূনাধিক ১০০ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই হারে যে অন্য স্থানে প্রাণ ক্ষয় হইতেছে না, এ কথা কে বলিয়াছে? এমন অবস্থায়, ইহা এপিডেমিক জ্বর বটে কি না, দেখা আবশ্যক হইয়াছে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থার লক্ষণ মাত্র দেখা দিয়াছে। এই সময়ে প্রকৃতরূপে প্রতিবিহিত হইলে ইহার প্রকোপের লঘুতা সম্পাদন করা হইবে। বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে বেগ নিবারণ করা অল্পকষ্টসাধ্য হয় না।

৪ ঠা কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে কোন শাখা পোষ্ট আফিসের প্রতিকূলে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তৎপ্রতিবাদে এক জন পাঠক যে দিন যে বাক্য ব্যয় করিয়াছেন, তাহা অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া দেখিবেন সে পত্রের কোন স্থলেই এমন কথা লেখা নাই, যে সেই শাখা পোষ্ট আফিসের কর্ম্মচারীর দোষনিবন্ধন বিবদমান কুরীতি প্রোক্ত (ব্যারিং পত্র লিখিয়া আয় বৃদ্ধি করণ) বর্ত্তমান হইয়াছে। যাহার প্রতি সেই ডাকঘরের কার্য্যভার অর্পিত আছে, তিনি যে কিরূপ ধাতুর লোক তাহা বিলক্ষণ জানি। তিনি আমার পরমবন্ধু। তাঁহার সদৃশ ধার্ম্মিক অমায়িক লোক অল্প দেখা যায়। আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি এ বিষয়ে কর্ম্মচারীদের কিছুমাত্র দোষ নাই। তবে আমিও প্রতিবাদকারী পাঠককে সতর্ক করিয়া দিতেছি তিনি যেন ভবিষ্যতে কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন।

বনয়ারী আবাদ
জেলা বীরভূম } শ্রীঃ—
২৭ এ কার্ত্তিক

গত ১২ ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব মহাসমারোহে স্বকীয় কন্যার বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার নবাব এবং অন্যান্য বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে দশ পনর দল বাইয়ের নাচ ও অন্য অন্য অনেক ব্যাপার হয়। তাহাতে দর্শকগণের নিকট তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতিলাভ হইয়াছে। বাস্তবিক এই মহাত্মা সুখ্যাতির যোগ্য পাত্র। ইহাঁর মত ধার্ম্মিক দয়ালু ও পরহিতৈষী লোক অত্যল্প নয়নগোচর হইয়া থাকে। শুনিলাম না কি, মৌলবী সাহেব ঐ সকল কার্য্যসম্পাদনার্থ বিস্তর ব্যয় করিয়াছেন। ন্যূনাধিক বিশ সহস্র টাকা হইবে।

গত ১৪ ই শনিবার, বহুবাজারের বাবু রামশীলের লেননিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু যাদবচন্দ্র দত্ত কার্ত্তিক পূজার উপলক্ষে প্রায় সাত আট সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া যশঃসৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছেন এবং বিস্তর ইউরোপীয় ও দেশীয় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অদ্ভুত ব্যায়ামক্রিয়া দর্শন করিয়া নেত্রের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়াছেন। কৌতুকদর্শনার্থ সমাগত বিস্তর অপরিচিত ব্যক্তিও নিমন্ত্রিতবৎ সমাদৃত হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক অতিথিও পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বলিতে কি যাদব বাবু এক জন উদারচেতা সৎ প্রকৃতির লোক ও দীনবৎসল। যাহা হউক, উক্ত ধনাঢ্য মহাত্মারা থাকিতেও কেন বঙ্গদেশ দুর্ভিক্ষানলদগ্ধ হইতেছে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের করুণ ক্রন্দনধ্বনি উক্ত দয়ালু মহাত্মাদের কর্ণকুহরে কি প্রবিষ্ট হইতেছে না? ইহাঁরা কি মনে করিলে দুর্ভিক্ষাগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে না? অবশ্যই হইতে পারে। অতএব আমার সানুনয় প্রার্থনা এই যে ইহাঁরা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে কৃপাকটাক্ষ একবার নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে মহোপকার সাধিত হইবে।

২ রা অগ্রহায়ণ } সাঁকারিটোলা
১২৭০ সাল } শ্রীঃ—

—:০:—

মহাশয়! রেলওয়েবাবু নামটী কি ভয়ানক! বাবুদের ব্যবহার দেখিলে ভয় শঙ্কিত হইয়া লজ্জা লজ্জায় নম্রমুখ করিয়া, ঘৃণা ঘৃণায় জড়ীভূত হইয়া ও মান মান লইয়া পলায়ন করে। আমি বাবুদের চরিত্র বিশেষরূপে অবগত আছি, কারণ আমি * * * *। ইহারা এরূপ হইবেন না কেন? শিক্ষক যেরূপ করেন, ছাত্রবর্গও তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাদিগের বিশেষতঃ টেলিগ্রাফের বাবুদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। পূর্ব্বে ইহাদিগের ষাণ্মাসিক বেতনবৃদ্ধি হইত, পরে বার্ষিক হয় এবং এক্ষণে দুইবৎসরেও কিছু হয় না, তথাপি বাবুদের প্রাদুর্ভাব দেখে কে?

বাবুদের চরিত্রসংশোধনের যে দুটী উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিলেও অনেক উপকার হইতে পারে। এই বিভাগে অধিকাংশ নব্য সম্প্রদায়ের লোক। যৌবনকালে যে মনে নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির সঞ্চার হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। একে ত যুবা, তাহাতে অবকাশ নাই যে বাটী গমন করিয়া পরিবারের সহিত আমোদ প্রমোদ করেন সুতরাং পরিবার নাই মনে করিয়া সর্ব্বদা এরূপ কুব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন।

ইহাঁদিগের বৎসরে ২১ দিনমাত্র অবকাশ পাইবার নিয়ম আছে। কেহ কেহ বা তাহাও প্রাপ্ত হন না। অতএব আমরা এই বিভাগের কর্তৃপক্ষকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, যেন ইহাঁদিগের অবকাশ ছয় মাসে ১৫ দিন করিয়া দেন।

২। অপর উপায়টী রেলওয়ে কোম্পানি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়াও করিতে পারেন নাই। সস্ত্রীক বাস করিলে যে চরিত্র সংশোধন হইবে, তদ্বিষয়ে বড় সংশয় নাই। কর্তৃপক্ষ সপরিবারে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও পরিবারদিগকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যাইবার কালে পাসও প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ঐ পাস প্রথম আনয়নকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহার পর আর দেওয়া হয় না, সুতরাং অল্পবেতনহেতু কেহ পরিবার আনিতে সাহস করেন না। বিশেষ ঐ পাসে কর্তৃপক্ষ অথবা কার্য্যে আসিবার যো নাই। কর্তৃপক্ষ না হইলে কে বা তাঁহাদিগের চরিত্র সংশোধন করে ও কেই বা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করে। উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে উদার ভাব অবলম্বন করিয়া উহাদিগের পাসের নিয়ম ও [illegible] ব্যবস্থা করিলে উহাদিগের পরিবার আনয়ন ও তদ্দ্বারা চরিত্রসংশোধন হইতে পারে।

১২ ই নবেম্বর } কস্যচিৎ সোমপ্রকাশ
১৮৬৩ } পাঠকস্য।

—:০:—

মহাশয়, সম্প্রতি কলিকাতায় ব্যায়ামবিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইতেছে। এই বিদ্যার যে কত দূর উপকারিতা আছে তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু অনেকে বুদ্ধিদোষে এই বিদ্যার অসৎ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা ইহাকে একটী আমোদস্থল করিয়া ফেলিতেছেন। আমরা বিশেষ জানি, কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত বাবুর আলয়ে কএক দিন রাত্রিকালে এই ব্যায়ামশিক্ষার প্রদর্শন হয়। কএক জন তরলমতি অশিক্ষিত লোক ব্যায়াম করিয়া বাবুদিগের মনোরঞ্জন করেন। যদি রীতিমত রঙ্গভূমি প্রস্তুত করিয়া বহুসংখ্য দর্শকের সমক্ষে এই কার্য্য হইত, তাহা হইলেও তত ক্ষোভের হইত না। কিন্তু পুতুলনাচওয়ালাদের মত অনাবৃত স্থানে বিদ্যাপ্রকাশ করাতে কিছু

গৌরব হইতেছে। এইরূপ হইতে থাকিলে ব্যায়ামদ্বারা উপকার না হইয়া অপকার ঘটিবে এবং অনেকের চক্ষে ইহা বুল বুল লড়াই প্রভৃতির ন্যায় একটি তামাশার জিনিস বলিয়া বোধ হইবে। প্রকৃত ভদ্র লোকের আর ইহাতে প্রবৃত্তি থাকিবে না।

উপসংহারকালে বাবুদিগকে কহিতেছি যে, তাঁহাদিগের যদি ব্যায়ামবিদ্যায় উৎসাহ দিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহার অনেক পথ আছে, অনায়াসে তাহা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু এই রূপে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা বওয়াটে ছেলেকে উৎসাহ দিয়া ব্যায়ামবিদ্যার অপকর্ষসাধন করা বিধেয় হয় না।

কলিকাতা
২রা অগ্রহায়ণ। } শ্রীঃ—
১২৭৫।

পূর্ব্বে যখন আমাদের গ্রামে ডাকঘর ছিল না, এস্থান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরস্থিত সোনামুখী গ্রামের ডাকঘর হইতে মহাশয়ের পত্রিকা প্রাপ্ত হইতাম, তখন উহা বৃহস্পতিবারে পাইতাম; কিন্তু এ স্থানে ডাকঘর হওয়াতে রবিবার অথবা সোমবারের পূর্ব্বে উহা পাই না। অন্যান্য পত্রাদিও পূর্ব্বে এ স্থানে যে সময়ে পৌঁছিত এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ সময় অতিবাহিত হয় এবং এ স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে পৌঁছিতেও ঐরূপ সময় লাগে। অধিকাংশ লোকই এ ডাকঘরের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সোনামুখী অথবা বুদবুদ অথবা কোতলপুরের ডাকঘরের দ্বারা পত্রাদি প্রেরণ ও গ্রহণ করেন। আমি যে ডাকঘরের কথা কহিলাম, ইহা এক্ষণে বিষ্ণুপুরের শাখা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে; কিন্তু যদ্যপি কোগ্রামের ডাকঘরের সহিত যোগ হইয়া বর্দ্ধমানের ডাকঘরের শাখা হয়, তাহা হইলে উক্ত অসুবিধার দূরীকরণ হয় এবং তাহা হইলে গবর্ণমেন্টেরও অধিক লাভ হইতে পারে। কারণ এস্থানে ও ইহার নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগরনামক গ্রামে অনেক বাণিজ্যোপজীবী লোক আছেন, তাঁহারা পত্রাদি শীঘ্র প্রাপ্ত হইলে অন্যান্য স্থানের দ্রব্যাদির মূল্য অবগত হইবার জন্য সর্ব্বদা পত্র ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারেন।

পাত্রসায়ের
জেলা বাকুড়া } নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীরঘুরাম হাজরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনিয়ন্তা রেজিষ্টারের
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার মহাশয় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছেন। এত গোলযোগেও নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না। এমন ঘুম ত বাবু কখন কেহ প্রায় দৃষ্টিগোচর করেন নাই। কোথায় কত শত শত প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে কিছুরই খবর হয় না। কতকগুলি নিয়ম করাই সার, কার্য্যে কিছুই হইতেছে না। যে কোন স্কুলে হউক, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণ অন্ততঃ নিয়মিত একবৎসরকাল পাঠ না করিলে স্কুলের কর্ত্তারা তাহাদিগকে পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন না বলিয়া যে নিয়ম আছে, তাহা থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য। ইহার কারণ কি? যেসকল পরীক্ষার্থী নির্ব্বাচনী পরীক্ষায় অনির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহারা প্রায় কেহই বাকি থাকে না। সকলেই কোন না কোন একটা স্কুলের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়। কোন কোন স্কুলে কোংকালে প্রবেশিকা শ্রেণিছিল কি না সন্দেহ; কিন্তু তথা হইতে ২০।২৫ টির ন্যূনে প্রায় আগমন করে না। যে যে স্কুল হইতে উক্ত কাণ্ড গুলির সম্পাদন হয় তত্তৎ স্কুলের বহুদর্শী কর্তৃপক্ষের অধিক ও ছাত্র লওয়াই কার্য্য, তাঁহারা ছাত্রগণের যোগ্যতা অযোগ্যতা দেখিয়া প্রেরণ করেন না সুতরাং প্রতিবৎসর অনেকেই অনুত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যখন এসব, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত কার্য্য হইতে চলিল, তখন রেজিষ্টারের গাঢ় নিদ্রা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? জাগ্রদবস্থায় থাকিলে এপ্রকার ঘটনা হইত না। যাহা হউক রেজিষ্টার আমার কথার সত্যতা বিষয়ে অণুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করুন, নিশ্চয় জানিতে পারিবেন।

১২৭৫ } একান্ত বশম্বদ
৫ ই অগ্রহায়ণ } শাঁকারিটোলা।

—:•:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী মগরা
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে পৌষ ৩৸৹
„ „ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কুঞ্জগোপালপুর
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩
„ „ হরিনারায়ণ রায় বারুইপুর ৫৷৹
„ „ মনোহর মুখোপাধ্যায়
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৫৷৹
„ „ অমৃতচন্দ্র গুহ বানরীপাড়া
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ জানুয়ারি ৩৸৹
„ „ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত বালী ৫৷৹
চাইবাসা রিডিংক্লবের সেক্রেটারী
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭
„ „ শ্যামাচরণ শ্রীমানী, শিমুলয়া ৫৷৹
„ „ কেশবচন্দ্র ঘোষ ছাপরা ১৹

—:•:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸৹। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১৹ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৩ সংখ্যা

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। ”

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ১৬ ই অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ৩০ এ নবেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

“ হিন্দু মহিলা নাটক। ”

(যোড়াসাঁকো অভিনয় সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে করণওয়ালিস ষ্ট্রিট ১০৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বাবা নন্দী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ আমার খরিদা ১/১৮৶ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, দক্ষিণ সাধারণ রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের খালি বাটী (বসত বাটী সংলগ্ন) পূর্ব্ব রামলোচন দত্তের পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ যোড়পার মৃজাপুরের ১০৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
সন ১২৭৫
১০ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সাং কালিসহর

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সংস্কৃত মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় টীকাসম্বলিত বঙ্গাক্ষরে কলিকাতা প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, বোধ হয় মূল্য ১॥০ নির্দ্ধারিত হইবে। অতএব ইহাতে আর কেহ হস্তার্পণ করিবেন না।

পাথুরিয়া ঘাটা
২১ এ কার্ত্তিক
অব্দ ১২৭৫ } শ্রী জ্ঞানন মুখোপাধ্যায়

নির্ব্বাসিতের বিলাপ শীঘ্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে মূল্য স্বাক্ষর কারীর প্রতি ॥০ এবং বিনা স্বাক্ষর কারীর প্রতি ৸০ বার আনা যদি ইতি মধ্যে কেহ স্বাক্ষর করিতে চাহেন, সোমপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইবেন।

১২৭৫
২১ কার্ত্তিক } শ্রীশি

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ৴০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিগণের পাঠ্য মানসাঙ্ক মূলক মানসাঙ্ক মুদ্রিত হইয়াছে। হাবড়া জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট একপত্রসহ ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করাতে তিনি এই উত্তর দেন, “ এরূপ গ্রন্থখানি গ্রন্থের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ছিল, আপনি তাহা দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তির শ্রেণির ত কথাই নাই, অন্যান্য উচ্চ শ্রেণিগুলিতেও ঐ গ্রন্থ শিক্ষিত হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের মাষ্টার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন মল্লিক মহাশয়কে আপনার মানসাঙ্ক অংশ দর্শাইতে দি, তিনি লিখিয়াছেন যে কালীপ্রসন্ন বাবুর মানসাঙ্কের অধিকাংশ দেখিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা স্কুলসকলের পক্ষে গ্রন্থখানি বড় কাজের হইয়াছে এবং অঙ্ক বিষয়ের একটী অভাব পূরণ করিয়াছে। ”

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে।

প্রণীত	মূল্য	
নূ সংহিতকথাস	১	টাকা
রোমের ইতিহাস	১	ঐ
ছন্দসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৴	ঐ

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র শর্ম্মা

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ১০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে স্বত্ব খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

বিক্রয়ার্থ।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান। সর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কৃত। উত্তমরূপে সোণা দিয়া পুস্তক বাঁধান, মূল্য ২৫০ টাকা।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশ।

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১১ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৵০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ।৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কৃত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযত করা	৪০
লণ্ডন কারমা কোপিয়া অথাৎ ভ্রমর কল্যাণ	২॥০
মহাত্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান	১
ঠকঠাকুরপ্রকৃত প্রাচীন কবি ওয়ালাদেগের গতীসংগ্রহ	১
শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান	১
প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য	১০
আশু সম্বিদ দায়িনী	১॥
প্রমথ তরঙ্গিণী	১
যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন	২
নয়নামঞ্জু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত	১
রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য	॥
গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী প্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য	১।০
কৌতুকতরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয়	১৵
প্রাতমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা	॥
ঐ হাফ পঞ্জিকা	।০
দুর্গামঙ্গল পদ্য	১
কমলতারিণী	॥
সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত	৫
চরিত্তমঞ্জরী ইহতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে	১০
ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এলম্যানেক	১॥৵
কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য	১
স্বপ্নের মোহিনী শক্তি	।৴
গণেশচন্দ্র শর্ম্মার প্রণীত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম বিধবাবিবাহ নাটক ৩ বার মুদ্রিত	১
কাগজে উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত	১
কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য	৳০
মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা	১
ঔষধসিন্ধু লহরী	২॥০
ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত	৪॥০
সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ	৭
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে	২
উষাহরণ পদ্য	১
হিতপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মা সংগৃহীত	১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসের ১৫ হইতে ২১ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকম ত জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার সহিত পদ্মানদীর জোগেরস্থান	২০	৭
মহানায়	১০	৯
তথা হইতে জলিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	২	৯
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৬
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৬

সন ১৮৬৮ সালের ২৪ নবেম্বর বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গের উপর	১	৫

বহরমপুর ২৪ নবেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীযুক্ত সি ই, উইক্ একজাকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১৬ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

এতদ্দেশীয় সেনাদল।

এতদ্দেশীয় সৈন্যদিগের শিক্ষা ও অস্ত্রবিষয় লইয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থলেই তর্ক বিতর্ক হইতেছে। সৈন্যদলসংক্রান্ত প্রধান সংবাদপত্র “আরমি ও নেবি গেজেট” আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করা দুঃখের বিষয়। যে স্থলে উভয়বিধ সৈন্য একত্র যুদ্ধ করিবে, তথায় এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ অস্ত্র ও শিক্ষার নিকৃষ্টতানিবন্ধন অধিক পরিমাণে হত হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত পত্র এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি সর জন লরেন্সের মতকে বেদোদিত মতের ন্যায় অবিচার্য্য জ্ঞান করিয়া বলিয়াছেন, মূল নিয়ম ধরিয়া যেরূপ হউক অবস্থা বিবেচনা করিলে সিপাহীদিগকে স্নাইডর রাইফল দেওয়া উচিত হয় না, ভারতবর্ষেও অনেকের এই মত। যাহা হউক, এতদ্দেশীয়দিগকে প্রকাশ্যরূপে অবিশ্বাস করিয়া কার্য্য করা সর জন লরেন্সের অভিমত। কোন শাসনকর্ত্তা ভারতবর্ষীয়দিগকে এপ্রকার অপমান করেন নাই। বিদ্রোহের সময়ে তিনি অনেক কাজ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার অন্ততঃ জানা উচিত ছিল, যে সর্ব্বসাধারণে সাহায্য না করিলে কেবল সাম

রিক আইনে, এনফিলড রাইফলে ও কয়েক সহস্র ইউরোপীয় সৈন্যে ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। রাজার প্রতি প্রজাদিগের আন্তরিক ভক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু রাজা যদি প্রজাদিগের প্রতি অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে ভক্তির উদয় হয় না। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে শীকেরা স্পষ্টাক্ষরে আপনাদিগের অস্ত্রের নিকৃষ্টতাবিষয়ের অভিযোগ করিয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রার্থনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করা হয় নাই। এ অবস্থায় এসকল লোকে যে অকপট প্রভুভক্তিশালী হইবে, এ আশা করা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে নিকৃষ্ট অস্ত্র দিবার কারণ কি? এই কারণ বোধ হয়, তাহারা বিদ্রোহী হইলে ইউরোপীয় সৈনিকেরা তাহাদিগকে অনায়াসে দমন করিতে পারিবে। যদি এই কারণ হয়, তাহা হইলে ত সিপাহীরা কণ্টকস্বরূপ হইল। অর্থব্যয় করিয়া এ কণ্টক রাখিবার প্রয়োজন কি? তাহাদিগকে রা[illegible] কি উদ্দেশ্যই বা সিদ্ধ হইতেছে?

বর্ত্তম[illegible] বন্দুক লইয়া তাহারা কোন ইউরোপী[illegible] সৈন্যদলের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পা[illegible] না। সীতানাপ্রভৃতি স্থানের বন্যগণ ও আফগানদিগের তোড়াদার ও জিজ্ঞালেরও সিপাহীর ব্রৌণবেস অপেক্ষা প্রাধান্য আছে। এসকল শত্রুর সহিতও তাহারা তুল্য প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে শক্ত হয় না। তবে কি তাহাদিগকে কেবল এতদ্দেশীয় রাজগণ ও স্বদেশীয়দিগের ভয়প্রদর্শনার্থ রাখা হইয়াছে? ভারতবর্ষীয়েরা এ অবস্থায় কি ভাবিবেন? বুদ্ধিমান ও স্বদেশহিতৈষী সৈনিক ও আফিসরগণ কি এই অবস্থায় আপনাদিগের ব্যবসায়ের প্রতি ধিক্কার দিবেন না? সৈন্যগণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করে বলিয়াই তাহাদিগের ব্যবসায়ের এত গৌরব কিন্তু আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এমনি চমৎকার যে, সৈন্যগণ স্বদেশীয়দিগের রক্ষাকর্ত্তা না হইয়া ভয়ের কারণ ও ঘৃণার পাত্র হইতেছে। আত্মগৌরবজ্ঞান সৈনিকের একটী মহৎ গুণ। স্বদেশীয়দিগের অকপট অনুরাগ ও গৌরবলাভ তাহাদিগের পুরস্কার। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কেবল যে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে এই গুণ ও এই পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন এরূপ নয়, আপনারাও স্নেহ ও ভক্তির অভাজন হইতেছেন।

রাজস্বসম্বন্ধেও এদেশীয় সৈন্যগণ গলগ্রহস্বরূপ হইতেছে। যাহাদিগের হইতে প্রকৃত কাজ হইল না, তাহাদিগের নিমিত্ত এত টাকা ব্যয় করা বিধেয় হয় না; সর জন লরেন্স "সৈনিকের বন্ধু" বলিয়া গর্ব্ব করেন; কিন্তু তাহা কি সকল সৈন্যের সম্বন্ধে হইতেছে? সিপাহীদিগের স্বাস্থ্য, বাসস্থানপ্রভৃতির নিমিত্ত তিনি কি করিয়াছেন? বর্ত্তমান প্রণালীর অধীনে যে শতকরা ৫০ জন সিপাহী পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে না, ইহাই আশ্চর্য্য। যুদ্ধের ত কথাই নাই,। "এক জন সিবিলিয়ান" ইংলিসমানে লিখিয়াছেন, হাজারার যুদ্ধে অন্য অন্য যাবতীয় রেজিমেণ্টে যত লোক হত হয় ২০ ও ২৪ গণিত পঞ্জাবী দলে তত সৈনিক হত হইয়াছে। শীকগণ কি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছেন না? তাহাদিগের অপেক্ষা বন্যদিগের বন্দুক ভাল। ভারতবর্ষে উত্তম বন্দুকও আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে তাহা দেন নাই, এটী বুঝিয়া তাঁহারা মনে মনে কি ভাবিতেছেন? এদেশীয় সেনাদলের ইউরোপীয় আফিসরগণ উচ্চস্বরে [illegible]ডর রাইফলের জন্য চীৎকার করিতেছেন।

আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উল্লিখিত দূষিত রাজনীতিতে যে একটা মহত্তর অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, এ স্থলে তদুল্লেখ একান্ত আবশ্যক হইতেছে। সিন্ধুকূলে ভারতবর্ষের নিমিত্ত রুশীয়ারসহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘটনা হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। ইহার উদ্যোগলক্ষণও লক্ষিত হইতেছে। পেসোয়ার অবধি করাচি পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে দুর্গ হইতেছে। পঞ্জাবে অধিকতর সৈন্য যাইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উপরে আফগানদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। সিয়ার আলীই থাকুন, আর আবদুল রহমনই হউন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বার্থপর মিত্রতায় কেহই আদরবান হইবেন না। আফগানদিগের রুষীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবারই সমধিক সম্ভাবনা। ভারতবর্ষ লুটও একটা সামান্য লোভনীয় পদার্থ নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি উল্লিখিত ব্যবহারদ্বারা এ দেশীয়দিগকে অন্তঃশত্রু করিয়া রাখেন, রুশীয়েরা আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে কেবল ৬০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য কি ঐ উভয় শত্রুর পরাজয়ে সমর্থ হইবে? রুশিয়েরা তাতার ও বোখারীয়দিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে রণশিক্ষা দিতেছে। ঐ প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের জয় কষ্টসাধ্য হইবে সন্দেহ নাই। তাহারা আবার যখন আফগানদিগের সহিত মিলিত হইয়া রুশীয়দিগের সহিত ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবে, তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের যে কি বিপৎ উপস্থিত হইবে, এই সময়ে তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত দূষিত রাজ

নীতি পরিত্যাগ করুন; যাহাতে এদেশীয় সৈন্য ও প্রজাগণ অনুরক্ত হন তাহা করুন; সৈন্যদিগকে উচ্চতম শিক্ষা ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করুন। আমাদিগের যুবকগণ সেনাদলে প্রবেশ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া প্রজাদিগকে সাহসিক করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য। নিস্তেজ প্রজা কোন কাজের? ইহাঁরা যেমন কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না, সেইপ্রকার বিপদ্‌কালেও উপকার করিতে পারেন না। ইংরাজ জাতি এ দেশ পরিত্যাগ করিলে ইহাঁরা যাহাতে আত্মরক্ষার্থ অন্যের শরণাপন্ন না হন, তাহা করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য।

হিন্দুজাতির স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের
প্রতি পরস্পরের ভাব
ও ব্যবহার।

রুসিয়ার এক জন প্রধান পদস্থ সম্ভ্রান্ত লোক একদা বঙ্গদেশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদিগের দেশে বিবাহ আছে কি না?" তিনি ভারতবর্ষের বিষয়ে এরূপ অনভিজ্ঞ যে এ দেশের অতিপ্রাচীন কালের রীতি যে বিবাহ তাহাও তিনি অবগত নহেন। এরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করেন, ভারতবর্ষীয়েরা স্ত্রীজাতিকে আপনাদিগের সমকক্ষ জ্ঞান না করিয়া দাসীর ন্যায় বিবেচনা করেন এবং সেই দাসীর মত হীনাবস্থায় রাখিয়াছেন। অজ্ঞতানিবন্ধন এপ্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাঁহাদিগের এইপ্রকার সংস্কার আছে নিম্নোদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকগুলিদ্বারা তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জন হইবে সন্দেহ নাই। হিন্দু জাতীয় স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে কি উদার ভাব ও ব্যবহার ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

ন ভুংক্তে ময্যভুক্তে সা
নাস্নাতে স্নাতি সুব্রতা।
তিষ্ঠত্যুত্তিষ্ঠমানেচ
শেতে চ শয়িতে ময়ি।

পতি ভার্য্যার নিধনশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন, আমি ভোজন না করিলে তিনি ভোজন করেন না, স্নান না করিলে স্নান করেন না, আমি উত্থিত হইলে উত্থিত হন এবং আমি শয়ন করিলে শয়ন করেন।

হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা
দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা।
ক্লান্তে তু দীনবদনা
ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী॥

আমি হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হন, দুঃখিত হইলে দুঃখিত হন, আমি ক্লান্ত হইলে তাঁহার বদন ম্লান হয় এবং ক্রুদ্ধ হইলে প্রিয়বাক্যদ্বারা আমার সান্ত্বনা করেন।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা
পত্যুঃ প্রিয়হিতে রতা।
যস্য চৈতাদৃশী ভার্য্যা
স ধন্যঃ পুরুষোভুবি।

পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতির প্রিয়হিত কার্য্যে রতা, যাহার ভার্য্যা এপ্রকার সেই পুরুষই পৃথিবীতে ধন্য।

বৃক্ষমূলে হি দয়িতা
যত্র তিষ্ঠতি তদ্‌গৃহং
প্রাসাদোহপি তয়া হীনঃ
কান্তারাকৃতিরিষ্যতে।

যে বৃক্ষমূলে দয়িতা থাকে সেই গৃহ, আর প্রাসাদও যদি দয়িতাহীন হয়, তাহা কান্তারতুল্য হইয়া উঠে।

নাস্তি ভার্য্যাসমোবন্ধুঃ
নাস্তি ভার্য্যাসমঃ সুহৃৎ।
নাস্তি ভার্য্যাসমোরাজন
নরস্যার্ত্তস্য ভেষজং॥

ভার্য্যাতুল্য স্বজন নাই, ভার্য্যাতুল্য মিত্র নাই, মহারাজ! পীড়িত ব্যক্তির ভার্য্যাতুল্য ঔষধ নাই।

ন সাস্ত্রীত্যভিভাষেত
যস্যাভর্ত্তা নতুষ্যতি।
তুষ্টে ভর্ত্তরি নারীণাং
তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ।

এক ব্রাহ্মণের গৃহে একদা এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র এই তিনের উপযুক্ত শক্তু মাত্র সংগৃহীত ছিল; অন্য কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ আপনার ভাগ অতিথিকে প্রদান করিলেন, অতিথির তাহাতে উদর পূর্ণ হইল না। ব্রাহ্মণ অতিশয় খিদ্যমান হইলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন,

কিং বিষণ্ণোহসি ধর্ম্মজ্ঞ
বিদ্যমানেষু শক্তুষু।
তুষ্ট্যর্থমতিথেরস্য
মস্তাগোহপি প্রদীয়তাং।

হে ধর্ম্মজ্ঞ! শক্তু গৃহে থাকিতে আপনি বিষণ্ণ হইতেছেন কেন? এই অতিথির প্রীত্যর্থ আমার ভাগও প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন;—

অপি কীটপতঙ্গানাং
মৃগাদীনাঞ্চ শোভনে।
স্ত্রিয়োরক্ষ্যাশ্চ পোষ্যাশ্চ
তন্নৈবং বক্তুমর্হসি।

হে সুন্দরি! স্ত্রী কীটপতঙ্গ ও মৃগাদিরও স্ত্রী রক্ষণীয় ও পোষণীয় হয়, অতএব তোমার এরূপ বলা যোগ্য হইতেছে না।

ধর্ম্মকামার্থকার্য্যাণি
শুশ্রূষা কুলসন্ততিঃ।
দারেষ্বধীনঃ স্বর্গশ্চ
পিতৄণামাত্মনস্তথা।

ধর্ম্ম অর্থ কাম শুশ্রূষা ও বংশরক্ষা এবং আপনার ও পিতৃলোকের স্বর্গলাভ স্ত্রীর অধীন।

নানুকম্পতি যোনারীং
ন করোতীহ পোষণং।
মহান্তং ক্লেশমাপ্নোতি
নরকঞ্চ স গচ্ছতি।

যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি দয়া না করে এবং তাহার ভরণ পোষণ না করে, সে মহৎ ক্লেশ প্রাপ্ত হয় এবং নরকে গমন করে।

ব্রাহ্মণী কহিলেনঃ—

সহধর্ম্মচরৌ ধাত্রা
সৃষ্টৌ ভার্য্যাপতী দ্বিজ।
তস্মান্মহতি ধর্ম্মে মাং
ন বাহ্যাং কর্ত্তুমর্হসি।

বিধাতা ভার্য্যা ও পতিকে সহধর্ম্মচর করিয়া সৃজন করিয়াছেন। অতএব আমাকে মহৎ ধর্ম্মের বহির্ভূত করা আপনার উচিত হইতেছে না।

পতির্নার্য্যাঃ পরোধর্ম্মঃ
পতিরেবহি দৈবতং।
পতিরেব পরোবন্ধুঃ
পতিরেব পরা গতিঃ

পতি স্ত্রীর পরম ধর্ম্মস্বরূপ, পতি দৈবতস্বরূপ, পতিই শ্রেষ্ঠ বন্ধু, পতিই পরম গতি।

ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ
যশঃ স্বর্গতিমেবচ।
পত্যৌ প্রসন্নে স্ত্রী সর্ব্ব
মেতৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।

পতি প্রসন্ন থাকিলে স্ত্রী ধর্ম্ম অর্থ কাম ও স্বর্গ এ সমুদায় নিঃসংশয় প্রাপ্ত হন।

কর্ম্মণা মনসা বাচা
যা স্ত্রী পতিমনুব্রতা।
ইহৈব মহাভাগা
সা দেবৈরপি পূজ্যতে।

যে স্ত্রী কর্ম্ম মন ও বাক্যে পতির প্রতি অনুরক্ত হন, ইহলোকে থাকিতেই দেবতারাও তাঁহার পূজা করেন।

এতদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের সতীত্বেরও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এদেশীয় রমণীগণ গৃহকর্ম্মে রত থাকেন বলিয়া অনেকে ভাবেন এ দেশের পুরুষেরা নারীদিগকে দাসীর কর্ত্তব্য কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের অবস্থাও অতি হীন; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, এতদ্দ্বারাও ভারতবর্ষীয় স্ত্রী ও পুরুষের সমকক্ষ ভাবের সবিশেষ পরিচয় হইতেছে। পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন এবং স্ত্রীগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহকর্ম্মসম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষীয় রমণীদিগকে যে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, অর্থের অসঙ্গতি ও জাতিভেদ তাহার প্রধান কারণ। হিন্দুজাতি সজাতীয়ের সকলের হস্তে অন্নগ্রহণ দূরে থাকুক, স্বশ্রেণীর সকলের পাক করা দ্রব্যও ভক্ষণ করেন না; সুতরাং স্ত্রীদিগের উপরে এ ভার সমর্পিত হইয়াছে।

আমরা উপরে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীপুরুষের যে সুখময় অবস্থার বর্ণন করিলাম, অধুনা সুরাপান ও লাম্পট্যাদি দোষের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যে যে পুরুষের অন্য মতি হইয়াছে, তাহাদিগের স্ত্রীদিগেরও তাহাদিগের উপরে উপরিলিখিত শ্লোকবর্ণিত ভক্তি ও প্রণয়াদি নাই।

—:০:—

শস্যের অবস্থা।

রেবেনিউ বোর্ড সম্প্রতি অক্টোবরের শেষপর্য্যন্তের শস্যের যে অবস্থাবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই:—

আসাম। কামরূপে অতিবৃষ্টিতে ও কীটে শস্যের যত অনিষ্ট করিয়াছে মনে করা হইয়াছিল, তত হয় নাই। নওগাঁ, কসায়া ও জয়ন্তিয়া পুরুতে উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। ত্রিপুরায় মধ্যবিধ শস্য হইবে। লক্ষ্মীপুর ও শিবসাগরের শস্যের অবস্থা উত্তম।

ভাগলপুর। কালেক্টর অনুমান করেন, আট আনা অবধি বার আনা পর্য্যন্ত শস্য জন্মিতে পারে। কমিসনর বলেন, দক্ষিণাংশের অবস্থা অতি মন্দ, তথায় ঊর্দ্ধসংখ্য অর্দ্ধেক শস্য হইবে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৬। ৭ আনার অধিক অনুমান করেন না। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন অর্দ্ধেক চারা নষ্ট হইয়াছে। আমন ও রবিশস্য নষ্টপ্রায় হইয়াছে। যত দিন ভাদ্র মাসের শস্য না হয়, তত দিন বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইলে রবি শস্য বাঁচিতে পারে। অদ্যাপি কৃষকদিগের প্রকৃত কষ্ট হয় নাই; কিন্তু শ্রমজীবীদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুলিস ও জমীদারদিগকে বলা হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ হইবামাত্র যেন তাঁহারা সংবাদ দেন। কমিসনর বলিয়াছেন, শ্রমজীবীদিগকে কর্ম্ম দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

মুঙ্গের। আউস ধান্য ভাল হইয়াছে; আমন চারি আনার অধিক হইবে না। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন রবিশস্য নষ্ট হইতেছে। এখনও দুর্ভিক্ষ হয় নাই; কিন্তু সাহায্য দান আবশ্যক হইবে।

পূর্ণিয়া। আমন ভাল হইবে, কেবল উচ্চ ভূমিতে হয় নাই। রবিশস্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট। শস্যের মূল্য মধ্যবিধ।

সাঁওতাল পরগণা। রাজমহল। আমন ভাল হইল না। বৃষ্টি না হওয়াতে রবিশস্য অল্পমাত্র জন্মিয়াছে. লোকের গোলায় অধিক শস্য সঞ্চিত নাই; কষ্ট হইয়াছে। দেবগড়। আউস উত্তম হইয়াছে, অর্দ্ধেক আমন হইবার সম্ভাবনা। দুমকারও ঐ অবস্থা। গদ্দায় দশ আনা আমন হইতে পারে। কমিসনর অনুমান করেন, যদি রবিশস্য ভাল হয়, তাহা

হইলে দক্ষিণাংশব্যতিরেকে আর সকল স্থানে বড় কষ্ট হইবে না। রবিশস্য ভাল না হইলে দুই মাসপরে কর্ম্ম দিতে হইবে। দরিদ্রগন কোথায় কর্ম্মের নিমিত্ত যাইবে, কমিসনর এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। বোর্ড বলিয়াছেন, যদি রেলওয়েতে কর্ম্ম পাওয়া যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিবেন না, নচেৎ স্থানীয় কর্ম্মচারীরা বন্দোবস্ত করিবেন।

বর্দ্ধমানবিভাগ। বাঁকুড়া। আউস ভাল হয় নাই আমন ও ইক্ষুর অবস্থা এক্ষণে ভাল; কিন্তু বৃষ্টি না হইলে চারি আনা নষ্ট হইবে। রবিশস্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কি পরিমাণে জন্মিবে তাহার স্থিরতা নাই।

বীরভূম। আট আনা অবধি বার আনা পর্য্যন্ত শস্য হইতে পারে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই।

বর্দ্ধমান। আট আনা অবধি বার আনা শস্য জন্মিতে পারে। কৃষকেরা ক্ষেত্রে জল সেঁচিয়া দিতেছে।

হুগলী। দশ আনা শস্য হইতে পারে। লোকে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেন না।

হাবড়া। উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন কৃষকেরা রবিশস্য বপন করে নাই।

মেদিনীপুর। অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্য নষ্ট হইতেছে। মাজনামুঠা ও ব্রাহ্মণভূম পরগণায় মন্দের অপেক্ষা উত্তম হইয়াছে। জঙ্গলমহল ও পশ্চিম বিভাগে দুর্ভিক্ষ হইবে। তমোলুকের বড় মন্দ অবস্থা। হিজিলিতে বার আনা শস্য হইতে পারে। তিসি ও ইক্ষুর অতিশয় দুরবস্থা। মেদিনীপুরে যৎকিঞ্চিৎ রবিশস্য যাহা হয়, অনাবৃষ্টিনিবন্ধন তাহাও বপন করা হয় নাই।

চট্টগ্রাম। যেপ্রকার শস্য হইবে, অনুমান করা গিয়াছিল, অনাবৃষ্টি নিবক্ষন তাহা হইল না। সিকি শস্য নষ্ট হইয়াছে। পর্ব্বত অঞ্চল ও উচ্চ স্থানে কিছুই হইল না। আর একটী বিঘ্ন এই, অনেকগুলি জাহাজ চাউল লইতে আসিতেছে।

ছোট নাগপুর। লোহারডগা। মধ্যবিধ শস্যলাভের সম্ভাবনা। পালামাউয়ে আমন ও রবি শস্য নষ্টপ্রায় হইয়াছে। গড়ে দুই আনা অবধি চারি আনা শস্য হইবে। শস্যের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। গয়ার অনেক ব্যাপারী যাহা কিছু চাউল ছিল ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। ডেপুটি কমিসনর চাউল রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু কমিসনর ও বোর্ড ইহাতে সম্মত নহেন।

মানভুম। মধ্যবিধ শস্যলাভের সম্ভাবনা। শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই। সিংহভূমেরও ঐপ্রকার অবস্থা; কিন্তু স্থানে স্থানে টাকায় আট সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। হাজারিবাগ ও খড়গদেবার অবস্থা ভাল; কিন্তু শস্যের মুল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছে।

কটকবিভাগ। বালেশ্বর। সুবর্ণরেখার উত্তরপর্য্যন্ত আমন ছয় আনা পরিমাণে হইতে পারে। তথা হইতে বস্তা নদীপর্য্যন্ত দুই আনা এবং সদর বিভাগের অন্যত্র দশ আনা হইবার সম্ভাবনা।

কটক। সদর বিভাগ ও জগৎসিংহপুরে উত্তম শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা। যাজপুরে আট আনা ও কেন্দ্রারাপাড়ায় নয় আনা হইবে। সরিষা ও তিসিভিন্ন অন্য রবিশস্যের অবস্থা ভাল। কেন্দ্রারাপাড়া ও যাজপুরে অধিক শস্য নাই; কিন্তু অন্যত্র ॥ সের অবধি ॥৭ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে।

পুরী। শস্যের অবস্থা মন্দ। স্থানে স্থানে মুল্য দিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। চাউলের মুল্য প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতেছে। গবর্ণমেন্টের গোলায় ৩,৯৭,৫৪৭ মণ চাউল আছে। রেবেণিউ বোর্ড এদেশীয়দিগের দুঃখে কাতর হন না বলিয়া ইহার মুল্যবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

কাছাড়। ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে উত্তম শস্য হইবার সম্ভাবনা। পাটনা বিভাগে অধিকাংশ শস্য নষ্ট হইয়াছে। গড়ে তিন আনা পাওয়াও কঠিন বাখরগঞ্জের অবস্থা অন্য অন্য বৎসরের ন্যায় নহে।

রাজধানীবিভাগ। ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশের শস্য এককালে নষ্ট হওয়াতে দরিদ্রদিগকে কর্ম্ম দেওয়া হইতেছে। কমিসনরকে আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে প্রতি পক্ষে তিনি এক একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। সাতক্ষীরায় শস্য কতক ভাল হইয়াছে। বসিরহাট ও বারুইপুরে বার আনা শস্য হইবে। বারাকপুরে দুই আনা মাত্র পাওয়া যাইবে। বারাসত ও ডায়মণ্ড হারবরে বিলে ধান্য জন্মিয়াছে; কিন্তু ডাঙ্গাভূমির শস্য নষ্ট হইয়াছে। সদর বিভাগের অবস্থা ভাল নহে। যশোহরে উত্তম শস্য জন্মিয়াছে। নদীয়াতে কতক ভাল হইয়াছে; কিন্তু রবিশস্য হইল না। রাজসাহীর অবস্থা ভাল। পাবনায় বার আনা হইবে। মালদহের অবস্থা ভাল নহে।

উপরে শস্যের অবস্থা যে প্রকার বর্ণিত হইল, তাহাতে কোনরূপে এরূপ বোধ হইতেছে না যে, এ বার লোকের স্বচ্ছলে চলিবে। এখন যদি রপ্তানী বন্ধ করা না হয়, দুর্ভিক্ষক্লেশ সহ্য করিতে হইবে সন্দেহ নাই। বিপদকালে শাস্ত্রের নিয়ম রক্ষা হয় না।

—:০:—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি।

"দশে মিলে করি কাজ; হারি জিনি নাহি লাজ।" আমাদিগের মিউনি

সিপালিটিসকল এই প্রবাদবাক্যের উন্নতিসাধনের একশেষ করিয়াছেন। ইহাঁদিগের সংস্কার এই, দশ জনে এক হইয়া অতি গর্হিত কাজ করিলেও লজ্জা নাই। মিউনিসিপাল কমিসনরেরা রাজনীতি, বার্ত্তা ও রাজস্বসংক্রান্ত নূতন নূতন নিয়মের সৃষ্টি করিতেছেন। বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটি বাণিজ্যের উপরে শুল্ক করিবার চেষ্টা পাইয়া ভারতবর্ষকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছেন। মফস্বলের মিউনিসিপালিটিসমূহের সহিত ত তাহার তুলনা হয় না। সেখানে যেমন অত্যাচার উৎকোচ ও চুরির প্রাদুর্ভাব কাজেরও তেমনি বিশৃঙ্খলা। কিন্তু কলিকাতার জষ্টিসেরা কয়েক বিষয়ে পৃথিবীর আদর্শ হইয়াছেন। ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকসংখ্যা করিয়া জষ্টিস নিয়োজিত করা যদি ন্যায্য হয়, তাহা হইলে ২০ জন এ দেশীয় আর এক জন ইউরোপীয় এই নিয়মে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে নিয়োগ দূরে থাকুক, উভয়জাতীয় জষ্টিসের সংখ্যাও সমান নহে। সভাপতি আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ করেন। লোকে আর কর দিয়া উঠিতে পারেন না। যে বাটীর দশ টাকা ভাড়া হয় না, তাহার ভাড়া ২০ টাকা ধরা হয়। নাম মাত্র আপীল আছে; কিন্তু এক শত লোকের মধ্যে দুই জনের কর কমে কি না সন্দেহ। এই অনিষ্টনিবারণার্থ ব্যয় সংক্ষেপরূপ উপায় অবলম্বন করিবার যো নাই। প্রধান মহাপুরুষদিগের প্রিয় পাত্রেরা মিউনিসিপালিটিকে একচেটিয়া করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়ান হইতে পারে না। কেহ পূর্ণ বেতন পাইতেছেন, অথচ কিছুই করিতে হইতেছে না। কাহার ব্রহ্মদৈত্যের চুল সোজা করা কাজ হইয়াছে। লোকের ত দুঃখের সীমা নাই। কথায় কথায় নালীশ ও জরিমানা হইতেছে। আইন অনুসারে জষ্টিসদিগের মতে সভাপতির কাজ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু কার্য্যতঃ জষ্টীসেরা হগ সাহেবের আজ্ঞা রেজিষ্টরী করিতেছেন মাত্র। এই ত অবস্থা। জষ্টীসদিগের গত অধিবেশনদিবসে যে এক প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর। এক জন জষ্টীস প্রস্তাব করেন, প্রত্যেক মিউনিসিপালিটির নিজের এক একটী বাজার করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম। এই মূল নিয়ম স্থির করিয়া উক্ত মহাত্মা বলেন, ধর্ম্মতলার বাজারে সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য; বাজারটী ময়লায় পরিপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল; অতএব আর একটী বাজার করা উচিত। প্রস্তাবিত বাজার ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত হইবে; কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগকে টাকা দিতে হইবে। সভাপতি ও কয়েক জন ইউরোপীয় জষ্টীস আগ্রহসহকারে এই প্রস্তাবের সবিশেষ অনুমোদন করেন। সৌভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় ও অবশিষ্ট জষ্টীসেরা লজ্জিত হইয়া এই পক্ষপাতপূর্ণ প্রস্তাবের প্রতি ঘোরতর আপত্তি করাতে ইহা আপাততঃ অগ্রাহ্য হইয়াছে। আমরা "আপাততঃ" শব্দটি প্রয়োগ করিলাম, তাহার কারণ এই সভাপতি যাহা মনে করেন, তাহাই হয়; ভবিষ্যতে এক সভায় গবর্ণমেণ্টের ধামাধরা জষ্টিসদিগকে আহ্বান করিয়া হগ সাহেব যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবেন, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

কি লজ্জাকর ব্যবহার! ধর্ম্মতলার বাজার এক জন এতদ্দেশীয়ের বলিয়াই যত গোলযোগ। ইহার অবস্থাসংক্রান্ত যে কথা বলা হয়, তাহা অমূলক; যদি এক জন ইউরোপীয় কোনক্রমে ইহা হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে আর মিউনিসিপাল বাজারের প্রয়োজন হয় না। শক সাহেব কিছু দিন ক্রমাগত মকদ্দমা করিয়া বাবু হীরালাল শীলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, হীরালাল বাবু বাজার ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এক্ষণে নূতন বাজার করিয়া পুরাতন বাজার ভাঙ্গিয়া দেওয়া হগ সাহেবের চেষ্টা হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এপ্রকার ব্যবহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে বস্তুতঃ হগ সাহেব ও কয়েক জন ইউরোপীয় জষ্টিসের ব্যবহার দেখিয়া আমাদিগের লজ্জা হইতেছে, ইহাঁরাই আবার ভারতবাসীয়দিগের আদর্শ হইতে চান।

—:•:—

কুষ্পিলাইন।

মাতলা রেলওয়ের একাংশ হইতে কুষ্পিলাইননামে যে রেলওয়ে হইবার সংকল্প হইয়াছে, এখনও তাহার ভূমি পরিমাণাদি কার্য্য শেষ হয় নাই। কর্ম্মচারীরা পরিমাণাদি করিতেছেন, অতএব এসময়ে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহাদিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন গ্রামের নিকট দিয়া রাস্তা লইয়া যান। ইহাতে যদি কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য হয়, তাহা স্বীকার করা উচিত; পরিণামে লাভ হইবে। যদি বল যেখানে ষ্টেসন করা হউক গ্রামবাসীরা সেই খানে গিয়া আরোহণ করিবেন; এ বাক্য যুক্তিসহ নহে। একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই ইহার অসারতা সপ্রমাণ হইবে। সোণাপুরে এখন একটী ষ্টেসন আছে। মালঞ্চ, মাহিনগর, হরিহরপুরপ্রভৃতি ৫। ৬ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা অন্য গতি নাই বলিয়া এখন সোণাপুরে গিয়া রেলগাড়িতে আরোহণ করেন; কিন্তু যদি মালঞ্চ গ্রামে একটী ষ্টেসন হয়, ঐ অঞ্চলের যাবতীয় লোক ঐ ষ্টেসনে আরোহণ ও অবরোহণ করিবেন, উহাতে কি রেলওয়ের লাভ হইবে না? ৫। ৬ মাইল পথে আরোহী ও বাণিজ্য দ্রব্যে

যে উপার্জ্জন হয়, তাহা কি লাভকর নয়? পক্ষান্তরে অধ্যস্থলে ২। ৩ টী ষ্টেসন না করিয়া যদি সোণাপুর ও রামনগর এই দুরবর্ত্তী ষ্টেসন হয়, মালঞ্চ প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা তখনও সোণাপুরে গাড়িতে উঠিবেন, তাহা হইলে কি ঐ ৫। ৬ মাইল পথের লাভ ক্ষতি হইল না? রামনগর ততদূর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নহে। গ্রামের নিকট দিয়া রাস্তা না গেলে আমরা যে ক্ষতির গণনা করিলাম তাহা হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটী লেখা সমাপ্ত হইলে আমরা শুনিলাম, কুল্পি লাইন এক্ষণে স্থগিত রহিল। আপাততঃ গড়িয়া হইতে খাল কাটা আরম্ভ হইবে। পাঠকগণ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমাদিগকে অব্যবস্থিত মনে করিতে পারেন; কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে গবর্ণমেন্টের অব্যবস্থাই আমাদিগের অব্যবস্থিতত্বের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধার।

সর জন লরেন্সের অধিকারকালে আর একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইল। এতদ্দ্বারা কেবল যে তাঁহার নাম স্মরণীয় হইবে এরূপ নয়, ভারতবর্ষের বিনাশোন্মুখ সংস্কৃত গ্রন্থগুলিও কিছুকাল স্থায়ী হইল। আমরা যে নিমিত্ত ইহার প্রসঙ্গ করিয়াছি, নিম্নোদ্ধৃত এডুকেশন গেজেটের প্রস্তাবটী পাঠ করিলেই পরিস্ফুটরূপে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের পুনঃ আবিষ্কার ও রক্ষাবিধান বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন। লাহোরের প্রসিদ্ধ এবং প্রধান পণ্ডিত বাধাকৃষ্ণ গবর্ণর জেনেরেলের সমীপে এই আবেদন করেন যে, এতদ্দেশীয় রাজাদিগের পুস্তকালয়ে এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানে যেসকল সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সেই সমুদায় সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করা হয়। ঐ আবেদনপত্রের বিষয়ে মত জানিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপনবিভাগের সহকারী সেক্রেটারি হোয়াইট্‌লি ষ্টোক্স সাহেবের প্রতি অর্পণ করায় তিনি বলেন, এ কার্য্য কেবল ইউরোপেই সন্তোষজনকরূপে সাধিত হইতে পারিত, এক্ষণে এ চেষ্টা কালসাপেক্ষ। যাহা হউক, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনানুসারে তিনি এ বিষয়ে মত দিয়াছেন এবং হোম সেক্রেটরি পত্রদ্বারা সমস্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছেন যে, দেশীয় রাজাদিগের পুস্তকালয়ে যত প্রকার অমুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক আছে, সেগুলি দেবনাগর অক্ষরে আটপেজি আকারে মুদ্রিত হইবে এবং বাঙ্গালার বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মান্দ্রাজের বর্ণেল সাহেব অথবা বোম্বাইয়ের ডাক্তর বহ্লারের ন্যায় এক জন উপযুক্ত সম্পাদকের দ্বারা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সমাধা হইবে। প্রত্যেক পুস্তকের ৫০ কাপি করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টে প্রদান করিতে হইবে। অবশিষ্ট অর্থাৎ ১৫০ কাপি (দুই শতের অধিক মুদ্রিত করিবার আবশ্যক নাই) সাধারণ্যে বিক্রীত হইবে, অথবা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা শাসনকর্ত্তারা উপযুক্ত বিবেচনা করিলে অন্য প্রকারেও ব্যবহার করিতে পারিবেন।

আরও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, কতকগুলি উপযুক্ত কৃতবিদ্য লোক পুস্তকসকল বাছিয়া এবং পরীক্ষা করিয়া আনিবার নিমিত্ত এবং নূতন পুস্তক অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর সমস্থাৎ প্রেরিত হইবেন। তাঁহারা যে যে স্থানে গমন করিবেন, তথায় তাঁহাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য লোককে বুঝাইয়া দিবেন। পুস্তকের অধিকারী মূল্য চাহিলে, তাঁহাকে ন্যায্য মূল্য দিয়া পুস্তক ক্রয় করিতে হইবে। ভ্রমণকারীরা তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন। ঐসকল রিপোর্ট হোম ডিপার্টমেন্টে গবর্ণর জেনেরেলের নিকট প্রেরিত হইবে। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় স্থানের সুশিক্ষিতেরাই এই ভার প্রাপ্ত হইবেন। ইউরোপে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরিদ্বারা এবং এ দেশে নিযুক্ত ব্যক্তিরা আপনাদের স্থানীয় গবর্ণমেন্টদ্বারা গবর্ণর জেনেরেলকে পত্রাদি লিখিবেন।

পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইলে বা অন্যরূপে পাইতে হইলে যে স্থানে উহা ক্রয় করা বা অন্যরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তত্তৎ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বা শাসনকর্ত্তারাই তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। গবর্ণর জেনেরল ইন্‌কৌন্সিল বিবেচনা করেন, ইউরোপীয়দিগের যেসকল পুস্তক অধিকতর অভিমত অর্থাৎ বেদ, বেদাঙ্গ এবং তাহাদের টীকা, টিপ্পনী, ব্যাকরণ, অভিধান, স্মৃতি ও দর্শন এইসকল গ্রন্থই অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। নির্ব্বাচিত পুস্তকসমূহের মুদ্রাঙ্কণ এক্ষণকার দেবনাগর অক্ষরে পরিপাটীরূপে সমাধা হইবে। গবর্ণমেন্ট এতদর্থ বাৎসরিক ২৪০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা যেরূপ গুরুতর কার্য্য তাহাতে আমাদের বোধে আরও কিছু বেশী হইলে ভাল হয়।

চাঁদনীর চিকিৎসালয়।

আমরা উক্ত চিকিৎসালয়ের ১৮৬৭ অব্দের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। কতিপয় ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক ১৭৯২ অব্দে এই চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এতদ্দেশী দরিদ্র পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ইহা স্থাপিত হয়; কিন্তু ক্রমশঃ গবর্ণমেন্ট সাহায্য করাতে সকল শ্রেণির লোকে সাহায্য পাইতেছেন। ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ অব্দে চিকিৎসালয়ের ব্যয়োপযোগী অর্থ না থাকাতে সর্ব্বসাধারণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। তদনুসারে ৬৪০২ টাকা চাঁদা উঠে। সংবৎসরে ৫৬,১৯৩। ১৫ টাকা আয় হয়, তন্মধ্যে ৪৮,৭২৯ ৵১৫ টাকা ব্যয় হইয়া ব্যাঙ্কে ৭৪৬৪ টাকা জমা হইয়াছে। চিকিৎসালয়ের ২,৯১,৯০০ টাকা গবর্ণমে

ক্তৈর 'কাগজ আছে। পর পরাটা, চিৎপুর, ওপার্কষ্ট্রিটে এক একটী শাখা আছে।

১৮৬৭ অব্দে চাঁদনির চিকিৎসালয়ে ১৩২০ জন রোগী ছিল এবং বাহির হইতে ১,৭০১৬৫ জন রোগী আসিয়া চিকিৎসা করাইয়া যায়। যাহারা ঐ চিকিৎলয়ে ছিল তাহাদিগের গড়ে ১৩.৭৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরে ২৪০৬ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। বাহিরের রোগীর মধ্যে ১,৭০,৩৭৬ জন আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা চিকিৎসালয় ও চিকিৎসকদিগের বিশেষ গুণ প্রকাশ পাইতেছে। ডাক্তর বেলির যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। কোন চিকিৎসক সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হইতে পারেন নাই। দরিদ্রদিগের এরূপ শ্রদ্ধাস্পদ অতিঅল্প লোক দৃষ্ট হন। চাঁদনির চিকিৎসকগণ কাম্পাউণ্ডারদিগের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারা সকল কাজ করিয়া থাকেন। ইহাই ঐ চিকিৎসালয়ের সুখ্যাতির প্রধান কারণ। শাখা চিকিৎসালয় সমুহের কার্য্যবিবরণও সবিশেষ প্রীতিকর। চাঁদনির চিকিৎসালয়দ্বারা দরিদ্রদিগের সবিশেষ উপকার হইতেছে। অতএব ইহার উন্নতিকল্পে সকলের যত্ন ও সাহায্য দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিবিধসংবাদ।

৯ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

গত শনিবার পিপল্স্ ব্যাঙ্ক বনাম টমাস পিচর মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার সময়ে ছোট আদালতের প্রধান জজ ফেগন সাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন যে, জজ হওয়া অবধি তিনি এই মকদ্দমার ন্যায় অন্য কোন মকদ্দমায় এত বিশৃঙ্খলতা দর্শন করেন নাই, এক জন যুবক আটর্ণীর অজ্ঞতা নিবন্ধন নিয়মের সীমা অতিক্রম তত দোষের হয় না; কিন্তু এক জন আইনজ্ঞ ও পণ্ডিত বারিষ্টর চীৎকার করিয়া এক জন ইংরাজ বিচারপতিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা পান, তাহা অতিশয় ঘৃণনীয়। ইংরাজ বারিষ্টর ও আটর্ণির ক্লার্কদিগের জানা উচিত ১০।১৫ জনের এক কালে চিৎকার করিবার স্বত্ব মফস্বলের উকীলদিগকে দেওয়া উচিত। এই মকদ্দমার অর্থীর পক্ষে আটিক ল্ড ক্লার্ক আডকিন ও প্রত্যর্থীর পক্ষে বারিষ্টর জাকসন ছিলেন। মফস্বলের যেসকল আদালতে গোল হয়, এ মিষ্ট ভৎসনাটী তাহাদিগেরও হইয়াছে। তবে মফস্বলের উকীল ও সমস্ত আদালতকে সাধারণ্যে ভৎসনা করা ফেগান সাহেবের উচিত হয় নাই.

কলিকাতায় আর্ম্মেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাষ্টকার সাহেব ছাত্রদিগকে আর্ম্মেণী ভাষায় কথোপকথন করিতে নিষেধ করেন। এক দিন ভোজন কালে কয়েকটী ছাত্র মাতৃভাষায় কথা কহাতে কাষ্টকার তাহাদিগকে আত্যন্তিক প্রহার করিয়াছিলেন। পুলিষে নালিশ হওয়াতে ৩০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। শাসন বটে।

কলিকাতার ছোট আদালতে একদল ধূর্ত্ত দালাল আছে। ইহারা কেবল জুয়াচুরি করিয়া উপার্জ্জন করে। পূর্ব্বে ইহাদিগকে মোক্তার বলিয়া গণ্য করা হইত। কিছু দিন হইল ফেগান সাহেব ইহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছেন। তথাপি ইহারা আদালত পরিত্যাগ না করাতে লাইসেন্স টাক্স আসেসর ইহাদিগকে কর দিতে বলিয়াছেন। দালালেরা বিব্রত হইয়া জজের নিকটে এই সার্টিফিকেট চাহিয়াছে যে, তাহাদিগকে আদালত মোক্তার বলিয়া গণনা করেন না। ফেগান সাহেব বলিয়াছেন আদালত ত্যাগ না করিলে তিনি এই সার্টিফিকেট দিবেন না। কলিকাতার ছোট আদলত বদমাইসের বাসা; দালালেরা তাহার প্রধান রক্ষক।

মধ্য ভারবর্ষ ও রাজপুতনায় অন্নকষ্ট দিন দিন বৃদ্ধ হইতেছে। দরিদ্র লোকের দিনপাত করা ভার হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই গবর্ণর জেনরলের বর্ত্তমান এজেন্ট কর্ণেল মিড রাজাদিগকে পূর্ত্তকার্য্য আরম্ভ করিয়া লোকদিগকে কর্ম্ম দিতে প্রবৃত্তি দিতেছেন। কোন কোন স্থলে অন্নদান করা হইবে। অন্য অন্য বৎসর এজেন্ট শীতকালে ভ্রমণের সময়ে বিস্তর লোক লইয়া গমন করেন। কর্ণেল মিড এবার ছয় জন মাত্র লোক লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

গত সোমবারে লেপ্টনন্ট গবর্ণর মেজর হোবেণ্ডেনকে সঙ্গে লইয়া কানিঙ বন্দর দর্শন করিতে গিয়া কয়েকটী নূতন বয়া করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের দ্রব্য বোঝাই চারি খানি জাহাজ কানিঙে আসিতেছে। পোর্ট কানিঙ কোম্পানির চাউলের কল দেখিয়া গ্রেসাহেব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে গবর্ণমেণ্ট কানিঙ ত্যাগ করিতেছেন না। এ পর্য্যন্ত কয়েক জন জুয়াচোরে অর্থ অপহরণ করিয়া কেবল অনিষ্ট করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সৎ ও উপযুক্ত লোকের হস্তে ভার দিলে কয়েক বৎসরমধ্যে কানিঙের সবিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

কলিকাতার পুলিষ কমিসনর সম্প্রতি ইউরোপীয় ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবলদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, রবিবার তাঁহারা পুলিষ আদলতে না আসিয়া বাজার ও দোকানসকল দর্শন করিয়া যাহারা কম বাঁটখরা রাখেন তাহাদিগকে ধরেন এই আজ্ঞায় কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা বলেন রবিবার বিশ্রামবার। এ দিবস গিরজায় না গিয়া বাজারে বাজারে ভ্রমণ করা তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর। অন্য দিনে কি ঐ কার্য্যটী হইবার সুবিধা নাই?

সম্প্রতি একটী মান্দ্রাজী স্ত্রীলোক তাহার উপপতির সহিত বিবাদ করিয়া প্রায় দেড়ছটাক লডেনম পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। করণার যখন অনুসন্ধান করেন, তখন একটী আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। মার্থা ওরেন্সনামক এক জন ইংরাজ আফিসরের স্ত্রীর বোতল হইতে হতভাগা মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকটী লাডেনম পান করে। বিবি ওরেন্স প্রত্যহ এক পোয়া লাডেনম খাইয়াথাকেন। যে দিবস লাডনম না পান সে দিন এক ভরি অহিফেন খান!!! বাগবাজারের "দল" এতৎ শ্রবণে সিহরিয়া উঠিবেন।

১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

সম্প্রতি লাহোর পেসোয়ার, দেরা ইস্মাইল খাঁ ও ঝমালপুরে ভূমকম্প হইয়াছে। ঝামলপুরে প্রায় অর্দ্ধমিনিট কম্প ছিল।

কৃষ্ণনগরে ওলাউঠা হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট এক জন অতিরিক্ত সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনকে তথায় যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন। সর্ব্বত্র পীড়া হইতেছে।

লাইসেন্স গ্রহণ না করাতে কয়েক ব্যক্তির নামে পুলিষে নালীশ হয়। প্রত্যর্থীদিগের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে বলাতে মিউনিসিপালকর্ম্মচারী বেথি সাহেব বলেন, তাঁহার কোন প্রমাণ নাই, ইহাতে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আকক সাহেব এপ্রকার মিথ্যা নালীশ করিয়া বিরক্ত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া বিস্তর মকদ্দমা খারিজ করিয়াছেন; শেষে বেথি সাহেব পীড়ানিবন্ধন আদালত ত্যাগ

করেন। মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা বড় প্রশংসা পাইতেছেন।

নিজামের রাজ্যের প্রধান মৌলবীর পদচ্যুতির বৃত্তান্ত বাঙ্গালোর হেরালডে প্রকাশিত হইয়াছে। এক রাণীর এক মকদ্দমায় রাণী মৌলবীকে এক লক্ষ টাকা উৎকোচ দেন। তাঁহার বিপক্ষ দুই লক্ষ টাকা দিয়া জয়লাভ করেন। রাণী মন্ত্রীর নিকটে আপীল করিলে অনুসন্ধান হইল। ইহাতে প্রকাশ পাইল একটী মোরব্বার জালার মধ্যে নোট ও মোহর রাখিয়া উপরে মোরব্বা দিয়া মৌলবীর নিকটে দুইলক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। জালা খুলিয়া দেখা গেল, যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল মোরব্বা ও নোট প্রভৃতি সেই ভাবে আছে। মৌলবী বলিলেন, তন্মধ্যে টাকা ছিল তাহা তিনি জানিতেন না কেবল মোরব্বা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সালার জঙ্গ বলিলেন, যখন তাঁহার নিষ্পত্তির আপীল নাই, তখন মোরব্বা গ্রহণও অন্যায়। মৌলবীর দুই বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। আর দুই জন মৌলবী পদচ্যুত হইয়াছেন। এই মকদ্দমায় যে দুই জন মুসলমান উকীল ছিলেন তাঁহাদিগকে হায়দরাবাদ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। উৎকোচগ্রাহীদিগের যথোচিত দণ্ড হয় না বলিয়াই উহাদিগের ঐ দুষ্প্রবৃত্তির নিবারণ হইতেছে না। “ সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্লভোহি শুচির্নরঃ।”

পুনাঅবস্থানরত বোম্বাই রেলওয়ের পইন্টমানদিগের একটী অতি গর্হিত অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। কজ্জট ষ্টেসনের এক জন পইন্টমান বিনা অনুমতিতে দশ দিবস অনুপস্থিত থাকাতে পদচ্যুত হয়। ১২ই নবেম্বর বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে যাবতীয় পইন্টমান বলিল, পদচ্যুত ব্যক্তিকে পুনরায় কর্ম্ম না দিলে তাহারা আর কর্ম্ম করিবে না। তখন ১৪ খানি শকট পথে ছিল, ইহার মধ্যে ৭ খানি আরোহীর শকট। ষ্টেসন মাষ্টর ও তৎস্থানীয় বাণিজ্যাধ্যক্ষ তাহারা কি দোষ করিতেছে তাহাদিগকে বুঝাইলেন। তাহা বুঝাইবার জন্য রেলওয়ে আইন পাঠ করিলেন তথাপি তাহারা শান্ত হইল না। ক্রমে শকট আসিতে লাগিল। বিপদ উপস্থিত, তখন কি করেন ষ্টেসনমাষ্টর ও বাণিজ্যাধ্যক্ষপ্রভৃতি উচ্চতর কর্ম্মচারীরা পইন্ট ধরিয়া আরোহীদিগের প্রাণরক্ষা করিলেন। অপরাধীদিগকে কওকানের সেসিয়নে দেওয়া হইয়াছে ইহাদিগের গুরু দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

বিবি মাকডুগাল ও হানিগান নীলগিরিতে হত হইয়াছেন। হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ২০০ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা করিয়াছেন। দুটী এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও একটী শিশুর হত্যা ধরিবার নিমিত্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা দিবার বিজ্ঞাপন হইয়াছে। মান্দ্রাজের পুলিষ কমিসনরের দ্রব্য লইয়া এক জন চৌকিদার পলায়ন করাতে তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ১০০ (এক শত টাকা) দিবার বিজ্ঞাপন হইয়াছে। দুইজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের জীবন ও কমিসনরের কিঞ্চিৎ দ্রব্য সমান। এই দ্রব্য তিন জন এতদ্দেশীয়ের জীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান!!!

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন শ্রবণ করিয়াছেন, আজিম খাঁ রুশীয়দিগের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রুশীয়দিগের বেতনভোগী এক দল আফগান সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া আমুনদীর দিগে প্রেরিত হইয়াছেন। সিয়ারআলির পুত্র আকুব খাঁ ও সেনাপতি ইস্মাইল খাঁ সরসবজিতে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সৈন্যদিগকে চারি মাসের বেতন দিয়াছেন। সিয়ার আলির অর্থের অপ্রতুল হওয়াতে অত্যাচার করিয়া টাকা লইতেছেন।

কলিকাতার ছোটআদালতের মোক্তারেরা লাইসেন্স করদান হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন কিন্তু এ ব্যক্তিদিগকে ছোটআদালতে যাইতে দেওয়া উচিত নহে।

চীনেরা একণে ইউরোপ ও আমেরিকার ডাকষ্টাম্প দ্বারা গৃহের দেওয়াল সজ্জিত করিতেছে। এই নিমিত্ত চীনস্থিত মিসনরিরা আমেরিকা ও ইউরোপের ব্যবহৃত ষ্টাম্প দাতব্য স্বরূপ জানাইয়া দেড় টাকায় ১০০০ ষ্টাম্প বিক্রয় করিতেছেন। যে সকল চীন শিশু মাতা পিতার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, তাহাদিগের রক্ষার্থ এই টাকা বিনিয়োজিত হইবে।

গতকল্য নীচজাতীয় এক জন ইউরোপীয় এক নাবিকের ২ টাকা কাড়িয়া লওয়াতে ছয় মাসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছে। উত্তরোত্তর ইহাদিগের উপদ্রব বাড়িতেছে।

১১ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

উদয়পুরের রাজা শস্যের শুল্ক উঠাইয়া দিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ পূর্ত্তকার্য্য করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট কেবল কাগজে রিপোর্ট লিখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না কি?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন ১৮৬৯ অব্দের ১লা জানুয়ারি অবধি যেসমস্ত পত্র মধ্যে টাকা ও নোট থাকিবে, তাহা অবশ্য রেজিষ্টরি করিতে হইবে। রেজিষ্টরি না করিলে আর চারি আনা দণ্ড হইবে।

মফস্বলাইট অনুমান করেন, আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে দিল্লীর রেলওয়ে লুধিয়ানাপর্য্যন্ত খুলিবে।

আসামের সীমায় পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। মণিপুরীয় ও খোরমাজাতির পরস্পর বিবাদ হওয়াতে তাহারা পরস্পরের গ্রামসমূহ লুঠ করিতেছে।

কয়েক জন আরব ও পরস্যবাসী এক কোম্পানি করিয়া চারিখানি বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বসোরা ও বোগদাদপর্য্যন্ত এইসকল জাহাজ বাণিজ্যার্থ প্রেরণ করিবেন। আমাদিগের বণিকগণ অদ্যাপি একটী বজ্রের কলও করিতে সাহসী হইলেন না।

গুজধাটে এক জন নূতন কেশবচন্দ্র সেন দেখা দিয়াছেন। হরিকৃষ্ণ মহারাজ জী পূর্ব্বে এক পল্লীগ্রামের শিক্ষক ছিলেন। তিনি পুরাণ ও ন্যায় উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। কিছু দিন হইল তিনি আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করিয়াছেন। হরিকৃষ্ণ প্রথমতঃ স্বামিনারায়ণনামক এক জন বৈষ্ণবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে এত ভাল বাসিতেন যে অন্য অন্য বৈষ্ণবকে তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া চলিতে আজ্ঞা দেন। অনতিবিলম্বে হরিকৃষ্ণ গুরুর বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘোষণা করিয়া নিজের মত বিশুদ্ধ বলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব দল তাঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। তাহার একণে অনেক শিষ্য হইয়াছে। হরিকৃষ্ণ আপন ধর্ম্মঘোষণার্থ স্থানে স্থানে গমন করিবার বাসনা করিয়াছেন। একবার কলিকাতায় আসিবেন কি? তাহা হইলে “ মহারাজ জী ” ও “ দয়াল প্রভুর ” একবার লড়াই দেখা যায়।

সম্প্রতি আরাকানের উপকূলে ঝড় হইয়া বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে।

শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটে আদালতগুলি উঠিয়া আসিল।

আমরা এদেশীয় লোকদিগকে এক বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। কলিকাতার ছোটআদালতের এলাকা বৃদ্ধি করিবার বিল শীঘ্র বিবেচিত হইবে। মেইন সাহেব ২০০০ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ইউরোপীয় বণিকগণেরও এই মত; এলাকা বৃদ্ধি হউক, কিন্তু আপীল প্রথা হউক। এতদ্দেশীয় মকদ্দমাসকলের যেরূপে নিষ্পত্তি হয় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, গবর্ণ

মেন্ট অবশ্যই কাগজে ভাল দেখিলে সন্তুষ্ট থাকেন।

অযোধ্যা আকবর আলোয়ারের রাজার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন। রাজা অসৎ মন্ত্রিগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছেন। প্রথমে যে আশা করা গিয়াছিল ইনি তাহা পূর্ণ করিলেন না।

১২ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতবার।

বোম্বাইয়ে একপ্রকার নূতন জুয়াচুরি উঠিয়াছে। কাসমআলিনামক এক পুস্তক বিক্রেতার বাটীতে মেনকা বাই নামে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, “ তুমি একটী স্ত্রীলোককে নিকা করিবে ?” সে সম্মত হওয়াতে মেনকা তাহাকে যমুনা বাই নামে এক স্ত্রীলোকের বাটীতে লইয়া গেল। সেই রাত্রিতে নিকা হইল। মেনকা ঘটকালিস্বরূপ ৫০ টাকা পাইল। পুস্তকবিক্রেতা সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া আপন আত্মীয়দিগের নিকট হইতে ২৫০ টাকার অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়া তাহাকে সজ্জিত করিয়া বাটীতে লইয়া গেল। কিন্তু কি ভাগ্যদোষ! তিন ঘটিকার পর নব বিবাহিতা যুবতী অলঙ্কারসমেত পলায়ন করিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যমুনা একটী বেশ্যা। ইহাদিগের নামে পুলিসে নালীশ হইয়াছে। যমুনা আর কিছু দিন বিলম্ব করিলে মেইন সাহেবের আইন অনুসারে অলঙ্কারগুলিকে স্ত্রীধন করিয়া লইতে পারিত।

মাড়োয়ারের অন্তর্গত আওয়াব ও গলুয়ের কয়েক জন ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহী ঠাকুর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপন আপন জায়গীর বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছেন। ইহাদিগকে দমন করিবার উপায় হইতেছে।

যোধপুরের রাজা প্রজাদিগের কষ্ট নিবারণার্থ গুজরাট হইতে শস্য আনয়ন করিতেছেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত শস্যের শুল্ক রহিত করেন নাই। যোধপুর আলোয়ার ও গুজরাটের ন্যায় হতভাগা রাজ্য ভারতবর্ষে আর নাই।

অযোধ্যা দুর্গাস ভগ্ন হইয়াছে, তত্রত্য রাজাদিগের বাসাতে কাইসর প্রাচী ক্রমশঃ ভগ্ন হইতেছে। রাত্রিতে ইহার মধ্যে শৃগাল ও দেশের বদমাইস বাস করে। ইহা পরিষ্কার করা হয় না। গবর্ণমেণ্ট এই বাটীটী তালুকদারদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহারা ইহার প্রতি যদি মনঃসংযোগ না করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অযোধ্যার তালুকদারদিগের মুখ সর্ব্বস্ব দেখা যাইতেছে।

রামকৃষ্ণদেবনামক এক ধূর্ত্ত এক জাল মেডাল ও কয়েকখানি জাল প্রশংসাপত্র করিয়া লাহোরে কর্ম্ম লইবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয়মাস কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। মেডালখানি চারল্‌স নেফউ কোম্পানি প্রস্তুত করিয়া দেন; ইহাতে লিখিত থাকে রামকৃষ্ণ বিদ্রোহের সময়ে অনেক কাজ করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে এই মেডাল পুরস্কার দিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রশংসা পত্রগুলি মুদ্রিত করে তাহার ৫০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। চারল্‌স নেফউ কোম্পানি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এই মেডাল করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের কি হইবে?

বালিকাবিক্রয় অদ্যাপি চলিতেছে। রেঙ্গণ গেজেট বলেন, মান্দ্রাজ হইতে ব্রহ্মদেশে সর্ব্বদা বালিকা আনিয়া বিক্রয় করা হয়। সম্প্রতি এক জন মুসলমানের এই অপরাধে পাঁচ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

অক্সফোর্ডের বিশপের কন্যা ও জামাতা কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। জামাতা এক জন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরী ছিলেন। যাবতীয় উপধর্ম্মের যে গতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সেই গতি হইতেছে। যখন খৃষ্ট সেই “ দয়াল প্রভু ” রহিলেন, তিনি মধ্যস্থ না হইলে ক্রোধান্ধ ও বৈরনির্য্যাতনপ্রিয় ঈশ্বর ত্রাণ করিবেন না; যখন অলৌকিক কাণ্ডে বিশ্বাস করা খৃষ্ট ধর্ম্মের মূল হইতেছে, তখন রাজাকে ধর্ম্মের মস্তক বলিয়া লোকের মন পরিতৃপ্ত হয় না। উপধর্ম্মে বাহ্য আড়ম্বর আবশ্যক। সম্প্রতি রিচুয়ালিষ্টেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে অধিকাংশ ইংরাজ পুনর্ব্বার কাথলিক হইবেন। অবশিষ্টাংশ প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লার্ড নেপিয়র জল প্রণালীর উন্নতিসাধনার্থ সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। তিনি কেবল রিপোর্টে তুষ্ট নন, কাজ চান। আমাদিগের ডাক্তর লিঞ্চকে মান্দ্রাজের জেলসমূহের উন্নতিসাধনার্থ প্রেরণ করিলে কি ভাল হয় না?

চম্বাব রাজার নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাদের প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হইয়াছে। রাণী দুশ্চরিত্র হওয়াতে রাজা তাঁহাকে নিজ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পল্লীগ্রামস্থিত এক বাটীতে প্রেরণ করেন। তাঁহার অলঙ্কার গ্রহণ করা হয় নাই। রাণী পিতার নিকটে যৌতুক পান নাই, অতএব তাঁহার ভূমিসকল বাজেআপ্ত করিবার কথা মিথ্যা। রাজা গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন অনুসন্ধান করিলে রাণীরই দোষ প্রকাশিত হইবে। তিনি যথেষ্ট বৃত্তি দিতে সম্মত আছেন, কিন্তু ভ্রষ্টা স্ত্রীকে আর গ্রহণ করিবেন না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনুরোধও করিতে পারেন না। রাজগণ বহু বিবাহ করেন ও শত শত বেশ্যা রাখেন, তাহার ফল এই যথার্থ বিবাহিতা স্ত্রী শেষে পর পুরুষকে গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ অব্দে শোরাপুরের রাজা বিদ্রোহী হইয়া দণ্ডের ভয়ে আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহ শান্তির পর গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের নিজামকে শোরাপুর পুরস্কার দেন। সম্প্রতি এক জন ধূর্ত্ত আসিয়া আপনাকে শোরাপুরের রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া উক্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলে, হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া ইহার ধূর্ত্ততা জানিতে পারিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের এই প্রতাপচাঁদকে অমনি সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৩ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বলেন, “ বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি রেঙ্গুণে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ”

ইংলিসমান এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ বামিয়ানের নিকটে এক ঘোরতর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। সিয়ার আলির সেনাপতিগণ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন। আজিম খাঁর সহিত সিয়ার আলির যুদ্ধশেষপর্য্যন্ত আবদুলরহমন চুপ করিয়াছিলেন; আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিলে তিনি জয় লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার মাতাকে অপমান করাতে তিনি শীত্ত কালেই যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

সিয়ারআলি খাঁ এক প্রকার পারস্যের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। হিরাটের নিকটস্থ পারস্য সেনাগণ উপনগরের শাসনকর্ত্তার নিকটে রসদ লইতেছে। শাসন কর্ত্তা সম্প্রতি অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে আমীর তাঁহাকে বলিয়াছেন, পারসীক সেনাপতি যাহা চাহিবেন, তাহা দিতে হইবে। সস্তুনের খাঁ পারস্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিতেছেন।

ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৬৩১ জন ছাত্র বোম্বায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতেছেন। গত বৎসর অপেক্ষা ১০০ ছাত্র অধিক হইয়াছেন। ১২ জন এম, এ পরীক্ষা দবেন। বি, এর নিমিত্ত ৬ জন আবেদন করিয়াছেন।

উক্ত পত্র অনুমান করেন, ‘১২ ই জানুয়ারি লার্ড মেয় কলিকাতায় উপনীত হইবেন।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, মেইন সাহেব আর এক বৎসর ভারতবর্ষে থাকিবেন। কেন আর কষ্ট পাইবেন?

ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতে যাইবার নিমিত্ত যে ছাত্রবৃত্তিটী পরীক্ষাদ্বারা প্রাপ্য, সেই পরীক্ষা আগামী ৬ ই ৭ ই ৮ ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কালেজের দালানেতে হইবে। দুইখানি অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে, একখানি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোলসংক্রান্ত এবং মানসিক বিজ্ঞান ও তত্ত্বশাস্ত্রসম্বন্ধে হইবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে বয়ঃক্রম ও সচ্চরিত্রতার প্রমাণপত্র ভিন্ন চিকিৎসকের এই সর্টিফিকেট দিতে হইবে যে, তিনি ইউরোপের জল বায়ু সহ্য করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। পরীক্ষার এক দিবসপূর্ব্বে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ২০ টাকা ফী শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টরের নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে। আর কিছু দিন পরে পরীক্ষার দিন করিলে ভাল হইত। মফস্বলের অনেকে তাহা হইলে পরীক্ষার্থী হইতে পারিতেন।

প্রধানতম বিচারালয় যাবতীয় অধঃস্থ জজ ও মুন্সেফদিগের নিকটে কয়েকখানি করিয়া আইন পুস্তক, সাক্ষ্যের আইন ও ১৮৬২ অব্দ অবধির নজির পুস্তক প্রেরণ করিবার মানস করিয়াছেন। এটী অতিশয় কর্ত্তব্য।

১৪ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

দিল্লীগেজেটে লিখিত হইয়াছে ১৩ই নবেম্বর এক জন দলত্যাগী ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও আর এক জন ইউরোপীয় পেসোয়ার হইতে আটকে গমন করে। তাহারা ভদ্র লোকের বেশে তত্রত্য ডাকবাঙ্গালায় গমন করিয়া সুরাপান-প্রভৃতি নীচকার্য্য করে। বৈকালে দুই জনে ভ্রমণ করিতে গিয়া এক ব্যক্তি এক জন আফিসরের ভারতবর্ষীয় ভৃত্যকে অকারণ বধ করিয়াছে। পেসোয়ারের কামসনরের সম্মুখে এই কার্য্য হয়। হত্যাকারীকে সে সময়ে দেওয়া হইয়াছে। সৈনিকের বিচার সামরিক বিচারালয়ে হইবে। এই হত্যানিবন্ধন আটকের লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। ইউরোপীয়দিগকে মফঃস্বলের আদালতের অধীনস্থ করিতে যত বিলম্ব হইবে, ততই পাপবৃদ্ধি হইবে দেশ ক্রমশঃ চরিত্র ইউরোপীয়দ্বারা পরিপূরিত হইতেছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি। অদ্য টমসন সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করিয়া আমলাদিগকে বদলী করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। করসংক্রান্ত মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের হস্তে দিবার বিলের কি হইল ?

অদ্য রাত্রি ৮ টার সময় বরাহনগরনিবাসী সদ্গোপবংশীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহিত শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা ভাগিনেয়ী কুমুদিনী দেবীর ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইবে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৫ টাকার সিক্কা	৯৪ । ৯৪৵০
৪ ঐ কোং	৯৫। । ৯৪।।০
৫ ঐ পাবলিকওয়ার্ক	১০৪৸ । ১০৫
৫ ঐ কোং	১০৮৸ । ১০৯
৫।। ঐ কোং	১১২৸০ । ১১৩

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

কয়লার কন্ট্রাক্ট।

১৮৬৯ অব্দের ১ লা জানুয়ারি অবধি ছয় মাসকাল এই কোম্পানির পাথুরিয়া কয়লার প্রয়োজন। আগামী ডিসেম্বর মাসের ৭ই সোমবার দুই প্রহরপর্য্যন্ত নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্তার টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন।

আবেদন করিলে টেণ্ডারের ফরম পাওয়া যাইতে পারিবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসি স্কোয়ার
কলিকাতা ১৮৬৮
৭ নবেম্বর।

সিসিল ষ্টিফেন্স
বোর্ড অব এজেন্সি

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ই নবেম্বর। অদ্য মহাসভাভঙ্গ হইবে। আরল মেয় ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। কল্য অবধি বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা শুক্রবারপর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত রাখিবেন। ঐ দিবস ডিরেক্টরদিগের হিসাব দেখা হইবে।

স্পেনের স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সময়ে মত দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। স্পেনের সাহায্যকারী সৈন্যগণকে কিউবাদ্বীপে প্রেরণ করা হইয়াছে।

১২ই নবেম্বর। নূতন মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার পরয়ানা বাহির হইয়াছে ১০ ই ডিসেম্বরের মধ্যে কার্য্য শেষ হইবে।

সর রাউণ্ডেল পামার অকসফোর্ডের প্রতিনিধি হইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন।

সম্প্রতি প্রুশিয়ার রাজা যে বক্তৃতা করিয়াছেন, মনিটিউর পত্র তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। লাড মেয়রের ভোজের দিবস ডিসরেলি সাহেব যে বক্তৃতা করেন এবং লাড ষ্টানলি মধ্যস্থদ্বারা শান্তিরক্ষার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহারও সুখ্যাতি করা হইয়াছে।

আলাবামাঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড ও আমেরিকা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উভয় জাতির কয়েকজন কমিসনর ও এক জন বিদেশীয় রাজা মধ্যস্থ হইবেন।

১৩ই নবেম্বর। আলাবামাঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রুশিয়ার রাজা মধ্যস্থ হইয়াছেন।

সানজুয়ান জাহাজঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তির জন্য সুইটজরলণ্ডের সভাপতি মধ্যস্থ হইয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি সর উইলিয়ম মান্স ফিল্ড ষ্ট্রেথনেরনের পরিবর্ত্তে আয়ারলণ্ডের প্রধান সেনাপতি হইবেন। বোধ হয়, বিশপ টেট কাণ্টারবরির আর্কবিশপ হইবেন। মাগদালার লাড নেপিয়র ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ ফ্লোরেন্সে আছেন। সেনাপতি ফেরারের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪ই নবেম্বর। কানাডার নূতন গবর্নর জেনরল সর জন ইয়ঙ বাথ চিহ্নের নাইট গ্রাণ্ড ক্রস হইয়াছেন।

গতকল্য অবধি বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনরের পুনর্ব্বার অধিবেশন হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ ডিরেক্টরদিগের জবানবন্দী লওয়া হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন, অধ্যক্ষ কেবল নিজ প্রতিভাবে টাকা কর্জ্জ দিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া কাজ করেন নাই।

সেনাপতি প্রিম এক সরকুলারদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, মাদ্রিদ হইতে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করা তাঁহার অভিমত নহে। স্পেনের যাবতীয় দল এক ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন, রাজার দ্বারা শাসন করা অতিশয় কর্ত্তব্য হইয়াছে। গীতপ্রণেতাকারী রসিনির মৃত্যু হইয়াছে।

১৬ই নবেম্বর। বিশপ টেট কাণ্টারবরির আর্কবিশপ হইয়াছেন।

যেসকল ব্যক্তি লাড ষ্টানলিকে মনোনীত করেন, তিনি গতকল্য তাঁহাদিগের অগ্রে বক্তৃতাকালে বলেন, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ যে যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন, তাহা উদ্বেগের কারণ বটে ; কিন্তু শান্তিরক্ষা হইবে এটী যদি সুনিশ্চিত হয় তাহা হইলে প্রুশিয়ার অধীনে সমুদায় জর্ম্মনীয় একত্র হইলে ফ্রান্স কোন আপত্তি করিবেন না। তিনি আরও বলিলেন, তুরস্ক রাজ্য বিপন্ন হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। উপসংহারে তিনি বলিলেন, আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে কুপ্রথা আছে তাহার সংশোধন করা তাঁহার অভিপ্রেত। কৃষকগণ যে উন্নতি সাধন করিবে, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত না হয় এ চেষ্টাও তিনি করিবেন।

প্রতিনিধি বাণ্ডেন ঘটিত মকদ্দমায় কয়েক জন ফরাশী সংবাদপত্রের সম্পাদকের দণ্ড হইয়াছে।

গলইস সংবাদপত্রে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রচার হইয়াছিল বলিয়া সম্পাদকের দণ্ড হইয়াছে।

বিসুবিয়স পর্ব্বতে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে।

২৪ এ নবেম্বর। এপর্য্যন্ত মহাসভায় যত প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ লিবরল দলভুক্ত। ২৮৩ জন লিবরল ও ১৫৬ জন কনসারবেটিব সভ্য হইয়াছেন।

২৩ এ নবেম্বর। এপর্য্যন্ত যত প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে ৩৩০ জন লিবরল ও ১৮০ জন কনসারবেটিব সভ্য হইয়াছেন।

২১ এ নবেম্বর শনিবার আরল ও কাউণ্টেস মেয় ব্রিণ্ডিসিতে জাহাজারোহণ করিয়াছেন। মাঞ্চেষ্টরে যেসকল ফেনিয়ানের মৃত্যুদণ্ড হয় তাহাদিগের স্মরণার্থ গত কল্য হাইড পার্কে অনেক ফেনিয়ান সমবেত হইয়াছিল।

গ্লাডষ্টোন সাহেবকে পরাজয় করিয়া লাড ক্রান্সিস জেনরল ইঙলিস এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর হইয়াছেন। রাইট অনরেবল জেমস মনক্রিফ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর হইয়াছেন।

গ্লাসগোর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদের নিমিত্ত লো সাহেব ও লাড ষ্টানলি প্রার্থী হন। উভয়ের দিগে সমান মত হওয়াতে চান্সেলর ডিউক অব মন্ট্রোজ নিজের অতিরিক্ত মত লাড ষ্টানলির পক্ষে দিয়া তাঁহাকে রেক্টর করাইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন ।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ ।

১৭ ই নবেম্বর । মৌলবী গোলাম জালানী আরোর মুন্সেফ হইবেন । মৌলবী গোলাম জালানীর অনুপস্থানকালে বাবু ব্রজদত্ত আরার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন ।

মৌলবী আবদুল মজিদ কালনার মুন্সেফ হইবেন ।

১৮ ই নবেম্বর । হাজারিবাগের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর সি, এ, এস, বেডফোর্ড সাহেব মানভূমে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

গত ২৬ এ আগষ্টের গেজেটের আজ্ঞা রহিত করিয়া আদেশ হইতেছে যে সার্জ্জন জে, মাকডোনালড কটকের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন ।

১৯ এ নবেম্বর । ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ স্থপরিণ্টেণ্ডাণ্ট এফ, গ্রেবস সাহেব পুরীতে বদলী হইবেন ।

জি, ই, মাকপিল সাহেব হাবড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন ।

যত দিন বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেহেরপুরের মুন্সেফ বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী কৃষ্ণনগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন ।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা গৌহাটির বিদ্যা শিক্ষা সভার সভ্য হইবেন ।

লেপ্টেনাণ্ট এ, ডি, বটার । বাবু হেমচন্দ্র শর্ম্মা ।

২০ এ নবেম্বর । বাবু অমূল্যচন্দ্র মল্লিক নাগপুরের অন্তর্গত লোহারডগার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

২১ এ নবেম্বর । যত দিন বীরভূমের মাজিষ্ট্রেট মফস্বলে ভ্রমণ করিবেন, তত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৪ অব্দের ১০ আইনের ১ ধারানুসারে সাক্ষাৎসম্বন্ধে নালীশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন ।

জি, এস, টি, হারিস সাহেব বীরভূমে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন ।

ডবলিউ, ই, ওয়াড সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন ।

জি, কে, ওয়েবষ্টার সাহেব বর্দ্ধমানের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

যত দিন মৌলবী আবদুল খালিক বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু বঙ্গচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঢাকার অন্তর্গত পলাসের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন

২৩ এ নবেম্বর । তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন প্রিয়নাথ বসু বিশেষ কার্য্যে নদীয়াতে প্রেরিত হইবেন ।

টি, এফ, বিগনলড সাহেব ২৬ এ অক্টোবর স্বকার্য্যে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । ঐ দিবস অবধি তিনি বালেশ্বরের প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়াছেন ।

এ, পি, মাকডনেল সাহেব হাজারিবাগের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া বরহি উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, ই, কক্সহেড সাহেব মেহেরপুর উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, এ, হপকিন্স সাহেব মাগুরা উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এফ, এচ, মাকলমিন সাহেব চুয়াডাঙ্গা উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন । তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয়ে ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন ।

নদীয়ার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর জে, টুইডি সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন ও ৮৬২ অব্দের ৬ আইনের মকদ্দমার আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

দারজিলিঙের ডেপুটী কমিসনর মেজর ডবলিউ, বি, ডি, মর্টন নিজের কার্য্যভিন্ন অধস্থ বিচারপতির কার্য্য করিবেন ।

গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর টি, স্মিথ সাহেব নিজের কার্য্যভিন্ন প্রতিনিধি অধস্থ জজের কার্য্য করিবেন ।

পশ্চিম দুয়ারের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ডবলিউ, ও, বেকেট সাহেব নিজের কার্য্যভিন্ন প্রতিনিধি অধস্থ জজের কার্য্য করিবেন ।

২৪ এ নবেম্বর । রাজসাহির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মুন্সি নরিরুদ্দিন আহম্মদ মেদিনীপুরে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

পালামাউয়ের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী ফইজুল্লা রাজসাহীতে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

মেদনীপুরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ নিম্নতর শাসন কার্য্যের ষষ্ঠ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইলেন ।

যত দিন বাবু কালিদাস দত্ত বিশেষ কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু কালীনাথ বসু কটকের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন ।

সহকারী আপথিকারী সি, হাট সাহেব নাগপুর রক্ষিত ৪ নং থাকবস্তের কর্ম্মচারীদিগের চিকিৎসার ভার পাইবেন ।

জি, কে, ওয়েবষ্টর সাহেব লোহারডগার প্রথম শ্রেণির সহকারী কমিসনর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন ।

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয় ! প্রাচীন পল্লীগ্রামসমূহের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রতীয়মান হয় যে, গ্রামটী যতই প্রাচীন দশায় উপস্থিত হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে বিবিধ কারণে তাহার জল বায়ু দূষিত হয় এবং সেই দোষ এক সময়ে অনিবার্য্য হইয়া ঘোরতর শোচনীয় অবস্থা উৎপাদন করে । এইরূপে এক বার যে গ্রাম হইতে স্বাস্থ্য সুখ অন্তর্হিত হয়, তন্নিবাসীরা তাহা পরিত্যাগ করিলে, আর কখনই তাহাতে প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হয় না । তখন গ্রামটি জনশূন্য বনময় হইয়া উঠে । এইরূপে বহুসংখ্যক গ্রাম ছিন্ন ভিন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে ।

আমাদের নিবাস ভূমি ইটাপুর একটী প্রাচীন পল্লিগ্রাম, সুতরাং কালপ্রভাবে যে ইহার মুখশ্রী বিনষ্ট হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে । কালে ইহা কি অভ্যন্তরীণ কি বাহ্য

সর্ব্বপ্রকার শোভাতেই সুশোভিত ছিল। অদ্যাপি প্রাচীন কালের উত্তম উত্তম দেবালয় ও সুবিস্তীর্ণ জলাশয়প্রভৃতি ইহার পুরাকালের সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু হায়! কালের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! পূর্ব্বে যে রম্য হর্ম্ম্যসমূহের শিল্পনৈপুণ্যে দর্শকগণের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিয়াছে, কালপ্রভাবে তাহার ভগ্নাবস্থা উপস্থিত হওয়াতে বিভীষিকাজনক মূর্ত্তি হইয়াছে। যেসকল জলাশয় বর্ণনীয় শোভাসম্পাদনের ও বহুসংখ্য প্রাণীর প্রাণরক্ষার একমাত্র প্রধান হেতু হইয়াছিল, যেসকল স্থান বহুজনসমাকীর্ণ ও উৎসবপূর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা জনশূন্য অরণ্যময় হইয়া বন্য জন্তুগণের আবাস হইয়াছে।

গত ১২৬৮ সালের মহামারিই (এ অঞ্চলের মারিভয় প্রথমে এই গ্রাম হইতেই উদ্ভূত হয়) আমাদের জন্মভূমির উক্তরূপ শ্রীভ্রংশের একমাত্র প্রধান কারণ। সেই ঘোরতর দুর্ঘটনার সময় ইহার প্রায় তৃতীয়াংশ লোক অকালে কালকবলে কবলিত হয়। এই শোচনীয় অবস্থায় আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের ইহার প্রতি করুণ দৃষ্টি পতিত হয়, গ্রামস্থ অপরিষ্কৃত পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার ও গ্রামের অভ্যন্তরে জলনির্গমনার্থ কয়টী পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য উদ্যোগ হয়, আর এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল, কতকগুলি রাস্তাও সংস্কৃত হইবে। তদনুসারে একজন ওভারসিয়ার এখানে আসিয়া যে যে রাস্তা ও পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কৃত হইবে, তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। ঐ প্রস্তাবিত কার্য্যনির্ব্বাহার্থ চাঁদা করিবার জন্য বনগ্রাম মহকুমার একজন কর্ম্মচারী এখানে আসিয়া গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে অনেকগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যান। এরূপে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল। তৎপরে একটী পুষ্করিণী পরিষ্কৃত না হইতে হইতেই অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়াতে তাহার কার্য্য সেইপর্য্যন্ত শেষ হইল। ৩টী পয়ঃপ্রণালী খনন করিবার কথা ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে দুইটী কথঞ্চিদ্রূপে খাত হইয়াই "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে" ইত্যাদি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে সকল প্রস্তাবের শেষ হইল। এক্ষণে আর কোন বিষয়ের নাম গন্ধও নাই; পুনরায় যে হইবে তাহারও কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। এ বৎসরও দিন দিন জ্বর রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। অনেকে সপরিবারে পীড়িত হইয়া অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! আমরা বড় আশা করিয়াছিলাম, আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অতঃপর আমরা স্বাস্থ্যসুখে সুখী হইব। কিন্তু রাজকীয় কার্য্যকারকদিগের দোষেই বলুন, অথবা আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতই বলুন, তাহাতে বঞ্চিত হইলাম, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়! সংপ্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র পাল মহোদয় এই মহকুমায় (বনগ্রামে) আগমন করাতে আমাদের চির সঞ্চিত আশা বলবতী হইয়াছে। ভরসা করি তিনি তাঁহার অসামান্য দয়াগুণের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা সফল করিবেন। এক্ষণে তাঁহার নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা এই যে, উক্ত সংগৃহীত অর্থদ্বারা হউক, অথবা আর কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়াই হউক, অথবা যাহাতে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বিষয়গুলি সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইয়া এই দুর্দ্দশাপন্ন গ্রামবাসী ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিয়া আপনার মহাত্মা এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করুন।

অবশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এই গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রধান উদ্যোগী হইয়া কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি রাস্তা সংস্কার করিতেছেন। এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে যে তাঁহাদিগের সদাশয়তা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে তাঁহারা অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

ইছাপুর
১৯ এ কার্ত্তিক } শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

মহাশয়! গোস্বামী দুর্গাপুরে প্রতিবৎসরই রাসযাত্রা উপলক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, এ বারেও হইয়াছে। মেলাতে দূর দেশ হইতে অনেক বাণিজ্যব্যবসায়ী আসিয়া থাকে এবং বিলক্ষণ লাভ করিয়া প্রতিগমন করে। এই সময়ে এখানে কত লোক যে সমাগত হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। প্রায় এক মাস কিম্বা ততোধিককাল এইরূপ থাকিয়া পরিশেষে মেলাটীর ভঙ্গ হয়।

মেলার দক্ষিণ দিকে আনন্দ বাজারনামক একটী বাজার বসে। এখানে নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। সন্ধ্যার পর অনেক ভদ্রসন্তানকেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা দিনের বেলায় চুপ করিয়া থাকেন, রাত্রি সমাগত হইলেই পেচকের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখা দেন। মনে করেন কেহ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু সে যে কেবল মনকে চোক ঠার হইয়া দাঁড়ায়, তাহা বিবেচনা করেন না।

প্রতিবৎসরই জুয়া খেলার বিলক্ষণ ধুম হইয়া থাকে, পুলিশের সুখের দিন আর কি? মেলার দিনে একবার বাহির হইলেই পকেট বোঝাই হইয়া যায়। মহাশয়! আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন মাজিষ্ট্রেট কিংবা উপরিতন কোন পুলিসকর্ম্মচারী আসেন তখন আর উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এ বার মাজিষ্ট্রেট সাহেব মেলা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি নীলকরদের সঙ্গে বড় আসেন না।

গোস্বামী দুর্গাপুর।

—•—

সম্পাদক মহাশয়! কয়েক দিবস হইল, আমি কার্য্যোপলক্ষে ওসমানপুরে আসিয়া উহার চতুস্পার্শ্বের গ্রামগুলির দুরবস্থার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কৃষ্ণপুর, জলনলী ও অঙ্গইল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর চতুর্দ্দিগে মহিষগাড়ীয়া ও কৃষ্ণপুরনামক বৃহৎ বৃহৎ দুটী বিল আছে। ঐ দুই বিলের জল কালানুসারে পচিয়া অত্যন্ত পূতিগন্ধে দেশব্যাপক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে অনেক পল্লী এককালে উৎসন্ন হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এসমুদায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও করিতেছেন না। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই, গ্রামের জমিদার মহাশয়দিগের হইতে ইহার সদুপায় হইতে পারে, কিন্তু পরস্পর অনৈক্যহেতু তাহা হইতেছে না। বঙ্গদেশের সমুদায় বিলের ঐরূপ বদ্ধ জল কোন কৌশলক্রমে বাহির করিলে অনেক উর্ব্বরা ভূমি বাহির হইয়া ভাবী দুর্ভিক্ষাশঙ্কার নিবারণ হইতে পারে। অতএব আমার প্রার্থনা এই, আমাদিগের হিতৈষী গবর্ণমেণ্ট হিতৈষী ব্যক্তিদিগের সাহায্য লইয়া এবিষয়ের সম্পাদনে যত্নবান হন।

১২৭৫ সাল
১লা অগ্রহায়ণ } শ্রীরজনীকান্ত মৈত্রের
ওসমানপুর

—:০:—

সবিনয় নিবেদন।

ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করেন, তদ্বিষয়ে ২৫ কার্ত্তিকের সোমপ্রকাশে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তদুত্তরে উক্ত সম্পাদক পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন, যে মিরারে তিনি আমাদের আপত্তির উত্তর

দেন নাই; তিনি ভক্তিবিদ্বেষীদিগের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার প্রস্তাবটী সাধারণ প্রস্তাব, কোন বিশেষ ঘটনা বা ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হয় নাই। এই উত্তর শুনিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। তাঁহার প্রস্তাবের উপসংহারকালে সম্পাদক যত দূর হইতে পারে স্পষ্টাভিধানে বর্ত্তমান গোলযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, " এক্ষণ কার ভক্তির ব্যাপার লইয়া আমাদের কোন কোন বন্ধু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। ", এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঐ বন্ধু কে? ভক্তির ব্যাপারগুলি বা কি? পরন্তু, " বিশ্বাসের অল্পতা, বিষয়বুদ্ধি ও ভীরুতানিবন্ধন এই বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হইয়াছে।" এই বিদ্বেষভাব কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে? অপিচ " তাঁহারা বিনয় নম্রতা ও আত্মসমর্পণের ভাবকে ঔদাসীন্য এবং ভক্তির ক্রিয়াসকলকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। " ঐসমস্ত ভক্তির চিহ্ন কি? কোন্ কোন্ কার্য্যকে ঐ বিনয় নম্রতা ও ভক্তিচিহ্ন বলা হইতেছে, এবং কাহারা উহাকে অযথারূপে প্রচার করিতেছে? মিরার সম্পাদক আমাদের এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এসমস্তও কি তিনি সাধারণ প্রস্তাব বলেন? তবে আমরা অক্ষম হইলাম। এই প্রস্তাবের লেখক কেশব বাবু তাহার সন্দেহ নাই। তিনি বলুন, আমাদের সহিত তাঁহার পক্ষি মাঞ্চলে তর্ক বিতর্ক আপত্তি ও প্রতিবাদের পর তৎসম্বন্ধে তিনি এই প্রস্তাব লিখিয়াছেন কি না? তিনি আমাদের কোন্ পত্রের উত্তর দিয়াছেন তাহা, আমরা কিছুই বলি নাই, আমরা কেবল বলিয়াছি যে, আমাদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অতএব আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি আমাদিগকে ও আমাদের মতাব লম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপসংহারস্থলে আমাদের কৃত আপত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন কি না?

কেশব বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার শিষ্যগণ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান মিরারসম্পাদকও তাহা অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক আমরা কেশব বাবুকে তজ্জন্য অপরাধী করি নাই। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মত কি আমরা জানি না, তিনি আমাদিগকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, সেই জন্য আমরা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ এই কথাই বলিয়াছি। এলাহাবাদে তাঁহার সহিত আমাদের যে তর্ক বিতর্ক হয় তাহাতে তিনি এইরূপে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্র। ব্রাহ্মদের বর্ত্তমান গোলযোগ ও আচরণে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতেছে, আপনি নিবারণ করুন।

উ। অনিষ্ট হইতেছে কি না, তাহা আমি জানি। যাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের ইষ্ট হয়, আমি তাহাই করিব, সে বিষয়ে তোমাদের পরামর্শ শুনিব না।

প্র। আপনি ব্রাহ্মদের এই ব্যবহারগুলি নিবারণ করুন না কেন?

উ। আমি কোন বিষয় স্পষ্ট নিবারণ করি না, ইহাও করিব না।

প্র। এই কার্য্যগুলি পৌত্তলিকতা কি না?

উ। তোমরা এত কাল আমার সঙ্গে ছিলে, তথাপি এপ্রশ্ন করিতেছ। পৌত্তলিকতা কি তোমাদের জানা উচিত।

প্র। আপনি কি আপনাকে পরিত্রাতা মনে করেন?

উ। আমাকে কখন বলিতে শুনিয়াছ?

প্র। আপনার শিষ্যেরা আপনাকে " গ্রেট ম্যান " বলেন, তদ্বিষয়ে আপনার মত কি?

উ। আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এবিষয়ে উত্তর দিব না। ততদিন এবিষয় লইয়া গোলযোগ হইবে।

প্র। আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া পুষ্প দিয়া যদি কেহ আপনার পূজা করে, আপনি নিবারণ করিবেন না?

উ। আমার গায়ে বিষ্ঠা দিলে আমি যেমন নিবারণ করি না, পুষ্প দিলেও সেই রূপ করিব না।

শেষে তিনি এই কয়েকটী কথা বলিলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভক্তি এবং জ্ঞানের মধ্যপথ। ভক্তির অপব্যবহার করিলে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা এবং জ্ঞানের অপব্যবহার করিলে শুষ্কতা ও নাস্তিকতা হয়। ব্রাহ্ম উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন।

আমরা এ কথা কখনই বলি না যে, কেশব বাবু আপনাকে মুক্তিদাতা জ্ঞান করেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহার অন্তরে অন্তরে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তিনি এক জন " গ্রেট ম্যান " তাঁহার শিষ্যগণ ইহা মুক্তকণ্ঠে বলেন এবং তাঁহার কথার ভাব ভঙ্গীতে ইহা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মেরা তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তিনি অন্যায় মনে করেন কি না, সংশয়স্থল। যখন কোন ব্রাহ্ম তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা করেন, তিনি অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ ব্যক্তির মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করেন। ইহার অর্থ কি, আমরা বুঝিতে পারি না এবং ইহাতে অনুমোদনের ভাবই প্রকাশ পায়। আমরা তাঁহাকে ঐ অবনত ব্রাহ্মকে একটী প্রতিনমস্কার করিতে (বাহিরে) দেখি নাই। কেশব বাবু যখন স্পষ্ট উত্তর দেন না এবং পক্ষান্তরে এইরূপ ব্যবহার করেন, তখন সাধারণে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন যে, তিনি ঐসকল কার্য্যে অনুমোদন করেন। মিরারের এক জন পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, এরূপ বলা অন্যায়, যে হেতু কেশব বাবু মুঙ্গেরে বলিয়াছেন, "আমাকে ভৃত্যের ন্যায় দেখ, প্রভুর ন্যায় দেখিও না।" কেশব বাবু আপনাকে প্রভু না বলিয়া ভৃত্য বলাতে তাঁহার বিনয় প্রকাশ পাইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনাকে কেহ প্রভু বলিয়া ঘোষণা করে না। যাহা হউক, কেশব বাবুর এই কথা বলাতে কিছু এমন প্রমাণ হইতেছে না যে, তিনি উক্ত কার্য্যসকলে অনুমোদন করেন না। ইহাদ্বারা এইমাত্র প্রমাণ হইতে পারে যে, তিনি আপনাকে প্রভু বলেন না। কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার চরণাবলুণ্ঠিত ব্যক্তিগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, উপরে কথিত হইয়াছে; তাহার মীমাংসা কি হইল? তিনি আপনাকে ভৃত্য বলেন, আবার প্রণত শিষ্যদিগের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করেন, ইহার মীমাংসা কি? আমাদের পত্রপ্রেরক চাই একবার "উচ্চস্বরে" আমাদিগকে উত্তর প্রদান করুন, আমরা শ্রবণ করি।

শান্তিপুর
অগ্রহায়ণ ১৭৯০ } শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

—:০:—

ব্রাহ্মদলের বর্ত্তমান গোলযোগে অনেকেই কেশব বাবুকে দোষী মনে করিয়া নানাপ্রকার আন্দোলন করিতেছেন। আমি অনেক দিন কেশব বাবুর সংসর্গে ছিলাম, আমার চক্ষু তাঁহাকে কখন অন্যায়পথে পদনিক্ষেপ করিতে দর্শন করে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার মত সাধু নির্ম্মলচিত্ত লোক দুর্লভ। কতিপয় ব্রাহ্মের অনুচিত ব্যবহারজন্য তাঁহাকে দোষী করা বিবেকযুক্ত মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। আমি এলাহাবাদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মহাশয়, আপনি ত দুর্ব্বলতাবশতঃ আপনাকে পরিত্রাতা মনে করেন না? তাহাতে লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলেন যে, পরের কথার জন্য আমাকে দায়ী করিতেছ কেন? আমি যদি কোন দিন এরূপ কথা বলিয়া থাকি, তবে

আমাকে তিরস্কার কর। ঈশ্বরভিন্ন মনুষ্যের পরিত্রাতৃত্ব নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, কতকগুলি ব্রাহ্ম ভক্তির অপব্যবহার করিয়া পৌত্তলিক হইতেছেন এবং কতকগুলি ব্রাহ্ম সত্যের অপব্যবহার করিয়া নাস্তিক হইতেছেন। সত্যময়ী ভক্তিই মধ্যপথ এবং শান্তিলাভের উপায়। পরে আমি বলিলাম যে, এই গোল যোগে মহাশয়ের কোন দোষ দেখিতেছি না, তবে যাঁহারা আপনাকে পরিত্রাতা বলেন তাঁহাদিগকে স্পষ্ট নিষেধ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারদিগের কার্য্যে কেশব বাবু বিনা দোষে জগতে কলঙ্কিত হইতেছেন, তাঁহাদিগকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলাম; কিছুতেই তাঁহাদিগের উদ্যমভঙ্গ হইল না। অবশেষে সংবাদপত্রদ্বারা সাধারণের গোচর করিলাম। আমরা কেশব বাবুর দোষঘোষণা করি নাই। কেবল উক্ত কার্য্যে নিষেধ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি। কারণ অনেকে কেশব বাবুর মনের কথা না জানিয়া তাঁহাকেই দোষী করিবেন। উক্ত ব্রাহ্মদিগের প্রতি আমার বক্তব্য, তাঁহাদিগের অনুচিত ব্যবহারে যেন কেশব বাবু কলঙ্কিত না হন। কেশব বাবুর প্রতি তাঁহারা ভক্তি করিতেছেন না, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ খড়্গাঘাত করিতেছেন।

যাহারা কেশব বাবুকে কটূক্তি করিতেছেন তাঁহাদিগের পদধারণ করিয়া আমি এই নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা কেশব বাবুর মনের ভাব অবগত না হইয়া যেন তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ না করেন।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

—:০:—

গড়ভবানীপুর গ্রামে ডাকঘর স্থাপনের বিষয়ে পোষ্টমাষ্টার মহাশয় যে আপত্তি করেন, আপনকার সুবিখ্যাত পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ করাতে গত ভাদ্র মাসে আমতার পোষ্টমাষ্টার বাবুর প্রতি উহার পুনরনুসন্ধানের আদেশ হয়। ইনি বিলক্ষণ বিচক্ষণতাসহকারে উহার অনুসন্ধান করিয়া এখানে ডাকঘর স্থাপনের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেও পোষ্টমাষ্টার জেনারেল সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে উদাসীন রহিয়াছেন। মহাশয়! ইহাতে আমার বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে এতাদৃশ সকরুণ অন্তঃকরণও আবার দয়াদাক্ষিণ্যাদি অশেষ গুণ প্রকাশে প্রথাদর হইল। আমার এমন আশঙ্কা হইতেছে না, যে, এতদূর লিখিয়া সদুপায় বিফল হইয়া যাইবে। তবে কথা এই যে, যাহা করা হইবে তাহা শীঘ্র করা হইলেই ভাল হয়।

এ বারে যে ভয়ানক বন্যা হইয়াছিল তাহাতে এ প্রদেশস্থ প্রায় সমস্ত ধান্যক্ষেত্রই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শুষ্ক হইয়া গেল। বৃষ্টি না হওয়াতে কেবল ধান্যই গেল এরূপ নহে, কৃষকগণ রবিখন্দ ও লতাফসলের আশাও পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সমস্ত দর্শন করিয়া কাহার হৃদয়ে এমন চিন্তার উদয় না হয়, যে দুর্ভিক্ষ পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবিলম্বেই আগমন করিবে?

প্রায় এক সপ্তাহ গত হইল, এখানে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। থানা আমতার অন্তর্গত সাহজবেড়িয়ানামক গ্রামের প্রান্তরে একটী ৩।৪ মাসবয়স্কা কন্যা শয়ান থাকে। তত্রত্য চৌকিদার এই বালিকাটীকে জীবিত দেখিয়া উহাকে থানায় লইয়া গিয়া এক নীচ জাতীয় স্ত্রীর নিকটে রাখিয়া দিয়াছিল। পালনকর্ত্রী রাত্রিযোগে কন্যাকে আপন শয্যায় শয়ন করাইয়া নিদ্রিত ছিল, পর দিবস প্রাতে জাগরিত হইয়া দেখিল বালিকা শয্যায় নাই। এই ব্যাপার থানার হেডকনষ্টেবলের গোচর হওয়াতে তিনি স্বয়ং আসিয়া চৌকিদার ও ঐ স্ত্রীকে ধৃত করিলে উহারা কহিল যে তাহারা কন্যার অদর্শনের বিন্দু বিসর্গও অবগত নহে। পরে উহাদিগকে থানায় লইয়া যাওয়াতে ইনস্পেক্টর মহাশয়ের নিকটে এজাহার করিল যে বালিকাটীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে ঐ রাত্রেই উহারা তাহার মৃতকা সংস্কার করিয়াছে। ইনস্পেক্টর মহাশয় উহাদের উভয়কেই হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিচারের কি হয় পরে আপনকার পাঠকবর্গের গোচর করিব নিবেদন ইতি।

গড় ভবানীপুর
২৫ এ কার্ত্তিক
১২৭৫ সাল

কস্যচিৎ
ভ্রমণকারিণঃ।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কান্দী
১২৭৫ কার্ত্তিক হইতে ৭৬ আশ্বিন ১৩
" " বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁসি
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ জানুয়ারি ৩৮
" " অম্বিকাচরণ মজুমদার পীপলী
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর ১৩
" " যদুকৃষ্ণ চৌধুরী ভগীরথপুর
১২৭৫ আশ্বিন হইতে ৭৬ ভাদ্র ১৩
" " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সাগর
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ বৈশাখ ৭
" " যদুনাথ দে সিমুলিয়া ১০
" " লক্ষ্মীনারায়ণচন্দ্র হাটখোলা ৫॥
" " যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা ১০
" " দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সিমুলিয়া ১০
দশঘরা ইংরাজী স্কুল ১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী

—:০:—

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের নিকট চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ | ৪ সংখ্যা।

"প্রবক্তনাং প্রজ্ঞানিখিলায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২৩এ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ৭ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাক

বিজ্ঞাপন।

"হিন্দু মহিলা নাটক"

(জোড়াসাঁকো অভিনয় সভা হইতে পুর-স্কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে করণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

——::——

কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ আমার খরিদা ১/১৮৶ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, দক্ষিণ গলির রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের খরিদা বাটী (বসত বাটীর সংলগ্ন) পূর্ব্ব রামলোচন রায়ের পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ গড়পার মৃজাপুরের ১০৪ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
সন ১২৭৫
১০ ই অগ্রহায়ণ

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সাং হালিসহর

—:০:——:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর-তীর্থ ও নাগোজী ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ও ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

-:০:-

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভুবণসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১০ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

সারকেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম না বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদি /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অ টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হি পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ে গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে সংযত করা

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষ বলি

মহাত্মাদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জ

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়া গজীসং

সংস্ক

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১৷০

আশু সম্বিদ দায়িনী ১৷৷

প্রমথ তরঙ্গিনী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সঙ্গীতমনোরঞ্জন ২

নয়নানন্দ মঞ্জু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

বাসবদত্তা সংস্কৃত ও পদ্য ৷৷

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী প্রণীত মূল সংস্কৃত ও গদ্য ১৷০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৶

গুপ্তপ্রেস ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ৷৷

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ৷৷

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চারুতমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১৷০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এট্ল্যাস ম্যাপ ১৷৷৶

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৵

গণেশচন্দ্র শর্ম্মাকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরঙ্গ নানাঙ্গ নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৷০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২৷৷০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সংযুক্ত ৪৷৷০

টীকা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ৭

নবীন নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড

ঐ ২

মোহরণ পদ্য ১

চতুষ্পদের চিকিৎসা শর্ম্মা সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়া- শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
সাঁকো ৮৩ নং নগদ বিক্রেতা ।

কোং ঠি.

সোমপ্রকাশ ।

২৩ এ অগ্রহায়ণ সোমবার ।

মহিলা;

জমীদার ও প্রজা ।

চুঁচুড়া ক.

গ্রামে দু

প্রসন্নকু

পুত্র এবং

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই প্রজার উন্নতি-র একমাত্র উপায় । সদাশয় ও ... লোকমাত্রে এ বিষয়ে যত্নবান্ হন, বহুকালাবধি আমরা এই চেষ্টা পাইতেছি । সে দিন এক জন গণনীয় জমীদার আমাদিগের অগ্রে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমরা যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহা যদি সুসাধ্য হয়, তিনি উহার অনুমোদন ও সম্পাদনবিষয়ে একান্ত যত্নবান্ হইবেন । তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন, " এমন পামর কে আছে, যদি কয়েক ব্যক্তিমাত্রের অপকার হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হয়, তাহাতে সাহায্যদান না করে ।" এই কথা বলিয়া তিনি এই আপত্তি করিলেন, আমরা প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে জমীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাওয়া হইতেছে এইমাত্র বোধ কর, এখন এক জন প্রজা এক শত বিঘা ভূমির জোত করিতেছে, তাহার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইল, সে আবার সেই ভূমি অধিক করে ধরাইল, তাহাতে প্রথম ব্যক্তি জমীদারস্থানীয় হইল এইমাত্র ; আমরা যে অত্যাচারনিবারণ ও কৃষকগণের উন্নতিসাধন চেষ্টা পাইতেছি, তাহা সফল হইল না । তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা তাঁহার সংশয়চ্ছেদবিধান চেষ্টা পাইলাম ; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইলাম, বলিতে পারি না । বোধ হয়, অনেকের হৃদয়কন্দর এই প্রকার সংশয়তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে । এই হেতু আজি আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রজার প্রতি অত্যাচারনিবারণ ও তাহার উন্নতিলাভ ইহাই আমাদিগের কৃত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য । যেরূপ বন্দোবস্ত করিলে সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য । এরূপে কর, ওরূপে করিও না, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে । যদি শস্যোৎপাদনব্যয় এবং জমীদার ও গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ধরিয়া ভূমির উৎপন্নের সহিত মিলাইয়া লাভগণনা করা যায় এবং সেই লাভ গণনানুসারে প্রতি বিঘায় নির্দ্দিষ্ট হারে স্থায়িরূপ খাজনার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলেই সহজে সমুদায় আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে । প্রতি বিঘায় স্থায়িরূপে নির্দ্দিষ্ট খাজনার ব্যবস্থা থাকিলে যিনি যাহাকে ধরান, কিছুতেই তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই ; আর আমরা যে অত্যাচারনিবারণ ও উন্নতির আশংসা করিতেছি, তাহাও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমাকে এতাবন্মাত্র কর দিতে হইবে, ইহার অধিক দিতে হইবে না, এটী বুঝিতে পারিলে কোন্ প্রজা স্বাধিকৃত ভূমির উন্নতিসাধনচেষ্টায় যত্নবান না হইবে ? যে যে জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যেমন তাঁহাদিগের নিকটে মাঙ্গনপ্রভৃতি গ্রহণ করেন না, প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইলে জমীদারেরাও তেমনি লইতে পারিবেন না ।

পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতিরই আধিপত্য ছিল । হিন্দু রাজগণের সময়ে ভূমিতে রাজা ও প্রজা এ উভয়ের স্বত্বসম্বন্ধ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, ভূমিতে রাজা ও প্রজা এ উভয়ের ভিন্ন অন্যের স্বত্ব ছিল না । প্রজার যে স্বত্ব ছিল, সেটী স্থায়ী স্বত্ব ; জমীদার নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল না । রাজা প্রজার নিকট হইতে ভূমির উৎপন্নের দ্বাদশ অষ্টম অথবা ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিতেন, শাস্ত্রানুসারে ইহার অধিক গ্রহণ করিতে পারিতেন না । যদি এরূপ হইল, জমীদারেরা এখন যেমন অধিকতর করলোভে এক প্রজার হস্ত হইতে ভূমি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় প্রজাকে দেন, তখন সেরূপ হইত না, সেটী স্পষ্টই বুঝা যাই-

তেছে। এই নিয়মদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভূমিতে প্রজার স্থায়ী স্বত্ব ছিল; প্রজা রাজাকে নিয়মিত কর দান করিয়া পিতৃপিতামহাদিক্রমে এক ভূমি চির কাল ভোগ করিতে পারিত। মনুতে ধান্যাদির দ্বাদশ অষ্টম ও ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণের যে ব্যবস্থা আছে, সেটী রাজার ইচ্ছাকৃত নয়। টীকাকার কুলূকভট্ট তাহার এই মীমাংসা করিয়াছেন, ভূমির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ এবং কর্ষণাদিক্লেশের লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া ষষ্ঠ ভাগাদিগ্রহণবিকল্প করা হইয়াছে।

আমরা যে বাক্যগুলি কহিলাম, ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যথা ফলেন যুজ্যেত
রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং।
তথাবেক্ষ্য নৃপোরাষ্ট্রে
কল্পয়েৎ সততং করান্।

যাহাতে রাজা অবেক্ষণাদি কার্য্যের এবং কৃষ্যাদিপ্রবৃত্ত ব্যক্তিরা কৃষ্যাদি কার্য্যের ফলভাগী হন, সেইরূপে রাজা রাষ্ট্রে সতত করকল্পনা করিবেন।

যথাল্পাল্পামদন্ত্যাদ্যং
বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাল্পাল্পোগ্রহীতব্যো
রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ।

যেমন জলৌকা বৎস ও ভ্রমর অল্প অল্প রক্ত ক্ষীর ও মধু পান করে, রাজা সেইরূপ মূলচ্ছেদ না করিয়া রাষ্ট্র হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন।

পঞ্চাশদ্ভাগআদেয়ো
রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ
ষষ্ঠোদ্বাদশএব বা।

রাজা মূল হইতে উৎপন্ন পশুহির ণ্যের পঞ্চাশৎ ভাগ এবং ভূমির উৎকর্ষ অপকর্ষ ও কর্ষণাদিক্লেশের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ধান্যের দ্বাদশ অষ্টম অথবা ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন।

রাজা রাজ্যরক্ষা ও কর সংগ্রহার্থ যে গ্রামপতি, বিংশতীশ, শতেশ, সহস্র পতি প্রভৃতি রক্ষিতপুরুষ নিয়োজিত করিতেন, তাঁহারা ভৃত্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; জমীদারস্থানীয় স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক ছিলেন না। ইহারও প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

যানি রাজপ্রদেয়ানি
প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
অন্নপানেন্ধনাদীনি
গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ।

গ্রামবাসীরা বার্ষিক করভিন্ন রাজাকে প্রতিদিন যে অন্ন পান কাষ্ঠাদি প্রদান করিত, গ্রামাধিপতি আপনার জীবিকার্থ তাহা গ্রহণ করিতেন। শতেশাদিরও বৃত্তির ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল।

মনু এইরূপ গ্রামপতিপ্রভৃতির নিয়োগ ও তাঁহাদিগের বৃত্তিবিধানব্যবস্থা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন।

রাজ্ঞোহি রক্ষাধিকৃতাঃ
পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যাভবন্তি প্রায়েণ
তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ।

যে হেতু যাহারা রাজার রক্ষাধিকৃত হয়, তাহারা প্রায়ই পরস্বগ্রহণশীল ও বঞ্চক হয়, অতএব তাহাদিগের হইতে রাজা নিত্য প্রজা রক্ষা করিবেন।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজার সহিত রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে আর এখন সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্ট অত্রত্য জমিদারদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইয়াছেন। এখন ধর্ম্মজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের তদুচ্ছেদন সাধ্যায়ত্ত নয়। এখানে জমীদারকে মধ্যে রাখিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবে যে যে স্থানে জমীদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, তত্তৎ স্থানে প্রজার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে রাজার নিকটে যে রাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রাজার সেই রাজ্যে যেপ্রকার স্বত্ব ছিল, গবর্ণমেণ্টেরও সেইরূপ স্বত্ব বিধেয়। আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি, হিন্দু রাজার রাজ্যের সময়ে প্রজার ভূমিতে চির স্বত্ব ছিল।

—:o:—

দায়বিনিয়োগ (উইল)।

দুই বৎসরের অধিক কাল হইল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী গুরুতর বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মতগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইনে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধভিন্ন সমুদায় শ্রেণির লোকের উত্তরাধিকার ও দায় বিনিয়োগপত্রপ্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। ইংলণ্ডে সম্পত্তিবিভাগাদির যে নিয়ম আছে, এই আইনে ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগকে তাহার অনেকগুলি হইতে মুক্ত করা হইয়াছে। এই আইনের (উত্তরাধিকারের) যে অংশটীতে দায় বিনিয়োগাদি ব্যবস্থা আছে, সেই ধারাগুলি ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে প্রচলিত করা উচিত কি না, গবর্ণমেণ্ট তাহা জানিবার অভিলাষী হন। তখন ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইন নূতন প্রচলিত হইয়াছিল; এই হেতু সর্ব্বসাধারণে গবর্ণমেণ্টের এ প্রশ্নের উত্তরদান করেন নাই। লার্ড ক্রানবোরণের মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তৎকালে উহা স্থগিত রাখিতে বলেন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, কমিসনর, বিচারপতি এবং কয়েক জন এদেশীয় ভদ্র লোকের মত জিজ্ঞাসা করেন। ইহাঁরা প্রায় সকলেই বলিয়াছেন, ইংরাজদিগের দায়বিনিয়োগবিষয়ে যেসকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, ভারতবর্ষীয়দিগকেও তদধীনস্থ করা উচিত।

এখানে বহুকালাবধি মুসলমানদিগের দায়বিনিয়োগব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বাচনিক দায়বিনিয়োগ করাই অনেকের অভ্যাস। রাজধানীর নিকটস্থ লোকেরাই কেবল লিখিত দায়বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের এতৎসংক্রান্ত বিশেষ ব্যবহার ও বিশেষ নিয়ম নাই বটে কিন্তু দায়বিনিয়োগ বিষয়ে নিষেধও নাই। বরং দায়ভাগকার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দায়বিনিয়োগ হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের অনুমোদিত ইহাই প্রতীয়মান হয়। দায়ভাগকার বলেন, পিতা স্বাধিকৃত ধন যাহাকে যাহা দিয়া যাইবেন, তাহা সিদ্ধ হইবে। দানের বিষয়ে যদি তাঁহার ইচ্ছাকৃত বিনিয়োগ সিদ্ধ হয়, অন্য বিষয়ে না হইবে কেন? অন্য প্রকার বিনিয়োগ করিবার নিষেধও নাই। সে ক্ষমতা না থাকিলে পিতার স্বাধিকৃত ধনের যথেষ্ট বিনিয়োগে যে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, তাহার ব্যাঘাত জন্মে। দায়বিনিয়োগবিষয় লইয়া নানাপ্রকার মিথ্যা মকদ্দমা ও প্রবঞ্চনাদিও ঘটিয়া থাকে। অতএব ১৮৬৫ অব্দের ১০ আইনের দায়বিনিয়োগসংক্রান্ত নিয়মগুলি যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণে প্রচলিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তবে কোন কোন বিষয়ে ইংরাজদিগের প্রথার সহিত আমাদিগের প্রথার বৈলক্ষণ্য হওয়া উচিত। বিবাহ হইলে পূর্ব্বকার দায়বিনিয়োগ বিফল হইবে, এ নিয়মটী এদেশীয়দিগের পক্ষে করা উচিত নহে; উভয় দেশের বিবাহনিয়ম ভিন্নবিধ। অপর চিরকালের নিমিত্ত কোন দান বা বন্দোবস্ত করিলে ইংলণ্ডে তাহা অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু আমাদিগের সমাজের যেপ্রকার অবস্থা, তাহাতে চির কালের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। দায়বিনিয়োগবিষয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতির যে নিয়ম করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে।

আমাদিগের যুবকগণের ব্যায়ামচর্চ্চা।

আমরা বারম্বার বলিতেছি, বাহ্য আড়ম্বর আমাদিগের নব যুবকগণের একটী মহৎ রোগ হইয়াছে। এই কারণে আমরা এপর্য্যন্ত যাহাতে জগতের উপকার হয়, এরূপ কোন কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইলাম না। আমাদিগের নিজের উপকার হয়, এরূপ কার্য্যও আমাদিগের দ্বারা অল্পেই সাধিত হইতেছে। দর্শক ও প্রশংসাকারীর সমাগমব্যতিরেকে নব যুবকগণ কোন কার্য্যই উৎসাহসহকারে করিতে সমর্থ হন না। যে সাহস ও অধ্যবসায়গুণে পূর্ব্বকার ইউরোপীয়েরা আমেরিকার বন পরিষ্কৃত করিয়া বন্যদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করেন, যে সাহস ও অধ্যবসায়গুণে জলমগ্ন জাহাজের একমাত্র জীবিত ইউরোপীয় নাবিক নির্জ্জন দ্বীপে শ্বাপদগণবেষ্টিত হইয়াও আত্মরক্ষা সম্পাদন করেন, সেই সাহস ও অধ্যবসায় আমাদিগের হয়, এটী আমরা কায়মোনবাক্যে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। এই নিমিত্ত যখন আমাদিগের কতকগুলি যুবক প্রথম ব্যায়ামচর্চ্চার আরম্ভ করেন, তৎকালে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। শারীরিক বল মানসিক তেজস্বিতার প্রধান হেতু। ব্যায়ামের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে শারীরিক বললাভ দুর্ঘট। অতএব আমাদিগের যুবকগণ প্রকৃত উপায়েই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি, পূর্ব্বাঙ্কুলের আম্রের ন্যায় আঁটি বিঁধিবামাত্র কীট প্রবেশ করিয়াছে। যে আড়ম্বরপ্রিয়তা আমাদিগের পরম শত্রু, ব্যায়ামেও তাহা লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে।

যুবকগণ শারীরিক বলবৃদ্ধিচেষ্টায় তত যত্নবান না হইয়া কৌশল শিক্ষার প্রতিই সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, অধিকতর আক্ষেপের বিষয় এই, নৃত্য গীতের ন্যায় বড়মানুষদিগের বাটীতে ব্যায়ামের "অভিনয়" ও হইতেছে। আমরা "অভিনয়" শব্দটী প্রয়োগ করিলাম; কারণ ইহা এক প্রকার তামাসা দাঁড়াইতেছে। যাত্রা, পাঁচালি ও নাটকাভিনয় দলের ন্যায় ব্যায়ামেরও দল হইয়াছে। নৃত্যগীতকারী দল হইতে এ দেশের যে কি অনিষ্টোৎপত্তি হইতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এ দেশের গায়ক মাত্রেই প্রায় গেঁজেল ও মাতাল; নর্ত্তকীরা কতদূর সচ্চরিত্র তাহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ব্যায়ামকারী দলেও ঐসকল গুণের আবির্ভাব হইয়াছে। গানবাদ্যশিক্ষা অন্য অন্য দেশে শিক্ষাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু এ দেশে এটি অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। যাহারা গান বাদ্য শিখিতে যায়, তাহারা প্রায়ই মাদকসেবী হয় বলিয়া পিতা মাতা সন্তানদিগকে ঐ বিষয় শিখিতে দেন না। ব্যায়ামশিক্ষাও যদি গান বাদ্যের ন্যায় অনিষ্টের কারণ হইল; ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অতএব আমরা বন্ধুভাবে যুবকদিগকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা সদনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু সাবধান হইবেন, কলিকাতার অন্য অন্য দলের ন্যায় "বড় মানুষের" মন রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহাকে যেন একটী তামাসার বিষয় করিয়া না তুলেন। পূর্ব্ব কালে রোম ও গ্রীসে সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে ব্যায়ামচর্চা হইত; কিন্তু তাহার সহিত ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে ব্যায়ামচর্চ্চাপ্রদর্শনের তুলনা হইতে পারে না। আমরা পুনরায় কহিতেছি, যুবকেরা যেন আপনাদিগের শিক্ষাকে

ভোজবিদ্যার ন্যায় কতকগুলি অলস, বিলাসপ্রিয়, মাদকসেবী ধনী লোকের আমোদের কারণ না করেন। আমরা তাঁহাদিগকে আর একটী সৎপরামর্শ দিতেছি। কেবল কাঠবিড়ালের ন্যায় লম্ফন প্রোল্লম্ফন প্রভৃতি শিখিলেই ব্যায়ামশিক্ষা সাঙ্গ হয় না। অশ্বারোহণ নৌকাবাহন, মৃগয়াপ্রভৃতি শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। যুবকেরা সেনাদলে প্রবেশনিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। এই উচ্চাশা অতিশয় প্রশংসনীয়। গবর্ণমেণ্টও অচির কালের মধ্যে এ মনোরথ পূর্ণ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু রুশীয় অথবা ফরাশী কামানের মুখে তলবার হস্তে দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সাহসিক কার্য্য শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট এবং ওহাবি দমন।

ব্লুস সাহেব আবিসিনিয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্তমধ্যে লিখিয়াছেন, উক্ত দেশের খানসামারা এক কর্ণে মাকড়ি দেয়। যাহার কর্ণে একটীমাত্র মাকড়ি থাকে, তাহার বিষয়ে আবিসিনীয়দিগের সংস্কার এই, রাত্রিকালে তাহারা হুমাবাঘ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সকলে খানসামাদিগকে অতিশয় ভয় করে। খানসামারাও তাহাদিগের স্বার্থসাধনার্থ লোককে ভয়প্রদর্শন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ভারতবর্ষে এইপ্রকার একমাকড়িবিশিষ্ট কতকগুলি হুমাবাঘ হইয়াছে। লোকে ইহাদিগকে ভয় করেন না; কিন্তু আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের নিমিত্ত বিব্রত হইয়াছেন।

সীতানার যুদ্ধের পর মৌলবী আহম্মদ আলীপ্রভৃতি কয়েক জন ওহাবি দণ্ড পান। এই মকদ্দমায় প্রকাশ হয়, পূর্ব্ববাঙ্গালা; পাটনা ও পঞ্জাবের কিয়দংশে ওহাবিরা নিয়মিতরূপে কর আদায় করিয়া থাকে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে উন্মূলন করিবার উদ্দেশে এই টাকা সংগৃহীত হয়। অনেক লোকে ধর্ম্মযোদ্ধা হইবার অভিপ্রায়ে সোয়াড়ের আখুন্দের নিকটে গমন করিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ওহাবি মৌলবীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের ষড়যন্ত্রকারিতার প্রকার কি এবং কিসেই বা ইহারা দমনে থাকে, তাহার অনুসন্ধান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও পুলিষকে সতর্ক হইতে বলিয়াছেন। জনরব এইরূপ, কেবল ওহাবি মৌলবী নয়, স্থানে স্থানে দুই এক জন ব্রাহ্মণও বিদ্রোহঘোষণা করিতেছেন। গোপনে অনুসন্ধান হইতেছে; সকল বিষয় সংবাদ পত্রের গোচর হওয়া সম্ভাবিত নয়; কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, গবর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

আমরা উদ্বেগের কোন কারণ দেখিতেছি না। ওহাবিরা গণনায় অতি অল্প মাত্র। তাহাদিগের অধ্যবসায়ও তদ্রূপ। কেবল কয়েক জন ধূর্ত্ত মুখে আড়ম্বর করিয়া কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আমোদ করিতেছে এইমাত্র। হিন্দুদিগের কথাই নাই। মুসলমানেরা ইহাদিগকে ধর্ম্মার্থ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার যে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা বিফল। তবে আলাহাবাদের পণ্ডিতের ন্যায় দুই এক জন ওহাবিদিগের অর্থ লইয়া ঘোষণা করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে হিন্দুর মনে বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা [illegible]। ভদ্র মুসলমানমাত্রেই ওহাবি [illegible] ঘৃণা করেন। মুসলমানজাতির অ[illegible]শের সহিত ওহাবিদিগের আহার [illegible] হায় নাই। অতএব মুসলমানমাত্রের প্রতি সন্দেহ করা অন্যায়। ওহাবিদিগের কি ক্ষমতা আছে? আরবদেশ নতমস্তক হইয়া আছে। এ অ[illegible] সোয়াড়ের আখুন্দ আছেন। তাঁহার ক্ষমতা কি? এই ব্যক্তি পরের ধনে আপনি আমোদ[illegible]ছেন। যাহা হউক, যখন ওহাবি প্রভৃতি সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন ত[illegible]গের প্রতি দৃষ্টি রাখা মন্দ নয়; গবর্ণমেণ্ট যেপ্রকার আড়ম্বর করিছেন, তাহাতে ওহাবিদিগকে অনুপ্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় তাহাদিগের কোন সংবাদই জানেন না। গবর্ণমেণ্ট বিবেচনাপূর্ব্বক কাজ না করিলে ইহারা আবিসিনিয়ার হুমাবাঘ হইয়া উঠিবে। প্রকাশ্যরূপে ইহাদিগের প্রতি উপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

—:০:—

মফস্বলের ফৌজদারী আদালতের [illegible]লোপ করা কর্ত্তব্য।

আমরা মধ্যে মধ্যে মফস্বল ফৌজদারী আদালতে যে প্রকার অবিচার দেখিতে পাই, তাহাতে কোরূপে এরূপ ইচ্ছা হয় না যে, মফস্বলে ফৌজদারী আদালত আর দীর্ঘকাল অবিলুপ্ত থাকে। উহা রাখিয়া গবর্ণমেণ্টের বহু অর্থব্যয়ে কেবল অযশঃ ও অধর্ম্ম ক্রয় করা হইতেছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, দিন দিন লোকের ফৌজদারী আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধার বৃদ্ধি হইতেছে। পুলিষ শান্তিরক্ষার প্রধান সাধন। পুলিষ না হইলে কোনক্রমে চলিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের পুলিষও উৎকৃষ্টাবস্থ নহে উহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এখন যেপ্রকার স্বতন্ত্র পুলিষ ও স্বতন্ত্র ফৌজদারী আদালতের ব্যবস্থা আছে, এরূপ থাকিতে অন্যতর কাহারই শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। উভয়ের একত্রসম্পাদন কর্ত্তব্য। সে একত

...য়, এখন এই প্রশ্নের উত্থাপন ...মরা ইহার উত্তরস্থলে কহি- ... পুলিস কমিসনর ও ডিষ্ট্রিক্ট ...পরিন্টেণ্ডেণ্টের স্থলে যোগ্য ...ট ও যোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ...ক নিয়োজিত করা এবং ভাল দেখিয়া পুলিসের অন্য অন্য কর্ম্ম ...রা হউক। উহাঁদিগের যে কোন দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদি... আপত্তি নাই; আমরা ভাল কাজ ...ই, সুবিচার চাই এবং আত্মরক্ষা চাই। এখন যেমন বড় ঘর দেখিয়া মাঝে মাঝে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়ো...জিত করা হয়, তখন যেন সেরূপ না হয়। বিবাহের সময়েই ঘর দেখা আবশ্যক হয়, কাজের সময়ে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। যিনি উপযুক্ত হইবেন, তাঁহাকেই তত্তৎপদে নিয়োজিত করা উচিত। পুলিষে উৎকৃষ্ট লোক নিয়োগ ...রা উহার দোষসংশোধন ও উন্নতির ...কর্ত্তা হইলে যে উপকার লাভ হইবে, ...মরা কয়েক দিন হইল, তাহার পর্য্যা...চনা করিয়াছি। পুলিষ কর্ম্মচারীরা ...স্থলে গিয়া অপরাধের অনু...ন্ধান করিলে সূক্ষ্ম বিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভাল লোকে যদি গ্রামের ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোক লইয়া অনুসন্ধান ও অপরাধের বিচার করেন এবং আপীলের ব্যবস্থা ও যে অনু...সন্ধানকারীর দোষ প্রকাশ হইবে, তাহার পদচ্যুতি, পদাবনতিপ্রভৃতি ...গুরু নিয়ম হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্ম বিচার না হইবে কেন?

যে কারণে এ প্রস্তাবের অবতারণা ...রা হইয়াছে, তাহা এই— চারীত অজি...র (১) কতকগুলি দ্রব্য চুরী করিল। ...ক্রয়ার্থ তাহা বাজারে নীত হইল। পুলি...যের লোকে ধরিয়া চোরিত দ্রব্যসহ চোরকে অন্যতর মফস্বল আদালতে উপ-নীত করিল। যেসকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, তাহাদিগের বাক্য দ্বারা অপরাধির দোষ সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিচার কালে ছুটি সরস্বতী আসিয়া বিচারপতির স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমুদায় ওলট পালট হইয়াগেল! চোরের স্বহস্ত লিখিত এক খানি চিঠি ছিল। ছুটী টাকা পক্ষবান্ হইয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। মকদ্দমা ডিস্মিস হইল; চোর সহাস্যবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

যে আদালতে এই প্রকার বিচার হয়, সে আদালত রাখা কি উচিত?

(১) নামগুলি কল্পিত বটে, কিন্তু ঘটনাটী ...ত নয়।

—:০:—

বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

আমাদিগের দেশের গণনীয় লোক-গুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটী করিয়া ভূষণহারা হইতেছেন। কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎ-পরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতায় দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদা-লতের জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষ...য়েই লোকে তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদি-গের শ্রুতিগোচর হয় নাই। সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, অতিথিসৎকারপ্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমনি লোক-প্রিয় ছিলেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপ-তিত হইয়াছিল। এপ্রকার লোকের মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার স্মরণার্থ ছোট আদালত বন্ধ হইয়াছিল।

—

ভারতবর্ষের জেল ও তত্রত্য অত্যাচার।

ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে যে সকল কাণ্ড হয়, তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রকাশ পায় না, তাহার কারণ কি? কারণ স্থানীয় কর্ম্মচারীরা পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া রাখেন। এদেশীয় সমাচারপত্রে উহা প্রকাশ হইলে গবর্ণমেন্ট উহা গ্রাহ্য করেন না। গবর্ণমেন্ট ভাবেন "এতদ্দেশীয় সংবা-দপত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অমুক জেলর অতি উপযুক্ত লোক; তাঁহা হইতে এরূপ কাজ হইতে পারে না"। যাহা হউক, গবর্ণমেন্ট রিপোর্টে জেলের যত প্রশংসা শ্রবণ করুন, কর্ম্মচারিগণ ও ইনস্পেক্টর জেনরল গুপ্ত বৃত্তান্ত প্রকা-শিত দেখিয়া যতই আরক্তনয়ন হউন, অদ্যাপি জেলের মধ্যে ভয়ঙ্কর পশুবৎ অত্যাচার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে হয় এবং ইউরোপীয়েরা উহার অধিকাংশের অনুষ্ঠান করেন, এই বলিয়া যেকিছু শোভা পায়। ফিজুনিউস একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র। তিনি বলেন, করাচির জেলে মেথর কয়েদী না থাকাতে অধ্যক্ষ ডাক্তর মর্টন কয়েক জন মুসলমানকে পাইখানা পরিষ্কার করিতে বলেন। এক ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে মর্টন তাহার পৃষ্ঠে ২৫ বেত মারিয়া এক সপ্তাহ এক নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখেন। পুনর্ব্বার ঐ কাজ করিতে বলাতে সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করিল। আবার ২৫ বেত ও এক সপ্তাহ নির্জ্জন কারাবাস হইল। তৃতীয় বার আজ্ঞা করা ও তৃতীয় বার অস্বীকার করা হইল।

..র, এখন এই প্রশ্নের উত্থাপন ..মরা ইহার উত্তরস্থলে কহি- ..পুলিষ কমিসনর ও ডিষ্ট্রিক্ট ..পরিণ্টেণ্ডেণ্টের স্থলে যোগ্য ..ট ও যোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ..কে নিয়োজিত করা এবং ভাল দেখিয়া পুলিষের অন্য অন্য কর্ম্ম ..রা হউক। উহাঁদিগের যে কোন দেওয়া হউক, তাহাতে আমাদি.. আপত্তি নাই; আমরা ভাল কাজ ..ই, সুবিচার চাই এবং আত্মরক্ষা চাই। এখন যেমন বড় ঘর দেখিয়া মাঝে মাঝে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়ো..জিত করা হয়, তখন যেন সেরূপ না হয়। বিবাহের সময়েই ঘর দেখা আবশ্যক হয়, কাজের সময়ে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। যিনি উপযুক্ত হইবেন, তাঁহাকেই তত্তৎপদে নিয়োজিত করা উচিত। পুলিষে উৎকৃষ্ট লোক নিয়োগ ..রা উহার দোষসংশোধন ও উন্নয়ের ..কর্ত্তা হইলে যে উপকার লাভ হইবে, ..মরা কয়েক দিন হইল, তাহার পর্যা.. ..চনা করিয়াছি। পুলিষ কর্ম্মচারীরা ..স্থলে গিয়া অপরাধের অনু.. ..ন্ধান করিলে সূক্ষ্ম বিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভাল লোকে যদি গ্রামের ভদ্র ও সচ্চরিত্র লোক লইয়া অনুসন্ধান ও অপরাধের বিচার করেন এবং আপীলের ব্যবস্থা ও যে অনু..সন্ধানকারীর দোষ প্রকাশ হইবে, তাহার পদচ্যুতি, পদাবনতিপ্রভৃতি ..ণ্ডের নিয়ম হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্ম ..বিচার না হইবে কেন?

যে কারণে এ প্রস্তাবের অবতারণা ..রা হইয়াছে, তাহা এই—ভারত অজি..র (১) কতকগুলি দ্রব্য চুরী করিল ..বিক্রয়ার্থ তাহা বাজারে নীত হইল। পুলি..সের লোকে ধরিয়া চোরিত দ্রব্যসহ চোরকে অন্যতর মফস্বল আদালতে উপ-নীত করিল। যেসকল ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, তাহাদিগের বাক্য দ্বারা অপরাধির দোষ সপ্রমাণ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিচার কালে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া বিচারপতির স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। সমুদায় ওলট পালট হইয়া গেল! চোরের স্বহস্ত লিখিত এক খানি চিঠি ছিল। দুটী টাকা পক্ষবান্ হইয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। মকদ্দমা ডিস্মিস হইল; চোর সহাস্যবদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

যে আদালতে এই প্রকার বিচার হয়, সে আদালত রাখা কি উচিত?

(১) নামগুলি কল্পিত বটে, কিন্তু ঘটনাটা ..ত নয়।

—:০:—

বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু।

আমাদিগের দেশের গণনীয় লোক-গুলি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশ এক একটী করিয়া ভূষণহারা হইতেছেন। কলিকাতার ছোট আদালতের তৃতীয় জজ বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০ টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। তিনি প্রথমে মুন্সেফ হন। তৎ-পরে নানা কাজ করিয়া কলিকাতায় দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট ও তৎপরে ছোট আদা-লতের জজ হইয়াছিলেন। সকল বিষ-য়েই লোকে তাঁহার সুখ্যাতি শুনা যাইত। কি ইউরোপীয় কি এদেশীয় সকলেই তাঁহার সদ্বিচারে সন্তুষ্ট হইতেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রদোষ আমাদি-গের শ্রোতিগোচর হয় নাই। সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার, শিষ্টাচার, অতিথিসৎকারপ্রভৃতি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এমনি লোক-প্রিয় ছিলেন, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার উপরে অনেকের দৃষ্টি নিপ-তিত হইয়াছিল। এপ্রকার লোকের মৃত্যু সাতিশয় শোচনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহার অবশ্যই শুক্ত কল্য ছোট আদা-লত বন্ধ হইয়াছিল।

———

ভারতবর্ষের জেল ও তত্রত্য অত্যাচার।

ভারতবর্ষে জেলের মধ্যে যে সকল কাণ্ড হয়, তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রকাশ পায় না, তাহার কারণ কি? কারণ স্থানীয় কর্ম্মচারীরা পরস্পরের দোষ গোপন করিয়া রাখেন। এদেশীয় সমাচারপত্রে উহা প্রকাশ হইলে গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রাহ্য করেন না। গবর্ণমেণ্ট ভাবেন "এতদ্দেশীয় সংবা-দপত্রের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অমুক জেলর অতি উপযুক্ত লোক; তাঁহা হইতে এরূপ কাজ হইতে পারে না"। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জেলের যত প্রশংসা শ্রবণ করুন, কর্ম্মচারিগণ ও ইনস্পেক্টর জেনরল গুপ্ত বৃত্তান্ত প্রকা-শিত দেখিয়া যতই আরক্তনয়ন হউন, অদ্যাপি জেলের মধ্যে ভয়ঙ্কর পশুবৎ অত্যাচার হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে হয় এবং ইউরোপীয়েরা উহার অধিকাংশের অনুষ্ঠান করেন, এই বলিয়া যে কিছু শোভা পায়। ফ্রেণ্ডঅব্‌ইণ্ডিয়া এক খানি ইংরাজী সংবাদ পত্র। তিনি বলেন, করাচির জেলে মেথর কয়েদী না থাকাতে অধ্যক্ষ ডাক্তর মর্টন কয়েক জন মুসলমানকে পাইখানা পরিষ্কার করিতে বলেন। এক ব্যক্তি অসম্মত হওয়াতে মর্টন তাহার পৃষ্ঠে ২৫ বেত মারিয়া এক সপ্তাহ এক নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখেন। পুনর্ব্বার ঐ কাজ করিতে বলাতে সে পুনর্ব্বার অস্বীকার করিল। আবার ২৫ বেত ও এক সপ্তাহ নির্জ্জন কারাবাস হইল। তৃতীয় বার আজ্ঞা করা ও তৃতীয় বার অস্বীকার করা হইল।

পুনর্ব্বার ২৫ বেত্রের এবং হতভাগ্য কয়েদিকে বিষ্ঠার পাত্রে বন্ধন করিয়া তাহার গাত্রে বিষ্ঠা দিবার অনুমতি হইল। বিষ্ঠা মাখাইয়া তৎপরে তাহার মস্তকের উপরে কলসি কলসি জল ঢালা হইল।

এই ব্যক্তি বেত্রের যন্ত্রণা, কষ্ট ও মনঃক্ষোভে শীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। কি নিষ্ঠুরতা! কি নিষ্ক্রদয়তা! যাহার সামান্য বোধশক্তি আছে সে ব্যক্তিও এমন কাজ করে না। ভারতবর্ষে ত জাত্যভিমান প্রবল; যেখানে জাতিভেদ নাই, সেখানে পদেরও অভিমান আছে। বোধ কর, এক জন ভদ্র ইংরাজ কোন অপরাধে কয়েদ হইয়াছেন, জেলের অধ্যক্ষ তাঁহাকে মেথরের কাজ করিতে বলিলেন, তিনি কি তাহা করিবেন? গবর্ণমেন্ট কি ইহাকে চরিত্র সংশোধন জ্ঞান করেন? মেথরের কাজ মুসলমান করিলে তাহার জাতিনাশ হয়, এ কথা কি আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেন্টের বিবেচনাযোগ্য ও গ্রাহ্য হইবে না? সর জন লরেন্স এই জেলঅধ্যক্ষের কি দণ্ডবিধান করেন আমরা তদ্দর্শনার্থী হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। তিনি নিশ্চয় জানিবেন, এইপ্রকার গর্ব্বিত ও উদ্ধত কর্ম্মচারী হইতেই অনেক সময়ে অনেক আপদ উপস্থিত হয়।

— — —

ক্রিয়ানুষ্ঠান।

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম, মনুষ্যপ্রণীত কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠানই জগতে ধর্ম্ম বলিয়া আদৃত হইয়াছে। তাহাতেই জগতে এত ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন ধর্ম্মনীতিবন্ধন শ্লথ হইয়া গিয়াছে এবং প্রকৃত ধর্ম্ম যে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা তাহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আমরা দেখিলাম, কোন কোন সমাচার পত্রসম্পাদক আমাদিগের অভিপ্রায় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মনীতির বিষয় যে পরোপকারাদি ও ধর্ম্মের বিষয় যে ঈশ্বরোপাসনা এ উভয়ের অভেদ করিয়া উভয়কেই ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ উভয়ের মহৎ অন্তর। পরোপকার আমাদিগের কর্ত্তব্য; কিন্তু অসঙ্গতি ও অন্য অন্য কারণে যদি আমরা তৎ সম্পাদনে অশক্ত হই, আমরা পাপী হইব না। পক্ষান্তরে যদি ঈশ্বরোপাসনা না করি, পাপী হইব। ধর্ম্মনীতিবিষয়েরও কতকগুলি এরূপ আছে, তাহার অকরণে অথবা অন্যথাচরণে পাপী হইতে হয়। আমরা যদি চৌর্য্যাদি কার্য্যে রত হই, অথবা সত্য বাক্যের অন্যথাচরণ করি, পাপী ও দণ্ডনীয় হইব। এপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রতিবাদ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। জলসংস্কার, মনুষ্যের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা, মনুষ্যপূজা ও ত্বক্ ছেদাদি ক্রিয়ানুষ্ঠনই আমাদিগের বিদ্বিষ্ট। ঐসকল অনুষ্ঠান অনিষ্টের মূল। উহা হইতেই উপধর্ম্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। উহা হইতেই জগতে ধর্ম্মভেদ হইয়া জাতিবৈরপ্রভৃতি প্রসূত হইয়াছে। যাঁহারা কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে, যাহারা খৃষ্টকে, আর যাহার রাম ও কৃষ্ণকে মুক্তির সোপান ও ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিবেচনা করেন, উপধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের পরস্পরের যে কি প্রভেদ আছে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। যে ঈশ্বরের যাবতীয় কার্য্যে পরম ঔদার্য্য লক্ষিত হইতেছে, ব্যক্তিবিশেষের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ হইবে না, তিনি যে এই বিধান করিবেন, এটী নিতান্ত অনুদারের ক[illegible] একত্র হইয়া উপাসনা না[illegible] প্রীতিলাভ হয় না, যদি কা[illegible] সংস্কার থাকে, তাহাও নি[illegible] দার্য্যানুমিত সন্দেহ নাই। যায় কাণ্ড বিশাল ও প্রশস্ত [illegible] শস্ত বিধান যে তাঁহার [illegible] হইবে, তাহা কোন ক্রমেই সম্ভা[illegible] তাঁহার উপাসনার স্থান, ক[illegible] কাল, পাত্র ইহার কোন নিয়[illegible] তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টির বিষয় পর্য্য[illegible] করিয়া যখন ভাবোদয় হইবে, তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে। [illegible] জনে একত্র হইয়া ঈশ্বরের উ[illegible] করিলে অমোদ হয়। যাঁহারা আনন্দ অনুভবনিমিত্ত একত্র উপা[illegible] করিতে চান করুন, তাহাতে আপ[illegible] নাই। কিন্তু যাঁহারা পাঁচ জনে এক[illegible] হইয়া উপাসনা না করিলে উপাসনা [illegible] হয় না এই প্রকার বিবেচনা করেন এ[illegible] যেসকল ব্যক্তি ঐপ্রকার উপাস[illegible] সম্মত না হন, তাহাদিগের দণ্ড বি[illegible] উদ্যত হন, তাঁহাদিগের তুল্য ভ্রান্ত [illegible] নাই। দণ্ডভয়প্রদর্শনদ্বারা অস[illegible] সতী, [illegible]কে সাধু এবং অধা[illegible] ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টার তুল্য [illegible] আর নাই।

—:০:—

প্রেরিত পুস্তক।

১। [illegible]

কাশীর মহারাজার সভা পণ্ডিত, [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাচরণ শর্ম্মা সঙ্কলন [illegible] ইহাতে [illegible] ন্যায় শাস্ত্রের [illegible] হইয়াছে যাঁহারা স্বল্পকালে ন্যায়শাস্ত্রসম্ব[illegible] বিষয় গুলি জানিবার বাসনা [illegible] বাঙ্গা[illegible] দিগের পক্ষে এখানি উপকার সম্ভব[illegible]

২। [illegible] চরিত [illegible] বয়স্ক এ[illegible] নিও টিক্ক সুধী [illegible] শ্রী[illegible] পালকে [illegible]

চরিতে আদ্যোপান্ত জীবন
বর্ণিত হইয়া থাকে, এ
গ্রন্থরচনা করেন নাই।
ন সংস্কৃত কবিদিগের রীতি
রিয়া ইহার প্রণয়ন করিয়া
কতার প্রসিদ্ধ রাজা রাধা-
যে প্রকার সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক
এবং তাঁহার বিয়োগে হিন্দুধর্ম্মের
হইয়াছে, এই সকল নানা ছন্দে
ইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে আপ
বিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া

৩। এইচ, টি কোলব্রুক সাহেব
দায়ভাগের ইংরাজী অনু-
। হাই কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত
রিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার পরিশিষ্টের
হিত এখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া
ন। আইন ব্যবসায়ী ইংরাজীজ্ঞ ব্যক্তি
গের পক্ষে এখানি বিশেষ উপকারক
বে। এখানি অতিউৎকৃষ্ট কাগজে
ম অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হই-
।

৪। হিন্দুমহিলা নাটক। শ্রীবিপিন
ন সেনগুপ্তপ্রণীত। ইহা হিন্দু
গণের বর্ত্তমান হীনাবস্থাজ্ঞাপক
ব্য। ইহার গল্পটী এই। কুপুর
পারাম রায়নামক এক গৃহস্থের
ার ও বসন্তকুমার নামক দুইটী
সুমতি ও গোলাপী নাম্নী দুটী
কন্যা ছিল। প্রসন্নকুমার পুত্র
ায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন
দেশীয় প্রথানুসারে অল্প বয়সেই
সন্নকুমারের বিবাহ হয়। নটবর বন্দো
পাধ্যায়নামক এক জন প্রতিবেশী
ব্রাহ্মণের মনোরথনাম্নী একটী
কন্যার অশীতি বর্ষাধিক
ট বরপাত্রের সহিত বিবাহো-
সর ঘরে এবং বসন্তকুমারের
স্ত্রীর রজোদর্শন উপলক্ষে আচার সময়
স্ত্রীগণের নির্লজ্জ ব্যবহার; প্রসন্নকুমা-
রের স্ত্রীদ্বয়ের পরস্পর সাপত্ন্য ব্যবহার
ও কোন্দল; প্রসন্নকুমারের দ্বিতীয় স্ত্রী
শশীমুখীর শ্বশ্রূ ও ননান্দৃদিগের সহিত
দুর্ব্যবহার; বসন্তকুমারের স্ত্রীর অল্প
বয়সে গর্ভধারণ ও ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র
সন্তানের মৃত্যু, গণক ও সন্ন্যাসিদ্বারা
স্ত্রীদিগের অদৃষ্ট ও স্বামিসমাগমগণনা,
হর নাপতিনীর নিকট শশিমুখী ও
নিস্তারিণীর স্বামি বশীকরণ ঔষধগ্রহণ;
স্বামিসুখে বঞ্চিত হইয়া কামিনীনাম্নী
একটী প্রতিবেশী কুলীনকন্যার গৃহ-
ত্যাগ ও সোণাগাজিতে অবস্থান এবং
তথায় তৎস্বামিসমাগম; প্রসন্নকুমারের
প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত শিশু সন্তানের
পীড়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের ওঝাদ্বারা
ভান ঝাড়ান; হর নাপতিনীর সাহায্যে
কৃপারামের কনিষ্ঠা বিধবা কন্যা গোলা
পীর গৃহত্যাগ; প্রসন্নকুমারের পুত্রের
মৃত্যু ও তৎ স্ত্রীর গলদেশে ক্ষুরপ্রদান
এবং এই উপলক্ষে প্রসন্নকুমারের সস্ত্রীক
বরুণাবাদে মাজিষ্ট্রেটের কাছারী গমন-
প্রভৃতি বর্ণনায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে
খানি যে উদ্দেশে প্রণীত হইয়াছে,
সুসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে এ দে
স্ত্রীলোকদিগের অবস্থাসূচক ব
রাদি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

। সীতার বনবাস। শ্রীযুক্ত রাসবি-
হারী মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা পদ্যে ইহার
প্রণয়ন করিয়াছেন। পদ্যগুলি মন্দ হয়
নাই। ঢাকাসুলভযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত
হইয়াছে।

৬। নীতি পুষ্পাঞ্জলি। এখানি শ্রীযুক্ত
লোহারাম শিরোরত্ন প্রণীত. দ্বিতীয়বার
সংস্কৃত। ইহাতে কতকগুলি নীতিবিষয়
পদ্যে রচিত হইয়াছে। পদ্যগুলি কিরূপ
হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ স্বয়ংই পরীক্ষা
করুন। আমরা কয়েকটী কবিতা নিমে
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সৌভ্রাত্র।

একজাতি তরুবরে, একজাতি ফল ধরে,
রূপে গুণে নহে অন্য ভাব,
খনিজাত মণি যত, পরস্পর একমত,
সহজে না হয় ভেদ ভাব,
এক গর্ভে জন্ম হয়, একভাবে সবে রয়,
সেইরূপ সহোদরগণে,
এই হেতু নিরন্তর, একভাব পরস্পর,
হবে, সব এই ভাবে মনে;
হলে তার বিপরীত সবে ভাবে বিপরীত,
কুরীতি বলিয়া লোকে ঘোষে,
সহোদরে ভিন্ন ভাব, এটি বড় কুস্বভাব,
স্বভাব-বিরুদ্ধ বলি দোষে।
স্বজনে শত্রুতা যার, অপরে মিত্রতা তার,
কখনই নহে সম্ভাবিত;
এই কথা মনে করে, নাহি ভাল-বাসে পরে,
ঘৃণা করে অপরে নিশ্চিত।
সোদরের স্নেহ রসে, না যার অন্তর রসে,
অয়োময় হৃদয় সে জন,
মনুষ্যত্ব নাহি তার, সেই পশু নরাকার,
স্নেহশূন্য যথা পশুগণ।
ভাই ভগ্নীগণ যত, যদি হয় একমত,
সবসুখ নিবাসে তথায়;
তাহার বিরল ভাবে, এ ভারত দীন ভাবে,
আছে মাত্র নির্জীবের প্রায়।
সত মাতৃভূমি-সুত, হইলে সৌভ্রাত্রযুত,
দেশের উজ্জ্বল হয় মুখ,
সৌভাগ্য শশির করে, ক্লেশান্ধকার নাশ করে,
পরস্পরে পায় বহুসুখ।

বিবিধসংবাদ।

১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

এরূপ জনশ্রুতি নাগপুরের রাজকীয়বিভা-গের এক জন উচ্চতর কর্ম্মচারী তহবিল তছরূপ করাতে তাঁহার চাবরের অনুসন্ধান করা হইবে নিয়মবহির্ভূত প্রবেশের দশাই এই। কেবল কাগজে সুখ্যাতি হইলেই হইল।

লক্ষ্ণৌয়ে টাকায় ২ সের গম বিক্রীত হই-তেছে।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিয়াছেন। ফাঁসীর আজ্ঞা হইলে অপ রাধী যে কয়েক দিন জীবিত থাকে, সেই কয় দিন তাহার খোরাকিস্বরূপ প্রত্যহ এক টাকা দিবার নিয়ম আছে। শেষ কয়েক দিবস ভাল করিয়া আহার করান ইহার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ

নিকট মৃত্যু আসিলে লোকের সহজেই অরুচি হয়। জেলের নিয়মিত খাদ্য এ অবস্থায় ভাল লাগে না। ইহাতে ব্যয়ও অধিক পড়ে না; সচরাচর অপরাধীরা আট দশ আনার খাদ্য আহার করে। কিন্তু পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন এই অতিরিক্ত ব্যয় করা হইবে না।

নিয়মবহির্ভূত কর্ম্মচারীদিগের সুবিচার ও ন্যায়পরতার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে কড়িখাঁ নামক এক জন সীমাস্থিত সর্দ্দার লেপ্টনন্ট গ্রে নামক এক জন ডেপুটী কমিসনরকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। লেপ্টনন্ট মুক্তিলাভ করিয়া কড়িখাঁকে রক্ষা করেন। সর্দ্দার বলিতেছেন, লেপ্টনন্ট গ্রে স্পষ্টাভিধানে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; সর্দ্দার যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবেন না। প্রধান বিচারালয়ে এবিষয়ের যখন অনুসন্ধান হয়, লেপ্টনান্ট গ্রে সর্দ্দারের এক সাক্ষীর জবানবন্দি না হয় এই উদ্দেশে তাহাকে আদালত হইতে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এপর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত আজ্ঞা হয় নাই। যাহাহউক, সৈনিক বিচারপতির কার্য্য অতিশয় দূষণীয় বোধ হইতেছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এতদ্দেশীয়দিগের সহিত যে চুক্তি হয়, তাহা ভঙ্গ করিলে দোষ নাই।

মহম্মদবক্সনামক কলিকাতার ডাকঘরের এক জন পেয়াদা রেজিষ্টরি পত্র হইতে নোট চুরি করাতে তাহার পাঁচ বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। ডাকের পেয়াদারা অতিশয় ধূর্ত্ত; উহাদিগের অনেকে দরিদ্র, মূর্খ ও স্ত্রীলোকদিগের নিকটে নিয়মিত মাসুল থাকিলেও প্রতিপত্রে এক পয়সা করিয়া লয়। রেজিষ্টরি পত্র হইলে বকসিস যেন অগ্রে চাহা হইয়াছে।

নয়নসিংহ বলিয়া কুমাউনে যে ব্যক্তিকে কয়েক বৎসর জেলে রাখা হয়, তাহার আপীল সম্প্রতি আগরার প্রধানতম বিচারালয়ে নিষ্পত্তি হইয়াছে। এ ব্যক্তি যে নয়নসিংহ নহে, এবং প্রকৃত নয়নসিংহ দ্বীপান্তরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছিল। তথাপি কুমাউনের ডেপুটি কমিসনর কর্ণেল রামসে তাহাকে ছাড়েন নাই এবং কর্ণেল কুকসন তাহার দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ এই মকদ্দমা সিবিলিয়ান কলবিন সাহেবের নিকটে হয়। তিনি এ ব্যক্তিকে নিরপরাধ জানিতে পারিয়া মুক্ত করিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু শীঘ্র বদলী হওয়াতে পারেন নাই। কর্ণেল রামসে আসিবামাত্র উহার পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। কয়েক জন আমলার চক্রান্তে এই ব্যক্তি এত কষ্ট পাইল। প্রধানতম বিচারালয় আপীল নিষ্পত্তি করিবার সময়ে সৈনিক বিচারপতিদিগের প্রতি বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। এইসকল লোক কেবল সেনাদলে থাকিলেই ভাল হয়।

গত শনিবার নূতন বিবাহের বিলের আপত্তি খণ্ডন করিবার সময়ে মেইন সাহেব বলিয়াছেন, "আমাদিগের প্রজাগণকে আমরা স্বাধীনতা দিতে চাহি; কিন্তু তাহারা সেই উপকার বুঝিতে না পারিয়া কেবল কুতর্ক করিয়া ধর্ম্ম ও দেশাচার ধরিয়া গোলযোগ করিতেছেন। "আমাদিগের প্রজাগণ" একথা গবর্ণমেণ্টের এক জন এই প্রথম বলিলেন। মেইন সাহেব যে স্বাধীনতা দিতে চান, জগদীশ্বর আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন।

অনরেবল আসলি ইডেন সাহেব কলিকাতায় উপনীত হইয়া স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডাম্পিয়ের সাহেব অতিরিক্ত সেক্রেটারি ও ষ্টুয়ার্ট বেলি সাহেব মফস্বলের এক জন জজ হইতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি ইডেন সাহেব শীঘ্র ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এক জন সেক্রেটারি হইবেন।

আমরা শ্রবণ করিলাম ডাকঘরসমূহের এক জন সহকারী ডিরেক্টর জেনরল হইবেন। এপদের কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

বঙ্গদেশের পবলিকওয়ার্কবিভাগের প্রধান আকাউণ্ট আফিসে ডোমন খাঁনামক এক ব্যক্তি ৩৬ বৎসর ছয়মাস জমাদারের কাজ করাতে গবর্ণর জেনরল তাহাবে দয়া ভাবিয়া মাসিক ৩ টাকা পেন্সন দিবার অনুরোধ করেন। সর জন লরেন্স আরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন, দশ টাকার নীচের যত ভৃত্য আছে ৩৫ বৎসর কাজ করিয়া শারীরিক অসামর্থ্যনিবন্ধন পদ ত্যাগ করিলে তাহাদিগকে মাসিক ৪ টাকা পেন্সন দেওয়া কর্ত্তব্য। সর ষ্টাফোর্ড নার্থ কোট উভয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

মিরর শ্রবণ করিয়াছেন, বারাকপুরের কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট মেজর বরণ দ্বারভাঙ্গার রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। এটী একপ্রকার শুভ সংবাদ। তাহা হইলে বারাকপুরের সীমাস্থিত লোকেরা সুবিচার প্রাপ্ত হন। এ ব্যক্তি দেশীয় ভাষা জানেন না; আইনেও তদ্রূপ।

কলিকাতার অন্তর্গ
বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে এক ব
বধ করিয়া তাহার অনে
য়াছে। করণার অনুসন্ধা
যেমত হইয়া থাকে হত্যা
নাই।

ডেলিনিউস অবগত হ
হবাজার বিভাগের
ইউনান সাহেব অনুস
বিভাগের অধ্যক্ষ
নিউস যথার্থ বলিয়াছেন
মধ্যে যে কয়েকটী হত্যা হ
ধরা পড়িল না। ইনি সুমা
অনুসন্ধানের সময়ে কর্ম্মে
এমন অনুপযুক্ত লোককে
বিভাগের প্রধান করা অ

জুই. এ, মেক্তিস সাহে
তি প্রধানতম বিচারালয়ের
ইনি নীলামকারী মেগ্নি
ইহার আর এক আত্মা সি
কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ তিন
হইলেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা ব
জ্বর হইতেছে। জ্বর যে সং
আমাদের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল
আমাদের সে ভ্রমটী গিয়াছে
পড়িয়াছে। ইহার উপায় ি
যায় না। গবর্ণমেণ্ট কি করি
জন নেটিব ডাক্তার আর
ইয়া দিতে পারেন। কিন্তু এ
কুইনাইনও মানেনা, ডাক্তার
৩ বৎসর হইল, যে ভয়ঙ্কর
এবার কার জ্বর. তাহা অপে
গত ফাল্গুন চৈত্র মাসে ওলাউ
লার বিস্তর লোক মরিয়াছে.
যাতে ও একণে জ্বর আরম্ভ
খরের এদেশসম্বন্ধে কি ইচ্ছা

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "
মেলাতে যেসকল কাইয়া ও
প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করিতে
রক্ষণাবেক্ষণজন্য গবর্ণমেণ্ট
হইয়াছে; তথাপি দস্যুতা ব
গিরিধারী শীকারিবাদীর কাপ
লইয়া ১০ ই নবেম্বর সন্ধ্যার
ষ্টেশনের অন্তঃপাতী দাউদপু
দিকে কীর্ত্তিনাশা নদী দিয়া উ

অকস্মাৎ প্রায় ২০ জন
কাযোগে আসিয়া বাদীর
৪৬৭॥০ আনা মূল্যের
পূর্ব্বোক্ত কাড়িয়া লইয়া
ার সব ইনস্পেক্টর ও ইন
ট্টোপাধ্যায় তদন্তে নিযুক্ত
হওয়ার সম্ভাবনা নাই।"
য়ণ মঙ্গলবার।

৭ বৃত্তান্ত প্রকাশক হই
বৃক্ষ পড়িয়া গিয়াছে।
এককালে রাস্তার উপরে
এক ধান্যক্ষেত্রে আছে।
ও গাদা বোট বিনষ্ট হই
ভূত হইয়াছে যে, পথ চলা
দুর স্থির হইয়াছে তাহাতে
মৃত্যু হইয়াছে দেখা যাই
নক ক্ষতি হইয়াছে। এই
নেনামক এক জন ইংরাজ
র করিয়াও জাহাজ হইতে
্ককে তীরে আনয়ন করিয়া

ক যে ব্যক্তি করেন্সি আফি
টাকার নোট লইয়া প্রেমারা
ল, গত কল্য বিচারপতি
উম পরিশ্রমের সহিত দুই
ছেন। এ ব্যক্তির পূর্ব্বসঞ্চর
লঘু দণ্ড হইয়াছে। এডো
াচোর তাহাকে প্রবৃত্তি দিয়া
ৎসর জেলে থাকিতে হইবে।
ীত্রাকবের ১৮ মাস করিয়া

জজের হস্তে বিস্তর কাজ
ক জন অতিরিক্ত জজ প্রেরণ
ইয়াছে।

জট আর এক জন "ভদ্র॰
র এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া
য়েষ্টনামক এক ব্যক্তি আপ
য়া পরিচয় দিয়া রেঙ্গুন হইতে
করিয়া সিঙ্গাপুরে পলায়ন
ন সে নাম পরিবর্ত্ত করিয়া
ধনিসন্তান এবং রেঙ্গুণের এক
তাহার বিস্তর সম্পত্তি আছে।
নেক টাকা কর্জ্জ করিয়াছে।
ণ জানিয়াছেন, এ ব্যক্তি জুয়া
দুষ্কাম করিয়াছেন সন্দেহ নাই।
কর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে।

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কমিসরিএট বিভাগের কর্ণেল ওয়ালটনের নাম জাল করিয়া ৭০০০ টাকা চুরি করাতে তাহার দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে।

কলবিননামক কাপ্তেনের এক জন চাকর এক জন কুলিকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। জুরি সামান্য আঘাতের অপরাধে দোষী বলাতে বিচারপতি ফিয়ার এক বৎসর মাত্র মিয়াদ দিয়াছেন। তথাপি কসাইটোলার জুরির কতক উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। বিনা দণ্ডে অব্যাহতি দেন নাই।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের জজ সর জোসেফ আর্ণল্ড্ পদত্যাগ করিতেছেন। এমত জনশ্রুতি, সর বার্ণেস পিককও শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। তাহা হইলে সর ওয়ালটর মর্গাণ কলিকাতার ও বিচারপতি ফিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি হইবেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময়ে গবর্ণর জেনরলের বাটীতে দরবার হইবে।

পঞ্জাবের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। হুশিয়ারপুর হিসারপ্রভৃতি স্থানে কেবল দুর্ভিক্ষ নহে পীড়াও হইয়াছে। গুরগাঁওতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের যে সাহায্য দেওয়া হইতেছিল অর্থাভাবে তাহা বন্ধ হইয়াছে। শস্য অগ্নিমূল্য।

৮৪ গণিত ইউরোপীয় রেজিমেণ্টের সার্জ্জন মেজর ক্লার্ক ডবলিনের চিত্রশালিকায় কানপুরের বিদ্রোহী জোলাপ্রসাদের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ প্রদান করিয়াছেন। জোলাপ্রসাদ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে তিনি নানা সাহেবের অধীনে এক জন ব্রিগেডিয়ার হইয়াছিলেন। কানপুরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকাতে ১৮৬০ অব্দে তাঁহার ফাঁসী হইয়াছিল। এই মৃতদেহ ডাক্তর ক্লার্কের হস্তে কিপ্রকারে গেল? আমরা ভাবিয়াছিলাম, মৃত ব্যক্তির প্রতি অপমান কর কর্ণেল নীলের সঙ্গেই গিয়াছে।

মহারাজ হোলকার বণিক ও কমিসন এজেন্ট উপাধিতে বোম্বাইয়ের আদালতে এক ব্যক্তির নামে নালীশ করিয়া ১২০৭৮ টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন। মহারাজ প্রকাশ্যরূপে বাণিজ্য করেন ও টাকা ধার দেন। তাঁহার মকদ্দমাসকল সর্ব্বদা আদালতে হয়। জয়লাভ করিলে তিনি ডিক্রীজারি করিয়া টাকা আদায় করেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারি করিতে গেলেই রাজার স্বত্ব প্রদর্শন করা হয়। হোলকার বুদ্ধিমান্ লোক। তাঁহার বর্ত্তমান মন্ত্রীও এক জন উপযুক্ত লোক। কিন্তু যে কাজ করিতেছেন, তাহা অতিশয় লজ্জাকর।

১৮ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

এ বৎসর অবধি কলিকাতার ঘোড়দৌড় প্রাতঃকালে না হইয়া বৈকালে হইবে।

অদ্যকার গেজেটে একটী উত্তম আজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে। যেসকল স্থানে সিবিল সার্জ্জন আছেন, তত্তৎ স্থানের জেল তাঁহার অধীনস্থ হইবে। মাজিষ্ট্রেটেরা আপন আপন পদগুণে দর্শকমাত্র হইতেছেন। মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে এত কাজ যে, জেলের অধ্যক্ষতা নাম মাত্র হইয়া উঠিয়াছে। মুরসিদাবাদ ও ঢাকার সিবিল সার্জ্জনদিগের হস্তে গুরুতর কার্য্যভার থাকাতে তাঁহারা জেলের ভার পাইতেছেন না। আলিপুর, প্রেসিডেন্সি, হাজারিবাগ ও দিঘার জেলে পূর্ব্বাবধি সিবিল সার্জ্জন তত্ত্বাবধায়ক আছেন। এই অতিরিক্ত কার্য্যভার হওয়াতে সিবিল সার্জ্জনদিগকে কয়েদির পরিমাণে বর্দ্ধিত বেতন দেওয়া হইবে। অর্থাৎ ৫০০ কয়েদির অধিক হইলে ১৫০ টাকা, ৩০০ অবধি ৫০০ পর্য্যন্ত ১০০ টাকা, ১৫০ অবধি ৩০০ পর্য্যন্ত ৭৫ টাকা এবং ১৫০ কয়েদির কম হইলে ৫০ টাকা দেওয়া হইবে। কয়েদি কমিলে বাড়িলে, বেতনও কমিবে, বাড়িবে। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা এদেশীয় বলিয়া জেলের ভার পাইবেন না। এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বলিয়া কার্য্য দিবার রীতি কবে অন্তর্হিত হইবে?

কলিকাতায় আমানেবিঙ ব্যাঙ্কে এ পর্য্যন্ত ১০০০ টাকা মাত্র জমিয়াছে। লোকে গবর্ণমেণ্টের সেবিঙ ব্যাঙ্কেই টাকা দিতে চান। অতএব ঐ আনা ব্যাঙ্ক উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

লর্ড সাহেব এবার মাঞ্জাজে ভ্রমণ করিতে গিয়া একটী মহৎ আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। তাঞ্জোরের রাজার পুস্তকালয়ে বিস্তর সংস্কৃত ও তামিল পুস্তক আছে। পুরাণ, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদঘটিত অনেক পুস্তক রহিয়াছে। লর্ড সাহেব এ সকলের এক তালিকা করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের ভারপ্রাপ্তীরা পুনঃমুদ্রাঙ্কন জন্য পুস্তকসকল দিতে প্রস্তুত আছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও আলমপুরের মেলায় নানা দেশ হইতে বিস্তর বণিক আসিয়া

ছিলেন। ইহার দুষ্কিকর্ত্তা কর্ণেল ফরসিথের অনু রোধ (পঞ্জাবী অভিধানে "আজ্ঞা") অনুসারে কয়েক জন সর্দ্দার ঐ সময়ে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু যত লোক আসিয়াছেন, সে প্রকার দ্রব্যসকল ক্রীত বিক্রীত হইতেছে না। পঞ্জাবীরা দরবার, মেলাপ্রভৃতি আড়ম্বরের কাজেই অধিক পটু।

চীনস্থিত ব্রিটিশ দূত সম্প্রতি আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল ভিন্নজাতীয় চীন ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লইতে চান, তাঁহাদিগকে চীনের বস্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। বস্ত্রে জাতি প্রকাশ পায়। এটী এই প্রথম বার স্বীকৃত হইল। ও দিকে চীনের গবর্ণমেণ্ট এক ঘোষণাদ্বারা প্রজাদিগকে খৃষ্টিয়ান হইতে নিষেধ করিয়াছেন। ভিন্নজাতীয় ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর পরস্পর সমাগম হইলে প্রায়ই এইরূপ অসমঞ্জস ব্যবহার হইয়া থাকে।

লার্ড মেয় ও মাগদালায় লার্ড নেপিয়ার একত্র এক জাহাজে ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন।

মস্কাটের গোলযোগ শান্তি হইয়াছে। সৈদ সালমকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। সৈদ ও তাঁহারা তুরকীর অনুচরেরা নূতন ইমামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। ইমাম সৈদ অজ্জান উপযুক্ত লোক এবং লোকে তাঁহার শাসনে সুখী হইতেছেন। কর্ণেল পেলির নির্ব্বুদ্ধিতানিবন্ধন এই ব্যক্তির সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিবাদ হইতে হইতে গিয়াছে।

১৯এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

সম্প্রতি একায়াবে যে প্রবল ঝাড়া হয়, তাহাতে ইউরোপীয় বণিকদিগের ১,৭০,০০০ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। বিস্তর চাউল ভিজিয়া গিয়াছে। ৫৮২টী গো মহিষ মূল্য ৭৪৮৭ টাকা, ৩২৭৩ বিশ ধান্য মূল্য ১৭৯২৭ টাকা, ৯৯ খানি নৌকা মূল্য ১৭,৯২৭ টাকা ও ৫,৮৪,৬০৫ টাকা মূল্যের বাটী ও তন্মধ্যস্থিত দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। ঐ প্রদেশে কাষ্ঠের বাটী হয় বলিয়া ক্ষতি আরও অধিক হইয়াছে। ঝড়ের সময়ে ঘরে প্রায় দুই হস্ত জল দাঁড়াইয়াছিল। বাত্যা এত প্রবল হয় যে, কিছুতেই এই জল বহিষ্কৃত হয় নাই।

লার্ড মেয় কৃষিকার্য্যে অতিশয় অনুরক্ত। তাঁহার নিজের চাস ও বিস্তর গরু ও লাঙ্গল ছিল। ভারতবর্ষে আসিবার সময় তিনি এগুলি বিক্রয় করিয়াছেন। কৃষিকার্য্যানুরক্ত শাসনকর্ত্তা হইতে ভারতবর্ষের সবিশেষ উপকারলাভের আশা আছে।

এক্ষণে নিয়ম আছে, সিবিলিয়ানেরা ২৫ বৎসর কাজ করিলে বাৎসরিক ৬০০০ টাকা পেন্সন পান। বোম্বাইয়ের কতকগুলি সিবিলিয়ান নূতন পেন্সন ও বিদায়ের নিয়মে ও এই পেন্সনে সন্তুষ্ট না হইয়া ৮০০০ টাকা পেন্সন প্রার্থনা করিতেছেন। সমুদায় রাজস্ব ত্যাগ করিয়া দিলে ভাল হয় না?

আমরা শ্রবণ করিলাম, ভারতবর্ষের নিমিত্ত পুনর্ব্বার পৃথক রণতরি দল হইবে। এই সঙ্গে পৃথক সেনাদলও করা কর্ত্তব্য।

নবীন ও কৈলাসনামক যে দুই জন এতদ্দেশীয় খৃষ্টিয়ান মনোমোহিনী নাম্নী একটী বেশ্যাকে কলিনবস্তিতে বধ করে, গত কল্য তাহাদিগের দোষ সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহারা দুই জনেই তরুণবয়স্ক। নবীন বেশ্যাটীকে বাহির করিয়াছিল। পরে তাহার সহিত কৈলাসের ভাগিনীর বিবাহের সম্বন্ধ হয়, মনোমোহিনী তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করাতে দুই জনে তাহাকে এক দড়ি গলায় দিয়া বধ করিয়া এক সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া যায়। বেশ্যাটী যমুনা নাম্নী বেশ্যার বাটীতে থাকিত। হত্যাকারীরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইবার সময়ে তাহাকে বলে, "মনোমোহিনী তাহার মাসীর বাটীতে গিয়াছে। যত ক্ষণ প্রত্যাগমন না করে তাহার গৃহটী দেখিবে।" দুই তিন দিবস গেল তথাপি মনোমোহিনী প্রত্যাগমন না করাতে যমুনা তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া দেখিল, শোণিত ও জল বাহির হইতেছে। পুলিষে সংবাদ দেওয়াতে ইনস্পেক্টর রিড দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটীর মৃত দেহ একটী সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়, দেহটী স্ফীত হওয়াতে ডালার পশ্চাতের কবজা ভাঙ্গিয়া ডালা উঠিয়াছে। ঘরে দুই জোড়া জুতা ও একটী ছাতি ছিল। ইহা ধরিয়া অনুসন্ধান হয়। পরে নবীনের বাক্সমধ্যে তিনখানি অলঙ্কার ও গৃহের চাবি বহিষ্কৃত হয়। বিচারপতি মার্কবি দয়ার কোন কারণ দর্শন না করিয়া ফাঁসীর আজ্ঞা দিয়াছেন। ইনস্পেক্টর রিডের চেষ্টায় এই দুরাত্মারা দণ্ড পাইল। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হগ উইয়ান শিক্ষা করুন।

২০এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা বলেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব মন্ত্রী হইলে ব্রাইট সাহেব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারী হইবেন। ব্রাইট সাহেব সেক্রেটারী হইলে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। বস্তুতঃ লার্ড ষ্টানলি, সার্ নর্থকোট, ও ব্রাইট সাহেবভিন্ন ভারতবর্ষের সেক্রেটারি হইবার উপযুক্ত লোক গুণে প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দু হিতৈষিণী বলেন, "দেখিতে দেখিতে এখানে ওলাউঠার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক লোক মরিতেছে। এখন ওলাউঠার নির্দ্ধারিত সময় নাই।"

উক্ত পত্র বলেন, "শ্রীনগর ষ্টেসনের কায় এক দল অবশকারী চোর ৬০৩৮/ সন্দেহের মালসহ ধৃত হইয়াছে। কয়েক ব অনেক স্থলে চুরি করার কথা স্বীকার পাইয়া ইহাদের দলে যশোহরের কতক লোক আ ধৃত ব্যক্তিরা বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে

২১এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

সেনাপতি গ্রাণ্ট আমেরিকার সভাপ হইবেন দেখা যাইতেছে। অধিকাংশ লো মত তাঁহার অনুকূলে হইয়াছে। বিনা আড় কেবল নিজগুণে উচ্চপদারূঢ় হইবার এই প্রধান দৃষ্টান্ত। আমাদিগের ব্রহ্মানন্দদি ন্যায় সেনাপতি গ্রাণ্ট নিজ ক্ষমতা জানাইব নিমিত্ত কখন স্বদেশীয়দিগকে ক্ষরাণী ভাব সম্বোধন করেন নাই এবং তিনি কত বোক্কা নাট্যশালায় তাহার পরিচয় দেন নাই

ডেলিনিউস বলেন, হুইটিন ও করষ্টার সা ইংলণ্ডের ন্যায় হিসাবপ্রণালী করাতে এসম অর্থের কত লাভ হইয়াছে, তাহা ভারত র্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নি জানিবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন। কে কি লি দেখা যাউক, আমরা ত দেখিতেছি, লাভ হয় নাই।

পিয়নিয়র বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নতম বিচারালয় উক্ত প্রদেশের ছোট আদা স ল উঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। সর লটর মার্গান বলেন, এইসকল আদা অধিক কাজ নাই। ছোট আদালতের উ লোকের এত অবিশ্বাস যে পঞ্চায়েত যদি টাকার স্থলে ৫০ টাকা দেওয়ান, তাহাও লো গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশের ছোট আদালত থাকাতে কয়েক সহস্র মিথ্যাবাদী সাক্ষীর রাজ্য ভোগ হইতেছে।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের ক বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা		৯৪ । ৯৪
৪ "	কোং	৯৪। । ৯৫
৫ "	পব্লিকওয়ার্ক	১০৪৮ । ১
৫ "	কোং	১০১৮ । ১০৮
৫॥ "	কোং	১১১৮০ । ১

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৮ ই নবেম্বর। গতকল্যপর্য্যন্ত ২৪৯ প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের য় ১৮১ জন লিবরল ও ৬৮ জন কনসার ব। এক জন কনসারবেটিব মাঞ্চেষ্টরের চনিধি হইয়াছেন। লণ্ডন, গ্লাসগো, বর হাম ও যাবতীয় নুতন প্রতিনিধির নগরে রলদলের সভ্য হইয়াছেন। সর রবার্ট পিল রে হেনরি বুল ওয়ার টামওয়ার্থের প্রতি ধ মনোনীত হইয়াছেন। লো সাহেব বিনা পত্তিতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি য়াছেন। গ্লাডষ্টোন গ্রিণউইচের প্রতিনিধি য়াছেন। রিফরমলিগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক সভ্যগণ যেসকল লোককে প্রতিনিধি াইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ত্যক্ত হইয়াছেন। লিঙ্কলনের বিশপ টেটের দ নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯ এ নবেম্বর। গত কল্য পর্য্যন্ত ২৪ জন সারবেটিব ও ১২৯ সন লিবরল সভ্য মনো ত হইয়াছেন।

ওয়েলসের রাজকুমার সস্ত্রীক পারিসে উপ ত হইয়াছেন। অদ্য প্রত্যূষকালে মাগ্দালার ড নেপিয়র ব্রিণ্ডিসিতে আহাজারোহণ রিয়াছেন।

২৫ এ নবেম্বর। এপর্য্যন্ত ৩৫৪ জন লিবরল ৪৭ জন কনসারবেটির প্রতিনিধি মনো ত হইয়াছেন।

ম্যাগদালার লার্ড নেপিয়র আলেকজণ্ড্রি ত উপনীত হইয়াছেন।

আলাবামা ঘটিত কমিসন ওয়াশিংটনে বেন।

অদ্য মিসরের পাশাকে ভারতবর্ষীয় ষ্টার প্রদান করা হইবে।

৮ এ নবেম্বর এপর্য্যন্ত ৩৮০ জন লিবরল ৬৬ জন কনসারবেটিব প্রতিনিধি মনো হইয়াছেন। লেও সাহেব উইকনের প্রতি হারাইয়াছেন। লার্ড আমার্হর্ষি ডিবনের নিধি হইবার চেষ্টায় কৃতকার্য্য হন নাই। বিড়লফ ডেনবিগশিয়ারে পরাজিত ছেন। অঙ্ক, কারেণ্ডিশ, আর্করাইট সাহেব ভারবিশিয়রের প্রতিনিধি হইবেন।

ত রাত্রির গেজেটে আর্কবিশপ টেট ও ন্স বারনেটের নিয়োগ প্রকাশিত হই ।

টনা পর্ব্বত হইতে একটী মহৎ অগ্ন্যুৎপাত ছ।

৩০ এ নবেম্বর। বোম্বাই ব্যাঙ্ক কমিসনের কার্য্য ৪ ঠা ডিসেম্বর শুক্রবারপর্য্যন্ত স্থগিত হইয়াছে। রবার্টসন সাহেবের জবানবন্দী তিন দিবস হয়। সেনাপতি ষ্টানলি সেনাপতি স্পেন্সনের পদে পশ্চিম বিভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েল্স সস্ত্রীক কোপেন হেগেনে উপস্থিত হইয়াছেন। মাডরিডের কতক গুলি লোক সাধারণতন্ত্র স্থাপনের জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাঁচখানি ফরাশী সংবাদ পত্র বাডেনের বিষয় প্রকাশ করাতে সম্পাদক দিগের মেয়াদ ও জরিমানা হইয়াছে। একখানি ফরাশী বাষ্পীয় জাহাজ সুএজের খালের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে।

রাজকুমার চারল্স্ রুমেণিয়ার মহাসভা খুলিবার সময়ে বলিয়াছেন, নিরপেক্ষতাব অব লম্বন করিয়া কার্য্য করা তাঁহার শাসনের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। মন্ত্রিবর্গ পদত্যাগ করি য়াছেন।

—:•:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২০ এ নবেম্বর। ডবলিউ, ফিডিয়ান সাহেব কটকের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ নবেম্বর। নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ পদগুণে আপন আপন জেলার জেলের দর্শক হইবেন। যশোহর, হুগলী, মেদিনীপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, পুর্ণীয়া, শাহাবাদ, বর্দ্ধমান, দিনাজপুর, ত্রিহুত, সাহরণ, গয়া, বাঁকুড়া, রাজসাহী নদীয়া, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কটক, মুঙ্গের, ভাগলপুর, চট্টগ্রাম, বীরভুম, চম্পারণ, নওয়াখালি, বালেশ্বর, পাবনা, বগুড়া, হাবড়া, ও পুরীর মাজিষ্ট্রেটগণ। লোহারডগা, হাজারিবাগ, মানভুম, সিংহভুম, কামরূপ, গোয়ালপাড়, লক্ষীপুর, নওগাঁ ও দারজিলিঙের ডেপুটি কমিসনরগণ। দেবগড়ের সহকারী কমিসনর।

২৫ এ নবেম্বর। মুরসিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ হাঙ্কি সাহেব প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২৬ এ নবেম্বর। যত দিন ডবলিউ, ডবলিউ, ডালি সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন এ, এম, মাকগ্রিগর সাহেব কাছাড়ের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন বাবু ভৈরবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে. জে. লাইসব সাহেব আপনার কার্য্যভিন্ন তত্রত্য প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিবেন। ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম, এ মানভুমে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৭ নবেম্বর। সি, এ, উইলকিন্স সাহেব ভাগলপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

হাবড়ার দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটিকালেক্টর জি, ই, মাক্গিল সাহেব মেদিনীপুরে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

শিলঙের চিকিৎসাকর্ম্মচারী ও সব আসিষ্টাণ্ট কমিসনর ডাক্তর জে, মেকাডইডি কষায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

যত দিন বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্ত বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু আনন্দমোহন মজুমদার দিনাজপুরের অন্তর্গত বীরগঞ্জে প্রাতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৮ এ নবেম্বর। ই, ড্রমণ্ড সাহেব ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এস, সি, বেলি সাহেব পাটনার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

এ, বি, পামার সাহেব মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যশোহরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সি, এচ, বৌগল সাহেব চম্পারণে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ময়মনসিংহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ব্রজনাথ সেন আতিয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ফরিদপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু ময়মনসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

কুষ্টিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই, এম, রেলি সাহেব ফরিদপুরে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

নদীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর টি, ডবলিউ, গ্রিবান সাহেব কুষ্টিয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও কুষ্টিয়ার প্রধান শুল্ক কর্ম্মচারী হইবেন।

জি, বার্লেট সাহেব পদ ত্যাগ করাতে জে, জি, এন পোগস্ সাহেব ঢাকার মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছুমকার দাতব্য চিকিৎসালয় সভার সভ্য হইবেন।

মুন্সি অমৃতলাল লোহাগড়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এল, বি, রবার্টস সাহেব আসাম বিদ্যাশিক্ষা সভার সম্পাদক হইবেন।

৩০এ নবেম্বর। যত দিন জে, এ, হপকিন্স সাহেব উপস্থিত না হইতেছেন, তত দিন যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাগুরা উপবিভাগের ভার পাইবেন

মৌলবী ফরিদবক্স পুর্ণিয়ার অন্তর্গত আড়ারিয়ার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু গোকুলচাঁদ গয়ার অন্তর্গত জাহানাবাদের মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন মৌলবী মোয়াজ্জিম হোসেন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সেরাজগঞ্জের মুন্সেফ বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এল, বোয়ালিয়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন মৌলবী আবদুল জব্বর বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মৌলবী আমীনুদ্দিন চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাওলার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

জে, আণ্ডাসন সাহেব কিছুদিনের জন্য ভাগলপুরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

যত দিন ডবলিউ, ও, এ বেকেট সাহেব উপস্থিত না হন, তত দিন এফ গ্রাণ্ট সাহেব পশ্চিম দ্বারে চতুর্থ শ্রেণীর প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর থাকিবেন।

১লা ডিসেম্বর। ডাক্তর আর, মাকলিয়ড যশোহরের চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন। কিন্তু যতদিন সার্জ্জন এফ, জে, আরল প্রত্যাগমন না করেন তত দিন নদীয়ার প্রতিনিধি চিকিৎসা কর্ম্মচারী থাকিবেন।

যত দিন ডি, লেসি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, আর গ্রিণ সাহেব পুরীর প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানে এক দল জুয়ারী আছে। তাহারা সর্ব্বদা পুলিষের সমক্ষেই জুয়া খেলিয়া থাকে। কিন্তু কি জন্য যে পুলিষ তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না, আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা অত্রত্য মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিষকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা এই সর্ব্বনাশকর ক্রীড়ার সত্বর নিবারণ করিয়া মহৎ উপকার সাধন করুন।

কস্তুরি, আগনা, সিংহচাপড়, পাগলা, বনভাগপ্রভৃতি পরগণায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এস্থান এখন পর্য্যন্ত এক প্রকার ভাল আছে।

এখানে মিউনিসিপাল কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। কমিটি যদি কেবল প্রজাপীড়ন পুর্ব্বক কর গ্রহণ না করিয়া কাজ করেন তবেই ভাল।

অত্রত্য নবাগত জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট কেবল সাহেব এ দেশের বিষয় ভাল জানেন না। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষা ভালরূপে না জানাতে ফরিয়াদি, আসামী কিম্বা সাক্ষিগণের মনের ভাব সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন না। অতএব আমরা মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পিটার্সন সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি তিনি যেন আপাততঃ তাঁহার হস্তে বৃহৎ মোকদ্দমার ভার অর্পণ না করেন। কেবল সাহেবের আর একটী দোষ এই, তিনি সাক্ষিগণকে অনেক দিবস ক্লেশ দিয়া থাকেন।

গত অতিবৃষ্টিতেই অনেক ধান্য গাছ পচিয়া গিয়াছিল। আবার গতকার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি না হওয়াতে নষ্টাবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহারও অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। চাউলের দর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পুর্ব্বে যে চাউল ১।০ ১।৵ দরে বিক্রয় হয়, তাহা এক্ষণে ২।০। ২।৵ হইয়াছে। ক্রমে আরো অধিক মূল্য হইবার সম্ভাবনা।

গত সপ্তাহে অত্রত্য জজ আফিসে একটী খুনের মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। হত্যাকারী চারি ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে।

আগামী কল্য অত্রত্য মাইনার স্কলারসিপ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এবার এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী সংখ্যা অনেক হইয়াছে। নয়াবড়ক স্কুল, রাসবিহারী স্কুল, ছাতক স্কুল এবং নব স্কুলে ন্যূনাধিক ৪০ চল্লিশ জন হইবে। অত্রস্থ সেখঘাট স্কুল হইতে প্রবেশিকা প[illegible]র্থীও সাত জন মনোনীত হইয়াছেন।

১৭৯০ শক
৮ই অগ্রহায়ণ

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। ডায়মণ্ডহারবরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর [illegible]শয় চতুর্থ শ্রেণীস্থ ছিলেন, তৃতীয় শ্রে[illegible] উন্নীত হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির উ[illegible] হইলেই আনন্দের হয়।

২। বাকীপুরের সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত নিমাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুন্দররূপ স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করাতে তাঁহার দশ টা[illegible] বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে।

৩। ইতিমধ্যে মগরার মধ্যে দুই ব্যক্তি জ্বরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

৪। গত ১০ই নবেম্বর অবধি ১৫ দি[illegible] ডেপুটি বাবু মগরায় কাছারী করিবেন। বি[illegible]পতিরা সর্ব্বদা মফস্বলে ভ্রমণ করিলে অতি মঙ্গল হয়।

১৬ ই নবেম্বর
১৮৬৮ সাল

—:০:—

আমরা মালিপোতা হইতে নিম্ন[illegible]লিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

মালিপোতার যুবকগণের যত্নে এখানে ইং বাং বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত মাস অবধি তাহা ২৪ টাকা করিয়া গবর্ণ[illegible] সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ১৬ই নবেম্বর অবধি মালিপো[illegible] একটী শাখা ডাকঘর খুলিয়াছে। ডাকঘ[illegible] কার্য্যের ভার অত্রত্য বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের উপর অর্পিত হইয়াছে বিদ্যাল[illegible] ডাকঘরের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

শীতের প্রারম্ভে এই স্থানে একটী [illegible] আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। মহাম[illegible] সময় অবধি গ্রাম জঙ্গলময় হওয়াতে ক[illegible] বৎসরাবধি শীতকালে এইরূপ উৎপাত [illegible]তেছে। সে দিন বেলগড়িয়ায় একটা গরু [illegible]য়াছে।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল, বেলগড়িয়া

ঃ রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

াসের পর হইতেই এ প্রদেশে দুর্দ্দান্ত ওলা , আবির্ভাব হইয়াছে। কয়েক ব্যক্তি এই াক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করি- । একে এই দারুণ পীড়া, তাহাতে এখানে কিৎসকের অভাব, ইহাতে কি বিষময় ফল া থাকে ভাবিয়া দেখুন।

—:•:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদ-চা লিখিয়াছেন:—

১। সম্প্রতি শ্রীনগর পোষ্ট আফিসের কর পুলিন্দা তৈজসসার, সোনারঙ্গ ও নারা-ঞ্জ হইয়া ঢাকায় পৌছিবার নিয়ম হইয়াছে ঃ শ্রীনগর হইতে পুলিন্দা লইয়া যাইবার । কর্ত্তৃপক্ষ তৈজসসারে অতিরিক্ত দুই জন পদা ঃ নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা বুঝিতে পারি ছ না, এতদ্দ্বারা শ্রীনগরের ডাক ঢাকায় ছিবার কি সুবিধা হইল; প্রত্যুত সময়ে য়ে কালবিলম্ব হইবারই সম্ভাবনা। আমাদি । বিবেচনায় অতিরিক্ত দুই জন পদাতিকের নবৃদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গত কাজ করেন । আমরা জানি বণ্টনকারীর অজ্ঞতানিবন্ধন গরের ডাক ঘরের পত্রাদি বিলি করিবার বিধা হইয়া থাকে। অতএব আমরা নির্ব্বন্ধ ারে কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে অনুরোধ করি, খিত নিয়ম রহিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ডাক গম মনের নিয়ম করা হউক এবং ঐ অতি ঃ হরকরাদ্বয়কে শ্রীনগরের পত্র বণ্টন র্য্যে নিযুক্ত করা হউক, তাহা হইলেই কর পত্রাদির শীঘ্রপ্রাপ্তিবিষয়ে বিলক্ষণ বা হইবে।

মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বিমলাচরণ । কোন কোন কার্য্যে আমরা অতিশয় াষলাভ করিয়া থাকি। তিনি সম্প্রতি বাগিনী হইতে মীরকাদিম পর্য্যন্ত একটী । নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া চাঁদা সংগ্রহ তেছেন। কতক টাকার আনুমানিক হিসাব । তাহার অর্দ্ধেক প্রাপ্তিজন্য গবর্ণমেণ্টে ট করিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদায় প্রায় ১২। শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভরসা করি, ান গবর্ণমেণ্ট বিমলা বাবুর বাসনাপূরণে করিবেন না। এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইলে বাগিনী অঞ্চলের লোকের যে কত উপকার , তাহা বলা যায় না। এই রাস্তায় বিমলা বাবুকে চির স্মরণীয় করিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, ডেপুটী বাবু বিক্রমপুরের পশ্চিমাংশের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না।

৩। বিশ্বস্ত লোকমুখে শুনিলাম, এবার বারুণী মেলায় পুলিষ কনষ্টাবল হইতে অত্যন্ত অত্যাচার হইতেছে। ইহারা অনর্থক কোন একটা ছল করিয়া লোককে যন্ত্রণা দিয়া চারি আনা আট আনা করিয়া বলপূর্ব্বক লয়। পুলিষের উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ কোথায়? তাঁহারা কি ইহা দেখেন না? শুনিলাম মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু নাকি নিয়ত মেলায় থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তিনি কি উল্লিখিত দৌরাত্ম্যের বিষয় শুনেন নাই? ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বাবধান না করিলে কাজ হয় না। লগুড়ধারী কনষ্টাবল হইতে যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হইতে পারে তৎপ্রতি বিমলা বাবুর সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

৪। ক্রমেই এ অঞ্চলে ধান চাউল দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে যে চাউল ৩০ সের টাকায় পাওয়া যাইত, এখন তাহা ২৩ সেরের অধিক পাওয়া যায় না। গত দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বেও এই সময়ে এই দরে ধান চাউল বিক্রীত হইত। এবারও যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এমন সম্ভাবনা নাই।

৫। কাচাদিয়া পোষ্ট আফিসের কার্য্য সুন্দর রূপে চলিতেছে। ইহা তত্রত্য ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টারের শ্রমকুশলতা ও কার্য্যনিপুণতার ফল সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এই পোষ্টমাষ্টারের প্রতি সুদৃষ্টি নাই। ইনি অতি অল্প বেতন পাইয়া থাকেন; তৎপ্রতি ইনস্পেক্টর পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টিক্ষেপ একান্ত কর্ত্তব্য।

———

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। আমি আক্ষেপ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যবহারোপযোগী মানচিত্র গোলকপ্রভৃতি কিছুই নাই। এই দুই বস্তুর অভাবে শিক্ষাকার্য্যের যে কিরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। ভরসা করি কমিটীর অধ্যক্ষ মহাশয়গণ ও ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মার্টিন মহোদয় এই অভাব দ্বয়ের অপনয়নে সবিশেষ মনোযোগী হইবেন।

(২) এখানকার নবাগত ডিঃ মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার বসু মহাশয় বিদ্যালয় চিকিৎসালয় ও মিউনিসিপালিটীর উন্নতির পক্ষে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। গত ২২ এ নবম্বর তাঁহার বাঙ্গলাতে একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে সমুদায় মেম্বর ও অন্যান্য দুই চারি জন সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিদ্যালয়প্রভৃতির উন্নতসাধন সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। অল্পবেতনভোগী হতভাগ্য শিক্ষকগণের উপর কি তাঁহাদের শুভদৃষ্টি নিপতিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে?

(৩) এ বৎসর এ প্রদেশেও ধানের বড় সুবিধা দেখা যাইতেছে না। প্রথমতঃ অতি বৃষ্টিনিবন্ধন কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত ও বীজধান্যের বিনাশ এবং শেষাবস্থাতেও অনাবৃষ্টিজনিত অনিষ্ট। এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যেন, পুনরায় হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণকে দুর্ভিক্ষ দমন নাটকের অভিনয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে না হয়।

(৪) আমরা বহু দিন অবধি তমোলুক বিভাগের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছারি তমোলুকে উঠাইয়া আনিবার অনুরোধে চীৎকার করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কার কাছেই বা বলি আর কেই বা শুনে। প্রধান রাজপুরুষগণ নিজেই যখন বিলাসপ্রিয়তা নিবন্ধন রাজধানী ত্যাগ করিয়া শৈলবাসাদিতে সময়ক্ষেপণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী, তখন তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের বিলাসপ্রিয়তার বিরুদ্ধে কি কোন কথা বলিতে পারেন? আমরা চীৎকার করিতে করিতেই ত লরেন্স বাহাদুরের শাসনকালটী অতিবাহিত করিলাম। দেখা যাউক মেয়ো মহোদয়ের শাসনকালে আমাদের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না ইতি।

——:•:——

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত সপ্তাহের সোমপ্রকাশে বীরভূমি শীর্ষকাঙ্কিত পত্রখানি পাঠ করিয়াছি। পত্রপ্রেরক বীরভূমির জল বায়ু এবং পীড়ার অবস্থা যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা অপ্রকৃত নহে। এপ্রদেশের স্থানে স্থানে জ্বররোগ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসক না থাকাতে দিন দিন যে কত মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হই-

ছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে। কিন্তু ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট রোদন করা বৃথা। বঙ্গদেশের যে যে অংশ জ্বরে জ্বরে উৎসন্ন প্রোৎসন্ন হইয়া গেল, গবর্ণমেণ্ট তত্তৎস্থানের কি উপকার করিতে পারিয়াছেন, দেখিলে অথবা গবর্ণমেণ্টের তদ্বিষয়িণী চেষ্টা পর্য্যালোচনা করিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের রাজপুরুষেরা অন্ততঃ এইরূপ বুঝিয়া লইয়াছেন যে, সং[illegible] লোকের [illegible] হইলেও আপাততঃ দেশীয় রাজস্বের কোন ক্ষতি হইবে না ; সুতরাং তাঁহার উপর দৃষ্টিদানের তত প্রয়োজন কি? যাঁহাদের সহিত আমাদের কেবল অর্থ লইয়াই সম্বন্ধ, অথবা ঐরূপ যাঁহারা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আর কিছু উপকার প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনামাত্র।

পত্রপ্রেরক ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আংশিক ভ্রম আছে অথবা হইতেও পারে, তিনি অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। ময়ূরাক্ষী নদীর উভয় কূলে যতগুলি বাঁধ দৃষ্ট হয়, তত্তাবৎ তত্তৎস্থানীয় জমীদারগণ নিজ প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ প্রস্তুত করিয়া বহুকালাবধি আপনারাই তাহার রক্ষার উপায় বিধান এবং কখন কোন বাঁধ ভগ্ন হইলে পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। ছাতিয়া ও খড়দহপ্রভৃতি গ্রামের বাঁধও ঐরূপ জমীদারের কৃত এবং রক্ষিত। ২। ৩ বৎসর গত হইল, বন্যার জলে ঐ বাঁধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে জমীদার গত বর্ষে অল্প ব্যয়ে প্রজাদিগের মনোরক্ষার্থ পুনরায় সামান্যাকারে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন, ময়ূরাক্ষী এ বার তাহাও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। বাঁধটি যথোচিতরূপে প্রস্তুত করিয়া না দিলে, প্রজাগণের যে সর্ব্বনাশ হইবে তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহার জন্য রাজপুরুষদিগকে উত্তেজনা করার ফল কি? জমীদার যখন ঐ সকল গ্রামের লাভ আত্মসাৎ করেন, তখন সেই লাভপ্রাপ্তির মূলাধার উক্ত বাঁধটি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া দিয়া আপনার প্রজাদিগকে রক্ষা করুন।

বীরভূম ⎫ মদ্বশংবদস্য
১৭ অগ্রহায়ণ ⎬
১২৭৫ সাল ⎭ কস্যচিদ্দুঃখিতবন্ধুঃ

—:o:—

আর, সি, এচ, এ, ড্যাল সাহেবের পত্র প্রাপ্তি ও বক্তৃতা।

ইয়ুসফুল আর্টস্ স্কুলের বর্ত্তমান প্রতিনিধি অদ্য শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সিংহ আমেরিকানিবাসী রেভরেণ্ড ড্যাল সাহেবপ্রেরিত একখানি পত্র ২৬ এ নবেম্বর বৃহস্পতিবারে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে তন্মর্ম্মার্থ ছাত্রগণের জ্ঞাপনার্থ সিনিয়ার সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তীর হস্তে পত্রখানি সমর্পণ করেন। কিন্তু তিনি সে দিন অস্বাস্থ্য নিবন্ধন উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপে অসমর্থ হইয়া উক্ত স্কুলের সিনিয়ার থার্ড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ঐহিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিশেষজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ ঐহিক বাবুর অনুমত্যনুসারে স্কুলের একটী প্রশস্ত গৃহে যাবতীয় ছাত্র সমবেত হইলে উক্ত বাবু নিম্নলিখিত প্রকারে বক্তৃতা করিলেন। " এখানে সকল শিক্ষক মহাশয় ও যাবতীয় ছাত্রগণ উপস্থিত আছেন। আমাদের স্কুলের বর্ত্তমান প্রতিনিধি প্রতিপাল বাবু দ্বারকানাথ সিংহ মহাশয় ড্যাল সাহেবের নিকট হইতে অদ্য (২৬ এ নবেম্বর বৃহস্পতিবার) যে পত্রখানি পাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম জানাইবার নিমিত্ত তিনি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছিলেন ; কিন্তু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকাতে নিজে অসমর্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি সেই পত্রের মর্ম্ম তোমাদিগকে জানাইতেছি।" এই বলিয়া পত্রোদ্ঘাটন করিয়া থান কাগজের উপরিস্থ ছবির ন্যায় এক খণ্ড কাগজ ছাত্রগণকে দেখাইয়া কহিলেন, " দেখ এই যে আমার হস্তে কাগজখণ্ড দেখিতেছ, উহা কি অনুমান কর? যিনি বলিতে পারিবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই যেন হস্তোত্তোলন না করেন। তাহাতে সকলকেই নিরুত্তরপ্রায় দেখিয়া নিজেই বলিলেন, যে মহাত্মার স্কুলে তোমরা পাঠ করিতেছ, সেই মহাশয় রেভরেণ্ড ড্যাল সাহেবের স্বদেশপ্রচলিত নোট। ইহা সেই দেশভিন্ন অন্য কুত্রাপি প্রচলিত হইবে না। সেই মহাদেশ আমেরিকা এই নামে খ্যাত এবং ঐ মহাদেশ স্বাধীনতা দেবীর আবাসমন্দির কথিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ১০ টাকার ন্যূনসংখ্যার নোট হয় নাই। শুনিতে পাই আগামী জানুয়ারি মাস অবধি এখানে পাঁচ টাকার নোট প্রচলিত হইবে। কিন্তু আমার হস্তস্থ এই যে নোটখানি দেখিতেছ, ইহার মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। ইহা কেবল আমেরিকাবাসীদিগের সুবিধার জন্য। ড্যাল সাহেব অদৃষ্টপূর্ব্ব এই নোট কেবল তোমাদের দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন এবং পত্রে এই লিখিয়াছেন যে " আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ পরিশ্রমী শিক্ষক মহাশয়েরা স্ব স্ব ছাত্রগণসহ কুশলে আছেন ত? ঈশ্বরকৃপায় আমি শারীরিক সুস্থ আছি কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যভোগী নহি। আমি একটী স্কুল বাটী ক্রয় করিবার নিমিত্ত কত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। সমুদায় চাঁদা সংগ্রহ করিতে করিতে বোধ হয় ডিসেম্বর মাস অতিবাহিত হইবে। আমি আগামী জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় উপনীত হইয়া একটী বাটী ক্রয় করিব এবং ঐ বাটীতে ইয়ুসফুল আর্টস স্কুল, ব্রাঞ্চ স্কুল অর্থাৎ অবৈতনিক দরিদ্রবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় এই তিন স্কুল যখন সামঞ্জস্যে থাকিতে দেখিব, তখন আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ জানিবেন ইতি "। বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের সাহেব কেমন পরহিতৈষী ও বিদেশানুরক্ত। এমন দিন কি উপস্থিত হইবে, যে দিন ড্যাল সাহেবের ন্যায় তোমাদের হিতৈষিতাবৃত্তি বলবতী হইয়া বিদেশ দূরে থাকুক স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ একান্ত অনুরক্ত থাকিতে তোমাদিগকে আদেশ করিবে? যখন তোমরা হিতৈষিতা বৃত্তির আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে এবং যখন হিতৈষিতাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া কি স্বদেশ কি বিদেশ সকলেতে অনুরক্ত হইতে তোমাদিগকে কহিবে এবং তোমরাও স্বকর্ত্তব্য বোধ তৎসম্পাদনার্থ যত্নবান্ হইবে, তখন তোমরা ড্যাল সাহেবের ন্যায় স্মরণীয় হইবে। আর তোমাদের জন্য শিক্ষক মহাশয়েরা এত যে ক্লেশ ও পরিশ্রম করিতেছেন, সে সমুদায় সার্থক হইবে।

শাঁখারিটোলা
৩০ এ নবেম্বর একান্ত বশম্বদ।
১৮৬৮।

—:o:—

মহাশয়! যত দেশ সভ্যতারদিকে দৌড়িতেছে, ততই সেই সঙ্গে সঙ্গে যে লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই, এখন যে চারি দিকে অভিনয়প্রথা চলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই কালের অনুরূপ কার্য্য হইতেছে। যে জঘন্য যাত্রা প্রচলিত আছে, তাহা রুচিপরিবর্ত্তন নিবন্ধন আর তাদৃশ আমোদপ্রদ হয় না। তৃপ্তিকর হওয়া দূরে থাকুক, যেখানে যাত্রা হয় তাহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতেও মন হয় না। এমন অবস্থায় যাঁহারা এই অভিনয় প্রথা প্রচলিত করিতে উদ্যোগ ও প্রয়াসবান, তাহাদিগকে যে প্রকারে হউক, উৎসাহভিন্ন অনুৎসাহ দেওয়া শ্রেয়স্কর নহে। যাহারা কুটবুদ্ধি, মন্দস্বভাব, তাহারাই ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া ভ্রূকুটি দেখাইয়া থাকেন। তাহাতে যে তাঁহাদের মহদাশয়তা বা ঔদার্য্য প্রকাশ পায় না, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র।

গত পূজার সময় বনয়ারী আবাদ রাজসং সারের দেওয়ান রামলাল বাবুর বাটীতে যে নলদময়ন্তী নাটকের অভিনয় হয়, তাহা সুপ্রণালী প্রকৃতরূপে অভিনীত হয় নাই, এইরূপ দ্বেষপূর্ণ পত্র সেদিনকার সোমপ্রকাশে মুদ্রিত হইয়াছে, দেখিলাম। পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি যে গুরুতর কার্য্যভার (সংবাদদান) অর্পিত আছে, তাহার ক্ষতি হইতে পারে, এই বিবেচনায় অগত্যা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রপ্রেরক বলেন, "ঐ নাটকের ত কিছুই দেখিলাম না। নলদময়ন্তীর পালা যাত্রা হইয়াছিল বটে"। কি আশ্চর্য্য! যাহারা রাত্র্যন্ধ কিম্বা বধির, তাহারা ভিন্ন ত সকলেই দেখিয়াছিলেন যে একখানি নাটকের অভিনয় হইতেছে। তবে কি না, যাহারা নিতান্ত বোধশক্তিশূন্য কেবল তাহাদেরই হৃদয়ে তাহা লব্ধপ্রবেশ হয় নাই; কিন্তু আপনার পত্রপ্রেরক ত এক জন ভাল জানা শুনা লোক, তিনি যে যাত্রা ও অভিনয়ের তারতম্য করিতে পারেন নাই, ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে। এই নলদময়ন্তী নাটকখানি অবিকল মাইকেলের মেঘনাদ বধ নাটকের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল। পাড়া গাঁয়ে অভিনীত হইবে বা .. সচরাচর নাটকে যতগুলি গীত থাকে, তাহার অপেক্ষা ইহাতে গানের ভাগ কিছু অধিক সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া পল্লীগ্রামের অভিনয়োপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে নটনটী নেপথ্যগৃহপ্রভৃতি সকলই ছিল। তবে যে কেন আপনার পত্রপ্রেরক এ অভিনয়কে সামান্য "পালা যাত্রা" বলিয়া উল্লেখ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ করি, যাহাদের এ অভিনয়ে সংস্রব আছে, তাঁহাদিগকে অপ্রতিভ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। উপসংহারকালে আপনার পত্রপ্রেরককে অনুরোধ করিতেছি যে, তিনিই একখানি "শুদ্ধিপত্র" দিন, নতুবা সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া দিব।

বনয়ারীআবাদ
জেলা বীরভূম
১৩ ই অগ্রহায়ণ
১২৭৫
} শ্রীগো:—

—:•:—

বঙ্গদেশনিবাসী হিন্দু পুরুষেরা পর লোকগত হইলে দায়ভাগের ব্যবস্থানুসারে অনেক স্থলে আত্মীয়তর সম্বন্ধী বর্ত্তমান থাকিতেও দূরতর কুটুম্বেরা তাঁহারদিগের ধনে অধিকারী হন যদিও দায়শাস্ত্রে ধনস্বামীর উত্তরাধিকারীদিগকে ঐ অনধিকারী নিকটসম্বন্ধীদের ভরণ পোষণের জন্য বাধিত করা হইয়াছে, তথাপি মূল ধনীর দায়াদবর্গ, কচিৎ ঐ বিধান পালন করিয়া থাকেন। সুতরাং ধনীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তদীয় হতভাগ্য পরিবারগণকে অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্ত যার পর নাই নিরুপায় হইতে হয়। এমন কি, অনেক স্থলে তাঁহাদিগকে ভরণ পোষণ ও অবস্থানাদির জন্য অন্যের গলগ্রহ পর্য্যন্ত হইতে হইয়া থাকে। নিরুপায় ব্যক্তিদিগের রাজদ্বারে প্রার্থনা করা এক মাত্র উপায়; কিন্তু আমারদিগের প্রধানতম বিচারালয় সম্প্রতি পুত্রবধূর ভরণ পোষণ শ্বশুরের অবশ্য কর্ত্তব্য নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করাতে মৃত ধনীর হতভাগ্য অনধিকারী পরিবারের সমস্ত আশা ভরসা একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাশয়! পুত্রবধূপ্রভৃতি স্ত্রীপরিবারেরা যদি ধনস্বামীর নিকট বা তদীয় বিষয় হইতে ভরণ পোষণ পাইতে বঞ্চিত হয়, তবে তাহারা কি উপায়ে উদরান্ন সংস্থান করিবে? যাহারা প্রকাশ্য স্থানে গেলে কৌলিক আচার ব্যবহার ভঙ্গজন্য অপবাদগ্রস্ত হয়; যাহারা স্বভাবতঃ লজ্জাপরতন্ত্রতানিবন্ধন গৃহ বহির্গতা হইতে পারে না, যাহারা বাল্যাবধি অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণের এবং একমাত্র পতির মুখভিন্ন দেখে নাই, সেই কুলকামিনীরা কি এক্ষণে উদরান্নসংস্থানের জন্য পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ বা ভৃত্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? সম্পাদক মহাশয়! বিবেচনা করুন, প্রধানতম বিচারালয়ের এ সিদ্ধান্ত হিন্দুদিগের কুলধর্ম্মের মস্তক পদদ্বারা মর্দ্দন করিতেছে কি না?

কলিকাতা।
১৫ই অগ্রহায়ণ
১২৭৫।
} একান্তানুগত।
শ্রীকৈলাসনাথ বসু।

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায় উকীলাবাদ
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩
„ „ কিনুসিংহ রায় রঙ্গপুর
১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ নবেম্বর ১৩
„ „ রসিকলাল রায় নলহাটী
১২৭৫ পৌষ হইতে ফাল্গুন ৩৸০
„ „ হরিমোহন রায় সুকেশষ্ট্রীট
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১০
আসামের রাজা গৌহাটী
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩
„ „ উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় মুক্তাগাছা
১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ নবেম্বর ১৩
„ „ শশিমোহন পালচৌধুরী শীতললক্ষ্মী
১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ... পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৹ টাকা; মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন বিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৴ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১০ শ ভাগ। ৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৩০ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৮। ১৪ ডিসেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

" হিন্দু মহিলা নাটক "

(জোড়াসাঁকো অভিনয়
সভা হইতে পুর-
স্কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে করনওয়ালিস স্ট্রীট ১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড় দিনের ছুটির সময়ের টিকিট।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে সকল ষ্টেসন হইতে বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ২১ এ তারিখে বা তৎপরে যে সকল রিটরণ টিকিট বাহির হইবে তদ্দ্বারা আগামী জানুয়ারি মাসের ৪ ঠা সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন সাধিত হইবে।

বোড অব এজেন্সি
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী স্কোয়ার
কলিকাতা ১৮৬৮
৫ই ডিসেম্বর। } সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোড অব এজেন্স

—:০:—

সির্দ্ধাগিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যে ব্রাদর এণ্ড কোর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন। ইতি

১২৭৫ সাল
২৫ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।

কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ আমার খরিদা ১/১৸৶ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, দক্ষিণ গলি রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের খরিদা বাটী (বসত বাটীর সংলগ্ন) পূর্ব রামলোচন রায়ের পুষ্করিণী। ক্রেতৃগণ গড়পার মুক্তাপুরের ১০৪ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
সন ১২৭৫
১০ ই অগ্রহায়ণ } শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
সাং হালিসহর

—:০:——:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ।

দ্বিতীয়খণ্ড।

এই পুস্তক তৃতীয় অবধি নবম সর্গপর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংখ্যা নাগরাক্ষরে রামানুজের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতেছে। ইহাতে মাহেশ্বর তীর্থ ও গোবিন্দরাজ ভট্টের টীকাও স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করা হইতেছে ইহা প্রতি সংখ্যায় ১০ ফরমা অর্থাৎ ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ এক আনা ডাকমাশুল দিতে হইবে।

আশ্বিন
১২৭৫
ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে

মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভুবনসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে দশ খণ্ডের ইক্ষা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন

গিলেণ্ডারস আরবো-
থনট এবং কোং

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকা দত্তে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য, ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযুক্ত করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পা-বলি ২৷৷০

মহাম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রেমপ্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আশু সম্বিদ দায়িনী ১৷৷

প্রমথ তরঙ্গিণী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

নয়নামঞ্জু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ৷৷

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামী প্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত পদ্য ১৷০

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন চয় ১৵

প্রতিমুর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ৷৷

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ৷৷

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিতমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এষ্ট্রোনোমী ১৷৵

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৴

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

উষধাসঙ্ক লহরী ২৷৷০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪৷৷০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উদাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং — শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসের ২২ হইতে ৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
পদ্মানদীর সহিত ভাগীরথির মহানার যোগের স্থান	২০	৮
মহানায়	১০	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩৷৷ মাইল মধ্যে	২	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৯

সন ১৮৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গজের উপর	১	১/২

বহরমপুর ৩ ডিসেম্বর ১৮৬৮। — শ্রীযুক্ত সি ই, উইক এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা গতবারে ব্যায়ামচর্চ্চাবিষয়ক যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছিলাম, এক জন পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রকটিত হইল। আমরা পত্রখানি দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। পত্রপ্রেরক বলেন, কয়েক জন জঘন্য বালক ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু অধিকাংশের এ দুষ্প্রবৃত্তি নাই। অধিকাংশ লোকই যাহাতে যথার্থ উপকার হয়, এইরূপে ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছেন।

আমরা ব্যায়ামচর্চ্চাশীল কতকগুলি ব্যক্তির ব্যবহারবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাধারণ্যে যে অনুযোগ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগের দোষ হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা নবযুবকগণের বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ যেসমস্ত কার্য্য দর্শন করিতেছি, তাহাতে ক্রমশঃ আমাদিগের হৃদয়ে এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে যে, তাঁহাদিগের হইতে আমাদিগের দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। যেসকল কার্য্যে শারীরিক শ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, আমাদিগের নব যুবকেরা তাহার কেহ নহেন। কল্পনাশক্তিমান অলস লোকেরা যে সমস্ত কার্য্যে পটু হন, এ দেশের নব যুবকেরা তত্তৎকার্য্যেই পটুতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সাংসারিক বিষয়ের উন্নতি সাধনে উদাসীন হইয়া যে এক ধর্ম্ম লইয়া কালক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, নব যুবকেরাও তাহা লইয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। ঐ বিষয়েই ইহাঁদিগের দিন দিন দল বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু অন্য কোন শ্রেয়স্কর বিষয়ে দল বৃদ্ধি নাই। বাণিজ্যার্থী হইয়া জাহাজে করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, পাঠকগণ এরূপ কয় দল দেখাইতে পারেন? দলবদ্ধ হইয়া বস্ত্র ও কাগজ প্রভৃতির কল করিয়াছেন, বঙ্গদেশে এপ্রকার কতগুলি নব যুবক আছেন? পল্লীগ্রামে গিয়া কৃষিকার্য্যের উৎসাহ দিতেছেন এবং স্বয়ং কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, এরূপ দলবদ্ধ কতগুলি নবযুবক আছেন? এটী আমাদিগের দেশের জল বায়ুরই দোষ। আমরা কখন

কাজের লোক হইতে পারিব না। যাহাতে গালগল্প আছে, আমোদ আছে, পরিশ্রম নাই, এইরূপ কার্য্য করিয়াই আমরা কাল কাটাইব. বোধ হয়, বিধি এই নিমিত্তই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। গালগল্প ও আমোদ ভাল বাসি ও পরিশ্রম করিতে পারি না বলিয়াই "ইন্দ্রজালি" আমাদিগের অধিক ভাল লাগে এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মের নাম করিয়া আমোদ প্রমোদের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত অথবা অবতার বলিয়া আদৃত হইয়া থাকেন, তাঁহার মতই শীঘ্র প্রচলিত হয়। এই মূল হইতে এ দেশে কর্ত্তাভজা ও কিশোরীভজকপ্রভৃতি অসংখ্য দলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা উপরে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত নব যুবকগণের যে সাদৃশ্য দিলাম, সেটী অনুচিত হইল। তাঁহাদিগের ক্লেশসহিষ্ণুতা ও বিষয়বিশেষে শ্রম ও অধ্যবসায়শীলতা ছিল এবং তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য নিয়মবদ্ধ ছিল। তাঁহারা অনেক বিষয়ে অনেক ক্ষমতাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একটী অদ্ভুত সংস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণের রচনাকৌশল দেখিলে কে না চমৎকৃত হন? নাটকাদির ভাষা লালিত্য ও গল্পরচনার চাতুর্য্য দেখিলে কাহার হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত না হয়? দর্শনশাস্ত্রগুলিও তাঁহাদিগের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদিগের নব যুবকেরা কি ইহার একটী বিষয়েও ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন? আড়ম্বর ও গালগল্পই ইহাঁদিগের মহত্ত্বচিহ্ন এবং যথেচ্ছাচারিতাই ইহাঁদিগের উন্নতির পরা কাষ্ঠা। পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না। আমাদিগের নব যুবকদলে কেহই উৎসাহাদি গুণসম্পন্ন নাই, এ কথা বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা যখন যে বিষয়ের পর্য্যালোচনা করি, অধিকাংশের দোষ গুণ ধরিয়া তাহাতে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি।

—:০:০:—

মন্ত্রিপরিবর্ত্ত ও ভারতবর্ষ।

ডিস্রেলি সাহেব ইংলণ্ডেশ্বরীর মন্ত্রি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। ইংলণ্ডে দলাদলি বিলক্ষণ প্রবল, তাহার সহিত আমাদিগের কোনপ্রকার স্বার্থসম্বন্ধ নাই; কিন্তু প্রত্যেক মন্ত্রিদল পরিবর্ত্তের সহিত ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পরিবর্ত্ত হওয়াতে কার্য্যতঃ আমাদিগকে সুখ দুখের ভাগী হইতে হয়। উইলিয়ম গ্লাডষ্টোন সাহেব মহাসভার এক জন অলঙ্কারস্বরূপ। রাজস্ববিষয়ে তিনি ইউরোপের মধ্যে না হউন, ইংলণ্ডে অদ্বিতীয় কিন্তু যে মহেচ্ছতা, প্রশস্তচিত্ততা, স্থির প্রতিজ্ঞতা ও গম্ভীরপ্রকৃতিতানিবন্ধন পিট, পামরষ্টন, ষ্টানলীপ্রভৃতি বিখ্যাত হইয়াছেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব তন্নিমিত্ত খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। বিষয় বিশেষে তাঁহার পরম প্রাবীণ্য প্রদর্শন সামর্থ্য আছে বটে; কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন দক্ষতা নাই। গ্লাডষ্টোন সাহেব কোপন স্বভাব; তিনি নিজ মতকে অখণ্ডনীয় জ্ঞান করেন; তাঁহার দলস্থ কোন ব্যক্তি তাঁহার অমতে কার্য্য করিতে পারেন না। তিনি সকলের অগ্রণী বটেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসেন না। তিনি আমেরিকার দক্ষিণ বিভাগে ক্রীতদাসপ্রণালীর রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার এই, যাহাদিগের গায়ের চর্ম্ম শুক্ল নয়, তজ্জাতীয় লোকেরা নিকৃষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা অবৈধ নয়। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার স্নেহদৃষ্টি নাই। তিনি কখন ভারতবর্ষের কোন উপকার করেন নাই। ভারতবর্ষীয়েরা দাসের ন্যায় থাকিয়া ইংলণ্ডের স্বার্থ সাধন করুন, এই তাঁহার সংস্কার। তিনিই প্রথমে এ দেশের রাজস্ব লইয়া ইংলণ্ডের নিজের কার্য্যে ব্যয় করিবার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে লার্ড পামরষ্টন চীনের যুদ্ধের ব্যয়, পারস্যের দূতের ব্যয়প্রভৃতি আমাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইংলণ্ডের নিকটে প্রশংসা লইবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের নামে ইংলণ্ডস্থিত কয়েক সহস্র সৈন্যের বেতন লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতবর্ষের প্রতি উদার ব্যবহার করা এবং ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের বিষয়ে প্রশস্ত নেত্রে দৃষ্টি পাত করা তাঁহার অভ্যাস নয়। যাঁহার স্বভাব ও অভ্যাস এইরূপ, তিনি প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ভারতবর্ষের বিষয় যখন তাঁহার বিচার পথে নীত হইবে, তখন ভারতবর্ষের কল্যাণ প্রাপ্তি হইবে, আমাদিগের ত এরূপ বোধ হয় না। তবে উপন্যাস বর্ণিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনারূঢ় ব্যক্তির স্বভাবপরিবর্ত্তের ন্যায় গ্লাডষ্টোন সাহেবের যদি স্বভাবপরিবর্ত্তন হয় বলা যায় না।

গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হ য়াছেন, শুনিয়া আমাদিগের চিত্তে যে অসন্তোষ জন্মিয়াছে, ব্রাইট সা ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইয়াছে শুনিয়া তেমনি আনন্দ জন্মিয়াছি সোমবার টেলিগ্রাম আইসে, জন ব্র সাহেব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হ ছেন। এই মহাত্মা সেক্রেটারি হইলে তবর্ষের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত হ কিন্তু পর দিবস বিদ্যুৎতারে প্র করিল, বাণিজ্যের ভার ব্রাইট সা হস্তে দিয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব

অব আর্গিলকে ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি করিয়াছেন। এসংবাদ আমাদিগকে অধিক তর বিষাদিত করিতেছে লাড আর্গিল ভারতবর্ষের বিষয় কতক জানেন বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার উদার দৃষ্টি নাই। তিনি লাড ডেলহাউসির অবলম্বিত রাজনীতির অনুমোদক; আত্মম্ভরিদলের এক জন প্রধান ছাত্র। তিনি যে প্রশস্ত নেত্রে সকল বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এখানে আমরা সিবিল সর্ব্বিস, সেনাদল ও শাসন কার্য্যের দ্বার উদ্ঘাট নের নিমিত্ত চীৎকার করিতেছি। ব্রাইট সাহেব অথবা লাড ষ্টানলির সদৃশ মহা নুভব লোক ষ্টেট সেক্রেটারি হইলে এই চেষ্টার অনুমোদন করিতেন; কিন্তু লাড আর্গিল এসকলের প্রতিবন্ধকতা করাই শ্রেয়স্কর রাজনীতি জ্ঞান করিবেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, মন্ত্রিদল পরিবর্ত্ত হওয়াতে আয়ারলণ্ডে যাহা হউক, আমাদিগের অনিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ফলতঃ যত দিন গ্লাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী ও লাড আর্গিল ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি থাকিবেন, তত দিন আমাদিগের উন্নতি পথ বন্ধ থাকিবে সন্দেহ নাই। ইংল ণ্ডের দলাদলির সহিত আমাদিগের শাসনপ্রণালীর এপ্রকার সম্পর্ক থাকা শ্রেয়স্কর নহে। এই কুপ্রথা রহিত করি বার চেষ্টা পাওয়া উচিত কি না, আমরা সর্ব্বসাধারণের অগ্রে এই প্রশ্ন উপস্থিত করিলাম।

—০—

ষ্টাম্প আইনের নূতন পাণ্ডুলেখ্য।

কক্রেল সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় ষ্টাম্প আইনের যে নূতন পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমরা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসংক্রান্ত রাজনীতির পরিবর্ত্ত হয় নাই। কোন প্রকারে রাজস্ব বৃদ্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। এ দেশের পূর্ব্বতন ভূপতিগণ পুত্রের বিবাহ, কন্যার বিবাহ, কন্যার অন্নপ্রাশন বলিয়া টাকা লইতেন, আমা দিগের রাজপুরুষেরা আইন ও বিচারের নাম করিয়া সেই টাকা লইতেছেন। কক্রেল সাহেব গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে ষ্টাম্পের মূল্য কমান হইয়াছে; কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এ গর্ব্বের কারণ লক্ষিত হয় না। কেবল খত, কবলা, পাট্টা, কবুলতি, একরার ও বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়াই প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যটী হইয়াছে। ১৫০০০ টাকার নীচের খতের ষ্টাম্প কমান হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহার উপরের খতের ষ্টাম্প অসঙ্গত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কক্রেল সাহেব বলেন, অল্প মূল্যের খত ও কবলাই এ দেশে অধিক; কিন্তু যদি মূল্য ধরিয়া বিবেচনা করা যায় অধিক টাকার খত ও কবলা হইতেই ষ্টাম্পের মূল্য অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয়। কোন ব্যক্তি ২০০ খানি ৩০ টাকার কবলাকে এক লক্ষ টাকার কবালার সমান জ্ঞান করিবেন? যেখানে চারি টাকা ছিল, সেখানে তিন টাকা হইয়াছে। এ দিকে যেমন কিছু উপকার হইয়াছে, ও দিগে তেমন অপকার হই য়াছে। আট আনার নীচের কাগজে খত ও কবলা হইবে না। কবলার সম্বন্ধে লাভ; কিন্তু খতের সম্বন্ধে ক্ষতি। কক্রেল সাহেব ভান করিয়াছেন যেন নিম্ন শ্রেণির উপকারার্থ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ত্যাগ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল, বর্ষাকাল পড়িবামাত্র সহস্র সহস্র কৃষক ১০। ২০। ৩০ টাকা করিয়া ঋণ করে। যাহারা পূর্ব্বে দুই আনা ও চারি আনায় কাজ পাইত, তাহাদিগকে আট আনা দিতে হইবে। আবার এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা ও কবু লতি হইলে তাহাকে কবলার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ষ্টাম্প দিতে হইবে। এক বিঘা ব্রহ্মোত্তরের কর বার্ষিক ২ টাকা। কৃষক পাঁচ বৎসরের মিয়াদ করিয়া পাট্টা লইল। এক্ষণে তাহার কি ব্যয় হইবে, তাহা এক বার বিবেচনা করিয়া দেখা হউক,

পাট্টার ষ্টাম্প	॥৵
কবুলতির ঐ	॥৹
রেজিষ্টরি ফী	॥৹
মোক্তার সনাক্ত করিবেন তাঁহার ফী	১
রেজিষ্টরের আমলাগণকে	১
পাথেয় (দুই দিবসের)	১
মোট	৪॥৹

পাঁচ বৎসরের কর দশ টাকামাত্র; কিন্তু ৪॥৹ টাকা আইনের কল্যাণে যাইতেছে।

উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তাবকারীর অবিমৃশ্যকারিতার আর একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে অল্প মূল্যের ষ্টাম্পে লিখিত দলীলের ২০ গুণ দণ্ড দিলে পর্য্যাপ্ত হয়, কিন্তু পাণ্ডুলেখ্যে ফৌজদারী দণ্ডবিধা নের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া কেহ এ ক্ষতি সহ্য করেন না। ষ্টাম্পে লিখিবার কারণ কি? দলীল পাকা হইবে বলিয়া ত? কোন ব্যক্তি অর্থব্যয় করিয়া কাঁচা দলীল করিবেন? নিতান্ত অবস্থাবৈগুণ্য অথবা ভ্রান্তি না হইলে কেহ অল্প মূল্যের ষ্টাম্পে লেখাপড়া করেন না। কক্রেল সাহেব এক প্রকার মাথার দিব্য দিয়া বিচারপতিদিগকে বলিতেছেন, এরূপ স্থলে দলীলপ্রদাতা- দিগকে ফৌজদারীতে অর্পণ করিতে হইবে। এস্থানে এতৎসংক্রান্ত আর

-কটী বিষয়ের উল্লেখ করাও অনন্তত হইতেছে না। বর্চ্চন সাহেব যে ভয়ঙ্কর আইন করিয়া দরিদ্রদিগকে আদালত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, সেই আইনের সংশোধন করিয়া নালীশের রসুম কমান কর্ত্তব্য। অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ও প্রজাদিগকে নিস্তেজ করিয়া শান্তিরক্ষা করা এবং ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়া বিদ্রোহনিবারণ করা যেরূপ, রসুমবৃদ্ধি করিয়া মকদ্দমা কমানও সেইপ্রকার।

উপসংহারকালে সম্পত্তিঘটিত কবলার রসুমবৃদ্ধির একটী মূলনিয়মঘটিত আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। সম্পত্তির মূল্য বাড়িতেছে। ১০০ টাকার ভূমি ৪০০ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। ১ টাকার স্থানে ত ৪ টাকা লওয়া হইল। আবার রসুমের হার বৃদ্ধি কেন? ইহাকে কি এক বিষয়ে দুইবার কর লওয়া বলে না?

—:০:—

১০ আইন ঘটিত মকদ্দমা ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট।

এ দেশের কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টরেরা ১০ আইনসংক্রান্ত মকদ্দমায় একান্ত অপটু। তাঁহাদিগের হইতে অতিশয় অবিচার হয়, ইহাতে বিরক্ত হইয়া সাধারণে এই সকল মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের শিক্ষিত বিচারপতিদিগের হস্তে দিবার নিমিত্ত বহু দিন অবধি চীৎকার করিতেছেন। আট বৎসর কাল রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা লোকের [illegible] পূর্ণ করিতে পারিলেন না। আমাদিগের বহুদর্শী জজ ও কমিসনরগণ, উকীল ও ব্যবস্থাপকগণ, জমীদার ও প্রজাগণ সকলেই একবাক্যে দেওয়ানী আদালতে করসংক্রান্ত মকদ্দমা লইয়া যাইবার অনুরোধ ও প্রার্থনা করিতেছেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর স্বয়ং মফস্বলে গিয়া জমীদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হন, এতৎ সম্বন্ধে সকলে যে কথা কহিতেছেন তাহার মূল আছে। এক জন বহুদর্শী উপযুক্ত ভূতপূর্ব্ব জজ এতৎসংক্রান্ত এক পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। টমসন সাহেব নদীয়াতে ছিলেন। নদীয়া জেলাতেই অসংখ্য করঘটিত জটিল মকদ্দমা হয়। টমসন সাহেব নিজের ভূয়োদর্শন বলে জানিতে পারেন, কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টর হইতে এ বিষয়ে সাধারণে সুবিচার হয় না। লাভের মধ্যে এই হয়, যে তাঁহারা শাসনকার্য্যে যথাবিধি মনোনিবেশ করিতে পারেন না। এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলেখ বিধিবদ্ধ করিবার আর আপত্তি নাই। অধিক কি, অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন, ১ লা নবেম্বর অবধি দেওয়ানী আদালতে করসংক্রান্ত মকদ্দমা নিষ্পাদিত হইবে; কিন্তু হঠাৎ গ্রে সাহেবের মত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। অনিষ্টতরুচ্ছেদনার্থ কুঠার উত্তোলিত হইয়াছিল, সহসা আঘাতকারীর হস্ত রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার কারণ কি? ইহার যুক্তিসিদ্ধ, ন্যায়সিদ্ধ ও রাজনীতিসঙ্গত কোন কারণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না। আমরা শুনিতে পাইতেছি, অতি সামান্য কারণে উল্লিখিত বিষয়টীর সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মিয়াছে। কতগুলি সিবিলিয়ান এই আপত্তি করিয়াছেন, ১০ আইনঘটিত মকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে গেলে তাঁহারা বিচার কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবেন না। এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। এক জনের সর্ব্বনাশ হইয়া আর এক জনের শিক্ষা হউক, এটী নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য।

ইহার অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে? বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ যদি বিচারকার্য্য শিখিতে একই ইচ্ছুক, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এই প্রার্থনা করুন যে, বিচারকার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের এক দলকে পৃথক নিয়োজিত করা হয়। অদ্য সহকারী মাজিষ্ট্রেট কল্য থাকবস্তির তত্ত্বাবধায়ক, পরশ্বঃ অহিফেনের সহকারী, পরে কালেক্টর ও বিচারপতি, আবার কিছুদিন পরে রেবেনিউ বোর্ড বা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারি, পুনর্ব্বার মাজিষ্ট্রেট, আবার সেক্রেটারি, তৎপরে এককালে জেলার জজ, যাঁহাদিগকে এই রূপে সর্ব্বকার্য্যে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করা হয়, তাঁহাদিগের অনেকেই যে কোন কাজের হন না, গবর্ণমেণ্ট এটী জানিয়াও জানিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অনেকে বিচার কার্য্য ভাল জানেন না; তাঁহাদিগের সুবিধা হইলে তাঁহারা অনায়াসে বিচারকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া শাসনকার্য্যে গমন করিবেন; কিন্তু দেশের মঙ্গলার্থ তাঁহাদিগের কৃত অনিষ্টনিবারণচেষ্টা করিতে গেলেই তাঁহারা চীৎকার করিবেন, এটী সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। গবর্ণমেণ্টের এরূপ স্বার্থপর লোকের কথা শ্রবণ করা উচিত কি না? যাঁহারা এক বার বিচারকার্য্য আর বার শাসন কার্য্য এইরূপে নানা কার্য্য করিয়া বেড়ান তাঁহাদিগের হইতে বিচারকার্য্য ভাল হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ংই কেন তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন না। তাঁহাদিগের হইতে কোন বিচারই ভাল হয় না। উভয় পক্ষেই আপীল করেন। ছানি মকদ্দমার ত অবধি নাই। জজেরা ও প্রধানতম বিচারালয় বিরক্ত হন; সরকারী অর্থ নষ্ট হয়; বিচারপতিদিগের সময় বৃথা ব্যয়িত হয়; অর্থী প্রত্যর্থীদিগের সময় ও অর্থ নাশের ত কথাই নাই। মকদ্দমাপ্রিয় অসৎ লোকদিগেরই

কেবল এ অবস্থা প্রার্থনীয়, কারণ একবার এ আদালত আবার ও আদালত কয়েক বার এইরূপ করাইতে পারিলেই দুর্ব্বল শত্রু শাসিত হইয়া আইসে।

উপসংহারকালে আমরা গ্রে সাহেবকে স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছি, ১০ আইনের মকদ্দমা যদি দেওয়ানী বিচারালয়ের হস্তে দেওয়া না হয়, জানিয়া শুনিয়া সাধারণের অনিষ্ট করা হইবে।

—০ঃ—

নূতন পুস্তক।

১। বিপদই সম্পদের মূল। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় এই নাটক খানির প্রণয়ন করিয়াছেন। লোকে যত বিপদগ্রস্ত হউন না কেন, পরিণামে তাহার সৌভাগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে, ইহা প্রতিপন্ন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। নীলগদর পতি এলগন্দেলপতিরে আক্রমণ করাতে বিদরের রাজপুত্র মনোহর তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া এলগন্দেলপতির সহিত নীলগদরপতিকর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দীভূত হন। নীলনগদরপতি স্বহস্তে এলগন্দলপতির মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক মনোহরকে বন্দী করিয়া উমারপুরে আপনার কারারুদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন। পথে যাইতে যাইতে মনোহরের অর্ণবপোত জলমগ্ন হয়। মনোহর নদী তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে অজ্ঞানাবস্থায় তীরে সমুত্তীর্ণ হন। তথায় তাঁহার বান প্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী পিতৃব্য তাহারে দেখিতে পাইয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদনপূর্ব্বক তাঁহারে আপনার আশ্রমে আনয়ন করেন; কিন্তু আপনার পরিচয় প্রদান করেন না। একদা মনোহরের পিতৃব্য তাঁহার নিমিত্ত কলাহরণ করিতে গিয়া আর আশ্রমে প্রত্যাগত না হইয়া সেনাপতিবেশে নীলগদরপতিরে আক্রমণ করিতে গমন করেন। মনোহর পাদ চারে সমস্ত রাত্রি তাঁহার জীবনদাতার অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে বন উত্তীর্ণ হইয়া চিনুরের রাজার রাজধানীতে সমুপস্থিত হন। তথায় যোগিন ও মোহিন নামক দুই ব্যক্তির সাহায্যে বিদুরের রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় ও রাজবাটীতে অবস্থিত হয়। ঐ দুই ব্যক্তি বিদুরের রাজপুত্রের সহচর। উহারা ঘোরতর মাদকসেবী রাজপুত্র স্বয়ং অতিপানদূষিত ছিলেন বলিয়া উহাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং উহাদের অন্যতর মোহিনকে আপনার ভগিনী প্রদান করিবার মানসে স্বীয় পিতারে অনুরোধ করিয়া তাঁহার মত করেন। কিন্তু রাজমহিষী উহার স্বভাব অবগত হইয়া উহারে তনয়া প্রদান করিতে কোন মতেই সম্মত হন না। রাজা মহিষীর অনুরোধে উহাতে নিরস্ত হইয়া নবাগত মনোহরকে কন্যাপ্রদানে কৃতসংকল্প হন। রাজপুত্র উহা অবগত হইয়া আপনার সহচরদ্বয়কে উহা জ্ঞাপিত করাতে তাঁহারা মনোহরের হত্যা সম্পাদনে প্ররোচিত করে। মনোহর ঐ বিষয় অবগত হইয়া রজনীযোগে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নীলগদররাজ্যে পলায়ন করেন এবং মোহিন দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তাঁহার শয্যায় শয়ান থাকে। রাজপুত্র মনোহর বোধে মোহিনকে হত্যা করিয়া যোগিন দ্বারা অন্তঃপুরোদ্যানে প্রেরণ করেন। চিনুরপতি ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পুত্র ও যোগিনকে নির্ব্বাসিত করেন। পরিশেষে মনোহর নিলগদরপতিরে পরাজয় করিয়া স্বীয় পিতৃব্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় চিনুরে আগমনপূর্ব্বক পিতৃব্যের অনুমতিক্রমে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃব্যের সহিত স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন করেন। গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা গেল রচনা মন্দ হয় নাই

-ঃ০ঃ-

ভ্রম সংশোধন।

অগ্রহায়ণ মাস ৩০ এ নয়, ভ্রমক্রমে ১ লা পৌষ না হইয়া কয়েক স্থানে ৩০ এ অগ্রহায়ণ হইয়াছে।

বিবিধসংবাদ।

২৩ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

মন্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের জ্যোতির্ব্বিদ পগসন সাহেব আর একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। এটি অতিশয় ক্ষুদ্র। বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারাও সুন্দর রূপে লক্ষিত হয় না।

সিন্ধু নিউস করাচির জেলের অধ্যক্ষ ডাক্তর মটিনের বিচক্ষণতায় আর এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ডাক্তর যে মুসলমান কয়েদির প্রতি অত্যাচার করেন, তাহার বিষয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়াতে ডেপুটী জেলরকে সংবাদদাতা জ্ঞান করিয়া কর্ম্মে স্থগিত করিয়াছেন। রবিবারেও কয়েদিদগকে পরিশ্রম করান হয়। সিন্ধু নিউস গবর্ণমেণ্টকে পুর্ব্বকার অত্যাচারের বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন।

উপনগরের মিউনিসিপালিটির গত অধিবেশনদিবসে মৌলবী আবদুল লতিফ প্রস্তাব করেন, আর ও কিছু দিন দরিদ্র লোকদিগকে চৌকিদারি কর হইতে মুক্ত করা উচিত। কিন্তু পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট কাপ্তন বার্চ বলেন, ঝড়ের অনিষ্টের ক্ষতিপূরণ হইয়াছে, একণে আর দুরবস্থা নাই, অতএব মিউনিসিপালিটির আর ক্ষতি করা উচিত নহে। আদায়ের বিষয়ে ক্ষমা নাই কমিসনরগণ চতুর্থ ত্রৈমাসিক বিল লিখিবার নিমিত্ত ২০ টাকা বেতনে চারিজন অতিরিক্ত কেরাণী নিযুক্ত করিবার মানস করিতেছে। প্রমাণ হইতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ন রেলওয়ের এক জন শকটচালক ভাগলপুর ষ্টেসনে শকট স্থগিত না রাখিয়া দ্রুতবেগে চালাইবাতে এক মালগাড়ীতে ধাক্কা লাগে এবং কয়েক জন আরোহী গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এজেন্সি বোর্ড এবং ক্ককে বিচারালয়ে অর্পণ করেন। প্রধানতম বিচারালয়ে ইহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে

লালচাঁদ জুগী ও নবীনচন্দ্র রক্ষিত হত্যার অপরাধে সেসিয়নে অর্পিত হয়। কিন্তু জেল অধ্যক্ষ ডাক্তর লিঞ্চ উভয়কেই উন্মত্ত বলাতে ইহাদিগের বিচার স্থগিত রহিল। সীতানাথ ঘোষনামক এক ব্যক্তি হত্যা করিবার চেষ্টা পায়; এ ব্যক্তিকেও বাতুল বলা হইয়াছে।

সম্প্রতি কৃষ্ণবাগানে দিগম্বরীনাম্নী যে স্ত্রীলোক হত হয়, তাহার হত্যাকারিগণ ধৃত হইয়াছে। হরপুরীনামক এক ব্যক্তি দিগম্বরীর পুত্রবধূর উপপতি ছিল। সে রাত্রিতে দিগম্বরীর গৃহে থাকিত। দিগম্বরীর প্রায় ৩০০০ টাকা ছিল; সে অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ দিত। হরপুরী মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে ব্যবসায় করিবে বলিয়া কিছু কিছু টাকা লইত। এক দিন ২০০ টাকা চাহিবাতে দিগম্বরী তাহাতে অসম্মত হইয়া পূর্ব্বকার ঋণ পরিশোধ করিয়া হরকে তাহার বাটী হইতে যাইতে বলে। হরপুরী ইহাতে তাহাকে সর্ব্বদা বলিত "তুমি এক দিন জানিতে পারিবে।" ঐ হত্যার কয়েক দিবস পূর্ব্বে হরপুরী বৈষ্ণব তাঁতি, হরকালী রায় ও হর ভুঁয়া নামক তিন ব্যক্তিকে দিগম্বরীর বাটীতে আনয়ন করে। দিগম্বরী তাহাদিগকে আসিতে নিষেধ করে। হত্যার রাত্রিতে হরপুরী গৃহের দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির তন্মধ্যে প্রবেশ করে। হতভাগ্য স্ত্রীলোককে এক ক্ষুর দ্বারা বধ করে। হর ভুঁয়া আপন ও সহায়দিগের দোষ স্বীকার করিয়াছে।

আবদুল রহমন খাঁর পরাজয়ের নিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছে। বামিয়ানের যুদ্ধে প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য একত্র হইয়াছিল।

গত অক্টোবর মাসে কলিকাতার টাকশালে ৩,৭২,৯১১ টাকা ও বোম্বাইয়ে ৯৯,৯৬৯ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের টাকশালের অনেক কর্ম্মচারীকে ছাড়াইয়া দেওয়াতে অক্টোবরে কাজ বন্ধ ছিল।

৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিল:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের		২৯,২৯,০২১
বঙ্গদেশীয়	ঐ	১,৪০,৭৯,৩৮৬
ব্রিটিশ ব্রহ্মের	ঐ	৫২,৮৬,৯০২
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের	ঐ	১০৫১৪৪৪৯
অযোধ্যার	ঐ	৩৪২৮৪৫৬
পঞ্জাবের	ঐ	৯৯২৩৮৪০
বোম্বাইয়ের	ঐ	১২৭৫৬৫৮১
মধ্য ভারতবর্ষের	ঐ	৬৯১৮৭৮০
মান্দ্রাজের	ঐ	১৬৫৭৯৯৮৮
মোট টাকা		৮,০৭,১৪,৬০৪

গত বৎসর এ সময়ে ১০,০০,১৪,৬৭৮ টাকা ছিল। প্রতি বৎসর জমা টাকা কমিতেছে।

২৪ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

রেঙ্গুন টাইমস ব্রহ্মদেশের রাজার প্রতি করিয়া এইরূপ লিখিতেছেন, যে রাজা ইচ্ছা পূর্ব্বক আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সহিত কৃত সন্ধি ভঙ্গ করিতেছেন। তিনি গোপনে বারুদ ও প্রায় ২০,০০০ এনফিল্ড রাইফল লইয়া গিয়া সৈন্যদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং প্রকাশ্য রূপে বলিতেছেন, তাহাদিগকে শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। রাজা মিসনরিদিগের সাহায্য করেন এবং আপনার কয়েকটী পুত্রকে মিসনরি মার্কের অধীন রাখিয়াছেন। তথাপি রেঙ্গুনের সংবাদপত্র বলেন, সম্প্রতি এক জন ফুঙ্গি শিক্ষক পুঙ্গিদিগের (ব্রহ্মদেশীয় পুরোহিতদিগের) বিরুদ্ধ কথা বলাতে তাঁহাকে বধ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজা নির্ব্বোধ, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি; কিন্তু স্বাধীন ব্রহ্ম অধিকৃত করা রেঙ্গুন টাইমসের অভিপ্রেত। অতএব আমরা পূর্ব্বোক্ত দোষগুলির কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

পুনার জেলের যে জমাদার তত্রত্য এক জন কয়েদিকে রাত্রিযোগে বাহির করিয়া লইয়া এক জন আয়ার প্রাণবধ করিবার চেষ্টা পায়, তাহার ও কয়েদির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। জেলের প্রহরী কয়েদিকে ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহারও দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট জেলের ইনস্পেক্টরকে ভৎসনা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ভাবেন এদেশীয় সংবাদ পত্রের কথা সত্য নহে, এবং প্রতি কথায় বলেন "প্রমাণ দাও।" কিছু পয়সা ব্যয় করিতে পারিলে জেলে বসিয়া সকল কাজ হয়। আমলারা উৎকোচ লন, কে না জানেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন আমলাকে দণ্ড দেওয়াতে পারেন?

বোম্বাই গেজেটের এক জন পত্র প্রেরক বলেন, ফরাশী মনিটিউরের ন্যায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক পত্র নিজ মুখপাত্র করিবেন। সিটনকার সাহেবকে সম্পাদক করিবার কথা হয়, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সকল সময় অতিবাহিত হওয়াতে তিনি অসম্মত হইয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্পল ও সর উইলিয়ম ম্যান্সফিল্ড সম্পাদকতা করিবেন। সর রিচার্ড টেম্পলের কি এত অবসর আছে।

ডেলি নিউস শ্রবণ করিয়াছেন, কুষ্টিয়ার ছোট আদালতের জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাবু হরচন্দ্র ঘোষের পদে নিযুক্ত হইবেন। বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ অতিশয় উপযুক্ত বিচারপতি।

কৃষ্ণগড়, কিরৌলি, ভরতপুর, আলোয়ার উদয়পুর ও টঙ্কে দুর্ভিক্ষনিবন্ধন শস্যের শুল্ক রহিত হইয়াছে। আমরা দুঃখিত হইলাম, আলোয়ারের রাজা নিজে প্রজাদিগের সাহায্যার্থ যত্ন চেষ্টা পাইতেছেন না। একখানি সংবাদপত্র বলেন, তিনি প্রায় সমস্ত দিন মাতাল হইয়া থাকেন। এই যুবকের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই?

২৫ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, সর ষ্টাফোর্ড নার্থকোট ১০০ টাকা করিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটী পুরস্কার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

আলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি এক আশ্চর্য্য আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রয়াগদূত বলেন এক্ষণে কি পূজা কি আমোদ কোন কারণেই এতদ্দেশীয়গণ আলাহাবাদের মধ্যে কোন ভারতবর্ষীয় যন্ত্র বাজাইতে বা গান করিতে পারিবেন না। রাস্তায় বাজাইতে হইলে পূর্ব্বে অনুমতি লইতে হইত। এক্ষণে রাস্তায় দূরে থাকুক সন্ধ্যার পর কেহ নিজের বৈটকখানায়ও ঢোলক বাজাইতে পারিবেন না। পিয়নিয়র মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, যেখানে ইউরোপীয়দিগের বাস সেইখানেই কেবল এতদ্দেশীয়গণ ভারতবর্ষীয় যন্ত্রপ্রভৃতি লইয়া গানবাদ্য করিতে পারিবেন না। ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজদিগের হৃদয় জাতিবৈর ও কুসংস্কারদ্বারা যে পরিপূরিত এটী তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত। এক জন ভারতবর্ষীয়ের প্রতিবাসী এক জন ইংরাজ হইলেই তাঁহাকে ঢোলক তানপুরাপ্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নচেৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন মাজিষ্ট্রেট তেমনি সাহায্যকারী সংবাদপত্র। গবর্ণমেণ্টেরও কি এই মত?

দমদমার বাতুলালয়ে বাতুলের সংখ্যা অধিক হওয়াতে আলিপুরে একটী অতিরিক্ত বাটী প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

মুম্বাপুরের রবর্টস নামক এক জন ইংরাজ তত্রত্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টেসনের সহকারী ষ্টেসনমাষ্টরকে অপমান করাতে তাঁহার ১০ টাকা জরিমানা হইয়াছে। অনেক মহাত্মা এতদ্দেশীয় ষ্টেসনমাষ্টরদিগের সহিত বৃথা বিবাদ করেন।

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি রাণাঘাট উপবিভাগে উর্দ্ধসংখ্যা চারিআনা শস্য জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে যেপ্রকার অনুমান করা গিয়াছিল তাহা হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে এসময়ে নদীয়া বিভাগ দিয়া রেলওয়েতে গমন করিলে উভয় পার্শ্বে যত দূর দৃষ্টি চালিত, তত

দুর অসংখ্য সরিষা ও অন্য অন্য শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দৃষ্ট হইত, এবার সরিষা অতি সামান্য হইয়াছে। অন্য অন্য শস্যের ত কথাই নাই।

২৬এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার।

বরদার গুইকুমার মক্কায় প্রেরণ করিবার নিমিত্ত হীরকখচিত যে চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা প্রেরিত হইল না। রাজার অর্থের অসঙ্গতি হওয়াতে তাহা বিক্রীত হইবে। ইহার মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা; খানি ধরিলে আরও অধিক হইবে। কেহই অখণ্ড চন্দ্রাতপ ক্রয় করিতে সমর্থ না হওয়াতে ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয় করা হইবে। এই সকল রাজা রাজসিংহাসনের অবমাননা করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দিগে অন্নকষ্ট হওয়াতে মধ্যভারত বর্ষ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সেনা সংখ্যা কম করিয়া স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিষ আলাহাবাদের নিকটে এক জন ঠককে ধৃত করিয়াছেন। এ ব্যক্তি বৈরাগীর বেশে প্রায় ২০ জন লোককে বিষপান করাইয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। ইহার বস্ত্র মধ্যে ধুতুরার বীজ বাহির হওয়াতে ঠক বলিল সে প্রত্যহ ঐ বীজ ভক্ষণ করে। সে সকলের সম্মুখে ধুতুরা ভক্ষণ করিয়া অচেতন হইয়া রহিল, কিন্তু পরিশেষে এ ব্যক্তি আপন দোষ স্বীকার করিয়াছে। এই ঠক বিদ্রোহকালে ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিবার কাণ্ডে লিপ্ত ছিল।

মান্দ্রাজের এক জন মাজিষ্ট্রেট প্রস্তাব করিয়াছেন, যেসকল ব্যক্তি হত হই বন্দীদিগের হত্যাকারীদিগকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত মৃতদেহগুলি এক এক বাক্স মধ্যে থানায় রাখা হইবে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। সেকালে ইউরোপে সংস্কার ছিল, হত্যাকারী আসিবামাত্র হত ব্যক্তির গাত্র হইতে শোণিত বহির্গত হইত। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সেই সংস্কার আছে না কি? ইউরোপীয়দিগের মৃতদেহ এপ্রকারে থাকুক, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মৃতদেহের সৎকার করিতে না দিলে ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপণ করা হইবে।

পঞ্জাবের সীমাস্থিত কতকগুলি বন্য পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে যাহারা "বিনীতভাবে সন্ধি প্রার্থনা" করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে একটি জাতি এবিষয়ে প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেছে। ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্বে শান্তিস্থাপন করা সর জন লরেন্সের অভিপ্রেত ছিল; সুতরাং বন্যদিগকে অনুরক্ত করিয়া সন্ধিপ্রার্থনা করাইতে হইয়াছিল। তাহার ফল এইরূপই হইবে।

মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন। সর জন লরেন্সের নিকটে বিদায় লওয়া ও লার্ড মেয়োর সহিত আলাপ করা জঙ্গ বাহাদুরের উদ্দেশ্য। সর জন লরেন্স যদি জঙ্গ বাহাদুরকে বার্ষের বাণিজ্যের একচেটিয়া ত্যাগ করাইতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। রণজীৎ সিংহের সহিত জঙ্গ বাহাদুরের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মহারাজ হোলকার গবর্ণমেণ্টের নিকটে কয়েকটী খনি জমা করিয়া লইয়াছেন। রাজা বাণিজ্য উত্তম বুঝেন। শাসনভার অন্যহস্তে দিয়া কেবল ব্যবসায় করিলে কি ভাল হয় না?

সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি নিষ্পত্তি করিয়াছেন, যখন সব রেজিষ্ট্রার কোন দলীল রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইবেন, তখন তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে রেজিষ্ট্রার জেনরলপর্য্যন্তের নিকটে আপীল না করিয়া এক কালে দেওয়ানী আদালতে নালীশ চলিবে না। শিরোবেষ্টে নাসিকাস্পর্শ। সর বার্ণেসপিককের ইদানীন্তন এক এক নিষ্পত্তি দর্শন করিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি।

গত শুক্রবার সর রিচার্ড টেম্পল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতিও উপস্থিত হইয়াছেন। সর রিচার্ড টেম্পলের স্মরণার্থ নাগপুরে এক দরবার হইয়াছিল।

২৭ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার

বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সে যেসকল লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহা লক্ষিত হইতেছে। বাডিননামক এক জন ফরাশী প্রতিনিধি ১৭৫১ অব্দের গোলযোগে হত হন। লোকে সম্রাটকে এই হত্যার কারণ বলিয়া জানেন। সম্প্রতি কতকগুলি লোক এক চাঁদা করিয়া বডিনের একটী স্মরণার্থ স্তম্ভ করিবার মানস করিয়াছেন। বাহিরে ইহা স্মরণার্থ স্তম্ভ হইবে, কিন্তু ফলে এতদ্দ্বারা লোকের মনকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করা চক্রান্তকারীদিগের অভিপ্রেত। কয়েক খানি সংবাদপত্রে। সম্পাদক লোককে উত্তেজিত করিয়া দণ্ড পাইয়াছেন; তথাপি গোলযোগ যাইতেছে না। সম্রাট নিজ মুখপত্রদ্বারা জানাইয়াছেন, বিপ্লবের চেষ্টা পাইলে তিনি গুরুতর দণ্ড বিধান করিবেন। কিন্তু গোলযোগ অনিবার্য্য হইয়াছে বোধ হইতেছে। সম্রাটের কেবল দণ্ডভয় প্রদর্শনদ্বারা বিদ্রোহশান্তির চেষ্টা না পাইয়া যে কারণে ঐ রূপ ঘটিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার উন্মূলনচেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য।

খৃষ্টের জন্মতিথি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট ও বণিকদিগের আফিসসমূহ আগামী বৃহস্পতি অবধি রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

অদ্য তিন দিবস হইল, প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে একটী মকদ্দমা হইতেছে। অর্থীর নাম সর্ব্বমঙ্গলা দেবী; প্রত্যর্থী রামচন্দ্র ঘোষাল। সর্ব্বমঙ্গলা রামচন্দ্র ঘোষালের ভ্রাতৃবধূ। অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করা হয় এই কারণ প্রদর্শন করিয়া নালীশ হইয়াছে। অর্থীর পক্ষে বারিষ্টর পিকার্ড মাক্রে ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রত্যর্থীর পক্ষে বারিষ্টর উড্রফ ও জ্যাক্সন রহিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মকদ্দমা বলিয়া মাক্রে সাহেব ও বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা অর্থগ্রহণে মকদ্দমা করিতেছেন। আদালতে প্রত্যহ বিস্তর লোক আসিতেছেন। সর্ব্বমঙ্গলা আমাদিগের ব্যবস্থাপক ও সুপণ্ডিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের ও ভ্রাতৃবধূ। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মকদ্দমা স্থলে বারিষ্টরের পশ্চাতে বসিয়া ভ্রাতার সাহায্য করাতে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্যের কোন কারণ দেখিতেছি না।

সাপ্তাহিক পত্র বলেন, "রিচার্ড পরসার নামে এক জন যোদ্ধা ১১২ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

আমরা শুনিলাম, সম্প্রতি গাজিপুরের সদর আলার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার দুটী মস্তক হয়। সেটী জীবিত নাই।

২৮ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

জেনরল ইবাঙ্ক কমিসন ইংলণ্ডে যে সকল ব্যক্তির সাক্ষ্য লইয়াছেন, তাঁহাদিগের হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়সকল প্রকাশিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি বেলেয়ার্ড সাহেব গত বৎসর পুনাতে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি মৌখিক সাক্ষ্য না দিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; কিন্তু সর চার্লস

ডাকেন তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন। এস, ডি, বার্চ সাহেব এক জন সিবিলিয়ান ও গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি নিজে স্বীকার করিয়াছেন, ব্যাঙ্কের টাকায় অংশ ক্রয় করিয়া প্রায় চারি লক্ষ টাকা লাভ করেন!! এইসকল ব্যক্তি আবার ভারতবর্ষীয়দিগের চরিত্রের আদর্শ হইতে চান। বস্তুতঃ এক্ষণকার ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজগণের ধর্ম্মনীতি অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে।

ডেলি নিউস গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টের আর এক উদাহরণ দিয়াছেন। ৮ ই ডিসেম্বর কালকাতায় মাষ্টর আটেণ্ডাণ্ট ২০০ জীর্ণ সৈনিককে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার নিমিত্ত জাহাজ ভাড়া চান। ৯ ই ডিসেম্বর বিজ্ঞাপনটি এক্সচেঞ্জ গেজেটে প্রকাশিত হয়, ১১ ই ডিসেম্বরের বেলা দুই প্রহরের পর কণ্ট্রাক্টের আর আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। এই কথা বলা হয়, সম্পূর্ণ দুই দিবসের সময়ও দেওয়া হইল না। গবর্ণমেণ্ট কি এই সকল বিজ্ঞাপনের অর্থ বোধে সমর্থ?

টাকার বাজার ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজ অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে না। ব্যাঙ্ক গত সপ্তাহে সুদবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, পরশ্ব আবার সুদ বাড়াইয়াছেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা		৯১। ৯১৪/০। ৯২
৪ "	কোং	৯১৶। ৯১।০
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০৪৸। ১০৫
৫ "	কোং	১০৭৸। ১০৮
৫॥ "	কোং	১১১৸০। ১১২

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১ লা ডিসেম্বর। কনসারবেটিবদল মিডসমারসেট ও ইয়ার্কশায়ারের অন্তর্গত পশ্চিম রাইডিঙে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মাগদালায় লার্ড নেপিয়র সুএজ খাল দর্শন করিতেছেন।

স্পেন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বালেন্‌সিয়াতে কতকগুলি লোক একনায়ক শাসনপ্রণালী স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে সমবেত হয়, কিন্তু সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দল তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় প্রিফেক্টকে বলিয়াছেন, যাহাতে গোলযোগ না হয়, তাঁহারা সেই চেষ্টা পান।

২ রা ডিসেম্বর। আরল মেয় ও লার্ড নেপিয়র গত কল্য সুএজে ফিরোজ জাহাজে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করিয়াছেন।

বিবি ডিসরেলিকে বাইকৌণ্টেস বেকন্সফিল উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

৩ রা ডিসেম্বর। ডিসরেলি সাহেব ও অন্য অন্য মন্ত্রী এক সরকুলারদ্বারা সকলকে জানাইয়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, পদত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

মাডষ্টোন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হইবেন সকলে এই অনুমান করিতেছেন।

এপর্য্যন্ত ৩৮৪ জন লিবরল ও ২৭২ জন কনসারবেটিব প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। ডিসরেলি সাহেবের অনুরোধে রাজ্ঞী মাডষ্টোন সাহেবকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিদল নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গত কল্য বোম্বাই ব্যাঙ্ককমিসন পুনর্ব্বার বসিয়াছেন, সভাপতি সর চারলস জাকসন ১০ ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার কার্য্য শেষ করিবেন।

বোধ হয়, প্রধান বিচারপতি সর আলেকজণ্ডার কোবরণ লার্ড চান্সেলর হইবেন।

নূতন মন্ত্রিদল নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মাডষ্টোন সাহেব আরল গ্রাণবিল, আরল ক্লারেণ্ডন, ও কার্ডওয়েল সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

সম্প্রতি পারিসে যে গোলযোগ হয়, তাহাতে মণ্টমার্ট পিরজার ৬২ জনকে ধৃত করা হইয়াছে।

৫ ই ডিসেম্বর। জনরব উঠিয়াছে, তুরস্কের গ্রীসের সহিত বিবাদারম্ভ হইয়াছে। এই জনরব সত্য কি না তাহার বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক।

নিউইয়র্ক হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লিওনার্ড সাহেব বলিয়াছেন, প্রুশিয়ার রাজাকে মধ্যস্থ না করিয়া এক কমিসনদ্বারা আলাবামা ঘটিত বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত।

৬ ই ডিসেম্বর। অদ্যকার প্রাতঃকালের অবজারবর বলেন, ডিউক অব আরগিল ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারি হইবেন স্থির হইয়াছে। জন ব্রাইট সাহেব বোর্ড অব ট্রেডের অধ্যক্ষ হইবেন। আরল গ্রাণবিল উপনিবেশের সেক্রেটারি, চিচেষ্টর ফর্টেস্কিউ সাহেব আয়ারলণ্ডের সেক্রেটারী, লার্ড ক্লারেণ্ডন বিদেশীয় বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। গত কল্যের টেলিগ্রাম অনুসারে অন্য অন্য নিয়োগ হইবে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

২ রা ডিসেম্বর। ৬ ই নবেম্বর অবধি এ, ডবলিউ, গারেট সাহেবের অনুপস্থানকাল পর্য্যন্ত ডবলিউ, বি, সিবিওষ্টান সাহেব ঢাকা কালেজের এক জন প্রতিনিধি অধ্যাপক হইবেন।

৩ রা ডিসেম্বর। বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কটক বিভাগে ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

রেবরেণ্ড এ, ডবলিউ, ডিউক, দানাপুরের চাপলেন হইবেন।

রেবরেণ্ড এফ, এম. এফ, এফ, মাজুডেলি ডি, ডি. দারজিলিঙের চাপলেন হইবেন।

রেবরেণ্ড ডবলিউ, বি, ডব্রিজ ঢাকার চাপলেন হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ রাজধানীর গোবীজে টীকা দিবার যে চক্রবাক্ হইবে, তাহার প্রতিনিধি ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডাণ্ট হইবেন:—

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন যাদবচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম।

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রামচন্দ্র ঘোষ।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ কলিকাতা ও উপনগর গোবীজে টীকা দিবার চক্রবাক্‌ের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন:—

দ্বিতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কালিদাস বসু।

দ্বিতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কাশীচন্দ্র দত্ত।

প্রথম শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মুরসিদাবাদের অন্তর্গত বহরমপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

৪ ঠা ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা গোয়ালপাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেন। বাবু পূর্ণানন্দ বড়ুয়া, জে, এ, ফইড সাহেব, বাবু পদ্মলোচন দাস, রেবরেণ্ড ইডাভন বাবু রামকৃষ্ণ মহেশ্বর, রজনীকুমার দত্ত ও সাধুরাম দাস।

কামরূপের সহকারী কমিসনর এ, সি, কাবেল সাহেব বড়পেটা উপবিভাগের ভার পাইবেন।

লেপ্টনন্ট জে, বটলার আসামের কমিসনরের নিজ সহকারী হইবেন;

বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মাদারগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র বসু পুরীর প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

সৈদ আবদুলহোসেন ত্রিহুতের অন্তর্গত সীতামারির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

এচ, এস, বীডন সাহেব কলিকাতার উপনগরের একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

জে, এম, লুইস সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

এচ, সি, মেরিগুন সাহেব পদত্যাগ করাতে জে, এচ, এ ব্রান্সন সাহেব প্রেসিডেন্সিকালেজের আইনের অধ্যাপক হইবেন।

লেপ্টনন্ট গবর্ণর অনরেবল আসনী ইডেনকে কে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য করিয়াছেন।

ডবলিউ, পি, ডেবিস সাহেব মেদনীপুরের পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এফ, আডাম্‌স্‌ সাহেব নওগাঁর পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, জে, কিলবি সাহেব ত্রিহুতের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ত্রিহুতের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

মেজর, ডবলিউ, ই মার্শল।

জে, লাম্বর্ট সাহেব।

সৈদ বিলাত আলি খাঁ।

বাবু দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ ই ডিসেম্বর। যশোহরের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুপস্থিতিকালপর্য্যন্ত বাগের হাট উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব বর্দ্ধমানের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

৭ ই ডিসেম্বর। বাবু গৌরদাস বসাখ খুলনা উপবিভাগের ভার পাইয়া যশোহরে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

পঞ্চম চক্রবাড়ের সর্বেয়র জে এচ ও ডানেল ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে রঙ্গপুর ও কুচবিহারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

আলফ্রেড, এ, ওয়ালেস সাহেব নদীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু অভয়কুমার দত্ত বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মৌলবী নসিরুদ্দিন ঢাকা, বহর ও নারায়ণগঞ্জের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

মৌলবী নসিরুদ্দিনের অনুপস্থিতিকালে বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ঢাকার প্রতিনিধি প্রথম অধঃস্থ জজ হইবেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থান কালে বাবু বৈষ্ণবচরণ দাস ঢাকার প্রতিনিধি অতিরিক্ত অধঃস্থ জজ হইবেন।

তৃতীয় চক্রবাড়ের জরিপের ডেপুটী কালেক্টর বাবু সাতকড়ি রায় রাজসাহী বিভাগে বদলী হইয়া ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮৩০ অব্দের ৯ আইন অনুসারে রাজসাহী ও রাজধানীবিভাগের কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় তৃতীয় চক্রবাড়ের জরিপের ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এফ, মিয়াস সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত বাখরগঞ্জে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

কামরূপের সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জি, এচ, ফ্রেঞ্চ সাহেব বগুড়াতে বদলী হইবেন।

ই, এম, মোসলী সাহেব পুর্ণীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া কৃষ্ণগঞ্জ উপরিভাগের ভার পাইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

—:•:—

আমাদিগের বীরভূমিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এ দিকে এ বার সুচারুরূপে ফসল জন্মে নাই। ডাঙ্গাভুমির কথা দূরে থাকুক, নিম্ন ভুমিতে প্রতি বৎসর যে হারে ধান্য জন্মিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেকও পাওয়া দুষ্কর। এখন এখানে চাউল প্রতি টাকায় কাঁচি ৷৷৫ সের বিক্রীত হইতেছে। অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যও অগ্নিমূল্য হইয়াছে চারিদিকে আশঙ্কা পড়িয়াছে যে ৭৬ সাল ত সমীপবর্ত্তী, এ মন্বন্তরেও বা দুর্ভিক্ষদাহ দেশকে ভস্মাবশেষ করিয়া তুলে।

২। বিপদ বিপদেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে জ্বরের প্রকোপ প্রশমিত না হইতে হইতেই বনয়ারী আবাদে বিসুচিকার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ৩। ৪ দিন মধ্যে অনুমান ৫। ৬ জন গতাসু হইয়াছে। ঈশ্বর বঙ্গদেশেরপ্রতি একটু অনুকূল দৃষ্টি দিন!!!

৩। সে দিন দঃপঃ বিভাগের বাঙ্গলা ও মাইনার বৃত্তির পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে, প্রশ্নগুলি মধ্যবিধ ছিল। কিন্তু কেমন একটা কথা শুনিলাম। এ পরীক্ষাতেও না কি সংক্রামক রোগ (প্রশ্নচুরি) ধরিয়াছে।

৪। শুনিলাম, কাটোয়া অঞ্চলে গোবীজে টীকাদানপ্রথাপ্রচলনবিষয়ে প্রয়াসবান হইয়াছিলেন বলিয়া তথাকার ডিঃ মেজিষ্ট্রেট কালিকাদাস বাবু ও সব আসিষ্টান্ট সারজন চন্দ্রবাবু গবর্ণমেন্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। রাইপুরের শাখা ডাকঘরটী স্থায়ী হইয়াছে। কিন্ত এপর্য্যন্ত সীলপ্রভৃতি ডাকঘরের আসবাব আসিয়া পৌঁছে নাই। এই অভাবগুলি শীঘ্র পরিপুরিত হয় এই আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাশয়ের নিকট একান্ত প্রার্থনা।

৬। সিউড়ি বঙ্গ বিদ্যালয়টী অতি উত্তমরূপে চলিতেছে। প্রতি বৎসরেই ৫। ৬ জন ছাত্রবৃত্তি পাইয়া থাকে। কৃতবিদ্য সম্পাদকের হস্তে কার্য্যভার পড়িলে স্কুল যে সুচারুরূপে চলিয়া থাকে, তাহার এই একটী প্রমাণ।

৭। বনয়ারী আবাদ স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকসকল অধ্যাপিত হইবে এই কল্পনা হইতেছে। স্কুলটীর প্রতি এখানকার মহারাজের যেরূপ কৃপাদৃষ্টি আছে, তাহাতে যে এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

আমাদিগের নগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

৩০ এ নবেম্বরের সোমপ্রকাশে শান্তিপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রেরিত পত্রের মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যে কএকটী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। আমরা কেশব বাবুকে সরলহৃদয় বলিয়া জানি, তাহাতে তিনি যে কি নিমিত্ত এরূপ চক্রান্তে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছেন তাহার ভাব কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির কৌশলভিন্ন আর কিছুই আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। এরূপ চক্রান্তে উত্তরগুলি না দিয়া যদি তিনি সরলভাবে দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় অনেকের কেশব বাবুর উপরে বিপরীত ভাবের উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

গত ২ রা ডিসেম্বর বামনাগ্রামে একটী বালক জলে নিমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

উত্তম আতপ চাউল মগরার হাটে ৩॥০ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইতেছে।

—০—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। সোণারঙ্গ গ্রামের রাস্তাপরিষ্করণ, খাল খনন ও বিদ্যালয়ের উন্নতিসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে মুনশীগঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে উক্ত গ্রামস্থ কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এক সভা করেন। তাহাতে মীরকাদিমের খাল সংস্করণের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়া তৎসম্পর্কে তর্ক বিতর্ক হইলে পর তাহার আবশ্যকতা বিবেচিত হয় এবং তজ্জন্য কতিপয় ব্যক্তি চাঁদাপ্রদানে অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বাক্ষর করিয়াছেন। শুনিলাম কিঞ্চিদধিক ৭০০ সাত শত স্বাক্ষর হইয়াছে। ইহার পর রাস্তা পরিষ্কারের বিষয় উল্লেখ হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সোণারঙ্গের তিনটী রাস্তা অবশ্য পরিষ্কৃত হওয়া উচিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। অবশেষে সোণারঙ্গনিবাসী কোন সভ্য তত্রত্য বিদ্যালয়টী কিপ্রকারে রক্ষিত ও উন্নত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তৎপ্রতি কেহই বড় একটা মনোযোগ করিলেন না। কারণ কি? বিদ্যালয়দ্বারাই দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়, অতএব তাহার রক্ষণ ও উন্নতিবিধানে যত্ন না করা নিতান্ত অন্যায়।

বিশ্বস্তমুখে অবগত হইলাম কোন চুরি মকদ্দমার আসামী ধৃতকরণ পক্ষে ভীরুতা প্রকাশ করাতে, নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনের হেড কনষ্টাবল কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। বর্ত্তমান পুলিশের সকল গুণই আছে। দুশ্চরিত্রতা, অত্যাচারিতা, অযোগ্যতা, ভীরুতা যে গুণের অন্বেষণ করা যায়, তাহাই এখানকার পুলিশে সুলভ।

ঢাকাকালেজের এক জন ছাত্র বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন, বিক্রমপুর অতিবিস্তীর্ণ ও প্রসিদ্ধ স্থান। অতএব ইহার ইতিহাস জানিতে সকলেরই ইচ্ছা জন্মিতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে কেহই ইহার প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। বিবেচনা করিতে গেলে এটী বিক্রমপুর হিতৈষিগণের পক্ষে সাধারণ অভাব ছিল না। সম্প্রতি সেই অভাবের পূরণ দেখিয়া অনেকেই আহ্লাদিত হইতে পারেন। এখন জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা প্রণেতা ইতিহাস মুদ্রিত করিয়া কোনমতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার মিউনিসিপাল চৌকিদারির নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে, অথচ সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে পূর্ব্বমত কাজ হইতেছে না। পূর্ব্বে এই গ্রামের চুয়াড়গণই চৌকিদারের কাজে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হেরিশ সাহেব কৌশলে ইহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া কতকগুলি হিন্দুস্থানী লোককে এইসকল পদে নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু ইহাদের দ্বারাও উত্তম কাজ হইতেছে না জানিয়া বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট উইস্বরলি সাহেব আদেশ করিয়াছেন, যে কামার কুমার গোয়ালাপ্রভৃতি ভাল জাতিসকল এ কাজের প্রার্থনা করিলে পাইতে পারিবে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও যে বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা কোন মতেই বোধ হয় না। কারণ চুয়াড় জাতির দ্বারা এ কাজের যেমন সুবিধা হইবে, অন্যান্য সুখবিলাসী লোকের দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। চৌর্য্যভয়নিবারণ করাই কাজটীর প্রধান উদ্দেশ্য। ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে প্রজাদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা, অতি গোপনীয় স্থানসকল অনুসন্ধান করিয়া দেখা সাহসপূর্ব্বক দস্যুগণের সম্মুখীন হওয়া চুয়াড় জাতির দ্বারাই সম্ভাবিত। সুখবিলাসী ব্যক্তি দ্বারা এ সকল আশাকরা বিড়ম্বনামাত্র। স্বয়ং এ কাজসম্বন্ধে চুয়াড় জাতির অনেক বীরত্বের বিষয় শুনা গিয়াছে। বিশেষতঃ ইহাদিগকে এ কাজে নিযুক্ত রাখিলে ইহারা দেশের অন্যান্য পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারিবে না। পূর্ব্বে যে এক এক মহল এক এক চৌকিদারের জেম্মা থাকিত, সে প্রথা উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগের আরও অসুবিধা করা হইয়াছে। তাহাতে এই এক বিশেষ উপকার বোধ করা হইত, যে মহলে চুরি হইত সেই মহলের চৌকিদার চোর ধৃত করিবার পক্ষে যত্নবান হইত। অর্থাৎ যাহাতে তাহার সীমামধ্যে কোন অত্যাচার না হয় সে সর্ব্বদা সেইমত যত্ন করিত। এক্ষণে চুরি হইলে চৌকিদারদিগকে কিছুই বলিবার বিষয় নাই। তাহারা কেবল শোভার জন্য আছে মাত্র। সাহেবদিগের অভিলাষ যে কলিকাতার প্রথা সমস্ত পল্লীগ্রামে শীঘ্র প্রবর্ত্তিত করিয়া গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করেন; কিন্তু এরূপ স্থানে তাহা সম্ভব কি না, দেখা উচিত। চৌর্য্যভয় নিবারিত হইবে বলিয়াই চৌকিদারের প্রথা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। যদিও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজও ইহাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে. কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য প্রজাদিগের বিত্তাদি রক্ষা করা হয়। যদি কাজটী শোভার জন্য না হইল, তবে সাহসী ও সবল লোকদিগকেই ঐ সকল পদে নিযুক্ত করা আবশ্যক। বিশেষতঃ স্থানীয় কোন বিষয়ের নূতন বন্দোবস্ত হইলে তথাকার প্রজাদিগের মত লওয়া উচিত। আমরা শুনিয়াছি, সকলেই বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে যে চৌকিদারের প্রথা ছিল তাহাই উত্তম ও প্রজাদিগের সুবিধাজনক ছিল। বর্ত্তমান পুলিশ ইনিস্পেক্টর বাবু রামরেণু ঘোষও এ জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেবদিগের যাহা মত তাহা কে অন্যথা করে?

সম্প্রতি বৰ্দ্ধমানের সিবিল সারজন মেক্‌লেল সাহেব ও ডিষ্টিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট উইস্বরলি সাহেব এখানে আসিয়া আপন আপন কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সীকারেও বিলক্ষণ আমোদিত হইয়া গিয়াছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়টী দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইবার কারণ এই যে, রাজা বাহাদুর রোগী থাকিবার জন্য দশটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে।

আমরা দেখিতেছি, প্রাণনাথ বাবুর স্কুলটী ক্রমেই উন্নত হইতেছে। কএকটী উপযুক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে গ্রামের লোকে যত্নবান হইলেই বিশেষ কাজ হইবে।

এত দিনের পর এখানে একটী রীতিমত বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে লিখিব।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ব্যায়াম চর্চ্চা।

মহাশয় ২০এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে যুবকগণের ব্যায়ামচর্চ্চা এই শীর্ষক দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তৎপাঠে যুগপৎ আমাদিগের হর্ষ ও বিষাদ উভয় উপস্থিত হইল। উক্ত বিষয়ঘটিত যেসকল দোষের উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে এবং তৎসম্বন্ধে যেসকল

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নবযুবকদিগের পক্ষে একান্ত অনুসরণীয়। বিষাদের বিষয় এই আপনার প্রস্তাব পাঠে এরূপ বোধ হয় যে যেসমস্ত বালক ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলেই মিলিত হইয়া বড় মানুষদিগের বাটীতে অভিনয় করিয়া থাকেন। কেবল যে আমাদিগেরই এইপ্রকার সংস্কার হইয়াছে এরূপ নহে, বোধ করি সোমপ্রকাশ পাঠকমাত্রের এইরূপ হইয়া থাকিবে। অতএব তাঁহাদিগের এই প্রকার অমূলক ভ্রম দূরীভূত করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত বিবরণটী লিখিতে বাধ্য হইলাম।

যৎকালে বালকগণকে ব্যায়ামশিক্ষা দিতে আরম্ভ করা হয়, তৎকালে কোন বিশেষ নিয়ম করা হয় নাই, সুতরাং যে কেহ শিখিতে আসিয়াছিল, তাহাকেই উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে প্রকাশ হইল তাহার মধ্যে কতকগুলি এরূপ বালক আছে যে, তাহারা ব্যায়াম চর্চ্চাদ্বারা শারীরিক উৎকর্ষসাধনে তত সযত্ন নহে, কেবল উহাদ্বারা তাহারা নৃত্যাদিতে বিশেষ পারক ও পটু হইবে, ইহাই তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। অনন্তর যখন বর্ত্তমান অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে কলিকাতার স্থানে স্থানে উক্ত বিষয়ের বিদ্যালয় হইয়া বিশেষ বিশেষ নিয়ম হইতে লাগিল সেই সময়ে ঐসকল বালক অন্তর্হিত হইল এবং তাহার কতকগুলি একত্র হইয়া একটি দলবদ্ধ করিয়া আপনারা নর্ত্তকরূপে খ্যাত হইল এবং আমোদপ্রিয় ধনিলোকদিগের বাটীতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল। একে ত তাঁহাদিগের প্রথমাবধি ঐ অভিপ্রায় ছিল; তাহাতে আবার বড় মানুষ মহাশয়দিগের প্রশংসা। ইহাতে তাহাদিগের আরো উৎসাহ হইয়া উঠিল। এইরূপ দেখিয়া ব্যায়াম বিদ্যাসভার সভাপতি ও সভ্য মহাশয়েরা সমুদায় বিদ্যালয়ের বালকগণকে সাবধান করিয়া দিলেন এবং কয়েক জন বালকের প্রতি তাঁহাদিগের সন্দেহ হওয়াতে তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং বিদ্যালয়সমূহে এরূপ কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন যে, যদি কোন বালক অভিনয়কার্য্যে লিপ্ত হয় তাহাকে বিদ্যালয়ে আর লওয়া হইবে না এবং তাহার বিশেষ দণ্ডবিধান হইবে। যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে তদবধি বিদ্যালয়ের আর একটি বালক অভিনয় কার্য্যে যায় নাই এবং যে অল্পসংখ্যামাত্র প্রথমাবধি নর্ত্তকদলে প্রবিষ্ট হয় তাহারাই এখনও কুকর্ম্মোৎসাহক মূর্খ ধনীদিগের আমোদজনক হইয়াছে।

আপনি নব যুবকগণকে আড়ম্বরপ্রিয় এবং তাঁহাদিগের কার্য্যসকলকে আড়ম্বরস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াথাকেন। অতএব পাছে আপনি এই সাধারণ মঙ্গলকর কার্য্যকেও আড়ম্বর বোধে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন তাহার নিবারণজন্য আমি অদ্য এই প্রস্তাবটী লিখিতে সাহস করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া স্থানদানে বাধিত করিবেন।

শ্রী ঘঃ—

—:•:—

সম্পাদক মহাশয়। আমাদিগের এই হতভাগ্য ফরিদপুরের ভয়ানক জলকষ্টের বিষয় লিখিতে লিখিতে লেখনী ক্ষয় হইতে লাগিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ইহার কোন উপায় হইল না।

গত আশ্বিন মাস হইতে এখানকার খাল স্বল্পতোয় হওয়াতে তাহার স্রোতোবিহীন বদ্ধ জল কেহই ব্যবহার করেন না। এখন সকলে অত্রত্য জলাসমূহের জলই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায় মাসাধিক কাল গত হইল, উহারও জল নিতান্ত কটু ও কষায় হইয়া পীড়োৎপাদক হইয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া উক্ত জল ব্যবহার করাতে এখানে জ্বররোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে প্রতি বাসাতেই ২।৪ জন জ্বর রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে। গবর্ণমেন্ট মনোযোগী না হইলে আমরা ত ইহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। হয় খালগুলির পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্রোতস্বান করুন, অথবা জলকষ্টনিবারণের অন্য কোন উপায় করিয়া দিন।

এবৎসর অত্রত্য গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয় হইতে ৫ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরিত হইয়াছেন। ঈশ্বর করুন সকলেই কৃতকার্য্য হউন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় অত্রত্য গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়টীকে নোয়াখালীর গবর্ণমেন্ট স্কুলের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য কমিটীতে প্রস্তাব করিবেন। যথার্থ হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয়।

আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে আমাদিগের এখানকার বার্ষিক কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইবে। আমরা অধ্যক্ষগণকে বিনয়ের সহিত নিবেদন করি, কৃষিপ্রদর্শনী মেলাতে কেবল কৃষকদিগের স্বোপার্জ্জিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে যাহাতে তাহারাই পুরস্কৃত হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহাতে দৃষ্টি রাখিবেন। কৃষকদিগের নাম দিয়া অর্থগৃধ্নু সাহেব ও বাবুদিগের স্ফীতোদর পূর্ণ করা নিতান্ত অসঙ্গত। যদি সাহেব ও বাবুদিগের উদর পূর্ণ করা হয় তাহা হইলে ইহার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা নাম না দিয়া সাহেব কি বাবুপ্রদর্শনী মেলা নাম দেওয়াই সঙ্গত হয়।

আজি কালি এখানে ব্রাহ্মদিগের নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কাহাকেই সমাজে আসিতে দেখা যায় না। কেবল ৪।৫ জন ব্রাহ্মদ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

শ্রীঃ—

———

হিন্দুধর্ম্মই এখানকার আদিম ধর্ম্ম, তৎপরে খৃষ্ট ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি কয়েকটি ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি নব ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার নাম "গুরু সত্য হরি বল।" এই মতটি দেশের পক্ষে মহানিষ্টকর হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল। পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখুন, এটি দেশের ইষ্ট বা অনিষ্টসাধক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এত দিন এটি গোপনভাবে ছিল, এক্ষণে সর্ব্বত্র ইহা প্রচারিত হইয়াছে। প্রায় ৯০ বৎসর হইল এই মতটি প্রচলিত হইয়াছে। ইহার ইতিহাস অতি সুন্দর ও অদ্ভুত। সুখসাগরের সন্নিহিত হালিসহর গ্রামের দক্ষিণ এবং কাঁচড়াপাড়ার উত্তর ঘোষপাড়া নামে একটী গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামনিবাসী রামশরণঘোষ উপরিলিখিত মতটির আবিষ্কার করেন। তিনি কোন উৎকট পীড়ায় পীড়িত হন। বহুদিবসাবধি বহুবিধ চিকিৎসা ও নানাপ্রকার উপায় করেন। কিছুতেই রোগশান্তি হইল না। পরিশেষে যন্ত্রণা অসহ্য হইলে এক দিবস ভাগীরথীনীরে জীবনবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন; এমত সময়ে দৈববাণী হইল তোমার জলমগ্ন হইয়া প্রাণপরিত্যাগের প্রয়োজন নাই। তুমি অহরহঃ কায়মনোবাক্যে এবং ভক্তিসহকারে "গুরু সত্য হরি বল" বলিয়া জপ করিও, তাহা হইলেই রোগ হইতে মুক্ত হইবে। তিনি এই কথা শুনিবামাত্র সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত দৈববাক্য জপ করাতে অল্পদিবসমধ্যেই আরোগ্যলাভ করেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য নিকটবর্ত্তী গ্রামনিবাসী ও প্রতিবাসী রুগ্ন ব্যক্তিরা প্রতিদিন তাঁহার নিকট

সমাগত হইতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতিকাতরস্বরে তাঁহার আরোগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। ঘোষজ মহাশয়ের যোগ কিছুতেই ভঙ্গ হ না। উপর্য্যুপরি বএক দিবস এইরূপ ক ... দৈবাৎ এক দিবস তাঁহার যোগ ভঙ্গ হইল। চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে কএক জন লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেন বাপু! তোমরা এরূপে আমার সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। তাঁহারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হওয়াতে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন আমরা আপনকার আরোগ্যের কারণ জানিতে নিতান্তই অভিলাষী হইয়াছি। এক্ষণে যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলেন তাহা হইলে পরমোপকৃত হই। তিনি গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন আমি " গুরু সত্য হরি বোল " বলিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি. তোমারাও বল অবশ্যই আরোগ্যলাভ করিবে। তাঁহারা এই বাক্য শিরোধার্য্য ও অমোঘ বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। সময়গুণে বা বিশ্বাসবলে কাহার কাহার আরোগ্যও হইল। এইরূপে ক্রমশই এই মতটি চারি দিগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতিপ্রদেশে ও নগরে এই ধর্ম্মালোক প্রবেশ করিয়াছে। এদেশীয় অধিকাংশ অশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী এই ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। এখন স্থানে স্থানে এক এক আডডা দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম ঘোষ পাড়ার আড্‌ডা। উক্ত রামশরণ ঘোষের বংশপরম্পরা উক্ত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। প্রতিবৎসর দোলযাত্রার সময় এখানে মহাসমারোহপূর্ব্বক একটি করিয়া মেলা হইয়া থাকে। এই সময়ে এই স্থানে এই ধর্ম্মাক্রান্ত নানাজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ নানা দিগ দেশ হইতে আসিয়া একত্রমিলিত হন। হাতী ঘোড়া গাড়ি পালকীপ্রভৃতিতে মেলাস্থানটি পরিপূরিত হয় এবং বিবিধ মনোহর ও উপাদেয় দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে। লোকের কোলাহলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমোদের পরিসীমা থাকে না। নানাজাতীয় স্ত্রীপুরুষ একত্র শয়ন ও একত্র ভোজন করে। ঘোষবংশীয়দিগের আয়ের সীমা নাই। বিবিধ উপাদেয় ও সুখাদ্য সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। টাকা রাখিবার স্থান থাকে না। দুঃখের কথা কি বলিব! কতশত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ ঘোষবংশীয় ব্যক্তিগণকে অর্থপ্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করেন ও তাঁহাদের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ও লেহন করেন। বিশপেরা রোমান ক্যাথলিকদিগকে যেরূপ সম্মান ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিতেন, প্রদেশীয় আড্‌ডার কর্ত্তারা ঘোষ বংশজদিগকে সেইরূপ প্রতিবৎসর সম্মানচিহ্ন স্বরূপ কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রদেশস্থ আডডা। ইহাদের আচার ব্যবহার কিছু অধিক বিস্ময়কর। ডোম, হাড়ী, বাগ্দী যে কোনজাতীয় হউক না কেন কেহ না কেহ ঐ আডডার কর্ত্তা হইয়া বসে। ইহাকে গুরু বলে। লোকে পর কালের নিস্তারকর্ত্তা দীক্ষাগুরু অপেক্ষা ইহাকে অধিক ভক্তি করিয়া থাকে। ইহাদের আধিপত্যের সীমা নাই। ইহাদের গৃহে কোন সামগ্রীরই অভাব দেখা যায় না। ইহাদের সেবকেরা কোন প্রকার সুখাদ্য সামগ্রী পাইলে আপনারা ভক্ষণ না করিয়া এমন কি প্রাণসম পুত্র কন্যাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কর্ত্তার নিকট উপঢৌকন দেয়। অধিক কি ধন, প্রাণ, যৌবন, মান এবং কুলশীল সকলই একেবারে প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়া বসে। কত শত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে উঁহাদিগকে প্রণাম করেন এবং উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে লেপন ও লেহন করেন। কোনপ্রকার পীড়া হইলে গুরুপূজা মনন করা হয়। প্রতি শুক্রবার রজনীতে গুরুর বাটীতে একটি করিয়া অধিবেশন হয়। এই দিবস এই দলাক্রান্ত স্ত্রীপুরুষেরা একত্র মিলিত হন এবং আমোদ প্রমোদাদি করেন। যে স্থলে এত স্ত্রীপুরুষের সমাগম সেখানে যে কিরূপ ব্যবহার হয়, পাঠকগণ সহজেই বুঝিয়া লউন। যিনি এই দলভুক্ত হইতে অভিলাষী হন, তাঁহাকে এই দিবস গুরুর সমীপে আপনার অভিপ্রায় জানাইতে হয় এবং গুরুর গয়ার ভক্ষণ করিতে হয়। গয়ার ভক্ষণের কারণ এই, তাঁহার মনে বিকার আছে কি না গুরু তাহার পরীক্ষা করেন। যিনি উহ করিতে অক্ষম হন, তাঁহাকে দলে লওয়া হয় না। আমাদের দেশের লোকের কি ভ্রম! কোন কালে কে আরোগ্যলাভ করিয়াছে দেখিয়া, সেই ভক্তিতে নীচ জাতীয়ের নিকটেও দাসের ন্যায় হইয়া থাকেন। তাঁহারা কর্ত্তার নিকট নিজ নিজ অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কর্ত্তা গর্ব্বিত এবং সাহঙ্কার বাক্যে তাহার প্রত্যুত্তর দেন। এই দলের ব্যবহার এরূপ জঘন্য যে, তাহার বর্ণনা করিতেও লজ্জা হয়। ইহাদের মতে স্ত্রীভেদ এবং জাতিভেদ নাই। অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ বিধবা স্ত্রী ও লম্পট পুরুষ এই দলাক্রান্ত হন। এখানে সকলের সকলপ্রকার অভিলাষ সিদ্ধ হইতে পারে এই দলবদ্ধ হইলে বিধিবদ্ধ বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। গুরু কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্ব মনস্কাম সিদ্ধিকর্ত্তা। এখানে সকল ফলই সুপ্রাপ্য। জগন্নাথক্ষেত্রে অন্নবিচার নাই জানা ছিল, এক্ষণে এদেশেও অন্নবিচার প্রায় রহিত হইয়া আসিবে। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি নানা বর্ণের লোক উক্ত রজনীতে একত্র ভোজন করেন এবং গান বাদ্য করেন। নারীরা পুরুষের অঙ্কে এবং পুরুষেরা স্ত্রীর অঙ্কে শয়ন করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের গাত্রে ঢলিয়া পড়েন। কিছুতেই লজ্জা বোধ হয় না। এইরূপে প্রায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া কল্পতরু গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে। পাপমতি দুষ্টপ্রকৃতি পুরুষ ও কামাসক্ত অল্পবয়স্ক বিধবা ও অধিকাংশ কুলীনকন্যা ঐহিক সুখলাভার্থ এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, ইহারা পৃথিবীকে পাপে পরিপূর্ণ ও সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছে। ধর্ম্মসাধন ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পাদক মহাশয়! এদেশ কি ভয়ানক অবস্থাতেই পতিত হইয়াছে! ধর্ম্মই অবস্থার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ! সেই ধর্ম্মেই বিষম গোলযোগ ঘটিয়াছে। লোকে চিরপ্রচলিত বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ হতাদর হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা শিক্ষিত হইতেছেন তাঁহারা অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেছেন। আর যাঁহারা অশিক্ষিত তাঁহারা এই দলাক্রান্ত হইতেছেন। ধর্ম্মের গোলযোগ হওয়াতেই দেশে নানা প্রকার কুকর্ম্মের স্রোত প্রবল হইতেছে। ধর্ম্ম ভয় না থাকিলে কুকর্ম্মে কদাচ ভয় হয় না।

তারিখ ২৯ এ নবেম্বর সন ১৮৬৮ সাল জনাই। } ভবদীয় নিতান্ত বশম্বদ

—:০:—

কিছুদিন অতীত হইল মহাশয়ের সুধাময় সোমপ্রকাশে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভৃতি স্বাক্ষরকারী মহাশয়গণের পত্র পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলা[ম]। কিন্তু ১৬ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে বিজ[য়] বাবু কেশববাবুর পক্ষ হইয়া যে স্বীয় অব্যব[স্থিত]চিত্ততার বিশেষ পরিচয় প্রদান করি[য়া]ছেন, তদ্দর্শনে অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলা[ম]। ইনি কি সেই বিজয় বাবু? বোধ করি না [হই]বেন। তাহা হইলে কি এক মুখ হইতে দুইবা[র] কথন নির্গত হয়? কিন্তু আবার যখন বা[বু] স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে " যাঁহাদিগে[র] কার্য্যে কেশব বাবু বিনা দোষে জগতে কলঙ্কি[ত] হইতেছেন, তাঁহাদিগকে অনেক অনুনয় বি[নয়]

করিলাম, কিছুতেই তাঁহাদিগের উদ্যম ভঙ্গ হইল না ; অবশেষে সংবাদপত্রদ্বারা সাধারণের গোচর করিলাম ।” তখন ইনি সেই বিজয়বাবু না হইয়া যান না। বাবু এপ্রকার লিখেন কেন এবং তাহাতে ভীতই বা হইবার কারণ কি ? ইহাতে কি তাঁহার গৌরবের লাঘব হইতেছে না ? পূর্ব্বে সাবধান হইলে আর কোন কথাই সহ্য করিতে হইত না। তিনি আরও লিখিয়াছেন “ আমরা কেশব বাবুর দোষ ঘোষণা করি না।” দোষঘোষণা আর কাহাকে বলে ? অজ্ঞানকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান না করা যদি অন্যায় হয়, বিপথগামীকে সুপথ না দেখান যদি অধর্ম্ম হয় ; কেশব বাবুর কি অধর্ম্ম স্পর্শ হইতেছে না ? কারণ বিজয় বাবু প্রভৃতি বলেন “ কোন ব্রাহ্ম তাঁহার পদাবনত হইলে তিনি তাঁহাকে নিবারণ করেন না ”। নিবারণ করা কি কেশব অবশ্য কর্ত্তব্য নহে ? বিজয় বাবুকে এ লিখিতে কে অনুরোধ করিয়াছিলেন ? বুঝি, তিনি মিররসম্পাদকের তাড়না আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অথবা কেশববাবুর নাম স্মরণ করিয়া ভীত হইলেন। এই জন্যই ব্য বঙ্গবাসীদিগকে লোকে এত ঘৃণা করিয়া থাকে ? তাঁহারা আপনারাই ঘৃণার ভাজন হইতেছেন। আমার এই কয়েক পংক্তি দেখিয়া, গোসাইজী ক্রোধান্ধ হইয়া, করে করাল করাল গ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া সমর সাগরে অবতরণ করিবেন, আমিও সামান্য তৃণ কাষ্ঠাদি লইয়া আত্মরক্ষার্থ ক্রটী করিব না।

আমি এস্থলে, যদুবাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। তিনি একবার যাহা বলিয়াছেন অদ্য তাহাই বলিয়া স্বপক্ষসমর্থন করিতেছেন। বোধ করি, তাঁহাদিগের গৃহভেদ হইয়াছে ; সেই জন্যই গোসাইজী, অন্যান্যের ন্যায়, কেশববাবুর আশ্রয় লইয়াছেন। আমি কেশব বাবুর ভক্ত নহি এবং তাঁহাকে দ্বেষও করি না, তবে অন্যায় দেখিলে সকলকেই বলিতে পারি এই মাত্র।

উপসংহারকালে, কেশববাবুর পদানত মহাত্মাদিগের নিকটে, আমার জিজ্ঞাসা এই, যদি ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই ঈশ্বরানুগৃহীত হয় ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে তদীয় ভক্তগণ ঈশ্বরসমীপে যাইতে পারেন, তাহা হইলে জগদ্বিখ্যাত সদাত্মা ফেনিলন ও শিশেরো মনুষ্যগণকে হস্ত ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রেরণ করিতে পারিতেন। আর যদি সচ্চরিত্র হইলেই হয়, তাহা হইলে সমস্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তির উপাসনাই ধর্ম্ম হইত। আমাদিগের চিরন্তন হিন্দুধর্ম্ম কি অপরাধ করিয়াছে ?

ইং টেলিগ্রাফ আফিস
দানাপুর ৪ ঠা নবেম্বর
১৮৬৮ } শ্রী যোঃ

—:০:—

মহাশয় ! গত ২৭ এ কার্ত্তিক এখানে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। জিলা হাওড়ার অন্তর্গত রাউতড়া গ্রামনিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা সম্প্রতি কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছেন। ধন হইলেই লোকের উত্তম বাসস্থানাদি নির্ম্মাণ করিবার অভিলাষ হয়। এ ব্যক্তির সেই ইচ্ছা বলবতী হওয়াতে ইট গড়াইবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নগদ ৫০০ টাকা বাটীতে পাঠায়। দস্যুরা ইহার সন্ধান পাইয়া ঐ রাত্রেই সকলে আগমনপূর্ব্বক উহার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। ইহারা টাকা ও অলঙ্কারে হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। পিত্তল ও কাঁসারপাত্র গুলিতে হস্তক্ষেপ করে নাই। লুণ্ঠন কালে দুর্ব্বৃত্তেরা এত বাটুল নিক্ষেপ করিয়াছিল যে প্রতিবেশীদিগের কেহ বাটীর বাহির হইতে পারেন নাই। ষ্টেসন আমতার সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আগমন করিয়া ডাকাইত ধরিবার জন্য অত্যন্ত ধুম ধাম ধরিতেছেন। পাছে “ বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া ” হইয়া পড়ে এই আমার শঙ্কা।

এক্ষণে এ দেশের প্রায় সকল মাঠই শুষ্ক হওয়াতে রজনীযোগে দস্যুগণের গমনাগমনের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছে। অতএব পুলিষের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের নিকট আমার প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা আপন আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারী দিগকে গাঢ়নিদ্রায় আর অভিভূত থাকিতে না দেন। পরে দৌড়াদৌড়ি করা অপেক্ষা পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া বিধেয় সন্দেহ নাই।

রাউতড়া
জিলা হাওড়া
২ অগ্রহায়ণ
১২৭৫ } কস্যচিৎ ভ্রমণকারিণঃ।

—:০:—

হিন্দুপেট্রিয়ট ও সাবিত্রীচরিত।

৯ ই নবেম্বরের পেট্রিয়টে সাবিত্রীচরিতের সমালোচন দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। সাবিত্রী পাঠ করিয়া আমাদের যেরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে এবং সোমপ্রকাশ ও এডুকেশন গেজেটে যেরূপ মত প্রকাশিত হইয়াছে, পেট্রিয়টে তাহার বিপরীত দর্শন করিলাম। বোধ করি, বিজ্ঞ সম্পাদক নিজে ঐ প্রস্তাবটী লেখেন নাই। অন্য কাহাকেও তাহার ভার দিয়া থাকিবেন। যিনি হউন, লেখক বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

পেট্রিয়ট আমাদের দেশের অতি প্রধান সম্বাদপত্র। তাঁহার মত ও বাক্য অনেকের আদরণীয়। পেট্রিয়টে সাবিত্রীচরিতের সমালোচন দেখিয়া অনেকের ভ্রান্তি জন্মিতে পারে। আমরা সেই ভ্রম নিরাকরণার্থ লেখনী ধারণ করিলাম।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, “ পৌরাণিক ভাব যেরূপ থাকুক না কেন, ৩৪ পৃষ্ঠায় এক জন রাজাকে ঘোটকের রাজা ও মনুষ্যের রাজা বলিয়া বর্ণন অতিনিকৃষ্ট হইয়াছে।” আমরা সাবিত্রীর ৩৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিলাম, এরূপ বর্ণন দেখিতে পাইলাম না। আদ্যন্ত পড়িলাম, কোন স্থানেই তাদৃশ লেখা দৃষ্ট হইল না। বোধ করি পেট্রিয়টে মুদ্রাঙ্কনের ভুল হইয়াছে, ৩৪ পৃষ্ঠা না হইয়া ৪ পৃষ্ঠা হইবে। ৪ পৃষ্ঠায় নিম্ন লিখিত লেখাটী দেখিয়া সমালোচনাকারী অর্থের ভুল করিয়াছেন।

“ অশ্বপতি নরপতি, আর, রাজরাণী,
কিরূপে তোমায় ছাড়ি ধরেন পরাণী। ”

৪ পৃষ্ঠায়

পাঁচ বৎসরের বালকেও ইহার অর্থ বুঝিতে পারে ; কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচনকারী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অশ্বপতি শব্দে ঘোটকের রাজা বুঝিয়াছেন। ইহাতেই, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ ব্যুৎপত্তি ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তে যেরূপ জ্ঞান, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা পুস্তকের উপর ঈদৃশ লোকের সমালোচন কত দূর সঙ্গত ও ন্যায্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন, “ ৩য় পৃষ্ঠায় দুই পংক্তিতে সাবিত্রীর বর্ণন অতি দরিদ্র ” ইটী তাঁহার ভুল। পাঠকগণ নিম্নে দর্শন করুন।

“ নববিকসিতা বালা দিব্যকান্তিমতী,
উজলি চৌদিক রূপে, চলে মৃদুগতি
রূপের ছটায়, যেন আকাশ নন্দিনী
চমকিলা ধরাতল চপলা কামিনী।
অতুল সৌন্দর্য্য মাঝে, কিন্তু দেখ আর
স্থিরদৃষ্টি, ধীরভাব অতি চমৎকার।
প্রশংসে যুবতীকুল চঞ্চল নয়ন,
চপল স্বভাবে আর, যত কবিগণ
কিন্তু এ নবীনা বালা লাজের সহিত
ধীরভাবে স্থিরনেত্রে করে বিমোহিত।
পবিত্রতা মাখা রূপ এ হেন ললনা
নাহিক জগতে আর করিতে তুলনা ;

"যেন পবিত্রতা দেবী পৌরকোলাহল
সহিতে না পারি, আজি যায় বনস্থল।"

৩ পৃষ্ঠা

ইহা কি পর্য্যাপ্ত নহে? কতকগুলি ফল ফুলের সাদৃশ্য দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণন না করিলে কি নায়িকা বর্ণিত হয় না? গ্রন্থকার ইচ্ছা করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। সাবিত্রীর বাহ্য সৌন্দর্য্যের চিত্র করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; মনস্বিতা, পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, ধর্ম্ম-ভাবপ্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল বর্ণন করাই তাঁহার প্রধান অভিপ্রেত। তিনি তাহা সাবিত্রীচরিতের সর্ব্বস্থানে সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন।

সমালোচনকারী লিখিয়াছেন "কবি ভাষা ও ভাববিষয়ে অত্যন্ত অনুকরণকারী। মিষ্টর মাইকেল দত্ত তাঁহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন।" এ কথা অতি অগ্রাহ্য। আজি কালি যেরূপ বিশুদ্ধ রীতিতে বাঙ্গালা পদ্য লিখিত হইতেছে, সাবিত্রীচরিতের স্থানে স্থানে সেই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে; কিন্তু গ্রন্থকার কাহারও ভাষার অনুকরণ করেন নাই। মাইকেলের ও সাবিত্রীচরিতের ভাষাতে অনেক অন্তর। মাইকেলী ভাষা দুরূহ ও কর্কশ, সাবিত্রীচরিতের ভাষা সরল ও মধুর।

সাবিত্রীচরিতকার, মুখে চন্দ্রের বা পদ্মের সাদৃশ্য, নেত্রে মৃগনয়নের উপমাপ্রভৃতি যে কতকগুলি কবিদিগের সাধারণ সম্পত্তি আছে তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও ভাব অপহরণ করেন নাই। সাবিত্রীচরিত নব নব ভাবে পরিপূর্ণ। উহাতে এত নূতন ভাব আছে যে, সমুদায় উদ্ধৃত করিলে আর এক খানি গ্রন্থ হয়। নিম্নে তাহার কয়েকটী গৃহীত হইল:

"ভুলো না যাইতে যথা শিরীষমঞ্জরী
অতি কোমলাঙ্গী, মম চামর-কিঙ্করী,
সুশীতল সুশীতল ধরিয়া চামর,
এ বিজনে বীজিতেছে মোরে নিরন্তর।"

৬ পৃষ্ঠা

অনেকে শিরীষ কুসুমকে কোমল বস্তুর সাদৃশ্য দিয়া থাকেন, কিন্তু চামরস্বরূপ বর্ণন এই নূতন। যিনি শিরীষমঞ্জরী দর্শন করিয়াছেন, তিনি ইহাতে চমৎকৃত হইবেন।

"না চলে চরণ হেরে নেত্র অনিমেষে,
ফণিনী হেরিলে যথা আলোক উজ্জ্বল,
না নড়ে পুলকে রহে মোহিত অচল।"

এ ভাব আর কোথায় নাই। আলোক দেখিলে মোহিত হইয়া ফণা ধরিয়া স্থির থাকে, ইহা সর্পের প্রত্যক্ষীভূত প্রকৃতি। যিনি ভুজঙ্গের এই স্বভাব জ্ঞাত আছেন, তিনি এতৎ পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন।

"সুপক্ব সুরস ফলভরে অবনত,
দেখ সই! চারি দিকে তরু লতা কত,
পথিকের ক্ষুধা ক্লান্তি হরিবার তরে,
প্রকৃতির সদাব্রত যেন থরে থরে।"

৭ পৃষ্ঠা

"সম্মুখে হেরিলা বনে সুনীলবরণ
হোম-ধূমশিখা উঠি, ঢাকিছে গগন;
যেন জলস্তম্ভদল, সাগর-সম্বরে,
উঠি শূন্য পথে মিলে নীল জলধরে।"

১৭ পৃষ্ঠা

"উদিত হীরকভাতি শত শত তারা,
যেন দেবগণ স্বর্গে মেলি নেত্রতারা,
নিরখিছে জগতের সব আচরণ,"

২১ পৃষ্ঠা

"সুনীল আকাশে পূর্ণ শশী পরকাশে,
সুবর্ণ কলস যেন নীল জলে ভাসে।"

২১ পৃষ্ঠা

"ভাতিল চন্দনবিন্দু সাবিত্রী কপালে
উজলে উজ্জ্বলা যথা মৃগশিরাভালে।"

৮৪ পৃষ্ঠা

"বাঁধিলা কবরী স্থূল নীল কেশপাশে,
যেন মেঘ ঘনীভূত পশ্চিম আকাশে।"

১০২ পৃষ্ঠা

"মুনিপত্নী কোলে বধূ পেয়ে শোভা কি করে
স্বর্ণলতাকোলে যেন প্রবাল পল্লব।"

১১৪ পৃষ্ঠা

"যুবজন করে সদা বিনয় ভকতি,
সতীত্ব প্রভায় পূর্ণ সাবিত্রীবদন
না পারে হেরিতে, যথা মধ্যাহ্ন তপন।"

১১৮ পৃষ্ঠা

"———————হুম্ গভীর নিদায়,
বাড়িল এত যে নিশা নহে অনুমিত,
আরত পিঞ্জর দূরে করিলে চালিত,
সে পিঞ্জরবাসী শুক নারে কদাচন
বুঝিতে, কতেক দূরে করিল গমন।"

১৫৬ পৃষ্ঠা

সমালোচনকারী কি এ গুলিকে নূতন বোধ করেন না? বন্য সুস্বাদ ফল প্রকৃতির সদাব্রত স্বরূপ, ধূমশিখা জলস্তম্ভের ন্যায়, নক্ষত্রপুঞ্জ দেবগণের নেত্রতারাসাদৃশ ইত্যাদি ভাবগুলি আর কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়াছে?

সমালোচনকারী বলেন,—"গ্রন্থকার ছন্দের মনোহারিত্বসম্পাদনে অত্যন্ত অপারগ ও ভাষার মধুরতা সাধনে তাঁহার অত্যন্ত অক্ষমতা আছে।" "দুই একটী ভাল হইলেও সাধারণতঃ ছন্দের গ্রন্থন বিফল হইয়াছে।"

এ কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য। সাবিত্রীচরিতের ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল ও মধুর এবং ছন্দ যেরূপ সুসম্বদ্ধ ও মনোহর, বাঙ্গালা পদ্য গ্রন্থে এরূপ ভাষা ও ছন্দ অতি অল্প দৃষ্টিগোচর হয়। উপরে যে কবিতাগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। সমালোচনকারীর সমুদায় সাবিত্রী হইতে অন্ততঃ এক পংক্তিও কর্কশ ভাষার ও কদর্য্য ছন্দের উদাহরণ দেখান উচিত।

তিনি লিখিয়াছেন,—"এই গ্রন্থে কবিত্ব গুণের যথোপযুক্ত অংশ আছে, ইহা না বলিলে যেমন অন্যায় হয়, সেইরূপ গ্রন্থকারের ক্ষমতা তাঁহার উচ্চাভিলাষের অনুরূপ হইয়াছে এ কথা বলিলে চাটুকারিতা হইবে।"

এ কথা অবিশ্বাস্য। আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। সাবিত্রীচরিতের বিষয়টী যেমন উৎকৃষ্ট, গ্রন্থকারের ক্ষমতাও তাহার উপযোগী হইয়াছে। পতিভক্তি, পতিপ্রেম ও ধর্ম্মভাবই সাবিত্রীচরিত কাব্যের জীবনস্বরূপ। গ্রন্থকার তাহার উপদেশ অতি মনোহররূপে গ্রন্থের সর্ব্ব স্থানে প্রদান করিয়াছেন। সাবিত্রীচরিত প্রসাদগুণে ও প্রীতিকর নব নব ভাবে পরিপূর্ণ। প্রথম হইতেই গ্রন্থ জমিয়া গিয়াছে। পাঠকালে উত্তরোত্তর আগ্রহাতিশয় জন্মে এবং পাঠকের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। যিনি আদ্যোপান্ত সাবিত্রীচরিত পাঠ করিবেন, তিনিই এ কথা স্বীকার করিবেন।

ঈদৃশ ক্ষমতা কি পর্য্যাপ্ত নহে? ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

সমালোচনকারী আরও লিখিয়াছেন,—

"গ্রন্থকারের কল্পনাশক্তি কিম্বা নাটকীয় গুণ অথবা ভাষায় উত্তম অধিকার নাই।"

সাবিত্রীচরিত পুরাতন গল্প বলিয়া যে ইহাতে গ্রন্থকারের কোন ক্ষমতা প্রকাশিত হয় নাই এমত নহে। স্থানে স্থানে যে পরিবর্ত্তিত ও অতিরিক্ত নূতন বর্ণন সন্নিবেশিত করিয়া আখ্যায়িকাকে সুসঙ্গত ও স্বভাবানুগত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কল্পনাশক্তি ও নাটকীয় গুণের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে—সাবিত্রী অলৌকিক রূপলাবণ্যশালিনী হইলেও কোন ব্যক্তিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় নাই

ইহা স্বভাবসঙ্গত নহে। এ জন্য সাবিত্রীচরিতকার তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া এরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে সাবিত্রী আপন অনুরূপ বলিয়া মনোনীত না হওয়াতে অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চান নাই।

পূর্ব্ব উপাখ্যানে আছে—সাবিত্রী মনে মনে সত্যবানকে বরণ করিয়া, সভামধ্যে পিতার নিকট নিজমুখে আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত করেন, কিন্তু তাহা কন্যাজনোচিত লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধ, সুতরাং অস্বাভাবিক। এই নিমিত্ত সাবিত্রীচরিতে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সাবিত্রী স্বীয় সখীর দ্বারা পিতার নিকট আপন অভিপ্রায় জানাইয়াছেন, এরূপ লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে—মদ্ররাজ দুহিতা সাবিত্রীকে তপোবনে লইয়া গিয়া সত্যবানকে সম্প্রদান করিয়া আসেন; কিন্তু তাহা সাধারণতঃ হিন্দুপ্রথার বিরোধী এবং তাহাতে বিস্তৃত বর্ণনের অবসর নাই। এ কারণ সাবিত্রীচরিতলেখক তাহার অন্যথা করিয়াছেন, সত্যবানকে মদ্রপুরে কন্যাকর্ত্তার আলয়ে আনয়ন করা হইয়াছে। উহাতে হিন্দুরীতি রক্ষিত ও পরিণয় উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সাবিত্রী যেরূপ স্তুতিবাদ করিয়া যমের প্রসন্নতা ও বরলাভ করিয়াছিলেন, তাহা সময়োচিত ও স্বভাবসঙ্গত নহে। এ জন্য গ্রন্থকার তৎকালে ঐ স্থল ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং পরে সত্যবানের স্বপ্নবর্ণনচ্ছলে সংক্ষেপে তাহার বর্ণন করিয়াছেন। উহাতে পুনরুক্তদোষও নিবারিত হইয়াছে।

সপ্তমসর্গস্থ উপাখ্যানাংশ অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেন কিয়ৎক্ষণপূর্ব্বে সহসা চক্ষু লাভ করিলেন এবং পরে সত্যবানের স্বপ্ন বৃত্তান্ত ও পুত্রবধূ সাবিত্রী যমের নিকট শ্বশুরের নেত্রলাভ বর পাইয়াছেন, শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। স্বপ্নবর্ণনে পুনরায় শাল্বরাজ্য প্রাপ্তির বরের কথা না বলিতে বলিতে দূত আসিয়া উপনীত হইল এবং একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্র পাঠে জানা গেল প্রকৃতিবর্গ শাল্ব সিংহাসন দিবার নিমিত্ত দ্যুমৎসেনকে আহ্বান করিতেছে।

সাবিত্রীচরিতে অনেক নূতন বর্ণন সংযোজিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে বন ও তপোবনের বর্ণন, দ্বিতীয় সর্গে স্বপ্নে সত্যবানের বরমাল্য প্রাপ্তি, তৃতীয় সর্গে সাবিত্রীর দূত চতুরার পরিচয়, চতুর্থ সর্গে বিবাহার্থ পুত্রের বিদায় ও পুরপ্রবেশ, পঞ্চম সর্গে সাবিত্রীর শ্বশুরালয়ে গমন ও গৃহকার্য্য, ষষ্ঠ সর্গে বিলাপ, সপ্তম সর্গে স্বপ্নকথন ইত্যাদি অনেক নূতন বর্ণন করা হইয়াছে। ঐ বর্ণনগুলি অতি মনোহর।

গ্রন্থকার কেবল আখ্যায়িকার স্থূল অংশ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আদ্যোপান্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া সাবিত্রীচরিতকে প্রকৃতির অনুগত ও সৌষ্ঠবান্বিত করিয়াছেন।

গ্রন্থকার সর্ব্বস্থানে গ্রন্থগত ব্যক্তিদিগের ভাষা, অবস্থা ও স্বভাব রক্ষা করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কোন স্থলে তাহার বৈপরীত্য হয় নাই। ইহার ভূরি উদাহরণ দিতে পারিতাম; কেবল প্রস্তাববাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

এই সকলদ্বারা কি গ্রন্থকারের কল্পনা শক্তির ও নাটকীয় গুণের বিশেষ পরিচয় প্রদর্শিত হয় নাই?

গ্রন্থকারের ভাষায় উত্তম অধিকার নাই। এ কথায় আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার বাঙ্গলা ভাল জানেন কি না পূর্ব্বোক্ত কবিতাগুলিতেই তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

আর যে কয়েকটী দোষ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন।

সমালোচনকারী অনেক দোষারোপ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি উদাহরণপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার বাক্য সপ্রমাণ করেন নাই। তাঁহার নিকট প্রার্থনা, হয় তিনি উদাহরণ দেখাইয়া তাঁহার মত সমর্থন করেন, না হয় আপনার ভ্রম স্বীকার করেন।

অনেক সময় পেট্রিয়টে বাঙ্গলা পুস্তকের উপর অযথা উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পেট্রিয়ট সম্পাদকের কর্ত্তব্য একটু বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা পুস্তকের দোষ গুণ বিচার করেন।

২০ এ অগ্রহায়ণ। এক জন পাঠক।

—:০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ভট্টাচার্য্য আলাহাবাদ ৩৮

„ „ উমেশচন্দ্র মণ্ডল চুচুড়া
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩

„ „ কেদারনাথ দত্ত মিরট
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩

„ „ ললিতমোহন রায় চকদীঘী
১২৭৫ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৬ কার্ত্তিক ১৩

„ „ তারিণীপ্রসাদ ঘোষ [illegible]
১৮৬৮ নবেম্বর হইতে ৬৯ অক্টোবর ১৩

শ্রীযুক্ত মুন্সি গোলামহোসেন রঙ্গপুর ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৬ সংখ্যা।

"প্রবঞ্চনা প্রজানিধিনায় পার্থিবঃ সুবঞ্চনা স্বনিমন্ত্রণী ন ধীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৮ ই পৌষ। ১৮৬৮। ২১এ ডিসেম্বর { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৫০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক অর্থলাল সার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের স্বত্বলোপ পূর্ব্বক গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিশিষ্ট শ্রম না করিয়া অন্যের বহু আয়াস সম্ভূত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ওল্ট পাল্ট করিয়া সেখানি নিজের "[illegible]" দিয়া প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভাগ্যক্রমতঃ হয়ত এরূপ গ্রন্থের স্থলবিশেষে সমাদর হয়। সংস্কৃত গ্রন্থসম্বন্ধে এই শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট হইতেছে।

সাধারণের এই একটী সংস্কার আছে সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকতা নাই সুতরাং যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন। আর যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের নষ্টোদ্ধার করা হউক না, বেশ মনে করিলে অমনি সেখানি ছাপিতে পারেন লোকের চক্ষে ধূলি দিবার মত কিছু পারিবর্ত্ত করেন। ইউনিবরসিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি এরূপ উপদ্রবের বাহুল্য দেখা যাইতেছে। ক্রমে সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাতাস লাগিতে চলিল।

পরন্তু আমার প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারকৃত টীকা সহ বেণীসংহার নাটক খানি রেজিষ্টারি করান গেল. যদি কেহ তর্কালঙ্কারের অনুমতি না লইয়া তাঁহার কর্ত্তৃক সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা টীকা লইয়া আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাহা হইলে কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে নালিস করা যাইবে।

কলিকাতা ঠনঠনে } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যো-
২৭ এ অগ্রহায়ণ } পাধ্যায় প্রকাশক

মুগ্ধবোধসার

স্বল্পায়াস ও স্বল্পসময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার জন্মে এই অভিপ্রায়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, তাহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্নকর্তৃক সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠার্থগণের সুবিধার জন্য সুত্রসকল পদাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুত্রানুসারে পদসাধনের রীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

২৭ এ অগ্রহায়ণ
১২৭৫ } শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

মৃজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রেয়কারক, সুহৃদ, সহকারী, ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত "ষ্টারঅব স্কোসীয়া, ওয়ার উইক, ব্রিটিস প্রীন্স" দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে "ব্রিটিশ ফ্লাগ, কিং আরথর, ও ব্যাকস" নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ বৈভব দ্রব্যাদি ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাঞ্চ ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপাল হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন ইতি।

কলিকাতা
৫ ই ডিসেম্বর
ইং সন ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বড়দিনের ট্রেণ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী বড় দিনে রবিবারের ন্যায় আরোহী [illegible] ট্রেণ চলিবে।

বোর্ড অব এ[illegible]স
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসী [illegible]
কলিকাতা [illegible]
৫ই ডিসেম্বর } সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সি

পোর্ট কানিং ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট

রিক্লামেশন এণ্ড ডক কোম্পানি

"লিমিটেড।"

উক্ত কোম্পানির রাইস মিলনামক চাউলের কল মাতলা পোর্টে সম্প্রতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ধান উত্তমরূপ পরিষ্কার হইয়া চাউল প্রস্তুত হইবে। ধান্য হইতে চাউল প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত মূল্য পার্য্য হইল

মনকরা মূল্য।

কার্গ চাউল	৸৴	
পরিষ্কার টেবিল চাউল	॥৹	
উৎকৃষ্ট পরিষ্কার টেবিল চাউল	॥৶	[illegible] মণ

কলিকাতা ২১ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } কার্লাইল [illegible] কোর্ট এণ্ড কাম্পানি এজেণ্ট।

—:০:—

এক উদাসীনের মহৌষধ।

যাহাতে অর্শ ও হাঁপানি কাশ চমৎকার রূপে আরোগ্য হইতেছে। কিন্তু একটি ঔষধ দুর্লভ হওয়াতে পূর্ব্বে প্রকাশিত আর আর রোগের এতাদৃশ উপকার হইতেছে না। এই জন্য পুনরায় বিজ্ঞাপন যত দিন না দেওয়া যায় তত দিন অর্শ ও হাঁপানী কাশের ঔষধ ভিন্ন আর আর রোগের ঔষধ কেহ যেন না চাহেন। অর্শ রোগের আশাতীত শুভ ফল হওয়ায় অনেক অনেক আরোগ্য সমাচার হইতে মেদনীপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র নাগ মহাশয়ের পত্রখানি সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে। অতএব উক্ত রোগদ্বয়ের ঔষধ যাঁহার প্রয়োজন [illegible]বে দুই টাকা আট আনা পাঠাইলে পাইতে পারিবেন।

শ্রী হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
সহর আম্বালা পঞ্জাব

নকলপত্র।

মেদনীপুর ৩ নবেম্বর ১৮৬৮

পরম [illegible] বরেষু।

[illegible] নিবেদন মিদং—

মহাশয় [illegible] আপনাকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে [illegible]ছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। [illegible] অর্শরোগে আমি যেরূপ যাতনা পাইয়া [illegible] ঐ যন্ত্রণা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইয়া [illegible]তে আমি জীবনের প্রতি [illegible] হইয়াছিলাম, ঈশ্বরকৃপায় মহাশয়ের অনু[illegible] আপনার প্রেরিত ঔষধসেবন [illegible] দারুণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই য়াছি। [illegible] যে আমার উপকার করিয়াছেন, তাহা আ[illegible] জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। কেবল প্রীতিপুষ্প উপহার দিতেছি গ্রহণ কর[illegible]।

মহাশয় আপনার জন্মভূমি কোথায়? আপনি আম্বালাতে কত দিন অবস্থিতি করিতেছেন? [illegible] রেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিবেন। [illegible]নীর ঔষধ ঐ সন্ন্যাসী কোথায় পাইলেন [illegible] তাঁহাকে কিছু উপহারস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে কি না? আমার অর্শরোগ আরোগ্য দেখিয়া মেদিনীপুরের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়াছে।

অনুগত বন্ধু
স্বঃ শ্রীনবীনচন্দ্র নাগ

—:০:—

“হিন্দু মহিলা নাটক”।

(জোড়াসাঁকো অভিনয় সভা হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত।)

উক্ত নাটকে হিন্দু মহিলাগণের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ঠনঠনে করণওয়ালিস স্ট্রীট ১৭৬ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১ এক টাকা।

শ্রীবিপিনমোহন সেন গুপ্ত।

—:০:—

সিদ্ধান্তসিদ্ধান্তের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸৹ আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদর এণ্ড কোং পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল ২১এ অগ্রহায়ণ সংস্কৃত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য.

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸	ঐ

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /৹ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১৹ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযত করা ৬৹

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥৹

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১৹

আত্মসম্বিদ দায়িনী ১॥

প্রথম তরঙ্গিনী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

নয়নামঞ্জরু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামি প্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১।৹

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৶

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ [illegible] পঞ্জিকা ।৹

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ॥

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিতমঞ্জরী ইহাতে নিউটনের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১৹

ইংরাজি ১৮২৯ সালের এষ্ট্রাঙ্গের কী ১।।৶

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৴

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸৹

মনিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২॥৹

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪॥৹

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উষাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণু শর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।

——::——

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ৷৹।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

——:০:——

বিক্রয়ার্থ।

গার্‌ডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

মিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

——০——

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত কলিকতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে অহ্বান করিতেছেন আমি এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে, উক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা
চোরবাগান } শ্রীচন্দ্রশেখর কুণ্ডু
৪ঠা পৌষ
১২৭৫

——:০:——

কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ আমার খরিদা ১/১৸৵ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ আছে। চৌহদ্দি উত্তর সরকারী নর্দ্দামা, দক্ষিণ গলি রাস্তা, পশ্চিম শান্তিরাম সিংহের খরিদা বাটী (বসত বাটীর সংলগ্ন) পূর্ব্ব রাম লোচন রায়ের পুষ্করণী। ক্রেতৃগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক মৃজাপুরের ১০৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা
সন ১২৭৫ } শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত
১০ ই অগ্রহায়ণ } সাং হালিসহর

——:০:——

সতর্কার্থ বিজ্ঞাপন।

৩০ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হালিসহর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত তাঁহার খরিদা জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ১/১৸৵ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; কিন্তু তিনি ঐ ভূমি বিক্রয়ার্থ বিগত ১২৭৪ সালের ২১ এ মাঘ সোমবার তারিখে বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবেলায় ষ্টাম্প কাগজে রীতিমত বায়নাপত্র লিখিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নোট ১১৪৯১ নং এক কেতা ১০০ টাকা ও নগদ ১ টাকা একুনে এক শত এক টাকা বায়না লইয়াছেন, এক্ষণে আমার উকীলের বাটীতে কবালা প্রভৃতি কাগজ পত্র তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে; কিন্তু এতাবতা উক্ত গুপ্ত মহাশয় ঐ সকল কাগজ পত্র স্বাক্ষর না করিয়া বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা আমার নিকট সর্ব্বদা শারীরিক অসুস্থতাদি বিষয়ক ভান করিয়া কালব্যাজ করত আমার সহিত লিখিত পঠিত ও বায়না কৃত বিষয়ের বিক্রয়ার্থ পুনর্ব্বার সাধারণে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; সুতরাং আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যে যেন কেহ উক্ত বিষয় ক্রয় না করেন। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত রীতিমত কবালা স্বাক্ষর করিয়া উক্ত বিষয় বিক্রয় না করিলে আমারে অগত্যা তাঁহার নামে আদালতে নালীশ করিয়া বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা
সন ১২৭৫ } শ্রীবলাইচাঁদ সিংহ
১ লা পৌষ

——:০:——

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ ই[illegible] ভাগীরথী নদীর সম্বন্ধীয় জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সম্বন্ধীয় জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	২০৲	৭
মহানায়	১০	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	১	৯
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৩
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৩

সন ১৮৬৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্গের উপর		১১॥

বহরমপুর } শ্রীযুক্ত সি. ই, উইল্স
১০ ডিসেম্বর } একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
১৮৬৮। } বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

সর জন লরেন্স ও তাঁহার ভারতবর্ষপরিত্যাগ।

সর জন লরেন্সের শাসনকাল শেষ হইয়া আসিল; তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি কিরূপ স্বভাবের লোক, তিনি ভারতবর্ষ কিরূপ শাসন করিলেন এবং ভারতবর্ষের কি কি উপকার করিলেন, এ সময়ে এগুলির গণনা করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে।

সর জন লরেন্স অতিশয় ধার্ম্মিক। ধার্ম্মিক ব্যক্তির সত্যবাদিতা স্বকর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও সাধুতাপ্রভৃতি যেসকল গুণ থাকে, ইহাঁতে সে সমুদায় লক্ষিত হয়। তবে একটী দোষ এই, ধর্ম্মবিষয়ে ইহাঁর কিছু গোঁড়ামী আছে। গোঁড়ামী থাকিলে অন্যের প্রতি অনুচিত অবিশ্বাস প্রভৃতি যে যে দোষ থাকে ইহাঁতে তাহা অদৃষ্ট নয়। এ দেশীয়েরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নন বলিয়া ইনি এ দেশীয়দিগকে সমুচিত বিশ্বাস করিতেন না। এতন্নিবন্ধন যাবতীয় কার্য্যে তাঁহার

পক্ষপাতশূন্য ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল এতাবন্মাত্র নয়; এদেশীয় দিগের উপরে বিশ্বাস ছিল না বলিয়া তাঁহার অধিকারকালে অসঙ্গতরূপ সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে এদেশীয়েরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, অতএব পাছে ইহাঁরা বিদ্রোহানুরাগী হন, তাঁহার এই আশঙ্কা ও এতন্নিবন্ধন অবিশ্বাস ছিল বটে; কিন্তু তিনি ইহাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে ইহাঁদের সংসর্গলাভের ও উভয় জাতির বিদ্বেষোন্মূলনের চেষ্টা করিতেন। তিনি কলিকাতার বিশপের গৃহে আহূত ব্যক্তিদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া সমাদর করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ আত্যন্তিকতা আছে বটে; কিন্তু তিনি ধর্ম্মান্ধ ও অন্য ধর্ম্মবিদ্বেষী নহেন। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্ম দিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছেন। সর সিসিল বীডন হিন্দুদিগের গঙ্গাযাত্রারীতি রহিত করিবার চেষ্টা পান, তিনি তাহাতে সম্মতিপ্রদান করেন নাই।

অত্যাচারনিবারণবিষয়ে সর জন লরেন্সের সবিশেষ ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল। এই ইচ্ছানিবন্ধন তিনি সমাচারপত্রের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সমাচার পত্রে কাহার কোনপ্রকার অত্যাচার সমাচার প্রচার হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারচেষ্টা করিতেন। তিনি যে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের সুবিধা করিয়া দিবার নিমিত্ত সমধিক যত্নবান হন, ঐ ইচ্ছাই তাহার মূল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা ছিল, কার্য্য সেরূপ হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞত্ব ও অধ্যবসায়গুণ তত প্রবল নয়।

এদেশীয়েরা যাহাতে উন্নতিলাভে সমর্থ হন, তিনি তাহার উপায়ান্বেষণে উদাসীন ছিলেন না। কৃষকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ তাঁহার যত্ন ও ভূমিতে তাহাদিগের স্বত্বসম্পাদনচেষ্টাদ্বারাই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির সবিশেষ তীক্ষ্ণতা নাই বলিয়া তিনি প্রকৃত উপায়ের উদ্ভাবনে সমর্থ হন নাই; সুতরাং এ বিষয়েও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অন্য অন্য শ্রেণির উন্নতি লাভ হয়, এটীও তাঁহার মনোগত ছিল, কিন্তু সজাতীয়েরা ও স্বদেশীয়েরা পাছে বিরক্ত হন, এই শঙ্কায় এ মনোরথটীও সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তিনি এ দেশে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা গ্রহণপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টায় সাহসী না হইয়া ছাত্রবৃত্তিব্যবস্থাপন দ্বারা সেই অভীষ্ট আংশিক সম্পন্ন করিয়াছেন।

সর জন লরেন্স শাসনপ্রণালী সম্পর্কে কিছু নূতন করিতে পারেন নাই। ইউরোপীয়েরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিকারের ন্যায় ইহাঁর অধিকারেও মফস্বল আদালতের অগম্য হইয়া আছেন। পুলিসও কাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষলাভ করিতে পারেন নাই। অন্য অন্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল বিচার কার্য্যসম্বন্ধে একটী উন্নতির কাজ হইয়াছে। মুন্সেফদিগের আদালতগুলি অতিশয় নিকৃষ্ট অবস্থায় ছিল। উহাঁদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া উহার কিঞ্চিৎ উন্নতিসম্পাদন করা হইয়াছে।

সর জন লরেন্স অবিসম্বাদিতরূপে প্রজার অনুরাগভাজন হইতে পারেন নাই। তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার বিষয়ে সম্প্রতি যে মতদ্বৈধ হইয়াছে, তদ্দারাই তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহার বিষয়ে কতগুলি লোকের যে সংস্কার জন্মিয়াছে, নিম্নে যে পত্রখানি প্রচারিত হইতেছে, তদ্দারাই পাঠকগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"সরজন লরেন্স সামান্য পদস্থ ছিলেন, ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়াছেন; সর্ব্বসাধারণে কি তাঁহাকে পদত্যাগকালে অভিনন্দনপত্র দিবেক না? আমাদিগের "পরম বন্ধু" ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এই বলিয়া করুণস্বরে রোদন আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বণিকসমাজ ও মিসনরিদিগকে এই মাথার দিব্য দিতেছেন, সর জন লরেন্স সিমলায় থাকাতে বণিকদিগের যদি কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, এ সময়ে তাহাও বিস্মৃত হইয়া স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় সভা ও বঙ্গদেশের অন্য অন্য লোককে ফ্রেণ্ড গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা অভিনন্দন দিবেন না তাহা তিনি স্থির করিয়াছেন। তবে এই কথা বলিয়াছেন, যদি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের লোকে বঙ্গদেশের ও সাধারণ মতের উপরে প্রভুত্ব করিতে পারিতেন তাহা হইলে "জান লরেন সাহেবের" নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

ফ্রেণ্ড যে ভিক্ষা চাহিতেছেন, তাহা অতি যৎসামান্য। স্মরণার্থ অট্টালিকা নয় স্তম্ভ নয়, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি নয়, চিত্রপট নয় এবং ফটগ্রাফও নয়, সামান্য কাগজে লিখিয়া সকলে বল যে সর জন লরেন্স সাধারণের উপকার করিয়াছেন। এই সামান্য ভিক্ষাদানে বণিকগণ অসম্মত ইংরাজ দোকানদারেরা অসম্মত, মিসনারিরাও মস্তক নাড়িতেছেন না। ভারতবর্ষীয় সভা ও বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানগণও অগ্রসর হইতেছেন না। কারণ কি? ফ্রেণ্ডের অনুরোধ কি অরণ্য রোদনের ন্যায় বিফল হইবে?

সর জন লরেন্স যে উপায়ে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবর্ত্তে পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর পদে অধিকঢ় হন তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। হেনরি লরেন্স ঋষিতুল্য লোক ছিলেন; ধর্ম্ম তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল। জন লরেন্স ডেলহৌসির বাক্য প্রমাণ করিয়া চলিতেন। পঞ্জাবের মূল বন্দোবস্ত—যাহার গুণে সর্দ্দার ও শীকেরা বিদ্রোহকালে গবর্ণমেণ্টের হইয়া অস্ত্র ধারণ করেন—হেনরি লরেন্সের দ্বারা হইয়াছিল।

যখন চতুর্দ্দিগে হাহাকার কেল্লার পর কেল্লা, নগরের পর নগর, প্রদেশের পর প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইতেছিল, যখন প্রত্যহ এক এক জন পুরাতন ও উপযুক্ত সেনাপতি অথবা দেওয়ানী কর্ম্মচারীর হত্যার সংবাদ আসিতেছিল, তখন কয়েক শত ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লীর সম্মুখে শিবির স্থাপন করে এবং শীকদিগের সাহায্যে বিদ্রোহী রাজধানী অধিকার করিয়া লয়। সেই শীক সৈনিকগণ হেনরি লরেন্সের শিক্ষিত। নিকলসন এড্‌ওয়ার্ডেস্, হডসন প্রভৃতি বীরগণ হেনরি লরেন্সের ছাত্র। যখন প্রথম বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তখন সর জন লরেন্স তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। রবর্ট মন্টগমরি মিয়ানমীরের বিদ্রোহশান্তি করেন, এতন্নিবারণের পর প্রধান কমিসনর সংবাদ পান। পেসোয়ার অঞ্চলের শান্তি সিডনি কটন ও নিকলসন হইতে হয়। পঞ্জাবে ঐসময়ে কতগুলি উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহারাই বিদ্রোহশান্তি করেন। তবে সর জন লরেন্সের এইপর্য্যন্ত প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, তিনি তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন নাই। তিনি নিজের কার্য্যের মধ্যে বারম্বার সেনাপতি আন্সনকে বিনা কামানে ও রসদে সম্মুখস্থ গ্রামসকল লুঠ করিতে করিতে দিল্লী আক্রমণ করিতে উত্তেজনা করেন। তাঁহার পরামর্শের অনুসরণ করিলে সপাটু অবধি দিল্লী পর্য্যন্ত সাধারণ্যে বিদ্রোহ হইত। সেনাপতির পঞ্জাবের সহিত সম্বন্ধ থাকিত না; সৈন্যগণ হতবল হইয়া শত্রুদল ভেদ করিয়া চতুর্থাংশ পরিমাণ পলায়ন করিয়া আসিত। সর জন লরেন্স যে বিদ্রোহের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই, তাহা ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে। যেরূপে ও যে কারণে হউক, বিদ্রোহের সময়ে যে যশ হয়, সেই বলে সর জন লরেন্স লার্ড এলগিনের মৃত্যুর পর গবর্নর জেনেরল হন তখন অম্বালায় যুদ্ধ হইতেছিল, ইংলণ্ডের লোকেরা ভাবিতেছিলেন মধ্য আসিয়ার লোকে অস্ত্রধারী হইয়া সিন্ধুর নিকটে আসিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা এই সুযোগে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন এমত বিপদের সময়ে পঞ্জাবের রক্ষকর্ত্তা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি শাসন কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। অনন্তর সর জন লরেন্সকে গবর্নর জেনরল পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি কি করিয়াছেন? সাধারণের হিতকর কোন মহৎ কার্য্য তাঁহাদ্বারা হইয়াছে? তাঁহা হইতে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণির আরোহীদিগের সুবিধা হইয়াছে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এটীকেও তিনি সম্পূর্ণতা পাওয়াইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ তাঁহার আজ্ঞাসত্ত্বেও রেলওয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিভিন্ন অন্য শকটে আলোক দেওয়া হয় না। তিনি খৃষ্টিয় ধর্ম্মের যে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি সৈনিক ব্যয় যে বৃদ্ধি করিয়াছেন তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার শাসনকালমধ্যে তিনি একটী সৎকার্য্য করিবার চেষ্টা পান; কিন্তু যথাসময়ে মন্ত্রীদিগের তাড়নায় তাহা হইতে বিরত হন। তিনি কৃষকদিগের যথার্থ বন্ধু; এবং যাহাতে তাহাদিগের উন্নতি হয় এটী তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা; কিন্তু তিনি যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহাতে কৃষকগণ মিথ্যা আশা পাইয়াছে মাত্র। ইহাতে বরং জমীদারদিগের সহিত তাহাদিগের মনোভঙ্গ ও তাহাদিগের কষ্ট বৃদ্ধিই হইয়াছে। সিবিলসার্ব্বিসের দ্বার বিস্তৃতরূপে উদ্ঘাটিত না করিবার কারণ সর জন লরেন্স। গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে যে কয়েক জন এদেশীয়কে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতেছেন তন্নিমিত্ত আমরা সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের নিকটে ঋণী হইয়াছি। সর জন লরেন্সের রাজস্বপ্রণালী প্রশংসনীয় নয়। ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া শেষে যে সে প্রকারে কর আদায় করা তাঁহার রাজনীতি। তাঁহার সময়ে যে কয়েকটী কর করা হইয়াছে, তাহার সমুদায় ক্ষয়কারী কর। মিউনিসপাল প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু লোকে অত্যাচারপীড়িত হইয়া প্রত্যহ চীৎকার করিতেছে, তথাপি তিনি এতদ্ঘটিত অত্যাচার নিবারণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তাঁহা হইতে বিশেষ ইষ্টলাভ হয় নাই তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহার চক্ষে ধূলি দি। ১৮৬৪ অব্দের ১৩ ই জানুয়ারির মন্তব্য ব্যর্থ করিয়াছেন। শিক্ষাকরের প্রস্তাবে কেবল কতগুলি লোককে চটান হইয়াছে। রেলওয়ে, রাস্তা, খালপ্রভৃতি বিষয়ে তিনি কি করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ও দিকে ১১ কোটি টাকা বারিকে ব্যয় হইল, এব রুশীয়ার ভয়ে পেসোয়ার পর্য্যন্ত মরুভূমির মধ্য দিয়া রেলওয়ে হইতেছে, এ দিকে ভারতবর্ষের উদ্যানতুল্য পূর্ব্ববাঙ্গালায় একটী উত্তম রাস্তাপর্য্যন্ত হইল না। ক্ষেত্রে জলসেচনার্থ খাল কাটা যে কবে হইবে তাহা ঈশ্বর জানেন। গবর্ণমেণ্ট বাটীর পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী অর্দ্ধপরিপূর্ণ নদী আছে; অল্প টাকায় ইহার সংস্কার করিলে ২০ লক্ষ লোকের উপকার হয়, সর জন লরেন্স এক জন ইঞ্জিনিয়র প্রেরণ করিয়াও ইহার এক বার পরিদর্শন করিলেন না। আমাদিগের বিচারালয় ও বিচারপ্রণালী সর জন লরেন্সের কোন ধার ধারেন না। বিশেষের মধ্যে এই, তিনি ষ্টাম্প আইন করিয়া দরিদ্রদিগকে আপন আপন স্বত্বরক্ষায় অসমর্থ করিয়াছেন। সর জন লরেন্স লার্ড ডেলহৌসির তেজস্বিতা ধারণ করেন, এ কথা অনেকে বলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাতে উহার বিপরীত ব্যবহার দেখিতেছি। এ দিকে তিনি সর বার্টল ফ্রিয়ারকে এক সামান্য টেলিগ্রামের জন্য ভৎসনা করিলেন ওদিকে আপনি ও আপন সেক্রেটারিগণ কত টাকা সিমলাবাসে ব্যয় করিলেন তাহা একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন না। কোন গবর্নর জেনরলের সময়ে সেক্রেটারিগণ এত প্রভুত্ব করেন নাই; অথচ সর জন লরেন্স ৪৫ বৎসর ভারতবর্ষে কাটাইলেন!! বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানদিগের প্রতি তাঁহার যে ভাব তাহা কাহার অবিদিত নাই। চাটুকার ফ্রেণ্ড পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদিগের কৃতজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়াছেন; কিন্তু কটকাণ্ডের দুর্ভিক্ষকালে যে ব্যক্তি গৃধ্র শাবকদিগের পক্ষ কাটিয়া তাহাদিগকে উড্ডী

য়মান হইতে অসমর্থ করে, তাহার ভাব শাবকগণ বুঝিতে পারিয়া তাহারা যে প্রকার কৃতজ্ঞ হইয়াছিল, পঞ্জাবিগণ বিংশতিবর্ষ পরে সর জন লরেন্সের নিকটে সেইপ্রকার কৃতজ্ঞ হইবেন। বলপূর্ব্বক শাসন করা সর জন লরেন্সের রাজনীতি। ভারতবর্ষীয়দিগকে কোন শাসনকর্ত্তা এত অবিশ্বাস করেন নাই। দেশসাধারণ বিপদকালে তিনি কোন কাজ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহার প্রমাণ ১৮৬৫ অব্দের দুর্ভিক্ষ। তাঁহার বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই তিনি সৎ ও সত্যবাদী, যে বিষয়ে তাঁহার যে সংস্কার আছে, তদ্বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সংস্কার দোষশূন্য নয় বলিয়া তাঁহা হইতে বিষয়বিশেষে অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তিনি সামান্য পদ হইতে উচ্চতম পদ পাইয়াছেন। অধ্যবসায়দ্বারা লোকের যত দূর উন্নতি হইতে পারে, তিনি তাহার দৃষ্টান্ত, কিন্তু নিজের উন্নতিভিন্ন তাঁহার কার্য্যমধ্যে আর কিছু দেখা যায় না। পঞ্জাবী কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী পাদরী ও ইউরোপীয় সৈন্যগণব্যতীত আর কেহই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবেন না। হেনরি লরেন্সের জন্য গবর্ণর জেনরলের পদ ছিল। সপাহীর হস্তে তাঁহার প্রাণত্যাগ লার্ড এলগিনের মৃত্যু ও অম্বালার যুদ্ধঘটিত কাল্পনিক ভয় হওয়াতেই সর জন লরেন্স শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন এই সকল কারণে লোকে তাঁহাকে অভিনন্দন দানে উৎসুক নহেন।

—:০:০:—

মারীভয় ও তাহার ঔষধ।

এ বার অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা পীড়ার আধিক্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে আমরা জ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতির সংবাদ পাইতেছি। যে সকল স্থানে অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছে, তথায় ইহার মধ্যে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যত দূর সাধ্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতেছেন। ওলাউঠার সংবাদ আসিবামাত্র গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসকগণ ঔষধ লইয়া তথায় গমন করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেটেরা মৃত্যুর সাপ্তাহিক হিসাব প্রদান করিতেছেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় সিবিল ও সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং পুলিস কর্ম্মচারী হিসাব করিতেছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে গবর্ণমেণ্টের যেপ্রকার ঔদাসীন্য লক্ষিত হইত, এবার তাহা নাই। তথাপি অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইতেছে। কয়েকটী বিভাগ ক্রমশঃ লোকশূন্য হইতেছে। জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইলেই এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। লোকসংখ্যা করা আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অভ্যাস নয় আমাদিগের দেশীয় লোকেরাও এ বিষয়ে সাহায্য করেন না, তাহা হইলে প্রতিবৎসর কত লোক কমিতেছে তাহা জানিতে পারা যাইত এবং ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দিন দিন যে কমিতেছে, তাহার নিশ্চয় হইত।

ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই প্রতিবিধানের উপায় কি, অগ্রে অনুসন্ধান করা উচিত। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকা বিধেয় হয় না। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে সাহায্যদান করিতে পারেন এইমাত্র; কিন্তু এই সাহায্যে তাদৃশ ফল হয় না। যে ব্যক্তির শরীর পারায় পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে পটি দিলে তাহার কি উপকার হইবে? শরীরের মধ্য হইতে পারা বাহির করিয়া মূল শোধন না করিলে শরীর আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। আমাদিগের বাসপ্রণালীই রোগের নিদান। সভ্যতামূলক কতকগুলি নূতনপ্রকার অভ্যাস হইয়া উঠে। চিকিৎসকমাত্রেই বলিবেন অসভ্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবকালে কোন যন্ত্রণা ভোগ করে না। ময়দানে কাজ করিতেছে, এমন সময়ে প্রসব বেদনা হইল, তাহারা স্বচ্ছন্দে প্রসব করিল; কিন্তু যেখানে সমাজ সভ্য হইয়াছেন, সেখানে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলে চলে না। এই হেতু সভ্য জাতির মধ্যেই অধিকতর প্রসবকষ্ট দৃষ্ট হয়। অন্য অন্য পীড়ার বিষয়েও এই নিয়ম। যেসকল কারণে অসভ্য ব্যাধের কিছুই করিতে পারে না, তাহাতে সভ্য অধিবাসীকে নিঃসংশয় রুগ্ন হইতে হইবে। আমাদিগের বাসস্থানপ্রণালী পূর্ব্বেও এইপ্রকার ছিল; কিন্তু তখনকার লোকের এত পীড়া হইত না কেন? এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন। এতদুত্তরে আমরা বলিতেছি, তদানীন্তন লোকদিগের অভ্যাস, পরিশ্রম, চিন্তাপ্রভৃতির সহিত এখনকার লোকের ঐ ঐ বিষয়ের বহু অন্তর হইয়াছে। তখন অল্প পরিশ্রমে আহার চলিত। গ্রামের মধ্যে দুই তিন জন রীতিমত কাজ করিতেন। এক জন চাকুরি করিলে কুড়ি জন বসিয়া আহার করিতেন। এক্ষণে সে সকলের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইতেছে, সকলেরই অধিক চিন্তা হইয়াছে। ৪০ বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতে শুভ্র কেশ আসিয়া দেখা দেয়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এমত অবস্থায় যেসকল কারণে পূর্ব্বে লোকের পীড়া হইত না, এক্ষণে সেগুলি পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় বাসস্থান রাখিলে চলিতে পারে না। বাটীর চতুর্দ্দিকে ঝোপ; খিড়কীর পুকুর পানাপূর্ণ; পশ্চিম দিগে বাঁশ; মলমূত্রত্যাগের নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, সেগুলি রীতিমত পরিষ্কৃতও হয় না; বাটীর গৃহসকলে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; উঠানের যেখানে সেখানে ময়লা; গ্রামের মধ্যে যদি কেহ আপনার ভূমিতে শূকরের কারখানা করে, তথাপি আমরা তাহাতে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারি না। এইসকল কারণেই আমাদিগের দেশে এত পীড়া

হইতেছে। যখন আমাদিগের অভ্যাস অন্যপ্রকার হইতেছে, তখন যে আমাদিগের সেই সেকালের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্ত করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আমরা এপর্য্যন্ত বুঝিতেছি না। যেখানে পীড়া হইতেছে সেইখানকার লোকেরাই "গবর্ণমেণ্ট ঔষধ দিলেন না" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট মমে মনে বিরক্ত হন; কিন্তু কি করেন লোকলজ্জাভয়ে সাহায্য দেন। মাজিষ্ট্রেটেরা সর্ব্বদা বিভাগের পীড়ার জন্য বিব্রত হন, চিকিৎসকদিগের নিশ্বাস ফেলিবার অবসর থাকে না। এটী অতিশয় শোচনীয় অবস্থা। এ অবস্থা সত্ত্বে গবর্ণমেণ্ট সহস্র দান করিলেও ফলোদয় হইবে না; প্রকৃত উপায় আমাদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আমরা যদি আপনাদিগের বাসস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, এত অনিষ্ট হয় না। কৃতবিদ্যমাত্রেরই এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তবে গবর্ণমেণ্টকে একটী কাজ করিতে হইবে। আমাদিগের মিউনিসিপালিটি নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে। এটী আইনের দোষ নহে, মিউনিসিপালিটির সভ্য মনোনীত করিবার দোষেই হইতেছে। মিউনিসিপালিটিসমূহে কেবল কয়েক জন করিয়া স্থানীয় "বড় লোক" থাকেন; কিন্তু বীর্য্য দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত তাঁহাদিগের অল্প লোকের সম্পর্ক থাকে। মিউনিসিপালিটির মধ্যে কৃতবিদ্য ও স্বাধীন লোকদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এক কালে না হউক, অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ সভ্যকে লোকে মনোনীত করনে, এই নিয়ম করা উচিত মিউনিসিপালিটির আয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। মিউনিসিপাল টাকা হইতে অন্ততঃ ২৫ বৎসরপর্য্যন্ত পুলিষের ব্যয় লওয়া উচিত নহে। পুলিষের বেতনে সকল টাকা উড়িয়া যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী কোন কাজ হয় না। এক্ষণে পুলিষের বেতন বলিয়া যে টাকা লইয়া লাভ জ্ঞান করা হইতেছে, ঔষধ ও চিকিৎসকের বেতনে তাহা নিঃশেষিত হইতেছে, লাভের মধ্যে লোকের কষ্ট ও অনিষ্ট হইতেছে মাত্র। এইপ্রকার সর্ব্বত্র মিউনিসিপালিটি করিয়া গ্রামের জঙ্গলপরিষ্কার, পচা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার অথবা পরিপূরণ এবং বাসস্থানের প্রণালীপরিবর্ত্তনপ্রভৃতির নিয়ম করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইতে পারিবে; লোকেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা করিবেন।

ভারতবর্ষের নিষ্কর্ম্মা আফিসরগণ।

১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহঘটনা হওয়াতে বিস্তর আফিসর নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছেন, তৎপরে কোম্পানির ইউরোপীয় সৈন্যগণ রাজকীয় সেনাদলের সহিত একত্রিত হইলে আরও কতকগুলি কর্ম্মহারা হন। ইহাঁদিগের অধিকাংশের সেনাদলের মধ্যে থাকিয়া সৈনিকের কাজ করা অভ্যাস ছিল; তাঁহারা ত্রিগুণ বেতন পাইলেও কোনক্রমে সৈনিক শিবির ত্যাগ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ কোম্পানির আফিসরদিগের উপরে নির্দ্দয় ব্যবহার করাতে বিস্তর আফিসরকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থাপন্ন হইতে হয়। সর চারলস উড কতক গুলিকে পদত্যাগ করান; অবশিষ্টগুলির নিমিত্ত ষ্টাফকোর প্রস্তুত হয়। যাঁহারা ষ্টাফকোরে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহারা ব্যবসায়ে সৈনিক; চিরকাল পারেড ও যুদ্ধভিন্ন আর কিছুই জানেন না, কিন্তু ভাগ্যগুণে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার স্বত্ব পাইলেন। ষ্টাফকোরে বেতন অধিক, তদনুসারে অনেক সৈনিক পুলিষ কার্য্যে কেহ কেহবা বিচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঐসকল কার্য্যে উহাঁরা অভ্যস্ত নহেন, সুতরাং পদে পদে উহাঁদিগের অযোগ্যতার পরিচয় হইতে লাগিল। পামর্স, মার্চ, বাউইপ্রভৃতি কয়েকজন ব্যতিরেকে কোন লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডাণ্ট হইয়া কি করিতে পারিয়াছেন? ইহাঁরা ছাড়িয়া যান না; কোন কাজ না দিলেও নয়! কিন্তু দেওয়ানী কার্য্যে ইহাঁদিগের অভ্যাস নাই সুতরাং উহা ভাল লাগে না। অতএব উহাঁরা যে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? অদ্যাপি অনেক আফিসর কোন কাজ করিতেছেন না; অথচ সম্পূর্ণ বেতন লইতেছেন। নিয়মান্তর্গত প্রদেশসমূহে এক পুলিষে যাহা হউক; সমুদায় বঙ্গদেশে তিন জন মাত্র কাণ্টোনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট আছেন। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশেই ঐ মহামতিদিগের প্রাদুর্ভাব। তত্রত্য লোকেরা ক্রমশঃ আপনাদিগের শাসন ও বিচার প্রণালীর উপরে ঘৃণাপ্রকাশ করিতেছেন। পঞ্জাবে একটী প্রধান বিচারালয় ও তথায় শিক্ষিত বিচারপতিগণ ও শিক্ষিত ব্যবহারাজীব গমন করাতে গোলযোগ বাঁধিয়াছে। এইসকল কারণে গবর্ণমেণ্টকেও অগত্যা ক্রমশঃ সিবিলিয়ানদিগকে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশসমূহের বিচারকর্ত্তা করিতে হইতেছে। কাজে কাজে নিষ্কর্ম্মাদিগেরদলবৃদ্ধি হইতে বসিয়াছে অনেক রাজকীয় আফিসরও বেতনের লোভে ষ্টাফকোরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও পূর্ব্বতন আফিসরদিগকে ধরিলে এক বৃহৎ দল নিষ্কর্ম্মা লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের কোন কাজ নাই. ইহাঁরা আপন আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট নহেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগকে

গণগ্রহ জ্ঞান করিতেছেন। করপ্রদাযাঁরাও বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন নিষ্কর্ম্মা সৈনিকদিগকে সম্পূর্ণ বেতন দিয়া রাখিবার ফল কি?

আমরা তন্নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি এইসকল আফিসরকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া পদত্যাগ করিয়া পেন্সন লইবার প্রবৃত্তি দিন। পর্য্যাপ্ত পুরস্কার লাভ হইলে অনেকে সম্মত হইবেন। ষ্টাফকোর রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। কতকগুলি আফিসরকে দেওয়ানী কার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তুত করা এই দল সৃষ্টির উদ্দেশ্য; কিন্তু এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে না। পূর্ব্বে ষ্টাফকোর ছিল না; কিন্তু তখন জন মালকম, আলেকজণ্ডার বার্ণস, অর্থর কনলি, এলড্রেড পার্টিঞ্জার হেনরি লরেন্স প্রভৃতি কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হইয়াছেন। এইসকল ব্যক্তির বিংশাংশ গুণবিশিষ্ট এক জন আফিসর কি এক্ষণে দৃষ্ট হন? কেবল কতকগুলি সরকারী টাকা নষ্ট হইতেছে এইমাত্র। সৈনিকগণ শিবিরের বাহিরে না আইসেন ইহাই প্রার্থনীয়।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১লা পৌষ সোমবার।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণর জেনরলের নিজ সেক্রেটারি জে, ডি, গডন সাহেব মহীসুরের কমিসনর পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন শিষ্টাচার ও বিনয় গডন সাহেবের স্বভাবসিদ্ধ গুণ

এরূপ জনশ্রুতি গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্র সকলের তত্ত্বাবধানজন্য ৩০০০ টাকা বেতনে এক জন চিকিৎসক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। উপযুক্ত আচারিত কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলে ব্যয়সংক্ষেপে এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

রাজনীতির ন্যায় সামাজিক বিষয়েও ইংলণ্ড আমেরিকার অনুকরণ করিতেছেন। এই নিয়ম হইয়াছে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র লইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকেরা পরীক্ষা দিতে পারিবেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

বাবু রামকৃষ্ণবাঙ্কব করয় এম. এ. বোম্বাইয়ের এলফিনষ্টোন কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক হইয়াছেন। পূর্ব্বে এক জন ইউরোপীয় এই কার্য্য করিতেন। ইউরোপীয়দিগকে এদেশে সংস্কৃতের অধ্যাপক করা একপ্রকার বিড়ম্বনা।

যিনি আজি অবধি কলিকাতার ইডেন বাগান দেখিতে যাইবেন। তাঁহাকে কর দিতে হইবে। ইউরোপীয় অধিবাসীরা উদ্যানটীর রক্ষোপযোগী অর্থ প্রদান না করাতে পুলিষ কমিসনর করসংগ্রহের মানস করিয়াছেন।

২৪ পরগণার দ্বিতীয় অধঃস্থ জজ বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ছোটআদালতের চতুর্থ জজ হইয়াছেন। ইহাতে সকলেই আহ্লাদিত হইবেন। এখন যদি ২৪ পরগণার উপযুক্ত সদর আমীন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায়কে কুঞ্জবাবুর পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে গুণের পুরস্কার হয়।

নৈহাটী ষ্টেসনের নিকটে একটী বৃহৎ শূকরের কারখানা আছে। এখানে বিস্তর শূকর থাকে এবং শূকরের তৈলপ্রভৃতি প্রস্তুত হয় ইহার দুর্গন্ধে গ্রামের লোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে। কেবল কষ্ট নয়, পীড়াও হইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ এই স্থানে ওলাউঠা বিরাজ করিতেছেন। এ বার বিস্তর লোকে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। এই কারখানা অবিলম্বে বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

মহারাজা রণবীর সিংহ হাজারার গত যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্য করেন, তন্নিমিত্ত সর জন লরেন্স স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। সর জন লরেন্স বলিয়াছেন, যখন ও যত বার গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রার্থনা করেন, ততবার রাজা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। মিত্র রাজগণের উৎসাহবর্দ্ধন করিলে তাঁহাদিগের অনুরাগ দৃঢ় বদ্ধমূল হয়।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে দৃষ্ট হইল সিংহল গবর্ণমেণ্টের অনুরোধানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কলম্বোর কালেজকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছেন। সিংহলে কি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় হইবে?

রেওয়ার রাজা সর জন লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিতেছেন।

নবেম্বর মাসের শেষে ১০,৪০,৮৯,২৯০ টাকার গবর্ণমেণ্টের নোট প্রচলিত ছিল। প্রতিভূস্বরূপ ৬,৩৩,০০,০০৬ টাকা, ৩৩,৬ ,৭১৮ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য, ১,৪৭,৫০৫ টাকার অমুদ্রিত স্বর্ণ, এবং ৩,৭২,৮০,০৬১ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

পিয়নিয়র বলেন, সর উইলিয়ম মিয়রের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি যাবতীয় ষ্টেসনে বেঞ্চ রাখিবার মানস করিয়াছেন। আরোহীদিগের পক্ষে এটী সুখকর হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা ডেলিনিউস পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের উপযুক্ত সেক্রেটারি ডিকসন সাহেব পীড়ানিবন্ধন অবিলম্বে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেছেন।

মণ্টগমরির আফিস হইতে কষ্টারনামক যে ইংরাজ তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহার বিষয় উত্থাপন করিয়া ডেলিনিউস বলেন, অসাধুতা কোন জাতির এক চেটিয়া নহে। মনক্রিফ সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তিনি সাধুতার বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া জাতিপরম্পরের নিন্দা করা না হয় আমাদিগের এই অনুরোধ। এ দেশের সংবাদপত্রসম্পাদকদিগকে এ অনুরোধ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজী সংবাদপত্র বিশেষতঃ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াকে কিছু বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা উচিত।

মফস্বলের এক জন জমীদার নীল বিক্রয় করিতে আসিয়া ১০০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। চারি জন জুয়াচোর তাঁহাকে ৮০০০ টাকা ঠকাইয়া লয়। ইহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে পাতিয়ালার রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া ধূর্ত্তদিগকে ফৌজদারিতে অর্পণ করিয়াছেন।

২রা পৌষ মঙ্গলবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাইয়াছেন।

পেশোয়ার ১০ই ডিসেম্বর। কাবুল হইতে ৩রা ডিসেম্বরপর্য্যন্তের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত যুদ্ধ হয় নাই। সিয়ার আলি খাঁ এক পরিখাবেষ্টিত শিবিরে থাকিয়া বিলম্ব করিয়া শত্রুসংহার করিবার চেষ্টায় আছেন।

আজিম খাঁ ও আবদুল রহমন খাঁ আমীরের পাখণ্ডেদ করিয়া কাবুলে যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। বিস্তর সৈন্য সিয়ারআলির দলে আসিতেছে। বোম্বাইগেজেট পুনর্ব্বার বামিয়ানের যুদ্ধের এক বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সংবাদেই অধিক বিশ্বাস হয়।

জোয়ানপুর বিভাগে চারি মাসের মধ্যে ১২০০০ গরু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এত মড়কে কারণ কি, ইহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার ধাপার টোলঘরের নিকটে একটী অজগর হত হইয়াছে। এটির দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট ৯ ইঞ্চি ও পরিধি ১৭ ইঞ্চি।

১৮৬৭।৬৮ অব্দে মধ্যভারতবর্ষে ষ্টাম্প হইতে ৭,৮১,৯৬১ টাকা পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বার শতকরা ২০ টাকা অধিক লাভ দেখা যাইতেছে

দিল্লীতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। রেঙ্গুণ হইতেও এই প্রকার সংবাদ আসিয়াছে।

৩ রা পৌষ বুধবার।

কিরৌলির রাজা এক বৎসরের নিমিত্ত শস্যের কর স্থগিত করিয়াছেন, আগরা হইতে শস্য আনিবার নিমিত্ত বণিকদিগকে টাকা দেওয়া হইয়াছে, রাজ্যের স্থানে স্থানে অনাথদিগের সাহায্যার্থ অন্নসত্র হইয়াছে, সবলকায়দিগকে কর্ম্ম দিবার নিমিত্ত সাধারণের হিতকর এরূপ কতক গুলি কার্য্য আরব্ধ হইবে। যাহাদিগের শস্য এক কালে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে কর দিতে হইবে না। যাহাদিগের আংশিক ক্ষতি হইয়াছে তাঁহারা দৈণ থল্য করিয়া দিবেন। রাজার কর্ম্মচারিগণ এক্ষণে সাধুতাপূর্ব্বক কাজ করিলে হয়।

প্রধান কমিসনরের অনুরোধে নাগপুর হোসাঙ্গাবাদ, বৈতুল ও সম্বলপুরে একটী ভাঁটি খানা হইতেছে। লোকের কষ্ট পাইয়া সুরা আনিতে হয় বলিয়া ভাঁটিগুলি হইল। কি দয়া। মধ্যভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির আর ভাবনা নাই।

১৮ ই ডিসেম্বর লার্ড মেয় বোম্বাইয়ে নামিবেন সংবাদ হওয়াতে তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যথারীতি আবেদন করিয়াছেন। লার্ড মেয় তৎপরে মান্দ্রাজে গিয়া লার্ড নেপিয়রের সহিত ক্রিষ্টমাস ভোজের কয়েক দিবস অতিবাহিত করিবেন।

সম্প্রতি আদিম বিভাগে বিচারপতি নর্ম্মানের নিকটে একটী গুরুতর মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিন বৎসর হইল, দেবনারায়ণ ঘোষ নামক খড়দহের এক জন ধনী লোক দুই বিধবা স্ত্রী রাখিয়া বিনা উইলে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার বড় স্ত্রীর ভ্রাতা রাইমোহন ঘোষ ও অন্নদপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়নামক এক ব্যক্ত এক জাল উইল প্রস্তুত করিয়া আপনারা অছি হন এবং এই কথা প্রচার করিয়া দেন অছিগণের অনুমতিতে কেহ কোন কাজ করিবেন না। যে স্ত্রী অছিদিগের কথা না শুনিবেন, তাঁহাকে মাসিক ১৫ টাকামাত্র ভরণ পোষণার্থ দেওয়া হইবে। দেবনারায়ণের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম করা হয় নাই। বেণীমাধব গোস্বামী দেবনারায়ণের গুরু, তাঁহার পুত্রকে এই উইলদ্বারা রাধাবাজারের একখানি বাটী দেওয়া হয়। এবং গোস্বামী নিজে উইলের সাক্ষী হন রাইমোহন ও অন্নদাপ্রসাদ ২৪ পরগণার জজের নিকটে ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে দেবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ স্ত্রী বিধুমণি ও কনিষ্ঠা স্ত্রী ক্ষেত্রমণির নামে সার্টিফিকেট লয় তাহার পর অবধি তাহারা লুঠিতে আরম্ভ করে কয়েক সহস্র টাকা মূল্যের এক বাটী বিক্রয় করিয়া তাহারা ক্ষেত্রমণিকে রুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক কবালাতে স্বাক্ষর করাইয়া লয়। বিধুমণি ভ্রাতার সাহায্য করেন। তিন মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমণিকে রুদ্ধ রাখা হইয়াছিল। পরে তিনি মুক্ত হইয়া প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ করেন। এই নালীশ আরম্ভ হইয়াছে এমত সময়ে রাইমোহন ও অন্নদা প্রসাদ ক্ষেত্রমণির উকীল বাবু রমানাথ লাহার নিকটে গিয়া বলিল, উভয় পক্ষে রফা হইয়াছে, অতএব মকদ্দমা চালাইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা আটর্ণীর ব্যয় পর্য্যন্ত দিয়াছিল; কিন্তু ধূর্ত্ততা প্রকাশ পাওয়াতে মকদ্দমা চলিতে লাগিল। ইহাদিগের ধূর্ত্ততা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মাণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন উইল জাল ও তদনুসারী দান অসিদ্ধ; যে বাটী বিক্রীত হয় তাহাও অসিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। রাইমোহন, অন্নদাপ্রসাদ ও বেণীমাধব গোস্বামীকে ফৌজদারিতে অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। এপ্রকার ধূর্ত্তদিগের কঠিন দণ্ড হওয়া আবশ্যক।

ডেলি নিউস বলেন মুরসিদাবাদের নবাব ইংলণ্ড দর্শনার্থ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াছেন। নবাব এই মাসের শেষে দুটী পুত্র সমভিব্যাহারে বোম্বাই গিয়া জাহাজে আরোহণ করিবেন। কর্ণেল লেয়াড তাঁহার সহিত গমন করিবেন।

উক্ত পত্র বলেন নাগা ও কুকিদিগের সন্তানগণকে শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত কয়েকটী দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপনের আজ্ঞা হইয়াছে। এটী উত্তম কল্পনা। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদিগকে শান্তস্বভাব করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

অদ্যকার গেজেটে দৃষ্ট হইল, শ্রীরামপুর ও হুগলিতে গাড়ী পালকীর ভাড়ার আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। ১ লা জানুয়ারি অবধি নিরিখ হইবে। মিউনিসিপাল রাস্তা সমূহের সুপরবাইজর গাড়ী প্রভৃতির রেজিষ্টার হইবেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৮ অব্দের ৬ আইন (বিভাগীয় নগরের স্থানীয় কর আদায়ের আইন) আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি প্রচলিত হইবে। মাজিষ্ট্রেটগণকে পঞ্চায়তদিগের নাম প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে।

বালেশ্বরে আটটী নূতন রাস্তা করিবার নিমিত্ত ভূমিক্রয় করিবার ঘোষণা হইয়াছে। এ গুলি দুর্ভিক্ষের সময়ে হওয়াতে বোধ হইতেছে দরিদ্র লোকদিগকে কর্ম্ম দিয়া রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গ্রে সাহেব নিজে সতর্ক আছেন, এবং কর্ম্মচারিদিগকে যথোচিত রূপে সাবধান হইতে বলিয়াছেন।

৪ ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার।

আগামী ১৮ ই জানুয়ারি, প্রেসিডেন্সি কালেজে গলক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে। পাঁচবৎসরের নিমিত্ত বার্ষিক নিয়মে ১০০ টাকা করিয়া দুটী ছাত্র বৃত্তি দেওয়া হইবে। কৃতার্থ পরীক্ষার্থিগণ পাথেয় স্বরূপ ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে ১০০ টাকা পাইবেন। যাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া ছাত্রবৃত্তি হারাইবেন, তাঁহাদের প্রত্যাগমনার্থ ঐ প্রকার সহস্র টাকা দেওয়া হইবে। বিশুদ্ধ ইউরোপীয় ভিন্ন যাবতীয় ভারতবর্ষীয় এই ছাত্রবৃত্তি পাইতে পারিবেন। অর্থাৎ পিতা অথবা মাতার মধ্যে এক জন ভারতবর্ষীয় হইলে হইবে।

ডিকসন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করাতে গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। ডিকসন সাহেব যে প্রকার দক্ষতাসহকারে ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্পাদন করিয়া

ছেন এবং তাঁহার পরামর্শে গবর্ণমেণ্টের যে উপকার হয়, তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

রাজকুমার গোলাম মহম্মদ মহীসুরের উপকারার্থ ১,৬৫,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ইহার উপস্বত্ব হইতে ১০০ মুসলমান, ৫০ জন খৃষ্টীয়ান ও ২০ জন ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা হইবে। মহীসুরের কমিসনর এই টাকার অছি হইয়াছেন। এই দানশীলতা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ প্রকার ধর্ম্মভেদের কোন প্রয়োজন ছিল না। রাজকুমার কি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা খৃষ্টানদিগকে অধিক স্নেহ করেন?

সম্প্রতি একখানি ব্রিটিশ জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে পণ্ডিচরির শাসনকর্ত্তা নাবিকদিগের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মেসেজারিস কোম্পানি বিনা ব্যয়ে ইহাদিগকে কলিকাতায় আনয়ন করেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যয় দিতে চাহাতে তাঁহারা তাহা লইতে অসম্মত হন। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত ফরাশী শাসনকর্ত্তা ও মেসেজারিস কোম্পানির নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

রামপুরের নবাব স্বীয় রাজ্যের মধ্যে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রজার হিতাকাংক্ষী রাজাদিগের এপ্রকার নিষেধ করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু সভ্য কালে এনিষেধ ফলোপধায়ী হয় না, প্রত্যুত বিরক্তিকারক হয়।

৫ই পৌষ শুক্রবার।

বোম্বাই রেলওয়ের যে অংশ ভিলদিগের দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে, তথায় ভিলেরা সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করে। অনেকবার তাহারা শকট রেইলভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র বলেন সর্দ্দারদিগের অনুমতি পাইয়া তাহারা এই সকল উপদ্রব করে। অতএব তিনি আপনার আজ্ঞাবহ এক রেজিমেণ্ট সিপাহী চাহিয়াছেন। আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। যতই দৌরাত্ম্য হউক না কেন একজন উচ্চশ্রেণিস্থ রেলওয়ে কর্ম্মচারির হস্তে সৈন্যাধ্যক্ষতা দেওয়া অতিশয় অন্যায়।

মান্দালাইতে ব্রিটিশ পলিটিকাল এজেণ্টের অধীনে একটী আদালত ও জেল হইতেছে। ব্রহ্মদেশে ইংলণ্ডেশ্বরীর কোন প্রজা অপরাধ করিলে তথায় তাহার বিচার হইবে।

ইংলণ্ডে ক্রয় বিক্রয়ের একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্সচেঞ্জ মার্টনামক এক খানি পত্র প্রকাশিত হইতেছে। অল্প মূল্যে তন্মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনকারিরা তদ্দ্বারা এক দ্রব্যের বিনিময়ে অপর দ্রব্য ক্রয় করেন। কেহ বলেন আমার একটী কুকুর আছে তৎপরিবর্ত্তে আমি একটী আঙ্গুর চাই ইত্যাদি। এটী মন্দ নয়। কিন্তু আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে কথাইটোলার অনেক নীলামের ন্যায় দ্রব্য দেওয়াই সার হইবে।

স্পেক্টেটরে লিখিত হইয়াছে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সৈন্যদিগকে স্নাইডর দূরে থাকুক এনফলড রাইফলও দিবেন না। কিন্তু এদেশে রাইফল যুক্ত কামান, কার্তুজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। জমীদারের, কাছারিতে ধৃত প্রজাকে আনয়ন করা হইয়াছে। "করদাও" বলিয়া জমীদারের গমস্তা চিৎকার করিতেছেন। যথার্থ পাওনা বটে, এবং প্রজা টাকা আনিয়াছে। তথাপি দিবে না। দাও দাও বারম্বার বলাতে প্রজা বলিল সহজে ত নহে। কাড়িয়া লইতে পার ত লও। গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজার এরূপ ব্যবহার যেন না হয়।

৬ই পৌষ শনিবার।

টাকার বাজার ক্রমশঃ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের কাগজের মূল্য কমিতেছে এবং বাঙ্ক সুদ ও বাটার পুনর্ব্বার বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পালমাল গেজেটে রুশীয় রাজ্ঞী মৃত দ্বিতীয় ক্যাথরিণের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র রাজ্ঞী স্বীয় পুত্র (অতঃপর সম্রাট্) পালকে লিখেন। তিনি বলেন প্রজাদিগকে বুদ্ধিমান ও তর্ক শক্তিমান করা উচিত নহে। প্রজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই হইতেছে তাহারা কেবল চুপ করিয়া থাকিবে। একটী যুদ্ধ অপেক্ষা এক জন উপযুক্ত লেখকের লেখনীতে অধিক ক্ষতি করে। যে লেখক রাজনীতিজ্ঞ হইবার চেষ্টা পাইবেন তাঁহাকেই সাইবিরিয়াতে প্রেরণ করিবে। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এ পরামর্শ বিস্মৃত হন নাই। তত্রত্য সর্ব্বপ্রধান লেখক আলেকজণ্ডার হার্জেনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যদি কেহ রুশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরাগবান হইয়া থাকেন, অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার এই পত্রখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশের কাথলিকবিশপ গবর্ণমেণ্ট বাটীর গোপন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। এটী একটী মহৎ সুলক্ষণ।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ সর উইলিয়ম মিয়ার সর্ব্বসাধারণের নিকটে চাঁদার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বেলা সর্ব্বসাধারণের বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। এবার কোন দেশ স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, বোধ হয় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯০৮০ । ৯১
৪ ঐ কোং	৯০৮৵ । ৯১
৫ ঐ পবলকওয়ার্ক	১০২৷৷০ । ১০২৮
৫ ঐ কোং	১০৬ । ১০৭
৫৷৷ ঐ কোং	১১০৵ । ১১০৷৷৵

ইউরোপীয় সমাচার।

৭ই ডিসেম্বর। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট গ্রীসের রাজাকে এক পত্রদ্বারা স্পষ্টাভিধানে জানাইয়াছেন, তিনি যদি ক্রীটের শান্তিভঙ্গের সাহায্য না করিবার বিষয়ে অঙ্গীকার ও প্রতিভূদান না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহার সহিত সুলতানের মিত্রতাব ও দূত বা সংযোগ রহিত হইবে। সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দল কাডিজে অস্ত্রধারণ করিয়া রাস্তায় বেড়াইতেছিল। সৈন্যগণ তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে যেসকল সৈন্য গিয়াছিল, রাজ্ঞী তাহাদিগকে এক এক মেডাল দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:০:—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৩রা ডিসেম্বর—জে, বারলো সাহেব ব্রজতের সহকারী মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৮ই ডিসেম্বর-শাহাবাদের রেবেরেণ্ড ক্রিষ্ট ফর গষ্টাফ খৃষ্টীয়ানদিগের বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

৯ই ডিসেম্বর। ৩রা ডিসেম্বর অবধি লেপ্টনণ্ট ডবলিউ, হপকিন্স পুরুলিয়ার সবরেজিষ্ট্রার হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ১৮৫৮ অব্দের ৩৬ আইনের ২ ধারানুসারে কটকের বাতুলালয়ের দর্শক হইবেন।

ডবলিউ, রাইট সাহেব।

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাবু কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিম বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র চৌধরী চট্টগ্রামের অন্তর্গত দিয়াঙের মুন্সেফ হইবেন।

১০ ই ডিসেম্বর—রেবেরেণ্ড জে, এস, সাণ্ডিস এম, এ দমদমার প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর আর, এচ, রেণ সাহেব বেত্তিয়া উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আরও প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

বাবু কালীশঙ্কর রায় ফরিদপুর ও ভূষণার ছোট আদালতের জজ হইবেন।

মৌলবী আনোয়ার আলি ত্রিহুতের অধস্ত জজ হইবেন; কিন্তু যত দিন বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকেন, তত দিন পাটনার ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

এল, ডবলিউ, হচিন্সন সাহেব পাটনার অধস্ত জজ হইবেন।

১২ ই ডিসেম্বর—জি এফ, ওয়াসলি সাহেব পাটনার কমিসনরের বিশেষ সহকারী হইবেন।

জে, ওকিন্লি সাহেব পাটনার প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

মেদিনীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু রামকুমার বসু ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার ছোট আদালতের অন্যতর জজ হইবেন।

ই, আই, শটলওয়ার্থ সাহেব গয়ার বিদ্যা শিক্ষা সভার এক জন সভ্য হইবেন।

রেবেরেণ্ড জে, এ পেজ সাহেব খৃষ্টীয়ান দিগের বিবাহ ও বিবাহের সার্টিফিকেট দিতে পারিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর—লেপ্টনণ্ট ডবলিউ, ই, চেম্বার্স হাজারিবাগের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

লেপ্টনণ্ট কর্ণেল সি, বিয়া (যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন) ভাগলপুরের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন লেপ্টনণ্ট কর্ণেল সি, বিয়া বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন সি জেনিন্স সাহেব ভাগলপুরের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

হাজারিবাগের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট আর, এফ, এচ, পিউ সাহেব মানভূমে বদলী হইবেন।

যত দিন বাবু ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত না হন তত দিন বগুড়ার সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু হরনাথ রায় সেরাজগঞ্জ উপবিভাগের চিকিৎসা ও তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন

যত দিন এচ, সি, কর্ণেল সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর জি, এফ, হক বগুড়ার প্রতিনিধি দেওয়ানী চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

টি, এচ, এচ, শিট সাহেব মেদিনীপুরের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

১৫ ই ডিসেম্বর—বাঁকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর, এম, ওয়ালার সাহেব যশোহরে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

সি, ডি, সি উইণ্টর সাহেব বাঁকুড়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, এচ, পেজ সাহেব ঢাকার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মৌলবী নজিরুদ্দিন আহম্মদ শ্রীহট্টের অন্তর্গত রসুলগঞ্জের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু কাশীনাথ দাস চট্টগ্রামের অন্তর্গত সনদ্বীপের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু যাদবচন্দ্র দে হুগলীর অন্তর্গত উলুবেড়িয়ার মুন্সেফ হইবেন।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক হুগলীর অন্তর্গত শালিকার মুন্সেফ হইবেন।

১ লা জানুয়ারি অবধি পাটনার মাজিষ্ট্রেট মিঠাপুরের জেলদর্শক হইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন:—

গোয়ালিয়ার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হইতেছে। ভিক্ষুকের সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, অনেক গৃহস্থের পরিবারও দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করিতেছে। কোন কোন স্ত্রীলোক চীরবাস পরিধান করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ২।৩ টী সন্তান ক্রোড়ে করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের শুষ্ক মুখ ও ম্লান কান্তি দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখানে পবলিকওয়ার্কে ইতর লোকেরা কাজ পায় বটে; কিন্তু ভদ্র লোকেরা ত আর কুলী মজুরের ন্যায় খাটিতে পারেন না। গোধূম ৮।৯ সের টাকায় বিক্রয় হইতেছে। চাউল প্রভৃতি শস্যও ঐ হিসাবে বিকাইতেছে। এখনও এক আদ পসলা বৃষ্টি হইলে কিছু উপকার হইত; কিন্তু তাহার ত আর সম্ভাবনাই নাই; এখন দিন দিন শীতের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে। ঘাস না হওয়াতে গো মহিষাদির কষ্টের আর পরিসীমা নাই। এখানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যেসকল সামরিক অশ্ব, হস্তী ও বলদ আছে, তাহাদের ঘাস, ভুষপ্রভৃতি আয়োজনের জন্য গবর্ণমেণ্ট বড় ভাবিত হইয়াছেন। আগ্রা, এটোয়া, কানপুরপ্রভৃতি স্থান হইতে ঘাসপ্রভৃতি সংগৃহীত হইতেছে। আজি কালি একটী অশ্বের জন্য মাসে প্রায় এক শত টাকা পড়িতেছে। মহারাজ স্বীয় রাজ্যের সকল স্থানে ঘাসপ্রভৃতির বিক্রয় ও রপ্তানি বন্ধ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর ক্রয় করিতে পান না, মহারাজ আপনার অশ্বপ্রভৃতির জন্য সংগ্রহ করিতেছেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য মহারাজ কর আদায় স্থগিত করিয়া ও দ্রব্যাদির শুল্ক গ্রহণ রহিত করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন; কিন্তু এখন শুনিতেছি, মহারাজের কর্ম্মচারীদের অনেকে উক্ত ঘোষণার বিপরীত আচরণ করিয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করিতেছে। মহারাজের সকল বিষয়ে উত্তম বন্দোবস্ত ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী না থাকাতে অনেক বিষয়ে ইহাঁর দুর্নাম হইতেছে।

২। পলিটিকেল এজেণ্ট কর্ণেল ডেলি সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং কর্ণেল সাওয়ার সাহেবের নিকট হইতে স্বকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাওয়ার সাহেব প্রায় সকলের সহিত সদ্ভাব প্রকাশ করিতেন, তাঁহার গমনে সকলেই দুঃখিত হইয়াছেন। শুনিলাম, কর্ণেল ডেলি সাহেবের সহিত মহারাজের বড় সদ্ভাব নাই। কর্ণেল সাওয়ার সাহেবের সহিত ইহাঁর সম্প্রীতি হইয়াছিল, মহারাজ পঞ্জাবপ্রভৃতি অঞ্চলে যান নাই, কর্ণেল ডেলি সাহেবের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্ণৌ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, সাওয়ার সাহেব তাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন, এখন তাঁহার গমনে এ বিষয়ে কিছু বিশৃঙ্খলা হইতে পারে, এ জন্য আসিয়াছেন, বন্দোবস্ত করিয়া আবার যাইবেন।

৩। মধ্যভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল এজেণ্ট কর্ণেল মীড সাহেব বাৎসরিক পরি

নার্থে এখানে আসিয়াছেন। মহারাজ এক দিন মুরার ছাউনীতে ইহঁার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সম্মান বিজ্ঞাপক ২১ তোপ ধ্বনিদ্বারা মীড সাহেবকর্ত্তৃক মহারাজ আহূত হইয়াছিলেন। শুনিলাম, ৪। ৫ দিন হইল, মীড সাহেব নিজের কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে মিরাটে গিয়াছেন, এখানে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। দুর্ভিক্ষের জন্য মীড সাহেবের সহিত কোন কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সহচর আসেন নাই। কান্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট আমাদিগকে কহিয়াছেন যে তিনি প্রত্যাগমন করিলে তোমাদের সভায় এক দিন আনিব, যদি আসেন তবে তিনি কিরূপ লোক আমরা জানিতে পারিব।

৪। ব্রিগেডিয়ার জেনরেল চেম্বরলেন সাহেব সম্প্রতি মেজর জেনরল হইয়াছেন, তিনি শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবেন। ইহঁার গমনে এখানকার সকলেই দুঃখিত হইবেন। যে মহারাজ সিন্ধিয়া নানা কারণে ইংরাজদের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, এই চেম্বরলেন সাহেবের উদারতা ও সামাজিকতাগুণে বশীভূত হইয়া যখন তখন এই ছাউনীতে আসিতেন। আমাদের ন্যায় সামান্য লোকও যাঁহার নিকট সমাদর পাইত।

৫। এই সময় সৈন্যদিগের ব্যায়ামচর্চ্চার উপযুক্ত সময়। প্রত্যূষে যখন সৈনিক পুরুষেরা উঠিয়া ব্যায়ামক্ষেত্রে রণবাদ্যের সহিত বিবিধ ব্যায়ামকার্য্য করে, তোপধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত ও অশ্বের হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক আলোড়িত হয়, তখন কাহারও আর অসুদয়নিদ্রায় অভিভূত হইতে ইচ্ছা হয় না। এই সময়ে ভ্রমণ ও অঙ্গচালনা কি সুখপ্রদ !!

নদী খালপ্রভৃতির গতিরোধ যে পীড়ার এক প্রধান কারণ, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুবার নদীর জল শুষ্ক না হয় এই জন্য কস্থানে এক বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে সুতরাং জলের গতি বন্ধ হইয়াছে। এবার বর্ষা না হওয়াতে এখানে এরূপ জ্বরাদি পীড়া হইতেছে যে, বঙ্গদেশের এপিডেমিক প্রপীড়িত স্থান সকল ইহার সমকক্ষ হইয়াছে বলিলেও হয়।

১২৭৫ সাল }
১৯ এ অগ্রহায়ণ }

—:•:—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখন শ্রীহট্টের অবস্থা বড় মন্দ। আমাদিগের মনে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইতেছে। বর্ষার অতিবৃষ্টিতেই অনেক ধান্য পচিয়া গিয়াছিল। যাহা ছিল, কার্ত্তিকের অনাবৃষ্টিতে তাহাও অর্দ্ধ নষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আবার একপ্রকার কীট প্রবেশ করিয়া সমুদায় ধান্য নষ্ট ও কৃষকদিগকে নিরাশ করিতেছে, চাউলের মূল্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনই ২॥০ আড়াই টাকার ন্যূনে মধ্যমপ্রকার চাউলের মণ পাওয়া যায় না; তৈলের সের ॥০ আট আনা হইয়াছে। এক্ষণে ওলাউঠা আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছে। ছাতক, লক্ষণশ্রী, আগনা, জন্তরী, সোণাউতা, আতুয়াযান, সিংহ চাপড়, পাগলাপ্রভৃতি এ জেলার প্রায় সমুদায় পরগণাতেই এ রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন গ্রাম নাই যেখানে ওলাউঠা নাই, এখানেও দেখা দিয়াছে।

আমাদিগের প্রতিনিধি পুলিষ ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট গুড সাহেব এ বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী দেলওয়ার আলি খাঁ সকল বিষয়ে, বাবু বিজয়মাধব মুখোপাধ্যায় আইনে এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট বি জি সাহেব ভাষার পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। অত্রস্থ নবনিযুক্ত সদর থানার পুলিস ইনস্পেক্টর ঈশান বাবু এখানে আগত হইয়াছেন। ইনি এক জন কার্য্যদক্ষ সৎস্বভাবের লোক।

২২ এ অগ্রহায়ণ

১২৭৫ সাল

—:•:—

আমাদিগের আন্দুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

আমাদিগের নদীয়া জিলার সুবিচারক কার্য্যদক্ষ প্রজাহিতৈষী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এচ. বেল সাহেব মফস্বল ভ্রমণোপলক্ষে রাণাঘাটের সবডিবিজনে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে যে উদ্দেশ্যসাধনার্থ স্থানীয় বিচারপতিগণ বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস মফস্বল পর্য্যটনে প্রেরিত হন, বেল সাহেব এখানে প্রায় তৎসমুদয়গুলি প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। রাণাঘাট সব ডিবিজনের নিকটস্থ যে কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, ইনি তাহা অবলোকন করিয়াছিলেন। রাণাঘাট, উলা এবং শান্তিপুরের মিউনীসিপালিটী এবং দাতব্য চিকিৎসালয়সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত বহুতর হিতকর বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গ্রামবাসীদিগের প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। নদীয়ার সিবিল সারজন শ্রীযুক্ত ম্যাকলিয়ড সাহেব কএক দিবস তাঁহার সহিত কালাতিপাত করেন। আমরা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে, রাণাঘাটের গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বেল সাহেব তত্রত্য মিউনীসিপাল ফণ্ড হইতে ৩০০ এবং নিজ হইতে ৫০ সর্ব্বসমেত ৩৫০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আন্দুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রতিও তাঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ দৃষ্ট হইল। ইহার যাহাতে উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। কএক দিবস তিনি স্বয়ং এখানে আসিয়া অত্রত্য অভিনব স্কুলগৃহ দর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং ইহার সর্ব্বদা তত্ত্বাবধাননিমিত্ত রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আমরা আর একটী মহৎ হিতকর বিষয়ের নিমিত্ত উক্ত মহোদয়ের নিকট একান্ত বাধিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে রাণাঘাট হইতে আন্দুলিয়ার মধ্যগামী সুবিস্তীর্ণ রাজপথটীর বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছিল; এতদিনপরে উহার গতি হইবার উপায় হইয়াছে। উল্লিখিত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ রাজপথটীর সৌন্দর্য্য ও উহাতে অধিকসংখ্য লোকের গমনাগমন দেখিয়া উহার সংস্কার ও উহা পাকা করিবার বিষয়ে রাণাঘাটনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল পালচৌধুরি মহাশয়কে অনুরোধ করেন। শুনিয়া সুখী হইলাম যে এপ্রস্তাবে শ্রীগোপাল বাবুর অন্য মত হয় নাই। বাবু পৈতৃক রাস্তাটী পাকা করিবার সমুদয় ব্যয় প্রদানে স্বয়ং অক্ষম হইয়া গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয় ত্বরায় ইহার কার্য্যারম্ভ হইবে।

২। আজি কালি এ প্রদেশে আবার ভয়ানক কালস্বরূপ উলাউঠা প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইতিমধ্যে অনেকে ঐ নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল দন্তে পতিত হইয়াছেন। আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট এইস্থানের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করুন। এই সময় সিবিল সারজনদিগের অধীনস্থ কয়েক জন সব, আসিষ্টাণ্ট সারজনকে মফস্বলে পাঠাইলে ভাল হয়।

৩। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, আন্দুলিয়ার নিকটস্থ হবিবপুর সাহায্যকৃত ইংরাজি বিদ্যালয়টী যাহাতে উঠিয়া যায়, মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বেল সাহেব এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিয়াছেন। তিনি বলেন, হবিবপুর রাণাঘাট উলা ও শান্তিপুরের অধিক দূরস্থ নহে। অতএব ঐ সমুদয় স্থানে বিদ্যালয় থাকিলেই উহার কাজ চলিতে পারে, তবে ইহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যয় অনাবশ্যক।

৪। সম্প্রতি এপ্রদেশে বন্য বরাহ ও ব্যাঘ্রের উপদ্রব শুনিয়া কলিকাতা হইতে কয়েক জন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় ভদ্র লোক শিকারে আসিয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহাদিগের সহিত তুরঙ্গ মাতঙ্গ প্রভৃতি অনেক আছে। আড়ংঘাটার নিকটস্থ হবিবপুর ও বেলগড়ের মধ্যে তাঁহাদিগের শিবির হইয়াছে। বাহ্যাড়ম্বর সার না হইয়া যদি কিছু কাজ করিতে পারেন, তবেই মঙ্গলের বিষয়।

৫। চাউল ত দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে। এখানে আপাততঃ ৮০ সিক্কার ওজনে ২।০, ২।৵০, ২॥০ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইতেছে।

৬। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত মুড়াগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, আমাদিগের বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। জগৎ বাবু এক জন প্রকৃত দেশহিতৈষী, সকল স্থানের জমীদার মহাশয়দিগের তাঁহার অনুরূপ কার্য্য করা উচিত।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ধান্যনাশক কীট।

মহাশয়! ক্রমে সমাচার পত্রে যে সমস্ত বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে যে, এবার ভারতবর্ষের কোন স্থানেই সুচারুরূপে শস্য জন্মে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি (অসময়ে কোন কোন স্থানে) বৃষ্টি ও ঝড়, সুবর্ণরেখার বা দ্বার জলপ্লাবন, বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগে অতিবৃষ্টি, রাজসাহীপ্রভৃতি স্থানে প্রথমতঃ অতিবৃষ্টি ও শেষে অত্যল্পবর্ষা আসাম প্রভৃতি পূর্ব্বভাগে শস্য জন্মিবার অসুবিধা, এইসকল ঘটনা দ্বারাই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে যে, ভারতবর্ষের এবর্ষে মঙ্গল নাই।

রাজসাহীর উত্তর পূর্ব্বাংশ ও বগুড়ার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ভড় (১) ও বরেন্দ্র (২) দেশ। ঐ মৃত্তিকা ও বর্ষার গুণে, এস্থানে আমন ধান্য ভিন্ন এমন অন্য কোন শস্য জন্মে না যদ্দ্বারা এপ্রদেশের লোকের জীবিকার অর্দ্ধ সাহায্যও হইতে পারে। কিন্তু দয়াময় জগৎপাতার কৃপায় কাহারই অভাব থাকে না। সুতরাং কেবল এক আমন ধান্যের বলেই, এপ্রদেশের লোকে মহাসুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দানশক্তিও বঙ্গদেশের মধ্যে অপ্রসিদ্ধ নহে। এপ্রদেশে এমত প্রচুর ধান্য জন্মে যে, এখান হইতে কলিকাতা, ফরাসডাঙ্গা, কালনাপ্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ তণ্ডুল রপ্তানি হইয়া থাকে। যখন উৎকলের দুর্ভিক্ষে (প্রায় সকল স্থানেই) ২।৫ সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, তখনও এখানে ৫।৬ পসরী দরে চাউল পাওয়া গিয়াছে। গত বর্ষে অত্যন্ত বর্ষা ও ঝড় হওয়াতে, ধান্য ভাল হয় নাই। তথাপি ২২।২৪ পসরী দরে ধান্য বিক্রয় হইয়াছিল। এবার জ্যৈষ্ঠের শেষ অবধি ক্রমাগত ১৪।১৫ দিবসের আত্যন্তিক বর্ষণে, চাসের অনেক বিঘ্ন ঘটে; পরে অল্প বর্ষায় ধান্যের তাদৃক শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া শেষে একরূপ ফলিয়াছিল। তাহাতে লোকের কোন কষ্টের সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু হায়! কি আক্ষেপের বিষয়!! কি কুক্ষণেই নির্দ্দয় ও সর্ব্বআশাবিনাশক শীষকর্ত্তক কীট আসিয়া কৃষকদের আশা ভরসা সকলই একবারে উচ্ছিন্ন করিল!!!

এই দুষ্ট কীট দেখিতে মাটিয়া বর্ণ, প্রায় আড়াই অঙ্গুলী দীর্ঘ, (কিঞ্চিৎ অধিক) এক যবোদর স্থূল, মস্তক কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ় এবং সমস্ত শরীর অত্যন্ত কোমল। ইহারা কেবল ধান্য শীষের সন্ধিস্থল সকল কাটিয়া দেয়। প্রখর রৌদ্র ও শিশির পতনের সময়, ইহারা বিচালীর নীচে গিয়া কুণ্ডলাকারে বিশ্রাম করে। শীষ কাটা ভিন্ন, ইহাদের ধান্য কিম্বা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কোন সংস্রব নাই। কীটের প্রাণ অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর। কারণ অতি সামান্য আঘাতে গতজীবন হয়।

প্রথমতঃ ধান্যের মধ্যে একরূপ দুগ্ধবৎ পদার্থ জন্মে। তখন ঐ নির্দ্দয়েরা শীষ কর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। (৩) এবং পরে যখন ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল পুষ্ট হইল, তখন অবধি এখন পর্য্যন্তও কাটিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। সে প্রায় এক মাস গত হইল। কৃষকদের ধান্যকর্ত্তন ও মধ্যে মধ্যে চাস করিতে প্রায় ফাল্গুন মাস গত হয়। তৎপরে তাহারা চাস ও বপনকার্য্যে আষাঢ়ের প্রথম ভাগ অতিবাহিত করে। মাঘ ও ফাল্গুনে নিম্নস্থানসকলে কর্ষণ ও বপন করিবার কারণ এই যে, বর্ষার জল নিম্নস্থানেই অগ্রে সঞ্চিত হয়। এ সময়ে কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিলে, কৃষকদের কখনই মঙ্গল হয় না। সুতরাং যদি কৃষকদের সকলে মিলিত হইয়া, ধান্য কুড়াইতে নিযুক্ত থাকে, তবে আগামী বৎসরের কৃষিকার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে? অতএব ব্যয় বাহুল্য করিয়াও বর্ত্তমান ধান্য আহরণ ও আগামী বর্ষের কৃষিকার্য্য সমাপন করিবার উপায় নাই। ইহার চারিটী কারণ আছে। প্রথমতঃ এপ্রদেশের লোকসংখ্যা গতবর্ষ অপেক্ষা কিছু অধিক হয় নাই যে, তদ্দ্বারাই অধিক পরিশ্রমে উক্ত ধান্য সকল হস্তগত হইবে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা অন্যান্য স্থান হইতে ধান্য কাটিয়া ধান্য লইবার প্রত্যাশায় আসিত, তাহারা ধান্যের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাতে স্থগিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ কৃষকদের শস্যবলই সকল বলের মূল। চতুর্থতঃ কৃষিকার্য্যের গরুই প্রধান সহায়, গরুর রক্ষার জন্য ধান্যবিহীন বিচালী সকল কাটিতে হইবে। তাহাতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সময় আবশ্যক। কারণ ধান্যের গাছ আর ত শুষ্ক হয় নাই। অতএব উক্ত ধান্যসকল সঞ্চয়ের যখন কোন সদুপায় দেখা যায় না তখন উহার অধিকাংশ ন দেবায় ন ধর্ম্মায় হইয়া নষ্ট হইবে। শস্য ক্ষয়ের ফল অতি শীঘ্রই নয়নগোচর হইয়াছে। বাজারে সামান্য তণ্ডুল ৭।৮ পসরী দরে বিক্রয় হইয়াছে। এপ্রদেশের অবস্থা শেষে যে কিরূপ ভীষণাকার ধারণ করিবে, তাহা প্রজা এবং ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট, এবং সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারেন।

সোমপ্রকাশে কীটদমনসম্বন্ধে যে দুটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু ঐ নির্দ্দয় কীট বহুস্থানব্যাপী সুতরাং তাহাদিগকে কিরূপে গুড়াচণ দ্বারা নিবারণ করা যাইতে পারে? যে সময় প্রথমতঃ তাহারা মনুষ্যের নয়নগোচর হয়, তাহার অব

(১) এস্থানে অত্যন্ত বর্ষা হয়। এই স্থানেরই বিশেষ ভাব লিখা হইল।

(২) এস্থা ডাঙ্গা প্রদেশে ধান্যের গাছ করিয়া রোপণ করা হয়। কীটসকল এখানেও প্রস্তাবিতরূপে বহুতর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

(৩) এখানে আর কি কার্য্য হইবে?

বাহিত পরেই উহারা বহুসংখ্যক ও বহুস্থানব্যাপী হইয়া উঠে। উহাদিগকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন উহারা আকাশ হইতে প্রবল বারিধারার ন্যায় ভূপতিত হইয়াছে। বর্ষা অধিক হয় বলিয়া ভূমিতে ন্যূনকল্পে ২।৩ হস্ত পরিমিত বিচালী পড়িয়া থাকে। ভূমিকর্ষণসময় তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলাইবার রীতি এপ্রদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে; অতএব উহা ভবিষ্যতের কীট নিবারণের উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অবশেষে পাঠকগণ! একবার ঐ দুর্দ্দশাপন্ন কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। উহারা কি ভাবাপন্ন হইয়াছে?

জননীরে, দৃঢ়বন্ধে বান্ধিরাখি, যদি
সম্মুখে, বধয়ে পুত্রে, শাত্রব দুর্ম্মতি।
তাতে জননীর মন, যথা অক্ষমতা
হেতু হয়, বিবাদে আকুল। সেই মত,
কৃষীবল মাঠে হেরি, নির্দ্দয়, নাশক
কীট, শীষচ্যুত ভূপতিত ধান্য, করি
হাহাকার, কান্দিতেছে, হইয়া আকুল,
দিবানিশি, অন্য কর্ম্ম ত্যজি এক মনে।

জেলা রাজসাহী।
কয়চ মাড়িয়া।
১২৭৫। অগ্রহায়ণ।

বশম্বদ
শ্রী হরকুমার সরকার

—:০:—

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের ভিক্ষা।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজগৃহ পুনঃসংস্কৃত হইতেছে। উহা অন্যূন সাড়ে চারি শত টাকা (৪৫০) ভিন্ন সম্পন্ন হইবে না। প্রায় মাসাবধি ইহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিল না। এই সংস্করণের নিমিত্ত প্রায় দুই শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে এক শত পাঁচশ টাকা সংগৃহীত হইয়া সমাজসংস্করণে দত্ত হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষীয় কতিপয় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মসমাজ ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরপ্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার নিকট ভিক্ষা করিয়া স্থানবিশেষ হইতে উপকৃত হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট সবিনয়ে ভিক্ষা করিতেছি যে, এমন কি কপর্দ্দক মাত্র প্রদান পূর্ব্বক আমাদের এই দুঃখের সময়ে সহায়তা করিয়া বাধিত করুন।

দানাভিলাষী মহাশয়েরা কৃষ্ণনগরস্থ প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে প্রাপ্ত হইব।

একান্ত বশম্বদ
কতিপয় ব্রাহ্ম
কৃষ্ণনগর।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রতিবাদকারিগণ।

কেশব বাবুকে লইয়া সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। এত দিন আমরা নিস্তব্ধ ভাবে দর্শন করিলাম। ইহার তথ্য জানিবার নিমিত্ত আমাদিগের একান্ত ঔৎসুক্য ছিল এবং যতদূর জানিতে পারিলাম তাহা সাধারণের গোচর করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বৃথা গোলযোগ করা নিন্দক ও কাপুরুষের কার্য্য। যাহাতে সত্য, পবিত্রতা ও শান্তির রাজ্য বিস্তারিত হয় তাহার উপায় চিন্তা করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য। প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার সঙ্গী দুই এক জন কেশব বাবুর প্রতি গুটিকত ব্রাহ্মের পৌত্তলিকপ্রায় ভক্তি দেখিয়া সংবাদপত্রের সহায়তাদ্বারা তাহার অপনোদনের চেষ্টা পান। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যে শুভ তাহা কে না স্বীকার করিবেন? অনেক অনেক ধর্ম্মপ্রচারক ঈশ্বরাবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। কেশব বাবু অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠাদ্বারা লোকদিগের মন যেরূপ আকর্ষণ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিও সেই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। যাহা হউক, বিজয় বাবুর শেষ পত্রদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কেশব বাবু নিজে কোন দোষে দোষী নহেন, তাঁহার শিষ্যগণের অযথা ব্যবহারই অনুযোগের কারণ। এক্ষণে সংবাদপত্রে ঘোষণাদ্বারা কি ফল লব্ধ হইয়াছে তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। কেশব বাবু সাধারণের নিন্দা ও উপহাসের আস্পদ হইয়াছেন। যাঁহারা বোধবান অথবা কেশব বাবুর সহিত বিশেষরূপে পরিচিত তাঁহারা জনপ্রবাদদ্বারা চালিত হন না; কিন্তু বাহ্যদর্শী, ধর্ম্মহৃদয়শূন্য, কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিগণ আমোদ প্রমোদের একটী প্রকাণ্ড বিষয় পাইয়াছেন। এমন কি অনেক সংবাদপত্রসম্পাদকও আপনাদিগের স্বাভাবিক ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া এই দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। মহাশয়! ইহাঁদিগের অল্প বিবেচনা হেতু যদি সাধারণের মনে ভ্রান্ত সংস্কার সঞ্জাত হয় অথবা কোন নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তির যশোহানি হয় ইহাঁরা কি তন্নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন না? আমরা কেশব বাবুর দোষোদ্ঘোষণের পর তাঁহার সহিত বারংবার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া দেখিলাম, তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সরল ছিলেন এখনও সেইরূপ আছেন এবং আপনাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করা দূরে থাকুক, তিনি আপনাকে দুর্ব্বল ও পাপী বলিয়া স্বীকার করেন এবং আপনার ও অন্যের জন্য ঈশ্বরভিন্ন অন্য কেহ মুক্তিদাতা নাই, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বিজয় বাবুরা সংবাদপত্রের সাহায্যে যে বাণ (তাঁহাদিগের মতে) দোষী ব্যক্তিদিগের উপর প্রক্ষেপ করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ এক জন নির্দ্দোষী সাধু ব্যক্তির উপর পতিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা তাঁহাদের স্বাধীন তেজ প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু প্রগাঢ় বিজ্ঞতাসহকারে কার্য্য না করাতে তাঁহারা অনেক ভ্রম ও অনিষ্টের কারণ হইয়াছেন। বিজয় বাবুকে আমরা যেরূপ ভদ্রপ্রকৃতি ও ধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া জানি, তাহাতে তাঁহার শেষ পত্রখানি প্রকাশিত না হইলে আমাদিগের মন বিষম সন্দেহে আকুলিত থাকিত। তিনি যে এক শুভ উদ্দেশে অন্য এক বিপরীত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সাধারণে বিবেচনা করিতে পারেন যে, এ সময়ে কেশব বাবু প্রকাশ্যে কেন আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করুন না? একথা বলিবার কাহার অধিকার আছে? তিনি যখন দোষী নহেন, তখন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য বাধ্যও নহেন। তিনি নিজের বৃথা নিন্দা যে শুনিতেছেন না এমত নহে; কিন্তু তিনি সাংসারিক লোকের ন্যায় লোকের প্রশংসালোভে বা নিন্দাভয়ে যদি নীয়মান না হইয়া আপনা আপনি ঠিক থাকিয়া কার্য্যদ্বারা আপনার পরিচয় দিতে থাকেন, ঈশ্বরের নিকট তিনি অপরাধী হইবেন না। প্রতিবাদকারিগণ তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণের মনে যে কুসংস্কার জন্মাইতেছেন, তাহার নিবারণ করা তাঁহাদিগেরই বিশেষ কর্ত্তব্য।

এই স্থলে সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের নিবেদন যে, এক্ষণে জ্ঞান ও স্বাধীনতার কাল। তাঁহারা কোন প্রকারে যেন ইহাদের অবমাননা করেন। ইহাদ্বারা এক দিকে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার ও অন্য দিকে বিদ্রোহ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও অনুদারতা উৎপন্ন হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেরূপ জ্ঞান ও স্বাধীনতার ধর্ম্ম, ইহাতে সেইরূপ প্রীতি ও উদার ভাব থাকা আবশ্যক। মূল মত ও বিশ্বাসে ব্রাহ্মসাধারণের ঐক্য থাকিবে; কিন্তু রুচি ও অভাববিবেচনায় সামান্য বিষয়ে পরস্পরের মতের অনৈক্য দৃষ্ট হইতে পারে। ইহা স্বীকার না করিয়া যাঁহারা অন্য ভ্রাতাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগের মতস্থ করিবার চেষ্টা পাইবেন

তাহারা ভ্রমে পড়িবেন এবং অসিদ্ধমনোরথ হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

কাতপয় শান্তিদর্শনেচ্ছু।

—:০:—

শান্তিপুর ও তাহার প্রধান অভাব।

শান্তিপুরে অদ্যাপি প্রায় ৬০,০০০ লোকের বসতি আছে। ঢাকা ব্যতীত বঙ্গদেশের কোন মফস্বল নগরে এত লোকের বাস নাই। শিল্পসম্বন্ধে শান্তিপুর অবিখ্যাত নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখানে সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। এখানে নদীয়ার তুল্য পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু এক্ষণে এ সমুদায়ের পরিবর্ত্ত হইয়াছে। শান্তিপুরে বিদ্যানুশীলন অল্প। যাহা কিঞ্চিৎ হইতেছে তাহা কিছুই নহে বলিলে হয়। বিদ্যা শিক্ষাব্যতীত চরিত্রের নির্ম্মলতা হয় না। শান্তিপুরে প্রচীন সভ্যতা আছে; কিন্তু যে ধর্ম্মনীতিসংক্রান্ত দোষ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ছিল অদ্যাপিও তাহা রহিয়াছে। বরং তদানীন্তন নির্লজ্জতার উপরে ইদানীন্তন কালের বাহ্য সভ্যতা, তন্মধ্যে সুরা প্রধান আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। এন্নিবন্ধন সমাজের অবস্থা আরও মন্দ দাঁড়াইয়াছে। এই দুরবস্থা দূর করা কর্ত্তব্য। কিসে শান্তিপুরের প্রকৃত উন্নতি হয়, কিসে তত্রত্য ধর্ম্মনীতি ঘটিত কলঙ্ক যায়, ইহা জিজ্ঞাসা হইতেছে।

রাণাঘাট উপবিভাগের সৌভাগ্য প্রভাবে বাবু রামশঙ্কর সেন তথাকার ভার পাইয়াছেন, রামশঙ্কর সেন এক জন প্রসিদ্ধ লোক যখন জে, ই, ডি, বেথুন ও এফ, জে, মৌএট শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, সে সময়ে রামশঙ্কর সেন ঢাকাকালেজের সর্ব্বপ্রধান ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কয়েক বৎসর বিশেষ সুখ্যাতির সহিত শিক্ষকতা করেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে ডেপুটি মাজিষ্টেটের পদ দেওয়া হইয়াছে এবং এক্ষণে বঙ্গদেশে যত প্রধান শ্রেণির উপযুক্ত কর্ম্মচারী আছেন, তিনি তাহার মধ্যে পরিগণিত। এব্যক্তি যাহা বলেন তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। উপবিভাগের ভার পাইবা মাত্র তিনি তাহার অভাবগুলি জানিতে পারিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি প্রস্তাব করিয়াছেন, শান্তিপুরে একটী জেলা স্কুল করা কর্ত্তব্য। যখন কৃষ্ণনগর কালেজ প্রথমতঃ স্থাপিত হয়, তখন অনেকে তাহা শান্তিপুরে করিতে বলিয়াছিলেন। কেবল সদর মহকুমা কৃষ্ণনগরে হওয়াতে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। শান্তিপুরে আপাততঃ চারিটী বিদ্যালয় আছে; ইহার মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০ মাত্র ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার মধ্যে দুটীতে সাহায্য দিতেছেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম একটী বিদ্যালয়ও ভালরূপে চালিতেছে না। রাম শঙ্কর বাবু বলেন, গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় হইলে ছাত্রগণ তথায়ই গমন করিবে। ছাত্রদেয় যে বেতন হইবে তাহাতেই ব্যয়নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। বস্তুতঃ লোকসংখ্যা ও ধনের বিষয় বিবেচনা করিলে এ অনুমান মিথ্যা হইতেছে না। ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি ডিরেক্টর আটকিন্সন ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই সদনুষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত করিবেন না। শান্তিপুর সদর মহকুমা নহে সত্য; কিন্তু যদি লোক সংখ্যা ও তাঁহাদিগের অভাব বিবেচনায় বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য হয় তাহা হইলে শান্তিপুরে একটী প্রথম শ্রেণির জেলাস্কুল করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ইহা না থাকাতে আমাদিগের একটী প্রধান জনপদের শিশুগণ ও বয়স্কগণ দুশ্চরিত্র রহিয়াছেন। যদি অতিরিক্ত ব্যয় করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অনভিপ্রেত হয় তাহা হইলে হুগলির ব্রাঞ্চ স্কুলকে শান্তিপুরে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। হুগলি কালেজের পার্শ্বেই একটী শাখা বিদ্যালয় রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীবিঃ

—:০:—

সবিনয় নিবেদন।

মহাশয়! হুগলির চতুস্পার্শ্বস্থিত পল্লীগ্রামে এবৎসর জ্বরাদি রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহে প্রায় দুই একটী পীড়িত লোক পাওয়া যায়। দরিদ্র লোকেরা যার পর নাই কষ্ট পাইতেছে। একে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য তাহাতে আবার ৭।৮ বৎসর রোগের সেবা, লোক আর ঔষধ ও চিকিৎসকের ব্যয় দিয়া উঠিতে পারে না। এখানে একটীও দাতব্য চিকিৎসালয় নাই। যদিও মহম্মদ মুশিনের অনুগ্রহ ও দেশহিতৈষণাগুণে হুগলিতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় অধিককাল অবধি ছিল এক্ষণে তাহা চুচুড়ায় উঠিয়া গিয়াছে। ডাক্তর সাহেবদের থাকিবার সুবিধা হয় বলিয়া বোধ হয় চিকিৎসালয়টী এরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু মহম্মদ মুশিনের যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। হুগলির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকলের দরিদ্র লোকেরা বিনা মূল্যে চিকিৎসিত হইবে এই তাঁহার অভিপ্রায়; কিন্তু সেসকল লোক দুই তিন ক্রোশ পথ গিয়া চিকিৎসা ও ঔষধ লাভ করিতে পারে না। চুচুড়ায় তাদৃশ লোক অল্প, সুতরাং হুগলির ন্যায় তথায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনও তাদৃশ নয়। এদিকে সংক্রামক জ্বরাদি রোগে লোকে যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতেছে; অনেকে প্রাণত্যাগও করিতেছে। অধিকাংশ লোক অর্থ হীন, ঔষধ ক্রয় করিতে বা চিকিৎসকের ব্যয় দিয়া উঠিতে পারে না। একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল, তাহাও বহুদূরে নীত হইল। এঅবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা অতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। হুগলি, বালি, কেওটা, সাহগঞ্জ, বাঁশবেড়িয়া, দেবানন্দপুর, মেড়িয়া, ত্রিবেণীপ্রভৃতি গ্রাম রোগের যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছে। আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে আমি তাহাদের নাম করিলাম না। এতগুলি গ্রামের জন্য কি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় অন্ততঃ পাঁচ ছয় মাসের জন্য করা গবর্ণমেণ্টের উচিত বোধ হয় না? প্রজাদিগের বিশেষতঃ দরিদ্র অক্ষম প্রজাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদের ত্বরায় এবিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া উপায়বিধান করা উচিত। আমাদের প্রস্তাব, হুগলির নিকটে একটী চিকিৎসালয় এবং ত্রিবেণীর নিকট আর একটী চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। দুই জন নেটিব ডাক্তার ও কিঞ্চিৎ ঔষধ হইলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। গবর্ণমেণ্টের কোষ শূন্য হইবে না; কিন্তু প্রজাদের পরম হিত সাধিত হইবে।

২৯ নবেম্বর
১৮৬৮ সাল

অনেক হুগলি নিবাসী

———

কৃষকগণ! তোমরা কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া এবং মহাজনের নিকট ঋণজালে বদ্ধ হইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন কর, ফলকালে এক দল উদাসীন লোক তোমাদিগের সেই পরিশ্রমের ফল কাড়িয়া লয়; তোমরা তাহার ত্যাজ্য ভাগ (খোসা) মাত্র পাইয়া, সাতিশয় দুঃখ সন্তাপ অনুভব করিয়া থাক! তোমাদিগের এই বর্ত্তমান নিদারুণ দুঃখরাশি দূর করিবার জন্য অনেকেই সাধ্যপর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যাঁহার চেষ্টায় তোমরা কল্যাণের

সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইতে পার, সেই প্রধান রাজপুরুষ তোমাদিগের এত দুঃসহ দুঃখ দুর করিতে অদ্যাপি চেষ্টাবান হন নাই ; সুতরাং অন্যের চেষ্টায় কি হইতে পারে ? কিন্তু এত দিনে আমরা তোমাদিগকে এক শুভ সংবাদ দিতেছি, বোধ করি জগদীশ্বর এত দিন পরে তোমাদিগের সমস্ত দুঃখ দুর করিবেন।

কৃষকগণ ! তোমাদিগের সুখসমৃদ্ধি. যাঁহার একমাত্র মহত্ত্বের অধীন, সেই প্রধান রাজপুরুষ (যিনি সম্প্রতি ভারতরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আসিতেছেন,) স্বয়ং এক জন কৃষক, তিনি কৃষকের বন্ধু হইবেন সন্দেহ নাই। কৃষিকার্য্যে যে পরিমাণে পরিশ্রম ও যে পরিমাণে অর্থব্যয়, তোমাদিগের বন্ধু ভারতবর্ষের নূতন গবর্ণর জেনরল তাহা সকলই জানেন। তিনি আপন কৃষি ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া এবং অতল বারিরাশি লঙ্ঘন করিয়া তোমারদিগের দুঃখ দুর করিবার জন্য এই দূরতর ভারতবর্ষে আসিতেছেন। তোমরা এতকালের সঞ্চিত দুঃখ দূর করিয়া সেই ভারত রাজ্যের নূতন প্রভু মহামতি লার্ড মেয় মহোদয়ের আগমন প্রতীক্ষা কর, তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের মনোদুঃখ দুর করিবেন।

কলিকাতা
১২৭৫ সাল
১৪ অগ্রহায়ণ } শ্রীকৈলাসনাথ বসু।

—:০:—

পয়ঃপ্রণালীসকল অপরিষ্কার থাকিলে গ্রামের যেসকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা খড়দহে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব নাই। সত্য বটে, বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি নিবন্ধন সাধারণ্যে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু পরিমাণ ধরিতে গেলে পয়ঃপ্রণালীসকলের অপরিষ্কৃততা নিবন্ধন অল্প অনিষ্ট হয় নাই। যদ্যপি পথ ঘাটসমস্ত পরিষ্কৃত থাকে, "পয়ঃপ্রণালীসকল রীতিমত সংস্কৃত হয়" এবং ও পানার্থ পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধার ও পরিষ্কার করা যায় তাহা হইলে ক্লেদজনিত দুর্গন্ধ ও দুর্গন্ধোৎপন্ন মারীভয় সম্বন্ধে সামান্য উপকার দর্শে না। এইসকল অনিষ্ট নিবারণজন্য এখানে একটি স্বাস্থ্যসম্বন্ধনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সভা প্রথমে গবর্ণমেন্ট রাস্তার ধারের পয়ঃপ্রণালীগুলি দোয়াট মৃত্তিকায় পুরিয়া যাইতেছে দেখিয়া সেইগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য বারাকপুরের কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন। মাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিলে কার্য্য আরম্ভ হয়, এমন সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাপন্ন গোস্বামি মহোদয় বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন। পরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাঁর আপত্তি খণ্ডন করিয়া যান। মাজিষ্ট্রেট সাহেব গমন করিলেন, পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ হইল, পুনর্ব্বার গোস্বামী মহাশয় বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন। এবারে স্থির করিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত না থাকিলে তিনি কোনক্রমেই সভাকে পয়ঃপ্রণালীটির সংস্কার করিতে দিবেন না। শ্রীযুক্ত—জমীদার মহাশয়ও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদিগের যে কি অনিষ্ট হইতেছে অথবা ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এ দিকে গবর্ণমেণ্টের "ওয়াটার পাইপ" (পলতা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত) দ্বারা, যে প্রণালীর অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বে গ্রামের কোন কোন অংশের জলসকল নির্গত করা হইত, তাহা বন্ধ হইয়াছে সুতরাং একটী নূতন প্রণালী করিয়া গঙ্গা বা খালের সঙ্গে সংযোগ করিয়া না দিলে গ্রামের সেইসকল অংশের জল বাহির হইবার আর উপায় নাই। এই নূতন প্রণালটী কর্ত্তন করিবার সময়ও কাহার কাহারও আপত্তি করিবার সম্ভাবনা আছে। ইহাতে তাঁহাদিগের আপাততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু পরিণামে তাঁহারা যে কতপরিমাণে তাহার পূরণস্বরূপ পুরস্কার পাইবেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চলিতে পারিবে। অপর পুরাতন প্রণালীগুলির সংস্কার সম্বন্ধে কাহারও অকারণ আপত্তি করা নিতান্ত অবিবেকতা ও শোণিতোষ্ণতার কার্য্য সন্দেহ নাই। যাহা হউক এক্ষণে যাহাতে এই শুভ কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটু মনোযোগ করিয়া সভার আনুকূল্য করিলে দেশের মহোপকার করা হয়। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াই হউক অথবা পুলিষ প্রহরী নিয়োজিত করিয়াই হউক পয়ঃপ্রণালীগুলির সংস্কার না করাইলে গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

১০ ই ডিসেম্বর
কলিকাতা
১৮৬৮ সাল } একান্ত বশম্বদ।
শ্রীঃ—

———

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দেব বালেশ্বর ১২৭৫ পৌষ হইতে ৭৬ অগ্রহায়ণ ১৩

" " মহেশচন্দ্র বসু কলিকাতা ৫॥

" " ভুবনমোহন বসু সীতাপুর ১৩

" " মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীপুর ১৩৫

দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর ১৩

—০—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা ; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাই।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৮ সংখ্যা।

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২২ এ পৌষ। ১৮৬৯। ৪ঠা জানুয়ারি | মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম ব ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸

বিজ্ঞাপন।

হরিনাভি ইং নং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী দিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইবে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

মির্জাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক, সুহৃদ, সহকারী, ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত "ষ্টারঅব ক্লোসীয়া, ওয়ার উইক, ব্রিটিস প্রীন্ স" দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে "ব্রিটিশ ফ্লাগ, কং আর থর, ও হ্যাকস" নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধ বিক্রয়করণের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ভৈষজ্যাদি ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাঞ্চ ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপাল হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন ইতি।

কলিকাতা ৫ ই ডিসেম্বর ইং সন ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং

—:০:০:—

যৌবনোদ্যান।
ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বিরচিত। মুল্য।৶০ ছয় আনা। ১৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:০:—

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক অর্থলালসারি বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের স্বত্বলোপপূর্ব্বক গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বিহিত শ্রম না করিয়া অন্যের বহু আয়াস সম্ভূত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ওলটপালট করিয়া সেখানি নূতন "সংস্করণ" বলিয়া প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ হয় ত এরূপ গ্রন্থের স্থলবিশেষে সমাদর হয়। সংস্কৃত গ্রন্থসম্বন্ধে এই শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট হইতেছে।

সাধারণ্যে এই একটী সংস্কার আছে সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকত্ব নাই সুতরাং যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন। আর যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের নষ্টোদ্ধার করা হউক না, কেহ মনে করিলে অমনি সেখানি ছাপতে পারেন। লোকে ধাপ দিবার মত কিছু পরিবর্ত্ত ক ইউনিবর্সিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া এরূপ উপদ্রবের বাহুল্য দেখা যাইতে ক্রমে সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বা লাগিতে চলিল।

পরন্তু আমার প্রকাশিত বেণীসংহার কের প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগ হন তর্কালঙ্কারকৃত টীকা সহ বেণীস নাটক খানি রেজষ্টারি করান গেল, যদি তর্কালঙ্কারের অনুমতি না লইয়া তাঁহার সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা লইয়া আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন হইলে কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহ নালিস করা যাইবে।

কলিকাতা ঠনঠনে ২৭ এ অগ্রহায়ণ } শ্রীকেদারনাথ পাধ্যায় প্রক

—:০:—

মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চক্রবর্ত্তী "মহাশয়" (তাঁহার কনি আমাকে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবত্তি ভির রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করি আমার অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্প কেহ ক্রয় বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

মজিলপুর ১০ ই পৌষ ১২৭৫ } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্র

—:০:—

৮ ই ও ৯ ই মাঘ, ইংরাজী ২০ এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগলী বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে খিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা

শ্রুতিলিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষা ও ব্যাকরণ।

পাটী গণিত।

যন্ত্রে পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ।৵ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

———:০:———

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে অদ্য দুই প্রহরের সময় রামশরণ কুম্ভীনামক খানসামা চারলস নেকিউর ঘরের ১৫২০৪ নম্বরের গোল্ড হানটীং বিপীটার ঘড়ি একটী, মূল্য ৭০০ শত টাকা ও গলার সোনার চেইন ১ ছড়া ১০॥ ভরি মূল্য ৩০০ শত টাকা চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি এই দুই বস্তু আমাকে বাহির করিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক প্রদান করিব।

বয়স ১৭। ১৮ বৎসর, বর্ণ কাল, বাবরি নল সম্মুখের দিকে ছাটা, অবয়ব দীর্ঘাকার, নাসিকা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, সম্মুখের দুইটী দাঁত ঈষৎ উচ্চ, দেখিতে সুশ্রী নয়, শরীর কৃশ, পাটনা অঞ্চলে বাড়ী।

ঢাকা জুমরাইল
১৩ ই পৌষ
১২৭৫। সাল } শ্রীঅক্রূরচন্দ্র রায়

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের
১৫ ই হইতে ২১এ পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৪	৮
মহানায়	৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১০॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৬

সন ১৮৬৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

গঙ্গের উপর	ফুট	ইঞ্চি
	৯	০

বহরমপুর
২৮ ডিসেম্বর
১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি, ই, উইঙ্ক
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

২২এ পৌষ সোমবার।

এবার হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ের ৪ টী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষাদানার্থ গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৩ টী উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

———:০:———

শিক্ষাবিভাগ।

শিক্ষাবিভাগস্থ আগা গোড়া সমস্ত লোকেই এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, এই বিভাগস্থ কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বিচার নাই, সর্ব্বাধ্যক্ষ ডিরেক্টর সাহেবের মনোযোগ নাই এবং গবর্ণমেন্টের বিলক্ষণ তাচ্ছীল্য আছে। তাঁহারা ঐরূপ আক্ষেপের কারণপ্রদর্শনার্থ কহেন যে, ৫ বৎসর হইল ইহাঁদিগের গ্রেড (অর্থাৎ পদানুসারে বার্ষিক নিয়মে বেতনবৃদ্ধি) হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ওরূপ বেতনবৃদ্ধির তাৎপর্য্য এই যে, এই বিভাগস্থ কর্ম্মচারীদিগের আয় অপেক্ষাকৃত অল্প; ইহাঁদের উপরি লাভ নাই; অথচ ইহাঁদিগকেই সমাজ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয় এবং সময় ক্রমশই যেরূপ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে অল্প আয়ে এবং বরাবর একবিধ আয়ে ভদ্র লোকে আর মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সংসার চালাইতে পারেন না; সুতরাং অধিক আয়ের জন্য তাঁহাদিগকে বিব্রত হইয়া বেড়াইতে হয়; কাজে কাজেই অসন্তোষ ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য হয়। তাহা না হইয়া কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্টচিত্তে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং ভাল ভাল লোকসকল এই বিভাগে স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারেন' ইহাই গ্রেডসৃষ্টির উদ্দেশ্য। গ্রেড হইল; কিন্তু কাহাদের হইল? যাঁহারা পাঁচ শত টাকার অধিক বেতন পান, তাঁহাদের! পাঁচ শতের অধিক বেতনভোগীরা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বেতন পাইয়া এ ডিপার্টমেন্টে স্থায়ী হইয়া থাকেন, ইহা কাহারও অপ্রার্থনীয় নহে; কিন্তু এটাও ত বিবেচনা করা উচিত যে, যাঁহারা অধিব (৫ শ বা অধিক) পান, তাঁহাদে[illegible] প্রায়ই আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অব[illegible]শ্যই কিছু না কিছু সঞ্চয় থাকে; তাঁহারা আরও অধিক পাইলে ঐ সঞ্চয়ভাগে[illegible] প্রাচুর্য্য হইবে। কিন্তু যাঁহারা অল্প বেতন পান, তাঁহাদের অন্নবস্ত্রসংস্থা[illegible] ও পরিবারপ্রতিপালনেই মহাকষ্ট তাঁহারা কিছু অধিক পাইলে তাঁহাদের ঐ কষ্টের কতক নিবারণ হইয়া সুস্থি[illegible]রতা হইতে পারে। অতএব এ স্থলে ই[illegible] বিবেচ্য যে, কোন পক্ষের বেতন বৃ[illegible] করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য? বর্দ্ধিত বেত[illegible] পাইলে যাহারা অধিক জমা করিতে[illegible] পারিবেন তাঁহাদের? না যাঁহারা অ[illegible] বস্ত্রসংগ্রহের জন্য অস্থির ও লালায়ি[illegible] তাঁহাদের?

ও কথা ত্যাগ করিয়া আবার দেখ[illegible] সাহেবদিগের গ্রেড হইবার পর, নি[illegible] শ্রেণীস্থ দেশীয় শিক্ষকেরা আপনাদে[illegible] দুঃখ জানাইয়া ঐরূপ কোন গ্রেড[illegible]বার জন্য ডিরেক্টর সাহেবের নিক[illegible] আবেদন করেন এবং " আপনা[illegible] বিষয়ে বিবেচনা করা যাইতেছে " এ[illegible] ভাবে উক্ত সাহেবের নিকট হইতে উ[illegible] প্রাপ্ত হন; কিন্তু আজি ৪ চা[illegible] বৎসর হইল, অদ্যাপি সেই বিবেচ[illegible] কোন ফলই লক্ষিত হইল না। ট্রেজরি পোষ্ট আফিসপ্রভৃতি গবর্ণ[illegible] আফিসস্থ কেরাণীদিগের পর্য্যন্ত [illegible] হইয়া গেল, সম্প্রতি আদাল[illegible]লাদিগেরও গ্রেড হইতে চলি[illegible] হতভাগ্য দেশীয় শিক্ষকেরা তাকাইয়া রহিলেন। ইহাঁরা[illegible] পাপে আসিয়া শিক্ষাবিভাগে[illegible] করিয়াছেন, তাহা জগদীশ্বর

ন্থ।

ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত এচ, উড্রো
বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

ামী ২১ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার তা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৪। ৫টী ৪ বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।

ঙ্গালা সাহিত্য ও ব্যাকরণ
ঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত
াঙ্গালার ইতিহাস।
ভূগোলের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের য়।
াচনিক পরীক্ষা আরত্তি ও ব্যাখ্যা;

কলিকাতা ৯ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

—:•:—

সিন্তের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার । অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের য়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাবুর্য্যে ব্রাদর র পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই ইতি।

সাল অগ্রহায়ণ কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য,

—:০:—

য়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল বাবুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি তেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
দইতিহাস	১	টাকা
মইতিহাস	১	ঐ
নসার ব্যাকরন	।	আনা
তসার (১ ম ভাগ)	৵	ঐ
তসার (২ য় ভাগ)	৵	ঐ
প্রচারিত।		
বাধ ব্যাকরণ	৮	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৵০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৵১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযত করা ৩০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আশু সম্বিদ দায়িনী ১॥

প্রথম তরঙ্গিনী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

নয়নানন্দ্ম কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামি প্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্ট্রি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৵

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ॥

সটীক চণ্ডী মুল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিত্তমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১।০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এণ্ট্রান্সের কী ১॥৵

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৵

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৮০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২॥০

ফুচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ২॥০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উষাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—॥—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ।০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

---:•:---

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—০—

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন আমি এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে, উক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা চোরবাগান ৫ঠা পৌষ ১২৭৫ } শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত

———

মৎপ্রণীত কবিতাকুসুমাঞ্জলি সংস্কৃত

ই বিভাগের কয়েক জন দেশীয় কর্ম্ম চারী গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু ইহাতে অপরাপর কর্ম্মচারীরা অধিকতর বিমর্ষ হইয়াছেন। এই বিষাদ তাঁহাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের উন্নতি দর্শনজনিত ঈর্ষ্যাবশতঃ নহে; কেবল হতাশতা বশতঃ। তাঁহারা ভাবিয়াছেন যে, যখন উচ্চ উচ্চ কয়েক জন কর্ম্মচারীকে (যাঁহারা এ বিষয়ের জন্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট দু কথা বলিতে পারিতেন, জোর করিতে পারিতেন, ন্যায্যান্যায্যতার বিচার করিতে পারিতেন, সমবেত হইয়া ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত আবেদন করিয়া একটা গোলযোগ তুলিতে পারিতেন তাঁহাদিগকে) কিছু কিছু দিয়া মুখবন্ধ করা হইল, তখন অপরাপরকে কিছু না দেওয়াই কর্ত্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মধ্যে এক বার ডিরেক্টর সাহেবকৃত শিক্ষকদিগের গ্রেডের নিয়মাবলীর এক ফর্দ্দ কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে যেরূপ অল্প পরিমাণে বৃদ্ধির নিয়ম লিখিত হয় তদ্দর্শনে সাধারণেরই সন্তোষ জন্মিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহারা ভাবিতেছেন যে তাহাও যদি হত, তথাপি "নাই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল" ন্যায়ে ভাল ছিল; কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইল সে কথারও আর কোন উচ্চবাচ্য নাই। ফলতঃ যখন সকল দিকে সকল বিভাগস্থ সকল কর্ম্মচারীরই গ্রেড হইয়া গেল বা হইতে চলিল তখন কয়েক জন দুর্ভাগ্য দেশীয় শিক্ষক উহাতে বঞ্চিত রহিলেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই এই অনুমান করিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষ সাহেবের এ বিষয়ে মনোযোগ নাই অথবা তাঁহার কথা গবর্ণমেন্টে গ্রাহ্য হয় না; কিন্তু এই উভয় অনুমানই তাঁহাদের পক্ষে সমান ক্লেশকর।

উপরি উক্তরূপ অবিচারসংক্রান্ত হেতুবাদে তাঁহারা আরও কহেন যে, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সমস্ত কালেজেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে; কিন্তু সংস্কৃতের অধ্যাপকদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের সমুচিত আস্থা নাই। প্রেসিডেন্সি কালেজে প্রফেসর ও আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরে সমুদায়ে ১০ জন ইংরাজ ও বাঙ্গালি আছেন। তাঁহারা বার্ষিক বর্দ্ধিত বেতনের নিয়মানুসারে সকলেই ৫ শতের অধিক কেহ কেহ ১২।১৩ শ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়াথাকেন; কিন্তু ঐ কালেজে সংস্কৃতের প্রফেসর ও আসিষ্টাণ্ট প্রফেসর যে দুই জন আছেন তাঁহারা কত পান? এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই ৩ শ ও ২ শ টাকাভিন্ন এক কপর্দ্দকও তাঁহাদের বৃদ্ধি হয় নাই। কেন? তাঁহারাও ত প্রফেসর। যখন অন্য যে কেহ (বাঙ্গালীপর্য্যন্ত) আসিষ্টাণ্ট প্রফেসর হইয়াও তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেই গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন তখন তাঁহারা না হন কেন? ওখানকার সংস্কৃত প্রফেসর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, কি এত অযোগ্য লোক যে তাহাকে গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না? অথবা এস্থলে যোগ্যাযোগ্যতার বিচারের প্রয়োজন কি? যখন তাঁহাদিগকে প্রফেসরের পদ দেওয়া হইয়াছে, তখন তাঁহারা যে সেই সেই পদের সমুচিত যোগ্য ইহা অবশ্যই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যদি তাঁহারা অযোগ্য হন, তবে তাঁহাদিগকে অমন পদ দেওয়া হইল কেন? বস্তুগত্যা পদের অনুসারে বেতনের নিয়ম হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। অতএব যখন ইংরাজী প্রফেসরমাত্রেই ৫ শত ও বার্ষিক নিয়মে বর্দ্ধিত বেতন পাইতে লাগিলেন, তখন সংস্কৃত প্রফেসরেরা কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা ঐ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইতে বঞ্চিত হইবেন? ইহাতে কি সংস্কৃতাধ্যাপকদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের অনাস্থা করা হয় না?

তাঁহারা আরও কহেন যে, প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপকদিগের প্রতি গবর্ণমেন্টের অবিচারের বিষয় উপরিভাগে যাহা যাহা উল্লিখিত হইল, মফস্বলস্থ কালেজসমূহের সংস্কৃতাধ্যাপকেরা যে কেবল ঐমাত্র অবিচার অনুভব করেন এরূপ নহে, তাঁহাদের আরো কিছু বেশী আছে। সমুদায় মফস্বল কালেজে এক এক জনমাত্র সংস্কৃত প্রফেসর আছেন, তাঁহাদিগকে "উঠান ঝাঁইট অবধি চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত" অর্থাৎ ফাষ্ট ইয়ার ক্লাশ হইতে ফোর্থ ইয়ার ক্লাশ পর্য্যন্ত চারিটী ক্লাশেরই অধ্যাপনা করিতে হয়, তদ্ভিন্ন ছাত্রদিগের লিখিত রাশি রাশি কাগজ সংশোধন করা আছে। তাঁহাদের পদের পূর্ব্বে "আসিষ্টাণ্ট" এই একটী উপপদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু উহার অর্থ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যখন একটী বই প্রফেসরের পদ নাই তখন তাঁহারা কাহার আসিষ্টাণ্ট? যদি এমন ভাবা যায় যে তাঁহারা এক্ষণে আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন; কিন্তু সময় হইলে তাঁহাদের উপর আর এক এক জন প্রফেসর নিযুক্ত হইবেন, তাহা হইলে আবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, সে সময় কবে হইবে? যখন সকল শ্রেণীতেই সংস্কৃতের অধ্যাপনা হইতেছে, যখন প্রতিবর্ষেই কোর্স উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে এবং সেই কোর্স তাঁহাদিগকেই পড়াইতে দেওয়া হইতেছে, তখন আর কি হইলে সে সময় হইবে, ইহা অন্ততঃ তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। জানিতে পারিলে, যদি ক্ষমতায়

অধীন হয়, তাঁহারা তদর্থে চেষ্টাও করিতে পারেন। যদি এমন কহা যায় যে ছাত্রসংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি না হইলে ঐ পদের সৃষ্টি হইবে না, তাহাও যুক্তির সহিত দাঁড়াইতে পারে না। উহা এইরূপে স্পষ্ট করিয়া দেখ, কর্তৃপক্ষের মনে মনে একটা নির্দ্ধারিত ছাত্র সংখ্যা আছে, মফস্বল কালেজে যত দিন সে সংখ্যা পূর্ণ না হইতেছে, তত দিন কোর্স যত উচ্চ হউক, কার্য্য যত কঠিন হউক, পরিশ্রম যত ক্লেশকর হউক, আসিষ্টাণ্ট সংস্কৃত প্রফেসরদিগকে তাহা করিতেই হইবে। কিন্তু ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহাদের উপর আর এক জন প্রফেসর আসিয়া বসিবেন। ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহাদের এক জন আসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত হইবেন ইহাই যুক্তিসঙ্গত। যুক্তি এবং সকল স্থানের সকল ডিপার্টমেণ্টের আচরিত ব্যবহার দিয়া দেখিলে কেহই দ্বিতীয়টী ভিন্ন প্রথমটীকে সঙ্গত বলিতে পারিবেন না। আর ছাত্রসংখ্যার ন্যূনাতিরেকে ছাত্রদিগের লিখিত কাগজসংশোধনের কিছু ন্যূনাতিরেক হয় এই মাত্র; নচেৎ পাঠনাবিষয়ে ন্যূনাতিরেক অধিক নাই। ৫০ টী ছাত্রকে পড়াইবার জন্য শিক্ষককে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইবে ৫ টী ছাত্রকে পড়াইতেও তদপেক্ষা নিতান্ত কম শ্রম করিতে হইবে না। এক জন শিক্ষকের পক্ষে অবাধে চারি শ্রেণীতে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা করা যে কিরূপ কঠিন কর্ম্ম তাহা যাঁহারা শিক্ষকতা না করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। কিন্তু মফস্বল কালেজে যে কয়েক জন সংস্কৃতাধ্যাপক হইয়াছেন, ইহাঁদের প্রায় সকলকেই ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া বলিলে বলা যায়। ইহাঁদিগকে যত টানাও ততই টানিবেন কিছুতেই না বলিতে জানেন না। তাঁহারা যে এত খাটেন, মুখে রক্ত উঠায় শরীরপাত করেন তজ্জন্য বেতন পান কি? ১৫০ দেড়শত টাকা!! দেড় শত টাকা কিছু কম টাকা নয়; তবে কথা হইতেছে এই যে প্রেসিডেন্সি কালেজের দুই জন অধ্যাপকে যে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, মফস্বলের ইহাঁদিগকে একাকী অবিকল সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, অথচ তথাকার এসিষ্টাণ্ট প্রফেসরেরও যে বেতন, ইহাঁরা তাহাও পান না। কেন? ইঙ্গরেজি প্রফেসরদিগের সময়ে প্রেসিডেন্সির প্রফেসর ও মফস্বলের প্রফেসর বলিয়া বেতনের তারতম্য হয় না, তবে সংস্কৃত প্রফেসরদিগের বেলায়ই হয় কেন? অতএব তাঁহারা অনুমান করেন যে, কর্তৃপক্ষীয়েরা যেরূপ মুখে বলেন যদি অন্তরে সেইরূপ সংস্কৃতের প্রতি আস্থা করিতেন এবং যদি ডিরেক্টর সাহেব এইসকল বিষয়ের কখনও অনুধাবন করিতেন, চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে কদাপি এরূপ বৈষম্য থাকিতে বা হইতে পারিত না।

সংস্কৃতে গবর্ণমেণ্টের অনাস্থা বিষয়ক প্রমাণপ্রদর্শনার্থ তাঁহারা আরও বলেন যে, ইঙ্গরেজি কালেজে যিনি যিনি প্রফেসর বা আসিষ্টাণ্ট প্রফেসররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই গ্রেডের অন্তর্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীও অদ্যাপি গ্রেডের অন্তর্ভূত হইলেন না!! বিদ্যাসাগরের পর সংস্কৃত কালেজের যেকিছু শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে প্রসন্ন বাবু তাহার মূল। যে প্রসন্ন বাবুর বিদ্যা, যত্ন ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমেই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা এল, এ, বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছে, সেই প্রসন্ন বাবু একটি কালেজের প্রিন্সিপাল—পড়িয়া রহিলেন। গ্রেড হইল না!! অপরাপর কালেজের আসিষ্টাণ্ট প্রফেসরদিগেরও গ্রেড হইল। ইহা কি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে লজ্জার বিষয় নহে? সংস্কৃত কালেজে মহামহোপাধ্যায় যে কয়েক জন প্রাচীন প্রফেসর আছেন তাঁহারা এরূপ অদ্বিতীয় লোক যে, তাঁহাদের অসত্তায় সেই সেই পদ পূরণ করা কঠিন হইবে; কিন্তু ইহাও কি আক্ষেপের বিষয় নহে যে, তাদৃশ অসাধারণ অধ্যাপক মহাশয়েরা একটি গবর্ণমেণ্ট প্রধান কালেজে থাকিয়াও যাবজ্জীবন প্রায় একরূপ বেতনেই অতিবাহন করিলেন!!

পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ অবিচারবিষয়ক প্রমাণ প্রদর্শনার্থে তাঁহারা ইহাও কহিথাকেন যে, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে পদপ্রাপ্তি বা পদোন্নতিবিষয়ে এক্ষণে আর কোন বিচার নাই। যাঁহার অনুরোধে অধিক জোর, তাঁহারই হইয়া থাকে। বিদ্যা বুদ্ধি দীর্ঘকালবর্ত্তিতা প্রভৃতি অনুরোধের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। ইহার প্রমাণার্থ অধিক বাক্য ব্যয় করিতে হইবে না, এই একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সমধিক বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বহুদর্শী শিক্ষক বাবু বনমালী মিত্র ও নবীনচন্দ্র দাস প্রভৃতি প্রার্থী থাকিতেও হেয়ার স্কুলের থার্ড মাষ্টার বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটক হাইস্কুলের হেড মাষ্টারি পদ দেওয়া হইল এবং এক্ষণকার ইঙ্গরেজি বিদ্যাবিৎ অত্যুৎকৃষ্ট বাঙ্গালী যে কয়েক জন আছেন, যিনি তাঁহাদের মধ্যেই এক জন গণনীয় ও যিনি অবাধে ২২।২৩ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্ট স্কুলে হেড মাষ্টারি [illegible] কালাত করিয়া আসিতে [illegible]

বনয়, ধার্ম্মিকতা ও ভদ্রতায় বঙ্গভূমির অলঙ্কারস্বরূপ সেই প্রাচীন শিক্ষক বাবু রাজনারায়ণ বসুকে উপরি বর্ণিত রূপ হেড মাষ্টার চণ্ডীবাবুর অধীনে থার্ডমাষ্টার করিয়া দেওয়া হইয়াছে!!!

—:০:—

সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা।

যাঁহারা এদেশীয়দিগকে জাত্যভিমানপরবশ দেখিয়া উপহাস করেন, যাঁহারা ইহাঁদিগকে জাতিভেদবশবর্ত্তী বলিয়া উচ্চপদলাভের অযোগ্য বিবেচনা করেন, তাঁহারা এক বার ইংলণ্ডস্থ প্রধান রাজপুরুষদিগের সিবিলসর্ব্বিস পরীক্ষাবিষয়ক অভিমানটীর বিষয় বিবেচনা করুন। বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন, অভিমান পরিত্যাগ করা কেমন কঠিন কর্ম্ম। এ দেশে সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, এটী এ দেশের যাবতীয় লোকের বাঞ্ছিত। অত্রত্য সমাচারপত্র সম্পাদকেরা এ নিমিত্ত অষ্ট প্রহর চীৎকার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় সভাপ্রভৃতিও এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। কিন্তু এক বৃথা অভিমানে রাজপুরুসদিগকে এমনি অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাঁহারা উল্লিখিত বিষয়ের উপযোগিতা ও আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। সে অভিমান এই, ভারতবর্ষে যদি সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষাপ্রথা প্রবর্ত্তিত করা হয়, অধিকসংখ্য ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ানপদে অধিরূঢ় হইবেন, ইউরোপীয়দিগকে তাঁহাদিগের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা জেতৃদেশীয় ও জেতৃজাতীয়, আর ভারতবর্ষীয়েরা বিজিত,বিজিত জাতীয় হইয়া জেতৃজাতীয়ের উপরিপদস্থ হইবেন, অভিমানান্ধ জেতৃজাতীয়ের এটী সহ্য হয় না। এ অভিমান যে অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহা অভিমানশূন্য ব্যক্তিভিন্নের বোধগম্য হইবার নহে। যিনি যে পদের যোগ্য হইবেন, তিনিই সেই পদ পাইবেন, তাঁহার জাতি ও বর্ণ বিবেচনাই নহে, ইহাই বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত। আমরা অকস্মাৎ এ প্রস্তাবের প্রসঙ্গ করিলাম কেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।

কলিকাতার ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষার আবশ্যকতাপ্রতিপাদন করিয়া যে আবেদন করেন, ষ্টেটসেক্রেটারি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাই আজি আমাদিগের এ প্রারম্ভের কারণ। উত্তরপত্রের স্থূল তাৎপর্য্য এই, "সিবিলসার্ব্বিসের পদগুলি এরূপ লোকের হস্তে সমর্পণ করা আবশ্যক, যাঁহারদিগের দ্বারা রাজ্যের সুশাসন হইয়া প্রজাসাধারণের সমধিক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন এবং সেখানকার উৎকৃষ্ট রীতি নীতি এবং রাজকার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখেন তাঁহাদিগের মধ্যেই ঐপ্রকার কার্য্যক্ষম লোক অধিক হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইংলণ্ডভিন্ন অন্যত্র পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা বিধেয় নহে।"

"ইংলণ্ডভিন্ন অন্যত্র পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম করা বিধেয় নহে।" এই বাক্যের সমর্থনার্থ,যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন এবং তত্রত্য রীতি নীতি ও রাজকার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করেন, তাঁহারা সমধিক কার্য্যক্ষম এবং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজাসাধারণের সমধিক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এই যুক্তি সারবতী ও অখণ্ডনীয় কিনা, অগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া লেখা পড়া শিখিবেন, তাঁহাদিগের তথায় কিরূপ শিক্ষা হইবে? তাঁহারা তথায় গিয়া কেবল সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থগুলির অধ্যয়ন করিবেন এইমাত্র। যে অধ্যয়নবলে মনুষ্যত্ব ও কার্য্যক্ষমতা জন্মিবার সোপান হয়, তাঁহাদিগের সে শিক্ষা এই খানেই হইবে। তাহা যদি হইল তবে, কেবল সিবিলসার্ব্বিসের নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি পড়িবার নিমিত্ত সেখানে যাইবার প্রয়োজন কি? এখানে বসিয়া যদি আমরা সেগুলি শিখিতে পারি, রাজপুরুষদিগের তাহাতে কিছুমাত্র হানি নাই। ইংলণ্ডের রীতি নীতিও কার্য্যপ্রণালী দর্শনের বিষয়ে বক্তব্য এই, সেগুলি এ দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই তদ্দর্শনে উৎকৃষ্ট ফল লাভের যে সম্ভাবনা তাহাও অযথার্থ নহে; কিন্তু যাঁহারা ঐগুলি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অভ্রান্ত ও অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া আইসেন নাই। তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা আজন্মকাল ঐগুলি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও পদে পদে প্রমাদ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যাঁহারা কখন ইংলণ্ড দর্শন করেন নাই, তাঁহাদিগের অনেকের সবিশেষ কার্য্যদক্ষতা দৃষ্ট হইতেছে। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয়, কার্য্যদক্ষতা হওয়া স্বতন্ত্র পদার্থ; উহা দেশভেদের অপেক্ষা নাই। যাঁহাদিগের চিত্তে সেই ক্ষমতার অঙ্কুর আছে তাঁহারা যেদেশে লেখা পড়া শিক্ষা করুন, সেই দেশেই তাঁহাদিগের সেই ক্ষমতা জন্মিবে। তাঁহাদিগের ইংলণ্ডের রীতিনীতিপ্রভৃতি দেখা হইতেছে না এমন নয়। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন না বটে; কিন্তু গ্রন্থে ও সমাচারপত্রাদিতে তাহা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছেন। গ্রন্থাদিতে পাঠ করিয়া যদি আমরা অন্য দেশের রীতিনীতিপ্রভৃতি জানিতে না পারিতাম, তাহা হইলে ইতিহাস

দার শ্রীযুক্ত বাবু হারদাস দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু যো শ্রীনারায়ণ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বনমালী বিদ্যাসাগর, পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি, সীতানাথ বিদ্যারত্ন, রামগোপাল বিদ্যালঙ্কার মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্র লোক সমুপস্থিত ছিলেন। গত মাসিক সভায় যে প্রস্তাবগুলি ধার্য্য হয়, প্রথমতঃ তাহার সমালোচনা হইল। দেশের হিতকর কার্য্যে অনেক মহাত্মার যে উৎসাহ ও যত্ন আছে, তাহা তাঁহাদিগের একত্র সমাগমদ্বারাই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। মাজিলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু গোপালদাস দত্ত মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করা হয়, তাহাতে তিনি সত্বর সে বিষয় সম্পন্ন করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীসংস্থাপন নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থান দিতে সম্মত আছেন এবং আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক জন সুযোগ্য অধ্যাপকসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জয়নগর ও বহড়ু বিদ্যালয়দ্বয়ের সম্মিলনজন্য উক্ত বিদ্যালয়দ্বয়ের অধ্যক্ষদিগকে অনুরোধ করা যায়। জয়নগর স্কুলের সম্পাদক এ প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং সাধারণের মঙ্গলার্থ যাহা বিহিত বোধ হইবে, তাহাতে তাঁহার অন্য মত হইবে না বলিয়াছেন। বহড়ু বিদ্যালয়ের সম্পাদক যেরূপ বিজ্ঞ ও উদারাশয়, তাহাতে তাঁহার নিকটেও আমরা এইরূপ সদুত্তরের প্রত্যাশা করি।

এবারে নূতন প্রস্তাবের মধ্যে দুটী প্রধান। প্রথমতঃ মাদকের দোকান তুলিয়া দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা। দেশীয় ভদ্র লোকদিগের স্বাক্ষর সহিত আবেদনপত্র মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইবে স্থির হইল। যে বিষয়টী অমঙ্গলের কারণ বলিয়া দেশের অধিকাংশ লোক অনুযোগ করিবেন, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়ানুবোধে যে তাহার প্রতিবিধান করিবেন না, এরূপ বোধ হয় না। মদ ও গুলির প্রাচুর্য্যভাবে এপ্রদেশের অশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ গঞ্জের মধ্যে মধ্যে পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করা। বর্ষাকালে গঞ্জের হাটে যেরূপ কর্দ্দম হয়, তাহাতে নিকটস্থ গ্রামবাসী অসংখ্য লোকের কষ্ট হইয়া থাকে। চৌকীদারী ট্যাক্সের উদ্বৃত্ত টাকা আছে। হরিদাস বাবু তাহা হইতে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

আগামী পৌষ মাসে হিতৈষিণী সভার একটী বিশেষ সভা হইবে। ইহাতে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত বিষয়সকলের মীমাংসা করিতে হইবে এবং দেশের বর্ত্তমান শুভানুষ্ঠানসকলের কার্য্যবিবরণ হইবে। দেশহিতোৎসাহী সকল মহাত্মা এই সভায় সমবেত হন আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

মজিলপুর }
১০ ই পৌষ } সম্পাদক।

—:০:—

মহাশয়! দণ্ডভয়েই এই জগতের প্রায় অধিক লোক সৎ ও বিনীত হয়। এই জন্যেই আমারদিগের পুরাতন ব্যবস্থাপক সমাজ, ব্যভিচারিণী ও প্রতিকূলা কামিনীগণের নির্ব্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিয়া গিয়াছেন। পুরাণপ্রসিদ্ধা জনকরাজদুহিতা ঐ দণ্ডভোগের নিমিত্তই মহামুনি বাল্মীকির তপোবনে বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে ব্যভিচারিণীর কোন দণ্ড নাই বলিয়া আমারদিগের স্থির সিদ্ধান্ত আছে। পুরাতন ব্যবস্থানুসারে নির্ব্বাসন কিম্বা আধুনিক রাজনিয়মের বলে অন্যরূপ দণ্ডবিধান, ইহার অন্যতর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ দণ্ডবিধি নামক গ্রন্থে ব্যভিচারিণীর প্রতিকূলে কোন দণ্ডনিয়োগই করা হয় নাই। কেবল সামাজিক এই জঘন্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিবারের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক ব্যভিচারদোষ প্রকাশ হইলে কর্ত্তৃপক্ষ অতি গোপনে সেই কুলকলঙ্কিনীকে ভর্ৎসনা বা গুরুতর প্রহার করিয়া থাকেন, অথবা দুর্দ্দমনীয় ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে অশক্ত হইয়া আরনিরজার প্রাণবিনাশ করিয়া নিকৃষ্ট উপায়ে ঐ হত্যাকাণ্ড গোপন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। ইহার প্রথম দণ্ড— (ভর্ৎসনা বা প্রহার) দ্বারা স্বৈরিণীরা এই শিক্ষা করে যে, পরপুরুষসংসর্গজনিত সুখ বিধাতা অতি গোপনে উপভোগ করিতে বলিয়াছেন। শেষ দণ্ড— (প্রাণবধ) যদি প্রকাশ হয়—রাজদ্বারে প্রমাণ হয়, হত্যাকারী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরিত হন, কিম্বা পরিশ্রমের সহিত বহুকাল কারাবরুদ্ধ থাকেন। ইহা দেখিয়া ব্যভিচারিণীরা এই শিক্ষা করে যে ব্যভিচার দোষ নয়, ব্যভিচারিণীর দণ্ডদাতারাই সম্পূর্ণ দোষী বলিয়া গুরু দণ্ড ভোগ করেন।

সম্পাদক মহাশয়! সমাজের এই শোচনীয় অবস্থাতে ব্যভিচার দোষ ক্রমশঃ সকল স্থানে ও সকল পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়া নিষ্কলঙ্ক পরিবার কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। এ পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপায় করাই হউক, কি কর্ত্তৃপক্ষেরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপন পরিবারের স্বভাব পরীক্ষাই করুন, কিন্তু ব্যভিচারিণীর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা না হইলে এই সর্ব্বনাশক ব্যভিচার দোষ উপশম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মহাশয়! পরস্ত্রীহরণে পুরুষের গুরুতর দণ্ড হইবে, আর পরপুরুষগমনে স্ত্রীলোক নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিবে, রাজনিয়মের এই অবান্তর ভেদের কারণ আমরা বুঝিতে পারি না। উপসংহারকালে আমরা সমাজকে অনুরোধ করিতেছি যে ব্যভিচারিণীর গুরুতর দণ্ডদানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করুন। কিন্তু আমাদিগের এ কথায় কেহ মনে না করেন যে, আমরা বিধবাবিবাহের বিপক্ষ, আমরা শুদ্ধ ব্যভিচারিণীর চরিত্র শোধনের নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি; ব্যভিচার স্রোত নিবারণের নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি। বিধবাবিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে আমরা জগদীশ্বরকে শত শত সহস্র সহস্র বার ধন্যবাদ প্রদান করিব; বারান্তরে আরো কিছু লিখিতে ইচ্ছুক রহিলাম।

কলিকাতা }
১২৭৫ সাল }
৯ ই পৌষ }
বশম্বদ
শ্রীকৈলাশনাথ বসু

—:০:—

মহাশয়! গত ১২৭৪ সালের চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে মহা আড়ম্বরে কলিকাতার সন্নিহিত আশুতোষ দেব মহাশয়ের উদ্যানে যে চৈত্রমেলানামক একটি উৎসব হইয়া গিয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার বৃত্তান্ত প্রকাশ হইতেছে না, কারণ কি? উক্ত কার্য্য যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যয়ে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা ছিল না; কিন্তু যখন উহা সাধারণের ব্যয় হইতে হইয়াছে তখন তাহাদিগের দত্ত টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইল, তাহা জানিবার জন্য সাধারণে উৎসুক হইয়া আছেন সন্দেহ নাই। তদ্বৃত্তান্ত প্রকাশে আর একটি বিশেষ উপকার এই উহা দ্বারা সাধারণে জানিতে পারিবেন যাঁহারা যে অর্থ দান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল ও উপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা জানিতে পারিলে তাঁহারা আরো উৎসাহান্বিত হওয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ মঙ্গলকর কার্য্যে সাহায্যদানে ব্যগ্র হইতে পারেন, কিন্তু উৎসববিবরণ প্রকাশ না করিলে বিপরীত ঘটনা হইবার সম্ভাবনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, গত বারের বিবরণ প্রকাশ না করিয়াই পুনর্ব্বার আগামী চৈত্র মাসের মেলার জন্য চাঁদাবহি স্বাক্ষর করাইবার

...ক্ত বাহির করা হইয়াছে। এই কি নব...গণের সারবত্তা ও বিজ্ঞতার একটি ...জ্জ্বল নহে?

...ই পৌষ } একান্ত বশম্বদ
১২৭৫ } শ্রীরঃ—

—:০:—

মহাশয়! শুনিলাম, সেদিন অত্রত্য রাজ...রের গঞ্জে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বাজারে এক জন মৎস্য বিক্রয় করিতেছিল। তাহার স্ত্রী তাহার পার্শ্বে প্রায় ৫।৬ টাকার পয়সা পূর্ণ একটী থলিয়া সম্মুখস্থ ডালার উপরে রাখিয়া বসিয়াছিল। অল্প অন্ধকার হইয়াছে এমন সময়ে এক জন আসিয়া হঠাৎ ঐ পয়সাপূর্ণ থলিয়াটী লইয়া প্রস্থান করাতে স্ত্রীলোকটি ধর ধর বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। চোর একটী বেশ্যার বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকটীও প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করাতে সেই বারাঙ্গনা ও তাহার বাটীর অন্যান্য ব্যক্তিরা তাহাকে বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিল, চোর অন্য দিকে পলায়ন করিয়াছে এস্থানে আইসে নাই। স্ত্রীলোকটি কি করে, জোর করিয়া অপরের বাটী মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যার সময়ে শত শত লোকের সম্মুখে এবং পুলিসের কর্ত্তার কাছে এই কার্য্য হইয়া গেল। কনষ্টেবল সাহেবেরা বাজারে ঘুরিয়া কি করেন? ...রটী নিতান্ত ছোট লোক নহেন। পায়ে জুতা ...ল। দৌড়িয়া পলাইবার সময় একখানি জুতা পড়িয়া গিয়াছে। অনুমান হয় অত্রত্য ...ান পুলিসের বা বেশ্যানিকট ব্যক্তির দ্বারাই এই কার্য্য হইয়া থাকবে। পুলিস একটু মনোযোগ করিলেই ধরিতে পারেন এবং ঐ জুতা...নি দ্বারা অনুসন্ধানের অনেক সুবিধা হইতে পারে।

২। ইতিপূর্ব্বেই ঐ রূপ আর একটী ঘটনা ...য়া গিয়াছে। এক জন ধোপানী অত্রত্য ...ন হইতে কতগুলি বস্ত্র ধৌত করিয়া গাজি...রের (এ স্থানটী বাঁসগাছ ও জঙ্গলে একরূপ বিস্তৃত, প্রায় দণ্ড বেলা থাকিতে অন্ধকার ...তে আবৃত হয়) মধ্য দিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে ...টী যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে একটী ছোট ...লক ছিল। এমন সময় এক জন আসিয়া ...হার হস্তস্থিত বস্ত্রের বুচ্কি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। চীৎকার করাতে চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া পড়াতে কাজেই তাহাকে পলাইতে হইল। সম্পাদক মহাশয়! ...ঞ্জপুরের গঞ্জে যে একটী গুলীর আড্ডা আছে এগুলি তাহার দল। যেখানে গুলির প্রাদুর্ভাব সেই খানেই এই রূপ চৌর্য্যাদির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক পুলিষের একটু সতর্ক হওয়া উচিত।

৩। সম্প্রতি এ স্থানে একটী শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় ১৫।১৬ জনকে দংশন করিয়াছে। শৃগাল ও কুক্কুর ক্ষিপ্ত হইয়া দংশন করিলে হাইড্রোফোবিয়া হইয়া প্রায়ই মৃত্যু হয়। বোধ হয় যে কয়েক জন শৃগালদষ্ট হইয়াছে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চয়। শুনিলাম কয়েক জন পড়িয়া লগুড়াঘাতে শৃগালটীর জীবনসংহার করিয়াছে। গাজীপুর গ্রামটী এরূপ জঙ্গলপূর্ণ ও তথায় এত শৃগাল থাকে যে, সন্ধ্যার সময় দেখিলে বোধ হয় যে এটী শৃগালপ্রধান স্থান। মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর মাত্র মনুষ্যের বসতি আছে। এস্থানের শৃগালগুলি নিকটস্থ গঙ্গার শবমাংস ভক্ষণ করিয়া এবং মনুষ্য সহবাসে এরূপ সাহসী ও মাংস লোলুপ হইয়াছে যে কুকুরকে ভয় করা দূরে থাকুক, মনুষ্য নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেও কিছুমাত্র ভীত হয় না এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎকাল শয়ান থাকলে তাহার গাত্র হইতে মাংস ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। পূর্ব্বে এই শীতকালে অনেক সাহেব আমাদের অঞ্চলে শৃগাল শীকার করিতে আসিতেন। তখন এত শৃগাল দৌরাত্ম্য ছিল না। এক্ষণে তাঁহারা আইসেন না, গ্রামও জঙ্গলপূর্ণ হইয়াছে। গত বর্ষে একটী নেকড়িয়া বাঘ আসিয়াছিল এবৎসরও একটী আসিয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় আগামী বর্ষ অবধি ব্যাঘ্রে... সঙ্গে আনিতে পারে। যাহা হউক, যে কোন প্রকারে এ স্থানের জঙ্গল কর্ত্তন করা আবশ্যক।

২৪ এ ডিসেম্বর } কস্যচিৎ পাঠকস্য
১৮৬৮ }

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর ১২৭৫ পৌষ হইতে ৭৬ চৈত্র ...
ঐ ঐ হরিচরণ গুহ ময়মনসিংহ ১৩
ঐ ঐ কৈলাসচন্দ্র দেব বড়বাজার ৫।।
ঐ ঐ দ্বারকানাথ মিত্র কলিকাতা ৫।।০
ঐ ঐ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১০
ঐ ঐ বিপিনবিহারী ভাদুড়ী কলিকাতা ৫।।
ঐ ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ ঐ পিণ্ডি ১৩

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আদ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৴৹ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

পাঠে কি ফল হইত? আমাদিগকে প্রাচীন কালের বৃত্তান্তজ্ঞানে নিতান্ত অন্ধ হইয়া থাকিতে হইত।

উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা ষ্টেট সেক্রেটারির প্রদর্শিত যুক্তি ভগ্নদেহ বিকলাঙ্গ আপত্তিমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে সন্দেহ নাই জেতৃজাতীয়েরা স্বভাবতই বিজিতদিগকে আপনাদিগের সমকক্ষ দেখিতে অনিচ্ছু, সুতরাং তাঁহারা অতি অকিঞ্চিৎকর রুগ্ন আপত্তি করিয়া বিজিতদিগকে নিরস্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান। অতি প্রাচীনকালের কথা থাকুক, যে রোম সমুদায় রাজ্যের অপেক্ষা সমধিক সভ্যতাসম্পন্ন হইয়াছিলেন, বিজিতদিগের প্রতি যাঁহার অপেক্ষাকৃত উদার ব্যবহার দৃষ্ট হইত, সেই রোমই আপনার প্রাধান্যগর্ব্ববিস্মৃত হইয়া যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। বিস্তর ধস্তাধস্তি করিয়া প্লিবিয়দিগকে কন্সল প্রভৃতি পদ লাভ করিতে হইয়াছিল। এম, লিবিয়স ড্রুসস ইটালিকানদিগকে রোমের নাগরিকস্বত্বপ্রদানে অধ্যবসায়বান হওয়াতে হত হন। অতএব ষ্টেটসেক্রেটারি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণবিষয়ে যে বিমুখ হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অন্যের কথা কি, এই ইংলণ্ড সেদিন আমেরিকার স্বাধীনতাদানে সহজে সম্মত হন নাই। উত্তর আমেরিকা কোন ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা দান করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ কেবল প্রাধান্যগর্ব্ব। আপনাদিগের প্রাধান্য ন্য অভিমান পরিত্যাগ করা সহজ , একথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু রাজপুরুষদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য সময়ে যে পরিবর্ত্ত আবশ্যক তাহা া উচিত। তাহার বিপরীত ব্যবহারকারী হইলে অনিষ্ট হয়। রোম নগর যে উৎসন্ন হয়, এটী তাহার, অন্যতর প্রধান কারণ

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, দেশীয়দিগকে সকল পদে ও সকল কার্য্যে অবিরোধিত রূপে প্রবেশাধিকারদানের কাল উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে বাধা দেওয়া উচিত হয় না। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট। বিশেষতঃ আমাদিগের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু যদি তাঁহারা বিষয়বিশেষে অনুদার ব্যবহার করেন; আমাদিগকে উচ্চ পদদানে কৃপণতা করেন, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ হওয়া ভার হইবে। এদেশীয়দিগকে যত উন্নত পদ প্রদান করিবেন, ততই ইহাঁদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে।

—:০:—

নিম্নতর বিচারপতিনিয়োগ।

এক্ষণে যদি অত্রত্য অচিহ্নিত বিচারপতিদিগের যোগ্যতাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করা যায়, অধিকাংশ উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বতন মুন্সেফদিগের অপেক্ষা এক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বহুগুণে উৎকৃষ্ট। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে যে এই পদ প্রদান করিবার নিয়ম করা হইয়াছে, এটী তাহারই ফল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এই অত্যুৎকৃষ্ট নিয়মমধ্যেও ইহার অপকর্ষক একটী দোষ প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে যে বিষয় হইতে আমাদিগের ইষ্ট লাভ হয়, যথোচিত সতর্কতাসহকারে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারিলে তাহা হইতে সচরাচর অনিষ্ট হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত স্থলে যে অপকার হইতেছে, তাহা এই:—

সম্প্রতি অনেকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার অব্যবহিত মুন্সেফপদে প্রতিষ্ঠিত হইে ইহাঁদিগের বয়ঃক্রম অল্প; ভূ নও নাই। অন্য কথা কি পরয়া কারী, সমনপ্রভৃতির পরস্পর প্রভেদ আছে, তাহাও ইহাঁরা জাে বিচারাসনে বসিয়া ইহাঁদিগকে শিক্ষা করিতে হয়; সুতরাং ইহাঁ দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত আমলা একান্ত অধীন হইয়া থাকিতে হয়। লারা ইহাঁদিগের সুখ্যাতি করেন কিন্তু সে সুখ্যাতির একটী নিগূঢ় আছে। সে অর্থ এই যে বিচার অতিশয় নির্ব্বোধ ও অযোগ্য; ধূর্ত্ত চারিগণ যাহা করেন, প্রায় তাহাই বিচারপতির এই অযোগ্যতানিব কোন কোন স্থানে দেখিতে পাও যায় এক এক জন আমলা বিচারপতি বেতনের অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জ করিয়া থাকেন। সকল কাজেই অর্থ প্রত্যর্থীদিগকে উৎকোচ দিতে হয় মুন্সেফদিগের ক্ষমতাবৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহারা অনেক জটিল মকদ্দমা করিতে ছেন; কিন্তু এ অবস্থায় সুবিচারের দূর সম্ভাবনা তাহা সকলেই বুঝি পারেন। যেখানে আমলার প্রভুত্ব থানে মঙ্গল নাই, এটী সর্ব্ববাদি বাক্য

এই অনিষ্টনিবারণ অবশ্য ক অতএব আমরা প্রস্তাব ক কেবল অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া বিচারপতি নিয়োগ করা যেন আর না হয়। যাঁহারা অন্ততঃ তিন বৎসরপর্য্যন্ত ওকালতি না করিবেন, তাঁহাদিগকে মুন্সেফি পদ প্রদান করা বিধেয় নয় পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল। তখন মুন্সেফেরা ৩০০ টাকার উপরের মকদ্দমা করিতে পারিতেন না। ৩০০ অবধি ১০০০ টাকা পর্য্যন্তের মকদ্দমা এক জন বহুদর্শী সদ

...নের নিকটে হইত। এখন মুন্সেফ বেতন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে; য় তাহা কেন না হইবে, আমরা ত পারিতেছি না। পূর্ব্বে আদালত জেলার জজদিগের পরামর্শ করিয়া মুন্সেফ নিযুক্ত তন; প্রধানতম বিচারালয়ের ণ সে ক্ষমতা নাই; লেপ্টনন্ট গবর্ণ হস্তে নিয়োগভার গ্রহণ করিয়া। ইহাতে অধিকসংখ্য অনুপযুক্ত নিয়োগেরই সমধিক সম্ভাবনা াছে; কিন্তু যখন দেশের বিচার া কথা এবং সুবিচারের উপরে টিশ গবর্ণমেণ্টের কীর্ত্তি ও অস্তিত্ব র করিতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের বধান হইয়া কাজ করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রধানতম বিচারালয় ও জেলার জজদিগের মত লন, তাহা ইলে জানিতে পারিবেন, বিচারপতি হইবার পূর্ব্বে ওকালতি করা একান্ত আবশ্যক। ইংলণ্ডে এই নিয়ম থাকাতে তত্রত্য বিচারপতিগণ সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

—:o:—

এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রকৃত উন্নতির উপায় কি?

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যোধপুরের াকে এক বৎসরের সময় দিয়া বলিন, এই সময়মধ্যে যদি তিনি স্বীয় ... উত্তমরূপে শাসিত না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে টঙ্কের ভূতপূর্ব্ব নবাবের পদবীতে পদার্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। যোধপুরের রাজা যে নতান্ত অকর্ম্মণ্য ও অত্যাচারপরায়ণ াহার সন্দেহ নাই। তাঁহার অনেকগুলি ত্র আছেন, ইহাঁদিগকে প্রচুর অর্থ দানের নিমিত্ত রাজা ন্যায় ও সুবিচারে লাঞ্জলি দিয়া অনেকের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছেন। শাসনকার্য্য এক জন মন্ত্রীর হস্তে রহিয়াছে; রাজা অধিকাংশ সময় নর্ত্তকী ও ভাঁড়দিগের সহবাসে অতিবাহিত করেন। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে জয়পুরাধিপতিপ্রভৃতি অনেকে অনেক সৎকর্ম্ম করিতেছেন; কিন্তু যোধপুরের রাজা কিছুই করিতেছেন না বলিলেই হয়। এই কষ্টের সময়েও জোধপুরে কর আদায়ের ত্রুটি নাই। শাসনদোষে যে রাজস্বের হ্রাস হয়, যোধপুর ইহা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। রাজা যদি যথার্থ উপযুক্ত ও দেশহিতৈষী হইতেন তাহা হইলে এইসকল অনিষ্ট কখনই হইত না। দুর্ভিক্ষনিবারণ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয় বটে; কিন্তু উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা হইলে দুর্ভিক্ষসময়ে লোকের কষ্ট অনেকাংশে কমিতে পারে।

যোধপুরের রাজার এইপ্রকার অনেক দোষ দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু এই একটী প্রশ্ন হইতেছে যে, এতদ্দেশীয় রাজগণ উপযুক্ত হইলেও প্রজাগণের যথার্থ মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? আমরা অনেক বার বলিয়াছি, প্রজাদিগের বিদ্রোহের ভয়ই সুশাসনের প্রধান কারণ। সকল দেশের রাজারাই প্রজাদিগের জীবন ও সম্পত্তির উপরে অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে চাহেন; কিন্তু প্রজাদিগের আপত্তি ও পরিণামে বিদ্রোহের ভয়ে তাঁহাদের সে অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় না। শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রজাদিগের স্বাভাবিক ও আবশ্যক স্বত্ব। ঐ স্বত্বানুরূপ কার্য্যদ্বারা আমেরিকা, গ্রীস, ইটালী ও স্পেনের স্বাধীনতালাভ হইয়াছে। ইংলণ্ডেও এই স্বত্ব পরিচালিত হইয়াছিল। প্রথম চারলসের মস্তকচ্ছেদন ও দ্বিতীয় জেমসকে দূর করাই ইংলণ্ডের স্বাধীনতার প্রকৃত কারণ। কিন্তু এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রজাগণের ঐ স্বত্ব নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজাদিগের সিংহাসনের স্থায়িত্বের প্রতিভূস্বরূপ রহিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের বিদ্রোহের ভয় নাই; আবার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট সর্ব্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করাতে তাঁহারা অন্যান্য দেশের অসীমক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় রাজকার্য্যে ও মনোযোগী নহেন। এ দিগে প্রজাগণ যদিও বিদ্রোহ করিতে অসমর্থ; তথাপি রাজার নিকট সমুচিত বশ্যভাব প্রদর্শন করেন না। মধ্য ভারতবর্ষের এজেণ্ট কর্ণেল মিড গত রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "রাজারা যেপ্রকার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন, ঠাকুর ও জমীদারগণ সেপ্রকার রাজার ক্ষমতাধীন নহেন।" জমীদারগণ এক একটী ক্ষুদ্র রাজা; ইহাঁদের সকলেরই কত গুলি করিয়া সৈন্য আছে; সহজে কেহই করপ্রদান করেন না। কেহই আইন মানেন না. রাজারা যে উন্নতি করিতে চাহেন, জমীদারগণ তাহার প্রতি বন্ধকতা করেন। এইপ্রকার শোচনীয় অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা যোধপুরেই অধিক দৃষ্ট হয় এবং বোধ হয়, ইহাই রাজার ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ। এক্ষণে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা রাজাদিগকে যে সাহায্য করিতেছেন তাহা সর্ব্ব সাধারণের উন্নতির না অনিষ্টের কারণ হইতেছে? স্বাধীনতা না থাকাতে রাজারা কর্ত্তব্যে উদাসীন রহিয়াছেন; ও দিকে প্রজাগণ শাসনপ্রণালীর উন্নতি বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া রাজার প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শনে হতাদর হইয়াছেন; সুতরাং রাজ্যমধ্যে দস্যুবৃত্তি, অবিচার, মূর্খতা ও কুসংস্কারের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইতেছে।

এই অনিষ্টনিবারণের উপায় কি? রাজাদিগকে কেবল সৎ পরামর্শ ক্ষান্ত থাকিবার সময় অতীত হইয়াছে। হয় গবর্ণমেণ্ট এক কালে রাজাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করুন, নচেৎ অবস্থা

বুঝিয়া কাজ করুন। এই উভয়ের মধ্যে প্রথম অপেক্ষা শেষ অবলম্বনীয়। কারণ এক কালে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিলে রাজগণ পূর্ব্ব কালের ন্যায় কেবল যুদ্ধ বিগ্রহদ্বারা পরস্পর পরস্পরের রাজ্যহরণের চেষ্টা করিবেন, তাহাতে রাজ্যের অনিষ্ট হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব তাহা না করিয়া রাজাদিগের কার্য্যের উপরে বিশেষরূপে হস্তক্ষেপ করাই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। আমরা চিরকালের নিমিত্ত ঐরূপ ব্যবহার করিতে বলিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ রাজাদিগকে বর্ত্তমান মূর্খ, ও দুশ্চরিত্র মন্ত্রী বিচারপতি ও কর সংগ্রাহকদিগের পরিবর্ত্তে কৃতবিদ্য কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করুন, কলিকাতা, আগরা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিস্তর কৃতবিদ্য প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাঁহারা মন্ত্রিত্বপ্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইলে রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি লাভের সম্ভাবনা। মধ্যে মধ্যে দুই এক জন ইউরোপীয় সিবিলিয়ানকেও কিছু দিনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হউক। এতদ্দেশীয় রাজগণ কেবল আড়ম্বরের জন্য যেসকল সৈন্য রাখিয়া থাকেন, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া বিদ্যালয় স্থাপিত করা হউক। এইসকল কাজ হইলে রাজারা ক্রমশঃ কৃতবিদ্য ও স্ব স্ব কর্ত্তব্য পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবেন; প্রজাগণেরও উৎসাহবৃদ্ধি হইবে। যখন সুবিচার ও শান্তিরক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া সকলের বোধ জন্মিবে, তখন রেসিডেণ্টদিগকে সামান্য পরামর্শদানব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে নিষেধ করা হইবে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজাদিগকে যে ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে এই প্রণালীই অবলম্বন করা বিধেয় হইতেছে।

—:০:—

নূতন পুস্তক।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের অন্যতর ছাত্র শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ইহার রচনা করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ পাঠকগণ গ্রন্থকারের কবিত্বশক্তির সহিত পরিচিত আছেন। সময়ে সময়ে সোমপ্রকাশে ঐ পদ্যগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। অতএব উহার বিষয়ে আমাদিগের কিছু অধিক বলা আবশ্যক হইতেছে না। এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, পাঠকগণকে উহা পাঠ করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ হইল বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না।

২। কাব্যপ্রকাশিকা পঞ্চম খণ্ড। ইহাতেও সংস্কৃত শকুন্তলা ও কুমার সম্ভব চলিতেছে। ক্রমে ক্রমে ইহার লক্ষিত হইতেছে।

৩। চৈত্রমেলার দ্বিতীয় সম্বৎসরিক (১৭৮৯ শকের) বিবরণ। ইহাতে উক্ত মেলার উদ্দেশ্য ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, মেলাস্থলে যেসকল বাঙ্গলা ও সংস্কৃত কবিতা পঠিত হয় এবং যে বক্তৃতা করা হয়, তাহাও উদ্ধৃত হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা পরস্পর সদ্ভাবসম্পন্ন হন, এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হন, ইহাই ঐ মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। মেলার অধ্যক্ষেরা এটিকে কৌতুককর ব্যাপার করিয়া না তুলিয়া যদর্থে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, যদি ইহাকে তৎসাধনোপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে একটী মহৎকার্য্য সম্পাদিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক গতবৎসরের এতৎসংক্রান্ত আয়ব্যয়বৃত্তান্ত দেখিতে না পাইয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার কৌতূহলবিনোদনার্থ আয় ও ব্যয়সমষ্টি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহায্যলব্ধ ১৪৩৩, এবং ব্যয় ১৪৪২৶১০ টাকা।

৪। চিত্তবিনোদ কাব্য। বর্দ্ধ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ত্রাক্ষর বাঙ্গলা পদ্যে ইহার প্রণয়ন ক ছেন। যথেচ্ছাচারী যুবকদিগের ব্যব বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার সদুপদেশদানই ইহার উদ্দেশ্য। ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

সিটনকার সাহেব পররাষ্ট্রবিভাগের সে টারি হইয়া একটী উত্তম কাজ করিতেছে ইতিপূর্ব্বে সেক্রেটারি আফিসের এক স্থ সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের দর্শনার্থ প্রব যোগ্য পত্রসকল রাখা হইত। সিটনকার সা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্পাদকদিগকে সংবাদ প্রে করিতেছেন। সেক্রেটারি কি এতদ্দেশীয় স বাদপত্রের সম্পাদকদিগকে কোন রিপোর্ট সংবাদ প্রেরণ করা পরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান ক না?

বিশ্ববিদ্যালয় সর জন লরেন্সকে অভিন প্রদান করিবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে

গত মঙ্গলবার লাডবিশপের বাটীতে এ মজলিস হইয়াছিল। গবর্ণর জেনরল, লেপ্টে গবর্ণর এবং বিস্তর ইউরোপীয় ও এতদ্দে ভদ্র লোক তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন

ডাক্তর ভাউদাজি বোম্বাইয়ের শরি ছেন। টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া বলেন, অপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত লোককে ম করা সম্ভাবিত নয়। যাহা সর সাইমর লড্ করিলেন, তাহা সর বার্টল ফ্রিয়ারের ন লোকেও করিতে সাহসী হন নাই। কলিকাত এপ্রকার নিয়োগ হইতে এখনও অনেক বি আছে; সর বার্ণেস পিকক থাকিতে ত হ না

লাড মেয়ের সহিত বোম্বাইয়ে উপনি ওওয়াতে মাগদালার লাড নেপিয়রের চিত সম্মান হয় নাই। সকলেই নূতন গ জেনরলের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়াছে কিন্তু থিওডোরের জয়কারীকে অল্প লো স্মরণ করিয়াছিলেন। লাড নেপিয়র ই পের সকল স্থানে সম্মান পাইয়াছেন।

লোকেরা তাঁহাকে যথোচিতরূপ সমাদর করাতে তাঁহাদিগের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা [illegible]।

মধ্য ভারতবর্ষীয় টাইমস বলেন, থাকবস্তি [illegible]গের নিমিত্ত প্রধান কমিসনরের আর এক সহকারী নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। [illegible]র বেতন ৮০০ টাকা হইবে। সর রিচাড [illegible]লও নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশসমূহের কর্ম্মচা[illegible]গের নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। পঞ্জাবের [illegible]পুটী আকাউন্টান্ট জেনরল আর, টেলর [illegible]হবকে কলিকাতার মনিঅডর্র আফিসের [illegible]ক্ষ করা হইয়াছে।

লাড মেয় বোম্বাই হইতে পুনায় গমন করি[illegible]ছন। লাড মেয় বোম্বাইয়ের জিজি ভাই [illegible]দালয় ও বালিকাবিদ্যালয় দর্শন কর[illegible]ছন।

বোম্বাই গেজেট কাবুল হইতে সংবাদ পাই[illegible]ছেন, আবদুল রহমন খাঁ কাবুল আক্রমণার্থ [illegible]তীয় সৈন্য আনয়ন করাতে সিয়ার আলি[illegible]র হিরাট ও ঘোরিয়ানস্থিত শাসনকর্ত্তারা [illegible]কিস্থান অধিকার করিয়াছেন। তুর্কিস্থানের [illegible]কেরা আবদুল রহমনের উপরে বিরক্ত হও[illegible]ত আহ্লাদসহকারে আমীরের প্রভুত্ব স্বীকার [illegible]রিয়াছে। আবদুল রহমনের অনেক সৈন্য [illegible]মীরের দলে আসিয়াছে। সর্দ্দার বিপন্ন হইয়া [illegible]প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সিয়ার [illegible]লী [illegible]ত হন নাই। হয় শীঘ্র যুদ্ধ করিয়া [illegible]নচেৎ পলায়নভিন্ন আবদুল রহমনের [illegible]র নাই।

[illegible]জিম খাঁর সময়ের কাবুলের শাসনকর্ত্তা সমসুদ্দিন খাঁ সিন্ধুতে পলায়ন করিয়া[illegible]। ইহাকে সেখানে বাসস্থান দেওয়া [illegible]। কাবুলের পলায়িত সর্দ্দারদিগকে [illegible]নার নিকটে রাখা উচিত নহে।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি ব্লেয়ার [illegible]হেবের জবানবন্দি গৃহীত হইয়াছে। সর চার[illegible] জাক্সনের প্রায় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তরদান [illegible]লে তিনি, হয় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের দোষ [illegible], নচেৎ স্মরণ নাই বলেন। পরিশেষে সর [illegible]লস জাক্সন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি [illegible]নার আয় ব্যয়ের বিষয়ে কোন সংবাদ রাখ [illegible]ভান করিতেছ; সকল দোষই প্রেমচাঁদের [illegible] দিয়া আত্মসমর্থন করিতে চাহ"। এক ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর বলিয়াছেন, ব্লেয়ার [illegible]ব অধ্যক্ষদিগের পরামর্শ না লইয়া ব্যক্তি[illegible]বকে বিনা বন্ধকে টাকা কর্জ্জ দিতেন।

এক সময়ে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ২৫০০০ টাকা মাত্র কর্জ্জ দিতে বলেন; কিন্তু ব্লেয়ার সাহেব পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। এই প্রকারে ব্যাঙ্কের এত ক্ষতি হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন, সম্প্রতি কতগুলি লোক সুন্দরবনে কাষ্ঠ কাটিতে যাওয়াতে পোর্ট কানিঙ কোম্পানির এক জন (ইউরোপীয়) সহকারী তাহাদিগের লাইসেন্স দেখিতে চান। দেখাইতে বিলম্ব হওয়াতে সহকারী এক জনকে প্রহার করিলেন। ইহাতে কাঠুরিয়ারা রাগান্বিত হইয়া দলবদ্ধ হওয়াতে সহকারী আপনার বন্দুকদ্বারা চারি জনকে আহত করিয়াছেন। এপ্রকার ঘটনা বিরল নহে, অতএব আমাদিগের নুতন কিছুই বলিবার প্রয়োজন রাখে না। গবর্ণমেণ্ট সুন্দর বনটী পোর্ট কানিঙ কোম্পানিকে দিয়া অতিশয় অন্যায় করিয়াছেন। কোম্পানি অপরিমিত কর লওয়াতে লোকের সবিশেষ কষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুপেট্রিয়ট আক্ষেপ করিয়াছেন যে, কয়েক জন বাঙ্গালী ভারতবর্ষীয় ষ্টার পান তাঁহাদিগের মধ্যে চারি জনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এ বার এত ষ্টার বিতরিত হইল, তন্মধ্যে এক জন বাঙ্গালির নামও নাই। পঞ্জাবী শাসনকর্ত্তারা বাঙ্গালিদিগকে ভাল বাসেন বলিয়া ইহা করেন নাই।

ঢাকাপ্রকাশ বলেন, "পাঠকবর্গ অবগত থাকিতে পারেন, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব জেলর রডিক সাহেব অন্য কোন শাস্তি প্রাপ্ত না হইয়া বাঁকুড়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রডিক যে কারণে হউক ঢাকার মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া জেল ইনস্পেক্টর সাহেবের নিকটে এই বলিয়া আবেদন করেন যে, আমি ঢাকার পূর্ব্ব কর্ম্ম না পাইলে আর কাজ করিতে অভিলাষী [illegible]ঘট সাহেব তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগের প্রার্থনা [illegible]ছেন। পরন্তু জেলের নায়েব দা[illegible] সিংহ নামক দফাদার পূর্ব্ব গোল[illegible] বলিয়া তাহাদিগকে একবারে [illegible] গিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা কি জেলের [illegible] পরিচয় হইতেছে না?

"ধামরাইনিবাসী তিন জন সূত্রধর একদা গ্রামান্তর হইতে স্বালয়ে আসিতেছিল, হঠাৎ একটী সামান্য ঘূর্ণা বায়ুতে এক ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অপর দুই জন তৎপর দিবস প্রাণত্যাগ করিয়াছে!"

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, "পাঠকগণ! ডাকাইতের অসাধারণ দয়ার কথা বড় শুনেন নাই। আমরা আজি একটি দস্যুর দয়ার বিষয় জ্ঞাপন করি। এক জন স্কুলের শিক্ষক পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে একটি বৃদ্ধ লোক ছিল এক দিন বহরের খালে সন্ধ্যার পর নৌকা লাগাইয়া নিদ্রিত ছিলেন। রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর তখন জাগ্রত হইয়া দেখেন তাঁহাদের নৌকা কীর্ত্তিনাশা (পদ্মা) নদীর মধ্যস্থলে এক ডিঙ্গী নৌকার ৮ জন দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। বৃদ্ধ লোকটি দস্যুদিগের নিকট অনেক অনুনয় করাতে দস্যুগণ তাহাদিগকে কোন পীড়া না দিয়া জিনিস পত্রে প্রায় ৩০০ টাকা নৌকা হইতে গ্রহণ করে। এক জন দস্যু বৃদ্ধ লোকটিকে বলিল, মহাশয়! আমরা ভাগ্যবানদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াই প্রতিপালিত হইতেছি। আপনি বৃদ্ধ, আমাদিগকে মন্দ্য করিবেন না। বোধ করি আপনারা নালিশ করিবেন করুন, তাহাতে আমাদের ভয় নাই। আপনাদের বাড়ী আরো এক দিবস দূরে রহিয়াছে; অতএব পাথেয় বাবত আপনাদিগকে বার আনা দিতেছি ইহাদ্বারা আবশ্যক ব্যয় করিয়া বাড়ী যাইবেন, আর এই বনাতখানা গায় দিয়া শীত নিবারণ করিবেন, বলিয়া ১২ গণ্ডা পয়সা ও বনাত খানা বৃদ্ধের হস্তে দিয়া দস্যুগণ প্রস্থান করিয়াছে। দস্যুদিগের এরূপ দয়া কেবল অল্প সৌভাগ্যের চিহ্ন নয়!!!"

১৬ ই পৌষ মঙ্গলবার।

মধ্যভারতবর্ষে খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে তত্রত্য ১০০ টাকার নীচের কর্ম্মচারীদিগকে শতকরা ২৫ টাকা করিয়া বেতন বাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ১২ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্তের কাবুলের সংবাদ পাইয়াছেন। সিয়ার আলি খাঁ গিজনির দশক্রোশ দূরবর্ত্তী লোড়া ও ঘস ঘস গ্রামে শিবির স্থাপন করিয়াছেন। তুষার পতিত হওয়াতে সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে [illegible]রিতেছে না। সর্দ্দার আবদুলরহমন খাঁ ও আজিম খাঁও নিকটবর্ত্তী গ্রামে আছেন, তাঁহাদিগের অনেক সৈন্য দলত্যাগ করিয়াছে। এবার সিয়ারআলি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ওয়াকারনামক যে ব্যক্তি ব্রহ্মদেশের রাজার প্রতি অত্যাচার করিবার দোষারোপ করিয়া রেঙ্গুণ টাইমসে পত্র লিখিয়াছিল, সে আমেরিকান নহে, জাতিতে জর্ম্মণীয়। মাতাল হইয়া

উৎপাত করাতে তাহাকে জেলে দেওয়া হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের রাজাকে একমাত্র প্রভু বলিয়া শপথ করাইবার যে কথা ওয়াকার বলিয়াছিল, তাহা সত্য নহে। ওয়াকার রাজার অত্যাচারে মান্দলাই ত্যাগ করে নাই। সে ব্রহ্মদেশীয় এক ব্যক্তির নিকটে কতকগুলি হীরক লইয়া এক চেক দেয়; কিন্তু যে বণিকের উপরে চেক দিয়াছিল, তিনি টাকা দেন নাই। এই ঋণের ভয়ে ওয়াকার রেঙ্গুণে পলায়ন করিয়া আইসে। যেসকল ইউরোপীয় আসিয়া খণ্ডের রাজাদিগের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের প্রতি অত্যাচারের কথা সহজে বিশ্বাস করা উচিত নহে।

কচের রাজার মন্ত্রী খাঁবাহাদুর সাহেবুদ্দিন ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন। কচসংক্রান্ত কোন বিষয় ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার নিমি তিনি গমন করিবেন।

যেসকল খচ্চরপ্রভৃতি পশু এবং তাঁবু ও অন্য অন্য দ্রব্য অদ্যাপি মাসোয়াতে আছে সেসমুদায় তথায় নীলামে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বোম্বাই হইতে এক জন অ্যাসেসর গমন করিতেছেন। আবিসনীয়গণের কি এত অর্থ আছে?

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে এক জন মুসলমান স্ত্রীলোক ১২০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; পলাসির যুদ্ধের দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার জন্ম হয়। তিনি হৈদর আলি ও টিপুসুলতানের কর্তৃত্ব দর্শন করিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস অবধি সর জন লরেন্সপর্য্যন্ত সকল গবর্ণর জেনরল তাঁহার জীবন কালে এদেশে আইসেন। এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল; বিংশতি বর্ষ তিনি নিতান্ত শিশুবৎ হইয়াছিলেন।

পেয়নিয়র বলেন দারজিলিঙে কাসরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌটাইমস বলেন, ২৪ এ ডিসেম্বর কানপুরের ডুটী আড্ ডার পর দুইখানি মালগাড়ীতে পরস্পর ধাক্কা লাগিয়াছে। একখানি শকট ছাড়িবার অনতিবিলম্বে আর এক খানি ছাড়াতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

আর, বি, চাপমান সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসংক্রান্ত সেক্রেটারি হওয়াতে সকল সংবাদপত্র বিস্ময়প্রকাশ করিতেছেন; ইডেন সাহেবকে এই পদ দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু বোধ হয় সর জন লরেন্স ভুটানঘটিত বিবাদ বিস্মৃত হন নাই।

ডেলিনিউস জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটারি ইংলণ্ডে দুই কোটি টাকা কর্জ্জ করিবেন; বোধ হয়, এই টাকা জলসেচনার্থ খালের নিমিত্ত কর্জ্জ করা হইতেছে। ডিউক অব আর্গিল সম্প্রতি বলিয়াছেন, এপ্রকার কার্য্য করিতে গেলে কর্জ্জ করা কর্ত্তব্য। এই কর্জ্জ হইবে বলিয়া ষ্টেটসেক্রেটারি এবৎসর আর ভারতবর্ষে হুণ্ডিপ্রেরণ করিবেন না।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, লার্ড মেয় মান্দ্রাজে না গিয়া রাজপুতনা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইয়া ১২ ই জানুয়ারি স্বীয় কার্য্য গ্রহণ করিবেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করা তাঁহার অভিপ্রেত। লার্ডমেয় অতি উত্তম কাজ করিতেছেন, স্বচক্ষে দর্শন করিলে দুর্ভিক্ষনিবারণের প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি এক জন বেশ্যা তাহার উপপতির নামে অনধিকারপ্রবেশ ও ক্ষতির নালীশ করাতে মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, "উপপতি ও উপপত্নীঘটিত বিবাদে পুলিষের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। আমি দেখিতেছি, যেখানে কোন বেশ্যাসংক্রান্ত নালীশ হয়, পুলিষ তথায় যেন সন্তাপন করিয়াছেন। অন্য অন্য বিষয়ে যখন পুলিষের সাহায্য যথার্থ প্রয়োজন হয়, তথায় পুলিষ এমত আগ্রহ প্রদর্শন করেন না।" বেশ্যামহলে কি শান্তিরক্ষার প্রয়োজন নাই?

১৭ ই পৌষ বুধবার।

পঞ্জাবের জেলসমূহের স্ত্রীলোকবিভাগের নিমিত্ত এক এক জন স্ত্রী লোক তত্ত্বাবধায়িকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে এমন জনশ্রুতি যে মাগদালার লার্ড নেপিয়র তিন মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবেন।

কাউণ্টেস মেয় লেডি ফিটজারলডের সহিত সর জামসেট জিজিভাইয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। কতকগুলি এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক তথায় তাঁহাকে সম্মাননা করেন। লেডি মেয় অতঃপর জিজিভাই দাতব্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিদায় লইবার সময়ে তিনি কয়েকজন এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের হস্তমর্দ্দন করিয়াছিলেন। এ দেশের অনেক মধ্যম শ্রেণির বিবি এমত কাজ করিলে সমাজচ্যুত হন।

ডাইস সম্বার মকদ্দমার প্রিবি কৌন্সিলে আপীল হওয়াতে সিবিলিয়ান ফিটজ পেট্রিক সাহেব গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন করিতে গমন করিতেছেন

কিছু দিন হইল, ডাক্তর মৌএট বলিয়াছেন; যাবজ্জীবন বালক কয়েদিদের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি জেলের বালকবিভাগ করা কর্ত্তব্য। এই জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মফস্বলের প্রত্যেক জেলে বালকবিভাগ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, মুলতান হইতে কোত্রিপর্য্যন্ত বাষ্পীয় জাহাজে বিনা ব্যয়ে যাইবার নিমিত্ত তিন জন ইউরোপীয় জাল করিয়াছিল। পঞ্জাবের প্রধান আদালত হইতে এক জনের তিন বৎসর এবং দুই জনের ছয় মাস করিয়া মেয়াদ দিয়াছেন।

কাবুলীয় মহাজনদিগের সহিত পাইকগণের বিবাদ হওয়াতে সোমবার দুই দলে দাঙ্গা হইয়াছিল। ৫০ জন ধৃত হয়, প্রত্যেকের ১০ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে খুলনার এচ, জে, রেনি সাহেবের সুন্দরবনসংক্রান্ত একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। সুন্দরবন কর্ষিত ও লোকপূর্ণ ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে সমুদ্রের তীরে ও সুন্দরবনের মধ্যে তিনটী প্রধান নগর ও কতগুলি দুর্গ ছিল। ১৬৮০ অব্দে এক প্রবল বাত্যা হওয়াতে উচ্চসমুদ্র তরঙ্গ আসিয়া অনেক গ্রাম ও প্রায় দুই লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট হয়। অবশিষ্ট লোকেরা উপর অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আইসেন। তৎপরে ১৭৩৭ অব্দে আর বাত্যা হওয়াতে অনেক অনিষ্ট হয়। ইহার উপরে মগ ও পর্টুগিজ বোম্বেটেদিগের অত্যাচার হওয়াতে সুন্দরবন জনশূন্য হইয়াছে। আবাদ করিতে করিতে অনেক বাটী মন্দির ও মসজিদ বাহির হইয়াছে।

মহীসুরে বিদ্যাশিক্ষার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। রাজার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক কর্ণেল হে অবসৃত হইয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব রাজার পারিষদ গ্রহদিগকে পেন্সন ও কতককে কিছু দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

জন ব্রাইট সাহেবকে ভারতবর্ষের সেক্রেটারির পদ দিতে চাহা হইয়াছিল, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এই অস্বীকারের কারণস্বরূপ

প্রণালীতে শাসিত হয় তিনি ...দন করেন না। এমত অবস্থায় গ্রহণ করিলে সংস্কারের বিরুদ্ধ য়। ব্রাইট সাহেব ভারতবর্ষের দর্শন করিতে চাহেন তাহা এক অসম্ভব; অতএব তিনি সেক্রেটারি র্ণ না হউক কতক উন্নতি নিশ্চয়ই

...দিগের প্রধান সেনাপতির মাতা বিবি ফিল্ড ৭৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ ছেন।

...ইর জন্মদিবসে পুলিস কমিসনর হগ প্রায় ৫৫ জন ইউরোপীয় পুলিস কর্ম্মচা ...ক ভোজ দিয়াছিলেন।

...জিলাতে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ হইয়াছে। ...ইগণ দরিদ্র অধ্যেত উপনিবেশ আক্রমণ ৫০।৬০ জন লোককে বধ করিয়াছে সাঁওতালগণ আপনাদিগের ধ্বংস আপ ...রিতেছে, তাহাদিগের ভূমি কাড়িয়া প্রথা কি ত্যাগ করিলে ভাল হয় না? ...এ ডিসেম্বর সীতারামপুর হইতে সীতা ...ও কড লাইনে রেইলওয়ে শকট গমন ...রিয়াছিল। সর রিচার্ড টেম্পল জিওনাড ও প্রেষ্টেজ সাহেব শকটে ছিলেন। ...পর্য্যন্ত শকটখানি গমন করিয়া

১৮ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

। পাখা চালাইবার নিমিত্ত ... একটী পাটেন্ট লইয়াছেন। এহ ... দিবসাবধি হইতেছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ...দ্বারা ১,০০,৬০৬ জন লোককে ... দেওয়া হইতেছে; অর্থাৎ প্রত্যহ ... জন লোকে সাহায্য পাইতেছে। ...৩০০০ লোকে একটী পুষ্করিণী ...ছে। এইসকল কার্য্যে প্রায় যাব ...র অন্ন চালতেছে।

...ও মিরাটে গো মহিষ চুরির ...য়াতে পুলিসের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ...ন্ট কর্ণেল ডেভিস ছয় মাস ...রিতে নিযুক্ত থাকিবার আজ্ঞা

...দূত যে বাটীতে আছেন, তাহার সম্মুখ দিয়া লোক চালিলে সান্ত্রিগণ অতিশয় তাড়না করে। সরকুলর রাস্তার অনেক গাড়ী চলে। দুর্ভাগ্যক্রমে দূতের বাটীর সম্মুখ দিয়া গমন করিলে গাড়োয়ানগণ গালী সহ্য করিয়া থাকে। সে দিবস এক দল লোকের সহিত গুরখাদিগের দাঙ্গা হইতে হইতে রহিয়া গিয়াছে দূতের বাটীর সম্মুখে নেপালীয় সান্ত্রীর পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষীয় সান্ত্রী অথবা পুলিস প্রহরী রাখা কর্ত্তব্য। আর গুরখাগণ মদ্যপান করিয়া রাস্তায় বৃহৎ বৃহৎ ভোজালি লইয়া ভ্রমণ করে। অস্ত্র ধারণ করিয়া নগর ভ্রমণ করা নিষিদ্ধ হইতেছে। মুরসিদাবাদের নবাবের শরীররক্ষকদিগকে তলবার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, অত্রত্য হেচারামের দেউরীর রমাই চাঁদ বেহারা ১৬ ই ডিসেম্বর তাহার পুত্র অলঙ্কার সহিত চোরিত হইয়াছে বলিয়া এজাহার করে। কএক দিন হইল আমীরন্নেছানাম্নী এক আয়ার সহিত বাবুর বাজারের রাস্তায় ঐ বালককে প্রাপ্ত হয়য়াছে। আমীরন্নেছা জজ সাহেবের সন্তানের দুগ্ধ-ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করে। জজ সাহেব স্তন্যপরীক্ষা করিয়া তাহার পুত্র দেখিতে চাহেন, আমীরন্নেছার পুত্র এখানে না থাকায়, রামাইচাঁদের স্ত্রীকে বলিয়া তাহার ছেলেকে লইয়া দেখাইতে চলিয়াছিল আজকালকার অবলা সবলাদিগের মধ্যেও ধূর্ত্ততা বিরল রহে নাই।

উক্ত পত্র বলেন, " গত ১৮ ই ডিসেম্বর রাত্রে মুলফত গঞ্জ ষ্টেসনের অধীন গঙ্গানগর হাট খোলার নিকট নদীতে বিক্রমপুরের ভরাকৈর নিবাসী নন্দকুমার জুগী প্রভৃতি গুড় বেপারীগণ নৌকা লাগাইয়া নিদ্রিত ছিল, ৬ জন ডাকাইত নৌকার রসী কাটিয়া অনেক দূরে নিয়া নৌকা হইতে ১১৩/ আনার মাল অপহরণ করিয়াছে।

উক্ত তারিখে সেই স্থলে বিক্রমপুর মাইজপাড়ার পূর্ণচন্দ্র সাহার নৌকা হইতে ডাকাইতগণ ঐভাবে জিনিস অপহরণ করিয়াছে। ভদ্রতা এই যে কাহাকেও প্রাণে (আঘাত করে নাই. পুলিস অনুসন্ধান করিতেছেন।

১৯ এ পৌষ শুক্রবার।

সিমলার কাথলিক অনাথালয়ে যেসকল শিশু ও শিক্ষকপ্রভৃতি আছেন, তাঁহাদিগকে বিনা ব্যয়ে সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ঔষধ দিবার আজ্ঞা হওয়াতে আগরা ও মুস্সুরির অনাথালয়ের অধ্যক্ষগণ ঐ প্রকার " স্বত্ব " চাহেন। গবর্ণর জেনরল এই " যুক্তিসিদ্ধ " আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমরা কালীঘাটের হালদারদিগকে অনুরোধ করিতেছি, কালীঘাটে যে সকল অনাথ লোক অন্ন পায় তাহাদিগের জন্য সাধারণ ভাণ্ডার হইতে ঔষধ প্রার্থনা করেন। নজির উত্তম রহিয়াছে।

আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী মাসি সাহেব মহাসভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টায় অকৃতার্থ হইয়াছেন। কাম্বেল সাহেবও পাবেন নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অণ্ডর সেক্রেটারি ওয়াইলি সাহেব এবং জর্জ্জ টিবিলিয়ান ও ইষ্টউইক সাহেব কৃতকার্য্য হইয়াছেন। জর্জ্জ টিবিলিয়ানের নিমিত্ত ভারতবর্ষের সকলেই আহ্লাদিত হইবেন।

বিখ্যাত ফরাশী বারিষ্টর মসুর বেরিয়রের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ১৭৯০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব প্রথম নেপোলিয়ন, অষ্টাদশ লুই, দশম চারল্‌স, লুই ফিলিপ এবং তৃতীয় নেপলিয়নের রাজত্ব দর্শন করিয়াছেন বেরিয়র হতভাগ্যদিগের প্রধান সহকারী ছিলেন। ১৮১৫ অব্দে তিনি প্রসিদ্ধ সাহসী মার্শলনের সমর্থন করিয়াছিলেন। তৃতীয় নেপলিয়ন যখন লুই ফিলিপের সময় বিদ্রব করিতে আসিয়া ধৃত হন, তখন বেরিয়রের দ্বারা তাঁহার সমর্থন হয়। তথাপি বেরিয়র নেপলিয়ন বংশের বরাবর বিপক্ষতা করিয়াছেন ইউরোপীয় যাবতীয় বারিষ্টর অপেক্ষা ইহার বক্তৃতা শক্তি ছিল; যেমত সুস্বর সেইপ্রকার মহাথভাব ও মনোহর অঙ্গভঙ্গী ছিল। বেরিয়রের পিতা বারিষ্টর ছিলেন; তাঁহার পুত্রও এক জন বারিষ্টর। তিন পুরুষই বক্তৃতাশক্তিনিবন্ধন বিখ্যাত।

মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি দেড় ক্রোশে দুই পয়সা ভাড়া করিয়া কয়খান কুলি শকট করিতেছেন। এগুলি আমাদিগের চতুর্থ শ্রেণির শকটের ন্যায় আচ্ছাদিত, কিন্তু ইহার মধ্যে আসন নাই।

কুর্গের ভূতপূর্ব্ব রাজার কন্যা গৌরাম্মা বিক্টোরিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর পোষ্য কন্যা ও প্রিয়পাত্রী ছিলেন। মান্দ্রাজের ৩৮ গণিত সিপাহী রেজিমেন্টের কর্ণেল কাম্বেলের সহিত রাজকু

মারী বিক্টোরিয়ার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এ বিবাহে তাঁহার সুখ হয় নাই। তিনি একটী কন্যা প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সম্প্রতি কর্ণেল কাম্বেল হঠাৎ অদৃশ্য হইয়াছেন। ইহার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে এবং নিজে বুদ্ধিমান বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। কেহই ইহার অনুসন্ধান করিতে পারিতেছেন না।

বেলেয়ার বন্দরের অধ্যক্ষ কতগুলি ফলকর বৃক্ষ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আন্দামানে অল্পই ফলতরু আছে। তথায় বিস্তর আম্র হয়। কিন্তু সকলই আটিমাত্রসার। তথায় উত্তম কাফি হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মাল্দ্রাজ ও বঙ্গদেশের কৃষিসমাজকে বীজ প্রেরণ করিতে বলিয়াছেন। এডেন হইতে কতগুলি মেষও আন্দামানে প্রেরিত হইতেছে। মর জন লরেন্সকে সুএজে রাখিয়া প্রত্যাগমনকালে ফিরোজ জাহাজ এগুলিকে আনয়ন করিবে।

গোয়ালিয়রেশ্ব এক জন ওঝা সর্পের বিষ নিবারণের প্রকৃত ঔষধ প্রকাশ করিয়াছে। সেনাপতি সাউয়াসের সম্মুখে এ ব্যক্তি একটী স্ত্রীলোককে ভাল করে। কয়েকটী কুকুর ও মুরগীকে এই ঔষধ দিয়া সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া দেখা হইয়াছে, তাহাদিগের মৃত্যু হয় নাই। সেইসকল সর্প বিনা ঔষধে যখন অন্য জন্তুকে দংশন করিয়াছে তখন তাহাদিগের মৃত্যু হইয়াছে। সেনাপতি সাউয়াস এবিষয় ডাক্তর ফেয়ারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার পরীক্ষা করা আবশ্যক।

আগামী বর্ষে মফস্বলের দেওয়ানী আদালত সমূহ সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩ দিবস বন্ধ থাকিবে। হুগোৎ সবে ৩২ দিবস বন্ধ স্থির হইয়াছে।

রাজকুমার আজিমজার ঋণপরিশোধার্থ আর ১৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইতেছে। ইহা অতিশয় অন্যায়। পদচ্যুত রাজকুমারগণের জানা উচিত, বারম্বার এপ্রকার নির্ব্বুদ্ধিতাজনিত ঋণের নিমিত্ত টাকা দিতে হইলে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগের উপরে ক্রমশঃ বিরক্তই হইবেন। ইউরোপীয় পদচ্যুত রাজবংশীয়গণ পূর্ব্ব রাজ্য হইতে এক পয়সা পান না, এটী আজিমজা প্রভৃতির যেন স্মরণ থাকে।

গত কল্যের গেজেটে প্রথম উপাধি ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৭ জন এল, এ, এবং ৮৯৩ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। এল, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ১২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৮১ জন, তৃতীয় শ্রেণিতে ১০৪ জন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে ১৪৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৩৪ জন ও তৃতীয় শ্রেণিতে ৩১৩ জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা জেনরল আসেম্বলি তৎপরে হেয়ার ও তৎপরে হিন্দুস্কুল দাড়াইয়াছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীর সহিত কৃতার্থ ছাত্রের সংখ্যা করিলে প্রথম আসন হিন্দুস্কুল ও দ্বিতীয় আসন হেয়ার ইস্কুলের হইতেছে। আমরা দুঃখিত হইলাম, জেনেরল আসেম্ব্লি বিদ্যালয়ে অধিকসংখ্যক অকৃতার্থ ছাত্র দেখা যাইতেছে।

২০ এ পৌষ শনিবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বণিক সম্প্রদায়ের উপযুক্ত ও জগৎহিতৈষী সেক্রেটারি উড সাহেব কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উড সাহেব বড় সময়ে আসিয়াছেন। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহার ন্যায় লোকের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। প্রতিনিধি সেক্রেটারি এ, বি, শেকলটন সাহেব গত ঝড়ের সময়ে যে প্রকার কার্য্য করেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকটে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইবেন।

গ্রে সাহেব দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে প্রথম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বণিকসম্প্রদায় পত্র লিখেন যখন অনেক স্থানে বিশেষতঃ ঝাঁশীপ্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ, তখন তাঁহারা সাধারণ চাঁদা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর এই পত্র গবর্ণর জেনরলের নিকটে প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন, বেহারপ্রভৃতি স্থানে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে আরও হইবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশের কষ্ট না দেখিয়া চাঁদা করা অনুচিত। আপাততঃ সাধারণ কার্য্যদ্বারা কর্ম্ম দিলে যথেষ্ট হইবে। গ্রে সাহেব নিতান্ত স্বার্থপরতাপ্রকাশ করিয়াছেন, গত ঝড় ও দুর্ভিক্ষের সময়ে কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গদেশে সাহায্য আইসে নাই? সর্ব্বসাধারণ এখন চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। অতঃপর বাণিজ্যসংক্রান্ত কষ্ট বা অর্থকৃচ্ছ হইলে চাঁদা উঠা ভার হইবে। বেহারে লাগিবে বলিয়া এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সাহায্য প্রেরণ করিতে না দেওয়া অতিশয় অন্যায়।

সম্প্রতি পঞ্জাবের স্থানে স্থানে ভূমিকম্প হওয়াতে একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। পৃথিবীর উপরিভাগের কয়েক অঙ্গুলী নীচের সমুদায় মৃত্তিকা ভূমিকম্পদ্বারা জলসিক্ত হইয়াছে। ভূমধ্যস্থ জল যে কম্প দ্বারা উঠিয়াছে, তাহা বোধ হইতেছে। এই প্রকারে পরমেশ্বর অনিষ্টের সহিত ইষ্টসাধন করেন।

মধ্য ভারতবর্ষের ফসলের অবস্থা যত [illegible] বোধ হইয়াছিল, তত নয় সং[illegible]য়াছে। কিন্তু কলিকাতার দোকান[illegible] মধ্যে চাউল অগ্নিমূল্য করিয়াছে[illegible] সম্প্রদায় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ [illegible] দ্রব্যের মূল্য ও শস্যের রপ্তানির এক [illegible] তালিকা প্রকাশিত করেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন ৩০ এ লার্ড মেয় মান্দ্রাজে যাত্রা করিয়াছেন। পীড়িত স্থান তবে স্বচক্ষে দর্শন করা [illegible] না।

আমরা পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টকে অনুরো[illegible]তেছি নেপালীয় দূতের বাটীর প্রহ[illegible] কয়েক জন পুলিষ কর্ম্মচারীকে রাখুন[illegible] কল্য আমরা পুনর্ব্বার স্বচক্ষে দেখিলাম, প্রহরিগণ রাস্তার লোককে তাড়াতাড়ি[illegible]তেছে। গুরখাগণ গোঁয়ার; কলিকাতার [illegible]য়ানেরা কম গোঁয়ার নহে। একটী দা[illegible] হয় এটী প্রার্থনীয়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের [illegible] বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা		৯৩।।০ । ৯[illegible]
৪	ঐ	কোং	৯৪।।০ । [illegible]
৫	ঐ	পবলিক ওয়ার্ক	১০৩, । ১০৩
৫	ঐ	কোং	১০৮।।০ । ১০[illegible]
৫।।	ঐ	কোং	১১২৸০ ১[illegible]

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৮ই ডিসেম্বর। লেপ্টনাণ্ট আর, ডেবিস জলপাইগুড়ির পুলিষ সুপরইণ্টে[illegible] হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা ঢমকার সা[illegible] বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন,

বাবু অদ্বৈতনারায়ণ সিংহ।
ঐ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ঐ সারদা প্রসাদ ঘোষ।
ঐ দিননাথ রায়।
ঐ শ্রীমন্ত লাল দে।
ঐ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।
ঐ শ্রীনাথ দত্ত।
ঐ মীর সাহদাদ আলি।

সহকারী কমিসনর নিজ পদগুণে জুষ্টিস হইবেন।

ডিসেম্বর। হুগলীতে সার্টিফিকেট কারে আদায় হইতেছে, তাহার অনু এচ, এল, হারিসন সাহেবকে নিযুক্ত।। ৮ই ডিসেম্বর তাঁহাকে যে বিদায় হইয়াছিল, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

২২এ ডিসেম্বর। রেবরেণ্ড উইলিয়ম, দক উইলকিন্স কলিকাতার এক জন বিবা রজিষ্ট্রার হইবেন।

দিন সাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট মফস্বল দর্শন বন তত দিন তত্রত্য প্রতিনিধি জাইন্ট ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, সি, ষ্টিবেন্স ব ১৮৫৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬২ অব্দের ৬ । অনুসারে মকদ্দমার আপীল গ্রহণ ত পারিবেন।

টকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালে বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় মাজি র ক্ষমতা পাইবেন।

চ, ডবলিউ, ডবলিউ, এলিস সাহেব যশো এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের তা পাইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মালদহের সাধারণ শিক্ষাসভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

বাবু কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় বরিসালের নিধি বিশেষ সবরেজিষ্টার হইবেন।

ত দিন বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ বিদায় । অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন গবর্ণমে কনিষ্ঠ উকীল বাবু জগদানন্দ মুখোপা । প্রতিনিধি প্রধান উকীল হইবেন।

বাবু অনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় গবর্ণমে প্রতিনিধি কনিষ্ঠ উকীল হইবেন।

যতদিন এস, লব সাহেব বিদায় লইয়া পস্থিত থাকিবেন, ততদিন এ, ডবলিউ ট সাহেব এম, এ বঙ্গদেশীয় শিক্ষাকার্য্যের ীয় শ্রেণির প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিবেন।

যে দিবস লব সাহেব বিদায় লইয়া গমন য়াছেন, সেই দিবসাবধি পূর্ব্বোক্ত নিয়োগ গ্য হইবে।

ডিসেম্বর। ফরিদপুরের ডেপুটি মাজি পুটি কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি পচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, ময়মনসিংহে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

মুন্সি তারিক উল্লা কিছু দিনের নিমিত্ত কুচ বিহারে খাকবস্তের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী হই বেন।

যত দিন বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সর কারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য বি, এল, রাজ সাহীর অন্তর্গত সিরাজগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

জে, ক্রফোড সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যতদিন সি, এফ, মণ্টেসর সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন সি, টি, বকলাণ্ড সাহেব বৰ্দ্ধমানের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

২৯এ ডিসেম্বর। কুমারখালির ডেপুটী মাজি ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু নবীনকৃষ্ণ সর কার কিছু দিনের নিমিত্ত সদরমহকুমা পাবনার বদলী হইবেন।

পাবনার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ক্টর বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিনের নিমিত্ত কুমারখালি উপবিভাগের ভার পাই বেন। তিনি সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

ই, এম, রেলি সাহেব ফরিদপুরের বিশেষ সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

বাবু রামগোপাল চাকি এল, এল, শিব সাগরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যতদিন ডাক্তর টি, পি, রাইট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন ডাক্তর এন, বি, বেলি ভাগলপুরের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

২২এ ডিসেম্বর। পোপ এক বক্তৃতা দ্বারা স্পেনের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবস্থার নিমিত্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

যেসকল গ্রীক তুরস্ক হইতে দূরীভূত হই য়াছেন, তাঁহাদিগের স্বার্থরক্ষার্থ ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া অসম্মত হইয়াছেন।

মাড্‌ষ্টোন সাহেব অনেক ব্যয়সংক্ষেপ করিবার এবং করপ্রদানসঙ্গতি অনুসারে প্রতিনিধি মনোনীতের ক্ষমতার পরিবর্ত্তে স্বাধীন মতপ্রকাশক্ষমতা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

কিজন্য ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পদগ্রহণ করা হয় নাই, ব্রাইট সাহেব তাহার কারণ বলি য়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর অনুমোদন করেন না। তাহার সংশোধন করাও তাঁহার সাধ্য নহে। অতএব তিনি এমন অবস্থায় শাসনভার লওয়া অন্যায় জ্ঞান করেন।

২৪এ ডিসেম্বর। ইউরোপীয় গবর্ণমেন্ট সমূহ দূতসভাদ্বারা বিবাদভঞ্জনের যে প্রস্তাব করেন, তুরস্ক গবর্ণমেন্ট তাহাতে অসম্মত হই য়াছেন

২৬এ ডিসেম্বর। গ্রীস ও তুরস্কের বিবাদ দূতসভাদ্বারা ভঞ্জন করিবার চেষ্টা অদ্যাপি হইতেছে। দূরীকৃত গ্রীকদিগকে রুমেনিয়াতে গমন করিতে দেওয়া হইতেছে। গ্রীক মহাসভা চারিকোটি টাকা কর্জ্জ করিবার সম্পূর্ণ অনুমতি দিয়াছেন।

বিজ্ঞাপনদ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, মার্চ্চের পূর্ব্বে ষ্টেটসেক্রেটারি ভারতবর্ষের উপরে হুণ্ডি প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হইবেন না।

২৪এ ডিসেম্বরের এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। ইহাতে প্রকাশ করিতেছে, দক্ষিণ বিভাগের বিদ্রোহে যেসকল ব্যক্তি লিপ্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে সভাপতি জনসন সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বতন স্বত্ব প্রদান করিয়া ছেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি মহাসভার অধিবেশন হইবে। গিফার্ড সাহেব প্রধান বিচারপতি হই য়াছেন। জেম্‌স্‌ সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

৩১এ ডিসেম্বর। তুরস্ক গবর্ণমেন্টকে ইং লণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া স্পষ্টাভিধানে বলিয়া ছেন, সন্ধিপ্রস্তাবে যে পাঁচটী বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা লইয়াই তর্ক হইবে। ইহা তুষ্টিকর হওয়াতে সুলতান দূতসভাদ্বারা বিবাদমীমাংসা করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছেন, অন্য কোন প্রশ্ন উত্থিত করিলেই তাঁহার দূত চলিয়া আসিবেন।

এই সভার উদ্দেশ্যে রুশীয় গবর্ণমেন্ট সুল তানকে বলিয়াছেন, গ্রীকদিগকে তুরস্ক হইতে বহিষ্কৃত করিবার আজ্ঞা আপাততঃ রহিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সুলতান বলেন, গ্রীস যদি প্রতিভূ প্রদান করেন তবে তিনি এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতে পারেন, নচেৎ কোন মতেই নহে।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ । ৭ সংখ্যা ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং । "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা । | সন ১২৭৫। ১৫ ই পৌষ । ১৮৬৮। ২৮এ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাস্তুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন ।

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক অর্থলালসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের স্বত্বলোপপূর্ব্বক গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তাঁহারা বিহিত শ্রম না করিয়া অন্যের যত্ন আয়াসসম্ভূত গ্রন্থের কোন অংশ একটু ওলটপালট করিয়া সেখানি নিজের " সংস্করণ " বলিয়া প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ ঐরূপ গ্রন্থের স্থলবিশেষে সমাদর হয় সংস্কৃত গ্রন্থসম্বন্ধে এই শোচনীয় ব্যাপার অধিক ঘটিতেছে ।

সাধারণের এই একটী সংস্কার আছে সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের স্বামিকত্ব নাই সুতরাং যে সে মনে করিলে ছাপিতে পারেন । তাঁর যত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ও যত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের নষ্টোদ্ধার করা হউক না, কেহ মনে করিলে অমনি সেখানি ছাপিতে পারেন, লোকের চক্ষে ধূলি দিবার মত কিছু পরিবর্ত্ত করেন । ইউনিবর্সিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি এরূপ উপদ্রবের বাহুল্য দেখা যাইতেছে । ক্রমে সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাতাস লাগিতে চলিল ।

পরন্তু আমার প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই নিমিত্ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি [illegible] তর্কালঙ্কারকৃত টীকা সহ বেণীসংহার নাটক খানি রেজিষ্টারি করান গেল, যদি কেহ তর্কালঙ্কারের অনুমতি না লইয়া তাঁহার কর্ত্তৃক সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা টীকা লইয়া আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাহা হইলে কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে নালিস করা যাইবে ।

কলিকাতা ঠনঠনে } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যো-
২৭ এ অগ্রহায়ণ } পাধ্যায় প্রকাশক

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ।

বড় দিনের ছুটির সময়ের টিকিট ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, যেসকল এষ্টেশন হইতে বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ২১ এ তারিখে বা তৎপরে যে সকল রিটরণ টিকিট বাহির হইবে তদ্দ্বারা আগামী জানুয়ারি মাসের ৪ ঠা সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন সাধিত হইবে ।

বোর্ড অব এজেন্সি } সিসিল ষ্টিফেন্সন
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে }
ডেলহাউসী স্কোয়ার }
কলিকাতা ১৮৬৮ } বোর্ড অব এজেন্সি
৫ই ডিসেম্বর । }

—:০:—

মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় (তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র) আমাকে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন । আমার অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্পত্তির কিছু কেহ ক্রয় বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না ।

মজিলপুর } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
১০ ই পৌষ }
১২৭৫ }

—:০:—

৮ ই ও ৯ ই মাঘ ইংরাজী ২০ এ ও ২১ এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগলি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে । নিম্নলিখিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে ।

শ্রুতলিখন ও হস্তাক্ষর ।

ভাষা ও ব্যাকরণ ।

পাটীগণিত ।

ভূবৃত্তান্ত ।

১ ম ভাগ ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

ডিসেম্বর } শ্রীযুক্ত এচ, উড্রো
১৮৬৮ } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

আগামী ২১ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে । পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে । সম্প্রতি ৪ । ৫ টী ৫ টাকার বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে ।

বাঙ্গালা — সাহিত্য ও ব্যাকরণ

অঙ্ক — দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত

বাঙ্গালার ইতিহাস ।

ভূগোলের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের পরিচয় ।

বাচনিক পরীক্ষা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা ।

কলিকাতা } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের
১৯ এ ডিসেম্বর }
১৮৬৮ } স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

—:০:—

মুগ্ধবোধসার ।

অল্পায়াস ও অল্পসময়ের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার জন্মে এই অভিপ্রায়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় অংশ, তাহার সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তাৎপর্য্য, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্নকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে । পাঠার্থিগণের সুবিধার জন্য সূত্রসকল পদাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সূত্রানুসারে পদসাধনের রীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে । মূল্য ১ এক টাকা মাত্র । কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে ।

২৭ এ অগ্রহায়ণ } শ্রী[illegible]চরণ চট্টোপাধ্যায়
১২৭৫ । }

হুগলী মেডিকেল স্কুল ।

১ । এতদ্দ্বারা আমাদিগের উৎসাহী সুহৃদ, সংবাদী, ও সর্ব্বসাধারণকে অ

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য	১
স্বপ্নের মোহিনী শক্তি	।৵
গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত	৩
বিধবাবিবাহ নাটক	১
কামিনীকুমার নসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য	৮০
মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা	১
ঔষধসিন্ধু লহরী	২॥০
ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত	৪॥০
সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ	৭
কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে	২
উষাহরণ পদ্য	১
হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত	১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ১॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৯ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবোথনট এবং কোং

—০—

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন আমি এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে উক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা চোরবাগান ৪ঠা পৌষ ১২৭৫ } শ্রীচন্দ্রশেখর কুণ্ডু

—:০:—

সতর্কার্থ বিজ্ঞাপন।

৩০ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হালিসহর নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত তাঁহার খরিদা জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ১৵১৸৵ বিঘা ভূমি বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; কিন্তু তিনি ঐ ভূমি বিক্রয়ার্থ বিগত ১২৭৪ সালের ২১ এ মাঘ সোমবার বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকাবেলায় ষ্টাম্প কাগজে রীতিমত বায়নাপত্র লিখিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট নোট ১১৪৯১ নং এক কেতা ১০০ টাকা ও নগদ ১ টাকা একুনে এক শত এক টাকা বায়না লইয়াছেন, এক্ষণে আমার উকীলের বাটীতে কবালা প্রভৃতি কাগজ পত্র তাঁহার স্বাক্ষরার্থ সমস্ত প্রস্তুত রহিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত উক্ত গুপ্ত মহাশয় ঐ সকল কাগজ পত্র স্বাক্ষর না করিয়া বাবু প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা আমার নিকট সর্ব্বদা শারীরিক অসুস্থতাদি বিষয়ক ভান করিয়া কালব্যাজ করত আমার সহিত লিখিত পঠিত ও বায়না কৃত বিষয়ের বিক্রয়ার্থ পুনর্ব্বার সাধারণ্যে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন; সুতরাং আমি এই বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিতেছি যে যেন কেহ উক্ত বিষয় ক্রয় না করেন। বাবু বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত রীতিমত কবালা স্বাক্ষর করিয়া উক্ত বিষয় বিক্রয় না করিলে আমারে অগত্যা তাঁহার নামে আদালতে নালীশ করিয়া বিক্রয় সাব্যস্ত করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা সন ১২৭৫ ১ লা পৌষ } শ্রীবলাইচাঁদ সিংহ

———

মৎপ্রণীত কবিতাকুসুমাঞ্জলি সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ।৵ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—:০:—

নদিয়াঁর নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর তারিখে ৮ হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৪	৭
মহানায়	৮	৯
তথা হইতে জলিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জলিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৬

সন ১৮৬৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বহরমপুর গঞ্জঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গজের উপর		১০॥

বহরমপুর ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৮। } শ্রীযুক্ত সি ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১৫ ই পৌষ সোমবার।

স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যগ্রহণ।

এখানকার ব্যবস্থাপক সভার সংশোধিত ফৌজদারি আইনের পাণ্ডুলেখ্য ইংলণ্ডস্থিত আইন কমিসনরদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমাদিগের ফৌজদারি আইনের অনেক অংশে সংশোধন যে একান্ত আবশ্যক তাহা সাধারণ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। আজি আমরা একটী মহৎ অনিষ্টের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্তঃপুরবাসী স্ত্রীলোকদিগকে সাক্ষী বলিয়া দেওয়ানী আদালতে লইয়া যাওয়া হয় না; কিন্তু ফৌজদারি আদালতে ইহার বিপরীত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যে সে ব্যক্তিকে ঐ আদালতে আনয়ন করা হয়। পুলিস ১৩৫ ধারার অন্তর্গত যাবতীয় মকদ্দমা স্ত্রীলোকদিগকে ১৪৪ ধারানুসারে থা

নানয়ন করিতে পারেন। লার্ড কর্ণওয়া লিস স্ত্রীলোক সাক্ষীদিগকে আদালতে উপস্থিত হইবার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া একটী প্রচলিত দেশাচারের নিকটে মস্তক অবনত করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে আদালতে লইয়া গেলে এদেশীয়েরা মনে কষ্ট পাইবেন, এই নিমিত্তই পূর্ব্বোক্ত বিধি করা হয়। যখন সম্মানরক্ষা উদ্দেশ্য হইল, তখন কি যুক্তিতে ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালত বলিয়া প্রভেদ করা হইতেছে? বরং দেওয়ানী আদালতে সম্মান আছে। এদেশীয়েরা ফৌজদারি আদালতকে ঘৃণা করেন; ইঁহারা তথায় দাঁড়ালে অপমান হয় জ্ঞান করেন। কয়েক বৎসরাবধি আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপকগণ এই চিরন্তন সংস্কারের বিরুদ্ধ কাজ করিয়া আসিতেছেন। বিচারপতিগণকেও তাঁহাদিগের বাতাস লাগিয়াছে। কিছু দিন হইল, প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দেনার ডিক্রীতে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে রুদ্ধ করা যাইবে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘকাল অন্তঃপুরমধ্যে বাস করিয়া আসিতেছেন। আজিও সামাজিকেরা ইহাঁদিগের পরাধীনতানিগড় ভগ্ন করিয়া দেন নাই; অতএব ইঁহারা যে ইউরোপীয় রমণীদিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন তাহা সম্ভাবিত নহে। এতন্নিবন্ধন স্থানে স্থানে অত্যাচার হইতেছে। আমাদিগের পুলিসে কি ধাতুর লোক আছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক জনকে অপমান করিবার নিমিত্ত কোন পুলিষ মকদ্দমায় তাঁহার স্ত্রীর নাম করিলে পুলিষ কর্ম্মচারী ১০।১৫ টাকা পাইয়া মাসে উক্ত স্ত্রীলোককে থানায় আনয়ন করেন। আমরা এপ্রকার দুই একটী দৃষ্টান্ত দর্শনও করিয়াছি; কেবল লাইবেল আইনের অনুরোধে ব্যক্তি বিশেষের নাম করিতে সমর্থ হইলাম না। যত দিন সমাজ স্ত্রীলোকদিগকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান না করিতেছেন; যত দিন আমাদিগের ফৌজদারি আদালতের কার্য্যপ্রণালী সংশোধন না হইতেছে; যত দিন যথার্থ ভদ্র লোক পুলিষে প্রবেশ না করিতেছেন, ততদিন আদালত ও পুলিষে গমন হইতে স্ত্রীলোক সাক্ষীদিগকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। যিনি স্ত্রীলোক সাক্ষী মানিবেন, তাঁহাকে কমিসনদ্বারা পরীক্ষা করাইবার ব্যয় দিতে বাধিত করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগের অবস্থা ও সমাজসংক্রান্ত ব্যবহার বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাপ্রণয়ন করাই বিধেয়।

—:০:—

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পরীক্ষার কাল।

বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষণে এ দেশের একটী প্রধান লক্ষ্য স্থল হইয়াছে এবং তাঁহার হস্তে দেশসাধারণেরও ব্যক্তিবিশেষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য অনেক নির্ভর করিতেছে। দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরতার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটী হইলে যেমন বহু লোকের অমঙ্গল হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের বিবেচনা ও অবধানতার দোষেও তদনুরূপ অশুভ ফল উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিমিত্ত সাধারণের ভাব, অভাব ও অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া ইহাঁদিগের কার্য্য করা বিধেয়।

আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকনির্ব্বাচনবিষয়ে অনেক অনবধানতা দৃষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয় যেপ্রকার সাধারণ ছাত্রগণের হিতার্থ, ইহার পরীক্ষকগণের তদুপযোগী কতকগুলি লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পরীক্ষকের যেমন যথোচিত বিদ্যা থাকা আবশ্যক, তেমনি পক্ষপাতশূন্যতা একটী অত্যাবশ্যক গুণ বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি ছাত্রগণের যথার্থ গুণের বিচার ও গুণানুসারে পুরস্কার দান না হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা ব্যাপারের প্রয়োজন কি? পরীক্ষাদ্বারা শিক্ষার উন্নতির সম্ভাবনাই বা কি? এক্ষণে যে প্রণালীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইতেছে, তাহা নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যালয় বিশেষের শিক্ষকদিগের উপরেই প্রায় পরীক্ষার ভার অর্পিত হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক পক্ষপাত হয়। প্রথমতঃ শিক্ষকগণ আপন আপন ছাত্রগণের সহিত অপরাপর ছাত্রের পরীক্ষা করেন। যেখানে আত্মীয় ও পরসম্বন্ধ সেখানে সুবিচার করা যে কত দূর কঠিন কার্য্য, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন. ব্রুটসের ন্যায় দৃঢ়চিত্ত বিচারক কয় জন হইতে পারেন? আত্মীয়ের প্রতি পক্ষপাত বাসনা এত প্রবল যে, যাঁহারা ন্যায়মার্গের অণুমাত্র ভ্রংশকে পরম অধর্ম্ম মনে করেন, তাঁহারাও ভ্রমান্ধ হইয়া অন্যায় করিয়া ফেলেন। যাঁহাদিগের তত দূর সংস্কার নাই, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই।

দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষকদিগকে বিচারক ভিন্ন শিক্ষকের কার্য্য করিতে হয়। সাধারণসমক্ষে স্বীয় ছাত্রগণের যে উপায়ে গৌরবরৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য তাঁহাদিগের মন স্বতঃ ব্যগ্র হইবে সন্দেহ কি? তাঁহারা যেসকল বিষয়ের পরীক্ষা করিবেন, সেইসকল বিষয় বিশেষ রূপে শিক্ষা না দিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। অতএব স্পষ্ট না হউক, গোপনভাবে পরীক্ষিতব্য বিষয়সকলের যে ইঙ্গিত করা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ হইলে পরীক্ষক শিক্ষকদিগের ও অপর শিক্ষকদিগের ছাত্রগ-

দের সাহায্যপ্রাপ্তিবিষয়ে অনেক ইতর বিশেষ কেন না হইবে ?

তৃতীয়তঃ ছাত্রগণের উদার শিক্ষা হয় না। অনেকে পরীক্ষক শিক্ষকদিগকে আপনাদিগের সৌভাগ্যের বিধাতা জানিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষাধীন হইবার নিমিত্ত ধাবমান হন। তাঁহারা যে ভাবে যে টুকু শিক্ষা দেন, যে কয়েকটী কথা বলেন এবং যে ভাব প্রকাশ করেন যত্নপূর্ব্বক তাহাই স্মৃতিতে ধারণ করিতে পারিলে ছাত্রগণ পুরুষার্থ বোধ করেন। যদি অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি হয়, কে আর আয়াস স্বীকার করিতে চায় ? বিশ্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ অনেক ছাত্রে যে আশানুরূপ ফল উপলব্ধ হয় না, এই প্রকার অনুদার ও অনায়াসসিদ্ধ শিক্ষাই তাহার কারণ। আমরা অনেক বার দেখিয়াছি পরীক্ষকদিগের কতগুলি প্রিয় প্রশ্নদ্বারা পরীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় ; ছাত্রগণ সেইগুলির উত্তর কণ্ঠস্থ করিবার জন্য যত্নবান্ হন ; সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে তত প্রয়াসবান হন না।

আমরা পরীক্ষকনির্ব্বাচনবিষয়ে অনবধানতাজনিত যে দোষগুলির উল্লেখ করিলাম, একটু যত্ন করিলেই তাহার নিরাকরণ হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা শিক্ষকপরীক্ষকের প্রথা রহিত করুন্। শিক্ষকমাত্রেই পরীক্ষক হইতে পারেন না, এরূপ বলা আমাদিগের তাৎপর্য্য নহে। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সে বিষয়ের পরীক্ষক না হন ইহাই আমাদিগের প্রস্তাব। ইহাতে পরীক্ষকের অভাব হইবে, এ আশঙ্কা করা বৃথা। প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপকদিগকে মনোনীত করিলে কাহার আপত্তির কারণ থাকে না। অন্যান্য কলেজের যদি এমত অধ্যাপক পাওয়া যায় যে তাঁহারা পরীক্ষিতব্য বিষয়ের শিক্ষাদান করেন না, তাঁহারাও পরীক্ষক হইতে পারেন। অন্যান্য পরীক্ষা বিষয়েও এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষকের অভাবপূরণের আর এক উপায় আছে। আমাদিগের শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীরা কি এ বিষয়ের সহায়তা করিতে পারেন না ? তাঁহাদিগের মধ্যে বিদ্যাপারদর্শীর অভাব নাই। মনে করিলে এ নিমিত্ত যে তাঁহারা সময় পাইতে পারেন না ইহাও বোধ হয় না। ডিরেক্টর ও ইন্স্পেক্টর মহাশয়েরা এ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে বিদ্যাধ্যাপনের যথার্থ তত্ত্বাবধান হয় এবং কোন বিষয়ে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। যদি পরীক্ষকের সংখ্যা আরও অধিক আবশ্যক হয় ; ডিগ্রীপরীক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের অন্যান্য বিভাগস্থ বিদ্যাবিশারদ কর্ম্মচারীদিগকেও আহ্বান করা যাইতে পারে। ডিগ্রীপরীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক নহে অনেকে গৌরবের কার্য্য বলিয়াও ইহাতে সময় ও উৎসাহদান করিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় যে এ দেশের অবস্থোচিত হয় নাই, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি। শীতকালে পরীক্ষার নিয়ম হওয়াতে যাবতীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক বন্দোবস্ত এই সময়ে করিতে হয়, সুতরাং এই সময়ে ছাত্রগণকে অধিক অবকাশদান আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ দেশে শীতকাল অধিক পরিশ্রম করিবার কাল, সে সময়ে এদেশীয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্রও সময় নষ্ট হইলে অনেক কার্য্যক্ষতি হয়। বিশেষতঃ এ দেশীয়েরা স্বভাবতঃ শ্রমকাতর, তাহাদিগকে কোন প্রকারে পরিশ্রমী করিয়া তুলিতে পারিলে একটী মহৎ হিতসাধন হয়। এরূপ স্থলে শীতকালে দীর্ঘাবকাশ দিলে তাহাদিগের অলস প্রকৃতি আরও অধিকতর প্রশ্রয় দেওয়া হয় ; এই নিমিত্ত ছাত্রদিগের শীতাবকাশ আমাদিগের অন্যায় বলিয়া বোধ হয় আমাদিগের মতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পরীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া ছাত্রেরা গ্রীষ্মাবকাশ কিছু অধিক পাইলে তত ক্ষতি হয় না। এখন যেরূপ নিয়ম চলিতেছে, তাহাতে গ্রীষ্মকালে বিদ্যালয় বন্ধ না করিলে চলে না। শীতকালে অনেক কাজের সময়ও বৃথা গত হইয়া যায়। পরীক্ষাকালের নিয়ম পরিবর্ত্তন অতি সামান্য কার্য্য বটে, কিন্তু ইহাতে ফল যথেষ্ট। এক এক ছাত্রের বৎসরে এক এক মাস কাজের সময় বাড়িলে তাহার সমষ্টি ধরিয়া বিবেচনা করিলে বিস্ময়াম্বিত হইতে হয়। সাধারণের এ ক্ষতি ও লাভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাযোগ্য।

—:০:—

বাবু কেশবচন্দ্র সেন, তাঁহার অনুচর ও পত্রপ্রেরকগণ।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুচরগণের ব্যবহারবিষয়ক বিস্তর পত্র সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে. আরো অনেকগুলি দীর্ঘ পত্র আমাদিগের হস্তে রহিয়াছে। এক বিষয় লইয়া অধিকতর আন্দোলন করা আমাদিগের ব্যবহারানুগত নহে। বিশেষতঃ কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বালকবৎ ব্যবহার করিতেছেন। এতদ্দ্বারা প্রবীণদিগের বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা। অতএব পত্রপ্রেরকদিগের নিকটে আমাদিগের সানুনয় অনুরোধ এই, তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ে আর পত্র প্রেরণ না করেন, যেগুলি আমাদিগের হস্তে আছে. তাহাও প্রকাশিত হইবে না, ইহাতে কেহ ক্ষুব্ধ না হন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনু -গণ ভালরূপে লেখা পড়া জানেন বলিয়া অভিমান করেন। আমাদিগেরও এত দিন ঐ সংস্কার ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্য দেখিয়া এখন বিপরীত জ্ঞান জন্মিতেছে। মানুষের চরণ রেণুলেহন এটী কি কৃতবিদ্যের পক্ষে লজ্জাকর ব্যাপার নহে? কৃত বিদ্যের এত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা অগ্রে ইহা জানিতাম না। কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ বিদ্যার অবমাননা করিবার নিমিত্ত কি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন? বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আপনার প্রেরিত শেষ পত্রে লিখিয়াছেন, কেশব বাবুর দোষ নাই। যিনি অকার্য্যে বা অনুচিত কার্য্যে অনুমোদন করেন, তিনি যে দোষী নন, আমরা এই নূতন শুনিলাম। এক ব্যক্তি কত্যাণ উদ্যত হইয়াছে, আর এক ব্যক্তি সেখানে আছেন, তিনি চেষ্টা পাইলে হননোদ্যতকে নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তিনি কি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন ?

আমরা কেশব বাবুকে সরলহৃদয় [illegible] জানিতাম কিন্তু বাবু যদুনাথ [illegible]র্ত্তী তাঁহার অগ্রে যে প্রশ্ন করেন, [illegible]ব তিনি তাহার যে উত্তর দেন, [illegible]হাতে তাঁহার সরলহৃদয়তার লেশ [illegible]ও লক্ষিত হয় না। যে রাজনীতিজ্ঞ [illegible]কাল সন্ধি বিগ্রহ চিন্তা করিয়া পরি [illegible] হইয়াছেন, তাঁহার মুখ হইতেও [illegible] ঐপ্রকার জটিল ও কুটিল উত্তর [illegible]ত হয় না।

বাবু কেশবচন্দ্রের কোন অলোক [illegible]ধারণ গুণে যে তাঁহার অনুচরেরা [illegible]হিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু লেহন [illegible]ন এবং তাঁহাকে অবতার বলিয়া [illegible] করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক, যদি তাঁহার এই গুণ তাঁহার অনুচরগণের মোহের কারণ হয়, তাহার তুল্য বিস্ময়কর বিষয় আর নাই। মানুষের যেরূপ হওয়া উচিত, তিনি তাহাই হইয়াছেন। তাহাতে অলোকসামান্যতার অণুমাত্র সম্পর্ক নাই, এরূপ সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক লোক সহস্র সহস্র দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে দেশে ও যে সময়ে ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র লোক দর্শন দুরূহ, সেই দেশে ও সেই কালে যদি কেশব বাবু প্রাদুর্ভূত হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি কথঞ্চিৎ চরণরেণুলেহনপ্রবৃত্তি বিধায়িনী ভক্তির উদয় হইত, কিন্তু এ সে দেশ নয়, সে কালও নয়। যদি বল তাঁহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তি আছে, প্রাচীন কালের ডিমস্থিনিস ও সিসিরোর কথা দূরে থাকুক, ইদানীন্তন কালের বর্ক ও সেরিডান প্রভৃতির কথা দূরে থাকুক, তিনি কি বক্তৃতাশক্তিতে ডাক্তর ডফের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? তাঁহার বক্তৃতাশক্তিতে কি ডাক্তর ডফের অপেক্ষা অধিক উর্জ্জস্বলতা আছে? তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ কি ডাক্তর ডফের অপেক্ষা প্রবল? কয় জন লোকে ডাক্তর ডফের চরণরেণু লেহন করিতেছেন, আর কয় জন লোকেই বা তাঁহাকে অবতারমধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার চরণাবনত হইতেছেন? কেশব বাবুর এক বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ ক্ষমতা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে দেববৎ পূজা করা এবং তাঁহার চরণরেণু লেহন করা সংগত হয়, যাবতীয় বিষয়ে যিনি অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে কি করা উচিত? প্রধানতম ইতিহাসবেত্তা নেবুর জুলিয়স সীজারের বিষয় যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, কেশব বাবুর অনুচরেরা তাহা একবার মন দিয়া শ্রবণ করুন।

তাঁহার (সীজারের) নানা প্রকার গুণ ছিল। তিনি অনুপম অধ্যবসায়সহকারে ও অবলীলাক্রমে মনোবৃত্তি ধর্ম্ম গুলির কার্য্যে বিনিযোগ করিতে পারিতেন। তাঁহার অলোকসামান্য মেধা সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার অসামান্য উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। তাঁহার নিজের ক্ষমতা অধিক এবং অদৃষ্ট তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন, তাঁহার এই সংস্কার ছিল। এতন্নিবন্ধন তাঁহার এই দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল, তিনি যেবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। এইহেতু তিনি যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, তাহার অধিকাংশে পরিশ্রম ও অভ্যাসলক্ষণ লক্ষিত হইত না। তাঁহার বক্তৃতা ও ভাষা রচনার রীতি তদানীন্তন কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ নহে। তাঁহার নৈসর্গিক যে ক্ষমতা ছিল, এ সকলই তাহার উন্মেষমাত্র। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও দর্শন বিজ্ঞানাদি বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। * * * পত্র লিখন বিষয়ে তিনি অসামান্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত ব্যক্তি দিগের ন্যায় তাঁহার কথোপকথন ক্ষমতা ছিল, তাঁহার কোন প্রকার বাগাড়ম্বর ছিল না। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। * * * তাঁহার সংগ্রামনৈপুণ্য আপনা হইতেই হয়, তিনি পূর্ব্বে কখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি অমায়িক ও সরলস্বভাব ছিলেন। তিনি ক্ষণকাল আলস্যে ক্ষেপণ করিতে পারিতেন না। এইরূপ তাঁহার বিস্তর গুণ বর্ণিত হইয়াছে। অধিক কি, এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, যে তিনি একদা রোমনগরের একাধিপত্য করিয়াছিলেন এবং নানা দেশ ও জনপদ তাঁহার বাহুবলে বিজিত হইয়া

তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। যে ব্যক্তির এত গুণ ও ক্ষমতা ছিল, রোমকেরা কি তাঁহাকে দেববৎ আরা ধনা করিয়াছিলেন? রোমকেরা কি তাঁহার পূজামন্দিরনির্ম্মাণ অথবা পূজাবিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন? তাঁহাকে অবতার মধ্যে গণনা করিয়া তাঁহার পূজা করা দূরে থাকুক, তিনি "সম্রাট" এই উপাধি লইবার আকাঙ্ক্ষী হওয়াতে রোমকেরা তাঁহার প্রাণবধ করে।

—:o:—

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। যৌবনোদ্যান ও অন্যান্য কবিতাবলী। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক পদ্যে বিরচিত। ইহাতে যৌবনোদ্যান; বসুমতী ও বালকের মুখপ্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। সচ্চরিত্র যুবকগণ কিরূপে যৌবনসুলভ কাম দুরাকাঙ্ক্ষা ও লোভাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও স্বীয় স্বাভাবিসিদ্ধ সুবুদ্ধি প্রভাবে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া সৎকর্ম্মে কৃতসংকল্প হন তাহা ইহাতে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাতে আপনার বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বসুমতী ও বালকের মুখপ্রভৃতি বিষয়েও ইহা অপেক্ষা কবিত্ব ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। এইখানি গ্রন্থকারের প্রথম গ্রন্থ; কিন্তু তাঁহার কবিতাগুলির রচনাভঙ্গী দেখিলে তাঁহাকে নূতন গ্রন্থকার বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থ[illegible] যদি স্বাবলম্বিত পদ্ধতি পরিত্যাগ [illegible] অল্প দিনের মধ্যেই এক [illegible] গ্রন্থকার হইবেন।

২। দুর্গোৎসব নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা। [illegible]র্ব্বভৌম উপাধিধারী এক জন ধনব[illegible] [illegible]ণের দুটী ব্রাহ্মধর্ম্মাব লম্বী পুত্র হলেন। তাঁহারা ব্রাহ্ম হইয়াও পিতার দুর্গোৎসবে ব্যাঘাত করেন নাই। চ[illegible]সনামক এক জন অর্দ্ধ শিক্ষিত [illegible]ক উক্ত ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্রের সহচর ছিল। সে তোষামোদ বলে ঐ ব্রাহ্মণের সমস্ত পরিবারের বিশেষত কনিষ্ঠ পুত্রের একান্ত অনুরাগ ভাজন [illegible] [illegible]দ্যাভূষণ উপাধিধারী এক জন সু[illegible] [illegible]ত পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সভাপণ্ডি[illegible]। তিনি চন্দনদাসের স্বভাবদোষ দর্শনে অতিশয় বিরক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাহারে ভৎর্সনা করিতেন এবং তাহা হইতে যে পরিণামে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা সর্ব্বদা সার্ব্বভৌমকে কহিতেন। চন্দনদাস ইহাতে আপনার ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বিদ্যাভূষণকে চৌর্য্যাপবাদগ্রস্ত করিবার চেষ্টা পায়; কিন্তু পরিণামে তাহার সে চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়ে। গ্রন্থকার এই বিষয়টী লইয়া গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা গেল, চন্দনদাসের চাতুরী প্রকাশভিন্ন অন্য কোন স্থানেই রচনা চাতুর্য্য দৃষ্ট হইল না।

৩। বিলাপলহরী। শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন ইহার প্রণেতা। ইহাতে এক বণিকের পুত্রশোকে ক্রন্দন ও এক জন বন্ধুকর্ত্তৃক তাহার সান্ত্বনা মিত্রাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। কলিকাতা হিন্দু প্রেসে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহা বিনামুল্যে বিতরণ করিতেছেন। ইহার অবয়ব নিতান্ত ক্ষুদ্র; আর কিছু বৃহৎ হইলে ভাল হইত।

৪। রামার্য্যা গ্রন্থ। এখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত মহাকবি মুদ্গল ভট্ট ইহার প্রণেতা। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছে ইহাতে আর্য্যাচ্ছন্দে রামের মাহা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অষ্টাধি[illegible] শত সংখ্যক শ্লোকদ্বারা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। কবিতাগুলি মন্দ নহে।

বিবিধসংবাদ।

৮ ই পৌষ সোমবার।

সম্প্রতি কলবিননামক এক জন চা-কর এক জন কুলিকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া বধ করাতে তাহার যে দণ্ড হইয়াছে, তদুপলক্ষে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর চাক্ষেত্রের অধ্যক্ষ ডাক্তর ডেবিডসনকে এই বলিয়া ভৎসনা করিয়াছেন, ধর্ম্ম ভাবিয়া না হউক কর্ম্মানুরোধেও মজুরদিগের প্রতি দয় করা উচিত। ডাক্তর ডেবিডসন কলবিনের অত্যাচারের সংবাদ পাইয়াও তন্নিবারণের চেষ্টা পান নাই। কর্ত্তৃপক্ষ ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মনীতির উপরে নির্ভর না করিয়া অপরাধা[illegible] রূপ দণ্ডবিধান আরম্ভ করুন।

কিছু দিন হইল, নাটোরে ওলাউঠার প্রাদু[illegible] [illegible] হওয়াতে কুমার চন্দ্রনাথ রায় ও তাঁ[illegible] [illegible] ভ্রাতা চিকিৎসক ও ঔষধদ্বারা পীড়িতদিগে[illegible] বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

সিটনকার সাহেব কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলার হইতেছেন; সরজন লরেন্স চান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা দ্বারা চান্সেলরকে অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য সিটনকার সাহেব চেষ্টা পাইতেছেন। এটী নিতান্ত বাড়াবাড়ী। সর জন লরেন্স বিশ্ব[illegible]দ্যালয়ের কোন সভায় একটী বক্তৃতা করেন নাই।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য হইয়াছেন। কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণের দুই বৎসর পরিপূর্ণ হ[illegible]য়াতে তিনি পদত্যাগ করিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে এক জনকে সভ্য করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট কেবল জমীদারদিগের প্রতিনি[illegible]গণকেই লইতেছেন, অপর শ্রেণির কোন প্র[illegible]নিধি গ্রহণের কি সময় হয় নাই?

নেপাল হইতে এক জন দূত কলিকা[illegible] আসিয়াছেন। ইনি মৃ[illegible]াপুরের মৃত র[illegible]জির উদ্যানে আছেন। লার্ড মেয়ের স[illegible] সাক্ষাৎ করিয়া দূত প্রতিগমন করিবেন।

নেপাল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণ[illegible] কতকগুলি আইনের অনুবাদ করিয়া অ

রাজ্যে প্রচলিত করিয়াছেন। এটী প্রশংসার বিষয়; কিন্তু সেকেলে পণ্ডিত ও কাজির হস্তে বিচারের ভার থাকিলে কোন বাঙ্গালি হইবে না। এতদ্দেশীয় রাজগণ কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে কর্ম্মচারী মনোনীত করেন না কেন?

... র হেনরি ডুরাণ্ড ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

... প্রভৃতি নাগাগণ মণিপুরের সীমার নিকটে অত্যাচার করাতে গবর্ণর জেনরলের এজেন্ট মণিপুরে যাইবার আদেশ পাইয়াছেন। মণিপুরীয়গণ আপনাদিগের সীমাসকল গড়বদ্ধ করিয়া রক্ষা করে তিনি এই চেষ্টা পাইবেন। এই নিমিত্ত গবর্ণর জেনরল কতকগুলি তলবার দিতে সম্মত হইয়াছেন।

কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত পুষ্করিণী ও কূপ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। পঞ্জাবে এই প্রথা কয়েকবৎসর উঠিয়া গিয়াছিল। এবার ... হওয়াতে গবর্ণর জেনরল পুনর্ব্বার এপ্রকার কর্জ্জ দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন যেসকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেই সেই স্থানে এপ্রকার সাহায্য করিলে লোক অতিশয় উপকার জ্ঞান করিবেন।

১২ নম্বর মাদ্রাজী রেজিমেণ্টের কামেরণ ও লোনামক দুই জন আফিসর অসচ্চরিত্রতা নিবন্ধন পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পুনাতে থাকিয়া সর্ব্বদা গোলযোগ করাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ ব্যয়ে ইঁহাদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। লেপ্টনাণ্ট লো সম্প্রতি পুনাতে অত্যন্ত দাঙ্গা করিয়াছিলেন। একল লোক যত ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ততই ...।

আর একটী বিলাতী পাপ আমাদিগের ... প্রবেশ করিতেছে। ঘোড়দৌড়ের বাজি ...। ইংলণ্ডে বিস্তর লোক হৃতসর্ব্বস্ব ও হত ...। মারকুইস অব হেষ্টিংস সম্প্রতি এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখিত হইলাম, এইসকল দৃষ্টান্তে সতর্ক ...। এবার কলিকাতার অনেক যুবক ঘোড় ... বাজির টিকেট ক্রয় করিতেছেন। দ্যূত ... ত কখনই মঙ্গল নাই।

... অবগত হইলাম, ঢাকার দ্বিতীয় ... বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ২৪ পরগণার ... হইয়াছেন।

... ও ... রৌলির রাজগণ দরিদ্রদিগের ... করিয়াছেন সবলকায় লোক ... দিগকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত জয়পুরের রাজা খোকামদের তীরে একটী বাঁধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আগরার এক জন বণিক নিজ ব্যয়ে বিস্তর লোককে অন্ন দিতেছেন। লাহোরের এক জন ভদ্র লোক এপ্রকার করিতেছেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ স্বভাবতঃ যে আশ্রয় দেন, তাহা এবারও হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? আমরা বলিতেছি, যখন ভারতবর্ষের অধিকাংশে দুর্ভিক্ষ তখন চাউলের রপ্তানী বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৯ ই পৌষ মঙ্গলবার।

দুর্ভিক্ষনিবন্ধন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যেসকল শিশু অনাথ হইতেছে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদিগকে মিসনরিদিগের অধীনে রাখিতেছেন। প্রত্যেক শিশুর নিমিত্ত সরকারী ধনাগার হইতে দুই টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিতেছি, যাহা উৎকলে হইয়াছে তাহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হইলে অনেক কথা উঠিবে। সকলে বলিবেন, এই সুযোগে গবর্ণমেণ্ট প্রজাগণের জাতিনাশ করিতেছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণর জেনেরলের ন্যায় প্রধান সেনাপতি এক জন এতদ্দেশীয় আফিসরকে আপনার এক জন এডিকং বলিয়া নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাকে ১৫০ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। ভদ্র লোকের ন্যায় বেতন হইলে ভাল হইত।

প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিয়াছেন, বি এল উপাধিপ্রাপ্ত ও প্রথমশ্রেণির কয়টি উকীল ভিন্ন আর কাহাকে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত করিবেন না। আটর্ণিগণও এই পদ পাইতে পারিবেন।

পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইতেছে। বর্ষণ অধিক হয় নাই। তথাপি এতন্নিবন্ধন শস্যের মূল্য কতক কমিয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, ১০০ টাকার নীচের গবর্ণমেণ্টে কর্ম্মচারিগণ ও অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের নিয়মানুসারে বৎসরে এক মাস বিদায় পাইতে পারিবেন। কিন্তু এপ্রকার বিদায় লইলে গবর্ণমেণ্ট কোন অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন না। আবশ্যক হইলে বিদায়প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে এক জন প্রতিনিধি দিতে হইবে। সর জন লরেন্স সকল শ্রেণি... কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সমান যত্ন করেন, এটী তাহার দৃষ্টান্ত। আমলা দিগের বিষয়ে যে কিছু করিয়া গেলেন না এটী বড়ই আক্ষেপের হইতেছে।

এক্ষণে প্রত্যেক ফৌজদারি মোক্তার ও রেবেনিউ এজেণ্টকে ফীস্বরূপ ২৬ টাকা প্রতি বৎসর দিতে হয়। মুন্সেফের উকীলগণ ৫ টাকা সদর আমীনের উকীল গণ ১৫ টাকা ও জজের উকীলগণ ২৫ টাকা দিয়া সকল আদালতে যাইতে পারেন; কিন্তু মোক্তারদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিতে হয়। এ নিমিত্ত অনেকে সর্ব্বদা আক্ষেপ করেন। এই আক্ষেপের যথার্থ কারণ আছে, এবং আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায়টী দূর করিবেন।

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, লার্ড মেয়ের অনুরোধে সর জন লরেন্স জানুয়ারির শেষে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন। নূতন গবর্ণর জেনরল রাজনীতিশিক্ষার নিমিত্ত এই অনুরোধ করিয়াছেন। লার্ড মেয় ও সর জন লরেন্স উভয়েরই ইহাতে গৌরব প্রকাশ হইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, লাহোর মিসন কলেজে ১২০ টাকার ৭টী ছাত্রবৃত্তি হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধেক প্রদান করিবেন। উচিত।

মণি অর্ডর আফিসের ফষ্টারনামক যে কর্ম্মচারী তহবিল তছরূপ করিয়া পলায়ন করেন তিনি মান্দ্রাজে ধৃত হইয়াছেন। ফষ্টার সাহেব পিও কোম্পানির জাহাজে ইংলণ্ডে পলায়ন করিতেছিলেন।

কৈলাশ ও নবীন নামক যে দুইজন খৃষ্টীয়ান হত্যা করে গত কল্য তাহাদিগের ফাঁশী হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছিল। তাহারা বলে মনোমোহিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা কেবল গোলযোগের ভয়ে তাহাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়াছিল।

সম্প্রতি ক্রিজতলার এক হোটেলে চুরি হওয়াতে বামনবস্তির থানার ইনস্পেক্টর শার্প তাহার অনুসন্ধান করিতে গমন করেন। ইনস্পেক্টর অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে হোটেলে সুরাপান ও মাংসভোজন করিয়া শেষে ৫০০ টাকা উৎকোচ চাহিয়াছিলেন। এ বিষয় হগ সাহেবকে জানাইবাতে শার্পের ৭৫ টাকা জরিমানা করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। ফৌজদারিতে অর্পণ করা উচিত ছিল।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩৯ জন প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৭৮ জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

১০ ই পৌষ বুধবার।

এরূপ জনশ্রুতি সর ষ্টাফোর্ড ন... আর্ম্মেনী ঘাটের নিকটে একটী স্থায়ী সেতু প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। ইতিমধ্যে

প্লবমান সেতু করা উচিত কি না, এনিমিত্ত কমিসন বসিয়াছেন। এত গোলযোগ না করিয়া এক কালে কিছু অধিক ব্যয় করিয়া একটী স্থায়ী সেতু করাই উচিত।

রবিবার লার্ড মেয়, লেডি মেয় এবং মাগদালার লার্ড নেপিয়র বোম্বাইয়ে উপনীত হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের লোকেরা সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়াছেন।

ইংলিসমান বলেন, এশিওটন সাহেব বিদায় লইলে রাজধানীবিভাগের কমিসনর চাপমান সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত সেক্রেটারি হইবেন। চাপমান সাহেব যেখানে আছেন সেই খানেই ভাল। ইডেন সাহেবকে প্রতিনিধি করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি হইলেই রাজস্বের সংবাদ রাখিতে হয়।

মৃত বাবু জগন্নাথশঙ্কর শেঠের পুত্র বাবু বিনায়ক জগন্নাথ এক পর্ব্ব উপলক্ষে বোম্বাইয়ের ইউরোপীয় সমাজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে অনেক ভদ্র ও স্ত্রীলোক তথায় উপস্থিত হন। বোম্বাই গার্ডিয়ান ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, হিন্দু পর্ব্ব উপলক্ষে গমন করিলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বরুদ্ধ কাজ হয়। এ প্রকার কথা এখানকার অনেক মহ মতি বলেন, এবং বিচারপতি ফিয়র এক বার নদীয়ার রাজা বাটীতে গিয়া বিলক্ষণ গালি খাইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম কি এমনি ভঙ্গপ্রবণ যে, হিন্দুর বাটীতে নিমন্ত্রণগ্রহণে উৎসন্ন হয়?

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয়ের বারিষ্টর নিউটন সাহেব বিচারালয়ের নিকটে আবেদন করেন, আলাহাবাদের অধস্থ জজ একটী মকদ্দমাশ্রবণের সময়ে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ অবস্থায় তাঁহার (নিউটনের) মক্কেলের সুবিচারের আশা নাই। অতএব তিনি মকদ্দমাটী প্রধানতম বিচারালয়ে আনয়ন করিবার প্রার্থনা করেন। বিচারালয় বলিয়াছেন, এই আবেদন গ্রাহ্য করিলে একটী অসৎ পথ প্রবর্ত্তিত করা হইবে। মকদ্দমার অবস্থা মন্দ হইবামাত্র উকীল বিচারপতির সহিত বিবাদ করিয়া এপ্রকার আবেদন করিবেন। এই বিবেচনায় তাঁহারা নিউটন সাহেবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সর জন লরেন্স সেণ্ট জেবিয়রের বিদ্যালয়ের পারিতোষিকপ্রদানের সময়ে উপস্থিত থাকাতে তত্রত্য ছাত্রগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সেণ্ট জেবিয়রের বিদ্যালয় কাথলিকদিগের অধীনস্থ।

ডেলি নিউসের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, গত রবিবার সাহেবগঞ্জের নিকটে একখানি বাষ্পীয় শকট আসিতেছিল, এমন সময়ে একটী হস্তী কলখানিকে অপর হস্তী বোধ করিয়া রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করে। হস্তী শুণ্ডদ্বারা কল ধরিবার চেষ্টা করিবামাত্র শত ভাগে ছিন্ন হইয়া পতিত হইল। কলখানি তাহার উপর দিয়া যাওয়াতে কতক অংশে ভগ্ন হয়। দুইখানি অপর শকট এক কালে চূর্ণ হইয়াছে। চালক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। আরোহীদিগের কিছু ত হয় নাই?

মণিপুরের রাজার অশ্বারোহী প্রহরীদিগের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ২০০০ তলবার প্রদান করিয়াছেন।

কমৌলি ও কালকার মধ্যে স্বর্ণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপাততঃ অনেক লোক নদীগর্ভ হইতে স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এক জন ফরাশী মনিটিউর পত্রে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে, ভারতবর্ষে পাঁচটীমাত্র ফরাশী বাণিজ্য গৃহ আছে তিনি বলেন, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় উপনিবেশ হইবার দুটী বিঘ্ন। প্রথমতঃ জল বায়ু এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষীয়গণ যেপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়দিগকে বিপন্ন হইতে হইবে। রুশীয়দিগের অসভ্য রাজনীতির বিষয় ভারতবর্ষে অনেকে বুঝিয়াছেন। ফরাশীগণও অধীনস্থ জাতিকে শিক্ষিত করা বিপদের কারণ জ্ঞান করেন। ইংলণ্ডের নিকটে আমাদিগের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, ইহা দ্বারা সকলেই তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

বরদার গুইকুমার এমত ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সময়ে আপন রাজ্য হইতে অন্যত্র শস্য রপ্তানি বন্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরে যাইবার পক্ষে এ নিয়ম করা উচিত ছিল। কিন্তু দেশের অন্য অন্য স্থানকে সাহায্য না করা অতিশয় নিষ্ঠুরতা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বরদায় শস্য আমদানী যদি বন্ধ করিতেন তাহা হইলে কি হইত?

১১ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

ডবলিউ. ডবলিউ. হণ্টার সাহেব ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছেন। একার্য্যে পরিশ্রম অল্প, অতএব হণ্টার সাহেব রেকর্ড কমিসনের অনেক সাহায্য করিতে পারিবেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকীল বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ পীড়ানিবন্ধন দুই মাসের বিদায় লইতে বাধিত হইয়াছেন।

বগুড়া দিনাজপুর ও মালদহের কতগুলি গ্রামে নূতন মিউনিসিপাল (বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৬৮ অব্দের ৬) আইন প্রচলিত হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানের মাজিষ্ট্রেটগণ কমিসনরদিগের নামপ্রেরণ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন।

আগামী ১১ ই ও ১২ ই ফেব্রুয়ারি মোক্তারদিগের পরীক্ষা হইবে। ১৫ ই ও ১৬ ই প্রথম শ্রেণির এবং ২২ এ ও ২৩ এ দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতির পরীক্ষা হইবে।

ডাক্তর আণ্ডার্সন গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন, এ বৎসর দারজিলিঙে সিঙ্কোনা বৃক্ষের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

শ্যামদেশেও ব্রাহ্মণের বাস আছে এবং রাজবংশ ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করেন। সম্প্রতি নূতন রাজার অভিষেক সময়ে ব্রাহ্মণেরা অভিষেক ও মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

গঙ্গায় যদি প্লবমান সেতু হয় তাহার প্রতি কাহার কি আপত্তি আছে, সেতুকমিসন তা জানিতে চাহিয়াছেন। বণিক ও জাহাজের অ দগের আপত্তি হইবে।

মির হাজি নামক যে ব্যক্তি ১৮৫৭ অ কাপ্তেন ডগলাসকে দিল্লীতে বধ করে, তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। সে যে স্থানে কাপ্তেন ডগলাসকে বধ করে, তথায় তাহার ফাঁশী হইবে। আমরা ভরসা করি, মির হাজি সঙ্গে ১৮৫৭ অব্দঘটিত সমুদায় বিষয় স হত হইবে। এক যুগ গেল, তথাপি কি বৈর র্যাতন স্পৃহা যায় না?

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র বলে গুইকুমারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে যাহা লিখিয় কর্ণেল বার তাঁহাকে তাহার কিছুই জানি দেন না। এ অবস্থায় রাজাকে দোষ দে বৃথা। যাহা হউক গুইকুমারের শাসনপ্র ও রেসিডেণ্টের চরিত্রের অনুসন্ধান কা সময় আসিয়াছে।

আবদুল রহমন খাঁ যেপ্রকার পর হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আইসে তা নহে। তিনি ও সিয়ারআলি খাঁ পুনর্ব্বা প্রস্তুত হইতেছেন। আবদুল রহমনের আজিম খাঁ আসিয়াছেন, কিন্তু সিয়া বল অধিক এবং আবদুলরহমন অ অপেক্ষা আত্মরক্ষার চেষ্টাই পাই রুশিয়েরা বোখারার রাজাকে জুমারখ য়া দিতেছে। কিন্তু তথায় এক র

মুক্ত থাকিবেন ; তাঁহার হস্তে প্রধান ক্ষমতা থাকিবে। রুশীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ভিন্ন আমীর মৃত্যুদণ্ড দিতে সমর্থ হইবেন না। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারে বোখারাকে ভারতব র্ষের কোন এতদ্দেশীয় রাজ্যের ন্যায় হইতে হইল।

আর কতগুলি লোককে সি, এস, আই উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমরা পঞ্চকুটের রাজা, পণ্ডিত মানফুল, কর্ণেল রুচি, নবাব গোলাম হোসেন খাঁ ও মার্শমান সাহেবের নাম দেখিতেছি।

কুপারনামক যে বণিক চীনের মধ্য দিয়া হিমা লয় পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা পাই তেছিলেন, চীন শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতিবন্ধকতা নবন্ধন তিনি ভিদ্দাতপর্য্যন্ত আসিয়া সাজা য়ে প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হইয়াছেন।

অদ্যাবধি ৪ ঠা জানুয়ারি পর্য্যন্ত প্রধানতম চারালয়ের আদিম বিভাগ বন্ধ থাকিবে। পীল বিভাগে চারিদিনমাত্র ছুটি হইয়াছে। বিষয়ে উভয় বিভাগের একতা করা বণিকসম্প্রদায়ের অনুরোধে গবর্ণর জেনরল রা জানুয়ারি শনিবারও বন্ধ দিবার জ্ঞা দিয়াছেন।

পবলিক ওপিনিয়নে লিখিত হইয়াছে, অম্বা লার কমিসরিএট কন্ট্রাক্টর বাবু ব্রজলাল দরিদ্র দগকে কর্ম্ম দিবার জন্য ২৫০০০ টাকা ব্যয় য়া থানেশ্বরের কুলক্ষেত্র পুষ্করিণীর সংস্কার তেছেন। সিরসাবিভাগ জনশূন্য হই- । লম্বারদার ও চৌকিদারভিন্ন গ্রামসমূহে লাক দেখা যায় না। ইহারা ছয় ক্রোশ জল আনয়ন করিয়া প্রাণধারণ করে। াগে অসংখ্য হরিণ ছিল; পশুগণ জলের অভাবে স্থানান্তর পলায়ন । ১১৭৬ ও ১২৭৬ অব্দ তুল্য হইবে তেছে।

১২ ই পৌষ শুক্রবার।

আফিসের এ. সি, ফষ্টারকে পুলিষে হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব ত অসম্মত হইয়াছেন। ইউরোপীয় াধ মার্জ্জনা করা যত হইবে ততই া হইবে।

স বলেন, বারাকপুরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মেজর বোরণ দ্বারতা ণক্ষকমাত্র হইয়াছেন। রাজার ধানের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক াবের অনুসন্ধান করিতেছেন।

ইংলণ্ডের বিচারপতিগণ সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মহাসভায় তর্কের সময়ে যদি ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হয় এবং সেই রিপোর্ট অবিকল কোন সংবাদ পত্রের সম্পাদক প্রকাশ করেন, তাহা হইলে লাইবেলের নালীশ হইবে না।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, ইংলণ্ডের মিউমিসি পালিটিসমূহেও চুরির বিলক্ষণ সুবিধা আছে। লাঙ্কেশিয়ারের অন্তর্গত সাউথপোর্টের মিউনি সিপালিটির আকাউণ্টাণ্ট টি, বি, হডকিন্সন এক লক্ষ টাকা তহবিল তছরূপ করিয়া বিচারালয়ে আত্মদোষ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বারি ষ্টর বলেন, খাতাসকল যথারীতি রাখা হইত না। এমত অবস্থায় অপরাধী লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই কাজ করিয়াছে। এই সকল কারণে সেসিয়নে তাহার ১৬ মাস মেয়াদ হইয়াছে।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিভাগীয় মাজি ষ্ট্রেটদিগকে জানাইয়াছেন ১৮৭১ অব্দে লোক সংখ্যা করা হইবে। ইতিমধ্যে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া থাকুন। গবর্ণমেণ্ট যদি এক সামান্য উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে প্রতিবৎসর লোকসংখ্যা হয়। এক ঘোষণাদ্বারা বলুন, লোকসংখ্যার উদ্দেশ্য এই, যদি মৃত্যু অধিক হয় ত গবর্ণমেণ্ট তন্নিবারণের চেষ্টা দেখিবেন; কোন প্রকার করস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইহা হইবে না। প্রত্যেক চৌকিদার আপন আপন মহল্লার লোক ও বাটীর সংখ্যা করিয়া থানায় দিক। এই প্রকার থানা হইতে বিভাগীয় মাজি ষ্ট্রেটের নিকটে এবং তথা হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকটে অনায়াসে হিসাব যাইতে পারে। চৌকি দারদিগকে পদচ্যুতির ভয়প্রদর্শন করিলেই তাহারা যথার্থ সংখ্যা করিবে। অল্প ব্যয় ও সময়ে এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

১৩ ই পৌষ শনিবার।

আমেদাবাদের বণিকেরা তথা হইতে বীর গ্রাম পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন। এই রেলওয়ে বোম্বাই রেলওয়ের সহিত মিলিত হইবে। বণিকগণ বলেন, যে দুই কোটি টাকা রাস্তা করিবার নিমিত্ত আবশ্যক, তাহা তাঁহারা চাঁদা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অল্প বেতনে বিস্তর মজুর পাওয়া যাইবে, অতএব গবর্ণমেণ্ট যেন এই সুযোগ পরিত্যাগ না করেন।

[illegible] আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, বারাসত উপবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু আনন্দমোহন মজুমদার মফস্বলে গিয়া প্রতি গ্রামের লোকসংখ্যা এবং রাস্তা বিদ্যালয় চিকিৎসালয়প্রভৃতির অবস্থাদর্শন করিয়া রিপোর্ট করিতেছেন। যেখানে লোকে সাধারণের হিতকরকার্য্যের নিমিত্ত চাঁদা দিতেছেন, আনন্দ বাবু সেস্থলে স্থানীয় ফণ্ড হইতে সাহায্য দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। স্থানে স্থানে জমীদারেরা আপন আপন বাজারের যেসকল একচেটিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা রহিত করা হইয়াছে। যাহারা কম বাঁটখারা রাখিত, তাহাদিগের দণ্ড হইতেছে। এই কর্ম্মচারী ২৪ পরগণার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এবং বারাসত উপবিভাগ ইহাঁর হস্তে থাকে সকলেই এই প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রহ্মদেশের কতকগুলি জুয়াচোর এক শত টাকা লইয়া ১৬০ টাকা দিবে বলিয়া বিস্তর লোককে ঠকাইতেছিল। টাকা লইবার সময়ে ইহারা দাতাদিগের নিকটে এক এক চুক্তিপত্র এই বলিয়া লিখাইয়া লইত যে, তাঁহারা এক শত টাকা দিলেন, কিন্তু যদি কিছু না পান আদা লতে নালীশ করিতে পারিবেন না। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাদিগকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিয়া এই জুয়াচুরি বন্ধ করিয়াছেন। অনেক দরিদ্র লোক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে। এইসকল জুয়াচুরি সর্ব্বদা হয়, কিন্তু লোকের কি ভ্রম! তথাপি এককালে বড় মানুষ হইবার আশা যায় না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা		৯১৮৵ । ৯২
৪	" ক্রোং	৯২৮ । ৯৩
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০২।০ । ১০২৷৷০
৫	" কোং	১০৬৷৷০ । ১০৭
৫৷৷	" কোং	১১১৷৷০ । ১১১৮

ইউরোপীয় সমাচার।

১৭ ই ডিসেম্বর। অদ্যকার মর্ণিং পোষ্ট বলেন লার্ড মেয়রকে পুনরাহ্বান করিয়া লার্ড সালিসবরিকে গবর্ণর জেনরল করা হইবে বলিয়া যে জনশ্রুতি হয় তাহা অমূলক।

তুরস্কের সহিত গ্রীসের যুদ্ধ নিবারণার্থ ইউ রোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ চেষ্টা পাইতেছেন।

২১ এ ডিসেম্বর। স্পেন হইতে শেষ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ হইয়াছে মিউনিসিপাল সভ্য মনোনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন গোল যোগ নাই।

তুরস্ক ও গ্রীসের পরস্পরের ভাব সমান রহিয়াছে। অদ্যকার প্রাতঃকালের মর্ণিংটিউর বলেন, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ উক্ত দেশ দ্বয়ের পুনর্ব্বার বন্ধুভাব হয়, এই চেষ্টা করিতেছেন।

ফরাশী রণতরি অধ্যক্ষের অনুরোধে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সাইরা বন্দর অবরোধ ত্যাগ করিয়াছেন।

রুমোণিয়া ও সারবিয়া হইতে গ্রীকদিগকে বহিষ্কৃত করা সম্ভাবিত নয় বলা হইয়াছে।

লণ্ডন ৯ ই ডিসেম্বর। গতকল্য এক টেলিগ্রাম নিউইয়র্ক হইতে আসিয়াছে। সেক্রেটারি মকলক বলিয়াছেন আমেরিকার আর ৩,৫০,০০,০০০ ডলার কর্জ্জ হইয়াছে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, ১৮৭১ অব্দ অবধি গবর্ণমেণ্টের খতের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দেওয়া হইবে। এই দেনা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত ৫০,০০,০০,০০০ ডলার কর্জ্জ করা হইবে। ১৮৭০ অব্দের ১ লা জানুয়ারির পর হইতে কর্জ্জ হইবে তৎপরিবর্ত্তে নোট দেওয়া হইবে না। আর এক বৎসরের পর কেবল গবর্ণমেণ্টের ঋণের পরিবর্ত্তে নোট দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলেন কর্জ্জসকল এপ্রকার পুনর্ব্বার মূলধনাবদ্ধ করা হইলে সুদ কমান উচিত।

ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গ সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিদলভুক্ত হইয়াছেন। রাইট অনরেবল এডওয়ার্ড কার্ডওয়েল যুদ্ধসংক্রান্ত মন্ত্রী এবং গ্লিন ও আয়ার্টন সাহেব অণ্ডর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

জেম্স্, ষ্টান্সফিল্ড সাহেব ট্রেজুরির তৃতীয় লর্ড হইয়াছেন।

গ্রাণ্ট ডফ সাহেব ভারতবর্ষের অণ্ডর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

নাচবুল হুগেসেন সাহেব স্বরাষ্ট্রবিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি হইয়াছেন।

রাইট অনরেবল উইলিয়ম মনসিল উপনিবেশের অণ্ডরসেক্রেটারি হইয়াছেন।

গত কল্য মহাসভা খুলিয়াছে। রাইট অনরেবল জন, এবিলিন, ডেনিসন পুনর্ব্বার সভাপতি বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

১৫ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাজ্ঞীর বক্তৃতা পঠিত হইবে।

স্পেনের টেলিগ্রামে ব্যক্ত করে কাডিজের সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দলকে হত ব্যক্তিদিগকে সমাহিত করিবার নিমিত্ত ৪৮ ঘটিকার সময় দেওয়া হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহে।

এটনা পর্ব্বতে আর এক প্রবল অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে।

গত কল্যের নিউইয়র্কের টেলিগ্রামে প্রকাশ করে মহাসভা সভাপতি জনসনের বক্তৃতা পাঠে অনুমোদন করেন নাই।

১১ই ডিসেম্বর। মর্ণিঙপোষ্ট বলেন, পিকিনস্থ দূত সর রুথফোর্ড অব লকক রাজকুমার কঙকে বলিয়াছেন, মিসনরি ঘটিত বিবাদ ভঞ্জনের ভার রণতরির অধ্যক্ষ কেপেলের হস্তে আছে।

১৪ই ডিসেম্বর। স্পেন হইতে শেষে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে জানা যাইতেছে কাডিজের বিদ্রোহিগণ সৈন্যদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

নূতন মন্ত্রিদলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ফরষ্টার সাহেব শিক্ষাসংক্রান্ত সেক্রেটারি, অটওয়ে সাহেব পররাষ্ট্র বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি, লার্ড নর্থব্রুক যুদ্ধ বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি, শালিফিরা সাহেব বাণিজ্যের অণ্ডর সেক্রেটারি, আর্থর ওয়েলেসলি পিল সাহেব দরিদ্র আইন বিভাগের অণ্ডর সেক্রেটারি এবং সর কোলমান ও লয়লেন জজ আডবোকেট হইয়াছেন।

রসের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

লাডষ্টানলি রাসাম সাহেবকে লিখিয়াছিলেন আবিসিনিয়াতে রুদ্ধাবস্থায় যে কষ্ট হয়, তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৫০,০০০ টাকা এবং ডাক্তর ব্লাঙ্ক ও লেপ্টনণ্ট প্রিডোকে ২০,০০০ টাকা করিয়া প্রদান করিবেন।

১৫ই ডিসেম্বর। অদ্য রাজ্ঞীর বক্তৃতা পঠিত হইয়াছে। বক্তৃতাতে কেবল এইমাত্র প্রকাশ করে পূর্ব্বতন মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করাতে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং প্রতিনিধি মনোনীত হইলে বন্ধের পর মহাসভার কার্য্যারম্ভ হইবে।

ক্রিটদ্বীপসম্বন্ধে সুলতান যে প্রস্তাব করেন, গ্রীসের গবর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

গ্রীক দূতকে প্রত্যানয়নার্থ একখানি কনষ্টাণ্টিনোপালে প্রেরিত হইয়াছে। দূত এথেন্স ত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের রণক্ষেত্রের কামান সং অবস্থার অনুসন্ধানার্থ ডিউক অব কে এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৭ই ডিসেম্বর। কনষ্টাণ্টিনোপাল হ শেষে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রক করে কতগুলি লৌহাবৃত তুরস্ক জাহাজ গ্রী দিগে প্রেরিত হইয়াছে।

হাউস অব কমন্স ১৯ এ ফেব্রুয়ারি হাউস অব লার্ডস ১১ই ফেব্রুয়ারি পর্য্য স্থগিত থাকিবে।

—:০:—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

৫ই ডিসেম্বর। এ, টী, মাকলিন সাহে দ্বিতীয় শ্রেণির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই বেন।

১৬ই ডিসেম্বর। যশোহরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর সি, সি কুইন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬ অব্দের ৬ আইন অনুসারে আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

যত দিন ডাক্তর আর, মাকলিয়ড সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর ডি, পি, স্কিপটন যশোহরের চিকিৎস কর্ম্মচারী হইবেন।

১৭ই ডিসেম্বর। ভাগলপুরের সিবিল সেসিয়ন জজ এচ, আর, মাডক্স সাহে নিজ পদগুণে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী ক সনর হইবেন।

কলিকাতার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট মিলার সাহেব সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলেন।

এচ, সি, বি, সি, বেবাণ সাহেব ভাগলপু প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কা ক্টর হইবেন।

সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, অ সন সাহেব জঙ্গীপুর উপবিভাগের ভার পা মুরসিদাবাদে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্ট ক্ষমতা পাইবেন।

এ, ডবলিউ, কসারাট সাহেব সা পরগণার এক জন সহকারী কমিসনর

ড় উপবিভাগের ভার এবং মাজিষ্ট্রেট ও টী কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি ও ১৮৫৪ অব্দের ১৮ আইন অনুসারে জমার বিচার করিতে ও দণ্ড দিতে পারিন।

জি, সি, এম, স্মিথ সাহেব পূর্ণীয়ার ডেপুটী জিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা তমোলুকের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার সভার সভ্য হইবেনঃ—

বাবু অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

" অম্বিকাচরণ রক্ষিত।

কামরূপের সহকারী কমিসনর পি, টি, কার্ণেগি কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে বদলী হইবেন।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইন অনুসারে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা ও ঢাকার ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

বঙ্গদেশের চতুর্থ চক্রবাড়ের রেবেণিউ সরবেয়র লেপ্টনণ্ট ডবলিউ, জে, ষ্টুয়ার্ট।

সরকারী রেবেনিউ সরবেয়র লেপ্টনণ্ট এম, এচ, কোয়ান।

নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট গণ প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বি, রাট্রে সাহেব।

" এ, এচ, জেমস সাহেব।

" সি, পি, ক্রাউচ সাহেব।

১৮ ই ডিসেম্বর। বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ২৪ পরগণার দ্বিতীয় অধস্থ জজ হইবেন।

এস, রাইট সাহেব ঢাকার অতিরিক্ত অধঃস্থ জজ হইবেন; কিন্তু যত দিন মৌলবী নাজিরুদ্দিন আহম্মদ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকেন তত দিন উক্ত জেলার প্রতিনিধি প্রথম অধঃস্থ জজ হইবেন।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজ বাবু নরোত্তম মল্লিক প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

মৌলবী আবদুল মজিদ চতুর্থ শ্রেণির অধঃস্থ জজ হইয়া দিনাজপুরস্থিত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কটকের অন্নক্ষেত্র ভার সভ্য হইবেন।

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, রাইট সাহেব।

বাবু বৈদ্যনাথ পণ্ডিত।

বাবু বিশ্বনাথ চৌধুরী।

কাপ্তেন এল, জে, এচ, গ্রে বারাকপুরে ক্যাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজ হইয়া ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

অযোধ্যার রাজার বাটীস্থিত গবর্ণর জেনরলের প্রতিনিধি এজেণ্ট কাপ্তেন ডবলিউ, এল, রাওাল রাজবাটীর মধ্যস্থিত অপরাধের বিচার করিবার নিমিত্ত ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ডবলিউ, ডবলিউ, হণ্টার সাহেব ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন পি, ডি, ডিকেন্সন সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, এম, সুটার সাহেব প্রতিনিধি প্রেসিডেন্সি ডিষ্টিক্ট রেজিষ্টার হইবেন।

মেজর এচ, পি, ডবলিউ, উইঞ্চ দার্জিলিঙ নগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

ছুরঙ্গের সহকারী কমিসনর লেপ্টনণ্ট ডবলিউ, ই, রুথারফোর্ড আসামে প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন বাবু রামদুর্লভ দাস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ঢাকার অন্তর্গত মকসুদপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৯ এ ডিসেম্বর। যত দিন মৌলবী আনোয়ার আলি উপস্থিত না হন, তত দিন বাবু মথুরানাথ গুপ্ত পাটনার ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ ও অধঃস্থ জজ হইবেন।

এফ, ডবলিউ, বি, পিটর্স সাহেব শ্রীহট্টের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন; কিন্তু আপাততঃ তত্রত্য প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ই, জে, বার্টন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

এচ, এস, বিভন সাহেব ২৪ পরগণার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

আর, পাচ সাহেব বাখরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এফ, মিয়াস সাহেব বাখরগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, ই, ওয়াড সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত বর্দ্ধমানে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

২১ এ ডিসেম্বর। ই, ড্রমণ্ড সাহেব যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন পুরীর মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং নিজ পদগুণে করদমহলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী হইবেন।

এ, টি, মাগলিন সাহেব ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

টি, নর্ম্মাণ সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া আপাততঃ প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এচ, বার্ণার সাহেব রাজসাহীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি আপাততঃ দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণার মুন্সেফ হইবেন। তাঁহার অনুপস্থানকালে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

বাবু মথুরানাথ বসু ময়মনসিংহের অন্তর্গত মদারগঞ্জের মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন জে, বি, ওয়ার্গণ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এ, বি, ফকন সাহেব পূর্ণীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

রাজসাহীর সহকারী পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডবলিউ, বি, মাক্সওয়েল সাহেব হাজারিবাগে বদলী হইবেন।

২ এ ডিসেম্বর। যত দিন সৈদ আবুল হোসেন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন তত দিন মৌলবী হোসেন আলি গয়ার প্রতিনিধি বিশেষ সব রেজিষ্টার হইবেন।

যত দিন ই, ড্রমণ্ড সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, সি, গেডিস সাহেব পুরীতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং নিজ পদগুণে করদমহলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের সহকারী হইবেন।

... সাহেব পুরার ... ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু অভয়চন্দ্র দাস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু রামকুমার বসু ঢাকার কমিসনরের নিজ সহকারী হইবেন।

বাঁকুড়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী আসান আহম্মদ তথায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

আমাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী সৈয়দপুর গ্রামে কতগুলি চোর এক জন গৃহস্থের বাটীতে চুরি করিতে যায়। কিন্তু চোরেরা তাহাদিগের কার্য্যের সূত্রপাত করিতে করিতেই গৃহস্বামী জাগ্রৎ হইয়া উঠে এবং দস্যুগণকে ধরিবার চেষ্টায় পশ্চাৎ ধাবমান হয়। ইহাতে চোরের মধ্যে এক জন নির্ভয় পলায়ন না করিয়া গৃহস্থকে আক্রমণ করে। গৃহস্থ আর কোন উপায় না দেখিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত চোরকে লাঠি দ্বারা প্রহার করে, তাহাতে চোর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পুলিষকর্ত্তৃক হত ও হন্তা এখানে আনীত হইয়াছে। বিচার হইতেছে। পূর্ব্বে এইরূপ এক সাহেব এক জন চোরকে গুলি করিয়া মারে, তাহাতে শুনিয়াছি সাহেব বক্সিস পায়। এ বার দেখিব, দেখা যাউক কি হয়।

এই গ্রামে আর এক দুষ্ট দুই জন পথিককে ধুতুরা খাওয়াইয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ইনিও সেশনে অর্পিত হইয়াছেন।

এখানে এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টির কোন লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে না। দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। জুন মাসে এখানে টাকায় ১৬ সের চাউল বিক্রীত হইয়াছে; কিন্তু আজি কালি ৮ সের পাওয়া ভার।

—:০:—

আমরা ঝাঁসি হইতে নিম্নলিখিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

এ বৎসর এ স্থানে বর্ষা না হওয়াতে কৃষকেরা নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়াছে। অনেকে বাসগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রতিপালন হইবার চেষ্টায় গমন করিতেছে। দ্রব্য সামগ্রী অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। বাজারে চাউল ৮ সের ও গম ১২ সের বিক্রয় হইতেছে। এ বৎসর জগদীশ্বরের মনে যে কি আছে তাহা তিনিই জানেন। অত্রত্য রাজপুরুষেরা এবং অনেক ভদ্রলোকে চাঁদা করিয়া এক অন্নক্ষেত্র করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টও অনেক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অন্নক্ষেত্রে প্রায় ২০০ লোক আহার করিতেছে। তাহাদিগকে পরিধেয় বস্ত্রাদিও দেওয়া হইতেছে। যাহারা কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাহাদিগকে ব্যবসায় অনুসারে কর্ম্ম দেওয়া হইতেছে।

অদ্য ৩। ৪ দিবস গত হইল, এখানে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হওয়াতে গম ও ছোলাপ্রভৃতির অনেক উপকার হইয়াছে। এ বৎসর বৃষ্টি না হওয়াতে নদী ও পুষ্করিণীপ্রভৃতির জল শুষ্ক হওয়াতে মৎস্য অত্যন্ত দুর্লভ হইয়াছে। বাজারে উত্তম রোহিত মৎস্য ৩ তিন পয়সা সের পাওয়া যায়।

আগামী বড় দিনের ছুটিতে আমাদিগের কমিসনর এবং ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরেরা লক্ষ্ণৌয়ে গমন করিবেন।

———

আমাদিগের নগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

আজি কালি বেঙ্গল পুলিষ ইনস্পেক্টরগণের যথেষ্ট বেতনবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ২৫০ দ্বিতীয় শ্রেণীর ২০০, তৃতীয় শ্রেণীর ১৫০ এবং চতুর্থ শ্রেণীর ১০০ টাকা। ইহাতে অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ইহার মধ্যে যখন কোন শ্রেণীতে কর্ম্ম খালি হয়, কর্ত্তৃপক্ষ যদি উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া নিম্নশ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে সেই পদটী প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের উৎসাহের আর একটী কারণ হয়, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঐ পদটী দিয়া থাকেন, ইহাতে যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির উৎসাহ ভঙ্গ ও মনোবেদনা উপস্থিত হয়।

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত স্মিথ সাহেব গত ১১ ই ১২ ই ডিসেম্বর দুই দিবস নগরায় থাকিয়া কাছারি করিয়াছেন।

গত বৃহস্পতিবার নগরার হাটে নূতন উত্তম আতপ চাউল ৩৷৵ ও সিদ্ধ চাউল ২৷০ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হইয়াছে।

৯ ই ডিসেম্বর বনসুন্দরিয়া গ্রামে এক ব্যক্তি সর্পদংশনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

——:০:——

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যাইটঘর বাসিগণের অধ্যবসায় ও উৎসাহ।

বাঙ্গালিদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় কাল সমান থাকে না, পদে পদে ইহার প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। ইহারা কোন ... প্রবৃত্ত হইলে প্রথমতঃ বাহ্যাড়ম্বরে ব... হইয়া থাকেন; কিন্তু শেষে সমুদায়ই নিষ্ফল ব্যর্থ হইয়া যায়। রোগ উপস্থিত হইয়া ... উৎসন্নপ্রায় হইতেছে; নানাবিধ অস্বাস্থ্যকর বিষয়সদ্ভাবহেতু স্বদেশীয়গণ রুগ্ন ও হীনবীর্য্য হইতেছেন; দেশের অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে; স্বদেশীয়গণে এমনই অধ্যবসায় ও উৎসাহ যে, ইহার কিছুমাত্র প্রতিবিধান না করিয়া নিরুৎসাহচিত্ত হ... আছেন; কিন্তু ওদিকে আপাতমনোরম বিষয়ে আড়ম্বর করিতে ত্রুটী করা হইতেছে না।

যাইটঘর একটী অনতিবৃহৎ পল্লীগ্রাম। ই... পদ্মা নদীর সন্নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বতীরে ও পূর্ব্বব... শালা শাখা বেলওয়ের ভাবী ষ্টেসন গোয়াল... নন্দের অপর পারে অবস্থিত। ইহাতে ... স খ্যক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাস, তন্মধ্যে কতিপয় কৃতবিদ্য ও সৎস্বভাব সম্পন্ন লো... দৃষ্ট হন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা মাতৃভূমির উন্নতিসাধনে তাদৃশ যত্নবান নন। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহাতে অনেকগুলি প্রধান অভাব দৃষ্ট হয়, স্বদেশীয়গণ যদি যত্নশীল হইয়া তৎপ্রতিবিধানে মনোযোগী হন, তাহা হইলে সহজেই গ্রামখানি উৎকৃষ্টাবস্থ হইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়! তাঁহারা এবিষয়ে একবারে উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন। মহাশয় অনেকেই ঘরের কথা খুলিয়া বলেন না, বি... আমাদিগকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বলিতে হইতেছে। কি করি, ক্ষমতা নাই; সাহায্যকারী নাই; উৎসাহদাতা নাই; সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া দেশের ও স্বদেশীয়গণের শ্রীবৃদ্ধির নি... সম্বাদপত্রের শরণ লইলাম। পাঠকগণ! আ... দিগের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রতিবৎসরেই এই সময়ে যাইট ঘরে এ... ডেমিক জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাটীতেই ৪।৫ টী করিয়া রুগ্ন দেখা যায়। গ্রামমধ্যে অনেকগুলি জঙ্গল

পুষ্করিণী আছে। তৎসমুদায়ের জল
ত্র ও পানা ইত্যাদিদ্বারা এরূপ দূষিত
হয়াছে যে, তাহাকে একপ্রকার বিষ
ও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই আবার
ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে পীড়া
বার অসম্ভাবনা কি? মল পরিত্যাগ
রের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত না থাকাতে
ক বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে রাশীকৃত মল জমা
থাকে; এতন্নিবন্ধন বায়ু বিলক্ষণ দূষিত
পীড়োৎপাদন করে। গ্রাম মধ্যে জঙ্গলা
ও বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, ইহাতে যথা-
মে সূর্য্য কিরণ প্রবিষ্ট ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চা
ত হইতে পারে না। একবার সোমপ্রকাশে
পুষ্করিণীপ্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার বিষয়ে
শীয় লোকদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল,
ন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হয় নাই।
াপি নিরুৎসাহ না হইয়া গ্রামবাসীদিগকে
ত্তজনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আবর্জনা
ভৃতির পরিষ্কারবিষয়েও স্বদেশীয়দিগের
তান্ত অব্যবস্থিততা প্রকাশ পাইয়াথাকে,
ারা বাড়ীর পার্শ্বভাগেই সমুদায় ময়লা
রিত্যাগ করিয়া থাকেন; সুতরাং ময়লাক্ত
নত বিষাক্ত বায়ুতে গ্রামখানি নিরন্তর পরি
র্ণ থাকে। এই সমস্ত কারণবশতই যাইট
রে জ্বরবোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। মহাশয়!
ইটঘর যদি নিঃস্ব চাসাদিগের আবাসস্থান
ইত তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের মুখা
ক্ষী হইয়া রোদন করিতাম না। কিন্তু যখন
া বিশিষ্ট কৃতবিদ্য লোকের বাসস্থান
খন তাঁহাদিগের এইরূপ অব্যবস্থিততা
খিয়া কাজেই ক্ষুব্ধ হইতে হয়। হতভাগ্য
শের এমনই দুরবস্থা! —জ্বরাক্রান্ত হইয়া
জে কষ্ট পাইতেছি, পরিবারবর্গ আর্ত্তনাদ
রতেছেন, ওদিকে দেশের বিঘ্নশান্তির
মিত্ত সাড়ম্বরে বারোয়ারি পূজার অনুষ্ঠান
তেছে, কিন্তু ভ্রমেও গ্রামের প্রকৃত স্বাস্থ্য
ন্নতি অবস্থার উন্নয়ন করিতে কেহই যত্নবান
তেছেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৃতবিদ্য
গের মধ্যে এরূপ ঘটনা কয়টী সঙ্ঘটিত হই
থাকে? দুঃখের কথা কি বলিব! জ্বরের প্রাদু
র্ভাবনিবন্ধন এবার শীতাবকাশসময়ে দেশে
য়া ভক্তিভাজন জনক জননী ও স্নেহাস্পদ
বান্ধবগণের সন্দর্শনজনিত সুখ লাভ করিতে
রলাম না। যাইটঘরবাসিগণ! আর কত
ন তোমরা এইরূপ মেহনিদ্রায় অভিভূত
কিয়া কষ্ট পাইবে?

গ্রামমধ্যে অনেকগুলি কাঁচা রাস্তা আছে,
কিন্তু তাহার একটীরও অবস্থা উৎকৃষ্ট নয়।
অনেকে উল্লিখিত পথগুলির দুই পার্শ্বে মল মূত্র
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুতরাং যাইবার
সময় নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া যাইতে হয়।
বর্ষাকালে পথগুলির নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা
ঘটিয়া উঠে, একে ত মলমূত্রজনিত দুর্গন্ধ
তাহাতে আবার এরূপ পঙ্কিল হইয়া থাকে যে
অনেকে পাদস্খলিত হইয়া উক্ত পঙ্কমধ্যে
পতিত হইয়া থাকেন। কি বিড়ম্বনা! গ্রামে অন্য
বিধ রাস্তা না থাকাতে সমুদায়কে ঐ নরকতুল্য
স্থান দিয়াই গমনাগমন করিতে হয়।

পাঠকবর্গ! গ্রামবাসিগণের আশ্চর্য্য চিত্ত
বৃত্তি দর্শন করুন। ইঁহারা যষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক
কর্দ্দমাক্ত হইয়া ঐ জঘন্য স্থান দিয়াই গমনা
গমন করিবেন, তথাপি সকলে উৎসাহান্বিত
হইয়া রাস্তাগুলির ভালরূপে সংস্কার করিবেন
না!! কি আশ্চর্য্য!!!

গ্রামমধ্যে অনেকগুলি ডোবা আছে।
বর্ষাকালে উক্ত ডোবাগুলি জলপূর্ণ হইয়া
গমনাগমনের বিস্তর অসুবিধা সঙ্ঘটন করে।
বিশেষতঃ নিকটস্থ জঙ্গলের পত্রাদি সর্ব্বদা
উহাতে পতিত হওয়াতে উক্ত জল দূষিত
হইয়া মেলিরিয়া উৎপাদন করে। গ্রামবাসিগণ
যদি সচেষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে পয়ঃপ্রণালী করিয়া
উক্ত ডোবাগুলি পরিপূরিত করিয়া দেন, তাহা
হইলে দেশের কত মঙ্গল হয়।

যাইটঘরে একটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বঙ্গ
বিদ্যালয় আছে। কিন্তু দেশীয়দিগের উৎসাহ
ও অধ্যবসায় গুণে ইহার বিলোপদশা উপস্থিত।
স্কুলের সম্পাদক স্বয়ং বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত
সুতরাং স্কুলের দিগে মনোযোগ দিতে পারেন
না। স্কুলে ছাত্র নাই; অর্থ নাই; উৎসাহদাতা
নাই, সম্পাদক ও শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্যপরায়
ণতা নাই, বস্তুতঃ স্কুল এক প্রকার নাই বলিলে
বলাযায়। প্রায় অর্দ্ধবৎসরকাল বিদায়েই
পর্য্যবসিত হয়। আমরা আগ্রহসহকারে কর্ত্তৃ
পক্ষকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা হয় সচেষ্ট
হইয়া স্কুলটী উৎকৃষ্টাবস্থ করুন, নয় সাহায্যদান
বন্ধ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলুন। স্কুল রাখিয়া
ও রূপ ছেলেখেলা করিবার প্রয়োজন নাই।

যাইটঘরে একটী যাইটঘরহিতৈষিণী সভা
ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু
যাইটঘর বাসিগণের সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও উৎসাহ
গুণে অনতিবিলম্বেই তাহা উৎসন্ন হইয়া
গিয়াছে। যাইটঘরের সমুদায় বিষয় লিখিতে
গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া উঠে, অতএব
বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিতে পারিলাম না।
উপকার জ্ঞান করিলে ভবিষ্যতে আর আর
বিষয় লিখিয়া জানাইব।

যাইটঘরবাসিগণ! উৎসাহান্বিত হইয়া
পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়গুলির পঙ্কোদ্ধার করিতে
যত্নবান হও। ইহাতে স্বদেশের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি
হইবে। যাইটঘর আমাদের দেশ; ইহার উন্নতি
ও অবনতির সহিত আমাদিগের উন্নতি ও অবন
তির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। আমরা যদি
সচেষ্ট হইয়া ইহার উন্নতিসাধন না করি, তাহা
হইলে দেশের মঙ্গল কোথায়? কাপুরুষের ন্যায়
সকল বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা
কি ধৃষ্টতা ও অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য নহে?
যাইটঘর বাসিগণ! তোমরা নিজের অনুৎসাহ
ও অনধ্যবসায়দোষে যেরূপ রুগ্ন ও হীনবীর্য্য
হইতেছ, ইহাতে কি তোমাদের কিছু মাত্র কষ্ট
অনুভূত হইতেছে না? যদি বল গ্রামের জঙ্গল
ও ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে বহুল
অর্থের প্রয়োজন, বিশেষতঃ দরিদ্রলোকেরা
মেথরপ্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, অত
এব কি প্রকারে গ্রামের পঙ্কোদ্ধার হইবে? তদু
ত্তরে বক্তব্য এই, তোমরা প্রতিবৎসর দুর্গোৎ
সবে ও তদানুষঙ্গিক যাত্রা গানপ্রভৃতি আমোদে
যত টাকা ব্যয় কর, অন্ততঃ তাহার অর্দ্ধাংশ
এই শুভ কর্ম্মের নিমিত্ত দান কর। ক্ষণকাল
ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগার্থ যাত্রাদিতে অর্থব্যয় না
করিয়া সেই টাকা এই মঙ্গলকার্য্যে দান করা
কি মনস্বিতার কার্য্য নহে? এরূপ করিলে পরি
ণামে কত মঙ্গল হইবে? এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধার
ণের নিকটে কিছু কিছু চাঁদা করা হউক, এই
সকল টাকা জমা করিয়া কিছু মূলধন করা
হউক এবং সেই মূলধন রক্ষার ভার কোন কার্য্য
কুশল ক্ষিপ্রকর্ম্মার হস্তে ন্যস্ত হউক। বারো
য়ারিতে যে টাকা ব্যয় করা হয়, তাহা উহাতে
জমা করা হউক। এইসকল টাকাতেই যথেষ্ট
হইবে। যদি কিছু অনটন হয়, তাহা হইলে গবর্ণ
মেণ্টের নিকট প্রার্থনা করা হউক। প্রজাবৎসল
গবর্ণমেণ্ট কখনই সাহায্যদানে বদ্ধমুষ্টি হইবে
না। রাস্তাগুলি পাকা করা হউক ও তাহার
উভয়পার্শ্বে মলপ্রক্ষেপ রহিত করাইয়া গ্রাম
খানি যথানিয়মে পরিষ্কার করা হউক। তাহা
হইলে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইবে।

শ্রীঃ—

—:*:—

মজিলপুরহিতৈষিণী সভার
মাসিক অধিবেশন।

গত ৮ ই অগ্রহায়ণ রবিবার অপরাহ্ণ ৩ টার
পর জমীদার হরমোহন দত্ত বাবুর উদ্যানের
বৈঠকখানায় মজিলপুরহিতৈষিণী সভার অগ্র
হায়ণমাসিক অধিবেশন হয়। এই সভায় জমী

স্পেনের নূতন যুদ্ধ সিনোর অলজাজে সম্রাট নেপলিয়নের নিকটে আপনার সনন্দ প্রদান করিয়াছেন।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহকে বলিয়াছেন, যদি প্রথম পাঁচটী কথায়কে সীমা করিয়া সন্ধি হয় তবে তাঁহারা মৃতসভা দ্বারা বিবাদমীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন।

সর রিচার্ড মেইনের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

লণ্ডন ১৮ ই ডিসেম্বর। তুরস্কের সহিত গ্রীসের বিবাদের উল্লেখ করিয়া মণিটিউর পত্র সম্ভাবনা করিতেছেন, ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ একবাক্য হইয়া এই বিবাদঘটিত অনিষ্টের স্বল্পতাসম্পাদন করিবেন।

তুরস্ক যুদ্ধজাহাজদল সিরাড়ে ইনসিস জাহাজ আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াছে।

যাবতীয় গ্রীককে তুরস্ক ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে; যাহারা গমন না করিবে, তাহাদিগকে তুরস্ক প্রজা বলিয়া গণনা করা হইবে।

মস্যুর লাবালেট মারকুইস ডি মুস্তিয়ারের পদে পররাষ্ট্রবিভাগের এবং মস্যুর ফুর্কেড স্বরাষ্ট্রবিভাগের মন্ত্রী হইয়াছেন।

২৩ এ ডিসেম্বর। সর সাইমর ফিটজারলড ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার এক জন অতিরিক্ত নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার হইয়াছেন।

কতকগুলি লোক লার্ড আর্গিলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তাঁহাদিগের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, লার্ড ডেলহৌসি বলিয়া যান, জলসেচনার্থ খালের ব্যয় সরকারী রাজস্ব হইতে না দিয়া কর্জ্জ করিয়া নির্ব্বাহ করা উচিত, তাঁহারও সেই মত।

৩০ দিবসের মধ্যে গ্রীকদিগকে তুরস্ক ত্যাগ করিতে হইবে।

—:০:——:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

অত্রস্থ ভদ্র লোকেরা যে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের জন্য আবেদন করিয়াছেন, বোধ হয় শীঘ্রই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে অত্রত্য সার্কিট হাউস গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্রস্থ ভদ্র সমাজ সেই গৃহের অনুপযুক্ততা বর্ণন করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি, বি, ক্লার্ক সাহেবকে আর একটী ভাল গৃহ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। ক্লার্ক সাহেব তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, যাহাতে শ্রীহট্টে শীঘ্র গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাই সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আপনাদিগের এই প্রার্থনা (ভাল ঘরের প্রার্থনা) ডাইরেক্টর সাহেবকে জানাইয়া তদনুমতি লাভের প্রার্থনায় প্রতীক্ষা করিলে অনেক গৌণ হইবার সম্ভাবনা আছে; অতএব আমার বিবেচনায় আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রদত্ত গৃহেই সম্মত হওয়া উচিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল গৃহ পাওয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে অত্রস্থ ভদ্রলোকেরা সম্মত হইয়াছেন।

গত কল্য অত্রত্য মিসন স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। তদুপলক্ষে অদ্য প্রাতে একটী সভা হইয়া আগামী কল্য অবধি ১১ দিবসের জন্য স্কুল বন্ধ হইয়াছে।

১০ ই পৌষ }
১২৭৫ }

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! সুযোগ্য ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় খুলনা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা তাঁহাকে কিছু জানাইতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার দেশমান্য সোমপ্রকাশের আশ্রয় লইলাম, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের এই প্রস্তাবটি পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

গৌর বাবু! আপনি খুলনায় চলিলেন, এই সম্বাদটি শুনিয়া অবধি আন্তরিক যে অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা লেখনীমুখে আকর্ষণ করা মাদৃশ জনের সাধ্যাতীত। আপনার বাগহাট উপবিভাগের স্থায়ী কীর্ত্তিই, আমাদিগের এই আনন্দোদ্দীপনের একমাত্র কারণ। আপনি আমাদিগের খুলনায় গিয়া ঐরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবেন কি না, তাহা ভবিষ্যগর্ভে রহিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের সম্পূর্ণ ভরসা এই যে, আপনার যে সাধুপ্রবৃত্তিতে বাগহাটবিভাগের মনুষ্যেরা আপনার নিকট চির কালের জন্য ঋণী হইয়া রহিয়াছেন, আমরাও তাহার কোনপ্রকার শুভ ফললাভে বঞ্চিত হইব না। গৌর বাবু! এক্ষণে জগদীশ্বর সমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি খুলনায় সুদীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিমুক্ত হইয়া আ[illegible] প্রকাশ করিয়া জনসমাজে [illegible]

খুলনাবিভাগের মধ্যে [illegible] পারে টৈনহাটীনামক এক গ্র[illegible] ঐ গ্রামের পূর্ব্বকালের [illegible] আপনি লোকমুখে অবগত [illegible] কিন্তু কালের করাল কবল[illegible] সে সুখসমৃদ্ধি কিছুই নাই [illegible] শোভা ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ [illegible] স্থান ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ [illegible] বাসযোগ্য হইয়া রহিয়াছে [illegible] পূর্ব্বে বিদ্যালোচনা ধর্ম্মা[illegible] আমোদ প্রমোদে কাল [illegible] অধুনা সেই স্থানে লোক[illegible] কুৎসা অব[illegible] বিবাদ বিসম্বাদ এবং দ্রোহ হত্যা ইত্যাদি [illegible] অসৎ অনুষ্ঠানের দ্বারা পশুজীবনবৎ ম[illegible] জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাই[illegible]ছে। গৌর বা[illegible] অধিক কি কহিব; যেসকল অভাবে মনু[illegible] জীবনে মনুষ্যনামে অপকলঙ্ক, যেসকল অভ[illegible] গ্রামনিবাসিগণকে যৎপরোনাস্তি কষ্টভো[illegible] করিতে হয়, টৈনহাটীনিবাসী মনুষ্যদিগের সমস্ত অভাবই রহিয়াছে। এক্ষণে যদি জগ[illegible]শ্বরপ্রসাদে টৈনহাটী গ্রামের উপর, আপ[illegible] অনুকূল দৃষ্টি পতিত হয় তবেই রক্ষা, ন[illegible] অল্পকালের মধ্যে গ্রামখানি একবারে উৎ[illegible] হইয়া যাইবে। আমরা এবিষয়ের জন্য অ[illegible] ক্রমে আপনাকে আরো কিছু লিখিতে [illegible] লাষী রহিলাম। সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমি[illegible]

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ }
২৯ এ ডিসেম্বর } শ্রীকৈলাসনাথ

—:০:—

এই স্থানে (ফরিদপুরে) প্রতি[illegible] ১ লা জানুয়ারি অবধি যে কৃষি প্রদর্শন ও[illegible] পলক্ষে একটী সামান্য [illegible] হইয়া থাকে, [illegible] রও জানুয়ারি মাসের প্র[illegible] দিবস হইতে [illegible] কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। [illegible]দুপলক্ষে যে [illegible] কার্য্য হইয়া থাকে, মহা [illegible] রে তাহার [illegible] হইতেছে। এই মেলাটী ৭ দি[illegible] স্থায়ী হইবে[illegible] দিন পূর্ব্বাহ্ণে ইংরাজী ও এদেশের [illegible] ভূতি প্রদর্শিত হইবে এবং অপরাহ্ণে ন[illegible] কৌতুককর ক্রীড়া হইবে। দ্বিতীয় দিন [illegible] উৎকৃষ্ট ফলাদি প্রদর্শিত হইয়া, শে[illegible] দুয়ের দৌড় হইবে। ৩ রা জানুয়ারি [illegible] বলিয়া মেলার কোন কার্য্যই হইবে না[illegible] পূর্ব্ব দিনের ন্যায় ব্যবসায়ীদিগের বি[illegible] চলিবে। চতুর্থ দিবসে প্রথমতঃ এ [illegible]

পরীক্ষা হইয়া বলবান
ও বিবিধপ্রকার ক্রীড়া
। পঞ্চম দিবসে কার্পা
প্রদর্শনান্তর বালকগণের
পরীক্ষা করা হইবে।
এদেশীয় বলবান কৃষি
গো, মহিষ ও দুগ্ধবতী
হইবে। এই দিনে সুশি
দীয় সূত্রধর ও কর্ম্মকার
ত ও পরীক্ষিত হইবে।
প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূ
পারিতোষিক প্রদান
পরিক্রীড়া হইয়া মেলার
শেষ করা হয়।

ই কার্য্যে যেসমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইবে র অধিকাংশই জমীদার, তালুকদার ও ল ও মোক্তার মহোদয়গেণর নিকট হইতে দ্বারা সংগ্রহ করা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টও টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই কার্য্যের ন উদ্যোগী বাবু ভগবানচন্দ্র বসু। ইহাঁরই সকলে এ বিষয়ে অর্থদান করিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত বাবু এবার ান পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহে যাই ন। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, ন বাবু গেলে এই মেলার কার্য্যটী এক বন্ধ হইবে, কিন্তু আমরা বিবেচনা করি এ দেশে জমীদারপ্রভৃতি মহোদয়দিগের হোযোদ্যোগেই কার্যটী সমাহিত হইতেছে. উপস্থিত রাজকীয় কোন কার্য্যকারক মাত্র উদ্যোগ করিলেই ইহা স্থায়ী হইতে

ক্ষণে আমাদিগের মেলার অধিনায়কগ তি সবিনয়ে বক্তব্য এই পারিতোষিক কার্য্যটী … নিরপেক্ষ যথোচিতরূপে … করা হয়। অন্যান্য র ন্যায় এবার … যেন আমরা সম্বাদপত্রে … দর্শন করিয়া …পিত না হই।

… না … এ বৎসর এ প্রদেশে হইল না; যদিও কোন কোন স্থলে ত বুনন করা হইয়াছিল, জলের … নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমন … নাই। এক্ষণে বাজারে ৮০ সের … সের চাউল প্রভৃতি … হইতেছে। যেরূপ দেখা যাই হইতে বিশেষ অনিষ্ট আশঙ্কা নাই।

কিন্তু চারি দিগের সংবাদ শুনিয়া ভয় হইতেছে।

কায়দপুর
১২৭৫
১২ পৌষ

একস্য
পাঠকস্য

—:০:—

ওকালতী পরীক্ষা।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার কাল আগতপ্রায়। যেসকল মনুষ্য অহর্নিশ আইনশিক্ষাজনিত পরিশ্রমে শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়াছেন, স্বকীয় সাহায্য তৎপর সম্পূর্ণ সহায়হীন এরূপ অনেক লোক এই পরীক্ষাপ্রদানাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন, ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ মুনসেফ আদালতের উকীলেরাও (যাহাদের ওকালতী পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্ট পরীক্ষা হইবে) এই পরীক্ষাতে উপস্থিত হইবেন। উকীলেরা নিজ অদৃষ্ট ও পরিশ্রমের ভাগ ভিন্ন অন্যাংশ গ্রহণ ও ভোগ করেন না; বরং ইহাঁদের দ্বারা প্রজাপুঞ্জের উপকার সাধিত ও স্বত্ব রক্ষিত হয়। এই মাত্র নয়, তাঁহাদিগের হইতে ইংলণ্ডেশ্বরীর ধনাগারেরও যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। এবম্বিধ পদাকাঙ্ক্ষীদিগের পরীক্ষার প্রশ্নরচনা ও উত্তরপত্রদর্শনকালে কিঞ্চিৎ করুণহৃদয় হওয়া উচিত। এক্ষনকার পরীক্ষা প্রণালী অত্যন্ত কঠিন। দেওয়ানী, রেবিনিউ, ফৌজদারী এই তিন সংক্রান্ত তিন প্রস্থ প্রশ্ন হয় ও প্রত্যেক বিষয়ে ১২ টী করিয়া প্রশ্ন হইয়া থাকে। এক এক দিবসে এক এক বিষয়ের পরীক্ষাগ্রহণই বিধেয়। অপর, কোন্ দিবসে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা হইবে পূর্ব্বে তাহার নির্ণয় ও প্রচার করা বিধিসিদ্ধ। উহা ১৮৫৬ অব্দের প্রচারিত বিধি সম্মত। ঐ আইনে পরীক্ষাকাঙ্ক্ষীর সুবিধার্থে কোন্ কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার নিয়ম আছে; সুতরাং কোন দিবসে কোন্ বিষয়ের পরীক্ষা হইবে পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সেই বিধানের অনুমোদিত হইবে। এইগুলি বিবেচনা করিয়া পরীক্ষক মহোদয়েরা কার্য্য করিলে হতাশ পরীক্ষার্থীর ক্ষোভ জন্মে না।

কস্যচিৎ বাকরগঞ্জবাসিনঃ।

———

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রঘুমণি বিশ্বাস — পাটনা
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর — ১৩
ঐ ঐ রাখালচন্দ্র রায় লাখুটিয়া — ১৩
ঐ ঐ ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত মঠবাড়ালক — ৩৮০
ঐ কলিকাতা নর্ম্মালস্কুল — ১০
ঐ মালিপোতা স্কুল — নদীয়া
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর — ১৩
ঐ মৌলবী মহম্মদ রসিদ খাঁ — নাটোর
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর — ১৩

———

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ৯।

" প্রবতাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২৯ এ পৌষ। ১৮৬৯। ১১ই জানুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসহ ষাণ্মাসিক ৭,

বিজ্ঞাপন।

সর্পাঘাতপ্রতীকার অর্থাৎ সর্পবিষনাশক ঔষধাবলী ব্যবস্থাসহিত সংগৃহীত হইয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালাবিদ্যালয়। ৩০এ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীমদনমোহন দাস

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইবে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল সাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:০:—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিস অব

মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮পেজি ফরমার ১৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁধা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেকা পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) আয়ু মণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০॥০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক দিগকে ৴০ আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—

মির্জাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক, সুহৃদ, সহকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব স্কোশীয়া, ওয়ার উইক, ব্রিটিশ প্রীন স" দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফলাগ, কং আর্থর, ও ব্যাকস" নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নাম সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ভৈষজ ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বি[illegible] হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খু[illegible] উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিল চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছু[ক] হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান [ঔষ]ধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট বি[ং]... সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ঔ[ষধালয়ের] ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দ[লাল] পাল হালদারের নিকট দেখিতে পাই[বেন] ইতি।

কলিকাতা ৫ ই ডিসেম্বর ইং সন ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং [illegible]

—:০:০:—

যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রী[illegible]কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, বিরচিত। মূল্য।৵০ ছয় আনা। ১৭[illegible] কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে [পাওয়া] যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

—:০:—

ইদানীন্তন কতগুলি অসৎ লোক [স্বার্থ]সার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের স্বত্বলো[প] গ্রন্থসংস্করণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [অনুমতি] বিহিত শ্রম না করিয়া অন্যের বহু সম্ভূত গ্রন্থের কোন অংশ একত্র [সঙ্কলন] করিয়া সেখানি নিজের " সংস্করণ " প্রচার করেন এবং তাহাদের সৌভা[গ্য]

জা... বিশেষে সমাদর হয়।
বলিক... শোচনীয় ব্যাপার স্পষ্ট
পরীক্ষা।
পাঠ্য ...কটী সংস্কার আছে
টাকার ...শয়ের স্বামিকতা নাই
বাড় ...রলে স্থাপিতে পারেন।
অঙ্ক ...করিয়া ও যত পরিশ্রম
...প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের
...। কেহ মনে করিলে
...পারেন লোকের চক্ষে
...কু পরিবর্ত্ত করেন।
...নবাসিটীতে সংস্কৃত প্রবেশ হইয়া অবধি
। উপদ্রবের বাহুল্য দেখা যাইতেছে।
...ম সংস্কৃত পুস্তকে বটতলার বাতাস
...গতে চলিল।

পরন্তু আমার প্রকাশিত বেণীসংহার নাট
...প্রতি এরূপ অত্যাচার না ঘটে, এই
...ত্ত বিজ্ঞাপন দিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগমো
...তর্কালঙ্কারকৃত টীকাসহ বেণীসংহার
...একখানি রেজেষ্টারি করান গেল, যদি কেহ
...কালঙ্কারের অনুমত না লইয়া তাঁহার কর্ত্তৃক
...সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের পাঠ বা টীক
...ইয়া আপনগ্রন্থে নিবেশিত করেন তাহা
...ইলে কাপিরাইট আইন অনুসারে তাঁহার নামে
...লিস করা যাইবে।

কলিকাতা ঠনঠনে ... এ অগ্রহায়ণ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক

—:০:—

...মঙ্গলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ
...বর্ত্তী মহাশয় (তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র)
...াকে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্প
...রক্ষণাবেক্ষণের ভারাপণ করিয়াছেন।
...র অজ্ঞাতে ও অমতে উক্ত সম্পত্তির কিছু
...ক্রয় বা বন্ধক গ্রহণ করিবেন না।

...পুর ...ই পৌষ ...৫ } শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—:০:—

...গামী ২১ এ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার
...তা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের
...আরব্ধ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়
...গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৪।৫টী ...
...বৃত্তি খালি হইবার সম্ভাবনা আছে।
...লা ... সাহিত্য ও ব্যাকরণ
... দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত
...রাবর্ত্তইতিহাস।

ভূগোলের চারিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

কলিকাতা ১৯ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } বাঙ্গালার মধ্যবিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর

—:০:—

নির্ব্বাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৳০ আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যে ব্রাদর এণ্ড কোং পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল ২৫এ অগ্রহায়ণ সংস্কৃত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছেঃ—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভুবনসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংবত্ত করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১৷০

আশু সদ্বিষ দায়িনী ১॥

প্রথম তরঙ্গিণী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

লয়লামজনু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১।০

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৵

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ॥

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে মিউটিনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১।০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এট্রান্সের কী ১॥৵

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ।

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ৴

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸০

মণিকুণ্তলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২॥০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪॥০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উষাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর

আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে খণ্ড খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

---:•:---

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স্ আরবো-
থনট এবং কোং

—০—

হালিসহর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত কলিকাতার অন্তর্গত জোড়াসাঁকো বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের মধ্যে মৃত রাধানাথ কুণ্ডের দরুণ ভূমি তাঁহার খরিদা বলিয়া উহা বিক্রয়ার্থ সংবাদপত্রে ক্রেতৃগণকে আহ্বান করিতেছেন আমি এতদ্দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করিতেছি যে, উক্ত ভূমি তাঁহার খরিদা নহে এবং কেহ যেন উহা ক্রয় না করেন।

কলিকাতা
চোরবাগান
৪ঠা পৌষ
১২৭৫
} শ্রীচন্দ্রশেখর কুণ্ডু

---:•:---

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের
২২ এ হইতে ৩১ এ পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর নকাক্রমিক জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকম গভীর জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার উপর পদ্মানদীতে	১৪	৭
মহানায়	৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৯

সন ১৮৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

	ফুট	ইঞ্চি
গঙ্কের উপর		৮৭

বহরমপুর
৪ ঠা জানুয়ারি
১৮৬৮।
} শ্রীযুক্ত সি, ই, উইল্স
একাজকিউটিব ইঞ্জিনিয়র
বহরমপুর ডিবিজন।

———

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯০
} শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

—:০:—

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমারসম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টীকা রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সঙ্কেত দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে অর্থ বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাবৃত পদ সকলের সন্ধি বিশ্লেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে উত্তমরূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন ইহার মূল্য ২ দুই টাকা।

কলিকাতা
সংস্কৃত যন্ত্র
২৯ এ পৌষ
১২৭৫
} শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সোমপ্রকাশ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

নবাগত সিবিলিয়ানগণ।

সম্প্রতি ৩৯ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ান ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাঁহারা যে যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন, যে পুরস্কার ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ অব্দে তাঁহারা সিবিল সর্ব্বিসের প্রথম ও ... পরীক্ষায় যে সংখ্যা ও পুরস্কার পাইয়াছেন তাহা কলিকাত ... লিত হইয়াছে।

আমরা অতিশয় ... অধিকাংশ সিবিলি... সামান্য বিদ্যালয়ে ... ছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ... এবং ৬ জন বি, এ। ... উপাধিধারী দৃষ্ট হইতে ... কাহারও কোন বি, ... উপাধি নাই এবং সা... অধ্যয়ন করিয়াছেন ... বলিয়া লেখা পড়া ... প্রথম যখন সিবিল ... দিয়া প্রবেশ করিবার ... অধিকসংখ্যক বিশ্ব... পরীক্ষা দিয়া এ দেশে ... ক্রমশঃ এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হ... একণে অল্পাই কৃতবিদ্য লোক আগমন করিতেছেন। ইহার কারণ নির্দ্দেশ অনেকে বলেন, ভারতবর্ষের সিবিল সর্ব্বিসের তাদৃশ বেতন না থাকাতে ইংলণ্ডের উপযুক্ত লোকেরা এদেশে আসিতে চান না; কিন্তু আমরা এটাকে প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করি না। পরীক্ষার নিয়মই উপযুক্ত লোকের আগমন প্রতিরোধক হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধনবান ও নিজে পণ্ডিত, তিনি কখন আপন সন্তানকে অর্দ্ধশিক্ষিত করি... কোন কার্য্যে প্রবেশ করিতে দি...

ত হন না। যখন ভারতবর্ষীয়েরাই
ধবিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তির পূর্ব্বে
ন্তানদিগকে কোন ব্যবসায় অবলম্বন
করিতে দিতেছেন না, তখন ইংলণ্ডের
লোকেরা তদ্বিপরীত কাজ করিবেন, ইহা
কোনক্রমেই সম্ভাবিত বলিয়া বোধগম্য
। না। শাসন ও বিচারকার্য্যে প্রতিষ্ঠা
ভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্বে যথার্থ
তবিদ্য হইতে হয়। গৃহে বসিয়া পাঠ
ল যে কৃতবিদ্য হওয়া যায় না, তাহা
কন্তু প্রথমতঃ যথা
প্রণালীপূর্ব্বক শিক্ষা
। বিংশতিগুণ অধিক
হয়, যাঁহারা ভুক্ত-
হা বলিতে পারেন।
রিলেও তথাপি যে
। থাকে, ইহা অনে
র স্বীকার করিতে
কে, নূতন সিবিলিয়ান
পূর্ণ শিক্ষা হয় না,
এ দেশে আসিয়া এত
হত্য ও বিজ্ঞানানু
াকে না। এইসকল
র্ব্বিসে অর্দ্ধশিক্ষিত
রিতেছেন। যাঁহাদি
াছে, তাঁহারা কখন
অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া
ভতবর্ষের সিবিল সার্ব্বিসে আসিতে
অগ্রসী হইবেন না। এ অবস্থায়
কে ধনিসন্তান কয়েক শত টাকা
বেতনের লোভে এখানে আসিবেন?
বেতন অল্প বলিয়া উপযুক্ত লোকে
আসিতেছেন না, এ কথা অমূলক; যে
প্রকার শিক্ষা ত্যাগ করিয়া আসিতে
হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ করে এমন
বেতন পৃথিবীর কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট
দিতে পারেন না।

সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরগণ কি
বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে
আসিতে নিষেধ করিয়াছেন? তাহা
নহে; কিন্তু কার্য্যে তাহাই ঘটিয়াছে।
যে বয়সে পরীক্ষা দিতে হয়, তন্মধ্যে
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সম্মান লওয়া
সকলের পক্ষে সহজ হয় না। এই ৩৯
জনের মধ্যে এক জনের ১৯ বৎসর বয়ঃ
ক্রম। ১৭ বৎসরের সময়ে ইহাঁকে
পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। ৩ জনের
২০; ৯ জনের ২১; ২১ জনের ২২; ৫
জনের ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে।
এক্ষণে পরীক্ষা দিবার অন্ততঃ তিন
বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত পুস্তকসকল
পাঠ করিতে আরম্ভ করিতে হয়। এই
৩৯ জন গড়ে ২১ বৎসর ৮ মাসে শেষ
পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষার
সময়ে সাড়ে উনিশ বৎসর বয়ঃক্রম
ছিল। সকলকেই গড়ে ১৭ বৎসরের
সময়ে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন ত্যাগ করিতে
হইয়াছিল। ১৭ বৎসরের মধ্যে কত জন
কৃতবিদ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম
উপাধি লইতে সমর্থ হন? যাঁহারা
পাদরী, সামান্য দোকানদার, মুচি ও
ধোপা প্রভৃতির সন্তান, তাঁহারাই কেবল
প্রথমতঃ ৪০০ টাকার লোভে বিশ্ববিদ্যা
লয় ত্যাগ করিতে পারেন। সিবিল
সর্ব্বিস কমিসনরগণ ২২ বৎসরের উপ
রের পরীক্ষার্থী গ্রহণ করিবেন না
কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; সুতরাং আমা
দিগের বিচার ও দেশশাসনের ভার
কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত নীচ শ্রেণির
ইংরাজের হস্তে পতিত হইতেছে।
২১ বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বিশ্ব
বিদ্যালয়সমূহে বি, এ, উপাধি পাইবার
যো নাই। যাঁহারা এম, এ, হইতে চাহেন
তাঁহাদিগের উপাধি লইতে গেলে বয়স
যায়। বি, এ, হইয়াও এক বৎসরের
মধ্যে পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া
সম্ভাবিত নয়। অতএব যে ভারতবর্ষীয়
সিবিলিয়ান হইতে চাহিবেন তাঁহাকে
এল, এ পরীক্ষা দিয়া ইংলণ্ডে যাইতে
হইবে। পক্ষান্তরে এ দেশের উকীলেরা
সচরাচর বি, এ, অনেকে এম, এ দিয়া
বি, এল, উপাধি লইয়া থাকেন। অন্য
অন্য বিভাগেও ক্রমশঃ বহুজ্ঞ ব্যক্তিগণ
প্রবেশ করিতেছেন। অতএব কিছু
কালপরে দৃষ্ট হইবে উকীল, আমলা ও
কর্ম্মচারীরা কৃতবিদ্য, কেবল শাসনকর্ত্তা
ও বিচারপতিগণ অর্দ্ধশিক্ষিত। সিবিল
সর্ব্বিসের বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালীতে
আর কি হইতে পারে?

আমরা তন্নিমিত্ত বলিতেছি ২৪
বৎসরকে ন্যূনসংখ্য বয়ঃক্রম করা
উচিত। ২৭ বৎসরে সিবিলিয়ানগণ
কার্য্যারম্ভ করিবেন, তাহাতে বরং উপ-
কার হইবে। শ্মশ্রুহীন বালক মাজি
ষ্ট্রেটদিগের অপেক্ষা ইহাঁরা অধিক
কাজ করিতে পারিবেন। কৃতবিদ্য
লোক আসিবেন। ভারতবর্ষের সিবিল
সর্ব্বিসে প্রবেশ করা ইংলণ্ডের অনেক
লার্ডবংশীয়ও শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান
করেন, কেবল অকালে পাঠসমাপ্তি করিয়া
কেহই আসিতে চান না। উচ্চতর
শ্রেণির ইংরাজেরা যত আসেন, ততই
মঙ্গলের বিষয়। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনর
গণ এক্ষণে তাঁহাদিগের দ্বারে কণ্টক
রোপণ করিয়াছেন। যাহাতে ভারতব
র্ষীয়েরা অধিক সংখ্যায় সিবিলিয়ান না
হন, কমিসনরগণ এই অভিপ্রায় সিদ্ধ
করিতে গিয়া ইংলণ্ডের কতগুলি হেয়
লোককে বৎসর বৎসর প্রেরণ করিতে
ছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই
অনিষ্ট নিবারণার্থ সচেষ্টিত হওয়া
কর্ত্তব্য হইতেছে।

—:*:—

সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট ও
শিক্ষাকার্য্য।

বোম্বাইয়ের শিক্ষাবিভাগের ভূত-
পূর্ব্ব ডিরেক্টর সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্ট

ষ্টেট সেক্রেটরির নিকটে এক পত্র লিখিয়া দুটী প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম, ভারতবর্ষের প্রতি প্রেসিডেন্সিতে যত টাকা রাজস্ব আদায় হইবে তাহার শত করা কিয়দংশ তত্তৎ স্থানের শিক্ষাহেতু ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয়, শিক্ষাবিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারীদিগকে চিহ্নিত কর্ম্মচারীর ন্যায় বেতন, বিদায় ও পেন্সন দেওয়া হয়। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, এই সময়ে সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট ইংলণ্ডের দলাদলির অনুরোধে পদত্যাগ করিলেন। তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাবিভাগের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতেছিলেন। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত ছাত্রবৃত্তি স্থাপন, নিজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুরস্কারদানপ্রভৃতি কার্য্যদ্বারা সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লার্ড আর্গিল তাঁহার অনুসরণ করিবেন কি না, বলা যায় না। যাহা হউক, সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্টের প্রস্তাব অসাময়িক নহে। অতএব এ বিষয়ের আন্দোলন করা উচিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত অনেক টাকা প্রদান করিতেছেন। তথাপি দেশের যত অভাব তদনুসারে যে শিক্ষা হইতেছে না, তাহা তাঁহারা আপনারাই স্বীকার করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণির বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত কি হইয়াছে? সর জন লরেন্স শিক্ষাকরের প্রস্তাবমাত্র করিয়া আর কিছুই করিলেন না। তিনি জমীদারদিগের স্কন্ধে ভারনিক্ষেপ করিবার মানস করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃষকদিগের বরং অনিষ্টেরই সবিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কৃষকেরা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত আপনারাই কর দিতে প্রস্তুত আছে, তাহারা ইহার পরিবর্ত্তে কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রার্থনা করে। গবর্ণর জেনরল সাহসসহকারে ইহা করিলে সাধারণ সভ্যতা ও মঙ্গলের সহিত সরকারী রাজস্বেরও বৃদ্ধি হইত; কিন্তু তিনি জমীদার ও নিজ মন্ত্রীদিগের আপত্তিনিবন্ধন এই শুভানুষ্ঠানে সমর্থ হইলেন না। কেবল ষ্ট্রেচি সাহেব কৃষকদিগের যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আর কেহই তাঁহার মতের অনুমোদন করেন না। কৃষকদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যানুষ্ঠানে সাহস হইবার অদ্যাপি বিলম্ব আছে। এতাবৎকাল লোকদিগকে কি অসভ্য ও মূর্খ থাকিতে হইবে? গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে স্বীকার করিয়াছেন, প্রজাদিগকে বিপদকালে আহার দিয়া রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। আহারপ্রদানদ্বারা প্রজাদিগের শরীর রক্ষা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, শিক্ষাদানদ্বারা তাহাদিগকে সভ্য করাও কি তদ্রূপ নহে? শরীর অপেক্ষা কি মন নিকৃষ্ট? লোকসংখ্যা অধিক হইলে রাজার বলবৃদ্ধি হয়; এই নিমিত্ত দুর্ভিক্ষকালে আহার দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু প্রজাগণের সভ্যতাবৃদ্ধি হইলে কি রাজার অধিকতর বলবৃদ্ধি হয় না? এই বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রথমতঃ বিদ্যাদানের ভার গবর্ণমেণ্টের উপরেই পতিত হইতেছে। অতএব আমরা সর আলেকজণ্ডার গ্রাণ্টের প্রথম প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, যে প্রদেশে যেরূপ রাজস্ব, সেই প্রদেশে তদনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত করা আবশ্যক হইতেছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাববিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, শিক্ষাবিভাগের উচ্চতর কর্ম্মচারিগণ পর্য্যাপ্ত বেতন পাইতেছেন, অতএব আমরা তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতিতে অনুমোদন না। এদেশীয় শিক্ষক করাই গবর্ণমেণ্টের [illegible] এ দেশে অধিকাংশ [illegible] বীয়; ইহাঁদিগের স্ক [illegible] ভার নিহিত রহিয়া দ্বারাই আমার সাধা[illegible] কালেজে প্রবিষ্ট না হ[illegible] ইংরাজ শিক্ষকের [illegible] লইতে পারেন না; [illegible] নিম্নতর শিক্ষকদিগের [illegible] এত অল্প যে, [illegible] কার্য্যান্তরপ্রাপ্তির সু[illegible] শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ [illegible] মেণ্ট অদ্যাপি এটী বু[illegible] কেন? অসন্তুষ্ট কর্ম্মচ[illegible] কি প্রকৃত কাজ হইবে[illegible] আমাদিগের মত এ[illegible] গের বেতনবৃদ্ধি করা [illegible] বিদ্যালয় সংস্থাপিত [illegible] কৃষকদিগের সহিত চি[illegible] করিয়া শিক্ষাকর না[illegible] দিন রাজস্বের কিয়দং[illegible] কার্য্যে নিয়োজিত ক[illegible] যত দিন নিম্ন শ্রেণি[illegible] তত দিন দে[illegible] হইবে না।

—

দু[illegible]

উত্তর পশ্চিম[illegible] হইতে দুর্ভিক্ষে[illegible] আসিতেছে। [illegible] স্থান লোকশূন্য [illegible] গ্রামে জমীদার ও [illegible] আর লোক নাই। [illegible] এপ্রকার কষ্ট হয় না[illegible] প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হ[illegible] আমরা আহ্লাদিত [illegible] কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি [illegible] শের অনেক স্থানে

ড় বিবেচনা করিলে
ক্ষর আশঙ্কা নাই।
য় এই, সম্প্রতি পঞ্জা
প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে
রক্ষা পাইবে। কিন্তু
গসিবিভাগের কষ্টের
া, জব্বলপুর, আজমির
গায় যাবতীয় দরিদ্র
ন্টের উপর নির্ভর
১৮৩৫ অব্দের দৃষ্টান্ত
র্ক হইয়াছেন। এবার
অবলম্বন করা হই
ক্রেরিণী, কূপ ও রাস্তা
ও রহিলখণ্ডের রেল
আরম্ভ হইবে। রাজ
জেনরলের এজেণ্ট
সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জি
ও এই কষ্টের সময়ে
রয়াছেন। কষ্ট আরম্ভ
করলও গবর্নমেন্টের
পক্ষা না করিয়া এক
স্তা ও একটী খাল
। এই রাস্তায় আবাল
ইতেছে। যাহারা
াদিগকে উদ্যানে
দওয়া হইতেছে।
দগের গো মহিষ
করিয়া আহার
বল রাস্তাপ্রভৃতি
বন্যতে অতিশয়
ধারে দুর্ভিক্ষপী
তত্রত্য পোলি
কিম্ব তুরস্ক হইতে
র অভিলায করিয়া
অল্প মুল্যে বিক্রীত
ন হইতে শস্য আসি
। কর্ম্মচারিগণ কোন
ভছেন না। ভারতব
উইলিয়ম মিয়রকে

বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে দরিদ্রদি গকে রক্ষা করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যত টাকা লাগে যেন ব্যয় করা হয়। সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দেন ভালই, নচেৎ গবর্ণমেণ্ট আবশ্যকমত ব্যয় করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সাহায্য চাহিবেন, তিনিই পাই বেন; ইহার মধ্যে যথার্থ সঙ্গতিপন্ন লোক থাকিলেও তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করা হইবে না। মানুষের যতদূর সাধ্য গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতেছেন, আমরা এ নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। গবর্ণমেণ্ট কেবল আপ নার সীমার মধ্যেই সাহায্য দিয়া নিরস্ত নহেন, টঙ্কের নবাবকে সাহায্যস্বরূপ এক লক্ষ টাকা ৫ টাকা সুদে কর্জ্জ দিয়াছেন। উদয়পুরের রাজাকেও মাসিক ৫০০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। আগামী জুলাই মাসপর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইবে।

গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য কাজ করিতে ছেন; এসময়ে সর্ব্বসাধারণে যেন নিরস্ত হইয়া না থাকেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ধনী লোকেরা সাহায্যদানে তাদৃশ তৎপর নহেন। যখন গবর্ণমেণ্ট এত চেষ্টা করিতেছেন, তখন আমরা সাহায্য না করিলে মাতৃভূমির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে।

এই প্রস্তাবটী লেখা শেষ হইলে আমরা অবগত হইলাম, গত সোমবার ভারত বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য সম্পন্ন হইলে সর জন লরেন্স সভ্যদিগকে আর কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিবার অনু বোধ করিয়া বলিলেন, যদিও ব্যবস্থাপক দিগের মধ্যে কয়েক জন শাসনকার্য্যে লিপ্ত নহেন, তথাপি তাঁহারা মনে করুন যেন তাঁহাদিগকে শাসনসম্বন্ধে একটী কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত করা হইল দুর্ভিক্ষ নিবারণের যে যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, এ সময়ে কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে গবর্ণর জেনরল সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বঙ্গদেশের বণিকসম্প্রদায় চাঁদা করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি নিজে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও কর্ম্মচারীদি- গকে বলিয়াছেন, যদিও কতক টাকা অনুপযুক্ত পাত্রে পতিত হয়, তথাপি যেন তাঁহারা সাহায্যদানে কৃপণতা না করেন। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ শস্য ক্রয় করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন; কিন্তু পাছে তাঁহারা দ্রব্যের মুল্য অধিক করিয়া তুলেন তাঁহার এই ভাবনা হইতেছে। কিছু ক্ষণ তর্কের পর সকলে এই কয়ে কটী বিষয় স্থির করিলেন;—উত্তর পশ্চি মাঞ্চলের রেবেনিউ বোর্ড ও মধ্য ভারত বর্ষের গবর্ণমেণ্ট দ্রব্য সকলের যথার্থ মুল্য জানিয়া গেজেটে প্রকাশ করিতে থাকুন। যেসকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তত্রত্য মিউনিসিপালিটি সমূহ শস্যের উপরে কর সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। চাঁদা সংগ্রহ করা হউক; কিন্তু সাধারণ সভা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সর জন লরেন্সের নিকটে এই কার্য্যের নিমিত্ত নিতান্ত কৃতজ্ঞ হই- তেছি। লোকে যত পারেন সাহায্য করিতে থাকুন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইতর বিশেষ না করিয়া সাহায্য প্রদান করুন। সর জন লরেন্স ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন; দেখিয়া গেলেন দেশের লোকদিগের প্রতিনিধিগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলে কত উপকার দর্শে। অতএব স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া তিনি এতদ্দেশীয়দি- গকে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলে প্রবেশ করিতে দিবার প্রস্তাব করিলে তাহা কখনই অগ্রাহ্য হইবে না। রাজস্ব বিষয়ে এতদ্দেশীয় প্রতিনিধিদিগের

হস্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে সমাধিক উপকার লাভের সম্ভাবনা। আমরা স্বদেশীয়দিগকে পুনর্ব্বার বলিতেছি, এসময়ে যেন কেহই কৃপণতা না করেন। যাঁহার মাসিক ৩০ টাকা আয়, তিনিও চেষ্টা করিলে অন্ততঃ এক ব্যক্তির এক সপ্তাহের চাউলের মূল্য দিতে পারেন। সাধারণ বিপদকালে স্থিরচিত্তে শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত একমত হইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বিপদুদ্ধার করিতে পারিলেই যথার্থ জাতিসাধারণ মহত্ত্ব ও গৌরব হয়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান দেশের ইতিহাস নিরন্তর ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতবর্ষীয়গণ যে এই মহত্ত্ব লাভের লোভ করেন না, আমাদিগের এ বিশ্বাস নাই।

—:০:—

অমৃতবাজার পত্রিকাসংক্রান্ত মকদ্দমা।

অমৃতবাজারপত্রে একটী প্রস্তাব লিখিত হয়। যশোহরের অন্যতর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাইট সাহেব তাহা নিজ গ্লানিসূচক বলিয়া ফৌজদারিতে নালীশ করেন। মাজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উপরে প্রত্যর্থিগণ সন্দেহ প্রকাশ করাতে মকদ্দমাটী সেসিয়ন জজের নিকটে হইয়াছে। এই মকদ্দমা দশ দিন পর্য্যন্ত হয়। যেমন ঘোরতর আক্রমণ সেইপ্রকার দৃঢ়তর সমর্থনও হইয়াছিল। পারশেষে সেসন জজ প্রত্যর্থীদিগকে দোষী স্থির করিয়া বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের এক বৎসর মেয়াদ ও ১০০০ টাকা জরিমানা এবং সম্পাদকের ছয় মাস মেয়াদ ও ৩০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

এই মকদ্দমা ও বিচারসম্বন্ধে কয়েকটী গুরুতর কথা উত্থিত হইতেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে সত্য বটে; কিন্তু সেই স্বাধীনতা সাবধানে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিদ্বেষপ্রকাশ ও ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা করিলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দূষিত হইয়া যায়। যেখানে সাধারণ হিতার্থ ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রদোষ প্রকাশ না করিলে নয়, সেই খানেই কেবল উহা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সে স্থলেও দেখিতে হইবে যে, সাধারণের উপকারার্থ যাহা আবশ্যক, তদপেক্ষা অধিকতর দোষোদ্ঘোষণ হইল কি না? অমৃতবাজার পত্রিকায় যে রাইট সাহেবের সম্বন্ধে অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে দুঃখ সহকারে স্বীকার করিতে হইতেছে। সংবাদপত্র সাধারণের স্বাধীনতা ও শান্তির প্রধান রক্ষক, যেখানে অত্যাচার সেইখানেই সংবাদপত্রের সম্পাদককে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করিতে হইবে; কিন্তু যেখানে কেবল ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রদোষ বা কুব্যবহার লইয়া কথা সেখানে পূর্ব্বে আদালতের সাহায্য লওয়া কর্ত্তব্য। রাইট সাহেব যদি যথার্থই মন্দ কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বে বিচারালয়ের গোচর করাই উচিত ছিল। আমাদিগের মধ্যে অনেকের এ বিষয়ে ভ্রম আছে। যাহা ব্যক্তিবিশেষ ও সমাজের করা কর্ত্তব্য তাহা গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা অতিশয় অন্যায়। অতএব রাইট সাহেবের বিরুদ্ধে প্রস্তাব লেখা যে অনুচিত হইয়াছিল, এটী অপক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। পক্ষান্তরে রাইট সাহেব সমুচিত গাম্ভীর্য্যসহকারে মকদ্দমাটী চালাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতি যে ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক প্রস্তাব লেখা হয়, এটী আমরা বিশ্বাস করি না; কারণ সংবাদপত্রের এপ্রকার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি শত্রুতা থাকা অসম্ভব। এসকল স্থলে বৈরনির্য্যাতনকে উদ্দেশ্য করা অতিশয় অনুচিত। যখন চরিত্র লইয়া কথা হইতেছে, তখন তাহার নিজ

লক্ষতা সপ্রমাণ
উদ্দেশ্য সাধিত
যদি বিচারালয়
আদালতে ইহার
ভাল হইত। যথ
তখন আমরা বি
বলিতে পারি না
স্পষ্ট বোধ হয় যে
গের প্রতি অনুকূ
প্রথমতঃ অপরাধ
শ্রমের সহিত মে
আমলারা, এ অ
হয় না, বলিয়া
পূর্ব্ব আজ্ঞা সংহ
লাইবেলের মকদ্দ
বিশেষতঃ যখন
পত্রের স্বাধীনতা
তখন এসকল ম
রালয়ে হওয়াই উ
য়পতিগণ লাইবে
পারেন না। প্রত্য
দ্দমা প্রধানতম
করিবার নিমিত্ত
ছিলেন, কিন্তু আ
এই যে, প্রধানতঃ
গ্রাহ্য করেন নাই

আমরা অ
সম্পাদক ও রাজকৃষ্
অতিশয় দুঃখিত হই
প্রস্তাবটী লেখা অনা
নাই, কিন্তু তাঁহারা
ছেন ও যেপ্রকার
ছেন, তাহা উহা
গুরুতর।

—:০:

প্রাপ্ত

তাম দিগের
আমাদিগের শিক্ষা
থাকে না। আমরা প
বসায় ও উৎসাহসহ

পরিত্যাগ করিয়া
তৎসমুদায়ে একবারে
বিদ্যালয়ে পাঠকালে
পুস্তকসমূহ যেরূপ
র ও পরীক্ষাসময়ে
কা যেরূপ নৈপুণ্য
াসন প্রাপ্ত হই তাহা
ই। তখন আমাদি-
স্ত দেও, ইতিহাস ও
ও সমুদায় বিষয়ে
ন করিতে পারিব।
র বিষয় যে, বিদ্যালয়
রে প্রবিষ্ট হইলে
সরূপ শিক্ষানুরাগ

ক্ষ হয় না। বিদ্যাল
রের ভিত্তিস্থাপন
সংসারে প্রবিষ্ট
জন্মিয়া থাকে।
পাঠ কর, ইহার
হইবে। যিনি কখন
েন নাই, অথচ
ত্যাগ না করিয়া
বহুদর্শিতা লাভ
মহোপাধ্যায় বলিয়া
আধুনিক পরী
৯ দূপ বিখ্যাত হই
দান ভারবি বাণ।
কুল ও মনু পরাশরপ্রভৃতি
া কোন স্কুলে শিক্ষালাভ
চ তাঁহারা স্বকীয় ভূয়ো
ব পরিপূর্ণ অপূর্ব্ব কাব্য
হারতত্ত্বপ্রভৃতির প্রণয়ন
৷ হইয়াছেন। এতদ্বারাদ্বই
ছ, বিদ্যালয়ের শিক্ষা
, সংসারে প্রবিষ্ট
ন পরিত্যাগ না
আচার ব্যবহার রীতি
ন করি। যে বহুদ
তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।
য়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা
না করিয়া উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহা হইলে অনা
য়াসেই বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে
পারি সন্দেহ নাই। এক্ষণে দেখা আবশ্যক
কি প্রকারে উক্তপ্রকার বহুদর্শিতা লাভ
করা যাইতে পারে। সংসারে থাকিয়া সম্বা
দপত্রের সাহায্যে যেরূপ ভূয়োদর্শন জন্মিয়া
থাকে সেরূপ আর কোন বিষয়ে জন্মে না।
অতএব মনোযোগসহকারে সম্বাদপত্র
পাঠ করা আবশ্যক। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই
ইংরাজীপ্রিয় হইয়া দেশীয় সম্বাদপত্র
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন। ইহাতে উপ
কারের সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ অপকারও
সঙ্ঘটিত হইতেছে। বিদেশীয়দিগের আচার
নীতি ও বহুল পরিমাণে নূতন সম্বাদ জানা
যেরূপ উপকারের বিষয়, স্বদেশীয়গণের
আচার ব্যবহার না জানা ততোধিক অপ
কারের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদিগের
আচার ব্যবহার দেশীয় সম্বাদপত্রে যত
পাওয়া যাইবে তত কখনই ইংরাজী সম্বাদ
পত্রে পাওয়া যাইবে না। অতএব মনো
যোগসহকারে বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পাঠ
করিয়া আমাদিগের আচার ব্যবহারবিষয়ে
অভিজ্ঞতা লাভ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগের আর একটী
অভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। আমরা কাব্য
নাটকপ্রভৃতি শাস্ত্রের যত আলোচনা করিয়া
থাকি পুরাবৃত্ত ভূবৃত্তান্ত ব্যবহারতত্ত্ব
বিজ্ঞানপ্রভৃতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্রের তত
আলোচনা করি না। এক্ষণে দেশীয় ভাষায়
যত কাব্য ও নাটক প্রণীত হইতেছে, তত কি
পুরাবৃত্তাদি শাস্ত্রের প্রণয়ন হইতেছে?
কাব্যশাস্ত্রের আলোচনায় আমাদিগের
যেপ্রকার যত্নশীল হওয়া উচিত, পুরাবৃত্ত
প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনবিষয়েও সেই
প্রকার যত্নবান হওয়া বিধেয়।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নসময়েও আমাদিগের
একটী বিশেষ ত্রুটি হইয়া থাকে। আমরা
সম্বৎসরের প্রায় সমুদায় সময়ই আলস্য
ও বৃথাকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া পরীক্ষা
সময়ে অনুচিত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া
থাকি। হয় ত এতন্নিবন্ধন পীড়িত হইয়া
পরীক্ষা দিতে পারি না, নয় শরীর ভগ্ন হও
াতে দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। এই
প্রকার পাঠে তাদৃশ ফলোদয় হয় না। ইহাতে
পঠিত বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে
পারা যায় না, কেবল "তোতাপাখীর"
ন্যায় ব্যাখ্যাগুলি কণ্ঠস্থ করা হয়। আমরা
যদি সচেষ্ট হইয়া সম্বৎসরকাল নিয়মিতরূপ
পরিশ্রমপূর্ব্বক পাঠ্য বিষয়গুলিতে ব্যুৎ
পত্তি লাভ করি, তাহা হইলে অনেকাংশে
সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আমরা শিক্ষাবিষয়ে যেরূপ অব্য
বস্থিতত্তা প্রকাশ করিতেছি, পরিণামে এত
দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতে পারে।
পাঠদ্দশায় নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া আব
শ্যক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করা
কর্ত্তব্য। তৎপরে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করি
য়াও পাঠে বিরত না হইয়া জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ
সমূহ অধ্যয়নপূর্ব্বক বহুদর্শিতা লাভ করিয়া
সংসারের উপযুক্ত হওয়া উচিত।

আমাদিগের এই প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যালয়ে
শিক্ষা না করিয়া সংসারে থাকিয়াই বহু-
দর্শিতা লাভপূর্ব্বক শিক্ষিত হওয়া যাইতে
পারে; কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত
হইয়াছে যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৃত
শিক্ষার ভিত্তিস্থাপনস্বরূপ, সুতরাং ইহাকে
অবলম্বন না করিলে প্রকৃত শিক্ষালাভ করা
যাইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রথম প্রথম
আবশ্যক বিষয় শিক্ষা করিতে বিশেষরূপ
উৎসাহ ও অধ্যবসায় আবশ্যক করে; বিদ্যা
লয়ে সকলে মিলিয়া অধ্যয়ন করিলে যেরূপ
উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার হইতে পারে,
ঘরে বসিয়া একাকী অধ্যয়ন করিলে সেরূপ
হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা
নিশ্রেণী স্বরূপ। ইহাতে পদনিক্ষেপ করি
য়াই উচ্চতর শিক্ষামন্দিরে উপনীত
হইতে হইবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিদ্যালয়েই
বিশেষ মনোযোগসহকারে শিক্ষা করা
কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংবাদ।

২২এ পৌষ সোমবার।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি,

২৪ পরগণার সদর আমিন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায় হুগলির ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইয়াছেন। আপাততঃ তিন মাসের নিমিত্ত ইনি গমন করিতেছেন। ইনি যেপ্রকার লোক, ইহাঁকে ঐ পদে অথবা উহার তুল্য কোন উচ্চ পদে স্থায়ী করিয়া দিলে ইহাঁর গুণের যথার্থ পুরস্কার হয়।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, অন্য অন্য ভাষায় পরীক্ষা দিয়া পুরস্কার লইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বঙ্গদেশীয় সিবিলিয়ানকে সর্ব্বাগ্রে বঙ্গ ও উৎকল ভাষায় এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ানদিগকে সর্ব্বাগ্রে হিন্দুস্থানী ও পারস্য ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। যাঁহারা পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ছুই মাস বিদায় পাইবেন, তাঁহাদিগের সেই সময় কার্য্যকাল বলিয়া পরিগণিত হইবে। আজ্ঞাটী উত্তম হইয়াছে। ইহাতে সিবিলিয়ানগণ সর্ব্বাগ্রে আপন আপন প্রেসিডেন্সির ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

হাজরা জাতির শক্রতা ও খাদ্যাভাবনিবন্ধন সর্দ্দার আবদুল রহমন খাঁ বামিয়ানা হইতে শেখাবাদে পশ্চাদ্গমন করিয়াছেন। সিয়ার আলির সহিত সন্ধি করা তাঁহার অভিপ্রেত হওয়াতে আজিম খা তাঁহার শিবির ত্যাগ করিয়া কাবুলে চলিয়া গিয়াছেন। সিয়ার আলি সন্ধি করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে আবদুল রহমন গিজনি আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আছেন। সম্প্রতি তাঁহার ও এবং দলের সহিত সিয়ার আলির অগ্রদলের যুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আবদুল রহমন পরাজিত হইয়াছেন। যুদ্ধ খাঁদিগের শিবির পরস্পর ৭ ক্রোশ দূরে আছে।

মণিঅর্ডর আফিস হইতে হুণ্ড লইলে যদি তাহা হারা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার নকল লইতে হইলে সমান বাঁটা দিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের নিমিত্ত কিছুই দিতে হইত না। দ্বিতীয় বারে অর্দ্ধেক ও তৃতীয় বারে চতুর্থাংশ বাঁটা করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্টের পোষ্ট আফিসে পত্র হারা যাইবে, তাহার দণ্ডস্বরূপ সর্ব্বসাধারণকে দ্বিগুণ বাঁটা দিতে হইবে। সূক্ষ্ম বিচার বটে!!

রিবার্স টমসন সাহেব রাজধানীবিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট বেল সাহেব শিয়ালদহ রিভেনিউ ও জে, মনরো সাহেব কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট হইলেন।

মান্দ্রাজের গোদাবরীর টীকাদারগণ কিছু দিন কার্য্যশিক্ষা করিয়া কার্য্যদক্ষ হইবামাত্র পদত্যাগ করেন বলিয়া টীকাবিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তর শার্ট টীকাদারদিগের নিকটে এক এক একরার লইতেছেন যে, তাঁহারা কয়েক বৎসর করিয়া কার্য্য করিবেন। টীকাদারগণ অল্প বেতন পান বলিয়াই কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

মান্দ্রাজের অনেক স্থানে ব্যাঘ্রের উৎপাত হওয়াতে কৃষকগণ পলায়ন করিয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যাঘ্রবধের পুরস্কারস্বরূপ ১০ টাকা দিতে চাহিয়াছেন। লোকদিগকে নিরস্ত্র করাতে এইসকল অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে।

বোম্বাইয়ের বণিক সম্প্রদায় ও এতদ্দেশীয় সভা লার্ড মেয়রকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। লার্ড মেয় ইহা গ্রহণের সময়ে বলিয়াছেন, তিনি সামান্য ভদ্রলোকস্বরূপ ইহা লইলেন; যত দিন তিনি গবর্ণর জেনরলের পদ গ্রহণ না করেন, ততদিন সকলে যেন তাঁহাকে সামান্য ভদ্র লোকের ন্যায় জ্ঞান করেন। লার্ড মেয় বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল স্থাপিত করিয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন।

কাশ্মীরের রাজা স্বীয় পুত্রকে শাসন শিখাইবার নিমিত্ত এক কৌশল করিয়া তাঁহাকে তাহার অধ্যক্ষ করিয়াছেন। কয়েক জন উপযুক্ত কর্ম্মচারী রাজকুমারের সাহায্য করিবেন। এই কৌশল যাহা করিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধে কেবল রাজার নিকটে একটী মাত্র আপীল হইবে। মন্ত্রিগণকে যেন বুঝিয়া সুঝিয়া নিযুক্ত করা হয়।

২০এ পৌষ মঙ্গলবার

গত শনিবার রাণীগঞ্জে নর্টনের কূপনলের পরীক্ষা হইয়াছিল। প্রথমের নলটীর ছিদ্রসকল বালুকাপরিপূর্ণ হওয়াতে জল উঠে নাই। এই নলদ্বারা আবিসিনিয়াতে অনেক উপকার হইয়াছিল।

রাজপুতনাপ্রভৃতি স্থানের দুর্ভিক্ষনিবারণার্থ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রে লিখিত হইয়াছে যে দুর্ভিক্ষের সময়ে গবর্ণমেণ্ট যেসকল সাহায্য দিবেন তাহাতে তাঁহার অমত হইবে না। এমত বিপদ কালে গবর্ণমেণ্টের উপরে প্রতিপালনের ভার পতিত হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। দেশের যেমত অবস্থা গবর্ণমেণ্ট একেবারে ঠিক সেইপ্রকার ...

... আলাহাবাদ ... টর" নামক পত্র প্রকাশ ... দামোদর ... পর্য্যন্ত বিশেষ ... ছিল। কিন্তু ... তেছি, এবার ... এত পীড়া ... বর্ত্তমানে পল ...

সম্প্রতি তিন জন গোরা ... করিয়া মুলতান হইতে ফৌজদারি বাস্পীয় জাহাজে বিনা ভাড়ায় যাইবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহাদিগের যে দণ্ড হইয়াছে, পবলিক ওপিনিয়ন তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কাপ্তেন বিডনকে অত্যাচারকারী ও অবিচারক বলিয়া গালি দিয়াছেন। ইউরোপীয়ের দণ্ড পঞ্জাবী সংবাদ পত্রের চক্ষুঃশূল হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে কাপ্তেন বিডনের অনুমোদন করিবেন।

মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের সাহেবসিংহনামক এক জন দ্বারবানের অনেক টাকা চুরি যায়। আর দুই জন দ্বারবানকে সন্দেহ করে; কিন্তু কোন প্রকারে তাহাদিগের দোষ সপ্রমাণ হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে সে টাকার শোকে উন্মত্ত হইয়া একটী পাকনল রিবলবার লইয়া দ্বারবানদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া ও হত্যা করিয়াছে। চৌকিদারদিগের সম্মুখে এই কাজ করে; কিন্তু কেহই তাহাকে ... করিতে সাহসী হয় নাই। পরিশেষে কয়েক ইউরোপীয় কন্‌ষ্টেবল আসাতে জমাদার ... করে। আহত ব্যক্তিগণ চিকিৎসা ... আছে; কিন্তু তাহাদিগের জীবনস ... হইয়াছে।

২১এ পৌষ বুধবার।

টেলিগ্রাফের ডিরেক্টর জেনরল কর্ণেল ... সনের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গব ... আজ্ঞা দিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে সে ... টেলিগ্রাম প্রেরিত হইলে দশটী কথায় ... এক টাকা দিতে হইবে। অক্টোবর অবধি ... নিয়ম হইয়াছে এবং এতজ্ঞ ... য়াছে।

ভারতবর্ষী ... দিগের অনেক ... আড্ডায় বসি ... জলধারা হই ...

শ করেন।
ত্তছে। কিন্তু
। কলিকাতা
ক মধ্যবর্ত্তী
প্রভৃতি মাটল
রা বর্দ্ধমানের
তৃতীয় শ্রেণির
দয়া থাকেন।
র্য্যন্তই অধি
তাঁহাদিগের
য়া অকর্ত্তব্য।

মরণ আছে, মুলমিনের রেক
ার করিটন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে কিছু
তিরিক্ত টাকা পাইবার নিমিত্ত আদালত বন্ধ
রিয়া বলিয়াছিলেন, যত দিন টাকা না পাইবেন
ত দিন কাজ করিবেন না; তিনি আরও প্রধান
মিসনর কর্ণেল ফিচর সহিত অকারণ বিবাদ
করিয়াছিলেন। এই বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণ
মণ্টের গোচর হওয়াতে সর জন লরেন্স বলি
য়াছেন, বিচারপতি হইয়া এপ্রকার ব্যবহার
করা যাহার পর নাই অন্যায়। প্রধান কমিসন
রের বিষয়ে গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, করিটন
সাহেব তাঁহাকে বৃথা অপমান করিয়াছেন
াসনকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্মানরক্ষা করা
তই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।
বিচারপতি এপ্রকার অন্যায় ব্যবহার করি
ন, তাঁহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া হইবে।

ইংলিশমান ত্রিহুত হইতে সংবাদ পাইয়া-
র, নীলকরদিগের সহিত কৃষকদিগের পুনর্ব্বার
বাদ হইবার উপক্রম হইতেছে। নীলকরেরা
্যবৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত
হ বলিয়া কৃষকগণ অসন্তুষ্ট রহিয়াছে। নীল
র মেনেজারদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি না
খলে বিবাদ সর্ব্বদা হইবে।

সোমবার গবর্ণর জেনরল কতকগুলি এদে
য় ভদ্র লোককে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া
লেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে কতকগুলি
র আসিয়াছিলেন। নেপালের দূত ও তদ
স্থ আফিসরগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই
লীয় আফিসরদিগের বস্ত্র ও সামরিক ভাব
। আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। দূত সর জন
সের নিকটে বিদায় লইয়া উপঢৌকন প্রদা
। লার্ড মেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
স্বদেশে গমন করিবেন।

কৃষিসমাজের গত অধিবেশনদিবসে
ণ বাবু হরচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর নিমিত্ত
সূচক একটী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২৫ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

খ্যাত আমেরিকান বণিক জর্জ্জ পিবডি
দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ আর
প্রদান করিয়াছেন। পিবডি
শ প্রতিবৎসর
ন। আমেরিকায়
কেবল লণ্ডনের
শুদ্ধ ৩৫ লক্ষ
ল ব্যক্তি আর
শ্রেষ্ঠিজ ক্তিজ

ভাইয়ের অপেক্ষাও অধিক দান করিতেছেন।

বর্দ্ধমানের রাজার উদ্যানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পশু ও পক্ষী সংগৃহীত হয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম গত দুই বৎসরের মধ্যে কতকগুলি উত্তম পশু প্রাণত্যাগ করিয়াছে। চারিটী সিংহ ও তিনটী বৃহৎব্যাঘ্র এবং কতকগুলি উত্তম ও দুষ্প্রাপ্য পক্ষী নষ্ট হইয়াছে। রাজা এপর্য্যন্ত ইহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন জন্তু আনয়ন করেন নাই। রাজার উদ্যান বঙ্গদেশের একটী মনোহর স্থান; ইহার সৌন্দর্য্য কমিলে অতিশয় দুঃখের হইবে। রাজা নূতন জন্তু পাইলে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছায় কি হইবে; যত্ন করিয়া আনয়ন করিতে হইবে। রাজার বাটীতে এতকগুলি অতিশয় আশ্চর্য্য ও নানা বর্ণের উত্তম মারবল চীন হইতে আসিয়াছে।

২৬ এ পৌষ শুক্রবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরদিগের ন্যায় প্রধান কমিসনরদিগকেও অচিহ্নিত কর্ম্মচারী ও পেয়াদাপ্রভৃতিকে পেনসন দিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তাঁহারা কেবল ছয় মাসান্তে পেন্সন ভোগীদিগের এক এক তালিকা প্রেরণ করিবেন। প্রত্যেক বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মত লইতে বিলম্ব হওয়াতে এই আজ্ঞা হইয়াছে।

সোমবার বাবু হরচন্দ্রঘোষের স্মরণার্থ টউনহালে এক সভা হয়। বিচারপতি নর্ম্মাণ সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় দুই শত ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইডেন, ফেগান, গর্ডন, সিটনকার প্রভৃতি সাহেবেরা ছিলেন। সাধারণ চাঁদাদ্বারা হরচন্দ্রঘোষের একটী সম্পূর্ণ চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি করা সকলের মত হইয়াছে; উদ্বৃত্ত হইলে সেই টাকা প্রদেশী দাতব্য সভার হস্তে দেওয়া হইবে। হরচন্দ্রঘোষ যথার্থ সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি বড়সমাজে মিশ্রিত হইতেন না। তথাপি সর্ব্বসাধারণে তাঁহার ভদ্রতা ও দক্ষতা জানিয়া মৃত্যুর পর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

পাটনায় দিন দিন খাদ্যদ্রব্যসকল অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইতেছে।

মান্দ্রাজের বাতুলালয়ের বাতুলদিগকে বৎসরের নূতন দিবসে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল।

২৭ পৌষ শনিবার।

মিরকাজিনামক যে ব্যক্তি কাপ্তেন ডগলসকে বিদ্রোহকালে বধ করিয়াছিল বলিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুর সময়ে এক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোকে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন। ইহাতে মফস্বলাইট ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, এসকল লোকের ফাঁসী দেখিতে যাওয়া অতিশয় অন্যায়। অবশ্য। এক জন ভারতবর্ষীয়ের মৃত্যুদর্শনে দুঃখিত হওয়া ইউরোপীয়ের পক্ষে অতিশয় নিন্দার বিষয়। ভারতবর্ষে আসিতে হইলে আর দয়ার প্রয়োজন কি আছে?

—:०:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৩০এ ডিসেম্বর। তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদভঞ্জনার্থ ২রা জানুয়ারি পারিসে দূত সভা হইবে। থেসেলিতে আর ৫০,০০০ তুরস্ক সৈন্য রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

কিউবা দ্বীপে অনেক সাহায্যকারী স্পেনীয় সৈন্য প্রেরিত হইতেছে।

৩১ এ ডিসেম্বর। তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদ ভঞ্জন হইবার সম্ভাবনা হইতেছে।

ক্রিটের বিদ্রোহীরা ইনসিস বাষ্পীয় জাহাজ অর্পণ করিয়াছে। তাহারা ইহাকে জলমগ্ন করে নাই; কেবল সাইরাতে আটক করিয়া রাখিয়াছিল।

১লা জানুয়ারি ১৮৬৯। গবর্ণমেণ্ট সাম্বৎসরিক রাজস্বের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। গতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭১,৮৬০৬,৭৭০ টাকা আয় হইয়াছে। শুল্ক, ষ্টাম্প ও ডাকঘরে হিসাব অপেক্ষা ৬৪,৪০,০০০ টাকা কম; কিন্তু সম্পত্তি হইতে ৩ কোটি টাকা ও বাজে আদায় স্বরূপ ৬৭,১১,৬১০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে।

অদ্য মাডরিড হইতে যে টেলগ্রাম আসিয়াছে, তাহাতে জানা যাইতেছে, মালাগাতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা হওয়াতে সেনাপতি কাবেলারোস তথায় সামরিক আইন প্রচার করিয়াছেন। ৭৮০ অস্ত্রধারী বিদ্রোহী গড় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

২রা জানুয়ারি। স্পেন হইতে শেষ যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, সেনাপতি কাবেলারোস মালাগার বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ব্বার শান্তিস্থাপন করিয়াছেন।

ওবারেণ্ড গারণী কোম্পানির নামে নালীশ হইবে।

কাপ্তেন লাবাল মণ্ডিয়ার আপাততঃ সর রিচার্ড মেইনের প্রতিনিধি হইয়াছেন। কনষ্টাণ্টিনেপোল হইতে গত কল্যের এক টেলিগ্রামে জানা যাইতেছে, দূতসভায় প্রতিনিধি প্রেরণনিমিত্ত গতকল্য সুলতানকে আহ্বান করা হইয়াছে। লোকে বলিতেছেন, ফুয়াদ পাশা দূত হইয়া এই সভায় যাইবেন। দূতসভার প্রথম অধিবেশন কবে হইবে তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

গত কল্য সম্রাট নেপলিয়ন টুলয়ারিস বাটীতে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা কালে তিনি বলিয়াছেন, এক্ষণে ইউরোপীয় রাজগণ পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ রক্ষার নিমিত্ত যে চেষ্টা পাইয়া থাকেন, তাহা অতিশয় সুখকর। এই ইচ্ছা থাকিলে যাবতীয় কূট প্রশ্নেরও মীমাংসা হইতে পারে। সম্রাট আশা করিয়াছেন, ১৮৬৮ অব্দের ন্যায় ১৮৬৯ অব্দে শান্তি বজায় থাকিবে। সভ্য জাতির পক্ষে শান্তি অতিশয় প্রার্থনীয়।

৪ ঠা জানুয়ারি। ৯ ই পারিসে দূত সভা হইবে স্থির হইয়াছে।

আরল ক্লেরেণ্ডন ও ডিউক অব বকিঙহাম রাজনীতির মুলবিষয়ে একমত হইয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৩০ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮। যে দিবস জি, ই, মার্কবিল সাহেব স্বীয় কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি তিনি মেদনীপুরের মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হই বেন।

কাপ্তেন এচ. ডবলিউ গার্বেল ট্ আর, ই বর্দ্ধমানের এক জন মিউনিসিপাল কমিসর হই বেন।

সাতক্ষীরা উপবিভাগের অন্তর্গত শ্রীপু গ্রামে সম্প্রতি যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা সেই চিকিৎ সালয় চালাইবার নিমিত্ত সভাবদ্ধ হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
" গোপীনাথ কর।
" যোগেন্দ্রচন্দ্র সরকার।
" উমাচরণ রায়।
" জগদীশচন্দ্র সরকার।

যত দিন এচ বালফোর সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জি, এ, পেপর সাহেব চ[illegible] চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতি- রিক্ত জজ হইবেন।

পি, নোলান সাহেব ফরিদপুরের সর রেজি ষ্ট্রার হইবেন।

যত দিন বাবু চন্দ্রকিশোর রায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু বরদা প্রসন্ন সোম বি. এল চট্টগ্রামের অন্তর্গত কাঠহাজারির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন মৌলবী সমাউদ্দিন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু জগদ্বন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, বীরভূমের অন্তর্গত আম ধাড়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

ই, ডবলিউ, মলোনি সাহেব রাজসাহী বিভা গের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মালদহের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৬৯। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা যশোহরের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এ, আনলি সাহেব।
বাবু নবীনচন্দ্র সেন বি এ।
" দক্ষিণাপ্রসাদ বসু বি, এল।

টি, বি, লেন সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি সেক্রেটারী হইবেন।

আর, এল, মাঙ্গলস্ সাহেব রেবেনিউ বোর্ডের প্রতিনিধি কনিষ্ঠ সেক্রেটারি হইবেন।

কটকের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে ক্টর বাবু চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দরা পাড়া উপবিভাগের ভার পাইয়া কটকে ১৮৬৮ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

জে, এস, আরমষ্টঙ সাহেব কটকের প্রতি নিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

টি, এম, কার্কউডসাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে- ক্টর হইবেন। তিনি আরও কটকের কমিসন- রের বিশেষ সহকারী হইবেন।

যে দিবস ডবলিউ, ডবলিউ, হন্টার সাহেব ইউরোপ হইতে বিদায়ান্তে ভারতবর্ষে প্রত্যা গমন করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি তিনি বীরভু মির সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন। কিন্তু আপাততঃ ষ্টাম্প ও ষ্টেসনরির প্রতি নিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

চতুর্থ চক্রবাড়ের রেবিনিউ সরবেয়র লেপ্ট নণ্ট ডবলিউ, জে. ই ওয়াট ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনঅনুসারে ২৪ পরগণার ডেপুটি কালে ক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

৫ ই জানুয়ারি। এ, আর. টমসন সাহেব রাজধানী বিভাগের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

যত দিন এফ. আর. কক্রেল সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে অন্যপদস্থ থাকিবেন, ততদিন এচ. বেল সাহেব প্রতিনিধি লিগাল রিমেম্বা নসর হইবেন।

জে, মনরো সাহেব নদীয়াতে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায় হুগলী শ্রীরামপুর ও চুঁচুড়ার শিবিরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ হইবেন।

পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট

৩০ এ ডিসেম্বর ১৮৬৮। চতুর্থ শ্রেণির একজিকউটিব ইঞ্জিনিয়র টি, এ, ড কেলি সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ১০ ই ডিসে বৈকালে ত্রিহুত বিভাগের ভার গ্রহণ করি ছেন।

যতদিন এফ, এম, এবারেণ সাহেব বি লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দ্বিতীয় শ্রেণির একসিকিউটিব ইঞ্জি জি, ডবলিউ, বিবিয়ান সাহেব (যিনি সম্প্র ইউরোপ হইতে পীড়া নিবন্ধন বিদায়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন) হুগলী নদী বিভাগে প্রতিনিধি একসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইবেন

৪ ঠা জানুয়ারি ১৮৬৯। দ্বিতীয় শ্রেণি সহকারী ইঞ্জিনিয়র বাবু মহেশচন্দ্র বসু কি দিনের জন্য সেলাই ইনবেষ্টিগেশান হইতে হিজলি বিভাগে বদলী হইবেন।

—::—

কাকিনিয়া হইতে এক জন লিখিয়া ছেন;—

১। রঙ্গপুরের মেলা ১লা জানুয়ারি অবধি আরম্ভ হইয়াছে। এই মেলায় বিস্তর হস্তী, অশ্ব, গো, মহিষ, উষ্ট্রপ্রভৃতি বিক্রয়ার্থে আসি য়াছে। মেলা সপ্তাহ কাল থাকিবে। মেলার কার্য্য শেষ হইলে, তদ্বিবরণ মহাশয়ের পাঠক বর্গকে জানাইতে ইচ্ছা রহিল।

২। এখানকার দ্বিতীয় ভূম্যধিকারী বাবু কৈলাসরঞ্জন রায় চৌধুরী গত ৫ ই পৌষ প্রত্যুষসময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কৈলাস বাবু অল্পবয়সেই যেরূপ সদ্গুণের আধার হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইনি কিছুদিন জীবিত থাকিলে কাকিনীয় ও রঙ্গপুরবাসী জনগণের অনেক উন্নতিসম্ভাবনা ছিল। নিদারুণ কাল তাঁহাকে অকালেই গ্রাস করিয়া আমাদের সে আশা উন্মূলিত করিল।

৩। কয়েক দিন হইল, রাজসাহী বি পাঠশালাসমুহের ইনস্পেক্টর বাবু কা মুখোপাধ্যায় ও কাকিনীয়ার বর্ত্তমান ব বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী অত্রস্থ ও বালিকা স্কুলে উপস্থিত হইয়া পরী করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। মহি রায় চৌধুরী ইতিমধ্যেই দুই দিবস [illegible] লয়ে উপস্থিত হইয়া ছাত্রীগণে কিছু কিছু পুরস্কারবিতরণ করিয়া দারগিণের এরূপ বিদ্যানুরাগ স সের বিষয় সন্দেহ নাই।

৪। রঙ্গপুর স্কুলের দিন দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। গত বৎসর এই স্কুল হইতে তিন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, রেও রঙ্গপুর স্কুল হইতে পাঁচ জন ছাত্র স-পরীক্ষার্থী হইয়া কৃষ্ণনগর কালেজে গমন য়াছেন। রঙ্গপুর স্কুল যখন জমীদারদিগের নে ছিল, তখন দিন দিন অবনতিই দৃষ্টি চর হইত, এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বং প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টা র্য্যের যত্নে সমধিক উন্নতিলাভ করিতেছে।

৫। এই গ্রাম মধ্যে একটী শূকরের কারখানা কয়েকটী পচাপুষ্করিণী থাকাতে গ্রামের নেক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত জলাশয়গুলির বাষ্পরাশি ও শূক রের মল মূত্রের দুর্গন্ধে গ্রামস্থ সমুদায় লোকের পীড়া জন্মিয়া থাকে। আমরা কাকিনীয়ার ভূম্য ধিকারী মহাশয়ের নিকটে সানুনয়ে প্রার্থনা করি, যে সত্বরে ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্যসুখে সুখী করুন।

—:০—:

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন:—

প্রায় বৎসরাধিক কাল অতীত হইল, কতি পয় হিতৈষী ব্যক্তির যত্নাতিশয়ে কাঁচাদিয়া গ্রামে শুভকরীনাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাশ্রয় দরিদ্রদিগের জীবিকা, বিদ্যাশিক্ষা ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনানুসারে পথ, ঘাট, পুষ্ক রিণী প্রভৃতির সংস্কার ও পরিষ্কার করা শুভ করীর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, সভাটী চিরস্থায়িনী হইয়া তদনুরূপ কার্য্য সাধন করিতে পারিলে ইহাদ্বারা দেশের সমধিক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। উক্ত গ্রামনিবাসী বাবু দ্বারকানাথ এই সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী [illegible]রের সময় ইহার বার্ষিক অধিবেশন অতি [illegible]হসমারোহে হইয়া গিয়াছে। শুভকরীর ব্যয় ও অন্যান্য নিয়মাদিসম্বন্ধে আগা ও বিস্তারিতরূপে লিখিতে আমাদিগের না রহিল।

২। মহাশয়! আমরা পি, সি, এস প্রণীত [illegible]লের বাঙ্গলা এণ্ট্রেন্স কোর্সের য় অংশের অর্থপুস্তক পাঠ প্রীতিলাভ করিলাম। অন্যান্য মত ইহা আংশিক ফলোপদায়ক ধাতু, ধাত্বর্থ, তদ্ধিত, কৃৎ বাচ্য, সমাস, বিশেষ্য, বিশেষণ, লিঙ্গভেদ, শব্দার্থ সমস্ত কঠিন বাক্যের ব্যাখ্যা, সংস্কৃত বচন, ইতিহাস ভূগোলাদি হইতে নানা প্রমাণ ও ছন্দ, প্রভৃতির লক্ষণ বিশদরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কঠিন কঠিন অংশ ও বাক্য সমূহের অর্থ করি বার কালে প্রথমে তাহাদের সাধারণ অর্থ এবং তৎপরে তত্তৎস্থলে কি অর্থ ও ভাব প্রকা শিত হইতেছে, প্রণেতা তৎসমুদায় বুঝাইয়া দিতে বিলক্ষণ প্রয়াস পাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কৃত কার্য্যও হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

আমরা অনেক টীকাকারকে দেখিতে পাই, তাঁহারা কেবল পুস্তকস্থিত বাঙ্গলার মাত্র অর্থ ধাতু ও সমাস যাহাতে বালকগণের কণ্ঠস্থ হয় তাহারই চেষ্টা করেন; বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না; সুতরাং তাঁহাদের অবলম্বিত উক্তবিধ উপায় দ্বারা যে ছাত্রদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই উপকার হয় না তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যে অর্থপুস্তকের বিষয় বলিতেছি, তাহা সে অভিপ্রায়ে লিখিত হয় নাই। এখানি প্রণেতার পরিশ্রমশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার বিলক্ষণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী দিগের উত্তমরূপ শিক্ষা ও অল্পায়াসে জ্ঞান লাভ হয়, গ্রন্থকার তদ্বিষয়িণী চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই অর্থপুস্তক ঢাকা সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা কাঁচাদিয়া পোষ্ট আফি সের ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর বাবু লালমোহন বট ব্যাল মহাশয়ের শ্রমকুশলতা ও কার্য্যনিপুণতার বিষয় সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়াছিলাম। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, কর্তৃপক্ষ তাঁহার বেতন ১০ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। গুণের পুরস্কার না হইলে কি হয়?

গত সপ্তাহে অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বার এই বিদ্যালয় হইতে দুই জন ছাত্র ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা প্রদান করিয়াছেন জগদীশ্বর করুন ইহারা উভয়েই কৃতকার্য্য হউন।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন।

১। আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানকার ইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মা ণার্থ মুরসদাবাদ নিবাসিনী দেশহিতৈষিণী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী এক কালীন ৫০ ও শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি ২৫ টাকা দান করি য়াছেন। মহারাজ বাহাদুর এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিমিত্তও এক কালীন ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দানের নিমিত্ত আমরা চিরদিন বাধ্য রহিলাম।

২। কিয়দ্দিন হইল, মেদিনীপুরের কালে ক্টর শ্রীযুক্ত রেনল্ডস্ সাহেব মহাশয় তমো লুকের অবস্থা দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অনেক প্রজা তাঁহার পদাবনত হইয়া এ বৎসরের করের বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুকূল বন্দো বস্ত করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু কৈ এখনও ত কিছুই শুনিতে পাইলাম না। ভরসা করি সাহেব মহোদয় প্রজাদিগের দৈবদুর্ব্বিপাক জনিত বিপুল ক্ষতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া একটু সদয় হইবেন।

৩। কালেক্টর মহোদয় এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ে কতিপয় শ্রেণীর পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

৪। এ বৎসর এখানকার বঙ্গ বিদ্যালয়ে একটী ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হই য়াছে; কিন্তু বৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ইংরাজী বিদ্যালয়ের দিকে বোধ হয় শনির দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। উপর্য্যুপরি তিন বৎসরই কোন বালক প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

৫। এ প্রদেশে চাউল ও তৈল অধিক উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। পরে কিরূপ দাঁড়ায় বলা যায় না।

—:০:—

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, এখানকার ব্রাহ্ম সমাজটী ক্রমেই উন্নত হইতেছে; যখন দুই বৎসর ইহার বয়ঃক্রম হইতে চলিল, তখন আর শীঘ্র ইহার পতন হইবার সম্ভাবনা দেখি না। এক্ষণে একটী উপাসনাগৃহ প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে। বর্দ্ধমানাধিপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি ২৫ টাকা দান করিয়াছেন, অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তিগণও বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। যাঁহারা দানে অঙ্গীকৃত হইয়া ছেন তাঁহারা মুদ্রা প্রদান করিয়া এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করুন। শুনিতেছি, কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট সভ্যগণ সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। তিনি এ বিষয়ে মুক্তহস্ত, সুতরাং সভ্যগণের মনোরথ পূর্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

এখানকার জাঁদধারার মাঠের সাঁকোর বিষয় যাহা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছিল, অবগত হইলাম বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে বর্দ্ধমানের একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়ারের নিকট তজ্জন্য পত্র আসিয়াছে। এই বারে সাঁকোটী প্রস্তুত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানকার বন জঙ্গল ও পুষ্করিণীপ্রভৃতি পরিস্কার থাকাতেই বোধ হয় এবার পীড়ার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে না। যদিও ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে কেহ কেহ আক্রান্ত হইতেছেন, কিন্তু কাহারই জীবন বিনষ্ট হইতেছে না। ঈশ্বর এ দেশের প্রতি এইরূপ প্রসন্ন থাকেন ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু রামরেণু ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনা গেল এবার এঅঞ্চলে অর্দ্ধেক মাত্র শস্য জন্মিয়াছে। অনেক কৃষকও ইহা ব্যক্ত করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে এ দেশ হইতে যাহাতে রপ্তানি না হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য। চাউলের দর এমন সময়ে যেরূপ থাকে, এ বার তাহা অপেক্ষা বেসি। ক্রমে আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এখন ভাল চাউল ২৷৵০ আনা মন্দ চাউল ২.০।২৶ রকমে পাওয়া যায় না।

কয়েক দিন হইল এখানকার মিশনরি স্কুলের বালকগণের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অবধারিত দিবসে রেবরেণ্ড মেগডলেন সাহেব উপস্থিত হইতে না পারায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দে বাহাদুর বালকগণের পরীক্ষা করেন, কিন্তু সে দিন পুরস্কারবিতরণ হইল না। দর্শকগণ হর্ষশূন্য হইয়া প্রতিগমন করেন। পর দিন সাহেব আসিয়া বালকগণকে পুরস্কার দেন। ডেপুটী বাবু একটী মেডেল দিয়াছেন।

আমরা ডেপুটী বাবুর কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া তাঁহার বিষয়ে কিছু না লিখিয়া কোন মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দেখা যাইতেছে যে, এই বিচারপতি মহাশয়ের সকল বিষয়েই বিশেষ দৃষ্টি আছে। গ্রামে বন জঙ্গল না থাকে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। রাস্তা প্রভৃতিতেও বেস যত্ন আছে। প্রজাগণের সুখ বর্দ্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি একরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য করিয়াছেন, যে তাহাতে একটীও আপিল হয় নাই, অথচ করের ন্যূনতা হয় নাই। বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট হেরিশন সাহেব তজ্জন্য বিশেষ তুষ্ট হইয়া ইহাকে পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহাঁর কার্য্যপ্রণালী নিতান্ত প্রীতিকর। নিকটস্থ কোন গ্রামে পীড়ার সম্বাদ শুনিলে ইনি তথায় যাইয়া সহস্তে ঔষধ প্রদান করিয়া থাকেন। গ্রামের অবস্থা, স্থানের স্বাস্থ্য ও প্রজার অবস্থাদি দর্শন করা বিচারপতিদিগের যেমন কর্ত্তব্য তাহা ইনি করিয়া থাকেন। ইহাঁর শাসনপ্রণালী প্রশংসনীয়। একরূপ বিচারপতি এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন, ইহা প্রায় সকল লোকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের আনুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। মহাশয়! সম্প্রতি রাণাঘাটের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট একটী চমৎকার মকদ্দমার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিবরণ এই কয়েক দিন অতীত হইল, রাণাঘাটের ডাকঘরে পশ্চিম প্রদেশ হইতে একটী বাক্স আসে, যখন ডাকমুন্সি বাবু ঐ বিষয়সম্বন্ধে লেখা পড়া করেন তৎকালে তত্রত্য আবগারির দারগা মহাশয় ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। পোষ্ট মাষ্টর বাবু পুলিন্দাটী ভারি ও নরম দেখিয়া সহসা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘ্রাণের দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, উহাতে আফিম রহিয়াছে। আফিম একরূপ করিয়া ডাকে আসা নিতান্ত রাজনিয়মবিরুদ্ধ জানিয়া ইতস্তত বিবেচনা করিতেছেন, এমত সময় আবগারির দারগা মহাশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ঐ মাল গেরেপ্তার করিলেন। ডাকঘর হইতে দারগা বাবুকে একাকী মাল না দিয়া যাহার নামে ঐ দ্রব্য আসিয়াছিল, মুন্সি বাবু তাহার আলয়ে পত্রবাহকের দ্বারা পাঠাইয়া দেন, দারগা মহাশয়ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। শুনিলাম নামাঙ্কিত ব্যক্তি (বোধ হয় পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া) ঐ মাল ও পত্রগ্রহণে অসম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু দারগা মহাশয় ঐ ব্যক্তিকে দ্রব্যসমেত ফৌজদারিতে অর্পণ করেন। ডিপুটী বাবু যাহার নিকট হইতে এই বাক্স আসিয়াছিল, তাহাকে এখানে আনাইয়া মকদ্দমার এই বিচার করিলেন যে, যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা প্রেরিত হইয়াছে তাহার ২৫০ এবং যাহার নামে আসিয়াছে তাহার ২৫০ সর্ব্বসমেত ৫০০ টাকা উভয় পক্ষে জরিমানা হইল, এবং ঐ টাকা আবগারির দারগা এবং হরকরাকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইল, এ মকদ্দমার কিরূপ বিচার হইয়াছে পাঠকগণ সহজে অনুভব করিতে পারেন। আমাদিগের মতে ঐ জরিমানার কিয়দংশ তত্রত্য সুযোগ্য কার্য্যদক্ষ ডাকমুন্সি শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে দেওয়া উচিত ছিল, কারণ তিনিই ইহার প্রথম অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই মকদ্দমার বোধ হয় আপিল হইবে, বিচারে যে হয় লিখিতে ত্রুটী করিব না।

২। রাণাঘাটের মিউনি[illegible]লিটীর কার্য্য এক্ষণে কিছুই হইতেছে না। কাণ্টি[illegible] রাস্তাগুলি অদ্যাপি পাকা হইল না। আমরা এবিষয়ে নিমিত্ত তত্রত্য সুযোগ্য ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন ইহাতে উদাসীন না হইয়া যাহাতে কার্য্যগুলি সুন্দররূপে ও সত্বরে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হন। ইহার নিমিত্ত আর যে আমাদিগের লেখনীধারণ করিতে না হয়।

৩। ইতিপূর্ব্বে আনুলিয়া গ্রামের জঙ্গল পরিস্কারের নিমিত্ত অত্রত্য হিতৈষিণী সভা হইতে যে রিপোর্ট রাণাঘাটের ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবুর সমীপে পাঠান হইয়াছিল এতদিবস পরে তাহার হুকুম আসিয়াছে। ডিপুটী বাবু পুলিষ দ্বারা গ্রামে নোটীশ জারি করিয়া ১ সপ্তাহের মধ্যে সমুদয় জঙ্গল পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন। আমরা এবিষয়ের নিমিত্ত উল্লিখিত হিতৈষী মহোদয়ের নিকট একান্ত অনুগৃহীত হইলাম।

শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যে গতকল্য একটি পতিবিহীনা নীচজাতীয় রমণী রাণাঘাটের এক স্বর্ণকারের আপনে কএক খানি চোর্য্যাভরণ বিক্রয় করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। এই রমণী পূর্ব্বে ঐ নগরের কোন এক জন মধ্যবিধ গৃহস্থের আলয়ে কর্ম্ম করিত; তথা হইতে এই দ্রব্য গুলি আত্মসাৎ করিয়া বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল। শুনিলাম ঐ স্বর্ণকারের দ্বারা ঐ আভরণগুলি নির্ম্মিত হয়। সে চিনিতে পারিয়া এ দুশ্চরিত্রা কামিনীকে পুলিষে সমর্পণ করিয়াছে। পুলিষ ইহার তদন্তে বিশেষরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫। এপ্রদেশে ওলাউঠা একপ্রকার [illegible]রণ হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা রোগীর সংখ্যা [illegible] অল্প; কেবল স্থানান্তরে ২। ৪ টীর [illegible] পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই অতি প্রজানাশক পীড়া নিঃশেষিত হইলেই মঙ্গলের বিষয় হয়।

৬। আনুলিয়াহিতৈষিণী সভার [illegible] প্রতি সম্পাদকের বিনীতভাবে নিবেদন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দাতব্য টাকা স্বরায় [illegible] ইয়া সভার উৎসাহ বর্দ্ধন করেন একটী বিশেষ হিতকর বিষয়ের নিমিত্ত একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। উপসংহ

ময়া বারাকপুর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের য় মহোদয়দিগকে জানাইতেছি যে সংপ্রতি যুক্ত বাবু কামাখ্যাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহা কে বারাকপুরের এজেন্ট পদে নিযুক্ত করা য়াছে। ইনি তত্রত্য রেলওয়ে ষ্টেসনের হেড ং ক্লার্ক পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব াঁহারা আমাদিগের সভার আনুকূল্যপ্রদানে সম্মতিপ্রদান করিয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিঃসন্দেহচিত্তে উক্ত বাবুর হস্তে টাকা দিয়া ... স্বাক্ষরিতরসিদ গ্রহণ করিবেন।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

২৯ অগ্রহায়ণ জোড়াসাকোস্থ বঙ্গবিদ্যাল য়ের চতুর্থ সাংবৎসরিক পরিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাহিত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়টি প্রথমে সামান্য পাঠশালার ন্যায় সম্পাদক মনিমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন তেওয়ারি মহাশয়কর্তৃক ষ্ঠিত হয়। তেওয়ারি মহাশয় বহুযত্নে ও রিশ্রমে এক বৎসর কালের মধ্যে উহার শেষ উন্নতি করেন। তৎপরে প্রাত্যহিক ...জের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও ...নাথ মল্লিক উভয়ে অধ্যক্ষ ও সম্পাদকের ...ভার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় উৎসাহস...রে দ্বিতীয় বৎসরে পাঠশালাটির আরো ...ধক উন্নতি করেন। তৎপরে কোন কারণ ...তঃ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদ ত্যাগ ...াতে জোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দরাম শ্রীযুক্ত মনিমাধব মুখোপাধ্যায় ও ...ক্ত গোষ্ঠবিহারী মল্লিক অধ্যক্ষ, সম্পাদক ও ...কারী সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া এপ সুচারুরূপে উহার কার্য্যসমাধা করিয়া ...সিতেছেন। উহাঁরা পাঠশালাটির অনেক ...র অভাব দূর করিয়াছেন এবং বিদ্যা করাইবার প্রণালীসকল এরূপ সুন্দর প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন যে, এক্ষণে পাঠশা...ক একটি বিদ্যালয় বলিয়া গণনা করিলে ...য় হয় না। এস্থানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ...রা পূর্ব্বে উত্তম বিদ্যালয় অভাবে বিস্তর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বালকদিগকে স্ব স্ব অধ্যয়ন করাইতেন, তাঁহারা এই ক্ষণে ...বদ্যালয়টিকে সন্নিকটে পাইয়া আপন সন্তানদিগকে এই খানেই পাঠাইয়া থাকেন। এখানে অনুন ৬০। ৭০ জন ছাত্র; অধিকাংশই ভদ্রবংশীয়। প্রত্যেক বালককে অবস্থাভেদে ॥০ ও।০ আনা করিয়া বেতন দিতে হয় এবং কয়েকটি দুঃখী বালক বিনা বেতনেও পাঠ করিয়া থাকে। দুই জন শিক্ষকের মধ্যে এক জন পণ্ডিত অপর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ অপরটি নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র। বিদ্যালয়টি পাঁচ শ্রেণিতে বিভক্ত, প্রথম শ্রেণির বালদিগের ইতিহাস ও অঙ্কবিদ্যাদিতে ব্যুৎপত্তি হইয়াছে এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ও শিক্ষকদিগকে যেরূপ যত্নবান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আগামী বৎসরে প্রথম শ্রেণির ছাত্রেরা বঙ্গালা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষাদানে সমর্থ হইবে। সম্পাদক মহাশয়ের সর্ব্বদা শারীরিক অসুস্থতাহেতু কার্য্যব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় গত শ্রাবণ মাসাবধি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মল্লিককে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদকপদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তিনি বিশেষ যত্নের সহিত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন, পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে নিকটস্থ অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বনমালী সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে বালকদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

১২৭৫ } শ্রীঃ—
২২ পৌষ }

—:০:—

মহাশয়! কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তির প্রভূত যত্নে যে বঙ্গভাষার এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে বোধ হয় তাহা কাহারই অবিদিত নাই। ঐ সদাশয়েরা নানা ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ এবং স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির চালনাদ্বারা বহুতর পুস্তক নূতন প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয়দিগের এবং বঙ্গভাষার অনেক অভাব পরিপূরণ করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা যদি ঐরূপ যত্ন না করিতেন, বাঙ্গালাকে কখনই ভাষামধ্যে গণনা করা যাইত না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ কতগুলি পুস্তকপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন যাহা সম্পন্ন হওয়া বহুকালসাপেক্ষ; কিন্তু "মনুষ্য জীবন ক্ষনস্থায়ী এবং স্বদেশের হিত যখন যতটুকু পারা যায়, তাহাই সম্পন্ন করা ভাল" এই মহৎ বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহারা স্বাবলম্বিত বিষয়ের যখন যতটুকু পারিতেছেন, তাহাই জনসমাজে প্রচার করিতেছেন। ইহাতে ক্রমেই যে, সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ ...ক ? কিন্তু একটী বিষয়ে ইহাঁদের বিলক্ষণ অন বধানতা দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা প্রথমতঃ একখানি গ্রন্থের কয়েক ছেদ প্রচার করেন। পর বারে আর কয়েক অধ্যায় নূতন প্রচারসময়ে আবার প্রথমবারের কয়েকটী ছেদ তাহার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেন। ইহাতে দুইটী বিষয়ে আমাদিগকে অসুখিত হইতে হয়। যাঁহারা প্রথমে পুস্তক ক্রয় করেন, পরবারে নূতন কয়েক অধ্যায়ের জন্য তাঁহাদিগের প্রথম বারের পুস্তকখানি পুনর্ব্বার ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু উহা সকলের পক্ষে সুখকর নহে। কারণ অনেকেরই এরূপ সঙ্গতি নাই যে, তাঁহারা একরূপ পুস্তক বহু বার ক্রয় করিতে পারেন।

এই প্রস্তাবের যথার্থতাপ্রতিপাদনজন্য টেলিমেকস এবং ডনকুইক্সোট পৌঁচার নক্সা গৃহীত হইতে পারে। ঐ গ্রন্থ রচয়িতারা পরে দুই তিন ভাগ কেন একত্র প্রচার করুন না; তাহাতে কাহারই আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহারা প্রথম বারে যত গুলি গ্রন্থের যে অংশ প্রকাশিত করেন পর বারে প্রচারের সময়ে ততগুলি গ্রন্থের সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া প্রচারিত করিলেই ভাল হয়। এই বিষয়ে উক্ত মহাশয়েরা দৃষ্টিপাত করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিলাষ।

জেলা রাজসাহী } বশম্বদ
১৮ ই পৌষ } শ্রীহরকুমার সরকার।
১২৭৫ }

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আমরা সামান্য কৃষক সন্তান। আমরা অসহায় দরিদ্র ও নিতান্ত বিদ্যালোক বিরহিত। আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের রাজপ্রতিনিধির রাজভবন অর্থাৎ গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তরাংশে ৭। ৮ মাইল মাত্র অন্তরে অবস্থিত হইয়াও বোধ হয়, যেন কোন নৃশংস হৃদয় অন্যায়চারী পূর্ব্বতন মুসলমান শাসনকারী অপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুর রাজাধিকারভুক্ত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। সম্পাদক মহাশয়, বলিব কি যে (কাল) কৃত্রিম লেখা পড়ার নিমিত্ত আমাদিগের রাজ্ঞী বহিন পরিশ্রমসহিত দ্বিপান্তর প্রেরণ দণ্ডবিধান করিয়াছেন সেই দুরূহ ব্যাপার অহরহঃ আমাদিগের উপর প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আমরা সামান্য কৃষক আমাদের অবস্থা মহাশয়ের দূরদর্শী নয়নের অলক্ষিত নহে। আজি আমাদের ধান্য ক্রোক হইয়া বাড়ী লুট ক্রোসাৎ হইয়া গেল। আজি

আমাদের [illegible] কৃত্রিম বিক্রয় কবল। প্রস্তুত হইয়া গেল। আজি আমাদিগের মাথে মিথ্যা কর্জের খত প্রস্তুত হইল; আজি শুনিলাম সমন আসিয়াছে। আজি শুনিলাম ডিক্রিজারি হইয়াছে; কালকয়েরেই আমাদিগের বাটী (এই ক্ষুদ্র তৃণ কুটীর) ছাড়া হইতে হইল!!! সম্পাদক মহাশয়! আমরা দীন হীন আমাদের সকল দিকেই বিপদ। ইহার কি উপায়ান্তর নাই? আমরা নিতান্ত দুঃখী আমাদের অর্থ নাই, লোকবল নাই, ভরসাও নাই, তবে দেখিতেছি যে মহাশয় একমাত্র ভরসাস্বরূপ। আপনি এ অসহায়দলের প্রতি কৃপা করিয়া যদি সময়ে সময়ে লেখনী ধারণ করেন, তাহা হইলেই আমাদিগের কিঞ্চিৎ উপায় হইতে পারে। আপনার চরণে আমরা শরণাপন্ন হইলাম। আমাদের এই গ্রাম ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুর আদালতের অধীনস্থ। ইহার নাম বাসুদেবপুর; পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের বেলঘরিয়া ষ্টেসনের নিকট উত্তর পার্শ্বে। আমরা মুর্খ, অধিক আর কি লিখিব। বারান্তরে সময়ে সময়ে মহাশয়কে সমস্ত অল্পে অল্পে জানাইব ও সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া (শীতকালের বেলা) আমরা মাঠের দিকে চলিলাম।

বাসুদেবপুর ১৮ই পৌষ ১২৭৫ } শ্রীহরিশ্চন্দ্র মণ্ডল. মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, নবীনচন্দ্র মণ্ডল, ভূত নাথ পাল, শ্রীরাম মণ্ডল ভূতনাথ ঘোষ দীং

—:০:—

সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষাপ্রদান করা উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া আজি কালি যেরূপ গোলযোগ হইতেছে, বোধ করি অন্য কোন বিষয় লইয়া তাদৃশ হইতেছে না। কেহ কেহ বলেন, আপামর সাধারণকে শিক্ষিত করা নিতান্ত আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে; কারণ বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা তাহাতে উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণিস্থ লোকেরা বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করাতেই জীবনোপায়ের নিমিত্ত অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। ইহার উপরে আবার নিম্নশ্রেণিস্থ লোকদিগকে শিক্ষিত করিলে তাহারাও যদি উক্ত শ্রেণিদ্বয়স্থ লোকদিগের অনুকরণ করিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায়সকল (কৃষিকার্য্যপ্রভৃতি) পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে দেশের ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে, বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনুষ্যের স্বভাবতঃ সুখস্পৃহা জন্মে। অতএব নিম্নশ্রেণির লোকেরা বিদ্যালোকসম্পন্ন হইবে তাহাদেরও স্বচ্ছন্দে সুখাভিলাষ জন্মিবে; সুতরাং তখন তাহারা আর যে লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও শ্রাবণ মাসের মুষলধার বৃষ্টিতে কৃষিকার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে ইহা বিশ্বাস হয় না। অর্থোপার্জ্জন করাই বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই সংস্কার যে দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে, সেখানকার লোকেরা যে এরূপ বলিবেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহাদিগের ঐরূপ সংস্কার যত দিন থাকিবে, তত দিন বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত ফল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহারা সাধারণকে শিক্ষিত করা একান্ত আবশ্যক বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছে। তাঁহারা যদিও বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে একমত হইয়াছেন বটে; কিন্তু কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাশিক্ষা হয় তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানপ্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত থাকাতে লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যালোচনায় যত্নবান হইয়াছে এবং উহা দ্বারা এ দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিদ্যালোচনার বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব সেই প্রণালীকেই উত্তমরূপ সংস্কার করিলে ক্রমশঃ তদ্দ্বারাই অভিলষিত ফল লাভ হইবে। ইহার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলের বলপূর্ব্বক শিক্ষাদান প্রণালীর প্রতিবাদ করিয়া কহেন যে, সে দেশে বলপ্রকাশ ও তাড়নাদ্বারা এক বিংশতি বৎসরে যাহা হইয়াছে, বঙ্গদেশে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে ১১ একাদশ বৎসরে তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক ফললাভ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে ভারতবর্ষে বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে যেরূপ অনুৎসাহিতা তাহাতে বর্ত্তমান প্রণালীর উপর এক কালে নির্ভর করিলে শত বৎসরেও

উত্তমরূপ প্রচলিত হওয়া দুঃসাধ্য। তাঁহাদিগের মতে বলপূর্ব্বক শিক্ষাদানপ্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহারা এরূপ একটি কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন যে যদি কোন নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তি আপনার সন্তানগণকে অধ্যয়ন করিতে না পাঠায়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। কেহ কেহ ইহাও বলেন, যে নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যতই কর না কেন, তাহারা কখনই আপনাদিগের সন্তানবর্গকে বিদ্যাধ্যয়নে পাঠাইবে না। এই বাক্যের সমর্থন আমরা করিতে পারি না; কারণ তাহা হইলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, শ্রেণির লোকদিগের মধ্যে যাহাদের কিঞ্চিৎ অবস্থা ভাল, তাহারা আপনার সন্তানগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার নিমিত্ত অবিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। যাহা হউক, বলপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রণালী যদিও প্রজাতন্ত্র স্বাধীন রাজনীতিবিরুদ্ধ, তথাপি যে দেশে বিদ্যাবিষয়ে সাধারণের ঔদাসিন্য দৃষ্ট হয়, সেখানে ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই অনেকাংশে যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা ঐরূপ মত দিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত বিষয়ে ব্যয়ের নিমিত্ত কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। সে ব্যয় কোথা হইতে হইবে এবং কাহার স্কন্ধে পতিত হইবে, তাহার কিছুই মীমাংসা এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। রাজপুরুষদিগের মতে সমুদায় ব্যয় জমীদারদিগের স্কন্ধে পতিত হওয়া উচিত এবং তজ্জন্য তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ভূমিসংক্রান্ত করের উপর শতকরা ২ দুই টাকা করবৃদ্ধি করিলে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। অতি অল্প দিবস হইল, কোন এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণিস্থ লোকদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য যে ৬০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় আবশ্যক তাহার মধ্যে ৩৮ লক্ষ টাকা জমীদারদিগের ও ২২ লক্ষ টাকা রাজার স্কন্ধে নিক্ষেপ করা বিধেয়। তিনি এইরূপ কল্পনা করাতে রাজা ও জমীদার উভয়েরই প্রশংসার ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই উভয় পক্ষ তাঁহাদিগের দেয় অংশ কোথা হইতে দিবেন? রাজা কি স্বীয় কোষ হইতে এবং জমীদারগণ কি তাঁহারদিগের সঞ্চিত ধন হইতে উহা দিবেন? যদি তাহা হয়, তবে ঐ উভয়কে বিশেষতঃ প্রস্তাবকারী মহাশয়কে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হইবার নহে। যিনি যাহা বলুন ও যত কিছু করুন, অবশেষে সমস্ত ভারই সেই দীন দুঃখী গৃহহীন নিম্নশ্রেণিস্থ হতভাগ্যদিগের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইবে তাহার আর কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে ব্যয়োপযোগী অর্থের সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পরিশেষে শ্রেণিস্থ লোকদিগের শিক্ষাদানবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বিধেয়।

২৩এ পৌষ ১২৭৫ } শ্রীঃ—

———

মহাশয়! আপনকার ১৬ই অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশে হিন্দু জাতির স্ত্রী পুরুষের

প্রতি পরস্পরের ভাব ও ব্যবহারবিষয়ক [illegible]কটী শ্লোক পাঠ করিয়া যার পর নাই [illegible]দিত হইলাম। শ্লোকগুলি স্ত্রী পুরুষের [illegible]পর সম্বন্ধ, অকপট প্রণয় এবং আন্তরিক [illegible] ইত্যাদির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। পূর্ব্বে [illegible] হিন্দু জাতির মধ্যে যে ঐরূপ বিশুদ্ধ [illegible]ত্য প্রণয় ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ [illegible]; আর আপনি উপসংহারকালে বলি[illegible]ছেন যে, ইদানীন্তন কালে সুরাপান ও লাম্প[illegible]দি দোষের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উপরিউক্ত [illegible] বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে; ইহাও [illegible]কার করি। কিন্তু মহাশয় কি বিবেচনা করেন যে, যেখানে সুরাপান ও লাম্পট্যাদি দোষ নাই, তথায় স্ত্রী পুরুষের অকৃত্রিম প্রণয় ও সরলতা নিশ্চয়ই আছে? আর স্ত্রী পুরুষ উভয়ের [illegible]বিশুদ্ধ চরিত্র হইলেই কি বিমল প্রণয় হয়? আমি বলি তাহা নহে। উভয়ের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি ও স্বভাব ইত্যাদির সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে একতা না হইলে এবং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রথম হইতেই স্নেহ করিবার ইচ্ছা না জন্মাইলে কখনই যথার্থ প্রণয় হয় না। আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত [illegible]র্ব্বতন অবস্থার তুলনা করিতে গেলে অনে[illegible]নেক পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়। পুরাকালে স্ত্রীজা[illegible]তরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহাদিগের অনেকাংশে স্বাধীনতা ছিল; বিশে[illegible]ষতঃ তৎকালে বিবাহবিষয়ে পিতা মাতার বিশেষ আধিপত্য ছিল না। যেমন অনূঢ় পুরুষ[illegible]গণ আপন মনোমত রূপগুণসম্পন্না পাত্রী অনুসন্ধান করিয়া মনোনীত করিতেন, সেইরূপ অনূঢ়া কামিনীগণও আপন ইচ্ছামত পতি মনোনীত করিতেন এবং পরস্পরের মন পর[illegible]স্পরে অনুরক্ত হইলে, পিতা মাতা বা আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইত। পতি[illegible] [illegible]য় কি পদার্থ এবং স্বামী ও সহধর্ম্মিণী শব্দের অর্থ কি, [illegible] তাঁহাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম [illegible] সন্দেহ নাই। এস্থলে উভয়ের প্রকৃত [illegible] না হইবে কেন? অধুনা উপরিউক্ত [illegible]য়ের বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে। [illegible]তির মধ্যে শিক্ষা প্রায়ই নাই, বিবাহের [illegible]ত কথাই নাই। পিতা মাতার হস্তে কন্যা[illegible] বিবাহ ভার সম্পূর্ণ নিপতিত রহিয়াছে। [illegible] অশীতিবর্ষীয় পাত্রের সহিত বালিকা কন্যার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির [illegible]ছেন এবং পাত্র সদ্বংশসম্ভূত বলিয়া [illegible] কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন। কেহবা বয়ঃস্থা রূপগুণসম্পন্না কন্যার সহিত একটী শিশুর বিবাহ দিয়া নিজ কুলের গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। কোন কোন বিদ্যাবান সচ্চরিত্র সুরূপসম্পন্ন যুবা সামাজিক রীত্যনুরোধে কুৎসিতা নির্গুণা রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। হয় ত কোন বালক যত্ন সহকারে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন; বয়ঃক্রম পরিণত হইলে "মনের মত" স্ত্রী দেখিয়া বিবাহ করিবেন কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। ও দিকে সহসা তাঁহার পিতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বালক সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, দেশের ব্যবহারানুসারে এবং স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ ভাবী স্ত্রীর বয়ঃক্রম আকৃতি এবং লেখা পড়াপ্রভৃতির বিষয় কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, পিতা কখন মন্দ পাত্রীর সহিত বিবাহ দিবেন না। পরে শুভদৃষ্টির সময়ে যেমন ব্যগ্রতাসহকারে প্রণয়িনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি এক কদাকার ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। পাত্রের হৃৎকম্প হইতে লাগিল এবং বাসর গৃহকে যমালয় বিবেচনা হইতে লাগিল। সম্পাদক মহাশয়! আমাদিগের হিন্দু জাতির মধ্যে এই রূপ বিবাহই বিস্তর হইতেছে, এমন কি, পুরা কালের ন্যায় আর একটী বিবাহ ক্রিয়াও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না; সুতরাং এক্ষণে যাথার্থ দাম্পত্য প্রণয় অতি বিরল। এতদ্দ্বারা আমার এরূপ বলা হইতেছে না যে, অধুনা হিন্দু জাতির মধ্যে স্ত্রী পুরুষের পবিত্র প্রণয় ও সরলতা নাই। ফলতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান বিবাহবিধি যে অনেক সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে ও অনেক সুশীলা রমণীকে ইহকালের পরম সুখদায়ক দাম্পত্য প্রণয় হইতে বঞ্চিত করিতেছে এবং সমুদয় জীবন ক্লেশময় করিতেছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর	কস্যচিৎ
১৮ ই পৌষ	পাঠকস্য

—:•:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্তবাবু দীননাথ বড়ুয়া — তেজপুর
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে জুন — ৭
" " মহেন্দ্রনাথ বসু — বড়,
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর — ১৩
" " ব্রজনাথ রায় — জব্বলপুর
১৮৬৮ ডিসেম্বর হইতে ৬৯ মে — ৭
" " হরকুমার সরকার — রামপুরবোয়ালিয়া
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর — ১৩
" " কৈলাসচন্দ্র রায় — মেহেরুন্দা — ১৩
" " শশিভূষণ সাহা — হাটখোলা — ১০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷৷০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১০ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ৬ ই মাঘ। ১৮৬৯। ১৮ই জানুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

খাদ্য শস্য, আটা ও ময়দার
ভাড়া কমাইবার বিষয়।

আগামী ১৩ ই জানুয়ারি এবং তদবধি খাদ্য শস্য, আটা ও ময়দা অনুান একমণ যত দূর যাউক, তাহার বিশেষ ভাড়া প্রতি মাইলে প্রত্যেক মণে এক পাইয়ের অষ্টমাংশ হইবে।

ভাগলপুরের নিম্নের কোন ষ্টেশন হইতে ভাগলপুরে বা তদূর্দ্ধে হউক, অথবা ভাগলপুর ও তাহার উর্দ্ধতনস্থ কোন ষ্টেশন হইতে অধিকতর ঊর্দ্ধে হউক এবং দিল্লীও জবলপুরে মধ্যে শস্যের যে গমনাগমন হউক তাহাতেও এই নিয়ম থাকিবে।

যদি পূর্ব্বে রহিত করা না হয়, এই নিয়ম ১৫ ই মাঘ পর্য্যন্ত চলিবে।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৮৬৮ ৫ই ডিসেম্বর। } সিসিল ষ্টিফেন্সন বোর্ড অব এজেন্সি

—:•:—

মনিঅর্ডার হুণ্ডির নকল লইবার, টাকা ফেরত বা অন্য স্থানে পাইবার, অথবা অচলিত হুণ্ডি পুনশ্চ চলত বা নাম পরিবর্ত্তন করিবার জন্য মনিঅর্ডার আপিসের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতে হইলে ইতিপূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, এক দরখাস্তে উপরি উক্ত যত বিষয়ের প্রার্থনা করা হউক না কেন কেবল একমাত্র বাঁটা লওয়া হইত। এক্ষণে এই বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে উপরি উক্ত এক একটি বিষয়ের পৃথক পৃথক বাঁটা লওয়া যাইবেক।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস দেব
এজেন্ট মনিঅর্ডার আপিস
কলিকাতা—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইবে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা ১৫ ই জানুয়ারির মধ্যে প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:•:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, গ্রাহকেচ্ছুক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—::—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অর্থাৎ
প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিস, অব
মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অস্ত্রচিকিৎসা পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০॥০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ
তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ⁄০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মির্জাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক, সুহৃদ, সহকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব কোসীয়া, ওয়ারউইক, ব্রিটিস প্রীন্স " দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফ্লাগ, কিং আর্থর, ও ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ঔষধদ্রব্যাদি ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, আমড়াষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা ভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে রাজ ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপাল হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন ইতি।

কলিকাতা
৫ ই ডিসেম্বর
ইং সন ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং

—:০:০:—

যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল বিরচিত। মূল্য ।৶০ ছয় আনা। ১৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:০:—

নির্ব্বাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাচুর্য্যে ভ্রাদর এণ্ড কোর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল
২৫এ অগ্রহায়ণ
সংস্কৃত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাচুর্য্যে ভ্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভুবনসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	⁄	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	⁄	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ⁄০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ⁄১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংবদ্ধ করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আত্ম সম্বিদ দায়িনী ১॥

প্রথম তরঙ্গিনী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

লয়লামজনু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত পদ্য ১।০

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৶

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

দুর্গামঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ॥

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে মিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এন্ট্রান্সের কী ১॥৶

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।⁄

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২॥০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪॥০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

ঊষাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়া-
সাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী ওলাজনহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডার্স আরবোথনট এবং কোং

— — —

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ শনিবার ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১লা মাঘ অবধি ১০ ই মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘন্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ই মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘন্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘন্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯০ } শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টীকা রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সন্নিহারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে অর্থ বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাংশস্থ পদ সকলের সন্ধি বিশ্লেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে উত্তমরূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ২ দুই টাকা।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রেসিডেন্সী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ অধ্যাপকগণ এই পুস্তক আপনাদিগের ছাত্রবর্গের পাঠ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা এইরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র ২৯ এ পৌষ ১২৭৫ } শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১লা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
মহানার সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১৪	৭
মহানায়	৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইল মধ্যে	২	৯

সন ১৮৬৯ সালের ১১ জানুয়ারি বহরমপুর গঞ্জঘাটের জলের মাপ।

গজের উপর	ফুট	ইঞ্চি
		৭

বহরমপুর ১১ই জানুয়ারি ১৮৬৯। } শ্রীযুক্ত সি ই, উইক একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বহরমপুর ডিবিজন।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়ায় যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়বাটী মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ॥০ আট আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৶০ ছয় আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং তত্ত্বাবধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ সাল ৪ ঠা মাঘ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

৬ ই মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষের জেল

জেলকে যমালয় বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এপ্রকার সংস্কার হইবার তিনটী কারণ লক্ষিত হয়। প্রথম, জেলে কি হয়, বন্দীদিগের অবস্থা কিরূপ, তাহাদিগের আহারাদি ও খাটনীর নিয়ম কিপ্রকার, তত্ত্বাবধায়কাদি কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন, সাধারণে ইচ্ছা করিলেই জেলে গিয়া এসকল দেখিতে পান না। তাঁহারা কারামুক্ত ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়া মনোমধ্যে কারাগারের একটী ভাব কল্পনা করিয়া লন; সুতরাং সে ভাব বিশুদ্ধ হয় না। কল্পনাশক্তি প্রায় তাহা ভয়াবহ করিয়া তুলে। দ্বিতীয়, তত্ত্বাবধায়কাদি কর্ম্মচারীদিগের অধিকাংশ উপরি লাভের অন্বেষণে তৎপর। একে ত গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগকে যে আহারাদি দেন, তাহা পর্য্যাপ্ত নয়, তাহাতে আবার স্বার্থপর কর্ম্মচারীরা তাহার অংশগ্রহণচেষ্টায় বিমুখ হয় না। উহাদিগের কেবল অর্জ্জনচেষ্টা মাত্র দোষ নয়, উহারা অবিবেচক, পরদুঃখানভিজ্ঞ, নির্দ্দয়। গবর্ণমেণ্ট বন্দীদিগের খাটনীর অতি নিষ্ঠুর নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মচারিগণ যদি বন্দীদিগের শক্তি বিবেচনা করিয়া খাটাইয়া লন, তাহা হইলেও কয়েদিদিগের কষ্টের অনেক লাঘব হয়; কিন্তু কর্ম্মচারিদিগের সে বিবেচনা নাই। তৃতীয়, জেলের যে নিয়মগুলি আছে, তাহা বহুদোষদুষ্ট। তাহার অধিকাংশদ্বারা বন্দীদিগের দোষসংশোধনের চেষ্টা না হইয়া তাহাদিগের প্রাণনাশেরই চেষ্টা হইয়া থাকে।

আমরা ইতিমধ্যে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল ও বর্দ্ধমানের জেল দর্শন করিয়া আসিয়াছি। সেই দর্শনফল অদ্য পাঠকগণের নয়নসমক্ষে উপনীত হইতেছে।

প্রথম, বাসগৃহ। পূর্ব্বে বাসগৃহগুলি যেপ্রকার আর্দ্র ও বায়ুসঞ্চারহীন অন্ধকারময় ছিল, এক্ষণে সে প্রকার নাই; অনেক সংশোধন হইয়াছে। আর্দ্রতা দূর করিবার নিমিত্ত মেজে ও দেয়ালে নূতন টাইল বসান, রঙ দেওয়া ও বেদি করা হইয়াছে। বায়ুর গমনাগমন ও আলোকপ্রবেশের উপায় করাও হইয়াছে। কিন্তু এ অংশে এখনও অনেক ন্যূনতা আছে। প্রেসিডেন্সি জেলে কয়েকটী ঘর অন্ধকারময় দৃষ্ট হইল। বায়ু প্রবেশার্থ ক্ষুদ্র জানালা বসান হইয়াছে বটে; কিন্তু পার্শ্বে জানলা না থাকাতে গৃহের সর্ব্বস্থানে বায়ু গমনাগমন করে না। এ বিষয়ে বর্দ্ধমান জেলের উৎকর্ষ লক্ষিত হইল। তথায় চতুর্দ্দিকেই জানলা

আছে; গৃহগুলিও অন্ধকারময় নয়। প্রেসিডেন্সি জেলে আর একটী মহাপকারক দোষ দৃষ্ট হইল। এই হিমপ্রধান কাল, এ সময়ে গৃহে কপাট বন্ধ করিয়া থাকিলেও কষ্ট বোধ হয়; কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের অনেক গৃহের লৌহময় জানেলা ও দরজার কপাট নাই; হিমে কয়েদিদিগের যার পর নাই কষ্ট হয়। একমাত্র কম্বলই শীতনিবারণের সম্বল।

দ্বিতীয়, পরিচ্ছদ। পুরুষের এক এক জাঙিয়া ও এক এক জামা। ইহাতে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালেই কয়েদিদিগের কষ্ট হয়। এদেশীয় বন্দীরা উহাতে অভ্যস্ত নয়; সুতরাং গ্রীষ্মকালে উহার পরিধানে ক্লেশ জন্মে, শীতকালে উহাতে শীতনিবারণ হয় না। বর্দ্ধমানের কয়েক জন কয়েদী আমাদিগের সমক্ষে ব্যক্ত করিল, তাহারা শীতে সাতিশয় কষ্ট পায়। তাহারা বলিল পূর্ব্বে যে ধুতি চাদরের বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই তাহাদিগের পক্ষে ভাল।

তৃতীয়, আহার। বর্দ্ধমান অতি স্বাস্থ্যের স্থান। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকের অপেক্ষা সেখানকার লোকের ক্ষুধা অধিক। তথাকার লোকে সচরাচর এক সের চাউলের ভাত খাইয়া থাকে; কিন্তু সেখানে কয়েদিদিগকে প্রাতঃকালে ৪ ছটাক এবং বৈকালে ৬ ছটাক চাউলের অন্ন খাইতে দেওয়া হয়। উহাতে উহাদিগের অর্দ্ধাশনমাত্র হইয়া থাকে। তত্রত্য কর্ম্মচারীরা কহিলেন, উহারা ক্ষুধার জ্বালায় সময়ে সময়ে মাটি ও সুরকিপ্রভৃতি ভক্ষণ করে। খাদ্য দ্রব্য দিবার এই ব্যবস্থা আছে, চাউল, ডাইল, তরকারি এবং সপ্তাহের মধ্যে এক দিন হিন্দুদিগকে মৎস্য ও মুসলমানদিগকে মাংস দেওয়া হয়। মাংস দিবার ব্যবস্থাটী কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান সাধারণে মৎস্যের ব্যবস্থা হইলেই যথেষ্ট হইল। মাংসে অতিরিক্ত ব্যয় লাগে। ঐ ব্যয়ে কয়েদিদিগকে ভাল চাউল, ভাল ডাইল ও ভাল তরকারি দিলে কয়েদিদিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে মহোপকার দর্শিতে পারে। উহাদিগকে যে সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হয়, আমরা দেখিলাম, তাহার সমুদায় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। প্রেসিডেন্সি জেলে যে চাউল দেখা গেল তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট; তাহা ভক্ষণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সমধিক সম্ভাবনা। বর্দ্ধমানের জেলের চাউল ভাল। ভাল বলিতেছি বলিয়া পাঠকগণ এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে, তথায় উৎকৃষ্ট জাতীয় সরু চাউল দেওয়া হয়। আমরা কয়েদিদিগকে উৎকৃষ্ট জাতীয় সরু চাউল দিবার অনুরোধ করিতেছি না। আমাদিগের মতে উহাদিগকে মোটা চাউল দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে চাউল স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারক, তেমন চাউল দেওয়া উচিত নয়। বর্দ্ধমান জেলের চাউল মোটা বটে; কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল; পক্ষান্তরে প্রেসিডেন্সি জেলের চাউল অতিশয় অপকারক। বর্দ্ধমানের জেলের চাউল যেমন ভাল, তরকারি তেমনি জঘন্য। উহার ভক্ষণ দ্বারা পীড়াকে আহ্বান করা হয়। বর্দ্ধমান জেলের মধ্যে বেগুনপ্রভৃতি তরকারি উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু কয়েদিদিগকে এমনি তরকারি দেওয়া হইয়াছে যে গোমহিষাদিতেও তাহা ভক্ষণ করে না। তাহার শরীরে নখ প্রবিষ্ট হয় না। তাহা ভক্ষণে সদ্যঃ রোগ জন্মে। গাছে উত্তম বেগুন ফলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু কয়েদিদিগকে যে কেন জঘন্য দ্রব্য দেওয়া হয়? কে দেয়? এইরূপ দ্রব্য দিয়া কেহ লাভ করে কি না? আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারিলাম না; গবর্ণমেণ্ট তাহার নির্ণয় করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট হইতে যে অর্দ্ধাশোপযোগী খাদ্য দ্রব্য দিবার বিধি আছে, সকল জেলের সকল কয়েদী তাহাও সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় না। চটকমাংসের শক্তভাগের ন্যায় তাহার ভাগ হয়। যেসকল ব্যক্তি কারামুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের অনেকের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি একটী স্ত্রীলোক রসাপাগলার জেল হইতে বর্দ্ধমানের জেলে প্রেরিত হয়। আমরা উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বর্দ্ধমান ও রসাপাগলা ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে আহারাদির সচ্ছন্দতা আছে। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল, রসাপাগলার জেলের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্যাদির অংশ গ্রহণ করিত, বর্দ্ধমানে তাহা করে না। পক্ষান্তরে বর্দ্ধমানের কোন কোন ভদ্র কয়েদিকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তথায় অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণাদি স্রোত প্রবাহিত আছে কি না? তাঁহারা উত্তর করিলেন, বর্ত্তমান জেলরের অধীনে অত্যাচারাদি হয় না, কিন্তু ইহার পূর্ব্বগত জেলরের সময়ে নানাপ্রকার গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। জেলে অত্যাচার ও উৎকোচ গ্রহণাদি যে চলে, এতদ্দ্বারা কি তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে না? তবে এগুলি প্রমাণ হওয়া কঠিন। আদালতের আমলারা উৎকোচ গ্রহণ করেন, কে না জানেন? কিন্তু কয় জনে তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে শক্ত হন?

চতুর্থ, খাটনী। ইহার নির্দ্ধারিত সময় ও ইহার প্রকার যুক্তি এবং এদেশের লোকের স্বভাব ও অভ্যাসের নিতান্ত বিরুদ্ধ। যাঁহারা এতৎসংক্রান্ত নিয়ম করিয়াছেন, তাঁহারা যে মনুষ্যস্বভাবের অভিজ্ঞ, কোনক্রমে এরূপ বোধ হয় না। প্রভাত হইলেই বন্দীদিগের খাটনী আরম্ভ হয়; অপরাহ্ণ ৫ টার সময়ে উহার শেষ হয়; মধ্যে কেবল

আহারার্থ এক ঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া হয়। এদেশে এরূপ লৌহময় মানুষ লোক কেহই নাই যে, সারাদিন পরিশ্রম করিতে পারে? শ্রমটী আবার কেমন তাহাও একবার পাঠকগণ অবগত হউন। বর্দ্ধমানের কর্ম্মচারীরা বলিলেন, যাহারা বন্দী ভূত হইয়া জেলে আইসে, তাহাদিগকে প্রথমে ঘানি গাছে দেওয়া হয়; তাহাকে সমস্ত দিন ঘানি গাছ ফিরাইতে হয়। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদিগের দেশের লোকের এরূপ পরিশ্রম সাধ্যায়ত্ত কি না? যাহারা বড় পরিশ্রমী, তাহারাও সারাদিন অবাধে এপ্রকার ক্লেশকর কর্ম্ম করিতে শক্ত হয় না।

কারাগারে যত অন্যায় ও অত্যাচার হয়, বর্ণিতপ্রকার খাটনীই সে সমুদায়ের মূল। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি আছে, তাহারা উৎকোচ দিয়া খাটনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পায়, আর যাহাদিগের সঙ্গতি না থাকে তাহারা এক দিন প্রাণপণে ঘানি গাছ ঠেলিয়া পর দিন অবসন্ন হইয়া পড়ে। সে দুষ্টতা করিতেছে কর্ম্মচারীরা এই মনে করিয়া তাহার উপর পীড়ন আরম্ভ করেন. একে ত জেলে বন্দীদিগের অর্দ্ধাশন ব্যবস্থা, অসমর্থ বন্দীর তাহারও আবার কতক কর্ত্তন হয়, ইহার উপরে প্রহার আভরণ আছে। জেল কর্ম্মচারীরা সঙ্গতিপন্ন বন্দী পাইলে গৃধ্রতুল্য হৃষ্ট হন। প্রায় ১৫ দিন কাল তাহার সহিত টাকার বন্দোবস্ত ও তাহার বাটীতে চিঠি পত্রাদি লেখান হয়। জেল ভাষায় ইহাকে রঙে রাখা বলে। কমিসনর বসাইয়া অনুসন্ধান করিলে গূঢ় বিষয়গুলি প্রকাশ হওয়া দুরূহ হয় না। বর্দ্ধমানের জেলডাক্তার মাণ্টেল সাহেব স্বয়ংই আমাদিগের অগ্রে কহিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে উৎকোচদানের কথা কহিয়াছিল। আমরা যে দিন প্রেসিডেন্সি জেল দেখিতে যাই, সে দিন জেলর তথায় উপস্থিত ছিলেন না। আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার লিঞ্চ বলিলেন, জেলের এক জন রক্ষক উৎকোচগ্রহণের চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহাকে পুলিসে দেওয়া হইয়াছে, সেই নিমিত্ত জেলর পুলিসে গিয়াছেন।

উল্লিখিত অসঙ্গত খাটনীর ব্যবস্থা কেবল যে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহারের মূল এরূপ নয়, বন্দীদিগের পীড়ারও প্রধান কারণ। পাঠকগণ একবার জেলের অন্তবর্ত্তী চিকিৎসালয়ে আমাদিগের সহিত আগমন করুন, রোগী ও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন, কি পীড়া অধিক? তাঁহারা বলিবেন, উদরাময় রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকে ঐ স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করে। যাহারা সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে এবং উদরপূরিয়া অন্ন না পায়, তাহাদিগের যে ঐ পীড়া হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে উল্লিখিত দোষগুলির সংশোধন ও প্রতীকারের উপায় চিন্তন আবশ্যক। মানুষ ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার দুষ্প্রবৃত্তিনিবন্ধন সমাজের নানা অনিষ্টঘটনা হইয়া থাকে। যদি দণ্ডবিধানদ্বারা অসৎ লোকদিগের অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ করা না হয়, লোকস্থিতি দুরূহ হইয়া উঠে। এই হেতু দণ্ডদান আবশ্যক। যাহাতে দোষী ব্যক্তির দোষসংশোধন ও অপর দোষীর উৎসাহভঙ্গ হয়, এই উদ্দেশ্য করিয়াই দণ্ডপ্রণয়ন কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহাতে দোষী ব্যক্তির প্রাণনাশ সম্ভাবনা হয়, এরূপ দণ্ডবিধান উচিত হয় না; জেলে খাটনীর ও আহার দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা বন্দীদিগের অনেকের অসাময়িক মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। বন্দীরা লোকস্থিতির বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া কি গবর্ণমেন্টের বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া তাহাদিগের প্রাণসংহারে সঙ্কল্পবান্ হওয়া উচিত? পাঠকগণ এতাবৎ এরূপ অনুমান করিবেন না যে, বন্দীর জেলে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিয়া আলস্যে কালক্ষেপ করুক, আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি। যাহাতে তাহাদিগের শ্রমের অভ্যাস থাকে, কুকর্ম্মপ্রবৃত্তি সংকুচিত ও চরিত্র দোষ সংশোধিত হয় এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয়, অথচ গবর্ণমেন্টের কিছু কিছু আয় হয়, এইরূপ করিয়া খাটনী ব্যবস্থা করাই উচিত। সে ব্যবস্থা এই:—

বন্দীরা ১০ টা অবধি ৫ টা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে। যাহার যেমন ক্ষমতা, তাহা বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম দেওয়া হইবে। এক কর্ম্মে এক জনকে সারাদিন বদ্ধ না রাখিয়া মধ্যে মধ্যে কর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ঘানি গাছ ঘুরাইবে, তাহাকে বৈকালে চট ও শতরঞ্চপ্রভৃতি বুনিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে খাটনীর ব্যবস্থা করিলে বন্দীরা সোৎসাহচিত্তে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। তাহাতে গবর্ণমেন্টের এক্ষণকার অপেক্ষা অধিক লাভ হইবার সম্ভাবনা। কেবল এইমাত্র নয়, তাহাদিগের নিজেরও একটী মহোপকারলাভ সম্ভাবনা আছে তাহারা প্রাতঃকালে ও বৈকালে যথেষ্ট সময় পাইবে। ঐ সময়ে তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতির উপদেশ দেওয়া এবং লেখা পড়া শিখান উচিত। এখন লেখা পড়া শিখাইবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেটী বিড়ম্বনামাত্র। সারাদিন গোমহিষাদির ন্যায় খাটিয়া কাহারই পাঠে ইচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না; সদুপদেশ শ্রবণ নিতান্ত কটু হইয়া উঠে। এক্ষণে বন্দীদিগকে আহার দিবার যে নিয়ম

আছে, তাহারও পরিবর্ত্ত করা একান্ত আবশ্যক। তাহাদিগকে উদর পুরিয়া আহার দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা উপরে জেলের যে অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচারের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তন্নিবারণের একমাত্র উপায় ভাল লোকের দ্বারা দৃঢ়তর তত্ত্বাবধান। যাঁহাদিগের ন্যায়ানুগত দয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ, সদ্বিবেচনা ও অন্যায়ার্জ্জনে ঘৃণা আছে, তাদৃশ পরীক্ষিতচরিত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিয়া অনুসন্ধায়কের পদে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে কেহই অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে না।

যদি কেহ এরূপ বলেন, এখন উদয়াস্তকাল খাটনীর নিয়ম ও অর্দ্ধাশন দিবার ব্যবস্থা আছে, তথাপি অনেকের দোষ সংশোধন হয় না, তাহারা পুনঃ পুনঃ দুষ্কর্ম্ম করিয়া কারাগারে গিয়া রুদ্ধ হয়, আর তাহারা যদি আমাদিগের প্রস্তাবানুরূপ স্বচ্ছন্দভোগের অধিকারী হয়, অধিকসংখ্য লোকে কারাবাসে অনুরক্ত হইবে। ইহার উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই, সেরূপ লোক অল্পমাত্র। যাহাদিগের তিন কুলে কেহ নাই, বাল্যকালে কারা প্রবিষ্ট হইয়া পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনতা সুখের অরসজ্ঞ হইয়াছে, তাহারাই ঐরূপ করে। কিন্তু অধিকাংশই ও সুখে সুখী হইতে চায় না। স্বৈরবিহারবঞ্চিত হইয়া এক স্থানে বদ্ধ হইয়া থাকা কি সামান্য ভোগ? বন্দীদিগের অনেকে এরূপ আছে, তাহারা বাটীর কর্ত্তা; তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণ তাহাদিগের উপার্জ্জনের উপরেই নির্ভর করে। তাহারা যখন কারাগারে রুদ্ধ হইল, তৎকালে তাহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহারা কি না উপার্জ্জন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে দিতে লাগিল! এটী কি সামান্য কষ্টের বিষয়?

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, গবর্ণমেণ্ট যদি যথার্থই কয়েদিদিগের কল্যাণ কাম হইয়া থাকেন, আমরা খাটনীপ্রভৃতির যে নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলাম, তদনুরূপ কার্য্য করুন, অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবেন।

—•—

বিচারপতি ফিয়ার ও আমাদিগের ব্যবস্থা ও বিচারালয়।

বিচারপতি ফিয়ার বিশেষ চিন্তা না করিয়া কখন কোন বিষয়ে অভিমত প্রায় ব্যক্ত করেন না। অতএব কি সমাজ, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি আইন যে বিষয়ে বিচারপতি যখন কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ ও স্থিরচিত্ত হইয়া তাহার পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। সমাজিক বিজ্ঞানসভার গত বার্ষিক অধিবেশন দিবসে বিচারপতি ফিয়ার এ দেশের আইন, আদালত, জেল, পুলিষ ও ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ে একটী উত্তম বক্তৃতা করিয়াছেন। জেলের বিষয়ে আমাদিগের যে বক্তব্য, তাহা পাঠকগণ প্রস্তাবান্তরে দর্শন করিবেন, আগামী বারে বক্তব্য শেষ দেখিতে পাইবেন। পুলিষ ও ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে আমরা অনেক বার যে মত প্রকাশ করিয়াছি, বিচারপতি ফিয়ার সেইপ্রকার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব তদ্বিষয়ে বাক্য ব্যয় করা পুনরুক্তিমাত্র হইবে। আইন আদালত ও বিচারের বিষয়ে তিনি যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অদ্য তাহাই আলোচনীয় হইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে তিনখানিমাত্র আইনসংগ্রহ গ্রন্থ সকলের আদর্শ স্থল হইয়া আছে। প্রথম জষ্টিনিয়নের সংগ্রহ, দ্বিতীয় কোড নেপলিয়ন। এই দুখানি প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত। আইন আকবরী তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আর একখানি সংগ্রহ ইহাদিগের অপেক্ষা বড় নিকৃষ্ট নয়। সেখানি ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি। জষ্টিনিয়ম, নেপলিয়ন ও আকবর কয়েক জন অতিশয় উপযুক্ত লোকের পরামর্শ লইয়া আইনসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ব্যবহারাজীবের অপ্রতুল নাই। কোক, মানস্‌ফিলড, এলেনবরা, টেণ্টাডেন, লিণ্ডহরষ্টপ্রভৃতি ইদানীন্তন ও প্রাচীনকালের যে সে ব্যবহারাজীবের সহিত প্রতিযোগিতাপ্রদর্শনে সমর্থ, কিন্তু মহাসভায় অতিশয় গোলযোগ হয় বলিয়া বিশুদ্ধ যুক্তির অনুসারী আইন অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ঊর্দ্ধতন বিচারালয়ের নিষ্পত্তি অবলম্বন করিয়াই ইংলণ্ডের যাবতীয় বিচারালয়ের কার্য্য হয়; কিন্তু এ সকল এত অধিক, জটিল ও পরস্পর বিরুদ্ধ যে, বহুকাল অধ্যয়ন না করিলে বিশেষজ্ঞ হইবার যো নাই। ব্যবহারাজীবভিন্ন কেহ ইংলণ্ডের আইনসমূহের স্থূল মর্ম্মও গ্রহণ করিতে শক্ত হন না। বিচারপতি ফিয়ার বলেন, ভারতবর্ষে এ গোলযোগ নাই। এখানকার ব্যবস্থাপকগণের মন স্বার্থ ও দলাদলিপ্রভৃতির প্রাদুর্ভাববলে বিকৃত ও দূষিত নয়। কিন্তু এখানকার আইনগুলি সরল ও প্রণালীবদ্ধ নয়। বিচারপতি ফিয়ার ইহার একটী কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ দেশের প্রধান আইনগুলি ইংলণ্ডীয় আইন কমিসনরদিগের নিকট হইতে প্রস্তুত হইয়া আইসে। এখানকার ব্যবস্থাপকগণ তাহার কোন মূল নিয়মের পরিবর্ত্ত করিতে সমর্থ হন না। আইন কমিসনরগণ অতিশয় উপযুক্ত লোক বটেন;

কিন্তু তাঁহারা এ দেশের অবস্থা ও অভাব অবগত নহেন ; তাঁহাদিগের অবসরও অল্প; কাজে কাজেই তাঁহাদিগের কৃত আইনসকল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। তাঁহারা আপনারা আপনাদিগের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার বিষয় স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়াছেন ফৌজদারী কার্য্যবিধি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাতেই প্রস্তুত হয়। বিচারপতি ফিয়ার যে দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই যে কেবল সকল গোলযোগের কারণ তাহা নয়। তিনি নিজে স্বীকার করেন, নেপলিয়ন অথবা আকবরের ন্যায় এক জন অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক অধ্যক্ষতা না করিলে ব্যবস্থা সংগ্রহ হয় না। গোলযোগে যে এ কার্য্য হয় না তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু কেবল নির্জ্জনেও হয় না। যে সকল লোক জষ্টিনিয়ন, নেপলিয়ন ও আকবরের সাহায্য করেন, তাঁহারা কেবল ব্যবহারাজীব নহেন, তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং সকলে আপন আপন সময়ের লোকদিগকে উত্তমরূপে জানিতেন। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপকগণ সে ধাতুর লোক নহেন। সত্য বটে এক্ষণে কয়েক জন এতদ্দেশীয় সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ লোক যে তাঁহাদিগের নিকটে দেশের অবস্থা জানা সম্ভাবিত নহে। ইংলণ্ডে যে সকল উত্তম আইন হইয়াছে, হাউস অব কমন্স তাহার প্রসূতি। ভারতবর্ষের ইউরোপীয় ব্যবস্থাপকগণ প্রায় বৃদ্ধ সিবিলিয়ান। তাঁহারা যথার্থ ব্যবহারাজীব ও রাজনীতিজ্ঞ নহেন। ইংলণ্ড হইতে যে এক এক জন আইনসংক্রান্ত সভ্য আইসেন, তাঁহাদিগের সকলে প্রথম শ্রেণির লোক নহেন। সর বার্ণেস পিকক ও সাহেব যে দুই জন উপযুক্ত লোক হাদিগের এক জনও রাজনীতিজ্ঞ নহেন ; রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও যথার্থ ব্যবস্থাপক হওয়া যায় না। তাঁহারা আবার এ দেশের কিছুই জানেন না। এপ্রকার লোকের দ্বারা কাজ হওয়া সম্ভাবিত নয়। কতগুলি বৃদ্ধ কুসংস্কারবিশিষ্ট সিবিলিয়ান, এক জন পক্ষপাতদূষিত ইংলণ্ডীয় ব্যবহারাজীব, দুই জন না ব্যবহারাজীব না ব্যবস্থাপক বণিক এবং কয়েকজন কেবল পদে বড় ভারতবর্ষীয় সর্দ্দার ইহাঁরা কি বিচারপতি ফিয়ারের উদ্দেশ সাধন করিতে পারেন ? এসকল লোক হইতে মধ্যে মধ্যে কণ্ট্রাক্ট আইনের ন্যায় ভয়ানক ব্যবস্থা হইবারই সম্ভাবনা। অতএব ইহাঁদিগের দমনকর্ত্তা স্বরূপ ইংলণ্ডে কয়েকজন কমিসনর থাকেন, এটি প্রার্থনীয়। কমিসনরগণ বিষয়বিশেষে ভ্রমে পতিত হন, একথা আমরা অস্বীকার করি না। যেখানে মেইন সাহেবের ন্যায় ব্যবস্থাপক সর্ব্বে সর্ব্বা সেখানে বহু অনর্থ ঘটিবার সমধিক সম্ভাবনা। ফলকথা এই যতদিন ভারতবর্ষের যথার্থ বুদ্ধিমান লোকদিগকে গ্রহণ করা না হইবে, ততদিন ব্যবস্থাপ্রণয়ন বিষয়ে যে গোলযোগ হইবে তাহা নিবারণীয় নহে। এ দেশে ইংলণ্ডের টেম্পলের ন্যায় আইনশিক্ষার স্থান করা আবশ্যক। প্রতিনিধিপ্রণালী কিয়দংশে বিস্তারিত করিয়া মধ্যম শ্রেণির অধিকসংখ্যক লোককে শাসন ও ব্যবস্থাপ্রণয়নকার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অগ্রে এসকল হইলে পশ্চাৎ ইংলণ্ডের আইন কমিসনরদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভপ্রস্তাব শোভা পাইবে। তাঁহারা থাকিতেআর কিছু না হউক, ইংলণ্ডে পক্ষপাতপূর্ণ আইনপ্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে না। ইংলণ্ডীয়দিগের এই পুণ্য যে দিন লুপ্ত হইবে, সেই দিন অবধি ইংরাজ রাজত্বেরই ক্ষয়ারম্ভ গণনা করিতে হইবে।

আমাদিগের বিচারালয়ের বি বিচারপতি ফিয়ার যে কথা বলিয়াছে তাহাই সাধারণের মত। এক্ষণকার মু ফেরা জেলার জজদিগের অপেক্ষা যে অ উপযুক্ত ফিয়ার সাহেব তাহা মুক্তক স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, জজ ও অধঃ জজদিগের আপীল আদালত উঠাই দিয়া এক কালে প্রধানতম বিচারাল আপীল করিবার নিয়ম করাই তা কিন্তু যত দিন সিবিল সর্ব্বিস থাকিবে ততদিন তাহা হইতেছে না। পারুন ও না পারুন বকল সাহেবের সদৃশ জজে আর কিছু কাল বিরক্ত করিবেন সন্দে নাই। এ স্থলে এরূপ অনিষ্ট নিবারণে এক উপায় আছে। খাসআপীল বলি যে একটী প্রভেদ আছে, তাহা রহি করিয়া সর্ব্বস্থলেই ঘটনা ও আইন উভ সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ে আপী করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রধানতম বি রালয়ের বিচারপতিগণ চেষ্টা করিলে এটী অনায়াসে করিতে পারেন।

—:০:—

কৃষকের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সোপান।

জন ষ্ট্রেচি সাহেব সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক মহোপকারক আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের এক জন কৃষক জমীদারের অনুমতি না লইয়া ঠিকা জমিতে কূপ খনন করে; জমীদার তাহাকে ভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। এ বিষয়ে নালীশ ও আপীল হওয়াতে প্রধানতম বিচারালয়কে অগত্যা বর্ত্তমান আইনের অনুসারে জমীদারের কার্য্যের অনুমোদন করিতে হইয়াছে কিন্তু বিচারালয় বলেন, জল বিনা শস্য উৎপন্ন হয় না, সেই জলের নিমিত্ত কূপ খনন করিলে প্রজা ভূমিচ্যুত হয়, আইন অতিশয় অসঙ্গত। ষ্ট্রেচি সাহেব

নিমিত্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, উল্লিখিত কার কূপ খনন করিয়া প্রজা ভূমিচ্যুত বে না। জমীদার যদি প্রজাকে ছাড়া দেন, তাহা হইলে সে যে উন্নতি বান করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ রিতে হইবে। এই বিষয় লইয়া ব্যব াপক সভায় তর্ক বিতর্ক হয়। কর্ণেল াহেবপ্রভৃতি জমীদারের স্বত্বের হানি ইবে বলিয়া প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সর জন লরেন্স বলিয়াছেন, তাঁহার শাসন কালে যদি এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেন। তাঁহার অনুরোধে ঐ পাণ্ডুলেখ্যটী সিলেক্ট কমিটির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।

আমরা প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে প্রস্তাব করিয়া আসি তেছি, এটী তাহার প্রথম সোপান সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রস্তাবকর্ত্তা প্রকৃত পথে পদার্পণ করিতে পারেন নাই। জমীদার ভূমি কাড়িয়া লইবেন বলিয়া প্রজা কূপ খনন করিতে পারে না, ব্যবস্থাপ প্রজাকে এই ক্ষমতা দিয়া ক্ষতি রণ দিতেছেন। বোধ কর, প্রজা মূল ন বিনিয়োজিত করিয়া মরু ভূমিকে র্বরা করিয়া তুলিল, জমীদার কর বৃদ্ধি রিলেন; প্রজা অসমর্থ হইয়া ভূমি াগ করিল। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যটী বিধিবদ্ধ হইলে সে ক্ষতি পূরণ প্রাপ্ত ইবে। কিন্তু সে সে ক্ষতিপূরণ কিরূপ প াবে? জমীদার কি সহজে দিবেন? কান্ ব্যক্তি যথার্থ মূল্য স্থির করিবেন? দেওয়ানী আদালতকে ইহার মীমাংসা রিতে হইবে; ইহাতে কেবল মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। নিষ্পত্তির্নিবারণার্থ যদি আইন করা কর্তব্য , তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা করা আবশ্যক হয়, কিন্তু একটা স্থায়ী বন্দোবস্তব্যতিরেকে উহার সম্ভাবনা নাই। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ব্যবস্থাপকগণ ক্রমশঃ প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন; কিন্তু এক কালে প্রকৃত পথে পদার্পণ করিতে সাহসী হই তেছেন না। যখন অনিষ্ট প্রত্যক্ষ হই তেছে, তখন সাহস সহকারে যথার্থ উপায় অবলম্বন করা কি উচিত নহে? জমীদারেরা অসন্তুষ্ট হইবেন গবর্ণমেণ্ট কি এই শঙ্কা করিতেছেন? গবর্ণমেণ্ট যদি জমীদার দিগকে উপেক্ষা করিয়াসাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদিগের অসন্তোষের প্রকৃত কারণ ঘটে, আর যদি তাঁহাদিগকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া করেন, সে অসন্তোষের সম্ভাবনা কি? যদি কেহ না বুঝিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন, বুঝিতে পারিলেই তাহা দূর হইবে। যাহা হউক, ষ্ট্রেচিসাহেব অতিশয় সদনুষ্ঠানে করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি। তিনি কেবল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদিগের নিমিত্ত আইন করিবার চেষ্টা না করিয়া ভারতবর্ষের সমুদায় কৃষকের নিমিত্ত করিবার চেষ্টা করুন। যদি গবর্ণমেণ্টের এক কালে কৃষকদিগের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে একান্তই সাহস না হয়, অপেক্ষতঃ এই আইন করা উচিত যে, যে ভূমিতে কূপ, উদ্যান বাটী, কারখানা প্রভৃতি করা হইবে কখনই তাহার করবৃদ্ধি করা হইবে না। কৃষকেরা সচরাচর সামান্য কুটীরে বাস করে। যাহা দিগের সঙ্গতি আছে, তাহারাও নবে উঠিয়া যাইতে হইবে, এই শঙ্কায় ভাল ঘর করে না। করবৃদ্ধির ভয় সামান্য ভয় নহে; এই নিমিত্ত কৃষকগণ কোনপ্রকার স্থিরতর উন্নতির কার্য্যে যত্নবান দৃষ্ট হয় না। সর জন লরেন্সের শাসনকালের শেষাংশে কৃষকদিগের মঙ্গলের চেষ্টা মাত্র হইল। তিনি কৃষকদিগের যথার্থ বন্ধু ছিলেন বটে; কিন্তু যথাসময়ে সাহস ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতে না পারাতে সাধন করিতে পরিলেন না। যে শাসনকর্ত্তা কৃষকদিগকে জমীদার ও মহাজনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন, তিনি স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তিলাভের যোগ্য পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

সর জন লরেন্সের সম্মানার্থ ভোজদান।

কতগুলি সিবিলিয়ান ও সৈনিক পুরুষ গত সোমবার টৌনহালে সর জন লরেন্সের সম্মানার্থ এক ভোজ দিয়াছেন। সর উইলিয়ম মানসফিলড অধ্যক্ষতা করিয়া তাঁহার প্রসংশাসূচক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সর জন লরেন্স প্রত্যুত্তরদানকালে আপনার শাসনসম্বন্ধে যে কয়টী কথা বলেন, তাহার অনেকগুলি ঔদার্য্যগুণে ভূষিত। তিনি আফগানস্থানের বিষয়ে যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ঘটনা হয় নাই। এটী তাঁহার গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু হজরা ও ভুটানের যুদ্ধের বিষয়ে যে সমর্থন করিয়াছেন, সেটী প্রাতিকর নহে। সর জন লরেন্স দুর্ভিক্ষক্লেশ নিবারণার্থ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের মন কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবে সন্দেহ নাই। এটী তাঁহার যথার্থ শ্লাঘার বিষয়। ১৮৫৭ অব্দে তাঁহার যে প্রসংশালাভ হয়, তন্নিমিত্ত সর রবার্ট মণ্টগমরিপ্রভৃতিকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি সদ্বিবেচনার কাজ করিয়াছেন। লোকদিগের বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সেটী অতিশয় প্রসংশনীয়। এ দেশীয়দিগের সহিত প্রণয়ে অবস্থান করিবার বিষয়ে স্বদেশীদিগকে যে পরামর্শ দিয়াছেন,

তাঁহার ঔদার্য্য গুণের সবিশেষ পরিচয় হইয়াছে। ১৮৫৭ অব্দে ভারতবর্ষীয়েরা সাহায্য না করিলে ইংরাজ সৈন্যগণ কখন দেশরক্ষা করিতে পারিত না, এই কথা স্বীকার করাতে সর জন লরেন্সের কেবল মহিমা প্রকাশ হইয়াছে, এরূপ নয়, ইহাতে অনেক ইংরাজের বিলক্ষণ শিক্ষা হইবে।

—:০:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। বিদ্যাসাগরকৃত উপক্রমনিকার ইংরাজী অনুবাদ। প্রেসিডেন্সিকালেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ করিয়াছেন। এখানি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত, এ বার মূলের অবিরোধে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে; স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। এতৎ কার্য্যদ্বারা ইহার অবয়ব পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদ্বারা কেবল বিদেশীয়দিগের নয় অধিক জিজ্ঞাসু স্বদেশীয়দিগেরও বিশেষ উপকার দর্শিবে। ফলতঃ এখানি সংস্কৃতে প্রবেশ করিবার একটী সুন্দর উপায় হইয়াছে।

২। সর্পাঘাতপ্রতীকার। মেদিনীপুর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ দাস ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে কতগুলি পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত সর্পবিষনাশক ঔষধ লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসক দলের এখানির পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

৩। লম্পটদমন। ইহাতে গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকার এতদ্দ্বারা লম্পটদমন হইবে, মনে করিয়া এতৎ প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের বোধ হইতেছে, বৈপরীত্য ঘটিবারই (লম্পটতা বৃদ্ধি হইবারই) সমধিক সম্ভাবনা।

৪। হিতশিক্ষা তৃতীয় ভাগ। এ খানি কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নানা হিতকর বিষয় লইয়া এখানি রচিত হইয়াছে। ব্যাকরণের সন্ধিপ্রকরণও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্ট হইল। এব্যবস্থাটী আমাদিগের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না।

৫। রিফেলেক্টর। এখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। আলাহাবাদে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দুই এক সংখ্যা দেখিয়া সমাচার পত্রের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বিধেয় হয় না। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় একটী অশুভলক্ষণ লক্ষিত হইল। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের টেলিগ্রাফের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রানির অভিযোগের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।

———

বিবিধসংবাদ।

২৯ এ পৌষ সোমবার।

আগরার চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ কারলাইল সাহেব সম্প্রতি এক মৃত কুম্ভীরের উদরমধ্যে ৬৮ টী প্রস্তর এবং কতকগুলি গহনা ও মনুষ্যকেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুম্ভীর পচামাংস ভিন্ন ভক্ষণ করে না, এ কথা ইহা দ্বারা অপ্রমাণ হইতেছে। কারলাইল সাহেব অনুমান করেন কুম্ভীরেরা স্ত্রীলোকের মাংস অধিক উপাদেয় জ্ঞান করে।

কানানোরের নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দুই জন ছাত্র এক জন শিক্ষককে প্রহার করাতে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তাহারা দুই বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কোন কাজ পাইবে না।

দিল্লী অঞ্চলে অনাবৃষ্টিনিবন্ধন প্রায় ১০,০০০ গো মহিষ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃষ্টি না হইলে আরও ভয়ানক কাণ্ড হইবে। এক কলসি জল চারি আনায় বিক্রীত হইতেছে।

১৮৬৭।৬৮ অব্দে পঞ্জাবের রেলওয়ের নিমিত্ত ৯৪,৩৮,৪৭৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১,০৪২৬৮ টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে এবং ৯৩,৩৪২১৬ টাকা সংগৃহীত মূল ধন হইতে ব্যয়িত হইয়াছে।

অমৃতসর বিভাগের অন্তর্গত আজনমা গাব নামের তহবিলদার উৎকোচ গ্রহণ করে তাঁহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ ও ৪০০ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

ইণ্ডো ইউরোপীয় করেন পুস্তকে দৃষ্ট হ সম্প্রতি বেলজিয়ম হইতে ৪ জন ও আর্মে হইতে ৮ জন নন আসিয়াছেন। ননেরা বি না করিয়া কেবল ঈশ্বরসেবায় দিনপাত করে কাথলিকেরা ক্রমশঃ এ দেশে বদ্ধমূল হই ছেন।

ফিরোজ জাহাজ ভগ্নপ্রায় হওয়াতে সর জ লরেন্স আগামী ১৯ এ জানুয়ারি পি ও কোম্প নির সেইল জাহাজে এ দেশ ত্যাগ করিবেন

১লা ফেব্রুয়ারি অবধি যাঁহারা টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগকে ষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে। যাঁহারা টেলিগ্রাফ আড্ডা হইতে দূরে থাকিবেন তাঁহারা ডাকে পত্র পাঠাইলে টেলিগ্রামে যাইবে। এ নিমিত্ত পৃথক ষ্টাম্প হইতেছে। ষ্টাম্পের দুটী মুখ সংবাদ প্রেরিত হইলে রসিদ স্বরূপ একটী মুখ প্রেরয়িতার নিকটে প্রেরণ করা হইবে। এনিমিত্ত সর্ব্বসাধারণে সর জন লরেন্সের নিকটে ঋণী হইতেছেন।

সর জন লরেন্স আর একটী মহৎ উপকার করিলেন। ১লা এপ্রেল অবধি ডাকের মাশুল কমিতেছে। এপর্য্যন্ত সিকিতোলার অনধিক পত্রের মাশুল দুই পয়সা দিয়া অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত এক আনা এবং অর্দ্ধতোলার উপরে প্রতি অর্দ্ধতোলা অথবা তাহার ভগ্নাংশে এক আনা মাশুল লাগিত। গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, ১লা ফেব্রুয়ারি অবধি অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত দুই পয়সা, এক তোলা পর্য্যন্ত এক আনা এবং তদুপরি প্রতি তোলায় এক আনা মাশুল লাগিবে। সংবাদপত্রের মাশুল পাঁচ তোলা পর্য্যন্ত দুই পয়সা করা কর্ত্তব্য। আমরা অবগত হইলাম, এ নিমিত্ত শীঘ্র আবেদন হইবে।

গবর্ণমেণ্ট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন আবদুল রহমন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন এবং সিয়ারআলি নিজ জয়ের স্মরণার্থ তোপ [illegible]ছেন। গবর্ণমেণ্ট সিয়ারআলিকে [illegible] টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন, তাহা জেলালাবাদে পঁহুছিয়াছে। এক জন রুশীয় কর্ণেল কাবুলে আসিয়াছেন, এজনরব অমূলক। তবে সকলে সন্দেহ করেন, সিয়ার আলির সহিত রুশীয়দিগের কোনপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এক দল রুশীয় অশ্বারোহী অকসসের নিকট কাবুলের কিয়দংশ দর্শন করিয়া গিয়াছে

ডের আখুন্দ মোল্লার আলকে ব্রিটিশ গব টর মিত্র দেখিয়া তাঁহাকে অধার্ম্মিক জ্ঞান ায়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার ড আখুন্দ এক ঘোষণা করিয়াছেন।

ক্ষ্ণৌএর লামার্টিনিয়র কালেজ কলিকাতার বিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইয়াছে।

র জন লরেন্স পদত্যাগকালে নিম্নলিখিত দিগকে উপাধি প্রদান করিয়াছেন। মিন া জেলার অন্তর্গত কুকালি পরগণার চৌধুরী মনসিংহ শাসনকার্য্যের সহায়তা ও বিদ্যার দাহ দানের নিমিত্ত রায়বাহাদুর উপাধি পাই কম মেডিকাল কালেজের সব আসিষ্টান্ট জন বাবু রামনারায়ণদাস রায় বাহাদুর ও নবী জামিন খাঁ খাঁ বাহাদুর উপাধি পাই ছেন।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের প্রশ্নানুসারে ভারতবর্ষীয় র্ণমেন্ট নিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যখন কোন কম্ রী সদর মফস্বল হইতে পাঁচ মাইলের অধিক গমন করিবেন, তখন তিনি পাথেয় পাইতে রিবেন। এপর্য্যন্ত ১০ মাইলের ভিতরে পাথেয় দেওয়া হইত না, এটী কিছু অধিক অনু হইল।

গতকল্য বেলা ৪। ৪৫ সময়ে অতিশয় ভূমিকম্প হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিগে পৃথিবী দুই মিনিট পর্য্যন্ত দোলায়মান হয়। বড় বড় অট্টালিকা সকল পাতপ্রায় হইয়া ছল। ভূমিকম্পের সময়ে দূরস্থিত কামানের োলার ন্যায় একটী শব্দ হয়। পৃথিবীর জল উচ্ছলিত হইয়াছিল এবং মৎস্যসকল লম্ফ য়া তীরে উত্থিত হয়। ভূমিকম্পের পর পুষ্ রিণীর জলে প্রায় অর্দ্ধঘটিকা পর্য্যন্ত তরঙ্গমালা হিয়াছিল।

যেসকল সৈন্য আবিসিনিয়ার যুদ্ধে গমন রে, তাহাদিগকে এক একটী মেডাল দেওয়া হবে।

কলিকাতার বিশপ, আর্কডিকন এবং ৩২ ন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী পাদরী সর জন ারেন্সকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন কে জন রাজপুরুষের ইউরোপীয় একখানি ভনন্দন দিবেন।

সিংহলে স্বর্ণখনি বাহির হইয়াছে। এক ন ভূতত্ত্ববিৎ খনর ইজারা চাহিয়াছেন। সিং ল স্বর্ণ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রাচীন লে ইহাতে এত স্বর্ণ পাওয়া যাইত যে "স্বর্ণ য় লঙ্কা।" প্রবাদবাক্য হইয়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষ, অযোধ্যা ও ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এবং কাটানুওস্থিত রেসি ডেণ্ট সর জন লরেন্সের নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছেন।

আমরা ইউরোপীয় টেলিগ্রাম দর্শন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম সর হারবাট এড ওয়াডস প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সর হারবাট এডওয়াডস সর হেনরি লরেন্সের এক জন ছাত্র ছিলেন। পঞ্জাব তাঁহার নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী আছেন। তিনি পঞ্জাবী কর্ম্মচারিগণের সুলভ যথেচ্ছাচার করিতেন বটে, কিন্তু ন্যা নিয় শুনিয়া কখন অবিচার করেন নাই। বিদ্রোহের সময়ে সর হারবাট এডওয়াডস শীকদিগকে বিশ্বস্ত রাখিবার নিমিত্ত অল্প চেষ্টা করেন নাই। পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া তিনি সর্ব্বদা ভারতবর্ষের কল্যাণ ও ভারতবর্ষীয় দিগের রাজ নীতিসংক্রান্ত উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা পাইতেন সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার উদ্ঘাটিত করিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুরু সর হেনরি লরেন্সের জীবনচরিত লিখিতেছি লেন। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে এই গ্রন্থখানি হয় ত শেষ করিতে পারেন নাই।

মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পিকফোড সাহেব সংস্কৃত গ্রন্থ সক লের সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়াছেন। চলিত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়, তিনি সেসকলেরও সংগ্রহ করিবেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক অংশীদিগকে শতকরা ৮ টাকা লাভ প্রদান করিয়াছেন। টাকার বাজার সস্তা হওয়াতে এক টাকা সুদ ও বাঁটা কমিয়া গিয়াছে।

ডেলিনিউস বলেন, গবর্ণমেন্ট আপনাদিগের বিদ্যালয় সমূহকে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া আনুকূল্য মাত্র দিবার মানস করিয়াছেন। প্রত্যেক বিদ্যা লয়ের নিমিত্ত একটী বাৎসরিকদান নির্দ্ধারিত করা হইবে। তাহার অধিক যত টাকা ব্যয় হইবে তাহা স্থানীয় লোকদিগকে দিতে হইবে। যে খানে ইহা হইবে না, সেখানকার বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবে। এপ্রস্তাব এখন করিলে ভয়া নক অনিষ্ট হইবে।

হিন্দুপত্র আরও বলেন, আন্দামানে কয়েদির সংখ্যা অধিক হওয়াতে তথায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত লোকদিগকে ভিন্ন আর কাহাকে প্রেরণ করা হইবে না। বেন্ধার বন্দরের সুপরি টেণ্ডেণ্ট এক্ষণ অবধি ব্রিটিশ ব্রহ্মের প্রধান কমিসনরের অধীন না থাকিয়া ভারতব র্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইবেন। কিন্তু যখন তিনি কাহার মৃত্যুদণ্ড দিবেন, তখন প্রধান কমি সনরের অনুমতি লইতে হইবে।

পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড সর জন লরেন্সের নিকটে বিদায় লইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন।

১২ ই জানুয়ারি মঙ্গলবার আরলমেয়ো ভারত বর্ষের গবর্ণর জেনরলের কার্য্যভার গ্রহণ করি বেন। সর জন লরেন্স ১৬ ই জানুয়ারি এ দেশ ত্যাগ করিয়াছেন।

গত কল্য টৌনহালে বঙ্গদেশের সামাজিক বিজ্ঞানসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছে। বিচারপতি ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভার নিমিত্ত পৃথক গৃহ না থাকাতে ডেলহৌসি ইনষ্টিটিউটের একটি গৃহের নিমিত্ত আবেদন করা হইবে। আমরা দুঃখিত হইলাম, সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না।

৩০ এ পৌষ মঙ্গলবার।

প্রধানতম বিচারালয়ের আটর্নী বাবু রাধা নাথ বসু এক মক্কেলের নামে বিল করিয়া অন্যায় টাকা লওয়াতে প্রধানাচারপতি তাঁহাকে ছয় মাসের নিমিত্ত স্থগিত করিয়াছেন।

হিন্দুপেট্রিয়টের একজন পত্রপ্রেরক বলেন নলহাটি শাখারেলওয়ের এক জন ইউ রোপীয় কর্ম্মচারী এক স্থান হইতে একটী বিগ্রহ তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। গ্রামস্থ লোকেরা নিবারণ করিতে আসাতে এই দুরন্ত বন্দুক প্রদর্শন করে, তাহাতে তাঁহারা নিরস্ত হইতে বাধিত হন। রেইলওয়ের এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারি গণ সাহেবকে বলেন, ইহাতে তাঁহার মেয়াদ হইতে পারে, কিন্তু "আমি তাহা গ্রাহ্য করি না" উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যক্তি শীঘ্র স্কট লণ্ডে গমন করিবে। এবং বিগ্রহটী স্বদেশে লইয়া যাইবার মানস করিয়াছে। এ ব্যক্তিকে অবিলম্বে ধৃত করিয়া ফৌজদারিতে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। নিম্ন শ্রেণির ইউরোপীয়গণই অধিক অত্যাচার করে; কিন্তু মফস্বলের আদালতের কোন ক্ষমতা নাই; প্রধানতম বিচারালয়ে দণ্ড হয় না; সুতরাং ইহারা নির্ভয়ে যথেচ্ছাচার করে।

বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের স্মরণার্থ যে সভা হয় তাহার সম্পাদককে বর্দ্ধমানের রাজার কর্ম্মচারী বাবু তারকনাথ সেন লিখিয়াছেন, মহা রাজ হরচন্দ্র ঘোষকে বিশেষ সম্মান করিতেন এবং তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন করিতে হইলে সাহায্য দিবেন। রাজা ক্রমশঃ স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিখিতেছেন। তাঁহার জানা কর্ত্তব্য কেবল ইংরাজদিগের সম্মান করিলে কাজ হয় না, স্বদেশীয়দিগের প্রিয় পাত্র না হইতে পারিলে সকল কাজই বৃথা হয়। তিনি এখনও চেষ্টা করিলে পূর্ব্ব ভ্রমসকল সংশোধন করিতে পারেন।

সম্প্রতি ষ্টোকে যে প্রদর্শন হয়, তাহাতে এতদ্দেশীয় সর্দ্দারগণ আপমানিত হইয়াছেন। সর্দ্দারগণ প্রথম শ্রেণির টিকেট লইয়াছিলেন, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আসনগ্রহণের পূর্ব্বে আসন প্রাপ্ত হন নাই। পুলিষ প্রহরিগণ চাবুক লইয়া সর্দ্দারদিগকে নিকটস্থ হইতে দেয় নাই। কয়েক জন উপযুক্ত লোক আসন প্রাপ্ত হন নাই। এতদ্দেশীয় রাজগণের অপেক্ষা হতভাগ্য লোক আর নাই। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের ভয়ে তাঁহাদিগকে প্রদর্শন ও দরবার প্রভৃতি স্থানে আসিতে হয়। আসিলেও সম্মান পান না। গবর্ণমেণ্ট মনে করিলে কি নিবারণ করিতে পারেন না ?

শিক্ষাবিভাগে থাকা দুঃখের নামান্তর মাত্র, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে দক্ষিণ কানাড়ায় কয়েক জন নিযুক্তব শিক্ষক উদরান্নের জন্য অন্য বিভাগে প্রবেশ করাতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, বিভাগীয় প্রধানদিগের অনুমতিভিন্ন কেহ অন্য বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। চতুর্দ্দশ লুইয়ের সময়ে একজন ফরাশী আফিসর অনেক দিন বেতন না পাইয়া এক দিবস রাজাকে বলিলেন, " তাত ! আপনার সহিত তিনটি কথা আছে দেতন নচেৎ বিদায়।" রাজা, বলিলেন " তোমার সহিত চারিটী কথা আছে, দুইয়ের একটীও নহে"। নিযুক্তর শিক্ষকদিগের এই দশা ঘটিয়াছে।

চা-কর বলদিন এক জন কুলির উপরে যে অত্যাচার করে, তদ্বিষয়ে ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া লাণ্ডহোলডার্স সভা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যাহাতে এপ্রকার অত্যাচার না হয়, সভার নিরন্তর সেই চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নশ্রেণির ইউরোপীয় অধ্যক্ষ থাকিতে তাহা হইবে না। চা-করেরা এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মাধ্যক্ষ করেন না কেন ? তাহা হইলে এই সকল অত্যাচার হইতে পারে না।

মাড়োয়ারে সম্প্রতি একজন ক্ষত্রিয়ী ব্রাহ্মণ নারী সহমৃতা হওয়াতে তত্রত্য রাজা ইহার উদ্যোগীদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন। ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, প্রধান উদ্যোগিভিন্ন আর সকলের মেয়াদ কমাইলে ভাল হয়।

১ লা মাঘ বুধবার।

রবিবারে ভূমিকম্প বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া হইয়াছে। কাছাড়ের অন্তর্গত সিলচর হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, বিস্তর গৃহ পতিত হইয়াছে। তত্রত্য বাজারটী ভূগর্ভে মগ্ন হইয়াছে ! !

সৈদ আজিমুদ্দিন খাঁর পুত্র সৈদ শরিফুদ্দিন লক্ষ্ণৌয়ের তালুকদারসভার সম্পাদক ছিলেন তিনি আপাততঃ লক্ষ্ণৌয়ে ওকালতি করিতেছেন। লক্ষ্ণৌটাইমস বলেন, যে ছাত্রকে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট শরিফদ্দিনকে সেই ছাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। তিনি যতদিন সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিবেন, ততদিন তাঁহাকে মাসিক ৩০০ টাকা দেওয়া হইবে। বঙ্গদেশে কি আর লোক ছিলেন না, অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশের ছাত্র লওয়া হইল। এটী পঞ্জাবী চাল দেখা যাইতেছে। গ্রে সাহেব জানিবেন, চালের উপরে কিস্তি আছে।

কাপ্তেন হাদিয়ত আলি প্রধান সেনাপতির এতদ্দেশীয় এডিকঙ হইয়াছেন।

১০ ই জানুয়ারিতে যে সপ্তাহের শেষ হয়, তন্মধ্যে সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল লাহোরে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি হইয়াছে। ৯ ই দিল্লীতে মেঘাড়ম্বর ও বাতাস হইয়াছিল, কিন্তু বিন্দুপাত হয় নাই। অম্বালা, জলন্দর, দিসা, রাউলপিণ্ডি লক্ষ্ণৌ, পাটনা, জয়পুর, আলাহাবাদ ও জবলপুরে বৃষ্টির লেশমাত্র নাই।

গবর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন কচের রাজার কতকগুলি প্রজা আফ্রিকা হইতে দাস ক্রয় করিয়া আনয়ন করে। গবর্ণমেণ্ট তন্নিমিত্ত তত্রত্য রেসিডেণ্টের দ্বারা রাজাকে জানাইয়াছেন যদি এই ঘৃণিত ব্যবসায় বন্ধ না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অগত্যা হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

২ রা মাঘ বৃহস্পতিবার।

গত কল্য রাইট অনরেবল রিচার্ড, সৌথওয়েল, বোর্ক আরল অব মেয়, মণিক্রোয়ারের বাইকৌণ্ট মেয় এবং নাসের বারণ নাস কে, পি, ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও প্রধান শাসনকর্ত্তার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। লার্ড মেয় যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তখন বিস্তর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় এবং কয়েক শত সৈনিক উপস্থিত ছিলেন। সর জন লরেন্স যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, তাঁহাকে গবর্ণর জেনরলের সম্মান প্রদান করা হইবে।

সর জন লরেন্স নেপালীয় দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলে। আহ্লাদিত হইলাম, দূতের বাটীতে পুলিশ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ ও মুন্সি আমীর গোপনীয় দ্বার দিয়া গবর্ণর জেনরলের ব প্রবেশ করিবার স্বত্ব পাইবেন।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন কলিক মিউনিসিপালিটি বেশ্যাদিগের পরীক্ষা ও মিত্ত চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত যে ব্যয় নির্দ্ধ করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে ষ্ট হইয়া বলিয়াছেন, মান্দ্রাজের ন্যায় ব দিগের চিকিৎসককে রেজিষ্টার করা কর্ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত প্রণ অনুসরণ করিলে অল্প ব্যয়ে যথার্থ কাজ হই হগ সাহেব মাসিক ১৬,০০০ টাকা ব্যয় করি কারখানা করিয়াছিলেন। জষ্টিসগণ যদি রক্তচ্ছেদন করিতে চান তাহা হইলে হ ফরিঙ্গি ওবরসিয়ার, একজন ইঞ্জিনিয়র অন্ততঃ ৩০ জন চাপরাশী প্রেরণ কর এখানে সেই সেকেলে নবাবি চাল।

৩ রা মাঘ শুক্রবার।

আমরা মান্দ্রাজ এথেনিয়ম দর্শন ক দুঃখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে লক্ষ টাকা রাজকুমার আজিমজার জন্য প্র করিয়াছেন তাহা তাঁহার পেন্সন হইতে বা এক লক্ষ টাকা করিয়া কর্ত্তন করিবার ই প্রকাশ করিয়াছেন। আজিমজার ৭০ বৎ বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং তাঁহার শরীরও জী এ অবস্থায় বৃত্তি কমান ভাল নহে; কিন্তু আ দিগের পদচ্যুত রাজকুমারগণকে বলা উচি তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইলে ভবিষ্যতে কোনপ্রক সাহায্য পাইবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন কোন দেশের রাজ পদচ্যুতদিগের প্রতি এমত ব্যবহার করেন নাই; তৃতীয় নেপোলিয়ন আলয়ন্স বংশীয়দিগের গোপনীয় জমিদারিগুলি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন।

অযোধ্যা আর্গসের সম্পাদক কাপ্তেন পি, মুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি অনেকগুলি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন মুরের অন্তঃকরণ নির্ম্মল ছিল; কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহার ক্রোধ কিছু অধিক ছিল; তন্নিবন্ধন সর্ব্বদাই কষ্টে পতিত হইতেন। উদরীরোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মিরার পত্র এক্ষণে সাপ্তাহিক হইল।

৪ঠা মাঘ শনিবার।

চুকেশন গেজেট বলেন, " শ্রীযুক্ত বাবু শচন্দ্র ঘোষ বি, এ, দেশীয় প্রচলিত কাসমস্তের একটী বৃহৎ ভ্রম প্রকাশিত য়া দিয়াছেন। অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগতারার ত সূর্য্যের সংক্রমণ হইলেই বর্ষের আরম্ভ ঐ দিনের নাম মহাবিষুব শেষ সংক্রান্তির এক্ষণে যে দিনে ঐ সংক্রান্তি ধরা যায়, ইংরাজী ১৩ ই এপ্রিল। কিন্তু ক্রান্তিপা জন অশ্বিনী নক্ষত্রের যোগতারার সহিত র সংক্রমণ—অর্থাৎ সম অয়নাংশ এক্ষণে শ এপ্রিলে ঘটিতেছে। সুতরাং প্রচলিত কানুসারে সাত দিন পূর্ব্বে আমাদিগের রারম্ভ হইতেছে। ইংরাজী ২১ শে এপ্রিলে বৈশাখ ধরিলে ঐ ভ্রমের সংশোধন হয়। " অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, " দিগাপাতি কুমার প্রমথনাথ রায় রামপুর বোয়ালিয়া ত দিগাপাতিয়াপর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তু ার্থ ১৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। নি আরও তাঁহার জিলাস্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদিগের সাহায্যার্থে ৩৫০ টাকা দিয়াছেন। দাতব্যের জন্য লেঃ গবর্ণর তাঁহাকে ধন্য দিয়াছেন। "

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

পেরা ৬ ই জানুয়ারি। কাবালেটি হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, সুলতান পারিসস্থিত তুরস্ক দূতকে টেলিগ্রাফ দ্বারা স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে সম্মত হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত ৯ ই জানুয়ারি দূত সভা হইবে।

লণ্ডন ৬ ই জানুয়ারি। মাডরিড হইতে যে লিগ্রাম আসিয়াছে তদ্দ্বারা জানা যাইতেছে প্রভৃতি কাডিজ ও মালাগাতে যে উপদ্রব য, তাহা ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞীর অনুচরগণ করি ছিল, এই ভাবে আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট এক ফুলর করিয়াছেন। ইটালীতে অদ্যাপি গোলযোগ রহিয়াছে, সেনাপতি কড়োন স্থিস্থাপনের ভার পাইয়াছেন।

৭ ই জানুয়ারি। তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদ ভঞ্জনার্থ যে দূতসভা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিবাদভঞ্জন হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

সর ষ্টাফোর্ড নর্থকোট হডসন বে কোম্পা-র গবর্ণর মনোনীত হইয়াছেন।

৮ ই জানুয়ারি। অদ্যকার লেবাণ্ট হেরালড লন, পিট্রোপলাস্কর পুত্র ও ক্রেটস্থিত বল-ণ্টিয়রগণ তুরস্ক গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সুলতান দুইখানি লৌহাবৃত জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন।

আয়ারলণ্ডে কতকগুলি কৃষিসংক্রান্ত অত্যাচার ও গোলযোগ হইয়াছে।

তুরস্ক ও গ্রীসসংক্রান্ত দূতসভার অধিবেশন কলা নিশ্চিত হইবে।

৯ ই জানুয়ারি। ভারতবর্ষের ষ্টেটসেক্রেটারি মৃত সর কারবার্ট এড ওয়ার্ডসের নিমিত্ত প্রশংসা সূচক এক মন্তব্য লিখিয়া তাঁহার স্মরণার্থ একটী স্তম্ভ করিবার মানস করিয়াছেন।

টাউলাউসের গবর্ণমেণ্টের উকীলের প্রতি ফরাশী সম্রাট এই বলিয়া দোষারোপ করেন, উকীল সংবাদপত্রের দিকে অন্যায়রূপে পক্ষপাত করিয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই নিমিত্ত উকীল পদত্যাগ করিয়াছেন। কার্লিষ্টদিগের ষড়যন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রপ্রিয়দিগের সংখ্যা স্পেনে বৃদ্ধি হইতেছে।

১১ ই জানুয়ারি। ফরাশী আয় ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব প্রদান করা হইয়াছে। ১৮৬৮ অব্দে হিসাবের অতিরিক্ত ৩,৪০,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক অধিক আয় হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দে ১,৭৩,৬০,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক আয় ও ১৬,৫০,০০,০০০ ব্যয় হইবে, স্থির করা হইয়াছে রিপোর্টে বলা হইয়াছে, শান্তিরক্ষায় সাধারণ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে এবং সকলের সংস্কার হইয়াছে। সম্রাট নেপোলিয়ন সাধারণ মঙ্গলার্থ যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফোরেন্স হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ করে ইটালীর সমুদায় গোলযোগের শান্তি হইয়াছে। সেনাপতি সর চারলস সার চেলসিয়া হস্পিটালের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন।

১২ ই জানুয়ারি। গ্রীস ও তুরস্কের বিবাদ ভঞ্জনার্থ যে দূতসভা হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট দূতগণ আপনাদিগের মন্তব্য জানাইয়া সেই সভাকে এক পত্র লিখিয়াছেন। গ্রীসের দূত তুরস্ক দূতের সহিত সমান সম্মান পাইবেন না।

বাইকৌণ্ট ষ্টাও ফোর্ডের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

লেবাণ্ট হেরালড বলেন, ক্রিটের বিদ্রোহিগণ আপাততঃ যে গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহার সভ্যগণ অনেক যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। চারি জন হত হইয়াছেন। সকলের কাগজ পত্র তুরস্ক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হইয়াছে।

ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ তুরস্ক দূতের সহিত গ্রীক দূতের সমান সম্মান লাভের বিরুদ্ধে যে মীমাংসা করিয়াছেন, গ্রীক দূত মহুর রাঙ্গেব তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি টেলিগ্রাফ দ্বারা এথেন্স হইতে উপদেশ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। দূতগণ গ্রীস ও তুরস্কের দূতকে বলিয়াছেন, যত দিন সন্ধির তর্ক হইবে তত দিন তাঁহারা যেন কোন গোলযোগ না করেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

৬ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত সহকারী পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্টদিগের উন্নীতি গ্রাহ্য করা গেল,

দ্বিতীয় হইতে প্রথম শ্রেণিতে।

জে, বি, গোড সাহেব।

জি, জে, কলি।

ডবলিউ, আর, গ্রিণ।

তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

ই, এম, লাউয়াস সাহেব।

ডাক্তর জে, গ্রিণ পদত্যাগ করাতে এ, ডবলিউ ককরেণ সাহেব কুমিল্লার বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

৮ ই জানুয়ারি। জে, হুইট মোর সাহেব ময়মনসিংহের সহকারী মাজিষ্টেট ও কালেক্টর হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যতদিন এ, আবার্ক্রম্বি সাহেব বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে থাকবেন, ততদিন জে, এম, লোইন সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

পুলিষ ইনস্পেক্টর জে, টমাস সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ অক্টোবর অবধি ২৮ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত দারজিলিঙের পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডাণ্টের কার্য্যভার পাইয়াছিলেন।

৯ ই জানুয়ারি। যে, এম, স্কট সাহেব বি, এ, প্রেসিডেন্স কালেজের সিবিল ইঞ্জিনিয়রিঙ বিভাগের অধ্যাপক হইয়া তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হইলেন।

১১ ই জানুয়ারি। কাপ্তেন এ, ই, কাম্বেল

শিবসাগরের প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

সিংহভূমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর ক্যাপ্তেন ই, জি, লিলিঙষ্টোন ১৮৬৮ অব্দের ১৫ আইনের ১ ধারানুসারী ক্ষমতা পাইবেন।

৩১ এ ডিসেম্বর অবধি বাবু মহানন্দ মুখোপাধ্যায় শিবসাগরের দেওয়ানী চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইয়াছেন।

যতদিন এল, আর, টটেনহাম সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ, এল, ওয়েলস সাহেব হাবড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১১ই জানুয়ারি। বাবু অম্বিকাচরণ রায় চৌধুরী মালদহের সব রেজিষ্টার হইবেন।

যতদিন ডাক্তর এ, ফ্লেমিঙ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডাক্তর জে, হোয়াইট মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন। তিনি আরও নিজপদগুণে তত্রত্য কুলপ্রেরণবিভাগের অধ্যক্ষ হইবেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

৯ ই জানুয়ারি। দ্বিতীয় শ্রেণির স্থানীয় সহকারী ইঞ্জিনয়র জে, আর, কে, উইলিয়মস সাহেব বর্দ্ধমানের স্থানীয় রাস্তা হইতে নদীয়া বিভাগে বদলী হইবেন

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা ষ্টেট সেক্রেটারির সহিত চুক্তি করিয়া বঙ্গদেশে ইঞ্জিনিয়র হইয়া আসিয়াছেন।

সি, সি, আডলী-চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র।

ডবলিউ, জে হিথ চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ইঞ্জিনয়র।

জে, সি, লেঙ্গ'র প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনয়র।

এচ, এস, হার্ডিঞ্জ প্রথম শ্রেণীর সহকারী ইঞ্জিনিয়র।

ডবলিউ, রাসিঙটন-দ্বিতীয় শ্রেণির ঐ

আর, ডি, মর্গান ঐ ঐ।

১২ ই জানুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র জে, এম, লক সাহেব মহানদী হইতে উড়িষ্যাবিভাগে বদলী হইবেন।

উদ্ধৃত।

এখানকার শাসনসম্পর্কে
বৈদেশিক মত।

"ফ্রান্সদেশবাসী সিগফ্রীড নামক কোন ব্যক্তি সম্প্রতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া গিয়া এক জন স্বদেশীয় প্রধান রাজমন্ত্রীর নিকট যেপ্রকার বিজ্ঞাপনী প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে সেই বিজ্ঞাপনীর সারাংশ সঙ্কলিত হইল।

সিগফ্রীড সাহেব বলেন, ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ দেশ ফ্রান্স সাম্রাজ্য অপেক্ষা ছয় সাত গুণ অধিক বৃহৎ। এই দেশ বিংশতি কোটি মনুষ্যের নিবাসভূমি। ইংরাজেরা এই মহাদেশের অধিকারলাভ করিয়া এক্ষণে প্রভুত্বপ্রাপ্তি অথবা স্বধর্ম্মপ্রচারের লোভে জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তিপ্রেরিত হইয়াই লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ এবং কৃষিপ্রদর্শনী সংস্থাপনাদি সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়া আছেন। এক্ষণে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে ২০ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং রৌপ্য ব্যতীত ৩০ কোটি টাকার দ্রব্য ও রপ্তানীর পরিমাণ ২৭০ কোটি টাকার দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর অন্যূন ৪৪ কোটি গজ বিলাতী থান বিক্রীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এত থান বিক্রীত হয় যে, তদ্দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডল উপর্য্যুপরি বিংশতিবার পরিবেষ্টিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে যে রেলওয়েসমস্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ৬ কোটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ঐসমস্ত টাকার নিমিত্ত স্বয়ং দায়ী হইয়া আছেন বলিয়াই রেলওয়ে সমুদায় প্রস্তুত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি কুল্যাখননকার্য্যে মনোযোগী হইয়া তৎকার্য্যে ২০ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিজের অথবা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ১৯ হাজার বিদ্যালয় আছে। ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে অন্যূন ৩ লক্ষ দেশীয় বালক বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের যে কোন ত্রুটিই লক্ষিত হয় না, এমত নহে। ভারতবর্ষের জল বায়ু ইংরাজদিগের সহ্য হয় না। তজ্জন্য তাঁহারা এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে পারেন না। যে ইংরাজ ভারতবর্ষে যান, তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য, শীঘ্র শীঘ্র বড়মানুষ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ মমতা জন্মে না। আর একটী দোষ এই যে, ইংরাজেরা দেশীয় লোকদিগের সংস্রব ভাল বাসেন না। তাঁহারা সচরাচর অত্যন্ত সাহঙ্কার এবং গর্ব্বিত ব্যবহার করেন। তজ্জন্য যেপরিমাণে দেশীয় লোকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া রাজকার্য্যের প্রার্থী হইতেছে, সেপরিমাণে ইংরাজদিগের সহিত তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বৈরভাব উপস্থিত হইতেছে।" এডুকেশন গেজেট।

—:০:—

আমরা মালিপোতা হইতে নি খিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি

১। গত ৪ঠা জানুয়ারি গবর্ণমেণ্ট স মালিপোতা ইং বাং বিদ্যালয়ের পরীক্ষাকার্য্য সমাহিত হইয়া গিয়াছে কেরা পরীক্ষিত বিষয়ে যেরূপ প প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা প্রীতিপ্রদ হইবে। পরীক্ষাবসানে বিদ্যালয় দিবস অবকাশ হইয়াছিল। ছাত্রেরা বিশ্রামান্তে অভিনব উৎসাহসহকারে অধ্যয়নকা হইয়াছে। আগামী শ্রীপঞ্চমী পর্ব্বাহে বিদ্যালয়ের অবকাশের অব্যবহিত বোধ হয় পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকেরা যথা পুরস্কৃত হইবে।

২। নিরতিশয় আহ্লাদসহকারে প্র করিতেছি যে কলিকাতা খিদিরপুরের অ পাড়া ভুকৈলাসের রাজপরিবারস্থ শ্রী কুমার সত্যসত্যঘোষাল বাহাদুর এই বি লয়ে এককালীন ৫০ টাকা দান করিয়াছ তদ্দ্বারা বিদ্যালয়ের আবশ্যক ব্যবহ যোগী অনেকগুলি দ্রব্যের যথেষ্ট সাহায য়াছে। এতাবতা মালিপোতা উক্ত কি কুমার বাহাদুরের নিকট যাবজ্জীবন কৃ পাশে বদ্ধ রহিল। আমরা জগদীশ্বর প্রার্থনা করি, এরূপ মহানুভব লোক জীবী হইয়া দেশের মঙ্গলবর্দ্ধন করিতে

৩। সম্প্রতি এখানে হঠাৎ একটী শাবক আসিয়া যৎপরোনাস্তি উপদ্রব করিয়াছিল। অনেক গুলি ধেনু তাহার কবলে কবলিত হয়। প্রায় ১৫ দি হইল, নবলার মাঠে সেটী হত হইয়াছে জঙ্গলের যাদৃশ প্রাচুর্য্য, তাহাতে ব্যা ঈদৃশ অত্যাচার নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। দেশীয় শান্তিরক্ষকেরা আরও তত্ত্বাবেশে থাকুন, তাহা হইলে ক্রমশ সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হইবে। সে দিন অ খণ্ডিত পর জঙ্গলকর্ত্তনের নিমিত্ত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছি সেখানি কি মরীচবিহীন বপু গেল !!

৪। অত্রত্য অভিনব সং আফিসের কার্য্য এক্ষণে যের

'তে ইহার স্থায়িত্বের বিষয়ে নিঃসন্দিহান ত পারা যায়।

৫। শান্তিপুরের ক্ষুদ্র মকদ্দমার বিচারা আগামী ১৯ এ জানুয়ারি রাণাঘাটে উঠিয়া া. এরূপ আদেশ আসিয়াছে। মুন্সেফি দতটী আপাততঃ শান্তিপুরেই থাকিল েপের বিষয় এই, ব্যবহারাজীবদিগকে ক্ষুর পদবীতে পদার্পণ করিতে হইল। ঃ বিচারালয়গুলির একত্র সন্নিবেশই ক্ষ যুক্তির অনুমোদিত

৬। এখানে দিন দিন গোচোরের বিলক্ষণ র্ভাব লক্ষিত হইতেছে। সচরাচর এমনও। থাকে, যে যে গৃহস্থের গরু চুরি যায়, চারেরা গরু অনুসন্ধান করিয়া দিব া তাঁহার নিকট হইতে বিলক্ষণ দু টাকা অথচ তিনি গরু পান না। মন্দ নয় কিশুদ্ধ সহমরণ"। পুলিষের কার্য্যকারিতা ই সমান। কেবল " বাক্যেতে পর্ব্বৎ ত্ত কার্য্যে তিলাকার"।

৭। হবীবপুরে একটী পোষ্ট আফিস সংস্থা নের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া যার পর নাই হ্লাদিত হইলাম। কিন্তু কৃতার্থতালাভের পুর্ব্বে একথা যেন বেল সাহেবের কর্ণগোচর না হয়। তজ্জন্য হবীরপুরবাসীরা সতর্ক থাকিবেন।

৮। ১০ ই জানুয়ারি অপরাহ্ণে এখানে প্রায় ৩। মিনিট কালের মধ্যে বারত্রয় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এতাদৃশ কম্পন অদৃষ্টপুর্ব্ব।

২৯ এ পৌষ }
১২৭৫

আমাদিগের আন্দুলিয়াস্থ সংবাদ-
াতা লিখিয়াছেন:—

১। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এ দেশে ষ্ট আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পত্রাদি মত সময়ে হস্তগত হইবে; কিন্তু দুর্ভাগ্য ঃ সে আশা ফলবতী হইতেছে না। সুসভ্য শ.গবর্ণমেন্ট যেরূপ ডাক সংক্রান্ত নিয়ম ৷ দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কর্ম্ম হয় না। গ্য অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণই ইহার প্রধান। সময়ে সময়ে ইহাঁরা পত্রাদি এরূপ প্রেরণ করেন যে, তাহাতে অনেকের শেষ অনিষ্ট হয়। এখানে ভবদীয় শপ্রভৃতি প্রায় ৫। ৭ খানি সংবাদ াইসে, কিন্তু অধিকাংশ ২ ৩ দিবস মাদিগের হস্তগত হইতেছে। সোম প্রকাশ প্রায় বৎসরাবধি প্রতি মঙ্গলবারে এখানে আসিত; কিন্তু এক্ষণে বৃহস্পতিবারের ভিন্ন পাওয়া যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? সে দিবস মালিপোতা হইতে একখানি রেয়ারিং পত্র আন্দুলিয়া ডাকঘরে আসিয়াছিল। পত্রখানির উপর অন্যূন ৫। ৭ টী মোহর দেখিয়া হঠাৎ বোধ হইল যে এই ক্ষুদ্র পত্রখানি ভারত বর্ষের প্রান্ত ভাগ হইতে আসিয়াছে। মালিপোতা এখান হইতে ৫ মাইলের অধিক নহে। সেখান হইতে নিয়মিতরূপে পত্র পাইতে হইলে ৪ ঘণ্টার মধ্যে পাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু পত্র খানি শান্তিপুর হইতে পুর্ব্ব দিকে না আসিয়া প্রথমতঃ পাণ্ডুয়ায় গমন করে, তথা হইতে কলিকাতাপ্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগর পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে ৪। ৫ দিন পরে এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এরূপ করিয়া পত্রাদি আসিলে ঘর ঘর পোষ্ট আফিসের প্রয়োজন কি? শান্তিপুরের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার বাবু বোধ হয় উক্ত পত্রখানি ভ্রমবশতঃ এরূপ স্থলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি পোষ্টমাষ্টার বাবু ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

২। গত ১৮৬৮ সালের এল, এ, ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কালেজের এল, এ. পরীক্ষার ফল গত বর্ষের ন্যায় হয় নাই। প্রবেশিকায় এক প্রকার সমানই হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কলেজে ২৬ জন ছাত্রের মধ্যে এল এ পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ জন, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩১ জনের মধ্যে ১৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। এবৎসরও মুড়াগাছা ইংরাজি বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে মাইনর ছাত্রবৃত্তি কেহ প্রাপ্ত হন নাই। ৭ জনের মধ্যে তিন জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই স্কুল স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত একটী ছাত্রও ছাত্রবৃত্তিগ্রহণে সমর্থ হইল না। মুড়াগাছায় অনেকগুলি ভদ্র ও জমীদারের বাস আছে, এখানে প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের এরূপ ঘটনা নিতান্ত শোচনীয়। বিদ্যালয়টীর পঙ্কোদ্ধার করা অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

৪। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, "নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত" সোণাডাঙ্গার জমীদার বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় ন্যায়পরতার সহিত প্রজাপালন করিতেছেন। ইহার অপরিসীম যত্নে এখানে একটী ইংরাজি বিদ্যালয় ও ডাকঘর সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রজার হিতসাধনে বাবু একান্ত অনুরক্ত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনসম্বন্ধে উক্ত হিতৈষী মহোদয় একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। এরূপ জমীদারের দ্বারা দেশের অনেক হিতকর বিষয় সম্পন্ন হইতে পারে। ভদ্র লোকের মানরক্ষার্থে বাবু প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেও উদ্যত।

৫। রাণাঘাট সবডিবিজনের মধ্যে বেলগড়িয়া গ্রামে গরুর উপদ্রবে শস্য হয় না। কৃষকেরা একপ্রকার ও বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের উচিত যে, যাহাতে গরুর উপদ্রব না থাকে তাহার উপায় করেন।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ঝাঁশী অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের বিষয় আপনাকে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি এবং মহাশয়ও অন্য অন্য অনেক সংবাদ পত্রে জ্ঞাত হইতেছেন। এক্ষণে এস্থানে ভিক্ষুকের সংখ্যা যে কত বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বলা যায় না। আমরা এক্ষণে ভিক্ষুকের কষ্ট আর দেখিতে পারি না। এস্থলে অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের যে প্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। আপনকার গত সপ্তাহের পত্রে পাঠ করিয়া অবগত হইলাম যে, মধ্য ভারতবর্ষে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে তত্রত্য ১০০ টাকার নীচের কর্ম্মচারীদিগের শতকরা ২৫ টাকা করিয়া বেতন বাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে। আমরাও এক আবেদন পত্র আমাদিগের ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরকে দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছি। আজি কালি এখানকার অন্নক্ষেত্রে প্রায় ৫০০ লোক প্রত্যহ আহার করিতেছে। অনুমান করি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা এখানকার দুর্ভিক্ষ ঘোরতর হইয়া উঠিল। বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে চাউল ৭॥০ ও গম ১০ সের বিক্রয় হইতেছে।

আমি আহ্লাদিত হইয়া একটি শুভ সংবাদ আপনাকে ও আপনার পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিতেছি যে, বর্ত্তমান মাঘ হইতে এখানে বঙ্গদেশীয় বাবুরা একটী রিডিং ক্লব করিয়াছেন। এক্ষণে আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া অধিক পুস্তকাদি সংগ্রহ করা হইতেছে না এবং অধিক মূল্যের সংবাদ পত্রাদিও লওয়া হইতেছে না। ফলতঃ আপাততঃ

... ও খানি ইংরাজী সংবাদপত্র আনাইবার মূল্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় এটী স্থায়ী হইলে অতিশয় সুখের বিষয় হইবে।

—:০:—

২৯এ পৌষের সোমপ্রকাশে একটী পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, মণিঅর্ডার হুণ্ডির নকল লইতে হইলে মূল হুণ্ডির সমতুল্য বাঁটা দেওয়া একটি নূতন প্রথা হইয়াছে এবং আপনি বলিয়াছেন, এই নিয়মটি অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রথমতঃ আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে, উক্ত প্রথাটি আদৌ অভিনব নহে। মণিঅর্ডার আপিসের স্থাপনাবধি হুণ্ডির নকল লইতে হইলে, মূল হুণ্ডির মত সমান বাঁটা গ্রহণ করা রীতি আছে। এক্ষণে যে নূতন নিয়ম হইল তাহা ভাষান্তর করিয়া এই পত্রের সহিত প্রেরিত হইতেছে, অনুগ্রহ করিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলে আপনার পাঠক বর্গের বিদিত হইবে।

আপনি উক্তি করিয়াছেন যে, ডাকঘরের অসাবধানতার জন্য সর্ব্বসাধারণের নিগ্রহ করা সম্যক্ প্রকারে অবিধেয়। কিন্তু হুণ্ডিসকল যে কেবল ডাকযোগে মারা যায় এমত নহে, কারণ অধিকাংশ নকল হুণ্ডির দরখাস্তের মর্ম্মদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেকগুলি হুণ্ডি অপহৃত হয়, কতকগুলি বা দখলি কারের হস্তগত হইবার পর হারাইয়া যায় ও কতকগুলি বা ডাকে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে ক্ষেপ্যা যায়। আপনি এই আপিসের অবিবেচনা বিষয়ে যে অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা অমূলক ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম, সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১লা মাঘ } শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস দেব
১২৭৫ }

—:০:—

পারিতোষিক দান।

উৎসাহদান সমাজোন্নতির অন্যান্য কারণের মধ্যে একটী প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে সময়ের লোক যে বিষয়ে যে পরিমাণে উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, সেইসময়ের লোকের সেই বিষয়ে তদনুরূপ উন্নতিলাভও দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন রোমকদিগের বীরত্ববিষয়ে অপরিসীম উৎসাহ দান না থাকিলে বোধ হয় রোম রাজ্য বীর ভূমির অনুপম উদাহরণস্থল বলিয়া অভিহিত হইত না। আলফ্রেড্ ও এলিজেবেথ প্রভৃতি রাজা ও রাজ্ঞীগণের অপরিমিত উৎসাহ না পাইলে বোধ হয় শিল্প ও বাণিজ্য ইংলণ্ডের অসামান্য গৌরববৃদ্ধি করিত না। আমরা যে ভারতবর্ষকে অমূল্য কাব্যরত্ন সকলের ভাণ্ডার বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি, বিক্রমাদিত্যপ্রভৃতি গুণগ্রাহী মহাত্মাদিগের অসীম উৎসাহদানই তাহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। ফলতঃ উৎসাহ না পাইলে মানবহৃদয়ের কোনপ্রকার বৃত্তিই যে বলবতী হয় না, এ বিষয়ের অধিক উদাহরণ দেওয়া বাহুল্যমাত্র। যতপ্রকার উৎসাহদানপ্রথা আছে, বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ দানই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান সময়ের উন্নতি যেরূপ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে, ভবিষ্যতের উন্নতিও সেইরূপ দেশের বালকগণের উপর নির্ভর করে। অতএব দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করিতে গেলে যে বিদ্যালয়ের বালকগণের পদে পদে উৎসাহবর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা দেশহিতৈষী পরিণামদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ উৎসাহ বর্দ্ধন উপদেশ ও পারিতোষিকাদিদানরূপ নানা উপায়ে হইতে পারে। তন্মধ্যে নিয়ত কাল বাক্যদ্বারা বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা যেরূপ শিক্ষকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য সেইরূপ মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পারিতোষিক দানদ্বারা উৎসাহবর্দ্ধনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পারিতোষিক বলিয়া অতিসামান্য মূল্যের একখানি পুস্তক দিলে বালকের মনে যেরূপ আনন্দমিশ্র অপূর্ব্ব উৎসাহ রসের উদয় হয়, বোধ হয় লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিলেও তাহার সেরূপ অনির্বচনীয় [illegible] না। এইরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হই[illegible] [illegible]ন্নতির পথে ধাবি[illegible] বালকগণও তাহাদিগের এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে।

গোবিন্দপুর বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দানই অদ্য আমাদিগের এই প্রস্তাবের মূল। এই বিদ্যালয়টী প্রথমতঃ যৎকিঞ্চিৎ বারইয়ারি পূজার নিমিত্ত সংগৃহীত চাঁদার ধনে স্থাপিত হয়। মধ্যে যাঁহাদের মুখ চাহিয়া বিদ্যালয়টীর স্থায়িত্বের আশা করা যায় কার্য্যকালে তাঁহাদের অনেকে শিথিলপ্রযত্ন হওয়াতে বিদ্যালয়টীর বিলোপশঙ্কা ঘটিয়াছিল। পরে উক্ত গ্রামের জমীদার স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের অকপট যত্ন ও হস্তাবলম্বদানে বিদ্যালয়টী পুনরায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ইহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এ বৎসর একটী বালক [illegible]নর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। [illegible]দিন মহাসমারোহে ইহার পারিতোষি[ক] কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে [বিদ্যা]লয়ের বার্ষিক বিবরণ কথিত হইলে শ্যাম[াচরণ] বাবু স্বহস্তে বালকগণকে পারিতোষিক [প্রদান] করেন। পারিতোষিক পুস্তকগুলি উৎকৃষ্ট [illegible] সর্ব্বপ্রধান পারিতোষিক ২০ টাকা মূ[ল্যের] একটী রৌপ্যময় মেডাল ছিল। সমধিক [আহ্লা]দের বিষয় এই যে অধিকাংশ বালকই পারি[তো]ষিক লাভ করিয়াছে। পারিতোষিকদান [সম্পন্ন] হইলে শ্রীযুক্ত বাবু পরশুরাম বিশ্বা[স ও] বাবু কালীকুমার বিশ্বাস বিদ্যালয়ের [illegible] পর অবস্থা বর্ণনপূর্ব্বক এক একটী বক্তৃতা [করেন।] উভয়ের বক্তৃতাই সকলের হৃদয়গ্রাহিণী হ[ইয়া]ছিল। পরশুরাম বাবু বিদ্যালয়টীর স্থাপন, [অবধি] কায়মনোবাক্যে ইহার মঙ্গলচেষ্টায় ব্যা[পৃত] রহিয়াছেন। বলিতে কি, ইহাঁর অকপট যত্ন ও পরিশ্রম না থাকিলে আমরা বিদ্যালয়টীর বর্ত্তমান উন্নতি কদাচ নয়নগোচর করিতে পারিতাম না।

১৮৬৯ } শ্রীউ
৮ জানুয়ারি }

—•—

মজিলপুরহিতৈষিণী সভার
পৌষ মাসিক অধি
বেশন।

গত ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে এই সভার অধিবেশন হয়। জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible]দাস দত্তের অনুপস্থিতিতে জমীদার শ্রীযুক্ত ব[াবু] [illegible]নারায়ণ দত্ত সভাপতির কার্য্য সম্পাদন করেন। সভারম্ভে প্রথমতঃ গত সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত হইল এবং পূর্ব্বনির্দ্ধারিত প্রস্তাব সকল কত দূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং তৎসম্পাদনের প্রতিবন্ধক বা কি কি, তাহা আলোচিত হইল। আমাদিগের দেশের লোকেরা হঠাৎ উৎসাহিত ও হঠাৎ নিরাশ হন; কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, বলিবামাত্র কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, সকল কার্য্যই কালসাপেক্ষ এবং ক্রমাগত যত্ন ও চেষ্টার ফল। আমাদিগের সকল কর্ত্তব্য যদিও আমরা সাধন করিতে না পারি, তথাপি তাহা জানিতে এবং সাধন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিলেও যথেষ্ট ফললাভ হয়। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে সাধনে

...হও সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ... আমাদের সমাজের যেরূপ অবস্থা, ...তে পাঁচ জন একত্র হইয়া কোন সৎ বিষ... আলোচনা করিলেও আপনার এবং ...দের মন সাধু ভাবাপন্ন হইতে পারে, ইহাও ...লাভের বিষয় নয়। সভার ফল হাতে হাতে ...হইলে যাঁহারা ইহার আবশ্যকতা বুঝেন না, ...বা যেন এই গূঢ় তাৎপর্য্য বিস্মৃত না হন। ...বারে একটী বিশেষ প্রস্তাব (বঙ্গবিদ্যালয়ে ...তোষিক দান) লইয়াই সভার কার্য্যশেষ ... বহু দিবসাবধি এই বিদ্যালয়ের প্রতি ...য় লোকদিগের দৃষ্টি নাই, ইহাতে ইহা ...দিন হীনশ্রী হইয়া যাইতেছে। ইহার শিক্ষ... সুপণ্ডিত এবং পরিশ্রমী এবং বৎসর ... ইহা হইতেই ২। ৩ টী ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ...ছেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? সাধারণতঃ ...ণী নিরুৎসাহ ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। ...হার নিরাকরণার্থ পারিতোষিকদানই একটী ...বিশেষ উৎসাহকর কার্য্য। দেশের প্রায় সকল ...ব্যক্তি যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দাতব্য স্বীকার কা... ...লই এ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। ...দ্বারা দাতব্যসংগ্রহ হইলে আগামী মাসে পারি... ...তোষিক দান হইবে স্থির হইল।

২০ এ পৌষ } সম্পাদক।
১২৭৫

———:০:———

মহাশয়! আমাদিগের দেশে সাধারণে ...ধর্ম্মনীতির প্রাধান্য না থাকাতে যে কতপ্রকার ...অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা গণনা করা কাহা... ...সাধ্যায়ত্ত নহে। যে ধর্ম্মনীতি লোকের ...ও গৌরব বর্দ্ধনের একমাত্র উপায়, যে ...তির অভাব হইলে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ...হইয়া সিংহবিক্রান্ত নরপতিকেও ...ভ্রষ্ট করে, ... ধর্ম্মনীতির আনুকূল্যব্যতি... অনায়াসে শুভ ফলপ্রদায়িনী বিদ্যাও ...হইয়া যায় এবং যে ধর্ম্মনীতি মানবজাতির ...কোৎকর্ষসংস্কারের উৎসস্বরূপ, তাহা ...আবার কোন কোন শ্রেণির লোকদের ... [illegible] ... করিতে হইয়াছে। অধ... বিচারালয়ের আমলাগণ ঐ বিধ্য দলভুক্ত ... [illegible] ... বলিলেও অত্যুক্তি হয় ... ইহারা ... নিকট যে পুরস্কা... ...প্রাপ্ত হন, ... আন্দোলন করা আমার ...উদ্দেশ্য নহে। সত্য ... করিয়া দিবার ...জন্য যে উৎকোচ গ্রহণ ... আমা... ...দের অধিক অনিষ্ট হয় না ... কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে দেখিলে চিৎকার না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। আমি এরূপ বলিতেছি না যে ইহারা সকলেই ঐ চরিত্রের লোক; কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে চতুর্থাংশও ভাল পাওয়া দুষ্কর হইবে এই দলের কোন কোন মহাত্মা ধনলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আদালতের নথি হইতে সমন বা ইস্তাহার জারির রসিদপ্রভৃতি কাগজ (যাহাতে প্রায় বিচারকর্ত্তার স্বাক্ষর থাকে না) বাহির করিয়া লইয়া অভিপ্রায়ানুরূপ নূতন আর একখানি রাখিয়া দেন। যাহার ব্যয়ে এই, ভয়ানক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাঁহার বিলক্ষণ উপকার হয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন পক্ষ আদালতে কোন কাগজ অপরিবর্ত্তিত রাখিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ঐ কাগজের আবেক্ত সকল (ইহাতে বিচারকের স্বাক্ষর ও মুদ্রা অঙ্কিত থাকে) লইতে হয়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি এই উপায় অবলম্বন না করাতে তাহার ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাশয়! আমাদিগের দেশের নিম্নস্থ ধর্ম্মাধিকরণগুলির পঙ্কোদ্ধারে কর্তৃপক্ষ আর কত দিন অনবহিত থাকিবেন? যদি প্রাচীন সম্প্রদায় না হইলে কার্য্য না চলে, তবে এরূপ কতগুলি নিয়ম সংস্থাপন করুন যে ইহারা আপনাদিগের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা প্রকাশ করিতে না পারেন। আপাততঃ নথির কাগজ পরিবর্ত্তনের নিবারণ বিষয়ে কোন উপায় উদ্ভাবন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন কাগজ আদালতে দাখিল হইবে, তাহাতে বিচারকের স্বাক্ষর ও মুদ্রা অঙ্কিত করিবার নিয়ম করিলে আর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকিবে না (১) নিবেদন ইতি।

১৪ ই পৌষ } কস্যচিৎ
১২৭৫ } ভ্রমণকারিণঃ

—:০:—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল চৌধুরী মালদহ
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ত্রিহুত ৭
" রাজা গোপীলাল পাড়ে পাকোড় ১৩
" " গোলোকচন্দ্র সেন দিনাজপুর ১৩
" " কৃষ্ণকিশোর নেউগি বাগবাজার ৫॥
" " ঠাকুরদাস সেন কলুটোলা ৫॥
" " জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ১০
" " দুর্গামোহন দাস বরিসাল ১৩
" " দ্বারকানাথ ঘোষ গোবিন্দগঞ্জ ৩৬

(১) সম্প্রতি জেলা হাবড়ার ...যুক্ত ডেপুটি মহাশয়েরা এইরূপে কার্য্য করিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হয়।

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩॥০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ⁄৹ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১১ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ১৩ই মাঘ। ১৮৬৯। ২৫এ জানুয়ারি { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

উদাসীনের মহৌষধ।

অর্শ, ৎ পা নিকাশ, প্রমেহ, এবং উপদংশ রোগের ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হইবে ২॥০ টাকা পাঠাইলে পাইবেন।

অম্বালা } শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
পঞ্জাব }

পত্রের চুম্বক আরোগ্য সমাচার।

১ম। আপনার প্রচারিত মহৌষধের বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমরা অনেক দিন হইতে উৎসাহসহকারে ঐ ঔষধের কার্য্যকারিতার বিষয় অনুসন্ধানেচ্ছু ছিলাম। ক্রমে এতন্নগরস্থ অনেক হতভাগ্য রোগীর মহা কঠিন কঠিন রোগ হইতে আশ্চর্য্য মুক্তিলাভ সন্দর্শন করিয়া এবং শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ভরসা করি অনেক পর্ণ কুটীর এবং সুরম্য হর্ম্ম্য উভয় স্থান হইতে মহাশয়ের মঙ্গলকামনার প্রার্থনা অন্তরীক্ষে মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতেছে।

কলিকাতা } ব. শ্রীমহেশচন্দ্র অধিকারী
হাটখোলা }

২য়। এক জন ভদ্রলোক তাঁহার কয়েক জন বন্ধুর জন্য ঔষধ আনিয়াছিলেন, যে যে লোকের জন্য আনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আরোগ হইয়াছেন। একটী রোগী প্রমেহরোগে প্রায় মৃতবৎ হইয়াছিল।

ঘুর্ণী জেলা } বঃশ্রীঅঘোরনাথ আচার্য্য
নদীয়া }

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকটে বিষয়াদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
১৮৬৮ } হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:০:—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্ সিপ্লস্ এবং প্রাকটিস্ অব মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেক্য পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাসুলসহিত ১০॥০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
ব্রাহ্মসমাজ }

মৃজাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক সুহৃদ, সংকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব স্কোসীয়া, ওয়াটইক, ব্রিটিস গ্রীন্ স " দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফলাগ, কিং আর্থর, ও ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধ বিক্রয়করণের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ভৈষজ্য ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও উত্তমরূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্র

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা ...য়ার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্ম ...য়র ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন

...তা } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং
ডিসেম্বর
সন ১৮৬৮

—:০:০:—

যৌবনোদ্যান।

ও অন্যান্য কবিতাবলী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি, এল, বিরচিত। মূল্য।৶০ ছয় আনা। ১৭৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সংস্কৃত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীরাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায়।

—:০:—

নির্ব্বাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ৪ ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা ...হার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যে ব্রাদর ও কোং পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল
১৫ই অগ্রহায়ণ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য,
সংস্কৃত কলেজ

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে ...প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে —

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

...রাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযত করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম রঞ্জিত ১

হরুঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আত্ম সম্বিদ দায়িনী ১॥

প্রথম তরঙ্গিণী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

লয়লামজনু কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় প্রণীত ১

রাসরসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল ও যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১।০

কৌতুক তরঙ্গিণী ইংরাজি কেমেষ্ট্রি হইতে বিবিধ আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৶

প্রতিমূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

চণ্ডীমঙ্গল পদ্য ১

কমলতারিণী ॥

সটীক চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

চরিত্রমঞ্জরী ইহাতে জিউটীনির বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে ১।০

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এট্রাগোণ কী ১॥৶

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৶

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸০

মণিকুণ্ডলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২॥০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪॥০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উদাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।

—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণু পুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মৃজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নংজোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের ব্যাখ্যা উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টীকা রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সন্ধি-দ্বারা পরস্পর মিলিত থাকিলে অনায়াসে অর্থ বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাধৃত পদ সকলের সন্ধি বিশ্লেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে উত্তমরূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ২ দুই টাকা।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, কোনি

ডেন্সী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ অধ্যাপকগণ এই পুস্তক আপনাদিগের ছাত্রবর্গের পাঠ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা এইরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র ২৯ এ পৌষ ১২৭৫ } শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

—:০:—

বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়ায় যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়বাটীর মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ॥০ আট আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৵০ ছয় আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং তত্রাব ধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ সাল } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
৪ ঠা মাঘ } অধ্যক্ষ।

—:০:—

মাতলা রেলওয়ের যাদবপুর ষ্টেসনের অনতি দূরবর্ত্তী চাকুরিয়া সাহায্যকৃত ইং বাং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। বেতন ৩৫ টাকা।

শ্রীরামরাম রায়।
অধ্যক্ষ।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই মাঘ সোমবার।

এতদ্দেশীয় সৈনাদিগের অস্ত্র।

সর জন লরেন্স পদত্যাগের কিয়দ্দিবসপূর্ব্বে ষ্টেট সেক্রেটারিকে লিখিয়া গিয়াছেন, সিপাহীদিগকে এনফিলড ও লাঙ্কাষ্টার রাইফল দেওয়া কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইয়ের ৩১ টী সেনাদলের মধ্যে ৮ রেজিমেণ্টে এনফিলড, লাঙ্কাষ্টার ও জেকবের দুনলা রাইফল দেওয়া হইয়াছে, মান্দ্রাজে অদ্যাপি হয় নাই; বঙ্গদেশের ত কথাই নাই। সর জন লরেন্স এদেশীয়দিগকে যেপ্রকার অবিশ্বাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার এই প্রস্তাব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্নাইডর না দিবার কারণ কি? সমান অস্ত্র পাইলেই কি এদেশীয় সৈন্যগণ ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিতে পারে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কেবল কি সিপাহীদিগের হস্তে নির্ভর করিতেছে? সর জন লরেন্স সে দিবস ভোজস্থানে স্বমুখে স্বীকার করিয়াছেন, এদেশীয় সর্ব্বসাধারণে সাহায্য না করিলে কখনই ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহশান্তি হইত না। বিংশতি কোটি লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে কি ৯০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইত? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শরীর ও অস্ত্রবলের উপরে স্থাপিত হয় নাই। কোন রাজ্যই শরীর ও অস্ত্রবলের উপর নির্ভর করিয়া স্থায়ী হয় না এটী যেন আমাদিগের শাসনকর্ত্তাদিগের স্মরণ থাকে। আমাদিগের দেশের রাজগণ দুই এক পুরুষের মধ্যে অপদার্থ ও অত্যাচারী হইয়া পড়েন। ব্যক্তিবিশেষের উপরে সাধারণের সুখ দুঃখ নির্ভর করে। হয় ত এক জন উপযুক্ত নৃপতির মৃত্যু হইবামাত্র তাঁহার সন্তানগণ হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ ও অব্যাহতি ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। উন্নতি ইহার অঙ্গাভরণ। ভারতবর্ষীয়েরা এটী বিলক্ষণ জানেন। এই সাম্রাজ্য রক্ষা আমাদিগের একান্ত আবশ্যক। যতই দোষ থাকুক না, ভারতবর্ষীয়েরা ব্রিটিশ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া জানেন। ইংলণ্ডের মহানুভব ব্যক্তিরা স্বজাতিপক্ষপাতী নহেন, এটী এদেশের অধিকাংশের সংস্কার। যেনকল ইংরাজ ভারতবর্ষে থাকিয়া আমাদিগের প্রতি শা[illegible] করেন, তাঁহারাই আবার ইংল[illegible] আমাদিগের স্বত্বরক্ষার্থ বদ্ধ[illegible] হন। ইহার কারণ এই, যেখানে অন্যায় কথা বলেন, তিনি একা[illegible] দর হইয়া থাকেন। ব্রিটিশ জাতির নৈসর্গিক ভদ্রতা ও ঔদার্য্যগুণই সা[illegible]জ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হইয়া র[illegible]য়াছে। যত দিন এই গুণটী বিরাজ[illegible] থাকিবে, তত দিন সিপাহীগণ দূ[illegible] থাকুক, চারি লক্ষ রুশীয় সৈন্য [illegible] সিন্ধুর কূলে আইসে এবং সেই সম[illegible] সিপাহী ও ইউরোপীয় উভয় [illegible]গণ বিদ্রোহী হয়, তথাপি সাম্রাজ্য বি[illegible] জাতির হস্তপরিভ্রষ্ট হইবে না। [illegible] একবার হইয়া সাহায্য করিবে[illegible] যে বৃথা বাগাড়ম্বর নহে, তাহ[illegible] অব্দের বিদ্রোহদ্বারা সপ্রমাণ হ[illegible] যখন ব্রিটিশ জাতির ভদ্রতা ও গুণের উপরে সাধারণের ভক্তি দৃঢ়, তখন এত অবিশ্বাস কেন? করিতে হইলে তাহাদিগকে [illegible] উৎকৃষ্ট অস্ত্র ও উচ্চতম শিক্ষা [illegible] উচিত। যদি এ শিক্ষা দিতে স[illegible] হয়, তবে এমত সৈন্য রাখাই অ[illegible] বেতনভোগী সৈনিকদিগের উপরে অবিশ্বাস করিলে তাহারা কি অকৃত্রিম প্রভুভক্তি প্রদর্শন ক[illegible] পারে? “আমি ভাল বাসিব না; [illegible] অপরে আমাকে ভাল বাসি[illegible]” এটী লার্ড ডেলহৌসির ভ্রম সংস্কার ছিল। ইউরোপীয়দিগের সিপাহীদিগকে স্নাইডর রাই[illegible] উত্তম শিক্ষা দাও, বিপৎকালে [illegible] ইহা অনিষ্টের হইবে না। যদি সমান অস্ত্র হইলেই বিপক্ষগণ স[illegible] করিতে সমর্থ হইত, তাহ[illegible] জয় পরাজয় ব্যবস্থা হইত না;

এত গৌরব থাকিত না। সৈন্যগণ এক্ষণে নীচ শ্রেণি মনোনীত হইতেছে। এটীও বম ভ্রম।

—:০:—

উত্তদেশীয়দিগের বিদ্যানুশীলনের প্রতিবন্ধকতা।

সর জন লরেন্স পদত্যাগের সময়ে দেশে একটী দুরপনেয় অনিষ্টের বীজ ন করিয়া গেলেন। এদেশীয়েরা যে তম শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হন, এটা হার অভিপ্রেত নহে। তিনি জমীদার ধনী শ্রেণির প্রতি অনুকূল ছিলেন ব্রাইট সাহেবপ্রভৃতি যে সংস্কার ভাগ্যবানদিগের অনুকূল মত রেন, সর জন লরেন্সের সে সংস্কার নাই। ব্রাইট সাহেব া সমাজহিতৈষীরা সমাজের ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যে করিয়া দিয়া উভয়ের সঙ্গতি ও তুল্যতাসম্পাদনে যত্নবান। উচ্চ শ্রেণিকে নিম্নে আনয়ন নিমিত্ত প্রয়াসবান নহেন। নিম্ন উচ্চতর শ্রেণির স্বত্ব পান, এই গের চেষ্টা; কিন্তু সর জন লরে চেষ্টা ও সংস্কার ইহার বিপরীত। মনে করেন, এ দেশের উচ্চতর স্থ লোকদিগকে নিম্ন শ্রেণির সদৃশ হীপন্ন করিয়া তুলিতে পারিলেই ই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব উচ্চশ্রেণির লোকের সামান্যরূপ ক, তাঁহাদের সাহস ও অধ্যব শেতা হউক, তাঁহারা কোন রাজদিগের সমকক্ষতালাভে হন, নিম্ন শ্রেণির কিঞ্চিন্মাত্র স হউক এইমাত্র, সর জন লরে হার এইপ্রকার। তিনি কৃষক ক্ষু ছিলেন সত্য, কিন্তু যত দিন হসহীন ও সামান্যমাত্র শিক্ষিত থাকিবে, তত দিন তাঁহার বন্ধুতা থাকিবে। ভারতবর্ষীয়েরা শীকদিগের ন্যায় চিরকাল শিশুতুল্য অবস্থায় থাকেন, ইহাই সর জন লরেন্সের অভিমত। এই জন্য তিনি শাসনের পাঁচ বৎসর কেবল নিয়মবহির্ভূত প্রণালী সাধারণে প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইয়া এ দেশ ত্যাগ করিলেন। ইংরাজী শিক্ষা এ দেশের সভ্যতা ও সাহসবৃদ্ধির প্রধান কারণ; কিন্তু যাহাতে এই শিক্ষা কমিয়া যায়, সর জন লরেন্সের এই চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এ দেশীয় ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি যাইবার সময়ে নিম্নলিখিত অন্যায় কাজটী করিয়া গিয়াছেন:—

এপর্য্যন্ত গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয়সমূহের যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে করিয়া আসিতেছেন। সর জন লরেন্স স্থির করিয়াছেন, ভূমির কর হইতে যেসকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন যাবতীয় বিদ্যালয়কে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেন্টের দেয় টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। এই প্রকার শ্রেণিবদ্ধ হইলে পর যদি অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা ছাত্রদেয় বেতন ও অন্য অন্য দানদ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। বিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের বেতনমাত্র গবর্ণমেন্ট প্রদান করিবেন; অতিরিক্ত ব্যয় স্থানীয় মূল ধন হইতে করিতে হইবে। প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ের ব্যয় করিয়া গবর্ণমেন্টের দেয় টাকা অপেক্ষা যদি অধিক ব্যয় হয়, তাহা হইলে স্থানীয় টাকা হইতে সাধারণ ধনাগারে সেই টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। ছাত্রদেয় বেতনপ্রভৃতি গবর্ণমেন্টের ধনাগারে প্রেরিত হইবে। স্থানীয় গবর্ণমেন্টসমূহ ইহার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। যে বিদ্যালয়ের স্থানীয় আয় অল্প হইবে, তথায় গবর্ণমেন্টপ্রদত্ত টাকা সমান থাকিবে কি না তাহা উক্ত গবর্ণমেন্টসমূহ স্থির করিবেন। যেখানকার লোকে অন্য অন্য বিষয়ে সাহায্য না করিবেন, তত্রত্য বিদ্যালয়ের লোপ হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষপ্রভৃতি স্থানে বিদ্যাশিক্ষার্থ কর করা হইয়াছে, তথায় এ নিয়ম খাটিবে না।

উল্লিখিত আজ্ঞার কারণ ও উদ্দেশ্য বিষয়টী চিন্তা করিলে আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু ফলের বিষয় চিন্তা করিলে একান্ত খিদ্যমান হইতে হয়। সর জন ভাবিয়াছেন, প্রতিবৎসর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তখন বঙ্গদেশে বিদ্যানুরাগ সবিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন গবর্ণমেন্ট কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই এখানকার লোকে আপনাদিগের শিক্ষাকার্য্য আপনারা করিয়া তুলিতে পারিবেন। প্রস্তাবিত নিয়ম দ্বারা ব্যয় সংক্ষেপেরও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের অনুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। উক্ত আজ্ঞা প্রচলিত হইয়া যদি তদনুরূপ কার্য্য হয়, আমরা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, এদেশীয়দিগের উচ্চ শিক্ষার পথে কণ্টকক্ষেপ করা হইবে। লোকসাহায্য বিদ্যালয়ে উদার শিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, সকল স্থানে সামান্য শিক্ষাও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। অতএব সে আশা দুরাশা সন্দেহ নাই। এ মনোরথ যে পূর্ণ হইবে না প্রেসিডেন্সি কালেজ ও মিসনরি বিদ্যালয় উভয়ের অন্তর দর্শন করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। লোকে কেবল এই কথা বলিবেন, সর জন লরেন্স শিক্ষাকর করিতে গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হন, সেই রাগে তিনি এখানকার বর্দ্ধনশীল বিদ্যালয়সকল

উঠাইবার প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ স্থানীয় কণ্ঠের অর্থ কি? তাহার অর্থ এই, "তোমরা শিক্ষার দিকে চাহিতেছ না, অতএব গবর্নমেণ্ট আর বিদ্যালয়ের সকল ব্যয় দিবেন না। হয় টাকা দাও নচেৎ তোমাদিগের বিদ্যালয় বন্ধ হউক।" ফলতঃ মধ্যম শ্রেণির শিক্ষার মূলে এইপ্রকারে আঘাত করা হইল। লোকে এই আজ্ঞার আর একটী অসৎ উদ্দেশের উল্লেখ করিবেন, যে মিসনরিগণ এদেশের জেসুট হইবার অভিলাষী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে সমুদায় বিদ্যা শিক্ষার ভার তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে গবর্নমেণ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রতুল্য মিসনরি বিদ্যালয় হইতে ছাত্র বাহির হন না। পুস্তক কমাইয়া, মিসনরি পরীক্ষক করিয়া, আপনাদের মতে সিণ্ডিকেটকে চালাইয়াও মিসনরিরা প্রেসিডেন্সি কালেজের অর্দ্ধেক ফলও প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা ভাবেন এত দেশীয়েরা অলস ও ব্যয়কুণ্ঠ। গবর্নমেণ্ট যদি উদাসীন হন, তাহা হইলে প্রেসিডেন্সি কালেজপ্রভৃতির অধোগতি হইবে। বিদ্যালয় উঠিয়া যায় দেখিলেই লোকে তাঁহাদিগের হস্তে শিক্ষাভার সমর্পণ করিবেন। কয়েক বৎসরাবধি মিসনরিগণ রাজনীতিজ্ঞের অবলম্বিত বক্রপথে সঞ্চরণ করিয়া শিক্ষাবিষয়ে হস্তার্পণ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। সর জন লরেন্স গবর্ণর জেনরল হওয়াতে তাঁহাদিগের সেই মনোরথ পূর্ণ হইবার আশা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কথা এই হইতেছে, মিসনরিদিগের হস্তে শিক্ষাভার দিতে ভারতবর্ষ সম্মত হইবেন কি না? পঞ্জাব হইতে পারেন; ব্রহ্মদেশ হইতে পারেন; কিন্তু বঙ্গদেশ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ কখন সম্মত হইবেন না। উপসংহারে আমরা পুনরায় কহিতেছি, বর্ত্তমান আজ্ঞা প্রচলিত হইলে আপাততঃ এদেশের বিষম অনিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। ৫০ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে এক কোটি টাকা শিক্ষাকার্য্যে ব্যয় কি বড় ব্যয় হইতেছে? শিক্ষাসম্বন্ধে লোকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, এটি প্রার্থনীয়; কিন্তু যাবৎ রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীনতা লাভ না হইতেছে, তাবৎ এ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন সম্ভাবিত নহে।

ভারতবর্ষের জেল।

জেলে খাটনী ও আহারদানের যে নিষ্ঠুর ব্যবস্থা আছে, তাহা যেমন বন্দীদিগের উৎকোচদানপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেয়, জেলরক্ষক ও তাঁহার সহকারীর বেতনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও তেমনি তাঁহাদিগের উৎকোচ গ্রহণপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিয়া তুলে। জেলরক্ষক ১০০ বা ৭৫ টাকা বেতন পান এবং তাঁহার সহকারী ২০ টাকা পাইয়া থাকেন। এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে ইউরোপীয় জেলরক্ষক হইয়াছেন। একশত টাকা বেতনভোগী ইউরোপীয়ের এবং কুড়ি টাকা বেতনভোগী এদেশীয়ের উৎকোচগ্রহণলোভ সম্বরণ করা কেমন কঠিন, তাহা বহুজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অবিদিত নহে। জেলরক্ষক কমিসন পাইবেন, এই যে নিয়মটী আছে, তাহাও অত্যাচারের অন্যতর প্রধান কারণ। এই সকল মূল হইতেই কারাগারে অনুগ্রহ ও নিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। কতকগুলি বন্দী অনুগ্রহভাজন হয়, তাহাদিগকে অধিক শ্রম করিতে হয় না, আর যাহারা তাহা না হয়, তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। এগুলি বাস্তবিক ঘটনা। ভাল লোকের নিয়োগব্যতিরেকে এসকল দোষের সংশোধনসম্ভাবনা নাই। ভাল লোকের নিয়োগ অধিকব্যয়সাপেক্ষ। এ ব্যয় কোথা হইতে আইসে? এক্ষণে যে ন[illegible] নিয়ম আছে, তাহাতে অধিক[illegible] জেলে গবর্ণমেণ্টের লাভ হওয়া থাকুক, অনেক ক্ষতি হয়।

কয়েদিরা "পেটভাতা" দেয়, ইহাতে লাভ বিনা অলাভ[illegible] সম্ভাবনা নাই। তথাপি যে লাভ হ[illegible] তাহার কয়েকটী বিশেষ কারণ আ[illegible] প্রথম, সকল জেলে খাটাইবার সুশৃ[illegible] নাই। দ্বিতীয়, অনুগ্রহপাত্রেরা য[illegible] বিধি খাটে না। তৃতীয়, যাহাতে হইবার সম্ভাবনা, অনেক জেলে সে[illegible] নীর ব্যবস্থা ও উপায় নাই। গবর্ণ[illegible] স্থানে স্থানে কাপড়ের, কাগজের[illegible] চাউলপ্রভৃতি লাভজনক দ্রব্যের [illegible] করুন। প্রত্যেক জেলায় এক এ[illegible] জেল না রাখিয়া এক একটী প্র[illegible] স্থানে এক একটী জেল ও [illegible] বা দুই তিনটী কল করিয়া অন্য [illegible] জেলার কয়েদিদিগকে সেই স্থানে আ[illegible] য়ন করিতে হইবে। যে কলে যত [illegible] আবশ্যক, তাহাদিগকে তাহাতে নি[illegible] হইবে। অন্য অন্য বন্দীদ্বারা অন্য লাভকর কার্য্য করাইয়া লওয়া হই[illegible] এরূপ করিলে কলে যেমন এক কা[illegible] কিছু অধিক ব্যয় হইবে, তেমন প্রত্যে[illegible] স্থানে জেলনির্ম্মাণ ও তাহার সং[illegible] জেলরক্ষক ও তাহার সহকারী [illegible] ডাক্তরের ব্যয় ও অন্য অন্য নিত[illegible] হইবে না। ইহাতে এক দিকে সংক্ষেপ, অপর দিকে বিলক্ষণ[illegible] হইবে। আমরা বর্দ্ধমানকেই [illegible] স্থলে গ্রহণ করিলাম। এখানে অধিক কয়েদী নাই; কিন্তু সমু[illegible] ষ্ঠান আছে। যাহাতে অধিক কয়েদিদিগকে তেমন কাজ দে[illegible] তেছে না, সুতরাং গবর্ণমে[illegible] হইতেছে। কিন্তু এখানে য[illegible] স্থান লইয়া একটী কা[illegible]

হয় এবং হুগলী মেদিনীপুরপ্রভৃতি
র জেল উঠাইয়া দিয়া তত্রত্য
দিগকে ঐ স্থানে আনয়ন করিয়া
টাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে
ন্টের ঐ ঐ স্থলের জেলের ব্যয়
যাইবে, বলে ত্রিগুণ চতুর্গুণ
হইবে. কয়েদিরাও ভিন্ন ভিন্ন
র কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারের
হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আর
টী এই লাভ হইবে, যেখানে কল
বে, সেখানে ভাল লোক অধ্যক্ষ
বেন, সন্দেহ নাই। তিনি বন্দীদিগের
তা বুঝিয়া সকলকেই নিয়মিত সময়
নুরূপে খাটাইয়া লইবেন।
অনুগৃহীত, কেহ বা নিগৃহীত হই
না। বন্দীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যব-
করা যেমন, অনুগ্রহ করাও তেমনি
ত। অনুগ্রহ করিলে তাহারা প্রশ্রয়
য়া থাকে। যেসকল ব্যক্তি পুনঃ
কারাগারে রুদ্ধ হইবার চেষ্টা পায়,
রা অনুমান করি অনুগৃহীতের
তাহাদিগের মধ্যে অধিক।

আমরা গত বারে জেলের খাটনীর
র ও সময় এবং আহারপরিবর্ত্তের
প্রস্তাব করিয়াছি তদনুরূপ কার্য্য
কোন আবশ্যক; এগুলি অতিশয়
কাও, সভ্য কালের ও সভ্য গবর্ণ-
যোগ্য নয়। কয়েদিদিগকে যদি
জ্ঞা পরিশ্রম করান হয় এবং
ন দেওয়া হয়, তাহারা ভয়ে
গারে আসিবে না, এ যুক্তি
সমুচিত নহে; ইহা কোন ক্রমেই
রী হয় না। যে শিক্ষক কেবল
দণ্ডবিধানদ্বারা ছাত্রের শিক্ষা-
পান, তিনি বিফলপ্রযত্ন হন
ই। গবর্ণমেন্টের এই উদ্দেশ্য
৯ যে, বন্দীদিগের চরিত্র
ধন হউক, তাহারা কারা
গারে আলস্যে কালক্ষেপণ না করিয়া
কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমশীল হউক এবং এক
একটী ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া জীবিকা
অর্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত করুক। কিন্তু
এখন যে ব্যবস্থা আছে, তদ্দ্বারা
ইহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবারই
সম্ভাবনা নাই। প্রথম, চরিত্রসংশোধ-
নের প্রথম ও প্রধান উপায় যে সদুপ-
দেশশ্রবণ তাহাদিগের তাহা ঘটে
না; তাহা শ্রবণ করিবার তাহাদি-
গের অবসরও নাই। উদয়াস্ত খাটিয়া
শরীরে অবসাদ জন্মে; উৎসাহ না
থাকিলে কোন কাজ ভাল লাগে না।
দ্বিতীয়, অত্যন্ত অসঙ্গত খাটনী হইলে
খাটনীর প্রতি স্বভাবতঃ বিদ্বেষ জন্মে।
সুতরাং কোনপ্রকার খাটনী শিখি
বার নিমিত্ত প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হয়
না। তৃতীয়, অনেকে অত্যধিক শ্রম ও
অর্দ্ধাশনদোষে পীড়িত ও ভগ্নদেহ
হইয়া পড়ে; অনেকের প্রাণ বিয়োগও
হইয়া যায়। বৈরনির্য্যাতনার্থীর ন্যায় নিষ্ঠুর
ব্যবহার করা আমাদিগের গবর্ণমেন্টের
সদৃশ কর্ম্ম নহে। ১০ টা অবধি ৫ টা
পর্য্যন্ত খাটাইবার সময় করাই উচিত।
প্রাতঃকাল অবধি বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত
উপদেশ প্রদানের এবং ৯ টার সময়
আহারদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যদি
বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে উপদেশকের পদে
নিয়োজিত করা হয়, আর উঁহারা, কুকর্ম্ম
করিলে ঈশ্বর, সমাজ ও আপনার
সম্বন্ধে কি কি অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝা
ইয়া এবং তাহার উদাহরণস্থলে সেই
শ্রোতা বন্দীদিগের ও অন্য অন্য
কুকর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের কষ্টের বিষয়
বর্ণন করিয়া উপদেশ বাক্যগুলি তাহা
দিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন, অনেকের
হৃদয় প্রশস্ত হইয়া উঠে সন্দেহ
নাই।

—:০:—

এদেশীয় রাজগণের কর্ত্তব্য।

এতদ্দেশীয় রাজগণের যদি স্ব স্ব
রাজ্যের শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষসাধ-
নের বাসনা থাকে, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য
কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের কৃত
বিদ্য ও উপযুক্ত লোকদিগকে রাজ
কার্য্যে নিয়োজিত করেন। ত্রিবাঙ্কুরের
রাজা এই রাজনীতি অবলম্বন করাতে
এদেশীয় রাজগণের আদর্শস্থল হইয়া
ছেন। জয়পুরের রাজাও এই নীতি অবল
ম্বন করিয়াছেন। রেওয়ার রাজাও ইহার
অবলম্বনে উদাসীন নহেন। সম্প্রতি কাশ্মী
রের রাজাও এই পথের পথিক হইয়া-
ছেন। কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা শাসনকার্য্যে
নিয়োজিত হইলে যে রাজ্যের সবিশেষ
উন্নতি হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কৃতবিদ্য
দিগেরও মঙ্গলের সোপান হইবে। ব্রিটিশ
গবর্ণমেন্টের অধীনে উচ্চতর রাজনীতি
সংক্রান্ত স্বত্বলাভের মনোরথ পূর্ণ হওয়া
সহজ নয়। গবর্ণমেন্ট তৃতীয় নেপলিয়
নের ন্যায় কেবল বাক্যেই প্রলোভন
দেখাইয়া আসিতেছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত
তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হই
লেন না। শিক্ষা ও সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত
উচ্চ আশারও বৃদ্ধি হয়। আমাদিগের
এ আশা পূর্ণ হইবার উপায় নাই।
এক্ষণে গবর্ণমেন্টের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ অনে
কের অভিমত নহে। তাহার কারণ এই
উচ্চ বেতনের উচ্চপদগুলি ভারতবর্ষীয়দি
গকে দেওয়া হয় না, ব্রিটিশগবর্ণমেন্টের
অধীনে স্বাধীনরূপে কার্য্য করিবার এক
মাত্র উপায় এক ওকালতী আছে; কিন্তু
দেশ শুদ্ধ লোকে উকীল হইতে গেলে
চলে না। ইহার মধ্যেই উকীলের সংখ্যা
বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের মঙ্গল
সাধনার্থ আপনার ক্ষমতা বিনিয়োজিত
করিয়া চিরস্মরণীয় হইবার উপায় আর
নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আমা-
দিগের কাহার জীবনচরিত লিখিতে

হইলে জন্ম ও মৃত্যু ভিন্ন অধিক লিখিবার বিষয় পাওয়া যায় না। এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা, অপর বিদ্রোহী হওয়া, ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষীয়ের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইবার তৃতীয় উপায় নাই। আমাদিগের মধ্যে শাসনকার্য্যে দক্ষ লোক পাওয়া যায় না, একথা বলিলে ঈশ্বরকে নিন্দা করা হয়। সর্ব্ব কালে সর্ব্ব দেশেই উপযুক্ত লোক দৃষ্ট হন। উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা যদি তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন, পাইতে পারেন। যাহা হউক, উচ্চতর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন, এ ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতেছে। এতদ্দেশীয় রাজগণ অনায়াসে ইহা চরিতার্থ করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহাদিগের যশঃ, প্রজাগণের মঙ্গল ও স্বদেশীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি হইবে। আর এই একটী বিশেষ উপকার হইবে এতদ্দেশীয় রাজগণের অবলম্বিত উদারতর রাজনীতি দর্শন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকেও লজ্জায় পড়িয়া তদনুসরণচেষ্টা পাইতে হইবে। এতদ্দেশীয় রাজগণ আপনাদিগের সেনাদলে উত্তম রাইফল ব্যবহার করাতে সর জন লরেন্সের সদৃশ সন্দিগ্ধচিত্ত লোকেও সিপাহীদিগকে এনফিলড রাইফল দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট কোন বিষয়ে এদেশীয় রাজগণের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া থাকিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে। এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অপর লাভ এই, ইহাঁরা দেশের লোকের অবস্থা বুঝিয়া যেরূপ কাজ করিতে পারিবেন বিদেশীয়েরা যতই উপযুক্ত হউন না কেন, কখনই সেরূপ করিতে পারিবেন না। এদেশীয় রাজগণ চিরকাল আপন আপন রাজ্য ভোগ করেন, এটী সর্ব্বসাধারণের বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সুশাসন ব্যতিরেকে সে মনোরথ পূর্ণ হওয়া সম্ভাবিত নয়। এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগকে শাসনকার্য্যে নিয়োজিত করাই সুশাসন হইবার একমাত্র উপায়।

—:০:—

ভারতবর্ষের পুরাতন ও নূতন গবর্ণর জেনরল।

সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সর জন লরেন্সের প্রশংসাবস্তবের এক স্থানে লিখিয়াছেন "ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তারা অনেকেই এতদ্দেশস্থ সংপ্রদায় বিশেষের তুষ্টি বিধান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইনি (সর জন লরেন্স) কোন সংপ্রদায়ের অম ... তা করেন নাই।" এতৎ পাঠে একটী চিরন্তন প্রবাদবাক্য আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, "যিনি সকলকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা পান, তিনি কাহাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারেন না।" দুর্ভাগ্যক্রমে সর জন লরেন্স এই প্রবাদ বাক্যের একটী নূতন উদাহরণ হইয়া গেলেন। সর জন লরেন্স অসৎ গবর্ণর জেনরল ছিলেন না, কিন্তু তিনি প্রায় কাহারই অকপট অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারিলেন না, এটী সামান্য দুঃখের কথা নয়। আমরা অন্যের কথা ধর্ত্তব্য করি না। ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের হৃদয় রাগদ্বেষাদি দোষে কলুষিত ও বিচলিত হইতে পারে; কিন্তু তিনি যাহাদিগকে পালন করিতে আসিয়াছিলেন এবং যাহাদিগের হিতচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে রাগদ্বেষাদির প্রসর সম্ভাবনা নাই। তথাপি তাহারা যে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন না; এটী পরমাশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা সৎ শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর। প্রজা প্রীত হইলেই সৎ শাসনকর্ত্তা মাত্রেই আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কণ্বের দুই শিষ্য রাজা দুষ্মন্তের নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদিগের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত? তাঁহারা উত্তর করিলেন, আপনি রক্ষা ... ধর্ম্ম ক্রিয়ার বিঘ্ন হইবার সং... এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে ... লাগিলেন, আজি আমার রাজশব্দ ... তেভাবে সার্থক হইল। প্রজার অ... লাভ যে কি প্রীতিকর পদার্থ, সৎ শা... কর্ত্তা ভিন্ন অন্যের তাহা অনুভব ... নহে।

প্রজারা তাঁহার গমনকালে সে উৎসাহ ... অভিনন্দন দিলেন না। তাঁহাদিগের ... অনুষ্ণ ব্যবহারের কারণ কি? তাঁ... কি অকৃতজ্ঞ? অকৃতজ্ঞতাই কি সে কার... অপরিণামদর্শীরা অকৃতজ্ঞতাকে ... বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন; কিন্তু ... ধাবন করিয়া দেখিলে এ অকৃত... দোষারোপ ন্যায়ানুগত বলিয়া ... মান হয় না। আমাদিগের বুদ্ধি... যেগুলি প্রকৃত কারণ বলিয়া উদিত ... তেছে, তাহা একৈকক্রমে পশ্চা... শিত হইতেছে।

সর জন লরেন্সের অবলম্বিত ... প্রণালী এবং তাঁহার সংস্কার ও ... দোষই প্রধান কারণ। তিনি যে ... দিগের অকৃত্রিম মিত্র ও অকপট ... প্রজারা তাঁহার কোন কার্য্যেই ... পরিচয় পান নাই; বরং দুর্ভিক্ষ ... তাহার বিপরীত প্রমাণই ... তিনি দুর্ভিক্ষকালে নিশ্চিন্ত ... লায় বসিয়া রহিলেন, এ দি... কাণ্ড হইতে লাগিল। প্র... তিনি যথার্থ প্রজাহিতৈষী ... লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও ... রে ... উপরে নির্ভর করিয়া কি... পারিলেন না। ফলত, ... তাঁহার সদগুণের প... উৎকৃষ্ট অবসর ... তাঁ... হইয়া গিয়াছে। ... তাঁহার প্রতি নীত ...

দ্বিতীয়, তিনি ...

...র বিদ্যাশিক্ষাপ্রভৃতি যে ...চেষ্টা পান, তাহাতেও তাঁহার হিতৈষিতার পরিচয় হয় নাই। ...রেরা কর ভালবাসেন না; কিন্তু ন ইহাঁদিগের স্কন্ধে সেই করভার ...ক্ষেপ করিয়া হিতসাধনচেষ্টা পাইয়া ...লেন। ইহাতে প্রজারা তুষ্ট না হইয়া ...ত তাঁহার উপরে রুষ্ট হন; সুতরাং ...র কৃত উপকার চেষ্টা তাঁহা ...র অমৃত জ্ঞান না হইয়া বিষতুল্য হয়। যে যে কাজ ভাল বাসে না, যদি তাহাকে এই কথা বলে, তুমি যদি ... কাজ কর, আমি তোমার উপ... করিব, তাহাতে কি সে সম্মত হয়? সেই উপকারকে উপকার জ্ঞান ... তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হয়? সর ...রেন্স যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে অধিক ...আনুকূল্যের অঙ্গীকার করিয়া প্রজা... ক অবশিষ্ট অর্থদানার্থ প্রবর্ত্তিত ...র চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে ... তাঁহার সদাশয়তা বুঝিতে পারি... ...বং তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই... ...র চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ নাই। ...য়, লোকে কেবল বাক্যে ভুলেন ...ন। সর জন লরেন্স যে কয়টী হিত ...ন সেগুলি প্রায় বাক্যেই ...হয়। তিনি যদি দেশ সাধার...র কোন মহৎ কার্য্যের অনু... পারিতেন, তাহা হইলে সৎকারার্থ ব্যগ্রমনা হই...ই।

...বিষয়ে ঐকান্তিকতা ...ক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। ...তুল্যরূপে দর্শন করা ...তান্ত বিধেয় যে ধর্ম্মে ঐকান্তিক অনু... কখন প্রজাপ্রিয় হইতে ... খৃষ্টধর্ম্মে ঐকান্তি...দর্শীয়দিগের উপরে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করিব, ইহা স্বভাবের অনুমোদিত নহে। এই কারণে তিনি প্রজার বিশ্বাসভাজন হইয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে এদেশীয়দিগকে বিশ্বাস করিতেন না, সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রই তাহার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পত্র লিখিয়াছেন "ইনি (সর জন লরেন্স) আপনি বলেন, যখন এদেশে বহুসংখ্যক খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় হইবে, তখন এ দেশে শান্তি বিরাজমান থাকিবে।" এতদ্দ্বারা কি স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে না যে, তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমানদিগকে বিশ্বাস করিতেন না? সাপ্তাহিক পত্র মিসনরিদিগের কবলালিত, সর জন লরেন্স মিসনরি ভক্ত ছিলেন, অতএব এতদংশে উহার লিখন বিশ্বসনীয় ও আদরণীয় সন্দেহ নাই।

পঞ্চম উপধর্ম্মবিমোহিত ব্যক্তিদিগের অসন্তোষের একটী কারণ এই, তাঁহারা বলেন, সরজন লরেন্স অতি অলক্ষণাক্রান্ত। তাঁহার আগমন কালাবধি লোক একটী দিনের নিমিত্ত সুস্থির মনে উপর্য্যুপরি দৈব বিপদ হইয়া গেল। একের শাসন কালে দুই বার দুর্ভিক্ষ ও দুই বার প্রবল ঝড় এরূপ কেহ কখন দেখেন নাই। তাঁহার গমন সময়েও বঙ্গদেশে অদৃষ্টপূর্ব্ব ভূকম্প হইয়া গেল। ইহাতে গৃহাদি পতিত হইয়া এবং কোন কোন স্থান ভূগর্ভে মগ্ন হইয়া লোকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। দৈবঘটনার উপরে মানুষের প্রভুত্ব নাই, উপধর্ম্মবিমোহিতেরা তাহা বুঝে না। যাহার আগমনে ঐসকল অমঙ্গল হয়, তাহাকে অলক্ষণাক্রান্ত বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি অননুরক্ত হয়।

ষষ্ঠ, সর জন লরেন্স যতগুলি প্রজার অপ্রিয় কাজ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রিয় কাজগুলির ন্যূনাতিরেক বিবেচনা করিলে অপ্রিয় কাজগুলি অধিক হইয়া উঠে। সুতরাং সেই অপ্রিয় কার্য্যের মধ্যে প্রিয়কার্য্যগুলিও মগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই প্রিয়কার্য্যগুলিও এরূপ ধাতুর নয় যে সাধারণে তাহার ফলোপধায়িতা বোধে সমর্থ হয়।

এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে সকল প্রজার সর জন লরেন্সের প্রতি অনুরাগ জন্মে নাই, তাঁহারা অভিনন্দন না দিয়া উত্তম কাজই করিয়াছেন। যদি তাঁহারা দিতেন, কেবল যে তাঁহাদিগের কাল্পনিক ব্যবহার প্রকাশ হইত এরূপ নয়, তাঁহাদিগের অসারতারও পরিচয় হইত। এতদ্দ্বারা তাঁহারা যে স্বকর্ত্তব্য বুঝিয়াছেন তাহার প্রমাণ হইয়াছে। আর এই এক ইষ্টলাভ হইয়াছে, ভাবী গবর্ণর জেনরলদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রজার অনুরাগকে শ্লাঘনীয় বলিয়া জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা অকপটভাবে প্রজার হিতসাধনচেষ্টা করিবেন এবং সেই চেষ্টা মৌখিক না করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবার প্রকৃত উপায়ের অবলম্বনে যত্নবান হইবেন।

প্রস্তাবটী ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হইয়া উঠিল। এক্ষণে সংক্ষেপে নূতন গবর্ণর জেনরলের বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে। লার্ড মেয়োর আগমনে সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছেন। সকলের মনেই আশা জন্মিয়াছে, তাঁহা হইতে আমাদিগের বিশেষ ইষ্টলাভ হইবে। অতএব আমাদিগের প্রার্থনীয় এই, তিনি কেবল সিমলায় বাস ও দরবারের সরকারী অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন না করেন। তাহা হইতে প্রজার মনোরথ পূর্ণ হয়, ইহাও আমাদিগের একান্ত বাঞ্ছনীয়।

দুর্ভিক্ষ নিকটস্বরূপ সম্মুখে উপস্থিত, এই সময়ে তিনি আত্মগুণের পরিচয় দিয়া প্রজার প্রীতিলাভের চেষ্টা করুন। এ বার তাঁহাকে আমরা কেবল একটী বিষয় দেখাইয়া দিয়া নিরস্ত হইলাম এবং প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

বিবিধসংবাদ।

৬ ই মাঘ সোমবার।

নাগপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের কূপসকল ক্রমশঃ শুষ্ক হওয়াতে লোকে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

হগ সাহেব পুনর্ব্বার সর্ব্বসাধারণকে ইডেন উদ্যানে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন হগ সাহেব কাজ পারুন আর না পারুন সকলকে চটাইতে বড়ই তৎপর। তিনি যথেচ্ছা চার করিতে গিয়া বারবার অকৃতকার্য্য হইতেছেন, তথাপি চেষ্টার ত্রুটি নাই।

প্রধান বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন কোন আটর্ণী মক্কেলের নামে যে বিল করিবেন তাহার যদি অর্দ্ধাংশ আদালত বাদ দেন তাহা হইলে বিল ফিক্সারের সমুদায় ব্যয় আটর্ণীকে দিতে হইবে। রাধানাথ বসু এই আজ্ঞার কারণ বোধ হইতেছে।

গবর্ণমেন্ট ৮০০০ টাকা ব্যয়ে লাড এলগিনের একটী স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন। ব্রিকিস্তলার গিরজায় ইহা হইবে। লাড এলগিনের নাম ভারতবর্ষীয়দিগের শতকরা ৯৮ জনের স্মরণ নাই। তাঁহার নিকটে ভারতবর্ষ কোন বিষয়ে ঋণী নহেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম লেডি এলগিনকে যে ২০০০০ টাকা বার্ষিক দেওয়া হইয়াছে তাহাই অধিক হইয়াছে। লোকে স্মরণার্থ চিহ্ন করুন না করুন গবর্ণমেন্ট নিজে করিবেন এপ্রথা মন্দ নয়। যে দিক দিয়া হউক, টাকা আমাদিগেরই যাইবে।

নেপালীয় দূত শনিবার সহচরবর্গসমভিব্যাহারে লাড মেয়োর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল ও খেলাত প্রদান করিয়াছেন। লাড মেয়ো নেপালীয় সৈন্যদিগের সুশিক্ষার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবের প্রধান আদালতের উকীল নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ৮০০ টাকা বেতনে কাশ্মীরের রাজার এক জন কর্ম্মচারী হইয়াছেন। রাজা নিজে ইহাঁকে লইতে আহ্বান করিয়াছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন এম, এ উপাধিধারী। কৃতবিদ্যদিগকে শাসন কার্য্যে গ্রহণ করা এতদ্দেশীয় রাজাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

ওকালতি পরীক্ষাসম্বন্ধে হিন্দুপেট্রিয়ট একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যেসকল দ্বিতীয় শ্রেণীর উকীল ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদিগকে এই শেষবার বঙ্গভাষায় পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে। ইংরাজি ভাষাজ্ঞ উকীলেরা বঙ্গভাষায় পরীক্ষা দিবার স্বত্ব পাইবেন না। তাঁহাদিগকে আইনের উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে। তবে বিনা উপদেশ শ্রবণে পরীক্ষার স্বত্ব সকলকে দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামপুরের নিকটে সম্প্রতি কতকগুলি হত্যা হইয়া গিয়াছে। যে প্রকার পুলিষ, তাহাতে লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি যে আছে তাহাই আশ্চর্য্য।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন সম্প্রতি নলহাটির শাখা রেলওয়ের যে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী এক প্রতিমা তুলিয়া লইয়া যায়, গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে পুলিষ তাহাকে ধৃত করিয়া প্রতিমাকে পুনর্ব্বার যথা স্থানে লইয়া গিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবামাত্র লেপ্টনান্ট গবর্ণর এবিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নিকটে প্রতিমার পুনঃস্থিতিখরচের ব্যয় লওয়া উচিত।

উক্ত পত্রে দৃষ্ট হইল, মিলার সাহেবের সহিত পোর্টকানিঙ্‌ কোম্পানির পুনর্ব্বার মিলন হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি অনেক দিন অবধি ইহার সূচনা হইয়াছিল।

৭ ই মাঘ মঙ্গলবার।

শনিবারের ভারতবর্ষীয় গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব সপ্তাহের গেজেটের আজ্ঞা রহিত করিয়া চৌধুরী লক্ষ্মণসিংহকে “রাজা” উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আলাহাবাদের অন্তর্গত ময়রাগঞ্জের তহসিলদার ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মিরমদত্ত আলি “খাঁ বাহাদুর” হইয়াছেন। পান্নার মহারাজ নরপতিসিংহ “মহেন্দ্র” উপাধি পাইয়াছেন।

১৮৬৮ অব্দের শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ১০,২৯,৯৮,৩৬০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ইহার প্রতিরূপস্বরূপ ৫,৫৭,১৬,০১৯ নগদ টাকা ৯,৩১,৭১৮ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য, ১,৪৭,৩৯১ টাকার স্বর্ণমুদ্রা এবং ৩,৯১,৭৩২২৮ টাকার গবর্ণমেন্টের কাগজ ছিল।

সর জন লরেন্সের সৈনিক সেক্রেটারি কর্ণেল সাইমর ব্লেন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এডিনবরার ডিউককে লইয়া ভারতবর্ষ প্রদর্শন করিবেন। কর্ণেল বেন দুই জন গবর্ণর জেনরলের সেক্রেটারি ছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সর জন লরেন্স ইহাঁকে কোন পুরস্কার দিয়া গেলেন না।

শনিবার ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের হাবড়াস্থিত মাল গুদামে অগ্নি লাগিয়া বাটীটী এককালে ভস্মসাৎ হইয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে। এই বাটীতে রেলওয়ে কোম্পানির যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত দগ্ধ হইবার সময়ে সর জন লরেন্স ও লাড মেয়ো তথায় উপস্থিত ছিলেন। দমকল ও জাহাজের নাবিকদিগের সাহায্যে অন্য অ পাইয়াছে। অনেকে অনুমান করে স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া এই দুর্ঘটনা হই

যে দিবস লাড মেয়ো কলিকাতায় সে দিন চাঁদপালের ঘাটে অতিশয় ছিল। ডবলিউ উইলসন নামক ক বিভাগের এক জন প্রধান কেরাণী তাহ ছিলেন। তাঁহাকে সরিয়া যাইতে বলা হ তাহেতু তিনি সরিয়া যাইতে না পারাতে জন পুলিষ কর্ম্মচারী তাঁহাকে ভূমিতে নি করিয়া প্রহার করে। তিনি পুলিষ কমিসন প্রহরীদিগের নামে যে নালীশ করেন, ম জিষ্ট্রেট রবার্টস সাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ব ছেন, যে ব্যক্তি জনতার মধ্যে থাকেন তাঁ দশ জনের সহিত কতক অত্যাচার সহ্য ক হয়। উইলসন সাহেব যে নালীশ করিয় একটী বালিকাভিন্ন এমত নালীশ আর করিতে পারেন না। ইংরাজ হইয়া এমন রণ নালীশ করা অতিশয় লজ্জাকর। র সাহেব আশ্চর্য্য বিচার করিয়াছেন। দশ, একত্র দণ্ডায়মান হইলেই পুলিষ প্রহার ক পারিবেন, তাহার নালীশ হইবে না!! আদালত এমত বিচার করেন তাহা অনেকে স্বহস্তে আইন গ্রহণ করিবেন।

উৎকলের অন্তর্গত কেন্দ্রাধানকানা রাজা ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর গত দুর্ভি সময়ে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় লোকের সাহায্য করাতে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। এই নিমিত্ত কমিসনর এক দরবার করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম ও ঢাকায় দুটী হাকিমখানা অাক্রান্ত কয়েক জন সেনিয় নিযুক্ত হইবেন। অযোধ্যায় নিয়মাত্ত কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত করিবার স যাছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন কের এক কৌতুকাবহ উপকরণ প্রা ছেন। এক জন সাক্ষী জবা সময়ে বলে “ সাম্ এই দেখিয়া এই শুনিয়াছি।” মাজিষ্ট্রেট সময়ে বলেন, “ এই সাম্ প্রকৃত ইহাকে আদালতে আনয়ন না অতিশয় অন্যায় করিয়াছেন ইহ হওয়াতে সেসিয়ন জজ মাজি লেন “ সাম্ ” অর্থে “ আমি নিজে যাহা দেখিয়াছিলাম ও

ম্যাজিষ্ট্রেট যখন আজ্ঞা দেন, তখন হার ভ্রম জানিতে পারিয়াছিলেন; প্রভু বড় ভয়ানক বলিয়া সাহস ভ্রমের কথা বলিতে পারেন নাই। লোকের উপরে দেশের বিচারপ্রণালী রিতেছে। ইহাতে যে লোকে ঘৃণা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কর্ণেল ফিডের শাসনকালের সাম্বৎসরিক পার্ট দর্শন করিয়া সর জন লরেন্স আহ্লাদ শ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে ভূমি বিস্তর াতে কৃষকেরা প্রায় লিখিত পাট্টা লয় না। হারা মকররি পাট্টা লইতে অসম্মত। গব জেনরল প্রধান কমিসনরকে বলিয়াছেন, াতে তাহারা আপনাদিগের প্রকৃত স্বার্থ সেই চেষ্টা পান। কিঞ্চিৎ সভ্যতা প্রবেশ করিলে তাহারা ভূমির মর্য্যাদা বুঝিতে রবে না।

পারস্যে রেলওয়ে আরম্ভ হইতেছে। এক রাজ কোম্পানী এই ভার পাইয়াছেন। রা মূল ধনের শতকরা ৮ টাকা সুদের জামীন য়াছেন। আপাততঃ টিহারাণ অবধি রাষ্ট্র রেলওয়ে হইবে। পরে বসোরা ও মরা হইবার সম্ভাবনা। টিহারাণ হইতে রাজ হইয়া বুসায়ার পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে রস্য ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অনেক া হয়।

সিংহলের টেলিগ্রাফসকল এখানকার ক্টর জেনরলের অধীনস্থ হইয়াছে। কর্ণেল ন শীঘ্র সিংহলে গমন করিবেন। সিংহ- ভারতবর্ষ হইতে পৃথক রাখাই অন্যায়।

নেরা প্রসিদ্ধ জুয়াচোর। এক জন চীন নে বাম্পীয় জাহাজে কয়েক শত মণ বিক্রয় করে। জলে দিয়া দেখা গেল অগ্নি হয় না। পরীক্ষাদ্বারা প্রকাশ ই জুয়াচোর প্রস্তরে লাল রঙ দিয়া য়া বিক্রয় করিয়াছে। বিক্রেতা জয়া দহ নাই। কিন্তু ক্রেতারও বুদ্ধি ছে।

আক্ষেপ করিয়াছেন, পে টকানিগু চক্ষে সুন্দরবন দেওয়া অতিশয় ছে। সুন্দর বনে কাষ্ঠ কাটিলে না। এটী চিরন্তন সংস্কার ছিল। গবর্ণমেন্টের সামান্যমাত্র লাভ কাষ্ঠ এত দুর্ম্মূল্য হইতেছে নায় পাকাদি করিতে আরম্ভ

সম্প্রতি ২৬ গণিত পঞ্জাবী পদাতিক রেজি মেণ্ট আগরা হইতে অম্বালায় যাইতেছিল। তাহাদিগের নিমিত্ত একখানি বিশেষ শকট শ্রেণি প্রেরিত হয়। মিরাট হইতে এক দল ইউ রোপীয় সৈন্য প্রেরণ করা আবশ্যক হওয়াতে তত্রত্য ষ্টেশনমাষ্টর শীকদিগকে নামিয়া যাইতে বলেন, কিন্তু তাহাদিগের কর্ণেল আপত্তি করাতে শকট ছাড়িয়া দেন। কিন্তু মোজঃফর নগরে উপনীত হইলে দিল্লীর বাণিজ্যাধ্যক্ষ এক টেলিগ্রাম করিয়া শকট স্থগিত করিলেন। কলখানি ইউরোপীয় সৈন্যদিগের নিমিত্ত চলিয়া গেল। শীকদিগকে প্রায় ২৪ ঘটিকা মোজঃফর নগরে কষ্ট পাইতে হয়। আক্ষেপের কারণ নাই, ইউরোপীয়দিগের সুবিধা লইয়া কথা হইলে যাবতীয় ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যেই এইরূপ হইয়া থাকে।

আগামী জুলাইমাসে মধ্যভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর কর্ণেল বাবেল সাহেব প্রত্যাগমন করিবেন। মহাসভায় প্রবেশ করিতে পারিলে তিনি এ দেশে আর আসিবেন না।

মহীসুরের লোকেরা তত্রত্য রাজার শিক্ষক কর্ণেল হেনসকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। কর্ণেল শিক্ষক হওয়াতে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছেন। অভিনন্দনপ্রদ তারা বলেন, যদিও রাজাকে মহীসুর প্রত্যর্পণ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদিগের মনে ভয় ও সন্দেহ রহিয়াছে; রাজা কৃতবিদ্য হইলে আপত্তি চলিবে না বলিয়া কর্ণেল হেনসের আগমন এত সুখের হইয়াছে। লার্ড ডেলহৌসি নামে যাঁহাদিগের চক্ষের জল পড়ে তাঁহারা দেখুন ভারতবর্ষীয়েরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজনীতি সংক্রান্ত সত্যনিষ্ঠার উপরে কিরূপ সন্দিহান হইয়াছেন।

সম্প্রতি সিটনকার সাহেব ইডেন উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যান; কিন্তু তাঁহার টিকট না থাকাতে পুলিষ প্রহরী তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই। হগ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছেন, অর্থ না দিলে কেহ উদ্যান প্রবেশ করিতে পারিবেন না। উদ্যান সাধারণ সম্পত্তি, অতএব এই প্রতিবন্ধকতানিবন্ধন প্রধানতম বিচারালয়ে নালীশ হইবে।

হরপুরি, বৈষ্ণব তাঁতি হর, ভুঁয়া ও হরকালী রায়নামক যে চারি ব্যক্তি কৃষ্ণবাগানের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকাতে সেসিয়নে অর্পিত হয়, তাহাদিগের বিচার হইয়াছে। হরকালী রায়ের দোষের প্রমাণ না থাকাতে তাহাকে মুক্ত করা হইয়াছে। আর তিন জনের ফাঁসী হইবে। বিচারপতি মাকফার্সেন আজ্ঞা দিবার সময়ে বলিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। উচিত দণ্ডসন্দেহ নাই।

৮ ই মাঘ বুধবার।

আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনরলও গ্রীষ্মকালে সিমলা পর্ব্বতে বাস করিবার মানস করিয়াছেন। সাংক্রামিক রোগের শীঘ্র উপশম হয় না।

কলিকাতার জষ্টিসদিগের ইঞ্জিনিয়র ক্লার্ক সাহেব পুনর্ব্বার পীড়ানিবন্ধন ইংলণ্ডে যাইতেছেন। জষ্টিসগণ ইংলণ্ড হইতে আর এক জন ইঞ্জিনিয়র আনয়ন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ক্লার্ক সাহেবের বিখ্যাত ড্রেণ স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে। ক্লার্ক সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ড্রেণটীর গমন হইলে কি ভাল হয় না?

উইলসন সাহেব হগ সাহেবের নামে যে নালীশ করেন, মাজিষ্ট্রেট রবার্টস তাহা অগ্রাহ্য করাতে ইউরোপীয়েরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। বিস্তর লোক প্রত্যহ দৈনিক সংবাদ পত্রে রাগ প্রকাশ করিতেছেন। প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করিবার নিমিত্ত সকলে চাঁদা করিতেছেন। রবার্টস সাহেব যে অন্যায় বিচার করিয়াছেন তাহাতে রাগ হইতে পারে। ইউরোপীয়েরা এই উপলক্ষে একটী সদুপদেশ শিক্ষা করুন। রবর্ট সাহেব হগ সাহেবের নামে নালীশ না লওয়াতে তাঁহাদিগের যেমন মর্ম্মান্তিক বেদনা হইয়াছে, মফস্বলের মাজিষ্ট্রেটেরা ইউরোপীয়দিগের নামে নালীশ না লওয়াতে এদেশের লোকের সেই প্রকার মর্ম্মান্তিক পীড়া হয়। অনেক মফস্বলমাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয়দিগের নামের নালীশ গ্রাহ্য করেন না।

দারজিলিঙের জেলে ৬০০০ টাকা ব্যয়ে একটী পাঁওরুটির তুন্দুল হইতেছে। দারজিলিঙে উত্তম রুটি পাওয়া ভার, অতএব ইহাতে [illegible]বার সম্ভাবনা।

গতকল্য সর জন লরেন্স কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। লার্ড মেয় ও অনেক উচ্চতর কর্ম্মচারী ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলের সম্মানার্থ তাঁহার সহিত জাহাজ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব দিবস লেডি মেয় এক বৈঠক করাতে সর জন লরেন্সের সহিত অনেক এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

কলিকাতার মুসলমানসভা সর জন লরেন্সকে এক অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। রেলওয়ের আরোহিসভাও এক অভিনন্দন দেন। কিন্তু

লাহাবাদের সহকারী মাজিষ্টেট তাঁহাকে সম্মনে অর্পণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি পঞ্জাব ও রাজপুতনার স্থানে স্থানে হওয়াতে শস্যের কতক মঙ্গল হইয়াছে।

ইলিয়ম মিয়ুর বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বলি ন, অনাহারে কেহ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহা দেকে দায়ী হইতে হইবে। এই বারে ঠেকে শিক্ষা হইয়াছে।

পারস্যের রাজা ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের ২টে কয়েক জন আফিসর ও রণতরির অধ্যক্ষ হিয়াছেন।

১০ ই মাঘ শুক্রবার।

গত কল্য বণিক সমাজ লাডমেয়কে এক অভি নন্দনপ্রদান করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল প্রত্যু ত্তর দানকালে বলিয়াছেন, ইংলণ্ডপর্য্যন্ত [illegible] সম্বন্ধে টেলিগ্রাফ, ভারতবর্ষের রেলওয়ে ও খালখননকার্য্যের নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় আবশ্যক তাহা তিনি করিবার মানস করিয়া ছেন। ইহঁার বক্তৃতা ত অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে কার্য্য কি বর্ষণ করে, এখনও আমরা স্থির করিতে পারি নাই। তবে ইহঁার ভদ্রতা অধিক দেখা যাইতেছে। মেইন সাহেব আমাদিগের ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু লাডমেয় "আমাদিগের সম প্রজাগণ" বলিয়া ছেন।

পিয়নিয়র বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট চিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের বিদায়ের যে নিয়মা ল করেন, সর ষ্টাফোর্ডনর্থকোট তাহা ফিরা পাঠাইয়া দিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট ক্রটারি বলিয়াছেন, বিদায়ের নিয়মগুলি শয় উদারভাবাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কোন পরিবর্ত্ত করিতে চান নবিলিয়ানদিগের বিদায়ের নিয়ম সকল ত সুবিধার হইল, অচিহ্নিতদিগেরও হইবে কেন তাহার কোন কারণ দেখা

পত্র অবগত হইয়াছেন, রাজা দিনকর রওয়ার মন্ত্রিত্ব হইতে চ্যুত করা হই হার কার্য্যসকল লোকের এত অপ্রীতি বিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। নমিত্ত কলিকাতায় আসিতে আসিতে প্রতিগমন করিয়াছেন। তিনি বন্দেল জন সিবিলিয়ানকে চাহিয়াছেন। রওয়ার আছেন। রেওয়াতে দিন কাজ করিয়াছেন, তৎসংক্রান্ত কাশিত বলা হইয়া।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে দুই জন শীক পুলিষে নীত হয়। এক জনের বয়ঃক্রম ৭০ ও তাহার পুত্রের ২৫ বৎসর। ইহাদিগের উপার্জ্জনের কোন উপায় ছিল না এবং রাত্রিতে মাঠে ও রাস্তায় শয়ন করিয়া থাকিত। পুলিষে ইহারা বলিল, এক জন ইংরাজ তাহাদিগকে লইয়া যান; কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়া ছাড়াইয়া দেওয়াতে তাহারা অসঙ্গতিনিবন্ধন যেখানে সেখানে থাকিতে বাধিত হয়। মাজিষ্টেট ইহাদিগকে বিদেশীয় অনাথালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এপ্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যেসকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় ভৃত্য লইয়া ইংলণ্ডে যান, ধর্ম্মতঃ তাঁহাদিগকে এইসকল লোককে ভারতবর্ষে আসিবার পাথেয় দেওয়া কর্ত্তব্য।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জাহাজের অধ্যক্ষগণ নাবিকদিগকে বোম্বাইয়ে ছাড়াইতে পারিবেন না। নাবিকেরা পদত্যাগ করিতে সম্মত থাকিলেও সে পদ ত্যাগ গ্রাহ্য নহে। এটী অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ মীমাংসা। ইহাদ্বারা লোফারের সংখ্যা অনেক কমিবে।

সিলং হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "গত কল্য (১১ ই জানুয়ারি) সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। বেলা ৪ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটের সময় মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইয়া কম্প আরম্ভ হয়। ঘর দুয়ারপ্রভৃতি তাবৎ দুলিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে ৩ বার কম্প হইয়াছিল। শেষ কম্প ৫ ঘণ্টা ৮ মিনিটের সময় হয়। শ্রীযুক্ত জানরেল লায়াল সাহেব নূতন বাঙ্গালা প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহার চিমনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত লেপ্টনণ্ট কর্ণেল বিভার এখানকার ডেপুটি কমিসনর। তাঁহার বাঙ্গালা সিলঙের মধ্যে উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাঙ্গালারও চিমনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও দেয়াল চিড় খাইয়াছে। এখানকার কমিসরিএট আফিসর মেজর মণ্টগিউরের উত্তম বাঙ্গালা আছে। এ বাঙ্গালারও স্থানে স্থানে চিড় খাইয়াছে ও চুণ বালি খসিয়া গিয়াছে।"

১১ ই মাঘ শনিবার।

অদ্য নবযুবক ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক সভা ও উপাসনা হইবে। ব্রাহ্মগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ ও তাহা উৎ সর্গ করিবেন। দুই প্রহরের সময়ে এক বার ও সন্ধ্যার সময়ে আর এক বার উপাসনা হইবে। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে টৌনহালে বক্তৃতা ও ইংরাজীতে ব্রহ্ম গীত হইবে। এই বক্তৃতাটীর কারণ কি? বাঙ্গালী হইয়া ইংরাজীতে গীত করিবার কারণ ত আমরা বুঝিতে পারি লাম না।

আব্রাহাম ফিলটন নামক ভারতবর্ষীয় একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী শ্রীনাথ বিশ্বাস নামক এক জন মজুরকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। বিচারকালে পীড়িত প্লীহার আপত্তি করা হইয়াছিল। জুরি সামান্য প্রহারের নিমিত্ত দোষী বলাতে বিচারপতি মাকফাসন ইহার ছয় মাস মেয়াদ দিয়াছেন। ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজেরা অপক্ষপাতিতা ও দয়ার বড় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

লণ্ডন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ষ্টেটসেক্রেটারি পঞ্জাবের কৃষকসংক্রান্ত আইন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সর জন লরেন্সের এ অনুষ্ঠানটীও বিফল হইল।

লক্ষ্ণৌএর ইউরোপীয় সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া দস্যুবৃত্তি করিতেছে। সম্প্রতি একটী ইউরো পীয় স্ত্রীলোককে শকট হইতে নামাইয়া তাঁহার অলঙ্কার মোচন করিয়া লইয়াছে। রাজকুমার মণনউদ্দৌলার অশ্ব ও শকট দুইবার চুরি গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মফস্বলের আদালতের অধীন নহে; প্রধানতম বিচারালয়ের খৃষ্টিয়ান জুরিগণ তাহাদিগের হত্যার অপরাধস্থলে "সামান্য প্রহারের" অভিমত প্রকাশ করেন, ইহাতে পাপের যদি প্রশ্রয় না হইবে, তবে আর কিসে হইবে?

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার	সিক্কা	৯৪৶। ৯৪।০
৪ "	কোং	৯৪।৶। ৯৪॥০
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০৪।৶। ১০৪৸০
৫ "	কোং	১০৮।০। ১০৮৸০
৫॥ "	কোং	১১২৶। ১১২॥৶০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৫ ই জানুয়ারি। আরল অব ক্লেরেণ্ডন ও রেবর্ডি জন সাহেব লার্ড ষ্টানলির ন্যায় আলাবামাঘটিত বিবাদের মীমাংসার্থ উদ্যোগ পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

টাইমস বলেন, তুরস্কের সহিত গ্রীসের বিবাদ হওয়াতে প্রিন্স অব ওয়েলস এথেন্সে যাইতে পারিলেন না।

ব্রেজিলের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে, পারা গুয়িদিগের সহিত ব্রেজিলীয়দিগের সম্প্রতি এক ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া সমুদায় পারাগুয় সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। ২০০ অনুচর লইয়া লাপেজ পলায়ন করিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার স্ত্রী কোপেনহেগেন হইতে যাত্রা করি য়াছেন।

পারিস ১৬ ই জানুয়ারি। অদ্য দূতসভার শেষ অধিবেশন হইয়াছে। যেসকল গবর্ণমেণ্টের দূত আসিয়াছেন, তাঁহারা গ্রাহ্য করিলে পর দূতগণ একবাক্য হইয়া আপনাদিগের মন্তব্য গ্রীসকে জানাইবেন। দূতগণ স্থির করিয়াছেন, সুলতান যে পাঁচটী প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার তিনটী জাতিসাধারণ নিয়ম ও যুক্তিসঙ্গত। চতুর্থ প্রস্তাবের তর্কের প্রয়োজন নাই, কারণ তুরস্ক এ বিষয় নিরপেক্ষ বিচারালয়ের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। পঞ্চম বিষয়টী প্রথম তিন প্রস্তাবের অন্তর্গতমাত্র। গবর্ণমেণ্টসমূহ গ্রীসকে বলিবেন তিনি যেন জাতি সাধারণ আইন অনুসারে কার্য্য করেন। গ্রীস যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে সুলতান নিজের প্রস্তাব পত্র ফিরাইয়া লইবেন।

পেরা ১৭ ই জানুয়ারি। পারস্যে সুহাটীর নামক একটী ধর্মসম্প্রদায় হইয়াছে। টিহারণস্থিত তুরস্ক দূত সেই দলের শিষ্য হওয়াতে সুলতান তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

১৭ ই জানুয়ারি—দূতগণ স্থির করিয়াছেন তুরস্কের পঞ্চম প্রস্তাবও প্রথম তিন প্রস্তাবের অন্তর্গত হইয়াছে। চতুর্থ প্রস্তাব বিচারালয়ে অর্পণ করা হইবে। গ্রীস যদি দূত সভার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সম্মত করিবার বিষয়ে ইংলণ্ড আপত্তি করিয়াছেন।

পেরা ১৮ ই জানুয়ারি। সুলতান দূত সভার সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করিয়া নিজের দূতকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টসমূহ স্থির করিয়াছেন, গ্রীস যদি দূত সভার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ থাকিবেন।

প্রিন্স অব ওয়েলস ও তাঁহার স্ত্রী বার্লিনে উপনীত হইয়াছেন।

ওয়াশিংটন ১৯ এ জানুয়ারি। আলাবামার বিষয়ে এবং বিদেশীয়গণ আমেরিকায় বাস করিলে তাঁহাদিগকে আমেরিকাবাসী বলিয়া স্বত্ব দিবার বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত যে সন্ধি হইয়াছে, সভাপতি জনসন তাহা মহাসভার নিকটে অর্পণ করিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৩ ই জানুয়ারি। যত দিন এম, বি, রচ-ফোর্ড সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন জে, এস, লার্ম্মিণ সাহেব হুগলির প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন বাবু বৈষ্ণবচরণ দাস সরকারী কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ঢাকার প্রতিনিধি সদরমুন্সেফ হইবেন।

যেদিবস কর্ণেল এচ, হপকিন্সন কার্য্যভার অর্পণ করিবেন সেই দিবসাবধি লেপ্টনণ্ট কর্ণেল ডবলিউ, আগন্যু আসামের প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন।

যতদিন লেপ্টনণ্ট কর্ণেল আগন্যু কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন লেপ্টনণ্ট কর্ণেল এচ, এস, বিবার আসামের প্রতিনিধি বিচারসম্বন্ধীয় কমিসনর হইবেন।

পি, টি, কর্ণেগি সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত কসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইয়া সিবিল জজের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি চতুর্থ শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

জে, ওকিনিলি সাহেব পাটনার মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি হইবেন।

যত দিন মৌলবী ওমিজদ্দিন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন বাবু শিবশরণ লাল ভাগলপুরের অন্তর্গত তেঘরার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

২৮ এ ডিসেম্বরের বৈকাল অবধি আর, টি, সিবেষ্টার সাহেব কিছুদিনের জন্য রাণীগঞ্জ উপবিভাগের ভার পাইবেন। তিনি বাকুড়াতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাচালন করিবেন।

যত দিন জি, জি, মরিস সাহেব কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন জি, এ, পিপার সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন। ৬ ই জানুয়ারির গেজেটে তাঁহার ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাইতির মুন্সেফ বাবু মদনগোপাল সোম প্রথম শ্রেণিতে উন্নত হইবেন।

নদীয়ার অন্তর্গত বনগাঁর গ্রামের মুন্সেফ বাবু শিবদাস মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ দিনাজপুরে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন। কিন্তু যত দিন বাবু মোহনলাল পাড়ে উপনীত না হন তত দিন পুরীর প্রতিনিধি মুন্সেফ থাকিবেন।

যত দিন বাবু অতুলচন্দ্র ঘোষ কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু উমাচরণ দত্ত দিনাজপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

যত দিন বাবু শ্যামধন মুখোপাধ্যায় কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু মাধবচন্দ্র চক্র ২৪ পরগণার অন্তর্গত আলিপুরের মুন্সেফ হইবেন।

বাবু চন্দ্রপ্রসন্ন দত্ত বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ...নার মুন্সেফ হইবেন।

মুন্সি তফেল আহম্মদ বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বামননাড়ার মুন্সেফ হইবেন।

১৪ ই জানুয়ারি। চম্পারণের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর সি, এচ, বাউ... সাহেব প্রধানতম বিচারালয় ও সেসিয়নে অর্পণ করিবার মকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

৯ ই জানুয়ারি অবধি এ, সি, মাঙ্গল সাহেব ব্রহ্মপুত্রের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজি... ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৫ ই জানুয়ারি। নিম্নলিখিত ব... কটকের বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য...

ডবলিউ, ক্রিস্তিয়ান সাহেব।

বাবু জগন্মোহন রায়।

... দীনানাথ পণ্ডিত।

জে, আওয়াসন সা...

মেডিক্যাল কালেজের অধ্যক্ষ... হইবেন।

যত দিন মৌলবী মহম্মদ মামুদ বিদা... অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু ...প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরার অন্তর্গ... ...গরের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

৭ ই জানুয়ারি ডবলিউ ... সাহেব কটকের মাজিষ্ট্রেট ও ... কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ... তিনি প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি ... কালেক্টর হইবেন।

যে দিবস এ, টি, মাক্লিন ... রের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ... য়াছেন, সেই দিবসাবধি মাজি... হইবেন।

যে দিবস অবধি এ, ... প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ... সেই দিবসাবধি তিনি প্রথ... মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হই...

১৬ ই জানুয়ারি। ডাক্ত... দিনের নিমিত্ত ঢাকার প্র... হইবেন।

দেবগড়ের সহকারী কমিসনর এ, ডবলিউ, সায়াট সাহেব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কড় ষার সিমুলতলা, বৈদ্যনাথ, মহাদেবপুর জগদীশপুরের আড্ডার মধ্যে রেলওয়ে ঃ যাবতীয় মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা লেন। বাঁকা উপবিভাগের অন্তর্গত চন্দন গণার ও যাবতীয় রেলইলওয়ে ঘটিত মক মার বিচারও তাঁহার হস্তে দেওয়া গেল।

রাণীগঞ্জের সহকারী মাজিষ্ট্রেট জে, আর. হ্যালেট সাহেব গোবিন্দপুরের মাজিষ্ট্রেটের সীমার মধ্যে রেলওয়ে ঘটিত যাবতীয় মকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

: জামতারার সব আসিষ্টান্ট কমিসনর এ জে, ফ্রেজার সাহেব কারমতারা জামতারা মেমগ্রাম আড্ডার মধ্যে কড লাইন ঘটিত যাবতীয় মকদ্দমা করিবার ভার পাইলেন।

এ জানুয়ারি। লেপ্টনন্ট ডবলিউ, সুয়মসন চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইয়া ভর ডেপুটি কমিসনর হইবেন।

পার্ক সাহেব হুগলির প্রতিনিধি ঃ ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ব্রিমলি সাহেব হুগলীর মাজি .র হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ক্ষমতা পাইবেন।

—:০:—

।মাদিগের গাজিপুরস্থ সংবাদদাতা ।াছেন।

ই কালি এপ্রদেশের দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট ব্যক্তি হায্যার্থ অনেক স্থানে চাঁদা হই- ।মাদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেবও এই এখানে একটী সভা করিয়াছিলেন। হেবের অনুরোধে অনেকগুলি ধনী মৃত হইতে ইয়াছিল কিন্তু লজ্জার শুদ্ধ ১২৫ টাকার অধিক উঠা উরোপীয় কোয়াটর হইতে প্রায় হইয়াছে। এপ্রদেশের বড়মানুষ নাচপ্রভৃতিতে ব্যয় করিতে কিন্তু এসব বিষয়ে কিছু দিতে কবল খাতির এড়ান বিবেচনা ড় দুঃখের বিষয়।

ণ্ডী পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি স্থানে পরীক্ষা না হইয়া ীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। বার ৯০ ছিল, ইহার মধ্যে কেবল ১৭ জন ইংরাজী ভাষাতে আর সকলে উর্দ্দুতে পরীক্ষা দিয়াছেন। প্রশ্ন চুরির ভয়ে পরীক্ষকেরা এবার প্রশ্ন না ছাপাইয়া নিজে নিজে পরীক্ষার্থীদিগকে লেখাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু শুনিতেছি পরীক্ষা স্থানে কিছু গোলযোগ হইয়াছিল।

৩। সে দিন এখানকার গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত দুটী বএল চুরি গিয়াছে। পুলিষ এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধানই করিতেছেন।

৪। এস্থানে এখন পর্য্যন্ত বৃষ্টির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। চাউল টাকায় ৯ সের এবং গম ১০ সের। এখানে আরও এক বৎসর অক্ট্রোর ডিউটি অর্থাৎ এখানে যে যে শস্য আমদানী হইবে তাহার উপর কর লওয়া হইবে না।

—:০:—

আমরা ফরিদপুর হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। ১ লা জানুয়ারিতে আমাদিগের এখানকার কৃষিপ্রদর্শনী মেলা আরম্ভ হইয়া গত বৃহস্পতিবার শেষ হইয়াছে। মেলার ধূম ধাম ও বাহ্যাড়ম্বরের ত্রুটি হয় নাই। সিংহদ্বারনির্ম্মাণ, দরবারগৃহসজ্জা, ঘোড়দৌড়, মানুষের দৌড় কুস্তি এবং বাজি পোড়ান হইয়াছিল। যাহা হউক, সুখের বিষয় এই প্রকৃত কৃষকদিগকে এ বার অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনকরূপে পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে। এ বার আমরা আমাদিগের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন রায় মহাশয়কে যথোচিত উদ্যোগ উৎসাহ ও পরিশ্রমসহকারে মেলার প্রায় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া সমধিক সন্তোষলাভ করিয়াছি। ভগবান বাবুর অনুপস্থিতিতে আগামী বৎসর তিনি এইরূপ শ্রমসহকারে কার্য্য করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়।

২। আমাদিগের ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় এস্থানে সমাগত হইয়া অনেক নূতন আমলা নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা কালীকিঙ্কর রায় মহাশয়কে অনুরোধ করি, নিরপেক্ষভাবে যথাযোগ্য কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণকে যেন তিনি নিযুক্ত করেন কেবল প্রশংসাপত্রের উপরে নির্ভর না করিয়া স্বভাব চরিত্রের প্রতিও যেন একটু দৃষ্টি রাখেন।

৩। গবর্ণমেণ্ট স্কুল ১ মাসের নিমিত্ত বন্ধ হইয়াছে। স্কুলসম্বন্ধে আমাদিগের অনেকগুলি লিখিতব্য আছে।

৪। গত রবিবার প্রায় ৫ ঘটিকার সময় এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ৫ ই পৌষ প্রাতঃকালে এখানে প্রায় দুইঘণ্টাকাল যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে এ অঞ্চলের বিশেষ উপকার হইয়াছে, দুর্ভিক্ষের আর বড় আশঙ্কা নাই; শস্যাদির মূল্যও অনেক কমিয়াছে, কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, ক্ষেত্রে পূর্ব্বে যেসকল শস্য বপন করা হইয়াছিল, তাহার পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়াছে। এই সময়ে আরও কিছু বৃষ্টি হইলে সকল আশঙ্কা দূর হইতে পারে। জল না হওয়াতে লোকের জ্বরাদি পীড়া হইয়া যে কষ্ট হইতেছিল, একণে আর তাহা নাই। এখন আর প্রায় লোকের পীড়াই নাই বলিলেও হয়।

২। আমাদের প্রিয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অবকাশান্তে পুনরায় গত ১৩ই ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছেন; নবোৎসাহ ও নবোদ্যমসহকারে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সভার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এটী সিবিল ষ্টেসন নহে, একটী ব্যাণ্টনমেণ্ট। কর্ম্মস্থানের মধ্যে কেবল দুইটী বিভাগ (ডিপাটমেণ্ট) আছে, কামসরিএট ও এঞ্জিনিয়ারি। ইহাতে ২০।২৫ ৩০।৪০ টাকা এইরূপ অল্পবেতনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীই অধিক। আমাদের যেসকল বঙ্গীয় ভ্রাতা বিদ্যালয়ে যৎসামান্য পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের অনুসরণ করিয়াছেন এবং স্বদেশে ও উত্তর পশ্চিমের কোন স্থানে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাই এখানে আসিয়াছেন। বিদ্যালয়ে অধিক না পড়িলে ও অল্প বয়সে অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা হইলে লোকের যত আত্মা ও মনের উন্নতি হইতে পারে তাহা বিলক্ষণ বোধগম্য হয়। আমি এখানে এক বৎসর হইল আসিয়াছি, সকল বিষয় বিশেষরূপে দেখিলাম, কিন্তু যাহাতে মনুষ্যত্বের উন্নতি হয়, এরূপ যত্ন এখানকার কাহারও দেখিলাম না। কেবল দুই পংক্তি লিখি[illegible] ও দুইটা ইংরাজী কথা কহিতে শিখিলেই অনেকে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এক[illegible] তাহার বিহার পরিবার

প্রতিপালন ইত্যাদি সামান্য বিষয়েই অনেকের জীবনের উদ্দেশ্য বদ্ধ রহিয়াছে। আমি যে এক জন মনুষ্য, ঈশ্বর আমার উপর যে নানা গুরু তর ভার দিয়া রাখিয়াছেন, আজীবন যাহার জন্য প্রাণগত যত্ন করিতে হইবে, এসকল কাহা রও চিন্তার বিষয় নহে, এখানকার অল্প শিক্ষিত বাঙ্গালীর বলিয়া নহে, আমাদের বাঙ্গালী ভ্রাতাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষরূপে শিক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপ ভাব, তবে যিনি একটু যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে বিদ্যাবিষয় বা ধর্ম্মবিষয়ে কিছু উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন তিনি “ বন গাঁয় শিয়াল রাজা ” হইতে চাহেন। তিনি বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় অবতার বলিয়া লোকের পূজা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাঙ্গালীদিগের প্রকৃত অভ্যুদয় বিষয়ে হতাশ হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের যুবকেরা আত্মীয় স্বজনের তিরস্কারে মিসনরিদিগের শরণাগত হইতে যাইত, এখন রেলওয়ের প্রসাদে পশ্চিমাঞ্চলে পলাইয়া আসে। এ অঞ্চলের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী লেখা পড়ার ভয়েতে বা অন্য কোন কারণে এখানে পলাইয়া আসিয়াছে, আবার গোয়ালিয়র একটী পার্শ্ববর্ত্তী, সাধারণগম্য স্থান নহে; কাজেই এখন এখানে ঐরূপ পলাতকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব, যাহারা লেখা পড়ার ভয়েতে দেশ ছাড়িয়া আসিয়াছে, এখন সভ্য করিয়া তাহাদের আর কত দূর হইবার আশা করা যায়। তবে আমি যে অন্যান্য স্থানের বাঙ্গালীগণ অপেক্ষা এখানকার বাঙ্গালীদের বরাবর সুখ্যাতি করিয়া আসিয়াছি, তাহার কারণ আছে। এ অঞ্চলের কোন স্থানের বাঙ্গালীদের অর্দ্ধেক তামাকের ধূমপান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। কোন স্থানের বাঙ্গালীরা অন্ততঃ ইংরাজী কথা ও ইংরাজী লিখিতে শিখিবার জন্য সভাদি স্থাপন করেন। ইহাতে অবশ্যই এখানকার বাঙ্গালীরা প্রশংস নীয়। নবীন বাবুর ন্যায় এখানে দুই একটী যে উপযুক্ত বাঙ্গালী আছেন, ইহাঁদের দ্বারা সাহেবসদনে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ নাম হই- য়াছে। স্থানেস্থানে যদি একটী দুইটী বাঙ্গালীও যত্ন করেন তাহা হইলে যে কাজ হইতে পারে নবীন বাবুর দৃষ্টান্তে আমি তাহা বুঝিয়াছি। এতঞ্চলে যেসকল বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা যে কারণেই আসুন, যেন কেবল আহার বিহার ও অর্থোপার্জ্জনপ্রভৃতি জীবনের সামান্য কার্য্যেই পরিতৃপ্ত হইয়া না থাকেন।

৩। কলিকাতায় বড় দিনে যেরূপ সমারোহ ও আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায় এই সৈনিক পুরুষপরিবেষ্টিত অল্পসংখ্যক ইংরাজদের মধ্যে তাদৃশ দেখিবার সম্ভা বনা নাই। তবে সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে দেখা গেল কোন কোন গোমস্তা নানাবিধ দ্রব্যজাতপূর্ণ উপঢৌকন কমিসরিএট সাহে বকে দিতেছে, কন্ট্রাক্টরগণ এঞ্জিনিয়ার ও ওভরসিয়ারদিগকে বিবিধ উপচারে নৈবেদ্য দিতেছে ইত্যাদি দেখিয়া আমরা অনেকাংশে চক্ষুর সার্থকতাসাধন করিয়াছি। এরূপ উপঢৌ কন বা পূজার অভিপ্রায় কি ? আমরাও বড়দিনের উৎসব সম্ভোগে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হই নাই, আসিষ্টাণ্ট কমিসারি জেনারেল কর্ণেল রাণ্ডার সাহেব তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিদিগকে ৫০ টাকা দিয়াছিলেন। তাহাতে এখান কার সমস্ত বাবু গোয়ালিয়র সহরের নিকট বর্ত্তী একটী মনোহর উদ্যানে মিলিত হইয়া বিবিধ উপচারে আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পর আবার মুরার চাউনীর একটী প্রকাশ্য স্থানে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দর্শন করিয়াছেন। এই উৎসবক্ষেত্রে বাঙ্গালী ও হিন্দু স্থানি ভিন্ন ১৫।১৬ জন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চা, সুরাপ্রভৃতি তাঁহা- দিগকে পরিবেশন করা হইয়াছিল। কোন কোন সাহেব মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, বড়দিনের এ এক নূতন ব্যাপার ও নূতনপ্রকার আমোদ। আমি আজিও পর্য্যন্ত বড়দিনের আমোদ ভোগ করিতেছি, এটী আমার পক্ষে একটী বিষম ফাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

৪। গত ৮ ই জানুয়ারি মেজর জেনারেল চেম্বরলেন সাহেবের বাড়ীতে একটী মহা সমা- রোহ হইয়া গিয়াছে। এখানকার প্রায় ইতর ভদ্র সকলই সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া- ছিলেন। আহারাদির আয়োজন, মল্লযুদ্ধ হইয়া ব্যায়াম চর্চ্চা আতোষবাজীপ্রভৃতি বিবিধপ্রকার আমোদকর অনুষ্ঠান হইয়াছিল মহারাজের পোষ্য পুত্র সভাসদ ও অনুগত লোক সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। সেদিন ঐ স্থানে লোকারণ্য হইয়াছিল। মহাশয় এই উৎসবটী বড়দিন উপলক্ষে কি অন্য কোন কারণে তাহা বলিতে পারি না।

৫। এখানে পব্লিক ওয়ার্কে অনেক ওভরসিয়ার, সব ওভারসিয়ার একাউ- ণ্টাণ্টপ্রভৃতি কর্ম্মচারী জমিয়াছে। বেীর বিষয় এই, এক জন ২০।২৫ বেতন ধারী সব ওভরসিয়ার এক মাসের গাড়ী, ঘোড়াপ্রভৃতি আসবাবের সহিত এ বাহাদুরী করিতেছেন যে, অধিক বেতনধারী কর্ম্মচারী তাহা দেখিয়া অবাক হন তাহা সন্দেহ নাই। অত্রস্থ অনেক ভদ্র ভদ্র সাহেব এইসকল অত্যাচার দেখিয়া এই ডিপার্টমেণ্টের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, কিন্তু ওসকল চোরকে আইন মত ধরা কাহারও সাধ্য নাই। এখানে একগুণ খরচে পাঁচ গুণের অপেক্ষা অধিক লাগিতেছে।

৬। মহাশয়! এই একবৎসর কাল গোয়া লিয়রের যেসকল বিষয় পাঠকবর্গকে জানা ইবার তাহার প্রায় অনেক জানাইয়াছি, এখন এস্থান তাহাদের প্রায় অনেক বিষয়ে পরিচিত হইয়াছে। বোধ হয় এস্থান হইতে আর সংবাদ পাঠাইতে পারিব না, মানুষে কর্ম্মসূত্রে ঘুরিয়া বেড়ায় আমিও সেই কর্ম্মসূত্রে স্থানান্তরে যাইতেছি। বোধ হয় নূতন স্থান হইতে আবার নূতন নূতন বিষয় লিখিব।

রঙ্গপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

১ রঙ্গপুরের উত্তর প্রদেশসমূহ ইতঃপূর্ব্বে কুচবিহারের অধীন ছিল। যত কয়েক বৎসর হইল, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হওয়াতে অনেক অসভ্য পাহাড়ীয়া জাতি ক্রমে সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতেছে। এ দেশে ভদ্র লোক অতি অল্প কোন স্থানে ভদ্রসংখ্যা মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দু জাতির মধ্যে রাজবংশী এখানে প্রধান। রঙ্গপুরের উত্তরাংশে যত মনুষ্য আছে তন্মধ্যে মুসলমান আট আনা, রাজবংশী চারি আনা, আর সম্প্রদায় চারি আনা হইবে। মফস্বলে বিস্তর রাজবংশী তামাকের ব্যবসায় করিয়া ধনবান হইয়াছে এবং স্কুলপ্রভৃতিতে পড়িয়া ভদ্রমধ্যে পরিগণিত হইতেছে। অন্যান্য জাতিরা কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অন্য দেশে যেমন কামার, কুমার, তেলি, তাম পৃথক পৃথক জাতিতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় কর এখানে তেমন নাই। মুসলমান ও রাজবংশী যাহারা যে কার্য্য করিতে পারে তাহারা ব্যবসায়দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। দেশের মহিলাগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী।

ি এবং গৃহকার্য্যাদ সমুদায় নির্ব্বাহ য়ে সময়ে কৃষিকার্য্য বিষয়েও আমাকে সাহায্য করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের ই এতদ্দেশীয় পুরুষেরা অনেক সুখভোগ া থাকে। তাহারা কেবল তণ্ডুল ও তাম্র, আহার করিয়া কালযাপন করে। ক ধনবান মনুষ্যও উত্তম বস্ত্র পরিধান ও বস্ত্র আহার করে না। এক এক কৌপীন ধারণ করিয়া দিনাতিপাত করে। যাহারা রাজ দরবার না অন্যের কাছারিতে যায়, তাহাদিগে বই এক একখানি ৬।৭ হাত কাপড় থাকে। এ দেশে এরূপ লোককে দেওয়ানিয়া বলে। দেওয়ানিয়ারা বাটীতে না থাকিলে ফকির ও বৈরাগী এক মুষ্টি তণ্ডুল পায় না। এ দেশের স্ত্রীদিগের পরিচ্ছদও কদর্য্য। অঙ্গনাগণ বন বাসে একখানি স্থূল বস্ত্র বুক বাঁধা করিয়া পরিয়া থাকে। ঐ সময়ে স্ত্রীদিগকে দোকাপড়া হইয়াছে বলে। দোকাপড়ার অর্থ যৌবনপ্রাপ্ত অর্থাৎ কটিতে ও বক্ষঃস্থলে উভয় স্থানেই কাপড় পড়ে হয়, তজ্জন্য দোকাপড়া বলিয়া থাকে। ইহারা শুক মৎস্যের অত্যন্ত প্রিয়। একটা শুকটা পোড়াইয়া অনেক অন্ন খাইতে পারে। এ দেশের বিবাহপদ্ধতি একপ্রকার ভালই দেখা যায়। বাল্যবিবাহ প্রায় নাই। দোকাপড়া হইলে অনেকেই বিবাহ দিতে সম্মত হয় না। ব্রাহ্মণভিন্ন সমুদায় জাতিরই বিধবাদিগকে পুনর্ব্বার পাত্রসাৎ করার রীতি আছে, তজ্জন্য ভ্রূণহত্যাপ্রভৃতি পাপ অতি অল্প হইয়া থাকে। এ দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তামাক, কোষ্টা, ধান্য, বিলাতি আলু, ইক্ষুও কোন কোন স্থানে দেখা যায়। এ প্রদেশের বাণিজ্য স্থান বাউরা, গোড়ামারা, ... টমারি, কালীগঞ্জ, কাকীনিয়া, ডালাপাক এই কয়েক স্থানে এক একটী বন্দর আছে। ঐ স্থান হইতে এতদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যসমুদায় স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এ দেশীয় তামাককে অন্যান্য দেশে কোচাড়িয়া তামাক বলে।

২। রঙ্গপুরমেলার অদ্যাপিও শেষ হয় নাই। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, যে উদ্দেশে মেলা সংস্থাপিত হয়, এক্ষণে তাহার বিপরীত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। রঙ্গপুরের বিচারক ও জমীদার মহাশয়দিগের নিকটে মেলাস্থান এক বেদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

৩। এ বৎসর রঙ্গপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ... জন ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই- ... ৮ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া গমন করে, তন্মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। অবশিষ্ট চারি জনই পাস হইয়াছে। গত বৎসর রঙ্গপুরের ভদ্র মহাশয়েরা যে, রঙ্গপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে সুবর্ণ ঘটিকাসহ অভিনন্দনপত্র দিয়াছিলেন, এবৎসর তাহার সুফল ফলিল।

৪। গত ২৮এ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণ বেলা ৫॥ ঘটিকার সময়ে এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই কম্পন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত ছিল। আমরা জ্ঞানাবধি এরূপ প্রবল ভূমিকম্প দেখি নাই, মৃত্তিকা এবং গৃহাদি অত্যন্ত কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মনুষ্যসকল ভীত হইয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে অঙ্গনে বহির্গত হয়। ঐকালমধ্যে দুইবার এমন প্রবল বেগে কম্প হয় যে, আমরাই গৃহে থাকিতে সাহসী হই নাই। অনেকেই এই কম্প দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।

২৯ এ পৌষ
১২৭৫ সাল

—০—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মহাশয়! আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ অনুগ্রহপুরঃসর আমাদিগের বিদ্যালয়ে আশাতিরিক্ত দান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। ভরসা করি, অপরাপর মহাত্মারাও এইরূপ উৎসাহদানবিষয়ে মহারাজের অনুকরণ করিয়া দেশের উপকার সাধন করিবেন।

জগদীশ্বর করুন, যেন অল্পকালমধ্যেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আমরা আপনার সুপ্রচারিত পত্রিকার স্তম্ভপূরণ করিতে সমর্থ হই।

গাঙ্গাটিকুরী
১০ই জানুয়ারি
১৮৬৯

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

——:——

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষাল চৌটখণ্ড
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ ৩৸০

„ „ দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মানবাজার ৭
„ „ মুন্সি তজুম্বর আলী আলীপুর ৫॥০
„ „ রাজীবলোচন রায় বহরমপুর ১৩
„ „ বিপিনবিহারি মুখোপাধ্যায় দারজিলিং
১৮৬৯ জানুয়ারি হইতে জুন ৭

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী

বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিটি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আদ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১২ সংখ্যা।

" প্রবক্তনাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২০এ মাঘ। ১৮৬৯। ১লা ফেব্রুয়ারি | মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য
সংস্কৃত কালেজ

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু

—:০:—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব
অর্থাৎ
প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাকটিস্ অব মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, ডি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেকা পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাসুলসহিত ১০।৵০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ
তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহক দিগকে ৵০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

———

মির্জাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারক, সুহৃদ, সহকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব স্কোসীয়া, ওয়ার উইক, ব্রিটিশ প্রীন্স " দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট সম্বন্ধে " ব্রিটিশ কলাগ, কিং আর্থর, ও ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ তৈজসাদি ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩১ সংখ্যক প্রধান ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা সভাবাজার ষ্ট্রীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাঞ্চ ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপাল হালদারের নিকট দেখিতে পাইবেন ইতি।

কলিকাতা ৭ ই ডিসেম্বর ইং সন ১৮৬৮ } বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং

—:০:—

নির্ব্বাসিতের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ১৪ ফরমা অর্থাৎ ২১১ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸০ আনা যাঁহার আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদার্স এণ্ড কোর পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিয়া পাইবেন ইতি।

১২৭৫ সাল ২৭এ অগ্রহায়ণ সংস্কৃত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভ

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়

ীত ও মং বত নিম্নলিখত পুস্তকগুলি হইতেছে:—

প্র ত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	⅟	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	⅟	ঐ

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—১০১—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে /০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে /১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড ৩ ভাগে উত্তম সংযত করা ৬০

লণ্ডন ফারমা কোপিয়া অর্থাৎ ঔষধ কল্পাবলি ২॥০

মহম্মদের জীবনচরিত উত্তম বাঁধান ১

ঠাকুরপ্রভৃতি প্রাচীন কবওয়ালাদিগের গীতসংগ্রহ ১

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ১

প্রণয়প্রবাহ উৎকৃষ্ট কাব্য ১০

আত্মসম্বিদ দায়িনী ১॥

প্রথম তরঙ্গিণী ১

যদুনাথ ঘোষকৃত সংগীতমনোরঞ্জন ২

লয়ন্তমন্ত্র কাব্য কবিবর দ্বারকানাথ রায় ...ত ১

রসবসামৃত সংস্কৃত ও পদ্য ॥

গীতগোবিন্দ জয়দেব গোস্বামিপ্রণীত মূল্য ...নাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত গদ্য ১০

কৌতুক তরঙ্গিনী ইংরাজি কেমেষ্টরি হইতে ... আশ্চর্য্যজনক বিদ্যা দর্শন হয় ১৵

...মূর্ত্তি সহিত ১২৭৬ সালের ফুল পঞ্জিকা ॥

ঐ হাফ পঞ্জিকা ।০

...ল পদ্য ১

...তারিণী ॥

চণ্ডী মূল ও অনুবাদ সহিত ৫

ইহাতে মিউটীনির বিষয়

ইংরাজি ১৮৬৯ সালের এণ্ট্রান্সের কী ১॥৵

কুমারীকুমার পদ্য আদিরসপ্রধান কাব্য ১

স্বপ্নের মোহিনী শক্তি ।৵

গণেশচন্দ্র শর্ম্মকৃত বাঙ্গলা এটলাস উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত ৩

বিধবাবিবাহ নাটক ১

কামিনীকুমার রসরত্নাকরান্তর্গত নায়ক নায়িকাঘটিত সুরস কাব্য ৸০

মণিকুন্তলা কাব্য প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত দুর্গেশনন্দিনীর মত লেখা ১

ঔষধসিন্ধু লহরী ২॥০

ভূচিত্রাবলি ৩২খানি বাঙ্গালা ম্যাপ সহিত ৪॥০

সটীক চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ ৭

কাদম্বিনী নাটক আইনসংযুক্ত ২ খণ্ড একত্রে ২

উষাহরণ পদ্য ১

হিতোপদেশ বিষ্ণুশর্ম্মার সংগৃহীত ১

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং — শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

— — —

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ।॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টস্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—১০১—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নংজোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—১০১—

মহাকবি শ্রীকালিদাস প্রণীত সংস্কৃত কুমার সম্ভব মল্লিনাথের টীকার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে এবং মল্লিনাথের টীকায় যেসকল দুরূহ পদের ...পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা, পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, পত্রের শেষে অতিরিক্ত টীকা রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। পদ ও পদের অর্থ সন্নিহিত থাকিলে অনায়াসে অর্থ বোধের ব্যাঘাত হয়, এ জন্য টীকাদৃত পদ সকলের সন্ধি বিশ্লেষ করা হইয়াছে। পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপককে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা দেখিয়া সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সোমপ্রকাশে উত্তমরূপে সংশুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া, তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে তিনি সংস্কৃত যন্ত্রে অনুসন্ধান করিলে অথবা আমার নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন। ইহার মূল্য ২ দুই টাকা।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি, প্রেসিডেন্সী কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবিজ্ঞ অধ্যাপকগণ এই পুস্তক আপনাদিগের ছাত্রবর্গের পাঠ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা এইরূপে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্র ২৯ এ পৌষ ১২৭৫ — শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

—১০১—

বিজ্ঞাপন।

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়ায় যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়বাটীর মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ॥০ আট আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৵০ ছয় আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং তত্ত্বাবধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ ৪ ঠা মাঘ — শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা অধ্যক্ষ।

—১০১—

মৎপ্রণীত কবিতাকুসমাঞ্জলি সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ।৵০ আনামাত্র।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

—১০১—

বাঙ্গালা ম্যাপাবলী।

কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত। ইহাতে ৩২ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে বাধান। স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটলডাঙ্গা, বাড়ুর্য্যা ব্রাদর্শদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৪॥ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের
৮ই হইতে ১৪ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী
নদীর সর্ব্বকমতি জলের
সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
পদ্মার সহিত ভাগীরথীর মহানার যোগের স্থান	১৪	৭
মহানায়	৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি বহরমপুর গজঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৬	৯

বহরমপুর ১৯এ জানুয়ারি ১৮৬৯। } শ্রীযুক্ত সি ই, উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র ডিবিজন। নদীয়া রিবার

সোমপ্রকাশ।

২০এ মাঘ সোমবার।

উত্তর পূর্ব্ব সীমার বন্যগণের দৌরাত্ম্য।

আর একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। পঞ্জাব ও আসামের সীমা আমাদিগের গবর্ণমেন্টের দুষ্ট ব্রণ স্বরূপ হইয়াছে, তাহা হইতে সর্ব্বদা শোণিত নির্গত হইতেছে; তাহা শুষ্ক হইতেছে না। মধ্যে মধ্যে আমরা শুনিতে পাই, বন্যেরা দৌরাত্ম্য করাতে গবর্ণমেন্ট সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধিত হইতেছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয়, যাহারা এত দুর্ব্বল; কখন কয়েক জনমাত্র সিপাহীর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাদিগের এপ্রকার সাহস কিরূপে হয়। বন্যদিগের সহিত যুদ্ধ হইলেই তাহাদিগের গৃহদাহ ও গ্রাম লুঠ করা হয়, ব্রিটিশ সেনারা তাহাদিগকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় প্রাণে বধ করে। যদি পরস্বলুণ্ঠনই বন্যদিগের দৌরাত্ম্য করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ত তাহাদিগের বড় লাভের কারণ থাকে না, গবর্ণমেন্ট এত দণ্ড দেন; তাহাদিগের এত ক্ষতি হয় যে, লাভ ও ক্ষতির তুলনা করিলে ক্ষতির ভাগ অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি তাহারা প্রতিবৎসর দৌরাত্ম্য করে, দণ্ড ও পায়, ইহার কারণ কি? আমাদিগের এই কারণ বোধ হয়, স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতে জানেন না। প্রায় বিংশতি বৎসর কাল পঞ্জাবের সেনারা বন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু ফল একরূপই হইতেছে। বন্যেরা লুঠ গ্রাম দাহ করিয়া ও কতকগুলি লোক ও পশুকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ব্রিটিশ সৈন্যগণ তৎপরে তাহাদিগের পর্ব্বতে প্রবেশ করে। তাহাদিগের যাহা কিছু সঞ্চিত থাকে সমুদায় উৎসন্ন হয়; প্রাণিহত্যার ত কথাই নাই। বন্যেরা দণ্ড পাইয়া পরিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং সেনাপতি আপনার যোদ্ধাদিগের সাহসের প্রশংসা করিয়া প্রত্যাগমন করেন। কিছুদিন শান্তিস্থাপন হয় কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আবার যে সেই হইয়া দাঁড়ায়। সৈন্যপ্রেরণ ও গুরুতর দণ্ডবিধানের বিলক্ষণ পরীক্ষা হইল; কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল না। এক্ষণে এই অনিষ্টের কা
তন্নিবারণের উপায় অনুসন্ধান ক
আবশ্যক। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের
চারিগণের অবিমৃষ্যকারিতা ও ঐ
যে ইহার অন্যতর কারণ,
তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গিয়া

পাঠকগণ পূর্ব্বে অবগত ঘটিয়.
কুকিরা দৌরাত্ম্য করাতে তাহাদি
দমনার্থ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।
দৌরাত্ম্যের প্রকৃত কারণ হইয়াছে
কয়েক জনজমী দার হস্তী ধরিব
নিমিত্ত কতকগুলি হস্তী ও কয়েক
শত লোককে প্রেরণ করেন। ইহারা লুশাহী জাতির দেশে গিয়া অত্যাচার করে। আলি আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সে একটী সুন্দরী স্ত্রীলোকের উপরে বলপ্রকাশ করে, তাহাতে বন্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কয়েক জনকে বধ করিয়া নিকটস্থ এক গ্রাম লুঠ করে। অনন্তর কয়েকজন পুলিষ প্রহরী উপস্থিত হইলে লুশাহিরা দুই জনকে আহত করিয়া পলায়ন করিল।

আলি আহম্মদ ও তদ্দলস্থ লোকেরা
বন্যদিগের স্কন্ধে সমুদায় দোষক্ষেপ করি
বেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু
আক্ষেপের বিষয় এই, স্থানীয় কর্ম্মচা-
রীরা নিগূঢ় কারণের আবিষ্করণে সমর্থ
নহেন। তাঁহারা প্রকৃত কারণের অনুস-
ন্ধান না করিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অনু
রোধ করিয়াছেন, ব্রিটিশ প্রজাদিগের
উপরে অত্যাচার হইয়াছে; বন্যেরা
ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজ্যসীমামধ্যে প
করিয়াছে; অতএব তাহা
দণ্ডবিধান আবশ্যক।
সংস্কার আছে, নিয়মবহির্ভূ
গণ বন্যদিগকে যেমন শ
পারেন, পৃথিবীর মধ্যে আ.

রেন না। এই হেতু গবর্ণমেণ্ট ভাল কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না। সৈন্য বামাত্র তাহা দেওয়া হয়। গবর্ণমে শান্তি স্থাপন চেষ্টা পাওয়া উচিত কিন্তু প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় হয় বন্যেরা অতি সামান্য শত্রু। তাহারা গন সম্মুখ যুদ্ধ করে না। যাহারা কয়েক ন পুলিসপ্রহরী দেখিয়াও পলায়ন রে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের কি য়োজন আছে? কর্ম্মচারীরা প্রথমতঃ অত্যাচার করেন। নিয়মিত আদালতে অথবা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অভিযোগ করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে হয়. বন্যেরা তাহা জানে না; তাহারা প্রত্যেক ইংরাজকে দেশের শাসনকর্ত্তা জ্ঞান করে এক জন পুলিস প্রহরীর কৃত কাজও তাহারা গবর্ণমেণ্টের কাজ বলিয়া বিবেচনা করে। আর অভিযোগ করিলেই বা কোন ব্যক্তি তাহাদিগের হইয়া সাক্ষ্য দিবেন? কে বা তাহাদিগের পক্ষসমর্থন করিবে? সদ্বিচারেরও সম্ভাবনা নাই এমন অবস্থায় তাহারা আপনারা আপনাদিগের ইচ্ছামত প্রতিবিধান সে করিবে তাহা বিচিত্র নহে। লুশাইরা দলবদ্ধ হইয়া কোন স্থান আক্রমণের ভয়প্রদর্শন করিতেছে না। পর্ব্বততলে যে কতগুলি পুলিস প্রহরী ও সৈনিক আছে, তাহারা তাহাদিগের দমনে সমর্থ। অতএব মিথ্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া কাহার দোষে এ ঘটনা হইয়াছে, অগ্রে সেপ্টনণ্ট অনুসন্ধান করা উচিত।

— — —

[illegible]
[illegible]

র কৃতবিদ্যেরা অধিক মাজিক বিজ্ঞানসভায় যে ছেন না, সভার ও সভাপ- হার কারণ নহে। সভায় অতি মহোপকারক বিষয়সকলের আলোচনা হয়। বিচারপতি ফিয়ার অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন। ডাক্তর জন সন গোল্‌ডস্মিথের বিষয়ে বলিয়াছিলেন, তিনি যে বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছেন, তাহাই অলঙ্কৃত হইয়াছে। বিচারপতি ফিয়ারের বিষয়েও সেইরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কি বিচারপ্রণালী, কি জেলের তত্ত্বাবধান, কি জমীদারি বন্দোবস্ত, কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, যে বিষয়ে তিনি যাহা বলেন, তাহাই সঙ্গত ও লোকের চমৎকারিতার কারণ হয়।

বিচারপতি ফিয়ার সামাজিক বিজ্ঞানসভা গত অধিবেশনদিবসে একটী গুরুতর বিষয়ের উত্থাপন করিয়াছিলেন। আমাদিগের জমীদারগণের প্রকৃত পদ কি? তাঁহাদিগের কি কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম? তাঁহারা তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন কি না? সম্পন্ন করিতেছেন না যদি এরূপ হয়, তাহার কারণ কি? মুসলমানদিগের সময়ে জমীদারেরা সামান্য করসংগ্রাহকমাত্র ছিলেন। মুসলমান রাজ্যে বংশপরম্পরায় কোন পদের অধিকারী হওয়া দুর্ঘট ছিল না। এই হেতু বিচারপতি ফিয়ার তাঁহাদিগকে প্রকৃত অধিকারী জ্ঞান করেন না। লার্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডের ন্যায় এ দেশে এক দল ভূম্যধিকারী করিবার মানস করিয়া ১৭৯৩ অব্দের ১ আইন করেন; কিন্তু তিনি যে যে উপকার প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, জমীদারেরা তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন নাই। জমীদারেরা আপন আপন জমীদারীতে অবস্থিতি করিয়া সর্দ্দার কৃষক হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিবেন, লার্ড কর্ণওয়ালিসের এইটী অভিপ্রেত ছিল। ইংলণ্ডীয় জমীদারেরা যেপ্রকার জমীদারিতে বাস করিয়া বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া ভূমির উন্নতিসাধন করেন, আমাদিগের জমীদারেরা তাহা করেন না। কি নিমিত্ত এই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে? প্রণালীগত কোন দোষে এরূপ হইতেছে? বিচারপতি ফিয়ার বলেন, পত্তনী, দরপত্তনী, ছেপত্তনী, গাতি জমাপ্রভৃতি এই অনিষ্টের কারণ। আমাদিগের জমীদারদিগের কেবল অর্থ লইয়া কথা; কি প্রকারে সেই টাকা আসিল তাঁহারা তাহার বিবেচনা করেন না। সেই টাকার কিয়দংশ যে উৎপাদন কারিণী ভূমির উৎকর্ষসাধনার্থ দেওয়া উচিত তাহা তাঁহারা জানেন না, যে কর আদায় হয়, জমীদার তাহা দেখিয়াই পণ লইয়া পত্তনী দেন। পত্তনীদার আবার কৃষকদিগের শোণিত শোষণ করিয়া নিজের কিঞ্চিৎ লাভ রাখিয়া দরপত্তনী দেন। এই প্রকার শেষ ভার কৃষকের স্কন্ধেই পতিত হয়। মধ্যে কতগুলি লোক থাকেন, তাঁহারা উপস্বত্ব ভোগ করেন মাত্র। কিন্তু উপস্বত্বভোগী হইতে হইলে কতগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না; এটী একটী মহৎ অনিষ্ট সন্দেহ নাই। লার্ড কর্ণওয়ালিস এ অনিষ্টপ্রতিকারের উপায় করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরাধিকারীরা ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন করিয়া দেশের এই অমঙ্গল করিয়াছেন। কেবল তাঁহাদিগের দোষ দেওয়াও অন্যায়। তৎকালে দেশের যেপ্রকার অবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগকে অগত্যা ঐ আইন করিতে হয়। ১৮১৯ অব্দের ৮ আইনের হেতুবাদ পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার অনিচ্ছাতেই এই আইনটী করেন। বর্দ্ধমানের রাজা ও অন্যান্য জমীদার জমীদারি পত্তনী দিয়াছিলেন। অনেকে বিস্তর টাকা দিয়া পত্তনী লন। পত্তনী অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাদিগের ক্ষতি হয়

বলিয়া ৮ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের জমীদারদিগের সহিত এ দেশের ভূম্যধিকারিগণের তুলনা করা অন্যায়। উভয় স্থলে একরূপ বন্দোবস্ত হইলেও আমাদিগের জমীদারেরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না। অত্যাচার করিয়া লাভ করিবার সুযোগসত্ত্বে কেবল ধর্ম্মভয়ে লোক তাহা হইতে নিরস্ত হয়, পৃথিবীর এরূপ অবস্থা যে কখন ছিল বা হইবে, তাহা আমাদিগের বোধগম্য হয় না। কোন রাজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়াছেন? এক্ষণকার ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসকল যে অত্যাচারে বিমুখ দৃষ্ট হন, সাধারণ মত ও প্রজাদিগের অসন্তোষই তাহার প্রধান কারণ। ইংলণ্ডীয় জমীদারগণের ধর্ম্মনীতি আমাদিগের জমীদারদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাঁহারা যে ভূমির উন্নতিসাধনে অধিকতর যত্নবান হন, ধর্ম্মনীতি তাহার প্রধান উত্তেজক নহে। ইংলণ্ডের কৃষকেরা সাহসী অনেকে কৃতবিদ্য এবং সকলেই আপন আপন স্বত্ব বুঝিতে পারে। শ্রমশীল ব্যক্তিদিগের ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্য ভিন্ন জীবিকা অর্জ্জনের অনেক উপায় আছে। এ অবস্থায় জমীদার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে সমর্থ হন না। আরও একটী বিশেষ কারণ আছে। কৃষকদিগের অনেকে মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার বিষয়ে মতপ্রদান করিতে পারে। এই স্বত্ব থাকাতে জমীদারকে প্রজার ছন্দানুবৃত্তি করিতে হয়। ইংলণ্ডে সাধারণ মত প্রবল আছে। এক জন জমীদার একটী বিধবা স্ত্রীলোককে মেছুয়া বাজারে যাইয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপদেশ দিয়া যেমন তাঁহার পৈতৃক ব্রহ্মোত্তর ভূমিগুলি হরণ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে এপ্রকার একটী ঘটনা হইলে সকলে একবাক্য হইয়া জমীদারী প্রণালীর উন্মূলনসাধন করেন। এ দেশে সাধারণ মত তত প্রবল নাই। এ দেশের কৃষকেরা সাহসী নহে যে জমীদার তাহাদিগকে ভয় করিবেন; এ দেশে মহাসভা নাই যে কৃষকদিগের মতের নিমিত্ত তাহাদিগের ছন্দানুবৃত্তি করিতে হইবে। নিপীড়িতেরা যদি অত্যাচারকারীর চেষ্টার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে, তাহা হইলেই অত্যাচার বন্ধ হয়; আমাদিগের কৃষকেরা কি সে প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে? কেন পারে না? যদি কেহ জমীদারের মতে মত না দেয়, তাহা হইলে কয়েকটী করবৃদ্ধির অভিযোগে তাহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহারা দরিদ্র মূর্খ; আদালত, আইন ও আমলারা জমীদারের পক্ষ। কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষা না হইলে সাহস জন্মিবে না; অত্যাচারও যাইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় অল্প কৃষকে বহন করিতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইলে তাহাদিগের শীঘ্র সঙ্গতি হইবার উপায় নাই।

—:০:০:—

গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী পুরোহিতদিগের বিষয়ে ভারতবর্ষীয়দিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গ্লাডষ্টোন সাহেবের মত নয় যে, আয়ারলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিত থাকেন। ইংলণ্ডের লোকেরা একবাক্য হইয়া এ বিষয়ে তাঁহার সপক্ষতা করিতেছেন। আয়ারলণ্ডের অধিকাংশ লোক কাথলিক। কাথলিকদিগের প্রদত্ত কর লইয়া প্রোটেষ্টাণ্ট পুরোহিতের বেতনদান অন্যায়, ইংলণ্ডের এ বোধ হইয়াছে। নূতন মহাসভার অধিবেশন হইলেই এ বিষয়ের তর্ক আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডের লোকেরা যেপ্রকার সভ্য মনোনীত করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে। আয়ারলণ্ডীয়দিগের অধিকাংশ কাথলিক বটেন; কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টান। এক খৃষ্টানসম্প্রদায়ের টাকা অন্য সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে দেওয়া অন্যায় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, তখন ভারবর্ষের বিজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রদত্ত অর্থদ্বারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পুরোহিতদিগকে প্রতিপালন করা যে কতদূর অন্যায় তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে হিন্দু ও মুসলমানের বসতি। ইহাঁদিগের ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের কোনপ্রকার সৌসাদৃশ্য নাই। অতএব ইহাঁদিগের প্রদত্ত অর্থ হইতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগকে দেওয়া কি বিধেয় হইতেছে?

গ্লাডষ্টোন সাহেব যৌবনকালে এই মত প্রকাশ করেন যে, শাসনকর্ত্তাকে ধর্ম্মযোজকেরও কার্য্য করিতে হইবে। সে সময়ে তিনি আয়ারলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সপক্ষতা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তখনও বলিয়াছিলেন, সম্পূর্ণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়দিগের টাকায় খৃষ্টীয় পুরোহিত প্রতিপালন অনুচিত। খৃষ্টীয় পুরোহিতদিগের নিমিত্ত ব্যয় ক্রমশঃ অধিক হইয়া পড়িতেছে। লাড হালিফাক্স প্রতিকূল হওয়াতে লাহোরে এক জন স্বতন্ত্র বিশপ নিয়োজিত হন নাই; তথাপি সর জন লরেন্সের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শুনা যাইতেছে, ১৮৭০ অব্দ অবধি বঙ্গদেশে আর এক জন আর্কডিকন ও কয়েক জন পাদরি নিয়োজিত হইবেন। সর জন লরেন্সের মত এই যে, প্রত্যেক জেলায় যেমন এক এক জন মাজিষ্ট্রেট আছেন, সেইপ্রকার এক এক জন

় নিয়োজিত হন। সর জন লরে য়পরস্তা ছিল না। তিনি আমা র্থে খৃষ্টান্ পুরোহিতদিগকে ষ্টায় ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদি ত আমাদিগের যে কি উপকার তনি তাহা এক বারও বিবেচনা ন নাই। আমরা আপনাদিগের হিতের বেতন প্রদান করি। ইউ পীয়েরাও ঐরূপ আপনাদিগের পুরো তর বেতন আপনারা প্রদান করুন। রা আমাদিগকে সর্ব্বদা বলিয়া কন যে, আমরা গবর্ণমেণ্টের মুখা ক্ষা না করিয়া কোন কাজ করিতে রি না; কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে যে নিমিত্ত স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিতে ন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি ম না।

আমাদিগের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছে। এই সময়ে মহাসভার নিকটে আবেদন করা উচিত হইতেছে। সভা যখন আয়রলণ্ডের বিষয়ে সুবি করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন দিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন, প বোধ হয় না। অগ্রাহ্য করিলে সভার অব্যবস্থিতের ন্যায় কাজ রা হইবে এবং ইউরোপের সমুদায় লোকে তাঁহাদিগকে উপহাস করিবেন। সিক ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সামান্য ব্যয় নহে। ৫০ লক্ষ টাকার নিমিত্ত লাইসেন্স টাক্স হইয়াছে। কেবল অর্থ বলিয়া নয়, র জন লরেন্সের মিসনরিদিগের প্রতি যানুকূল ভাব ছিল। সেই হেতু তিনি সাধ্য বিদ্যালয় মিসনরিদিগের হস্তে দিবার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। ইউ রোপীয় সৈন্যদিগের পরিত্যক্ত অস্ত্র যেমন ভারতবর্ষীয় সিপাহীদিগকে দেওয়া হয়, সেইপ্রকার শাসনসম্বন্ধে সকল সংস্কার ও প্রথা ইংলণ্ডে পরি ক্ত হয়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রহণ করেন। মিসনরিদিগের হস্ত হইতে শিক্ষাভার গ্রহণ করা ইউরোপে অধি কাংশ লোকের মত। বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্ম্মের শিক্ষা না হয়, এটি আষ্ট্রিয়াতেও স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু আমা দিগের গবর্ণমেণ্ট কতগুলি গোঁড়া মিস নরির হস্তে দেশের শিক্ষাকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা হইল, ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন; বিশ্ববিদ্যা লয়ের মহাসভার অধিকাংশ সভ্য মিস নরি কেন? মিসনরিরা যাহা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়সম্বন্ধে তাঁহাই করিতেছেন, এটী কি সত্য নহে?

উপসংহারকালে আমাদিগের বক্তব্য এই, ইউরোপে যে বিষয় দূষিত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহা আমাদিগের দেশে বদ্ধমূল হইলে আমাদিগের দেশের লোকেরা সন্তুষ্ট হন কি না? এই বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে কি কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে? অতএব আমরা ভার তবর্ষীয় সভাকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা একটী সাধারণ সভা করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এক আবেদন প্রেরণ করুন। এক্ষণে ইংলণ্ডের লোকের মনের যে ভাব, তাহাতে এ আবেদন অগ্রাহ্য হইবে এরূপ বোধ হয় না।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। পশুপক্ষিচিত্র। এখানি পাক্ষি পত্রিকা। পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউ শনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যা ভূষণ ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার দুই এক সংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে, সম্পাদকের যদি অধ্যবসায় শিথিল না হয়, তাহা হইলে এখানি ক্রমে উন্নতি পথে পদার্পণ করিবে। আমরা পাঠকগণের দর্শনার্থ ইহার একটী প্রস্তাব স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

২। সপত্নীশক্র নাটক। শ্রীমতী মনোমোহিনী নামে দিনাজপুরের এক রমণী ইহার রচনা করিয়াছেন। সপত্নী হইতে যে যে অনিষ্ট হয়, তাহার বর্ণন করিয়া বহুবিবাহের নিন্দা করাই এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়াই যে কিছু প্রশংসা করা যাউক; কিন্তু উহাতে বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য কিছুই দৃষ্ট হইল না।

৩। নীতিমালা। বালকদিগের নীতি শিক্ষোপযোগী কয়টী বিষয় পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন।

৪। শিশুরঞ্জন। এখানি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়প্রণীত। ইহাতে বালক ও বালিকাগণের শিক্ষিতব্য কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচনা প্রাঞ্জল ও বাঙ্গালার রীতি বিশুদ্ধ হইয়াছে।

৫। সর্পাঘাতের চিকিৎসা। অমৃত বাজারের অমৃতপ্রবাহিনী যন্ত্রে মুদ্রিত। লেখকের নামোল্লেখ নাই। ইহাতে নানা জাতি সর্পের বিবরণ ও সর্পদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসাপ্রণালী লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা উপক্রমণিকার এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমরা এক প্রকার সর্পচিকিৎসার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি, উহা অব্যর্থ বলিতে সাহস হয় না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি, যদি ভূমণ্ডলে কোন কোন অব্যর্থ ঔষধ থাকে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত সর্পচিকিৎসাও একটী।" এ গ্রন্থে লিখিত ঔষধ ও চিকিৎসাপ্রণালীর পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কল্কিপুরাণ। কলিকাতা বেণিয়াটোলার শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন, ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কল্কিপুরাণের যে অনুবাদ করেন, তাহা অবলম্বন করিয়া পদ্যে এখানির রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে পদ্যগুলি মনোহর হইয়াছে।

৭। কুমারসম্ভব। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমো-

হন মুখোপাধ্যায় মল্লিনাথকৃত টীকাস হিত এখানি মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রথম অবধি সপ্তম সর্গ পর্যন্ত আছে। মল্লিনাথ যে যে শব্দের অর্থ ছাড়িয়া লিখিয়াছেন, ক্ষেত্রমোহন সেগুলির অর্থ করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি উত্তমরূপে পরিশোধিত হইয়াছে।

৮। কাব্যপ্রকাশিকা। এখানিও সংস্কৃত। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মজুমদার খণ্ড খণ্ড ক্রমে যে গ্রন্থাবলি প্রচার করিতেছেন, ইহা তাহার পঞ্চম খণ্ড। ইহাতে টীকা সহিত শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবের কিয়দংশ আছে। ক্রমশঃ ইহার উৎকর্ষ লক্ষিত হইতেছে।

—:০:—

রেলওয়ের ব্যয় অল্প নয়, কর্ম্মচারীও অনেক, তত্ত্বাবধায়ক ও পুলিসও আছেন কিন্তু যাহাতে রেলওয়ে কোম্পানির ও মহাজনদিগের ক্ষতি না হয়, কেহই তাহা করেন না, এটী সামান্য বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় নহে। নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া দিবে। সর জন লরেন্স রেলওয়ের অত্যাচারনিবারণের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, এখন লার্ড মেয় এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করুন।

মহাজন ইহার বাঙ্গালা অর্থ যাহারা কএক প্রকার ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এই সম্প্রদায়ের লোক প্রায় তেলি তাম্লি, শুঁড়ি, বেণেপ্রভৃতি সামান্য জাতি। ইহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা কতগুলি সামান্য অঙ্ক, হস্তাক্ষরপরিষ্কার এবং জমাখরচবোধ হইলেই যথেষ্ট হইল। অতএব রেলওয়েদ্বারা ইহাঁদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা মহাশয়েরা বা যাহাঁদিগের দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতে পারে তাহাঁরা জানিতে পারেন না। রেলওয়ে হওয়ায় কতকগুলি মহাজন ষ্টেসনের নিকট গোলা করিয়াছেন। ইহাঁদিগের সকল মাল রেলওয়ের গাড়িতে পাঠান ও আনান হইয়া থাকে এবং রেলওয়ে ভিন্ন নদীপ্রভৃতির প্রায় সুবিধা নাই; সুতরাং ব্যবসায় রেলওয়ের সুবিধার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কন্তু রেলওয়ের বন্দোবস্তে ইহাঁদের সাপে ছুঁচো ধরা হইতেছে। রেলওয়ের দ্বারায় যে ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহার নিমিত্ত নিত্য রেলওয়ে কোম্পানির ও তাহাঁদের কর্ম্মচারীদিগের নামে আদালতে নালিশ করিতে হয়। যাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা কাজ, তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিয়া কাজ চলে না এবং কাজ উঠাইয়া দিতে হইলে কতকগুলি টাকা যাহা লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা ক্ষতি আর বহুব্যয়ে যে গুদামঘর গদিঘরপ্রভৃতি গোলাবাটী প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ মূল্যেও বিক্রয় হওয়া ভার এবং অন্যান্য অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

গত বৎসর এখান হইতে তিন জন মহাজন কলিকাতায় ঘৃত পাঠান। এক জনের ৯ মটকি এক জনের ২ মটকি ঘৃত ভাঙ্গিয়া যায়। কলিকাতা হইতে সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র ষ্টেসনে জানান হইল। বুকিং বাবু কহিলেন, আমিও হাবড়া হইতে পত্র পাইয়াছি কএক মটকি ঘৃত ভাঙ্গা তথায় পৌঁছিয়াছে; কিন্তু ইহার নিমিত্ত রেলওয়ে কোম্পানি দায়ী নহেন সেহেতু মৃত্তিকাপাত্রে ঘৃত পাঠাইলে মহাজনের নিজের জখম ইহা মহাশয়েরা জ্ঞাত আছেন। মহাজনেরা এই বাক্য শুনিয়া আপন আপন গোলায় গেলেন কত নোকশান হইল তাহারি হিসাব করিতে লাগিলেন। কয়েক দিনপরে অপর এক জন মহাজন ঘৃত পাঠান। বৈকালে মহাজনকে রসিদ দিয়া বিদায় করা হইল; গাড়ি বন্ধ হইল, উভয় পার্শ্বে লেবেল দেওয়া হইল, খালাসিকে হুকুম হইল, গাড়ি ঠিক কর, রাত্রিতে গাড়ি যাইবেক। অর্দ্ধরাত্রে এক জন খালাশিসমভিব্যাহারে বুকিং বাবু গাড়ি খুলিয়া মটকির ভিতর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মণ ঘৃত একটা কলসীতে বাহির করিয়াছেন, এমত সময়ে রেলওয়ে পুলিসের চাপরাসী দেখিতে পাইয়া গোল করিয়া উঠিল। ক্রমে অনেক লোক আসিয়া পৌঁছিল। তৎক্ষণাৎ পুলিস ইনস্পেক্টর সাহেবকে সম্বাদ হইল। ইনস্পেক্টর আসিয়া দেখিলেন, বাবু ঘৃত, হাতে ঘৃত এবং সম্মুখে এক ক[লসী] রহিয়াছে। তখন যথাযোগ্য তদারক [করিয়া] বা[বু] ও খালাসিকে চালান দিলেন। [মাজিষ্ট্রেট] সাহেবের বিচারে বাবুর ২ বৎসর ও ৬ মাস কারাবাস হইল। এখানে আমাদের গোপনে অনুসন্ধানে জানা [গেল] এ কাজ ষ্টেসনের অনেকেই জ্ঞাত ছি[লেন] আর পূর্ব্বে মহাজনদিগের যে মটকি ভা[ঙ্গিয়া] ঘৃত নোকসান হইয়াছিল, তাহা গাড়ির [ধাক্কা] লাগিয়া বা দৈবঘটনায় নহে; তাহাও [এইরূপ] ঘৃত বাহির করিয়া মটকি ভাঙ্গি[য়া] দেওয়া হয়। ঐ দিবস রেলওয়ে পুলিসের চাপরাসীর সহিত [উ]ক্ত বাবুর [কোন] কারণে কথান্তর হয়। একারণ গোলযো[গ] হইয়া পড়িল। মহাজনেরা ইহাতেই ম[নে] করিলেন আর অত্যাচার হইবে না। কি[ন্তু] গত কার্ত্তিক মাসে এক ব্যক্তি এক গা[ড়ি] ঘৃত পাঠান। তাঁহার ২ খানি ম[টকি] ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহা গাড়ির ধাক্কা [লাগিয়া] ভাঙ্গিল কি ইষ্টেসনে আবার অবতার [হই]য়াছে, বলিতে পারি না। শুনিতে পা[ই] ৩।৪ দিন মধ্যে এক গাড়ি ঘৃত যাই[বে] দেখা চাই ইহাতেই বা কি হয়, কিন্তু [আমরা] যতদূর জ্ঞাত আছি, অর্থাৎ সন ১২৭০ সা[ল হইতে] যত ঘৃত এখান হইতে কলিকাতা পাঠা[ই]য়াছি, তাহার কিছুমাত্র রেলওয়েতে নোকসান হয় নাই। মহাশয় ইহার কি কোন উপ[ায়] হইবে না? আমরা আর কত ক্ষতি সহ্য [ক]রিব? সামান্য ক্ষতির বিষয় কত বর্ণনা ক[রিব] তাহা নিত্য কর্ম্ম, মহাশয়ের কাগজে [স্থান] হইবে না। একটি বর্ত্তমান বিষয়ের [উল্লেখ ক]রিয়া ক্ষান্ত হই। ১৯এ জানুয়ারি ক[লিকাতা] হইতে লবণ চালান হইয়াছে। [২] রশিদ পাইয়া ষ্টেসনে জিজ্ঞাসা করা[য় বলি]লেন লবণ আসিয়াছে, কিন্তু ওয়ে[বিল আ]সে নাই। এরূপ প্রত্যহ প্রায় [দেখিতে] করিয়া থাকি, ষ্টেসন মাষ্টার [উত্তর] দিয়া থাকেন। অদ্য অষ্টাহ [হইল] চলিতেছে, এই আটদিনে [লবণে] যাহা লাভ হইত তাহার [কিছুই হইল না।] মধ্যে গাড়িতে মাল আছে

ত হইবে এইসকল ক্ষতি আমা
করিতে হইল, কিন্তু কোন কারণে
গের এক দিন মাল লইতে বিলম্ব
তৎক্ষণাৎ ৩ টাকা রোজ ধরিয়া লবন
ষ্টেসন মাষ্টারের আছে তবে মহা
াহা ন্যায্য ক্ষতি স্থির হয় তাহা
অধিকার ষ্টেসনমাষ্টারকে দেওয়া না
কেন? এই পত্রখানির বিষয় ভালো
করিয়া যাহাতে আমরা এইসকল যন্ত্রণা
ত পরিত্রাণ পাই, তদ্বিষয়ে মহাশয় অনু
করিয়া রেলওয়ে কোম্পানিকে অনুরোধ
বেন ইতি।
১২৭৫ সাল
১৬ ই মাঘ

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১৩ ই মাঘ সোমবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট পঞ্জাবের লেপ্টেনণ্ট
রের নিকট হইতে এক টেলিগ্রাফ পাইয়া
। তাহার মর্ম্ম এই, আজম খাঁ ও আবদুল
খাঁ দুই শত অনুচর লইয়া ... হইতে
আড্ডা দূরস্থিত দুয়ার গ্রামে উপস্থিত
ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকটে বাসস্থান
করিয়াছেন। গবর্নর জেনরল বলিয়া
ছেন, সরকারী ব্যয়ে ঐ পলায়িত
দিগের আশ্রয়দানে সম্মত আছেন। কিন্তু
সীমার নিকটে থাকিতে ও কোন মত
রিতে পারিবেন না। সর্দারগণকে কাশী
কলিকাতায় বাসস্থান দেওয়া কর্ত্তব্য।
ইবৎসর কাশী ... এক ব্যক্তির মাত্র
ইত ছিল। একটী আশ্চর্য্যের বিষয় ...
অব ইণ্ডিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন সিন্ধু
র বাণিজ্য ক্রমশঃ কমিতেছে লোকে
তে না পাঠাইয়া নৌকায় দ্রব্য প্রেরণ
ইহার কারণ ঐ রেলওয়েতে ভাড়া
এবং রেলওয়ে কোম্পানি যথো
রে দ্রব্যাদি লইয়া যান না। সম্প্রতি
গবর্নমেণ্টের নিকটে অভিযোগ
বর্ষীয় রেলওয়ে দ্বারা তাঁহারা
ত স্থানে যেসকল দ্রব্য প্রেরণ
নেক উহা পথে চুরি যায়। অতি
ওয়ে কোম্পানি মনোযোগ
ণ ভারতবর্ষীয় বণিকগণ
রিতে ...

অযোধ্যার কমিসনর সেটজর্জ টকার সাহেব যাবতীয় মাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছেন, হত্যার মকদ্দমা হইলে তাঁহারা পুলিসের রিপোর্টের উপরে নির্ভর না করিয়া আপনারা যথারীতি সাক্ষীর জবানবন্দি করিবেন। কমিসনর আরও যাবতীয় ডেপুটি কমিসনরকে বলিয়াছেন, বিচারালয়ের আজ্ঞা ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে যেন রুদ্ধ রাখা না হয়। এই আজ্ঞার কারণ এই, সম্প্রতি এক ব্যক্তির মুক্তির আজ্ঞার পরও তাহাকে ২৬ দিবস রুদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। টকার সাহেব এই বিষয় উপলক্ষে বলিয়াছেন, রুদ্ধ ব্যক্তির বান্ধবগণ চেষ্টা না করিলে তাহাকে আরও কত দিন জেলে থাকিতে হইত বলা যায় না। নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী যে ভয়ঙ্কর তাহার আর কি প্রমাণ আবশ্যক?

১৩ ই মাঘ মঙ্গলবার।

গত শুক্রবার বিচারপতি ফিয়ারের বাটীতে সমাজবিজ্ঞানসভার অধিবেশন হওয়াতে ডাক্তর মৌএট জেলপ্রণালীর বিষয়ে একটী প্রবন্ধপাঠ করিয়াছিলেন। শ্রোতৃগণ ইহাতে আনন্দপ্রকাশ করেন। ডাক্তর মৌএট হাউএল সাহেবের কয়েকটী মত খণ্ডন করিয়া পৃথক্ গৃহ প্রণালীর অনুমোদন করেন। অতঃপর সভ্য ও দর্শকগণ বিচারপতির নিকটে আতিথ্যস্বীকার করিলেন। বিচারপতি ফিয়ার জাতিভেদ ও জাতিবৈর দূর করিবার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

মহীসুরের ভূতপূর্ব্ব রাজার পরিবার ও অনুচরদিগকে গবর্নমেণ্ট বার্ষিক ১,৫৫,৫৩৬ টাকা বৃত্তি দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের অণ্ডর সেক্রেটারি এ. হাউএল সাহেব শিক্ষাবিভাগের বিষয়ে একটী রিপোর্ট করিবার ভার পাইয়াছেন। ডাক্তর মৌএটের সময়ে শিক্ষাবিভাগের কি অবস্থা ছিল এবং আটকিন্সন সাহেব কি করিয়াছেন, এ দুটির যেন তারতম্য করা হয়।

বাবু দাদাভাই নওরোজী ইংলণ্ড হইতে বোম্বায়ে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের অনেক ক্ষতি হইবে।

লুশাই জাতির দুই জন সর্দ্দার ধৃত হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছেন। বন্যগণের আর কোন শব্দ নাই।

মহারাজ হোলকর সম্প্রতি ভূমির যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের অসন্তোষ হইয়াছে। রাজা বলেন, যেসকল ভূমির কর ছিল না, সে সমুদায় কর্ষিত হওয়াতে তিনি কর স্থাপিত করিয়াছেন।

১৫ ই মাঘ বুধবার।

সির্‌দার আলি খাঁর সহিত আবদুল রহমন ও আজিম খাঁর সম্প্রতি যে যুদ্ধ হয়, তাহার বিস্তারিত সংবাদ আসিয়াছে। জামা খাঁ দুর্গে আমীরের ৮০০ মাত্র সৈন্য থাকাতে আবদুল রহমন তাহা অধিকার করিতে গমন করেন। কিন্তু আমীর এই সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যান। আবদুল রহমনের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমীরের দলে আসাতে তিনি পলায়ন করিতে হয়। আজিম খাঁ সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছিলেন। হতভাগ্য আফগানস্থানের, এক্ষণে শান্তিসংস্থাপন সম্ভব বটে; কিন্তু আজিম খাঁ ও আবদুল রহমন খাঁকে পঞ্জাবে থাকিতে দিলে ইহা ঘটা সম্ভাবিত নয়।

অষ্ট্রেলিয়ার এক জন চিকিৎসক গালবানিক বাটারির দ্বারা সর্পদষ্ট এক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াছেন। দংশনের ১২ ঘটিকা পরে ঐ প্রক্রিয়া ও আমোনিয়া ব্যবহার করাতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হয়।

রেল ভাড়া কমাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে শস্যের মূল্য কমিয়াছে।

লক্ষ্নৌ টাইমস বলেন, তত্রত্য সেনানিবাস সর্ব্বস্থানে প্রহরী নিযুক্ত করাতে ইউরোপীয় দস্যুদিগের অত্যাচার বন্ধ হইয়াছে।

দিল্লীগেজেট বলেন, কর্ণেল কিটিঙ যোধপুরের রাজাকে এই অনুরোধ করেন যে, তিনি পাঁচ জন সর্দ্দারকে লইয়া এক সভা করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন। রাজা ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। রাজার সহিত ঠাকুরদিগের যে বিবাদ আছে, তাহার মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। রেসিডেণ্টদিগের এই উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন " গত ১৭ ই জানুয়ারি দিবাভাগে জেলের বাগান হইতে ছয় জন বন্দী কর্ম্ম করিতে করিতে নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়াছে। শুনা গেল, উহারা টঙ্গিতে স্বাভাবিক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কয়েদীর কাপড় তথায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। প্রহরীদিগের চক্ষে কিরূপে ধুলা দিয়া কয়েদীরা প্রস্থান করিল, ভাবিয়া কেহ যেন বিস্ময় প্রকাশ না করেন। এখানকার প্রহরীরা যে চক্ষুষ্মান, কার্য্য দ্বারা তাহার বড় পরিচয় পাওয়া যায় না।

যেরূপ ভাব গতি কোন দিন জানি পাহারাওয়ালারা জেলের পুকুরিণীপলায়নের রিপোর্ট করিয়া বসে ! ! ”

“ আমাদিগের কমিসনর সাহেব কুকিদিগের দৌরাত্ম্য বারণজন্য পল্টনসহ শ্রীহট্ট এবং বাড়াড় যাইতেছেন । আড়ম্বর মন্দ নয় ; কিন্তু আমরা শুনিতেছি দৌরাত্ম্য নাকি অনেক প্রশমিত হইয়াছে । ”

১৬ ই মাঘ বৃহস্পতিবার ।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়া অবগত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমুদায় জেলের ব্যয় একবিধ করিবার মানস করিয়াছেন । এক্ষণে অযোধ্যার প্রতিকয়েদি প্রতি বার্ষিক ৩৮ টাকা ব্যয় পড়ে, বোম্বাইয়ে ১০০ টাকা লাগে । গবর্ণমেণ্ট একটা মোট করিতে চাহেন । এটী কি সর রিচার্ড টেম্পলের বার্তাশাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় । তিনি অগ্রে সমুদায় ভারতবর্ষে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য একবিধ করিবার চেষ্টা দেখুন ।

ভোরঘাট রেলওয়েঃ দুর্ঘটনার কতক বিস্তারিত সংবাদ আসিয়াছে । মঙ্গলবার আরোহী একটি শ্রেণি পুনা হইতে আগমন করিয়া ভোরঘাটের নীচে নামিতেছিল, এমত সময় শকটের গতি হঠাৎ বৃদ্ধি হইল । চালক কোন প্রকারে মৃদু করিতে সমর্থ হইল না । তিনখানি তৃতীয়, একখানি দ্বিতীয় ও এক খানি প্রথম শ্রেণির শকট বাঁধে লাগিয়া একেকালে চূর্ণ হইয়াছে । প্রথম শ্রেণির শকট হইতে কেবল এক ব্যক্তি লম্ফদিয়া ভগ্নাঙ্গ হইয়া রক্ষা পাইয়াছেন । তৃতীয় শ্রেণিতে বিস্তর এতদ্দেশীয় আরোহী ছিলেন । ১১ জনকে মৃত অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে । অনেকের শরীর ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে । এক জন পাইণ্টসম্যানের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের নিমিত্ত সকল আরোহীর জীবন নষ্ট হয় নাই । এ ব্যক্তি পাইণ্ট ফিরাইয়া অবশিষ্ট শকটগুলি পার্শ্বের লেনে আনে । তথায় ভূমিসমান হওয়াতে চালক স্থগিত করিতে পারিল । এই দুর্ঘটনার সূক্ষ্মানুসন্ধান করা আবশ্যক । চালক ও প্রহরী এই সময়ে সুরাপান করিয়াছিল কি না, তাহার সন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য ।

সম্প্রতি এক জন পাঠান বন্নুতে আসিয়া এক জন শীক সৈনিককে বধ করে । ধৃত হইবার পরে এ ব্যক্তি বলে, এক জন সাহেবকে বধ করা তাহার অভিপ্রেত ছিল, সে এক জনকে দেখিতেও পাইয়াছিল ; কিন্তু তাহার ছুরি ভোঁতা হওয়াতে ও সাহেবের গাত্রে অনেক বস্ত্র থাকাতে যে আঘাত করিতে সাহসী হয় নাই । এক জন কাফরবধ উদ্দেশ্য হওয়াতে সে চিরন্তন শত্রু শীককে বধ করিল । বন্নুতে পঞ্জাবী শিক্ষ আইন নাই । তথাপি ডিজরাটের কমসনর এ ব্যক্তির যেমত বিচার অমনি ফাঁসী দিয়াছেন । দণ্ডাজ্ঞা হইলে পর পাঠান একখান ঢাল ও তরবাল চাহে । তাহা হস্তে করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল । এ প্রার্থনা অবশ্যই গ্রাহ্য হয় নাই ।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, লাহোরে একদল ওহাবি ক্রমশঃ দল বৃদ্ধি করিতেছে । লাহোরে ওহাবি থাকা সম্ভব নহে ।

রোচের প্রদর্শনে সুরাটের কালেক্টর হোপ সাহেব বাবু বাইরামজি জিজি ভাইকে অপমান সূচক কথা বলিয়াছিলেন । প্রদর্শনে এ ব্যবহার বিরল নহে । এটী প্রদর্শনের একটী উপসর্গ হইয়া উঠিয়াছে । যাহা যউক, আমরা আহ্লাদিত হইলাম, হোপ সাহেব আপনার দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন । অন্য অন্য ইংরাজের ইহা শিক্ষার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য ।

পুনার অন্তর্গত কল্যাণের মামলদার বাবু নারায়ণগণেশ শাস্ত্রী ১৮৬৭ অব্দে বোম্বাই রেলওয়ে কোম্পানিকে বলেন, মৌলির সেতুটী ভগ্নপ্রায় হইয়াছে । কোম্পানি তাহাতে মনোযোগী না হওয়াতে নারায়ণগণেশ বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন । তদনুসারে অনুসন্ধান হওয়াতে যথার্থই দেখা গেল সেতুটী ভগ্নপ্রায় হইয়াছে এবং কিছু দিন পরে ইহা ভাঙ্গিয়া পড়ে । তিনি যথাসময়ে সংবাদ না দিলে অনেকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল । এই নিমিত্ত বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাও সাহেব উপাধি দিয়া ৩০০ টাকা মূল্যের এক যোড়া শাল পুরস্কার দিয়াছেন । এসকল পুরস্কার অতিশয় প্রীতিকর ও উৎসাহবর্দ্ধক ।

জবলপুরে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । কলিকাতায়ও ইহা দেখা দিয়াছে ।

গত কল্য বোরঘাটের রেলওয়েতে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে । বিস্তারিত বিবরণ আইসে নাই ।

ন্যাশনাল পেপর অবগত হইয়াছেন, কলিকাতার নিম্নতর বিদ্যালয়সমূহে উপদেশ দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এক জন পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন । এই পদটী এক জন এতদ্দেশীয়কে দেওয়া হইবে ।

১৭ ই মাঘ শুক্রবার

পঞ্জাবের খোকাদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে । রামসিংহের কন্যা অতিশয় বাঁচাদিনী হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে [illegible] করেন নাই । পূর্ব্বে শিষ্যগণ তাঁহাকে [illegible] বলিয়া জানিত ; এক ব্যক্তি পরীক্ষার্থ বস্ত্র চুরি করে । তিন দিবস পর্য্যন্ত [illegible] অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থমনোরথ হওয়াতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া একথা সর্ব্বত্র [illegible] অনেকের ভক্তি গিয়াছে । এ[illegible] আমাদিগের উন্নতিশীল ব্রাহ্ম দয়াল প্রভুর ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্টা কেন ?

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে গবর্ণর জেনরল ১২০০ টাকা বেতনে একজন বাটীনির্ম্মাণকর্ত্তা (আর্কিটেকট) নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ষ্টেটসেক্রেটারিকে পত্র লিখিয়াছেন । কলিকাতার জলবায়ু ক্লার্ক সাহেবের অসহ্য হইয়াছে বোধ হয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যদি এই পদ তাঁহাকে প্রদান করেন তাহা হইলে দক্ষিণ দেশের জল বায়ু ও পর্য্যাপ্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহার শরীর অনুরাগ হইবে ।

সিঙ্কোনার চাস উত্তমরূপে হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ইপিকাকুয়ানার চাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন । ডাকতর আণ্ডাসন বলেন দারজিলিং ও দক্ষিণ সিকিমে এই বৃক্ষ জন্মিতে পারিবে । পূর্ব্বে ব্রেজলে ইহার চাস ছিল । কিন্তু এক্ষণে কম হওয়াতে এ দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে । আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি মাঞ্চেষ্টরের ভয় এড়া না করেন তাহা হইলে চা, কাফি কুইনাইন ও বস্ত্র বিষয়ে আমরা পৃথিবীর প্রধান হইতে পারি ।

আমরা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম মহারাজা হোলকর একটী বস্ত্রের কল আনাইয়াছেন । তিনি কতকগুলি ইউরোপীয় তন্তু কেও আনয়ন করিবেন । কলিকাতার গঙ্গার মুখ ছড়িতে একটী ক্ষুদ্র কল হইয়াছে ; কিন্তু বস্ত্র সকল সামান্য মাত্র হইতেছে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে কয়েদিদিগের দ্বারা বস্ত্রের কল চালাইতে পারেন । আলীপুরের জেলে যে প্রকার কার্পেট গালিচা প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বস্ত্রের কল হইলেও যে ঐপ্রকার চলিবে না তাহার কোন কারণ নাই ।

হায়দ্রাবাদে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইতেছে । এনগরটী অতিশয় অপরিষ্কৃত । শিবির ব্যতীত অন্য কোন স্থানে শকটারোহণে গমন অসম্ভব । রাস্তাসকলে প্রস্তর আছে কিন্তু কল দিয়া তাহা বসান হয় না । নিজামের রাজধানী অপেক্ষা ইন্দোর ও গোয়ালিয়র বিংশতি গুণে উত্তম ।

লিকাতার জষ্টিসদিগের অভিনন্দনের র লাড মেয় বলিয়াছেন " আমি কলিকা আসিয়া যথেষ্ট দর্শন করিয়াছি। এই নগ মৃতি এবং লোকদিগের স্বাস্থ্য ও সন্তোষ মিত্ত যেসকল কাজ আবশ্যক তদ্বিষয়ে ম্পূর্ণ যত্ন থাকিবে" আস্থ্য হউক না বর্ণর জেনেরল যদি নগরবাসীদিগের জন্মাইতেচাহেন তাহা হইলে হগ সাহে পুনর্ব্বার পঞ্জাবে প্রেরণ করিয়া ওয়াকোপ বকে পুনরানয়ন করুন। হগসাহেব শ্রেণির অপ্রিয় হইয়াছেন, কোন কাজ হচ্ছে না কিন্তু লোকে করভারে শশব্যস্ত াছেন।

গুইকুমারের ভ্রাতার কারাবোধের বিষয় সংবাদপত্রে লিখিত হওয়াতে সর সাই ষ্টজেরলড ডাক্তর হণ্টারকে প্রেরণ করেন যে তে মনোহররাও রুদ্ধ আছেন ডাক্তর হণ্টার দর্শন করিয়া বলিয়াছেন, এটী অস্বাস্থ্য নহে। বাটিটী প্রশস্ত ও সন্তোষকর। াহর রাও কোন পীড়ার কথা বলিলেন না হার প্রতি কুব্যবহার করা হয় না বায়ুসেবনার্থ নি একটী নির্দ্ধারিত দূর মধ্যে ভ্রমণ করিতে রেন, কিন্তু সর্ব্বদা প্রহরী থাকাতে তিনি খারোহণে ভ্রমণ করিতে অনিচ্ছুক। গুইকুম রের একটী দোষ কালিত হইল। কিন্তু ভ্রাতাকে কেন কারারুদ্ধ রাখিয়াছেন আমরা তাহার কারণ জানিতে চাহি।

মান্দ্রাজ টাইমস আক্ষেপ করিয়াছেন কার একটী হত্যাও পুলিষে ধৃত করিতে ভছেন না সর্ব্বত্র এই অভি ন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কতক গুলি অনু ক সৈনিক কর্ম্মচারীকে পুলিষের র্জ্জে বলিয়া কোন কাজ হইতে দিতেছেন না।

সম্প্রতি মফস্বলের একজন জমীদার যে কয়েক ব্যক্তির নামে ৮০০০ টাকা ঠকাইবার নালীশ করেন মাজিষ্ট্রেট রবার্টস তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জমীদার প্রেমারায় হারিয়া মিথ্যা নালীশ করিয়াছিলেন। প্রেমারার অতিশয় প্রদুর্ভাব হইয়াছে। ইহার নিমিত্ত কঠিন আইন রা আবশ্যক।

আবদুল রহমানের শেষ সেনাদল পরাজিত য়াছে, যে কজি সর্দ্দার সানরাজ খা আমী র সেনাপতি আসলম খার দ্বারা পরাজিত বন্দীভূত হইয়াছেন।

কাশীপুরের আক্লো ব্রাদর্স অনুমতি পত্র র জোয়ার মদ প্রস্তুত করাতে শিয়াল দহের মাজিষ্ট্রেট কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ তাঁহাদিগের ১০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। আক্লো ব্রাদার্স বলেন, তাঁহারা পরীক্ষার্থ ইহা করিতে ছিলেন। লাভের নিমিত্ত নহে। জালা জালা মদ পরীক্ষার্থ হইতেছিল? পথ ভুলিয়া গাছে উঠা না কি?

গত কল্য গবর্ণর জেনরলের বাটীতে দরবার হওয়াতে বিস্তর লোকে গমন করিয়াছিলেন সর জন লরেন্সের সময় অপেক্ষা এ দরবারে বাহ্য আড়ম্বর ও নিয়ম অধিক দৃষ্ট হয়। সর জন লরেন্স সকলকে সমভাবে গ্রহণ করিতেন।

কৃষ্ণবাগানে যে তিন ব্যক্তি হত্যা করে, গত কল্য প্রেসিডেন্সিজেলের নিকটে তাহাদিগের ফাশী হইয়াছে। হত্যাকারিগণ কিছুমাত্র ভয় প্রদর্শন করে নাই!

কচের রাজা শসের মাসুল স্থগিত করিয়াছেন।

মেজর ইবান্সবেল কেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে লিখিয়া বলিয়াছেন এ সংবাদপত্রখানিকে গবর্ণমেণ্টের মুখঃপাত্র জ্ঞান করা ভ্রম এটী সকলেই জানেন। তথাপি মেজর বেল বলেন সর জন লরেন্স অন্যায় করিয়া ফ্রেণ্ডকে টাইসুর সংক্রান্ত কাগজ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮ ই মাঘ শনিবার

কাঁন্দি হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন গতকল্য রাত্রি ৩ কি ৪ রিটার সময় মনোহারি বাজারে এক খানি ঘরে দৈবাৎ অগ্নি লাগিয়াছিল, সখা সময় পাইলেই সাহায্য করিয়া থাকেন, পবন দেব শুভাগমন করিয়া অগ্নি দেবের সাহায্য করিলেন এবং তিনি প্রায় ২ ঘণ্টাকালে একে একে সমস্ত পর্ণশালা ভস্মীভূত করিলেন!! মহা শয় মধ্যে সংকীর্ণ রাস্তার দুই পার্শে অগ্নি জ্বলিতে ছে, প্রাণভয়ে কেহই সাহস করিয়া কপর্দ্দক মূল্যের দ্রব্যও রক্ষা করিতে পারেন নাই। লণ্ঠন, পেটরা ছাতা, হুকা প্রভৃতিতে প্রায় ৩০০০ টাকা দ্রব্য দগ্ধ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন দোকানী বিস্তর দ্রব্য লইয়া বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে মেলায় গিয়াছিল, নচেৎ আরো বিলক্ষণ ক্ষতি হইত

" সেরাজগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন। গত রাত্রি ৯ টার সময়ে অত্র গঞ্জে বাপড়ের পটীতে ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া গিয়াছে ২৫। ৩০ ঘর দগ্ধ হয়, অনেকের মহামূল্য দ্রব্য ভস্মসাৎ হইয়াছে। বহু লোক উপস্থিত হওয়াতে আর অধিক ক্ষতি হয় নাই। পুলিষ উপস্থিত ছিলেন। এমন বৎসর নাই যাহাতে ২।৩ বার এই রূপ শোচনীয় ব্যাপার না ঘটে। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহাজনেরা পাকা ঘর প্রস্তুত করেন না। কাঁচা ঘরে প্রায় ৫০০ বা অধিক টাকা ব্যয় হয় এবং প্রতি বৎসর যেই ভস্মসাৎ হয় সেও ভাল তথাপি পাকা করা হয় না।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১৯ এ জানুয়ারি। হুগলীর সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ. এচ, গ্রিমল সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

২০ এ জানুয়ারি। নওয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোকুলচন্দ্র রায় চট্টগ্রামে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যে দিবস কাপ্তেন টি. এচ, লিউইন, কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি চট্টগ্রামের পর্ব্বত অঞ্চলের অন্তর্গত সদর সহকারী কমিসনর এ, রাটে সাহেব কিছু দিনের নিমিত্ত উক্ত অঞ্চলের ডেপুটী কমিসনরের কার্য্যভার পাইয়াছেন। তিনি ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে চট্টগ্রামে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যশোহরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বর্দ্ধমানে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন লেপ্টনণ্ট এচ, এম, রামসে বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন লেপ্টনণ্ট এ, আর, উইলকিন্সন বঙ্গদেশের পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরলের নিজ সহকারী হইবেন।

যত দিন লেপ্টনণ্ট উইলকিন্সন কার্য্যান্তরে থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ; জে, কিলবি সাহেব সাহরণের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

যত দিন মেজর এফ, জন, মাইলস বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর, এচ, জি, আরবিন সাহেব মালদহের প্রতিনিধি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৪ পরগণার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট

চার গ্রহণ করিয়াছেন।
কার্থ সহকারী ইঞ্জিনিয়র
র ভাগলপুর বিভাগে

সহকারী ইঞ্জিনিয়র জে,
অব্দের ১২ই ডিসেম্বর
শ বিভাগে গমন করিয়া-

াডের প্রথম শ্রেণির স্থানীয়
., এ, লায়ন সাহেব পদত্যাগ
ঽ পাইয়াছেন।
ার পরীক্ষার্থ ওবরসিয়র বাবু
৮৭৮ অব্দের ৪ ঠা ডিসেম্বর
আসাম বিভাগে গিয়াছেন।
িব পরীক্ষার্থ সব ওবরসিয়ার
ব চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। ডিউক অব ব্রাবা মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

২৩ এ জানুয়ারি। স্পেনের গবর্ণমেণ্ট আমে গবর্ণমেণ্টকে কিউবা দ্বীপ বিক্রয় করিবার বলিতেছেন।

বেরিয়া এবং ওয়াটেম্বর্গের গবর্ণমেণ্ট বলি ন, তাঁহারা উত্তর জর্ম্মণির সহিত আপনা- সেনাদল একত্র করিবার কোন চেষ্টা ছেন না।

কার প্রাতঃকালের সংবাদপত্রসমূহ নেপলিয়নের শান্তিসূচক বক্তৃতার তাঁহার ও ফরাশী জাতির প্রশংসা করি

রড হইতে যে শেষ টেলিগ্রাম আসি হার মর্ম্ম এই, জাতিসাধারণ সভার নীত সভ্যদিগের অধিকাংশ রাজ- প্রণালীর অনুমোদন করেন।

সারবেষ্টিন সভাসদ, এস. ষ্টেসি নব প্রতিনিধি বলিয়া মনোনীত হইয়া- কস্ত উৎকোচদান অপরাধে মহা স বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

মিরাল্টির সেক্রেটারি বাকস্টার ভাবে এক সংকল্প প্রচার করি তরি বিভাগের প্রায় অংশে যথাসাধ্য য় করিতে হইবে।

গারণী কোম্পানির ব্যবসায় উঠা হাদিগের উপরে দেওয়া হইয়াছে,

তাঁহারা অধ্যক্ষদিগকে দায়ী করিবার নিমিত্ত চান্সরি আদালতে নালীশ করিয়াছেন।

২০ এ জানুয়ারি। দূতসভা যাহা বলিয়াছেন সুলতান তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

মহাসভার অধিবেশনদিবসে সম্রাট নেপোলিয়ন বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, সেনাদল সংক্রান্ত আইন অনুসারে মহাসভা যে অর্থ ও সৈন্য প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেশে আর কোন অনিষ্টশঙ্কা নাই। এক্ষণে ফ্রান্স যে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন। শান্তির সময়ে যতদূর আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলে ফ্রান্সের সৈন্য ও নাবিকদলকে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা যোদ্ধার সংখ্যা অধিক নয় বটে কিন্তু অস্ত্রসকল উৎকৃষ্ট, অস্ত্রাগারও সৈনিকভাণ্ডার পরিপূর্ণ; নিয় মাতিরিক্ত সৈন্যগণ সুশিক্ষিত; যুদ্ধ জাহাজ গুলি পুনর্নির্ম্মিত এবং দুর্গগুলি উত্তম অবস্থাপন্ন হইয়াছে। সম্রাট বলিলেন ফ্রান্সের ক্ষমতা রক্ষার্থ সৈন্যদলের উৎকর্ষসাধন আবশ্যক। তিনি আরও বলিলেন, বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদভঞ্জনার্থ দূতসভা হয় এবং দূতগণ সকল বিষয়ে একবাক্য হইয়াছেন উপসংহারকালে সম্রাট এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সর্ব্বসাধারণে তাঁহার রাজনীতি অনুমোদন করিবেন। তিনি এক কালে সকল বিষয়ের পরিবর্ত্ত ভাল বাসেন না। গবর্ণমেণ্টে বল ও প্রজার স্বাধীনতা থাকে, এই তাঁহার অভিপ্রায়।

২১ এ জানুয়ারি। সকলে অনুমান করিতেছেন দূতসভা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তুরস্ক ও গ্রীসের বিবাদশান্তি হইবে।

উত্তর জর্ম্মণীর গবর্ণমেণ্ট,বাবেরিয়া ও ওয়াটম্বর্গের রাজার সহিত এই ভাবে সন্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন যে, তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রজাগণ পরস্পরের সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

গ্রিণউইচ হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদে উঠিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে পরিমিতরূপে ব্যয় করিবার বিধি হইবে।

রাজ্ঞী এক আজ্ঞা প্রচার করিয়া গিরজার বেদিসকলে আলোক দিবার নিষেধ করিয়াছেন অধিকাংশ রিচুয়ালিষ্ট এই আজ্ঞা প্রতিপালনে সম্মত হইয়াছেন।

পেরা ২৪ এ জানুয়ারি। রণতরীর অধ্যক্ষ হোবার্ট পাশা সিরা হইতে ক্রিটে গমন করিয়াছেন। গ্রিসের রাজা অঙ্গীকার করিয়াছেন, যতদিন বিচারালয় আজ্ঞা না দেন ততদিন হেন সিস বাষ্পীয় জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিবে না।

মিসরের পাশা ৫০,০০০ সৈন্য সুলতানকে দিয়া সাহায্য করিবেন।

উদ্ধৃত।

"ইণ্ডিয়ান মিরর ও লরেন্স সাহেব।

সার জন লরেন্স বাহাদুরের রাজশাসন প্রণালী ও চরিত্র লইয়া বিস্তর তর্ক বিতর্ক হইয়াছে. কিন্তু যিনি যেরূপ লিখুন ইণ্ডিয়ান মিরারসম্পাদক তাহার চূড়ান্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালির মধ্যে ইনি যেরূপ লরেন্স সাহেবের সপক্ষ লোক, এরূপ আর কেহ নন। যাহারা লোকের সকল কর্ম্মের অভিপ্রায় খুজিয়া বেড়ায় তাহারা হঠাৎ ভাবিতে পারে যে, উন্নতশীল ব্রাহ্মদিগকে লরেন্স বাহাদুর কিছু অনুগ্রহ করায় ইণ্ডিয়ান মিরারসম্পাদক কৃতজ্ঞতা আবদ্ধ হইয়া এরূপ মতাবলম্বী হইয়াছেন। গত বৎসর লরেন্স বাহাদুর উন্নতশীল ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক অধিবেশন দেখিতে যান ও কোন কোন ব্রাহ্মকে বাটিতে ডাকেন, এমন কি, সিমলায় তাঁহার নিকট লইয়া যান। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মদিগের অভিপ্রায় খুঁজিতেছি না। ব্রাহ্মেরা যেরূপ ধার্ম্মিক ও সৎ তাঁহারা যে তাঁহাদের বিশ্বাসের কোন বিপরীত কার্য্য করিবেন ইহা সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু ৮ ই তারিখের মিরারের প্রস্তাব পড়িলে একটা ভ্রম হয় যে উহা বাঙ্গালির লেখা, না ইংরাজের লেখা। তিনি বলেন যে " গবর্ণমেণ্ট " বলে " বাঙ্গালিদিগকে যাইতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ সেখানে যে যে কাণ্ড হয়, তাহা বাঙ্গালির যেরূপ নীতিজ্ঞান, তাহাদিগকে দেখিতে দেওয়া উচিত নয়। অতএব এরূপ স্থানে যে বাঙ্গালিদিগকে লরেন্স সাহেব যাইতে দেন নাই, ভালই হইয়াছে। এগালিটী কাহাদের দেওয়া হইয়াছে? ইংরাজদিগকে না, বাঙ্গালিদিগকে? এ ভাবটী মিরার সম্পাদক ইংরাজের কেতাব পড়িয়া লিখিয়াছেন, না অপক্ষপাতিতা দেখাইতে লিখিয়াছেন? আমরা বরাবর দেখিতেছি, ফ্রেণ্ড ও ইণ্ডিয়ান মিররে বড় সম্প্রীতি, অথচ ফ্রেণ্ড বাঙ্গালির এত শত্রু যে, ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে জাতিবৈরের উদ্রেক করিয়া দেওয়াই যেন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালিকে এত ঘৃণা করে সে ব্যক্তি কি! ব্রাহ্মধর্ম্মের কি এই ফল যে, স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। বাঙ্গালিদের নীতিজ্ঞান নাই, তবে তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে কি সাহসে প্রকাশ্য স্থানে আনিতেছেন? আমরা ব্রাহ্মদিগের, বিশে

শতঃ উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের বিশেষ ভরসা করিতাম। ব্রাহ্মরা সতর্ক হউন। সে ধর্ম্ম ঈশ্বরের নয়, যাহাতে মনুষ্যের কোন জাতির প্রতি বিশেষতঃ স্বদেশের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। ইণ্ডিয়ান মিরার আর ব্রাহ্মদিগের কাগজ নয়, খ্রীষ্টিয়ানদিগের কাগজ। উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা আর ব্রাহ্ম নাই, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন। লরেন্স বাহাদুর কন্ট্রাক্ট আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন, বলিয়া আমাদের প্রকৃত ধন্যবাদের যোগ্য। এই আইন নীলকরেরা অনেক কাল চেষ্টা করিয়া ১৮৩০ সালে বিধিবদ্ধ করে. কিন্তু উহা ১৮৩৫ সালে রদ হয়। কিন্তু তদ্ নীলকরেরা অদ্যাপি উহার মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের সুবিধার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সকলেই জানেন, তাঁহার এ চেষ্টা আংশিক মাত্র সফল হইয়াছে। তাঁহার আদেশসত্ত্বেও তৃতীয় শ্রেণীতে আলোক দেওয়া হয় নাই. তিনি এ সম্বন্ধে একটী আজ্ঞা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন। তাঁহার সে আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল কি না, তাহা তিনি এক বার চক্ষু মেলিয়া দেখেন নাই।

সার লরেন্সের এই এই কার্যগুলিসম্বন্ধে মিররের কি বক্তব্য আমাদের জানিতে বড় কৌতূহল রহিল। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে যে এত সহস্র প্রাণী নষ্ট হইল, লরেন্স বাহাদুর কি তাহার নিমিত্ত দায়ী নন? তিনি সে সময় লাহোরের দরবারে যতগুলি অর্থ নষ্ট করিলেন, তাহাতে কি বিস্তর লোকের জীবন রক্ষা পাইত না? এ দিকে অন্নাভাবে লোক হাহাকার করিতেছে, ও দিকে দেখ দেশের শাসনকর্ত্তা যাঁহার হস্তে ২০ কোটি লোকের জীবন ন্যস্ত রহিয়াছে, তিনি এতগুলি প্রাণীকে অদৃষ্টের স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া কতকগুলি বিজিত রাজাদিগের নিকট আপনার ঐশ্বর্য্য ও পদের গৌরব বিস্তার করিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন! মনুষ্য জীবন যাঁহার নিকট খেলনাস্বরূপ, সে ব্যক্তি কাহার ভক্তির পাত্র হইতে পারে না। সার জনের ধর্ম্মসম্বন্ধে যদি গোঁড়ামি না থাকিবে, তবে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের সাহায্যার্থ এতগুলি সরকারি টাকা নষ্ট করিলেন কেন? এই যে পাঁচ বৎসর ভারতের ভাগ্য তাঁহাতে সমর্পিত হয়, তিনি এই কালমধ্যে কি হিতকর কার্য্য করিলেন? দেশের বিচারকার্য্য কিছু উন্নত হইয়াছে? পুলিষের সংস্কার হইয়াছে। আবার ও দিকে তিনিই না সিবিল সার্ব্বিসের দ্বার বন্ধ করেন! তিনিই না মিছা মিছি কতকগুলি সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি করেন। তিনিই না ইউরোপীয় সৈন্যদিগের সুবিধার্থ এগার কোটি টাকা বারিকে ব্যয় করেন! তিনিই না লোকের চীৎকারসত্ত্বেও মিউনিসিপাল টাক্স ও লাইসেন্স টাক্স স্থাপিত করেন! তিনিই না পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাঁহার অনুচর সহচরসহ সিমলাবাসে কতকগুলি টাকা জলে ফেলিলেন! কোন গবর্ণর জেনরল তাঁহার সেক্রেটারিগণের এত অধীন ছিলেন! কোন গবর্ণর জেনরল ভারতবর্ষীয়দিগকে এত অবিশ্বাস করিয়াছেন? কোন গবর্ণর জেনরল খোসামোদের এত বশ্য ছিলেন? আমরা যত দূর জানি, লার্ড কর্ণওয়ালিস হইতে এপর্য্যন্ত যত গবর্ণর জেনরল আসিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই প্রজার সুখ বর্দ্ধনে এত উদাসীন ছিলেন না। এক ষ্টাম্প আক্টে প্রজার সর্ব্বনাশ হইল।

বিশেষতঃ ইংরাজ ও বাঙ্গালিতে সৌহৃদ তাঁহার শাসনপ্রণালীতে আরো কমিয়া আসিয়াছে।" অমৃতবাজার পত্রিকা।

—:০:—

বৈজ্ঞানিক বিবরণ।

"সকলেরই জানা আছে যে, দুগ্ধভিন্ন অপর কোন একটীমাত্র দ্রব্য আহার দ্বারা শরীরের রক্ষা হইতে পারেনা। কারণ আমাদের শরীরস্থ মজ্জা অস্থি রক্ত, মাংসপেশী প্রভৃতি সকল ধাতুর পোষণোপযোগী সমগ্রী আর কোন একটী দ্রব্যে নাই। কিন্তু ডাক্তর হাসাল সাহেব বলেন যে নারিকেলেও দুগ্ধের ন্যায় সমস্ত ধাতুর পোষণোপযোগী দ্রব্য পাওয়া যায়, সুতরাং কেবলমাত্র নারিকেল আহারদ্বারাও জীবনধারণ হইতে পারে।

অনেকের জানা আছে যে, ডাক্তরেরা অস্ত্র চিকিৎসার সময়ে এমন একপ্রকার আরক ব্যবহার করিতেছেন, যাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে করিতে রোগী সর্ব্বতোভাবে অচেতন এবং স্পন্দহীন হইয়া পড়ে সে অবস্থায় অস্ত্রচিকিৎসাজনিত কোন কষ্টই তাহার অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ আরকের (ক্লোরাফরম) ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বিপদশূন্য নহে। উহা শুঁকিতে শুঁকিতে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়া আইসে এবং কোথাও কোথাও প্রাণের হানিও হইয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তর ডব্লিউ, রিচার্ডসন নামা এক জন সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইথর নামক আরকের ধারা শরীরের কোন ভাগে কিয়ৎক্ষণ পাতিত করিলে সেই ভাগ সম্পূর্ণরূপে অসাড় হইয়া যায় এবং তখন নির্ব্বিঘ্নতায় ঐ ভাগে অস্ত্র চিকিৎসা চলিতে পারে।" এডুকেশন গেজেট।

"এতদ্দেশীয়দিগকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয় কেন?

অনেকের মুখেই মধ্যে মধ্যে এই মিষ্ট কথা শুনা যায়, এমন কি অনেক রাজপুরুষেও বলিয়া থাকেন, একবার হাউস্ অব কমন্সেও এই কথা উঠিয়াছিল যে "ইংরেজেরা এখন যে এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য ই এই, ভারতবর্ষীয়েরা কালে ভারতবর্ষ শাসনক্ষম হইলে তাঁহাদিগেরই হস্তে ইহার শাসনভার অর্পণ করত তাঁহারা এদেশ ত্যাগ করিবেন, ইংরাজেরা এখন কেবল নাবালকের সম্পত্তি রক্ষা করিতেছেন মাত্র।" কালে নাবালকের বয়ঃপ্রাপ্তি হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ন্যস্ত সম্পত্তির পুনঃ প্রাপ্তির অনুকূল প্রমাণ কি? কেবল মুখের কথায় যদি পরিতোষ জন্মাইত, তাহা হইলে বলা অন্নপানে কথায় কথায় ক্ষুধিতেরও শান্তি হইত এবং পিপাসিতেরও পিপাসা নিবৃত্তি হইত। ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় কাজ না কেবল লোভ দেখাইলে বরং অসন্তোষ ও এবং ক্ষুধা তৃষ্ণারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমরা চিরকালই ঐ মধু মাখা কথা শুনিয়া আরও দারুণ ক্ষুধিত, পিপাসিত ও [illegible] অবস্থায় কালযাপন করিতেছি, সুতরাং আর কথা চাই না, এখন কেবল কাজ চাই। এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, ভারতবর্ষীয়েরা উপযুক্ত হইলেই কি ইংরেজেরা অনায়াসে ভারতবর্ষের লোভ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইবেন? আমাদিগের বিবেচনায় ইহা কখনই সম্ভব বোধ হয় না। দশ লক্ষ ইংরাজের মধ্যে একজনেরও এরূপ অন্তঃকরণ আছে কি না সন্দেহ। যদি তাহার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় বলিয়া অধিকাংশ স্থলে পক্ষপাত চলিত না, এদেশীয়দিগের উচ্চপদ প্রাপ্তির সময় কোন আপত্তি উত্থাপিত হইত না, ইংলণ্ডের ন্যায় এদেশে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা উপলক্ষে কোন গোলযোগ চলিত না এবং এদেশীয়দিগের সৈনিক বিভাগপ্রবেশে রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে অকারণ কোন সন্দেহই সঞ্চার হইত না।

আমরা ইহা স্বীকার করি বটে, ইংলণ্ডীয় ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা আমাদিগের প্রতি বিশেষ অনু[illegible]

দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন, এখানে যাঁহারা ভারতবর্ষদ্বেষীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও আবার ইংলণ্ডে গিয়া ভারতবর্ষীয়দি[illegible] মিত্র হইয়াছেন এবং ইংলণ্ডস্থ উচ্চ পদারূ[illegible] রাও ভারতবর্ষীয়দিগকে সমকক্ষ ভাবি[illegible] কন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি তাঁহারা এ[illegible] পর লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? কর্ণ ও নয়নযুগলই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ। কোন্ ব্যক্তি কবে শুনিয়াছেন, বা ইতিহাস দিতে পাঠ করিয়াছেন. জেতৃজাতি ক্ষমতা থাকিতে জিতজাতিকে এ প্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছেন? অধিক কি, এই ত ইংলণ্ডস্থ ইংরাজেরা আমাদের প্রতি এত অনুকূল ও আমাদিগের সহিত সমব্যবহার করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা আমাদিগের জন্য বিশেষ কি করিয়াছেন? তাঁহারা যদি এদেশীয়দিগের আন্তরিক হিতৈষী হইতেন এবং ভবিষ্যতে এদেশীয়দিগের হস্তে ভারতবর্ষের রাজত্ব সমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইতেন, তাহা হইলে কখনই সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষাটীকে ইংলণ্ডের একচেটিয়া করিনা এবং সৈনিক বিভাগটীকেও ইংরাজার ব্রহ্মোত্তর করিয়া রাখিতেন না। তবে সত্য যুগের ন্যায় কাল আসিয়া উপস্থিত তাহা হইলে ইহাও সম্ভবিতে পারে। আকাশকুসুম হইতে ফলোৎপত্তিও হইবে না, আমাদিগেরও ক্ষুধাশান্তি হইবে না। ইংরাজেরা স্বার্থ-সম্বন্ধ-শূন্য হইয়া কিছু এ দেশ জয় করেন নাই, ইংলণ্ডের মান ও সম্পত্তিবৃদ্ধিই ভারতবর্ষজয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ এত দিনে তাঁহার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইত। এখন এদেশীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্ব প্রায় কিছুমাত্র নাই, একথা বলাও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। কৈ, আমরা আফিসর হইতে পারিতেছি, না মন্ত্রিত্ব পদ প্রাপ্ত হইতেছি? আমাদের কি আছে? সামান্য মাজিষ্ট্রেটের পদও এতদ্দেশীয়দিগের ভাগ্যে ঘটে না। "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়ার" ন্যায় এক আধটি জজের পদই কি আমাদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত স্বত্বের চূড়ান্ত? ইহার জন্যই কি আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পীড়াপীড়ি করিতে পারি না? এটি কি আমাদিগের অসঙ্গত প্রার্থনা? এই আমাদের চিরকালের স্বত্ব। ভারতবর্ষ চিরকাল আমাদেরই অধীন ছিল এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়েই আমাদিগের স্বত্ব ছিল, তবে মুসলমান রাজত্বে আমাদিগের সে স্বত্বের অনেক তিরোধান হয়, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু তথাপি তৎকালেও এদেশীয়েরা প্রধান সেনাপতিও হইতে পারিতেন, এবং প্রধান মন্ত্রিত্বপদেও ইহাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল। ইংরাজ রাজত্বে তাহার কি আছে? অতএব যেটি আমাদের চিরকালের স্বত্ব, তাহা এখন আমাদের হস্তগত না হয় কেন? আমরা অবশ্যই এ প্রার্থনা করিতে পারি, গবর্ণমেণ্টেরও ইহা অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহারা বরাবর বলিয়াও আসিতেছেন, "দিবেন" কিন্তু কাজে তাহা দিতেছেন না। এইসকল প্রমাণদ্বারা কি স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে না যে, এদেশীয়দিগের হস্তে ভারতবর্ষশাসনের ভারার্পণ করিবার কথাটী কেবল প্রলোভনমাত্র? সে প্রলোভনটী আবশ্যক কি? যদি মনে এক, বাহিরে আর হয়, তবে সে ভাবে থাকি[illegible] ইংলণ্ডীয়দিগের চিরকাল কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা কি? আর আমাদিগকেই বা এত দুঃখ দিবার প্রয়োজন কি। স্পষ্টই বলা ভাল, তোমরা রাজার উপযুক্ত হইলেও কখনই পরাধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত হইতে পারিবে না, আর আমরাও সাধ্য থাকিতে ইহার লোভসম্বরণ করিতে পারিব না। তোমরা উচ্চ উচ্চ পদে একবারে বঞ্চিত থাকিবে এবং সৈনিক বিভাগেও প্রবেশ করিতে পারিবে না, আর আমরাও কস্মিন কালে তোমাদিগকে দিতে পারিব না। তাহা হইলে ও সকল বিষয়ে সুবিধা হয়। আমরাও আর অনর্থক চীৎকার করি না এবং গবর্ণমেণ্টকেও ব্যস্ত হইতে হয় না। একেবারেই আমাদিগের মুখবন্ধ হইয়া যায়। আর যদি ভারতবর্ষের শাসনভারপ্রদানের কথা দূরে থাকুক এতদ্দেশীয়দিগকে অন্ততঃ সর্ব্ববিষয়ে উপযুক্ত ও আত্মরক্ষাসমর্থ করিয়া তুলিতে অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের জন্য সৈনিক বিভাগের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিউন। ইহাতে আর যেন ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা না হয়। কল্পলতিকা।

—০—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

অত্রত্য স্থানসমূহে ২। ৩ মাস যাবৎ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্তে নিঃশেষিত হয় নাই। ইতিমধ্যে আবার বসন্তরোগের প্রভাবও মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইতেছে। রোগের এরূপ প্রভাব আরো কিছু কাল স্থায়ী হইলে এ দেশের যে কি দশা হয়, বলা যায় না।

২। অত্রত্য সেখঘাট মিসন স্কুলের সাত জন ছাত্র প্রবেশিকাপরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুই জনমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় এই, ইহাঁরা উভয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এখানে গত ২৮ এ পৌষ রবিবার পাঁচ টার সময় দুই বার এবং গত ১ লা মাঘ রাত্রি ৩ টার সময় একবার ভূমিকম্প অতিশয় প্রবল ও অনেকক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল এমন কি, অধিক বয়স্কগণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, অনেক বৎসরের মধ্যে এরূপ ভূমিকম্প হয় নাই।

৬ ই মাঘ
১২৭৫ সাল

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সুসভ্য রাজপুরুষদিগের যত্ন ও অধ্যবসায় নিবন্ধন এ দেশে দিন দিন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে। বদান্যবর গবর্ণমেণ্ট সে জন্য বিপুল অর্থব্যয়েও কুণ্ঠিত নহেন, তত্ত্বাবধায়কদিগেরও অভাব নাই। আজ কালি বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহাতে বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে চরিত্রশোধন ও আত্মোন্নতি, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপর গুলির পরিপোষণ হইতেছে। প্রথমতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়সমূহ প্রায়ই অস্মদ্দেশীয়দিগের হস্তে সমর্পিত; কতকগুলি বা মিসনরিদিগের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের দেশের স্কুল সমূহের সম্পাদকেরা প্রায় অন্যসাহায্যসাপেক্ষ, সুতরাং দান সমূহ যথা বিধানে সংগৃহীত না হওয়াতে তাঁহাদিগকে সাধারণসমক্ষে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং ইহাতে বাস্তবিকও তাঁহারা অনেকাংশে তদ্বিষয়ে দোষী। মিসনরি ম্যানেজরদিগের অর্থের অভাব নাই, তত্ত্বাবধারণের দোষেই অনেক স্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদের দোষে যেরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন শিক্ষকগণ সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত ও সদ্গুণসম্পন্ন না হইলে ততোধিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষকতাকার্য্যের ন্যায় গুরুতর কার্য্য বিরল। ইহাতে অনন্ত আত্মার উপর কার্য্য করিতে হয়। পিতা মাতা যে সন্তানগণকে নয়নপথের অন্তরাল করিতে সংকুচিত হন,

নয়নহারা হইলেও যাহাদিগের সুকোমল মুখচ্ছবি জনক জননীর মানসপটে অঙ্কিত থাকে। সেই প্রাণাধিক সন্তানকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও যেন কোন দুর্ব্বহ ভার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। তাহাতে যদি শিক্ষকেরা ও বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা চরিত্রদোষে দূষিত হন, তাহা হইলে বালকগণের ইষ্ট হওয়া দূরে থাকুক; বরং সেইসকল সন্তান শিক্ষকগণের স্বভাবের অধিক অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া পশুভাব ধারণ করে এবং শুদ্ধ পিতা মাতার গলগ্রহস্বরূপ হয় না, দেশের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠে। এদেশীয় বিদ্যালয়সম্পাদকদিগের কথাই নাই; কিন্তু যেসকল ধর্ম্মপ্রচারকেরা আটলান্টিক ও ভূমধ্যস্থ সাগরের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া, যাঁহারা স্কটলণ্ডের পর্ব্বতশিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতভূমির মঙ্গলসাধনের জন্য পদার্পণ করিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিয়া পলিতকেশ ও গলিতমাংস হইয়াছেন, যাঁহাদিগের সাহায্যে এ দেশে প্রথমে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইয়াছে, আজি কালি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই মুখ্য উদ্দেশগুলি বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য সাংসারিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গণিত হইতেছেন। তাঁহাদিগের হস্তে যেসকল স্কুল আছে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের অনেকের শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হইতেছে। যাঁহাদিগের লোকের মঙ্গল করা একমাত্র উদ্দেশ্য তাঁহারাই যে আবার চরিত্রদোষের আকরস্বরূপ ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয় দিয়া পাপের স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। তাঁহাদিগের দয়া ও স্নেহ হয়ত পরিমাণে অধিক। আর তাঁহারা যে স্নেহশূন্য হন, আমাদের এরূপ ইচ্ছা নহে। স্নেহ ভাল বটে; কিন্তু উহা বিবেককে অতিক্রম করিলে বিষময় ফল উৎপাদন করে। কিছু দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, মধ্য বিভাগের ইনস্পেক্টর মহাশয়ের মিসনরি ইস্কুলসমূহের উপর সন্দেহ হইয়াছিল। তাঁহার সে সন্দেহ অমূলকও নহে। এক্ষণে আর তাহার উপেক্ষা করিবার সময় নাই। মিসনরি মহাশয়েরা ধর্ম্মাবরণে আবৃত বলিয়া যেন তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বা ন্যায়পরায়ণ মনে না করেন। অবিলম্বে আসিয়া মিসনরি স্কুলগুলি দেখুন, তাহার কাহার মূলে কত অন্যায় আছে, তাহা দেখিতে পাইবেন। বোধ হয়, ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের মিসনরিদিগের উপরে অনেক পরিমাণে বিশ্বাস আছে এবং তজ্জন্য হয় ত অনেক সময়ে সত্যবাদী ডেপুটী বাবুরা মিথ্যাবাদী ও বৃথা নিন্দাকারী বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছেন। কিন্তু ইনস্পেক্টর মহাশয়েরা যেন মনুষ্যকে অপূর্ণ মনে করিয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে সকল সংশয়ই আশু নিরাকৃত হইবে; আমারও লেখনী ধারণের ফল সার্থক হইবে।

সাহাপুর }
১৫ ই মাঘ }

অনুগত
শ্রীকৈঃ

—:০:০:—

আমাদিগের গবর্ণমেন্টের প্রতি আফগানদিগের যে আস্থা, তাহা পশ্চাল্লিখিত বিষয়টীতে প্রকাশ করিবে। এক জন আফগান পীড়িত হইয়া চাঁদনির চিকিৎসালয়ে গমন করে। তথায় তাহাকে যেপ্রকার ঔষধ, শয্যা, বস্ত্র ও আহার দেওয়া হয় তাহাতে সে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইয়া আমাদিগের নিকটে এক দিন বলে, “বাবু! আমার দেশে অতি নিকট আত্মীয় ও এরূপ দয়া করেন না। দয়া ও দাতব্যের বিষয়ে ইংরাজদিগের সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা হয় না। দেখ কেবল লোকের উপকারের নিমিত্ত কলিকাতায় কত আলয় আছে। আমরা তন্নিমত্ত ইংরাজদিগকে যথার্থ ভাল বাসি। ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্মে মেলেনা বলিয়া যে ভিন্ন ভাব হয়।

“তোমাদিগের আমীরকে আমাদিগের গবর্ণমেন্ট প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা দিতেছেন; তোমরা ইহার কি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছ?”

“ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কেবল রুশীয়াকে দূরে রাখিবার নিমিত্ত এই সাহায্য দিতেছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশগ্রহণের বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন লোভ নাই।”

“তবে তোমরা এক জন ইংরাজ দূতকে কাবুলে যাইতে দিতে এত অসম্মত কেন?”

“কেবল ধর্ম্মে মিলে না বলিয়া। আমাদিগের মোল্লাগণ সর্ব্বদা কাফেরকে দূত করিতে বলেন।”

“ভাল, তোমাদিগের দেশে চারি বৎসর পর্য্যন্ত গৃহ যুদ্ধ হইতেছে। যদি আমরা এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়া তোমাদিগের দেশে শান্তি স্থাপিত করি তাহাতে আপত্তি কি আছে?”

“বাবু! সেটী কখন হইবে না। রুশীয়া আক্রমণ না করিলে আমরা একটী ব্রিটিশ সৈনিককে বিনাযুদ্ধে কাবুলে প্রবেশ করিতে দিব না। তোমাদিগের গবর্ণমেন্টও যে পুনর্ব্বার সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহা আমাদিগের বোধ হয় না।”

———

এ অঞ্চলের (বনগ্রাম ও সাতক্ষিরা উপবিভাগের কিয়দংশের) ন্যায় দুর্ভাগ্যস্থান আর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা নদীয়া ও ২৪ পরগণার সন্নিকটস্থ; যশোহরও দূরব[illegible] হ। এখানে কোনপ্রকারই সদনুষ্ঠান দৃষ্ট [illegible] না। এমন কি আপনাদিগের জীবনরক্ষা[illegible] যাহা আবশ্যক, তাহার নিমিত্তও এ[illegible]শের লোকের যত্ন নাই। গোবরডাঙ্গা ও বনগ্রাম ভিন্ন ইহার চতুর্দ্দিকে ১০ ক্রোশের মধ্যে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় নাই। সংপ্রতি কয়েকখানি গ্রামে কয়েকটী গুরু নর্ম্ম্যাল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাহারও উন্নতিপক্ষে কাহারও যত্ন দৃষ্ট হয় না। উক্ত দুই স্থানভিন্ন উপরি উক্ত স্থানের মধ্যে এক জন বাঙ্গালা বৈদ্য কি এক জন নেটিব ডাক্তর ইহার কিছুই নাই। পীড়া হইলে কেবল উপবাসদ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়। জন দুই হাতুড়ে নাপিত চিকিৎসকই এ অঞ্চলের সর্ব্বেসর্ব্বা। গত ৩ বৎসরের সাংঘাতিক জ্বরে আমাদিগের কয়েকখানি গ্রাম উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। কেবল কুইনাইনদ্বারা যে আরোগ্যলাভ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন সমুদায় লোকই বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে অন্য অন্য স্থানে চিকিৎসক না থাকিলে গ্রামের লোকে গবর্ণমেন্টের নিকট জানাইয়া ঔষধ ও চিকিৎসক আনায়, আমাদের এখানকার লোকেরা এমন অলস, যে কাঁদিতেও পারেন না। গবর্ণমেন্টকে জানায় কে? সুতরাং গবর্ণমেন্ট হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। এইসকল গুরুতর বিষয়ে যখন এদেশীয় লোকের যত্ন নাই, তখন রাস্তা ঘাট গ্রামের জঙ্গল আপ রক্ষা ও পচা পুষ্করিণ্যাদির পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ হইবার সম্ভাবনা কি? মহাশয়! আমা দিগের এ স্থানের লোকের যে কতপ্রকার অভাব আছে, তাহা একপত্রে কপ্রকারে জানাইব। ক্রমে এক এক বিষয় লইয়া মহাশয়ের পত্রে আন্দোলন করিবার মানস করিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এ দেশের উপকার এ দেশের লোক হইতে হইবে না। যদি আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেন্ট এই দরিদ্র অলস দেশের কল্যাণকামনায় একটি গবর্ণমেন্টস্কুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন, তাহা হইলে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের মহান্ উপকার করা হয়।

আমাদিগের বনগ্রাম উপবিভাগের সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচন্দ্র পাল অতিশয়

প্রকৃতি। বিদ্যালয়স্থাপনপ্রভৃতি দেশহিতকর বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন আছে। তাঁহার তুল্য সদাশয় লোক সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে তাঁহার নিকট বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এ দুর্ভাগ্য স্থানটীর প্রতি একটু দৃষ্টি করেন।

এ অঞ্চলে ধান্য এ বার আট আনা রকমও হয় নাই। রবিশস্য প্রায় হয় নাই বলিলেই হয়। কেবল খেজুর গাছের উপর নির্ভর করিয়া এ স্থানের লোকে জীবিকানির্ব্বাহ ও জমীদারের মালগুজারি করিতেছে। ফাল্গুন মাসপর্য্যন্ত বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার পরে কি হয় বলা যায় না। এক্ষণে মোটা চাউল ২৷৷০ টাকা মণ বিক্রীত হইতেছে।

গত ২৮ এ পৌষ বেলা অনুমান ৪ ঘটি কার সময় এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫।৬ মিনিট কম্প হইয়াছিল এবং ঘর, বাড়ী, বৃক্ষাদি বিলক্ষণ নড়িয়াছিল। বোধ হইয়াছিল যে, আর কিয়ৎক্ষণ নড়িলে বৃক্ষ সমুদায় ভূমিসাৎ হয়। ইহাতে পুষ্করিণ্যাদির জল উভয়তীরে ১৷৷০ হাত কি ২ হাত উঠিয়াছিল। এরূপ জলকম্প ১ ঘণ্টার ও অধিক ক্ষণ ছিল

১২ মাঘ } কস্যচিৎ কাঞ্চবা নিবাসনঃ
১২৭৫ } পাঠকস্য।

—:০:—

মহাশয়! অনেক দিন গত হইল আমরা আপনার সোমপ্রকাশে দত্তকপুত্রবিষয়ক একটী সারবান প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম। আমাদি মতে পরপুত্রের দ্বারা স্বীয় সন্তানের স্থান পূরণ করা অত্যন্ত জঘন্য কার্য্য এবং পরের পিতাকে পিতৃসম্বোধন করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর নাই। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, দত্তকদাতা, দত্তকগ্রহীতা এবং স্বয়ং দত্তক সময়ে সময়ে আন্তরিক বিষম বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। হৃদয়াধিক সন্তানকে দান করা কিম্বা সামান্য অর্থলোভে বিক্রয় করা যে কত বড় পাষাণহৃদয়ের কার্য্য, তাহা কে না বুঝিতে পারে? সন্তানদাতা যখন ঐ সকল কথা মনোমধ্যে আন্দোলন করেন, আপন পুত্রকে পরগৃহে পরপুত্ররূপে অবস্থিতি করিতে দেখেন, নিঃসন্দেহ তিনি তখন নিদারুণ দুঃখ সন্তাপ সহ্য করিতে থাকেন। আবার যিনি দত্তক গ্রহণ করেন, তিনি যখন পুত্রবৎ প্রতিপালিত দত্তকের মুখ হইতে সুমধুর পিতৃসম্বোধন শুনিতে পান, তখনই তাঁহার মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যাতনা দিতে থাকে। সে যাহা হউক যিনি দত্তকের গ্রহীতৃপিতা হইয়াছেন, তিনিই তাহা সম্যক অবগত আছেন। দত্তকের অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর। তিনি যখন জ্ঞানাপন্ন হন, আপন পিতৃপরিবর্ত্তনের কথা লোকের মুখে শুনেন তখন কি তাঁহার মনে একদা লজ্জা ও দুঃখের আবির্ভাব হয় না? মনে করুন, সেই হতভাগ্য দত্তকের জন্মদাতা ও গ্রহীতৃ পিতা একত্র বসিয়া আছেন এবং দত্তকও তথায় উপস্থিত। এমত সময়ে কোন অপরিচিত ব্যক্তি দত্তকের পরিচয় চাহিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল; তখন তিনি কি উত্তর দিতে পারেন? তখন তাঁহার মন লজ্জা ও ঘৃণাতে আকুলিত হয়, কণ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক হয় এবং জীবন একেবারে অসার ও অকর্ম্মণ্য ভারম্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন যদি পারেন, তবে আত্মজন্মপর্য্যন্ত গোপন করিতে পারিলে তাঁহার মনে তৃপ্তি জন্মে। সমাজেও তিনি ঐরূপ পদে পদে লজ্জা ও আত্মলঘুতা প্রাপ্ত হন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর একটী ভয়ঙ্কর অবস্থাও কখন কখন ঘটিয়া থাকে। দত্তকের গ্রহীতার নিকট স্বজনেরা দত্তককে অসিদ্ধ করিবার জন্য মকদ্দমা করিয়া কোন কোন স্থলে উচ্চতম আদালতপর্য্যন্ত আসিয়াও কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। এরূপ স্থলে দত্তকের কি শোচনীয় অবস্থা ঘটে!! "তাঁতি কুল বৈষ্ণব কুল হারাইবার" ন্যায় জন্মদাতার ও গ্রহীতার বংশ হইতে বিচ্যুত হইয়া মহা বিপদগ্রস্ত হন!!! তখন আবার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে হতাশ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকেন!!! এ কি সামান্য বিপদ ও দুঃখের বিষয়! সম্পাদক মহাশয়! আমরা দত্তকবিষয়ক এতদ্রূপ অনেক অনেক শোচনীয় অবস্থা মধ্যে মধ্যে অবগত হইয়া থাকি। অতএব আমাদিগের অনুরোধ এই যে, দত্তকগ্রহণপ্রথা যাহাতে রহিত হয়, হিন্দুসমাজ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার চেষ্টা করুন।

১৪ই মাঘ } শ্রী কৈলাসনাথ বসু
১২৭৫ }

——:——

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানানন্দ মিত্র মুলতান
১৮৬৯ ফেব্রুয়ারি হইতে ৭০ জানুয়ারি ১৩
" " মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য গোবিন্দগঞ্জ
১৮৬৯ ফেব্রুয়ারি হইতে জুলাই ৭
" " জয়গোপাল চক্রবর্ত্তী ডায়মণ্ডহারবর
১২৭৫ মাঘ হইতে চৈত্র ৩৸০
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী শান্তিপুর ৩৸০

-:০:-

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৩ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ২৭এ মাঘ। ১৮৬৯। ৮ই ফেব্রুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ... ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮৴০

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রাবতী নাটক

শ্রী নিমাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনয়ার্থ বিরচিত। বহুবাজার ১৭২ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা ডাকমাসুল ৵০।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপালিটির বাটীর মালিকগণ যাঁহারা বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের ১৮৬৪ সালের ২ আইনের ১ ... ... মতানুসারে মিউনিসিপাল বাটী ভাড়া বিষয়ে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত ধারার বিধান অনুসারে মিউনিসিপাল কমিসনরগণকে বাটী খালি হইবা মাত্র সংবাদ দিতে হইবে। যদি বহু দিন খালি থাকে তবে প্রত্যেক কোয়ার্টারের প্রথমেই উক্ত সংবাদ দিতে হইবে। আর যে তারিখে প্রথম সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ঐ আইন অনুসারে যত টাকা রেহাই দেওয়া যাইবে তাহা গণনা করা হইবে।

আলিপুর ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ } কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের মিউনিসিপাল কমিসনরগণের চেয়ারম্যান

—:০:—

দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীচরণ বিদ্যারত্নের নিকট ও কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য।
সংস্কৃত কালেজ

—:০:—

হরিনাভি ইং বং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকট নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অথবা কালনা ... পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:০:—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্সিপলস্ এবং প্রাক্টিস, অব মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁধা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অজ্ঞাতসংক্রামক পীড়াসমূহ (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাসুলসহিত ১০॥০ কলিকাতা লালবাজার বিষ্ণু চট্টেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্গশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ... নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (৮ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে /০ আনা মাসুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাজারপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারি সুহৃদ, সহকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট সম্বন্ধে "... ষ্টার অব ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়েষ্টউইক, ব্রিটিস প্রিন্সেস" দ্বারা দশ সহস্র টাকা মূল্যের ঔষধ পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট সম্বন্ধে "ব্রিটিশ ফ্ল্যাগ, ... আর্থর, ... " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স চৈত্রোপযোগী ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক ইণ্ডেন্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রেতাদিগের নানাবিধ সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ঔষধজাত ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয় রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিলাতি চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ... ... ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষধ ... ... গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ই হইতে ২১এ পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১৪	৭
মহানায়	৮	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে		৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৬৯ সালের ২৫ জানুয়ারি বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৬	১১

বহরমপুর ২৫এ জানুয়ারি ১৮৬৯। } শ্রীযুক্ত সি ই, উইল্ক একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

২৭এ মাঘ সোমবার।

সংবাদপত্র ও তাহার মাসুল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পত্র ও টেলিগ্রাফের মাসুল কমাইয়া সাধারণের একটী মহোপকার করিয়াছেন; কিন্তু এক বিষয়ে অদ্যাপি একটী ত্রুটি দৃষ্ট হইতেছে। দিন দিন সংবাদপত্রপাঠের ইচ্ছাবৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু সংবাদপত্রের ডাক মাসুল এত অধিক যে, অধিকাংশ লোক ব্যয়ের ভয়ে তৎপাঠে অগ্রসর হইতে পারেন না। ইংরাজী দৈনিক সমাচারপত্রপাঠ মফস্বলের সহস্র লোকের মধ্যে এক জনের ভাগ্যে ঘটে কি না সন্দেহ, অথচ সংবাদপত্র দেশের একটী ক্ষমতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইউরোপে সংবাদপত্রের মাসুল এ দেশের সংবাদপত্রের মাসুল অপেক্ষা অল্প। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বাদপত্রের নিমিত্ত ব্যয় করেন। সম্পাদকেরা পরস্পরের সহিত যেসকল কাগজ বিনিময় করেন, আমেরিকায় তাহার মাসুল নাই। ইংলণ্ডেও অনেক সুবিধা আছে। অদ্যাপি ইংলণ্ডের অনেকে আরও মাসুল কমাইবার চেষ্টায় আছেন। ভারতবর্ষে ঐরূপ চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, এ বিষয়ের তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে যে ওজনে যে মাসুল আছে, তাহার অর্দ্ধেক করা সাধারণের মত। এই ব্যবস্থা করিলে এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রসকলের সবিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও অনিষ্ট নাই। পরিমাণে অল্প হউক, সংখ্যায় যদি আয় অধিক হয়, তাহা অলাভকর হয় না। সংবাদপত্র এক্ষণে জ্ঞানলাভের একটী প্রধান উপায় হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ও মিসনরিবিদ্যালয়।

বিদ্যার যত অধিকতর অনুশীলন হইতেছে, ততই মিসনরিদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে; ততই তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে। তাঁহারা মনে করিতেছেন, যদি ভারতবর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয় তাঁহারা হস্তগত করিয়া লইতে পারেন, তাঁহাদিগের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে। সর জন লরেন্স তাঁহাদিগের ছন্দানুবর্ত্তী ছিলেন, তিনি গমন সময়ে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়গুলি শ্রেণিবদ্ধ করিবার ছল করিয়া যে একটী প্রস্তাব করিয়া গিয়াছেন, সেটী মিসনরিদিগের মনোরথসিদ্ধির অনুকূল হইয়াছে। মিসনরিরা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বিদ্যালয়সকল কলাংশে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, অথচ অল্প ব্যয়ে তাঁহাদিগে বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদিত হয়। আমরা ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি। মিসনরি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক আছেন সত্য; কিন্তু [illegible] দান করা তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই হেতু তাঁহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ন্যায় প্রশংসনীয় নয়; উহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট সন্দেহ নাই। শিক্ষাপ্রণালী নিকৃষ্ট বলিয়া তাঁহাদিগের বিদ্যালয় গুলি গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। নিম্নলিখিত তালিকা তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিবে।

১৮৫৬। ৫৭ অবধি ১৮৬৭। ৬৮ অব্দপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ছাত্রগণ প্রবেশিকা এল, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষা দিয়াছেন:—

	প্রবেশিকা	এল, এ,	বি, এ,	এম, এ
গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়	৪৪১৩	৭৯৫	২৮১	৮?
অন্য অন্য বিদ্যালয়	১১৭৮	২২২	১৫২	০

১৮৬৪ অব্দে ডাক্তর ডফের চেষ্টায় পাঠ্য পুস্তক কমিয়া যায়। সেই অবধি মিসনরি বিদ্যালয় হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে

পূর্ব্বের ন্যায় গ্রন্থপাঠের নিয়ম থাকিলে যে ইহা হইত না, তাহা নিম্নলিখিত তালিকাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে।

১৮৫৭ অব্দ অবধি ১৮৬৩ পর্য্যন্ত [illegible] জন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় হইতে [illegible] জনমাত্র অন্য অন্য বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা [illegible] সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের ২৭২ জন ও অন্য অন্য বিদ্যালয়ের [illegible] জন এল, এ, গবর্ণমেণ্টের ছাত্রদিগের ১০৩ জন বি, এ, এবং অন্য বিদ্যালয়ের ১৩ জন ছাত্রমাত্র বি, এ পরীক্ষায় [illegible]ছিলেন। পাঠকগণ একবার বি, এ পরীক্ষার ফলটী দর্শন করুন;

অব্দ	গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়	অন্য অন্য বিদ্যালয়
১৮৬৪	৩০	৫
১৮৬৫	৪৫	৬
১৮৬৬	৭৯	১৫
১৮৬৭	৬০	১৩

এক জন মিসনরি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন, এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজ না থাকিলেও [illegible]; কিন্তু এটা যে মহা [illegible] কথা, তাহা নিম্নলিখিত তালিকাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। পাঠকগণ স্মরণে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সহিত একটী মিসনরি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল মিলাইয়া দর্শন করুন।

অব্দ	প্রেসিডেন্সি।	ফ্রিচর্চ্চ।	আসেম্ব্লি।	ডবডন।	কাথিড্রালমিসন
১৮৬৫।	২৬	৩	০	৩	০
১৮৬৬।	২৩	১২	০	১	০
১৮৬৭।	৩২	১৩	৪	২	০
এম, এ,					
১৮৬৫।	৭	১	০	১	০
১৮৬৬।	১৪	১	০	০	০
১৮৬৭।	৯	২	০	১	০

গত বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার মধ্যে এক জন শিক্ষক ও সেণ্ট জেবিয়রের একটী ছাত্রভিন্ন প্রথম শ্রেণির ১৪ জনের মধ্যে ১২ জন গবর্ণমেণ্ট ছাত্র। এই ১২ জনের মধ্যে ৭ জন প্রেসিডেন্সি কালেজের। ফ্রিচর্চ্চ, জেনরল আসেম্ব্লি, ডবডন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বর পূর্ণ কাথিড্রাল কালেজের এক জন ছাত্র প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। অবশিষ্ট ৬৩ জনের মধ্যে [illegible] প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে ২০ জন; ফ্রিচর্চ্চ হইতে আট জন, জেনরল আসেম্ব্লি হইতে ৫ জন; কাথিড্রাল হইতে ৪ জনমাত্র এবং বিশপ কালেজ হইতে ১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ডবডন শ্রীরামপুর কালেজ ভবানীপুরের লণ্ডন মিসনরিবিদ্যালয়প্রভৃতি হইতে এক জনও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে? প্রেসিডেন্সি কালেজের সহিত ফ্রিচর্চ্চ অথবা কাথিড্রাল মিসন কালেজের তুলনা করা কি অসঙ্গত নয়? অনেকে বলেন, প্রেসিডেন্সি কালেজে বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু নিম্নে যে তালিকাটী দেওয়া যাইতেছে তদ্দ্বারা সে ভ্রান্তি দূরীকৃত হইবে।

অব্দ	গবর্ণমেণ্ট দান	ছাত্রদেয় বেতন	মোট	প্রতি ছাত্রের জন্য মোট ব্যয়	প্রতি ছাত্রের জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয়
১৮৬৪। ৬৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৮৬৫। ৬৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৮৬৬। ৬৭	৩৫৫১৫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যত টাকা প্রেসিডেন্সি কালেজের নিমিত্ত ব্যয় হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ ছাত্রদের বেতনপ্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়টীর নিমিত্ত গড় ৩৫০০০ টাকা ব্যয় করেন। যে প্রদেশ হইতে সরকারী খাজানায় বার্ষিক ১৬ কোটি টাকা আয় হয়, তথাকার সর্ব্ব প্রধান বিদ্যালয়ের নিমিত্ত এ ব্যয় কি অতি সামান্য নহে? মিসনরিদিগের বিদ্যালয়ে কি অল্প ব্যয় হয়? কাথিড্রাল মিসন কালেজ দৃষ্টান্ত স্থলে গৃহীত হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বাটন সাহেব নিজে বেতনের রেজিষ্টরে স্বাক্ষর করেন না। কয়েক জন অধ্যাপকের নামে ১০০।১৫০ টাকা করিয়া লেখা হয়; কিন্তু ইহাঁদিগের প্রত্যেকের স্বয়

টাকা লওয়া হইবে। মন্ত্রিগণ রাজস্ব সম্বন্ধে আমাদিগের উপরে যে অত্যাচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় উভয়েই তাহার প্রতিবাদ উচ্চস্বরে করিতেছেন। তথাপি মন্ত্রিগণ অন্যায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন না। এক জন বিখ্যাত অষ্ট্রীয় সেনাপতি বলিয়াছিলেন, সাঙ্গিনদ্বারা সকল কাজ চলে, কিন্তু সাঙ্গিনের উপরে বসা চলে না। ইহার অর্থ এই, বিদেশীয় শত্রু ও স্বরাষ্ট্রের বিদ্রোহদমনার্থ বল আবশ্যক; কিন্তু বলদ্বারা অভ্যন্তরস্থ শাসন অতিশয় অমঙ্গলকর। আমরা দুঃখিত হইলাম, ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিগণ কেবল বলের উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেছেন। ভারতবর্ষীয়গণ কোন বিষয়ে দুঃখিত হইবেন, কোন বিষয়ে ইংরাজ নামের কলঙ্ক হইবে, তাহা তাঁহারা এক বারও চিন্তা করেন না। মন্ত্রিগণ কেবল দলাদলির অনুরোধে ব্যয়সংক্ষেপ দেখাইয়া প্রশংসা লইতেছেন। যাহাতে জাতির কলঙ্ক হয়, সে লাভ কি যথার্থ লাভ? ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ড অনেক গুণে ধনী। আমাদিগের উপরে অত্যাচার করিয়া আপনাদের করভার লঘু করেন এটীও ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রেত নহে। কেবল মন্ত্রিগণ এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন।

—:০:—

৭ রাজপুরুষদিগের স্বজাতিপক্ষপাতিতা।

বঙ্গদেশীয়েরা বিষয়বিশেষে ইউরোপীয়দিগের তুল্য, অথবা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদলাভ দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের তুল্যপদলাভেও সমর্থ হইতেছেন না। এমন সুসভ্য, এমন গুণজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের অধীনেও যে ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার হয়, তদর্থ অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তদ্দর্শনে আমাদিগের মনে অণুমাত্র বিস্ময়রসের আবির্ভাব হয় না। জেতৃজাতীয়েরা প্রায়শই গর্ব্বান্ধ হইয়া থাকেন। সেইহেতু তাঁহারা প্রাণান্তেও বিজিতের সহিত ব্যবহারকালে সমকক্ষতা প্রদর্শনে সম্মত হন না। সে সময়ে তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে ঔদার্য্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই হেতু বিজিগীষু ব্যক্তি যখন কোন দেশ জয় করিতে যান, তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে বহুতর সদ্গুণসম্পন্ন দর্শন করিলেও সহজে তাঁহার অধীনতাস্বীকারে অনুরাগী হয় না। তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে তিনি তাহাদিগকে অভীষ্ট বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবেন, তাহাদিগের মনে এই আতঙ্ক জন্মে। এ আশঙ্কা অমূলকও নহে। ফলতঃ জেতৃগণ বিজিতদিগকে যদি সমকক্ষ হইতে না দেন, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। আশ্চর্য্য এই আমাদিগের জেতৃজাতীয় রাজপুরুষেরা আমাদিগের যোগ্যতার অপলাপ করিয়া আপনাদিগের সাধুতাখ্যাপন চেষ্টা পাইতেছেন, আমরা যে পদের যোগ্য হইয়াছি, আমাদিগকে যদি সে পদ না দেওয়া হয়, সভ্য রাজগণ তাঁহাদিগকে অন্যায় ও গুণের অনাদরকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাঁহাদিগের এই শঙ্কা। এবম্বিধ ব্যবহারদ্বারা রাজপুরুষদিগের কেবল যে স্বজাতিপক্ষপাতিতাদোষ প্রসব হইতেছে এরূপ নয়, আমাদিগের উৎসাহভঙ্গ হইতেছে, এ ব্যবহারে আমাদিগের উন্নতিপথে কণ্টকরোপণ করা হইতেছে সন্দেহ নাই। পাঠকগণ অভিনিবেশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি এক বার পাঠ করুন।

পবলিক ওয়ার্কডিপার্টমেন্টনামক যে গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান বিভাগ তাহা আপনি ও বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ ইজানেন। সময়ে সময়ে ও আপনকার ইংরাজি ও বাঙ্গালা মহাশয়েরা এই ডিপার্টমেণ্টের বিষয় লইয়া মহাআন্দোলন করিয়া বহুব্যয়, এই ডিপার্টমেণ্টের স্বভাবসিদ্ধ কিন্তু সে কথা অদ্য আমার বক্তব্য নহে। এই ডিপার্টমেণ্টে আমাদের দেশীয় কর্ম্মচারী কতগুলি আছেন ও ইংরাজ মহাপুরুষদিগের তুলনায় তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ ইহাই আমার অদ্যকার বক্তব্য। মহাত্মা লর্ড কেনিং বাহাদুরের যত্ন ও অনুগ্রহে এই মহা নগরীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত হইয়া তাঁহারই উৎসাহে ক্রমে ক্রমে এপর্য্যন্ত ৩৮ জন ভদ্র সন্তান এঞ্জিনিয়ার কর্ম্মের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকেই বিজাতীয় ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা কার্য্যদক্ষতা দর্শাইয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক ইঁহাদের প্রায় সকলেই ইউরোপিয়ানদিগের অপেক্ষা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিয়া স্ব স্ব অর্পিত কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টে নেটিভ ও ইউরোপিয়ান বলিয়া ইতর বিশেষ দেখা যায়, এ ডিপার্টমেণ্টে তাহার নাম গন্ধও নাই। বোধ হয়, আইন প্রকটনকর্ত্তা ঐ ইতর বিশেষ রাখিতেই ভুলিয়া থাকিবেন!!! রুড়কি টমাসন কলেজের কথা দূরে থাকুক কলিকাতা কলেজ হইতেই ৩৩ জন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রাজকর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় ১০ বৎসরের মধ্যে উহাদের ৪ জন মাত্র ১০০ একশত টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া এত দিনে ৩০০ টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়র হইয়াছেন, ইহাঁদের সমকালে যে সমস্ত বিলাতি সাহেবেরা কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই একজিকিউটিভ ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এঞ্জিনিয়ার হইয়াছেন। বাঙ্গালিদের লাভ এই পর্য্যন্ত। সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের কথা বলিতে কি, যে দোষ এক জন ইংরাজের

ষ বলিয়াই গণ্য হয় না, সেই দোষে টমেণ্টে এক জন বাঙ্গালির ফাঁশির থাকে। বিচার এত দূর! এত কোন বাঙ্গালি একজিকিউটিভ প্রভৃতি বড় কর্ম্ম পাইতেছেন না কেন? কেহ কি ঐ কর্ম্মের উপযুক্ত হয়েন নাই, কি গবর্ণমেণ্ট দিতে চাহেন না? ২ রা মার্চ্চের ডেলি নিউসপাঠে অবগত হইলাম যে, লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাঙ্গালিদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য দুই জন আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে গ্রে বাহাদুরই জগদীশ বাবুকে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করিয়াছিলেন। তবে তিনি কি জন্য যোগ্যতাসত্ত্বেও বাঙ্গালিকে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি প্রাপ্য কর্ম্ম অর্পণ করিতেছেন না?

উদাহরণস্থলে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি। প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এঞ্জিনিয়ার বাবু ভোলানাথ দাস মহাশয়কে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার করিবার জন্য [illegible] এঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ও চিপ এঞ্জিনিয়ার কর্ণেল নিকলস সাহেব এ পর্য্যন্ত তিন বার অনুরোধ করিলেন তথাপি তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতেছে না। তিনি কি উপযুক্ত নহেন? না, বাঙ্গালি বলিয়া দোষ হইয়াছে। তিনি শান্ত সচ্চরিত্র বিদ্বান পরিশ্রমশীল ও বিশেষ কর্ম্মদক্ষ।

কস্যচিৎ একান্ত বশম্বদ

যথার্থ বাদিনঃ

—০*০—

আমীর সিয়রআলি ও
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট।

আমীর সিয়ারআলি খাঁ পেসোয়ারে উপনীত হইয়া গবর্ণর জেনরলকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন, তিনি লাহোর হইতে অম্বালায় আগমন করিবেন ঐ স্থানে তাঁহার সহিত লাড মেয়োর সাক্ষাৎ হইবে। [illegible] ডিনার প্রদত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই গবর্ণর জেনরল অম্বালায় গমন করিবেন। কলিকাতা হইতে অম্বালা এক্ষণে তিন দিবসের পথ হইয়াছে; যদি কেহ আফগানস্থান পতিকে দর্শন করিবার বাসনা করেন, তিনি অনায়াসে উক্ত স্থানে গিয়া অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারেন। তিনি যত দিন ভারতবর্ষে থাকিবেন, ততদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আতিথ্য স্বীকার করিবেন।

দোস্ত মহম্মদ খাঁ লাড কানিঙের রাজত্বের প্রারম্ভকালে নিজে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যে কারণে পেসোয়ারে আগমন করেন, তদপেক্ষা গুরুতর কারণে তাঁহার পুত্র ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। তখন আমীরকে আহ্বান করিয়া পারস্য ও ভারতবর্ষ এ উভয়ের মধ্যস্থলে রাখা হয়, এখন সিয়ারআলিকে রুশীয়ার মধ্যস্থলে রাখা আবশ্যক হইয়াছে। আমীরকে কি প্রকারে সম্মান করা হইবে? অনেকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার মীমাংসাও করিতেছেন। এক জন ভারতবর্ষীয় রাজা আলেকজণ্ডারের প্রশ্নক্রমে বলিয়াছিলেন "আপনি আমাকে রাজার ন্যায় ব্যবহার করিবেন।" সিয়ার আলির বিষয়েও আমরা সেই প্রকার পরামর্শ প্রদান করিতেছি। ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজগণ সর্ব্বদা এই গর্ব্ব করিয়া থাকেন যে, আমাদিগের তুল্য আর কেহ নাই। ইহাঁরা এরূপ ভাবে আপনাদিগের মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন যে, যে ব্যক্তিকে ইহাঁদিগের প্রাধান্য ও অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তিনি তাঁহাদিগের গর্ব্বিত ব্যবহারে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। যেখানে প্রিয় সম্ভাষণ আবশ্যক, সেখানে ইহাঁরা প্রভুর ন্যায় আজ্ঞা করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আসিয়ার রাজগণ তাঁহাদিগের প্রতি অকপটভাবসম্পন্ন নহেন। এই বিষয়টী স্মরণ করিয়া যেন আমীর সিয়ারআলির সহিত ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ বলিতেছেন, আমীরকে এই সত্যপাশে বদ্ধ করা উচিত যে, তিনি আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিভিন্ন কোন বিদেশীয় রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিতে পারিবেন না এবং তিনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকটে করপ্রদান করিবেন কেহ কেহ হাজারার কিয়দংশ শিবির স্থাপনার্থ ইজারা করিয়া লইবার পরামর্শ দিতেছেন। লাড মেয় এইসকল অসৎ মন্ত্রীর বাক্য যেন শ্রবণ না করেন। সিয়ার আলি খাঁ এক জন আফগান। আফগানদিগের মধ্যে তিনি অতিশয় অভিমানী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি হিরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন, তথাপি আজিম খাঁর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হন নাই। এপ্রকার অভিমানী ব্যক্তিকে আপনার হাতে পাইয়া কোনপ্রকার সত্যপাশে বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাওয়া বিধেয় হয় না। তিনি সত্যপাশে বদ্ধ হইলেও যে আফগানেরা তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিবেন এরূপ বোধ হয় না। তাঁহারা অতিশয় তেজস্বী জাতি। তাঁহাদিগের মনে মনে এই অভিমান আছে, আসিয়ার মধ্যে কেবল আফগানদিগের নিকটে ইংরাজেরা পরাজিত হইয়াছেন। এখনও যে তাঁহারা ইংরাজদিগকে পরাজিত করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস নাই। অতএব আমীর যদি রাজ্যের কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া যান, অথবা কাশ্মীরাধিপতির পদবীতে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাহ সুজার ন্যায় কষ্টভোগ করিতে হইবে। আফগানেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মৈত্রীবন্ধনে সম্মত আছে, কিন্তু তাঁহারা অধীনতাস্বীকারে সম্মত নহেন। কোন ব্রিটিশ সৈন্য তাঁহাদিগের অনুমতিব্যতিরেকে কাবুলে প্রবেশ করিতে

সম্মতি অনুসারে প্রথম শ্রেণির এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সি. এস, আইজাক সাহেব এবং জানুয়ারি অবধি ১৫ই জানুয়ারি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পশ্চিম চক্রবাড়ের প্রতিনিধি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়রের কর্ম্মে করিয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণির পরীক্ষার্থ সহকারী ইঞ্জিনিয়র ডবলিউ. এচ, নাইটিংগেল সাহেব পাটনা শাখা রাস্তা বিভাগে স্থিত হইয়াছেন। তিনি ১৮৬৮ অব্দের ১৯ এ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ঐ স্থানে গমন করিয়াছেন।

২০ এ জানুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র এ, এফ. ওয়াটসন সাহেব ৬ই জানুয়ারি অপরাহ্ণে বহরমপুরবিভাগের ভার লইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণির এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র ই. মানসফিল্ড সাহেব ১৯ এ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রাস্তার দ্বিতীয় বিভাগের ভার লইয়াছেন।

চতুর্থ শ্রেণির এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সি. সি, আডলি সাহেব ১ লা জানুয়ারি পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতার গার্ডিন্স ইঞ্জিনিয়রের বিভাগে আগমন করিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়র ই, ডব্লিউ. ক্রিমেটসন সাহেব দানাপুরের দ্বিতীয় বিভাগ হইতে গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রাস্তা বিভাগে বদলী হইবেন।

প্রথম শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়র বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য নদীয়া হইতে ঢাকা বিভাগে বদলী হইবেন।

দ্বিতীয় শ্রেণির পরীক্ষার্থ ওভরসিয়র বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু দিনের নিমিত্ত গঙ্গা নদী বিভাগ হইতে সন্দেশখালির ও পূর্ব্ব দিগের খাল বিভাগে বদলী হইয়াছেন। তিনি ১২ই জানুয়ারি পূর্ব্বাহ্নে আপন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩ এ জানুয়ারি। চতুর্থ শ্রেণির এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র এফ, এম সারাবেণ সাহেব ১১ই জানুয়ারি পূর্ব্বাহ্নে গঙ্গা নদীবিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের লাহোরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মহাশয়! গোয়ালিয়র ছাড়িয়া আগ্রার পথে আসিতে আসিতে হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্র দর্শন করত অতীব প্রীতিলাভ করিলাম। বোধ হয় পৌষ মাসে যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতেই ক্ষেত্রসকল এরূপ মনোহর বেশধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গিরিনিঃসৃত নির্ঝরিণী সকলেও অল্প অল্প বারিপতনের চিহ্ন রহিয়াছে। গোয়ালিয়র হইতে আগ্রা ঊর্দ্ধসংখ্যায় ৪০ ক্রোশ পথ হইবে। কিন্তু এই টুকু পথে ঘোড়ার ডাকে আসিতে গেলে ৩০।৪০ টাকা ব্যয় হয়। মহারাজের যে অতুল ঐশ্বর্য্য তাহাতে এই অল্প রাস্তায় রেলওয়ে করিবার সুবিধা অনায়াসেই করিতে পারেন। কিন্তু কই সাধারণ কার্য্যে ইঁহার তাদৃশ উৎসাহ দেখা যায় না। কর্ণেল দাওয়ার সাহেবের কল্যাণেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক দুর্ভিক্ষের জন্য একটা ঘোষণা পত্র বাহির হইয়াছিল ও ইংরাজদের অশ্বের জন্য কিছু ঘাস দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে বলে ঘোষণানুযায়ী বড় কার্য্য হইতেছে না। যাহা হউক, এদিকে রাস্তাটীর জন্য একটী ইঞ্জিনিয়ার অনেক দিন হইতে নিয়োজিত আছে। কিন্তু তথাপি ভালরূপে শেষ হইতেছে না।

আগ্রায় পৌঁছিয়াই শুনিলাম, তথায় ভয়ানক বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে নাকি ৫০০ লোক ঐ রোগের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। এই ভয়ে আগ্রায় অধিক রহিতে পারিলাম না।

রেলওয়ে ভ্রমণকারিগণের নিকট আগ্রার এমন পৃথিবীর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ তাজমহল দেখিয়াছেন সুতরাং এস্থানে তাহার বর্ণনার প্রয়োজনাভাব। তাজমহলব্যতীত দুর্গ ও আয়নাঘর (দর্পণগৃহ) মতি মসজিদ, ওদিকে সেকেন্দ্রের বাগ যমুনার অপর পারবর্ত্তী এতমাদ্দৌলা বাগ বাগও দর্শন মনোহর। আমাদের দেশীয় ভ্রাতাদের মধ্যে যাঁহারা আগ্রায় আসিয়া এসকল দেখেন নাই, তাঁহাদের সকলেরই এক এক বার দেখা উচিত। আগ্রা হইতে গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে নামিলাম আর একটী ষ্টেসনে যাইলেই দিল্লি যাওয়া হইত। কিন্তু তথায় বসন্তরোগে ভয়ানক প্রকার শুনিয়া ঐ স্থানে থাকিলাম তৎপর দিবস এক বারে পঞ্জাব রেলওয়ে সহকারে অম্বালায় পৌঁছিলাম। অম্বালায় তিন দিন ছিলাম এখানে অনুমান দেড়শত বাঙ্গালী অবস্থিতি করিতেছেন। এখানকার বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকেই গুলি ও গাঁজার আড্ডা ভাব সভ্য। আবার একটী আশ্চর্য্যের কথা শুনিলাম যে, এখানকার মান্য, বিজ্ঞ আখ্যাধারী অনেক বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে একটী একটী বেশ্যা রাখিয়াছেন। স্ত্রীর অপেক্ষা বেশ্যাদের সমাদর নাকি অধিক। বিবাহিতা স্ত্রীরা নাকি স্বদেশে পরিত্যক্তভাবে ছিল, পরে দয়া উদ্যোগী হইয়া আসিয়াছে। স্বামী দূর করিয়া দেয়, এই জন্য স্ত্রীরা উপপতি মন যোগাইয়া থাকে। এটী বড় মন্দ ব্য নহে, ইহাদের মধ্যে কোনপ্রকার সদাল দেখিলাম না।

মহাশয়! অম্বালায় একটী বিষয় দে য় পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। ২৩ বৎসর কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র বাবু পরিবর্ত্তনার্থ এখানে আছেন। উদ্যোগী হইয়া, একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থা করিয়াছেন, এই বিদ্যালয়ে প্রায় ২০।২৫টী অধ্যয়ন করিতেছে। প্রথম শ্রেণীতে যেমন কাব্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বীজগণিত ভূগোল ইতিহাসপ্রভৃতি ছাত্রের উচ্চ পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিতেছে। আমি বধ কাব্যের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ও তত্ত্বের যেসকল কৌশলপূর্ণ কঠিন কঠিন জিজ্ঞাসা করিলাম, ছাত্রেরা অনায়াসে করূপে উত্তর দিল। বঙ্গদেশ হইতে এত মাতৃভাষা শিক্ষার এত উৎসাহ দেখিয়া আনন্দ হইল, আপনি বিবেচনা করুন। এ দেশের কোন কোন স্থানের বাঙ্গালীদের দেখে নাবে বাঙ্গালা কথা কহিতেই পার তাঁহাদের বেশভূষা কথাবার্ত্তা সকলই হিন্দুস্থানের মত। ইহা বড় লজ্জাকর। পাটনা, প্রয়াগ, আগ্রা, লাহোরপ্রভৃতি প্রদেশে এত বাঙ্গালী আছেন, আমার দেশের একটী একটী পল্লীগ্রামে বোধ হয় অর্দ্ধেকও নাই। ইঁহারা অনায়াসে একটী বঙ্গবিদ্যালয় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ পারেন। ইহাদের অবজ্ঞা ও অমনোযোগ এ বিষয়ে অম্বালায় পণ্ডিতটিকে ও এ বিদ্যালয়ে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদের সকলেরই ধন্যবাদ করা উচিত এবং যাহাতে স্থায়ী কার্য্য করিতে যত্ন করা বিধেয়।

অম্বালা হইতে লুধিয়ানাপর্য্যন্ত হইয়াছে। আগামী মাঘমাসে অথবা মাসে খুলিবে। তাহা হইলে কেবল বেপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী অল্প দূরবর্ত্তী থাকিবে। ঐ দুই নদীর সেতু হইতেছে, আগামী বর্ষে সমগ্র পথ পারে।

লাহোরে পৌঁছিয়া কেবল ব্রাহ্মসমাজটি দেখিয়াছি। ৮।১০

ত ব্রাহ্মদের যেরূপ ভাব দে থলাম, অনেক া সেরূপ দেখা যায় না। কেশব বাবুর ও ন কোন প্রচারকের ফলস্বরূপ এখানকার ভক্তী যথার্থ পবিত্রভাবাপন্ন।

—:০:—

আমাদিগের আস্থুলিয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এত দিনের পরে আমাদিগের নদীয়া জিলার বিচারক বিচারপতি এইচ, বেল সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। কয়েক সপ্তাহ অতীত হইল, সাহেবের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত মনরো সাহেব তদীয় পদারূঢ় হইয়া বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মনরো সাহেব যেরূপ উৎসাহ ও তৎপরতাসহকারে প্রজা ও জমীদার উভয়ের হিতসাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অচিরে উন্নতি হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে ন ব্যারিষ্টার ছিলেন, তৎপরে ছোট আদালতের জজ হইয়া ক্রমশঃ জেলার মাজিস্ট্রেট হন, ইঁহার সহায় তাদৃশ নাই, কিন্তু স্বীয় প্রখরতাবশতঃ এবং স্বকার্য্যে সুন্দররূপ দক্ষতাহেতু গবর্নমেন্টের আইন উপদেষ্টা ও তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা সামান্য নহে, ইহাতে ব্রিটীশ গবর্নমেন্টের নয়প্রণালীসম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয়ে মনোর্পণ করিতে হয়। ফলতঃ বেল সাহেব [illegible] চতুর তাহাতে এপদ তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। আমাদিগের অভিনব ম্যাজিস্ট্রেট মনরো সাহেব কিরূপ সুবিচারক, অদ্যাপি বিশেষরূপ প্রকাশ হয় নাই। কৃষ্ণনগর কলেজের কার্য্যপ্রণালী অন্য কলেজের অপেক্ষা উৎকৃষ্টভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সি কলেজের সহিত ইহাকে গণনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। গত বর্ষের প্রবেশিকা ও এল এ পরীক্ষার ফল সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা হইয়াছিল। গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে এল এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার [illegible] জন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছিলেন [illegible]ন প্রথম শ্রেণীতে ১ জন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে বি এ শ্রেণী হইয়া [illegible]ন স্থানেই এরূপ হয় নাই। [illegible] প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত স্মিথ [illegible] ইহার নিমিত্ত ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্মিথ সাহেব হইতে কলেজের অনেকাংশে পরিষ্কার হইয়াছে। আমরা গত বৎসর উক্ত কলেজের গণিতাধ্যাপক মাষ্টর সাহেবের পরলোকগমনের পর কলেজের শোচনীয় ঘটনাসম্বন্ধে অনেক ভাবনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তদীয় পদে শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর মিত্র এম এ মহাশয় যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মহাশয়ের শোক অনেকাংশে সম্বরণ হইয়া [illegible] বীরেশ্বর বাবু গণিত বিষয়ে এক জন বিলক্ষণ পারদর্শী, ইনি ছাত্রদিগকে বাৎসল্যভাবে শিক্ষাদান করেন।

৩। আমরা নিরতিশয় আহ্লাদসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আস্থুলিয়া বঙ্গবিদ্যালয় ও পোষ্ট আপিসের গৃহ এতদিন পরে সুন্দররূপ প্রস্তুত হইয়াছে। যে যে মহাশয়েরা ইহার নিমিত্ত সাহায্যপ্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের নিকট আমরা অনুগৃহীত হইলাম।

৪। সংপ্রতি বারাকপুরের যে যে ভদ্র ইংরাজ ও বাঙ্গালী মহাশয়েরা আস্থুলিয়াস্থ হিতৈষিণী সভার জন্য এজেন্ট বাবু কামাখ্যা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমাজের অর্থসংগ্রাহকের সমীপে প্রদত্ত হইয়াছে।

৫। এবার এদেশে চাউলের গতি বড় মন্দ; শস্যাদি ভালরূপ উৎপন্ন হয় নাই। কৃষকেরা অতিশয় ভাবিত হইয়াছে।

—:০:—

আমাদিগের তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন

১। কিয়দ্দিন হইল, এখানকার সুযোগ্য ডেঃ মাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ মফঃস্বল পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

২। গত ২৮ এ পৌষ রবিবার বেলা প্রায় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর এ প্রদেশে একটী প্রবল ভূকম্পন হইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীর বারিরাশি বহুক্ষণ আন্দোলিত হইয়াছিল। এরূপ কম্পন সচরাচর দেখা যায় নাই।

৩। এখানে ওলাউঠার এত দিন কোন প্রাদুর্ভাবই ছিল না। কেবল পুণ্যকাম গঙ্গাসাগরের প্রত্যাগত বঙ্গবাসিগণ হইতেই ইহার সঞ্চার হইয়াছে। তথাচ যোগ্যবর ডেঃ মাজিস্ট্রেট যাত্রিগণকে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ডেপুটী বাবুর এই কার্য্যটি যে দেশের কতদূর মঙ্গলজনক হইয়াছে বলিতে পারি না। সকলে এই জন্যই [illegible] তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

৫। এবৎসর এই নগরমধ্যে আরএকটী নূতন রাস্তার প্লান প্রস্তুত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের সমীপে প্রেরিত হইয়াছে। ইহতে অনুমানিক ব্যয় প্রায় ১০০০ টাকা। এই টাকা কেরিফণ্ড হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে এখানকার বর্ত্তমান ডিঃ মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষের শাসনকালটী স্মরণীয় হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর করুন, তিনি দীর্ঘজীবী ও ক্রমোন্নত প্রাপ্ত হইয়া লোকের এই রূপ হিতসাধনব্রতে জীবনযাপন করুন।

—:০:—

আমাদিগের রঙ্গপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ১৩ ই মাঘ আমাদিগের উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুলইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত জি, এ, বেনেট সাহেব মহোদয় এবং রঙ্গপুর স্কুলসমূহের ডিপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন সেন, উভয়ে কাকিনীয়ায় উপস্থিত হইয়া অত্রত্য বালক ও বালিকা স্কুল পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ঐ দিবস কাকিনীয়া ইংরাজী স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক বিতরণও হইয়াছে। কাকিনীয়া জমীদার বাবু মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় পুস্তক সকল স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছেন।

২। গত তিন চার দিবস হইল, এপ্রদেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বারিবর্ষণ হওয়াতে শস্যের অনেক উপকার হইয়াছে, তথাপি দ্রব্যসকলের মূল্য সমভাবেই রহিয়াছে। এখানে চাউল কাঁচা ওজনে উত্তম ॥০ আদ মণ, মোটা এক মণ; তৈল টাকায় আড়াই সের, পৌনে তিন সের অধিক নয়, লবণ /৮ ঘৃত /১০ সের, দাইল অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, তরকারী ইত্যাদিও প্রায় তদ্রূপ।

৪। আমাদিগের বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় বয়ঃপ্রাপ্ত গ্রহণ করিয়া অবধি অত্যন্ত শ্রমসহকারে সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। রায় চৌধুরী মহাশয় এই অল্প বয়সেই যেরূপ বিদ্যোন্নতি, ধর্ম্মোন্নতিপ্রভৃতি সৎকার্য্যে যত্নবান হইয়াছেন, বোধ করি সত্বরেই পাতৃনাম উজ্জ্বল করিবেন সন্দেহ নাই।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সুবিচার দান যেরূপ আবশ্যক, রাস্তা নির্ম্মাণ, খালখনন ও তাহার সংস্করণপ্রভৃতি যে বিষয়ে প্রজার

করিয়াছে। আমরা আহলাদিত হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের অপেক্ষা অধিক উদারতা প্রদর্শন করিয়া আরোহীর সংখ্যা ও সম্পত্তির তালিকা প্রদান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর শিক্ষা করুন। বোম্বাইয়ের কমিসন প্রকাশ্যরূপে কাজ করিবেন, অতএব তাঁহাদের রিপোর্টের উপরে লোকের কখন অবিশ্বাস হইবে না।

২৪ এ মাঘ শুক্রবার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এপর্য্যন্ত সিয়ার আলি খাঁকে ছয় লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এপ্রেলের মধ্যে আর ছয় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। তিনি ৬০০০ অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহার সহিত কোন সন্ধি করেন নাই। বস্তুতঃ আমাদিগের টাকা পঁহুছিবার পূর্ব্বে তিনি সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত পারস্য ও রুষীয়ের সমান ভাব রহিয়াছে। লার্ড মেয়ো সিমলা যাইবার পূর্ব্বে আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহাকে কোন সতর্ক আরম্ভ করা উচিত। যদি তাঁহাকে দোস্ত মহম্মদের ন্যায় মাসিক এক লক্ষ টাকা দিতে হয় তাহা হইলে বোরাকের আখুন্দ ও সীমান্ত বন্যদিগকে দমনের নিমিত্ত, এই কর রহিত লওয়া হয়। গবর্ণমেন্টের আর এক কাজ করা অতিশয় কর্ত্তব্য। পঞ্জাবের হিন্দুস্থানী ... সীমায় অস্ত্র গোলযোগ হয় নাই ইহা লোকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য হইতেছে। মধ্যে মধ্যে শত শত প্রভুভক্ত সৈনিককে পর্ব্বতীয়দিগের নিকটে বলি না দিয়া ভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহীদিগকে ক্ষমা করা যথার্থ রাজনীতি।

বিজয়নগর, সাহারানপুর, মোজফ্ফরনগর, মথুরা, ভরতপুর ও আজমীরে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছে, পঞ্জাবের প্রায় সকল স্থানে বৃষ্টি হইতেছে। আমরা আহলাদিত হইলাম, সিন্ধুদেশে বৃষ্টি হইয়াছে। বেহারের স্থানে স্থানেও জল হইয়াছে। পঞ্জাবে শস্যের মূল্য এক কালে ১ সের হইতে ৭ সের হইয়াছে। এক জন বণিক বৃষ্টি হইবে না বলিয়া মহাদেবের নিকটে মত পাইয়া বিস্তর টাকার শস্য ক্রয় করেন। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় মূল্য কমিতে দেখিয়া জলে ঝম্প দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। দেশ রক্ষা পাইয়া যে দৈববাক্য ব্যর্থ হইল ইহাতে অবশ্যই মোড়া মহাশয়েরা দুঃখিত হইবেন না।

কেও অবহিত ওয়া সম্প্রতি সেকেলে পঞ্জাবী প্রণালীর নিমিত্ত আক্ষেপ করাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবেরসংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন। কেও একণে স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্জাবী প্রণালীর কাল অতীত হইয়াছে, এবং এই সঙ্গে সেকেলে পঞ্জাবীদিগকে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। যখন কেও এমত কথা বলেন, তখন নিয়মবহির্ভূত প্রণালীর মৃত্যুকাল উপস্থিত।

উক্ত পত্র উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগকে কম কথা কহিয়া অধিক কাজ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সেটী হওয়া অসম্ভব। আড়ম্বর আমাদিগের উন্নতিশীল বন্ধুদিগের প্রধান অঙ্গ। উৎসব সমাজে উর্দ্ধসংখ্য একশত ব্রাহ্ম আসিয়াছিলেন, কিন্তু "সকল প্রদেশ হইতে ব্রাহ্ম আসিয়াছেন" বলিয়া আড়ম্বর হয়। খোল করতাল থাকিতে আড়ম্বর কোথায় যাইবে?

উক্ত পত্র বলেন, রাজা দিনকররাও সামান্য পরামর্শ দানব্যতীত রেওয়ার রাজার অধীনে কোন বিশেষ কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রথমতঃই বলিয়াছিলেন গবর্ণমেন্টের অনুমতি না পাইলে মন্ত্রিত্ব লইবেন না। অতএবতঃ শাসনবর্ষে গবর্ণমেন্ট এ অনুমতি দিতে অসমর্থ ছিলেন। সে যাহা হউক দিনকর রাও রেওয়াতে বড় যশ লইতে পারিবেন না।

২৫ এ মাঘ শনিবার।

মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, চারি জন ইউরোপীয় সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা এদেশীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া এক মসজিদে আছেন। সুযোগ হইলে ইহারা মক্কায় যাইবেন। মান্দ্রাজ টাইমস বলেন, ইহারা পেটের দায়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। লোফারের উদরপূর্ত্তি প্রধান ধর্ম্ম।

সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক জন আসামী এক আরজি দাখিল করেন ইহার ইংরাজী কেহ বুঝিতে না পারাতে সর আডাম বিটসন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এমত অশুদ্ধ ভাষা পূর্ণ আবেদন থাকিলে মেজিষ্ট্রেট তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। আসামী এক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

বোম্বায়ের দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কমিসনর হইয়াছেন। আড্‌বোকেট জেনরল এল. এচ. বেলিস সাহেব সভাপতি, রেবেনিউ ও পুলিষ কমিসনর এ. এফ. বেলাসিস সাহেব, রেলওয়ের কনসলটিঙ ইঞ্জিনিয়র লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল টেবর, পিও কোম্পানির অধ্যক্ষ কাপ্তেন হেনরি ও ইঞ্জিনিয়র এ. ডবলিউ. লোড সাহেব সভ্য এবং কাপ্তেন হানক সম্পাদক। এক জন এতদ্দেশীয় ভদ্র লোককে কমিসনর করা উচিত ছিল। কমিসনরগণ শপথপূর্ব্বক জবানবন্দী লইতে পারেন বলিয়া স্থানীয় ব্যবস্থাপকসভায় বিল অর্পণ করা হইয়াছে। শ্যামনগর ... নিমিত্ত দুই জন এদেশীয় ভাষানভিজ্ঞ সৈ... কমিসনর হন এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ... আসিয়া লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি তৃতীয় শ্রেণির শকটপর্য্যন্ত আলোক দিতেছেন। সর জন লরেন্স কি পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে কোম্পানিকে এই দায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন? বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের কনসলটিঙ ইঞ্জিনিয়র এই বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়া প্রতিকার করেন না এটী অতিশয় অন্যায়।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেন্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে।

৪ টাকার সিক্কা	৯১৷৵ । ৯১৷৹
৪ " কোং	৯১৷৹ । ৯২
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০৪৸ । ১০৪৷৹
৫ " কোং	১০৮৵০ । ১০৮৷৶
৫॥ কোং	১১২॥০ । ১১২॥৵

—•—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৯ এ জানুয়ারি। রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী লো সাহেব একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। করবৃদ্ধি কমাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিষয়ে পরিমিত ব্যয় করা হইবে।

সুয়েজ অবধি বোম্বাইপর্য্যন্ত একটী টেলিগ্রাফ করিবার নিমিত্ত এক কোম্পানি হইয়া আপনাদের উদ্যোগপত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

ভাইকৌন্ট নথ ফরাসী আটলান্টিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

ইওয়াট সাহেবের মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

স্পেন হইতে যে টেলিগ্রাম আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ ... পোপের দূত সম্প্রতি যে অপমান করা হইয়াছিল। যাবৎ

দুত আহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট এনিমিত্ত আক্ষেপ করিয়াছেন।

পেরা, ২৯ এ জানুয়ারি। এথেন্স হইতে যে সকল পত্র আসিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে গ্রীসের গবর্ণমেন্ট পারিসের দূতসভার কথা শ্রবণ করিবে। রুশীয় সম্রাট গ্রীসকে জিদ করিয়া বলিয়াছেন, বন্ধুভাবে প্রত্যুত্তর দান করা উচিত।

লণ্ডন ৩০ এ জানুয়ারি। ব্রাডফোর্ডের নূতন প্রতিনিধি রিপলি সাহেব প্রতিনিধিত্ব হইতে চ্যুত হইয়াছেন। কারলো ও আথলোনের প্রতিনিধিগণের নামে যে আবেদন হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ওবারেণ্ড গার্ণি কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের নামে যে নালীশ হয়, তাহা কোর্ট অব কুইন্স বেঞ্চ আদালতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

হানোয়ারের রাজার সম্পত্তি বাজে আপ্তির বিষয়ে প্রুশীয় মহাসভা সম্মতি দিয়াছেন।

কাউন্ট ওয়ালেস্কি দূতসভার মীমাংসা ও সম্রাট নেপলিয়নের এক পত্র লইয়া এথেন্সে উপনীত হইয়াছেন। গ্রীস দূতসভার কথা শুনিবেন, এই সংস্কার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে গ্রীসকে পরামর্শ দিতেছেন।

পেরা ৩১ এ জানুয়ারি। সিওয়ার্ড সাহেব আমেরিকার দূতকে উপদেশ দিয়াছেন, তুরস্কের সহিত গ্রীসের যত দিন বিবাদ থাকিবে, তত দিন তিনি উভয় গবর্ণমেন্টের বার্ত্তাবাহক হইবেন।

—:০:—

গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনন্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৬ এ জানুয়ারি। লেপ্টেনান্ট ই, এচ, ষ্টিল পরী [illegible]র্থ সহকারী রেবেনিউ সরবেয়র হইবেন।

২৭ এ জানুয়ারি। মেজর জে. বরন ভারতবর্ষের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

ফরিদপুরের ছোট আদালতের জজ বাবু কালীকিঙ্কর রায় নিজের কর্ম্মের উপরে তত্রত্য [illegible] জজ হইবেন।

২৮ এ জানুয়ারি। সি, এ. কিণার সাহেব কিছুদিনের নিমিত্ত পাটনার প্রতিনিধি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৯ এ জানুয়ারি। আড়ারিয়ার মুন্সেফ মুন্সি ফরিদবক্স পুর্ণীয়ার অন্তর্গত গঙ্গা ওয়ারার মুন্সেফ হইবেন।

গঙ্গাওয়ারার মুন্সেফ সৈদ আলি হোসেন আড়ারিয়ার মুন্সেফ হইবেন।

১১ই জানুয়ারি অবধি অর্থাৎ যত দিন কাপ্তেন এ. ই. কাম্বেল উপস্থিত না হন, তত দিন লেপ্টনান্ট এচ. জে, পিট শিবসাগরের ডেপুটী কমিসনর ও অধঃস্থ জজ হইবেন। তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে নিযুক্ত হইবেন।

নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারিগণ ১৮৬১ অব্দের ২৫ আইনের ৪১২ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার ন্যূন কর্ম্মচারীদিগের বিচার হইতে আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

বড়পেটার সহকারী কমিসনর এ, সি, কাম্বেল সাহেব।

মঙ্গলদিহির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর জে জে, এস ড্রাইবার্গ সাহেব।

মঙ্গলদাহির মুন্সেফ বাবু তিলকচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন এফ, ডবলিউ. জে, রিজ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ এস, বিডন সাহেব ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

ডাক্তর ই, সি, বেন্সলি যিনি এক্ষণে বিদায় লইয়া আছেন, যশোহরের সিবিল আসিষ্টান্ট সার্জ্জন হইবেন।

ডাক্তর সি. জে, জাকসন মেদনীপুরের সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

ডাক্তর জার মাকলিয়ড ছাপরার দেওয়ানী চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

ডাক্তর জে, বি, আলেন বেহারের অহিফেন এজেন্টের প্রতিনিধি প্রধান সহকারী হইয়া তথায় যাইবার নিমিত্তে মেদনীপুরের চিকিৎসার ভার সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন দীনবন্ধু দত্তের হস্তে দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন।

৩০ এ জানুয়ারি। সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ লোহার ডগায় বদলী হইয়া পালামাউএ স্থিত হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২৫ এ [illegible]রিখের আজ্ঞাদ্বারা সাহরণের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ই, [illegible] কিণার সাহেবকে পালামাউএ বদলী করিবার যে বিজ্ঞাপন হয়, তাহা রহিত হইল।

যত দিন এফ, ডবলিউ, জে, রিজ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর ই. জে. বার্টন সাহেব ১৮৫৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইন সংক্রান্ত মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

যতদিন ডাক্তর ভোলানাথ বসু বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন কিশোরীমোহন সেন ফরিদপুরের চিকিৎসার ভার পাইবেন।

১ লা ফেব্রুয়ারি। বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আর, সি, হামিলটন সাহেব মুঙ্গেরে বদলী হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ত্রিহুতের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে. বারলো সাহেব সাহরণে বদলী হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

ত্রিপুরার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এ, ডবলিউ, কক্রেন সাহেব নওয়াখালিতে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

নওয়াখালির ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মৌলবী মহম্মদ কামিল ত্রিপুরায় বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

২রা ফেব্রুয়ারি। যতদিন কাপ্তেন টি, এচ. লিউইন বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন মেজর জে, এম, গ্রেহাম চট্টগ্রামের পর্ব্বত অঞ্চলের প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর হইবেন। তিনি পুলিষ সুপরইণ্টেণ্ডেণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যতদিন এচ, এ আর, আলেকজণ্ডার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, এস, ওয়েলস্ সাহেব চট্টগ্রামের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন। তিনি আরও জে, ডি, ওয়ার্ড সাহেবের হস্ত হইতে অতিরিক্ত জজের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

পবলিকওয়ার্ক বিভাগ।

১৭ই জানুয়ারি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের

সংখ্যায় ৬০০ টাকা নিজ ব্যয় পড়ে। এ টাকা মিসন ফণ্ড হইতে দেওয়া হয় বটে কিন্তু ইহাঁরা সমুদায় সময় শিক্ষা কার্য্যে বিনিয়োজিত করেন। এক ব্যক্তি অর্দ্ধশিক্ষক ও অর্দ্ধ মিসনরি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। ফলতঃ যথার্থ ব্যয় ধরিলে প্রেসিডেন্সি কালেজের অপেক্ষা ব্যয় কম হয় না।

—:০:—

ইনকমটাক্স।

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। এবার নূতন কর করা হইবে? কি যেরূপ আছে, সেই রূপ থাকিবে? এই প্রশ্ন লইয়া আন্দোলন হইতেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ইনকম টাক্স স্থাপন প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী সর রিচার্ড টেম্পল সে দিবস বণিক সমাজের ভোজের সময়ে ইউরোপীয়দিগকে বলিয়াছেন, তিনি উইলসন সাহেবের ন্যায় কেবল স্বদেশীয়দিগের মতানুসারেই কার্য্য করিবেন। সর রিচাড টেম্পল এতদ্দেশীয়দিগের মত যে গ্রাহ্য করেন না, তাহার কারণ আছে, তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের ইচ্ছা এই যে ভারতবর্ষ চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকুক, তাঁহারা অত্রত্য লোকদিগকে শিশুর ন্যায় বলপূর্ব্বক শাসন করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে। লো সাহেব স্পষ্টাভিধানে কহিয়াছেন তিনি নূতন করস্থাপন না করিয়া ব্যয় সংক্ষেপ ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করিয়া করভারের লঘুতা সম্পাদন করিবেন। এদেশের যেরূপ অবস্থা তাহা বিবেচনা করিলে এক্ষণে যে কর আছে তাহাই অসহ্য হইয়াছে। সর জন লরেন্স যে কয়েক বৎসর শাসন করেন, তাঁহাতে ক্রমে করভারবৃদ্ধি হইয়াছে। পঞ্জাবী রাজনীতিজ্ঞেরা রাজস্ববিৎ নহেন। ব্যয়বৃদ্ধি করিয়া যে সে প্রকারে তৎসংগ্রহ তাঁহাদিগের রাজনীতি, কিন্তু এতন্নিবন্ধন সাধারণের অতিশয় অসন্তোষ জন্মিয়াছে। আমাদিগের রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী চতুরতা ও পরিশ্রমসহকারে যদি কার্য্য করেন, অনায়াসে অনেক বিভাগের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া করভার লঘু করিয়া তুলিতে পারেন। পবলিক ওয়ার্ক ও কামিসরিএট বিভাগে অসঙ্গত অর্থব্যয় হয়। অনায়াসে এই ব্যয় কমিতে পারে। ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী সৈনিক ব্যয় কমাইতেছেন। সর রিচার্ড টেম্পলও চেষ্টা করিলে ঐরূপ করিতে পারেন।

উইলসন সাহেব এক জন বিখ্যাত রাজস্ববিৎ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে দুটী কর স্থাপন করেন, তাহা সাধারণের অসন্তোষকর হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা সাধারণ্যে তাঁহার চেষ্টার অনুমোদন করেন নাই। অধিকাংশ ইউরোপীয় ইনকম টাক্সের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। লাইসেন্স টাক্স হইলে ত তাঁহারা সাধারণ্যে চিৎকার করেন। সর রিচার্ড টেম্পল ইহা দেখিয়া যদি সতর্ক না হন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসার কারণ থাকিবে না। ইনকম টাক্স এদেশের লোকের পক্ষে অতিশয় অসন্তোষকর। ইউরোপীয় সমাজের প্রশংসা যদি শাসন কার্য্যের পুরস্কারের পরা কাষ্ঠা হয়, ইউরোপীয় সমাজের সকলের নিকটেও সে প্রশংসা লাভ হইতেছে না। যে দেশ শাসন করিতে হইবে, তত্রত্য লোকেরা সন্তুষ্ট হন এই উদ্দেশ্য রাখিয়া কাজ করাই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের কর্ম্ম।

—:০:—

বিষ বিক্রয়।

সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে বিষ অতিশয় সুলভ। আত্মহত্যার নিমিত্ত হউক, আর অন্যকে বধ করিবার নিমিত্ত হউক, যে সে ব্যক্তি মনে করিলে নানা প্রকার বিষ সংগ্রহ করিতে পারেন। ইউরোপীয় রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা যে সকল ধাতুজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সেগুলি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতিরেকে ইংরাজী ঔষধালয় ভিন্ন পাওয়া যায় না; কিন্তু কাঠবিষ, ধুতুরা, অহিফেন, হরিতালপ্রভৃতি বিষগুলি যে সে দোকানে বিক্রীত হয়। এতন্নিবন্ধন সর্ব্বদা হত্যা ও নানা প্রকার শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। সচরাচর সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত আত্মহত্যার বৃদ্ধি হয়। এদেশের বিস্তর লোকে অহিফেন তৈল মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার দ্বারা অনেক সদ্যোজাত কন্যা হত হইয়াছে। ধুতুরা সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এটী ঠকদিগের প্রধান ও অমোঘ অস্ত্র। প্রধান প্রধান নগরে বেশ্যাদিগকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া তাহাদিগের অলঙ্কার অপহরণ করা হয়। কাশীতে এক দল মেথর আছে; ইহারা অশ্বশালার নিকটে গিয়া এক প্রকার ক্ষুদ্র গুলি অশ্বের সম্মুখে ক্ষেপণ করে। এই উদ্ভিজ্জ বিষ আহার করিবামাত্র অশ্বের মৃত্যু হয়। মৃত অশ্বকে নগরের বাহিরে লইয়া যাইতে হইলে মেথরেরা প্রতি অশ্বে চারি টাকা পাইয়া থাকে। এই সামান্য লাভের নিমিত্ত এই দুরাত্মারা এমত মূল্যবান জীব নষ্ট করে। সম্প্রতি ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন এক দল মুচি কাঠ বিষ খাওয়াইয়া বিস্তর গো বধ করিতেছে। এক জন মুসলমান কসাই তাহাদিগের সহচর। ঐ ব্যক্তি গরু ক্রয়

করিবার ছল করিয়া গিয়া বিষ খাওয়াইয়া আইসে। মুচিরা প্রতি গরুতে কবাইকে ৪ টাকা দেয়; তাহাদিগের লাভ ট। বিষ আমাদিগের দেশে সহজে চুর পরিমাণে যে পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বলিলে হয়, ময়মনসিংহের দুরাত্মারা এক জন গৃহস্থের এক শত গরু বিনষ্ট করিয়াছে! এত গরু বিনষ্ট করিতে অনেক বিষ লাগিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদিগের রাজ্যে অবাধে দশ লক্ষ গরু মারিবার বিষ পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশের দুরাত্মারা যৎকিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত অনায়াসে মনুষ্য ও পশুর প্রাণ বধ করে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই, এই অনিষ্ট নিবারণার্থ এইরূপ একটা আইন করা কর্ত্তব্য, যে সে ব্যক্তি বিষ বিক্রয় করিতে পারিবেন না। এক্ষণে অনায়াসে প্রতি গন্ধবণিকের দোকানে সের সের কাঠ বিষ কুঁচিলা ও হরিতাল পাওয়া যায়। ইহার ... করা আবশ্যক; চিকিৎসালয়ে কেবল বিষ বিক্রীত হইবে। চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ব্যতিরেকে তাহা বিক্রীত হইবে না। গাজার চাষ যেরূপ হয়, সেই প্রকার অনুমতি পত্র না লইয়া কেহ ধুতুরার চারা করিতে পারিবেন না। এই নিয়মগুলি করা উচিত। বাজারে এক ব্যক্তিকে তিন রতির উর্দ্ধ অহিফেন বিক্রয় করা হইবে না। এই প্রকার ব্যবস্থা করা অতিশয় আবশ্যক। অহিফেন বিক্রয়ের একটী বিশেষ সীমা করা অতিশয় কর্ত্তব্য। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি একটী দ্বাদশ বর্ষবয়স্ক বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া অহিফেনের দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। এ বস্তু এত সুলভ না হইলে এই হতভাগ্য শিশুর কখন অকাল মৃত্যু হইত না। গবর্ণমেণ্টের আর উদাসীন হইয়া থাকা উচিত নহে।

আয়ব্যয়।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয় বৃত্তান্ত গ্রীসের দৈববাণীর ন্যায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যে দৈববাণীতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতেন না, দেবপূজকদিগের যাঁহার যেরূপ স্বার্থানুরোধিনী ইচ্ছা, তিনি উহার সেইরূপ অর্থ করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয় বিষয়েও আমরা সেই প্রকার অন্ধ হইয়া আছি, রাজস্ববিৎ মন্ত্রী যখন যাহা বুঝাইয়া দেন, আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি। "নাসৌ মুনির্যস্য মতংন ভিন্নং" যিনি যখন নূতন আইসেন, তিনিই তখন কিছু নূতন করেন। এক জন আসিয়া বলিলেন, আয় অপেক্ষ ব্যয় এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে ইনকম টাক্স না করিলে রাজ্য রক্ষা হওয়া ভার। আর এক জন আসিয়া ইহার বিপরীত কহিলেন। তিনি গণনা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, আয় ব্যয় প্রায় সমান, অতএব ইনকম টাক্সে প্রয়োজন নাই। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন আয় ব্যয়ে বড় বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে না, অতএব ইনকম টাক্স না করিয়া লাইসেন্স টাক্স করিলেই চলিবে। এই প্রকার নানা মুনির নানা মত দেখিয়া আমরা কি স্থির করিব? আপাততঃ কি এই স্থির হইতেছে না যে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক অথবা ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক অথবা উভয় সমান রাজস্ববিৎমন্ত্রিদিগের কেহই সূক্ষ্মরূপে ইহার নির্ণয় করিতে পারেন না, যিনি যখন নূতন আইসেন, তিনিই একটী নূতন মত করিয়া যান।

আয় ব্যয়সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটা অদ্ভুত ভাব দৃষ্ট হইতেছে। আয় ব্যয়ের সমতাবিধানের মুখ্য উপায় যে ব্যয় সংক্ষেপ, সে দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই। অনিয়ন্ত্রিতরূপে ব্যয়ভাগেরই ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। এক এক মহাপুরুষের মত আছে, ব্যয় যত বৃদ্ধি হয় হউক, তাহা কমাইবার আবশ্যকতা নাই, যাহাতে সেই ব্যয় চলিয়া যায়, তদনুরূপ আয়ের অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। তদর্থ যদি অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাও অবিধেয় নহে। অনেকের এই মতাবলম্বনহেতু জুয়াচুরি, জাল ও প্রতারণা, তহবিল তছরুপাত প্রভৃতি দোষ ঘটিয়া থাকে। উক্ত মতানুসরণহেতু ব্যক্তিবিশেষের যখন নানা দোষ ঘটিতেছে, তখন গবর্ণমেণ্টের যে ঘটিবে না, তাহা সম্ভাবিত নহে। গবর্ণমেণ্টের প্রজাপীড়ন দোষ ঘটিতেছে। করে করে প্রজারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেকেলে রাজারা অপরাধিকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত নানা যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতেন, বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা তেমনি নিত্য নূতন করের উদ্ভাবন করিতেছেন। প্রতিপদক্ষেপে টাক্সের আঘাত লাগে। কিন্তু রাজা হইয়া প্রজাকে এরূপে উদ্বিগ্ন করা বিধেয় নয়। এদেশের আভিধানিকেরা রাজা এই শব্দের প্রকৃতিরঞ্জনকারী এই অর্থ করিয়াছেন। যে রাজা প্রজারঞ্জনকারী নহেন, তাঁহাকে রাজা বলা যায় না। ব্যয় সংক্ষেপের পথ নাই এমন নয়, উহার প্রশস্ত পথ থাকিতে দুর্ব্বহ করভার প্রজার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া প্রজাপীড়ন করা রাজোচিত কার্য্য নহে। বার্ষিক আয় ব্যয় হিসাবদানের সময় আসিয়াছে, নূতনবিধ কর সৃষ্টির কল্পনা হইতেছে। এই নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

২০ এ মাঘ সোমবার।

বঙ্গদেশের অচিন্তিত বিচারপতিদিগের ন্যায় বোম্বাইয়ের বিচারপতিদিগের বেত নরম্ভ

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৪ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। } সন ১২৭৫। ৪ই ফাল্গুন। ১৮৬৯। ১৫ই ফেব্রুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত ঐ ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রাবতী নাটক।

শ্রী নিমাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক আড়পুলি নাট্যশালায় অভিনয়ার্থ বিরচিত। বহুবাজার ১৭২ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা ডাকমাশুল ৵০।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপালখালি বাটীর মালিকগণ যাহারা বাঙ্গালা কাউন্সেলের ১৮৬৮ সালের ২ আইনের ১ ধারার মর্ম্মানুসারে মিউনিসিপাল বাটী ভাড়া বিষয়ে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দেওয়া যইতেছে যে উক্ত ধারার বিধান অনুসারে মিউনিসিপাল কমিসনরগণকে বাটী খালি হইবা মাত্র সংবাদ দিতে হইবে। যদি বহু দিন খালি থাকে তবে প্রত্যেক কোয়াটারের প্রথমেই উক্ত সংবাদ দিতে হইবে। আর যে তারিখে প্রথম সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ঐ আইন অনুসারে যত টাকা রেহাই দেওয়া যাইবে তাহা গণনা করা হইবে।

আলি পুর ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ } কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের মিউনিসিপাল কমিসনরগণের চেয়ারম্যান

—:০:—

দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট ও কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল শাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:০:—

চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব

অর্থাৎ

প্রিন্‌সিপলস্‌ এবং প্রাকটিস, অব মেডিসিনের

প্রথম খণ্ড ৮ পেজি ফরমার ৭৬৮ পৃষ্ঠা উত্তম বাঁদা, শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এ, এম, বি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডের বর্ণিত বিষয় (১) সাধারণ নিদানতত্ত্ব (২) অন্তরুৎসেক্য পীড়াসমূহ। (৩) দৈহিক পীড়াসমূহ (৪) স্নায়ুমণ্ডলের পীড়াসমূহ।

মূল্য ১০ টাকা, ডাকমাশুলসহিত ১০॥০ কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হষ্টেল ২১৩ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যাইবে।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সর্ব্বশেষে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আ[illegible] হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে [illegible] নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয়দিগকে /০ আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচ

মির্জাপুর মেডিকেল হ[illegible]

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্র[illegible] সুহৃদ, সহকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ[illegible] যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক [illegible] সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব ক্যোসী উইক, ব্রিটিস প্রীন্‌স" [illegible] মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে. এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইণ্ডেণ্ট, সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফলাগ, কিং আর্থর, ও ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ বাক্স ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।

২। আগামী বর্ষের প্রথম ত্রৈমা[illegible] ইণ্ডেণ্ট উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অ[illegible] ঔষধ প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের [illegible]নাদি সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ভৈষজ্য ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলা[illegible] হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিল [illegible] চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছুক হইলে, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ৩৫ সংখ্যক প্রধান ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দের নিকট কিম্বা

ষ্টীটে ৫৫ সংখ্যক ভবনে ব্রাঞ্চ ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু নন্দগোপালের নিকট দেখিতে পাইবেন

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোং

—:০:—

...ত্তের বিলাপ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত ... পুস্তকের কলেবর ৮ পেজী ফরমার ... ফরমা অর্থাৎ ২১২ পৃষ্ঠা। মূল্য ৮০ আনা ...র আবশ্যক হয়, ঠনঠনিয়া সংস্কৃত যন্ত্রের ...কালয়ে অথবা পটোলডাঙ্গা বাডুর্য্যে ভ্রাদর ...কোং পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলেই ...বেন ইতি।

...৫ সাল অগ্রহায়ণ ...ত কলেজ } শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

—:০:—

ঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল বাডুর্য্যে ভ্রাতার কোম্পানির দোকানে ...ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ...ইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
...ইতিহাস	১	টাকা
...ইতিহাস	১	ঐ
...সার ...রণ	।	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২য়)	৶	ঐ

...ভাগ প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ৮ ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইং... বাঙ্গালা পুস্তক ... কলম নানা ...ধ দ্রব্য ...পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ...এক আনার হিসাবে কমিসন দি... অধিক ...কার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে ...ইবেন।

প্রাণকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী	২	টাকা
প্রাকটীস অবমেডিশীন গঙ্গা প্রসাদ ডাক্তর প্রণীত	১০	ঐ
মেঘদূত সটীক	১॥০	ঐ
কুমার সটীক	২॥০	ঐ
বেণীসংহার সটীক	২॥০	ঐ
নিদান সটীক	৪	ঐ
শ্রীমদ্ভাগবত সটীক	৩২	ঐ
শুক্রতত্ত্ব	১০	ঐ
ভট্টিকাব্য জয়মঙ্গল ও মল্লিনাথের টীকা সহিত	৩২	ঐ
সংস্কৃত ডেক্সনারী উইলসন সাহেবকৃত	৫০	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০	ঐ
ঐ ৬ ঐ বিরাটপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৭ ঐ উদ্যোগপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৮ ঐ ভীষ্মপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৯ ঐ দ্রোণপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১০ ঐ কর্ণপর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১১ ঐ শল্য পর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১২ ঐ সৌপ্তিক পর্ব্ব	১	ঐ
ঐ ১৩ ঐ স্ত্রী পর্ব্ব	১॥	ঐ
ঐ ১৪ ঐ শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৫ ঐ মোক্ষধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৬ ঐ অনুশাসন পর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১৭ ঐ শেষ পাঁচ পর্ব্ব	৩	ঐ
বিচার তরঙ্গিনী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনান্তর্গত বিচার ও মীমাংসা বহুল প্রমাণ সহিত	১	ঐ
শ্রুতি দর্পণ	১	ঐ
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বশ্রুতি	৩২	ঐ
প্রাচীন সংহিতা ১০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫	ঐ
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩	ঐ
উত্তর নৈষধ নারায়ণী টীকা সহিত ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২	ঐ
সিদ্ধান্ত কৌমুদী সম্পূর্ণ	১৮	ঐ
ঐ শেষ খণ্ড	৭	ঐ
বিবেকরত্নাবলী বেদান্তদর্শনের মত ও বিচার	২॥	ঐ
কর্ম্মাঞ্জন কর্ম্মকাণ্ড বিষয় সিদ্ধান্ত	২	ঐ
দায়ভাগ কুলব্রক সাহেবকৃত ইংরাজী তরজমা	১০	ঐ

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

———

২৪ পরগনায় অন্তঃপাতী কোদালিয়ায় যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়বাটীর মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ॥০ আট আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৶০ ছয় আনা; তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং তদ্ভাব ধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ ৪ ঠা মাঘ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত কবিতাকুসুমাঞ্জলি ... পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা নর্ম্মাল ... বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে মূল্য ...

শ্রীকৃষ্ণ ...

———

পুরাণ প্র...

বিষ্ণু পুরা...

অনুবাদ ও টীকা সমে... ৮০ পৃষ্ঠা (অগ্রিম মূল্য)।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তি... আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪ ১ নং ভবনে ক... যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত ... শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের না... গ্রন্থের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। ... না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবা... নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবোথনট এবং কোং

—:০:০:—

বাঙ্গালা ভূচিত্রাবলী।

কয়েকখানি অভিনব এটলাস দুষ্টে প্রস্তুত; ইহাতে ৩২ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে বাধান। স্কুলবুক সোসাইটী, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যা ভ্রাদর্গণদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৩॥ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

গমন করিলেন। মালতীকে একাকিনী দেখিয়া অঘোরঘণ্টের শিষ্যা কপাল কুণ্ডলা গুরুবধজনিত বৈরনির্য্যাতনের অবসর পাইলেন। তিনি তাঁহাকে নরবলি দিবার নিমিত্ত শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গেলেন। তথায় সৌদামিনী তাঁহাকে রক্ষা করিলেন, মাধব প্রিয়াবিরহে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া মকরন্দসমভিব্যাহারে তাঁহার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক কষ্টের পর মালতীকে দেখিতে পাইলেন পরে মন্ত্রির সম্মতিক্রমে উভয়ের বিবাহ হইল।

যে গ্রন্থ দেখিয়া অভিনয় হইয়াছে, এখানি সংস্কৃত মালতীমাধব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু লেখক সকল দিক সমন্বয় করিয়া আপনার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রাচীন কালের কবিগণ ঘরে বসিয়া ভূগোল বর্ণনা করিতেন। এটী দোষ সন্দেহ নাই; কিন্তু এ দোষ প্রাচীন কালের বলিয়া মার্জ্জিত হইয়া থাকে; কিন্তু এখনকার এদোষ মার্জ্জনীয় নহে; শ্রীপর্ব্বত মধ্যভারতবর্ষস্থিত। মধ্যভারতবর্ষে বৃহৎও অধিকসংখ্যক নদী নাই। এখনও তথায় কয়েকটীমাত্র প্রধান নগর আছে। মধ্য ভারতবর্ষে এরূপ উচ্চ একটিও পর্ব্বত নাই যে, তথা হইতে সমুদ্র দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু মকরন্দ শ্রীপর্ব্বতে বসিয়া বন্ধুকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, " দেখ এখান হইতে কত সমুদ্র, কত নদ, কত নদী, কত নগর দেখা যাইতেছে! " কোন্ নদ, কোন্ নদী ও কোন সমুদ্র এখান হইতে দেখা যায়? অতি উচ্চ পর্ব্বত হইলেও কি তথা হইতে আরব সমুদ্র অথবা বঙ্গদেশীয় অখাত দর্শন করা সম্ভাবিত হয়।

গ্রন্থের নায়ক মাধব; কিন্তু তাঁহার অভিনয় প্রীতিকর হয় নাই। বন্ধুকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিলে মাধব " ঠৈক " " ঠৈক " কে কোথায় আছে? বলিয়া একটী স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া দিলেন নিজে নায়িকার অনুরোধে গমন না করিয়া একটী স্ত্রী লোককে " কি হইতেছে " দেখিতে বলিলেন এটী নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। কোন গ্রন্থকার কখন নায়ককে এরূপ কাপুরুষ করিয়া বর্ণন করেন নাই।

মকরন্দের অভিনয়টী অতিশয় মনোহর হইয়াছে। তাঁহার অভিনয়ে, চতুরতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, সদাশয়তা ও অকপট মিত্রানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। অঘোরঘণ্টের পূজা মন্ত্রপাঠ, কপালকুণ্ডলার বলিদানের উদ্যোগ হইয়াছে বলিয়া জিজ্ঞাসা এগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। মাধব যখন মালতীর উদ্ধারসাধন করিলেন তখন তাঁহার মনোরথ বিফল ও যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইল দেখিয়া তাঁহার প্রগাঢ় ক্রোধ গালী না দিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে কটিবন্ধন, অব্যাকুলভাবে মাধবকে খড়্গাঘাত করিবার উদ্যোগ, নয়নরক্তিমা ও অঙ্গভঙ্গি এগুলি অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীর যোগিবেশ ও ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়া শোকসম্বরণ অপ্রীতিকর হয় নাই। মালতীর অভিনয় উত্তম হইয়াছে। কামন্দকীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব স্ত্রীজনদুর্লভ প্রশান্ত সাহস ও চতুরতা অতিশয় আনন্দিত করিয়াছিল। চন্দ্রোদয় মেঘাড়ম্বর বিদ্যুৎ জল প্রপাত প্রভৃতিও যার পর নাই প্রীতিকর হইয়াছিল এখানকার একতা নবাদের ন্যায় বাদ্য আমরা আর কোথায়ও শ্রবণ করি নাই।

-:০:-

নূতন পুস্তক।

চিকিৎসা প্রকরণ ও চিকিৎসাতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ এম, বি, নানা ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষ গ্রন্থের বিলক্ষণ অভাব দ্বারা একাংশে উহার পূরণ হইয়াছে। এতৎপা পরম প্রীতিলাভ করিলা. রচনা এরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে বোধকালে প্রায় কোন স্থলে স থাকে না। সংগ্রহকার পারিভা শব্দের সঙ্কলনবিষয়ে সবিশেষ য একটী উৎকৃষ্ট রীতি অবলম্বন করি ছেন। অনেক স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় অ বাদিত ইংরাজী সংজ্ঞা এবং বাঙ্গ অক্ষরে ও ইংরাজী অক্ষরে ইংরা সংজ্ঞা ব্যবহার করা হইয়াছে। গ্রন্থখা প হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্বা পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

" মেলেরিয়ার উৎপত্তিবিষয়ে দুই মত আছে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিগলিত উদ্ভি পদার্থ হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। কেহ কেহ কহে যে, অনুপ জলভূময় মৃত্তিকা হইতে ইহা বাষ্প রূপে নির্গত হইয়া থাকে। বিগলিত উদ্ভি হইতে যে মেলেরিয়া উদ্ভূত হয়, তাহা নিম্ন লিখিত কারণবশতঃ অনেকে বিশ্বাস ক থাকেন। প্রায় সকল মেলেরিয়াযুক্ত শস্যোৎপত্তির সময়ে স্বাস্থ্যকর। শস্য ক লইবার পর উহার অবশিষ্টাংশ ভূমিতে ব লের জলে বিগলিত হইলে ঐ সকল স্থা স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। অতি গ্রীষ্মকালে সকল স্থান পীড়াজনক নহে। কিন্তু ব বিশেষতঃ উহার শেষভাগে জলদ্বারা উ বিগলিত হওয়াতে সচরাচর উহা অ হইয়া থাকে; বঙ্গদেশে ধান্য কাটিয়া পর উহার অবশিষ্টাংশ ভূমিতে বিগ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে তজ্জন্য প্রাদুর্ভাব অধিক। কোন কোন প্রস্তুত করিবার পর উহার অং করিবার জন্য বহু দিবসাবধি স্তূপাকা উহা বিগলিত হইলে তন্নিকটবর্ত্তী পদঃ পুনঃ মেলেরিয়াজনিত জ্বর

ধরিয়া কর নির্দ্ধারণ করিতেছেন। মিউনিসিপাল সভাপতির নিকটে আপীল হইতেছে; কিন্তু তিনিও তাহা গ্রাহ্য করিতেছেন না। মিউনিসিপাল বন্দোবস্ত এদেশীয়দিগের যে অপ্রিয় হইয়াছে, তাহার দুটী প্রধান কারণ আছে। প্রথম যাঁহাদিগের উপরে করনির্দ্ধারণের ভার সমর্পিত হয়, তাঁহারা প্রায় যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়, যে কর সংগৃহীত হন, তাহার অধিকাংশ ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে গ্রাম নগরাদির পরিষ্করণকার্য্য, তাহার প্রায় কিছুই হয় না।

আমাদিগের রাজপুরুষেরা পল্লীগ্রামের পুলিষের উৎকর্ষসাধনবিষয়ে উদাসীন নহেন, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনন্ট গবর্ণর এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা নিম্নে যে পত্রখানি প্রকাশ করিলাম, তাহা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া দিতেছে গ্রাম্য পুলিষের উৎকর্ষসাধন একান্ত আবশ্যক; কিন্তু তাহার উপায় কি? পল্লীগ্রামে কলিকাতাপ্রভৃতির ন্যায় বহু ব্যয়সাধ্য পুলিষপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া রক্ষার সদুপায় বিধান হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেন্ট পুলিষের নিমিত্ত আর অধিক ব্যয় দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছেন, পল্লীগ্রামবাসীদিগেরও এরূপ অবস্থা নয় যে, তাহারা অধিক ব্যয় দান করে। আপাততঃ তত্ত্বাবধানের সুব্যবস্থা, গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোকদিগকে দায়ী করা এবং বদমায়েসদিগের বিশেষরূপে শাসন করা কর্ত্তব্য। পুলিষের লোকেরা যদি পর্য্যায়ক্রমে গ্রামে গ্রামে গিয়া রাত্রিকালে ভালরূপে তত্ত্বাবধান করে এবং দস্যুতা ও চৌর্য্যাদি ঘটনা হইলে গ্রামের প্রধান লোকেরা তাহার অনুসন্ধান করেন, ঐ সকল ঘটনা বিরল হইয়া উঠে। এখন পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধান যে নিয়ম আছে, অনেক স্থলে তাহা ফলোপধায়ী হয় না। অনেক স্থলের পুলিষ কর্ম্মচারীদিগকে বিলক্ষণ অলস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের প্রধান লোকদিগকে দায়ী করিয়া যদি এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া হয় যে, তাঁহারা পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের আলস্য ও কর্ম্মে উপেক্ষা দেখিলে রিপোর্ট করিবেন, যদি না করেন এবং চৌর্য্যাদি ঘটনা স্থলে চোরাদির অনুসন্ধান করিয়া না দেন, দণ্ডনীয় হইবেন, তাহা হইলে অনেক কাজ হইবে।

তিন চারি মাস পূর্ব্বে জনাইয়ে জ্বর ও ওলাউঠা রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অন্যূন তিন শত লোক কালকবলে নিপতিত হইয়াছে। সম্প্রতি একটি শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় দশ বার জন লোককে দংশন করিয়াছে, তাহারা সকলেই এখনও জীবিত আছে। পশ্চাৎ কি হয় বলা যায় না। কএকটী বন্য বরাহ আসিয়া অতিশয় উপদ্রব করিতেছে; ক্ষেত্রের শস্যসকল বিনষ্ট করিতেছে। কৃষকেরা বিষম ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। কএকটি লোককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই পলায়ন করাতে কাহাকেও আঘাত করিতে পারে নাই। এখানে যেরূপ ভদ্র ও ধনিলোকের বাস, তাঁহারা যদি সকলেই বিশেষ মনোযোগী হইয়া গ্রামের জঙ্গল কর্ত্তন এবং পচা ও পুরাতন পুষ্করিণীসকলের পঙ্কোদ্ধারপ্রভৃতি করেন, তাহা হইলে মারীভয় শৃগাল ও বন্য বরাহাদি কিছুরই প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের নিকট এসকল প্রার্থনা করাই বৃথা। দয়াবান গবর্ণমেন্টসমীপে প্রার্থনা এই, তাঁহারা জনাই গ্রামের প্রতি একবার কৃপাবলোকন করিয়া অবিলম্বে এখানে মিউনিসিপালিটি প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া জনাইবাসীদিগের সকল কষ্ট বিনষ্ট করুন

[illegible] ...রিবেন।
১১ই [illegible] ... [illegible] যত
নারায়ণ [illegible] ...শ করে।
নিকটবর্ত্তী [illegible]
সামান্য [illegible]
ইতি হইয়া [illegible]
দুই জন [illegible] বলেন,
নগদ ও অস্থাবর [illegible] ছিলেন।
টাকা লইয়াছিল, তাহার
প্রবেশ করিল ও [illegible]
অমনি বাটী [illegible]
সেই [illegible]
এই মনে [illegible], না
বাহির হই [illegible] বাহির
ধারণ করিয়া [illegible] পুষ্করিণী
সে জিজ্ঞাসা [illegible] বিশুদ্ধ
লইয়া এখ [illegible] কিপ্রকা
জিজ্ঞাসিত [illegible]
করিতে [illegible]
স্বরে [illegible]
পাইক ও [illegible] পচা
প্রহার কর [illegible] দিগের
হন তা বলাইবে কেন
বলাতে দুব [illegible] লোক
সাংঘাতিক [illegible]
প্রহার করি [illegible] মেন্টের [illegible]
ও পঞ্জর [illegible]
সে শ্রীরাম [illegible] সাধন হয় না
হইয়াছে। [illegible] করা রাস্তার [illegible]
র [illegible] হওয়া [illegible]
দ্বারা অন্য [illegible] পুলী নিমিত্ত
গৃহে প্রবেশ [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন।
করিলে সেই এক জন [illegible]
চিনিতে পারেন থাকিবেন। তিনি যে
তাহার হস্তে [illegible] করিয়া খাদ্যদ্রব্যের
তাহার হস্তে পারিবেন। তিনি বাসা
সেও অন্য [illegible] স্থাননিরূপণ করিবার
হইয়াছে [illegible] স্থানে স্থানে চিকিৎ
দর্শন করা [illegible] ও তাঁহার প্রস্তাব। আমরা
সংশয়। নিষ্ [illegible] অনুমোদন করিতেছি।
যেরূপ দুর্ [illegible]
গকে দেখিতে হইলে টাকার প্রয়োজন।
হয়। কি দুরাথা [illegible] আসিবে?

আমাদি... মহাশয়ের ... অধিক ... গ কেহই ... করিল না। ... কাক... দস্যুবৃত্তি ... মহাশয়ের ... বিস্তর। ... পুনঃস্থাপনের ... করি ... কিন্তু বঙ্গদেশ ... কমিসনরগণ ... ছিলেন ... পাধ্যায় ও দিগ... নিদ্রা ... হইলে দুঃখী ... আমাদি...কে বিপদ ... আবশ্য... পুলিস ... হউক ... যণীয় ... র দিবেন ... লোকে ... বাবুর ... রেন। ... কোন ... কাশ. ... টাকা লইয়া ইনস্পেক্টর ... যাত্রীদিগের ... স্থানে চিকিৎসা ... শ্রীরামপুরে ... নিমিত্ত মিউনি... জনকে ... করিয়া দিবেন। ... দিবার জন্য ... গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত ... দস্যুরা ... দিগের উপকার। ... সেইটি ... দেখানেই ... অমুকের ... টাকা ... হইতে যাত্রিগণ গমন ... মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ... পত্র লইবেন। ... মাত্রীর নির্দিষ্ট দায়ী ... অনুমান ...

যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে কিসের গোল হইতেছে, তাহারা অমনি আমাদিগকে কটু বাক্য কহিতে লাগিল। ইহাতেই আমরা লোক জানিতে পারিয়াছি। ইনস্পেক্টর বাবু এখনও গ্রামে বসিয়া আছেন। গত কল্য হুগলি ও শ্রীরামপুরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবদ্বয় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বাবুদিগের উপর মহাক্রোধান্বিত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অবশিষ্ট কএকজনা পাইক ও দ্বারবানকে উপস্থিত করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই প... মহা ধুমধাম হইতেছে। দেখা যাউক ফলে কি হয়। ভয় এই পাছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়। সম্পাদক মহাশয়! মধ্যে কিছু দিবস ডাকাইতি একপ্রকার নিবারণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে পুনরায় ইহার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? বোধ করি ঠকি উঠিয়া যাওয়া ও পুলিসের নূতন বন্দোবস্ত হওয়াই ইহার কারণ। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই সিঁধ ও ডাকাইতি হইতেছে। তবে পুলিস সাধারণ ধনাগারের কেবল শোষণমাত্র। এক্ষণে বঙ্গ গবর্ণমেণ্টসমীপে সবিনয় প্রার্থনা এই, তিনি পুলিসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া উহার দোষসংশোধন করিয়া দিন। কারণ যাহার উপর সাধারণের ধন, প্রাণ ... সকলই নির্ভর করে, তাহার দুর্দশা এ ... কি উচিত হয়? উপসংহারকালে বক্তব্য এই ... মণ্ডলের মাজিষ্ট্রেট ও ডিস্‌ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়দ্বয় এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিন। কারণ তাঁহাদের মনোযোগ ভিন্ন দস্যুরা যে ধরা পড়ে ও দণ্ড পায় এমত সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু এমত সুবিধাসত্ত্বে যদি দস্যুগণ ধৃত না হয় ও যথোপযুক্ত শাস্তি না পায়, তাহা হইলে বড় আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয়!

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ } জনাই শ্রীঃ —

—:০:—

বঙ্গদেশের শ্রমজীবী ও কৃষক লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা।

যতপ্রকার রোগ আছে, তাহার মধ্যে বাতুলরোগ অধিকতর শোচনীয়। কারণ, ইহাতে মানুষকে জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলে। পীড়িত অবস্থায় মানুষ জ্ঞানশূন্য হইলে যখন অধিকতর শোকের পাত্র হয়, তখন সুস্থ অবস্থায় যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহাদিগকে দেখিয়া হৃদয়ে যে অত্যান্তিক শোকসঞ্চার হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্গদেশের শ্রমজীবী ও কৃষকেরা সেই প্রকৃতিস্থ জ্ঞানশূন্য জীব। মানুষ কেন সৃষ্ট হইয়াছে, জন্মিয়া মানুষের কি কি করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুই জানে না। যে উপায় দ্বারা তাহাদিগের সেসকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা আছে সে উপায় তাহাদিগের হস্তগত করিয়া দেওয়া যে একান্ত আবশ্যক, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। সে উপায় লেখা পড়াজ্ঞান। শ্রমজীবী ও কৃষকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করুক, এ বিষয়ে প্রায় কাহার বিপ্রতিপত্তি নাই, কেবল উহার প্রকার প্রণালী ও তৎসাধনোপযোগী অর্থাগমের বিষয়েই মতভেদ হইতেছে। কেহ কহিতেছেন, তাহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত, কেহ তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। অর্থাগমের বিষয়েও ঐপ্রকার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে। কেহ কহিতেছেন, শিক্ষাকর হউক, কেহ তাহাতে অমত করিতেছেন। এই প্রকার মতামত হইতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক লেখা পড়া শিখান হউক, এ প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। মধ্যে কেবল এক রেবরেণ্ড লালবিহারী দে মহাশয়ের ন্যায় এই তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এই উদ্দেশে ১৮৬৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বেথুন সোসাইটীতে একটী প্রস্তাবপাঠ করেন। উহা এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকখানিই আজি

মহাত্মাদিগের অযত্নপ্রাদুর্ভাবে হতাশ হইলে আমরা অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইব সন্দেহ নাই।

—:০:—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

গত ১১ই মাঘের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা ও উপাসনাবিষয়ে অদ্যকার সোমপ্রকাশের বিবিধসংবাদস্তম্ভে লিখিত হইয়াছে, "বাঙ্গালী হইয়া টৌনহালে ইংরাজীতে ব্রহ্মসংগীত ও বক্তৃতা করিবার কারণ কি আমরা বুঝিতে পারি না।"

আপনি যে দোষমধ্যে বলেন, "বাঙ্গালীদিগের ইংরাজীতে বক্তৃতা ও পুস্তকাদি প্রকাশ করা কেবল নাম ও খ্যাতিলাভ উদ্দেশ্যমাত্র" এস্থানে সে কারণ নহে। মহাশয় যে স্বীকার করেন, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম; ইহার আশ্রয় করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সেই জ্ঞান ও কর্ত্তব্য প্রেরিত হইয়াই মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অজ্ঞান অসভ্য লোকের নিমিত্ত নগরসংকীর্ত্তন এবং জ্ঞানী ও সভ্যগণের নিকট ইংরাজীতে মুক্তিবিষয়ক বক্তৃতা ও ব্রহ্মসংগীত করিয়াছিলেন।

প্রশস্তহৃদয় কেশব বাবু টৌনহালে ব্যক্ত করিয়াছেন, "কেহ কেহ যে অনুমান করেন, অল্প দিনমধ্যে বঙ্গবাসিগণ ব্রাহ্মধর্ম্মসোপান অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মে উপনীত হইবেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উদ্দীপিত হইয়া অবশ্যই এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য এক জাতি ও এক পরিবারের ন্যায় সদ্ভাব সম্মিলিত হইয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।"

আচার্য্য ব্রহ্মবাদী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছিলেন "সূর্য্য যেমন পূর্ব্ব দিক হইতে উদিত হইয়া সমুদায় মেদিনীমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম তদ্রূপ এই সীমা বঙ্গদেশ হইতে সর্ব্বত্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে।" এই উদার ভাব ও মহৎ বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া কেশব বাবু যে ইংরাজীতে বক্তৃতা ও গীত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

এই গুণ ও ক্ষমতা থাকাতেই তাঁহার দ্বারা [illegible] নগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যদিও, নূতন ধর্ম্মমন্দির (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ) উৎসর্গসময়ে তিনি মহাত্মা রামমোহন রায় ও প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে নমস্কার ও ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্রোতোরূপে বহির্গত হইয়াছে, এই স্রোত যেন এই স্থানে নিরুদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত দেশ প্লাবিত করে। এই ধর্ম্মমন্দিরের ভিত্তি স্থিত ইষ্টকসকল যেমন পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে, ব্রাহ্মগণ সেইরূপ একহৃদয় হইয়া তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন করুন"।

উপসংহারস্থলে প্রার্থনা এই, যাহাতে আদি ও নব ব্রাহ্মসমাজ পূর্ব্ববৎ পরস্পর এক ভাব অবলম্বন করিয়া সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে যত্নবান হন, তদ্বিষয়ে মহাশয়ের নিষ্পক্ষপাত [illegible] লেখনী সঞ্চালিত হউক।

কলিকাতা
১৩ই মাঘ
১২৭৫

একান্ত অনুগত
শ্রীশ্রীরাম পালিত

—

আমরা অনেক পরিশ্রমে সাধারণের উপকারার্থ একখানি উৎকৃষ্ট দেওয়ানী কার্য্যবিধান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া কতিপয় মহাত্মার প্রদত্ত অর্থসাহায্যে উহার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কন করিয়াছি, অবশিষ্টাংশ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থও কৃতবিদ্য ধনবান বদান্য মহোদয়গণের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

আমরা শুনিয়াছি ময়মনসিংহ মুক্তাগাছানিবাসী ভূম্যধিকারী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয় অতীব বদান্যবর এবং সাধারণের উপকারসম্পাদনে অগ্রসর। আমরা তাঁহার সেই গুণবত্তার প্রতি নির্ভর করিয়া সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেওয়ানী কার্য্যবিধানের অবশিষ্টাংশ মুদ্রাঙ্কনার্থ আমাদিগকে ১০০০ টাকা প্রদান করিয়া একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করুন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থসাহায্যে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি প্রচারিত হইয়া সর্ব্বসাধারণে উপকৃত হউক, ও তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করুক। এবম্বিধ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা কৃতবিদ্য ধনবানদের নিয়ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াই সূর্য্যকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের সমীপে আমরা এই প্রার্থনা করিলাম। যদি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা সূর্য্যকান্ত বাবুর অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার এখানকার মোক্তারের নিকট টাকা পাঠাইয়া কলিকাতা যোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে আমাদের নিকট পত্র লিখিলেই আমরা উহা প্রাপ্ত হইতে পারিব।

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক
গ্রন্থসম্পাদক।
শ্রীলোহারাম শর্ম্মা

—:০:—

মহাশয়! প্রায় দুই মাস অতীত হইল, জেলা নদীয়ার কালেক্টর শ্রীযুক্ত বেল সাহেব মহোদয় এক জন সিবিল সার্জ্জনসহ এই বড় জাগলীতে আগমন করিয়াছিলেন। মহামারীর কারণ কি, গত মহামারী নিবন্ধন স্বাস্থ্য ও শস্যের কত পরিমাণে হানি হইয়াছে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে উহা অব্যাহত হইতে পারে, সমাগত ভদ্র মহাশয়দিগের সহিত ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথোপকথন এবং অবনক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া এই স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, রাণাঘাট সবডিবিজনের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট একজন ওভরসিয়রসহ এখানে আসিয়া রাস্তা প্রস্তুত এবং জলনিকাশের [illegible] সুবিহিত উপায়বিধান করিয়া যাইবেন এবং তিনি স্বস্থানে গিয়া ওলাউঠারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতীকারার্থ উক্ত রোগের ঔষধ সত্বরেই প্রেরণ করিবেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করিয়াই স্বমন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। অত্রত্য নেটিব ডাক্তর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দাস ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার (কালেক্টরের) প্রেরিত ঔষধদ্বারা অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলেই দীনদিগের প্রকৃত আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আর কালেক্টর মহোদয় এখানে অবস্থিতিকালে সমাগত ব্যক্তিগণকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং সাধারণের হিতকর বিষয়ে তাঁহার যেরূপ সাতিশয় বেশ দৃষ্টি ও উৎসাহ আছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম।

২৫এ জানুয়ারি সুযোগ্য ডিপুটী [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সরকার নামক এক জন ওভরসিয়রসহ এখানে আসিয়া শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বেশ্বর ঘোষ ও বরদাপ্রসন্ন ঘোষপ্রভৃতি অনেক ভদ্র লোকসমভিব্যাহারে এ গ্রামের সকল স্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক ইহার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত হিতকর কার্য্যসম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

১। এখানে মিউনিসিপল টাক্স স্থাপন করা কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রেত, কিন্তু এরূপ দুরবস্থা

পারিবে না। কাবুলকে ব্রহ্মদেশের ন্যায় বিবেচনা করা উচিত নহে। আফগানেরা পৌরুষশালী। যে রাজা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ধামাধরা হইয়া থাকিবেন, আফগানেরা কখন তাঁহার অধীনতাস্বীকারে সম্মত হইবে না। এরূপ স্থলে আমীরকে বিপাকে ফেলিয়া তাঁহারে কোন বিষয়ে বচনবদ্ধ করা বিধেয় নয়। তাহা করিতে গেলে গবর্ণমেণ্ট যে উপকার করিতেছেন, তাহা উপকার বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তাঁহার সহিত মৈত্রী হইলে তিনি স্বয়ংই রুশীয়াকে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তাহার প্রতিবন্ধক আচরণে ব্যগ্র হইবেন। সোপধিক সাহায্যদান অভিমানী ব্যক্তির প্রীতিকর হয় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিঃস্বার্থ হইয়া সাহায্য দান করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই তাঁহারা আপনাদিগের মহিমানুরূপ গৌরবভাজন হইবেন।

বিবিধসংবাদ।

১৯ এ ফাল্গুন সোমবার।

ইংলণ্ডের প্রধান সংবাদপত্রসমূহ মেইন সাহেবের প্রস্তাবিত এতদ্দেশীয় বিবাহের নিয়মের প্রতিবাদ করিতেছেন। কয়েক জন নব যুবক ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন নাই।

আণ্ডামানে বিস্তর দ্বীপান্তরিত কয়েদি হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসকল অপরাধীর দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইবে, তাহাদিগকে নাগপুরের প্রধান জেলে প্রেরণ করা হইবে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইলে আণ্ডামানে যাইবে।

গবর্ণর জেনরল সিমলা যাইবার পূর্ব্বে পেসোয়ারে আমীর সিয়ারআলির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গবর্ণর জেনরলকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত আমীর কতকগুলি অশ্ব বস্ত্র ও মেওয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। আজিম খাঁ ও আবদুল রহমন খাঁ ভারতবর্ষে আসাতে তাঁহাদিগের অধিকাংশ অনুচর কাবুলে গমন করিয়াছেন। সর্দ্দারেরা ভারতবর্ষে আসিয়া বড় সুখী নহেন। না হইবার কথা; যদি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কাশীর পশ্চিমে যাইতে দেওয়া উচিত নহে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাইয়ে দুর্ঘটনার অনুসন্ধানার্থ যে কমিসন হইয়াছেন তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের মাজিষ্ট্রেট পোলাস্কাই গ্রামজিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সাধারণ মত শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এরূপ কার্য্য ভাল বাসেন না।

সম্প্রতি এক মকদ্দমা উপলক্ষে সর জোসেফ আর্ণলড বলিয়াছেন তিনি দশ বৎসর বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের জজ আছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার এত বিস্তারিত পদার্থ যে তিনি এই দীর্ঘ কালমধ্যে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র অবগত হইয়াছেন। অনেক মহাত্মা দুই দিবস এ দেশে থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞ হন।

দিল্লীর বিখ্যাত কবি নবাব আসাতুল্লা খাঁর ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি উর্দ্দু ও পারসীতে মনোহর কাব্য করিয়াছিলেন।

আমরা হিন্দু পেট্রিয়টে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম হায়দরাবাদের নিজামের মৃত্যু হইয়াছে। নূতন নিজাম অপ্রাপ্তব্যবহার বলিয়া আপাততঃ ব্রিটিশ কর্ম্মচারীরা শাসনকার্য্য করিবেন।

মান্দ্রাজের এক জন দুশ্চরিত্র লোক এক জন গৃহস্থ স্ত্রীলোককে বেশ্যা বলিয়া তাঁহার শরীর পরীক্ষিত করাইয়া বেশ্যার তালিকায় নাম লিখাইয়া দেয়। এ বিষয়ে নালীশ হওয়াতে এই দুরাত্মার ১০০ টাকা জরিমানা না দিলে দুইমাস মেয়াদের আজ্ঞা হইয়াছে। সে যে লোকের কথা শুনিয়া কাজ করা অন্যায়। শরীরপরীক্ষার আইন অনুসারে কাজ করিবার সময় অতিশয় সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

২০ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

বোম্বাইয়ের ডাকঘর এক কালে দগ্ধ হইয়াছে। পোষ্টমাষ্টার জেনরলের আফিসের যাবতীয় কাগজ পত্র নষ্ট হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপীয় পত্রগুলি নষ্ট হয় নাই। নূতন একটী ডাকঘর শীঘ্র আরম্ভ হইবে। ইহার নিমিত্ত ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি হইয়াছে। আর্গাইল ভারতবর্ষীয়দিগের অর্থনাশ ভাল বাসেন।

এচ, ..ক্রস সাহেব কলিকাতার অধিবাসীদিগের প্রতিনিধি সভাপতি হইয়া...

রেলওয়ে ষ্টেশনের ... ঘাটে স্নান বন্ধ করিবার ... সহেব অকারণ বন্ধ করে... চাঁদনীর কয়েকটী খিলান ... সাহেব নিষেধ করিয়াছি... নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ... হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগের ... স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা হই... দেশীয় সম্ভ্রান্তগণের যাই... মল্লিকের ঘাটের সংস্কারের ... গের হস্তে এক ক্ষণ আ... নিজ জমায় সংস্কার না করা...

মান্দ্রাজের একটী গ্রামে ... জলপাদনামক এক ... করে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ... ক্ষার দিয়াছেন।

ফোর্ট্ হইতে মুসলমান ... বার আজ্ঞা হইয়াছে।

এজেন্ট সেনাপতি ... গমন করিবেন। এই রূপ ... অদ্ভুতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডি... আগামী বর্ষ অবধি ... বিষয়ে অন্ততঃ শতকরা ... হইবে। আর আর বিষয়ে ... রহিল।

একটী পিরিজ্ঞা প্রস্তুত ... জিলিণ্ডের মিউনিসিপ্যা... প্রদান করিয়াছেন। ম... মিউনিসিপ্যালিটীর সিউ... প্রস্তুত করিতে পারেন ... টাকা মিউনিসিপ্যালিটীর ... ... কারণ ... প্রস্তাব ... করিয়াছেন। এতী ... সাহেবকে ... বর্ত্তমান গবর্ণর জেনর... প্রেরণ করিতেছে।

২১ এ ...

২২ এ ফাল্গুন ... করিতেছেন। আ... সহিত সাক্ষাৎ হইবে ... নায় কতকগুলি ... আমরা ... করিয়া ...

নলরেজ বাদসাহী করিতে
কে ঋণগ্রস্ত করিয়াছেন।
বিনা হওয়াতে বঙ্গদেশীয়
মুঙ্গের ও রাজমহলে এক
রয়াছেন

এক ব্যক্তি তুলায় ভাজাল
পাইয়াছিলেন। তুলার
ওয়াতে এখানকার তুলার
দ্রব্যের ভাজাল এই
াবে?

ই জন ভারতবর্ষীয়ের ফাঁসি
বোলত "ঝুলন" শিবো
। এই সংবাদটী পাঠকদি
ন। জুরি ও বিচারালয়ের
থানে আরোহণ করিতে
কে এই "ঝুলন" কৌতু
ই।

রে একজন ইউরোপীয়
সম্ভাবনা করাতে দিল্লীর
। বিনাপরিশ্রমে একবং
পবলিক ওপিনিয়ন ক্ষম।

বুল হইতে সংবাদ পাই
ত্র তুর্কিস্থানের শাসন
দুর্গ অধিকার করিয়া
। রহমন খাঁকে আহ্বান
। গমন করেন নাই। কিন্ত
ায়াছেন। এই কারণ
নতে পারেন।

স্পতিবার।

য় অতীত হওয়াতে
হন বাহসচান্সেলর
ও কেহ আকাঙ্ক্ষা
ছেন। আকাঙ্ক্ষক
র বিবেচনায় এই
নাম বলা কর্তব্য।
য় সকল পূর্ব
হ, স্থাপিত করেন
লোক নিযুক্ত
হুলন কেহ হইবে
বায় হইবে। ...
। স্থায়ী মঙ্গল হইল।
হী সরকারী টাকা
, টাকা লুঠ করিয়া
দচারালয় তাহাদি
সের আজ্ঞা দিয়

ছেন। নীচ জাতীয় সৈন্যসংগ্রহ অবধি এই সকল অপরাধের বৃদ্ধি হইয়াছে।

২৩ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট নিজে নালীশ করাতে আডবোকেট জেনরল বিগ্রহচোর ওয়াকারকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ের কাগজ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নালীশ করাতে কি দোষ তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক ওয়াকারকে ছাড়িয়া দেওয়াতে প্রধানতম বিচারালয়ের উপরে লোকের আরও অভক্তি হইয়াছে।

লিগাল রিমেম্ব্রান্সার একটী উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রধান ও কনিষ্ঠ উকীলকে ৩০০ টাকা মাত্র বেতন দেওয়া হয়। জেলার গবর্ণমেণ্ট উকীলগণ ২০ টাকা মাত্র পাইয়া থাকেন। লিগাল রিমেম্ব্রান্সার প্রধান উকীলের ১০০০, কনিষ্ঠের ৮০০ এবং জেলার উকীলদিগের এই পরিমাণে বেতনবৃদ্ধির অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারির সম্মতিপ্রার্থী হইয়াছেন। যখন গবর্ণমেণ্টের সলিসিটর ২০০০ টাকা পান তখন এই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব অসঙ্গত হয় নাই।

২৪ এ ফাল্গুন শনিবার

নিউজিলাণ্ডের বিদ্রোহশান্তি হইয়াছে। আদিমনিবাসিগণ সম্প্রতি এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। এরূপ হইবার কথাই আছে।

মান্দ্রাজের এক জন ফিরিঙ্গি কর্ম্মচারী ৮০,০০০ টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের স্বাস্থ্যরক্ষকের আর দুই জন কর্ম্মচারীর নামে নালীশ হইয়াছে। ইহারা অন্যায় করিয়া একটী স্ত্রীলোকের শরীর পরীক্ষা করিতে গমন করিয়াছিলেন। নালীশের পূর্ব্বে যথা নিয়ম এক মাস অগ্রে সংবাদ না দেওয়াতে নালীশ অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কোহাটে সম্প্রতি অত্যাচার হয়। তন্নিবন্ধন ৪০০ সৈন্য এক পল্লীগ্রামে পড়িয়া তাহা লুঠ ও দগ্ধ করিয়া কতকগুলি লোকের প্রাণনষ্ট করিয়াছে। দুই জন সিপাহী হত ৩১ জন আহত হইয়াছে। এই প্রকারে কি বৈরনির্য্যাতন করা হইবে। এপ্রণালীতে কোন কাজ হয় না, কেবল কয়েকজন দস্যুর দোষে অনেক নির্দ্দোষী লোক নিপীড়িত হইয়া গবর্ণমেণ্টের শত্রু হয়।

ম্যাশমান সাহেব ভারতবর্ষীয় ষ্টার পাইয়াছেন। অতএব লার্ড আর্গিলের সুখ্যাতি করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। তিনি স্বপ্নে লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি সর্ব্বাগ্রে কার্য্যে আইসেন এবং সকলের শেষে গমন করেন। তিনি সকল বিষয় পরিশ্রম করিয়া স্বচক্ষে দর্শন করেন, অথচ কৌন্সিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন না। তিনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক।

—:•:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৫ এ ফেব্রুয়ারি। স্পেনের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে, মহাসভার ১৮০ জনের মতে ও ৬২ জনের অমতে আপাততঃ শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিয়া সেনাপতি সেরানোকে মন্ত্রিদলে নিযুক্ত করিতে বলা হইয়াছে।

নিউইয়র্কের টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, মহাসভা স্বর্ণমুদ্রাদ্বারা সরকারী ঋণ পরিশোধ দিবার মানস করিয়াছেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। ১৮৬৩ অব্দের কমিসন যে মত প্রকাশ করেন, তদনুসারে স্কটলণ্ডে জাতি সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিবার নিমিত্ত লার্ড আর্গিল গত কল্য লার্ডদিগের হাউসে এক বিল অর্পণ করিয়াছেন।

গত রাত্রিতে সার ষ্টাফোর্ড নর্থকোটের প্রশ্নানুসারে ভারতবর্ষীয় অণ্ডর সেক্রেটারি গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বলিয়াছেন, সম্প্রতি যে কয়েকটী ছাত্রবৃত্তি ভারতবর্ষে করা হইয়াছে, তাহার বিষয় অদ্যাপি বিবেচিত হইতেছে।

ষ্টাকবুল সাহেবের প্রশ্নানুসারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বলিয়াছেন, টঙ্কের নবাবের বিষয়ে যত কাগজ পত্র আছে, তাহা মহাসভায় অর্পণ করা হইবে। সি, ওয়েষ্টওয়ার্থ, ডিলক সাহেবের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ তিনি আরও বলিলেন, সর্ব্বসাধারণ ভারতবর্ষের রাজধানী লইয়া তর্ক করিতেছেন; কিন্তু এ বিষয়ে এক্ষণে কোন বিবেচনা হইতেছে না

কিউবার শেষ সংবাদে প্রকাশ করে, তত্রত্য বিদ্রোহের শান্তি হইতেছে। স্পেনের সংবাদে প্রকাশ করে সেনাপতি সেরানো শাসনভার গ্রহণ করিয়া এক দেশহিতৈষী বক্তৃতা করিয়াছেন।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি। বণতরিসংক্রান্ত ব্যয়ের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ১,১৬,০৬,৪৯০ টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করা হইয়াছে।

বার্সিলোনাতে কতকগুলি সোসিয়ালিষ্ট বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু তাহারা অকৃতার্থ হইয়াছে। কালিষ্টেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সাধারণের ক্ষমার আজ্ঞা স্থগিত হইয়াছে

অস্ফুট প্রায় যাবতীয় সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ও এতদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক কাজ করিয়াছেন। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের মধ্যে বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি ও তাঁহার অধীনস্থ এতদ্দেশীয় চিকিৎসক বাবু ঠাকুরদাস সকলের অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর গ্রিণ আক্ষেপ করিয়াছেন, অনেক চিকিৎসালয়ের নিকটে পচা পুষ্করিণীপ্রভৃতি থাকাতে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হয়। লেপ্টনন্ট গবর্ণর এই অনিষ্টনিবারণের আজ্ঞা দিয়াছেন; কিন্তু কিসে এই অনিষ্টের নিবারণ হইবে? এটি কেবল চিকিৎসালয়ের নিকটবর্ত্তী ডোবা পরিপূর্ণ করিয়া হইবার নহে। তত্তৎস্থানের উন্নতিসম্পাদন আবশ্যক। এনিমিত্ত আমাদিগের মিউনিসিপালিটিসমূহের হস্তে অধিকতর টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট পুলিসের নিমিত্ত মিউনিসিপাল টাক্সের অধিকাংশ ব্যয় করাতে মিউনিসিপালিটিসমূহ যথার্থ কাজ করিতে পারেন না।

বাবু নারায়ণদীন তেওয়ারি ও তাঁহার বিপক্ষগণ।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, কয়েকজন কুলোকে চক্র করিয়া পুলিষ ইনস্পেক্টর বাবু নারায়ণদীন তেওয়ারির পশ্চাতে লাগিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদিগের অভিপ্রেত এই, তিনি টালিগঞ্জে না থাকেন। তাহা হইলেই তাহারা স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের অভীষ্টসাধন করে। তিনি সেখানে থাকাতে তাহারা স্বাভিলষিত অত্যাচার ও অন্যায় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। তিনি উৎকোচগ্রাহী নন, অতএব তাঁহাকে স্ববশে আনিবার যো নাই। তাঁহাকে স্থানচ্যুত করাই তাহারা শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিয়াছে। দশচক্রে ভগবান ভূত, দশ জনে চক্র করিয়া যদি নারায়ণদীন বাবুকে অপদস্থ করিয়া তুলে তাহাতে বিস্ময় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক জন স্বকর্ত্তব্যপরায়ণ নির্দ্দোষ কার্য্যদক্ষ পুলিষ কর্ম্মচারী বিনা অপরাধে অপদস্থ হইলেন। নারায়ণ দীন বাবুর ও হানিফখাঁর তুল্য উপযুক্ত লোক পুলিষ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অল্প আছেন। ইহাঁদিগের প্রশংসাবাদই সর্ব্বদা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; কখন আমরা ইহাঁদিগের দুর্নাম শুনি নাই। আমরা শুনিলাম, নারায়ণদীন বাবুর নামে সম্প্রতি এইরূপ একটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে যে, তিনি এক ব্যক্তির ২৫ টাকা কাড়িয়া লইয়াছেন। বিপক্ষেরা যে তাঁহার পশ্চাতে লাগিয়াছে, এতদ্দ্বারাই সেটী নিঃসন্দিগ্ধ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। আমরা নারায়ণদীনকে যতদূর জানি, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে কহিতে পারি, তাঁহা হইতে এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইবার কোন ক্রমে সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান অল্প যদি এপ্রকার সম্ভাবনা করা যায়, তথাপি এরূপ সম্ভাবনা করা যায় না যে, তিনি এমন অবিমৃষ্যকারী ও নির্ব্বোধ যে, চোয়াড়ের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া চির কালের অর্জ্জিত যশে জলাঞ্জলি দিবেন। তিনি টালিগঞ্জে থাকাতে আমরা নিঃশঙ্ক আছি। তাঁহার প্রতাপে দস্যু তস্করাদি সঙ্কুচিত হইয়া আছে।

—:০:০:—

গবর্ণমেন্টের অনুবাদক।

সংক্ষেপপ্রিয়তা লেখকদিগের একটী প্রশংসনীয় গুণ; কিন্তু বাঙ্গালা সমাচার পত্রের অনুবাদকের সেটী গুণ না হইয়া দোষ হইয়া উঠিয়াছে। তি[illegible] করিতে গিয়া অতি আব[illegible] গুলিও পরিত্যাগ করেন। অন্যায় হয় তাহার প্রমাণ জেলসংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যে[illegible] ছিলাম, প্রেসিডেন্সি জেলে যে চাউল ও বর্দ্ধমান জেলে [illegible] দেওয়া হয়, (যাহা আমরা [illegible] দেখিয়া আসিয়াছি) তাহা অতি জঘন্য, তাহাতে পীড়া জন্মে। বর্দ্ধমান জেলের তরকারি এমনি কদর্য্য পাকা ও শক্ত যে, গো মহিষেও তাহা খাইতে পারে না। অথচ জেলের মধ্যে উত্তম তরকারী জন্মে, গাছেও হইয়া রহিয়াছে। জেলে যে উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচার চলে, তাহার প্রমাণার্থ আমরা লিখিয়াছিলাম, আমরা যে দিন যাই, সে দিবস প্রেসিডেন্সি জেলের এক ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণাপরাধে পুলিসে প্রেরিত হয় এবং বর্দ্ধমানের জেল ডাক্তর আমা[illegible] অগ্রে বলিলেন, তাঁহাকে এক ব্যক্তি [illegible] কোচ দিতে চাহিয়াছিল, তিনি [illegible] গ্রহণ করেন নাই; অপর, ঐ [illegible] একটী স্ত্রীলোক (ঐ স্ত্রীলোক[illegible] পাগলার জেল হইতে তথায় [illegible] আমাদিগের প্রশ্নানুসারে কহিল, [illegible] পাগলার জেলে তাহাদিগকে যে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইত, কর্ম্মচারীরা তাহার অংশ গ্রহণ করিত।

উপসংহারকালে আমাদিগের অনুরোধ এই, অনুবাদক আবশ্যক বিষয়গুলি পরিত্যাগ না করেন। আমাদিগের জেলসংক্রান্ত প্রস্তাবমধ্যগত আরো অনেক গুলি আবশ্যক বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরল।

কেমন লোকের ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হওয়া উচিত, তাঁহার কর্ত্তব্য কি,

...দেয়র বিবেচনার্থ আজি এপ্র
...রণা করা হইতেছে না,
ভা...তবর্ষে গ...র্ণর জেন
...আবশ্যক কি না,
...বেচারার্থ এই প্রস্তাব অবতা
...যখন ভারতবর্ষের শাসনভার
কাম্পানির হস্তে ছিল, তখন
ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনেরল পদ একান্ত
আবশ্যক ছিল। তখন এখানে ঐ কোম্পা
নির প্রতিনিধি এক জন সর্ব্বশক্তিমান
প্রধান পুরুষ না থাকিলে কোনক্রমে
চলিত না। বিশেষতঃ তখন যুদ্ধ বিগ্র
হের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন
রাজপুরুষেরা শত্রুগণে পরিবেষ্টিত
ছিলেন। সে সময়ে ডিরেক্টর সভার অনু
মতি লইয়া যাবতীয় কার্য্যসম্পা-
দন সাধ্যায়ত্ত নয়। এখনকার ন্যায় তখন
অনুমতিগ্রহণেরও সুবিধা ছিল না
...গবর্ণর জেনরলকে অনেক সময়ে
স্বাধী...গী হইয়া অনেক কার্য্য করিতে
হইত। কাজে কাজেই সর্ব্বোচ্চ পদে সবি
শেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এক জন প্রধান
লোকের অবস্থান একান্ত আবশ্যক হইয়া
উঠিয়াছিল। কিন্তু এখন সেসমুদায়েরই
পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শাসনপ্রণালীর
অবয়বসংস্থান অন্যপ্রকার হইয়াছে। এখন
এখানে ...সংক্রান্ত সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরীর
আধিপত্য হইয়াছে। এখন ইংলণ্ডেশ্বরী
ষ্টেটসেক্রেটারি নাম দিয়া এক জনকে
...করিয়া দিয়াছেন। এখন গবর্ণর
...রলের বুঝি কাম্ম গিয়াছে। এখন
গবর্ণর জেনরলের পূর্ব্ববৎ ক্ষমতা
তাঁহাকে ষ্টেটসেক্রেটারির
...ীন হইয়া চলিতে হয়।
...ইতেছে ষ্টেটসেক্রেটারি
...বর্ণর জেনরলকৃত আজ্ঞা
অন্য প্রকার ব্যবস্থা
...অতএব যখন গবর্ণর জেন
...বং স্বাধীনতা নাই এবং তাঁহার তাদৃশ উপযোগিতা নাই, তখন
আর মধ্য স্থলে এক জন বহুবেতনভুক
কর্ম্মচারী রাখিয়া ভারতবর্ষের অর্থধ্বংস
করা কেন? অনাবশ্যক এক কপর্দ্দকও
ব্যয় করা উচিত নয়। গবর্ণর জেনরলের
বেতনপ্রভৃতিতে কেবল যে বর্ষে বর্ষে ৫।৬
লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এরূপ নয়, তিনি যদি
কিছু খামখেয়ালি হন, অনেক টাকা
জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। সর জন লরেন্স
দরবার ও সিমলাবাসপ্রিয়তা হেতু অন
র্থক কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া গেলেন।

গবর্ণর জেনরলের পদ রহিত হইলে
কার্য্য চলিবার ব্যাঘাতসম্ভাবনা নাই।
এখন ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই
গবর্ণর ও লেপ্টানেন্ট গবর্ণর হইয়াছেন।
লেপ্টনেন্ট গবর্ণরদিগের পূর্ণ ক্ষমতা
প্রদান করিলেই চলিবে। ষ্টেট
সেক্রেটারি এক্ষণে গবর্ণর জেনরলস্থানীয়
হইয়াছেন। উক্ত গবর্ণরেরা তাঁহার নিকট
দায়ী হইয়া সকল সম্বন্ধে তাঁহার সহিত
লিপি পত্র করিবেন সন্ধিবিগ্রহের ভার
প্রধান সেনাপতির স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হউক।
যে স্থলে যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে
তত্রত্য গবর্ণর তাহার অমাত্যতা করি
বেন। এখনও গবর্ণর জেনরলেরা মন্ত্রির
কার্য্য করেন এইমাত্র। বিশেষ বিশেষ
গবর্ণরের উপরে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের
ভার সমর্পিত হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বো
ক্ত যেবিধানভুত ধ্রুব নক্ষত্রে বদ্ধ
হইয়া রাশিচক্র যেমন পরিভ্রমণ
করিতেছে, উল্লিখিতপ্রকার ব্যবস্থা
হইলে গবর্ণরেরাও তেমনি সেক্রে
টারির মতানুগত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য
সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। এ ব্যবস্থায়
এই আর এক লাভ হইবে, ভিন্ন ভিন্ন
প্রদেশের গবর্ণরদিগের স্ব স্ব প্রদেশের
আয়ব্যয়ের সমতাবিধানে সবিশেষ যত্ন
জন্মিবে। এতদ্দ্বারা লোক মিতব্যয়িতায়
অভ্যাস হইয়া উঠিবে। মিতব্যয়িতাই
আয়ব্যয়ের সমতাবিধানের মুখ্য উপায়।
এ উপায় অবলম্বিত হইলে করে করে
প্রজাকে বিব্রত করিয়া তাহাদিগের উদ্বে
গজনক হইতে হইবে না। এখন পুলিষ
ও বিচারাদি কার্য্যে দিন দিন ব্যয়বৃদ্ধি
করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে।
এ সময়ে গবর্ণর জেনরলের পদ উঠাইয়া
দিয়া তাঁহার বেতন বাঁচাইতে পারিলে ঐ
সকল বিষয়ে অনেক আনুকূল্য হইবে।

—:০:—

মালতীমাধব নাটকের অভিনয়।

গত ২৫এ মাঘ শনিবার রাত্রিতে
আমরা পাথুরিয়াঘাটায় মালতীমা-
ধব নাটকের অভিনয় দর্শন করিতে
গিয়াছিলাম। নাটকের গল্প এই;—
বিদর্ভনগরের মন্ত্রিপুত্র মাধব নিজ বন্ধু
মকরন্দের সহিত পদ্মাবতী নগরে
উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মন্ত্রীর কন্যা
মালতীকে দর্শন করেন এবং তাঁহার
প্রতি আসক্ত হন। মালতীরও মনে
অনুরাগসঞ্চার হয়। মকরন্দও মাল
তীর সহচরী মদয়ন্তিকার প্রতি অনুরক্ত
হইলেন নায়কনায়িকাদিগের পরস্পর
মিলনের চেষ্টা হইতেছে, এমন সময়ে
অঘোরঘণ্ট নামক এক জন যোগী যোগ
সিদ্ধির উদ্দেশে মালতীকে বলি দিবার
নিমিত্ত এক শ্মশানে লইয়া গেলেন।
মাধব তথায় উপস্থিত হইয়া যোগীকে
বধ করিয়া তাঁহার উদ্ধারসাধন করিলেন।
রাজার এই চেষ্টা ছিল যে মদয়ন্তিকার
ভ্রাতা নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ
হয়; কিন্তু পরিব্রাজিকা কামন্দকীর
কৌশলে সে চেষ্টা সফল হইল না।
উহারই কৌশলে মকরন্দ স্ত্রীবেশে
বাসরগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেইখানে
মদয়ন্তিকা পতি লাভ করিলেন। মকরন্দ
মদয়ন্তিকাকে লইয়া পলায়ন করিয়া
আসিতেছেন, এমন সময়ে নগররক্ষক
তাঁহাকে ধরিল। মাধব তাঁহার সাহায্যার্থ

আমি শব্দস্তোম মহানিধি নামে একখান সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২ দুই টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেজে আমার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

১২৭৫ সাল } শ্রীতারানাথ শর্ম্মা
১ লা ফাল্গুন } কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ

—০—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১লা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বাল্প জল ফুট	ইঞ্চ
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১০	৬
মহানায়	৬	৯
ঐ হইতে জঙ্গিপুর ১১॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৬৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর সক্সঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
১	৯

বহরমপুর ১৩ ফেব্রুয়ারি ৬৯। } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইল্‌স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার্স ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই ফাল্গুন সোমবার।

নারিকেল ডাঙ্গার অপর পারে একটি কসাইখানা আছে। এখানে প্রত্যহ প্রায় ১০০ গরু হত্যা হয় কসাইরা স্থান পরিষ্কৃত করে না; তন্নিমিত্ত এপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয় যে, অর্দ্ধ ক্রোশ পরিধির মধ্যে লোকের বাস করা কঠিন হইয়াছে। উপনগরের মিউনিসিপালটি কি এপ্রকার সাধারণের অনিষ্টকর বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হন না? লোকের যে প্রকার কষ্ট, তাহাতে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়ে হস্তার্পণ করা কর্ত্তব্য।

—::—

আমরা কলিকাতার পুলিস কমিসনরকে অনুরোধ করিতেছি, যদি উপনগরের শান্তিরক্ষার কার্য্য গুরুতর জ্ঞান করেন, তাহা হইলে এখানকার পুলিসের ভার কনষ্টাবুলরি কর্ম্মচারীদিগের হস্তে দিবার প্রস্তাব করুন। গড়পারগ্রাম কলিকাতা নগরের ৪০ হস্ত দূরস্থিত; কিন্তু দিনের বেলায় এখানে হত্যা হইলেও এক জন পাহারাওয়ালা পাইবার যো নাই। সর্ব্বদা সিঁদ হইতেছে। পুলিস সময়ে অদৃশ্য হন। উপনগরে যথেষ্ট সংখ্যক প্রহরী নাই। রাত্রিতে পাহারাওয়ালা দুর্লভ পদার্থ। উপনগরের উপর মনুষ্য ও ঈশ্বরের কোপ পড়িয়াছে।

—:০:—

এক জন যুবক ইংরাজ নাবিক তাহার কাপ্তেনকে বধ করাতে মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয় তাহার ফাঁশীর আজ্ঞা দিয়াছেন। জুরি ও বিচারপতি লঘু দণ্ডের কোন কারণ পান নাই। কিন্তু মান্দ্রাজ মেইল এব্যক্তিকে ক্ষমা করাইবার নিমিত্ত চেষ্টায় আছেন। অন্যূনতঃ তাহার জেলের মধ্যে ফাঁশী হয়, তাঁহার শেষ প্রস্তাব হইয়াছে। মান্দ্রাজ মেইল বলেন, কতগুলি এতদ্দেশীয়ের সম্মুখে এক জন ইউরোপীয়ের ফাঁশী হওয়া বড় দুঃখের বিষয়। আমরাও বলিতেছি দুঃখের বিষয় সন্দেহ কি? ইউরোপীয়েরা পাপ কর্ম্ম করিতে জানেন, ভারতবর্ষীয়েরা এটী আজিও টের পান নাই। কোন ইউরোপীয়ের মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে গোপনে রাত্রিকালে গোর দেওয়া কর্ত্তব্য। ইউরোপীয়েরা অন্য লোকের ন্যায় পীড়ায় করেন, অসভ্য ভারতবর্ষীয় সংস্কার হইলে বিদ্রোহ হই[illegible] আছে! বাস্তবিক দোষ [illegible] তেই ত ইউরোপীয়দিগে[র] এত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

—:০:—

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়।

গবর্ণমেণ্ট একটী সবিশেষ প্রার্থ[নীয়] ও প্রশংসনীয় সদনুষ্ঠান করিয়াছেন এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার সমস্ত বিঘ্ন আছে, উপযুক্ত শিক্ষ[য়িত্রীর] অভাব তন্মধ্যে প্রধান। মিস [কার্পে]ণ্টর ভারতবর্ষে আসিয়া এই অভাবের [নিরাক]রণার্থ সবিশেষ যত্নবতী হন। [illegible] অধিকাংশ স্ত্রীবিদ্যালয়ের শি[ক্ষার] কার্য্য পণ্ডিতদিগের দ্বারা স[ম্পন্ন] হইতেছে। যেখানে অন্তঃপুর মিসন [illegible] সেখানে খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী নিযু[ক্ত] ইহাতে সম্পূর্ণ ফললাভের সম্ভা[বনা না] থাকাতে মিস কার্পেণ্টর কয়েকটী [নর্]ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্র[স্তাব] করেন। সর উইলিয়ম গ্রে এ বিষ[য়ে] প্রধান প্রধান লোকের মত জিজ্ঞা[সা] করেন; তাহাতে বহু মতামত ও [নানা] আপত্তি হয়। সর জন লরেন্স [স্থানীয়] [লোকে]র আপত্তি করিয়া বলেন, যদি সাহায্য করেন, তাহা হইলে ভারত[ব]র্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন; কিন্তু মিস কার্পেণ্টর কেবল গবর্ণর জেনরলের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর না করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে সরষ্টাফোর্ড নর্থকোটের অতিশয় উৎ[সা]হ ছিল। তিনি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করি[লে]ন। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একটী নর্ম্মাল বিদ্যালয় করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক স্থানে মাসিক ১০০০ টাকা দিবার আজ্ঞা হইল। নানা জনের নানা আপত্তিনিবন্ধন আপাততঃ [illegible]

। করিয়া দেখিবার নিমিত্ত
য় হইতেছে। কলিকাতার
লয়ে এই কার্য্য আরম্ভ করি
হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া
হইবে তাহা আশ্চর্য্যের
কিন্তু আমাদিগের স্ত্রীলোক
। উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া উচিত
সে বিষয়ে মতভেদ নাই। তবে
প্রশ্ন এই হইতেছে, হিন্দু শিক্ষয়িত্রী
প্রস্তুত করিবার সময় আসিয়াছে কি
আমরা ইহার আন্দোলনপ্রারম্ভ
ই করিয়াছি সে সময় উপনীত
। অন্ততঃ ইহার পরীক্ষা করা
গবর্ণমেণ্ট সেই পরীক্ষামাত্র
ছেন। এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রীলো
সাধারণ্যে শিক্ষা পাইতেছেন না,
ক্ষা পাইতেছেন তাহাও সামান্য
তাঁহারা সূচীর কাজ শিক্ষা ও
নি সামান্য পুস্তকমাত্র পাঠ
কোন স্ত্রীলোক এপর্য্যন্ত যথার্থ
হন নাই; সাহিত্য ও ইতিহাস
ইয়া চর্চ্চা করা যায়, এমত এক জন স্ত্রী
কও এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দর্শন দেন
নাই। কৃতবিদ্য পুরুষমাত্রেই এই দুঃখ
অনুভব করিতেছেন। যেমন স্ত্রীবিনা
সংসার ণ্য, সেইপ্রকার নিজে কৃত
বিদ্য হইয়া অজ্ঞ স্ত্রীর সহবাস করাও
কষ্টকর। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা সকল
বিষয় বুঝিয়া উৎসাহ না দিলে আমরা
যথার্থ মনুষ্যত্বে সমর্থ হইব না।
"আমারস্বামী প্রধান মন্ত্রী না হইলে
আর মহাসভার তে আসিব না"
ডিসরিলি সাহেব প্রথম বার বক্তৃতা
করিয়া অকৃতার্থ ও লজ্জিত হইলে বিবি
ডিসরেলি এই পণ করিয়াছিলেন। এই
স্ত্রীলোকের সেই প্রতিজ্ঞা ও তন্নিবন্ধন
উৎসাহের জন্য ডিসরেলির এত মহত্ত্ব
লাভ হইয়াছে। আমাদিগের স্ত্রীলোক
গণকে কি বিবি ডিসরেলির সদৃশ উচ্চ

মনা করিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত নহে? বৃথা প্রতিবন্ধকতাচরণ করা কি উচিত? যখন এই সদনুষ্ঠানের আরম্ভ করিবে তখনই এই প্রকার প্রতিবন্ধকতা হইবে।

এ স্থলে আমরা অতিশয় সতর্ক হইয়া কাজ করিবার অনুরোধ করিতেছি। মিস কার্পেণ্টর শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যে রাখিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপাততঃ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল স্ত্রীলোক নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে আসিবেন, তাঁহাদিগকে আবৃত শকটে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে যে সে পুরুষ দর্শক যাইতে পারিবেন না। যে সমস্ত স্ত্রীলোক নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ আসিবেন, তাঁহাদিগের লোভ ও উৎসাহ জন্মে এরূপ অর্থদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

— ঃ —

বঙ্গদেশের দাতব্য চিকিৎসালয়
সমূহের ১৮৬৭ অব্দের
রিপোর্ট।

গত বুধবারের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গদেশের দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহের ১৮৬৭ অব্দের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ষাণ্মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করিবার নিয়ম ছিল; কিন্তু বার্ষিক রিপোর্টের নিয়ম হওয়াতে অসঙ্গত বিলম্ব হইতেছে। ১৮৬৭ অব্দের শেষে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৫টী চিকিৎসালয় ছিল। ১৮৬৬ অব্দে ১০৩ টী থাকে। ফলতঃ ১৮৬৭ অব্দে ৩২ টী নূতন চিকিৎসালয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১২টী জমীদার ও অন্য অন্য লোকের সাহায্যে এবং ২০ টী বিনা চাঁদায় কেবল ব্যক্তিবিশেষের বদান্যতায় চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট কেবল ঔষধ ও চিকিৎসকের বেতন দিয়া থাকেন। ৩ ৩৫,৯৪৯ জন রোগী চিকিৎসার্থ আগমন করিয়াছিলেন। গড় ধরিয়া প্রত্যহ ৪২২৬ জনের চিকিৎসা হয়। চিকিৎসালয়ে ১৭০,৫৪ জন রোগী থাকিত। ১৮৬৬ অব্দে দুর্ভিক্ষনিবন্ধন পীড়া অধিক হওয়াতে ১৯,৭৫৫ জন হইয়াছিল; কিন্তু ১৮৬৭ অব্দে বাহিরের রোগীই অধিক। চিকিৎসালয়স্থ রোগীর মধ্যে ৩,০৮৬ জনের অর্থাৎ শত করা ১৮·০৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসরে ২৯ ৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এটী প্রীতিকর সন্দেহ নাই। চিকিৎসালয়সমূহের ৪,৫৬,৬৬ টাকা মূলধন ৩,৩৬২২৭॥৫ টাকা আয় ও ২,৫২,৯৮১।৶১৭॥ টাকা ব্যয় হইয়া ৮৩,২৪৬॥৶১০ টাকা জমা ছিল। প্রতিরোগীর আহারার্থ দেড় আনামাত্র ব্যয় হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় অনেক জমীদার চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত সাহায্য করিয়া থাকেন। এক্ষণে প্রায় সকল জমীদার এ বিষয়ে যত্নবান্ হইতেছেন, এটী অতিশয় সুখের বিষয়। সকল জেলা অপেক্ষা যশোহরে এতদ্বিষয়ক যত্ন অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু লোকসংখ্যা ধরিয়া যদি বিবেচনা করা যায়, ইউরোপীয়দিগের দান আমাদিগের অপেক্ষা অধিক। কারণ এতদ্দেশীয়েরা ৩৭,১৪৯।৶১৫ টাকা দান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে ইউরোপীয়দিগের দান ২২,৩১৯)১৫ টাকা হইতেছে। ইউরোপীয়েরা কেবল ধর্ম্মার্থ দান করেন, তাঁহাদিগের স্বার্থসম্বন্ধ নাই। তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অন্ততঃ চারি গুণ অধিক দান হওয়া উচিত।

দিনাজপুর, মালদহ, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলীতে সংক্রামক জ্বর হইয়াছিল। যশোহর, ২৪ পরগণা, কুষ্টিয়া, মুঙ্গের রাজসাহী, মালদহ, উৎকল ও ঢাকায় ওলাউঠা হয়। কয়েকটী বিভাগে বসন্ত হইয়াছিল। ওলাউঠা বরাবর প্রায় সমানই রহিয়াছে, কিন্তু ১৮৬৭ অব্দে অনেক স্থানে জ্বর বড় অধিক হয় নাই। দুই এক

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৫ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

বার্ষিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ১২ ই ফাল্গুন। ১৮৬৯। ২২ ফেব্রুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ... ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টা

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

পঞ্চমবার মুদ্রিত। এবারে স্থানে স্থানে বহুব স্থাবিক বিষয়ের পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশের নদী, পর্ব্বত, উৎপন্ন, বাণিজ্য ও জেলাসমূহের বিবরণ সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোং যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

৮ ই ফাল্গুন ১২৭৫ } শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

—:০:—

চন্দ্রাবতী নাটক।

শ্রী নিমাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক আড়পুলি নাট্যশালায় অভিনয়ার্থ বিরচিত। বহুবাজার ১৭২ নং ষ্টানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা ডাকমাশুল ৵০।

—:০:—

দুর্গোৎসব নাটক।

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট ও কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

———

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপালিটির বাটীর মালিকগণ যাহারা বাঙ্গালা কাউন্সেলের ১৮৬৮ সালের ৩ আইনের ১ ধারার মর্ম্মানুসারে মিউনিসিপাল বাটী ভাড়া বিষয়ে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত ধারার বিধান অনুসারে মিউনিসিপাল কমিসনরগণকে বাটী খালি হইবা[illegible]

থাকে তবে প্রত্যেক কোয়ার্টারের প্রথমেই উক্ত সংবাদ দিতে হইবে। আর যে তারিখে প্রথম সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেই তারিখ হইতে ঐ আইন অনুসারে যত টাকা রেহাই দেওয়া যাইবে তাহা গণনা করা হইবে।

আলিপুর ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ } কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের মিউনিসিপাল কমিসনরগণের চেয়ারম্যান

—:০:—

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠার্থ একটী শ্রেণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা। হরিনাভি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

—:০:—

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অধর লাল সাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং সরল বঙ্গলা অনুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ॥০ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ৴০ আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মির্জাপুর মেডিকেল হল।

১। এতদ্দ্বারা আমাদিগের ঔষধক্রয়কারি সুহৃদ, সংকারী ও সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ইংরাজি সম্বন্ধে অর্ণবপোত " ষ্টার অব কেসীয়া, [illegible] উইক, ব্রিটিস প্রীন স " দ্বারা দশ সহস্র মূল্যের ঔষধ পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি আমরা বিলাত হইতে ইং সন ১৮৬৮ সালের শেষ ত্রৈমাসিক ইং সম্বন্ধে " ব্রিটিশ ফলাগ, কিং আর্থর, ব্যাকস " নামক অর্ণবপোতত্রয়দ্বারা ৮৩ ইউরোপীয় ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সমস্ত ঔষধ ন্যূনাধিক সাত সহস্র টাকা মূল্যে [illegible] করা হইয়াছে।

২। আগামি বৎসরের প্রথম ত্রৈমাসিক ইং উপলক্ষে চিকিৎসোপযোগী অস্ত্র ও [illegible] প্রস্তুতকরণের ও ঔষধবিক্রয়করণের নানা সামগ্রী ও সজ্জা ও বিবিধ ঔষধ ইং সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত হইতে পৌঁছিবে।

৩। আমরা অধিক পরিমাণে ও খুচরা উভয়রূপে ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকি।

৪। এই সমস্ত দ্রব্যাদির আসল বিল [illegible] চালান ও অন্যান্য দলীল কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া ৩১ সংখ্যক ভবনে ঔষধালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীনাথ দেব মহাশয় কিম্বা [illegible] ৫৫ সংখ্যক ভবনে উক্ত ঔষধালয়ের ম্যানেজর শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] পাল মহাশয়ের নিকট দেখিতে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা ৫ ই ডিসেম্বর ইং সন ১৮৬৮ } [illegible]

—:০:—

আমাদিগের এ প্রস্তাবের অবতারণার মূল।

রেবরেণ্ড লালবিহারি দে প্রথমে শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষাদানের আবশ্যকতাপ্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের শিক্ষার্থ কতগুলি বিদ্যালয় আবশ্যক ও কি উপায়ে তাহার ব্যয় সংস্থান হইবে, ইহার বিচার করিয়াছেন। তিনি অনুমান করেন, বাঙ্গালা দেশে ৪০০০০০০০ লোকের বসতি, প্রতি ১০০০ লোকের নিমিত্ত এক একটী বিদ্যালয় আবশ্যক। এ নিয়মে ৪০০০০ বিদ্যালয় করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ১০ টাকার হিসাবে ধরিলে ৪৮ লক্ষ টাকা হয়, তত্ত্বাবধানের ব্যয় ৩ লক্ষ, ৮০ টী নর্ম্মাল স্কুলে ৩ লক্ষ, ৮০ টী প্রাইমরী হাইস্কুলে ৩ লক্ষ এবং গৃহসংস্কারাদির নিমিত্ত ৩ লক্ষ সমুদায়ে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়। তিনি ৬০ লক্ষ টাকার আয়ের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন, তাহা এই:—

লবণের উপরে টাক্স	২২ লক্ষ
জমীদারের নিকটে	৭ ঐ
গবর্ণমেণ্ট	২১ ঐ
স্কুলিং ফী	১০ ঐ
মোট	৬০ ঐ

রেবরেণ্ড লালবিহারী দে শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা করিয়া তদনুরূপ অভীষ্ট ফললাভ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এ বিষয়ের বিবেচনা করিবার অগ্রে তিনি যে আয়ের ফর্দ্দ দিয়াছেন, তৎসংগ্রহ সাধ্যায়ত্ত কি না এবং তিনি যে রীতিতে উহাদিগের শিক্ষাদান প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সেটী আদরণীয় ও অবলম্বনীয় কি না, তদ্বিবেচনা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন, সকলকেই বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, এইপ্রকার একটী আইন করিতে হইবে, যে বিদ্যালয়ে না যাইবে, সে দণ্ডনীয় হইবে। শিক্ষাদানকে বলপ্রয়োজ্য করিবার প্রস্তাবটী কলসপূর্ণ দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্রপ্রদান তুল্য হইয়াছে। কৃষকদিগকে যদি বলপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষাকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক স্কুলিঙ ফী আদায় করা হয়, তাহাদিগের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ জন্মিবে। প্রসিয়ার ন্যায় বলপূর্ব্বক বিদ্যাদানস্থান বঙ্গদেশ নয়। এখানে শিক্ষাকার্য্য বরাবর ঐচ্ছিক হইয়া আসিয়াছে। অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করা এ দেশের অভ্যস্ত নহে। অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের আহারব্যয় দিয়া চির কাল অধ্যাপনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। এ দেশ চিরপরাধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, অতএব এদেশীয়দিগকে বলপূর্ব্বক শিক্ষাদানকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা অসঙ্গত হইতেছে না, রেবেরেণ্ড লালবিহারী এই যে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, এটী নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এদেশীয়দিগের রাজনীতিসংক্রান্ত চিরপরাধীনতাই ছিল; কিন্তু শিক্ষাসম্বন্ধে কোন কালে সে অধীনতা ছিল না। বিশেষতঃ এদেশীয়েরা এক্ষণে এক স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির আশ্রয়চ্ছায়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁদিগকে ক্রমে সকল বিষয়ে স্বাধীনতারসজ্ঞ করা উচিত; কিন্তু রেবরেণ্ড লালবিহারী যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাতে ইহাঁদিগের যে বিষয়ে চিরকালের স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইতে চলিল।

প্রস্তাবলেখক আয়ের যে পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও রুচিকর ও সুসাধ্য হইতেছে না। লবণের টাক্স বৃদ্ধি করিতে গেলে দরিদ্রদিগেরই কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। যেসকল দ্রব্যের উৎপত্তি পর্জ্জন্য দেবের অনুগ্রহাপেক্ষী [illegible] তাহা মহার্ঘ ও সুলভ হয়, দ[illegible] অগত্যা সময়ে সময়ে মহার্ঘ্য [illegible] জন্য কষ্টভোগ করিতে হয়; [illegible] যে দ্রব্যের উৎপত্তিবিষয়ে দৈবে[illegible] কৃপা অপেক্ষণীয় নয়, তাহাও যা[illegible] অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় দুর্ম্মূল্য হয়, তা[illegible] নিতান্ত কষ্টকর হইবে সন্দেহ নাই এ নিমিত্ত জমীদারদিগের নিকট হই[illegible] করগ্রহণ যে বিধেয় নয়, আমরা কয়েবার তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি, তাঁহা[illegible] যে অর্থ দিবেন, তাহা প্রকারান্তর করি[illegible] কৃষকদিগের নিকট হইতেই আদায় করি লইবেন। প্রতিকার্য্যে যদি তাঁহাদিগে[illegible] নিকট হইতে নূতন নূতন করগ্রহণ কর[illegible] হয়, তাঁহাদিগের সহিত যে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহার অর্থ[illegible] থাকে না।

তবে কি শ্রমজীবী ও কৃষকদিগে[illegible] শিক্ষার কোন উপায় করা হইবে না ইহার উত্তরদানস্থলে আমাদিগে[illegible] বক্তব্য এই, এ[illegible] উপায় [illegible] সে উপায় গুরুট্রেণিঙ বিদ্যালয় ও তাহার অধীনস্থ পাঠশালাগুলি। ঐগুলি কেবল শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষাদানকার্য্যে বিশেষরূপে বিনিযোজিত করা হউক, ইহাতে আর[illegible] একটী বিশিষ্ট উপকারলাভ হইবে। এক্ষণে ঐসকল পাঠশালায় উচ্চ শ্রেণী ও মধ্যম শ্রেণীর বালকেরাও অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, পাঠশালাগুলি দ্বারা ঐ ঐ শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা জন্মিতেছে। সে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রান্ত হইবে এবং যে গুরুপাঠশালারূপ কার্য্যটী আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ব্যয়ও বিফল হইবে না। এক্ষণে প্রথম

...নিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোল ডাঙ্গার মধ্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে ... ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাওয়া যাইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
...সইতিহাস	১	টাকা
রামইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	৷	আনা
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶	ঐ
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶	ঐ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৬	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

—:০:—

আমি শব্দস্তোম মহানিধিনামে একখানি ... সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি... উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি ... খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের ... ২ দুই টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সংস্কৃত ...র পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেজে ...ার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারি...।

১২৭৫ সাল } শ্রীতারানাথ শর্ম্মা
...ফাল্গুন } কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ

—:০:—

বিবিধ প্রবন্ধাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তক ... এক আনার হিসাবে কমিশন দি... ...র পুস্তক লইলে ৶১০ আনার হিসাবে ...বেন।

...ভুবনাবলী	৪	টাকা
...কটীন অবরোধিনীর গল্প...		
...দ ঠাকুর প্রণীত	১০	ঐ
...দূত সটীক	১॥০	ঐ
...কুমার সটীক	২॥০	ঐ
...বেণীসংহার সটীক	২॥০	ঐ
...কিরাত সটীক	৪	ঐ
শ্রীমদ্ভাগবত সটীক	৩২	ঐ
...শ্রুত	১০	ঐ
...টীকাদি, জয়মঙ্গল ও ...		
...থের টীকা সহিত	৩২	ঐ
সংস্কৃত ডেক্সনারী উইলসন সাহেবকৃত	৫০	ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত

১৭	খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০	ঐ
ঐ ৬	ঐ বিরাটপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৭	ঐ উদ্যোগপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৮	ঐ ভীষ্মপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৯	ঐ দ্রোণপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১০	ঐ কর্ণপর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১১	ঐ শল্য পর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১২	ঐ সৌপ্তিক পর্ব্ব	১	ঐ
ঐ ১৩	ঐ স্ত্রী পর্ব্ব	১॥	ঐ
ঐ ১৪	ঐ শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৫	ঐ মোক্ষধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৬	ঐ অনুশাসন পর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১৭	ঐ শেষ পাঁচ পর্ব্ব	৩	ঐ

বিচার তরঙ্গিণী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনান্তর্গত বিচার ও মীমাংসা বচন প্রমাণ সহিত	১	ঐ
ভ্রান্তি দর্পণ	১	ঐ
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বশ্রুতি	৩২	ঐ
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫	ঐ
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩	ঐ
উত্তর নৈষধ নারায়ণী টীকা সহিত ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২	ঐ
সিদ্ধান্ত কৌমুদী সম্পূর্ণ	১৮	ঐ
ঐ শেষ খণ্ড	৭	ঐ
বিবেকরত্নাবলী বেদান্তদর্শনের মত ও বিচার	২॥	ঐ
কর্ম্মাক্ষন কর্ম্মকাণ্ড বিষয় সিদ্ধান্ত	২	ঐ
দায়ভাগ কুলবক সাহেবকৃত ইংরাজী তর্জমা	১০	ঐ

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগর বিক্রেতা

—:০:—

বাঙ্গালা ভূচিত্রাবলী।

কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত ইহাতে ৩১ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে বাঁধান। স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রে পুস্তকালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটলডাঙ্গার ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্সদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় মূল্য ৪॥ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

—:০:—

২৪ পরগনার অন্তঃপাতী কোন্নগরের যে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল তাহা উঠিয়া ২ রনাতি ইং সং বিদ্যালয়বাটী মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে তথায় পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ॥০ আট আনা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৶০ ছয় আনা। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং তত্রাচ থানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
৪ ঠা মাঘ } অধ্যক্ষ।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা অগ্রিমমূল্য ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিশেষে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গার্ডেন রীচ ২৭ নং বাটী বাগান ... ১৬ মৎজোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

সোমপ্রকাশ।

১২ ই ফাল্গুন সোমবার।

গতবারে শিবপুরের এক জন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন, এবারেও লিখিয়াছেন, তত্রত্য মিউনিসিপালিটি অতিশয় অবিচার করিতেছেন। যিনি যে বাটীর যে ভাড়া পাইতেছেন, তিনি তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু আসেসর তাহা গ্রাহ্য করিতেছেন না। তিনি আপনার ইচ্ছামত ভাড়া

ও মধ্যম শ্রেণীর উচ্চপ্রকার শিক্ষালাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে। সে ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ক্রমেই পূর্ণ করিয়া দিইবে। আরও গুরুপাঠশালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৃষক ও শ্রমজীবীদিগের নিমিত্ত বৃদ্ধি ও পরিবর্দ্ধিত করা হউক এবং যাহাতে তাহারা সচ্ছল হয়, তাহাদিগের হিত ভূমির স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া তাহা দেওয়া হউক। সচ্ছল হইলে ঔৎসুক্য হওয়ায় তাহারা স্বতই শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। উহাদিগের শিক্ষার ব্যয় প্রদান ভারগ্রহণ গবর্ণমেণ্টের যে অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রস্তাবলেখক তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত তিনি আমাদিগের একটি ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বঙ্গদেশে যে আয় হইতেছে, বাসীদিগের শিক্ষার্থ যে ব্যয় দেওয়া হইতেছে, তাহা কোনরূপে তাহার অনুরূপ নহে। আজিও গবর্ণমেণ্টের অনেক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে। এদেশীয়দিগকে শিক্ষা শিখান উচিত কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসার পর যখন গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে প্রধান বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, তখন কি টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল? তবে এখন কেন এ প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে? ব্যয়ের অনটন হইলে পরোক্ষ করদ্বারা তাহা পরিপূরিত হইয়া আসিবে। অপরোক্ষ কর এদেশীয়দিগের একান্ত বিদ্বেষী।

—০—

উপনিবেশে কুলি প্রেরণ
বন্ধ করা উচিত।

নেপলিয়নের অধঃপতনের পর ইংলণ্ডে একখানি পত্র কৌতুক করিয়া লার্ড কাসলরিয়ার এক প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। লার্ড কাসলরিয়ার কোরতার উভয় ক্ষেত্রে নানা দেশ ও প্রদেশের চিত্র ছিল। কোনখানি প্রুশিয়া, কোনখানি রুশীয়া, কোনখানি অষ্ট্রিয়া বাহির করিয়া লইতেছেন। কাসলরিয়া হাস্য ও নমস্কার করিতেছেন। এটী কাসলরিয়ার নহে, ইংরাজ জাতির চিত্রপট। পরের জন্য আপনার অনিষ্ট আর কোন জাতি এত বহেন নাই। ওয়াটর্লুর যুদ্ধের পর ইংলণ্ড ইউরোপের কর্ত্রী হন। তিনি না থাকিলে কখনই নেপলিয়নের পতন হইত না, কিন্তু সহস্র সহস্র সৈন্য ও কোটি কোটি টাকা নষ্ট করিয়া ইংলণ্ড কয়েকটীমাত্র সামান্য উপনিবেশ লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন; লাভ জর্ম্মণী ও রুশীয়ার হইল। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া জনবুল দেখিলেন, ছয় শত কোটি টাকা ঋণ হইয়াছে। জর্ম্মণীর উপরে ইংলণ্ডের বড়ই প্রেম, জর্ম্মণীর যত বার বিপদ হইয়াছে, তত বার ইংলণ্ড সৈন্য ও টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন; কিন্তু আপনার কাজ হইবামাত্র জর্ম্মণীর রাজকুমারগণ ইংলণ্ডকে অপমান করিয়াছেন। তথাপি কল্য যদি ফরাশী সৈন্যগণ বারলিনে প্রবেশ করিয়া রাইন নদীস্থিত প্রদেশটি গ্রহণ করে, পরশ্ব ইংলণ্ড নিরপেক্ষ রাজনীতি পদদ্বারা দলন করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিবেন। কিন্তু লণ্ডন ভস্মসাৎ হইলেও এক জন জর্ম্মণীর দুঃখপ্রকাশ করেন কি না সন্দেহ। কাফ্রিদিগকে ক্রীত দাস করিয়া কষ্ট দেওয়াতে ইংলণ্ড দুঃখিত হইয়া ২০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদিগের স্বাধীনতা সম্পাদন করিলেন। অদ্যাপি প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড ক্রীতদাসত্ব নিবারণ করিতেছেন। এটি প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। ফরাশী আবাদকরগণ আফ্রিকা হইতে কুলি বলিয়া ক্রীত দাস লইয়া যাইতেন। ইংলণ্ড বলিলেন, ও কাজ করিও না। তবে লোকের আবশ্যক হয় ত আমার ভারতবর্ষীয় পুত্রগণ তোমাদিগের ইক্ষুক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিবে। ফরাশী গবর্ণমেণ্ট কুলি লইয়া যাইবার স্বত্ব পাইলেন। ডেনমার্ক আপন রাজকুমারী ইংলণ্ডের উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ পণ প্রার্থনা করিলেন। ভদ্রতায় জনবুল খর্ব্ব হইবার লোক নহেন। অমনি ডেনমার্কীয় উপনিবেশে ভারতবর্ষের কুলি প্রেরণের আজ্ঞা দিলেন; কিন্তু ইংলণ্ডের এই ভদ্রতা বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে।

ইংলিশমানের পারিসস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতি আমেরিকার সমুদ্রে একখানি ক্ষুদ্র নৌকাতে চারি জন ভারতবর্ষীয় কুলি লক্ষিত হয়। এক জন ফরাশী কাপ্তেন তাহাদিগকে দেখিতে পান। নিকটে গিয়া কাপ্তেন দেখিলেন, ইহাদিগের সকলের গলদেশ ছিন্ন। নিজের জাহাজে তুলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ইহারা বলিল, উপনিবেশের আবাদের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পলায়ন করিতেছিল। সমুদ্রে পড়িয়া আহার নিঃশেষিত হওয়াতে তাহারা দশ দিন অনশন থাকে। এক ব্যক্তি ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। তাহারাও অধৈর্য্য হইয়া আত্মহত্যার নিমিত্ত গলদেশে ছুরিকা দেয়। তিন ব্যক্তি কয়েক ঘটিকার পর প্রাণত্যাগ করে। এক ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া ফ্রান্সে গমন করিয়াছে। তাহাকে শীঘ্র এ দেশে প্রেরণ করা হইবে। উপনিবেশের আবাদে ভয়ঙ্কর কষ্ট। যেমন পরিশ্রম, সেইপ্রকার যন্ত্রণা। আবাদকরগণ সর্ব্বত্র সমান। প্রহার তাঁহাদিগের প্রধান অস্ত্র। উপনিবেশ হইতে যে সকল কুলি প্রত্যাগমন করে, তাহাদিগের সকলই তাহার ভয়ঙ্কর বর্ণনা করিয়া থাকে। যে কিছু সুখ মরিসসে আছে। কিন্তু ডেমারেরা, গায়ানা, বোরবণ, সিচেলিস,

ত হইতেছে। প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ন একাদশ সময়ে তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া সপর্য্যন্ত বিপুল পরিশ্রমসহকারে মক দ্দমা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতেছেন, প্রায় অনেকেই তাঁহাকে পরিশ্রমশীল এককণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন। রামশঙ্কর বাবু প্রকৃত সাধুবাদের পাত্র [illegible] তাঁহার বিচারপ্রণালী যেরূপ বিশুদ্ধভাবা [illegible] ব্যবস্থাবমার্গ ও ধর্ম্মনীতি তদ্রূপ বিশুদ্ধ ভাবে পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাঁহার রাজকার্য্য বিষয়ে পরিশ্রম, [illegible] ও অনুরাগ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তিনি স্বীয় অধীন (ফৌজদারী আমলা।) কর্ম্মচারীর উপরে কোন কর্ম্মের নির্ভর করেন [illegible] প্রায় সমুদয় বিষয় স্বয়ং তন্ন তন্ন করিয়া [illegible]য়া লইয়া কাজ করিয়া থাকেন। আমরা ডেপুটি বাবুর আগমনসম্বাদ শুনিয়া প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে [illegible]মণ্ডপে গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি সন্তুষ্টমনে আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করাতে আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত ও বাধিত হইয়াছি। তিনি আমাদিগকে দেখিবা নম্রভাবে দেশহিতকর যে যে বিষয়ের প্রস্তাব করেন, তাহাতে তাঁহার দেশহিতৈষিতা বিদ্যোৎ সাহিতা পরিণামদর্শিতা এবং মহানুভবতাগুণের সমীচীন পরিচয় হইয়াছে। আমরা তাঁহার শিষ্টতা অমায়িকতা নীতিজ্ঞতা ভদ্রতাপ্রভৃতি অন্যান্য গুণেও অত্যন্ত প্রীত ও বাধিত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শান্তিপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী গবর্ণমেন্ট ইং রাজী বিদ্যালয়ের স্থাপনার্থ তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা, ও যত্ন দেখিয়া প্রায় সকলেই উহাতে অনুমোদন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এখানে একটী উৎকৃষ্ট জলাশয় অথবা বড়বাজের সম্মু খবর্ত্তী খাল খনন এক জন সর্জ্জিক্যাল সব আসি ষ্টাণ্ট সার্জ্জন আনয়ন ও এক জন (মিউনিসিপা লিটীর ব্যয়ে) ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসি পাল সভার প্রতিনিধি সভাপতি নিয়োজন বিষয়ে অনেকেই তাঁহাকে গবর্ণমেন্টকে জানা ইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি সন্তুষ্টের সহিত অনুমোদন করিয়া কহিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত বিষয়ে বিশেষ রূপ মনোযোগী হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টকে ঐসমস্ত বিষয় অবকা শানুসারে জানাইবেন। এখানকার পুলিষের কার্য্যপ্রণালী সংশোধন ও সবইনস্পেক্টর এবং হেড কনষ্টেবল পরিবর্ত্তন বিষয়ে যাঁহাদ দের ঐকান্তিক প্রার্থনা আমরা বোধ করি তাঁহারা উহা ডেপুটী বাবুকে অবশ্যই পরিজ্ঞাত করিবেন। বস্তুতঃ অত্রত্য পুলিষ সব ইনস্পেক্টর ও হেড কনষ্টেবল নানা কারণে অনেকের আক্ষেপের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। রামশঙ্কর বাবুও পুলিষের বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, ইতিপূর্ব্বে আমরা ডেপুটী বাবুর যে সকল সদ্গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তৎসমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিলাম। আমরা কায়মনোবাক্যে পরম পিতা পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতেছি এইযে রামশঙ্কর বাবু দীর্ঘ জীবী হইয়া কিছুকাল রাণাঘাটে থাকিয়া সুবি চার বিতরণ ও দেশের হিতব্রত প্রতিপালন করিয়া সাধারণ সমাজের যশোভাজন ও কর্তৃপ ক্ষের স্নেহভাজন হউন।

এখানকার ছোটআদালত গত জানুয়ারি মাসে রাণাঘাটে উঠিয়া গিয়াছে। এজন্য অত্রত্য অধিকাংশ বিষয়ী লোক মকদ্দমা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। অল্প টাকার মক দ্দমা প্রায় সকলেই স্থগিত করিয়াছেন। অধিক ব্যয় ও পরিশ্রম এবং কষ্টই তাহার প্রধান কারণ। বস্তুতঃ রাণাঘাটে উক্ত অদালতটী উঠিয়া যাওয়াতে শান্তিপুরের ন্যায় অন্যান্য দেশস্থ প্রায় সমস্ত বিষয়ী লোক যার পর নাই কষ্ট পাইতেছেন। উকীল মোক্তারেরা বাসার অভাবে দ্বারে দ্বারে উপাসনা করিতেছেন। বাসস্থানের অপ্রতুলতা ও খাদ্য দ্রব্যাদির দুর্ম্মূ ল্যতা নিবন্ধন অর্থীপ্রত্যর্থিগণের অভাবনীয় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। রাণাঘাট হইতে উক্ত আদালত পুনর্ব্বার শান্তিপুরে উঠিয়া আইসে, ইহাই প্রায় সমস্ত ব্যক্তির অভিপ্রেত। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমতিপ্রত্যাশায় একখানি সুদীর্ঘ আবেদন পত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সক লেই তাহাতে স্বেচ্ছানুসারে স্ব স্ব নামস্বাক্ষর করিতেছেন। প্রত্যাশিত নাম সংখ্যা স্বাক্ষরিত হইলে উহা যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

শান্তিপুর
১০ই ফেব্রুয়ারি
১৮৬৯। } শ্রীশ্যামাচরণ সান্যাল

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল শীল মুরসিদাবাদ ৭

ঐ " উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্মীসরাই ৭

ঐ রাজনারায়ণ দাস কোঙর রোসড়া ৭

ঐ " শ্যামসুন্দর রায়চৌধুরী বেহুব- [illegible]পুর ৩৮

শ্রীযুক্ত আর, এল, মার্টিন মেদিনীপুর ১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমা- সিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মনি- অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠা- ইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাই)।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি [illegible] আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি- বেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দাক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যা- ভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সিমসন বিদায় লইয়া ইউরোপে থাকিবেন, তত দিন সার্জ্জন টি, মাথু দারজিলিঙের প্রতিনিধি সিবিল সার্জ্জন হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কালী প্রসন্ন মিত্র কিছু দিনের নিমিত্ত ছাপরার দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার পাইবেন।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডাক্তর জে, এফ, এল, ওয়াইজ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর এচ, সি, মটক্লফ ঢাকার প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইবেন।

পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ। দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়র টি, এস, আইজাক সাহেব মেজর ডবলিউ, এস, টেলরের অনুপস্থানকালে রাজধানী চক্রবাড়ের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র হইবেন। তিনি ১ লা ফেব্রুয়ারি পূর্ব্বাহ্নে স্বীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বাবু উমাকান্ত ঘোষ নদীয়া বিভাগে পরীক্ষার্থ তৃতীয় শ্রেণির ওবারসিয়র হইবেন।

—:•:—

ইউরোপীয় সমাচার।

ওয়াশিঙটন ১০ ই ফেব্রুয়ারি। মহাসভা শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিবার রিপোর্ট করিয়াছেন।

লণ্ডন ১১ ই ফেব্রুয়ারি। স্পেন হইতে শেষ টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, বরগসের শাসনকর্ত্তার মৃত্যুর অনুসন্ধানার্থ সামরিক বিচারালয় স্থাপিত হইয়া এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই আজ্ঞার পরিবর্ত্ত করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

লণ্ডন ডর্বির প্রতিনিধি নিয়মানুসারে মনোনীত হইয়াছেন। টণ্টন ও ষ্টক কোর্টের প্রতিনিধিদিগের বিরুদ্ধ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। লণ্ডনের কনসারবেটিব প্রতিনিধি বেল সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ ই ফেব্রুয়ারি। স্পেন হইতে শেষ টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, মস্তর ডাইমস মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পদ গ্রহণ করাতে সাধারণ ঘোষণা হইয়াছে।

ফরাশী সীমায় কতগুলি কার্লিষ্ট ধৃত হইয়াছে।

১২ ই ফেব্রুয়ারি। দূতসভা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে গ্রীস যে সম্মতি দিয়াছেন, তাহা লইয়া গত সোমবার কাউণ্ট ওয়ালেস্কি এথেন্স ত্যাগ করিয়াছেন।

রুমেনিয়ার জাতিসাধারণ সভা অকারণ গবর্ণমেণ্টের প্রতিবন্ধকতা করাতে ভঙ্গ হইয়াছেন।

কামাস্কা হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তিআসিমাকগির হত্যাকারী হুইপানের ফাঁসী হইয়াছে।

স্পেন হইতে টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

সেনাপতি সেরানো প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আপাততঃ গবর্ণমেণ্ট গৌরবসহকারে কার্য্য করিতেছেন। তিনি অনুরোধ করিতেছেন, পরিমিত ব্যয় এবং নানা বিভাগের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া দেশের উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য।

গত কল্য ফিশমঙ্গার বাটীতে মন্ত্রীদিগকে মহাসমারোহে একটী ভোজ দেওয়া হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেব বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, আয়রলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠান মন্ত্রীদিগের স্থির কল্পনা। তিনি শীঘ্র এ বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

ডেলি নিউস বলেন, কমিসরিএট বিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী আবিসিনিয়ার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রসমূহ পুনর্ব্বার মধ্য আসিয়ার অবস্থা লইয়া আন্দোলন করিতেছেন।

পেরা ১৩ ই ফেব্রুয়ারি। এখানে সংবাদ আসিয়াছে যে ১১ ই ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় ফুয়াদ পাশা নিস নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুনিবন্ধন সকলে বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু তুরস্ক ত্যাগ করা অবধি তিনি উক্ত দেশের রাজনীতির উপরে অল্পই ক্ষমতা চালন করিতেন। ফুয়াদ পাশার মৃত্যু হওয়াতে আলী পাশা প্রধান উজীরের কার্য্যের সহিত পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীর কাজ করিবেন। তুরস্কে স্বরাষ্ট্র বিভাগের পদ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। মন্ত্রিসভার অধ্যক্ষ মিথুদ পাশা বোগদাদে বদলী হইয়াছেন। কেয়ার নীল তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ফুয়াদ পাশার মৃত দেহ তুরস্কে আনিবার নিমিত্ত সুলতান নিস নগরে একখানি জাহাজ প্রেরণ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:•:—

আমাদিগের লাহোরস্থ দাতা লিখিয়াছেন:—

১। মাঘমাসের শেষ হইল, তথাপি অদ্যাপি শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে। এখানে এখন যেরূপ শীত অঞ্চলে পৌষমাসেও বোধ হয় এরূপ না। এই সময়ে দিবাভাগ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন মধ্যে মধ্যে এক এক বিন্দু বারিও বর্ষণ হয়।

এবার উত্তরপশ্চিম মধ্য ভারতবর্ষ পঞ্জাব প্রভৃতি সর্ব্বত্রই খাদ্য দ্রব্য দুর্মূল্য হইয়াছে। এখানে এখন ৫ টাকা চাউলের মণ, গোধূম টাকায় ৮।১০ সের। তবে পঞ্জাব রেলওয়ের প্রসাদে ও গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দিকে খাল খনন করিতেছেন বলিয়া দীন দরিদ্র লোকে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে। ইহাতে দুর্ভিক্ষের বড় সম্ভাবনা নাই, আর গবর্ণমেণ্ট দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির জন্য রেলওয়ের ভাড়া কমাইয়া বড় উপকার করিয়াছেন।

২। কয়েক দিন হইল অত্রস্থ মিসনরি কলেজের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটী সভা হইয়াছিল। তাহাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর ম্যাকলিয়ড সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের ও বালকদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। অবশেষে কহেন বোধ হয় এইস্থানে আমার এই শেষ উপস্থিতি, শীঘ্রই আমি কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিব।

এই কলেজের অধীনে একটী রজনীবিদ্যালয় ও বালিকাবিদ্যালয় আছে। শুনিলাম অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট কলেজ অপেক্ষা এই মিসনরি কলেজ ভাল।

৩। সম্প্রতি পঞ্জাব রেলওয়ের আসিষ্টাণ্ট এজেণ্ট এক জন ইংরাজ তহবিল ভাঙ্গা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী হইয়া সার্দ্ধ দুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছেন। শুনিলাম এখানকার বিচারপতিরা স্বজাতীয় পক্ষপাতে অন্ধ নহেন, ইঁহাদিগের হাতে ইংরাজ অপরাধী কখনই অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন না।

৪। এখানে দুটী স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় ও ৮।১০টী বালিকা বিদ্যালয় আছে। তাহাতে প্রায় ৩০০।৩৫০ শত ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। মুসলমান ছাত্রীরা পৃথক বিদ্যালয়ে পড়ে। তাহাদের পাঠ্য উর্দ্দু ভাষা; আর পঞ্জাবী ছাত্রীরা হিন্দী ও গুরুমুখী ভাষা অধ্যয়ন করে। এইসকল বিদ্যা

স্বন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রায় ৫০০, টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় চাঁদা ও আছে, তাহাও নিয়মিতরূপে আদায় আমাদের একটী বঙ্গীয় ভ্রাতা বাবু নবীন মহাশয় এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি বিশেষ যত্নশীল।

গত রবিবারে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে একজন পঞ্জাবী ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। বাবু নবীনচন্দ্র রায় অতি সুন্দররূপে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা ও সমাজের কার্য্য সংসাধন করেন শুনিলাম, এই নবীন বাবু সাধারণ হিতকর কার্য্যে ও পরোপকার করিতে, বিশেষ যত্নশীল।

৬। পঞ্জাবীরা বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে ও অনেক বিষয়ে ভাল হইতেছে ; কিন্তু আহার ব্যবহার ও রীতিনীতিবিষয়ে আজিও অনেক অসভ্য রহিয়াছে। আমি যখন গোয়ালিয়র হইতে তথাকার লোকের আচার ব্যবহারের বিষয় লিখি, তখন ইতরলোকদিগের স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্র হইয়া নদীতে স্নান করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম। এখানে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে গোয়ালিয়রের স্ত্রীলোকেরা সহস্রগুণে ভাল। এখানে খালের মধ্যে প্রকাশ্য রাজপথের ধারে গৃহস্থের স্ত্রীলোকেরা অসঙ্কুচিত ও অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্ব্বসমক্ষে বিবস্ত্র হইয়া বস্ত্রাদি তীরে রাখিয়া স্নানাদি করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীলোকের জন্য পৃথক ঘাট করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু কিছুতেই এই কুৎসিত ব্যবহারের অপনোদন করিতে পারেন নাই।

—:০:—

কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ডিপুটী বাবুর মফস্বলভ্রমণ। সংপ্রতি আমাদের মুনশীগঞ্জের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু রমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মফস্বল পরিভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন। তাঁহার এই সারকিট ভ্রমণে অর্থী প্রত্যর্থীর সমধিক কষ্ট হইতেছে। তিনি কোন দিন কোন স্থানে কাছারী করেন, পূর্ব্বে কেহ জানিতে পারে না। যেখানে তাঁহার অভিপ্রায় হয়, সেই খানেই কাছারীর তাঁবু সংস্থাপিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জানা থাকে না বলিয়া অর্থী প্রত্যর্থী ও আমলাকে যে কত কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয় তাহা বলা যায় না। প্রজাসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশেই গবর্ণমেণ্ট উপর্ব্বিভাগীয় শান্তিরক্ষকদিগের মফস্বলভ্রমণপূর্ব্বক বিচারকার্য্য সম্পাদনের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে যদি তাহাদের সমধিক অনিষ্ট ও কষ্ট হয়, তাহা হইলে এবম্বিধ নিয়মের অস্তিত্বের আবশ্যকতা কি? শুনিতে পাই, ডিপুটী বাবুর অভিলষিত স্থানে যথাসময়ে কোন আমলার উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কোন কোন নিষ্পত্তি শুনানির অবধারিত দিন হয় না ; সুতরাং অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষীকে প্রত্যহ অনিশ্চিতভাবে কাছারীতে উপস্থিত থাকিতে হয়। এঅংশেও তাহাদিগকে অল্প কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। এইরূপ নানাবিধ কষ্টজনিত আক্ষেপের বিষয় আমরা প্রায়ই অর্থী প্রত্যর্থী সাক্ষী ও আমলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি। অদ্য আমরা ডিপুটী বাবুকে আর কোন বিষয় না বলিয়া কেবল এইমাত্র প্রার্থনা ও অনুরোধ করিতেছি যে, আর যেন আমাদিগকে লোকের কষ্ট দেখিতে ও তজ্জনিত আক্ষেপ শুনিতে না হয়।

গত ২৮এ পৌষ রবিবার এ অঞ্চলেও এক প্রকার মন্দ ভূমিকম্প হয় নাই। ইহার স্থিতি প্রবলতাসহকারে প্রায় দুই মিনিট ছিল। শুনিলাম, ইহাতে কালীপাড়ার বাবুদিগের দুটী দালান ফাটিয়া গিয়াছে। উহার পর বুধবারও এঅঞ্চলে কিঞ্চিৎ ভূকম্পন হইয়াছিল। যাহা হউক কাছাড়প্রভৃতি স্থানে কম্প হইয়া তদঞ্চলীয় লোকদিগকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে আমাদিগকে নিতান্ত সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে।

শ্রীনগর ষ্টেশনের অধীন পাউলদিয়া গ্রাম নিবাসী শিবসর্দ্দারের বাড়ীতে গত মঙ্গলবার চুরি হইয়া প্রায় ২৫০ শত টাকা মূল্যের সোণা রূপার অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে। আজি কালি বিক্রমপুরে চুরির বিলক্ষণ বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। আমরা প্রায়ই উক্তবিধ চৌর্য্যের সংবাদ শুনিয়া থাকি। ও দিন উয়াড়ি গ্রামে আর একটী ক্ষুদ্র সিঁধ হইয়াছে।

———

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ২রা ফাল্গুন শুক্রবার মথুরাপুর, জেটকীপুকুর ও নিশ্চিন্তপুরের গবর্ণমেণ্ট সর্কেল পাঠশালাত্রয়ের বালক ও বালিকাগণের পারিতোষিকবিতরণ সন্দর্শন করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। সভাস্থলে বহড়ুনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় সভাপতির ভার গ্রহণপূর্ব্বক সুচারুরূপে নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া উক্ত পাঠশালার অধ্যক্ষ শিক্ষকগণ ও দর্শক মহাশয়গণকে পরম পরিতোষ প্রদান করিয়াছেন। পাঠশালার বালকদিগকে পুস্তকাদি প্রদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহান্বিত করা হইয়াছে এবং বালিকাদিগকে পুস্তক, বাকস, ফিতা, পুত্তলিকাপ্রভৃতি অনেক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া যে তাহাদিগকেও বিলক্ষণ সন্তুষ্ট ও উৎসাহান্বিত করা হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গমনকালে দুই একটী ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করিয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হওয়াতে আমাদিগের কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, কিন্তু পারিতোষিকসন্দর্শনে তাহা দূরীভূত হওয়া অন্তঃকরণে অতীব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। ঐ স্থানে ভদ্রলোকের বসতি অতি কম, অপরাপর লোকের ভাগই অধিক ; অতএব উক্ত পাঠশালাত্রয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মিত্র মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে তথাকার ইতর লোকদিগকে বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উৎসাহান্বিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে প্রকৃত ধন্যবাদের পাত্র তাহা আমাদিগের বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সিংহপ্রভৃতি মহাশয়গণের এ বিষয়ে অতিশয় যত্ন দৃষ্ট হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় উক্ত মহাশয়গণের এরূপ যত্ন দীর্ঘজীবী হইলেই অতিশয় আনন্দিত হওয়া যায় এবং তাহা হইলেই ঐ স্থান যে বিদ্যার বিমল জ্যোতিতে বিলক্ষণ পরিশোভিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ষাকালে বালকগণের পাঠশালায় গমনাগমনে অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় ; এমন কি প্রায় অধিকাংশ বালক উক্ত সময়ে নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে অতএব আমাদিগের অনুরোধ এই যে, ঐ স্থানের জমিদার মহাশয় এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিয়া যাহাতে সাধারণের ক্লেশ দূর হয় এবং স্বকীয়কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপে যত্নবান হউন।

সন ১৮৬৯ তাং ১৫ই ফেব্রুয়ারি

দর্শক
শ্রীযাদুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
বহড়ুর মথুরাপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

পিটিয়া ঘটিবাটি বেচিয়াও টাক্স দিয়াছিল। তখন ফইব পারসেন্টের দরুন, তাহার পর সেবেন হাফ পারসেন্টের হইল, (কিন্তু রস্তা ঘাট নবাবি সরূপ ছিল তাহাই আছে) প্রজা খাইয়াও টাক্স দিতে লাগিল। তাহার গোদার মরার উপর খাড়ার ঘা, এই বার [illegible] দিবস হইল, এক জন তাহা বিলাতি গোরা আসেসর আসিয়া পূর্ব্বকার সেই পাসমানে বর্দ্ধিত আসেস মাণ্টের উপর আবার নূতন করিয়া কাহারও দ্বিগুণ কাহার বা ত্রিগুণ টাক্স বাড়াইয়া যান। এই আসেসরটী বাঙ্গালা কিছুই বুঝেন না, বাঙ্গালিরা বুঝাইয়া দিলে বুঝেন না, বা বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালিদিগের সদর বাটীর অবস্থা দেখিয়াই অন্দরমহলেও যে ঐরূপ অবস্থা তাহা স্থির করিয়া লন। [illegible]কারণে এতদ্দেশীয়দিগের বাটীর সম্মুখটাই চিকন চাকন ও ভিতরে যে কিছুই নহে, ইহা তাহার উদ্বোধই নাই। সদরের বৈঠকখানা দেখিয়াই বাটীর সমুদায় কুঠারির এক দরে টাক্স ফেলেন। কেহ যুক্তি করিলে রসিক সাহেব ইংরাজিতে রসিকতা করিয়া উপহাস করেন ও টাক্স বাড়ান। এইরূপে তিনি ত যাহার উপর যাহা ইচ্ছা ফেলিয়া যান। প্রজারা আশা বায়ু নিবৃত্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়া কেবল অপমানিত হইয়া আসিয়াছেন! এবার শিবপুরের দরখাস্ত শুনানির দিবসে যে সাহেবটি চেয়ারমান থাকেন, তিনি কোন কথা না শুনিয়াই সকল দরখাস্তের পৃষ্ঠেই (রিজেক্টেড) এই কথা লিখিয়া কলঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ দেখিয়া অনেকেই ত বিচারের আর প্রত্যাশা না করিয়া নিজ নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যাঁহারা অনুপস্থিত, তাঁহাদের দরখাস্ত ত ঝড়াঝড় (রিজেক্টেড) হইতে লাগিল। দুই এক জন সাহসের উপর ভর করিয়া যুক্তি করিলেই সাহেব চক্ষু রাঙ্গাইয়া উচ্চৈঃস্বরে (চুপ কর) বলিয়া ধমক দেন, কাহার বেলায় বা চাপরাসি নিকাল দেও বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করেন। বাঙ্গালিরা সহজেই ভীত, কি জানি পাছে মারিয়া ফেলে, এই ভয়ে অপমান সহ্য করেন। শুনিতে পাই, এই সাহেবটি নাকি হাবড়ার কাচারির অনারেরি মাজিষ্ট্রেট। যদি এইরূপ ইহার বিচারশক্তি হয়, তাহা হইলে ত গবর্ণমেন্ট ভাল লোকের হস্তে বিচারভার দিয়াছেন! এরূপ লোক উত্তম (অপদা) মধ্যে [illegible] শিক্ষিত না হইলে এ প্রদেশের আর শ্রেয় নাই। যাহা হউক, বাঙ্গালি কমিসনর বাবুরা যখন দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের কথা গ্রাহ্য হইতেছে না, তাঁহারা কেন উঠিয়া আসিলেন না? তাঁহাদিগকে সাক্ষিগোপাল করিয়া অবিচার হইতে লাগিল, দেখিয়া তাঁহারা মানুষ হইয়া কেমন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন? হায়! মাতঃ বঙ্গভূমি! তোমার সন্তানেরাই ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। যেরূপে উক্ত দিবসে বিচার হইয়াছে, ঐরূপ বিচার কি গবর্ণমেন্টের অভিমত? বোধ হয় কখনই নহে। বোধ হয়, উপরের সাহেবেরা এখনকার প্রজারা যে এত দুঃখপ্রপীড়িত হইতেছে, ইহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। গলিতে গলিতে রাস্তায় রাস্তায় অমুক দিন অমুক গ্রামের দরখাস্তের শুনানি হইবে, বলিয়া নোটিস দেওয়া হইল, এক জন ঢোল ঘাড়ে করিয়া "যাহার যাহা আপত্তি আছে সে তাহা প্রতিবাটীর প্রতি এক আনা মূল্যের ষ্টাম্প কাগজে মিউনিসপাল কাচারিতে দাখিল করিয়া তথায় স্বয়ং বা প্রতিনিধিদ্বারা উপস্থিত হউন" এই কথা বলিয়া ঢেঁড়া ফিরিয়া যাইল। যদি শেষ কালে এইরূপ বিচার হইবে তাহা হইলে এরূপ ভণ্ডামি করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? এইরূপ করাতে কি ইহা প্রকাশ পাইতেছে না যে, কতগুলা ষ্টাম্প বিক্রয় করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য মাত্র? ইহা কি প্রকাশ হইতেছে না যে, সকল কার্য্যই বিচারপূর্ব্বক হইতেছে বলিব অথচ কিছুই বিচার করিব না? গবর্ণমেন্ট রক্ষাদণ্ড সকলেরই অবলম্বনীয় করিয়াছেন; অথচ ধরিতে যাইলেই উহা টানিয়া লইবেন? হে উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ! উৎপীড়িত প্রজাদিগের প্রতি এক বার কৃপাকটাক্ষ করুন হে মহামহিম লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ও গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর! এই সমস্ত ঘটনা সত্য কি না, প্রজাদিগের প্রতি অবিচার হইতেছে কি না, এক বার তদন্ত করুন। আমাদিগের নিকট হইতে যাহা লইবেন তাহাই দিব; কিন্তু এরূপ যেন বুঝিতে পারি যে, আমরা যাহা দিতেছি তাহা আমাদিগের বাটীর যেরূপ আয় বা যেরূপ আয় হইতে পারে সেই মতই দিতেছি ইতি।

শিবপুর
১৭ ই ফেব্রুয়ারি

বশম্বদ
শ্রী শ

—:০:—

মহাশয়! গড়বেতার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রতনলাল ঘোষ রায়বাহাদুর মহাশয় শীতকালের প্রারম্ভে মফঃস্বল দর্শনে আসিয়াছিলেন। ইহার ন্যায় কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবিষ্ট ও বিদ্যোৎসাহী সুযোগ্য বিচারপতি সব ডিবিজানে অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাত্মা কেবলমাত্র ফৌজদারী ও কালেক্টরী মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াই নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত হইল এরূপ বিবেচনা করেন না। কি সে এপ্রদেশের উন্নতি হয়, কি সে প্রদেশ শান্তভাবাপন্ন হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান আছেন।

কোতলপুর থানার অন্তঃপাতী টেনাদীঘী নামক গ্রামের সাহায্যকৃত বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামধন মণ্ডলের সম্প্রতি পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার যত্নেও উক্ত বিদ্যালয়ের অতিশয় উন্নতি হইতেছিল। ডেপুটী বাবু মফস্বলে আসিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটনা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং পাছে তাঁহার বিয়োগে বিদ্যালয়ের অবনতি হয় এই আশঙ্কায় টেনাদীঘী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভদ্র ভদ্র লোকদিগকে ডাকাইয়া তাহার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। রতন বাবুর এইরূপ যত্নে বিদ্যালয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইবার সম্ভাবনা। ইন্দুচকোল, কোতলপুর, বিষ্ণুপুর-প্রভৃতি অনেক গ্রামের বিদ্যালয় দর্শন করিয়াছিলেন। যাহাতে অধিকারস্থ বিদ্যালয়সমূহের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে ইনি সবিশেষ মনোযোগী। শিক্ষকদিগের সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করেন। ইঁহার প্রকৃতি অতি নম্র ও নিরহঙ্কার। ইঁহার সহিত সম্ভাষণে যে কি পর্য্যন্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না।

সম্প্রতি মহাশয়কে ইহার একটী সুবিচারের সংবাদ দিতেছি। গত পৌষ মাসে আহ্লাদী মুসলমানী লেগো গ্রামের দীননাথ মণ্ডলের থালা বাটী পুষ্করিণীর ঘাট হইতে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, নন্দ বাগ্দী নামক এক ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিয়াছিল, পরে চৌকীদার আসিয়া তাহাকে পুলিসে দেয়। পুলিসের হেডকনষ্টেবল তদারক করিয়া রিপোর্ট দিলে মকদ্দমার দিন সাক্ষিগণের অনৈক্যতা বশতঃ ডেপুটি বাবুর সন্দেহ হওয়াতে তিনি স্বয়ং লেগো আসিয়া ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া চুরির সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া যান, পরে ৬ ই ফেব্রুয়ারি আহ্লাদী মুসলমানীর

প্রভৃতি স্থান যমালয়। বিশেষতঃ ফরাশী উপনিবেশে অতিশয় কষ্ট হয়। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট স্বার্থপর লোক দিগের প্রদত্ত রিপোর্টে দর্শন করেন, কুলিরা সুখে আছে এবং অনেক উপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে; কিন্তু যাহারা প্রত্যাগমন করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে যথার্থ বৃত্তান্ত জানা যায়। সত্য কথা বলিতে কি? আমাদিগের গবর্ণমেন্ট প্রতিবৎসর বিনা মূল্যে আপনাদিগের কয়েক সহস্র প্রজাকে বিক্রয় করেন। ভারতবর্ষে অপরিমিত লোক নাই; আমাদিগের পূর্ত্তকার্য্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, কাফিকর ও চাকরগণ মজুরের নিমিত্ত চিৎকার করেন। যে কর্ম্ম ভারতবর্ষে আছে, তাহার উপযুক্ত শ্রমজীবী লোক ভারতবর্ষে নাই; কিন্তু গবর্ণমেন্ট পরের নিমিত্ত আপনাদিগের প্রজা ও স্বার্থক্ষ করিতেছেন। যদিও সংগ্রাহক দিগের লাইসেন্স প্রভৃতি হইয়াছে, তথাপি অধিকাংশ কুলি পরিণাম বুঝিতে না পারিয়া উপনিবেশে যায় তাহাদিগের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে না। শতকরা ২৫ জন আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করে কি না সন্দেহ। উপনিবেশে কুলিপ্রেরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। যে দেশের কৃষি সেই দেশের লোকের দ্বারা হওয়া উচিত। যে যে উপনিবেশে অধিক সংখ্যক উপনিবেশকারী গমন করেন না, তাহাতে এই প্রকাশ পায় ঐ ঐ স্থানে বাস সুখকর নহে।

—:o:—

ডাক্তার ডেবিড স্মিথ ও জগন্নাথক্ষেত্র।

বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য কমিসনর ডাক্তার ডেবিড, বি, স্মিথ পুরীর বিষয়ে একটী উত্তম রিপোর্ট করিয়াছেন। আমরা এই তীর্থ স্থানের যে যে দোষের উল্লেখ করিয়াছিলাম ডাক্তর স্মিথ সে সমুদায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাণ্ডাদিগের দুর্বৃত্ততা, পুরীর বাসাঘরগুলের জঘন্যতা, ময়লা, ও খাদ্যদ্রব্যের কদর্য্যতা এগুলির তিনি অতি উত্তমরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ডাক্তর স্মিথের রিপোর্টের একটী মহৎ গুণ এই, ইহার মধ্যে রাগ দ্বেষ প্রকাশ নাই।

পুরী সমুদ্রতটে স্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটি নাই। কিন্তু বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট রেবাণ সাহেব যত দূর সম্ভব স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকেন কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া যে স্থানে যে মল সঞ্চিত হইয়াছে তাহা পরিষ্কৃত করা অজীর অশ্বশালার অপেক্ষাও কঠিন এবং হরকিউলিস অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন লোকের কাজ। নগরের নর্দ্দামাগুলি পরিষ্কৃত নহে, সকল গুলির ঢালও সমান নাই, এই নিমিত্ত স্থানে স্থানে জল আটকাইয়া থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬,৩৬৩ বাটী আছে। স্থায়ী বাসিন্দিগের সংখ্যা ২৫০০০।৩০,০০০ হইবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রতিবৎসর গড়ে এক লক্ষ যাত্রী এখানে সমবেত হইতেন। ১৮৪৯ অব্দে ১,৫০,০০০ এবং ১৮২৩ অব্দে ২২৫,০০০ যাত্রী হয়। কিন্তু এক্ষণে লোকের ভক্তি ক্রমশঃ কমিতেছে। গত বৎসর গড়ে ৫০০০০ যাত্রী গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে নগর ৩০০০০ লোকের বাসসমাধানে পর্য্যাপ্ত নয়, সেখানে হঠাৎ অতিরিক্ত লোক ৫০,০০০ গমন করিলে কত কষ্ট হয় তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। পুরীর প্রত্যেক লোকের ভাড়াটিয়া ঘর আছে। এইসকল গৃহে স্ত্রীপুরুষ ভেদ না করিয়া বিস্তর লোককে বাসস্থান দেওয়া হয়। রেবাণ সাহেব বলেন, যাঁহারা আরোহিপূর্ণ তৃতীয় শ্রেণির রেলওয়ে শকট দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বাসস্থানের অবস্থা বুঝিতে [illegible] কেবল শরীরটী ধরে এমত [illegible] ক্ষণ থাকে ততক্ষণ লোক প্রবে[illegible] ইহাতে স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মনী[illegible] সামান্য দয়া ও সমদুঃখ[illegible] হি[illegible] হইয়া যায়। ডাক্তর [illegible] একটী ক্ষুদ্রগৃহে ৪৫ জন [illegible] এক জনের ওলাউঠা হই[illegible] পার্শ্বে কয়েক ব্যক্তি রন্ধ[illegible] প্রস্তুত করিতেছিল। [illegible] ইচ্ছা যাত্রিগণ সেই খা[illegible] করেন। এগুলি পবিত্র[illegible] শত শত বৎসরের [illegible] নগরে কয়েকটী বৃহৎ [illegible] কিন্তু একটিরও জল [illegible] পুরীতে জগন্নাথের [illegible] হয়, তা। সকলে জা[illegible] পাণ্ডা ও রাজার অ[illegible] হয়। জঘন্য পান্থশালা[illegible] তরকারীপ্রভৃতি যা[illegible] ইহাতে পীড়া না [illegible] প্রতি বৎসর শত শ[illegible] প্রাণত্যাগ না করিবে [illegible] ধর্ম্মসম্বন্ধে [illegible] করা অতিশয় অনু[illegible] ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ[illegible] প্রজার জীবনরক্ষ[illegible] কর্ত্তব্য। ডাক্তর [illegible] জল স্বাস্থ্য রক্ষকে[illegible] ইহার অধীনে [illegible] আসিষ্টাণ্ট সাজ[illegible] সে মন্দিরে প্রবে[illegible] পরীক্ষা করিতে[illegible] বাটীগুলির [illegible] প্রস্তাব করিয়া[illegible] সালয় হয়, ইহ[illegible] এগুলির সম্প[illegible] এসকল করিতে[illegible] সে টাকা [illegible]

রে বিদ্যাশিক্ষার্থও কিঞ্চিৎ
ন্ন করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট
দর্শন করেন। পুরী এমত
যে তথা হইতে এত টাকা
জন অপেক্ষা যাত্রিকরের
প্রস্তাব করিয়াছিলেন।
গীয় গবর্ণমেণ্ট, বিভাগীয়
এবং বাবু জয়কৃষ্ণ মুখো
দ্র মিত্রপ্রভৃতি ইহার প্রতি
।ঙ্কর মিত্রেরও এই মত;
গের মতে যাত্রীদিগের
পায়বিধানার্থ কর গ্রহণ
৪। ধর্ম্মোদ্দেশে ক্ষেত্র
যদি এ অভিপ্রায়ে কর
র্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই
এ। লোকে বিনা বটে
সন্দেহ নাই। স্থানান্তরে
আহ্লাদপূর্ব্বক অধিক
ন্ত সরাইয়ে থাকের
ক্ষা বহুগুণ অধিক
রূ তাহাতে অসন্তোষ
২ পাণ্ডারা কত বার
হা দিতেই বা কে
ব মঙ্গলার্থ পথের
নয় হইবে। তাঁহা
নপালিটি পৃথক
এ টাকার নিমিত্ত
ন বিধেয় হয় না।
র্য এসকল কাজ
বায় না দিবেন
ন্ত এই বা
ত্ত প্রস্তাব করি
নিকটে অন্ততঃ
বা যে স্থান
রিবেন, তত্রত্য
দিয়া অনুমতি
গকে প্রত্যেক
হইতে হইবে।
তপত্র লইবে।

প্রত্যেক পাণ্ডা কয়েক জন নির্দ্ধারিত যাত্রীর অধিক সঙ্গে লইতে পারিবে না। যে স্থান হইতে যাত্রী লইয়া যাইবে, তত্রত্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রত্যাগমন কালে পাণ্ডাসকলকে হিসাব দিতে হইবে। যদি পীড়ায় মৃত্যু হয় তাহার যুক্তিসিদ্ধ কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অবিলম্বে ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পণ করেন। ইহাতে ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা নাই।

— —

১৮৬৭।৬৮ অব্দের গোবীজের
টীকার রিপোর্ট।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৮৬৭।৬৮ অব্দের টীকাবিভাগের একখানি রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। গোবীজে টীকা দিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে চারিটী চক্রবাড় হইয়াছে। প্রত্যেক চক্রে এক এক জন তত্ত্বাবধায়ক আছেন। এই তত্ত্বাবধায়কদিগের অধীনে কয়েক জন করিয়া টীকাদার রাখা হয়। সমুদায় বঙ্গদেশকে চক্রবাড়ে বিভক্ত করিয়া এক জন সাধারণ তত্ত্বাবধায়কের অধীনস্থ করাই গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। এটী যত দিন না হইতেছে তত দিন সিবিল সার্জ্জনদিগকে টীকাদারদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে হইবে। টীকাদারদিগের মধ্যে অধিকাংশ পূর্ব্ব দেশীয় টীকাদার; কেহ কেহ গোবীজে টীকা দিবার ছল করিয়া বসন্তের বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহঁাদিগের অনেকের কার্য্যের রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাঁহারা যথারীতি শিক্ষা পাইয়াছেন, এমত সকল লোককে টীকাদার না করিলে যথার্থ কাজ হইবে না।

১৮৬৭।৬৮ অব্দে নিম্নলিখিতসংখ্যক ব্যক্তির টীকা হইয়াছিল:—

স্থান	মোট	সফল	শতকরা সফল
ঢাকা বিভাগের চাকলাদারের অধীনস্থ টীকাদারদিগের দ্বারা	১৯৮,১১৪	১৭৬,৬১৬	৮৯.১৪
দার্জিলিং ও চক্রবাড়	২৫,৪০৮	২২,৬৬১	৮৯.০৮
সাঁওতাল পরগণা চক্রবাড়।	৭,৭৪৯	৭,০৯২	৯১.৫২
রাঁচি ঐ	৬,৪৫৭	৬,১১৮	৯৪.৭৮
কলিকাতা ও উপনগর	৮,৫০১		
কলিকাতার নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহে	৭২,৯১৯	৭২,২২৩	৯৯.০৪

এই সকলের মধ্যে ১৬৭৭ জনের পুনর্ব্বার টীকা দিতে হয়। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি জেলাসমূহের লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সভ্য হওয়াতে গোবীজ টীকার গুণ বুঝিয়াছেন। ডাক্তর চারলসকে ধন্যবাদ; তাঁহার ও তদধীনস্থ সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের যত্নে অধিকাংশ টীকার ফল হইয়াছে। অন অন্য স্থানেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যাইতেছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে টীকাদারের সংখ্যা অনেক কম রহিয়াছে। আর বর্ত্তমান রিপোর্টটীও এইসকল টীকাদারের নিমিত্ত তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না। টীকার বীজ রক্ষা করিবার নিমিত্ত ডাক্তর চারলস চেষ্টা পাইতেছেন। এটী করা অতিশয় আবশ্যক। আমরা আহ্লাদিত হইলাম কতকগুলি কাঁচের নলের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। টীকার আরও চক্রবৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, তাহা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এটি যত দিন না হইতেছে, তত দিন ডাক্তর

সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রীর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে অবস্থায় ইউরোপ ও আমেরিকায় অধিক কর আদায় হয়, ভারতবর্ষের তাহা হয় নাই। নূতন কর স্থাপন করিবার সময়ে দেখা কর্ত্তব্য, তদ্দ্বারা সাধারণের কি উপকার হইবে? যে করের বিনিময়স্বরূপ উপকার না হয়, সে কর অনিষ্টের মূল, তাহাতে কেবল দেশের বল ক্ষয় করে এইমাত্র। সর রিচার্ড টেম্পল এই নিয়ম ধরিয়া কাজ করিলে বুঝিতে পারিবেন, এক্ষণে আর নূতন বিধ করের প্রয়োজন নাই। এতদ্দেশীয় ধনিশ্রেণির উপরে কর করা কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি যদি স্বার্থপর ও ভারতবর্ষদ্বেষী লোকদিগের কথা শুনিয়া কাজ করেন, তাহা হইলে অন্যায় করা হইবে। তিনি ব্যয়সংক্ষেপ ও অপব্যয়নিবারণ বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টাবান হউন। ইহার অনেক পথ আছে। সেনাদলের প্রকৃত সচ্ছন্দতার নিমিত্ত ব্যয় দিতে কেহ কাতর নহেন; কিন্তু তাহাদিগের বিলাসপ্রিয়তা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কেহ সম্মত নন। অপব্যয়নিবারণের শত শত স্থান আছে। পূর্ত্তকার্য্যবিভাগ তন্মধ্যে একটী প্রধান। এটী চোরের নাভিস্থল। সর রিচার্ড টেম্পল চতুর ও পরিশ্রমী। যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই এ বিভাগের চুরি বন্ধ হইতে পারে। কমিসরিএট বিভাগটীও মন্দ নয়। সৈন্যদিগের বস্ত্র, তাহাদিগের খাদ্যপ্রভৃতিতে বিস্তর অনাবশ্যক ব্যয় হয়। আমরা একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, প্রতিবৎসর ইউরোপীয় সৈন্যদিগের নিমিত্ত নূতন লেপ করা হয়। প্রতি লেপের নিমিত্ত সৈনিক বস্ত্র বিভাগ ১২ টাকা মূল্য লন। বৎসরান্তে এগুলি নীলামে চতুর্থাংশ মূল্যে বিক্রীত হয়; কিন্তু পর বৎসর গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার ঐ লেপ সম্পূর্ণ মূল্যে ক্রয় করেন। এই একটীমাত্র দৃষ্টান্ত। অনুসন্ধান করিলে সর রিচার্ড টেম্পল আরও অনেক উদাহরণ পাইবেন। ইংলণ্ডের ব্যয় বলিয়া যে পাঁচ কোটি টাকা লওয়া হয়, তদ্বিবরটীও সর রিচার্ডের বিবেচনীয় হইতেছে। আমাদিগের স্কন্ধে দুর্ব্বহ কর ভার নিক্ষেপ করিয়া কোন বাব করিয়া ইংলণ্ডের এক পয়সা গ্রহণ করাও উচিত নয়। যখন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিজ্ঞগণ ব্যয়সংক্ষেপ করিতেছেন, তখন আমাদিগের রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী কেন তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইবেন না, আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। এটী আমাদিগের দেশে অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কয়েকটী বিভাগে যে আত্যন্তিক অপব্যয় হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বসাধারণে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। ইংলণ্ডে এমন অবস্থায় যে মন্ত্রী এ দোষের সংশোধন করিতেন না, তাঁহাকে দুই দিবসও পদস্থ থাকিতে হইত না। সর রিচার্ড টেম্পল বুদ্ধিমান; সিমলায় না গিয়া রাজধানীতে থাকিয়া এ বার এই উদ্দেশ্য সাধন করেন আমাদিগের এই অনুরোধ।

—:•:—

১৮৬৭।৬৮ অব্দের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট।

১৮৬৭।৬৮ অব্দের বঙ্গদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত রিপোর্ট এ বার যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ডিরেক্টর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে ইনস্পেক্টরদিগের রিপোর্টের উপরে বরাত দিয়াই কাজ সারিতেন, এ বার তিনি নিজেও পরিশ্রম করিয়াছেন।

১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ সমুদায় বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত ৩,৪১১ টী বিদ্যালয় ও ১,৪৫,১৪২ জন ছাত্র ছিল। ১৮৬৭ অব্দ অপেক্ষা ৫০৩ টী বিদ্যালয় ও ২৩,৬৬২ জন ছাত্র অধিক হইয়াছে। ফলতঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ১৭ ও সংখ্যা শতকরা ১৯ জন বৃদ্ধি ডিরেক্টরের ন্যায় আমরাও এটি যথার্থ্য সাতিশয় প্রীতিক বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টে কার সংস্রব নাই, তাহার বিষয় ভাল জানা যায় নাই। কেন জানা যায় ন. ডিরেক্টর তাহার প্রীতিকর কারণ প্র... র্শন করেন নাই। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা মনে করিলে এটা দুর্জ্ঞেয় থাকে না। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ২, ৯৬টী বিদ্যালয় ও ৬৫... ২১২ জন ছাত্র লক্ষিত হইতেছে। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যার সহিত ছাত্রের সংখ্যার তুলনা করিলে আমাদিগকে অবশ্যই শোকসহকারে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রয়োজনানুরূপ বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না। ডিরেক্টর নিম্নশ্রেণির বিদ্যা শিক্ষার বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যাহাদিগের সুশিক্ষার উপরে দেশের প্রকৃ... মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত কি হইতেছে? বঙ্গদেশের ১৬... ১৬৭৪.০১৬ টাকা রাজস্বের মধ্য হইতে শতকরা ১.০২ টাকা বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু যাহাদিগের হইতে অধিকাংশ রাজস্ব উত্থিত হয়, তাহারা ইহার এক পয়সারও শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ইহা কি লজ্জাকর নহে।

উল্লিখিত বর্ষে সমুদায় বিভাগে ২৭,৪২,১২৪ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে ইহার মধ্যে ১০,৮২,৬৯৮ টাকা ছাত্রদত্ত বেতনে ও স্থানীয় আয়ে উঠিয়াছে সাধারণ ধনাগার ১৬,৫৯,৪২৬ টাকা মাত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ ৪৩,১৮৯ টাকা অধিক হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্থানীয়

,৫০৩ টাকা উঠিয়াছে। গবর্ণ ৪৭,৬৮৬ টাকা দিতে হই ৬৭ অব্দে প্রত্যেক ছাত্রের ৬১ টাকা ব্যয় পড়ে, এ বার টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ৬,৫৯,৪২৬ টাকার মধ্যে ডিরেক্টরের আফিসের নিমিত্ত ৪৩,৭৩৫ টাকা ও ইনস্পেক্টরদিগের নিমিত্ত ২,৩৯,৮১৮ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা বাদ দিলে কেবল শিক্ষার নিমিত্ত ১৪,২৩ ৮৭৩ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে বলিতে হইবে। এই ব্যয়ের মধ্যে মেডিকাল কালেজের ব্যয় ছাড়িয়া দিলে বঙ্গদেশের প্রকৃত শিক্ষার ব্যয় ১২ লক্ষ টাকার অধিক হয় না। কারণ মেডিকাল কালেজে যেসকল ব্যক্তি পরীক্ষিত হইয়া বহির্গত হন, বঙ্গদেশভিন্ন অন্য অন্য প্রদেশেও তাঁহারা চিকিৎসকরূপে প্রেরিত হন। এই ১২ লক্ষ টাকার মধ্যে সর্ব্বসাধারণে কেবল বেতন স্বরূপ ৬,০১,৫৩৬ টাকা প্রদান করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত দান থাকাতে অনেক বিদ্যালয়ে এই টাকা ব্যয় না হওয়াতে অধিকাংশ টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। লোকে যে বিদ্যাশিক্ষার সমধিক অনুরাগী হইয়াছেন, এতদপেক্ষা তাহার আর কোন প্রমাণ আবশ্যক? আইনশ্রেণিসমুহের নিমিত্ত যে ব্যয় হয়, তাহার সঙ্কলন হইয়া ৭৫১ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কালেজে ৫৫১ জন উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ১২৫৭ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হন, ইহাদিগের মধ্যে ৬৫৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই ৬৫৮ জনের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় হইতে ৩০১ জন, সাহায্যকৃত বিদ্যালয় হইতে ২৭১ জন স্বাধীন বিদ্যালয় হইতে ১২৫ জন এবং শিক্ষক হইতে ৪ জন আইসেন। ৩৬৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬৪ জন উত্তীর্ণ হন। গবর্ণমেণ্ট কালেজের ১১৫, সাহায্যকৃত কালেজের ৪৫ ও স্বাধীন বিদ্যালয়ের ২ জন উত্তীর্ণ হন। আর দুই জন শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫ জন বি, এর, মধ্যে ৯২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৫৯ জন গবর্ণমেণ্টের ছাত্র, ২৩ জন সাহায্যকৃত কালেজসমূহ হইতে আইসেন। হুগলীকালেজের এক জন ভূতপূর্ব্বছাত্র এবং ৯ জন শিক্ষক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ১৩ জন এম, এ হন। ইহাদিগের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কালেজের ৮ জন, সংস্কৃত কালেজের ১ জন, হুগলী কালেজের ২ জন এবং ফ্রীচর্চ কালেজের ২ জন। এই তালিকার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রগণ প্রাধান্য প্রদর্শন করিতেছেন।

—:০:—

নুতন পুস্তক।

১। শব্দস্তোমমহানিধি। এখানি সংস্কৃত অভিধান। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারানাথতর্কবাচস্পতি ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইনি যে বৃহৎ অভিধানপ্রণয়নের ভারগ্রহণ করিয়াছেন, এ সেখানি নয়। এখানিও নিতান্ত ক্ষুদ্র হয় নাই। ইহা খণ্ড খণ্ড প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কাব্যাদিপ্রসিদ্ধ শব্দসকল দুর্লভ নহে। এখানি সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সবিশেষ উপকারী হইয়াছে। যাঁহারা শব্দের ব্যুৎপত্তিদর্শনোৎসুক, এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।

২। মেদিনী। এখানি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান। ইহাকে নানার্থকোষ বলে। ঢাকা কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় সংশোধন করিয়া এখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। আজি কালি সংস্কৃতের যেপ্রকার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত অভিধানের যত বহুল প্রচার হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। বিশেষতঃ সংস্কৃত কাব্যাদি গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লেষদ্বারা পরিপূরিত, শ্লেষাদি স্থলে নানার্থ কোষের সাহায্য গ্রহণ একান্ত আবশ্যক হয়।

৩। ভট্টিকাব্য। কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার জয়মঙ্গল ও ভরতমল্লিকের টীকাসমেত মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানি প্রথম খণ্ড। তর্কালঙ্কার পদচ্ছেদ করিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা কর্ত্তৃপদ ক্রিয়াপদ সন্ধিবিশ্লেষ বিভক্তি, বচন, কারক, সমাস, প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যে পুস্তকখানি আমাদিগের হস্তে পতিত হইয়াছে, তাহার অক্ষর, কাগজ ও মুদ্রা প্রভৃতি সমুদায়ই উৎকৃষ্ট দৃষ্ট হইল।

৪। পুরাণপ্রকাশ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। ইহাতে মূল বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার খণ্ড খণ্ড ক্রমে ইহা প্রকাশ করিতেছেন।

৫। মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণ তৃতীয় খণ্ড। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রামানুজকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত ইহা প্রচার করিতেছেন।

৬। বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা দশম খণ্ড। ইহাতে মহাকবি প্রণীত মূল শ্লোক তৃতীয় সর্গ অবধি পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত মল্লিনাথকৃত টীকা ও হেমচন্দ্রভট্টাচার্য্যকৃত বাঙ্গালা

না করিয়া বরং আদর করিয়া থাকি। [illegible] বস্তু কোন স্থানে করা উচিত, এ বিষয়ে সেক্রেটারি মার্শমান সাহেবের মত [illegible] ছেন। মার্শমান সাহেব [illegible] বলিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য [illegible] পুরে করা উচিত বলিয়া [illegible]

মফঃস্বলাইট বলেন, বঙ্গদেশের ঠিক [illegible] নর রেল সাহেব দিল্লীতে উপস্থিত হইয়াছেন। ওহাবিদগের প্রধান আড্ডা পাটনাতে [illegible] আছে। দিল্লী, কাশী, ঢাকা, আম্বালা ও রাউল [illegible] পিণ্ডিতেও আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] দিল্লীর ওহাবিসর্দ্দার ধৃত হইয়াছে। বিস্তু [illegible] ঢাকা সীতানার হিন্দুস্থানীদিগের নিমিত্ত সংগৃহীত হয়, কিন্তু সংগ্রাহকগণ ইহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। ওহাবিগণ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, মফঃস্বলাইট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনানিবন্ধন এই সামান্য দল ক্রমশঃ বিপদ্গ্রস্ত হইতেছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের [illegible] টাকা ৩০০ হইতে ৫০০ [illegible] হইয়াছে। এটী বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের তুল্য; কিন্তু [illegible] নকার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের বাস গবর্ণর [illegible] রলের নীচেই হইয় [illegible]

৭ ই ফ[illegible]বার।

ডাক্তার মৌএটের অনুরোধে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষের ৮০০ হইতে ১০০০ টাকা বেতন হইয়াছে। জেল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে আলীপুরের ডেপুটি সুপ রিণ্টেণ্ডেণ্ট ডব সন সাহেবেরই বেতনবৃদ্ধি করা উচিত হয়। আলীপুরের জেল দেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ডেলিনিউস শ্রবণ করিয়াছেন, লার্ড মেয়ো [illegible] গঞ্জের বয়লার খাদদর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

আমরা সম্প্রতি বলিয়াছিলাম, যদি রুশীয় আক্রমণ করেন এবং এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়, তথাপি সর্ব্বসাধারণ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বজায় রাখিতে পারিবেন। ডেলিনিউস ইহাকে কপটতা ও বৃথা বাগাড়ম্বর বলিয়া লিখিয়াছেন। বাঙ্গালীর উক্তি এমত অদ্ভুত কথা আর কেহ বলিতে পারেন না [illegible] বল আমেরিকানদিগের মধ্যে এইপ্রকার [illegible] কথা শ্রবণ করা যায়। ডেলিনিউস বিস্মৃত হইয়াছেন, যে শাসনপ্রণালী [illegible] দেশের উন্নতি ও সভ্যতার সহায়তা করে, লোকে তাহারাই অনুমোদন করিয়া থাকেন। ব্যক্তি অথবা বংশ বিশেষের প্রতি অন্ধ অনুরাগ এক্ষণে আর নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। এদেশের যদি কেহ মস্কের ক্ষমতা পান, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে পুনঃস্থাপিত করেন। স্বার্থবিবেচনায় শাসন প্রণালীর সহায়তা ও প্রতিবন্ধকতা করা হয়। অতএব আমরা কেবল বাগাড়ম্বর করি নাই। যদি আমরা বলিতাম "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই। এই গবর্ণমেণ্ট দেশের শত্রু। স্বদেশীয়গণ! আপনারা গোপনে বদ্ধপরিকর হউন। সুযোগ পাইবামাত্র দুর্নিত শাসনকর্ত্তাদিগকে আমরা দূর করিব। এই গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা রুশীয়ার অধীনতা অথবা সেকেলে দরগির হাকাম প্রার্থনীয়" তাহা হইলে বোধ হয় ডেলিনিউস সন্তুষ্ট হইতেন।

৮ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার জষ্টিসদিগের সভাপতি হগ সাহেব ছয় মাসের বিদায়ের নিমিত্ত আবেদন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যাগমন করিয়া কয় দিবস বোম্বাইয়ে থাকিয়া তত্রত্য মিউনিসিপাল বন্দোবস্তের দর্শন করিবেন। হগ সাহেবের অবকাশের বিষয় বিবেচনার্থ আগামী ৩ রা মার্চ্চ জষ্টিসদিগের একটী বিশেষ সভা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সামরিক বিচারালয়ের আজ্ঞানুসারে যেসকল আফিসর পদচ্যুত হইবেন, অথবা যাঁহারা সামরিক বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইবার পর পদত্যাগ করিবেন, তাঁহারা ইংলণ্ডে যাইতে পারেন এমত পাথেয় দেওয়া হইবে। এই নিয়মটী কিছু দিন স্থগিত ছিল।

মান্দ্রাজের জেল অধ্যক্ষ কয়েদিদিগের বাঁধিবার নিমিত্ত একপ্রকার টুলের সৃষ্টি করিয়াছেন। এটীর একটীমাত্র পদ আছে। চতুর্দ্দিকে সমান গুরুত্ব না দিলে টুল পতিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই কাজ করিতে করিতে যদি কোন কয়েদি নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইবে। এটী একটী বুদ্ধির লক্ষণ বটে। আরও এক কাজ করিলে হয়। প্রত্যেক কয়েদির মস্তকের চুল ছাদের কড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়া বন্ধন করা উচিত। নিদ্রা হইলেই টান পড়িবে। আমাদিগের জেলসমূহের ভাগ্য ভাল।

৯ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

ইংলণ্ডের নাট্যশালায় অনেক স্ত্রীলোক সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করেন। এই বস্ত্র পরিধান ও উলঙ্গ থাকা সমান। নাট্যশালায় বেশ্যাগণও প্রকাশ্যরূপে গমন করে। এই কুব্যবহার পূর্ব্বে ছিল; কিন্তু আমাদিগের রাজ্ঞী বলিয়াছিলেন, যেখানে লজ্জাশীলতা নাই, তিনি সে নাট্যশালায় যাইবেন না। ইহাতে উৎকর্ষ হয়। এক্ষণে রাজ্ঞী আমোদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি হইতেছে।

শান্তিপুরের কোর্ট আদালত রাণাঘাটে উঠিয়া আসিল। বনগ্রাম উপবিভাগ এই আদালতের অধীনস্থ হইতেছে। বিচারপতি ১৫ দিবস রাণাঘাট ও ১৫ দিবস কৃষ্ণনগরে বিচার করিবেন।

লার্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময়ে বিস্তর পারস্য ও আরবি পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্রের মৃত্যু হওয়াতে হেষ্টিংস বংশের লোপ হইয়াছে। [illegible] পুস্তকগুলি নীলামে বিক্রীত হইল। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ষ্টেটসেক্রেটারি এগুলি ক্রয় করিয়াছেন।

এ বার মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২৩ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ৪১ জন মাত্র প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন।

১০ ই ফাল্গুন শনিবার।

মরিসসে অদ্যাপি সংক্রামক জ্বর রহিয়াছে। ১৮৬৭ অব্দে ৪১০০০ লোকের মৃত্যু হয়। গত বর্ষে ১৯.০২১ জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে প্রত্যহ ৯ জন চিকিৎসালয়ে যাইতেছে। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ভারতবর্ষীয় কুলির সংখ্যা অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। আফ্রিকার কাফ্রিদিগের স্বাধীনতা রাখিতে গিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের প্রজাগণকে বলি দিতেছেন।

বাবু ভোলানাথ চন্দ্র উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইংলণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি উত্তম ইংরাজী লিখেন এবং চেষ্টা করিলে করিলে উত্তম লোক হইতে পারেন, তাহা সাধারণে স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সটর্ডে রিবিউ তাঁহার এই গুণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, সেনাপতি কানিংহাম, মেকলে, হিবারপ্রভৃতি হইতে তিনি যে চুরি করিয়াছেন, তাহা অতিশয় অন্যায়। সটর্ডে রিবিউ এই উপলক্ষে বলিয়াছেন, ভোলানাথচন্দ্র কৃতবিদ্য বাঙ্গালির আদর্শ। কৃতবিদ্য বাঙ্গালীমাত্রে বিনা স্বীকারে অন্য গ্রন্থ হইতে চুরি করেন, এ কথা বলা অতিশয় অন্যায়। মেইন সাহেব এই প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, বোধ হইতেছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১০ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন বাবু মধুসূদন ঘোষ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত অধস্তন জজ হইবেন। বাবু গঙ্গাচরণ সরকার উক্ত পদে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া ২২ এ জানুয়ারিতে যে আজ্ঞা হয়, তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইল।

১৩ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডাক্তার [illegible]

রূপে কার্য্য চলিবার কোন উপায় দেখা যায় না। স্ত্রী শিক্ষক প্রায়ই পাওয়া যায় না। যদিই বা কোন প্রকারে পাওয়া গেল, তিনি যে আংশিকরূপে দক্ষ, ইহা স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইবে। সূচীকার্য্য ভিন্ন আর কিছুতেই যে তাঁহার তাদৃশ অধিকার নাই, তাহা অগৌণে প্রকাশ পাইয়া যায়। এরূপ স্থলে শিক্ষিকা নিয়োগ কতদূর কার্য্যকারী হয়, তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া লউন। এখন বালিকাবিদ্যালয়ে যাহারা ছাত্রীরূপে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া থাকে, তাহারা যে অধিকবয়স্ক নহে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। এমন কি, তাহাদের বয়স ৫ হইতে ৯।১০ বৎসরের অধিক হইবে না। তাহারা সামান্য সামান্য পুস্তক ও সূচীকার্য্য শিক্ষা ভিন্ন যে মোজা বোনা কারপেটের জুতা প্রস্তুত করণপ্রভৃতি দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ইহা স্পষ্টাক্ষরিধানে বলা যাইতে পারে। আবার দেখুন, যে শ্রেণীর লোক হইতে শিক্ষিকা পাওয়া গিয়া থাকে, তাঁহারা অধিকাংশই বিধর্ম্মাবলম্বিনী; আর যে যে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা নিতান্ত পল্লীগ্রাম। এখনও যে পল্লীগ্রামগুলি পূর্ব্ববৎ নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বোধ করি, সকলেই স্বীকার করিবেন। ঈদৃশ স্থলে আমাদের বালিকাদিগকে এরূপ বিধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষিকার সন্নিধানে প্রেরণ করিতে, যে অভিভাবকগণ সঙ্কুচিত হইবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইসকল কারণে এখন যেসকল বালিকাবিদ্যালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্কুলে এখনকার অর্দ্ধশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত না করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব অনুসারী কার্য্য করিলে যে কতক ফলোপধায়ক হয়, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। আমরা যে স্ত্রীশিক্ষিকানিয়োগবিষয়ে বিরোধী তাহা নহে। তবে কি না, যে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, সেই বিদ্যালয় হইতে যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষিকা না বাহির হইয়া আইসেন, সে পর্য্যন্ত আমাদের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিলে, অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল কাজ হয়। এখন আমরা যে প্রস্তাব করিতে যাইতেছি, তাহা এই।

আপাততঃ বালিকাবিদ্যালয়ে প্রথমত্রে বীর পণ্ডিতনিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক। তিনি সুকুমারমতি কোমলস্বভাবা বালিকাগণের মনোভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া শিক্ষা প্রদান করিবেন। শিক্ষাপ্রতি যাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি থাকে, সে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার সহকারিতা করিবার জন্য এক জন দরজি রাখা হউক। এই ব্যক্তি বালিকাদিগকে সূচীকার্য্যে শিক্ষা দিবেন। কারপেটের জুতা অপেক্ষা পিরান, চাপকানপ্রভৃতি প্রস্তুতকরণে আমাদের বালিকাগণ পটুতাপ্রদর্শন করিতে পারিলে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করিব।

১২৭৫ } অনুগত
২৯ মাঘ } শ্রীগোকুলবিহারী মিত্র।

মহাশয়! গত ১২ ই মাঘ রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় এপ্রদেশে যখন ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমরা শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ স্যর দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুরের সমভিব্যাহারে তদীয় সভামণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলাম। অতএব তদ্দর্শনে উক্ত মহারাজ স্বীয় পারিষদ্বর্গের সহিত তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথোপকথন করেন। পরে শ্রীমন্মহারাজ একদা নির্জ্জনে স্বগৃহে উপবিষ্ট হইয়া উক্ত ভূমিকম্পের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হিন্দি ভাষায় তদ্বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়া পারিষদদিগকে শ্রবণ করান। তাহাতে তাঁহারা তাঁহার শব্দবিন্যাস কবিতাশক্তি এবং উৎকৃষ্ট ভাব অবলোকন করিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ এবং প্রশংসা করিলেন। পরে সকলে শ্রীমহারাজকে অনুরোধ করিলেন, যে উক্ত কবিতাটি সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থ কোন সম্বাদপত্রে প্রকাশ করা হয়; সুতরাং তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ এতাবৎ কাল তাহা কোন স্থানে প্রেরিত হয় নাই। অধুনা তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমরা উক্ত রচনাটি মহাশয়ের সন্নিধানে প্রেরণ করিলাম। আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকায় ইহাকে কিঞ্চিৎ স্থান দান করিলে আমরা অতীব বাধিত এবং উপকৃত হইব। কবিতাটী এই:—

পালো তনী নীতিতে সুনীতি প্রজাপ্রীতি বিলার নিশ দিন কীন্হো সুখ দৈ আমাল সো।
ফল ফুল বিবিধ বিতান দেশ দেশ ছলো।
বাটিকা সমান কারীধারী চহুঁ গোল সো।
মাঘ বদি তেরস চতুর্থ যাম রবিবার।
ইশ্রীগ্রহ সম্বৎ টৈপ প্রকৃতি সুডোল সো।
বিধিবশ বিয়োগ টৈপ সংযোগ নব প্রীতমতে।
ধরা থহরানী মন ভয়ো ডমাডোল সো।

অস্যার্থঃ।

হে লরেন্স সাহেব মহোদয়, তুমি পূর্ব্ব রীতি সুনীতি এবং প্রীতিসহকারে উত্তমরূপে প্রজাদিগকে পালন এবং অমূল্য সুখপ্রদান করিয়া রাত্রি দিন ক্ষেম করিলে, আর দ্বিগুণ পরিমাণে বিবিধ ফল ফুল ও বিতান এবং বাটিকাতুল্য গোলাকৃতি কারীধারী প্রভৃতি দেশে দেশে বিস্তার করিলে। অনন্তর সুযোগবশতঃ ১৯২৫ সম্বৎ মাঘের কৃষ্ণপক্ষ ত্রয়োদশী চতুর্থ প্রহর রবিবাসরে বিধিবশাৎ তোমার বিয়োগ এবং নবপ্রিয়তমের সংযোগপ্রাপ্তে ধরণী কম্পিত হইবায় তন্নিবন্ধন সেই প্রচণ্ড ভূমিকম্পরূপ "ডমাডোল" অর্থাৎ মহান্দোলন এতৎ প্রদেশে উপস্থিত হইল।

এই কবিতাটি কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে লেখা হয় নাই। ভূমিকম্পের পর দিবসে এবং লডমেও সাহেব মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্ব দিবে মহারাজ একাকী গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার মনে অকস্মাৎ উদয় হওয়াতে মহারাজ ইহা রচনা করিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত লরেন্স সাহেব মহোদয়ের শাসনপ্রশংসা ইহার মধ্যে থাকাতে ইহার অধিক গুরুত্ব হইয়াছে এবং ইহা তাঁহার সদ্গুণের এক সাক্ষিস্বরূপ হইয়াছে। অতএব তদীয় স্মরণার্থ ইহা সাধারণের গোচর করা অথবা অপব্যয় করা শ্রেয়স্কর বোধে আমরা ইহাকে মহাশয়ের নিকট অর্পণ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া ইহাকে প্রকাশ করিলে পরম বাধিত হইব।

ইহা এক প্রধান ভূপতির মুখনিঃসৃত কাব্য এবং তদীয় অভিপ্রায়ে যথার্থ বাক্য। যদিচ ইহাতে রূপকালঙ্কার সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তথাপি ইহার যাথার্থ্যে কোন লঘুতা নাই। ইহাতে গত প্রধান শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের গুণের পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। মহারাজ তাঁহার শাসনপ্রণালীর প্রতি সন্তুষ্ট না হইলে এবম্প্রকারে তদীয় গুণানুবাদ কখনই করিতেন না, যেহেতু ইনি এক সামান্য ব্যক্তি নহেন অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে ইনিই সেই অতি সুবিখ্যাত মহারাজ স্যর দিগ্বিজয় সিংহ বাহাদুর, কে সি এস আই। ইনি কেবল নিজ জ্ঞান ও সাধু চরিত্রবলে এতাদৃশ আধিপত্য লাভ এবং যশ অর্জ্জন করিয়াছেন আর ইহাকে শ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া আপন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার এক সভাপদে বরণ করিয়াছেন। অতএব এবম্বিধ মহাত্মার অভিপ্রায় সংবাদপত্রে প্রচার করা কখনই অযুক্ত হইতে পারে না।

৮ ই ফেব্রুয়ারি } শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মণঃ
১৮৬৯ } সহকারি সম্পাদকস্য

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।

" প্রবঞ্চনা প্রজ্ঞানিষ্ঠিমায় পার্থিবঃ সংস্থলনো অনিমন্দনী ন হীয়না।

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৯ এ ফাল্গুন। ১৮৬৯। ১ লা মার্চ

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১ ষাণ্মাসিক ৭. ও ত্রৈমাসিক ৩৮৹ টাকা

বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী টীকার জন্য নিম্নলিখিত টীকা কর্ম্মের সুপারিণ্টেণ্ড অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়কদিগকে জানাইবেন॥

উত্তর ডিবিজান।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন মিত্র
সব এসিষ্টেণ্ট সারজন
সাং ১ নং হেগলকুঁড়ে গলি।

মধ্যডিবিজান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস বসু
সব এসিষ্টেণ্ট সারজন
সাং নিমুখানসামার গলি—

দক্ষিণ ডিবিজান।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র দত্ত
সব এসিষ্টেণ্ট সারজন
সাং চাউলপটীরোড ভবানীপুর।

যে বালকের বাহু হইতে বীজ লইয়া টীকা দেওয়া যাইবেক, তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া ও সেই বালকটিকে যদি গাড়ি করিয়া আনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই হিসাবেও আনা কয়েক দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে।

টীকাদারগণেরা বকশীস চাহিতে পারিবে না, কিন্তু যদি কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেন তাহা লইতে নিষেধ নাই॥

অনেক অযোগ্য লোক জানাইয়া থাকে যে, ইংরাজী টীকার আফিসে তাহারা কর্ম্ম করে, এজন্য সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যাহাদের দ্বারা টীকা লইবার অগ্রে টীকাদারগণের সার্টিফিকট দেখিতে চাহিবেন।

টি ইং এডমগুষ্টন্ চারলস
ইংরাজী টীকার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।
ইতি তারিখ ২২এ ফেব্রুয়ারী
১৮৬৮ সাল

কাব্য প্রকাশ।

আমি। "কাব্যপ্রকাশ" নামক সাময়িক পত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার প্রত্যেক খণ্ড ৫ ফরমা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা। কল্পনা আছে যে, ইহাতে ক্রমশঃ সংস্কৃত দুষ্প্রাপ্য কাব্য সকল প্রকাশ করা যাইবে। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারি মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের অধ্যয়নার্থ প্রথমতঃ সটীক ভট্টিকাব্য আরম্ভ করিলাম। ইহাতে বালকগণের সুবিধার নিমিত্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা পদ বিশেষ, সন্ধি বিশ্লেষ, বিভক্তি, বচন, পুরুষ, কারক, সমাস, কালপ্রভৃতি প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, যে ব্যক্তির কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি আছে, সে ব্যক্তিও অনায়াসে অপঠিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে।

কাব্যপ্রকাশের মূল্যের নিয়ম।

	উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত	মধ্যবিধ কাগজে মুদ্রিত
উপস্থিত ক্রেতার প্রতি প্রত্যেক খণ্ড	।৴০	৶১০
নিয়মিত গ্রাহকের প্রতি প্রত্যেক খণ্ড		

যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা মুক্তাপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট অগ্রিম মূল্য ও পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যেকখণ্ড আট আনা

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

-:০:-

ভারতবর্ষের বিবরণ।

পঞ্চমবার মুদ্রিত। এবারে স্থানে স্থানে ব্যবহারিক বিষয়ের পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশের নদী, পর্ব্বত, উৎপন্ন, বাণিজ্য ও জেলাসমূহের বিবরণ সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোং যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

৮ ই ফাল্গুন
১২৭৫ } শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা

চন্দ্রাবতী নাটক।

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল কর্ত্তৃক আড়পুলি নাট্যশালায় অভিনয়ার্থ বিরচিত। বহুবাজার ১৭২ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা ডাকমাসুল ৵০।

—:০:—

দুর্গোৎসব নাটক

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও প্রাণী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট ও কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়ে ১৮৬৯ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পাঠনার্থ একটী শ্রেণী করা হইয়াছে। যাঁহারা উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়নের বাসনা করেন, তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকটে নিয়মাদি অবগত হইবেন।

৩০ ডিসেম্বর
৬৮ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা
হরিনাভি বিদ্যালয়ের
অধ্যক্ষ।

মৎপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইং

দেশের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যমান বড়বাজারে অধ্যক্ষের পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড।

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং অধোভাগে বঙ্গানুবাদ আছে। যাঁহার আবশ্যক হয় তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ... আনা। বিদেশীয় গ্রাহক ... আনা মাসুল দিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুয্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
গ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভূষণসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	⁄	ঐ
নীতিসার (২য়)	৶ ঐ	ভাগ
প্রচারিত।		
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

আমি শব্দস্তোমমহানিধিনামে একখানি সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২ দুই টাকা। গ্রাহক মহাশয়েরা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেজে আমার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

১২৭৫ সাল। শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।
১লা ফাল্গুন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ।

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ

প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ⁄০ এক আনার হিসাবে কমিসন দি। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ⁄১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলী	৪	টাকা
প্রাক্টীস অবমেডিসীন গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তর প্রণীত	১০	ঐ
মেঘদূত সটীক	১॥০	ঐ
কুমার সটীক	২॥০	ঐ
বেণীসংহার সটীক	২॥	ঐ
নিদান সটীক	৪	ঐ
শ্রীমদ্ভাগবত সটীক	৩২	ঐ
সুশ্রুত	১০	ঐ
ভট্টিকাব্য জয়মঙ্গল ও মল্লিনাথের টীকা সহিত	৩২	ঐ
উইলিয়মস সংস্কৃত ডিক্সনারি প্রথম ইংরাজী পরে সংস্কৃত মনিয়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত	৫০	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০	ঐ
ঐ ৬ ঐ বিরাটপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৭ ঐ উদ্যোগপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৮ ঐ ভীষ্মপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৯ ঐ দ্রোণপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১০ ঐ কর্ণপর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১১ ঐ শল্য পর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১২ ঐ সৌপ্তিক পর্ব্ব	১	ঐ
ঐ ১৩ ঐ স্ত্রী পর্ব্ব	১॥	ঐ
ঐ ১৪ ঐ শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৫ ঐ মোক্ষধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৬ ঐ অনুশাসন পর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১৭ ঐ শেষ পাঁচ পর্ব্ব	৩	ঐ
বিচার তরঙ্গিণী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনান্তর্গত বিচার ও মীমাংসা বহুল প্রমাণ সহিত	১	ঐ
শ্রুতি দর্পণ	১	ঐ
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বশ্রুতি	৩২	ঐ
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫	ঐ
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩	ঐ
উত্তর নৈষধ নারায়ণী টীকা সহিত ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২	ঐ
সিদ্ধান্ত কৌমুদী সম্পূর্ণ	১৮	ঐ
ঐ শেষ খণ্ড	৭	ঐ
বিবেকরত্নাবলী বেদান্তদর্শনের মত ও বিচার	২॥	ঐ
কর্ম্মাঞ্জন কর্ম্মকাণ্ড বিষয় ... ত্যাগ কুলরক সাহেবকৃত ইংরাজী তরজমা	১০	ঐ

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬২ নং। শ্রীপ্রসন্নকুমার ... প্রধান বিক্রেতা।

—:০:—

বাঙ্গালা চিত্রাবলী।

কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত। ইহাতে ৩২ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে বাধান। স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুয্যে ব্রাদর্শদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৩॥ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

—:০:০:—

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোদালিয়ার যে গবর্নমেন্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল, তাহা উঠিয়া হরিনাভি ইং সং বিদ্যালয়বাটীর মধ্যে আসিয়াছে। যাঁহারা স্ব স্ব সন্তানাদিকে উহাতে পড়াইবার বাসনা করেন, তাঁহারা ইং সং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত হইলে নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন। সমুদায়ে ৪ চারি শ্রেণী করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ॥০ আট আনা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ।৵০ ছয় আনা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ।০ চারি আনা ছাত্রদেয় বেতন স্থির করা এবং তত্ত্বাবধানাদির উত্তমরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১২৭৫ } শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
৪ ঠা মাঘ } অধ্যক্ষ।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। (অগ্রিমমূল্য) ॥০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।
উপরি উক্ত বাগান ও বাটী ...

অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ইহার প্রকাশকর্তা।

৭। কাশীমুক্তি বিবেক। এখানিও সংস্কৃত গ্রন্থ। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎসুরেশ্বরাচার্য্যবিরচিত। ইহাতেও বাঙ্গালা অনুবাদ আছে।

৮। ধাত্রীশিক্ষা, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রসবকালে ব্যতিক্রমাদি ঘটিলে দাইকে কি উপায়ে প্রসব করাইতে হয়, কথোপকথন রীতিতে ইত্যাদি উপদেশ এবং বাধক বেদনার চিকিৎসাপ্রভৃতি কয়েকটি উপকারক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এপ্রকার গ্রন্থপ্রচারে যে বহুল উপকারক লাভের সম্ভাবনা, সে কথা বলা বাহুল্য। গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে সহজ করিবার নিমিত্ত কথোপকথনের রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধিও হইয়াছে; কিন্তু এ রীতি আমাদিগের অনুমোদিত হইতেছে না। এ রীতি অবলম্বন করাতে অনেক অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ইহাতে অকারণ গ্রন্থের অবয়ব বৃদ্ধি হইয়াছে। সক্রেটিস ও প্লেটোর প্রণালী এখন আর ভাল লাগে না। এ রীতি পরিত্যাগ করিয়া সহজগদ্যে লিখিলে অনেক সংক্ষেপ হইত।

৯। চণ্ডকৌশিক নাটক। এখানি আর্য্যক্ষেমীশ্বরকৃত সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটকের অনুবাদ। অনুবাদের উৎকর্ষের ন্যায় অনুবাদকের সহৃদয়তাও লক্ষিত হইল। তিনি যে কিছু নূতন সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

১০। সঙ্গীতমঞ্জরী। শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গুপ্ত ইহার রচনা করিয়াছেন। ঈশ্বর বিষয় লইয়া গীতগুলি রচিত হইয়াছে।

১১। নূতন পঞ্জিকা। কোঞ্জ কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঠাকুরের যত্নে এখানি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে নানাপ্রকার ব্যবস্থা, শুভদিনাদি নির্ণয়, ইষ্টাম্প আইন, লাইসেন্স টাক্সভৃতি বিবিধ প্রয়োজনোপযোগী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার বর্ণাদিশুদ্ধিদর্শন সবিশেষ প্রীতিকর হইল।

১২। নারীশিক্ষা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বামাবোধিনী পত্রিকায় যেসকল বিষয় প্রচারিত হয়, তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

—:০:—

প্রাপ্ত।

কলিকাতার ভিক্ষুকগণ।

কলিকাতার মধ্যে কতকগুলি নানা শ্রেণির জুয়াচোর আছে। লোককে ঠকাইয়া আপন আপন উদর পূরণ করা ইহাদিগের উদ্দেশ্য, অতএব ইহাদিগের বর্ণনা করিলে বোধ হয়, পাঠকবর্গ অসন্তুষ্ট হইবেন না। ভিন্ন স্থানের লোক বিদেশীয়গণ ও তরলমতি যুবকেরা ইহাতে সতর্ক হইতে পারেন। আমরা অদ্য নিম্নতম শ্রেণির জুয়াচোর ভিক্ষুকদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার মধ্যে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী, ফকির, সন্ন্যাসী ও গায়কদিগকে গণ্য করিতে হইবে। কতকগুলি লোক যথার্থ দারিদ্রতা ও জীর্ণতানিবন্ধন ভিক্ষা করে; কিন্তু অধিকাংশ ভিক্ষুক সবলকায় অলস লোক। সর্ব্বপ্রকার ভিক্ষুকের মধ্যে বৈষ্ণবগণ অধিক দুরাচার। ইহাদিগের অন্নে উদর পূর্ণ হয় না কেহ কেহ বাজারের তোলা পায়; কিন্তু সৎ পরিশ্রম কি কেহই জানে না। ইহাদিগের অধিকাংশ উপনগরে বাস করে। বস্তুতঃ উপনগরের একটী স্থানই ইহাদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ। বাটীতে ইহারা দিব্য বস্ত্র পরিধান করে। বৈষ্ণবীদিগের গাত্রে অলঙ্কার যথেষ্ট তৈজস আছে। রাত্রি দুই সময়ে কেহ গহনা বন্ধক দিয়া ঋণ কর্জ্জ করিতে চাহিলে অনেক বৈষ্ণব হইতে নিরাশ হইয়া যায় না। ... অবধি দুই প্রহরপর্য্যন্ত ভিক্ষা করিতে করিতে সুযোগ পাইলে চুরী বাটী প্রত্যাগমন আহার ও অপরাহ্ণপর্য্যন্ত নিদ্রা, সন্ধ্যার সময়ে গাঁজার ধূম অথবা মদ্যপান গীত ও পশুবৎ ব্যবহার ইহাদিগের দৈনিক কার্য্য। ইহাদিগের শত করা ১০ জন এক খানি মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে পারে না। ভিক্ষা চাহিবামাত্র না দিলে “বাবাজি” অভিশাপ দিয়া থাকেন। বৈষ্ণবীরাও প্রাতঃকালে ভিক্ষা করে। বৈষ্ণবগণ গৃহস্থের বাহির বাটীর ঘটিটী যেমন পরিত্যাগ করে না, বৈষ্ণবীদিগেরও ঐ ভাব। ইহারা এক বিষয়ে বড় নিপুণ। অনেক গৃহস্থের কন্যা ও স্ত্রী এই “সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিদিগের” পরামর্শে গৃহ ত্যাগ করিয়া থাকেন। লম্পট পুরুষেরা ইহাদিগের নিকটে নিরাশ হয় না। যাহার নিজের যৌবন ও লাবণ্য নাই, সে অন্যকাহাকে জুটাইয়া দিয়া লম্পটের মনস্তুষ্টি করে। অতএব সন্ধ্যার পর যখন বাবাজিরা গাঁজা ও মদের নেশায় কপোতনেত্র হইয়া “প্রগাঢ় ভক্তির” সহিত হরিনাম করেন, বৈষ্ণবীরা তখন মৎস্য ও তরকারির পয়সা উপার্জ্জন করিতে থাকে।

ফকিরেরা মুসলমান। কারবালায় অধিকাংশ থাকে। ইহারাও অলস; কারবলার বাটীতে ও মসজিদে আহার পায়; ভিক্ষা করিয়া যাহা পায় তাহাতে গাঁজার ব্যয় চলে। পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে অনেকে ফকির হইয়া গোরাচাঁদের নাম করে। ইহাদিগের অনেকে প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করিতে আইসে। গাঁইটের পয়সা ব্যয় করিয়া ভিক্ষা করিয়া ইহারা আহার করে. সন্ন্যাসীদিগের অনেকে বাবাজিদিগের মত। সেই নেশা, সেই আলস্য, সেই ইন্দ্রিয়সেবন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে ঔষধপ্রভৃতি

...ক বাবা ঠকাইয়া লয়। রাত্রিতে ...য় সন্ন্যাসী মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা ...হার শতকরা ৩০ টীর সংবাদ ...ন। গায়কদিগের মধ্যে দুই শ্রেণি ...শ্রেণি কলিকাতাবাসী। বৈষ্ণব বাবা ...ন্যায় ইহাদিগের চরিত্র অপকৃষ্ট। ...দোকান ও গৃহস্থের বাটীতে ইহার ...গুন কীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। এইসকল ...লোকে মধ্যে মধ্যে দুই একটী বালিকাকে ...চীনাবাজার প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। আর একপ্রকার গায়ক বর্দ্ধমান, ও ...হইতে আইসে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে ইহারা প্রাতঃকালে গোপীযন্ত্র করতাল অথবা ডুক্ ডুকি লইয়া গান করে। ইহারা সকলেই সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি; সকলেরই চাস ও আমের স্থান আছে। জমীদারের ...র ও লাঙ্গলপ্রভৃতির ব্যয় পোষাইবার নিমিত্ত ইহারা ভিক্ষা করে। রাজধানীতে ...রা ভিক্ষাব্যতীত কখন বা লুচি ভাজে। ...যেখানে অনাহূত আহার ...ইয়া বেড়ায়। এদলে বড় অধিক চোর ...ই, কিন্তু আদালতে যাঁহাদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত লোকের প্রয়োজন হয়, ...বটতলার মিঠাইকরদিগের দোকানে ...অনুসন্ধান করিয়া এইসকল গোপীযন্ত্রধারীকে কিঞ্চিৎ দিয়া অনুরোধ করিলে এই ...গণ কখন কথা কাটেন না। আর ...এক দল ভিক্ষুক একাদশী প্রভৃতি পর্ব্বদিবসে ...অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দিলে বৈকুণ্ঠে যাইবে" বলিয়া, বেড়ায় কিন্তু ...দিগের মধ্যে অনেকে জাতী ব্রাহ্মণ। গুলির ...ইহারা অন্ধ বলে, কিন্তু রাস্তায় ...গাড়ী ঘোড়া, অথচ কখন ঐ সকল ...গাত্র স্পর্শ করে না।

আর কতকগুলি ভিক্ষুক আছে তাহারা ...পর্ব্ব উপলক্ষে ...ভিক্ষা ...রে। ইহাদিগের মধ্যে ...কতকগুলি গাঁইট কাটা এবং ...অলস। ...আড়ীরে বস্ত্র, অলঙ্কার ...চুরির ...ই দল জানে। এতদ্ভিন্ন ...কতকগুলি বালক ...বেড়ায়। ইহারা চীনে বাজার লালদীঘীপ্রভৃতি স্থানে চুরির পন্থা খুঁজিয়া বেড়ায়। সিঁধ দেওয়া শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে গাঁইট কাটা ব্যবসায় শিক্ষা করে। ইহারা নাছোড়বান্দা। শকটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যায়। দুই পয়সা নচেৎ প্রহার না দিলে ইহারা ছাড়ে না। যেসকল বাবাজি খালের ধারে সন্ধ্যার পর হরিনাম করেন, এই শিশুগুলি তাঁহাদিগেরই সন্তান। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর এক দল ভিক্ষুক আছে। মাতা অথবা পিতার শ্রাদ্ধ, কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়নের ছল করিয়া অনেক টাকা আদায় করে। বর্দ্ধমান অঞ্চলের কেহ কেহ পুজার ব্যয় চালাইবার নিমিত্ত "দামোদরের বন্যায় ...টী ঘর সকলই গিয়াছে" এই ভান করিয়া ভিক্ষা করে। আর কতকগুলি বিলাতী জুয়াচুরি শিখিয়া বিদ্যালয় ও রাস্তা ...করিব বলিয়া চাঁদা সংগ্রহ করে। বারইয়ারির চাঁদা এক্ষণে অনেক কমিয়াছে; তথাপি ...অঞ্চলের কতকগুলি লোক বারইয়ারির নামে আপন আপন তৈল লবণের সংস্থান করিয়া লয়। গুলিখোর ও মাতাল নিতান্ত অসঙ্গতিপন্ন হইলে চুরি ও সন্ধ্যার পর অন্ধ হইবার ভানব্যতিরেকে আর এক উপায় অবলম্বন করে। পল্লীগ্রাম হইতে নূতন যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহারা ইহাদিগের দ্বারা বঞ্চিত হন। "মহাশয় আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে সৎকার্য্য করিতে পারিতেছি না" বলিয়া ভিক্ষা করে। ...মীহাতের সময় আসিয়াছে, আর উপায় না থাকিলে এই উপায় অবলম্বিত হয়। আর এক দল ভিক্ষুককে বিদূরিত হওয়া উচিত নয়। ইহারা বিষ্ণুপুর হইতে ঔষধ বিক্রয় করিতে আইসে। এক স্কন্ধে ঝুলি ও শীতলা অপর স্কন্ধে ঔষধের বোচকা থাকে; বস্ত্রও বিক্রীত হইতেছে, আহারের চাউলও জুটিতেছে। সুবর্ণ বণিক ও তন্তুবায়দিগের পাচক উৎকলের ব্রাহ্মণদিগকে ...ত হওয়া উচিত নহে। রন্ধন করিয়া অমনি বাসায় প্রত্যাগমন না করিয়া এই মহামতিরা দল বাড়ী বেড়াইয়া যান।

এইপ্রকার ব্যবসায়ী ভিক্ষুকদিগের জন্য লোক বিব্রত হইয়াছেন। অনেকে এই নিমিত্ত যথার্থ দরিদ্র ও অক্ষমদিগকেও সাহায্য করিতে সঙ্কুচিত হন। পুলিষ আইনে ভিক্ষা নিষেধ; কিন্তু চৌরঙ্গি ব্যতীত এ আইন অনুসারে পুলিষ অন্যত্র কাজ করিতে পারেন না। এইসকল লোককে ভিক্ষা দেওয়া আর পাপের প্রশ্রয় দেওয়া সমান।

—:০:—

বিবিধসংবাদ।

১২ ই ফাল্গুন সোমবার।

২৭ এ মাঘের সোমপ্রকাশে গবর্ণমেন্ট ও মসনরি বিদ্যালয়প্রস্তাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে কাথিড্রাল কালেজে এক জনও বি এ, হয় নাই বলিয়া যে লেখা হইয়াছে, সেটী ভ্রমবশতঃ হইয়াছে। ১৮৬৮ অব্দে প্রথমতঃ ঐ বিদ্যালয়ে বি এ শ্রেণি হয়। প্রথম বৎসরেই চারিজন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

আবিসিনিয়ার যুদ্ধের নিমিত্ত ভারতবর্ষ সাতকোটি টাকা প্রদান করেন। ইংলণ্ড চারি কোটি শোধ দিয়াছেন। অদ্যাপি তিন কোটি বাকী আছে। এগুলি অকর্ম্মণ্য কামান বন্দুক বারুদে যেন শোধ দেওয়া না হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টি হওয়াতে তত্রত্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সর্ব্বসাধারণকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। চাঁদার আর প্রয়োজন নাই। সর উইলিয়ম মিয়র এই বিপদকালে যেপ্রকার চতুরতা, দূরদর্শিতা ও শ্রমশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বেহারের অবস্থা কিপ্রকার, তাহা বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

...ওজন ও মাপ একবিধ করিবার নিমিত্ত যে কমিসন ...তাঁহাদিগের রিপোর্ট ...বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মতপ্রকাশ করিয়াছেন। ...মত গৃহীত হইয়াছে। ...সভ্য দেশে ফরাসী ওজন প্রচলিত হওয়াতে এপ্রথা এখানেও প্রচলিত হইবে।

মাদুরার ডাকাইত দাবিঙ্গ আট বৎসর মেয়াদ খাটিয়া মুক্ত হওয়াতে কামসনব হগ ও কয়েক জন দয়ালু ইউরোপীয় ভদ্রলোকে তাহার কোন সদুপার্জ্জনের উপায় করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। এবং কি অতঃপর সৎ হইতে পারে। কিন্তু এইসকল দয়ালু লোককে আমরা অনুরোধ করিতেছি, ইহাঁরা অনুগ্রহ করিয়া ...কে অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকাতে

পান, সে চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সে চেষ্টা আড়ম্বরমাত্র না হইয়া ফলোপধায়িনী হয় এটীও সকলের ইচ্ছা। ফলোদ্দেশ করিতে গেলে তাহার প্রথম উপায় অবলম্বন আবশ্যক। সে উপায় কি? উদ্যোগকারী আমাদিগের হিন্দু বান্ধবগণের সেটী জানা কর্ত্তব্য। সভাদিবসে একমাত্র পুরাণপাঠ ও সঙ্গীত বা দলাদলি করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবেন, যদি এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তাহার তুল্য বিড়ম্বনা আর নাই। ইহা ধর্ম্মচর্চ্চার উপায়, রক্ষার উপায় নয়। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কাল অন্য প্রকার হইয়াছে। যে সময়ে হিন্দু ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের তারতম্য করিলে যুগান্তর উপস্থিত বলিয়া বোধ হয়। যে এক ইংরাজী শিক্ষা হিন্দুসমাজমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন অধিকাংশ লোকের দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা জন্মিয়াছে। পূর্ব্বকার লোকেরা যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, বহুদোষদূষিত হইলেও তাহাই অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, এখনকার লোকের সে মত নয়। এখানকার লোকের স্বাধীনরূপ কার্য্য করিবার ইচ্ছা জন্মিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীন কালের ধর্ম্ম। তখন হিন্দুসমাজ রক্ষার্থ যেগুলি আবশ্যক, ধর্ম্মসংস্থাপকেরা সেই সেই বিধান করিয়াছিলেন। তখন সেইগুলিতে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল। এখন কালের বহু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন সেই সেই নিয়মের অধিকাংশ উপকারক না হইয়া অপকারক হইয়া উঠিয়াছে। যে স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার প্রতীপ গমন করিতে গেলে কেবল যে অকৃতার্থ হইতে হইবে এরূপ নয়, শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িতে হইবে। স্রোতের অনুকূল গমনই বিধেয়। অতএব উল্লিখিত সভাস্থাপনকারীরা যদি হিন্দুসমাজের শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া বাস্তবিক খিদ্যমান হইয়া থাকেন এবং হিন্দু নাম রক্ষার অকপট চেষ্টা জন্মিয়া থাকে, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া ইহাকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া তুলুন। যে যে দোষগুলি মারাত্মকরূপে উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে, তাহার সংশোধনে যত্নবান হউন।

যদি বলেন, হিন্দুধর্ম্মের কখন পরিবর্ত্ত হয় নাই, ইহার পরিবর্ত্ত করিতে গেলেই ইহার উচ্ছেদ হইবে, তাহা বলিতে পারেন না। হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত আলোচনা করুন, বহু পরিবর্ত্ত লক্ষিত হইবে। প্রথম বেদের সৃষ্টি হয়। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড, বেদের এই দুটী প্রধান ভেদ আছে। এ উভয়ের এক উৎপত্তিকাল নয়। বেদের পর মনু প্রভৃতি স্মৃতির সৃষ্টি হয়। হিন্দুধর্ম্মের কেবল এইমাত্র পরিবর্ত্ত হইয়াছিল, এরূপ নয়। পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ ও সমুদ্রযাত্রা স্বীকারপ্রভৃতির নিয়ম ছিল, কলির প্রথমে কতকগুলি পণ্ডিত একত্র হইয়া সেগুলি রহিত (১) করিয়া যান। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে এমন সিদ্ধান্ত যায় না যে হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার যাইতে পারে না। অতএব সভাস্থাপনের উদ্যোগকারীদিগে তাঁহারা সময়ে সময়ে কতগুলি লোককে সভাস্থলে আহ্বান কি কি পরিবর্ত্ত করা আ তাহার পরামর্শ করিয়া সেই সেই বর্ত্ত করুন এবং আপনারা তদনু আচরণ করুন। বিজ্ঞ ও প্রধান লে যে ব্যবহার করেন, তাহা সহজে সব পরিগৃহীত হয়।

হিন্দুসমাজের সংস্কার ও কাল রূপ পরিবর্ত্ত না করিলে হিন্দুসমাজ যে দীর্ঘকাল অমুৎসন্ন থাকিবে না, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বোধগম্য হইতেছে। উহার সূত্রপাত হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ হিন্দু সমাজ মধ্যে অনেকগুলি উন্নতির দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক দর্শন করিয়া এ সমাজের পরিত্যাগে অনুরাগী হইয়াছেন। ব্রাহ্মেরা ইহার প্রমাণস্থল। যাঁহারা ব্রাহ্মদলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা যদি সংস্কৃত হিন্দু সমাজ পাইতেন, বোধ হয় ইহা পরিত্যাগ করিতেন না। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যাঁহারা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইতেছেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের প্রতি বীতরাগ হইতেছেন। কেবল পুরাণপাঠপ্রণালীপ্রবর্ত্তন ও দলাদলির ভয়প্রদর্শনদ্বারা তাঁহাদিগকে সমাজের প্রতি অনুরক্ত করিয়া রাখা সহজ ও সম্ভাবিত নয়। তাহাতে সত্বর অধিকতর অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে। যাঁহারা দলাদলিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদিগের কৃতবিদ্য সন্তানেরাই বি

(১) দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ।
দেবরেণ সুতোৎপত্তি দত্তকন্যা প্রদীয়তে॥
কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যানাং ধর্ম্মযুদ্ধে নিহিংসনং॥
বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশিতঃ।
বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষমঘসংকোচনং তথা।
প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকং॥
সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥
দত্তৌরসেতরেষান্তু পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ।
শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাং॥
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদি ক্রিয়াপিচ॥
ভৃগ্বগ্নিমরণঞ্চৈব বৃদ্ধাদিমরণং তথা।
ইত্যাদীনভিধায়।

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ ম
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্ব
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বে
দ্বৈ

দাঁড়াইবেন সন্দেহ নাই। দনপ স্ব সন্তানকে ইংরাজী শিখিতে মূর্খ করিয়া রাখিবেন, ইহা [illegible] নহে।

-৩০৩

বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পারিতোষিক দান।

[illegible]ত ২৭এ ফেব্রুয়ারি শনিবার কলি[illegible]র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া হই[illegible]। বেলা ৪ টা বাজিবামাত্র গবর্ণর [illegible]নরল আগমন করেন, মহাসভার সভা[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়সংক্রান্ত বস্ত্রপরিধান [illegible]রিয়া তাঁহাকে সমারোহে টৌনহালে প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং সভাস্থ সমস্ত লোক প্রত্যুত্থানদ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিলেন। বিস্তর এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পারিতোষিক প্রদত্ত হইলে[illegible]র বাইস চান্সেলর সিটনকার সাহেব সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, এতদ্দেশীয় ধনী ও পণ্ডিতেরা শিক্ষার নিমিত্ত বিস্তর টাকা দিতেছেন, এটী অতিশয় আনন্দের বিষয়। তিনি মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামই প্রধানতঃ উল্লেখ করিলেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, এ বার সিটনকার সাহেবের বক্তৃতা যথাযোগ্য [illegible] হয় নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস চান্সেলর, অতএব তাঁহার অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া [illegible] ক্রমে ক্রমে বিষয়ের প্রসঙ্গ করা [illegible] উচিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালী উৎকৃষ্ট কি অপ[illegible], লোকে যে ইহার প্রতি দোষারোপ [illegible] তাহা কতদূর সঙ্গত, প্রণালী[illegible] [illegible] কিসে অপনয়ন হয়, [illegible] লইয়া তাঁহার বক্তৃতা [illegible]ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সর জন লরেন্সের প্রশংসা করিয়া অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। সর জন লরেন্সের নিকটে শিক্ষাবিভাগ ঋণী নহে। অতএব শ্রোতৃবর্গ যে তাঁহার কৃত এই [illegible] ক্লেশকর জ্ঞান করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সিটনকার সাহেব বঙ্গদেশী সিবিলিয়ানদিগের [illegible]ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, অন্যথা তিনি ইহাতে এতদ্দেশীয়দিগের কেবল ওকালতি ও বিচারকার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন না। বক্তৃতাটী দীর্ঘ ও উজ্জ্বল হইয়াছিল; কিন্তু শূন্যগর্ভ।

বাইস চান্সেলরের পর লার্ড মেয় একটী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতা মধ্যে একটী আশ্বাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, বিদ্যাশিক্ষানিবন্ধন যদি ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য অস্তমিত হয়, তথাপি তিনি শিক্ষাকার্য্য বন্ধ করিবেন না। আমাদিগের সমাবেশ থাকিলে আমরা এই বাক্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া দিতাম।

—০—

আর একটী অন্যায়।

ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের আর একটী অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে হইল। পাঠকগণ ইউরোপীয় সমাচারস্তম্ভে দেখিবেন, গ্লাডষ্টোন সাহেব রণতরিসংক্রান্ত প্রায় দেড়কোটি টাকা ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াছেন। এক জনও নাবিক বিদায় পাইবে না, একখানি জাহাজও বিক্রয় করা হইবে না, কাহার বেতন কমিবে না, বরং কতকগুলি নাবিকের বেতন বৃদ্ধি করা হইবে অথচ ব্যয়সংক্ষেপ হইবে। রাজস্ব বিদ্যাবিদের এপ্রকার চমৎকার শক্তি দর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকেরা যে আহ্লাদিত হইবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কে না ইহাতে আহ্লাদিত হয়? কিন্তু কেবল হতভাগ্য ভারতবর্ষীয়ের ইহাতে হর্ষের কারণ নাই। ইংলণ্ডের সৈনিক ও রণতরিসংক্রান্ত ব্যয়সংক্ষেপের অর্থ আমাদিগের স্কন্ধে ভারক্ষেপণ করা। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সেনাদল একত্রিত করিবার জ্বালায় আমরা অদ্যাপি জ্বলিতেছি। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই নিমিত্ত কয়েকখানি পৃথক রণতরি করিবার প্রস্তাব করেন। মন্ত্রিবর্গ ইহাতে সম্মতি দেন নাই; কিন্তু বলিয়াছেন, তাঁহারা যেমন সৈন্য ভাড়া দেন, সেইপ্রকার রণতরিও ভাড়া দিবেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, যেইমাত্র জাহাজগুলি ভারতবর্ষের সীমায় (ভারত সাগরে) আসিবে সেই অবধি এগুলি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীন ও গবর্ণমেণ্টকে বেতন ভাড়াপ্রভৃতি দিতে হইবে। সচরাচর রণতরির কর্ম্মচারীদিগের যে বেতন দেওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক বেতন লাগিবে। আমরা বোধ করি, চাইলডার্স সাহেব রণতরিসংক্রান্ত ব্যয়সংক্ষেপের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে ইহা হইতেছে। এটী ইংলণ্ডীয় করপ্রদাতাদিগের পক্ষে অতিশয় সুখের বিষয় হইল সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ক্ষতি, সে ভারতবর্ষেরই হইল। যেসকল জাহাজ পৃথিবীর অন্য অন্য অংশে অকর্ম্মণ্য হইবে, সেগুলিকেও ভারতবর্ষের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হইবে। যেপ্রকার প্রভুভক্তি হওয়া উচিত। তাহা রণতরির অধ্যক্ষ অথবা তদধীনস্থ আফিসরগণের হইবে না। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দায়ী এরূপ স্বীকার করিবেন না। যেমন অতিরিক্ত সৈনিক ও অকর্ম্মণ্য কামান প্রভৃতি ভারতবর্ষকে দেওয়া হয়, কতকগুলি জীর্ণ জাহাজ দিয়াও সেইপ্রকার আমাদিগের কতক

বন্ধুভাব থাকা কর্ত্তব্য। এই বন্ধুত্ব দৃঢ় ও স্থায়ী হয় এই আমার নিতান্ত বাসনা।

নিউজিলাণ্ডে যেসকল দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতা হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। এই দুর্ঘটনা আর না হয়, এনিমিত্ত উপনিবেশের গবর্ণমেণ্ট ও তত্রত্য লোকেরা সবিশেষ তেজস্বিতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবেন, আমার এমত দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

বৎসরের ব্যয়ের যে তালিকা আপনাদিগের নিকটে দেওয়া হইবে, তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ প্রদর্শন করিবে।

আয়ারলণ্ডের অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে এ বৎসর আর হেবিয়স কার্পস আইন স্থগিত রাখিতে হইবে না, আমার এমত বিশ্বাস আছে।

বক্তৃতাকালে রাজ্ঞী বলিয়াছেন, মিউনিসিপাল ও মহাসভার সভ্য মনোনীত করিবার সময়ে যেসকল ব্যবহার হয় তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, মিউনিসিপাল করেরও অনুসন্ধান হইবে। বিদ্যাশিক্ষা বৃদ্ধি দেউলিয়া আইনের উৎকর্ষসাধন এবং আয়ারলণ্ডের ধর্ম্মসংক্রান্ত বন্দোবস্তের বিষয়ে শীঘ্র বিবেচনা আরম্ভ হইবে। এ বিষয়ে যে আইন আবশ্যক তাহাতে মহাসভার অনেক সময় ও পরিশ্রম লাগিবে।"

"আমার বিশ্বাস আছে, এই গুরুতর বিষয় বিবেচনার সময়ে আপনারা যাবতীয় নিয়মসিদ্ধবার্গের প্রতি মনোযোগ দিয়া ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিবেন। সকলের প্রতি সমান বিচার করিবার নিয়ম অবলম্বন করিয়া আপনারা সকলের একতা সাধন করিবেন।

এতদ্দ্বারা আয়ারলণ্ডের লোকের একভাব হয় এবং তাঁহারা আইন ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা করিয়া পূর্ব্বতন বিরোধ বিস্মৃত হন, এই আমার অভিলাষ। এ বক্তৃতার সময়ে ভারতবর্ষের কোন উল্লেখ করা হয় নাই।

লণ্ডন ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। লার্ড কেরণস লার্ডদিগের হাউসে কনসারবেটিব দলের অগ্রণীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শেষ তর্কের নিমিত্ত দূতসভার অদ্য পুনর্ব্বার অধিবেশন হইবে।

বেলজিয়মের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে তত্রত্য মহাসভা লকসেম্বর্গের রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার ভার কোন ফরাশী কোম্পানির হস্তে না দিবার বিধি করাতে ফরাশী সংবাদপত্রসমূহ মহাক্রোধ প্রকাশ করিয়া মহাসভাকে এই আইন রহিত করিতে বলিতেছেন।

ফরাশী গবর্ণমেণ্ট এক সরকুলারদ্বারা জানাইয়াছেন, সাধারণ ও প্রকাশ্য সভা করিবার বিষয়ে সম্প্রতি যেসকল কুব্যবহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বন্ধ করা তাঁহাদিগের ইচ্ছা।

নিউইয়র্ক ১৮ ই ফেব্রুয়ারি। আমেরিকার মহাসভার যে কমিটী বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টসমূহের সহিত সম্বন্ধের বিবেচনা করেন তাঁহারা এক বাক্য হইয়া সভাপতিকে এই অনুরোধ করিবার মানস করিয়াছেন যে, আলাবামা ঘটিত দাওয়ার বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত সম্প্রতি যে সন্ধি প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। সেণ্ট জুয়ান দ্বীপসম্বন্ধে যে সন্ধি হইয়াছে, তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করিতে বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১৯ এ ফেব্রুয়ারি। দূতসভার প্রস্তাবের বিষয়ে গ্রীস যে উত্তর দিয়াছেন সভা তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। তুরস্কের সহিত গ্রীসের বিবাদের শেষ হইল।

দূত সভার কার্য্য শেষ হওয়াতে সভা ভঙ্গ হইয়াছে রণতরির অধ্যক্ষ হনষ্টন ষ্টুয়ার্ট অল্প বেতনে গ্রিণউইচ চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

রাজ্ঞীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তর স্বরূপ মহাসভা অভিনন্দন দিয়াছেন।

ফসেট সাহেবের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে লো সাহেব বলিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রামে বলিয়াছেন, আবিসিনিয়ার যুদ্ধের নিমিত্ত তাঁহারা ৭ কোটি টাকা ব্যয় করেন, ইহার মধ্যে ৪ কোটি শোধ দেওয়া হইয়াছে।

বেলজিয়মের মহাসভার কমিটি লকসেম্বর্গের রেলওয়ে বিল গ্রাহ্য করিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

ডবলিউ, এচ, স্মিথ সাহেব ওয়েষ্ট মিনষ্টরের সিদ্ধ প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

গ্রীসের প্রত্যুত্তর পাইয়া উক্ত দেশের সহিত গ্রীসের সদ্ভাব পুনঃস্থাপনের ঘোষণা করিয়া দূত সভা ভঙ্গ হইয়াছে। তুরস্ক ও গ্রীস তাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। গ্রীসের রাজা দূতসভার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া রুশীয় সম্রাট টেলিগ্রামদ্বারা রাজা জর্জের নিকটে হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সেনাপতি বালফোর সৈনিক সেক্রেটারি আফিসের পদত্যাগ করিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। রাজকুমার লিওপোল্ডের কঠিন পীড়া হইয়াছে। তন্নিমিত্ত রাজ্ঞী মহাসভার এড্রেস গ্রহণ স্থগিত করিয়াছেন।

মার্চেণ্টস কোম্পানির অধ্যক্ষ চাইল ফৌজদারি সোপর্দ্দে অর্পণ করা হইয়

পারিস হইতে শেষ সংবাদে প্রক ফরাশী সংবাদপত্রসমূহে বেলজিয়মের যুদ্ধ করিবার কথা প্রকাশ করিতেছেন। ঐ বেলজি সংবাদপত্র বলেন, বেলজিয়মের স্বাধীন শাসনপ্রণালীই ফরাশীদিগের ক্রোধের কারণ।

পেরা ২২ এ ফেব্রুয়ারি। ঘোষণা হইয়াছে দূতসভার প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে উক্ত দেশের সহিত তুরস্কের বন্ধুভাব পুনরায় হইল গ্রীস এই সম্মতি দেওয়াতে তাঁহার বিরুদ্ধে সকল সজ্জা হইতেছিল, সুলতান তাহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

১০ ই ফেব্রুয়ারি। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি কালেক্টর বাবু ভগবানচন্দ্র বসু কিদিনের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের কমিসনরের প্রতিনিধি নিজ সহকারী হইবেন।

১৬ ই ফেব্রুয়ারি। রেবেরেণ্ড এফ, এম মাক্‌চেলি দারজিলিঙের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

১৭ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডবলিউ, জে, মণি সাহেব উপস্থিত না হন, তত দিন অর্থাৎ ১১ ই ফেব্রুয়ারির অপরাহ্ন অবধি এচ, সি, বি, সি, রেবাণ সাহেব ভাগলপুরের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। চট্টগ্রামের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর এ ডবলিউ, আর, কাউলি সাহেব ১৮৬৯ অব্দের ১০ ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইন অনুসারী মকদ্দমার আপীল শ্রবণ করিতে পারিবেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। যত দিন জি, টইদি সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায় ডদ্রক উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা চালন করিবেন।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। সি, জে, ব্রোণ সাহেব বমড সাহেবের অনুপস্থানকালে কলিকাতা প্রতিনিধি সহকারী কালেক্টর হইবেন।

বিচার ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ।

৭ ই ফেব্রুয়ারি। যত দিন ডবলিউ. আর, ...হেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকি-...ত দিন এ. স্লেয়ার সাহেব লোহারডগার ...ধি পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

...র্ণি সাহেব সি, বি, বঙ্গদেশের ব্যবস্থা ...ভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

যত দিন বাবু রাধামোহন গোস্বামী বিদায় ...ইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু শম্ভু ...চন্দ্র নাগ এম এ, ও বি' এল, গোয়ালপাড়ার ...প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন ...বু হরনাথ রায় ২৯ এ নবেম্বর অবধি ২ রা ...জানুয়ারি পর্য্যন্ত বগুড়ার দেওয়ানি চিকিৎসার ভার পাইয়াছিলেন।

জি, এচ, ফেঞ্চ সাহেব বগুড়ার দাতব্য ...চিকিৎসালয়সভার অন্যতর সভ্য হইবেন।

১৯ এ ফেব্রুয়ারি। যত দিন আসিষ্টান্ট ...সার্জ্জন জে, জে, মর্ণিটথ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন আসিষ্টান্ট সার্জ্জন ...সি, ও, ডানিএল শিলচরের প্রতিনিধি দেও...য়ানী চিকিৎসক হইবেন।

কাছাড়ের সহকারী কমিসনর কিছু দিনের ...নিমিত্ত শিলচরের জেলের ভার পাইবেন।

২০ এ ফেব্রুয়ারি। ডাক্তর এ. কে. রিড ...কিছু দিনের নিমিত্ত শিলচরের প্রতিনিধি সিবিল ...সার্জ্জন হইবেন।

যে দিবস ডবলিউ, কর্বেন সাহেব কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই দিবসাবধি এ, লিবিএন ...সাহেব রঙ্গপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন সি, এস, বেলাই সাহেব বিদায় ...ইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন জে, ডি, ...ড সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি সিবিল ...ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি। যত দিন লেপ্টনেন্ট আর, ...জে, উইয়র্লি সাহেব বিদায় হইয়া অনুপ-...স্থিত থাকিবেন, তত দিন এ. বেলেয়ার সাহেব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি ... লিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ...হইবেন।

যত দিন বাবু ... নাথ রায় বিদায় ...য়া অনুপস্থিত থা... তত দিন বাবু গদা...ধর নওয়াখালির ... পুলিস সুপরি...ন্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ডবলিউ, এস ওয়েলস সাহেব ... তিনি অ... জজ হইবেন।

নিকলির মুন্সেফ বাবু ভগবানচন্দ্র সেন ময়মনসিংহের প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

-:০:-

আমাদিগের মগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। মুরসিদাবাদ জেলার অন্তর্গত মুরসিদাবাদ, বালুচর, আজিমগঞ্জ ও বহরমপুর নগরে জুয়াখেলা নিবারক আইন ১ লা ফেব্রুয়ারি হইতে প্রচলিত হইবার আদেশ হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গদেশে জুয়াখেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এখানে উক্ত আইন প্রচলিত হইলে ভাল হয়

২। মফস্বল পুলিষের বার্দ্ধক্যকালীন পেন্সন ফণ্ডের সন ১৮৬৮ সালের এপ্রেল মাস অবধি সেপ্টেম্বর মাসপর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের ষাণ্মাসিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আয় ৪,৩৬,৩৫৪(৫১ ব্যয় ১,৪০।৶১০ বাদে উদ্বৃত্ত ৪,৩৪৯৫২॥৬ টাকা জানা গেল।

পূর্ব্বে কাওরাপুকুর হইতে মগরা পর্য্যন্ত খাল কাটিবার কথা শুনা গিয়াছিল, সংপ্রতি কাওরাপুকুর হইতে তাহা আরম্ভ হইয়াছে।

৪। থানা সুলতানপুরে এক জন সব ইনইনস্পেক্টর ছিলেন। কিছু দিন হইল তথায় আর এক জন অতিরিক্ত সব ইনস্পেক্টর আসিয়াছেন। শুনিলাম, ঐ থানা ভাঙ্গিয়া আর একটী নূতন থানা সিমুল বেড়িয়াতে হইবে। এটি হওয়া আবশ্যক, কারণ ইহার এলেকা সমুদ্র পর্য্যন্ত।

৬। সংপ্রতি বৃষ্টি হওয়াতে ধানের পক্ষে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিয়াছে।

৭। মগরার সন্নিহিত মর্য্যাদাগ্রামে একটী বালকের বস্ত্রে অগ্নি লাগিয়া জীবন নষ্ট হইয়াছে।

৮। পদ্মপুকুরিয়া গ্রামে বোড়াকাইতির বিষয় যাহা ২ রা নবেম্বরের সোমপ্রকাশে প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহার আসামীরা সেসিয়ন আদালত হইতে জুরির বিচারে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। আজি কালি জুরি বাবুদের আসামি ছাড়া রোগ জন্মিয়াছে।

৯। ডায়মণ্ডহারবরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয় এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তাঁহার স্থানে অন্য কেহ আসিয়া উপস্থিত হন নাই।

১০। এক্ষণে এখানকার দুই এক গ্রামে ওলাউঠা আসিয়া দর্শন দিতে আরম্ভ করি-য়াছে।

১১। এখানকার গবর্ণমেণ্ট রাস্তা সংস্কার কার্য্য এক্ষণে সমাপ্ত হইয়াছে।

১২। মগরার হাটে সরু সিদ্ধ চাউলের মণ ২।০ আনা, লবণ টাকায় সাড়ে সের দুই ছটাক, কাষ্ঠ তিন মণ দশ সের, তৈল নয় পোয়া বিক্রয় হইতেছে। কেবল মৎস্য ও তরকারী সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ আছে।

মগরা
২০ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৬৯

-:০:-

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

লোহজঙ্গ, তিরজখা প্রভৃতি গ্রাম হইয়া এই স্থানের মধ্য দিয়া যে একটী রাস্তা উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা দেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য লোক গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সংপ্রতি তাহা দিয়া লোকের চলাচল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেক দিন যাবৎ ঐ রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে অতি সন্নিকটে কয়েকটী পায়খানা দেখিয়া আসিতেছি। দুর্গন্ধে ইহার নিকট দিয়া গমনাগমন করা বড়ই কষ্টকর। এতদ্দ্বারা কি গমনশীল পথবর্ত্তী লোকদিগের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় না? এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা কাহার নিকট বলিব? প্রকৃত পক্ষে স্থানীয় পুলিষেরই ইহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগের শ্রীনগরের পুলিশ কর্ম্মচারিগণদ্বারা ইহা কোন মতেই হইবার নয়। ইঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই এই রাস্তা দিয়া গতায়াত করিয়া থাকেন, তথাপি যে এতৎপ্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি পতিত হয় না, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। পরম্পরা শুনিতে পাই, এই গ্রামহিতৈষিণী জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশিনী সভার সভ্যগণ ১০ম নিয়মানুসারে (প্রয়োজনানুসারে সভা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধানার্থ রাজকীয় সাহায্য গ্রহণ করিবেন) মুনশীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর সমীপে এতদর্থ এক রিপোর্ট প্রেরণ করিবেন। ভরসা করি বিমলা বাবু রাস্তার পার্শ্ব হইতে পায়খানা কয়টী উঠাইয়া দিবার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া সভাগণের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

এই স্থানে একটী পোষ্ট আফিসের প্রয়োজন বিষয়ে আমরা অনেক দিন যাবৎ সংবাদ পত্রে লিখিয়া আসিতেছি; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে তৎপ্রতি মনোযোগ দেন না, বলিতে পারি না। আজি কালি এতদঞ্চলস্থ লোকে

পত্রাদি প্রেরণ ও সাময়িক সংবাদপত্র ও স্কুলের বিলাদি প্রাপ্তিবিষয়ে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। এই অঞ্চলের জন্য যে অতিদূরে একটী ডাকঘর আছে, উহার কর্ম্মচারিগণের দোষে যথাসময়ে পত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া আমরা একটী ডাকঘরের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি। এস্থানে পোষ্ট আফিস প্রতিষ্ঠিত হইলে বিলক্ষণ আয় হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমরা অবগত আছি, অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিনা বেতনে পোষ্টমাষ্টরের কর্ম্ম করিতে সম্মত আছেন। এইরূপ ব্যয়ের সুবিধাসত্ত্বেও যদি কর্তৃপক্ষ ডাকঘর সংস্থাপন না করেন তাহা হইলে আমরা আর কি করিব?

—:০:—

আমাদিগের পাবনার অন্তঃপাতি ভাঁরেঙ্গাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

১। এবার আমাদিগের ভাঁরেঙ্গা ইংরাজী স্কুল হইতে প্রায় ৮। ৯ জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল। শুনিতে পাই এক জন ছাত্র মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় হইতে অন্যান্য বৎসর ৪।৫ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন। এ বার স্কুলের অবস্থা বড় মন্দ। মহাশয়! এই স্কুলটী ইতঃপূর্ব্বে পাবনার মফস্বলস্থ স্কুলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, কেবল কতকগুলি অন্যায় কারণে স্কুলটী ক্রমে দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন গ্রামের অধিকাংশ দাতব্য প্রদাতারা দাতব্য দিতে কষ্ট বোধ করেন। সেক্রেটারীর উচিত, তিনি স্কুলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ বিধান করেন। নতুবা স্কুলটীর ভবিতব্য বড় মন্দ। তাঁহার বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে, যে স্কুলের ছাত্রের দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা ৮০।৯০ ছিল, সেই স্কুলে এখন ১২। ১৫। ২০ জন ছাত্রের অধিক উপস্থিত হয় না।

২। আজি কালি দুলজানা বঙ্গবিদ্যালয়ের অবস্থা উত্তম। এখন এই বিদ্যালয়টী ভালরূপ চলিতেছে। শিক্ষক মহাশয়েরা বিশেষ মনোযোগের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন, ছাত্রসংখ্যা ৪০ জনের কম নয়। বার্ষিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মহাশয়! এ বিদ্যালয়টী দুঃখী দরিদ্রসন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের স্থান, ইহাতে এক আনা দুই আনার অধিক বেতন দিয়া যে পড়ে এমন ছাত্র এক জনও নাই। আমার বিশেষ প্রার্থনা এই, সেক্রেটারি মহাশয় যেন বিদ্যালয়ের বেতনের হার আর অধিক না করেন।

৩। মহাশয়! আমাদের বাসগ্রামে আজি কালি বড় তস্করের ভয় হইয়াছে।

৪। মহাশয়! পাবনা জেলায় এ বার বড় তাস ও পাশা খেলার ধূম। কি জেলার প্রধান স্থান, কি মফস্বলস্থ পাড়াগাঁ যে স্থানে যাইবেন প্রায় সেই স্থানেই কি সুশিক্ষিত কি অশিক্ষিত, সকলেই এই ক্রীড়ায় অনুরোধে লেখাপড়া সব ছাড়িয়াছেন। যাঁহারা স্থানীয় লোকের আদর্শ, তাঁহারাও দিন রাত্রি আমোদে উন্মত্তপ্রায়। মহাশয়! এতন্নিবন্ধন এদেশের অল্পক্ষতি হইতেছে না। আমরা প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি, যে তাঁহারা এই ব্যসনে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া জীবনের সার্থক কার্য্যে লিপ্ত হউন।

মহাশয়! কয়েক দিন হইল ভাঁরেঙ্গার নিকট বর্দ্দী মথুরানামক স্থানে কয়েকজন সাহেব আসিয়াছেন। মফস্বলে সাহেব আসিলে যে যে কষ্ট হয় তাহা সকলই হইতেছে। এখন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা এই, সত্বর ইহারা স্থান ত্যাগ করুন।

আমাদিগের রঙ্গপুর কাকিনীয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, গত ১৬ই মাঘ রাত্রি এক প্রহরের সময়ে ঘোড়ামারাপ্রভৃতি স্থানে শিলাবৃষ্টি ও প্রবল ঝটিকা হইয়া ঐ ঐ স্থানের বিস্তর ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। শিলাবর্ষণে ঐসকল স্থানের তামাক প্রায় তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়াছে। প্রবল বাত্যায় ঘোড়ামারার নিকটবর্ত্তী ত্রিস্রোতার ঘাটে প্রায় ১৩। ১৪ খান মহাজনের নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে।

২। শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, গত ২৩ মাঘ অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময়ে রঙ্গপুরের সদর স্থানে অগ্নি লাগিয়া অনেকগুলি উকীল ও মোক্তারের বাসা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই অগ্ন্যুৎপাতে অত্রত্য অধিবাসীদিগের অনেক ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই।

৩। কয়েক দিন গত হইল, কাকিনীয়া ও ভুষভাণ্ডার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়দ্বয়ের বার্ষিক পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষাস্থলে রঙ্গপুর মাষ্টর বাবু চন্দ্রনাথ ভদ্র লোক উপস্থিত

৪। গত ২৬এ মাঘ মহাশয়ের যত্নে ঘো এই দিবস রঙ্গপুরস্থ মহাশয়ও ঘোড়দৌড় উপস্থিত ছিলেন। হস্তিদৌড়প্রভৃতি হ অগ্রগণ্য হইয়া ছিল, স্কারলাভ করিয়াছ

৫। শুনিয়া আ বালিকাবিদ্যালয়ে মাসিক ২৷০ টা দিবার জন্য আ ইনস্পেক্টর বাবু কা টের নিকটে রিপ তিনি আশানুরূ হইবেন না।

৬। প্রায় তি একটী ধর্ম্মসভা স্থ মারঞ্জন রায় এবং সমাজের সম্মত আছেন অত্রত্য মানবম লাভ হইবে সং

৭। ভুষভ মোহন রায় মহৎকার্য্য করি ছেন। তিনি জীবনরক্ষার্থে য়াছেন।

মান্যবর

ব গত লাম, যে ৪ঠা জানু নামক স্টেট সংক্ষেপ ভূততা ঐ পত্র

টিয়ট তিনখানি পত্র
দেখিলাম এবং দেখি
দন সাহেবের অনুবাদ
প্রদর্শন করিয়াছেন,
নহে। সকলগুলিই
হেব বাস্তবিকই বাঙ্গা
রিতে পারিয়া একে
এ বিষয়ের সত্যাস
। অন্য প্রমাণের
মরা লেপ্টনন্ট গবর্নর
করি যে, তিনি এক
দ্বারা গত ৪ টী
"শিক্ষাবিভাগ"
অনুবাদ করাইয়া
সাহেব উইকলি
করিয়াছেন এবং
বিত্যাগ করিয়া
লেজের প্রিন্সিপাল
উক্ত হইয়াছিল,
খত হয় নাই।
প্রফেসরদিগের
হইতেছে মক
বিতি তদপেক্ষা
রূপ সোমপ্র
কিন্তু র বন্ধন
। কালেজের
একটীমাত্র
ফেসরদিগের
দ্র লিখিয়া
শক বিষয়
প্ত অনুবাদ
কোনরূপেই
তাহাই যদি
প্রয়োজন
প্রস্তাবের
র সংক্ষি
১৫ ই
ইয়াছে,
য়োজন
সাহেব
হইলে
স্থলে

উহা তিনি অনুবাদ করিয়া কর্তৃপক্ষের গোচর করিতে সাহসী হইবেন কি না? যাহা হউক আমরা উহা দেখিবার জন্য সতৃষ্ণনয়নে উইকলি রিপোর্টের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

এক জন পাঠক।

মহাশয়! ফৌজদারী মকদ্দমার কার্য্যবিধি প্রচলিত হওয়া অবধি অনেক স্থলে সেসন আদালতে অনেক মকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইয়া আসিতেছে। আবার সেই জুরিদের হস্তে এমত অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা ঘটনাসম্বন্ধে জজের অভিপ্রায়ের বিপরীত নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং তাহার উপর প্রধানতম বিচারালয়ে কেবল আইনঘটিত হেতুবাদে আপীল হয়, যে আইনের নিষ্পত্তি সেসন আদালতে জজের দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং জুরির নিষ্পত্তির উপর আর আপীল নাই। জুরির এইরূপ অসীম ক্ষমতা থাকাতেই হউক, কিম্বা জুরি নির্ব্বাচনের দোষেই হউক, আমরা দেখিতে পাই, অনেক স্থলে জুরির বিচারে অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তি দণ্ড পাইয়া থাকে, আবার স্থলবিশেষে অনেক দোষী ব্যক্তি নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করে। এরূপ ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে জুরিনির্ব্বাচনের দোষই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হয়। আমারা সেই সেকেলে পুরাণ পাপী মোক্তার ও অনভিজ্ঞ জমীদার ও গ্রামস্বামিপ্রভৃতিকে অনেক সময় জুরির আসনে বসিতে দেখিয়াছি। মহাশয়! যাঁহারা মনুষ্য প্রকৃতির পরীক্ষক হইয়া বিচারাসনে বসেন, তাঁহাদের দূরদর্শী ও প্রকৃতিস্থ হওয়া অতিশয় আবশ্যক; কিন্তু এক্ষণকার জুরিগণের মধ্যে তেমন লোক প্রায়ই পাওয়া যায় না। তাঁহারা, হয় অনভিজ্ঞতাদোষে ঘটনার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন না, না হয় স্বার্থানুরোধে পক্ষপাতপরায়ণ হন, সুতরাং এমত স্থলে সুবিচাররক্ষার উপায় সন্দেহ থাকে। মহাশয়! আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, ইহা আমাদিগের কল্পনা সম্ভূত নয়; কিন্তু বহু দিন ধরিয়া জুরির বিচার দেখিয়া আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। অতএব আমরা জুরিনির্ব্বাচনকারী রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করি যে, যে স্থলে জুরির বিচার একেবারে চূড়ান্ত হয় এবং সেই বিচারের উপর অনেক লোকের শারীরিক সুখ দুঃখ এমন কি জীবনপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, এমত স্থলে তাঁহারা যেন যথার্থ কৃতবিদ্য, নিঃস্বার্থ ধর্ম্মপরায়ণ লোক দেখিয়া জুরি মনোনীত করেন। জুরির দোষে আমাদিগের ন্যায়পর গবর্ণমেণ্টের সুবিচারের উপর সাধারণের অশ্রদ্ধা না হয়।

১২৭৫ সাল } শ্রীকৈলাসনাথ বসু।
২৭ এ মাঘ }

মহাশয়! ২৭ এ মাঘের সোমপ্রকাশের ২০৭ পৃষ্ঠার তৃতীয় স্তম্ভ হইতে "শ্রী বং" স্বাক্ষরিত যে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে, তদুপলক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য উপস্থিত হইল, প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

পত্রপ্রেরক অতি প্রধান বিষয় লক্ষ্য করিয়া স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু ২। ১ টী প্রয়োজনীয় কথা বলেন নাই। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সংবাদপত্রের কথা শুনিতেছেন, উহার মনোযোগার্হ সম্বাদসকলের জন্য সাহেব অনুবাদক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাতে উপকার হইতেছে, সকলই সত্য; কিন্তু বাঙ্গালা কাগজের এই অভ্যুদয়োন্মুখ গৌরব অস্তমিত হইবার এবং উহা কয় জন বাঙ্গালীর স্বার্থসিদ্ধির দ্বার বলিয়া পরিচিত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং এই অনিষ্টমূলের অধিকাংশ, কাগজকর্ত্তাতেই নিহিত আছে, বিশেষরূপে তাহার উল্লেখ করেন নাই; কেবল কয়েক জন সংবাদদাতার উপর কিঞ্চিৎ দোষারোপ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন।

পত্রপ্রেরক উক্তরূপ অনিষ্টের দুটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ ম কোন কোন সংবাদদাতার সংবাদ মিথ্যা এবং অতিবর্দ্ধন দোষে দূষিত। ২ য় বাঙ্গালা কাগজে লিখিত বিষয়ের অনুসন্ধানের ভার যেসকল কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত হয়, তাহাদিগের আলস্য ও ঔদাস্য। এ দুটীই ঠিক কথা, ইহাতে অধিক বক্তব্য নাই; কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এ স্থলে সম্পাদক মহাশয়েরা কি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ? তাঁহারা স্ব স্ব কাগজের গৌরবরক্ষা ও উদ্দেশসাধনতা বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিলে কি এরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে? কাগজের উন্নতি অবনতি সম্পাদক, লেখক, সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরকপ্রভৃতি সকলের উপরই নির্ভর করে; কিন্তু আবার ঐসকলের উৎকর্ষাপকর্ষ একমাত্র সম্পাদকের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। তিনি যদি ঐ সকলের নির্ব্বাচনে ভ্রান্ত না হন, বোধ হয়, উল্লিখিতরূপ অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা

বগ্রাকেতাও একপ্রকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধি হইলে বাবুগিরি বাড়িবে বাবুগিরি বাড়িলে ও গুরুতর কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইবে না।" শুনলি হাবী আদপেটা খেয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরে এ কাজ করতে হয়। এ গৌরবের কাজ!!! প্রশংসা ও ধর্ম্মই ইহার একমাত্র পুরস্কার।

গ্ৰ। ভাল, যিনি লিখেছেন, তিনি কি কাজ করেন?

প। শিক্ষাবিভাগের এক রকম কর্ত্তা বল্লেই হয়।

গৃ। তিনি কত মাইনে পান?

প। বোধ করি এখন মাসিক ছয় শত টাকা বেতন পান।

(গৃ। শিরশ্চালনপূর্ব্বক) হুঁ উ-উ!! তিনি তবে লিখতে পারেন। ভাল এক বারেই কি তাঁর ঐ মাইনে হয়েচে?

প। না, প্রথমে তিনি এক সামান্য স্কুলে কাজ করে ত্রিশ চাল্লিশ টাকা মাসিক পেতেন, ক্রমে দুই শ, তিন শ, করে এখন ঐ বেতন পান।

গৃ। ভাল, তাঁদের ন্যায় তোমাদের মাইনে আর বাড়ল না কেন? আর তিনি যে এত টাকা মাইনে পান তাঁর কি বাবুগিরি নাই?

প। তিনি বড় লোক, ইংরাজী বিদ্যা জানেন, তাঁর কত সুখ্যাতি, তাঁর মাইনে বাড়ার ভাবনা কি? আর বাবুগিরির বিষয় জানি না, বোধ হয় না থাকতে পারে।

গৃ। ও কথা আমি শুনি না। তিনিই কালের লোক, নিজ বুদ্ধবলেই, মাইনে বাড়িয়ে নয়েছেন। আর যার এত টাকা মাইনে অবশ্যই তাঁর মেয়ের হাতে সোনার বাউটী, ঢাকাই সাড়ী আট পৌরে পরেন। বাবুও ঢাকাই ধোপ লাগায়ে দেন। চাকরে তেল মাখায়ে দেয়, জল ঢেলে দেয়।

প। তুমি কি তাতে দুঃখিত হও?

গৃ। বালাই! তা হবো কেন? ভগবান যাদের যত দিয়েছেন, তাঁরা জন্ম জন্ম তাই ভোগ করুন। তবে কি না তোমরা যে দেশের মঙ্গল কচ্চি মঙ্গল কচ্চি বলে বেড়াও দিকে তোমাদের মাগ ছেলে খেতে পায় না। তাই বলি।

দূর হোক ও কথায় আমাদের কাজ নাই। এখন তুমি পা ধোয়। কাপড় ছাড়, একটু জল খাও।

গৃ! হাঁ দিই, তুমি এখন আর ছেলেপিলে নয়ে দিয়ে থেকো না, ওদের নিয়ে ঘরের মধ্যে যাও (এই বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রস্থান।)

৫ ই ফাল্গুন
১২৭৫ } কস্যচিৎ বাঙ্গালা শিক্ষকস্য।

—০০—

ডাল সাহেবের ফ্রী রাগেড স্কুল
অর্থাৎ অবৈতনিক দরিদ্র বিদ্যা
লয়ের পারিতোষিক
বিতরণ।

উল্লিখিত গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত ডাল সাহেবের অবৈতনিক দরিদ্র বিদ্যালয়ে ২০এ ফেব্রুয়ারি শনিবারে পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছে ইন্টেলেকচুয়াল ও ফিজিকাল এই দুই প্রকার পারিতোষিক বিতরণ হয়। যদ্দ্বারা মানসিক উন্নতি সাধিত হয় তাহাই ইন্টেলকচুয়াল প্রাইজ, অর্থাৎ পুস্তক, যাহা শারীরিক পুষ্টিবিধায়ক তাহাই ফিজিকাল, অর্থাৎ সুখাদ্য দ্রব্য। ফিজিক্যাল দুই প্রকার, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক অর্থাৎ ফল মূল। কৃত্রিম অর্থাৎ ময়রার দোকানের সুমিষ্ট সামগ্রী। পারিতোষিক বিতরণদিবসে মিস নাইট, বেটিম্যান সাহেব, রাগেড স্কুলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ইউসফুল আর্টস স্কুলের প্রতিনিধি প্রিন্সিপল বাবু দ্বারকানাথ সিংহ ও প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক বাবু জয়গোপাল সরকারপ্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শাখারিটোলা
২২ এ ফেব্রুয়ারি
১৮৬৯ } একান্ত বশম্বদ
এক জন দর্শক

—০—

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রামযাদব বসু কটক	১৩
" বিপিনবিহারি ভট্টাচার্য্য স্তুতি	৭
" দ্বারকানাথ মল্লিক পটোলডাঙ্গা	১০
" কুঞ্জবিহারী বসু টালিগঞ্জ	১০
" পূর্ণচন্দ্র রায় যশোহর	১৩
" নীলগোপাল মণ্ডল বাওয়ালী	১৩
" সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী বারুইপুর	৫॥
" রসিকলাল রায় নলহটী	৩৮
" লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী	১৩
" কালীচরণ রায় চৌপীড়া	১৩
জমামুদ্দিন আহম্মদ গোহাটী	৩৮
মহম্মদ হামেদ লাভপুর	১৩
ভরতবর্ষীয় সভা	১০
" বাবনাড়ার স্কুল রাখরগড়	১৩

—০—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা। মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাতি চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প্ টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত মাঘ মাসের শেষ কয়েক দিন ধরিয়া এ অঞ্চলে বারিবর্ষণ হইয়াছে। তন্মধ্যে এক দিবস প্রচণ্ড বাত্যাসহ নিরবচ্ছিন্নরূপেই বৃষ্টি হইয়াছিল। কৃষকেরা "যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ," এই প্রবাদ স্মরণ করিয়া আর "ছিয়াত্তর মন্বন্তরের" তাদৃশ আশঙ্কা করিতেছে না। যে দিবস বাত্যা হয়, সেই দিন কুমারপুরনামক গ্রামের নিকট এক ব্যক্তি ঝড় এবং বৃষ্টিতে অবসন্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

কাটোয়ার সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর এবং সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কালি দাস দত্ত বি. এ. বি. এল. মহোদয় কাছারি করিতে বহির্গত হইয়াছেন। ইহার ন্যায় কর্ম্মদক্ষ, সংস্বভাব এবং বিদ্যোৎসাহী আমরা অধিক দেখিতে পাই না। এই মফস্বল ভ্রমণ সময়ে ইনি যে কেবল মকদ্দমার রায় লিখিয়াই স্বকার্য সম্পাদন করা হইল এরূপ ভাবেন, তাহা নয়, ইতস্ততঃ পুলিশের কার্য্য পরিদর্শন, "গলা কাটা" দোকানদারের বাটখারা পরীক্ষা এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির রাস্তা ঘাট তদারকপ্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই স্বয়ং করিয়া থাকেন। ইহারই প্রসাদে একডসাহ গ্রামের পতনোন্মুখ বিদ্যালয় পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। জগদীশ্বরসমীপে প্রার্থনা ইনি এই স্থানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া দেশের হিতসাধন করিতে থাকুন।

মহাশয়! "কালস্য কুটিলা গতি।" এক্ষণে ইংরাজী না জানিলে মানুষ মানুষই নয়। অন্ততঃ ইংরাজীতে দুই চারিটা গালাগালি শিখিয়া রাখা অধুনাতন সভ্যতার অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ ইংরাজী শিখিয়া ফল কি হইতেছে? অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সুরাপান, আত্মাভিমান, দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিয়া পাপতরঙ্গে দেশকে নিমগ্ন করাই ইহার ফল। "মিথ্যা কথা বলিব! কিন্তু কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পাইবে না" এই একটী সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। সংবাদ পত্রে লেখা চাই (কারণ বিদ্যাপ্রকাশ করিতেই হইবে) অথচ লিখিবার বিষয় নাই; সুতরাং মিথ্যা একটা যাহা ইচ্ছা লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনি প্রতিবাদ করিলেন, পুরস্কারস্বরূপ গালাগালি খাইলেন। বন্ধুবান্ধব জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম "কি করব ভাই! অপ্রতিভ হইতে হয়!" এই কারণেই নব্য দল এত ঘৃণ্য হইয়া উঠিতেছেন। এই হেতুই প্রতীয়মান হইতেছে যে "কালস্য কুটিলা গতি" এ কথাটী একান্ত সত্য।

১২ই ফাল্গুন ১২৭৫ } অনুগৃহীত শ্রীকাটোয়া সমীপবাসী।

মহাশয়! বেলুড় অঞ্চলের লোকের কি সৌভাগ্য! যে আসেসরটি শিবপুরে আসেস করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি বেলুড় অঞ্চলেও আসেস করেন। তথায় যাঁহাদিগের বাটীর উপর অন্যায় হারে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাঁহারা বিচারের জন্য মিউনিসিপাল চেয়ারমানের নিকট আবেদন করিলে তাঁহাদিগের সৌভাগ্যক্রমে বিচারদিবসে হাবড়ার কাছারির সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট টটনহাম সাহেব চেয়ারমান হন ও বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট) এই কএক জন সুযোগ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি কমিসনর হইয়াছিলেন। শুনিলাম তত্রত্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে যথার্থ সুবিচার হইয়াছে। দুরদৃষ্টক্রমে আমাদিগের অঞ্চলের বিচারদিবসে টটনহাম সাহেব চেয়ারমান ছিলেন না। আমাদিগের বিবেচনা হয় যে, উক্ত মহোদয়গণ যদি আমাদিগের দরখাস্তের বিচারার্থ আসীন হইতেন, তাহা হইলে আমাদিগেরও আক্ষেপের বিষয় থাকিত না। যাহা হউক আমারা সকলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনায় আবেদন করিব সঙ্কল্প করিয়াছি; দেখা যাউক।

শিবপুর ২৫ ফেব্রুয়ারি } বশম্বদ শ. চ. বন্দ্যোপাধ্যায়

অনাই গ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী ইংরাজী ও একটী বঙ্গ এই দ্বিবিধ বিদ্যালয় আছে। পাঠকগণ অদ্য ইংরাজী বিদ্যালয়টীর বিবরণ পাঠ করুন। বঙ্গবিদ্যালয়টীর বিষয় সময়ানুসারে আপনাদিগকে অবগত করাইব। ইংরাজী বিদ্যালয়টীর নাম অনাই ট্রেনিং স্কুল। বোধ করি, আপনারা অনেকেই ইহার নাম শুনিয়া থাকিবেন কেন না এক সময়ে ইহার যশঃসৌরভ পৃথিবীর নানা স্থান পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই সৌরভের অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। আমাদিগের দেশের লোকের অধ্যবসায় ও উৎসাহ চি[illegible] থাকে না; ক্রমশঃই তাহার [illegible] আইসে। তৎসঙ্গে বিদ্যালয়টীর দশা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। [illegible]তায় যাবতীয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃ[illegible] মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষ[ণে] বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয়টীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে মন একেবারে অপার-দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। গ্রামের লোক হইতে পুনরায় যে এটি উন্নতিশীল ও যশস্বী হয়, এমত প্রত্যাশা করা যায় না কারণ তাঁহাদের যদি সেই ইচ্ছাই থাকিবে তাহা হইলে এরূপ দুরবস্থা ঘটিবে কেন। এক্ষণে মহাশয়ের জগন্মান্য পত্রিকায় ইহার বিষয় কিছু লিখিলে সৌভাগ্যক্রমে যদি গবর্ণমেণ্টের নয়নপথে নিপতিত হয় এবং তাঁহারা যদি পুনরায় ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ইহার বিশেষ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। এই ভরসায় ইহার বিষয় লিখিতে অদ্য লেখনী ধারণ করিলাম। গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র ও ধনাঢ্য ব্যক্তির যত্নে ও উৎসাহে বিশেষতঃ মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেবের পরোপকারিতা এবং পরো[প]হিতৈষিতাগুণে ইংরাজী ১৮৫০ অব্দে বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত সাহেব মহোদয়ই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। ইহার ছাত্রসংখ্যা বড় স্বল্প নহে, অনুমান তিন শত হইবে। ইহার মাসিক ব্যয়ও অধিক হইয়া থাকে। শি[ক্ষক], কেরাণী, মালী এবং দ্বারবানাদির বেতন দিতে মাসে ন্যূনাধিক চারি শত টা[কা] ব্যয় হয়। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মাসিক এক [illegible] টাকা প্রদান করিতেন, এক্ষণে নূতন নিয়মানুসারে আয়ের তৃতীয়াংশের এক অংশ প্র[দান] করেন; ইহাতে বিদ্যালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইহার কর্ত্তৃত্বভার গ্রামের কতিপয় লোকের হস্তে সমর্পিত আছে। ইহার এক সম্পাদক ও কয়েক জন মেম্বর আছেন। তাঁহাদেরই মতানুসারে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। স্কুলটীর বাহ্য আড়ম্বর দর্শন করিয়া পাঠকগণ মনে করিতে পারেন যে, ইহাতে বালকদিগের অতি শিক্ষা হইতেছে; কিন্তু আপনারা [illegible]বার ইহার অন্তরদর্শন করেন, তাহা সহজে আপনাদিগের সেই ভ্রমের [নিরাস] হইতে পারে। ইহার কেবল আড়ম্বর, কার্য্যে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় কথা বলিতে কিইহাতে বালকগণে[র]

প্রেরণ করুন। এতদ্দেশীয় চোরেরা এমত গুরুর নিকটে শিক্ষা পাইলে অদ্বিতীয় হইবে। বিলাতী চুরি ও বিলাতী মিথ্যা কথা এদেশের জুয়াচুরিকে মাৎ মারিয়া দেয়। হুকিল দেশান্তরে থাকিলে তাহার ও এদেশের পক্ষে মঙ্গল।

যেরূপ ইউরোপীয় ভাবেন, ভারতবর্ষীয়দিগের সম্মুখে কোন ইংরাজের দণ্ড দলে ইংরাজচরিত্রের উপরে এতদ্দেশীয়দের অভক্তি হইবে, তাঁহারা মান্দ্রাজের হত্যাকারী থরণটনকে ক্ষমা করিবার নিমিত্ত শাসনকর্তার নিকটে আবেদন করিয়াছিলেন। এই গুরুতর বিষয় বিবেচনার্থ অন্তরঙ্গ কৌন্সল বসে। কিন্তু সকলে একবাক্য হইয়া আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। থরণটন এক জন ইংরাজ কাপ্তেনকে বধ করে।

জমীদার বাবু হরমোহন ঠাকুর ভাগলপুরের উপনগরে একটী দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। জমীদার যদি যথার্থই বিদ্যার উৎসাহ দিতে চাহেন, তবে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের সাহায্য করুন। কিঞ্চিৎ টাকার নিমিত্ত ইহার উত্তম পাকা বাটী হইতেছে না। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে দলাদলী করিলে চলে না।

বিশপ কালেজ উঠিয়া যাইতেছে। এখানে যথেষ্ট ছাত্র নাই এবং ইহা রাখিবারও প্রয়োজন নাই। বিদ্যালয়ের যে মূলধন আছে তদ্দ্বারা কোন খৃষ্টীয়ান বিদ্যালয়ের সাহায্য হইবে। আমরা বলিতেছি, উহার ফণ্ড লরেন্স অনাথালয়ের নিমিত্ত দেওয়া কর্ত্তব্য।

মফস্বলে জষ্টিস অব দি পিস নিয়োগের বিল নিঃশব্দে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এতদ্দেশীয়দিগকে ঐ পদ হইতে বহিষ্কৃত করা কি ইহার উদ্দেশ্য?

এক্ষণে কলিকাতায় বাষ্পীয় আলোকের তেমন দীপ্তি নাই। জষ্টিসগণ ইহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিটি নিয়োগ আড়ম্বর মাত্র। গাসকোম্পানিকে বলা উচিত, সমুদায় রাস্তায় সমান আলো হয়, এমত পরিমাণে বাষ্প দেন ভালই, নচেৎ অন্য কোন কোম্পানিকে এই ভার দেওয়া হইবে।

গত শুক্রবার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রেইন সাহেব ও সর রিচার্ড টেম্পলপ্রভৃতি বাবু যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাটীতে নাটকাভিনয় দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় সংগীতসম্বন্ধে অনেকের যে কুসংস্কার ছিল তাহা এবার গিয়াছে।

বেরারে ১৮৭২ অব্দের ১০ আইন প্রচলিত হইয়াছে। তত্রত্য এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ এই আইনের অধীন হইবেন না।

মণিমাধব সেননামক যে ব্যক্তি ওরিএণ্টাল ব্যাঙ্ককে ঠকাইবার অপরাধে সেসিয়নে অর্পিত হইয়া মুক্ত হয়, সে সম্প্রতি দেউলিয়া হইবার আবেদন করিয়াছিল। তাহার নাম করিয়া আর এক ব্যক্তি ব্যাঙ্ককে ঠকাইয়া টাকা লয় মণিমাধব এই কথা দেউলিয়া আদালতে বলে। কিন্তু বিচারপতি ফিয়ার ইহা অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে দুই বৎসর কারারোধের আজ্ঞা দিয়াছেন।

২৩ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, বাটী করিবার নিমিত্ত সৈনিক আফিসরদিগকে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইবে তাহা এক কালে দেওয়া হইবে না। বাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার অনতিপূর্ব্বে তৃতীয়াংশ, অর্দ্ধেক হইলে আর একাংশ এবং শেষ হইলে অবশিষ্টাংশ দেওয়া হইবে। সর জন লরেন্স সৈনিকদিগের নিকটে বাহবা লইতে গিয়া দেশ লুঠাইয়া দিতে বসিয়াছিলেন। সমুদায় টাকা লইয়া কেহ পলায়ন করিলে বা প্রেমারায় হারিলে কি হইত? টাকা দেওয়াই পরামর্শসিদ্ধ নয়। দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণের হস্তে দেশের শান্তি ও সুখ নির্ভর করিতেছে, কিন্তু কোন কর্ম্মচারী বাটীর নিমিত্ত টাকা চাহেন না। সর জন লরেন্স আর কিছুকাল থাকিলে সৈনিকদিগের কন্যাপুত্রের বিবাহের ব্যয়ও সাধারণ ধনাগার হইতে দিবার কথা বলিতেন।

মান্দ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ পরীক্ষার কাগজ চুরি যাওয়াতে তত্রত্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর পরীক্ষার্থিদিগকে "ভদ্র লোক" বলিয়া সম্বোধন করিতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। পুলিসের দ্বারা বাটী বেষ্টিত করিয়া পরীক্ষার্থিদিগের তল্লাসী লওয়া হয়। এই প্রকার লজ্জাকর ব্যবহারের এই প্রকৃত দণ্ড। মান্দ্রাজের অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যাওয়াতে পরীক্ষা স্থগিত হইয়াছে। যেসকল ব্যক্তি এই কাজ করে তাহাদিগকে আর পরীক্ষা দিতে দেওয়া উচিত নহে। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলে তদ্দণ্ডে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য।

১৪ ই ফাল্গুন বুধবার।

ভদ্রলোকের বাটীর নিকটে বেশ্যালয় থাকা কত অনিষ্টের বিষয় তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। পাতুরিয়া ঘাটাতে হীরালাল বসাক নামক ২২ বর্ষের এক যুবক তাহার স্ত্রীকে ছাদের উপরে উঠিতে সর্ব্বদা [নিষেধ] করিত। ঐ ছাদের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী এক বেশ্যালয়ের সংযোগ ছিল। বালিকাটী বেশ্যাদিগের গান বাদ্য শ্রবণ ও তাহাদিগের সহিত কথন করিতে ভাল বাসাতে ঐ নিষেধ করে। গত শুক্রবার হীরালাল ক্রোধসম্বরণ করিতে না পারিয়া স্ত্রীকে বধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। বেশ্যাদিগের শরীর পরীক্ষা ও তাহাদিগকে স্বতন্ত্র পল্লীতে রাখিবার যে আইন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় গর্ভেই নষ্ট হইল।

জবলপুর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি দানাপুর হইতে রেলওয়ে শকট যাইবার সময়ে তিন খানি শকট কোন নদে ছিন্ন হইয়া পতিত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কাহার প্রাণনাশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কোন ব্যক্তি ইহার নিমিত্ত ?

সমাজিক বিজ্ঞানসভা স্থির করিয়াছেন, সমুদায় বঙ্গদেশে ৩৬টী বালিকাবিদ্যালয় ও ৭৬৩৩টী ছাত্রী [আ]ছে। গড়ে প্রত্যহ ৫০১১ জন উপস্থিত [থাকে]। এইসকল বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ২৬৯ জন [শিক্ষ]ক ও ১৬২ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। ছাত্রী [ও] শিক্ষয়িত্রীদিগের জাতি ও বিদ্যালয়সমূহের [অধ্য]ক্ষদিগের নাম প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

ডেলিনিউস বলেন, কমিসনর হগ আপনার আজ্ঞায় নিমাইচরণ মল্লিকের ঘাট বন্ধ করিয়াছেন। এই ঘাটটী রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটে, এবং প্রত্যহ শত শত লোক এখানে স্নান করেন। এজন্য না[না]শ হইতেছে। হগ সাহেবের কারখানাটা কি?

১৫ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

এ, মনি সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য হইয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে, সকল গুদামে তৈজ প্রজ্বলিত হয়, এরূপ তৈজল থাকিবে, তাহার মেজে রাস্তা হইতে অন্ততঃ দুইফুট উচ্চ নচেৎ দুই ফুট নীচ হইবে। অগ্নি লাগিলে তৈজল রাস্তায় গড়াইয়া আসিতে না পারে এই উদ্দেশে আজ্ঞাটী হইয়াছে।

এবার ১৭ জন ছাত্র অনর পরীক্ষা দিয়াছেন। তিন জন এম এ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছোটনাগপুরের কমিসনর কর্ণেল হটন পালামকোট পর্গণাতে একটী বার্ষিক মেলা করিবার

করাতে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর চালা ও মুহের নিমিত্ত ১০০০ টাকা ব্যয় করি া দিয়াছেন। ভোটদিগের সহিত স্থ করা এই মেলার উদ্দেশ্য।

দিগের সভাপতি হগ সাহেব ছুয়মা ায় পাইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। বঙ্গ ম গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে উক্ত পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হবেন। লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের বদান্যতার অন্ত নাই। হগ সাহেব প্রত্যাগমনকালে যে দিবস পদ ত্যাগ করিবেন সেই দিবস অবাধ সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন। ক্লার্ক সাহেবের ন্যায় ইংলণ্ডে দেওইয়া সম্পূর্ণ বেতন দিবার ক্ষতি কি ছিল?

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, ১২ ই ফেব্রুয়ারি রাত্রি দুইটার সময়ে ১২।১৩ জন উত্তলজাই কোহাট কেতল পর্ব্বততলস্থিত দুর্গে প্রবেশ করিয়া এক জন পুলিষ প্রহরীকে বধ করিয়া অবশিষ্টগুলিকে বন্দীভূত করিয়া পলায়ন করিয়াছে; রা ঘোর অন্ধকার এবং বৃষ্টি হইতেছিল। লিষ প্রহরীরা নিদ্রিত ছিল। এমত সময়ে ব া এক সোপান দ্বারা নিঃশব্দে দুর্গমধ্যে প্রবেশ রে। বন্দীদিগের মধ্যে এক জন প্রহরী পলা করিয়া আসিয়াছে। পুনর্ব্বার একটী ক্ষুদ্র হইল দেখা ইতেছে। হাজারার সঙ্কির প প্রকার হইবে াহা সকলেই অনুমান করিয়াি লন।

িয়র বলেন উত্তর পশ্চিমা ঞ্চলের অবস্থ বিচারালয়ের নিকটে আবে , হয় তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার দলী স্থর করা নচেৎ রেজিষ্ট্রি রির ফীর ক্ষতি রয়া হউক। বহুকাল অবধি তাঁহারা রেজিষ্টরির ফী পাইতেন, এই কার্য্য এক্ষণে াহাদিগের হস্তান্তর হইয়াছে। বঙ্গদেশের অবস্থ জজদিগের ন্যায় ইহাদিগের বেতন কাই উচিত।

১৬ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

হঠাৎ বৃষ্টি হওয়াতে পঞ্জাব ও জলপুজনা র অনেক বণিককে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। অনেকে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা করিয়া উচ্চমূল্যে বিস্তর শস্য ক্রয় করিয়াছিলেন। শস্যের মূল্য কমাতে ছয় জন আত্মহত্যা করিয়াছেন।

বনা উজিরিরা মহাজনদিগের নিকটে এই নিয়মে কর্জ্জ করে, লুট করিয়া সেই কর্জ্জশোধ দিবে। ার বনেরা ঋণশোধ না করাতে এক দল াক তাহাদিগের একটী লুটের জন্য আক্রমণ করিয়াছিল উজিরিদিগের মধ্যে

কেবল কেন? ধলেশ্বর নদীতে ডাকাইতি কার বার ইজারাও কি ঐ প্রকার নহে?

ডেলিনিউস অবগত হইয়াছেন, আগামী ৬ ই মার্চ শনিবার সর রিচার্ড টেম্পল আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিবেন।

১৭ ই ফাল্গুন শনিবার।

১৬ ই ফাল্গুন শুক্রবার বহুবাজার বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিকবিতরণ হইয়া গিয়াছে। আমরা রিপোর্ট পাঠ করিয়া ইহার উন্নতিদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকগুলিই ইহার উন্নতির প্রথম পরিচায়ক। এই শ্রেণীতে ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ও অঙ্ক প্রভৃতি পঠিত হইতেছে। রিপোর্টলেখক প্রতিপোষক অনরেবল এল, এস জাক্সন সাহেব ও শিক্ষক পণ্ডিত মোহনলাল বিদ্যাবাগীশ ও ফকিরচাঁদ ঘোষের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা মোহনলাল বিদ্যাবাগীশকে বিশেষরূপ জানি বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষাদানবিষয়ে তাঁহার সবিশেষ নৈপুণ্য আছে।

এডুকেশন গেজেট বলেন, সম্প্রতি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, মফস্বলনিবাসী কোন ব্যক্তির কলিকাতায় ভূমিসম্পত্তি থাকিলে তিনি সেই ভূমির ৫০০ টাকার অনধিক বাকী খাজনার নিমিত্ত আপনি যে ছোট আদালতের অধিকার ভুক্ত সেই ছোট আদালতে নালিশ করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী নাগা জাতির প্রেরিত প্রতিভূদিগকে সামুগুটিতে এক বৎসরের জন্য থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন।

হোম এবং লেজিসলেটিব বিভাগের পরস্পর সংস্রব বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ ই অবধি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। লেজিসলেটিব ডিপার্টমেণ্ট এতাবৎ হোম আফিসের শাখাস্বরূপ ছিল, এক্ষণে পৃথক হইল এবং উক্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ব্যবস্থাপ্রণয়নার্থ গবর্ণর জেনরেলের কৌন্সিলের সেক্রেটরি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

জানুয়ারির শেষে সমুদায় ভারতবর্ষে ১০,২০ ২০,২৫০ টাকার নোট প্রচলিত ছিল। ইহার প্রতিভূস্বরূপ ৪,৭৮,৩৭,১৩৮ কাগজ টাকা, ১,৪৮,৬১৮ টাকার অমুদ্রিত রৌপ্য ১,৪৮,১ ৬৬ টাকার স্বর্ণ মুদ্রা এবং ৩,৯১,৭৩,২২৮ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ছিল।

টেলিগ্রামের মূল্য কমাতে সংবাদের সংখ্যা অধিক হইয়েছে। ১৮৬৮ অব্দের জানুয়ারিতে ৮,৭৮১ টী সংবাদ প্রেরিত হয়। গত জানুয়ারিতে ১৫৮৭৬ টী হইয়াছে। শস্য ও খাদ্যদ্রব্যের বিষয়ে রেইলওয়ে কোম্পানি সমূহ যদি এই প্রকার কোন বন্দোবস্ত করিতেপারেন তাহা হইলে অদ্ভুত পূর্ব্ব মঙ্গল হয়।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির আরোহীর শকট আমেরিকার প্রণালী অনুসারে হয়। কিন্তু তাহা এদেশের উপযুক্ত নহে বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা বঙ্গদেশে একবার ব্যবহার করিয়া পরে পরিত্যাগ করিলে কি ভাল হইত না?

-:০:-

ইউরোপীয় সমাচার।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি। মাডরিড হইতে টেলি গ্রামে প্রকাশ করে, কিউবার গবর্ণর জেনরল স্পেন হইতে সাহায্যকারী সৈন্য চাহিয়াছেন। বিদ্রোহীরা হাবানার নিকটে আছে। জাতি সাধারণ সভা সেনাপতি রিবেরোকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন।

হানোবারের রাজা ও হেসির ইলেক্টরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির বিল প্রুশিয়ার মহাসভার লার্ডদিগের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কাউণ্ট বিসমার্ক এক বক্তৃতা করিয়া এই রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ফরাশী সংবাদপত্রসমূহ মিথ্যা জনরব তুলিয়া লোককে ভীত করিতেছেন। এমত অবস্থায় উভয় জাতির কর্ত্তব্য যে, একবাক্য হইয়া সন্ধি স্থাপিত করেন। কারণ ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ শান্তির প্রার্থনা করিতেছেন।

টাইমস পত্র এক প্রস্তাব প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছেন মধ্য আসিয়ার গোলোযোগ নিবারণের একমাত্র উপায় রহিয়াছে, রুশীয়ার সহিত বন্ধুভাবে ইহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রামে প্রকাশ করে সেনাপতি গ্রাণ্ট সভাপতি হইয়াছেন, সাধুতা মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া শাসন কর তাঁহার রাজনীতি হইবে।

পেরা ১৬ ই ফেব্রুয়ারি।

রসিদ এফেন্দি স্বরাষ্ট্রবিভাগের ম স্থানে লাডিক এফেন্দি তুরস্কের রাজ মন্ত্রী হইয়াছেন।

গ্রীস দূতসভার প্রস্তাবের তু দিয়াছেন। রাজা যুদ্ধার্থ যেসকল ছিলেন তাহা বন্ধ করিয়াছেন।

আমেরিকা ও ইংলণ্ড উভয়ের কর হয়, এই উদ্দেশে আ পাইতেছি। ইংলণ্ডের

করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।
গিলেণ্ডার্ আর্বো-
থনট এবং কোং

সোমপ্রকাশ।

১৭ এ ফাল্গুন সোমবার।

বাঙ্গালা সমাচারপত্রের অনুবাদক স্থানান্তরে দর্শন করিবেন, তিনি সোমপ্রকাশপ্রচারিত প্রস্তাবগুলির আবশ্যক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অনুবাদ করাতে কেবল আমরা নহি, পত্রপ্রেরকেরাও অসন্তুষ্ট হইতেছেন। তিনি যদি এরূপ অনুবাদ করেন, এতদর্থ গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অতএব আমরা অনুবাদক মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছি, তিনি সোমপ্রকাশের প্রস্তাবগুলির আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। আমরা জানি বিফল বাগাড়ম্বর দ্বারা সোমপ্রকাশের কোন অংশ পরিপূরিত করা হয় না।

———

কলিকাতা পটোলডাঙ্গার গোলদীঘী পঙ্কাবশেষ হইয়াছে। আমরা যখন দেখি, দেখিতে পাই, লোকে সেই পঙ্কময় জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক কোথায়? পঙ্কিল জলপানে কি পীড়া জন্মে না? ইহাতে কি অগ্নির উদ্দীপন হয়? স্বাস্থ্যরক্ষককে আমাদিগের এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইল, বিক্লিন্ন মৎস্যের ক্ষণিক ঘ্রাণ ও উদর পূরিয়া পঙ্কিল জলপান ইহার অন্যতর কোন্টা স্বাস্থ্যের সমধিক বিঘাতক? এ দীঘীটীকে জলপূর্ণ করা হইল না কেন? আমাদিগের এ প্রশ্ন ধৃষ্টতামাত্র। ইহার এক জন স্বামী আছেন, ইহাকে জলপূর্ণ করা আবশ্যক ও উচিত হইলে তিনি করিতেন সন্দেহ নাই। দীর্ঘিকাটী জল শূন্য হওয়াতে লোকের আত্যন্তিক কষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সতত কষ্ট প্রকাশ করিতেছেন একথা জানানও অন্যায়। দীর্ঘিকাস্বামীর চক্ষু কর্ণ আছে, তিনি সে কষ্ট দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছেন, তথাপি যে প্রতীকার করিতেছেন না তাহার নিগূঢ় কারণ আছে। তিনি যদি চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া থাকেন, তাঁহার যদি পরদুঃখে দুঃখ বোধ না হয়, তাঁহাকে বিরক্ত করাও বিধেয় হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষকেরই কর্ত্তব্য তিনি সমাচারপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া এবং দীর্ঘিকা দ্বারে লোক নিয়োজিত করিয়া উহার জল ব্যবহার নিবারণ করিয়া দিয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন।

অল্পব্যয়ে সর্ব্বত্র নোট প্রচলন।

এক্ষণে ভারতবর্ষের সমুদায় স্থানে স্বল্প ব্যয়ে যেখানে সেখানে নোট ভাঙ্গান যায় না। ইহার উপায়বিধানের চেষ্টা হইতেছে। এক ব্যক্তি সেই উপায় প্রদর্শন করিয়া একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। লেখক পিয়নিয়র সংবাদপত্রে প্রথমতঃ আপনার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। করেন্সি কমিসন এ বিষয়ে কোন সৎ যুক্তি প্রদানে সমর্থ হন নাই। সর উইলিয়ম মান্স্ফিলড ও সর রিচার্ড টেম্পল বলেন, রেলওয়ে ও বাণিজ্যবৃদ্ধি হইলেই এ উপায় হইয়া উঠিবে। তাহা যত দিন না হইতেছে, তত দিন বর্ত্তমান চক্রবাড়গুলি রহিত করা সম্ভাবিত হইতেছে না। বস্তুতঃ করেন্সি কমিসনের রিপোর্টে যে কোন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া প্রদর্শিত হয় নাই, তাহা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করিতেছি। লেখক যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, সেটীও সঙ্গত হইতেছে না। তিনি বলেন, প্রত্যেক বিভাগীয় কমিসনরের অধীনে নোট ভাঙ্গাইবার এক একটী চক্রবা
উচিত। সেইসকল নোট কেব
সেই বিভাগে চলিবে। তাহার
যাইতে হইলে সেই সেই বিভাগে
নোট লইতে হইবে!!! যদি এ
বটীর বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যা
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, এটী কে
গবর্ণমেণ্টের নয় সর্ব্বসাধারণের
অনিষ্ট ও ক্লেশকর হইবে। বোধ কর, এ
জন রাজধানীবিভাগে দশ সহ
টাকার নোট লইলেন। হাবড়া বর্দ্ধ
নের কমিসনরের অধীনস্থ। তথায় ব
মানবিভাগের ভিন্ন অন্য নোট চ
বে না। অতএব পথিক ১০,০০০ নগ
টাকা লইয়া বর্দ্ধমানে নোট ক্রয় ক
লেন। রাজমহলে তাঁহাকে আবা
নোট ক্রয় করিতে হইল। ৭২ ঘটিকা
মধ্যে দিল্লীতে দশ লক্ষ টাকা না পা
ইলে এক জন বণিককে দেউলিয়া হইতে
হয়। আমাদিগের লেখকের মতে কা
করিতে হইলে এই টাকা দশ দিনে
দিল্লী যাইতে পারিল না। এতাবন্মা
অনিষ্ট নয়, ইহাতে জালের ও তহবিল
তছরূপ হইবার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব
হইবে। বাণিজ্যের বৃদ্ধি না হইয়া বরং
উহার হ্রাস হইবে। নিম্নে যে উপায়টী
নির্দ্দেশিত হইতেছে, তাহা যদি অব
লম্বিত হয়, সর্ব্বত্র নোট প্রচলিত হই
বার অনেক সুবিধা হইতে পারে। প্রতি
বিভাগে বৎসর বৎসর কত টাকার
নোট প্রচলিত হয়, তাহার এক হিসাব
করিয়া তৎপরিমাণে স্থানীয় ধনাগারে
টাকা রাখা উচিত। পাঁচ টাকা পর্য্য
মূল্যের নোট হউক। যিনি ১০০০ টাকার
নোট ভাঙ্গাইতে আসিবেন, তিনি
অনায়াসে ২০০।৫০০ টাকার নোট
লইতে পারিবেন; বাজারেও ইহা কে
লইতে অসম্মত হইবেন না। চক্রবাড়ের
সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে।

রতবর্ষের নিমিত্ত একবিধ নোট বশ্যক। একণে যেমন প্রেসি দে নোটভেদ আছে, সেরূপ চিত নহে। স্থানবিশেষের রে এক ব্যক্তি এক কালে ৫০ ক টাকার নোট ভাঙ্গাইতে আসিলে লেক্টর দিতে পারিবেন না, এটী াপত্তি মুখে বলিতে যেমন কাজে তমন ঘটে না। এক ব্যক্তি মোরদা দের কালেক্টরি হইতে ৫০ ক্ষ নগদ কা লইয়া কি করিবেন? অধিক নগদ কা বাণিজ্যস্থানে আবশ্যক। ঐ কল স্থানে পরিমাণ ... নাদ টাকা অল্প মূল্যের নোট ...ই কাজ লিবে। এ ব্যবস্থা হইলে ক্রমে স্থানে ানে শাখা ব্যাঙ্ক হইতে থাকিবে। াহা হইলে ... াসিবে।

ভারতবর্ষের ...

অসন্তোষ ...

একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র বলেন, ইংলণ্ডীয় ... নিমিত্ত নূতন ... ছেন। কোন ... বিশেষ উপযোগী ... তাহা ... আমাদিগের ... নিয়া ... শর ... যীর গবর্ণমেণ্টের ... কয়েক ... ও ... লেসে ... যে টাকার শ্রাদ্ধ করা হইতেছে, তাহাতে কি আমাদিগের কিছু কিছু দিতে হয়? ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের ইদানীন্তন ধর্ম্ম নীতির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে, আমাদিগের এ ... রবকাশ হইতেছে না। এ কথা থাকুক, একণে আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদিগের সবি. নয় বক্তব্য এই, তাঁহারা সাহস করিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে বলুন, ইংলণ্ড অগ্রে নিজের মত স্থির করুন, পশ্চাৎ আমাদিগের আবশ্যক হইলে উলউইচ অস্ত্রাগার হইতে কামান লওয়া যাইবে। মন্ত্রিবর্গ ভারতবর্ষের যে প্রকার পরম বন্ধু, তাহাতে এই বেলা প্রতিবাদ না করিলে তাঁহারা কতক গুলি অকর্ম্মণ্য ও ফাটা কামান ও ভোঁতা তলবার দিয়া অবশিষ্ট তিন কোটি ঋণ পরিশোধ করিবেন।

-::-

আমাদিগের রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ইংলণ্ডেশ্বরী যে দিন গ্লাডষ্টোন সাহেবের কথা লইয়াই বলিয়াছেন, এ বৎসর মহাসভার নিকটে আয় ব্যয়ের যে তালিকা দেওয়া হইবে, তাহাতে ব্যয়সংক্ষেপ লক্ষিত হইবে। গ্লাডষ্টোন সাহেব ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া করভার লঘু করিবেন, এই আশা জন্মিবাতেই ইংলণ্ডের লোকে তাঁহাকে প্রায় একবাক্যে প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছেন। সম্রাট ...ন ফরাসী প্রতিনিধিদিগের ... ব্যয়সংক্ষেপের উল্লেখ করিয়া- ... কতক অংশে ব্যয় সংক্ষে... ছে। স্পেনের বিপ্লবকারী গবর্ণ... প্রকাশ্যরূপে কহিয়াছেন, পরিমিতরূপে আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করা ও ব্যয়সংক্ষেপ করা শাসনকার্য্যের গুণপনা। সেনাপতি গ্রাণ্ট সভাপতি মনোনীত হইয়া বলিয়াছেন, পরিমিত ব্যয়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে। পরিমিত ব্যয়চেষ্টা সর্ব্বত্র হইতেছে। অনাবশ্যক ব্যয় বন্ধ করা পরিমিত ব্যয়ের নামান্তর মাত্র। অপরিমিত ব্যয় ও কৃপণতা উভয়ই নিন্দনীয়। আমাদিগের রাজস্বের বর্ত্তমান অবস্থা একণে আমাদিগের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে, প্রতিবৎসর আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদানের তিন মাস পূর্ব্ব অবধি করিয়া আমাদিগের মনে এই চিন্তা হয়, পাছে এ বার নূতন কর দিতে হয়। আয়ব্যয়বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইলে শ্রোতৃগণ যেমন গবর্ণর জেনরলের বাটী হইতে বহির্গমন করেন, অমনি লোকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন নূতন টাক্স হয় নাই, ত? গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত রাজস্বসংক্রান্ত নীতির প্রতি লোকের ভক্তি নাই, তাহার এই স্পষ্ট প্রমাণ।

এই অবিশ্বাস দূর করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের রাজস্ব প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদিগের একরূপ এক জন রাজস্ববিদ মন্ত্রীর প্রয়োজন যে, তাঁহার সকল দিকে দৃষ্টি থাকে। তিনি চক্ষুর লজ্জা না করিয়া বিভাগবিশেষের অপব্যয় বন্ধ করিতে পারেন; কাহার অনুরোধ রক্ষা না করেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। এইরূপ এক জন লোক হইলেই যথেষ্ট হইল। প্রস্তরকে স্বর্ণ করিতে পারেন এবং শ্রুতিকটু অঙ্ক রাশিকে বক্তৃতাশক্তির গুণে মিষ্ট করিয়া শুনাইতে পারেন, এমন লোকে প্রয়োজন নাই। অতএব আমাদিগের বক্তব্য সর রিচার্ড টেম্পল যদি যথার্থ কাজ করিতে চান, তাহা হইলে প্রথমে তাঁহার একটী কুসংস্কার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এতদ্দেশীয়েরা যে করের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিবেন, সেই করই স্থাপন করা কর্ত্তব্য, এটী অনেক ইউরোপীয়ের মত। সর রিচার্ড টেম্পলের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। অন্য অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতবর্ষীয়েরা অল্প কর দেন

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২৬ এ ফাল্গুন। ১৮৬৯। ৮ ই মার্চ্চ | মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২ ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

কাশীমুক্তি বিবেক।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমান সুরেশ্বরাচার্য্য বিরচিত বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত দিনবন্ধু ঘোষ প্রকাশিত মূল্য ॥০ আনা। পটোলডাঙ্গা কালেজষ্ট্রীটে ১১ নং জি, সি, ঘোষ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
বিক্রেতা।

—:•:—

ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক ও কাগজ কলম ইত্যাদির দোকান নিম্নলিখিত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। মফস্বলের আড্ডারের সহিত মনি অডর ট্রেজরি ডিপজিট, মহাজনি হুণ্ডি পাইলে সত্বর সুলভমূল্যে অডার আঞ্জাম করা যাইবেক। তাঁহারা ষ্টাম্প পাঠাইবেন প্রত্যেক মুদ্রায় বেশী ৵০ আনা প্রেরণ করিবেন।

পি, এম, মিত্র কোং
চীনেবাজার ২৬ নং কেনিং ষ্ট্রীট

—:০:০:—

চরিত মঞ্জরী।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইতেছে, সত্বর পুনঃপ্রচারিত হইবে। এবারে মূলের অবিরোধে কএকটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। শ্রীযুক্ত উড্রো মহোদয়ের অনুমতিক্রমে লার্ড ওয়েলেস্‌লির জীবন বৃত্তান্ত ও লার্ড হেষ্টিংসের শাসন বিবরণ লিখিত হইয়াছে এবং প্রথম বারে যে দুই এক গবর্ণর জেনরলের শাসন সময়ের ঘটনাগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবারে সেগুলিও উহাতে নিবেশিত করিলাম। অধিকন্তু এবারে উহাতে একটী উপক্রমণিকাও যোজিত হইল। সুতরাং এই দ্বিতীয়বার মুদ্রিত চরিতমঞ্জরী পাঠে ইংরাজদের ভারতবর্ষে আগমন অবধি লার্ড কানিঙের রাজ্য শাসনের শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যাইতে পারিবে।

কাব্য প্রকাশ

আমরা কাব্যপ্রকাশ নামক সাময়িক পত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার প্রত্যেক খণ্ড ৫ ফরমা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা। কল্পনা আছে যে, ইহাতে ক্রমশঃ সংস্কৃত দুষ্প্রাপ্য কাব্য সকল প্রকাশ করা যাইবে। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারি মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের অধ্যয়নার্থ প্রথমতঃ সটীক ভট্টিকাব্য আরম্ভ করিলাম। ইহাতে বালকগণের সুবিধার নিমিত্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা পদ বিশ্লেষ, সন্ধি বিশ্লেষ, বিভক্তি, বচন, পুরুষ, কারক, সমাস, কালপ্রভৃতি প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, যে ব্যক্তির কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি আছে, সে ব্যক্তিও অনায়াসে অপঠিত শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে।

কাব্যপ্রকাশের মূল্যের নিয়ম।

	উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত	মধ্যবিধ কাগজে মুদ্রিত
উপস্থিত ক্রেতার প্রতি প্রত্যেক খণ্ড		৵১৫
নিয়মিত গ্রাহকের প্রতি প্রত্যেক খণ্ড	৵১৫	৵১০

যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা মুজাপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট অগ্রিম মূল্য ও পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে। গ্রাহকগণের প্রতি প্রত্যেকখণ্ড আট আনা।

জগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

পঞ্চমবার মুদ্রিত। এবারে স্থানে স্থানে ব্যবহারিক বিষয়ের পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে এবং বাঙ্গালা দেশের নদী, পর্ব্বত, উৎপন্ন, বাণিজ্য, ও জেলাসমূহের বিবরণ সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও শ্রীযুক্ত যজ্ঞগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোং যন্ত্রে প্রাপ্তব্য।

৮ ই ফাল্গুন
১২৭৫

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

-:০:-

দুর্গোৎসব নাটক

কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট ও কালনা মেডিকেল হলে প্রাপ্য। মূল্য ॥০ আট আনা।

সংকলিত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ ম খণ্ড। অতি সুললিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে [illegible] লাল সাহার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রী[illegible] বসু।

বাল্মীকি রামায়ণ

তৃতীয় খণ্ড।

এই পুস্তক প্রথমাবধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাতে নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা [illegible] বাঙ্গলা অনুবাদ [illegible] আছে। [illegible]

... কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে আমার নামে পত্র লিখিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের (দশ ফরমার) মূল্য ৷৹ আনা। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ... আনা মাস্থুল দিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার বাড়ুর্য্যে ব্রাদার কোম্পানির দোকানে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে:—

প্রণীত	মূল্য	
শ্রীসইতিহাস	১	টাকা
রোমইতিহাস	১	ঐ
ভুবনসার ব্যাকরণ	।	আনা
নীতিসার (১ম ভাগ)	৵	ঐ
নীতিসার (২য়) ভাগ প্রচারিত।	৵	ঐ
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸	ঐ

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

আমি শব্দস্তোমমহানিধিনামে একখানি সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের ... ২ দুই টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সংস্কৃত ...র পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেজে ...র নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

১২৭৬ সাল } শ্রীতারানাথ শর্ম্মা
১লা ফাল্গুন } কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদি দত্তে ... আমার হিসাবে ... অধিক ... ১০ আনার হিসাবে

৪ টাকা

...ন গঙ্গা-

ঐ
১৷৷ ঐ
২৷৷৹ ঐ
২৷৷৹ ঐ

নিদান সটীক	৪	ঐ
শ্রীমদ্ভাগবত সটীক	৩২	ঐ
সুশ্রুত	১০	ঐ
ভক্তিকাব্য জয়মঙ্গল ও মল্লিনাথের টীকা সহিত	৩২	ঐ
উইলিয়ম্‌স সংস্কৃত ডিক্সনারি প্রথম ইংরাজী পরে সংস্কৃত মনিয়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত	৫০	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০	ঐ
ঐ ৬ ঐ বিরাটপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৭ ঐ উদ্যোগপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৮ ঐ ভীষ্মপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৯ ঐ দ্রোণপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১০ ঐ কর্ণপর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১১ ঐ শল্য পর্ব্ব	২	ঐ
ঐ ১২ ঐ সৌপ্তিক পর্ব্ব	১	ঐ
ঐ ১৩ ঐ স্ত্রী পর্ব্ব	১৷৷	ঐ
ঐ ১৪ ঐ শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৫ ঐ মোক্ষধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৬ ঐ অনুশাসন পর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১৭ ঐ শেষ পাঁচ পর্ব্ব	৩	ঐ
বিচার তরঙ্গিণী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনান্তর্গত বিচার ও মীমাংসা বহুল প্রমাণ সহিত	১	ঐ
শ্রুতি দর্পণ	১	ঐ
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বস্মৃতি	৩২	ঐ
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫	ঐ
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩	ঐ
উত্তর নৈষধ নারায়ণী টীকা সহিত ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২	ঐ
সিদ্ধান্ত কৌমুদী সম্পূর্ণ	১৮	ঐ
ঐ শেষ খণ্ড	৭	ঐ
বিবেক-রত্নাবলী বেদান্তদর্শনের মত ও বিচার	২৷৷	ঐ
কর্ম্মাঙ্গন কর্ম্মতত্ত্ব ... সিদ্ধান্ত	২	ঐ
দায়ভাগ কুলব্রুক সাহেবকৃত ইংরাজী তর্জমা	১০	ঐ

কলিকাতা জোড়াসাঁকো ৬৪ নং } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা

বাঙ্গালা চিত্রাবলী।

কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত। ইহাতে ৩২ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে বাঁধান। স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যা ব্রাদর্শদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৪৷৷ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

-:০:-

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ৷৹।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন তিনি মুজাপুর আমহর্ষ্টষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

---:০:---

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৮ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্‌ আরবোথনট এবং কোং

—:০:—

১৮৭০ সালের ইংরাজী এন্‌ট্রান্স কোর্সের নানে কোন প্রফেসর প্রণীত। মূল্য ১৷৷৹

প্রস্তুত আছে। যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আমার নিকট অথবা স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকাগারে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

১১ নং কলেজষ্ট্রীট পটলডাঙ্গা } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার

সোমপ্রকাশ।

২৬এ ফাল্গুন সোমবার।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা।

কতকগুলি হিন্দু ম্রিয়মাণ হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষার উদ্দেশে উক্ত নাম দিয়া একটী ধর্ম্মসভা স্থাপন করিতেছেন। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি যদি তাহার বিপন্ন দশা দর্শন করিয়া তাহার রক্ষার চেষ্টা

২৬৩

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্টগবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি। দেবগড়ের সহকারী কমিসনর এ, ডবলিউ, কসারট সাহেব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কড লাইনের নিমিত্ত ভূমি লইবার ক্ষমতা পাইবেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি। এচ, এম, বিডন সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি অণ্ডর সেক্রেটারি হইবেন।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি। জবরপের ডেপুটিকালেক্টর বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় নিয়মিত কার্য্যের উপরে ঢাকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

নদীয়ার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এচ, লটম্যান জনসন সাহেব ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন। তিনি প্রধানতম বিচারালয় অথবা সেসিয়নে অর্পণ করিবার মোকদ্দমার প্রথম বিচার করিতে পারিবেন।

২৬ এ ফেব্রুয়ারি। এল, বি, রি, কিওসাহেব যত দিন বিদায় লইয়া ইউরোপে থাকিবেন, তত দিন ডবলিউ, এচ, ক্রিলি সাহেব রাজসাহির দেয়াড়া জরিপের প্রতিনিধি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন। তিনি রাজধানী বিভাগে কালেক্টরের ও হুগলীতে মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা চালন করিবেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি। বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বারাসতের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাসভার সভ্য হইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ দে কাটোয়া উপবিভাগের ভার পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালীকাদাস দত্ত বি. এল কালনা উপবিভাগের ভার পাইবেন।

১ লা মার্চ। আসামের সহকারী কমিসনর লেপ্টেনণ্ট এল, লইস হাজারিবাগে বদলী হইয়া মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু দ্বারকানাথ সেন কিছু দিনের জন্য হুগলীতে স্থিত হইয়া প্রথম শ্রেণির অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

২২ এ ফেব্রুয়ারি। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা কাছড়াপড়ার দাতব্য চিকিৎসালয় সভার সভ্য হইবেন।

বাবু মহিমচন্দ্র রায়।
" মহেন্দ্রনাথ রায়।
" প্রসন্নকুমার সেন।
" শ্যামাচরণ দে।
" ঠাকুরচরণ মুখোপাধ্যায়।
" ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
" সূর্য্যকুমার সেন।

২৫ এ ফেব্রুয়ারি। শ্রীহট্টের অন্তর্গত নবিগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ মৌলবী আজাহারুদ্দিন তৃতীয় শ্রেণিতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলেন।

লেপ্টেনাণ্ট উইলিয়ম, বেরিটন, বার্ট কলিকাতার এক জন শান্তিরক্ষক জষ্টিস হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা বঙ্গদেশ বিহার ও উৎকলের মধ্যে শান্তিরক্ষক জষ্টিস হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট উইলিয়ম বেরিটন বার্ট।
জন, ফষ্টার, কাম্বেল সাহেব।
ইউইও, এডমনষ্টোন, ফিশার।

যতদিন বাবু ভগবানচন্দ্র সেন সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ময়মনসিংহের অন্তর্গত নিকলির প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

পাবনার প্রতিনিধি মুন্সেফ মৌলবী আলি আহম্মদ সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইবেন।

বাবু ব্রজমোহন দত্ত দিনাজপুরের অন্তর্গত বীরগঞ্জের মুন্সেফ হইবেন, কিন্তু আপাততঃ বাকিপুরের প্রতিনিধি অবস্থ জজ থাকিবেন।

ভাগলপুরের অন্তর্গত মধুপুরের প্রতিনিধি মুন্সেফ মৌলবী মহম্মদ নাটিক সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত হইবেন।

পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফ বাবু দীনেশচন্দ্র রায় তৃতীয় শ্রেণিতে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইবেন।

বাবু ভৈরবচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হওয়াতে মেদনীপুরের অন্তর্গত কণ্টাইয়ের মুন্সেফ বাবু রামায়াদ লাল দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নত হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা রাণাঘাটের মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

বাবু ব্রজনাথ পালচৌধুরী।
" রাজরাজেশ্বর পালচৌধুরী।
" ব্রজেন্দ্রগোপাল পালচৌধুরী
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

যতদিন ডাক্তর সি, জে, ... লইয়া ইউরোপে থাকিবেন, তত দিন ডাক্তর জে, জে, মণ্টিথ মেদনীপুরের প্রতিনিধি সিবিল আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা জলপাইগুড়ির দাতব্য চিকিৎসালয়সভার সভ্য হইবেন।

এফ, জে, আর, ওয়াকার সাহেব।
বাবু দিননাথ বন্দোপাধ্যায়।
" যোগেন্দ্র দেব রক্ষিত।
মুন্সি রহিম বক্স।
বাবু চন্দ্রকান্ত সেন।
" জীবেশ্বর ঠাকুর।

ডাক্তর কে, ম্যাকলিয়ন সভার সম্পাদক হইবেন। ডেপুটি কমিসনর নিজ পদগুণে সভ্য হইবেন।

২৭ এ ফেব্রুয়ারি কাপ্তেন কিউ, ডি, পামর রঙ্গপুরের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের যে অংশটী বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের সীমার মধ্যে আছে, লেপ্টেনণ্ট এচ, এম, রামসে তাহার সহকারী পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন।

লেপ্টেনণ্ট এ, আর, উইলকিন্সন পুলিষের ইনস্পেক্টর জেনরলের নিজ সহকারী হইবেন।

কাপ্তেন ডবলিউ, এন, নিবেট সাহেব পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এচ, এম, রেলিসাহেব মুরসিদাবাদের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন, কিন্তু আপাততঃ ২৪ পরগণার প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

ময়মনসিংহের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এ, সি, বাষ্ট সাহেব ঢাকায় বদলী হইবেন।

গয়ায় সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রি ডবলিউ, বার্টিলসেন সাহেব লোহারডগায় বদলী হইবেন।

নদীয়ার সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কে, জি, ... সাহেব ২৪ পরগণায় বদলী হইবেন

হোরেস, এবল, কক্রেন সাহেব কলিকাতার এক জন শান্তিরক্ষক জষ্টিস হইবেন।

১ লা মার্চ। বাবু দ্বারকানাথ মিত্র রঙ্গপুরের অন্তর্গত ভোটমারিতে তৃতীয় শ্রেণির মুন্সেফ হইবেন। তিনি যত দিন উপনীত না হন

কালীমোহন রায় প্রতিনিধি বন।

, ডাক্তগেশ সাহেব মোক্তাফা জন মিউনিসিপাল কমিসনর

য়াড সাহেব বর্দ্ধমানের একজন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

ঐ, ইনি।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

অনেকেই অবগত আছেন, উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে কালনায় বিলক্ষণ জনতা হইয়াথাকে। বিশেষতঃ মুসলমানের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সে দিবস রাস্তায় চলা ভার হইয়া উঠে। প্রধানতঃ, যবনসমাগমের কারণ এই, অতি পূর্ব্বকাল হইতে এখানে একটী পিরের দীঘী (বড় দীঘী) আছে উহাতে স্নান করাই যবন গণের উদ্দেশ্য। দীঘীটী অতি বৃহৎ ও বহু পুরাতন। ইহার উৎপত্তি বিষয়ে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন, কিন্তু সেসকল বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এই দীঘী ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভগ্ন মসজিদ ও কালনার পূর্ব্ব পশ্চিম সীমায় পিরের আস্থানা দেখিয়া বোধ হয়, যবনরাজের একাধিপত্যসময়ে এখানে অনেক ঐশ্বর্য্যশালী মুসলমান অবস্থান করিতেন। যে তিনিই বুজরুক হইয়া মজলিশ সাহেব নাম ধারণ করিয়া থাকিবেন। এই মজলিস সাহেবের আস্থানাটী এখানকার প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে দুইটী ভগ্নাবশিষ্ট মসজিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, যদিও উহার উপরিভাগ বৃক্ষ লতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে কিন্তু তন্মধ্যস্থিত প্রস্তরের ... এবং প্রবেশদ্বারে প্রস্তরের খিলান, পাথরের উপরে খোদাই কার্য্য, দেখিলে সকলেই চমৎকৃত হইয়া থাকেন। ইহার প্রাচীনত্বের বিষয়ে আর এক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানে কতকগুলি প্রস্তরে আরবি ভাষায় খোদা লেখা (বোধ হয় ইহার উৎপত্তির বিবরণ) আছে, অনেক বিজ্ঞ মুনশি ও মুসলমানও তাহা পাঠ করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, ইহা বহু পুরাতন প্রণালী। এই মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার (ছোট দীঘী ও বড় দীঘী পর্য্যন্ত যাহার সীমা হইয়াছে তাহার) ... নহে। এই সকলদ্বারা জানা যাইতেছে যে কালনা বহু পুরাতন গ্রাম ও পুর্ব্বে এ গ্রামে মুসলমানের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। যবনের একাধিপত্য থাকার বিষয়ে আর এক প্রমাণ এই যে, এখানকার গোস্বামীদিগের বাটী (যাহা একণে দেবালয়ে পূর্ণ হইয়াছে তাহাকে) তখন "খানাবাড়ি" বলিত। ঐ বাটী আস্তানার অতি নিকট। ক্রমে একণে সকলই পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে।

এখানকার নুতন স্থাপিত ট্রেনিং স্কুলটী ক্রমে উন্নত হইতেছে। বালকের সংখ্যা ১৩৫ হইয়াছে কেহ কেহ মনে করেন স্কুলটী অত্রত্য মিশনরি স্কুলের প্রতিযোগী। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা ভ্রমমাত্র। মিশনরি স্কুলের অবস্থার সহিত তুলনা করিতে গেলে এ স্কুল অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। তবে অনেকে মনে করেন, একরূপ স্কুল থাকিতেও পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই গ্রাম হইতে মিশনরি স্কুল প্রায় এক মাইলেরও অধিক হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদিগের গমনাগমনে বিশেষতঃ বর্ষাকালে যথোচিত ক্লেশ হইয়া থাকে। এ গ্রামে বালকের সংখ্যা নিতান্ত ন্যূন নহে যে দুইটী বিদ্যালয় চলিতে পারে না। কত গ্রামে দুই কোথায় বা ততোধিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। সুতরাং এ বিদ্যালয়টী যে মিশনরি স্কুলের ক্ষতিকারক নয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি। আমরা এরূপ মনে বা প্রার্থনাও করিনা যে, ঐ উন্নতিশীল বিদ্যালয়টীর কিছুমাত্র ক্ষতি হউক। উহার দ্বারা এ গ্রামের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই; যদি এই নুতন বিদ্যালয়টী মিশনরি বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতিকারক নহে প্রমাণ হইতেছে, তবে একণে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। রাজপুরুষগণ মনোযোগ না করিলে, ইহার স্থায়িত্বের পক্ষে বিশ্বাস নাই। আমরা শুনিলাম, বর্দ্ধমান মাজিষ্ট্রেট ওয়াড সাহেব এ জন্য মনোযোগী হইয়া স্কুল ইনস্পেক্টর সাহেবকে লিখিয়াছেন। তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই মঙ্গল। পরিশেষে আমরা এই বিদ্যালয়স্থাপয়িতাকে পরামর্শ দি, তিনি ইহার জন্য একটী কমিটী নিযুক্ত করুন। কমিটীর অনভিমত কোন কার্য্য নির্ব্বাহ না হয়। অত্রত্য প্রধান বিচারপতিকে তাহার সভাপতি করা হউক। ...বিশেষের যত্নে একরূপ দেশহিতকর কার্য্য কখনই সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে না।

এখানে মোটাচাউল ২৷৹ কমে পাওয়া যায় না; ভাল ২॥ টাকা। কলাই ১৮ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। শান্তিপুর চাকদহ রানাঘাট ও উলাপ্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীরা এখান হইতে গোলআলু ও চাউলপ্রভৃতি লইয়া যাওয়াতে দ্রব্যাদির মূল্যের তাদৃশ সুবিধা হয় না। যাহা হউক এবার শস্যের মুল্য নিতান্ত অপ্রীতিকর নহে

এখানকার গঙ্গা নদীর নিতান্ত শেষদশা উপস্থিত দেখা যাইতেছে। ভাটার সময় হাঁটিয়া পার হওয়া যাইতেছে!! গঙ্গার হ্রাসেতে এখানকার ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে।

আমাদিগের গোয়ালিয়রস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

ক্রমান্বয়ে এখানে তিন বার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। প্রথম বারে যে বৃষ্টি হয়, তদ্দ্বারা কৃষি কার্য্যের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। এমন কি, অনাবৃষ্টিনিবন্ধন যেসকল ভূমি একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পতিত ছিল, একণে তাহার অধিকাংশই কর্ষিত হইয়া শস্যোন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। শেষ দুইবারের বর্ষণ অতি সামান্য। শীত কালে এখানে যে ভয়ানক গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়াছিল তদ্দ্বারা তাহার কিছু হ্রাস হইয়াছে। শস্যের মূল্য যে পরিমাণে কমিয়াছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের বিশেষ কষ্ট দূর হয় নাই। দুই তিন মাসপূর্ব্বে যে চাউল টাকায় ৴৫ সের বিক্রীত হইয়াছে একণে তাহা ৴৬ সের করিয়া লইতে হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের অবস্থাও প্রায় এইরূপ। ইতিমধ্যে আর দুই এক পসলা ভাল রূপ ... হইলে সাধারণের কষ্ট অনেক নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

এই দুর্ভিক্ষের সময়ে মহারাজ সিন্ধিয়া পশ্চাৎ লিখিত কার্য্যটীর দ্বারা তাঁহার প্রজাসমূহের মহোপকার করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, দেখিয়া আমরা যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। গোয়ালিয়ারের ৩৮ ক্রোশ দক্ষিণে সিপরী নামে মহারাজের একটী রাজ্য আছে। তথাকার লোক দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাইতেছে। বিপন্ন প্রজাদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য দিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এই অভিপ্রায়ে মহারাজ সিন্ধিয়া সিপরীতে একটী মহৎ সরাই নির্ম্মাণের আদেশ করিতেছেন। এখানকার পালিটিকেল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত কর্ণেল ডেলি সাহেবের হস্তে তাহার আবশ্যক ব্যয় অর্পিত হইয়াছে। বোধ হয়, আগামী মার্চ্চ মাসে কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইহাতে অনেক দুর্ভিক্ষপীড়িত লোক কর্ম্ম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে

সোমপ্রকাশ

১১ শ ভাগ। ১৮ সংখ্যা

" প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ৩ রা চৈত্র। ১৮৬৯। ১৪ ই মার্চ্চ

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০ টাকা

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সনহালের ২০ মার্চ তারিখে শনিবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময় মোকাম বর্দ্ধমান দামোদর ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আপীসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাক্‌সী ও গাইঘাটনামক খালের সন ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭০ সালের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাশুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিলি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পদের নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইজারার প্রথম কিস্তীর পরিমাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

উপরিউক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এইচ, ডবলিউ, গারনল্ট, কাপ্তান আর, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র, দামোদর
ডিবিজন।

—ঃ০ঃ—

কামিনী নাটক।

বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্টানহোপ প্রেসে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল এক আনা মাত্র।

বাঙ্গলা চণ্ডকৌশিক নাটক

সিমুলিয়া কাঁসারিপাড়াহিতৈষিযন্ত্রে ও কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।৴০ আনামাত্র।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

সম্প্রতি দক্ষিণ নগরায় যে ইং বাং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। প্রার্থিগণ প্রশংসাপত্রসহ আবেদনপত্র আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন।

কলিকাতা কম্বলিয়া টোলা } শ্রীহেমচন্দ্র কর

বাল্মীকি রামায়ণ চতুর্থ খণ্ড।

প্রত্যেক খণ্ড ১০ ফরমা।

এই পুস্তক নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৷৵ আনা। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে প্রত্যেক খণ্ডে অতিরিক্ত এক আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—ঃ০ঃ—

মানবজন্ম তত্ত্ব ও ধাত্রী বিদ্যা দ্বিতীয় খণ্ড।

সাধারণের ক্রয়োপযোগি এই বৃহৎ গ্রন্থখানির নির্দ্ধারিত অগ্রিম মূল্য কেবলমাত্র ৪ টাকা, ডাকে ৪।০। লিখিত বিষয় (১) স্বাভাবিক প্রসব। (২) অস্বাভাবিক প্রসবশ্রেণিতে দীর্ঘসূত্রী প্রসব, রোধক প্রসব, সংকীর্ণভগদ্বারীয় প্রসব, সন্তানের হস্তপদাদির অগ্রে বহিষ্কৃতি, যমজ প্রসব, অজ্ঞাতপ্রণিপ্রসব, ইত্যাদি (৩) [illegible] প্রসব শ্রেণীতে নাড়ের অগ্রে বহিষ্কৃত, অপরিমিত শোণিতপাত, ভগবিদারণ, জরায়ু উল্‌টিয়া পড়া ইত্যাদি। ঐসকল প্রসবে ধাত্রী ও প্রসোতার কর্ত্তব্য (৪) হস্তকৃত ও যান্ত্রিক সাহায্যের বিবরণ (৫) সূতিকাগারস্থ বিষম জ্বর ইত্যাদি, রোগ ও চিকিৎসা। ক্ষোদিত আকৃতি ইত্যাদিও দেওয়া গিয়াছে। পুস্তক, কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রিটের ৫৫ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গুরু মহলানবিসের নিকটে, অথবা আমার নিকটে মালদহে পাওয়া যাইবেক।

শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগিরি
সিবিল মেডিকেল আপিসার।

—ঃ০ঃ—

কাশীমুক্তি বিবেক।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমান সুরেশ্বরাচার্য্য বিরচিত বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত দিনবন্ধু প্রকাশিত মূল্য ॥০ আনা। পটোলডাঙ্গা ২ ষ্ট্রীটে ১১ নং জি, সি, ঘোষ পুস্তক পাওয়া যায়।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে
বিক্রেতা।

—ঃ০ঃ—

ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক ও কাগজ কলম ইত্যাদির দোকান নিম্নলিখিত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। মফস্বলের অরডারের সহিত মণি অরডার, [illegible] পাইলে [illegible] সুলভ মূল্যে আঞ্জাম করা যাইবেক। যাঁহারা ষ্টাম্প পাঠাইবেন প্রত্যেক মুদ্রায় বেশী ৴০ আনা প্রেরণ করিবেন।

পি, এন, মিত্র কোং
চীনেবাজার ২৬ নং কেনিং ষ্ট্রীট

কাব্য প্রকাশ।

আমরা কাব্যপ্রকাশ নামক মাসিক পত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার প্রত্যেক খণ্ড ৫ ফরমা অর্থাৎ ৪০ পৃষ্ঠা। কল্পনা আছে যে, ইহাতে ক্রমশঃ সংস্কৃত দুষ্প্রাপ্য কাব্য সকল প্রকাশ করা যাইবে। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধি-

ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে এই কথায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা বিস্মৃত হইয়াছেন, যাহা কোপার্ণিকস, নিউটনপ্রভৃতি যাবজ্জীবন ব্যয় করিয়া আবিষ্কৃত করেন, একণে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহা পাঠ আরম্ভে অবগত হন। বিজ্ঞানের ন্যায় রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়েও এক জাতির ভুয়োদর্শন অপর জাতির সুবিধা করে। যেমত প্রত্যেক ছাত্রের কে পার্ণিকসের ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব, সেইপ্রকার প্রত্যেক জাতির ইংলণ্ডের ন্যায় মাগনাচার্টা ঘটিত গোলযোগ আরম্ভ করিয়া প্রথম চারলসের ন্যায় রাজার মস্তক ছেদন, দ্বিতীয় জেমসকে দূরীকরণ, হেবিয়স কর্পস আইন বিধিবদ্ধপ্রভৃতি কাজ করা অসম্ভব। পরস্পরের উন্নতির অনুকরণ করাই যথার্থ উপায়। আমেরিকানেরা তাহা করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহাদিগের সেই উন্নতি সর্ব্বদা স্বীকার করিতে চাহেন না। সেনাপতি গ্রাট, শার্ম্মাণপ্রভৃতি যখন বারবার বিদ্রোহী দক্ষিণ বিভাগীয়দিগকে পরাজিত করিতেছিলেন, তখন ইংরাজগণ আমেরিকার সংবাদপত্রের কথা অবিশ্বাস করিয়া "কেবল মুখ ভারতি" স্থির করেন, "ইয়াঙ্কির কথা সকলই আড়ম্বর" ইংরাজদিগের এই সংস্কার আছে। আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি, এটী ইংরাজ জাতির নীচাশয়তা; এই নিমিত্ত তাঁহারা সদাশয় ফরাশী ও তীব্র আমেরিকানদিগকে কখন প্রকৃত বন্ধু করিতে পারিলেন না। আমেরিকানদিগের ন্যায় বাঙ্গালীদিগের সহিত ব্যবহার করা হইতেছে। সমুদায় ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের মতে চালিত হন। যে শীকগণকে পঞ্জাবীদল ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান করিবার মানস করিয়াছেন, সেই শীকগণ শিশুবৎ বাঙ্গালীদিগের পরামর্শে চলিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের ইউরোপীয় বন্ধুগণ বঙ্গদেশে সকলই আড়ম্বর ও সকলই কপট ব্যবহার দেখিতেছেন। বঙ্গদেশের যে যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা কখন বাঙ্গালীদিগকে সমকক্ষ হইতে দিবেন না, এইটী প্রকৃত অভিপ্রায়; কিন্তু সেটী প্রকাশ না করিয়া বিদ্রূপ ও অবিশ্বাসে কাজ করিবার মানস করিয়াছেন। কি ভ্রম! ইংরাজদিগের বিদ্রূপেও আমেরিকা তাঁহাদিগের অপেক্ষা এত প্রধান হইয়াছেন যে একণে আমেরিকানগণ একপ্রকার তাঁহাদিগের উপরে আজ্ঞা চালাইতেছেন। সাক্ষী আলাবামাঘটিত বিবাদ। আমাদিগের ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় বন্ধুগণ বিদ্রূপ করিতে পারেন; কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশের লোকে এই বিদ্রূপের উদ্দেশ্য বুঝেন। এই বিদ্রূপে ফল এই হইতেছে; ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে সভ্যতা ও বিদ্যাশিক্ষার বৃদ্ধি হইতেছে, সেই সেই স্থানের লোকেরা বঙ্গদেশের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেছেন। পঞ্জাবে শিক্ষাবৃদ্ধি হউক, তখন দেখিতে পাইবে, শীকদিগকে পৃথক জাতি বলিয়া বঙ্গদেশ ও অন্য অন্য স্থানের উপরে উর্দ্ধপদযুক্ত করিবার যে উপায় হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে। প্রত্যেক কৃতবিদ্য ভারতবর্ষীয় সমুদায় ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সাধারণ দেশ ও সাধারণ জাতি বলিয়া গর্ব্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কোন কৃতবিদ্য মান্দ্রাজী বা বোম্বাইবাসী প্রদেশীয় ঈর্ষ্যা রাখেন না। সম্প্রতি আলাহাবাদের রিফ্রেক্টর পত্রে প্রধান প্রধান লোকের এক তালিকা প্রকাশিত হয়। সংখ্যা অবশ্যই অল্প ছিল। ইহাতে পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, এক শত বর্ষমধ্যে যে জাতি এত অল্প সংখ্যক বড় লোক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রশংসা নাই। পবলিক ওপিনিয়ন যাবতীয় পঞ্জাবীর ন্যায় বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা করিয়া শীকদিগকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস এই নীচাশয়তা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই; বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগের সকলই ফাঁপা। প্রথম উন্নতির সময়ে আড়ম্বর কতক হয় সন্দেহ নাই। আমাদিগের যে আড়ম্বর আছে, তন্নিমিত্ত আমরা সর্ব্বদা আক্ষেপ করি; ? আমাদিগের সকলই ফাঁপা এ কথা নিতান্ত অমূলক। আমরা অবশ্যই বিজ্ঞানপ্রভৃতি বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন উদ্ভাবনী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারি নাই; কিন্তু এ বিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন হইতেছে এবং এই চেষ্টায় যে শীঘ্র ফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা এতদূর বলিতে পারি আমাদিগের ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় বন্ধুগণও এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা কোন প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। এমত অবস্থায় পবলিক ওপিনিয়ন ও ডেলিনিউসের বিদ্রূপ ঈর্ষ্যা মাত্র হইতেছে এবং আমরা অনায়াসে ইহা অগ্রাহ্য করিতে পারি। তবে তাঁহারা একটী গুরুতর কথা বলিয়াছেন, এক শত বর্ষে এত অল্প বড় লোক হইয়াছেন কেন? সত্য কথা শুনিতে চাও? ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের জীবনচরিত দগ্ধ করিয়াছেন। সাহিত্য ও আইন ব্যতীত আমাদিগের যশোলাভের অ… য়াছেন? সেনাদলের দৌত্যকার্য্যে ব্যবস্থাপ্রণ… নীতম কালে যথার্থ যশো… দিগের এই যশোলাভে… আমাদিগকে একপ্রকা… ভিমত প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে হয়। চীন দেশের স্ত্রীলোকদিগের পদসকল বাল্যকাল অবধি লৌহপাদুকায় বদ্ধ রাখা হয়। তাঁহারা যে শেষে ভাল করিয়া বেড়াইতে পারেন না, এটী তাঁহাদিগের না লৌহপাদুকার দোষে হইয়া থাকে?

১২৭৫ সাল }
২২ এ ফাল্গুন } বিঃ—

-ঃঃ-

মহাশয়!

৮ই ফেব্রুয়ারির সোমপ্রকাশে "গবর্ণমেণ্ট ও মিসনরি বিদ্যালয়, এই শিরোনাম দিয়া আপনি যে প্রস্তাবটী প্রকাশ করিয়াছেন, আমার বোধ হয় আপনি তাহাতে কতকগুলি অমমূল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। আপনি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনার পাঠকগণকে ভ্রমে পাতিত করিবেন এরূপ বিবেচনা করাও নিতান্ত অনুচিত অতএব সেইগুলির প্রতিবাদ ও শোধন করি; আপনি যে আহ্লাদের সহিত সোমপ্রকাশের এক পার্শ্বে আমার পত্রখানি প্রকাশ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

বিদ্যার যত অধিকতর অনুশীলন হইতেছে ততই মিসনরিদিগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিতেছে, ততই তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটি ভ্রমাত্মক সংস্কার বদ্ধমূল হইতেছে। আপনার এই প্রথম বাক্য প্রমাণরহিত, এটি নিজ মতমাত্র. পাঠকবর্গ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এবিষয়ে বাক্যপ্রয়োগ করা আবশ্যক বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ আপনি উক্ত প্রস্তাবে এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, কোন মিসনরি সাড়ম্বরপ্রকাশপূর্ব্বক কহিয়াছেন যে, একণে প্রেসিডেন্সি কালেজের আবশ্যকতা নাই। আমরা বুঝিতে পারিলাম না এরূপ সগর্ব্ব বাক্যপ্রয়োগ কাহা হইতে হইয়াছে। কিন্তু মিসনরিসমাজের কদাপি এরূপ অভিপ্রায় নহে যে প্রেসিডেন্সি কালেজের উন্মূলন হয়। মিসনরি সমাজের আনন্দের বিষয় এই যে, যেসমস্ত ভদ্র হিন্দুর বিবেচনা করেন যে বাইবেল পাঠনা একপ্রকার ইন্দ্রজালব্যাপার; ইহাতে বাঙ্গালি ছাত্রগণ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রেসিডেন

হইয়াছে

...হার উপকারি... রুমে

...যুক্ত করিয়া দিবেন না, ইহা

...ক ? আজ কালি শ্রীযুক্ত বাবু

...মহাশয় প্রধান দেওয়ান। তিনি

...রেজী নহেন, তাঁহার স্কুলটীর প্রতি

তাঁহার সময়ে স্কুলের অব

...রূপ নিন্দাভাজন হইবেন, তেমনি

...উন্নয়ন করিতে পারিলে তিনি যে

...একমাত্র প্রীতিভাজন হইবেন তাহা

...তাঁহার নাম এ অঞ্চলে অবিলুপ্ত রহিল।

বনগ্রাম আবাদ। অনুগত।

প্রবাসিনঃ

-:০:-

১ম। দেখিলাম, এক ব্যক্তি দ্বিচক্র একটি ...কামান ও একটী পাখী লইয়া দোকানে ...কানে ভিক্ষা করিতেছে এবং অনুরোধ ...বারুদ পুরিয়া পাখিটীর মুখে ...লিতা দিতেছে সুশিক্ষিত যথাস্থানে পলিতা রাখিয়া সত্বর এবং অনতিবিলম্বেই তোপ

...র পর এই কান্দীর মধ্যস্থ ...স্ত হইয়াছে। অত্রত্য ডেপুটী ...রিফণ্ড হইতে আপাততঃ ...রয়াছেন। বর্ষাকালে ঐ পথে ...ষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ...এখানে সকল মাদক ...গুলির প্রাদুর্ভাব অধিক

...কয়েক দিন ...যেরূপ কাজ ...সালাভ ...কান্দী

...ই ফাল্গুন ...বাগবাটের ...শঙ্কর সেন

ইংরাজি বিদ্যা ...। করিয়াছিলেন ...নেক ভদ্র লোক ...করিবার মানসে ...স্তখত করিয়াছি ...কাগজে জমা হই ...র দস্তখত বাকি অনুপস্থিত থাকাতে ...ন আর একটী সভা হইবার কথা হয়। কিন্তু সে দিবস সেন মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে শান্তিপুরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং সভাও হয় নাই। আমরা সেন মহাশয়কে বিনীতভাবে বলিতেছি, যে, তিনি যেন এ বিষয়ে মনোযোগী হন। আমাদিগের সর্ব্বদা এই প্রার্থনা যে, পরম পিতা পরমেশ্বর সেন মহাশয়কে দীর্ঘায়ু করিয়া রাণাঘাটে কিছু দিন রাখেন।

আমরা কয়েকটী অবলায় শ্রীযুক্ত বাবু রাম শঙ্কর সেন মহাশয়কে এই অনুরোধ করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক শান্তিপুরের বালিকাবিদ্যালয় কয়েকটীর প্রতি যত্নবান হইয়া অবলাগণের শিক্ষার নিমিত্ত এক একটী শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়, এমত উপায় করিয়া দেন। তাহা হইলে অবলাগণের প্রতি কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। বোধ হয় সেনমহাশয় মনোযোগী হইলে অবশ্যই হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরে একটী ডাক্তরখানা করিয়াছেন। এই ডাক্তরখানা হওয়াতে শান্তিপুরবাসী দীন দিগের কতদূর উপকার হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। শান্তিপুরনিবাসী লোকলে তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতেছে। গোস্বামী মহাশয় যদ্যপি এখানে কিছুদিন থাকেন, তাহা হইলে বড় মঙ্গল।

বাইগাছী।
২৮ ফাল্গুন } ৪ই... মতী
১২৭৫

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বর্দ্ধমান		৩৮০
" তারিণীচরণ কর উল টাঙ্গি		১০
" শিবচন্দ্র শীল চুচুড়া		১৩
" ঈশ্বরীনন্দ দত্ত ঝা মঠমতারক		১৩
" যদুনাথ রায় রামপুর হাট		৭
" রামধন শাসমল কাঁথি		১৩
" অমৃতলাল বসু বহুবাজার		১০
" চন্দ্রশেখর শান্যাল		১৩
রাজা মাধবচন্দ্র গিরি মহান্ত তারকেশ্বর		১৩
শ্রীযুক্ত জি. সি. মিত্র বহুবাজার		১০

-:০:-

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মানিঅর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

২। এ বৎসর আমাদিগের ক[illegible] স্কুলের তিন জন ছাত্র মাইনার স্কলাসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তিলাভ করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর অপেক্ষা এ বার কাকিনা স্কুলের কার্য্য উত্তম হইয়াছে। উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার [illegible] কলেজে, শ্রীযুক্ত হরনাথ লাহিড়ি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ও শ্রীযুক্ত অন্নদাবন্ধু রায় গোয়ালন্দের স্কুলে যাইবেন।

৩। কাকিনার ধর্ম্মসভার গত অধিবেশনে রঙ্গপুরস্থ জজ আদালতের উকীল. শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সরকার বি.এ, বি, এল, এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সভার কার্য্যপ্রণালীদর্শনে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

১২৭৫ সাল
২১ এ ফাল্গুন

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

১। সিউড়ির অনতিদূরে ষণ্ডপুর নামে এক খানি সামান্য গ্রাম আছে। অধিবাসীরা সাধারণতঃ সচ্ছল নহে। কৃষিকার্য্যই তাহাদের এক মাত্র জীবনোপায়। অধুনা শস্যমূল্য বৃদ্ধিনিবন্ধন স্থানে স্থানে যেরূপ এক এক জন কৃষিজীবীকে অপেক্ষাকৃত সংগতিপন্ন হইতে দেখা গিয়া থাকে, সেইরূপ ষণ্ডপুরেও এক জন কলু এই সুযোগে কিছু যোগাড় করিয়াছিল। কোথায় সুখ স্বচ্ছন্দে সপরিবারে আপন অবশিষ্ট কাল যাপন করিবে, না অর্থের সহচর অনর্থ আসিয়া তাহার সর্ব্বোচ্ছেদ সাধন করিল সে দিন কয়েক জন বদমায়েস (অন্ততঃ ৫ জন) দলবদ্ধ হইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। একখানি গৃহে কলু সস্ত্রীক নিদ্রিত ছিল। সচরাচর দেখা যায়, বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে মতির স্থিরতা থাকে না। ঐ দিন কলু দৈবাৎ আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। সুতরাং চোরেরা অনায়াসে তাহার শয়নাগারে প্রবেশ করিল। গৃহস্বামী তাহাদের করস্পর্শে জাগরিত হইয়া উঠিল। তখন দস্যুরা তাহার গলদেশে ছুরিকা প্রবেশিত করিয়া দিল। তাহার প্রাণবায়ু প্রয়াণ না [illegible] তাহার প্রতি [illegible] নিকটকে আপনা[illegible] পারিবে বলিয়া [illegible] ভবনে প্রেরণ করিল, মুদ্রাপূর্ণ একটী কলসী [illegible] করিল। এতদ্ভিন্ন ৭।৮ প্রকার রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার [illegible]দের হস্তগত হইল। তাহাতেও তাহাদের অর্থলিপ্সা পরিতৃপ্ত হইল না। তাহারা অপর একখানি গৃহে প্রবেশ করিল। তথায় অনেক বিধবা রমণী, দুইটী শিশু লইয়া শয়ান ছিল। প্রবেশ মাত্র দুর্ভাগ্য বিধবাকেও পূর্ব্ববৎ অবস্থাপন্ন করিল। ছুরিকা দিয়া তাহার জীবন রত্ন অপহরণ করিল। শিশু দুইটী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। তারি কণ্টক হইল দেখিয়া তাহাদেরও শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাহারা এগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হয় নাই। শুনিলাম, তাহারা এগৃহে কিছুমাত্র পায় নাই। তখন দস্যুগণ নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করে। এই রূপে ৫ জন মহাপ্রাণীর প্রাণহানি হইল, সে গৃহের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইল, অথচ আমাদের মহামতি শান্তিরক্ষক সে রাত্রে কিছুমাত্র টের পাইল না!! ইহা অল্প বিস্ময়কর বিষয় নহে। কি চমৎকার কি শোচনীয় ব্যাপার!!!

শুনিলাম মহা ধুম ধামে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই। পরে ঐ বদমায়েসদের মধ্যে এক জন শুণ্ডিকালয়ে মদ্যপান করিতে গিয়া মত্ততাহেতু হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার অপর সাধারণসমক্ষে প্রকাশ করে। তাহাতে শুণ্ডিকালয়স্বামী কর্ত্তৃপক্ষসমীপে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। সেখানেও সে অকপট হৃদয়ে সকল কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু তাহার সহচরেরা কিছুমাত্র স্বীকার করে নাই। এখনও ঐবিষয়ের শেষ মীমাংসা হয় নাই। পরে যাহা হয় আপনাকে জানাইবার মানস রহিল।

২। এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটী ৮।৯ বৎসর বয়স্কা বালিকার প্রাণ বধ করিয়াছে। শুনিলাম স্ত্রীলোকটী উক্ত বালিকার ধাত্রীস্বরূপ ছিল। বালিকাটীর গাত্রে অনেকগুলি অলঙ্কার ছিল। এই অলঙ্কারগুলি গ্রহণলালসায় গ্রামান্তরে লইয়া যাইয়া এক ইক্ষুক্ষেত্রে বালিকাটীর প্রাণ সংহার করে। শুনিলাম দুষ্টমতি স্ত্রীলো[illegible]

[illegible]

একক্ষণে শস্যের অ[illegible] প্রজা ও জমীদারে[illegible] ধান্যের আবাদ হই[illegible] কিন্তু ২৯ এ বৃষ্টিতে শীতাধিক্যপ্রযুক্ত এপ্রদেশের গরু মাঠে মারা গিয়াছে। ঐ দিন শিবের [illegible] ছিল। অনেক যাত্রী নওয়াতে [illegible] নামক শিবের পূজা দিতে গিয়া পথে ঘাটে পড়িয়াছে এরূপ শীতে যে গরু মানুষ [illegible] আমরা আর কখন শুনি নাই।

২। এঅঞ্চলেও ভূমিকম্প হইয়াছিল। [illegible] দিঘির জল উচ্ছ্বসিত হইয়া মৎস্যাদি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অনেকে ইহা [illegible] স্থির করিয়াছে।

৩। সেই বর্ষাবধি ইঞ্জিনিয়রেরা [illegible] করিতেছেন। কিন্তু এখনও তাহার শেষ নাই। বর্ষা ত পুনরাগত, এ দিগে টাকার [illegible] হইয়া কর্ম্মচারীদিগের উদরপূরণই হইতে[illegible] এ টাকা কিছু গবর্ণমেন্ট দিবেন না। আম[illegible] কেই সমুদয় দি[illegible] আমরা [illegible] কত ব্যয় হইল, [illegible] পারি না। আর [illegible] হয় না। কেলেঘাইর দক্ষিণ[illegible] বাঁধের দ্বারা অনুমান ৮।১০ পরগণার রক্ষা হয়। কিন্তু কেবল অমরশীর জমীদারদিগের নিকট হইতে সমুদয় টাকা আদায় হয়। জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট আমরা পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছি, কৈ এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই ফলোদয় হ[illegible] না।

৪। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ পাটাশপু[illegible] পং বা কতে সুবা পূর্ব্বে এক জন নবাবের অধিকৃত ছিল। প্রায় ৩০ বৎসরের অধিক হইল, ইহা গবর্ণমেন্টের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। তৎকালে ইহার মিয়াদি বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই মিয়াদ অতীত হ[illegible] [illegible]রায় বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে। সুযো[illegible] পুটী কালেক্টর বাবু রামাক্ষয় চট্টোপা[illegible] তার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা আ[illegible] ই বেলা যেন কৃষকদিগের সহিত [illegible] ন্ত হয়। নতুবা কৃষকশ্রেণীর উন্নতি [illegible] সম্পাদিত হইবে না।

৬৯.

শয়ের

—:০:—

৩১ শে মাঘ রজনীযোগে মণ্ড... অতিশয় শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে ... ডাই থানার অন্তর্গত কান্নাড়া গ্রামের ... এক নদীতীরে কয়েক জন বন্‌জারা ... ঐ দিন অবস্থিতি করে। অর্দ্ধ রাত্রি ... এক দল দস্যু উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের ... করিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া ... অদ্য প্রাতে একটী স্ত্রী, একটী বৃদ্ধ ও দুটী ... এই চারি জনের মৃত দেহের সহিত একটী ... বর্ষীয় আহত সন্তান ও একটি সার্দ্ধেক ... বরের শিশু মণ্ডলার হাসপাতালে নীত ... ছে। শিশুটীর বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। ... দের সকলেরই কেবল মস্তক দেশে আঘাত আছে। ... য় ইহাদিগকে ... প ... য়াছিল; নতুবা ... হস্তে অথবা শরী ... শে আঘাতচিহ্ন অবশ্য থাকিত। ইহারা যে সকলেই এক পরিবারস্থ ছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের লক্ষণে তাহা প্রতীয়মান হইতেছে।

মণ্ডলা প্রদেশ মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত ... ইহা একপ্রকার অরাজক বলিলেও অত্যুক্তি ... না। ... শত শত শোচনীয় ঘটনা এখানে ... তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করা ... সাধ্য।

রিপোর্ট দেখিলেই ব্যক্ত হইবে, প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আর একটী হত্যা হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় পথিকগণের চুরি ... প্রায় সর্ব্বদাই হইতেছে। পুলিসে তাহার রিপোর্ট হইল এইরূপ ... গবর্ণমেণ্ট ... করিয়া পুলিষের ... কার্য্যের উপর কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখেন ও ... রিপোর্ট না ভুলিয়া যান ... তাহা হইলে ... নানা বিষয়ের ... দিয়াও ধর্ম্ম ... বিরত হয় না।

দুর্ভিক্ষনিপী ... দের প্রতি কৃপার ... কটী প্রধান কার্য্য ... করা গ ... হইবে। ... সাগর অঞ্চলে

...ছে, মণ্ডলা অঞ্চলে ... প্রাপ্ত হয় নাই। ... র পর্য্যন্ত একটী ... নের জন্য একজি ... ডেবিস সাহেব তার ... ইতে জরিপ আর ... য় তিন মাস ... কোন কার্য্য আরম্ভ ... নির্ভর করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ... হ করে। কর্ম্ম আরম্ভ ... না দেশ হইতে অনেক ... আসিতেছে। কিন্তু হতাশ ... দিকে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ ... পীড়িত লোক উদর পূরণ জন্য কি ... পারে? যদ্যপি গবর্ণমেণ্ট এখন অবধি ইহার কোন উপায় না করেন, দেখিবেন যে অবিলম্বে এ প্রদেশ নবাবী আমলের ন্যায় চোর ও দস্যুতে পরিপূরিত হইবে। অদ্য যে শোচনীয় ব্যাপারটী বর্ণনা করা গেল, সেটী যে ঐসমস্ত দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকের মধ্যে কাহার দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই, ইহারই বা স্থিরতা কি?

মণ্ডলা
৩রা মার্চ্চ
১৮৬৯

কস্যচিৎ পাঠকস্য

মহাশয়! এস্থান এখনি যেপ্রকার উষ্ণ বোধ হইয়াছে, বিবেচনা করি, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসাতে তিষ্ঠান ভার হইবে। যাঁহারা বহুকালপর্য্যন্ত এস্থানে আছেন তাঁহারা কহিতেছেন, যে অন্যান্য বৎসর এমন সময়ে এখানে শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব থাকে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ২।৩ টার সময়ে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইয়াছিল; তাহাতে কোন উপকার দর্শে নাই বরং অনেক অপকার হইয়াছে।

সম্প্রতি এ প্রদেশের দোলযাত্রাদর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সম্পাদক মহাশয়! দোলের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম গত ২৪ এ বৃহস্পতিবার রাত্রি দুই প্রহর ২ টার সময় স্থানে স্থানে রাশীকৃত কাষ্ঠতৃণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিতেছে। পরে প্রভাত হইলে প্রায় ৮।১৫ মনুষ্য সুরাপান করিয়া নিলজ্জ হইয়া এক কালে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কাদা, গোবর, ছাইপ্রভৃতি গাত্রে দিয়া পথিকদিগের যার পর নাই দুর্গতি করিতেছে। ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকেরা বাটীর বাহির হইলে তাহাদিগের দুর্দ্দশার এক শেষ হয়। বিশেষ এ দেশের লালা কায়স্থেরা পরস্পরের বাটীতে গিয়া সুরাদিপান করিয়া দিবারাত্রি হোরি হায় হোরি হায় বলিয়া মহানন্দে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া যার পর নাই অসভ্যতা প্রকাশ করে। এদেশীয় কোন লালা কাহার বাটীতে আসিলে যদ্যপি সুরা দিয়া সম্মান না করা যায় তাহা হইলে তাহার আর অখ্যাতির শেষ থাকে না। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি রবিবার এক জন বারাঙ্গনার আশ্চর্য্যরূপ মৃত্যু হইয়াছে। সে রাত্রি ১০।১১ টা পর্য্যন্ত এই হোরি উপলক্ষে সহরে তামাসাদি দেখিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছিল, প্রাতে দৃষ্ট হইল বাক্স, সিন্দুক, সকলি ভগ্ন এবং বস্ত্রাদি কিছুই নাই, কেবল মৃত দেহমাত্র পতিত রহিয়াছে। হতভাগ্য বেশ্যার সবিশেষ কোন প্রকার অস্ত্রাঘাত বা কোন প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম তাহার কিছু টাকা ছিল ও গহনাও ৪০।৫০ টাকার ছিল। এখানে প্রায় সর্ব্বদাই এইরূপ ভয়ানক ঘটনা হইয়াথাকে। কখন কোন অত্যাচারের রীতিমত দণ্ড হইতে দেখি নাই। এই ঝান্সী গোয়ালিয়ার মহারাজের অধিকার। এখানে যে এক জন সাহেব আছেন, তাঁহার বিচার দেখিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়।

ঝাঁন্সী ২ মার্চ।

মহাশয়! প্রায় অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের (অর্থাৎ এডেড স্কুলের) সম্পাদক শিক্ষকগণের সহিত যথোপযুক্ত ভদ্র ব্যবহার করেন না এবং প্রাপ্য বেতনের স্বাক্ষর করাইয়া সম্পূর্ণ বেতন দেন না। ইহা যে কতদূর সত্যমূলক তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি গত ভবানীপুর গ্রামের সাহায্যকৃত ইংরাজী বিদ্যালয়ে দেড় বৎসর প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছি। ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসন্ন রায়। যৎকালে আমি উক্ত গুণগ্রাহী মহাত্মা কর্ত্তৃক তাঁহার বিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হই তখন আমার বেতন ৩৫ টাকা নিরূপিত হয়, কিন্তু তাহার অতি অল্পদিনপরেই ঐ মহাত্মা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অশেষ ভদ্রতাসহকারে ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে তিনি আমাকে দুই তিন মাসের বেতন অগ্রিম দিয়াছেন। কিছু দিন পরেই এক দিন বলিলেন,

পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে একটী বালক "বিদেশীয় ভাষাশিক্ষার পূর্ব্বে স্বদেশীয় ভাষাশিক্ষার আবশ্যকতা" বিষয়ে একটী রচনা লিখেন, তজ্জন্য সে একটী বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। সভাস্থলে লং সাহেব, বাবু তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শ্রীনাথ দাস বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতিপ্রভৃতি অনেক বিদ্যানুরাগী মহোদয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়গণ (ইনস্পেক্টর ডাইরেক্টারপ্রভৃতি) এ বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হন নাই। পারিতোষিকপ্রদানের পর সভাপতি মহাশয় দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা ও তাহার ফল এই বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং এই বিদ্যালয়ের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। বেলা প্রায় ৬ টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বহুবাজার বিদ্যালয় } শ্রী
২ রা মার্চ ১৮৬৯

—:০:—

কয়েক দিন গত হইল ভারতবর্ষের গবর্নর জেনরল মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী লেডী মেয় ভবানীপুর বালিকা বিদ্যালয় দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী ও মেম্বরগণ পূর্ব্বে আগমনসংবাদ পাইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহারা অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নাই। রাজপথ হইতে অধ্যয়নগৃহের দ্বারপর্য্যন্ত লাল বনাত দিয়া আবৃত করা হয় এবং উভয় পার্শ্ব পুষ্পবৃক্ষে সুশোভিত হওয়াতে সৌন্দর্য্যের পরিসীমা ছিল না। ঐ দিবস বেলা দশ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের নিকট হইতে বিষ্টিতলার থানা পর্য্যন্ত রাজমার্গের উভয় পার্শ্বের নর্দ্দামা পরিষ্কৃত করা হয়। বেলা দুই প্রহর দুই ঘটিকার সময় অবধি লোক জড় হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ লোকারণ্য হইয়া উঠে। অধিক কি, কয়েক জন সার্জন ও অনেক প্রহরী তাহার কলরব থামাইয়া রাখেন। তৎপরে আলিপুরের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য মেম্বরসমূহ উপনীত হইয়া লেডী মেয়রে আগমন [illegible]ন করিতে লাগিলেন। তৎপরক্ষণেই শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড সি, ই, ড্রিবর্গ সাহেব মহোদয় উপস্থিত হন। পরে বেলা সার্দ্ধ চতুর্থ ঘটিকার সময় লেডী মেয়ো সুসজ্জিতা হইয়া কয়েকজন [illegible] চতুরশ্বসংযোজিত [illegible] শিতা হন। তাঁহার [illegible] কালন [illegible] শ্রীযুক্ত লর্ড বিশপ স[illegible] ভগিনী ও মিস মিলমন আসিয়াছিলেন এবং অ[illegible] কয়েক জন বিবি আসেন। লেডী মেয়ো বিদ্যালয়ের বালিকাগণের বাঙ্গালা এবং ইংরাজি পাঠ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন যে, "বালিকাগণ! তোমরা আমার অন্তঃকরণ যদ্রূপ আকর্ষণ করিলে, ইহাতে আমি তোমাদিগকে কদাচ বিস্মৃত হইব না এবং তোমাদিগকে এইমাত্র বলি, যেন আমি পুনর্ব্বার আসিয়া অপেক্ষাকৃত সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হই. তোমরা অবাধে পরিশ্রম করিয়া সকল বিষয় শিখিতে থাক"। যাত্রাকালে দ্বারের নিকট, প্রথম শ্রেণীর বালিকাগণ [illegible] পার্শ্বে এক একটী পুষ্পের তোড়া হস্তে করিয়া শ্রেণীপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। পরে লেডী মেয়ো যখন বহির্গত হন, তৎসময়ে বালিকাগণ ক্রমান্বয়ে তাঁহার হস্তে পুষ্প তোড়া দিয়া সংবর্দ্ধনা করিল। লেডী মেয়ো বালিকাদিগের নিকটে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া যে কত সুখ আহ্লাদিত হইলেন, তাহা তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পরে তিনি প্রস্থান করিলে প্রায় এক ঘন্টার পর রাজমার্গের লোকসমূহ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইল এবং মেম্বরগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীঃ—

শিক্ষাবিভাগে।

উপরিলিখিত শীর্ষকের সহিত গত ৪ ঠা জানুয়ারির সোমপ্রকাশে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছিল, উহাতে অধস্তন শিক্ষকদিগের সমাসিক বেতনবৃদ্ধ্যাদির নিয়ম না হওয়াতে যেরূপ শিক্ষকদিগের সাধারণে অসন্তোষ মনঃক্ষোভ ও উদ্যমভঙ্গপ্রভৃতি জন্মিয়াছে, তদ্বিষয় সবিস্তর বর্ণিত ছিল। শিক্ষকদিগের জন্য সোমপ্রকাশের সেইরূপ বিলাপশ্রবণে আর্দ্রচিত্ত হইয়াই হউক, অথবা কাকতালীয় ন্যায়েই হউক, উহার মাসৈককালপরেই গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে পুনর্ব্বার বিচার করিবার জন্য হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং ডিরেক্টর সাহেব বিবেচনা ও স্থির করিবার নিমিত্ত কয়েক জন ইনস্পেক্টরকে [illegible] সুতরাং শিক্ষ[illegible] হতাশ হইয়াই নিশ্চিন্ত [illegible] আশা করা যায়। তাহা স[illegible] লোকের কষ্ট হয়, গবর্ণমেণ্ট [illegible] হস্তক্ষেপ করিয়া শিক্ষকদিগে[র] আশালতাকে পুনর্ব্বার উজ্জীবি[illegible]ছেন। অতএব এ বারে তাহা ভগ্ন না হইয়া সফল হয়, গবর্ণমে[illegible] করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদি তাহা না করেন পুনর্ব্বার এ প্রস্তাবের আন্দোলন না [illegible] উচিত। কারণ তাহা করিয়া গরীব শি[illegible]গের আশা উদ্রিক্ত করায় এবং তাহা [illegible] করিয়া তাহাদিগকে অনর্থক ক্লেশ দেওয়ায় গবর্ণমেণ্টের কি লাভ ও কি সুখ আছে? অতএব অনুমান হইতেছে, এবারে শিক্ষকদিগকে পুনঃ পুনঃ বারের ন্যায় আর নিরাশ হইতে হইবে না। কিন্তু চিন্তা হইতেছে যে, ঐ বিষয় স্থিরকরণার্থ নিযুক্ত কমিটীর মেম্বর যাঁহারা যাঁহা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের দ্বারা কার্য্য ভাল হইবে কি না? কারণ তাঁহারা সকলেই বড় গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আপনার উদর পূর্ণ থাকিলে গৃহাগত অতিথির ক্ষুধা বুঝাতে পারা যায় না, সেইরূপ গ্রেডের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা অধস্তনগণের প্রয়োজন ও ক্ষোভ সম্যক্ ও প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে পারিবেন না, ইহাই অনেকের মনে উদিত হয়। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" এরূপ লোক নাই এমন নয়। কিন্তু অতি বিরল। অতএব আমাদের বিবেচনায় গ্রেডের অনন্তর্ভুক্ত ২।৪ জন বুদ্ধিমান ও কৃতবিদ্য বাঙ্গালী শিক্ষককেও কমিটীর মেম্বর করিলে ভাল হইত। যাহা হউক, এক্ষণে কমিটীর মেম্বর মহোদয়দিগের উপর শিক্ষকদিগের অথবা শিক্ষাকার্য্যের ভাবী শুভাশুভ অনেক নির্ভর করিতেছে। অতএব তাঁহারা কিরূপ শ্রেণীবিভাগ ও কিরূপ বেতনবৃদ্ধি স্থির করিয়া গবর্ণমেণ্টে বিজ্ঞাপনী প্রদান করিবেন, তজ্জন্য সকলে উৎসুকনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন।

গত ২১ এ ফালগুনের এডুকেশন গেজেটের এক স্থানে নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগের একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। যথা

[illegible]

ইহার অর্থ এই যে, যাঁহাদের আপাততঃ ·টাকা বেতন আছে, তাঁহাদের বার্ষিক ২· ·া হিসাবে বৃদ্ধি হইয়া ৫ বৎসরে ৫·· টাকা ·বে, যাঁহাদের ৩·· আছে তাঁহাদের ঐরূপে ·· হইবে ইত্যাদি।

উপরি লিখিত প্রস্তাবটী অসঙ্গত হইয়াছে ·া হইতেছে না। কারণ উচ্চশ্রেণীস্থদিগের ·ত্তম বেতনই ইহাদের উচ্চতম বেতন হই তেছে এবং চিহ্নিত দুই স্থল·ভিন্ন সর্ব্ব স্থলেই ·াহাদের মূল বেতনের অর্দ্ধেকবৃদ্ধির নিয়মের ন্যায় ইংাদিগেরও মূল বেতনের অর্দ্ধেকের ·াধক বৃদ্ধি হইতেছে না। তবে প্রস্তাবলেখক ·র ১·· ও ১৫· টাকা বেতনভুকদিগের পক্ষে ·শান্ত হইবে ভাবিয়া তাঁহাদের জন্য বিশেষ নিয়ম করিবার অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত ·হইতেছে না। যেহেতু তাঁহার কৃত প্রস্তাবানু·ারে ১·· ও ১৫· টাকা ভোগীদিগের যেরূপ ·সুবিধা হইবে ·, ৬·, ৯·, ১২·, টাক·ভোক্ত বেতনভুকদিগেরও সেইরূপ অশান্ত হইবে। অতএব যদি বিশেষ নিয়ম কিছু করিতে ·বে যাহাদের যাহাদের অসুবিধা হইবার ·াবনা, তাঁহাদের সকলের জন্যই বিশেষ ·িয়ম করা কর্ত্তব্য।

কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক নিতান্ত ন্যূন ·মাণে বৃদ্ধির হার করিলে সে মত গবর্ণমেন্টের ·িকটে অগ্রাহ্য হইবে বলিয়া যে শঙ্কা করি·····শিক্ষাবিভাগের ·····ধান্ লক্ষিত হই·····র মহাশয়েরা ·····যত ন্যূন পরিমাণে ·র্দ্ধ টাকার পক্ষ দেবেন, গবর্ণমেন্ট তাহাই গ্রাহ্য করিবেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু সাধারণের অসন্তোষ এখনও যেমন আছে তখনও তেমনি রহিয়া যাইবে; সুতরাং আক র্ষণী শক্তির অভাবে শিক্ষাবিভাগের এখনও যে দুর্দ্দশা রহিয়াছে, তখনও তাহাই থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই। উক্ত সম্পাদকই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংখ্যা অল্প করিয়া বৃদ্ধির হার অধিক করিলে সাধারণের সন্তোষ হইবে বলিয়া যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাও রুচিকর হই তেছে না। কারণ ঐ কথার অর্থ আপা ততঃ এই বোধ হয়, চুনা পুঁটী পর্য্যন্ত সক লকে লইয়া শ্রেণিবিভাগ করিতে গেলেই অনেক শ্রেণী হইবে। অতএব তাহা না করিয়া শ্রেণী কম কর; অর্থাৎ যাঁহারা অধিক বেতন পান তাঁহাদিগকে লইয়াই শ্রেণী কর; বৃদ্ধির হার বেশী করিয়া দেও। এরূপ হইলে উচ্চশ্রেণীস্থদিগের বেতনবৃদ্ধি হওয়ার পর অধস্তনদিগের যেরূপ অসন্তোষ ও মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে তদধস্তনদিগেরও কি তাহাই হইবে না? অতএব আমাদের বিবেচনায় "কারু দুধে চিনি, কারু শাকে বালি" হওয়া উচিত নহে। পদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে সর্ব্বস্থলেই কিছু কিছু বৃদ্ধির নিয়ম থাকা উচিত, গবর্ণমেন্টের আফিস সকলেও ঐরূপ নিয়মই হইয়াছে।

১২৭৫ শ্রীঃ—
৩ রা চৈত্র

—::—

মহাশয়! এ প্রদেশে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত শস্যাদি বিশেষরূপ না হওয়াতে দ্রব্য সামগ্রী অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছে এবং হইতেছে। ২·। ২৫। ৩· টাকা বেতনভোগীদিগের কষ্টের এক শেষ হইতেছে। এখানকার ডেপুটী কমিসনর এবং একজিকেউটিব ইঞ্জিনিয়ার আপিসের কেরাণীরা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষরূপ পীড়াতে অস্থির হইয়া দয়ালু গবর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় মাসাধককাল অতীত হইল, অদ্যাপি তাহার কোন প্রকার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না

গত কল্য এস্থলে বিলক্ষণ বৃষ্টি ও শিলা বর্ষণ হইয়াছে।

১২৭৭ } শ্রীঃ
৩ রা চৈত্র } ·াঁসি

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু প্রেমচাঁদ রায় দামাপুর ৩৮·
" " আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অজমল ১৩
" " উমেশচন্দ্র দত্ত ফরিদপুর ৩৮
" " দ্বারকানাথ ঘোষ গোবিন্দগঞ্জ ৩৮
" প্রসন্নাথ সাহা আমড়াতলা ১·
" ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গোবিন্দপুর ৫৷৷

—:•:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাকমাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১· টাকা এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷· টাকা; মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮·। তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করা যায় না। হুণ্ডি, বরাত্তি চিঠি, মনি-অর্ডর, নোট ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও বসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টারি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, একমাসপূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও এক বার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর একমাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিন বার প্রতি পংক্তি ৵ আনা তাহার পর /১· আনা দিতে হইবে। যিনি অধিক কাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতিসোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

দারীকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পুলিষ অধ্যক্ষদের কর্ত্তব্য মধ্যে মধ্যে ফাঁড়ীদারগণকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বদলি করেন।

গতবৎসর শিলাবতী নদীর জল সেতু অতিক্রম করিয়া বাঁধ ভগ্ন করিয়া যেরূপ লোকের অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা অনেকেরই বিদিত আছে। লোকের কষ্ট নিবারণার্থ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রায় এক মাসকাল ঘাটাল প্রভৃতি নানা গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র লোকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়র বাবু যদুনাথ শীল মহাশয় কয়েক জন ওভারসীয়রপ্রভৃতি যত্নপূর্ব্বক সেতুসংস্করণবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। জলপ্লাবনে ঘাটালের মডেল ইস্কুলের ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহটী ভগ্ন হইয়া অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে, বালকগণের শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, নূতন গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য কাহাকেও উদ্যোগী দেখিতেছি না। ঘাটালে অনেক ভদ্রলোক আছেন, ঊর্দ্ধসংখ্য ২০০ দুইশত টাকা হইলে যে সামান্য একটী বিদ্যালয়গৃহ প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয়ে কাহারো মনোযোগ দেখি না। শুনিতেছি জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ভগ্ন বিদ্যালয়গৃহ দেখিয়া অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়গৃহটী প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। তাহা হইলে সকলে পরম আহ্লাদিত হন।

গতবৎসর ঘাটালে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন হইবে বলিয়া এক সভা হয় এবং বিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য চাঁদা হয়। ওয়াটসন কোম্পানির ঘাটালস্থ প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত টরণ বুল সাহেব মহাশয়ের যথেষ্ট টাকা দিবার কথা আছে এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় ৫০০ পাঁচশত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন, আপাততঃ ৩০০ তিন শত টাকা দিয়াছেন, অপরাপর ভদ্রলোকেও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। তথাপি অদ্যাপি বিদ্যালয় গৃহ প্রস্তুত হইবার কোন উদ্যোগ দেখি না কেন? আর কেই বা সেক্রেটরি হইয়াছেন তাহাও জানা যায় না।

ইতমধ্যে ঘাটাল থানার অন্তঃপাতী উদয়গঞ্জনিবাসী সীতারাম উপাধ্যায়ের বাটীতে ডাকাইতি হয়। যে রাত্রিতে ডাকাইতি হয় সে রাত্রিতে ঘাটাল থানার জমাদার ও কনষ্টাবল প্রভৃতি উদয়গঞ্জে উপস্থিত ছিলেন।

লাহোরস্থ সংব

মহাশয়! যে স্থানে সেই স্থানের বাহ্য শো সংখ্যা, আচার ব্যবহার, প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তা প্রথমে লেখা উচিত। নতুবা অনভিজ্ঞ গৃহরুদ্ধ দেশীয় ভ্রাতারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সন্তোষের সহিত এখানকার সংবাদ সকল না পড়িতে পারেন। এই জন্য সংবাদ পত্রে যত দূর লেখা যাইতে পারে নূতন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল বিষয় অল্প অল্প করিয়া ক্রমে লিখিতে চেষ্টা করিব।

১। লাহোর কলিকাতার প্রায় সাত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণে স্থিত। লাহোর ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রধান ও পুরাতন নগর। এখানে যে সকল পুরাতন অট্টালিকা, মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের কীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে ইহা যে কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর ছিল তাহা বলা যায় না। এক্ষণে যদিও তাদৃশ সমৃদ্ধি নাই; কিন্তু পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের রাজধানী বলিয়া ইহার ঐশ্বর্য্যের অল্পতা নাই।

নগরের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া প্রায় এক ক্রোশ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত আছে। নগরের গতায়াত করিবার বারটী অতি প্রকাণ্ড ও উচ্চ তোরণ (ফটক) আছে। এই সহরে অন্যূন এক লক্ষ লোক অবস্থিতি করিতেছে। সহরের ভিতরের গলিসকল এরূপ সংকীর্ণ যে দুই তিন জন লোকের পার্শ্বাপাশি যাইতে কষ্ট হয়, গলির দুই ধারের অট্টালিকাসকল প্রায় ত্রিতল চারিতল উচ্চ। অধিকাংশ অট্টালিকা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ব্যবস্থিত নহে। যদিও এখানে মিউনিসিপালিটীর বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, তথাপি পয়ঃপ্রণালীতে ও পথমধ্যে দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনাসকল নাসারন্ধ্রকে আমোদিত করিতে থাকে। এই নগরটীর কাশীর সহিত অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে। অট্টালিকা সকলের সান্নিধ্য ও গলিসকলের সংকীর্ণতা প্রায় কাশীর ন্যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, যে স্থানে দিনের বেলা অন্ধকার, মিউনিসিপালিটী রাত্রি কালেও সেখানে আলো দেন না। ইহাতে রাত্রি কালে গমনাগমনের যেরূপ কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। নগরপ্রাচীরের বাহিরেই ইহার চতুর্দ্দিকে গবর্ণমেণ্টনির্ম্মিত মনোহর উদ্যান আছে। এই উদ্যানের মধ্য দিয়া রাবী নদী হইতে খাল নির্গত হইয়া প্রবাহিত হওয়াতে উদ্যানস্থ বৃক্ষসকল আবশ্যকমত জল পাইয়া

এক একটী বৃ ও অট্টালিকা, খালে ঘা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে এই করা যে কিরূপ সুখজনক তাহা না। আমি অনেক অনেক নগর কিন্তু এরূপ মনোহর উদ্যানপরিবে কখন নয়ন ও শ্রবণগোচর হয় না মেণ্ট উদ্যানের পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলার্থ বিশেষ মনোযোগী।

নগরের উত্তর পশ্চিম কোণে সুদৃঢ় দুর্গ আছে। দুর্গটী অতি উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ইহা মুসলমান সম্রাটদিগের কৃত; তৎপরে মহারাজ রণজিৎ সিং জয় করিলেন; এখন ইংরাজদের পতাকা ইহার অভ্যন্তরে উড্ডীয়মান হইতেছে। হায়! কালের কি গতি! কিছুই স্থির নহে। যাহাদের এইসকল কীর্ত্তি তাহারা কি এক দিনের তরে মনে করিয়াছিল যে, ইহা তাহাদের বংশাবলির নিকট হইতে এক ভিন্নজাতীয় রাজা কাড়িয়া লইবে? এই দুর্গমধ্যে মুসলমানদিগের অনেক মসিদ, রাজপ্রাসাদ, দর্পণগৃহ, সেনানিবেশপ্রভৃতি রহিয়াছে, মহারাজ রণজিৎ সিং মুসলমানদিগের অনেক মসিদ ও গৃহ নষ্ট করিয়া আপনার মনোমত সেনানিবেশপ্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গটী অতি মনোহর স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্মুখে রাবী নদী ও বিস্তীর্ণ বাগান ক্ষেত্র, পশ্চাতে নগর।

রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির, বাবানানকের সমাধিমন্দিরপ্রভৃতি আরও অনেকগুলি দেখিবার যোগ্য স্থান আছে। রণজিৎ সিংহের সমাধি অতি মনোহর। কারুকার্য্য খচিত প্রাচীর, ছাদপ্রভৃতি বিবিধ বর্ণের প্রস্তরে রঞ্জিত, একটী স্তম্ভের চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। বাস্তবিক লাহোরটী দেখিলে মনোমধ্যে যে কিরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, সে বলিতে পারে না।

লাহোর বর্ণনা অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকিল; অন্যান্য বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিতে হইবে; এক্ষণে কয়েকটী নূতন সংবাদ দিতেছি;

১। গত ২৩এ ও ২৪এ এখানে যথেষ্ট বৃষ্টি হইয়াছে। লোকে কহিতেছে যে ইহাতে

প্রস্তাবিত ৮

...দিগের শ্রদ্ধাস্পদ বাবু নবীনচন্দ্র ...য়র যত্নে ও উদ্যোগে এখানে একটী ... হইবার আয়োজন হইতেছে। শকুন্তলানাটক হিন্দীভাষায় অনু...ছেন। পণ্ডিত মনফুল ও কয়েক জন বাঙ্গালী ভ্রাতা ইহাতে যোগ দিয়া...ছেন। এখানে বাইনাচ, কুৎসিত গান ও ... যেরূপ প্রচলিত, তাহাতে নাটকাভিনয়রূপ বিশুদ্ধ আমোদের পথ প্রদর্শন করিয়া দিতে পারিলে বোধ হয় অবশ্যই উপকার হইবে।

৩। হোলির কুৎসিত আমোদ এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। প্রকাশ্য রাজপথে স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া কুৎসিত গীত ও নৃত্য করে; চক্র করিয়া বহুসংখ্যক লোক মদ্যপান করে।

৪। এখানে সাধারণ উন্নতিবিধায়িনীনাম্নী একটী সভা আছে। ইহাতে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী উভয়েই সভ্যশ্রেণীভুক্ত। সাহিত্যসংক্রান্ত, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক প্রভৃতি সাধারণ হিতকর বিষয়সকল আলোচিত হয়; কিন্তু দেশীয় লোকদের কোন অনুষ্ঠানে প্রথম প্রথম যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম থাকে কিছু দিনপরে তাহাদের সে উৎসাহাগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ হইতে দেখা যায়; এখানেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। লাহোর এত বড় স্থান, এখানে কলিকাতার বেথুন সভার ন্যায় একটী বৃহৎ সভা হওয়া উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উৎসাহপূর্ণ আট জন সভ্যও পাওয়া দুষ্কর।

আমাদিগের কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ডেপুটী মাজিস্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ দে বাহাদুরের অসময়ে স্থানান্তরিত হওয়া সকলেরই ক্লেশদায়ক হইয়াছে। আমরা জানিতাম, উত্তম নিয়মে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে সে বিচারপতি দীর্ঘকাল সে স্থানে থাকিতে পারেন। কিন্তু দে বাহাদুর ত এরূপ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছিলেন, যে ...জিস্ট্রেট ইহাঁর কাজের ...ন। আমরাও দেখি ... বালক ও বালিকা ... কি করের বিষয়, কোন ...না অযত্ন দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ বালিকাবিদ্যালয়টী ত ইহাঁরই যত্নে স্থাপিত হইয়াছে এবং ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য ৪ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন, অবিলম্বে গৃহ আরম্ভ করিবার মানস করিয়াছিলেন; গ্রামের উপকারের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার করাইতেছিলেন; ট্রেনিং বিদ্যালয়টী যাহাতে উন্নত হয় তজ্জন্য একান্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। সম্প্রতি ইনি মফস্বল স্থানসকল পরিদর্শন করিয়া প্রজাদিগের সুবিধার জন্য কোথায় কি কি করা উচিত তাহা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। ত্বরায় পরিবর্ত্তের কথা শুনিলেন। ইনি আটমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম ও ভ্রমণ করিয়া এ স্থানের অভাবসকল যেরূপ অবগত হইয়াছিলেন এবং সেইসমস্ত অভাব দূরীকরণ করিতে যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন অন্য বিচারপতি হইলে এসকল কাজ এত শীঘ্র হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ যেমন কেন উপযুক্ত লোক আসুন না, এস্থানের ও অন্যান্য স্থানের অবস্থা ও অভাব জানিতেই তাঁহার অধিক সময় নষ্ট হয়, কিন্তু দে বাহাদুর সেই সময়ের মধ্যে সেইসকল অভাব মোচন করিয়া স্থানের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারিতেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু কালিকাদাস দত্তও যথার্থ উপযুক্ত বিচারপতি সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্ত্তটী কিছুদিন বিলম্বে হইলেই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়। ইনি যে থানে যাইবেন, সেইখানেই শুভানুষ্ঠান করিবেন সত্য; কিন্তু এখানে যেসকল দেশহিতকর কার্য্যের সংকল্প করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিয়া যান, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। যদি বিচারাদি উত্তম হইতেছে, স্থানীয় অনেক বিষয়ের বিশেষ উন্নতি হইতেছে, মফস্বলপরিদর্শনের যথার্থ ফল হইতেছে, তবে এত শীঘ্র ইহাঁকে স্থানান্তরিত করিবার কি কারণ, তাহা আমরা কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু একথা বলিতে পারি, যে প্রায় গ্রামের সমস্ত লোকেই এজন্য সুখী নহেন। অনেক স্থানে আমরা এই অন্যায় পরিবর্ত্তের কথোপকথন শুনিতে পাইতেছি। ইনি যে চিরকালই এই স্থানে থাকুন যদিও এমন অসঙ্গত প্রার্থনা আমাদের নাই, কিন্তু কয়েকটী শুভকর কার্য্য (বিদ্যালয় দুইটী বিশেষ) সমাপন করিয়া স্থানান্তরিত হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত ডেপুটী বাবুর অনুরোধ ক্রমে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহাতাব চন্দ্র বাহাদুর অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এখানকার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে গরু চুরির সংবাদ শুনিতে পাইতেছি। কয়েক দিন হইল, নাদনঘাটনামক স্থানে একটী ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। পুলিষ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামরেণ ঘোষ মহাশয় ইহার তদারক করিতেছেন। ফল কি হয়, পরে জানাইব। যাহা হউক এইসকল অত্যাচার মূর্ত্তিমান হইয়া আমাদিগকে বাবু চন্দ্রশেখর রায়কে স্মরণ করিতে বলিয়া দেয়। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে দস্যুদমন যেমন হইয়াছিল, এখন সেপ্রকার কিছুই নাই। নূতন পুলিষের কাজ যে আড়ম্বরপূর্ণ তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, নূতন পুলিষ হইলে কি হইবে, লোক ত নূতন নয়? যাহা হউক দস্যুভয় হইতে রক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এখন অনেক স্থান হইতে এ সংবাদ পাওয়া যায়।

ইহার মধ্যেই এখানে এত রৌদ্রের উত্তাপ হইয়াছে, যে তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হইয়া থাকে। মধ্যে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা অল্প। মধ্যে বৃষ্টি হওয়াতে ঐ পীড়া অনেক কমিয়া গিয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গত ২৬ এ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বেলা ৪ টার সময় বহুবাজার গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বাঙ্গালা পাঠশালার পারিতোষিকদানকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অনরেবল জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে বালকগণকে পারিতোষিক প্রদান করেন। যে ৫ পাঁচটী বালক বাঙ্গালা অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়িবার অনুমতি পাইয়াছে, তাহাদিগকে রৌপ্য পদক ও অন্যান্য শ্রেণীর বালকদিগকে পুস্তক প্রদান করা হয়।

আমহর্‌ষ্ট্রীট ৩৪৭১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগমোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই ইতি।

—:০:০:—

বোম্বাই হইতে আমদানী।

মিতাক্ষরা ৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ	৭
পরাশর সংহিতা।	২
সটীক বিষ্ণুপুরাণ	৮.
ধাতুমঞ্জরী	১॥
গীতগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ কাব্য	
সটীক, জয়দেব কৃত	১॥
বিদগ্ধমুখমণ্ডন সটীক	১

কলিকাতা ঠনঠনে ২২৬ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

এপ্রেলমাসে ট্রেণ গমনাগমনের পরিবর্ত্তন।

এক্ষণে কেবল শনিবার আপরাহ্ন ২ টা ৩৮ মিনিটে (কলিকাতার সময় অপরাহ্ণ ৩টা ১০ মিনিট) যে গাড়ী পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত যায় তাহা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইবে।

এক্ষণে কেবল সোমবার প্রাতঃকাল ৭টা ২৩ মিনিটে যে গাড়ী পাণ্ডুয়া হইতে ছাড়ে, তাহা প্রাতঃকাল ৬ টার সময় (কলিকাতার সময় ৬টা ৩২ মিনিট) বর্দ্ধমান হইতে ছাড়িবে। পাণ্ডুয়া হইতে ছাড়িবার সময় যেরূপ আছে সেইরূপ থাকিবে।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে ডেলহাউসী স্কোয়ার কলিকাতা ১৮৬৯ ৯ ই মার্চ। — সিসিল ষ্টিফেন্সন, বোর্ড অব এজেন্সি

—:০:—

চরিত মঞ্জরী।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে ইহাতে কএকটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। শ্রীযুক্ত উড্রো মহোদয়ের অনুমতিক্রমে লর্ড ওয়েলেসলির জীবন বৃত্তান্ত ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসন বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এবং প্রথমবারে যে দুই এক জন গবর্ণর জেনেরলের সময়ের যে ঘটনাগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবারে সেগুলিও উহাতে নিবেশিত করিলাম। অধিকন্তু উহাতে একটী উপক্রমণিকা যোজিত হইল। সুতরাং এই পুনর্ম্মুদ্রিত চরিতমঞ্জরী পাঠে ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমন অবধি লাডক্যানিঙের রাজ্যশাসনের শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত আবশ্যকমত অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। আর ইহাতে সিপাহীবিদ্রোহের বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও জোড়াসাঁকো ৬৪ নং দোকানে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকটে প্রাপ্য। মূল্য ১৷০

শ্রীকালী প্রসন্ন রায়।

----:০:----

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ ১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-থনট এবং কোং

-:০:-

১৮৭০ সালের ইংরাজী এণ্ট্রান্স কোর্সের মানে কোন প্রফেসর প্রণীত। মূল্য ১॥।

যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আমার নিকট অথবা স্কুলবুক সোসাইটীর পুস্তকাগারে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

১১ নং কালেজষ্ট্রীট পটোলডাঙ্গা } শ্রীবরদাপ্রসাদ মজুমদার

-:০:-

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ হইতে ৫ই মার্চ পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর সর্ব্বকমতি জলের সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১০	৯
মহানায়	৬	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নবদ্বীপ ৪৬ মাইলের মধ্যে		

সন ১৮৬৯ সালের ১০ই ... পুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

সন ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা মার্চ তারিখে গঙ্গ ঘাটের জলের মাপ।

ফুট ৫৮

বহরমপুর ৮ মার্চ ১৮৬৯ } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক্‌ এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদী লোকাল রিবার ডিবিজন

সোমপ্রকাশ।

৩ রা চৈত্র সোমবার।

শস্যের অবস্থা।

গত বুধবারের গেজেটে ফেব্রুয়ারির অর্দ্ধাংশপর্য্যন্ত নানা স্থানের শস্যের অবস্থাবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কেন্দ্রাপাড়া বিভাগে বৃষ্টি হওয়াতে আমন ধান্য ও রবিশস্যের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। দ্রব্যাদির মূল্য সমান ও যথেষ্ট শস্য আছে। খনন কার্য্যে ৪,৫০০ লোকে কর্ম্ম পাইয়াছে। কটকে বৃষ্টি হইয়াছে। ২ রা ফেব্রুয়ারিপর্য্যন্তের পুরীর সংবাদ এই, চাউল ॥২ সের বিক্রীত হইতেছে। কর্ম্মের অভাব নাই। বালেশ্বরে চাউল ॥০॥ সের অবধি ৮২ সের পর্য্যন্ত। বিলম্ব বৃষ্টি হইয়াছে। সুবর্ণরেখার তীরের শস্য এককালে নষ্ট হওয়াতে পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

ভাগলপুর বিভাগ। মধুপুরে সামান্যরূপ বৃষ্টি ও রবিশস্য যৎসামান্য হইয়াছে। ভাগলপুর ও বাঁকা উপবিভাগে সমুদায় শস্য নষ্ট হইয়াছে। মুঙ্গেরের স্থানে স্থানে কতক চাউল হইয়াছে। কয়েকটী পরগণায় কিছুই হয় নাই। রবিশস্য ছয় আনা হইতে পারে; বৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। পূর্ণীয়ার অবস্থা ভাল। রাজমহলে শস্য

ন্তু অদ্যাপি দুর্ভিক্ষলক্ষণ তছে না। সাঁওতালপরগ অনিষ্টশঙ্কা আছে। ভূমকার নহে।

বিভাগ। বিহারে বৃষ্টি হয় ও পুষ্করিণীসকল শুষ্ক হও অতিশয় জলকষ্ট হইয়াছে। তর অন্নকষ্ট অদ্যাপি হয় নাই, কালেক্টর আশঙ্কা করেন, এক র মধ্যে বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ। শস্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় সাহরণেরও এই অবস্থা। চম্পা ড় কষ্ট নাই; কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব্ব গে অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে অনেকে রের কাজ করিতেছে। ত্রিহুতের হা পূর্ব্ববৎ। বৃষ্টি হয় নাই। হাজারি অর্দ্ধেক শস্য হইয়াছে। মানভূমের শষতঃ পালামাউয়ের অতিশয় দুর হইয়াছে।

—:::—

১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের সংশোধন।

সিলেক্ট কমিটি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধনার্থ যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। পূর্ব্বে কালেক্টরদিগের নিকটে যেসকল মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত, দেওয়ানী আদালতে তাহার বিচার হইবে। ঐসকল মকদ্দমার বিচারের সময়ে নিয়মিত উকীলব্যতিরেকে আর কেহ প্রশ্নোত্তর করিতে পারিবেন না। এটী সাধারণের মত। অতএব এ প্রস্তাবটী অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে। ইহাতে ডেপুটি কালেক্টরেরা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। ডেপুটি কালেক্টরমাত্রেই অনুপযুক্ত এ কথা আমরা বলি না। তাঁহাদিগের শাসনকার্য্যে এত সময় অতিবাহিত করিতে হয় যে, উপযুক্ত লোক হইলেও তাঁহারা যথোচিত পরিশ্রম করিয়া মকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার সময় পান না। তাঁহাদিগের অধিকাংশের যথারীতি আইন শিক্ষা নাই এটীও স্বীকার করিতে হইবে। মোক্তারদিগকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে; ইহাও সামান্য উপকারক নহে। ইহাঁরা অনেক মকদ্দমার প্রকৃত অবস্থার বহু বিপর্য্যয় করিয়া ফেলেন; সুতরাং অনেক স্থলে যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত জন্মে। সিলেক্ট কমিটি ১৮৫৯ অব্দের ৮ আইনের বিধি অনুসারে মকদ্দমাগুলি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও অতিশয় সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু উল্লিখিত পাণ্ডুলেখ্যের প্রারম্ভে একটী অন্যায় চেষ্টা দৃষ্ট হইল। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন কৃষকদিগের সনন্দ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত স্বত্ব গুলি বঙ্গদেশ, বিহার উৎকল ও কাশীর কৃষকদিগকে দেওয়া হয়; কিন্তু সিলেক্ট কমিটি পাণ্ডুলেখ্যে কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত মহলসকলের প্রজার উল্লেখ করিয়াছেন। উৎকলে এ বন্দোবস্ত নাই, তাহা বলিয়া কি প্রদত্ত স্বত্ব হরণ করা হইবে? প্রধানতম বিচারালয় রাজকুমার রায় বনাম আসা বিবির মকদ্দমায় স্থির করেন, জমীদারের স্বত্ব বাজে আপ্ত হইলেও প্রজার স্বত্ব লোপ হইবে না। সদরলণ্ডের সাপ্তাহিক রিপোর্টে আছে (১) বঙ্গদেশের প্রজাগণ ২০ বৎসরের এক হারের দাখিলা প্রদর্শন করিলে বিপরীত প্রমাণাভাবে বর্দ্ধিত কর হইতে রক্ষা পাইবেন। উৎকলের প্রজাদিগকে এ স্বত্ব কেন না দেওয়া হইবে? ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা ১০ আইনদ্বারা যেসকল স্বত্ব প্রদান করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন।

(১) ১৮৬৫ অব্দ। আইন ঘটিত নিষ্পত্তি ৭০ পৃষ্ঠা।

আমরা অনেক বার বলিয়াছি, যে স্থলে প্রজাগণ ইমারত, উদ্যান, পুষ্করিণী প্রভৃতি করিয়াছেন, তথায় কোন ক্রমে করবৃদ্ধি করা উচিত নহে। সাময়িক হউক, আর স্থায়ী বন্দোবস্ত হউক, সে বিবেচনা করা উচিত নহে। ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনের ৩৭ ধারার অর্থ কি? প্রধানতম বিচারালয় এই ধারাটীর সহিত ১০ আইনের সমন্বয় করেন নাই। করবৃদ্ধির ভয় থাকাতে কৃষকগণ ক্ষমতাসত্ত্বেও উত্তম বাটী, উত্তম উদ্যান প্রস্তুত করে না। আজিও অনেক পল্লীগ্রামে দৃষ্ট হয়, তিন ক্রোশের মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট পুষ্করিণী নাই। বর্ষার সময়ে বিলের জলে চলে। পুষ্করিণী করিলে জমীদার এত করবৃদ্ধি করেন যে, কেহই ব্যয় করিয়া তাহা খনন করিতে ইচ্ছুক হয় না। ৪ ধারায় সিলেক্ট কমিটি দখলী স্বত্বভুক্ত ভূমির করবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। ১৮৬৫ অব্দে ১৪ জন বিচারপতি একবাক্য হইয়া করবৃদ্ধির যে নিষ্পত্তি করেন, তাহা আইন বলিয়া গণনা করা কর্ত্তব্য। দখলী স্বত্ব জন্মিবার ধারাটী বিশদ করিয়া দেওয়া উচিত। বোধ কর এক জন ১০ বৎসরের মেয়াদে পাট্টা লইল; তাহার পর দুই বৎসর গেল, জমীদার জমী ছাড়াইলেন না। এ স্থলে যদি দখলী স্বত্ব দেওয়া হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কর্ত্তব্য। ইহা লইয়া সর্ব্বদা গোলযোগ ঘটিয়া থাকে।

প্রধানতম বিচারালয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন, পাট্টার অতিরিক্ত ভূমি জরিপে বাহির হইলে তাহাতে প্রজা অনধিকার প্রবেশদোষে দূষিত বলিয়া পরিগণিত হইবে; পরগণার হারে কর লওয়া অথবা প্রজাকে উক্ত অতিরিক্ত খণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করা জমীদারের স্বেচ্ছাধীন। আইনেও ঐ কথার প্রকারান্তরে সাহায্য

ঐ

[illegible]রকানাথ শর্ম্মা।

[illegible]মিথিনামে একখানি [illegible]ত অ[illegible] সঙ্কলন করিতে আরম্ভ করি[illegible] উহা পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে, সম্প্রতি প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২ দুই টাকা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা সংস্কৃত কালেজে আমার নিকটে অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

১২৭৫ সাল ১লা ফাল্গুন — শ্রী তারানাথ শর্ম্মা। কালকাতা সংস্কৃত কালেজ।

—:০:—

[illegible]তি প্রত্যেক খণ্ড। ৷/১০ ৷/১০

যিনি কাব্যপ্রকাশ গ্রহণাভিলাষী হইবেন, তিনি কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে অথবা মুক্তাপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে আমার নিকট অগ্রিম [illegible] ও পত্র পাঠাইবেন।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে। [illegible]কগণের প্রতি প্রত্যেকখণ্ড আট আনা।

শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার।

—:০:—

[illegible]সংপ্রণীত চিত্তবিনোদ কাব্য ১ম খণ্ড অতি [illegible]লিত অমিত্রাক্ষরে রূপকচ্ছলে ইহাতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রাহক মহাশয়েরা বর্দ্ধমান বড়বাজারে অথবা [illegible] আমার পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

[illegible]চন্দ্র বসু।

বিবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত।

ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তক কাগজ কলম নানা বিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায় এবং পুস্তকাদিতে ৴০ এক আনার হিসাবে কমিসন দে। অধিক টাকার পুস্তক লইলে ৴১০ আনার হিসাবে পাইবেন।

প্রাংক্ব[illegible]দাবলী	৪	টাকা
প্রাকটীন অনমেড়িসিন গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তর প্রণীত	১০	ঐ
মেঘদূত সটীক	১॥০	ঐ
কুমার সটীক	২॥০	ঐ
বেণীসংহার সটীক	২॥০	ঐ
[illegible]নিদার সটীক	৪	ঐ
শ্রীমদ্ভাগবত সটীক	৩২	ঐ
সুশ্রুত	১০	ঐ
ভট্টিকাব্য জয়মঙ্গল ও মল্লিনাথের টীকা সহিত	৩২	ঐ
উইলিয়ম স সংস্কৃত ডিক্সনারি প্রথম ইংরাজী প[illegible] সংস্কৃত মনি য়ার উইলিয়াম সাহেবকৃত	৫০	ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রণীত গদ্য ১৮ পর্ব্ব মহাভারত ১৭ খণ্ড সম্পূর্ণ	৬০	ঐ
ঐ ৬ ঐ বিরাটপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৭ ঐ উদ্যোগপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৮ ঐ ভীষ্মপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ৯ ঐ দ্রোণপর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১০ ঐ কর্ণপর্ব্ব		
ঐ ১১ ঐ শল্য পর্ব্ব	২	
ঐ ১২ ঐ সৌপ্তিক পর্ব্ব	১	ঐ
ঐ ১৩ ঐ স্ত্রী পর্ব্ব	১॥	ঐ
ঐ ১৪ ঐ শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৫ ঐ মোক্ষধর্ম্ম	৩	ঐ
ঐ ১৬ ঐ অনুশাসন পর্ব্ব	৩	ঐ
ঐ ১৭ ঐ শেষ পাচ পর্ব্ব	৩	ঐ
বিচার তরঙ্গিণী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনান্তর্গত বিচার ও মীমাংসা বহুল প্রমাণ সহিত	১	ঐ
ভ্রান্তি দর্পণ	১	ঐ
অষ্টাবিংশতি তত্ত্বশ্রুতি	৩০	ঐ
প্রাচীন সংহিতা ২০ খণ্ডে সম্পূর্ণ	২৫	ঐ
আত্মতত্ত্ব বিবেক ভাষ্য সহিত	৩	ঐ
উত্তর নৈষধ নারায়ণী টীকা সংযুক্ত ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ	১২	ঐ
সিদ্ধান্ত কৌমুদী সম্পূর্ণ	১৮	ঐ
ঐ শেষ খণ্ড	৭	ঐ
বিবেকরত্নাবলী বেদান্তদর্শনের [illegible] বিচার	২॥	ঐ
কর্ম্ম[illegible] কর্ম্মকাণ্ড বিষয় সিদ্ধান্ত	২	ঐ
দায়ভাগ কুলব্রুক সাহেবকৃত ইংরাজী তরজমা	১০	ঐ

কলিকাতা যোড়াসাঁকো ৬৪ নং — শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায় নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

বাঙ্গালা ভূচিত্রাবলী।

কয়েকখানি অভিনব এটলাস দৃষ্টে প্রস্তুত। ইহাতে ৩২ খানি ম্যাপ আছে। উত্তমরূপে বাধান। স্কুলবুক সোসাইটি, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, নর্ম্মাল স্কুলে ও পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যা ব্রাদরদিগের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য ৪॥ টাকা।

শ্রীনীলকমল ঘোষাল।

—:০:—

পুরাণ প্রকাশ।

বিষ্ণুপুরাণ।

অনুবাদ ও টীকা সমেত প্রত্যেক খণ্ড ৮০ পৃষ্ঠা। অগ্রিমমূল্য ।।০।

যিনি গ্রহণাভিলাষী হইবেন, তিনি মুক্তাপুর আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের নামে যত খণ্ডের ইচ্ছা অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম না পাইলে বিদেশে বিষ্ণুপুরাণ পাঠাইবার নিয়ম নাই[illegible]।

করেন, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের অর্থী প্রত্যর্থীর সহিত সংস্রব হয় না। সুতরাং তাঁহাদিগের মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। এ আক্ষেপটী যুক্তিসিদ্ধ বটে; কিন্তু আমরা কখন ভাল উকীলের এরূপ দুর্নাম শুনি নাই। আটর্ণীদ্বারা মকদ্দমাগ্রহণের প্রথা অবলম্বন করিলে যেমন একটী আশঙ্কা দূর হইবে, তেমন এক্ষণে কতক গুলি যে উপকার আছে, তাহা উৎসন্ন হইবে।

আটর্ণী মধ্যস্থ থাকাতে কতকগুলি বৃথা ব্যয় হয় মাত্র; অনেকে তন্নিমিত্ত মকদ্দমায় বারিষ্টর নিয়োগ করেন না ও করিতে পারেন না। আর একটী বিশেষ অনিষ্ট আছে। অনেক উপযুক্ত বারিষ্টর বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মফস্বলের কথা শ্রবণ করিলে যত কাজ হয়, আটর্ণীদ্বারা তত হয় না। ফলতঃ উকীলেরা অগ্রে বক্তৃতা করিবেন, কি বারিষ্টরে করিবেন, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ প্রধান বিচারপতি যে উপায় (আটর্ণী দ্বারা মকদ্দমা গ্রহণ) অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশুদ্ধ নহে। এটী কেবল একটী ছলমাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

—ঃ০ঃ—

আত্যন্তিক ব্যয়।

১৮৬৯।৭০ অব্দের আয়ব্যয়বৃত্তান্ত লইয়া যে দিবস তর্ক হয়, সে দিন প্রধান সেনাপতি ভঙ্গীক্রমে বলিয়াছিলেন, সর রিচার্ড টেম্পলের হিসাব বিশুদ্ধ ও বিশদ নহে। বস্তুতঃ যেপ্রকার ব্যয়ের তালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া যে সে ব্যক্তি বলিবেন, যথোচিত সাবধানতা-সহকারে হিসাব করা হয় নাই এবং ব্যয় সংক্ষেপেরও বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয় নাই। বন হইতে ৪৩,৬৬,০০০ টাকা আয় হয়; কিন্তু কর্মচারীর বেতনপ্রভৃতিতে ২৮৪৮

লাভ ১৫,১৭,৫

শের দুই অংশে

কি অন্যায় নহে.

বধি দেখিয়া আসি ... কোন অ

বা আশ্রিত ব্যক্তিকে অন্য কোন বি. কর্ম দিতে না পারিলে বনবিভাগে নিযুক্ত করা হয়। ভূমির রাজস্ব ২০,৫৯, ৫৫,০০০ টাকা সংগ্রহের ব্যয় ২,১৯,৬৭. ৯০০। ইহাও যখন অধিক বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন বনরক্ষার ব্যয় যে নিতান্ত অসঙ্গত, একথা কে না বলিবেন? ২৫, ৯৩,৭০০ টাকা দান, পুনঃপ্রদান এবং ঝড়তি পড়তি বলিয়া লেখা আছে। ইহার অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এক লাইসেন্স টাক্সে টাকা ফেরত দেওয়া হয়; কিন্তু তাহা এত অধিক হইতে পারে না। লবণের উপরে শুল্ক করা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে লবণ আসিতেছে; অথচ ১৮,২৬, ৫০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। এ ব্যয় কি অধিক নয়? আদালত ও পুলিষের ব্যয় যেমন কমান হইয়াছে, তেমন পাদরি ও গিরজার ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রণতরীর বিষয়ে এখানকার গবর্ণমেন্টের কথা বলিবার ক্ষমতা নাই যথার্থ; কিন্তু অধিক দিন হয় নাই চাইলডর্স সাহেব মহাসভায় বলিয়াছেন, রণতরি ভাড়া দিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট ৭,৬০,০০০ টাকা পাইবেন। তবে ৪১,৩০,৮০০ টাকার অর্থ কি? সর রিচার্ড টেম্পল তেজস্বী বলিয়া অভিমান করেন, তিনি যদি যথার্থ তেজস্বী হইতেন, তাহা হইলে এবিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ষের নিমিত্ত পৃথক রণতরিদল রাখিবার প্রস্তাব করিতেন সন্দেহ নাই। কাগজ, কলম ও মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত ২২. ৭৭,৯০০ টাকাও অধিক বোধ হইতেছে। বিস্তর দ্রব্য নষ্ট হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণ...

...ন হইতে কাগজ ... চেষ্টা পাইলে এ বিষ... সংক্ষেপ হইতে পারে ... মুদ্রাযন্ত্র হইলেই গবর্ণমে... কাজ হইতে পারে। রিপোর্ট মুদ্রিত করিবার নি... অব ইণ্ডিয়া মুদ্রাযন্ত্রের সঙ্কি... আছে, তাহা রহিত করা অ... ইহাতে কয়েক সহস্র টাকা ... এতদ্দেশীয় রাজা ও সর্দারপ্রভৃতিকে ৯১,২৭,৭০০ টাকা পেন্সন দেওয়া হয়। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। বাজে খরচ নামে ৪১.৬০,০০০ টাকা লিখিত হইয়াছে। এ বাজে খরচ কি? প্রায় অ... কোটি টাকা সামান্য নহে ইহার ম... গবর্ণর জেনরল ও মন্ত্রিবর্গের দিমলায় কত টাকা ব্যয় আছে? সর রিচার্ড টেম্পল কি কোন ব্যয়সংক্ষেপচেষ্টা পাইয়াছেন? সৈন্যদলসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ষ্টেটসেক্রেটারির আজ্ঞাপরাধীন; কিন্তু পব্লিকওয়ার্ক বিভাগের ব্যয় অনায়াসে কমিতে পারে। আমাদিগের দেশের পূর্ব্বতন অত্যাচারকারী রাজগণ অর্থাভাব হইলেই প্রধান প্রধান লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া টাকা লইতেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেন্ট তাহা করেন না বটে; কিন্তু কথায় কথায় করবৃদ্ধি আরম্ভ করিয়াছেন, ফলাংশে উহার সহিত ইহার বড় বৈলক্ষণ্য নাই। যথেচ্ছ ব্যয় করিলেন; দেখিলেন অকুলান হইয়াছে; আবার একটি নূতন কর ... বসিলেন। ব্যয়সংক্ষেপের যথোচিত চেষ্টা হইল না। ইংলণ্ডের

[illegible] বলিয়া এ
[illegible] প্রচারিত
[illegible] ডাকাইতপ্রভৃ
[illegible] ও গ্রামের অবস্থা
[illegible] গুলি বিবরের
[illegible] আছে। আমাদিগের
[illegible] শান্তিপ্রিয় হই
[illegible] দস্যু তস্করাদির পীড়ন
আপনার অসভ্যতার পরিচয়-
[illegible] উৎসুক নহেন। দস্যু তস্করাদিও
[illegible] সভ্যভাব ও শান্তিপ্রিয়তা
[illegible] করিয়া স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের
[illegible] সম্পাদন করিতেছে। আজি কালি
[illegible] দিগের একাদশ বৃহস্পতি। যে
[illegible] পুলিষ কর্ম্মচারী দস্যু তস্করাদির
[illegible] উপদ্রব করেন, তাঁহারা ক্রমে
[illegible] কৃত হইতেছেন। বাবু নারায়ণ চাঁদ
ওয়ারি ইহার নিদর্শন। ইনি পুলিসে
[illegible] দুষ্টেরা স্বচ্ছন্দে থাকিতে
[illegible]; এই নিমিত্ত প্রধান রাজপু
[illegible] ইঁহাকে পুলিষ হইতে দূরীভূত
[illegible] চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়াছেন। যে
[illegible] ব্যক্তিটী চিক্কন ও
[illegible] চতুরতাসহকারে কাজ
[illegible] তে পারে, আজি কালি তাঁহারই
[illegible] প্রাপ্ত হউন, আর
[illegible] তাহাতে
[illegible] নাই; তাঁহার [illegible]
[illegible] আপনাদিগের অসৎ অভীষ্ট
[illegible] করুক, তাহাতেও ক্ষতি নাই;
[illegible] প্রকাশ হইয়া গেলেই
[illegible]।

মহাশয়! গত ২৬এ ফাল্গুন সোমবার রাত্র
[illegible] জেলা বর্দ্ধমানের কালনার [illegible] [illegible] নাদনঘাটনামক
[illegible] হইয়া গিয়াছে।
[illegible] গঞ্জ এখান
[illegible] সঙ্গতিসম্পন্ন,
[illegible] নহে। উক্ত রাত্রি
[illegible] পরে এক দল দস্যু, প্রায় ৩০ জন
[illegible], হঠাৎ শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নামক এক জন প্রধান ব্যবসায়ীর দোকান
আক্রমণ করিল এবং উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মধ্যম পুত্রকে অত্যন্ত প্রহার করিয়া তাঁহার
নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি
চাহিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ঐ ব্যক্তির নিকট
চাবি না থাকাতে দস্যুগণ কুঠারি ও অন্যান্য
অস্ত্রদ্বারা সিন্দুক ভাঙ্গিবার অনেক চেষ্টা
আরম্ভ করিল কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে
পারিল না; অবশেষে বাহিরে যে ৩। ৪ শত
টাকা ছিল (অধিকাংশ পয়সা) তাহা লইয়া
ঐ দোকানের পার্শ্ববর্ত্তী আরো ২ টী
দোকান লুঠ করিয়া সর্ব্বসমেত প্রায় ৭৮
শত টাকা লইয়া পলায়ন করিল। দোকানে
যেসকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা কিছুই লয় নাই।
মহাশয় উক্ত গঞ্জে প্রায় ৯। ১০ জন চৌকী
দার আছে, কিন্তু সে সময়ে তাহারা কিম্বা
গ্রামস্থ এক ব্যক্তিও তথায় আইসে নাই
এবং তাহার পরেও চৌকীদারদিগকে উপ
স্থিত হইতে দেখা যায় নাই; কেবল জমী
দারের এক জন বাঙ্গালি দ্বারবান। যেব্যক্তি
ঐ দিবস সেখানকার জমীদারি কাছারিতে
ছিল, দস্যুরা যখন পলায়ন করে, তখন
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একাকী
প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টাকাল তাহাদিগকে আট
কাইয়া ক্রমাগত সাহায্য না পাইয়া পরি
শেষে আহত হয়। দস্যুরা অবকাশ পাইয়া
পলায়ন করে।

মহাশয়! বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে
সিন্দুকে ১০০০ টাকার পয়সা ও ৭৫০০
টাকা নগদ ছিল; দস্যুরা ভাঙ্গিতে পারিলে
যথেষ্ট লাভ করিত; কিন্তু ভাগ্যক্রমে কিছুই
করিতে পারে নাই এবং যে ব্যক্তির নিকট
চাবি ছিল, বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে
ব্যক্তি সেই রাত্রেই কালনায় যাইবার
জন্য নৌকায় গমন করিয়াছিল। দস্যুরা পলা
য়ন করিলে ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল এবং
২। ১ জন চৌকিদারও আসিয়া উপস্থিত
হইল। থানায় সম্বাদ গেলে পর দিবস
প্রাতে জমাদার ও কয়েক জন কনষ্টেবল
আসিয়া তদারক করিতে আরম্ভ করিল।
কালনায় রিপোর্ট করাতে ঐ দিবস
বেলা ২॥ প্রহরের সময় তথাকার ইন্‌স্পেক্টর
বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং
ধুমধাম করিয়া তদারক করিতেছেন, কয়েক
জন লোককেও সন্দেহ করিয়া ধরা হই
য়াছে।

মহাশয়! নাদনঘাট এটী বৃহৎ গঞ্জ;
এখানে অনেক স্থানের লোক আইসে এবং
নানাবিধ ব্যবসায় হইয়া থাকে বলিয়া
অনেক সঙ্গতিশালী লোকও আছেন, কিন্তু
কি আশ্চর্য্য! এখানে পুলিস নাই! প্রায় দেড়
ক্রোশ দূরে পুলিষ ষ্টেসন; পূর্ব্বে এখানে
একটী ফাঁড়ি ছিল, এখন তাহাও উঠাইয়া
দেওয়া হইয়াছে, কিরূপ বিবেচনা কিছুই
বুঝিতে পারি না। আমাদের দেশে ডাকা
ইতিপ্রভৃতি প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে,
তথাপি পুলিস কি জন্য এরূপ অসতর্ক
বলিতে পারি না।

৪ ঠা চৈত্র } নাদনঘাট
১২৭৫

নূতন পুস্তক।

১। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের জীবনচরিত্র
বিষয়ক উপদেশ। বাবু দীননাথ সান্যাল
বহরমপুরে এখানি পাঠ করিয়াছিলেন।
শম্ভুনাথ এক জন কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণের
পুত্র। তাঁহার পিতা কলিকাতায় আসিয়া
সদর আদালতের পেস্কার হন। তিনি
শম্ভুনাথকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন;
শম্ভুনাথ প্রথমতঃ অতি সামান্য পদস্থ
হইয়া যেপ্রকার ক্রমশঃ উচ্চতম পদ
লাভ করেন, তাহা উত্তমরূপে বর্ণিত
হইয়াছে। তিনি অতিশয় ভদ্রস্বভাব
ছিলেন। তাঁহার অহঙ্কার ও আড়ম্বরের
লেশ ছিল না; তিনি দয়ার সাগর
ছিলেন। মাসিক ২০০০ টাকা দান

... আহার না দিলে এইসকল ... ভদ্রতা শিখিবে না।

এ বার পুনর্ব্বার গুকালতীর পরীক্ষা হইবে। বোকোর্ট সাহেব দ্বিতীয় বার পরীক্ষার কথা পূর্ব্বাবধি বলিয়া আসিতেছেন।

সেনাপতি গ্রান্ট আমেরিকার সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বতন মন্ত্রিবর্গকে ছাড়াইয়া নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সিওয়ার্ড সাহেবের পদত্যাগটী ভাল হইয়াছে। তিনি পদস্থ থাকিলে বোধ হয় আলাবামাঘটিত বিবাদ সহজে যাইত না।

২৭ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গতকল্য একসচেঞ্জে নিম্নলিখিত টাকার স্রইফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	সিন্দুক	প্রতিসিন্দুকে	মোট
বেহারের	২২০০	১৩৭৬।৶	৩০২৮.২০০
কাশীর	১৫৪৫	১৩.১৯.৬০/১৫	২০৩৯২৭৫

জাহানাবাদের লাইসেন্স কর আদায়ের সাবর্তীয় অত্যাচার প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গতি থাকুক আর না থাকুক, কর সকলকেই দিতে হইতেছে। কৃষকপর্য্যন্তও পরিত্রাণ পায় নাই। অনুসন্ধান করিলে সর্ব্বত্র এইপ্রকার অত্যাচার প্রকাশ হইবে। অধিক কর আদায় করিতে না পারিলে বোর্ড বিরক্তি প্রকাশ করেন। এদিকে কমিসনের বিধি আছে। উহাতে এই সকল কাণ্ড হইতেছে।

পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর পেসোয়ারের কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে ৩রা মার্চ্চ নিম্নলিখিত সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন:— "অদ, (২রা মার্চ্চ) প্রাতঃকালে আমরা খাইবার টপত্যকায় আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হরিসিংহের বুরুজে আনয়ন করিয়াছি। জমরুদ দিয়া যাইবার সময়ে তত্রত্য আরমষ্ট কামান হইতে রাজকীয় সম্মানের যোগ্য তোপ হয়। তাঁবুতে নামিবার সময়েও ঐ প্রকার হইয়াছে। আগামী কল্য আমরা সহরে প্রবেশ করিব। আমাদিগের প্রত্যুদ্গমনে আমীর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কাবুল সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন ভাবনা নাই বোধ হইতেছে।"

ডেলিনিউস বলেন, মিস কার্পেণ্টর পীড়িত হওয়াতে শীঘ্র ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝঙ বিভাগে একটী ঘৃণাকর হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। ৫০ টাকা অলঙ্কারের লোভে এক জন দুরাত্মা তাহার প্রতিবেশীর একটী অতিশয় সুন্দরী কন্যাকে বধ করে। কন্যাটী জীবিত থাকিতে এই দুরাচার তাহার কর্ণচ্ছেদন করিয়া অলঙ্কার লইয়াছিল। তত্রত্য সহকারী পুলিষ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই ব্যক্তিকে ধৃত করিয়াছেন। দেওয়ালের মধ্যে গর্ত্তের ভিতরে হতভাগ্য বালিকাটীর অলঙ্কার ও ছিন্ন কর্ণ পাওয়া গিয়াছে। অপরাধী দোষ স্বীকার করিয়াছে। শিশুদিগের গাত্রে অলঙ্কার দিবার কুপ্রথাটী কবে যাবে? প্রতিবৎসর কতই শিশু পিতামাতার অভিমানের কারণ হত হইতেছে।

ইংলণ্ডে একটী গুরুতর মকদ্দমা হইতেছে। মিস সবিন নামে একটী স্ত্রীলোক এক কাথলিক ধর্ম্মালয়ে নন হইয়াছিলেন। ননেরা বিবাহ না করিয়া সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় কাল যাপন করেন; কিন্তু অনেকের নামমাত্রে আমাদিগের বৈষ্ণব বাবাজিদিগের ন্যায় সংসার ত্যাগ করা হয়। মিস সবিন যে ধর্ম্মালয়ে যান, তথায় বিবি স্টার নামে এক জন স্ত্রীলোক তত্ত্বাবধায়িনী ছিলেন। তত্ত্বাবধায়িকারা যাহা মনে করেন, তাহা করিতে পারেন। এতন্নিবন্ধন মিস সবিনের উপর অতিশয় অত্যাচার হয়। তিনি সম্পূর্ণ আহার পাইতেন না, অতি জঘন্য মেষমাংস মাত্র পাইতেন। যথেষ্ট বস্ত্র ছিল না, শীত নিবারণ হয় এমত শয্যা দেওয়া হইত না। তিনি মাতাপিতাকে পত্র লিখিতে পারিতেন না। তিনি যে পত্র লিখিতেন, তত্ত্বাবধায়িনী তাহা গোপন করিতেন। তাঁহাকে মন্দলোক সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ষ্টার বলপূর্ব্বক তাঁহার ভ্রাতাকে এক অপমানসূচক পত্র লিখাইয়াছিলেন। তাঁহাকে চোরপর্য্যন্ত বলা হয়। মিস সবিন তন্নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের নালীশ করিয়াছেন। যেখানে প্রকৃতির বিরুদ্ধ চেষ্টা হয়, সেখানেই নিশ্চয় পাপস্রোত প্রবাহিত হয়।

২৮ এ ফাল্গুন বুধবার।

আমীর সিয়ারআলি খাঁ ভারতবর্ষে সমাদরে গৃহীত হওয়াতে আজিম খাঁ এ দেশে আর আসিতেছেন না। তিনি হয় পারস্য নচেৎ বোখারাতে গমন করিবেন।

অম্বালার দরবারে যাইবার নিমিত্ত অনেক সর্দ্দার ও রাজা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এসকল দরবারে অনেকের অনেক মাসের আয় নষ্ট হয়।

এত দিনের পর বোধ হয়, সর্পদংশনের প্রকৃত ঔষধ বাহির হইল। ডাক্তর জন শর্ট মান্দ্রাজ টাইমসে লিখিয়াছেন, যত দূর সম্ভব এতদ্দেশীয় ওঝাদিগের গাছড়া ও মন্ত্র পরীক্ষিত করিয়া একটীতেও কৃতকার্য্য হন নাই। অন্ত্রেলিয়ার অধ্যাপক হালফো... নিয়া এ দেশের কেউটে ও ... করিতে পারে না। কিন্তু ক... সহিত লাইকর পটাশ মিশ্রিত ... মধ্যে পিচকিরি করিয়া ... হইবে। ডাক্তর শর্ট বলিয়া... যে কেবল সর্পবিষ নাশ ... নহে, রসায়নদ্বারা বিষা... পুনর্ব্বার সাংঘাতিক ক... অনেক পরীক্ষার পর ডা... বলিতেছেন, তখন তাঁহার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

দোলের পূর্ব্ব দিবস ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ বসু সোণাগাছিতে কামিনী বেশ্যার নিকটে গমন করিয়া সুরাপান করে। কামিনী নিজে মাতাল হইলে পর ঐ দুই ব্যক্তি চলিয়া আইসে। শয্যায় শয়ন করিয়া বেশ্যা তমাক খাইতেছিল, ইতিমধ্যে তাহাতে অগ্নি পতিত হয়। সে নিদ্রিত হইলে আ... প্রজ্বলিত হইল। অত্যন্ত মাতাল হওয়াতে তাহার অর্দ্ধেক শরীর দগ্ধ হইলে সে জাগরিত হইল। কিছু ক্ষণপরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, করণারের অনুসন্ধানে ইহা প্রকাশ হইয়াছে। বেশ্যার শেষ দশা প্রায় ভয়ঙ্কর হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধানতম বিচারালয় আলাহাবাদের ছোট আদালতের জজের প্র...নুসারে স্থির করিয়াছেন, যেখানে সৈনিক শিবির আছে, তত্রত্য কোন আফিসর শিবিরের সীমার বাহিরে বাস করিলেও ছোট আদালতের অধীন নহেন। ইহাদিগের নামে নালীশ করিতে হইলে কাণ্টোনমেণ্টের ছোট আদালতে করিতে হইবে।

ডেলিনিউস প্রস্তাব করিয়াছেন, যখন কোন ইঞ্জিনিয়র অথবা অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতানিবন্ধন গবর্ণমেণ্টের অর্থক্ষয় করিবেন, তখন সেই টাকা তাঁহার বেতন হইতে লওয়া কর্ত্তব্য। প্রধানতম বিচারালয়ের ইঞ্জিনিয়র বারণ ফাদর বিনা কারণে চুক্তি ভঙ্গ করিতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ১৫০০০ টাকার ডিক্রী হইয়াছে। এসকল স্থলে ডেলিনিউসের প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। এক জন ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়র উৎকোচ না পাইলেই কণ্ট্রাক্টরদিগের সহিত গোলযোগ করিতেন। নালীশের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন বলিয়া এ ব্যক্তি বিনা নালীশে কখন টাকা দিতেন না।

ষ্টেট সেক্রেটারি আজ্ঞা দিয়াছেন, যেসক

সর রিচার্ড টেম্পলের আয়ব্যয় বৃত্তান্ত ও ব্যবস্থাপক সভা।

গত বৃহস্পতিবারে ব্যবস্থাপক সভায় সর রিচার্ড টেম্পলের প্রদত্ত আয় ব্যয়বৃত্তান্ত লইয়া তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। রিচার্ডের প্রদত্ত বৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রস্তাবিত ইনকমটাক্স যে অনুমোদিত নয়, তাহা তদ্দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। বুলেন সাহেব বলেন, যেসকল পূর্ত্তকার্য্যে লাভ নাই, কর্জ্জ না করিয়া সরকারী রাজস্ব হইতে তাহার ব্যয় করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে ১১ কোটি টাকা বার্ষিকে ব্যয় করিতেছেন, ... যদি দুই তিন বৎসরে করেন, ... কর্জ্জ করা কর্ত্তব্য। এত অধিক ... ধনাগার হইতে লইলে ... দিগের প্রতি অত্যাচার করা হইবে।

... কের বাক্য উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রস্তাববাহুল্য হইয়া উঠিবে, অতএব আমরা তাহা না করিয়া প্রধান সেনাপতিপ্রভৃতি দুই এক ব্যক্তির বাক্য মাত্রের উল্লেখে প্রবৃত্ত হইলাম। সর রিচার্ড টেম্পল আপনার পূর্ব্বাধিকারীর (মাসি সাহেবের) নিন্দা করিয়া আপন গৌরববৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাওয়াতে সর উইলিয়ম মান্‌স্‌ফিলড দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের রাজস্ব এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় আছে, এমন আর কখন ছিল না। এবিষয়ে ভারতবর্ষের সহিত কোন দেশের তুলনা হয় না। তথাপি অকুলান কেন? তথাপি কি নিমিত্ত কর্জ্জ হইতেছে? বার্ষিকের নিমিত্ত কর্জ্জ করা উচিত, ইহা ক্রমান্বয়ে তিন জন ষ্টেট সেক্রেটারি বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, এক্ষণে সেই রাজনীতির পরিবর্ত্ত করিয়া ইহাকে নিয়মিত ব্যয়ের মধ্যে ফেলিয়া বৃথা করবৃদ্ধি করা হইতেছে। সর উইলিয়ম মান্‌স্‌ফিলড উপসংহারে বলিলেন, প্রকৃত অকুলান নাই, কেবল বুঝিবার ভ্রমে ইহা দাঁড়াইতেছে। এদিকে কর বৃদ্ধি করা হইতেছে; ওদিকে কর্জ্জ করাও হইতেছে, এটী অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়। সর রিচার্ড টেম্পল ইহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, সর উইলিয়ম মানসফিলড গবর্ণমেন্টের এক জন সভ্য অতএব তাঁহার এসকল প্রশ্ন করা উচিত নহে। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির খণ্ডন করিয়া স্বমতসংস্থাপনে সমর্থ হইলেন না।

সর হেনরি ডুরাণ্ড স্পষ্টাভিধানে কহিলেন, কোনগুলি নিয়মিত আর কোনগুলি অনিয়মিত, পূর্ত্তকার্য্যে তাহা কেহই বুঝিতে পারেন না। আমরা দুঃখিত হইলাম, গবর্ণর জেনরল বলিলেন, বার্ষিকের ব্যয় রাজস্ব হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডের দুর্গসকল কর্জ্জ করিয়া করাতে অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তিনি এই কথা বলেন; কিন্তু কথা হইতেছে, দুই বৎসরের মধ্যে আট কোটি টাকা বার্ষিকের ব্যয় করিলে কিরূপে অকুলান দূর হইবে? ইনকমটাক্সে কি এই টাকা সংগৃহীত হইবে? ইনকমটাক্সে এ টাকা সংগ্রহ করিতে গেলে কি প্রজাপীড়নের একশেষ হইবে না? যখন এত টাকা টাক্সে উঠিবার সম্ভাবনা না রহিল, তখন কতক কর্জ্জ ও কতক টাক্স এরূপ না করিয়া সমুদায় কর্জ্জ করিয়া করাই শ্রেয়ঃ। ক্রমে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া যদি ঋণ পরিশোধ করা হয়, তাহা হইলে কার্য্য হইল, অথচ প্রজাপীড়ন করিতে হইল না। একটী আহ্লাদের বিষয় এই, লার্ড মেয় ইংলণ্ডের ব্যয়ের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করিবার "চেষ্টা পাইবেন" এই কথা বলিয়াছেন। যত্নবান হইয়া এটী প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। প্রকাশ না করাতে অনেকে অনেকপ্রকার সন্দেহ করেন।

পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন, সর রিচার্ড টেম্পলের প্রস্তাব সভারও অনুমোদিত হই... সর উইলিয়ম মান্‌স্‌ফিলড বিখ্যাত রাজস্ববিৎ; স... অপেক্ষা অনেক অংশে ... স্পষ্টাক্ষরে বর্ত্তমান কর... করিয়াছেন। বাস্তবিক ইনকম টাক্সের প্রয়োজন নাই. বাস্তবিক অকুলান নাই; তাঁহার বড় হইবার ইচ্ছা আছে; কিন্তু নূতন না করিলেও বড় হওয়া যায় না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ইনকমটাক্স প্রস্তাবের অন্য কারণ লক্ষিত হয় না।

—:০:—

শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট।

আমাদিগের এতৎসংক্রান্ত যাব... বক্তব্য শেষ হয় নাই। এই হেতু পু... এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। বিদ্যালয়ের নিয়ম আছে, ইউরোপের অথবা আসিয়াখণ্ডের কোন প্রাচীন ভাষার পরীক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিকাংশ এতদ্দেশীয় ছাত্র হয় ... নতুবা পারসী কিম্বা আরবিকে পরীক্ষা দেন; কিন্তু মে... কাল কালেজের শেষ উপাধি লইতে হইলে লাটিন না জানিলে হয় না। গিল ক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তি লাভ করিতে হইলেও লাটিন জানা আবশ্যক হয়। আটকিন্সন সাহেব তন্নিমিত্ত এক জন লাটিন অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সর জন ল... এই বলিয়া ইহা অগ্রাহ্য করিলেন যে, এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের যদি লাটিন শিখিবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা আপনারা বেতনপ্রদান করুন। আটকিন্সন সাহেব ইহার এই উত্তর দেন, যদি এই নিয়মে কেম্ব্রিজে সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইত, তাহা হইলে কেহই সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন না। আটকিন্সন সাহেবের প্রদর্শিত এ যুক্তি অ...

সন্ধায় লেঠে
বর, বি, ডি
রী সহকারী
বন।
সাহেব হুগলী
ডেপুটি কালে-
ষ্টসাহেব মেদনীপুরের প্রতি
ষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর

হবেন।

বাবু দীনবন্ধু সান্যাল সুরুইয়ের সবরেজি ষ্টার হইয়া সদর মহকুমা বীরভূমে থাকিবেন।

যত দিন টি, ই, রেবণশা সাহেব অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন ই. ডবলিউ. মলনি সাহেব সেসিয়ন জজের কার্য্য ব্যতীত উৎকলের প্রতিনিধি কমিসনর ও করদমহলের অধ্যক্ষ হইবেন।

সি, ই, লান্স সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি কমিসনর হইবেন। তাঁহার অনুপস্থান পর্য্যন্ত মুরসিদাবাদের কালেক্টর এচ, হাঙ্কি সাহেব কমিসনরের কার্য্য ভার পাইবেন।

যতদিন এল, এস, আলেকজাণ্ডার সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন আর. পার্চ সাহেব ময়মনসিংহের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এফ, মিয়ার্স সাহেব বাখরগঞ্জের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালে-র হইবেন।

৯ ই মার্চ। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের ষাণ্মাসিক পরীক্ষা হয়। রেবে-ন্উ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারি নিজপদগুণে ই পরীক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

যত দিন লেপ্টনণ্ট ই, জি, লিলিওষ্টন দায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন তত দিন কব এস জে, মাসুক সিংহভূমের চতুর্থ শ্রেণির ডেপুটি কমিসনর ও অধস্থ জজ হইবেন।

মানভূমের ডেপুটি কালেক্টর ১৮৩৮ অব্দের ৯ এবং ১৮২২ অব্দের ২২ ও ১৮২৫ অব্দের ৯ আইন অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন জে, এ, হপকিন্স সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন ততদিন যশো-রের সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আ-ওয়ালার সাহেব মাজিষ্ট্রেট উপবিভাগের পাইয়া প্রথম নম্বর বিচারালয় ও সংস্থা-প করিবা। মকদ্দমর প্রথম বিচার করিতে বেন।

বিচার ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ।

৩ রা মার্চ। এ, বে.লয়ার সাহেবের অনুপস্থান সাহেব কর্ম্ম সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হই-

গাস্তেন এল, জে, এচ রবেন, সেই দিবসাবধি কফোক্ত বারাকপুরের ক ষ্টষ্ট ও ছোট আদালতের জজ হওয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইবেন।

৬ ই মার্চ। ৯ ই জানুয়ারি অবধি এ, সি মাক্কেলন সাহেব ত্রিহুতের কেরিকণ্ড কমিটির সেক্রেটারি ও মজঃফরপুরের মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের সহকারী সভাপতি হইয়াছেন।

৮ ই মার্চ। যত দিন ডাক্তর জে. জে, ষুয়ার্ট বিদায় লইয়া ইউরোপে থাকিবেন তত দিন ডবলিউ, উইলসন সাহেব সাহাবাদের চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

উইলসন সাহেবের অনুপস্থান কালে বাবু উদয়চাঁদ দত্ত মানভূমের অন্তর্গত পুরুলিয়ার প্রতিনিধি চিকিৎসা কর্ম্মচারী হইবেন।

১২ ই ফেব্রুয়ারি অবধি শ্রীহট্টের সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এ, এম, মাকগ্রিগর সাহেব কাছাড়ে বদলী হইয়াছেন।

পবলিক ওয়ার্ক বিভাগ।

চতুর্থ শ্রেণির বিভাগীয় আকাউণ্টেণ্ট বাবু কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর হইতে হুগলী নদী বিভাগে বদলী হইবেন।

এ, রকষ্টান সাহেব ব্রিটিশ ব্রহ্ম হইতে বঙ্গদেশে বদলী হইয়া প্রথম শ্রেণির সুপর রভাইজর হইবেন।

মেজর ডবলিউ এস টৈবরের অনুপস্থান কালে প্রথম শ্রেণির একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র বঙ্গদেশের প্রতিনিধি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়র হইবেন। তিনি ২১এ জানুয়ারি অপরাহ্ণে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণির সহকারী ইঞ্জিনিয়র আর এল, অক্সন্‌স্ সাহেব দারজিলিঙের প্রতিনিধি এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইবেন।

তৃতীয় শ্রেণির পরীক্ষাধীন ওবরসিয়র বাবু বঙ্কবিহারিলাল মজুমদার শ্রীহট্টে সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত হইবেন।

সহকারী ইঞ্জিনিয়র বাবু মাধবচন্দ্র রায় ব এ. পরীক্ষা দেওয়াতে তাঁহাকে বি, সি, ই উপাধি দেওয়া হইল।

—ঃঃ—

আমাদিগের নগরাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ডায়মণ্ডহারবরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস মুখো আসি

২। ডায়মণ্ডহারবরের কোর্ট সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাল বসিরহাটে বদলী হইয়াছেন। ইনি একবে কোর্টের কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

৩। মগরাহাটে সম্প্রতি একটী নূতন পোষ্ট আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে।

৪। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বার্চ সাহেব অন্য আদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা পুলিষের ডেপুটি কমিসনর হইয়াছেন। ইহাঁর মত কাজের লোক অল্প দৃষ্ট হয়।

৫। থানা সুলতানপুরের অতিরিক্ত নূতন সব ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু দমদমায় বদলী হইয়াছেন। ইহাতে শিমুলবেড়িয়াতে যে নূতন থানা হইবার কথা শুনা হইয়াছিল, তাহা অলীক বোধ হয়।

৬। জয়নগরে পঞ্চম দোলযাত্রার সময় এবং পর অত্যন্ত জুয়াখেলা বসিয়াছিল। এখেলা নিবারণের আইন প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

৭। ১লা মার্চ রাত্রিতে তিরাকোল গ্রামে এক ব্যক্তি ও অন্য কাঁকমদুয়াজ গ্রামে একটি স্ত্রীলোক সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৮। ৫ই, ৬ই, দুই দিবস সন্ধ্যার পর ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছিল।

৯। ১লা অবধি ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত সাত জন পুরুষ চারি জন স্ত্রী, দুটি বালক পীড়ায় শমন সদনে আতিথ্যস্বীকার করিয়াছে।

—ঃ০ঃ—

আমাদিগের রঙ্গপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

চাকলে কাকিনার অন্তর্গত কাদরানামক পল্লীতে কয়েক দিন হইল, এক নাপিতের বাটীতে ডাকাইতি হইয়া প্রায় ৫০। ৬০ টাকার মাল অপহৃত হয়। কোরণ বাড়ীর হেড কনষ্টাবল শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার লাহিড়ি ঐ ঘটনার তদন্তে যাইয়া অনেক অনুসন্ধানে মালসহ পাঁচ জন ডাকাইত ধৃত করিয়া জেলায় প্রেরণ করিয়াছেন। ডাকাইত ধৃত হইলে রঙ্গপুরের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টর বাবু মথুরনাথ ঘোষ এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কোরণ বাড়ীর থানায় সব ইনস্পেক্টর না থাকাতে নন্দকুমার বাবু অত্যন্ত প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া প্রশংসালাভ করিয়াছেন। আশা করি, সত্বরেই ইনি উন্নত পদ লাভ করিবেন।

মার্চ অবধি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের প্রাইভেট গোপনীয় সেক্রেটারি হইয়াছেন।

কাপ্তেন এচ, লরেন্স পরীক্ষার্থ কলিকাতার আড়কাটিদিগের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট হইলেন।

১৩ ই মার্চ এল, ডবলিউ, হবিলম সাহেব কুমিল্লার বিদ্যালয়কলস্তার সম্পাদক হইলেন। তিনি যত দিন কার্য্যভার গ্রহণ না করেন, তত দিন এল, বারবর সাহেব প্রতিনিধি থাকিবেন।

১৬ ই মার্চ। কামরূপের সহকারী কমিসনর লেপ্টেনণ্ট ই. এন. ডি, লাটোচ কিছু দিনের নিমিত্ত খসায়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতে বদলী হইবেন।

যে দিবস টেনহাম সাহেব কার্য্যভার অর্পণ করিবেন, সেই দিবসাবধি জি, ই. মাকগিন সাহেব হাবড়াতে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এল, হইলি সাহেব রাজসাহীতে প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

ডবলিউ, এচ, ভেণ্ডার্গন সাহেব বর্দ্ধমানে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

[illegible]চার ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই মার্চ। যত দিন মৌলবী মন্সুর মামুদ বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরার অন্তর্গত নসির নগরের প্রতিনিধি মুনসেফ হইবেন।

বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলী ও চুঁচুড়ার এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

যত দিন এস, ওয়াকোপ সাহেব সি, বি, বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন আর, বি, কক্রেল সাহেব হুগলী, বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণার প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ হইবেন।

১১ ই মার্চ। নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা বাঁকুড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের সভার সভ্য হইবেন।

জে, এস, জি, চিক সাহেব।
সি, ডি, উইন্টার সাহেব।
বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায়
মৌলবী আস্গার আহম্মদ।

যত দিন এস, হগ সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ...
কক্রেল সাহেব ক...
নিধি মতাপণি ও পু[illegible]

যত দিন ডবলিউ,
লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এচ, [illegible] রিচার্ডসন সাহেব বাঁকুড়ার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন। রিচার্ডসন সাহেবের অনুপস্থিতকালে জে, এফ, ব্রৌন সাহেব ত্রিপুরার প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন। বরিসালে যে কার্য্য করিতেছেন তাহার শেষ করিয়া রিচার্ডসন সাহেব বাঁকুড়াতে গমন করিবেন।

লেপ্টেনণ্ট ডবলিউ, বি, বার্চ কলিকাতার উপনগরের এক জন মিউনিসিপাল কমিসনর হইবেন।

যত দিন বাবু রমেশচন্দ্র বসু বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন বাবু জগবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় বীরভূমের অন্তর্গত উথড়ার প্রতিনিধি মুন্সেফ হইবেন।

১৩ ই মার্চ। রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রামশঙ্কর সেন রাণাঘাট, বীরনগর ও কাচড়াপাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের অন্যতম সভ্য হইবেন।

ধৃতকারী বিভাগের বিশেষ ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল জেমস, হোরেসিয়, রেলি সাহেব নিজ কার্য্যের উপরে কলিকাতার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিসনর হইবেন। তিনি আরও কলিকাতার এক জন জষ্টিস হইবেন।

১৬ ই মার্চ। যত দিন সি, ই, লাক সাহেব সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিবেন, তত দিন এ, জে, আর বেণব্রিজ সাহেব মেদনীপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

যত দিন এ, জে, এলিয়ট সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন এল, আর টটেনহাম সাহেব দিনাজপুরের প্রতিনিধি সিবিল ও সেসিয়ন জজ হইবেন।

১৩ মার্চ। পুলিসবিভাগের নিম্নলিখিত প্রতিনিধি নিয়োগগুলি গ্রাহ্য করা গেল।

১৮৬৮ অব্দের ১লা আগষ্ট অবধি প্রথম শ্রেণির প্রতিনিধি ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনরল জে, এচ, রেলি সাহেব। মেজর ব্রিবলির মৃত্যুর পর অবধি ১৮৬৮ অব্দের ২৫ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে দিবস ই, বি, বেকার সাহেব ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

ডবলিউ, আর গডন সাহেব ১৮৬৮ অব্দের ২৫ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত।

এ, ইডেন।
বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি।

[illegible] সংখ্যা।

[illegible]জাতীয় সমস্ত দে[illegible]
[illegible] সময়ান্তরে গ্রহণ হইয়া
হইলে দেশের কত দূর বৃদ্ধি ও [illegible]
ইহা সময়ে সময়ে জানা যাইত।
ইংলণ্ডে এবং আমেরিকার ইউন[illegible]
দেশে দশ দশ বৎসরান্তর ও ফ্রান্স
পাঁচ বৎসরান্তর লোকসংখ্যা গ্রহণ
সালে ও ১৮৬৫ সালে ভারতবর্ষের উত্ত[illegible]
দেশের লোকসংখ্যা গ্রহণ হইয়াছে। ১৮৬৬ সালে মধ্য প্রদেশের, ১৮৬৭ সালে বিরার প্রদেশের লোকসংখ্যা গ্রহণ হয়। ১৮৬৫ সালে কলিকাতা নগরের লোকসংখ্যা গ্রহণ হইয়াছিল, কিন্তু দেশের অন্যান্য স্থানের লোকসংখ্যা কখন গ্রহণ করা যায় নাই।

৩। ১৮৭১ সালে ইংলণ্ডের দশশুমারি লোকসংখ্যা গ্রহণ হইবে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন অতি প্রসিদ্ধ দেশ। অতএব সেই সালে এই মহাদেশের অন্তর্গত সমস্ত প্রদেশের লোকসংখ্যা গ্রহণ করিতে স্থির করা গিয়াছে।

৪। লোকসংখ্যা গ্রহণ করার নানা ফল। গৃহস্বামী স্বীয় পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও বয়স ও বৃত্তি ও কত জন পুরুষ ও কত জন স্ত্রী কাহার রা কি অবস্থা এই সকল কথা পূর্ব্বে অবগত না হইলে সকলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতে পারিবেন না। তদ্রূপেও প্রজাদের স্থিতি রীতি জ্ঞান না হইলে রাজা বুদ্ধিসিদ্ধ ব্যবস্থাকরণপূর্ব্বক তাহাদের যথাবিধি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে তাদৃশ সক্ষম হন না। নিরূপিত সময়ান্তরে লোকসংখ্যা গ্রহণ করিলে দেশের কত দূর বৃদ্ধি ও কত দূর উন্নতি হয়, ইহা সময়ে সময়ে অবগত হইয়া অন্যান্য দেশের সহিত স্বীয় রাজ্যের তারতম্য বুঝিয়া প্রজাদের অধিক সুখ সচ্ছন্দতা, ও উন্নতিজন্য বিধি ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে বিষয়াদিনির্ম্মাণকার্য্যে সমর্থ হইতে পারিবেন।

৫। আরো দেশের নানা ভাগবিভাগে লোকদের সংখ্যাবিবেচনায় কৃষিকার্য্য কত দূর চলিতেছে, ইহাও লোকদের স্থিতিরীতিপত্রদ্বারা জানা যাইতে পারে। তাহা অবগত হই[illegible] প্রজাপালনার্থে কত শস্যাদি প্রচুর এবং

মৃত্যুর বর্ণনাপত্র ন

লে, এই দেশীয় লোক...

য়, ও যে বয়স প্রাপ্ত হইলে

পীড়া ও মৃত্যু হইয়া থাকে, ও

... যে স্থানে অল্প আয়ু, এইসকল

...তে পারে। তাহা হইলে স্বাস্থ্য

...াবলম্বনে যত্রূপ ফলোৎপাদিত

ও নিরূপণ করা যাইতে পারে।

৭। স্থিতিনীতিপত্রে প্রত্যেক জনের বংশ জাতি ও ব্যবসায় লিখিবার রীতি আছে। এইপ্রকারে লোকশ্রেণীর ও বৃত্তির অর্থাৎ কত জন কৃষিজীবী, শিল্প ব্যবসায় কতদূর চলিতেছে, এই সমস্ত বিষয়ের অতি হিতজনক সম্বাদ পাওয়া যাইতে পারে।

৮। অপরাধের ও অপরাধিশ্রেণীর বৃদ্ধি কি হ্রাস হইতেছে ও সাধারণ লোকদের মধ্যে কত দূর বিদ্যোন্নতি হয়, এবং নূলা খঞ্জপ্রভৃতি অক্ষম কত ব্যক্তির উপকারার্পণে প্রয়োজন, এই সকল বিষয় জানিবার নিমিত্তও লোকসংখ্যা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯। গবর্ণমেণ্ট কোটি কোটি প্রজাদের পক্ষে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে উৎসুক হইয়া লোকসংখ্যা গ্রহণ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। অতএব প্রজাগণও সানুগত হইয়া সহকারী হইবেন এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে অমূলক ভীতির কিম্বা অনাস্থা বোধের বলে এই কার্য্যে পরাঙ্মুখ না হন এই আশা।

১০। এই লোকসংখ্যাগ্রহণে নূতন টাক্স ধার্য্য কিম্বা টাক্সবৃদ্ধি করিবার কল্পনাও নাই। ব্যক্তির কি ঘরের কি অন্য কোন বিষয়ের টাক্স বসাইবার অভিপ্রায়ও নাই।

১১। উক্ত সংখ্যা গ্রহণ করিবার জন্যে এবং যে যে বিষয় জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন তাহা এক বিধ নিয়মে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে গৃহস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একখানি কাগজ দেওয়া যাইবে, নির্দ্ধারিত কোন দিনে আপনার পরিবারের মধ্যে যত জন থাকেন, তিনি সেই কাগজে তাহাদের প্রত্যেকের নাম ও স্ত্রী কি পুরুষ ও বয়স ও জাতি ও বৃত্তি লিখিয়া জানাইবেন। যে গৃহস্থেরা লেখা পড়া করিতে পারেন, তাঁহারা নিজে ঐসকল কথা লিখিতে ইচ্ছুক হইলে

...কেরা তাঁহারদি

...ঠ দিবেন।

...কট পারিতোষিক

গ্রাহকদের টাকা পয়সা

...। তাহারা কোন গৃহ নিকট জোর করিয়া পয়সা লইতে চেষ্টা ...লে কিম্বা কোনপ্রকারে দুঃখ দিলে গৃহস্থ নিকট পুলীষ থানায় জানাইবেন কিম্বা কালেক্টর সাহেব থাকিলে তাঁহার নিকট গিয়া জানাইবেন।

—:০:—

জাহানাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় কায়িক, বাচিক ও মানসিক পরিশ্রমসহকারে যেরূপ বিচার করিতেছেন তাহাতে এখানকার সকল লোকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, কেহই তাঁহার প্রতি বিরাগ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। সম্প্রতি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঈশ্বর বাবুর প্রতি যেসমস্ত গ্রামের লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য ও আদায়ের ভার হয়, ডেপুটী বাবু সেইসমস্ত গ্রামের ভদ্র লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আইন অনুসারে যেরূপ কর ধার্য্য ও আদায় করিয়াছেন, তাহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হন নাই।

এখানকার টাক্স আদায়ের ভার প্রাপ্ত আসেসর শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর জাহানাবাদ মহকুমায় সাধারণ লোকের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা মহাশয়ের সোমপ্রকাশে প্রকাশ হইয়াছে এবং আসেসর রমেশ বাবু শ্রীদাম কর্ম্মকারকে যে অন্যায়পূর্ব্বক ফাড়ীদার ও কনষ্টাবলদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক ফাড়ীদার ও কনষ্টাবলদ্বারা খড়ার গ্রাম হইতে ঘাটালে লইয়া যান, তাহাও হুগলির কালেক্টর মহোদয়ের গোচর করা হইয়াছিল। তৎকালে প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়েরা আসেসর রমেশ বাবুকে সাবধান করিয়া দিলে বা জাহানাবাদে অন্য কোন লোকের প্রতি আদায়ের ভার দিলে এ বৎসর এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। গত অগ্রহায়ণ মাসে আসেসর রমেশ বাবু জাহানাবাদ মহকুমায় টাক্স ধার্য্য করিতে আসিয়া যৎকালে প্রজাবর্গকে অনেক কষ্ট দেন, তৎকালে দেশ হিতৈষী দয়ার সাগর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে উপস্থিত ছিলেন। দেশস্থ সকলে আসেসর বাবুর উপদ্রবে ব্যাকুল হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে স্বীয় স্বীয় দুঃখের কথা জ্ঞাত করাইলে তিনি প্রথমতঃ ইহাদের কষ্ট নিবারণজন্য রমেশ বাবুকে পত্র লিখিলেন। আসেসর বাবু তদ্বিষয়ে মনোযোগ না করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্ণমেণ্টে রমেশ বাবুর সকলপ্রকার অত্যাচারের কথা গোচর করিলেন। প্রজাবৎসল দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের অনুসন্ধানজন্য বর্দ্ধমানের কালেক্টর শ্রীযুক্ত হেরিসন সাহেব মহোদয়কে জাহানাবাদ মহকুমায় প্রেরণ করেন। কার্য্যদক্ষ হেরিসন সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়ে অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া প্রায় দুই মাস কাল পরিশ্রমসহকারে ঘাটাল, খড়ার, ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, বদনগঞ্জ, বালী, দেওয়ানগঞ্জ, খানাকুল, কৃষ্ণনগরপ্রভৃতি গ্রামে তদন্ত করিয়া গিয়াছেন। হেরিসন সাহেবের রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট আসেসর রমেশ বাবুর বিরুদ্ধে কি হুকুম দেন, তাহা জানিবার জন্য জাহানাবাদমহকুমাস্থ সকল প্রজা উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। মহাশয়! কোন আসেসরকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা আয়ের স্থানে লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য করিতে শুনিয়াছেন কি? জাহানাবাদ মহকুমার যে যে ব্যক্তির আয় পাঁচ শত টাকার কম তাহাদের ২।৩ জনার একত্র এক বিলে টাকা আদায় হইয়াছে; অথচ এইসকল ব্যক্তির এক কারবার নয়; এক পাত্তা নয় এবং পরস্পর কোন সম্পর্ক নাই। কোন আসেসরকে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিয়াছেন কি? এখানে রমেশবাবু ক্ষীরপাই গ্রামের অনেক ব্যক্তির বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোকের শরীর ও অলঙ্কার দেখিয়া টাক্স ধার্য্য করিয়াছেন।

লাইসেন্স টাক্স ধার্য্য ও আদায় উপলক্ষে কয়েক জন ফাড়ীদার প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হেরিসন সাহেবের অনুসন্ধানসময়ে প্রকাশ পাইয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুনসেফপ্রভৃতি সকল হাকীমের বদলি আছে; জাহানাবাদ মহকুমার ফাড়ীদারগণের কি বদলি হওয়া নাই? এখানকার ফাড়ীদার কি ঐ সকল হাকীমদের অপেক্ষা বড় লোক? এক ফাড়ীদারকে এক গ্রামে বহুকাল রাখিলে সাধারণের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। কারণ প্রায়ই ফাড়ীদারেরা গ্রামের প্রধানদিগের বশীভূত হয়। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোককে ফাড়ী

বোম্বাই হইতে আমদানী।

মিতাক্ষরা ৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ	৭
পরাশর সংহিতা।	২
সটীক বিষ্ণুপুরাণ	৮
ধাতুমঞ্জরী	১॥
গীতগোবিন্দ ও রাধাবিনোদ কাব্য	
সটীক, জয়দেব কৃত	১॥
বিদগ্ধমুখমণ্ডন সটীক	১

কলিকাতা ঠনঠনে ২২৬ নং } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—:০:—

চরিত মঞ্জরী।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে। এ বারে ইহাতে কএকটী নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। শ্রীযুক্ত উড্রো মহোদয়ের অনুমতিক্রমে লর্ড ওয়েলেস্লির জীবনবৃত্তান্ত ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসনবিবরণ লিখিত হইয়াছে এবং প্রথমবারে যে দুই এক জন গবর্ণর জেনেরলের সময়ের যে ঘটনাগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবারে সেগুলিও উহাতে নিবেশিত করিলাম। অধিকন্তু উহাতে একটী উপক্রমণিকা যোজিত হইল। সুতরাং এই পুনর্ম্মুদ্রিত চরিতমঞ্জরীপাঠে ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমন অবধি লার্ড ক্যানিঙের রাজ্যশাসনের শেষপর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত আবশ্যকমত অবগত হওয়া যাইতে পারিবে। আর ইহাতে মিউটিনির বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও জোড়াসাকো ৬৪ নং দোকানে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায়ের নিকটে প্রাপ্য। মূল্য ১০

শ্রীকালী প্রসন্ন রায়।

—:০:—

বিক্রয়ার্থ।

গারডেন রীচ ২৪ নং বাটী গুদামসহ
১৯ নং জোড়া বাগান।

উপরি উক্ত বাগান ও বাটী যাঁহারা ক্রয় করিতে অথবা লইতে ইচ্ছা করেন, নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট জানাইবেন।

গিলেণ্ডারস্ আরবো-
থনট এবং কোং

—:০:—

১৮৭০ সালের ইংরাজী এন্ট্রান্স কোর্সের মানে কোন প্রফেসর প্রণীত। মূল্য ১॥।

যাহার প্রয়োজন হইবে, তিনি আমার নিকট পুস্তকাগারে ও ১১ নং কালে পটোলডাঙ্গা

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রণীত শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইয়া পটোলডাঙ্গা বাড়ুর্য্যা ব্রাদর্শ কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইতেছে। উত্তম কাপড়ে বাধান মূল্য ১॥০ টাকা। প্রথম ভাগ। ১ ঐ

—:০:—

নদিয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের মার্চ্চ মাসের ৬ হইতে
১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর
সর্ব্বকমতি জলের মাপ্পা
হিক রিপোর্ট।

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল ফুট	ইঞ্চি
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১০	৯
মহানায়	৬	৯
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১২॥ মাইল মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৯
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	৯
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৬৯ সালের ১৫ ই মার্চ্চ তারিখে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চি
৪৮	৯

বহরমপুর ১৫ মার্চ ১৮৬৯ } শ্রীযুক্ত সি. ই. উইক্স একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১০ই চৈত্র সোমবার।

অধস্তন শিক্ষকদিগের বেত[illegible] প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। সো[illegible] শের পত্রপ্রেরকেরা ডিরেক্টর স[illegible] এ বিষয়ে উত্তেজিত করিবার [illegible] নানা স্থান হইতে পত্রপ্রেরণ [illegible] দিগের শ্রে[illegible] প্রস্তাবটী বুঝি [illegible]পযোগী হয়। আমরা [illegible]রতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ডিরেক্টরবের প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া [illegible] বিদ্যালয়ে কোনরূপ ব্যয় হয় [illegible] কিরূপ শ্রেণীবিভাগ করা উচিত, [illegible] সকল অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে[illegible] কেহ কেহ বর্ষ নিয়ম করিয়া বেত[illegible] বৃদ্ধির সীমা নির্দ্দেশে ব্যগ্র হইয়াছেন, সেটী আমাদিগের অনুমোদিত নহে। যাহাতে শিক্ষকের পদগুলি ভাল লোকের লোভনীয় হয়, সেইপ্রকার বন্দোবস্ত করাই কর্ত্তব্য। শিক্ষকতা কার্য্য অতি গুরুতর। যাঁহারা অল্প বেতনভুক সামান্য ব্যক্তিদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা পান, আমাদিগের মতে তাঁহারা সদ্বিবেকশালী নহেন। বালকদিগের প্রথমাবধি যত ভাল লোকের নিকটে শিক্ষা হইবে, ততই তাহাদিগের মঙ্গল হইবে।

—:০:—

সময়ে সময়ে প্রজাসংখ্যা করা সভ্য গবর্ণমেন্টমাত্রের কর্ত্তব্য। ইহাতে নানাপ্রকার উপকার আছে। “ [illegible] লিপি ” এই শীর্ষক দিয়া গবর্ণমেন্ট এক[illegible]নি পত্র প্রচার করিয়াছেন, উহা সম্[illegible] পরিস্ফুট করিয়া দিবে। আমরা ঐ স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম [illegible]ণ্ট যে লোকসংখ্যা করিতেছেন, [illegible]ত তাঁহাদিগের সংবিনা অপর [illegible] নাই। প্রজার কল্যাণকামনা[illegible] হইয়াই তাঁহারা এই কার্য্য

অধিক পরিজ্ঞ'
ক কর হইবে, ভ্র
এরূপ বিবেচনা না।

—·•·—

বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়।

রোপখণ্ডের অন্য অন্য প্রদেশের লো
ইংলণ্ডের শিল্পীদিগের অপেক্ষা
ক শ্রেষ্ঠ, ইহার কারণ কি? ১৮৬৭
ব্দে তাহার অনুসন্ধান হয়। তাহাতে
প্রকাশ পাইল, ফ্রান্সপ্রভৃতির অতি
সামান্য বিদ্যালয়েও বিজ্ঞানের সমধিক
চর্চ্চা আছে। ভারতবর্ষে প্রকৃত বিজ্ঞা
নের অনুশীলন নাই বলিলে হয়। রুড়কি
কালেজ ও মেডিকালকালেজসমূহে যে
কিছু আছে এইমাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের
অধিকাংশ কৃতবিদ্য ছাত্রকে একটা পুষ্প
প্রদর্শন করিয়া তাহার জাতি জিজ্ঞাসা
করিলে ঊর্দ্ধনয়ন হইয়া থাকেন। আসি
য়াটিক সোসাইটী বিজ্ঞানের এই শোচ-
নীয় দশা দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিয়া-
ছিলেন, বিদ্যালয়সমূহে যাহাতে বিজ্ঞা
নের সমধিক চর্চ্চা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য।
তাঁহারা প্রবেশিকাশ্রেণি হইতে ইহার
আরম্ভ করিতে বলেন; কিন্তু আমরা
দুঃখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট
এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, সে সময়
অদ্যাপি আইসে নাই এইমাত্র উত্তর
দান করিয়াছেন। শিখিবার সময়
নাই, চমৎকার কথা! আরম্ভ না
সে সময় কখনই হইবে না। কোন
এক কালে প্রধান সেনাপতি
পারেন? মেডিকাল কালেজে
শিক্ষা হইতেছে না? অন্য অন্য
ছাত্রেরা শিখিতে না পা

ও শিল্পে যে
ক্ষাভাব কি
হ? মানসিক
াহিত্যপ্রভৃতিতে
গণ দক্ষতা প্রদর্শন
ইন ঘটে; কিন্তু যাহাতে প্রগাঢ়
যাগ হয়, যাহাতে প্রকৃতির অভ্য
প্রবেশ করিবার ইচ্ছা জন্মে, আমা
দিগের সেই শিক্ষার অতিশয় প্রয়োজন।
বিজ্ঞান আমাদিগের নিকটে ঋণী নহে;
আমাদিগের শিল্পশিক্ষা নাই বলিলে
হয়। অতএব সোসাইটীর প্রস্তাবানু
সারে কাজ করা অতিশয় আবশ্যক হই
য়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষার
আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত। বাঙ্গালা
বিদ্যালয়েও ইহার অনুশীলন আবশ্যক।
ইহার অনুশীলন আরম্ভ হইলে কয়েক
বৎসরকাল অল্পতরমাত্র বিশ্ববিদ্যা
লয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ছাত্র বহির্গত
হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাতে
ক্ষতি কি? ক্রমে বিজ্ঞানবিদের সংখ্যা
বৃদ্ধি হইবে। অনেকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিতের
অপেক্ষা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ছাত্র
দর্শন কি প্রার্থনীয় নহে? এপ্রকার
শিক্ষা দিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে
আমাদিগের শিল্পের অভূতপূর্ব্ব
উন্নতি হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

———:o✻o:———

উকীল ও বারিষ্টর।

সম্প্রতি একটী মকদ্দমায় উকীল
বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত
ষ্টর বাবু মনোমোহন ঘোষের
ক্তৃতা করিবার অধিকার লইয়া
দ হয়, তদ্দ্বারা আমাদিগের
ম দূরীকৃত হইয়াছে। আমারা
ম, যিনি অধিকতর মাননীয় হন,
শেষে বক্তৃতা করিয়া থাকেন।
র বক্তৃতা সর্ব্বশেষে হয়।
দ পিকক ও ক্লিয়ার সাহেব

বেলিসাহেবের অমতে সিদ্ধান্ত করিয়া
ছেন, বারিষ্টরেরা উকীলদিগের অগ্রে
বক্তৃতা করিতে পারিবেন। প্রধান
বিচারপতি বলেন, বহুদর্শী উকীল নব্য
বারিষ্টরের পরামর্শীমাত্র থাকিবেন। এ
মীমাংসাটী কেবল যে যুক্তিবিরুদ্ধ
হইয়াছে এরূপ্যনয়, উকীলদিগের উৎসাহ
ভঙ্গের কারণ হইয়া উন্নতির প্রতিবন্ধক
হইতে চলিল। এ বিষয়ে কোন আইন
নাই। পূর্ব্বতন সদর আদালত বারি
ষ্টরদিগকে প্রাধান্য প্রদান করি
তেন না, এক্ষণে প্রধানতম বিচারলয়
হওয়াতে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে,
তাহাতে উকীলদিগের সহিত বারি
ষ্টরদিগের সমকক্ষভাব হওয়া উচিত।
সাধারণ্যে বারিষ্টরেরা প্রধানতম বিচা-
রালয়ের অপেক্ষা প্রধান নহেন। মেইন
সাহেব স্বীকার করিয়াছেন, উকীলেরা
ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের বারিষ্টরদিগের তুল্য
কক্ষ বিশেষতঃ সম্পত্তিঘটিত মকদ্দমা
উপস্থিত হইলে সর্ব্বসাধারণে বারিষ্টর
অপেক্ষা উকীলদিগকে অধিক মনোনীত
করেন। মফস্বলের আইনে উকীলদিগের
প্রাধান্য অব্যাহত রহিয়াছে। ফৌজদারী
মকদ্দমায় কেবল লোকে বারিষ্টরের অধিক
অন্বেষণ করেন; তাহার কারণ অনেকের
অবিদিত নয়। প্রধান বিচারপতি বলেন,
বারিষ্টরেরা যেপ্রকার আটর্ণীর নিকটে
বিবরণপত্র লইয়া প্রশ্নোত্তর করেন,
উকীলেরা সেরূপ করেন না। আটর্ণী
সাক্ষ্যসংগ্রহ করিয়া মকদ্দমা সাজাইয়া
দেন। উকীলেরা যদি বারিষ্টরদিগের
সমান সম্মানপ্রার্থী হন, তাহা হইলে
আটর্ণীদ্বারা মকদ্দমা লইতে থাকুন।
যাঁহারা ইহা পারিবেন, তাঁহাদিগকে
বারিষ্টরদিগের তুল্য সম্মান ও স্বত্ব
প্রদান করা হইবে।

প্রধান বিচারপতির অভিপ্রায় এই,
যাঁহারা আটর্ণীদ্বারা মকদ্দমা গ্রহণ

১১ শ ভাগ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা।

সন ১২৭৫। ১৭ই চৈত্র। ১৮৬৯। ২৯এ মার্চ্চ

মফস্বলে মাশুলসমেত ২
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমা

বিজ্ঞাপন।

সকলকে জানান যাইতেছে, ঠিকানায় মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ডাকঘর হইয়া এইরূপ লেখা থাকাতে অনেক চিঠি মাতলায় গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আমাদিগের পত্র পাইবার বিলম্ব এবং মাতলার ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য ক্ষতি হয়। অতএব ভবিষ্যতে যাঁহারা আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা "কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা" এই মাত্র লিখিবেন। "মাতলা রেলওয়ে" ইহা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

—:০:—

"তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠ ব্যাখ্যা ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সমেত শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০, গ্রহণকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কলিকাতা সংস্কৃতপ্রেসডিপজিটরীতে বান্দুজ্জ ব্রাদর্স এণ্ড কোং দোকানে ও বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রেসে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।"

—:০:—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন হালের ২০ মার্চ তারিখে শনিবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময় মোকাম বর্দ্ধমান দামোদর ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আপিসে রূপনারায়ন ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাক্সী ও গাইঘাটানামক খালের সন ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭০ সালের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাশুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিলি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পদের নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইজারার প্রথম কিস্তির পরিমাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এইচ, ডবলিউ, গারনল্ট, কাপ্তান আর, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র, দামোদর
ডিবিজন।

—:০:—

কামিনী নাটক।

বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ প্রেসে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল এক আনা মাত্র।

—০—

বাঙ্গলা চণ্ডকৌশিক নাটক।

সিমুলিয়া কাঁসারিপাড়াহিতৈষিযন্ত্রে ও কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।৵০ আনামাত্র।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ
চতুর্থ খণ্ড।

প্রত্যেক খণ্ড ১০ ফরমা।

এই পুস্তক নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে প্রত্যেক খণ্ডে অতিরিক্ত এক আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মানবজন্মতত্ত্ব ও ধাত্রী
দ্বিতীয় খণ্ড।

সাধারণের ক্রয়োপযোগি এই [illegible] নির নির্দ্ধারিত অগ্রিম মূল্য কেবলমাত্র ৪ টাকা, ডাকে ৪।০। লিখিত বিষয় (১) স্বাভাবিক প্রসব। (২) অস্বাভাবিক প্রসবশ্রেণিতে দীর্ঘসূত্রী প্রসব, বেদক প্রসব, সংকীর্ণভগদ্বারীয় প্রসব, সন্তানের হস্তপদাদির অগ্রে বহিষ্কৃতি, যমজ প্রসব, অদ্ভুত জ্রুণিপ্রসব, ইত্যাদি (৩) সঙ্কর প্রসব শ্রেণীতে নাড়ের অগ্রে বহিষ্কৃতি, অপরিমিত শোণিতপাত, ভগবিদারণ, জরায়ু উল্টিয়া পড়া ইত্যাদি। ঐসকল প্রসবে ধাত্রী ও প্রসবকারের কর্ত্তব্য (৪) হস্তকৃত ও যান্ত্রিক সাহায্যের বিবরণ (৫) সূতিকাগারস্থ বিষম জ্বর ইত্যাদি, রোগ ও চিকিৎসা। কোদিত আকৃতি ইত্যাদিও দেওয়া গিয়াছে। পুস্তক, কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রিটের ৫৫ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু গু[illegible] চরণ মহালানবিসের নিকটে, অথবা আমার নিকটে মালদহে পাওয়া যাইবেক।

শ্রীঅন্নদাচরণ কাস্তগিরি
সিবিল মেডিকেল আপিসার।

—::—

সম্প্রতি দক্ষিণ মগরায় যে ইং বাং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৫০ টাকা। প্রার্থিগণ প্রশংসাপত্রসহ আবেদনপত্র আমার নিকটে প্রেরণ করিবেন।

কলিকাতা
কম্বলিয়া টোলা } শ্রীহেমচন্দ্র কর

—:০:—

কাশীমুক্তি বিবেক।

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমান সুরেশ্বরাচার্য্য বিরচিত বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত দিনদ্বয়ে [illegible] প্রকাশিত মূল্য ॥০ আনা। পটোলডাঙ্গা কা[illegible]

বেঙ্গল সরকারের ১।৵০ আনা
কলিকাতা যোড়া- } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দাস
সাঁকো ৬৪ নং } নগদ বিক্রেতা।

—:০:—

নদীয়ার নদী।

সন ১৮৬৯ সালের মার্চ্চ মাসের ১৩ হইতে
১৯এ মার্চ পর্য্যন্ত ভাগীরথী নদীর
নানা স্থানে জলের মাপ
(রিপোর্ট)

স্থানের নাম	সর্ব্বকমতি জল	
	ফুট	ইঞ্চ
ভাগীরথীর সহিত পদ্মানদীর যোগের স্থান	১০	”
মহুনায়	৬	”
তথা হইতে জঙ্গিপুর ১৩॥ মাইলের মধ্যে	১	৬
জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	”
বহরমপুর হইতে কাটোয়া ৫০ মাইলের মধ্যে	২	”
কাটোয়া হইতে নদীয়া ৪৬ মাইলের মধ্যে	২	৩

সন ১৮৬৯ সালের ২২ এ মার্চ্চ তারিখে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট	ইঞ্চ
৩৮	”

বহরমপুর } শ্রীরক্ত সি ই. উইক্স একজি
২২ মার্চ } কিউটিব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া
১৮৬৯ } লোকাল রিবার ডিবিজন।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই চৈত্র সোমবার।

রাজপুরুষেরা দেশের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রজারা যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, অন্য কোন কার্য্যে সেরূপ হয় না। অতএব রাজপুরুষমাত্রের কর্ত্তব্য, তাঁহারা প্রজার হিতসাধনকার্য্যটিকে আপনাদিগের কর্ত্তব্যমধ্যে প্রধানরূপে গণনা করেন; দুঃখের বিষয় এই, অনেক রাজপুরুষই এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন। কালনার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দ্বারকানাথ দে কয়েকমাসমাত্র কালনায় গিয়াছেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি তথায় রাস্তা ও বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা দে... হইয়াছিলেন। তা... তাঁহার উপরে যার ... সন্তুষ্ট হইয়াছেন। গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহাকে বদলী করা হইবে; ইহাতে তত্রত্য লোকেরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগের নিকটে পত্র লিখিতেছেন।

—:০:—

ইনকম টেক্স আইনের ... ব্যবস্থা।

ইনকম টাক্স আইন রাজনীতিসম্বন্ধে যত আবশ্যক হউক, বা না হউক, এটী সর রিচাড টেম্পলের বৈরনির্য্যাতনের একটী উপায় হইয়াছে। বঙ্গদেশের ও বঙ্গদেশবাসীদিগের উপরে তাঁহার সম্পূর্ণ বিদ্বেষ আছে। তিনি সেই বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। উইলসন সাহেব যখন ইন্‌কম্ টাক্স স্থাপিত করেন, তৎকালে তিনি কর সংগ্রহের ব্যয় বাদে টাক্স ধার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু সর রিচার্ড টেম্পল সকলের বেলায় এ ব্যবস্থা করিতেছেন না। বণিক্‌গণ কর্ম্মচারিপ্রভৃতির ব্যয় বাদ পাইবেন; কিন্তু জমীদারেরা পাইবেন না। ভারতবর্ষীয় সভা এ বিষয়ে যে আবেদন করেন, তাহার প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে, যেমকল জমীদার আপন আপন জমীদারিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে কর সংগ্রহের ব্যয় দিতে হয় না, অনুপস্থিত জমীদারদিগের প্রতি দয়া প্রকাশের প্রয়োজন নাই। সর রিচাড টেম্পল হয় জমীদারির বিষয়ে কিছুই জানেন না, নতুবা অজ্ঞতার ভান করিয়াছেন; আনোরপুর পরগণায় চারি লক্ষ প্রজা আছে; জমীদার একাকী কি এই চারি লক্ষের নিকটে কর সংগ্রহ করিতে পারেন? কোন্ দেশে কর্ম্মচারিব্যতিরেকে জমীদারির কর সংগৃহীত হইয়া ... বার অম্বালায় প্রধান রাজপুরুষ, রাজা ক্রমে ক্রমে তথায় উপ... সর জন লরেন্স অতিশয় স... তাঁহার সময়ে যাঁহারা দর... বার দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁ... হাসে এ বারের দরবারের ... করিয়া লইতে পারিবেন। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল লার্ড মেয় এক জন প্রসিদ্ধ বিলাসী লোক; বিলাস বিষয়ক ব্যয়ে ইহাঁর বদ্ধমুষ্টিতা নাই। ইনি মধ্যে এক দিবস মাতলাবন্দর দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। আমরা দেখিলাম, ইহাঁর নিমিত্ত অশ্ব ও শকট রেলগাড়িতে চলিয়াছে। অন্য কোন গবর্ণর বা লেপ্টনন্ট গবর্ণর এরূপ করেন নাই। তথায় কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত যাওয়া, অশ্ব শকট লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয় না। রেলগাড়ি এক কালে নদীর ধার পর্য্যন্ত গমন করে। ইহাতেই লার্ড মেয়ের বিলাসিতা অনুমিত হইবে। এ প্রকার বিলাসপ্রিয় লোক যে দরবারের অধিনায়ক, তাহা যে স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভাব ও সমৃদ্ধিপ্রদর্শনই এ দরবারের উদ্দেশ্য। যত অধিক অর্থ ব্যয় হইবে, ততই ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।

অনেকে ইহার ফলবর্ণনাবসরে বলেন, দরবারের দ্বারা সরদার ও রাজগণের প্রভুভক্তি বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু আমরা এ কথা বলি না। অধিকাংশ লোক এটীকে কৌতুককর ব্যাপার বোধ করিয়া তামাসা দেখিতে যান। তথায় সময়ে সময়ে সেরূপ বক্তৃতা হয়, তাহাতে।

[illegible] ও [illegible]

[illegible] পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের [illegible] দিগ্বিজয় করিয়া সম্রাট্ হইতেন, বিজিত রাজগণ সভায় উপনীত হইয়া বিনয় [illegible] আপনাদি[illegible] অধীনতার পরিচয় দান করিতেন, সম্রাটদিগের অভিমান চরিতার্থ হইত। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা সেই ভারতবর্ষে আধিপত্য ও সম্রাট্ পদবী লাভ করিয়াছেন, প্রাচীন হিন্দু সম্রাট্ দিগের স্বভাবও প্রাপ্ত হইয়াছেন। দরবারও উহাদিগের অভিমান চরিতার্থ করিবার উপায় হইয়াছে। রাজগণ বহু ব্যয় ও ঋণগ্রস্ত হইয়াও প্রধান প্রকৃতিকো[illegible] ভয়ে দরবারস্থলে আগমন করেন।

অদৃষ্টবাদীরা বলেন, শুভ বিষয় হউক, আর অশুভ বিষয় হউক, ব্যক্তিবিশেষের ভোগাদৃষ্টবলে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দরবারগুলি ইন্‌কম টাক্স-[illegible] ভোগাদৃষ্টের ফল। দরবারে [illegible] প্রাপ্ত হইয়া যত অনটন হইবে, [illegible] ইনকম টাক্সের শতকরা বৃদ্ধি [illegible] গুণ সংলগ্ন, কেবল যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকারমধ্যে ইনকম টাক্স বৃদ্ধি হইবে, তাহা নয়, যেসকল রাজা ও [illegible] দরবারে আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য[illegible] প্রদর্শন [illegible] ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইবেন [illegible] স্ব স্ব রাজ্যমধ্যে [illegible] অথবা তৎসদৃশ লোকবিদ্বিষ্ট [illegible] প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

আমাদিগের ব্রিটিশ রাজপুরুষের[illegible] যদি দরবারপ্রিয় হইয়া থাকেন, আপনাদিগের প্রতাপ ও সমৃদ্ধিপ্রদর্শ[illegible] [illegible] রত্যাগ করুন। [illegible] [illegible]রদিগকে আপনা[illegible] [illegible]রিয়া লউন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সভা করিয়া রাজ্যের [illegible]হিতে চিন্তা করুন। তাহা হইলে কেবল যে তাঁহাদিগের মহিমানুরূপ কার্য্য হয় এরূপ নয়, রাজা ও সরদারগণ অকপটভাবে তাঁহাদিগের অনুরক্ত ও ভক্ত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই।

বল ও সাহস চাই।

আমরা হাজার বুদ্ধিমান্ হই, হাজার কার্য্যদক্ষ হই, হাজার বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক হই, যাবৎ বল ও সাহসসম্পন্ন না হইব, তাবৎ কেবল যে আমরা প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ হইব এরূপ নয়, স্ব স্ব প্রাপ্য [illegible]দিলাভে বঞ্চিত হইব সন্দেহ নাই। কেবল ভদ্রতায় কাজ হয় না, সেই সঙ্গে ভয় ও ভক্তিসঞ্চার একান্ত আবশ্যক। আমাদিগের রাজপুরুষেরা ভদ্রতা করিয়া আমাদিগের যত করিয়াছেন, বোধ হয়, কোন রাজা এত করেন না। আমাদিগের বল ও সাহস নাই, তাঁহারা আমাদিগকে ভয় ও ভক্তি করেন না; সুতরাং আমাদিগের সমুদায় মনোরথ পূর্ণ করেন না।

বুদ্ধি, বিদ্যা, সভ্যতাদি যাবতীয় গুণ বল ও সাহসের নিকটে পরাস্ত হয়। [illegible] সেই অসামান্য সভ্যতাদি গুণ [illegible]দিগকে কি নিরস্ত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল? আমাদিগের রাজপুরুষেরা কি আমাদিগের অপেক্ষা হিন্দুস্থানীদিগকে সমধিক ভয় ও ভক্তি করেন না? অর্জ্জুন ঘোরতর তপস্যা করিলেন, মহাদেব তাঁহার বলপরীক্ষার্থ কিরাতরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। মৃগয়াবিবাদ উপলক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাদেব তাঁহার অলোকসামান্য বল দর্শন করিয়া প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাহাতে একঋষি কহিতেছেন, মহাদেব অর্জ্জুনের অলোকসামান্য পৌরুষ দর্শনে যেপ্রকার প্রীতি লাভ করিলেন, তপস্যায় সেরূপ প্রীত হন নাই। ফলতঃ বীর্য্য ও সাহস লোকের নিকটে যেরূপ আদরণীয় হয়, অন্য গুণ সেরূপ হয় না।

আমরা উন্নতি উন্নতি বলিয়া আনন্দ কোলাহল করিতেছি; কিন্তু যে উন্নতি ব্যতিরেকে অন্য উন্নতি অবগণিত হয়, আমরা সে উন্নতির কোন চেষ্টা পাইতেছি না। রাজপুরুষেরা সে উন্নতির চেষ্টা করিবেন, এ আশা করিয়া থাকা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। রাজার যখন বিদ্রোহশঙ্কা আছে, তখন রাজা সে চেষ্টা পাইবেন ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইংরাজেরা ত বিদেশীয় রাজপুরুষ, আমাদিগের স্বদেশীয় রাজারাও বিদ্রোহভয়ে প্রজারা যাহাতে বলবীর্য্যহীন হইয়া নিরীহ হয় এ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

বলবীর্য্য সাহসসম্পন্ন হইলে কেবল যে আমরা রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইব এরূপ নয়, আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানরক্ষায়ও শক্ত হইব। এখন কোন ইউরোপীয় আমাদিগকে প্রহার করিলে আমাদিগকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় ধর্ম্মাধিকরণের শরণাপন্ন হইতে হয়। আমরা মুষ্ট্যুপহারের মুষ্টিপ্রত্যুপহার দান করিতে পারি না। যেপ্রকার দিনকাল পড়িয়াছে, মুষ্টির বিনিময়ে মুষ্টি দান না করিলে চলে না। নোয়াখালির ডিষ্ট্রিক্ট পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু জগদীশ রায় যদি তত্রত্য সিবিল সর্জ্জনের প্রহারের প্রতিপ্রহাররূপ প্রত্যুত্তর দান করিতে পারিতেন, সিবিল সর্জ্জনের কি উত্তম শিক্ষালাভ হইত না? অধ্যয়নগুণে আমাদিগের তেজস্বিতা জন্মিয়াছে, কিন্তু সেই তেজস্বিতারক্ষার উপকরণ

স্বাক্ষর আবশ্যক নাই। এইরূপ বলিতে বলিতে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আলোক প্রদত্ত হইল। গঙ্গাধর বাবুপ্রভৃতি কয়েক জন সেই গোলযোগে অন্তর্হিত হইলেন, সভা শান্তভাব ধারণ করিলেন এবং উপহার বা স্মরণচিহ্নার্থ চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল। সভায় কয়েক জন উপস্থিত হইতে পারেন নাই তথাপি উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে তৎক্ষণাৎ ৭৫৭ টাকা স্বাক্ষরিত হইল। তন্মধ্যে কয়েক জন জমীদারেরও স্বাক্ষর দেখিলাম। অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

মহাশয়! অনেকেই রাজনারায়ণ বাবুর বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা, দৈর্য, গাম্ভীর্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, সদাশয়তা এবং অমায়িকতা গুণের পরিচয় জানেন। তিনি পদনিবন্ধন অনেকের পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন বটে; কিন্তু গুণেতে অনেকের অগ্রগণ্য। আমরা আর অধিক কি বলিব, তাঁহার সদৃশ লোক বঙ্গদেশে এমন কি ভারতবর্ষেও অল্প আছেন। সভার কার্য্যবিবরণ ও অভিনন্দন মুদ্রিত হইতেছে। আরও চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

মেদিনীপুর
১৮৬৯
১৭ ই মার্চ } কস্যচিৎ দর্শকস্য

—:০:—

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজনগ্রামের মহারাজের অসামান্য বদান্যতা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজনগ্রামের মহারাজের বিদ্যানুরাগিতা, দেশহিতৈষিতা ও বদান্যতার বিষয় বোধ করি মহাশয়ের ও মহাশয়ের জগদ্বিখ্যাত সোমপ্রকাশপাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সাধারণের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির বিষয়ে শ্রীযুক্ত মহারাজ অকাতরে দান করিয়া থাকেন। বালক ও বালিকাবিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, অন্নছত্রপ্রভৃতিতে দেশ বিদেশে উক্ত মহারাজ প্রতিবর্ষে প্রচুরপরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। গত জানুয়ারি মাসের প্রারম্ভে উক্ত মহারাজ কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রায় দুই মাস কাল খিদিরপুর গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই গ্রামে স্থাপিত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থ উক্ত মহারাজের নিকট কিঞ্চিৎ আনুকূল্য প্রার্থনা করাতে আনন্দের সহিত ৫০০ পঞ্চ শত মুদ্রা এক কালে দান করিয়া গিয়াছেন। এবম্বিধ অলৌকিক গুণসম্পন্ন বদান্য মহোদয়গণ চিরজীবী করুন, তাহা হইলে ... গ্যের সীমা থাকিবে না এবং আপামর সাধারণের বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইবে।

খিদিরপুর
৭ ই চৈত্র
১২৭৫ } একান্ত বশম্বদ
শ্রী বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গবিদ্যালয়ের মেম্বরগণ

—:০:—

মহাশয়! গত ২০ এ মাঘের পত্রিকায় আমাদিগের অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থার বিষয় লিখিবার সূত্রপাত করিয়াছি; অদ্য আমাদিগের বিদ্যাশিক্ষার কষ্টের বিষয় মহাশয়ের এবং গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতেছি; মহাশয় আমাদিগের এই মহৎ কষ্টটী দূর করিতে যত্ন করিবেন। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, এই স্থান নদীয়া ও ২৪ পরগণার সন্ধিস্থল। এ অঞ্চলে ভদ্র লোকের বাস অল্প। সকল গ্রামে ভদ্র লোক নাই; যেসকল গ্রামে আছেন। তাহাও অধিক নহে। ভদ্রের মধ্যে এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণই অধিক। এক এক গ্রামে ৪। ৫ ঘর হইতে ৭০। ৮০ ঘর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বাস আছে। আমাদিগের কায়বার চতুঃপার্শ্বে দুই ক্রোশের মধ্যে গোগা, পিপাঁলি, মুরিদপুর, বেড়ি, গোবরা, গোবিন্দপুর, চাঁন্দুড়িয়া, (এই গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ হাট ও বাজার আছে) চন্দনপুর, গয়ড়া, কোটা, বেড়বাড়ী, বাউড়ী, বাগাচাড়া (এই গ্রামে একটী হাট, বাজার ও কতকগুলি মল্লিক গুরু মহাশয়ের বাস আছে, ইহাঁরা এক্ষণে ব্রাহ্ম হইয়াছেন) দিঘা ও মদনপুর এই কয়েকখানি গ্রামে ৪০০। ৫০০ শত ঘর ব্রাহ্মণ ও ৩০। ৩২ ঘর কায়স্থের বাস আছে। নবশাখ জাতিও নিতান্ত কম নহে। উক্ত গ্রামসমূহের মধ্যে যদিও কয়েকখানি গ্রামে অপেক্ষাকৃত অধিক ভদ্র লোকের বাস আছে; কিন্তু তথায় বিদ্যোৎসাহী ও ধনবান লোক না থাকাতে কোনপ্রকার সদনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই। যে যে গ্রামে ২। ১ ঘর ধনবান আছেন, তথায় ভদ্রলোক নাই ও যেখানে ভদ্রলোক আছেন, তথায় ধনবান নাই। বিশেষ এ অঞ্চলের আরও দোষ এই যে, এখানে যে কয়েক জন কৃতবিদ্য ক্ষমতাবান লোক আছেন (অতি অল্প) তাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রাদি বিদেশে রাখিয়া চাকরি করেন; স্বদেশের কোন হিতচেষ্টা করেন না। এইসকল কারণে কোন একটী গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী ২। ৩ খানি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং গবর্ণমেণ্টভিন্ন ... স্থা... ৎরে আছি) খুলনিয়ার ইনস্পেক্টর বাবু জীবনকৃষ্ণ ব... সেটীও উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত লিখিয়াছেন। ঘোর অন্ধকারম... আছে; তাহাও থাকে না। মহা... মিক জ্বরই ইহার প্রধান কারণ; ... প্রবিষ্ট হইয়া বহু প্রাণি নষ্ট করি... পাঠশালার ছাত্রের হ্রাস হইয়াছে। অদ্যাপি সকলে আরোগ্যলাভ করিতে পারে নাই। বাবু মহাশয় আমাদিগের এই দুঃসময়টী বিবেচনা করিলেন না। এই ভয়ানক জ্বর হইতে যে সকল বালক পরিত্রাণ পাইয়াছে, তাহাদিগের শারীরিক বল ত গিয়াছে, কিঞ্চিৎ মানসিক বল পাইবার পথ ছিল, তাহাও নষ্ট হইতে চলিল। বসু মহাশয়! আমাদিগের নিবিড় বনমধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র পথ কণ্টকদ্বারা রুদ্ধ করিবেন না। ভূদেব বাবু! বসু মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমাদিগের অন্ধের যষ্টিস্বরূপ ক্ষুদ্র পাঠশালাটী উঠাইয়া দিবেন না। ছাত্র কম হইয়াছে কিছু দিন অপেক্ষা করুন; এই পাঠশালাটী উঠাইয়া দিলে আমাদিগের যার পর নাই কষ্ট হইবে; আশা, ভরসা, উৎসাহ, যত্নপ্রভৃতি সকলই একবারে নষ্ট হইবে।

১২৭৫ সাল
৩০ ফাল্গুন } কায়বা নিবাসিনঃ
পাঠকস্য

—:০:—

এখানকার পোষ্ট আপীসটী অতি হীনাবস্থায় আছে। তাহার যে পরিমাণে আয় আছে, তদনুরূপ উন্নতি হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই দেখিতেছি না। যাহার মাসিক আয় প্রায় ৫০ টাকা, তাহার একখান সামান্য গৃহ ও পত্র রাখিবার একটী সামান্য বাক্স দেওয়া উচিত। ঐ ব্যয়ে এখানে এক জন পোষ্ট মাষ্টার ও হরকরা হইতে পারে; কিন্তু তাহা হয় নাই।

এ স্থানে বাণিজ্যদ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি করিতে হইলে, দুই তিন দিবসের পর্য্যন্ত শকট না হইলে চলে না। শকটের অধিক হওয়াতে এ স্থানের প্রেরিত ও অন্য স্থানের আনীত দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত মূ...

সর জন লরেন্স লাড উপাধি পাইবেন।

সর সিসিল বীডনের একখানি চিত্রপট আসিয়াছে। এখানিকে বেলবিডিয়র বাটীতে রাখা হইবে।

নিকবর দ্বীপসমূহে বিস্তর বোম্বেটিয়া সম বেত হওয়াতে উক্ত দ্বীপগুলি ব্লেয়ার বন্দরের শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ হইয়াছে। এই বোম্বেটিয়াদিগের দৌরাত্ম্যে চট্টগ্রামের অনেক জাহাজা ধ্যক্ষকে প্রতিবৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আমেরিকার একখানি পত্র বলেন, মিসরি নদীতীরে একটী সুড়ঙ্গ বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে অনেক আসিরীয় প্রতিমূর্ত্তি আছে। সুড়ঙ্গটী নদীর তল দিয়া গমন করিয়াছে। তাহার গঠন অতি চমৎকার। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, পূর্ব্বে আমেরিকায় সভ্য লোক ছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন, কাপ্তেন্‌জায় বণিকগণ আমেরিকায় যাইতেন।

১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

গতকল্য কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণক্রিয়া সম্পাদন হইয়াছে।

অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন অদ্য কয়েক দিবস হইল, যশোহরে শ্রীযুক্ত ওএষ্টল্যাণ্ড ও আর্ণল সাহেব কর্ত্তৃক ৫ জন মুসলমান মৌলবী রাজবিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

অদ্য গবর্ণর জেনরল আগ্রায় যাত্রা করিয়াছেন। শনিবার তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া আমীর সিয়ারআলি খাঁকে গ্রহণ করিবেন।

এক জন ফরাশী বিজ্ঞানবিৎ বলিয়াছেন, উষ্ণপ্রধান দেশে সূর্য্যের আতপে বাষ্পীয় শকটপ্রভৃতি অনায়াসে চালান যাইতে পারে। তিনি পারিস, টুলনপ্রভৃতি স্থানে আতপে ক্ষুদ্র কল চালাইয়া রন্ধন করিয়াছেন। এখানকার ইঞ্জিনিয়র গণ কি এই পরীক্ষা করিতে পারেন?

কাবুলের অস্পষ্ট সংবাদ এই, আজিম ও আব্দুল রহমন খাঁ বাকে যাইবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু যাবতীয় উপত্যকা রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা বালুকাস্থান হইয়া পারস্যে যাইবার মানস করিয়াছেন। সম্প্রতি একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধে আজিম খাঁর পুত্র জয় লাভ করিয়াছেন। এই যুদ্ধে তক্সাবুলের শাসনকর্ত্তা হত হইয়াছেন।

চীনের যুবক সম্রাট পরীক্ষার্থী সম্প্রতি চণ্ডু টানিয়া মৃতপ্রায় হওয়াতে তাঁহার মাতা অহিফেন ব্যবহারের বিরুদ্ধে আজ্ঞা দিয়াছেন। যে কর্ম্মচারী সম্রাটকে অ... মস্তকচ্ছেদন করা হই উৎসন্ন করিল।

১লা এপ্রেল অবধি কলিকাতার ছোট আদালতে ষ্টাম্প ব্যবহৃত হইবে।

১৪ই চৈত্র শুক্রবার।

ডেলিনিউস এদেশের কণ্টাক্টপ্রণালীর বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উৎকোচ না দিলে কোন ব্যক্তি কণ্টাক্ট পান না। কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারীভিন্ন আর সকলেই কণ্টাক্টরের অন্ন আহার করেন। এক জন উপযুক্ত রাজস্বমন্ত্রী হইলে পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের অনেক সংস্কার করিতে পারিতেন। সর রিচার্ড টেম্পল স্বদেশীয়দিগকে চটাইতে চাহেন না।

মধ্যবিভাগের বিদ্যালয়ের পারিদর্শক উড্রো সাহেব বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। এই পদ হারিসন সাহেবকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

১৫ই ও ১৬ই এপ্রেল পুনর্ব্বার ওকালতি পরীক্ষা হইবে। যেসকল পরীক্ষার্থীর বাচনিক পরীক্ষায় ২০ নম্বর হইয়াছে, তাঁহারাই কেবল পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

মানিকগঞ্জের অন্তর্গত ধানকোয়ার জমীদার বাবু গিরীশচন্দ্র রায় ও গোবিন্দচন্দ্র রায় বিদ্যার উৎসাহ দেওয়াতে ডিরেক্টর ও বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

১৫ই চৈত্র শনিবার।

ইংলণ্ডের একখানি সংবাদপত্র বলেন, যেসকল ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ভারতবর্ষে যান, তাঁহাদিগের শতকরা এক জন সতীত্ব রক্ষা করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

ফেণ্ডঅব ইণ্ডিয়া বলেন, ওয়াইলি সাহেব উৎকোচগ্রহণাপরাধে মহাসভা হইতে বহিষ্কৃত হন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য বলিয়া প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, টিপুবংশীয় রাজকুমারদিগের কাহার মৃত্যু অথবা পুত্র হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় দেওয়া হইবে। আমরা এই ব্যয় দিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

আমীর সিয়ারআলি আগমন করাতে অর্দ্ধেক কমিসনর ও ডেপুটি কমিসনর আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়া অম্বালায় তামাসা দেখিতে গিয়াছেন। এটি অতিশয় অন্যায় এবং ইহাতে সাধারণ কার্য্যক্ষতি হয়।

৮ ,, কোং

৫॥ কোং

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞ

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণ...

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ। ১৩ই মার্চ্চ নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা কটকের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।—

বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়।

,, বিচিত্রানন্দ দাস।

,, দিননাথ সরকার।

,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

জি, এচ, ফ্রেঞ্চ সাহেব বগুড়ার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা বালেশ্বরের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।—

জে, এচ, টমসন সাহেব।

রেবরেণ্ড বি, বি, স্মিথ।

১৭ই মার্চ্চ। বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ... বিহারের ভূমির বন্দোবস্তের নিমিত্ত বিশেষ ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

১৮ই মার্চ্চ। যতদিন ডবলিউ কেম্বল সাহেব বিশেষ সরকারী কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তর থাকিবেন ততদিন এ, ডবলিউ, পিটসন সাহেব শ্রীহট্টে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

১৯এ মার্চ্চ। বাবু কালিদাস পালিত (খি... সহকারী কমিসনর হইয়া হাজারিবাগে বিশেষ কার্য্যে আসিয়াছেন) ১৮৬৮ অব্দের ৯ আ... অনুসারে কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

সি, ডি, সি, উইন্টর সাহেব বাঁকুড়া সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার এক জন সভ্য হবেন।

২২এ মার্চ্চ। দারজিলিঙের সহকারী সনর ডবলিউ, বি, ওলডহাম সাহেব টেরাই... গের অন্তর্গত হুমনগঞ্জে নিযুক্ত হইবেন।

যতদিন কাপ্তেন এচ, জো পদান্তরে ... হেন ততদিন টি, ডি, হেজাস সাহেব আ... দিগের বিচারালয়ের প্রতিনিধি জজ

র্ণের রেলওয়ের বিষয়ে তুষ্টিকর বক্তৃতা করিয়াছেন।

আয়ারলণ্ডের বিস্তর লোকে একত্রিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন তত্রত্য প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠাইবার ক্ষমতা মহাসভার নাই।

স্পেনের শেষ সংবাদে প্রকাশ করে, ঘোর বনবংশীয়দিগকে পুনরানয়নের নিমিত্ত কাডিজে যে গোলযোগ হয়, তাহা কমিয়াছে।

ওয়াশিংটন হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, সভাপতি গ্রাণ্ট রাজস্ব আইনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কতকগুলি আইরিশ রাজ্ঞীর নিকটে এক আবেদন করিয়া আয়ারলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় উঠাইয়া দিয়া গোলযোগ সম্পত্তি সকল হস্তগত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে রাজ্ঞী বলিয়াছেন, আয়ারলণ্ডের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। অপক্ষপাতী ও জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা করিয়া লোকের স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা তাঁহার একান্ত বাসনা।

হিয়ার কোর্টের প্রতিনিধি ক্লাইব ও ওয়াইবি সাহেব এহোদা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

লাড আর্ণ্টমের গমন্স্যা ডনিগালে হত হইয়াছেন। লাঙ্কাসিয়ারে কয়েকটী ভূমিকম্প হইয়াছে। সর জন লরেন্স লণ্ডনে উপনীত হইয়াছেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের বিবাদ ভঞ্জনার্থ ইংলণ্ড মধ্যস্থ হইয়াছেন।

গত রাত্রিতে কর্ণেল নর্থের প্রশ্নানুসারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব কমন্স বাটীতে বলিয়াছেন, কড়াই য়ের সর্দ্দারগণের যেসকল কোম্পানির কাগজ ছিল, তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া যাহা লাভ হইয়াছে, তাহা লুঠকারী সৈন্যদিগকে দেওয়া হইবে না। চেম্বার্স সাহেবের প্রশ্নানুসারে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব বলিলেন ঝান্সীর লুঠের প্রায় সমুদায় টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের জলসেচক কোম্পানিসংক্রান্ত বিল কমিটীদ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে।

মাগদালার লাড নেপিয়রের বেতনবৃদ্ধির বিল কমন্সদিগের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। হাউস অব লাডকে এই বিল অর্পণ করা নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৌকার বাচ খেলা হইয়া গিয়াছে। অক্‌সফোর্ড পুনর্ব্বার জয়ী হইয়াছেন।

স্পেনের শেষ টেলিগ্রামে প্রকাশ করে, বিদ্রোহ দমনার্থ সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে সেবিল ও কাডিজের মধ্যস্থিত রেলওয়ে বন্ধ হইয়াছে। প্রতিনিধি সভার অল্পাংশ * নিমিত্ত ঘৃণা প্রকাশ করি... গত সেরানো, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

১৮ই মার্চ। আয়ারলণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় না উঠিয়া যায়, এ বিষয়ে যে আবেদন হইয়াছে, তাহাতে ৫০ জনের উপরে পিয়র, ১০০০ ডেপুটী লেপ্‌টনেণ্ট, মাজিষ্ট্রেট ও জমীদার স্বাক্ষর করিয়াছেন।

—:০:—

আমরা গড়বেতা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

গত ১৫ই মার্চ্চ রাত্রিকালে গড়বেতার চটীতে একটী অত্যাশ্চর্য্য অথচ শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। ঐ চটীর উত্তর দিগে গবর্ণমেণ্ট ট্রঙ্করোডের পশ্চিম পার্শ্বে আহ্লাদী নামে এক জন বেশ্যা লবণ ও তামাকের দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। একদিন রাত্রিকালে সে হঠাৎ "কাটিল রে কাটিল রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। নিকটস্থ চৌকিদার ঐ ভয়াবহ আর্ত্তনাদশ্রবণে ভয়চকিত চিত্তে চীৎকারকারীর অনুসন্ধানার্থ অন্য একটী স্ত্রীলোকসহ আলোক লইয়া যে বাটী হইতে চীৎকারধ্বনি আসিয়া শ্রোতার শ্রবণ বিবরে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল সেই বাটীতে গমন করিল; যাইয়া দেখিল আহ্লাদী বেশ্যা ঘরের ভিতর মেজের উপরে মৃতাবস্থায় পতিত আছে এবং মৃতার গলদেশে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন হইতে অনর্গল রুধিরধারা বেগবতী হইয়া বহিয়া পড়িতেছে। শুনিলাম বেশ্যাটীর অনেক গুলি অলঙ্কার ছিল। সেই অলঙ্কার অপহরণ মানসে কোন দুরাত্মা লম্পটবেশধারণ করিয়া এই ভীষণ ঘটনা ঘটাইয়াছে। এই সংবাদ নিকটস্থ পুলিষে প্রকাশ হইবার পর অবধি নানা প্রকার অনুসন্ধান হইতেছে। গড়বেতার বর্ত্তমান সবইন্‌স্পেক্টর বাবু মহেশচন্দ্র মিত্র অনেক অনেক মকদ্দমা করিয়া গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতিভাজন ও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, ইহাতেই ভরসা হয় যে, কৃতাপরাধ ব্যক্তি ধরা পড়িলেও পড়িতে পারে।

২। গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে এঅঞ্চলে বিসূচিকাপীড়া আরম্ভ হইয়া প্রায় প্রতিগ্রামে প্রাত্যহিক ২।১ টী মনুষ্যকে শমনসদনে পাঠাইতেছে। এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রত্নলাল ঘোষ মহাশয় উহার নিবারণার্থ অনেক চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহার আদেশানু...

৩। ...তক দেখিয়া ...সর দুর্ভিক্ষ হইবে বলিয়া তা... বর্ত্তমান মাসের প্রারম্ভে কয়েক... যাতে সে ভাবনা দূর হইয়াছে। চাউল । ৬ সের বিক্রয় হইতেছে।

৪। গড়বেতার সাহায্যকৃত ... হইতে এ বৎসর ৭ টী ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদানার্থ গিয়াছিল। সুখের বিষয় এই ৭ টীই উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা কেবল সভাপতি নূতন বাবুর (ডেং মাং) অসাধারণ বিদ্যোৎসাহিতা রূপ লতার সুধাময় ফল।

৭। বিষণপুরষ্টেসন এলাকার বাঁকাদহ কুচেকোল, তেলাশায়েরপ্রভৃতি গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় বাকুড়া হইতে ঔষধ ও এক জন নেটীব ডাক্তারকে প্রেরণ করা নিতান্ত উচিত হইয়াছে।

৮। গড়বেতার সবডিভিজনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কয়েকমাস মফস্বলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণার্থ গিয়া বিদ্যালয়সংস্থাপনাদি সাধারণের অনেক হিতকর কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন।

—:০:—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

শুনিলাম এখানকার নব প্রতিষ্ঠিত টেলিগ্রাফ আফিসটী চিরস্থায়ী হইয়াছে। এই আফিস পূর্ব্বস্থান হইতে মনারায়ের টিলার উপরিস্থ গৃহে উঠিয়া যাইবে। ঐ গৃহ পূর্ব্বে এখাকার ভাবী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের জন্য মনোনীত হইয়াছিল।

যে লুসাই জাতির বিপক্ষ হইয়া আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন, শুনিতে পাই তাহারা সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছে।

এখানে আফিঙ ও জুয়াখেলার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে।

এখানে নাইওবপুরনামক স্থানের নিকট বারুণী উপলক্ষে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। বারুণীর দিবসভিন্ন চৈত্র মাসের প্রতি রবিবারেও ইহাতে লোকসমাগম হয়। ইহার নাম "প্রেমতলার মেলা"। এবারও... আরম্ভ হইয়াছে, এই মেলাতে কিছুই উপ... হয় না। মেলাতে কেবল কতকগুলি দুশ্চরিত্র স্ত্রী পুরুষ সমবেত হয়। সন্নিকটে একটী মন্দির আছে। তথায় অসঙ্ক্ষ্যত্র বৈষ্ণ...

এখানকার প্রশস্ত যে দুয়ার পাড়ি দেওয়া নাবিকদিগের কষ্টকর হইয়া উঠে। জলপাই গুড়ির বাজারের নিম্ন দিয়া আর একটী ক্ষুদ্র নদী তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার নাম "করলা"। করলার জল অতিশয় অপগুণ কারী। এখানকার যাঁহারা তিস্তার কিছু দূরে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা প্রায় কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানকার রাস্তাদি পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে অনেক হই য়েছে। আমরা শৈশব কালে মেজটার মুলুক শুনিতাম, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ হইল। এখান কার লোকেরা পরিধেয় বসনে, বড় ধার ধারে না। সকলেই এক এক কৌপীন পরিয়া যথেচ্ছা গমনাগমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহারা বস্ত্র কিরূপ তাহা আদৌ জানিত না, এক্ষণে সুসভ্য ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট শাসনসম্বন্ধে অনেক সভ্য লোক দর্শন করিয়া উহাদিগের মধ্যে অনেককে রীতিমত বসন পরিধান করিতে দেখা যাইতেছে। এদেশের স্ত্রীলোকমাত্রেরই একটী চমৎ কার নৈসর্গিক গুণ আছে; ইহারা কটিতে এব বক্ষে দুই খানি স্বতন্ত্রবস্ত্র ধারণ করে এবং মুখ হইতে মস্তকপর্য্যন্ত খোলা থাকে। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের মত ইহা দিগকে পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না। এদেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রাদুর্ভাব অধিক। ইহারা দৈনিক বাজার হাট করিয়া আনে এবং সময়ে সময়ে ইহাদিগকে স্বামীর কি অন্য অন্য লোকের সহিত হলধারণপূর্ব্বক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেও দেখা যায়। এদেশের প্রধান উৎপন্ন শস্য ধান, কলাই, পাট, তামাক, সরিষা, ছোলা এখানে অতি দুর্মূল্য। সচরাচর ৪৫ টাকার কম মন পাওয়া যায় না। এখানকার কি ধনী, কি উপায়হীন দরিদ্র, সকলেই একরূপ বেড়ার ঘর প্রস্তুত করিয়া কালযাপন করে। এখানে অনেক ইংরাজ ভদ্র ভদ্র বাঙ্গালী ও এদেশীয়েরা দরমার ঝাঁপ, যাহাকে এদেশে টাটী কহে, প্রস্তুত করিয়া গৃহের চতুষ্পার্শ্বে দেওয়ালের ন্যায় ঘিরিয়া তন্মধ্যে বাস করেন। এদেশে ঘরামির কেবল খড়গুলি চালের উপর সাজাইয়া রাখে। ইহ... না। সমুদয় ...হলে কার স্থানে কতক... চাপাইয়া। সুতরাং একটু অধিক বৃষ্টি হইলে ঘরে মধ্যে স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইষ্টকনির্ম্মিত বাটী এ দেশে অতি বিরল, তাহার কারণ মাটীর তেজ নাই এবং বালি আছে বলিয়া ইট অল্প এবং কতিকষ্টে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার কাছারি প্রভৃতি সমুদয় খড়ের ঘর। ইটের মধ্যে ম্যাগাজিন জেল এবং অত্রত্য রাজার শিব মন্দিরপ্রভৃতি কয়েকটি কীর্ত্তি আছে। এখান কার বাজার নিতান্ত মন্দ নহে। প্রায় সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যই পাওয়া যায়। সওদাগ রের কএকখানি দোকান আছে এবং তাহারা কলিকাতা হইতে সর্ব্বদা দ্রব্যাদি আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। বস্ত্রাদি দুর্ম্মূল্য। শালকাষ্ঠ এখানে অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়।

——:০*০:——

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই চৈত্র সোমবার।

বক্তব্য বিষয়ের একাংশ লইয়া কার্য্য করিলে যে অনিষ্ট হয়, "অশ্বত্থামা হত" ইতি উচ্চপঠিত যুধিষ্ঠিরবাক্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহা রাই অবগত হইয়াছেন। কৃষকদিগের শিক্ষাকর প্রসঙ্গ লইয়া আমরা এই ভাবে কহিয়াছিলাম, নূতন কর ও নূতন বিদ্যালয় করিয়া বৃথা আড় ম্বর না করিয়া যে গুরুট্রেনিঙ পাঠশালা আরম্ভ হইয়াছে ও যাহাতে ব্যয় হইতেছে তদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধ হইতে পারিবে। শিক্ষাদর্পণ ইহার মধ্যগত একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মহা আস্ফা লন করিয়াছেন কিন্তু শিক্ষাদর্পণের প্রস্তাব লেখক নিশ্চয় জানিবেন, গুরুট্রেনিঙ পাঠশা লাগুলির বিষয়ে আমাদিগের যে সংস্কার জন্মি য়াছে তাহার অন্যথা হয় না। ভিন্ন গ্রামে গুলি হওয়াতে সেই সেই গ্রামে জ্ঞান বিস্তা লয় হইবার বিঘ্ন জন্মিয়াছে

সর জন লরেন্স পদত্যাগ করিবার সময় পঞ্জাবের প্রধান আদালতে এক জন এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের যে প্রস্তাব করিয়া যান, সর ডোনাল্ড মাকলিয়ড এই বলিয়া তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন, কোন শীখ এ পর্য্যন্ত উক্ত পদের উপযুক্ত হন নাই। বঙ্গদেশ হইতে এক জন বিচারপতি লইয়া গেলে শীখদিগের ...পর্শী ... অতিশয় কষ্ট হইয়া... করিয়া জানিলাম, তত্রত্য বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের নিক... মোক্তারগণের এই "দু... য়াছে। প্রসন্ন কুমার ঘোষ এক ...চারী। যে মকদ্দমা পুলিষ চ... ...তাহার অধিকাংশে অপরাধী... ...দণ্ড হই য়াছে। এ অবস্থা অতিশয় সুখকর।

গত শুক্রবার সর রিচার্ড টেম্পলের বাটীতে একটী সামাজিক মজলিস হইয়া গিয়াছে এদেশের অনেকে তথায় আহুত হই ছিলেন। তাঁহারা রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রীর ভদ্র তায় সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম, মান্দ্রাজের বিশ্ব বিদ্যালয় কেবল লিখিত প্রশ্নের লিখিত উত্তর লইয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বাচনিক পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ নিয়মটী উঠা অন্যায় হইয়াছিল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও বঙ্গদেশের ২১ খানি সংবাদপত্রের অধিকারী আবেদন করিয়াছেন দশ তোলা পর্য্যন্তের সংবাদপত্রে দুই পয়সার অধিক মাসুল লওয়া উচিত নহে। মাসুল ... হইলে সংবাদপত্রের গ্রাহকবৃদ্ধি হইবার বি... সম্ভাবনা আছে।

হিরাটে অতিশয় গুলাউঠা হইতেছে।

আজিম খাঁর পুত্রেরা অদ্যাপি বিলিস ও তক্কাবুল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু জাকুব আলি খাঁ তথায় থাকাতে সিয়ার আলি খাঁর আশঙ্কা নাই। বিখ্যাত আকবর খাঁর পুত্র জেলালুদ্দিন খাঁ আমীরের জামাতা। ইনি বিদ্রোহী হইয়া পেসোয়ারে পলায়ন করেন আমীর ইহাকে ক্ষমা করিয়াছেন।

হুয়াটি হগ সাহেব বিদায় লইবার দিবসে কলিকাতার জষ্টিসদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন তাঁহারা যেন সতর্ক হইয়া ইঞ্জিনিয়র ক্লার্কের প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন। ক্লাক সাহেব আপনাকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বলিয়া জানেন, তিনি কাহারও কথায় আপনার মত খণ্ডন করিতে চান না। তাঁহার আর একটি গুণ ... জষ্টিসেরা পাছে ভয় পান এই নিমিত্ত ... বিষয়ের বাজেট তাঁহাদিগকে এক কালে না দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেন ক্রমশঃ তাহাদি...

সামগ্রী আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। অতএব যাঁহারা আমাদিগের দেশের উন্নতিকাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমাদিগের অনুরোধ এই, তাঁহারা অগ্রে এ বিষয়ে মনোনিবেশ ও ইহার উপায় দেখণে প্রবৃত্ত হন।

—:০:—

পুলিষ ও ফৌজদারি বিচার।

আমাদিগের পুলিষের তুল্য অভা জন আর নাই; ইহাকে যত গালি সহ্য করিতে হয়, এমত অন্য কোন বিভাগীয় কর্ম্মচারীকে সহ্য করিতে হয় না। পুলিসের সহিত তুলনা করিলে পবলিকওয়াক কর্ম্মচারীদিগকে বহুগুণে সুখী বলিতে হয়। এ দিকে চোর ও দস্যু প্রভৃতি দুশ্চরিত্র লোকের সহিত পুলিষের সপত্নভাব, ও দিকে সাধু লোকেরা পুলিষকে অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া ঘৃণা করেন। দণ্ড হইলে অপরাধীরা শত্রু হয়, তাহারা নিষ্কৃতি পাইলে সর্ব্বসাধারণে পুলিসের বিপক্ষ হন। কোন দিকেই নিস্তার নাই। পুলিষ আপনার এই শোচনীয় অবস্থার এই কারণ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের প্রচুর ক্ষমতা নাই। তাঁহারা বন্দীভূত ব্যক্তিকে কোন কথা বলিতে পারেন না। মাজিষ্ট্রেটেরা তাঁহাদিগের কথায় অবিশ্বাস করেন এবং অনেক মাজিষ্ট্রেট সুযোগ পাইলে তাঁহাদিগকে দণ্ড দিতে ছাড়েন না। তাঁহারা পূর্ব্বতন ডাকাইতি কমিসনরের কথার উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রথম প্রথম বদমাইস দিগকে ধরিয়া অমনি হাজতে রাখা হইত, অনেকের ছয় মাস এক বৎসর পর্য্যন্ত বিচার হইত না। ইহাতে দস্যুরা ভীত হইত, ডাকাইতিও কমিয়াছিল। এক্ষণে পুলিষ কাহারে ২৪ ঘটিকার অধিক রাখিতে পারেন না এবং কথায় কথায় পুলিসের দণ্ড হয়। পুলিষ পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছাচার ও অসীম ক্ষমতার যে প্রার্থী হইয়াছেন, তাহা আর প্রদান করা উচিত নহে। এখ[illegible] য়াছে, তাহা অনু[illegible] থাকিলে পুলিষ অনেক [illegible] কৃতকার্য্য হইতে পারেন; কিন্তু পুলিষ ও বিচার প্রণালীতে একটী মহৎ দোষ আছে, তাহাতেই পুলিষের কৃতার্থতালাভের ব্যাঘাত জন্মেতেছে। এ দেশে সম্পত্তির অপেক্ষা লোকের শারীরিক স্বাধীনতাকে সামান্য জ্ঞান করা হয়। এক টাকার দেওয়ানী ডিক্রী হইলে তাহার আপীল হইয়া থাকে। কিন্তু এক মাস মিয়াদ ও ৫০ টাকা জরিমানার আপীল হয় না। সম্প্রতিঘটিত মকদ্দমাগুলি শিক্ষিত বিচারপতির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে; কিন্তু যে ফৌজদারি মকদ্দমায় লোকের ধন মান ও প্রাণের উপরে আঘাতসম্ভাবনা আছে, তাহার বিচার ভার কতকগুলি আইনের অনভিজ্ঞ মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পুলিস যেসকল মকদ্দমা নিজে চালান দেন, তাহাতে অধিকসংখ্যক লোকে দণ্ড পাইলে পুলিষের সুখ্যাতি হয়, সুতরাং পুলিষ যে সে প্রকারে দণ্ড দেওয়াইবার চেষ্টা পাইয়াথাকেন। এ স্থলে অনেক নির্দ্দোষের যে দণ্ড হয় তাহা বলা বাহুল্য। অপর, পুলিষ যে গুলি বি, সি, ও ডি তালিকাভুক্ত করিয়া দেন, তাহাতে দণ্ড না হয় এই তাঁহাদিগের চেষ্টা; এ তালিকাতে তাঁহারা যেমন দণ্ড দেওয়াইবার চেষ্টা পান অন্য অন্য মকদ্দমায় সেইপ্রকার শৈথিল্যপ্রদর্শন করেন। এইসকল কারণে যথার্থ বিচার হওয়া অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, প্রতি ফৌজদারী আদালতে এক এক জন আইনজ্ঞ উকীল নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। পুলিষ ইহার আজ্ঞা লইয়া প্রমাণসংগ্রহ করিবেন। উকীল বিবেচনাসহকারে আইন [illegible]চারী না থাকাতে দো[illegible] প্রায় ভাল হইতেছে না। কতক প্রমাণ পাইয়াই অপ[illegible] সেসিয়নে অর্পণ করেন, তথায় মকদ্দমা হয়; শিক্ষিত ব্যবহ[illegible] উভয়পক্ষ সমর্থন করেন। তখন [illegible] নূতন প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বে আইন বিরুদ্ধ যে কাজ হইয়া যায়, তখন আর সংশোধনের পথ থাকে না, কাজে কাজেই অনেক স্থলে যথার্থ অপরাধী নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ফলতঃ প্রথম আদালতে পুলিষ যে প্রমাণ পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করেন, হয় ত আইনে তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু প্রথমাবধি যদি এক জন উপযুক্ত লোকে রাজ্ঞীর পক্ষ হইয়া মকদ্দমা তদ্বির করেন, তাহা হইলে এসকল অনিষ্ট ঘটে না। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যবহারাজীবের অভাব নাই, অতএব কোর্ট ইনস্পেক্টরের পদ রহিত করিয়া প্রতি ফৌজদারি আদালতে এক এক জন উকীল নিয়োজিত করা অতিশয় আবশ্যক হইতেছে।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত বিল।

ইউরোপ হইতে এই সমাচার আসিয়াছে যে, ষ্টেট সেক্রেটারি সম্প্রতি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। সর ষ্টাফোর্ডনার্থ কোট গবর্ণর জেনরলকে যেসমস্ত ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করেন বর্ত্তমান ষ্টেট সেক্রেটারি ডিউক আর্গিলও তাহা করিয়াছেন। বো[illegible] বঙ্গদেশে এক জন সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন [illegible]

[illegible]রতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible]ধীন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে [illegible]দ হয়, তাহা এতদ্দ্বারা [illegible]ব; কিন্তু আমাদিগের অনু[illegible]ন, বিপরীত ঘটনা হইবে। [illegible]টেনেণ্ট গবর্ণর যদি কোন বিষয়ে [illegible] হন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিয়া [illegible]ই প্রশ্নের পুনরুত্থাপন করিতে পারিবেন। ইহাতে গোলযোগ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এপ্রকার সংস্রব রাখা উচিত নহে। অতএব লার্ড আর্গিন যে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা ত্যাগ [illegible] কর্ত্তব্য; তিনি পরীক্ষা করিতেছেন [illegible]ন্তু এ পরীক্ষায় আমাদিগের অমঙ্গল [illegible]ইবে। বঙ্গদেশে এক জন সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন শাসনকর্ত্তা নিয়োগের প্রয়োজন। যেপ্রকার কার্য্যবাহুল্য হইয়াছে [illegible] হইতেছে তাহাতে বর্ত্তমান প্রণালীতে কাজ হওয়া দিন দিন কঠিন হইয়া [illegible]ইতেছে। সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশ বৃহৎ ও সভ্য। এখানে যাহা ইচ্ছা করিবার যো নাই। সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সতর্ক হইয়া চলিতে হয় [illegible] বঙ্গদেশে এক জন [illegible]র্ণ ক্ষমতাপন্ন [illegible] নিয়োজিত করিয়া তাঁহার একটী মন্ত্রিসভা করা উচিত। এই মন্ত্রিসভায় [illegible] [illegible] সভ্য [illegible] কর্ত্তব্য [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

লার্ড আর্গিন [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা হইতে [illegible]

[illegible]ন উৎপন্ন হইবে [illegible] বোম্বাই ও মান্দ্রা[illegible] গবর্ণর জেনরলের [illegible]নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিবার চেষ্টায় আছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে গবর্ণর জেনরলের প্রয়োজন হইবে না। তাহাতে ভারতবর্ষের ব্যয়সংক্ষেপ রূপ মহান উপকার লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া আজি একটী শোকজনক সমাচার পাঠকগণের গোচর করিতেছি। ২৪ পরগনার অন্তঃপাতী হরিনাভির বাবু মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি হরিনাভি গ্রামের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। সাধারণের হিতকর যে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক, মাধব বাবু সকলের অগ্রসর হইতেন। তাঁহার চরিত্রগত কোন দোষ ছিল না। তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় সরল এবং হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অকপট আস্থা ছিল। তাঁহার তুল্য উত্তম লোক সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না। দয়াবীর শ্রীমুক্ত[illegible] শস্তুচন্দ্রের প্রাণ রক্ষার্থ সঙ্কটের অগ্রে আত্মাকে সমুপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে [illegible] তাঁহাকে বলিলেন, আমার সদৃশ ক্ষুদ্র প্রাণী কত জন্মিতেছে কত মরিতেছে; কিন্তু তোমার মত লোক সচরাচর জন্ম গ্রহণ করে না। আমরাও বাবু মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে ঐরূপ বলিতেছি। ফলতঃ তাঁহার মৃত্যুতে হরিনাভির অনেক ক্ষতি হইল।

নূতন পুস্তক।

১। দময়ন্তী। এখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। কৃষ্ণনগর কালেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাভারতীয় নলোপাখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত গদ্যে ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি অতি সরল সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে।

২। তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠব্যাখ্যা। বঙ্গভাষা ও ইংরাজী অনুবাদও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা ও উভয়বিধ অনুবাদ সকলগুলিই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার সাহায্যলাভ হইলে অপরের নিকটে অধ্যয়নের প্রয়োজন হইবে না।

৩। রাজনিয়ম ও ব্যবস্থাসংহিতা। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ব্লাকষ্টোন ও কেণ্ট যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ব্যবস্থা সংগ্রহ করেন, বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই সংগ্রহ উকীল ও আইনশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে অতিশয় উপকারী হইবে। লেখা উত্তম হইয়াছে, কিন্তু একটী অভাব দেখা যাইতেছে গ্রন্থকার কেবল বিচারালয়ের নজির ধরিয়া সন্তুষ্ট থাকেন কেন? আত্মমত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এই মতের অনুমোদনের নিমিত্ত বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলে গ্রন্থখানি কেবল ব্যবহারাজীবের পক্ষে নহে, সাধারণ পাঠকেরও প্রীতিকর হইবে।

৪। ছাত্রবোধ। হিন্দুস্কুলের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় ইহার রচনাকর্ত্তা। পুস্তকখানি পদ্য ও গদ্যে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে বিস্তর নীতিগর্ভ উপদেশ আছে। দ্বারকানাথ রায় নূতন লেখক নহেন; তিনি এক জন কবি বলিয়া বিখ্যাত। পুস্তকখানির নাম ছাত্রবোধ; কিন্তু পণ্ডিতদিগেরও এতৎপাঠে সুখে সময়ক্ষেপ হইবে।

প্রাপ্ত।

অমৃতসর। পঞ্জাব।

[illegible] লাহোরের প্রায় ১[illegible] [illegible] শত্রু বস্থ। পঞ্জাবের মধ্যে ইহা একটী অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন প্রসিদ্ধ নগর, বিপাশা ও রেবতী সিন্ধু নদীর এই দুই উপনদীর মধ্যবর্ত্তী। রামদাস নামক শিখদিগের চতুর্থ গুরু ১৫৮১ খ্রীঃঅব্দে এই স্থানে অমৃত সরোবর নামে একটী জলাশয় খনন করেন, সেই জন্য এই নগরের নাম অমৃতসর হইয়াছে। এই সরোবরটী শিখদিগের প্রধান তীর্থস্থান।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তির সময় এই স্থানে মহাসমারোহে মেলা হয়। শুনিলাম ঐ সময়ে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয় এবং অশ্ব হস্তী গো, মহিষপ্রভৃতি জন্তু বিক্রয় হয়। প্রায় দুই শতাব্দী হইল মুসলমান সম্রাট শিখদিগের উন্নতিতে জাতক্রোধ হইয়া এ সরোবর পূরাইয়া দিয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্মের নিষিদ্ধ অনেক অত্যাচার করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে শিখেরা একতাবলম্বন করিয়া মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিল এবং এই অমৃত সরোবরের উদ্ধারসাধন করিল।

এই সরোবরটী দেড়শত ফুট হইবে - ইহাতে অনেক জল আছে, অসংখ্য লোকে স্নান করে, তথাপি ইহার বারি অতি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ রহিয়াছে শুনিলাম, পর্ব্বতনিঃসৃত নির্ঝর হইতে ইহাতে জল আসে। এই জলাশয়ের ঠিক মধ্যস্থলে বিষ্ণুর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরটীর ভিতর উপর শিখরদেশ এবং চতুর্দ্দিক স্বর্ণপাত্র মণ্ডিত এবং মধ্যে মধ্যে শ্বেত, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ মূল্যবান প্রস্তর খচিত হইয়াছে। জলাশয়ের উপকূল হইতে মন্দিরে যাইবার জন্য মনোহর প্রস্তরের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিবার ও বসিবার জন্য প্রস্তরের টাইল বসান হইয়াছে। যখন আমরা শিখদিগের এই "গুরুদরবার" (এ অঞ্চলের লোকে ইহাকে গুরুদরবার কহে) দেখিতে গমন করি, ইহার চতুর্দ্দিকের মনোহর ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কবিদিগের বর্ণিত কৈলাস বা বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিতেছি। আগ্রার তাজমহল ভারতবর্ষ মধ্যে একটী আশ্চর্য্য পদার্থ বটে, কিন্তু এই গুরুদরবারের গম্ভীরতা, উপাসকদিগের পবিত্র ভাবপ্রভৃতি দেখিলে মনোমধ্যে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা বোধ হয় তাজমহলে হয় না। আমরা দুই দিন ঐ স্থানে গিয়াছিলাম; দুই দিনই সমান উৎসব লক্ষিত হইল পুষ্করিণীর কূলে কোন স্থানে উচ্চৈঃস্বরে বাবা নানকের গ্রন্থ পঠিত হইতেছে শ্রোতৃগণ একমনে শুনিতেছে, কোনস্থানে আমাদের দেশের কথকদিগের ন্যায় কথা হইতেছে, চতুর্দ্দিক [illegible] আছে। কাম স্থ[illegible] বিশুদ্ধ তানলয় [illegible] স্থানে শুভ্র শ্মশ্রুধারী ঋষিদিগের ন্যায় শিখ উপাসকেরা নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। সেতুর দুইপার্শ্বে যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি নিস্তব্ধ ভাবে উপবেশন করিয়া আছে। এসকল দেখিতে দেখিতে আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম গৃহের মধ্যস্থলে বহুমূল্য আসনের উপর গুরু নানকের বৃহৎ গ্রন্থ স্থাপিত হইয়াছে ও স্বর্ণখচিত বস্ত্রের দ্বারা ঐ গ্রন্থ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। উপরে মহামূল্য চন্দ্রাতপ; প্রাচীরে মনোহর কারুকার্য্য; বিবিধ রত্নখচিত মনোহর সোণার ফল, প্রস্তরের উপর আশ্চর্য্য ক্ষোদিত কার্য্য; মধ্যে মধ্যে দর্পণ সংস্থিত হওয়াতে ঐসকলের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া গৃহটী যেরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। মহাশয়! এসকল বিষয় স্বচক্ষে না দেখিলে ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায় না। দেখিলাম, এই গৃহের ভিতরে উপরে ও চতুর্দ্দিকে অগণ্য নর নারী উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। নবাগত যাত্রীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ও দক্ষিণাদি দিয়া যাইতেছে। গ্রন্থের সম্মুখস্থ স্থানটী পয়সা কড়ি ও খাদ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। গৃহের এক পার্শ্বে বাদ্যসহকারে মনোহর সঙ্গীত হইতেছে। যদিও আমরা গান বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু স্বরের মধুরতা তান লয় বিশুদ্ধভাব শুনিয়া হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। শুনিলাম, এই স্থানে প্রায় অষ্ট প্রহরই এইরূপ উৎসব হইয়া থাকে। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও অন্যান্য শিখ আত্মীয় প্রধান লোকদিগের হইতে মন্দিরের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এক স্থানে এত স্বর্ণরাশি দেখা আশ্চর্য্যের বিষয়। রণজিৎ সিংহ যে কত বড় সম্রাট ছিলেন বলা যায় না; তিনি যথার্থ "পঞ্জাবের সিংহ" ছিলেন। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরও রণজিৎসিংহ কর্ত্তৃক স্বর্ণমণ্ডিত হয়। মহাশয়! কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেও সর্ব্বদা উৎসব হয় বটে; কিন্তু প্রায় রাত্রি দিন পূজা... যাপন করেন প্রত্যহ নান... কিছু কিছু পাঠ করিয়া থা... বর্ষে চৈতন্য, রামচন্দ্র, নান... সময়ে একটী একটী মহৎ ... করিয়া যে কি কাণ্ডই করিয়া... ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। আপনার... বর্গের মধ্যে যদি কেহ শিখদিগের আচা... ব্যবহার ধর্ম্ম নিয়মপ্রভৃতি জানিতে চান... আমি সন্তুষ্টচিত্তে অবকাশমতে আপনা... পত্রে প্রকাশ করিতে পারি। মহাশয়! আম... দের ইংরাজ বাহাদুরেরা কি কালীঘাট কি বিশ্বেশ্বরের মন্দির সকল দেবতার প্রাঙ্গ... অবলীলাক্রমে উপানৎসহকারে গমন করেন কিন্তু এখানে শিখদিগের ক্ষমতাকে ভয় করিয়াই হউক বা বিদ্রোহঘটনা হইবার ভয়েই হউক জুতা খুলিয়া যাইতে হয়; গবর্ণর জেনরল বাহাদুরও জুতা খুলিয়া এখানে গমন করেন।

আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা এসকল অঞ্চল দেখেন নাই, তাঁহারা যদি সামান্য পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া ভারতবর্ষের এইসকল কীর্ত্তি এক এক বার দেখিয়া যান তাহা হইলে জানিতে পারেন যে এই ... ভারতভূমি কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী ছিলেন।

অমৃতসর নগরটীও অতি বৃহৎ ও বহুজন... কীর্ণ। গলিসকল সংকীর্ণ অট্টালিকাসকল প্রায় তিনতল ও চারিতল ও অতি উচ্চ; ... গুলি অতি সঙ্কীর্ণ, কিন্তু লাহোর... কাশীর নগরাংশটী যেরূপ জঘন্য, ... সেরূপ নহে, গুরুগোবিন্দের নামে ... সিংহদ্বার এখানে একটী সুদৃঢ় ও ... দুর্গ আছে এখন এই দুর্গটীতে ... সৈন্য রহিয়াছে, নগরটীর চতুর্দ্দিক ... ও উচ্চ সুদৃঢ় প্রাচীর এব...

সোমপ্রকাশ

১১ শ. ভাগ। ২১ সং

« প্রবসনো নিছিনায় পার্থিবঃ সজ্জনো অনিমন্থনী ম আয়মা। »

মাসিক মূল্য ১ এক অগ্রিম বার্ষিক ১০ দশ
অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ সাড়ে পাঁচ টাকা। | সন ১২৭৫। ২৪এ চৈত্র। ১৮৬৯। ৫ই এপ্রেল | মফস্বলে মাসুল সমেত আ৫
ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০এ চৈত্র রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘট কার সময়ে এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১লা বৈশাখ সোমবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথাসময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আগমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মোপাসনা করিবেন।

—:০:—

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের মহৌষধ।

প্রমেহাদি রোগ প্রযুক্ত যাহাদিগের মূত্রদ্বার রুদ্ধ হইয়া অধিক কষ্টে প্রস্রাব হয়, আমি অবধৌতি মতে ঐ ব্যাধির এক মহৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তদ্দ্বারা অনেকে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এক দিবস ভক্ষণ করিলে অশীতি বর্ষাধিকের ব্যাধিও আরোগ্য হইবে, অথচ তাহ ভক্ষণে কিছুমাত্র কষ্ট নাই। অতএব যাহাদি গের প্রয়োজন হয়, ডাক মাসুল সমেত ৫।৶০ টাকার পোষ্ট ষ্টাম্প অথবা হুণ্ডী আমার নিকটে পাঠাইলে ঔষধসেবনের নিয়মাবলীসহ ঔষধ পাইতে পারিবেন।

জেলা মুরসিদাবাদের অধীন আজিম গঞ্জস্থ রায় ধনপত সিংহ বাহাদুরের জমীদারি কাছারীর দেওয়ান

শ্রীগঙ্গাদাস রায়।

—:০:—

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়প্রণীত ধাত্রী শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রিত হইয়া পটোলডাঙ্গা বাবু দ্বারকানাথ দর্শ কোং পুস্তকালয়ে বিক্রয় হই তেছে। উত্তম কাপড়ে বাধান মূল্য ১॥০ টাকা।

প্রথম ভাগ। ১ ঐ

শরীরপালন মূল্য ।০ আনা

—:০:—

সকলকে জানান যাইতেছে, ঠিকানায় মাতলা রেলওয়ের সোণাপুর ডাকঘর হইয়া এইরূপ লেখা থাকাতে অনেক চিঠি মাতলায় গিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আমাদিগের পত্র পাইবার বিলম্ব এবং মাতলার ডেপুটি পোষ্টমাষ্টারের কার্য্য ক্ষতি হয়। অতএব ভবি ষ্যতে যাঁহারা আমাদিগের নিকটে পত্র প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা "কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব সোণাপুর ডাকঘর হইয়া চাঙ্গড়িপোতা" এই মাত্র লিখিবেন। "মাতলা রেলওয়ে" ইহা লিখিবার প্রয়োজন নাই।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক।

—:০:—

"তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠ ব্যাখ্যা ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ সমেত শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১।০, গ্রহণকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা কলিকাতা সংস্কৃতপ্রেসডিপজিটরীতে বাবু কি প্রাদস এণ্ড কোং দোকানে ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের প্রেসে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।"

—:০:—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সন হালের ২০ মার্চ তারিখে শনিবার বেলা ১১ ঘণ্টার সময় মোকাম বর্দ্ধমান দামোদর ডিবিজনের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র সাহেবের আপিসে রূপনারায়ন ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাকসী ও গাইঘাটনামক খালের সন ১৮৬৯ সালের ১লা এপ্রেল অবধি সন ১৮৭০ সালের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের নিমিত্ত মাশুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রি করা যাইবে।

প্রত্যেক নীলাম ডাকনীয়া ব্যক্তিকে নীলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে, তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে এবং উক্ত পদের নীলাম ডাক নীয়া ব্যক্তির আমানতি টাকা ইজারার ঐ কিস্তীর পরিমাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

এইচ, ডবলিউ, গারনট, কাপ্তান আর, ই,
একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র, দামোদর
ডিবিজন।

—:০:—

কামিনী নাটক।

বহুবাজার ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ প্রেসে প্রাপ্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল এক আনা মাত্র।

—০—

বাঙ্গলা চণ্ডকৌশিক নাটক।

সিমুলিয়া কাঁসারিপাড়াহিতৈষী যন্ত্রে ও কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, মূল্য ।৶০ আনামাত্র।

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল।

—:০:—

বাল্মীকি রামায়ণ

চতুর্থ খণ্ড।

প্রত্যেক খণ্ড ১০ ফরমা।

এই পুস্তক নাগরাক্ষরে মূল ও টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আমার নামে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে প্রত্যেক খণ্ডে অতিরিক্ত এক আনা মাশুল দিতে হইবে।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

—:০:—

গতকল্য লার্ড মেয়ের বাটীতে ইষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে যে ভোজ হয়, তাহাতে সর জন লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ সুরা পান করিলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন লোক সন্তুষ্ট করিয়া ভারতবর্ষ শাসন করা অতি শয় কঠিন; অতএব তিনি আহ্লাদসহকারে গবর্ণর জেনরলের পদত্যাগ করিয়াছেন।

গত কল্য ডোবার মহানাতে প্রবল বাত্যা হইয়া কল্য হইতে আগত আনিশার্প জাহাজ ভগ্ন করিয়াছে।

গত কল্য অনেক কষ্টে ডোবারে বলন্টিয়র দিগের প্রদর্শন হইয়াছে।

পেটি সংবাদপত্র বলেন, যেসকল ফরাশী সৈন্যের ৬০ মাসের বিদায় অতীত হইয়াছে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার শিবিরে আনিবার আজ্ঞা হইয়াছে। ৬০,০০০ সৈন্যকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্টগবর্ণরের

আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ।

২৪ এমার্চ। সি. এফ. মাগ্রাথ সাহেব পাটনার সহকারী মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা পাইবেন।

২৯ এ মার্চ। নদীয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর জে, মনরো সাহেব প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

বগুড়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ডবলিউ, ওয়েবেল সাহেব প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

জে, এম, জি, চিক সাহেব বাকুড়ার সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

যতদিন টি, নর্ম্যান সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, ততদিন ডবলিউ, গার্ডার সাহেব রাজসাহির প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইবেন।

যত দিন বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় নাটোর উপবিভাগের ভার পাইয়া প্রথম শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ও সেসিয়নে সমর্পণ করিবার অভিযোগের প্রথম বিচার করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

যত দিন এচ, লিড্‌স সাহেব বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন কাপ্তেন ডবলিউ জে, লিটন বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বন রক্ষক হইবেন।

১ লা এপ্রেল অবধি নিম্নলিখিত ভদ্র লোকেরা অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর হইবেন

সি. ডবলিউ. উইলমট সাহেব প্রথম শ্রেণিতে।

বাবু কালীদাস পালিত দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

এ. ডবলিউ. কসারাট, জে, বি. সাড ওয়েল ও এচ. এফ. মেটকাফ সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে।

ডবলিউ. এম, স্মিথ সাহেব চতুর্থ শ্রেণিতে।

এ, রাণ্ডে ও জে, এফ, বু মহাট সাহেব পঞ্চম শ্রেণিতে।

আর. এচ. বেশিস সাহেব ষষ্ঠ শ্রেণিতে।

ডগলাস. হোয়াইট সাহেব সপ্তম শ্রেণিতে।

মঙ্গলদিহির অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর জে. জে, এস, ডাইবর্গ সাহেব তৃতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হইবেন।

শিবসাগরের প্রতিনিধি অতিরিক্ত কমিসনর সি, জে, কাউইই সাহেব সপ্তম শ্রেণিতে সম্পূর্ণ রূপে নিযুক্ত হইবেন।

১ লা এপ্রেল অবধি নিম্নতর শাসন কার্য্যের পশ্চাল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ উন্নীত হইবেন।

প্রথম শ্রেণিতে।

টি, এ. ডলো সাহেব।

ডবলিউ, সি, কটলি।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে।

বাবু কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

এফ, জে, আর, ওয়াকার সাহেব।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু।

তৃতীয় শ্রেণিতে।

বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

এস, সি. হামটন সাহেব।

ই. বি, গডফি ঐ।

মৌলবী আবদুল অকর।

বাবু ভগবানচন্দ্র বসু বর্দ্ধমানস্থ

মৌলবী দলিলদ্দিন।

চতুর্থ শ্রেণিতে।

বাবু পূর্ণচন্দ্র নিয়োগী।

ঐ গোকুলচন্দ্র রায়।

ঐ গোলোকচন্দ্র রায়।

ঐ কালী প্রসাদ সেন।

৩০ এ মার্চ। চট্ট রেজিষ্টার বাবু নীলমণি ষ্টার হইবেন।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি ষ্টার বাবু নৃত্যলাল দে রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু টমাস মহেন্দ্রলাল বসু সম্পূর্ণ সব রেজিষ্টার হইবেন।

বাবু রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বীরভূমের সাং বিদ্যাশিক্ষা সভার সভ্য হইবেন।

এচ. এল. ডাম্পিয়র।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।

বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিভাগ।

১০ ই মার্চ। ১৮৬৮ অব্দের ১৪ আইনের ১২ ধারানুসারে ডাক্তর এ. জে, পেইন কলিকাতা ও উপনগরের বেশ্যা চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া চিকিৎসাকার্য্যের বন্দোবস্তের সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক হইবেন।

২৩ এ মার্চ। যত দিন সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন জনরঞ্জন পাল উপনীত না হন, তত দিন তৃতীয় শ্রেণির সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন গোপালচন্দ্র দে সাওতাল পরগণার গোটীকা প্রতিনিধি ডেপুটি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

২৪ এ মার্চ। মহিষাদলের অন্তর্গত রথখক্তা বাজারের দাতব্য চিকিৎসালয় চালাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ভদ্রলোকেরা সভ্য হইবেন।

রাজা লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গ।

বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ।

ঐ কান্তিচন্দ্র দাস।

ঐ নীলমণি মণ্ডল।

ঐ রাধাগোবিন্দ বসু।

যত দিন ডাক্তর সি. টি, ও, উডফোর্ড বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবেন, তত দিন মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ের প্রতিনিধি হাউস সার্জ্জন ডাক্তর জে, এচ, জনষ্টোন আপনার কার্য্যের উপর প্রতিনিধি পুলিষ সার্জ্জন হইবেন।

২৫ এ মার্চ। আর, বডাম সাহেব লোহারডগার প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

সি, বেবন সাহেব মুঙ্গেরের প্রতিনিধি সহকারী পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

পুলিষের নিম্নলিখিত প্রতিনিধি [illegible] হইল।

বেলিক এক ব্যক্তিরে ধৃত করিতে যায়। প্রত্যর্থিকে দেখিতে পাইয়া সে অর্থীর নিকটে ৫ টাকা চাহিল; অর্থী এক টাকা দেওয়াতে সে দেনদারকে গ্রেপ্তার করিল না। এ বিষয়ে জজদিগের নিকটে নালীশ হওয়াতে হপকিন্সকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। এক জন এতদ্দেশীয় হইলে পুলিষে প্রেরণ করা হইত সন্দেহ নাই।

এক জন মাতাল ইউরোপীয় সম্প্রতি কান পুর রেলওয়ে ষ্টেসনে গমন করে। শকট স্থগিত থাকিতে সে কোন প্রকারে আরোহণ করিল না কিন্তু ছাড়িবা মাত্র এই মাতাল যেমন গাড়িতে উঠিতে যাইবে, তেমনি রেইলে পতিত হইয়া শকট চক্রে হত হইয়াছে। মাতালকে শকটে উঠিতে দেওয়া হইবে না এমত নিয়ম আছে। ষ্টেসনমাষ্টর কি নিমিত্ত এই হতভাগ্যকে ষ্টেসন হইতে বহিস্কৃত করেন নাই তাহা জানা উচিত।

মার্সেলিস দিয়া না গিয়া ব্রিণ্ডিস হইতে অষ্টেণ্ড পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মেইল ও আরোহিগণের গমনাগমনের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইটালীর রেলওয়ে কোম্পানিসমূহ শক্ত শকট প্রস্তুত করিতেছেন। আরোহীদিগের সুবিধার্থ আহার ও নিদ্রার শকট হইবে। ইটালী হইয়া জর্ম্মনির মধ্য দিয়া মেইল গমনাগমন করিলে অনেক সময় বাঁচিবে।

২০ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা ১৮৭১ সালের পরীক্ষার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে উন্নতি দৃষ্ট হইল। এক মার্শমান প্রভৃতি পাড়ন ছিল, তাহা গিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস এবং বি, এ, পরীক্ষার্থীদিগকে পঞ্চম চারলসের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। রোম ও গ্রীসের ইতিহাস পাঠ না করিলে ইউরোপের ইদানীন্তন ইতিহাস বুঝা সহজ হয় না। মার্শমানের ভারতবর্ষের ইতিহাস পক্ষপাত ও ভ্রমপূর্ণ, এখানি পরিত্যাগ করিয়া এলফিনষ্টোন পুন গ্রহণ করা অতিশয় কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস মরে ও কাইটলিতে পাওয়া যাইবে। আমরা দুঃখিত হইলাম বাঙ্গালা পুস্তক সেই সেকেলে ভাবে রহিল। এক্ষণকার চলিত বাঙ্গালার সহিত রাজদূতপ্রভৃতির বাঙ্গালার তুলনা হয় না।

চাপরার বাবু বনয়ারিলাল তথায় একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া একটী সরাইয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা দিতে চাহেন। তিনি বলেন এই টাকা চাপরার মিউনিসিপালিটির হস্তে থাকিবে। সরাই হইতে টাকার যে উপস্বত্ব হইবে, তাহার কিয়দংশ দরিদ্র ভ্রমণকারীদিগকে আহার দিতে ব্যয় হইবে। মাসিক ১০ টাকা বেতনে দুইজন সরকার থাকিবেন। সদাব্রতে বার্ষিক ১০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং পদার্থীদিগকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত প্রত্যহ দুই প্রহরের সময়ে একটী তোপ হইবে। পাটনার কমিসনরের অনুরোধে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর আহ্লাদসহকারে বাবু বনয়ারিলালের দান গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ দিয়াছেন।

নিয়মবহির্ভূত প্রণালীর অধীনে কত সুখে বাস করা যায়, তাহার আর এক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টর আনাটুন ও উকীল ডাক্রন লক্ষ্ণৌএর কমিসনরের নিকটে একটী আপীলী মকদ্দমার তর্ক করিতে গমন করেন। তাঁহারা আদালতে যাইবামাত্র করি সাহেব বলিলেন তাঁহাকে অবিলম্বে মফস্বলে গমন করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। কবে প্রত্যাগমন করিবেন, স্থিরতা নাই। ব্যবহারাজীবগণ শুষ্ক মুখে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু অর্থী আলাহাবাদ হইতে ইহাদিগকে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে এটী বড় তামাসার কথা নয়। যিনি শাসন কার্য্য করেন, তিনিই আবার বিচারপতি এনিয়ম কি ভয়ানক নহে?

বোম্বাইয়ের ডাক্তর উইলসন কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে গমন করিবেন। এতদ্দেশীয় সমাজ উইলসন সাহেবকে বড় চিনিলেন না।

অদ্যাবধি বেশ্যাদিগের রেজিষ্টরি আরম্ভ হইবে। ডাক্তর এ জে পেইন পর্য্যবেক্ষক হইয়াছেন। তাঁহার অধীনে ইত্যাদি সহকারী সার্জ্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে। কতক গুলি বেশ্যা ভয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

২৪এ মার্চ লাহোরে ভূমিকম্প হইয়াছে।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেন্ট রাজকুমার আজিম জাহের বলিয়াছেন, . . . দিগের সহিত তিনি বন্দোবস্ত না . . . তাহা হইলে তাঁহার ঋণশোধের নিমিত্ত . . . ২ লক্ষ টাকা দিবার কথা ছিল, তাহা . . . হইবে না।

গত সোমবার জন, ক্রকেন . . . স্মরণার্থ ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে ইং . . . সভা হই

. . . দেশের শাসনপ্রণালী . . . ছিলেন। বিচার . . . বিষয়ে ভারতবর্ষীয়গণ . . . নিকটে ঋণী।

মফস্বলাইটের নামে . . . নিম্ন আদালত ১০০০০ টা. . . যে আজ্ঞা দেন, আপীলে তাহা . . . হইয়াছে। মফস্বলাইট বলেন, কয়েক . . . দেশীয় উক্ত পত্রের অধিকারী। যে . . . তাঁহাদিগের ১০,০০০ টাকা দণ্ড হইল, ইউরোপীয় অধিকারী হইলে সে দোষে অনেক লঘু দণ্ড হইয়া থাকে। সম্পাদক উপসংহারে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এই সকল বিচার দর্শন করিয়া এতদ্দেশীয়েরা কি মনে করিবেন? সূক্ষ্ম বিচার!

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৪ টাকা সুদের কাগজের বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত সর রিচার্ড টেম্পল আগামী সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। রাজধানীতে থাকিয়া পবলিকওয়ার্ক বিভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি ভাল হয় না?

উক্ত পত্র বলেন, আগামী শীতকালে মেইন সাহেব পদত্যাগ করিবেন। তিনি আর কিছু কাল এদেশে থাকেন, এই নিমিত্ত অনুরোধ করা হইয়াছিল; কিন্তু অক্সফোর্ডে এক জন আইনের উপদেশকের পদ হইতেছে। মেইন সাহেব তাহা গ্রহণ করিবেন। মেইন সাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ বিনিয়োজিত করেন নাই।

২১এ চৈত্র শুক্রবার

আগামী বর্ষের প্রবেশিকা পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংরাজী সাহিত্য।

ডাক্তর ডবলিউ রবসন।
জে কে, রদারস, সাহেব।
এইচ, রবর্টস সাহেব।
রেভারেণ্ড জন সেলার সাহেব

গ্রিক ও লাটিন।

এ ভ্রুলি . . . সাহেব।
রেভারেণ্ড যে এস বসন্ট সাহেব

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা।

পণ্ডিত হরিনাথ ন্যায়রত্ন।
বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানগর ৬

তথা হইতে জঙ্গিপুর

১৩॥ মাইল মধ্যে ১ ৯

জঙ্গিপুর হইতে বহরমপুর

৪৬ মাইলের মধ্যে ২

বহরমপুর হইতে কাটোয়া

৫০ মাইলের মধ্যে ২ ৯

কাটোয়া হইতে নদীয়া

৪৬ মাইলের মধ্যে ২ ৬

সন ১৮৬৯ সালের ২৯ এ মার্চ তারিখে বহরমপুর গঙ্গাঘাটের জলের মাপ।

ফুট ইঞ্চি

৩৮ ৯

বহরমপুর ২৯ মার্চ ১৮৬৯ } শ্রীযাক সি ই, উইল্ক একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র নদীয়া লোকাল রিবার ডিবিজন।

—:০:—

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এক ব্রাহ্মণ যিনি সন ১৮৬৯ সালের ১৫ মার্চ সোমবার সাঁইথিয়া ইষ্টেসনে নিম্নাভিমুখ ৮ নং রেলগাড়ি হইতে পতিত হইয়া হত হইয়াছে, তাহার অবয়বের বিবরণ।

নাম ধাম অজ্ঞাত। কৃষ্ণবর্ণ। বয়ঃক্রম অনুমান ৩০ বৎসর। স্বাভাবিক আকৃতি। বসন্তের দাগ এবং নাকের উপর হইতে কপাল পর্য্যন্ত ক্ষতে দাগ। মস্তক গোঁপ দাড়ি এবং ভ্রূ মুণ্ডন করা। ইহাতেই অনুভব হয় যে ঐ ব্যক্তি প্রয়াগে (এলাহাবাদ) তীর্থ করিয়া প্রত্যাগমন করিতে ছিল। উহার অঙ্গে একটী সুবর্ণ এবং একটী রূপার অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলীসের এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের আফিস ... ২২এ মার্চ ... সাল } (স্বাক্ষরিত) কিউ, ডি, পাসন্স কাপ্তেন আসি ষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনেরেল

—:০:—

... করণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব। ... ভাষায় ফিজিসিয়ন এণ্ড প্র্যাকটিস ... উদিন সূচীপত্র সবলিত ৮ পেজি ফরমার ... পৃষ্ঠা উত্তম বাঁধা মূল্য ১০ টাকা ডাকমাশুল সহিত ১০৷৷০, শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম, বি, কর্ত্তৃক সংগৃহীত। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেল ২৮৮ নং ভবনে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

২৯ এ চৈত্র সোমবার।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলের মকদ্দমার শেষ হইয়া গিয়াছে। বাবু প্রমোহন ঠাকুরের জয় ও জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরের পরাজয় হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে মকদ্দমার সমুদায় ব্যয় দিতে হইবে। প্রধানতম বিচারালয়ের ইদানীন্তন ভাব দেখিয়া আমাদিগের পূর্ব্বে এরূপ অনুমান হয় নাই যে, এপ্রকার বিচার হইবে। বোধ হয়, অনরেল ফিয়ার সাহেব বিচারপতির আসনে উপবেশন এবং আডবোকেট জেনরল কোই সাহেব উইলের পক্ষসমর্থন করাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। রাজা রাধাকান্ত দেবের উইল ও জয়কালীর মকদ্দমার বিচার দর্শন করিয়া প্রধানতম বিচারালয়ের উপরে আমাদিগের নিতান্ত অনাস্থা জন্মিয়াছে। জীবদ্দশায় আমার বিষয় আমি যা ইচ্ছা তাই করিতে পারি, অন্য কথা কি জলে ফেলিয়া দিলেও কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না; কিন্তু মৃত্যুকালে সেই বিষয়ের আমি যথেচ্ছ বিনিয়োগ করিলে সিদ্ধ হইবে না, ইহার তুল্য অদ্ভুত সিদ্ধান্ত আর কি আছে? হিন্দুশাস্ত্রকারেরা স্বত্বের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদি যথেষ্টবিনিয়োগক্ষমতা না থাকে, তাহা অনুপপন্ন হয়। যিনি যে বিষয় অর্জ্জন করেন, অথবা যে বিষয়ের অধিকারী হন, তাহা চির অক্ষুণ্ণ থাকিয়া নিজ বংশের নামরক্ষা হয়, হিন্দু মাত্রেরই এই ইচ্ছা। কাহারে বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ভার সমর্পণ করিলে অথবা কিপ্রকার ব্যবস্থা করিলে বিষয় রক্ষা হয়, বিষয়াধিকারী যেমন বুঝিতে পারেন, অন্যে সেরূপ পারেন না। এরূপ স্থলে বিচারপতির নিজ ইচ্ছামত উইল অসিদ্ধ করা যে কতদূর ... থান, কোন ... হইবার সম্ভাবনা নাই।

অপর, সদাশয় ব্যক্তি ... ও চেষ্টা এই, সমাজ ... স্রোত প্রবল না হয়। ব্যক্তি ... হইলেই সমাজ উৎসন্ন হইয়া ... কিন্তু জয়কালীর মকদ্দমার নিষ্প... দর্শন করিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিয়া হিন্দু সমাজকে উৎসন্ন করাই অত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের উদ্দেশ্য।

—:০:—

মান্দ্রাজের লার্ড নেপিয়র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশক।

মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লার্ড নেপিয়র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ জন উপদেশক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথম ব্যক্তি বাটীপ্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ও কলের বিষয়ে, দ্বিতীয় ব্যক্তি পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যার বিষয়ে, তৃতীয় ব্যক্তি ইতিহাস ও সাহিত্যের বিষয়ে, চতুর্থ ব্যক্তি জ্যোতিষ বিষয়ে এবং পঞ্চম আইনের বিষয়ে উপদেশও শিক্ষা দিবেন। এই সকল লোককে উচ্চতর বেতন দিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করা তাঁহার অভিমত। শাসনকর্ত্তার দুই জন মন্ত্রী তাঁহার প্রস্তাবের মূল যুক্তির অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু উপদেশকের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে। এক জন বলেন, বাটী প্রস্তুত করিবার উপদেশকের প্রয়োজন নাই; আর এক জন সংস্কৃত অধ্যাপক নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। এবিষয়ে মান্দ্রাজের ডিরেক্টরের মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছেন, এ বন্দোবস্তে কতকগুলি টাকা বৃথা নষ্ট

...ধ্যর ত...

...ব? ইউরোপ ও আমে... প্রণালী আছে; কিন্তু ...র্যের মত শ্রীবৃদ্ধি হই...ন তাহা হয় নাই। শিক্ষা সবিশেষ উন্নতি না হইলে বিশ্ব...র উপদেশক হইতে কাজ হয় না। পাউএল সাহেব বলেন শিক্ষাই হিন্দুদিগের পক্ষে ভাল, ইউরোপে উপদেশ দিবার যে প্রণালী আছে, তাহা এতদ্দেশীয় দগের হৃদয়গ্রাহী হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে এ কথা অসঙ্গত হইতেছে না। আইনের উপদেশশ্রেণীতেই তাহার পরীক্ষা হইতেছে। অধ্যাপক বকিয়া যানমাত্র; ছাত্রগণ কিছুই শ্রবণ করেন না। তাঁহারা কেবল গৃহে পাঠ করিয়া পরীক্ষা দেন; আজি যদি উপদেশ শ্রবণ না করিয়া পরীক্ষা দিবার নিয়ম হয়, কল্য আইন শ্রেণি শূন্য হয়।

প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কি? কয়েকজন উপদেশক করিলে ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞানের যে উচ্চতর শিক্ষা হইবে, যাবতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহার ফলভোগী হইবেন। এক্ষণে প্রতিকালেজে প্রত্যেক বিষয়ের নিমিত্ত এক একজন অধ্যাপকের প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক হইলে এইসকল বিদ্যালয়ের সেই সেই বিষয়ের অধ্যাপকের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট যে সাহায্য দেন তাহা লাগিবে না। কেবল ব্যয় সংক্ষেপের উদ্দেশে যদি এই প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, ইহাতে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভসম্ভাবনা নাই। যাহারা শিক্ষাপথে কেবলমাত্র প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কেবল উপদেশ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন, তাহা কোন...নই সম্ভাবিত নহে। তবে কালেজে যেরূপ শিক্ষা ও অধ্যাপকনিয়োগের নিয়ম আছে, তাহা অবিলুপ্ত থাকিয়া যদি লার্ড নেপিয়রের প্রস্তাবানুরূপ কার্য্য হয় তাহাতে আপত্তি নাই। বরং তাহাতে বিশেষ উপকারলাভসম্ভাবনা আছে। কালেজে যে শিক্ষালাভ হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকের নিকটে উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেবল যে তাহা মার্জ্জিত হইয়া উঠিবে এরূপ নয়, নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে। ফলতঃ লার্ড নেপিয়রের যদি এটী অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক।

—:০:—

অচিহ্নিত কর্ম্মচারীদিগের পদত্যাগ।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, নিম্নতর শাসন ও অচিহ্নিত বিচারকার্য্যে যেসকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাঁহারা আর পদস্থ থাকিতে পারিবেন না। যে স্থলে ষ্টেটসেক্রেটারি বিশেষ আজ্ঞা দিবেন, সেস্থলে এ নিয়ম খাটিবে না। এই নিমিত্ত যাবতীয় কর্ম্মচারীর বয়ঃক্রম ও কার্য্যকাল জানিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র এক এক তালিকা প্রেরিত হইয়াছে। ১৮৭০ অব্দের জানুয়ারি অবধি এই নিয়মানুসারে কার্য্য আরম্ভ হইবে। অনেকে এ নিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছেন সিবিলিয়ানেরা ৩৫ বৎসরের অধিক কাল কাজ করিতে পারেন না; বর্ত্তমান নিয়মানুসারে তাঁহারা ২৪ বৎসরে কার্য্য আরম্ভ করেন, ৬০ বৎসরের সময়ে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হয়। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিগণের পক্ষে এ নিয়ম না করা অন্যায়। যাঁহারা বিচার করেন তাঁহাদিগের অধিক বয়ঃক্রম হইলে বরং কাজ আরও ভাল হয়। ইংলণ্ডের অনেক বিচারপতি বৃদ্ধ। ডাক্তর লশিঙ্গটন ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও আইনের কুটিল তর্কের মীমাংসায় সমর্থ হইয়াছেন। প্রিবি কৌন্সিলের বর্ত্তমান জজদিগের সকলেই বৃদ্ধ। এদেশে ৬০ বৎসরের মধ্যে কাহারই বুদ্ধিহ্রাস হয় না; প্রত্যুত ৪০ বৎসরের পর অবধি ৬০ পর্য্যন্ত বুদ্ধির পরিণামাবস্থা হয়। অতএব ৬০ বৎসরপর্য্যন্ত সীমা করা অতিশয় কর্ত্তব্য। বোধ হয় কর্ম্মচারিগণ আবেদন করিলে গবর্ণমেন্ট তাহা শ্রবণ করিতে পারেন।

—:০:—

এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়রগণ।

এতদ্দেশীয় ইঞ্জিনিয়রগণের প্রতি যে অবিচার হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাঁহারা আমাদিগের উন্নতির পথে কণ্টক ক্ষেপণে অনুরাগী, তাঁহারা বলিতেছেন, এতদ্দেশীয়েরা উপযুক্ত হইলে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইঞ্জিনিয়রেরা তাঁহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেন। সকলে না করুন কোন কোন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়র এই অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইহা গ্রাহ্য করেন নাই। এতদ্দেশীয় ইঞ্জিনিয়র কিসে অনুপযুক্ত? বিপক্ষেরা বলেন, ইঞ্জিনিয়র হইলে সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে হয়, এতদ্দেশীয়েরা তাহা পারেন না। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ অমূলক। যথার্থ পরিশ্রম এতদ্দেশী কর্ম্মচারীরাই করিয়া থাকেন। মজুর সংগ্রহ, কণ্ট্রাক্টরগণের ধূর্ত্ততানিবারণ, সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন এসকল কাজ এতদ্দেশীয় ইঞ্জিনিয়রগণ হইতেই হইয়া থাকে। ইউরোপীয়েরা হিসাব প্রস্তুত করিয়া কণ্ট্রাক্ট দেন এবং সকল কাজ হইয়া গেলে একবার দর্শন করিয়া আইসেন। ইউরোপ হইতে যেসকল ইঞ্জিনিয়র আইসেন,

যর শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহোদয় কৃপাপূর্ব্বক, আমার সংগৃহীত দেওয়ানী কার্য্যবিধানের অবশিষ্টাংশ মুদ্রাঙ্কনার্থ আমাকে এক কালীন ১০০০ এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। সূর্য্যকান্ত বাবু যে অনাথ দিগের বন্ধু, বিপদাপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধারক, পরদুঃখকাতর, স্বদেশের হিতৈষী, সর্ব্বসাধারণের উপকারসম্পাদনে অগ্রসর, ধনমত্ততা ও অহঙ্কারপরাঙ্মুখ এবং ধন ও জীবন অকিঞ্চিৎকর, পরোপকারপরতন্ত্র সৎকার্য্যসম্পাদন করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ যে করুণারসে পরিপূর্ণ, উল্লিখিত দানের দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে। যখন একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনার্থ সূর্য্যকান্ত বাবু অকাতরে ১০০০ এক সহস্র টাকা একবারে দান করিয়াছেন, তখন উল্লিখিত সদ্‌গুণপ্রভৃতিতে যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিভূষিত যুক্তিদ্বারা ইহা অবশ্যই সিদ্ধ স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু সদ্‌গুণসম্পন্ন হৃদয় না হইলে অধিক দানস্পৃহা বলবতী হয় না।

যদি সূর্য্যকান্ত বাবু এসময়ে সহস্র মুদ্রা আমাকে প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে দেওয়ানী কার্য্যবিধানের অবশিষ্টাংশ মুদ্রাঙ্কন করিয়া গ্রন্থ খানি সমাপন করা আমার সাধ্যাতীত হইত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রাঙ্কনোপলক্ষে আমি যে অর্থব্যয় করিয়াছি, সেই সমুদায় ব্যয়ের দ্বারা কিছুই ফল প্রাপ্ত হইতাম না। সূর্য্যকান্ত বাবুর করুণাই আমার সংগৃহীত গ্রন্থ সমাপনের নিদানভূত অতএব সূর্য্যকান্ত বাবুর সমীপে আমি চিরকালের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম।

পরম জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা এই, সূর্য্যকান্ত বাবু দীর্ঘজীবী হউন; এবং সময়ে সময়ে তাঁহার দ্বারা স্বদেশের হিতসাধন, সাধারণের এবং ব্যক্তিবিশেষের উপকারসম্পাদন ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা বিভাগের মুখ উজ্জ্বল হউক; সকলে তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া আজীবন যশঃকীর্ত্তন করুক এবং তিনি যেন সকলের প্রণয়ভাজন হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

পরিশেষে পূর্ব্ববাঙ্গালা বিভাগনিবাসী জমীদার মহাশয়দের সমীপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

উল্লিখিত জমীদার মহাশয়দিগের সমীপে সানুনয় নিবেদন এই, তাঁহারা সময়ে সময়ে ভোগবিলাস হইতে কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়া সূর্য্যকান্ত বাবুর স্বভাবের অনুকরণ করুন। তাঁহারা যদি সূর্য্যকান্ত বাবুর ন্যায় সৎকার্য্য সম্পাদনে অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশের কত উন্নতিসাধন, জনসমাজের কত মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদন হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না এবং তাঁহারাও সাধারণসমীপে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পরম সুখী হইবেন সন্দেহ নাই। ভোগবিলাসী জমীদার মহাশয়েরা কি একবার মনেও করেন না যে এই জীবন ও ধন অকিঞ্চিৎকর। তাঁহারা যে কি নিমিত্ত অহরহঃ পরিণামবিরস বিষয়ে প্রমত্ত থাকিয়া সৎকার্য্যে উপেক্ষা করেন, তাহা চিন্তা করিয়াও জানা যায় না!!

কলিকাতা
৭ই চৈত্র
১২৭৫। সাল।

আপনার
একান্ত অনুগত
শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক।

—:০:—

মহাশয়! আমাদের এই প্রেরিত পত্র খানিকে আপনার বিখ্যাত পত্রিকাপার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সত্যের জ্যোতিঃ কিছুতেই আচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। এত দিন আমাদের এই আদিম সভ্য ভারতভূমিকে পৌত্তলিকতারূপ তমোরাশিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, নিরাময়, নিরাকার, জ্যোতির্ম্ময়, ভূমার সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃপ্রভা দিন দিন এই ভারতমণ্ডলকে সমুজ্জ্বলিত করিতেছে। লোক ক্রমে যতই সভ্যপদবীতে অধিরোহণ করিবেন, ততই পৌত্তলিকতারূপ অন্ধকার তিরোহিত হইবে সন্দেহ নাই। সেই মোহান্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয় বিগত ১৯ এ ফাল্গুন নরাহনগরে মহাসমারোহপূর্ব্বক এখানকার ব্রাহ্ম মহোদয়গণ একটী ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাঁরা দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতার আলয়েই উপাসনাদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি একটী ইষ্টকনির্ম্মিত প্রশস্ত সমাজগৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত দিন প্রত্যুষে ব্রাহ্ম মহোদয় সকল স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনপুরঃসর পবিত্র হইয়া, প্রথমতঃ পূর্ব্ব উপাসনা স্থানে গমন করিলেন। তথন কিঞ্চিৎ কাল এখানকার আচার্য্য শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্তোত্র পাঠ করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্ম ভ্রাতারা সম্মিলিত হইয়া, করুণাময় পরম পিতার উদ্দেশে একটী সঙ্গীত উপাসনা ও একটী সঙ্গীত সমাপ্তির পর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া হইয়া প্রথমতঃ আচার্য্য লোকসকলকে একটী সুবিস্তৃত গৃহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা যেন তিনিই আদরের সহিত ইহা বুঝাইয়া দিলেন। পার্শ্বে ব্রাহ্মিকাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। তথায় ব্রাহ্মিকা ভগিনীসকল আসিয়া সেই অনাথের নাথ মহেশের পদাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বেলা প্রায় দুইপ্রহরপর্য্যন্ত সঙ্গীত ও প্রার্থনাদ্বারা পরম সুখে মন্দিরে কালযাপন করিয়া তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল। বৈকালে বেলা প্রায় ৫ টার সময় পুনরায় ব্রাহ্মভ্রাতারা মিলিত হইয়া, সমাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন! প্রাতে কলিকাতা হইতে কোন ব্রাহ্ম মহোদয় আইসেন নাই বৈকালে কেশববাবুপ্রভৃতি ৭।৮ জন ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে আসিলেন। ছয়টার সময় খোল করতালের সহিত সমাজগৃহে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় ১ ঘণ্টা কীর্ত্তন হইয়া, তৎপরে শ্রীযুক্ত কেশব বাবু বেদিতে আরোহণ করিলেন। বৈকালে উক্ত মহাত্মাই আচার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ জগদীশের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তৎপরে সমুপস্থিত লোকবৃন্দকে বিবিধপ্রকার হিতগর্ভ উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে মধ্যে একটী একটী সঙ্গীত হইতে লাগিল। পরে শশি বাবু একটী প্রার্থনা করিলেন। গৃহমধ্যে অনূ্যন একশত লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় ৪০ জন ব্রাহ্ম মতাবলম্বী। যাঁহারা ইহাঁদের বিদ্বেষী, তাঁহারাও প্রায় শতাধিক লোক প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, সভক্তি প্রার্থনা ও ক্রন্দনাদি শ্রবণ করিয়া বিগলিতহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে করুণানিধান তাঁহার এরূপ ভক্তিপরায়ণ অনুগত পুত্রসকলকে নির্ব্বিঘ্নে রাখুন। গুণী ব্যক্তির যশঃ ঘোষণা না করিলে প্রত্যবায় আছে, তজ্জন্যই আমরা অদ্য এই প্রবন্ধটী সাধারণ সমীপে প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উল্লিখিত ... যে কেবল এই ব্রাহ্ম মন্দির প্রতি

রুশীয়া ও পারস্যের উপরে তিনি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মৈত্রী করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের একান্ত আবশ্যক। তাঁহার সহিত মৈত্রী দৃঢ়বদ্ধ হইলে রুশীয়ার প্রসর নিবারণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দরবারগুলি অর্থক্ষয়ের একটী প্রধান হেতু। এই হেতু আমরা ইহার অনুরক্ত নহি; কিন্তু আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, এ দরবারে যে ব্যয় হইল, তাহা বিফল হইল না। শিয়ার আলির সহিত মৈত্রী হইলে পরিণামে একটী মহৎ ইষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা আছে।

—:০:—

প্রাপ্ত।

শুনা যাইতেছে, এখানকার প্রধানতম বিচারালয় জয়কালী দেবীর মকদ্দমায় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চাঁদা করিয়া তদ্বিরুদ্ধে প্রিবিকৌন্সিলে আপীল হইবে। এটী করা অতিশয় আবশ্যক। কেবল আমাদিগের উত্তরাধিকারের অনুরোধে নহে, সমাজের ধর্ম্মনীতি রক্ষা নিমিত্ত আপীল করা অতিশয় উচিত। প্রধানতম বিচারালয়ের বারিষ্টর বিচারপতিদিগের একটী রোগ জন্মিয়াছে। তাঁহারা ভাবেন এদেশীয়দিগের সামাজিক আচার ব্যবহারের যত অন্যথা করিতে পারেন, ততই ভাল হয়। এক জন বিচারপতি অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগকে দেওয়ানী ডিক্রীতে জেলে দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আবার কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বংশরক্ষার্থে ভ্রূণহত্যা করিলে কোন দোষ নাই। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা পিণ্ডদান নিয়মানুসারে ধনাধিকারব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যভিচারিণীর পিণ্ডদানে অধিকার নাই। তাহার মৃত পতির পিণ্ডদানে অনুরাগ প্রবৃত্তি হইবারও সম্ভাবনা নাই। জয়কালী যে ভ্রষ্টা তাহার সন্দেহ নাই; স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার কন্যা হইয়াছে। তথাপি বারিষ্টর বিচারপতিগণ এই স্ত্রীলোককে সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছেন। এই আজ্ঞাদ্বারা হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম... নাই অবমাননা করা হইয়াছে। এই আজ্ঞার বলবর্ত্তী থাকিলে বেশ্যাবৃত্তির আত্যন্তিক প্রশ্রয় হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা প্রধান বিচারপতিকে একটী কথা বলিতেছি, হিন্দু আইন ঘটিত মকদ্দমা উপস্থিত হইলে এক জন সিবিলিয়ান ও এতদ্দেশীয় বিচারপতিকে সঙ্গে লওয়া অতিশয় আবশ্যক। বারিষ্টরগণ দায় ও সমাজ ঘটিত বিষয়ের যথার্থ বিচারে সমর্থ নহেন। তাঁহারা সম্প্রতি যে কয়েকটী বিচার করিয়াছেন এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার একটীরও অনুমোদন করিতেছেন না।

——:০*০:——

বিবিধ সংবাদ।

১৭ই চৈত্র সোমবার।

পোর্টকানিঙ কোম্পানির সুন্দরবন ইজারা যাইতেছে। এই ইজারাতে কোম্পানির এক লক্ষ টাকা আয় হয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ৯০০০ টাকামাত্র লাভ পান। লোকের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে রেবেনিউ বোর্ড ইজারা ছাড়াইবার সংবাদ দিয়াছেন। ইজারা গেলে দরিদ্র লোকে রক্ষা করিয়া বাঁচিবে।

আলোয়ারের রাজা নীমরাণার ঠাকুরের জায়গির বাজেয়াপ্ত করিয়া দিলেন। ইহার আয় বার্ষিক ৪০,০০০ টাকা। ঠাকুর গবর্ণমেণ্টের নিকটে আপীল করাতে রাজা জায়গির ছাড়িয়া দিতে বাধিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালী বলেন, বহরমপুর কালেজের অধ্যক্ষ হাণ্ড সাহেবের অনুরোধে প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বতন প্রণালী অনুসারে জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহারা আইন শ্রেণিতে প্রবেশ করিয়া প্রথম শ্রেণির ওকালতির পরীক্ষা দিতে পারিবেন এটী উত্তম কার্য্য হইয়াছে। ওকালতির ছাত্রদিগের ফী কমাইলে কি ভাল হয় না? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ৫ টাকা দেন, উকীল শ্রেণির শিক্ষার্থিগণ দশ টাকা দিয়াথাকেন।

নওয়াখালির সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর ভুরাও বাবু জগদীশনাথ রায়কে প্রহার ও অপমান করাতে তাঁহার ফৌজদারিতে ৩০০ টাকা জরিমানা হয়। মুন্সেফ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ৩০ টাকা ডিক্রী দিয়াছেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম এই নির্ব্বোধ গোঁয়ারকে দেওয়ানী চিকিৎসকের

... হয়, প্রস্তুত করিবার ... যায়; কিন্তু ইঞ্জিনিয়রগণ ... আচ্ছাদিত রাখেন; কিন্তু ... সাৎ হইয়াছে। রেঙ্গুণে স... বাটীর ছাদ হইতেছে, এবং ... ভাঙ্গিয়া পড়িল!!

ঢাকার জে, এন, পোগস ... বারিষ্টর হইয়াছেন।

ডেলিবিউস অবগত হইয়াছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর পুনর্ব্বার দুই জন এতদ্দেশীয় সহকারী সেক্রেটারির নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রস্তাব করিয়াছেন। শাসনবিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন নিম্নতর শাসনকার্য্য বিভাগ হইতে এইপ্রকার দুই ব্যক্তিকে মনোনীত করা গ্রে সাহেবের অভিপ্রেত।

অম্বালা হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম আসিয়াছে—

"২৭ এ মার্চ্চ শনিবার। গবর্ণর জেনরল অদ্য বেলা ৬ টার সময়ে উপনীত হইয়াছেন। অতিশয় সমারোহে তাঁহাকে গ্রহণ করা হয়। রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে তাঁবু প্রায় এক ক্রোশ পথ হইবে। ইহার উভয় পার্শ্বে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান ছিল। উত্তম বস্ত্রে শোভিত সহচরদিগের সহিত গবর্ণর জেনরেল অগ্রসর হন। পাতিয়ালা ঝিন্দ কোটা ও অন্য অন্য রাজ্যের সৈন্যগণ এসময়ে উপস্থিত ছিল। ২৪এ অবধি আমীর সিয়ার আলি এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যার সময় মহাসমারোহে দরবার করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করা হইবে। বিস্তর লোকে অম্বালায় গমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে শকটগুলি নিয়মিত সময়ের দুই ঘটিকাপরে উপনীত হইতেছে। এই নিমিত্ত ভ্রমণকারিগণকে এক রাত্রি গাজিয়াবাদ রেলওয়ে সংশ্রবস্থানে অপেক্ষা করিতে হইতেছে। অনেক দ্রব্য পশ্চাতে পড়িয়া থাকাতে লোকের বিশেষ কষ্ট হইতেছে।"

২৮এ মার্চ্চ রবিবার। গত কল্য মহাসমারোহে দরবার হয়। আমীরকে যেপ্রকারে গ্রহণ করা হয় তাহাতে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার সময়ে গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন, " আমীর সিয়ার আলি খাঁ! মহাব্রিটন ও আয়ার লণ্ডের ...

তাঁহাদিগের বিজ্ঞাননৈপুণ্য অধিক সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহারা এক কালে একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র হইয়া থাকেন এতৎপদস্থ হইলে যেপ্রকার তত্ত্বাবধান করা আবশ্যক, তাহা ইহাঁরা করিতে পারেন না। ইহার একটা স্বাভাবিক কারণ আছে। ইঞ্জিনিয়রদিগকে সর্ব্বদা বিস্তর অজ্ঞ লোকের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। দেশীয় ভাষা না জানিলে এই ব্যবহার চলে না ; সুতরাং এদেশীয়দিগের স্কন্ধে সমুদায় কার্য্যভার পতিত হয়, নবাগত একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়র স্বাক্ষর করিয়া প্রশংসাভাজন এইমাত্র। যাহা হউক, যাহাঁরা ইংলণ্ড হইতে আইসেন, তাঁহাদিগকে যদি উচ্চতর বেতন দেওয়া হয়, তাহাতে আমাদিগের তত আপত্তি নাই ; কিন্তু যাঁহারা এদেশে থাকিয়া রুড়কি অথবা প্রেসিডেন্সি কালেজ হইতে বহির্গত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে তারতম্য করা হয় কেন ? এক জন সামান্য সৈনিক এক কালে প্রথম শ্রেণির ওভরসিয়ার হন, এক জন এতদ্দেশীয় সর্ব্ব নিম্ন পদ হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। ইউরোপীয়েরা অতি অল্প কালমধ্যে উন্নতিলাভ করেন, এতদ্দেশীয়ের ভাগ্যে তাহা হয় না। বিদ্যা বুদ্ধিতে যদি তুলনা করা যায় এতদ্দেশীয় সহকারী ইঞ্জিনিয়রগণ ইউরোপীয় সৈনিক সহকারী ইঞ্জিনিয়রদিগের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া প্রতীয়মান হন। কাজ এদেশীয় হইতে অধিক হয় ; কিন্তু উন্নতির বেলা এক জন ভারতবর্ষীয় একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র হইতে পারেন না। এটি কি অবিচার নহে ? ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়র হইতে অধিক অপকর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের অধিক ক্ষতি হয়। ইহাঁদিগের বেতন ভোগী লোক আছেন ; ইহাঁদিগের নামে কণ্ট্রাক্ট লওয়া হয়। গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে কণ্ট্রাক্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু নিয়মিত কণ্ট্রাক্টরে কাজ পান।

পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ।

"পশুদিগের প্রতি দয়াপ্রকাশ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তাহাতে লাভও আছে" এই শিরোনামে আমরা এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পাইয়াছি। এই প্রবন্ধটী এক জন ইউরোপীয় লিখিয়াছেন এবং পশ্বাদির প্রতি নিষ্ঠুরতানিবারণী সভা লেখককে পুরস্কার দিয়াছেন। ইহা বাঙ্গলা ও উর্দ্দুতে অনুবাদিত হইয়াছে। আমরা অতিশয় আহ্লাদসহকারে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলাম। লেখক চলিত ধর্ম্মনীতি অবলম্বন করিয়া তর্ক করিয়া গিয়াছেন। পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা অতিশয় অন্যায়। ইহাদিগের হইতে মানবমণ্ডলীর অনেক উপকার হয়। পীড়ার সময়ে ও অসঙ্গত পরিশ্রমের পর পশুদিগকে খাটাইয়া লওয়া নিতান্ত নৃশংসের কার্য্য। ইহাতে ক্ষতিও আছে। পশুগণ সুস্থ থাকিলে অধিক কাজ করিতে পারে। আহারের নিমিত্ত কোন কোন জন্তুকে বধ করিতে হয় ; কিন্তু তাহাদিগকে যাতনা না দিয়া বধ করা উচিত। উদরপূরণের নিমিত্ত মৃগয়া আবশ্যক হয় বটে ; কিন্তু বৃথা জন্তুকে অকারণ কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। ইংলণ্ডের শীকারীরা খেঁকশিয়ালের মাংস ভক্ষণ করেন না ; তথাপি ইহাকে বধ করা হয়। স্ত্রীলোকে ও পাদরিরাও শৃগালের লাঙ্গুলকর্ত্তন করা গৌরবের বিষয় জ্ঞান করেন। লেখক এই ক্রীড়াকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পশুর মাংস ভোজ্য নয়, তাহাকে বধ নিতান্ত অনুচিত। রামচন্দ্রকে বালী যে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের এ বিষয়ে দয়া সবিশেষ জানা যায়। বিষের জন্য বুলবুল বুলবুলি ভৃতির যুদ্ধ কে... রজার কার্য্য। অহি... ও অর্থলোভ এইসকল দুটী মোরগ পরস্পরকে যেটী জয়ী হইল তাহার অধি... য়ারিলেন। এস্থলে অর্থলোভই ... কিন্তু এই অর্থলোভ অধর্ম্মের কারণ। এইপ্রকার অর্থলোভে নরহত্যা করিলেও ত চলে। মানুষের বেলায় যেটী পাপ বলিয়া পরিগণিত হয়, পশুর বেলায়ও তাহা পাপ বলিয়া গণিত হইবে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর যে যে জীবের যেপ্রকার প্রকৃতির নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম করিলেও পাপ হয়। ঘোড় দৌড়ও অন্যায়। ইহাতেও অর্থলোভের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। আমরা লেখকের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যে জাতি পশ্বাদির যুদ্ধ দেখিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদিগের হ্রাস হইয়া যায়। রোমকেরা যখন বিলাস ও আলস্যদোষে আপনাদিগের পূর্ব্ব ক্ষমতা হীন হইতেছিলেন, সেই সময়েই সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্রপ্রভৃতিকে পরস্পরের প্রাণবধে নিয়োজিত করিয়া আমোদ করিতেন। এক্ষণে ইউরোপের মধ্যে স্পেন সভ্যতা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বলে সকল জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্পেনীয়েরা বৃষের সহিত যুদ্ধ জাতিসাধারণ আমোদের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণনা করেন এইপ্রকার মুসলমান রাজ্যের দুরবস্থার সময়ে দিল্লী, মুরসিদাবাদপ্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা পশুযুদ্ধ হইত। যে ব্যক্তি পশুদিগকে কষ্ট দেয়, কখন মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করি...

... সমাজে ...
...ল বাসে। লেখক
...ছন, পশুর প্রতি
...ন যে কোন ব্যক্তির
...ত পারেন। সকল
... নিষ্ঠুরতার নিবেধ
...মাদিগের দেশে পূর্ব্বে পশ্বা
...সালয় ছিল। কিন্তু ভদ্রলো...
...করুন না কেন, আমাদিগের
নিম্নশ্রেণি গরুপ্রভৃতির প্রতি দয়া প্রদ
র্শন করিতে জানে না। শকটে যোজিত
গো ও অশ্বের কষ্ট দর্শন করিলে অন্তঃকরণ
একান্ত বিচলিত হয়। বোধ কর, অশ্ব
দুটী বেলা নয় ঘটিকা অবধি পাঁচ ঘটিকা
পর্য্যন্ত ক্রমাগত আরোহী বহন করি
তেছে। একে ক্ষুদ্র জীব, তাহাতে আহার
নাই। তথাপি ভাড়া চাই; চলিতে
পারে না, ক্রমাগত চাবুক পড়িতেছে।
ঠিকা গাড়ির গাড়োয়ানেরা বোধ হয়
সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর। ইহারা মানবজা
তির সহিত কি প্রকার ব্যবহার করে
তাহা সকলেই জানেন। গরুর গাড়ির
গাড়োয়ানেরাও সামান্য নিষ্ঠুর নহে।
গরু রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছে; ক্রমাগত
চক্ষে পৃষ্ঠে ও শৃঙ্গে আঘাত হইতেছে।
সমস্ত দিবস বোঝা বহন করিয়া হত
ভাগ্য পশু চলিতে পারে না; কিন্তু
গাড়োয়ান প্রহার করিতে ছাড়ে না।
আমরা সর্ব্বদা এই অত্যাচার দর্শন
করিতেছি। ইহার নিবারণবিষয়ে
সকলেরই যত্ন করা উচিত। ...
...পক সভা ... নিমিত্ত আইন করি
... । আমরা কর্ত্তব্য স্বদেশীয়
... অনুরোধ করিতেছি, পশুদিগ
... নিষ্ঠু ... নিবারণী সভার সহকারী
... তাঁহারা এইসকল দুর্ব্যবহার
... দর্শনমাত্র
...ই প্রহরিহস্তে অপরাধীকে অর্পণ
করা সভ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সভা যে
কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন,
তাহাতে সভা যে ধন্যবাদের যোগ্য
এ কথা বলা বাহুল্য, লেখকও ধন্যবাদের
পাত্র সন্দেহ নাই।

—:০:—

অম্বালায় দরবার।

গত ২৭ এ মার্চ্চ শনিবার অম্বালার দরবার হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস উক্ত নগরে দরবারস্থলে গবর্ণর জেনরল আমীর সিয়ার আলি খাঁর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরলের সেক্রেটারিগণ, প্রধান সেনাপতি ও ৫ ৫০০ সৈন্য, মাগদালার লার্ড নেপিয়র, পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর, পাটিয়ালা, ঝিন্দ, নাবা প্রভৃতির রাজা এবং অন্য অন্য বিস্তর লোকে উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সিয়ার আলি খাঁ অম্বালায় উপস্থিত হন, তাঁহাকে দুই দিবস অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। গবর্ণর জেনরল মহামমারোহে নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ও প্রধান সেনাপতির পটমণ্ডপে সেই প্রশস্ত পরিসর ভূমি বসনময় নগর হইয়া উঠিয়াছিল। বেলা সাড়ে চারি ঘটিকার সময়ে আমীর উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত সাত জন সর্দ্দার ও তাঁহার সহবর্ত্তীয় পুত্র আবদুল্লা খাঁ ছিলেন। সর্দ্দারগণের মধ্যে উজির নুর মহম্মদ খাঁ অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হন। ইনি দোস্ত মহম্মদ খাঁর মন্ত্রী ছিলেন। আমীর আগমন করিবামাত্র গবর্ণর জেনরল তাঁবুর বাহিরে গিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। গবর্ণর জেনরলের সিংহাসনের পার্শ্বে আমীরকে আসন দেওয়া হইয়াছিল। আসনখানি সর্ব্বাংশে গবর্ণর জেনরলের তুল্য। সিয়ার আলি খাঁর বয়ক্রম অনুমান ৪৬ বৎসর। তিনি স্থূলকায়; অতিশয় দীর্ঘাকার নহেন। তাঁহার মুখশ্রী দেখিলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা বলিয়া বোধ হয়। যখন ব্রিটিশ দূত শাহ সুজার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করেন, তখন উক্ত নৃপতি কহিনুরপ্রভৃতি হীরকমণ্ডিত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। কিন্তু সিয়ার আলি খাঁ সেরূপ করেন নাই। তিনি জাঁক জমক ভাল বাসেন না। তাঁহার পরিচ্ছদদ্বারা বড়মানুষী প্রকাশিত হয় নাই। রাজ্ঞীর নাম করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইলে আমীর বলিলেন, তাঁহাকে যে প্রকারে সমাদর করা হইল তাহাতে তিনি সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি আর কখন রেলওয়ে দর্শন করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহার বিস্ময়প্রকাশ অসঙ্গত নয়। তিনি ব্রিটিশ সেনাদল দর্শন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। হাইলণ্ডীয়গণদ্বারা তাঁহার মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। আরমষ্ট্রঙ্গ কামান এবং এনফিলড ও স্নাইডর রাইফল দর্শন করিয়া তিনি প্রীত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে প্রায় এক লক্ষ টাকার দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করেন; কিন্তু আমীর গবর্ণর জেনরলের প্রদত্ত তলবারখানি অধিকতর সন্তোষসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় সর্দ্দারদিগকে দর্শন করিয়া বলিলেন, ইহাঁদিগের আকারে মরদানার পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহাদিগের পক্ষে সৈনিকদ্বার বন্ধ, তাঁহাদিগের এ অবস্থা হওয়া অনৈসর্গিক নয়। পর দিবস গবর্ণর জেনরল আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সিয়ার আলি খাঁ তাঁহাকে নিজের তলবারখানি প্রদান করিয়াছেন। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, সিয়ার আলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দর্শন করিয়া ইহাঁদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধনে উৎসুক হইয়াছেন।

যে। অতএব এরূপ দেশহিতকর কার্য্যে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

[illegible]লি পব্লিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টে বিস্তর নূতন কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যহ প্রায় দশ হাজার লোক এই বিভাগে কর্ম্ম করিয়া দিনপাত করিতেছে। সংপ্রতি পূর্ত্তকার্য্যের আধিক্যনিবন্ধন কএক জন সব ওভারসিয়ারের অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। রুড়কী কলেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র আনিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া রয়্যাল একজাকটুটিভ ইঞ্জিনিয়ার লেপ্টেনেণ্ট স্পার্ক সাহেব এখানে সব ওভারসিয়ারের পরীক্ষাগ্রহণের ঘোষণা করেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৯ জন হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্পার্ক সাহেব ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়কে পরীক্ষক মনোনীত করিয়াছিলেন। যদুনাথ বাবু যে এক জন অতি উপযুক্ত লোক তাহা বলা বাহুল্য। উঁহার কৃত কৌশলপূর্ণ প্রশ্নগুলি দেখিয়া অনেকে ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পুনরায় পরীক্ষাগ্রহণ করিতে হইলে যেন যদুনাথ বাবুর ন্যায় পক্ষপাতশূন্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে পরীক্ষক নির্ব্বাচন করা হয়।

এবৎসর এ প্রদেশের কমিসরিয়েট বিভাগে ফান্স বিপ্লবের ন্যায় হুলস্থুল লাগিয়াছে। কমিসরিয়েট জেনরল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নূতন নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অকর্ম্মণ্য অল্প বেতনভোগী কেরাণীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থানে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তদনুসারে ডেপুটী কমিসরিয়েট জেনরল সাহেব উক্ত বিভাগের সংখ্যা কমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইনি একবারে কাহাকে পদচ্যুত করিতেছেন, কাহাকে বা ভারতবর্ষের অন্তিম সীমায় (কসলী প্রভৃতি স্থান) বদলি করিতেছেন। এখানে ৩০ টাকার একটী পদ একবারে উঠিয়া গেল এবং এক জন ৬০ টাকার কেরাণী আগ্রায় বদলি হইয়া যাওয়াতে উপরস্থ কেরানিগণ পাঁচ, দশ, ছয়, বিশ টাকা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছেন। কমসরিয়াট, পোষ্ট আফিস ও পব্লিক ওয়ার্কস প্রভৃতি বিভাগে কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; কিন্তু শিক্ষাবিভাগের নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের ভাগ্যে কি হইল? সর জর্জ কাম্বেলের মতাবলম্বী মহাত্মগণের শীঘ্র তাঁহার অনুসরণ করা উচিত। এখানকার পলিটিকেল এজেণ্ট শ্রীযুক্ত কর্ণেল ডেলি সাহেব মধ্য ভারতবর্ষীয় প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার সেক্রেটারি হইয়া চলিলেন এবং তাঁহার পদে কর্ণেল সাওয়ার সাহেব নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। আগামী ১লা মার্চ ডেলি সাহেবের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। ইতিপূর্ব্বে যখন ডেলি সাহেব মসিরাবাদে বদলি হইয়া যান, তখন সাওয়ার সাহেব উঁহার কর্ম্ম করেন। সেই সময়ে এখানে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। মহারাজ সিন্ধিয়া কেবল সাওয়ার সাহেবের উদ্যোগে ও প্রবর্ত্তনায় তৎকালে (গত আগষ্ট মাসে) স্বীয় রাজ্যমধ্যে শস্যের শুল্ক রহিত করিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট আইন প্রণয়ন করেন। তদ্দ্বারা মহারাজের প্রজাপুঞ্জের অনেক উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। সওয়ার সাহেব আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যোগসহকারে কার্য্য করেন এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। মধ্যে এখানে বসন্তরোগের কিছু প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু তাহার আর কোন চিহ্নই লক্ষিত হইতেছে না।

—:০:—

আমাদিগের কোরহাটিস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

অদ্য আমরা শ্রীনগর পুলিষের কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। প্রায় ৪।৫ মাস যাবৎ যশোহর অঞ্চলীয় কতকগুলি দলবদ্ধ চোর আসিয়া বিক্রমপুরে সমধিক উৎপাত করিতেছিল। এমন কি এই কয়মাস এতদঞ্চলে চুরির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রায় প্রত্যহই আমরা চুরির সংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইতাম; কিন্তু শ্রীনগর পুলিশের কার্য্যকৌশলে ও সবিশেষ শাসনে এখন আর আমাদিগকে তদ্রূপ উৎপাত সহ্য করিতে হইতেছে না। ইতঃ পূর্ব্বে সাহাবাদ নগর গ্রামের চৌকীদার সন্দেহক্রমে উল্লিখিত চোরদিগের এক জনকে ধৃত করিয়া পুলিশে পাঠায়। এই দুর্ব্বৃত্ত হইতেই উহার অন্যান্য সহচরগণের নাম ও বাসস্থানাদির বৃত্তান্ত পুলিষ অবগত হন। তদনন্তর উক্ত ষ্টেশনের অন্যতর হেড কনষ্টেবল মির্জ্জা আব্দুল ওয়াহেদ বিক্রমপুরের নানা স্থানে অন্বেষণ ও সকৌশল অনুসন্ধান করিয়া আর কয়েক জনকে লোপ্ত্র সহ ধৃত করিয়া মেজিষ্ট্রেটীতে প্রেরণ করেন। তৎপর কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে ঐ ষ্টেশনের প্রথম শ্রেণীর হেড কনষ্টেবল বাবু দলবদ্ধ অন্যান্য সহচরগণকে ধৃত করিবার উদ্দেশে যশোহর অঞ্চলে গমন করিয়া [illegible] আনিয়াছেন। এখন ঐ সকল চোরের মেজিষ্ট্রেটীতে বিচারাধীন আছে।

গত ২৮এ মাঘ শ্রীনগর ষ্টেশ[illegible] কেয়াইন নিবাসী শ্রীযুক্ত বজচন্দ্র [illegible]য়ের বাটীতে চুরি হইয়া প্রায় ১৫০ [illegible] অলঙ্কারাদি অপহৃত হইয়াছে। পুলিশের [illegible] করা কর্ত্তব্য।

এ বৎসর তত্রত্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে একটী ছাত্র ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কৃতকার্য্যতালাভ করিয়াছেন; কিন্তু বৃত্তিপ্রাপ্ত হন নাই।

ইতঃপূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীনগরের খালটীর সংস্করণবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন বলিয়া জনরব হয়। এখন ত তাহার নাম গন্ধও শুনিতে পাই না। আমাদিগের ঢাকাই কর্ত্তৃপক্ষদিগের মনোযোগই এইরূপ। তাঁহারা যে বিষয়ের যখন প্রস্তাব করেন তাহা প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হয় না, অমনি শেষ হইয়া যায়। এই খালখননবিষয়ক প্রস্তাবেরই কত ঘটা দেখিলাম। যাহা হউক, আমরা শ্রীনগরের জমীদারদিগের সমীপে প্রার্থনা ও অনুরোধ করি, তাঁহারা এবিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। খালটী সংস্কৃত হইলে উঁহাদিগের নিজ প্রজার সহিত অন্যান্য অনেক লোকের উপকার হইবার সম্ভাবনা।

———

আমাদিগের বজ্রযোগীনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় আমাদিগের বজ্রযোগিনী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজীবিদ্যালয়ের ফল সাতিশয় সন্তোষকর হইয়াছে। এই বিদ্যালয় হইতে ৬ জন ছাত্র বাঙ্গলাবৃত্তি ও এক জন ছাত্র মাইনর স্কলার্শিপ পরীক্ষা প্রদান করেন; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিন জন ঢাকা কালেজিয়েট স্কুলে ও দুই জন ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত স্কুলের উন্নতির জন্য ২০০ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি এই সুসময়ে ঐ টাকাগুলি পাঠাইয়া স্বকীয় বদান্যতার সবিশেষ পরিচয় দিবেন।

২। সম্প্রতি এই স্থানের অন্তর্গত লাহাপাড়াতে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কয়েক ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৪ ঠা ফাল্গুন রবিবার ঢাকা ব্রাহ্ম ... াদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন ... য়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ভাটপাড়া নিবাসী ব্রাহ্মধর্ম্মপরায়ণ দীনানাথ গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী ... শুভবিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হই-য়াছে। ... স্থলে অনেক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

৫। ... আনন্দের সহিত লিখিতেছি, কতিপয় দেশহিতৈষী নবযুবকের যত্নে গোপালপুর গ্রামে ... নামা একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান করাই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। মহাশয়! মীরগঞ্জদিগের খাল খননার্থ কত বার কত আড়ম্বর হইল! কত সভা হইল, কত বা চাঁদা সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু খাল খনন কোথায়? আর কি বর্ষাকালে খনন আরম্ভ হইবে?

—ঃ০ঃ—

আমরা শান্তিপুর হইতে নিম্নলিখিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

শান্তিপুরে একটী গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য যত্ন হইতেছে। রাণাঘাটের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন মহাশয় এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। গ্রামস্থ সমস্ত লোকই তাঁহার এই সাধু অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছেন। প্রায় ২৩ বৎসর গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবল্লভ প্রামাণিক প্রভৃতি কতিপয় ভদ্র লোক এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছিলেন যে, এখানে কৃষ্ণনগর কালেজের ব্রাঞ্চ স্কুল সংস্থাপিত হয়। তদুত্তরে তখন কার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর লিখিয়াছিলেন যে, যদি গ্রামবাসী লোকে একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা হইলে ব্রাঞ্চ স্কুল সংস্থাপিত হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন গ্রামের লোকের অমনোযোগে তাহা সম্পন্ন হয় নাই। সম্প্রতি রামশঙ্কর বাবু যেরূপ মনোযোগী হইয়াছেন, তাহাতে এবার আশা সঞ্চার হইতেছে। গত ১৩ই ফাল্গুন মঙ্গলবার উপরোক্ত রামশঙ্কর বাবু গ্রামস্থ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটী সভা করিয়াছিলেন। সভার উদ্দেশ্য, এই যে, যদি গ্রামস্থ লোকে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন, তবে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন কি না তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা যায়। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং অনেকে টাকা স্বাক্ষর করিলেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের দয়া হইলেই এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, রামশঙ্কর বাবু কুশলে থাকিয়া তাঁহার সাধু কামনা পূর্ণ করুন। তাঁহার ন্যায়পরতা, দয়া, ক্ষমা, মৃদুতা প্রভৃতি গুণ যেমন বহু দিনের পর বিচারাসন পবিত্র হইল, তেমনি শান্তিপুর বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া চিরকাল তাঁহাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করুক।

২। এখানে ... বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, আবার প্রাণনাশক ওলাউঠা আগমন করিতেছে।

৩। গোবীজে টীকা দিয়া অনেকে উপকার পাইতেছেন।

৪। অত্রত্য রোডওভরশিয়ার বাবু প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়ের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

৫। একটী ভদ্রবংশীয় বিধবার গর্ভপাত হইয়া বড় গোলযোগ যাইতেছে। তথাপি বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইল না।

৬। শান্তিপুরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে যেন সহৃদয় ধার্ম্মিকপ্রবর রামশঙ্কর বাবু নিশ্চিন্ত না থাকেন।

—ঃ০ঃ—

আমাদিগের শ্রীহট্টস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

অত্রত্য নওয়াসড়ক স্কুলের ২৬ জনের মধ্যে কেবল ২ জন ছাত্র মাইনর বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া, অবশিষ্ট অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের কত জন কেবল প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, অবগত হইবার জন্য ঢাকায় দাক্ষিণপূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর আফিসে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। তদুত্তরে জানা গিয়াছে, সমুদায়ে ২১টি বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহা অতিশয় সন্তোষকর সন্দেহ নাই। এজন্য নওয়াসড়ক স্কুলের শিক্ষকগণকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আমাদিগের জজ শ্রীযুক্ত এফ বে কোবর্ণ সাহেব দীর্ঘ বিদায়ের পর এখানে পুনরাগত হইয়াছেন। ইনি অতি সুক্ষ্ম ও সুবিচারক, এমন কি ইহার তুল্য জজ শ্রীহট্টে আর আসিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহার বিচারে পরাজিত হইলেও কেহ অসন্তুষ্ট হয় না। কোর্টের স্বচ্ছতা অতি উত্তম ও নিরহঙ্কার, প্রতিনিধি জজ এ, লিবিয়েন সাহেব কয়েক দিবস হইল এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

এখানে মোক্তারী পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। ১১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ন্যূনাধিক ৮০ জন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা দেন। তন্মধ্যে বাচনিক পরীক্ষায় ১৮ জনমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সম্পূর্ণ ফল এযাবৎ জানা যায় নাই।

ইতিমধ্যে কয়েক দিবস অল্প অল্প বৃষ্টি হওয়াতে ওলাউঠার প্রভাব একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু তণ্ডুলাদি পূর্ব্বের ন্যায় মহার্ঘ্য রহিয়াছে; পরন্তু তৈলের মূল্য আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অনেক দিবস হইল, লক্ষপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার মৌলবী আলী আহম্মদ সাহেবের জমীদারী আদমপুরনামক স্থানে বন্য লুসাই জাতির এক দল আসিয়া কয়েক ব্যক্তিকে হত এবং তত্রত্য থানার এক জন হেড কনষ্টাবলকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া যায়। সম্প্রতি আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট গুড সাহেব, ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল বিকার সাহেব, কালেক্টর মাজিষ্ট্রেট কেম্বল সাহেব এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট কেম্পবেল সাহেব তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য এক দল সৈন্যসমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তি সৈন্য সহকারে লুসাইদিগের বাসস্থানপর্য্যন্ত যাইবেন এবং আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব খাম্বারঘাট নামক স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগের আহারাদি যোগাইবেন। উপরি উক্ত জমীদার আলী আহম্মদ সৈন্যগমনের রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। খাম্বারঘাটে আরো ৮ জন হেড কনষ্টাবল ও ৮০ জন কনষ্টাবল প্রেরিত হইতেছে। শুনা যায়, তথাকার পুলিষ অনেক কাজ করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে কাছাড়ে এক দল কুকী আসিয়া দৌরাত্ম্য করিয়া গিয়াছে লিখিয়াছি লাম, অনুমান হয় যে তাহারাও লুসাইদিগের এক দল হইবে। তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের কমিসনর সিম্সন সাহেব কাছাড়ের ডিষ্ট্রিক্ট পুলিষ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট ডেলি সাহেব ও ... গার সাহেব গমন করিয়াছেন। শুনা যায় গবর্ণমেণ্ট নাকি এ বিষয়ে মণিপুরের রাজার সাহায্য চাহিয়াছেন।

১২৭৫ সাল
১৩ ফাল্গুন